গিরিশ
রচনাবলী
চতুর্থ খণ্ড

গিরিশ রচনাবলী

সমগ্র রচনাবলী

পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ

চতুর্থ খণ্ড

ডক্টর দেবীপদ ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত
এবং সাহিত্য-সাধনা আলোচিত

সাহিত্য সংসদ। ৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড। কলিকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ ১৯৪৭

প্রকাশক। শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত
শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিঃ
৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড। কলিকাতা ৯

প্রকাশকের নিবেদন

নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র ঘোষের সমগ্র রচনা চার খণ্ডে প্রকাশিত হইবে বলিয়া প্রথমে ঘোষণা করা হইয়াছিল। তৃতীয় খণ্ড এযাবৎ প্রকাশিত হইয়াছে। চতুর্থ খণ্ড মুদ্রণের সময়ে দেখা গেল যে বাকি অংশ আর একটি মাত্র খণ্ডে প্রকাশ করিতে হইলে ইহা বৃহদায়তন হইয়া পড়ে; অন্যথা রচনাবলীর কিছু অংশ বর্জন করিতে হয়। ইহার বিকল্প হিসাবে পঞ্চম খণ্ডে গিরিশ রচনাবলী সম্পূর্ণ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। চতুর্থ খণ্ড প্রকাশে অনিবার্য কারণে যথেষ্ট বিলম্ব ঘটিল ইহার জন্য আমরা দুঃখিত। চতুর্থ খণ্ড পর্যন্ত রচনাবলীতে গিরিশচন্দ্রের নাটকগুলি দেওয়া হইয়াছে এবং প্রথম তিনটি খণ্ডে দুটি উপন্যাস, কয়েকটি প্রবন্ধ ও ছোট গল্প স্থান পাইয়াছে। পঞ্চম খণ্ডে সন্নিবিষ্ট হইবে বঙ্কিমচন্দ্রের দুটি উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' এবং 'সীতারাম'এর গিরিশ-কৃত নাট্যরূপ, উপন্যাস চন্দ্রা, কবিতাবলী, অবশিষ্ট ছোট গল্প ও কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ। সম্পাদক কর্তৃক একটি দীর্ঘ ভূমিকাও পঞ্চম খণ্ডে সন্নিবিষ্ট হইবে। আশা করা যায়, পঞ্চম খণ্ডটি বর্তমান বৎসরের মধ্যে প্রকাশিত হইবে।

কাগজ ও মুদ্রণব্যয়াধিক্য সত্ত্বেও এই খণ্ডের মূল্য পঁচিশ টাকা রাখা হইল।

সূচীপত্র

নাটক

যৌবনে গিরিশচন্দ্র

পরিণত বয়সে গিরিশচন্দ্র

তপোবল

[পৌরাণিক নাটক]

(২রা অগ্রহায়ণ, ১৩১৮ সাল, মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)

পুরুষ-চরিত্র

বিশ্বামিত্র (কান্যকুব্জের অধিপতি)। বশিষ্ঠ (ব্রহ্মর্ষি)। শক্তি (ব্রহ্মর্ষির জ্যেষ্ঠ পুত্র)। ত্রিশঙ্কু (ইক্ষ্বাকু-বংশীয় রাজা)। কল্মাষপাদ (ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা)। অম্বরীষ (ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা)। সদানন্দ (বিশ্বামিত্রের বয়স্য)। শুনঃশেফ (ব্রাহ্মণকুমার)। পরাশর (শক্তির পুত্র)। ব্রহ্মা, ব্রহ্মণ্যদেব, ইন্দ্র, ধর্ম্মরাজ, অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ। বিশ্বামিত্রের মন্ত্রী, সেনাপতি, সভাসদ্, জ্যেষ্ঠপুত্র (যুবরাজ) ও দূতগণ; ঘোষণাকারিদ্বয়, নাগরিকগণ, নগর-রক্ষক, ব্রাহ্মণগণ, ঋষিগণ, ব্রহ্মদূত, দিব্যধামবাসিগণ, অম্বরীষের দূতদ্বয়, সিদ্ধচারণগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী-চরিত্র

বেদমাতা (গায়ত্রী দেবী)। সুনেত্রা (বিশ্বামিত্রের মহিষী)। অরুন্ধতী (বশিষ্ঠের পত্নী)। বদরী (ত্রিশঙ্কুর রাণী)। অদৃশ্যন্তী (শক্তির স্ত্রী)। মেনকা, রম্ভা, উর্ব্বশী, ঘৃতাচী প্রভৃতি অপ্সরাগণ, নাগরিকাগণ, দিব্যধামবাসিনীগণ, দেবীগণ ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বশিষ্ঠের তপোবনের একপার্শ্ব

বিশ্বামিত্রের সভাসদ্, সেনাপতি ও সদানন্দ

সদা। ভারি অন্যায়, ভারি অন্যায়—

সভা। কার অন্যায়, ঠাকুর?

সদা। এই ব্রহ্মার—

সভা। কেন বল দেখি?

সদা। এই দেখ না, আপনার বেলায় চার মুখ ক'রেছেন, আর পেটের ভেতর—গোটা আষ্টেক না হোক—চারটে তো খোল নিশ্চিত ক'রেছেন; আর মানুষের বেলা একটী মুখ আর একটী পেটের খোল! আরে ছাই, পেটও তো কারো কাছে ধার ক'র্‌বার জো নাই! এই নিজের পেট নিয়ে যতটুকু পারো, আমার গালে-মুখে চড়াতে ইচ্ছা হ'চ্চে!

সেনা। আহা, তাই তো ঠাকুর, অন্যায়ই তো বটে!

সদা। অন্যায় নয়? পাহাড় পাহাড় মোণ্ডা, পাহাড় পাহাড় পুরী, পাহাড় পাহাড় মিঠাই, পুকুর পুকুর ক্ষীর, পুকুর পুকুর দধি! হায় হায়, কি হ'লো রে, এ সব ফেলে চ'লে যেতে হ'লো! বাম্‌নী রে, তুই কোথা? ছেলেপুলের হাত ধ'রে চ'লে আয়—আমার আপ্‌শোষে প্রাণ বেরুচ্ছে—শেষ দেখাটা দেখে যা।

সেনা। আর কি ক'র্‌বে ঠাকুর! চল, মনের আপ্‌শোষ মনে মেরে সহরে ফেরা যাক্।

সদা। যাও, আমার সঙ্গে কথা ক'ও না, আমি এখন রেগেছি! ওই বশিষ্ঠের হেস্ত-নেস্ত না ক'রে আমি আর এ বন থেকে নড়্‌চিনে। এমন আবাগের বেটা মুনি হয়! রাজারাজড়া যে খাদ্য চোখে দেখ্‌তে পায় না—সেই সকল খাদ্য-সামগ্রী—রাজার অসংখ্য চতুরঙ্গ সেনাকে খাওয়ালে, একটা সামান্য পদাতিক পর্য্যন্ত বঞ্চিত হ'লো না; আর আমার কি না—মুখে দুটো একটা দিতে না দিতে—পেট ভ'রে এলো! হায় হায়, কি হ'লো! বাম্‌নী রে, তোর সঙ্গে আর দেখা হ'লো না! আমি বিবাগী হ'লেম, এ বন ছেড়ে আমি আর কোথাও যাচ্চিনে।

সভা। কি ঠাকুর, বৈরাগ্য উদয় হ'লো না কি?

সদা। হবে না? ব্রাহ্মণের ছেলে, তপোবন ছেড়ে যেতে পারি?

বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠের প্রবেশ

বিশ্বা। মুনিবর,
কল্পনা-অতীত এই অদ্ভুত ঘটনা!
ভ্রমিলাম সসাগরা ধরা,

বহুস্থানে বাহুবলে পাইলাম পূজা;
কিন্তু জন্মেনি ধারণা—
এতাদৃশ আতিথ্য-সৎকার-সম্ভাবনা কভু।
অপূর্ব্ব বসন, অপূর্ব্ব আসন—
পূর্ব্বে যাহা চক্ষে না হেরিনু—
অপর্য্যাপ্ত সে সকল তব তপোবনে!
চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়, ষড়্‌রসযুত
ভক্ষ্যদ্রব্য কত, শতপুত্র সনে,
চতুরঙ্গ সৈন্যে মিলি ভুঞ্জিতে নারিনু।
কহ হে তাপস,
এ ঐশ্বর্য্য কোথায় পাইলে—
অনায়াসে হৈল যাহে আতিথ্য-সৎকার?

বশিষ্ঠ। কামধেনু আছে মম সবলা নামেতে,
যে ঐশ্বর্য্যবলে, যে দ্রব্য যখন প্রয়োজন,
সবলা দোহনে প্রাপ্ত হই সেইক্ষণে।

বিশ্বা। মুনিবর, কোটি গাভী করিব প্রদান,
বিনিময়ে সবলারে করহ অর্পণ!

বশিষ্ঠ। এ কি আজ্ঞা দেন, মহারাজ,
সবলারে কিরূপে ত্যজিব?

বিশ্বা। শুন হে তাপস,
ধনরত্ন রাজ্য আদি যাহা অভিলাষ—
যেবা ইচ্ছা তব—
দানিব তোমায়, দেহ সবলা আমায়।

বশিষ্ঠ। মহারাজ, কি ঐশ্বর্য্য অভাব আমার,
সবলার কল্যাণে সকলি পাই আমি।

বিশ্বা। রাখ মান, দেহ দান, কৃপা কর, মুনি!

বশিষ্ঠ। মহারাজ, পূরাইতে নারিব বাসনা।
কামধেনু সবলা-প্রভাবে,
যাগযজ্ঞ, পিতৃলোক-ক্রিয়া,
আতিথ্য-সৎকার আদি
অনায়াসে হয় সমাধান।
অন্যায্য যাচ্ঞা তব কেন মহারাজ?

বিশ্বা। জান, মুনি, আমি সম্রাট্ তোমার?

বশিষ্ঠ। কর্ত্তব্য আছিল যাহা সম্রাটের প্রতি,
করিয়াছি সে কার্য্যসাধন!

বিশ্বা। উত্তম যে রত্ন যথা আছে ধরাতলে—
ভূপতি সবার অধিকারী;
গোরত্ন রেখেছ তুমি রাজারে বঞ্চিয়ে।

বশিষ্ঠ। পাইয়াছি কামধেনু তপস্যা প্রভাবে,
শাস্ত্রমত নাহি তাহে রাজ-অধিকার।

বিশ্বা। অধিকার সকলি রাজার।
দেহ, নহে বলে আমি করিব গ্রহণ।

বশিষ্ঠ। তনয়া-অধিক প্রিয় সবলা গোধন,
স্বেচ্ছায় নারিব তারে করিতে অর্পণ।
কামধেনু ইচ্ছামত মম অনুগত,
ইচ্ছা যথা তথা ধেনু রহে;
যদি তবাশ্রয় করে আকিঞ্চন,
করহ গ্রহণ;
যদি বলে রাজা করহ হরণ—
দরিদ্র ব্রাহ্মণ—মম কি আছে উপায়?
কিন্তু মম সুদৃঢ় বচন,
স্বেচ্ছায় সবলা নাহি করিব প্রদান।

বিশ্বা। সেনাপতি, দেহ আজ্ঞা গোধন
আনিতে।
যে রত্নে রাজার অধিকার,
বঞ্চনা করিয়ে ভূপে রেখেছে ব্রাহ্মণ।
[সেনাপতির প্রস্থান।

বশিষ্ঠ। মহারাজের জয় হোক।
[বশিষ্ঠের প্রস্থান।

সভা। দেখেছ, দেখেছ সদানন্দ, ভণ্ড বামুন ব'ল্লে "জয় হোক", কিন্তু মনে মনে ব'ল্লে, "ক্ষয় হোক"! আর তোমার এবার সুবিধা হ'লো, আর বনে এসে বিবাগী হ'তে হবে না; রাজপুরেই বিবাগী হ'লে চ'ল্‌বে।

সদা। উঁহু, ভাল বুঝ্‌ছিনে!

বিশ্বা। কি ভাল বুঝ্‌ছ না?

সদা। মহারাজ, ও বামুনের গরু পথে-ঘাটে যেখানে সেখানে নাদ্‌বে না, ও গোয়ালে এসে নাদে।

সভা। তুমিও তো ব্রাহ্মণ আছ, মহারাজকে ব'লে গরুটি তোমার গোয়ালেই রাখিয়ে দেওয়া যাবে।

সদা। বড়ই তো হাম্বা ডাক্‌ছে, দেখ্‌তে হোলো। [সদানন্দের প্রস্থান।

সভা। মহারাজ, অকস্মাৎ রণ-কোলাহল শোনা যাচ্ছে! এ কি কোন বিপক্ষসৈন্য আক্রমণ ক'র্‌লে না কি?

প্রথম দূতের প্রবেশ

বিশ্বা। কি সংবাদ?

১ দূত। মহারাজ—গাভী নয়, গাভী নয়—মায়াবী দানবী! আমরা বলপূর্ব্বক বন্ধন ক'রে ল'য়ে যেতে চেষ্টা ক'র্‌লুম, গাভী রজ্জু ছেদন ক'রে বশিষ্ঠের নিকট উপস্থিত হ'লো।

মানবীভাষায় ব'ল্লে, "পিতঃ, কি নিমিত্ত আমায় বিদায় দিচ্ছেন?" বশিষ্ঠ ব'ল্লেন, "মা, আমি নিরুপায়, রাজা বলপূর্ব্বক তোমায় ল'য়ে যাচ্ছেন, আমি তোমায় বিদায় দিই নাই। ক্ষত্রিয়ের বল—তেজ, ব্রাহ্মণের বল—ক্ষমা; তোমার যদি অভিরুচি হয়, গমন কর।" গাভী ব'ল্লে, "আদেশ প্রদান করুন, আমি আত্মরক্ষা করি।" বশিষ্ঠ আদেশ দিলেন; এই গাভী হুঙ্কার ত্যাগ ক'র্‌লে—সে এক বিকট মূর্ত্তি—এখনো হৃৎকম্প হচ্ছে! গাভীর সর্ব্বাঙ্গ হ'তে নানা বর্ণের সৈন্যসৃষ্টি হ'য়ে আমাদের প্রতিরোধ ক'চ্ছে। সেনাপতি প্রাণপণে তাদের নিরস্ত ক'র্‌তে পাচ্ছেন না।

সদানন্দের পুনঃ প্রবেশ

সদা। মহারাজ—পালান, পালান। গাভী যেমন ছানাবড়া নাদে, তেম্‌নি সৈন্য চোনায়। পালান,—পালান, তিলমাত্র অপেক্ষা ক'র্‌বেন না।

সেনাপতির প্রবেশ

সেনা। মহারাজ অদ্ভুত কথন!—
করিয়ে তাড়না, ধেনু ল'য়ে যাই রাজ্যমুখে,
অকস্মাৎ ভীষণ-মূরতি
কামধেনু করিল ধারণ!
প্রভাত-অরুণ সম আরক্ত লোচন,
গ্রীবাদেশ উন্নত করিয়ে,
বজ্রনাদে হাম্বা রব করি পরিত্যাগ,
সৃজিল অদ্ভুত সৈন্য-শ্রেণী!
লোহিত হরিত পীত বিবিধ বরণ,
সৈন্যগণ বিকট-দর্শন—
নানা অস্ত্রে অশ্বগজরথে,
সুসজ্জিত রাজসৈন্য কৈল আক্রমণ!
আকুল স্বপক্ষ-সেনা—
চতুর্দ্দিকে ধায় উভরড়ে।

বিশ্বা। কি, ভীরু সৈন্যগণ পলায়ন ক'চ্ছে! তুমিও রণস্থল পরিত্যাগ ক'রেছ? এস, দেখি বিপক্ষ সেনার কত বল!

যুবরাজের প্রবেশ

যুবরাজ। রাজাধিরাজ কেন অগ্রসর হবেন, আমরা শত ভ্রাতা উপস্থিত র'য়েছি।

বিশ্বা। যাও, ভণ্ড তাপসকে আমার সম্মুখে ল'য়ে এস। রাজ-আজ্ঞা উপেক্ষা ক'রে দণ্ডনীয় হ'য়েছে।

[যুবরাজের প্রস্থান।

সেনাপতি, যদি সাহস হয়, কুমারের পশ্চাৎ গমন কর।

[সেনাপতির প্রস্থান।

সভা। মহারাজ, ঘোর রণ-কোলাহল শ্রুত হ'চ্ছে, অস্ত্র-দীপ্তিতে দশ-দিক্‌ আলোকিত!

বিশ্বা। এ কি! মহা-অস্ত্র কে প্রয়োগ ক'ল্লে? কোন দেবরথী কি বশিষ্ঠের সহায় হ'লো?

দ্বিতীয় দূতের প্রবেশ

২ দূত। মহারাজ—মহারাজ—

বিশ্বা। শীঘ্র কহ কি সংবাদ, ভীরু!

২ দূত। মহারাজ, বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ,
কালান্তক যম,
যষ্টি-করে পশিল সমরে—
অনল উথলে যষ্টি-মুখে—
রাজসৈন্য তুলা সম হৈল ভস্মসাৎ!
অগ্রসর শতেক কুমার রণে,
কিন্তু কালান্ত অনল-বরিষণে,
ব্রাহ্মণ-সমীপে সবে যাইতে অক্ষম;
কি জানি কি হয় মহারণে!

তৃতীয় দূতের প্রবেশ

৩ দূত। মহারাজ, মহারাজ,
শত রাজপুত্র হত বশিষ্ঠের রণে!
যষ্টি-করে, অটল মেরুর সম মুনি,
যষ্টি হ'তে প্রদীপ্ত হইল মহানল;
হর-কোপানলে দগ্ধ মন্মথ যেমন,
তেমতি হইল ভস্ম শতেক কুমার!

বিশ্বা। পুত্রহন্তা ব্রাহ্মণের আজ নিস্তার নাই।

[সদানন্দ ও সভাসদ্‌ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

সদা। আর কি দেখ্‌ছেন, চলুন—গুটি গুটি, রাজার সঙ্গে গিয়ে ওড়া যাক্‌।

সভা। এ সময় পরিহাস কর, ব্রাহ্মণ?

সদা। না, পরিহাস নয়, ভস্ম হ'লে দেহের

ভারটা কিছু লঘু হবে—বায়ুভরে বিচরণ ক'র্‌তে পারা যাবে।

সভা। কি, তুমি যুদ্ধ ক'র্‌বে না কি?

সদা। না, যুদ্ধ ক'র্‌বো না, ভস্ম হব।

সভা। সে কি?

সদা। সে কি আর! রাজার সঙ্গে অনেক চর্ব্ব্যচোষ্য আহার হ'য়েছে, নানা রাজ-পরিচ্ছদ ধারণ করা হ'য়েছে, নানাপ্রকার আমোদ আহ্লাদ হ'য়েছে; শেষটা পোড়্‌বার পালা, ওটা আর বাকী রাখ্‌ছিনে। ম'শায় যদি না এগোন, ধীরে ধীরে ফিরুন। ব্রাহ্মণীকে খবর দেবেন যে, তাঁর পতি অগ্নিস্পর্শে দেহ পবিত্র ক'রেছেন।

সভা। না, আমিও দেহ পবিত্র করি গে চলুন।

সদা। বটে! দেখ্‌ছি এক সঙ্গে অনেক শ্রাদ্ধাদি হবে। বেঁচে থাক্‌লে অনেক শ্রাদ্ধে ভোজন-ক্রিয়াটা হ'তো।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

বশিষ্ঠের তপোবনের অপর পার্শ্ব

বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র

বশিষ্ঠ। আরে নৃপাধম, এখনো তোর দম্ভ দূর হ'লো না! শতপুত্র নাশ, অরণ্যবৎ সৈন্যক্ষয় স্বচক্ষে দেখ্‌লি, তথাপি তোর ব্রহ্মতেজ উপলব্ধি হ'লো না! অশ্ব, রথ, সারথি বিনষ্ট, তূণীর অস্ত্রহীন, ধনুর্গুণ ছিন্ন, তথাপি গদা-হস্তে আস্ফালন কচ্ছিস্‌?

বিশ্বা। আরে কপট তপস্বি, তোরে এই দণ্ডেই বিনাশ ক'র্‌ব; দেখি, জগতে কোন্‌ তেজ ক্ষত্রিয়তেজ নিবারণ করে! বালক পুত্রগণ ও সামান্য সৈন্য বিনাশ ক'রে তোর এত দূর অহঙ্কার! সে অহঙ্কার এই গদাঘাতে চূর্ণ ক'র্‌বো।

বশিষ্ঠ। নৃপকুলকলঙ্ক, এখনি তোর গর্ব্ব খর্ব্ব হবে।

সহসা বশিষ্ঠ-হস্তস্থিত ব্রহ্মযষ্টি প্রজ্বলিত হওন

বিশ্বা। কি আশ্চর্য্য, এ কোন কুহক, না এই ব্রহ্মতেজ! এই তেজে কি আমার শত পুত্র নিহত হ'য়েছে? আমার তূণীর শূন্য, মহা-অস্ত্র-সকল ভস্মীভূত, ব্রাহ্মণ অচল অটল অবস্থায় অবস্থান ক'চ্ছে! আমি স্বয়ং বা ভস্ম হই! এ দারুণ অগ্নি আমায় গ্রাস ক'র্‌তে আস্‌ছে।

অরুন্ধতীর প্রবেশ

অরু। প্রভু, প্রভু, ব্রহ্মতেজ সংবরণ করুন! সামান্য কামধেনুর নিমিত্ত তপোবনে বহু নর-হত্যা হ'য়েছে; মহারাজ বিশ্বামিত্রকে ভস্ম ক'র্‌বেন না। ওঁর শত পুত্র ভস্ম হ'য়েছে; অৰ্দ্ধ-সৈন্য ভস্মীভূত, অৰ্দ্ধ-সৈন্য পলায়িত; দেখুন—সৈন্যহীন, অস্ত্রহীন, রথহীন—একমাত্র মহারাজ ব্রহ্ম-যষ্টি-তেজে মুহ্যমান অবস্থায় দণ্ডায়মান! আর কেন ক্রোধ ক'চ্ছেন? আপনি তেজ না সংবরণ ক'র্‌লে এখনি ভস্ম হবে।

বশিষ্ঠ। কিরূপ ব'ল্‌ছ? আমি তেজ সংবরণ ক'র্‌লে, অস্ত্রধারী ক্ষত্রিয় এখনি আমায় বধ ক'র্‌বে।

অরু। প্রভু, ব্রহ্মবিদ্‌ ব্রাহ্মণের যে জন্মমৃত্যু আছে, তা তো কই শ্রীমুখে শুনি নাই। তবে ব্রহ্মতেজ না সংবরণ ক'র্‌লে সংসারে ঘোরতর অনিষ্ট উৎপন্ন হবে; এবং জনবিনাশে—সে তেজ প্রয়োগজনিত নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হওয়ায়—আপনি ব্রহ্মতেজবর্জ্জিত হবেন। অনেক অনিষ্ট হ'য়েছে, কে জানে বিশ্ব-নিয়মে তার পরিণাম কি! ঐ দেখুন, দেবগণ, সিদ্ধচারণগণ—প্রলয়-কালীন কালানলসদৃশ আপনার দণ্ডনিঃসৃত অনলদৃষ্টে—ভীত হ'য়েছেন! ঐ শুনুন—"ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও" সকলে উচ্চ শব্দ ক'চ্চে।

বশিষ্ঠ। তুমি প্রকৃত সহধর্ম্মিণী, তুমি সদুপদেশ-দাত্রী। আমি তেজ সংবরণ ক'র্‌লেম। সত্য, আমার আবার জন্মমৃত্যু কি? আমি, সামান্য জীবের ন্যায় জন্মমৃত্যুর প্রতি লক্ষ্য ক'রেছি। তুমি প্রকৃত বিদ্যাশক্তিসম্পন্না, তোমার আশঙ্কা সত্য। এ অনিষ্টসাধনের ফলভোগী—আমি, এবং আমার দোষে তোমাকেও ফলভোগী হ'তে হ'লো। বিশ্বামিত্রের শত পুত্র-বিনাশে, আমিই আমার বংশের অনিষ্টসাধন ক'র্‌লেম। যদি বংশরক্ষা হয়, সে কেবল তোমার পুণ্য-বলে। (বিশ্বামিত্রের প্রতি) মহারাজ বিশ্বামিত্র, আমি না বুঝে কামধেনু আপনাকে দান ক'র্‌তে অসম্মত হ'য়েছিলেম। আমি ধেনুর

অধিকার পরিত্যাগ ক'র্‌লেম. আপনি গ্রহণ করুন।

বিশ্বা। না বশিষ্ঠ, কামধেনু অধিকারের যোগ্য আমি এক্ষণে নই। কামধেনু তোমার শক্তিতে, নচেৎ কামধেনু—ধেনু মাত্র। আমার চক্ষু উন্মীলিত, ব্রহ্মশক্তিই শক্তি, ক্ষত্রিয়-শক্তিতে শত ধিক্! আমার বজ্রধারী ইন্দ্র তুল্য শতপুত্র তোমার তেজে ভস্মীভূত! যে অস্ত্রে সাগর শোষিত হয়, সেই অস্ত্র তোমার তেজে নিষ্ফল! যদি দিন পাই, তোমার সম্মুখীন আবার হব'। ব্রহ্মবলই বল, ব্রহ্মবলই বল,—শত ধিক্ ক্ষত্রিয়-বলে! এ অপমানের প্রায়শ্চিত্ত—মৃত্যু, অপর প্রায়শ্চিত্ত নাই, অপর প্রায়শ্চিত্ত নাই। ধিক্ ধিক্, ক্ষত্রিয়-বলে শত ধিক্!

[বিশ্বামিত্রের প্রস্থান।

অরু। প্রভু, বোধ হয় রাজা মনের আবেগে সংসার পরিত্যাগ ক'রে কোথায় গমন ক'চ্চেন, আপনি ওঁরে নিবারণ করুন।

বশিষ্ঠ। সে শক্তি আমার নাই। রাজা দৃঢ়-সংকল্প, তাঁর সংকল্প কদাচ ভঙ্গ হবে না। বোধ হয়, তপস্যায় গমন ক'চ্চেন। ব্রহ্মলোকে শুনেছি, আশ্চর্য্য তপোবলের মাহাত্ম্য অচিরে সংসারে প্রচার হবে। অনুমান হয়, এই তার সূচনা। কি ক'র্‌লেম, কি ক'র্‌লেম, সামান্য কামধেনুর নিমিত্ত এত গর্হিত কার্য্যে লিপ্ত হ'লেম!

অরু। প্রভু, আপনি ক্লান্ত হ'য়েছেন, কুটীরে আসুন, দাসীর সেবা গ্রহণ ক'র্‌বেন।

বশিষ্ঠ। কল্যাণি, আর আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন ক'র্‌বো না। এই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত প্রয়োজন।

অরু। কেন, কেন প্রভু, আপনার অপরাধ কি? আপনি আত্মরক্ষা ক'রেছেন মাত্র।

বশিষ্ঠ। সাধ্বি, তুমি ব্রাহ্মণের নিয়ম কি অবগত নও? ব্রাহ্মণের রক্ষার ভার ব্রহ্মণ্যদেবের, স্বয়ং তার আত্মরক্ষার অধিকার নাই। মায়া-মোহের আবাস এই পঞ্চভৌতিক দেহরক্ষার নিমিত্ত, কোটি কোটি নরহত্যা, রাজপুত্রহত্যা দ্বারা, রুধিরে তপোবন কলুষিত ক'র্‌লেম। এর প্রায়শ্চিত্ত নিতান্ত প্রয়োজন, নচেৎ দেব-মাতা গায়ত্রী আমায় পরিত্যাগ ক'র্‌বেন। যদি তপঃপ্রভাবে দুর্দ্দম মন দমন ক'র্‌তে বিশিষ্ট-রূপে সক্ষম হই, তবেই পুনরায় বশিষ্ঠ নামের যোগ্য হব; নচেৎ তপ জপ হোম যজ্ঞ—সকলই বিফল! শুভে, তুমি কামধেনু সবলাকে ব'লো, যেন সবলা কোন যোগ্য তাপসের আশ্রয় গ্রহণ করে; আমার আশ্রমে সে কলুষিত হবে।

বশিষ্ঠের প্রস্থানোদ্যোগ

বেদমাতার প্রবেশ

বেদমাতা। বশিষ্ঠ, কোথায় চ'লেছ?

বশিষ্ঠ। আপনি কে, মা?

বেদ-মা। আমি তোমার সঙ্গেই আছি, আমায় চিন্‌তে পাচ্ছ না? বোধ হয়, ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হওয়ায় সেই ধূমে তোমার দৃষ্টিশক্তি আবরিত ক'রেছে, তাই চিন্‌তে পাচ্ছ না। ব্রাহ্মণ পরের পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'র্‌বে, পরের পাপ গ্রহণ ক'র্‌বে, আপনার পাপ, কর্ম্মফল-ভোগ দ্বারা শান্তি ক'র্‌বে। ব্রাহ্মণের শান্তি—জ্ঞানার্জ্জন, কর্ম্মফল অপ্রতিকারপূর্ব্বক সহ্য করা। তুমি জ্ঞানী হ'য়ে কেন আত্মবিস্মৃত হ'চ্ছ? তোমার শাস্ত্রাধ্যয়ন কি সকলই বিফল?

বশিষ্ঠ। মা, মা, আমি জ্ঞানী নই, আমি মহা অজ্ঞান! তবে আপনার দর্শনে যদি জ্ঞান-লাভ হয়। বিশ্বামিত্রের শত পুত্র বিনাশ ক'রেছি, অপক্ষপাতী বিধির নিয়মে তার প্রতি-শোধ হওয়া উচিত।

বেদ-মা। যদি বুঝে থাক, তবে গৃহ ত্যাগ ক'চ্চ কেন?

বশিষ্ঠ। হাঁ মা, তোমার কৃপায় আমার উপলব্ধি হ'য়েছে যে, ক্রোধবশতঃ আমি কুল-ক্ষয় ক'রেছি; তবে যদি সুশীলা অরুন্ধতীর পুণ্যবলে বংশরক্ষা হয়, পিতৃলোকের পিণ্ডরক্ষা হয়। মা, আমি গৃহে চ'ল্লেম। মন—পশু, কখন্ মোহ আশ্রয় ক'র্‌বে, জানি না, তুমি আমায় সর্ব্বদা সতর্ক ক'রো।

[বশিষ্ঠের প্রস্থান।

অরু। মা, যদি কৃপা ক'রে দর্শন দিলে, আমার সেবা গ্রহণ ক'র্‌বে এস।

বেদ-মা। তোমার সেবা তো আমি চির-দিনই গ্রহণ করি। তুমি কুললক্ষ্মী, তুমি তোমার স্বামীর সেবায় দিবারাত্র নিযুক্ত, এ অপেক্ষা প্রিয় সেবা আমার নাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রয়াগ—ত্রিবেণী-তীর

বিশ্বামিত্র

বিশ্বা। এই দম্ভ, এই বীর্য্য, ক্ষত্রিয়-গৌরব—
পরাভব একমাত্র ব্রাহ্মণ-প্রভাবে!
শত পুত্র হত, চতুরঙ্গ সেনা নিপাতিত।
বিনা অস্ত্রে—একমাত্র যষ্টির প্রভাবে!
যষ্টি করে,
সশস্ত্র নিবারে মোরে দরিদ্র ব্রাহ্মণ!
অপমান—ঘোর অপমান—
রাখিতে নাহিক স্থান বিস্তীর্ণ ধরায়।
হইলাম উপহাসভাজন সবার,
ত্যজি ছার প্রাণ, অপমানে পাব পরিত্রাণ।
ত্রিধারায় বহিছে ত্রিবেণী,
পুণ্য তীর্থ শুনি,
দানি' দেহ বিসর্জ্জন, করিব মনন—
জন্ম যাহে হয় মম ব্রাহ্মণ-ঔরসে।
ধিক্ ধিক্ ক্ষত্রিয়ের বলে শত ধিক্!

অবসন্নভাবে উপবেশন

বালকবেশী ব্রহ্মণ্যদেবের প্রবেশ

ব্রহ্মণ্য। অহে! ওঠ—ওঠ, চল চল, আমার সঙ্গে চল।

বিশ্বা। তুমি কে বাপু?

ব্রহ্মণ্য। আমি যে হই না, তুমি এস।

বিশ্বা। কেন, তোমার সঙ্গে যাব কেন?

ব্রহ্মণ্য। আমি তোমায় পুষ্‌ব।

বিশ্বা। পুষ্‌বে কি?

ব্রহ্মণ্য। পুষ্‌ব কি জান না?—যেমন বানর পোষে, হনুমান পোষে, ভালুক পোষে—

বিশ্বা। আমি কি জানোয়ার?

ব্রহ্মণ্য। জানোয়ারের বাড়া; জানোয়ারেরা ম'র্‌তে চায় না, তুমি ম'র্‌তে চাও।

বিশ্বা। আমি ম'র্‌তে চাই, তুমি কি ক'রে জান্‌লে?

ব্রহ্মণ্য। আমি তো তোমার মত আহাম্মক নই, যে বুঝতে পার্‌বো না। বুড়ো ধাড়ী বামুন, আক্কেল নাই, বুদ্ধি নাই, গালে হাত দিয়ে—জলে ঝাঁপ দেবে কি না ভাবছ!

বিশ্বা। বালক, কোথায় যাচ্ছ যাও, আমি ব্রাহ্মণ নই।

ব্রহ্মণ্য। ব্রাহ্মণ যদি নও, তবে ম'রে বামুন হবে কি ক'রে?

বিশ্বা। কে তুমি? আমার মনোভাব তুমি জান্‌লে কি প্রকারে?

ব্রহ্মণ্য। এই যে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বক্তৃতা ক'র্‌ছিলে; নইলে পোষ্‌বার জন্যে ধ'রে নিয়ে যেতে আস্‌বো কেন?

বিশ্বা। কে তুমি?

ব্রহ্মণ্য। আমি যে হই না কেন, তোমার আক্কেলের দৌড়টা দেখি; যদি বামুন নও, তবে বামুন হবে কি ক'রে?

বিশ্বা। ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্মে।

ব্রহ্মণ্য। তা হ'লে কি হবে, তোমার চারটে হাত বেরোবে, না ল্যাজ বেরোবে? এখন কোন্‌টা কম আছে যে, তখন সেটা বেশী হবে?

বিশ্বা। বালক, তুমি জান না, ব্রাহ্মণের ঔরসে না জন্মালে ব্রহ্মতেজ লাভ ক'র্‌বো কিসে?

ব্রহ্মণ্য। বোকারাম, তুমি জান না, এক ব্রহ্মতেজব্যতীত বেঁচে আছ কি ক'রে? কথা ক'চ্চ কি ক'রে? ব্রহ্মতেজই জগৎ। যাও, তোমার কাছে থাক্‌তে নাই, আমি চল্লুম।

বিশ্বা। বালক, তুমি কে? ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্মব্যতীত কি ব্রাহ্মণ হয়?

ব্রহ্মণ্য। আরে, কি আহাম্মকের মতন বকে! ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্মেও চণ্ডাল হয়। ব্রাহ্মণ-পুত্র গোতম চণ্ডাল হ'য়েছিল; তার কৃতঘ্নতায়, শৃগাল-কুক্কুরে তার মাংস ভক্ষণ করে নাই; কার্য্যে—ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল প্রভেদ। আত্মা সবার সমান। যে তপস্যায় আত্মদর্শন করে, সেই-ই ব্রাহ্মণ; নচেৎ ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মে, দু'গাছা সুতো গলায় দিয়ে, "ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ" ক'র্‌লে কি ব্রাহ্মণ হয়?

[ব্রহ্মণ্যদেবের প্রস্থান।

বিশ্বা। কে জানে, কে এ বালক? সত্য, তপস্যাই বল। ব্রাহ্মণ তো অনেক আছে, কিন্তু বশিষ্ঠ এরূপ তেজস্বী কেন? বশিষ্ঠ—তপের প্রভাবে বশিষ্ঠ। তপঃপ্রভাবে আমিও ব্রাহ্মণ হব; না, তাও কি সম্ভব? কই, কোন্ ক্ষত্রিয় তপঃ-প্রভাবে ব্রাহ্মণ হ'য়েছে? যা হোক, আজ ম'র্‌বো না, চিন্তা ক'রে দেখি।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাংক

কান্যকুব্জ—সুসজ্জিত নগর-তোরণ

ঘোষণাকারিদ্বয়ের প্রবেশ

ঘোষণাকারী। মহারাজাধিরাজ বিশ্বামিত্র দিগ্বিজয় ক'রে রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন ক'চ্চেন। সপ্ত দিবানিশি সকলে আনন্দোৎসব কর, মহারাণীর আদেশ। রাজকোষ হ'তে উৎসবের ব্যয় হবে। জয়, মহারাজ বিশ্বামিত্রের জয়!

[ঘোষণাকারিদ্বয়ের প্রস্থান।

নাগরিক ও নাগরিকাগণের প্রবেশ

গীত

অবনত সসাগরা অবনী,—
বাজে দুন্দুভি বিজয়, উঠে গভীর জয়ধ্বনি।
উজ্জ্বলা দীপের মালা, হাসে নগরী
সুরভি কুসুম-হার পরি;
গরবে উড়্ছে ধ্বজা—নতশির অরি,
নয়ন ভরি এস নেহারি, এস নাগর-
নাগরী;
শৌর্য্য বীর্য্য ভুবন-পূজ্য রাজ্যে আসে
নৃমণি।

[সকলের প্রস্থান।

মন্ত্রী ও নগররক্ষকের উভয় দিক্ হইতে প্রবেশ

মন্ত্রী। নগররক্ষক মহাশয়, সর্ব্বনাশ! আহত সেনানায়ক এসে সংবাদ দিলে যে, তপোবনে মহারাজ, বশিষ্ঠসঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হ'য়ে কোথায় গিয়েছেন, কেউ সন্ধান পাচ্চে না। উৎসব নিবারণ করুন, চতুর্দ্দিকে সতর্ক দূত প্রেরিত হোক; ঘোষণা দেন, যে মহারাজের সংবাদ দেবে—কোটি স্বর্ণমুদ্রা তার পারিতোষিক।

নগররক্ষক। এ্যাঁ, কি সর্ব্বনাশ!

মন্ত্রী। যান যান, আক্ষেপের সময় নাই, তিলমাত্র বিলম্ব না হয়; দূতগণ এই দণ্ডেই চতুর্দ্দিকে ধাবিত হোক।

[নগররক্ষকের প্রস্থান।

সুনেত্রার প্রবেশ

মন্ত্রী। এ কি, মা, আপনি হেথায় কেন?

সুনেত্রা। রাজা—অদর্শন;
রাজ্যের সুব্যবস্থা কারণ,
আগমন মম, বৎস, তব সন্নিধানে।
শিশুপুত্রে দিয়ে রাজ্যভার,
রাজকার্য্য করহ উদ্ধার,
যাব আমি পতি অন্বেষণে।

মন্ত্রী। সে কি, মা, রাজরাণী কোথায় যাবেন?

সুনেত্রা। নহি আর রাজরাণী, শুন সুধীবর!
পতি গৃহত্যাগী,
কেমনে রহিবে সতী গৃহে?
যথা পতি, তথায় বসতি আজি হ'তে,
নগরে নাহিক স্থান।
হত পুত্র শত,
নিরুদ্দেশ রাজরাজেশ্বর;
হের, দীপমালা-সজ্জিত নগর,
জ্ঞান হয় তিমির-আচ্ছন্ন যেন!
শুষ্ক পুষ্পমালা, কুণ্ঠিত পতাকা
উড্ডীন গৌরবহীন—
দম্ভে নাহি হয় সঞ্চালিত—
রাজ্যেশ্বর-বিহনে কাতর যেন!
তুমি বিচক্ষণ,
সতীর কর্ত্তব্য তব নহে অবিদিত,
দেহ, বৎস, বিদায় আমায়।
পারি যদি, পতি সনে ফিরিব নগরে,
নহে মম কিবা রাজ্য—কিসের সংসার!

মন্ত্রী। মা, হ'য়েছে প্রেরিত তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি
দূতগণ,
রাজার সংবাদ ল'য়ে অবশ্য ফিরিবে।
কেন হেন সহসা উতলা রাজরাণি?
কুলের কামিনী শুন গো জননি,
অকর্ত্তব্য একাকিনী ত্যজিতে আলয়।

সুনেত্রা। কেবা দূত, তত্ত্ব কেবা দেবে,
কে পারিবে ফিরাতে রাজায়?
জান কি কোথায় নরবর,
কেন তিনি নিরুদ্দেশ?
শুন মম স্বপ্ন-বিবরণ,
মিথ্যা স্বপ্ন নহে কদাচন।
স্বপ্নে, ঘোর রণ ক'রেছি দর্শন,
হেরেছি তাপসবেশে রাজরাজেশ্বরে
পশিতে নিবিড় বনে।
কভু মম স্বপ্ন মিথ্যা নয়,

উপস্থিত সংবাদ প্রমাণ তার।
নিরুদ্দেশ নরপতি তপস্যা-কারণ,
ব্রহ্মতেজ করিতে অর্জ্জন—
যেই তেজে পরাভব বাহুবল তাঁর।
অন্তরে অন্তরে
তপাচারী নেহারি রাজারে,
আজি আমি তপস্বিনী, নহি রাজরাণী।
ওই মম স্বপ্নদৃষ্ট সংবাদ-দায়িনী—
পথপ্রদর্শিনী এবে;
নেহার, জননী
ব্যগ্রচিত্ত ল'য়ে যেতে ভূপাল-সমীপে।
চল মাতা, পথ দেখাইয়ে।

[সুনেত্রার প্রস্থান।

মন্ত্রী। এ কি, সর্ব্বনাশের উপর সর্ব্বনাশ হ'লো! এ পাগলিনীকে তো নিরস্ত ক'র্‌তে পার্‌বো না। আমি স্বয়ং রক্ষক ল'য়ে গোপনে এঁ'র পশ্চাৎ গমন করি, এ ভিন্ন তো অন্য উপায় দেখি না।

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাংক

বনপথ

বৃক্ষে হেলান দিয়া ব্রহ্মণ্যদেব দণ্ডায়মান

সদানন্দের প্রবেশ

সদা। এই দিক্ দিয়ে রাজা এসেছিল, কোন্ দিকে গেল? কোন রকমে ফেরাতে না পার্‌লে তো বিষম বিপদ্! চিরদিন ননী-ছানা খেয়ে ভিক্ষা তো চ'ল্‌বে না। বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্যের চলে কিসে? দুটো শ্লোকও শিখি নাই যে, আউড়ে মাতব্বর হ'য়ে কোথাও ভিক্ষা নিতে যাব। এই ছোঁড়াকে জিজ্ঞাসা করি, রাজা কোথায় গেল। ওহে, ওহে—

ব্রহ্মণ্য। কি হে—

সদা। এ দিকে কেউ গিয়েছে দেখেছ?

ব্রহ্মণ্য। কত লোক আস্‌ছে যাচ্ছে, কে তার সন্ধান রাখে? আমি ভোজনানন্দ শর্ম্মা, ভোজন ক'রে একটু বিশ্রাম ক'চ্চি। তুমি কে?

সদা। আমিও ভোজনানন্দ শর্ম্মা, তবে ভোজন না ক'রে এদিক্ ওদিক্ ঘুর্‌চি।

ব্রহ্মণ্য। বেশ!

সদা। তোমারই বেশ, আমার আর বেশ কি বল?

ব্রহ্মণ্য। এই বেশ—দেখা হ'লো। চল না, তোমার সঙ্গে একটু ঘুরে ক্ষিদেটা করি, দশ জায়গায় খেতে হবে।

সদা। আর ঘুর্‌বে কেন? এইখানেই একটু বিশ্রাম কর না, আমায় না হয় প্রতিনিধিই পাঠাও না?

ব্রহ্মণ্য। তুমি আমার প্রতিনিধি হ'তে পার্‌বে কেন?

সদা। খুব পারবো। পরীক্ষা ক'র্‌লেই বুঝ্‌তে পার্‌বে।

ব্রহ্মণ্য। না—না, তোমার কর্ম্ম নয়। এই ধর না, পদীর মা ব্রত ক'রেছে, দশ সের দুধ মেরে ক্ষীর ক'রেছে, সেটুকু চুমুক দিতে হবে; ভূতোর বাপের শ্রাদ্ধ, দশ গণ্ডা লুচি আর দশ গণ্ডা মোণ্ডা ওড়াতে হবে; নারাণের বাপের ছোট ছেলের পৈতে, চিঁড়ে-মুড়কির ফলার—

সদা। আর বলিস্ নি দাদা, বলিস্ নি; তোর যেখানে খুসি, আমায় এক জায়গায় পরখ কর্।

ব্রহ্মণ্য। তবে আমার সঙ্গে ঘুর্‌বে চল। ষোড়শোপচারে ভোগ, যত পার খেও।

সদা। ষোড়শোপচার তখন হবে, এখন এক উপচার—কাছাকাছি কোথাও আছে? তা হ'লে সেইটুকু সেরে নিয়ে, রাজাকে একবার খুঁজি।

ব্রহ্মণ্য। রাজাকে কেন খুঁজ্‌ছ? সে এখন বামুন হবার ফিকিরে ফির্‌চে।

সদা। হায় হায়, রাজার ছেলেকে কে এ দুর্ব্বুদ্ধি দিলে গো!

ব্রহ্মণ্য। কেন, বামুন হবে—তার আর দুর্ব্বুদ্ধি কি?

সদা। দাদা, বরাত তো আর সবার তোমার মতন নয় যে, পাঁচীর মা দুধ মেরে ক্ষীরের বাটী মুখে ধ'র্‌বে? দেখ না, উদরের জ্বালায় এই ছট্‌ফট্ ক'চ্ছি!

ব্রহ্মণ্য। না, সে শুন্‌বে না, সে বামুন হবেই হবে।

সদা। হায় হায়, ঐ বশিষ্ঠের তপোবনে সেঁদিয়েই শনির দৃষ্টি ধ'রেছে।

ব্রহ্মণ্য। তা আর কি ক'র্‌বে বল? তোমার রাজা বামুন না হ'য়ে আর ছাড়্‌ছে না।

সদা। তা হন হবেন, সখ হ'য়ে থাকে, ঘরে গিয়ে বামুন হবেন।

ব্রহ্মণ্য। তা হ'লে লোক মান্‌বে কেন?

সদা। না মান্‌লেই তো ভাল। নইলে কেউ এসে ব'ল্‌বেন—"ঠাকুর, আজ উপবাস ক'রে থাকো, রাত্রে লক্ষ্মী পূজো ক'র্‌তে হবে।" কেউ ফর্‌মাস ক'র্‌বেন—"আমার বাপের পিণ্ডি মাখাও।" ক্ষিদেয় পেট জ্ব'লে ভিরমিই যাও, আর যাই কর—সন্ধ্যে আহ্নিক না করে মুখে কিছু দিতে পাচ্ছ না। শীত নাই, বর্ষা নাই, ভোরে ডুব 'ফুড়ে' কম্‌সে কম্‌ পঞ্চাশ কোষা জল মরা বাপের নাম ক'রে ঢাল! যার ছিঁটে ফোঁটা আক্কেল আছে, সে এ হ্যাঙ্গাম ক'রতে যায়!

ব্রহ্মণ্য। কেন ঠাকুর, তুমি তো বামুন?

সদা। এখন হাড়ী হবার জো নাই, তা কি করি বল, দাদা? এখন চল না, তোমার পাঁচীর না টাঁচীর মা, কে কোথায় আছে, একবার ঘুরে দেখা যাক্‌। ভয় পেও না, আমি একচুমুক চুম্‌কেই তোমায় ক্ষীরের বাটী ছেড়ে দেব।

ব্রহ্মণ্য। চল, তোমায় খাইয়ে আন্‌ছি। তুমি রাজাকে ফেরাতে চাও?

সদা। চাই।

ব্রহ্মণ্য। তবে এক কাজ কর—রাজার গোটা-কতক ভারি ভারি যজমান জোটাও। হোমের আগুনের ঠেলাতেই বাপ্‌ বাপ্‌ ক'রে বামুন হওয়ার সখ ছুটে যাবে।

সদা। ব'লেছ মন্দ নয়, তোমার ফন্দি-ফান্দা আসে। তা' যজমান কে জুটাবে?

ব্রহ্মণ্য। তার জন্য ভেবো না, আমি তোমায় জুটিয়ে দেব। এখন এস—তোমায় দুধের বাটী খাইয়ে আনি।

সদা। না না—দাঁড়াও দাঁড়াও—ঐ রাজা আস্‌ছে। খেপ্‌লো না কি, কি ভাব্‌ছে?

বিশ্বামিত্রের প্রবেশ

বিশ্বা। অতীব সঙ্গত বাক্য কহিল বালক,
কি কাজ অসাধ্য তপোবলে!
তপস্যায় ব্রহ্মলাভ হয়,
ব্রাহ্মণ না হব কি কারণ?
নির্জ্জন এ স্থান,
কঠোর তপস্যা-ব্রত করি অনুষ্ঠান;
অনশনে, পবনে ভক্ষণে
মহাধ্যানে রহি নিমগন।

সদা। মহারাজ—মহারাজ—

বিশ্বা। কে ও, সখা! কেন আমার অনুসরণ ক'চ্ছ?

সদা। মহারাজ শুন্‌ছি বামুন হবেন, তা রাজ্যে গিয়ে বামুন হ'লে হয় না?

বিশ্বা। না, সখা! রাজ্যে আমার প্রয়োজন নাই। রাজ্যে ধিক্‌, ঐশ্বর্য্যে ধিক্‌! তপস্যা ক'রে দেখি, তপের কিরূপ প্রভাব।

সদা। রাজপুরে ঘরে দোর দিয়ে দেখ্‌বেন চলুন না!

বিশ্বা। শোন ব্রাহ্মণ, আমি অনাহারে অনিদ্রায় দিবারাত্র তপস্যা ক'র্‌বো; যদি মনস্কামনা সিদ্ধ হয়, তবেই জীবন সার্থক, নচেৎ এই মাংসপিণ্ড দেহভার বহন অনাবশ্যক।

সদা। মহারাজের, ও কাজের জন্য, বনে বাঘভাল্লুকের মুখে বাস ক'রে কি আবশ্যক? মশারি নাই, মশা কাম্‌ড়ে সর্ব্বাঙ্গে গুড়্‌পিটে ক'রে দেবে। রাজপুরে দোর দিলেই নির্জ্জন হ'লো। আর অনাহারে থাক্‌তে চান, যখন রাজ-ভোগ উপস্থিত হবে, আমি হাজির আছি, ডেকে পাঠাবেন—অন্নব্যঞ্জন বেশ বাগিয়ে নেব, স্বচ্ছন্দে অনশনে থাক্‌তে পার্‌বেন। চলুন, রাজ্যে চলুন।

বিশ্বা। হে সখা, ব্রাহ্মণের বংশে জন্ম করিয়া গ্রহণ
ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য না বুঝ কি কারণ?
কিবা রাজ্য, কি ঐশ্বর্য্য কিবা ধনজন!
বশিষ্ঠ-আশ্রমে,
ব্রাহ্মণ-প্রভাব তুমি স্বচক্ষে দেখিলে!
সপুত্র সাজিয়ে রণে চতুরঙ্গদলে,
জিনিবারে নারিলাম বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণে।
অপমানে দগ্ধ হয় প্রাণ,
ব্রাহ্মণের অতি উচ্চ স্থান,
সেই উচ্চ স্থান যদি পারি লভিবারে,
রাজপুরে ফিরিব আবার;
নহে, সংসার-সম্বন্ধ নাহি রাখিব জীবনে।
তপ—তপ—তপমাত্র ঐশ্বর্য্য নরের।

[বিশ্বামিত্রের প্রস্থান।

সদা। ছোক্‌রা, এখন করি কি বল দেখি? ক্ষিদেয় তো মাথা ঠিক ক'র্‌তে পাচ্ছি নে।

এখন রাজার পেছু নি, না তোমার সঙ্গে পাঁচীর মার বাড়ী যাই?

ব্রহ্মণ্য। তুমি আমার সঙ্গে এস, আমি উপায় ক'চ্চি। আমি তোমার রাজার একটা মস্ত যজমান জুটিয়ে দিচ্চি।

সদা। ছোক্‌রা, তুমি পোক্ত আছ; এখন আমার ক্ষুন্নিবৃত্তি কর দেখি। তোমার তো দু'দশটা খদ্দের আছে ব'ল্লে, আমায় গোটা দুই বাড়ী ছেড়ে দিয়ে একবার প'র্‌খে নাও। দেখ, রাজার সঙ্গে থেকে মুখটা বিগ্‌ড়ে গেছে, ভাল ভাল সামগ্রীটে কিছু খেতে ভালবাসি।

ব্রহ্মণ্য। দাদা, আমিও—

সদা। তবে চল, যেখানে হোক—লাগিয়ে দাও।

উভয়ের গীত

ব্রহ্মণ্য। উদরটি ব্রহ্মাণ্ড, দাদা,
বুঝ্‌বে কে ভাই এর কদর।
সদা। আমারও ব্রহ্মাণ্ড খুদে,
এটিও জবর উদর॥
ব্রহ্মণ্য। আমায় যে যা দেয়—তাই খাই,
সদা। আমারও ভাই—তাই,
রসকরা পক্কান্ন মিঠাই—সাম্‌নে দিতেই নাই;
ব্রহ্মণ্য। আমার ক্ষীরসর নবনীর উপর ঝোঁক,
সদা। আমারও ওই রোগ—বুঝ্‌বে দাদা,
দু'চার রকম পরখ আগে হোক,
ব্রহ্মণ্য। আমি ক্ষীরে ভাসি দিবানিশি,
ক্ষীরোদবিহারী,
সদা। ক্ষীরখোর রসনা আমার,
আমি কোন্ হারি;
উভয়ে। যার ঘরে ভর ক'র্‌বো রে ভাই,
তারই বেজায় বরাত জোর॥
[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

বন

বেদমাতা উপবিষ্টা

বিশ্বামিত্রের প্রবেশ

বিশ্বা। কে এ রমণী, এ নিবিড় বনে একাকিনী ব'সে আছে! তেজস্বিনী জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি—যেন ধ্যানগঠিতা! মা কে তুমি?

বেদ-মা। বাবা, আমায় জান না? আমি তোমার হিতৈষিণী; যখন তুমি গর্ভে, তখন থেকে তোমার মঙ্গল কামনা করি।

বিশ্বা। নিশ্চয় কোন পুত্র-শোকাতুরা পাগলিনী! বোধ হয়, আমায় পুত্রজ্ঞান ক'রে, আমার প্রতি স্নেহপূর্ণ বাক্য প্রয়োগ ক'চ্চে!

বেদ-মা। বাবা, তুমি বুঝ্‌তে পাচ্চ না, আমি তোমার মঙ্গল-কামনাতেই এখানে ব'সে আছি। তুমি একা—যদি তোমার এই নিবিড় বনে বাস ক'র্‌তে সঙ্কোচ হয়—তাই আমি এগিয়ে ব'সে আছি। আমি ব্যতীত তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ ক'র্‌বে কে বাবা?

বিশ্বা। মা, আমার কি মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে? আমার কি মনোবাঞ্ছা জান, মা? আমি ব্রাহ্মণ হ'বার কামনা করি।

বেদ-মা। তুমি ব্রাহ্মণ হবে কি?—তুমি ব্রাহ্মণ। অজ্ঞানতায় তোমার নয়ন আবদ্ধ আছে, তাই আপনাকে চিন্‌তে পাচ্চ না। যখন চিন্‌বে, তখনি বুঝ্‌বে—তুমি ব্রাহ্মণ।

বিশ্বা। কিরূপে চিন্‌ব?

বেদ-মা। তপস্যায় চিত্তশুদ্ধি কর, আমি তোমায় চিনিয়ে দেব।

বেদমাতার গীত

বিড়ম্বনা, যে চেনে না, আমায় চেনা খুব সোজা।
সেই চেনে, যার নাইকো মনে,
গাঁট দেওয়া সাতপাঁচের বোঝা॥
গেরোর ফেরে ঘুরে ঘুরে,
থাকি কাছে, যায় সে দূরে,
চিন্‌বে বল কেমন ক'রে,
আঁধারে যার চোখ বোজা?
মনে-মুখে একই বলে, সিদে পথে সদাই চলে,
চিন্‌তে পারে সরল প্রাণ হ'লে;
তার কাছে তফাৎ থাকি,
ভাবের মিলে যার গোঁজা॥
[বেদমাতার প্রস্থান।

বিশ্বা। মাগো, আমি ক্ষত্রিয়কুমার, তপ শুনেছি আছি; কিরূপে তপাচরণ ক'র্‌তে হয়, তা জানি না। আমার উপদেষ্টা নাই; এস, মা, তুমিই আমার উপদেষ্টা হ'য়ে আমায় শিক্ষা প্রদান কর।

বেদমাতার পুনঃ প্রবেশ

বেদ-মা। শুন বৎস, চঞ্চল মানব-মন,
সংযম কারণ, তপ প্রয়োজন;
যথাযোগ্য অনুষ্ঠান বিনা,
সংযম না হয় কদাচন।
রসাদি ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বিষয়-বর্জ্জন—
প্রথম সোপান তপস্যার।
তপোবিঘ্ন—চিত্তের বিক্ষেপ।
ইন্দ্রিয়াদি না হ'লে দমন,
সুখ-দুঃখ-মাঝে দোলে মন,
সংযম না হয় তায়।
সেই হেতু তরুর সমান,
শীত, তাপ, ঝঞ্ঝাবাত, বরিষার বারি
তাপসের সহ্য প্রয়োজন।
করে তরু, বায়ু হ'তে আহার সংগ্রহ,
বায়ুভক্ষ্য তরু সম তাপস-জীবন;
তরু সম কঠোর আচারে
হয়, বৎস, তপস্যার পথে অগ্রসর।

বিশ্বা। কহ, মাতা, ভৌতিক এ দেহ,
আশৈশব অন্যরূপ নিয়মে পালিত,
এ কঠোর ব্রত তবে কিরূপে সহিবে?
কিরূপে হইবে, মাতা, এ দেহ রক্ষিত?
কেমনে তপস্যা-পথে হব অগ্রসর?

বেদ-মা। মনের প্রকৃতি, বৎস, অজ্ঞাত তোমার,
সেই হেতু হয় তব ডর।
ভ্রমবশে ভাবে মন আমি অতি ক্ষীণ,
সুখ-দুঃখ-শীত-তাপাধীন;
কিন্তু যবে হবে উদ্বোধন,
আপনারে জানে যবে মন,
বুঝে—আমি মহাশক্তিমান্।
সে শক্তি-প্রভাবে
অসম্ভব সকলি সম্ভবে।
মনের প্রভাবে—তরুর প্রকৃতি লভে দেহ।
শীত-তাপে না হয় কাতর,
আত্মজ্ঞানে রহে নিরন্তর,
নারায়ণে প্রত্যক্ষ হৃদয়ে হেরে।
রহ তপস্যা-মগন,
ইষ্টলাভ নিশ্চয় হইবে।
তপ—তপ—তপ—
অন্য পন্থা নাহি কিছু আর।

[বেদমাতার প্রস্থান।

বিশ্বা। আরে রে, ভৌতিক দেহ,
নহি আর তোমার অধীন,
তুমিই আমার দাস,
দাস নহি তোমার কদাচ।
হও আজ্ঞাবাহী,
সিদ্ধ কর মম প্রয়োজন।
কর ইন্দ্রিয়-দমন,
তপোবিঘ্ন না হয় আমার।
অনিল হইতে কর ভোজ্য আহরণ,
কুম্ভকে করহ শ্বাসরোধ,
দেহি-বোধ ভ্রান্তি আর না দেহ আমারে;
তপ—তপ—মহাতপে হব নিমগন।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বন

বিশ্বামিত্র

বিশ্বামিত্র। চতুর্দ্দিকে জ্বালিয়া অনল,
হেঁট-মুণ্ডে ঊর্দ্ধপদে—
সহস্র বৎসর করিলাম ঘোর তপ:
অনন্ত তুষারাবৃত হিমাদ্রি-শিখরে,
বিনা আবরণে
বহুদিন রহিলাম ধ্যানে।
দ্রবময়ী হইয়া তুষার
প্রবাহিত স্রোতস্বতীরূপে,
মগ্ন তাহে রহিলাম কত কাল:
কিন্তু সকলি বিফল—
রাজর্ষিত্ব লাভ মাত্র হইল আমার!
বশিষ্ঠ ব্রহ্মর্ষি—আমি রাজর্ষি কেবল,
ধিক্ ধিক্ শত ধিক্ ক্ষত্রিয়-জনমে।

বেদমাতার প্রবেশ

বেদ-মা। কেন বাবা, কেন এমন আত্মধিক্কার ক'চ্চ?

বিশ্বা। মা, তুমি না ব'লেছিলে, "তপস্যা কর, ব্রহ্মর্ষি হবে!" কঠোর তপস্যা ক'রলেম—কি ফল হ'লো? আজ লোকপিতামহ দেবগণ-পরিবৃত হ'য়ে এসে আমায় 'রাজর্ষি' নামে সম্ভাষণ ক'রেছেন মাত্র। ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ, যদি তার সমকক্ষ না হই, আমার জীবন বৃথা। আমি কামনা ক'রে দেহত্যাগ ক'রবো—পরজন্মে যাতে ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ হয়।

বেদ-মা। বৎস, জান কি রাজর্ষি কিবা—

কি প্রভাব তার?
মহা ভাগ্যোদয়ে হয় রাজর্ষিত্ব লাভ।
ব্রহ্মা-বরে রাজর্ষিত্ব করিয়া অর্জ্জন—
মহা শক্তি ধর তুমি,
অচিরে হইবে তব শক্তির প্রচার;
দেবদলে পুরন্দর পাবে তাহে ত্রাস,
চমৎকৃত হবে ত্রিভুবন:
ব্রহ্মা আসি বরপ্রার্থী হইবে তোমার।
না কর সংশয়,
কভু মম বাক্য মিথ্যা নয়,
কিন্তু জেন' সোপানারোহণ—
উচ্চ স্থানে উত্থানের হেতু—প্রয়োজন!
রাজর্ষিত্ব-সোপান করিয়া আরোহণ,
ক্ষত্রিয়তাপস করে ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ;
সে সোপান আরোহণ করিয়াছ তুমি।
অগ্রে তব শক্তির বিকাশ
ত্রিভুবনে করহ প্রচার।
রজোগুণী মহাশক্তি জন্মেছে তোমার,
যেই মহাশক্তিবলে সৃষ্টিকর্ত্তা ধাতা।
রাজর্ষিত্ব সামান্য না কর, বৎস, জ্ঞান।

বিশ্বা। মা, তুমি কে? তোমার আশ্বাস-বচনে হৃদয় উৎসাহে পরিপূর্ণ হয়।

বেদ-মা। বৎস, যে দিন ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ ক'র্‌বে, সেই দিন তোমার নিকট পরিচিত হব। তুমি আমার সন্তান, তোমার উন্নতিতে আমার উন্নতি। যে দিন তোমার পূর্ণ উন্নতি হবে, সে দিন তুমি আর আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা ক'র্‌বে না, তুমি আপনি বুঝ্‌বে—আমি কে! বৎস, চঞ্চল হ'য়ো না, আজই তোমার তপঃ-প্রভাব তোমার অনুভূত হবে। জেনো, তোমার মাতা কেবল তোমায় গর্ভে ধারণ ক'রেছেন, আমি চিরদিন তোমার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত।

বিশ্বা। মা, মা, তুমি আমায় বল—কে তুমি?

বেদ-মা। আমার পরিচয় অনুভূত হয়, শুনে বুঝ্‌তে পারে না।

গীত

দেখ্‌তে পাবে মনে মনে,
সাম্‌নে দেখে চিন্‌বে না।
প্রাণ খোলো—প্রাণ জানিয়ে দেবে,
তা না হ'লে জান্‌বে না॥
অন্তরঙ্গ থাকি অন্তরে,
মনের ফেরে রাখে অন্তরে,
দূর ভেবে যে পর ক'রেছে, বুঝ্‌বে কি ক'রে;
শুক্‌নো ধ্যানে পায় না ঠিকানা,
সন্দ এসে দ্বন্দ্ব বাধায়—ভাবে এই কিনা!
আমি প্রাণময়ী প্রাণে থাকি,
প্রাণ দে আমায় যায় কেনা॥

[বেদমাতার প্রস্থান।

বিশ্বা। নিশ্চয় পাগলিনী! আমার সদৃশ কোন বালককে প্রতিপালন ক'রেছিল, ক্ষিপ্ততা-বশে আমায় সেই পালিত পুত্র বিবেচনা করে। যাই হোক, পুনরায় তপস্যায় প্রবৃত্ত হই। ব্রহ্মর্ষিত্ব-লাভ বা দেহ-পাতন—এই আমার দৃঢ় সংকল্প।

[বিশ্বামিত্রের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজ-অন্তঃপুর

ত্রিশঙ্কু ও বদরী

ত্রিশঙ্কু। রাণি—রাণি, এবার এক ভারী মত্‌লব ক'চ্চি।

বদরী। নাও—নাও, আর তোমার মত্‌লবে কাজ নেই। তুমি এক একটা মত্‌লব ক'র্‌বে, আর আমার প্রাণ বেরোবে। মত্‌লব ক'র্‌লে এক বছর জলবিহার ক'র্‌বো—তা জলে জলেই বেড়ালে, একবার ডেঙ্গায় নাব্‌তে দিলে না। বন-ভ্রমণ তো বন-ভ্রমণ, মানুষের মুখ দেখ্‌বার যো নাই; গাছ দেখ—লতা দেখ—পাখী দেখ—আর চাঁপদেড়ে জটামাথায় সন্ন্যাসী দেখ—

ত্রিশঙ্কু। না—না, এবার ওসব নয়, এবার মহাধুমের যজ্ঞ।

বদরী। হ্যাঁ গা—তোমার যজ্ঞ ক'রে অরুচি হয় না? এই তো গুণে হাজার যজ্ঞ ক'র্‌লে, আমার প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ, এক কাপড়ে সমস্ত দিন উপোস ক'রে থাকা, হোমের ধোঁয়ে চোখ কাণা হ'তে ব'সেছিল।

ত্রিশঙ্কু। এবার বড় মজার যজ্ঞ, এই যজ্ঞ ক'রেই ও কাজ খতম! যাক্—যজ্ঞের মুড়ো মেরে দেব।

বদরী। এ আবার কি যজ্ঞ—শুনি?

ত্রিশঙ্কু। আমি সশরীরে স্বর্গে যাব।

বদরী। না—না, অমন সর্ব্বনেশে যজ্ঞ ক'রো না।

ত্রিশঙ্কু। আমি কি এক্‌লা যাব, তোমায়ও নিয়ে যাব।

বদরী। ও মা গো, কি সর্ব্বনেশে কথা গো!

ত্রিশঙ্কু। স্বর্গে যাব, আবার সর্ব্বনেশে কথা কি?

বদরী। সে ম'রে তখন স্বর্গে যাওয়া যাবে, এখন ও সব কাজ নেই।

ত্রিশঙ্কু। আরে ম'লে তখন মজা হবে কি? এই জ্যান্ত স্বর্গে গিয়ে তোমার হাত ধ'রে এখানে বেড়াবো, ওখানে বেড়াবো; কোথাও অপ্সর-অপ্সরা নাচ্‌চে, দু'দণ্ড দাঁড়িয়ে দেখ্‌লুম; শচীর সঙ্গে দেবরাজ সুধাপান ক'চ্চে, হলো তোমার সঙ্গে ব'সে গেলুম, দু'-পাত্র পান ক'র্‌লুম; নন্দনকাননে বেড়িয়ে এটা সেটা ফুল তুলে একটা তোড়া ক'র্‌লুম, হয় তো—একটা পারিজাত ছিঁড়ে তোমার খোঁপায় পরালুম।

বদরী। দোহাই তোমার, এখন ও সব কাজ নেই, ম'লে তখন খোঁপায় পারিজাত পরিও।

ত্রিশঙ্কু। আরে জানো না—মজা জানো না, এই চাঁদ তো দেখ—চাকাপানা উঠ্‌ছে, সেখানে সে রকম চাঁদ নয়, সখের প্রাণ ছোঁড়া চাঁদ—সুধামেখেই বেড়াচ্চে!

বদরী। আর সূর্য্যি?

ত্রিশঙ্কু। সেও ছোঁড়া—ঝক্‌মক্ ক'রে বেড়াচ্চে,—সে দেখ্‌তেই এক তামাসা!

বদরী। তাই দেখ্‌বে—আর সর্দ্দিগর্ম্মি হবে না?

ত্রিশঙ্কু। তোমার যে আক্কেল কিছু নেই, তোমায় বোঝাই কি ক'রে? সর্দ্দিগর্ম্মির সূর্য্যি ঐ চাকাপানা যেটা ওঠে, স্বর্গের সূর্য্যি বড় মোলাম সূর্য্যি।

বদরী। না—না, দোহাই তোমার, স্বর্গে যেতে পা'র্‌ব না, মানুষের মুখ না দেখ্‌লে দম ফেটে ম'র্‌বো। বিকট বিকট মুখ গো, ও সব পুজো ক'র্‌তেই ভালো। কেউ শুঁড় দোলাচ্চে, কেউ জিব মেলিয়ে দাঁতখামুটি মেরেছে, কেউ ষাঁড়ে চ'ড়েছে,—কারও চারটে মাথা, কারও পাঁচটা মাথা, কারো গাময় চোখ—প্যাট্‌-প্যাট্ ক'রে চেয়ে র'য়েছে—মা গো—স্বর্গে যাওয়ায় আর কাজ নেই!—মর্‌বার পর চোখকান বুজে স্বর্গে থাকা যাবে, এখন ও সবে কাজ নেই।

ত্রিশঙ্কু। সে তুমি না যাও, আমি যাবই যাব। বশিষ্ঠকে ডাক্‌তে পাঠিয়েছি, এলেই ফর্দ্দ ক'র্‌ছি, সশরীরে স্বর্গে যাবার যজ্ঞে কি কি চাই।

বদরী। দেখ—আমি মানা কচ্চি, ও যজ্ঞ ক'র্‌তে পাবে না।

ত্রিশঙ্কু। আমি যখন ধ'রেছি, সে ক'র্‌বোই ক'র্‌বো, আমার কথা মিথ্যা কখনই হবে না। দেখেছ, আমি কখনো তোমায় তামাসা ক'রে মিথ্যে কই? সেই যখন এক বৎসর জলবিহার ক'রেছিলুম, ডাঙ্গায় একবার পা'টি দিতে দিয়েছিলুম? আমার যে কথা—সেই কাজ।

বদরী। তা তোমার কাজ তুমি কর গে—আমি যজ্ঞে যাচ্চি নি। ও মা, সখ দেখ, সশরীরে স্বর্গে যাবেন! কেন বল দেখি—এই সব ছেড়েছুড়ে তাড়াতাড়ি স্বর্গে যাওয়া! মানুষের মতন কথা কও তো গায়ে সয়, আমি ও সব ভালবাসিনে।

ত্রিশঙ্কু। তুমি না যাও নাই যাবে, আমি এক্‌লাই যজ্ঞ ক'র্‌বো।

বদরী। ওগো শোনো—ভাল কথাই ব'লছি। সশরীরে স্বর্গে যাওয়ার নানা হ্যাঙ্গাম আমি শুনেছি,—বছর কতক পা উঁচু ক'রে থাক্‌তে হয়,—বছর কতক পা গাছে বেঁধে ঝুলতে হয়, বছর কতক চার্‌দিকে আগুন জেলে ব'স্‌তে হয়, বছর কতক খালি হাওয়া খেতে হয়,—বছর কতক গলা ডুবিয়ে জলে ব'সে থাক্‌তে হয়, অত হ্যাঙ্গামায় কাজ নাই, ও সব ক'র্‌তে গেলে একটা উৎকট ব্যামো-স্যামো হ'য়ে যাবে।

ত্রিশঙ্কু। আমি যখন ধ'রেছি, তখন ছাড়্‌ছিনে।

বদরী। ওঁর মুরোদ ভারি, সশরীরে স্বর্গে যাবেন! তুমি কখনো যেতে পা'র্‌বে না, এ তোমার কর্ম্ম নয়, সে শূন্যে উড়ে তবে স্বর্গে উঠ্‌তে হবে।

ত্রিশঙ্কু। কি—যেতে পা'র্‌বো না?—বাজী ফেলো।

বদরী। না না, আর বাজীতে কাজ নাই—থামো।

ত্রিশঙ্কু। পেছুচ্চ কেন—বাজী ফেল না?

বদরী। বাজী আর কি বাজী—ডিগ্‌বাজী।

ত্রিশঙ্কু। বেশ কথা, একশো ডিগ্‌বাজী বাজী রইলো। যে হা'র্‌বে, সে একশো ডিগ্‌-বাজী খাবে। এই আমি চ'ল্লুম। বশিষ্ঠের আস্‌তে দেরি হ'চ্ছে, আমি চ'ল্লুম।

[ত্রিশঙ্কুর প্রস্থান।

বদরী। ওগো দাঁড়াও—দাঁড়াও—

[পশ্চাৎ প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

বশিষ্ঠের আশ্রমের সম্মুখভাগ

শক্তি

ত্রিশঙ্কুর প্রবেশ

শক্তি। স্বাগত মহারাজ!

ত্রিশঙ্কু। প্রণাম হই, দেখ দেখি—তোমার বাপের আক্কেল দেখ দেখি! আমি তাঁর যজমান, আমার ক্রিয়া ক'র্‌তে অস্বীকার ক'র্‌লেন।

শক্তি। আপনি ক্ষুব্ধ হবেন না, বোধ হয় তিনি কোন দেবকার্য্যে নিযুক্ত আছেন, সময়ান্তরে তাঁর নিকট উপস্থিত হ'য়ে প্রার্থনা জানাবেন।

ত্রিশঙ্কু। না, না—একেবারে এ কাজ ক'র্‌বোই না ব'লে দিলেন। ওঁর আর বৃদ্ধ হ'য়ে মন্ত্রতন্ত্র আসে না বোধ হয়।

শক্তি। মহারাজ, পিতাকে অমন কথা ব'ল্‌বেন না, তাতে আপনার অকল্যাণ হবে।

ত্রিশঙ্কু। সত্য কথা ব'ল্‌বো, এতে আর কল্যাণ-অকল্যাণ কি। আমি সহস্র যজ্ঞ সম্পাদন ক'রেছি জান তো? ছেলেবেলা থেকেই তো রাজপুরে ফলার ক'র্‌তে যাও, মনে নাই?

শক্তি। তার পর বলুন?

ত্রিশঙ্কু। আমি ওঁরে ব'লতে গেলুম যে, আমি মহাপুণ্যবান্‌, তা তো ঠাকুর জানো, এখন মানস ক'রেছি, সশরীরে স্বর্গে যাবার জন্য যজ্ঞ ক'র্‌বো। তাতে তিনি ব'ল্লেন কি জানো?—"না না, হবে না—হবে না—সে যজ্ঞ হবে না।" কেন হবে না?—টাকা খরচ ক'র্‌বো, হবে না কেন? এইতেই বলি, বুড়ো হ'য়ে সব ভুলে গেছেন। তুমি শুন্‌তে পাই দশকর্ম্মান্বিত হ'য়েছ, চলো, আমার যজ্ঞ ক'র্‌বে।

শক্তি। মহারাজ, যে কার্য্যে পিতা অসম্মত, আমি সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হ'তে পারি না।

ত্রিশঙ্কু। তিনি জানেন না—তাই অসম্মত; তুমি যদি না পার—স্পষ্ট বল, আমি আলাদা পুরোহিত দেখি। সশরীরে স্বর্গে আমার না গেলেই নয়, রাণীর সঙ্গে বাজী রেখে এসেছি। এখন যা হয়, একটা স্পষ্ট জবাব দাও।

শক্তি। মহারাজ তো আমার উত্তর শুনে-ছেন। যাতে পিতা অসম্মত, তাতে কি আমি সম্মত হ'তে পারি?

ত্রিশঙ্কু। আরে নাও নাও, তোমার বাপের গুমর রাখ। তিনি চীনদেশে গিয়েছিলেন, বলেন তারামন্ত্র সিদ্ধ হ'তে, তা নয়, সুরা-পানের ঝোঁক হ'য়েছিল। তিনি মদ্যপান ক'রেছেন, অখাদ্য খেয়েছেন, তাঁর কি আর বাম্‌নাই আছে যে যজ্ঞ ক'র্‌বেন? যদি যজমান রাখ্‌তে চাও, এসো, একশো ভাই আছ, ভাল ভাল চেলির জোড় দেবো, যজ্ঞকুণ্ড ঘেরে ব'সবে চলো,—তার পর জান তো,—আমি মুক্তহস্ত পুরুষ, সোণার থাল, সোণার বাটি, সোণার ঘটি, সোণার গাড়ু, সোণার ঘড়া জোনাজুতি দেবো, আর দক্ষিণে আর সিদেতে দু'বছর এখন সংসার পানে চাইতে হবে না। বুঝ্‌লে, এত বড় ভারি যজমান ঘরটা ছেড়ো না।

শক্তি। না মহারাজ, আমার পিতা যে কার্য্যে অসম্মত, আমি সে কার্য্যে সম্মত হব না।

ত্রিশঙ্কু। তোমার বাপ যদি এখন উচ্ছন্ন যায়!—আর উচ্ছন্ন যাওয়া কারে বলে বল? মদ খেলেন, অখাদ্য খেলেন, তুমিও কি সেই পথে চ'লবে? তোমার বাপ গোল্লায় গিয়েছে, বামনাই আর ওতে নাই!

শক্তি। আরে নরাধম, পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মর্ষির নিন্দা ক'চ্ছিস্‌! তোর চণ্ডালের ন্যায় বুদ্ধি, তুই চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হ।

[শক্তির প্রস্থান।

ত্রিশঙ্কু। এ্যাঁ—শাপ দিলে না কি—শাপ দিলে না কি? দিক্‌ শাপ, আমি সশরীরে স্বর্গে যাব, তবে ছাড়্‌বো।

[ত্রিশঙ্কুর প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

বনমধ্যস্থ নদীতীর

চণ্ডালপ্রকৃতিগ্রস্ত ত্রিশঙ্কুর প্রবেশ

ত্রিশঙ্কু। ওরে বাপ্ রে, ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে কোথায় এলুম রে! আমায় নিশিতে পেলে না কি রে! ও মন্ত্রি, মন্ত্রি, ভেড়ের ভেড়ে কোথায় গেল রে! ও সেনাপতি, ও সেনাপতি, কোন সম্বন্ধীই যে নাই দেখ্‌ছি! ওঃ, তেষ্টায় ছাতি শুকিয়ে যাচ্চে! এই নদী থেকেই দু' আঁজলা জল তুলে খাই। (নদীতীরে জলপানে অগ্রসর হইয়া স্বীয় প্রতিবিম্ব দর্শনে) ও বাবা, এ কার মুখ রে? এ নদীতে একটা রাক্ষস আছে না কি রে? আরে ছ্যা ছ্যা ছ্যা, ঐটে আমার মুখ? আমার মুখই তো বটে! এ যে আমি যা ক'চ্চি —ও-ও তাই ক'চ্চে, এ তো আমার মুখই বটে! ঐ ভেড়ের ভেড়ের শাপ লেগে গেছে গো! তাই তো রে—কি করি রে! আমি যে সশরীরে স্বর্গে যাব, আমি যে রাণীর সঙ্গে বাজী রেখেছি। হায় হায়, কি হ'লো রে—কি হ'লো!

ব্রহ্মণ্যদেব ও সদানন্দের প্রবেশ

ব্রহ্মণ্য। ঐ রাজা, ওকে বিশ্বামিত্রের যজমান ক'রে দাও।

সদা। ওঃ! এত দিনে ছোক্‌রা তোমায় চিন্‌লুম; তুমি রাক্ষসের বাচ্ছা!

ব্রহ্মণ্য। কেন তুমি আমায় কটু ব'ল্‌ছ?

সদা। কটু কেন ব'ল্‌বো—স্বরূপ ব'ল্‌ছি। বুঝ্‌লুম, এত দিন কেন ননী-ছানা খাইয়ে নিয়ে বেড়িয়েছ!

ব্রহ্মণ্য। কি বুঝেছ?

সদা। দিব্যি নধর মাংস পাঁচকুটুম্ব মিলে আহার ক'র্‌বে, আর কি! তোমার সুবাদে উনি কে হন?

ব্রহ্মণ্য। আমার কে হবে, উনি যে রাজা ত্রিশঙ্কু।

সদা। রাজা ত্রিশঙ্কু যদি ওঁর সাম্‌নে প'ড়ে থাকেন, তবে ওঁর পেটে আছেন।

ব্রহ্মণ্য। না না, আমি সত্য ব'ল্‌ছি, উনি রাজা ত্রিশঙ্কু, বশিষ্ঠদেবের পুত্রের অভিশাপে চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হ'য়েছেন।

সদা। বুঝেছি—বুঝেছি, তোমার উনি কে হন?

ব্রহ্মণ্য। আমার কে হবে?

সদা। তবে ওঁর খোরাকের জন্য আমায় এনেছ কেন?

ব্রহ্মণ্য। দেখ্ বামুন, যাবি তো যা, নইলে তোর ঘাড় ভাঙ্‌গ্‌বো।

সদা। সে তো গোড়া থেকেই পার্‌তে, এতদূর টেনে আন্‌লে কেন? তা দেখ, ওঁর মুখে দিয়ে আর কি ক'চ্ছ, পেছন থেকে দু'-খাবল রাঙের মাংস কাম্‌ড়ে নিয়ে আমায় ছেড়ে দাও।

ব্রহ্মণ্য। ঠাকুর, তুমি দেখ না, ওকে বাগাতে পা'র্‌লে দিব্য খোরাক চ'ল্‌বে।

সদা। তোমাদের চ'ল্‌বে, আমার হাড় ক'খানি প'ড়ে থাক্‌বে।

ব্রহ্মণ্য। কথা শোনো না,—ওর কাছে যাও না।

সদা। তুমিই কেন গিয়ে, যে কথা ব'ল্‌বার ব'লে এসো না, আমার উপর বরাত দিচ্ছ কেন?

ব্রহ্মণ্য। ও আমায় দেখ্‌তে পাবে না।

সদা। তা দেখ্‌বে কেন? আমার মতন নাদুস্-নুদুস্ হ'লে দেখ্‌তো।

ব্রহ্মণ্য। তবে দেখ, এই ঘোর বনে তুমি এক্‌লা থাকো।

। ব্রহ্মণ্যদেবের প্রস্থান।

সদা। তাই তো বাবা, এ ঘোর বনই তো বটে! এ ছোঁড়াব ধাপ্পায় প'ড়ে শেষে রাক্ষসের মুখে এসে প'ড়্‌লুম!

ত্রিশঙ্কু। হা ভগবান্—হা ভগবান্—চণ্ডাল হ'য়ে গেলুম! তবে সশরীরে স্বর্গে যাই কি ক'রে?

সদা। অ্যাঁ ও কি ঢং ক'রে বুলি ঝাড়্‌ছে। এগুই, যা থাকে অদৃষ্টে।

ত্রিশঙ্কু। এখন বন থেকে বেরুই কি ক'রে? ঐ যে কে একজন র'য়েছে, ওকে পথ জিজ্ঞাসা করি; ও হয় তো ব'লে দিতে পার্‌বে। ওহে, ওহে—একটা কাজ ক'র্‌তে পার?

সদা। কি, সুড়্‌সুড়্ ক'রে তোমার মুখের মধ্যে সেঁধোবো না কি, তুমি চুষে হাড় ক'খানি বার ক'রে দেবে?

ত্রিশঙ্কু। চুষ্‌বো কি, আমি পথ দেখ্‌তে

পাচ্ছিনে, আমায় পথ দেখিয়ে দাও। কোন্ পথে যাব ব'লে দাও!

সদা। এই যে সাম্‌নে নদী, উলে বরাবর সিদে তলা দিয়ে চ'লে যাও!

ত্রিশঙ্কু। না—না, ডুবে যাব যে, আমি তেমন সাঁতার জানি না। আমি রাজা ত্রিশঙ্কু, পথ দেখিয়ে দাও, তোমায় তোমার ওজনে সোণা দেবো।

সদা। রাজা ত বুঝ্‌লুম, তা এ রাজ-মূর্ত্তিই বা পেলে কোথায়, আর এখানে এসেই বা প'ড়েছ কি ক'রে?

ত্রিশঙ্কু। ঐ ভেড়ের ভেড়ে বশিষ্ঠের ছেলেটা শাপ দিয়েছে গো,—আমি কেমন দিক্ ঠাহর পাচ্ছিনে।

সদা। না পেয়েছ বেশ ক'রেছ; ঐ দুষ্মন চেহারা নিয়ে রাজ্যে খাড়া হ'লে প্রজারা রাজ্য ছেড়ে পালাতো।

ত্রিশঙ্কু। দোহাই বাবা, পথ দেখিয়ে দে বাবা, আমি সশরীরে স্বর্গে যাব বাবা, একটা জবর মুনি টুনি দে'খে পুরোহিত ক'রে যজ্ঞ ক'র্‌বো, বাবা!

সদা। (স্বগত) দেখি, গিয়েছি না যেতে আছি; মহারাজের কাছে নিয়ে যাবার চেষ্টা পাই। (প্রকাশ্যে) পুরোহিত খুঁজ্‌ছ—মহাতপা বিশ্বামিত্র এই বনে থাকেন,—তাঁর শরণাপন্ন হ'তে পার?

ত্রিশঙ্কু। খুব পারি, বাবা, খুব পারি, আমি তাকেই তো চাই। তার বশিষ্ঠের সঙ্গে ঝগড়া, আমি তাকেই পুরোহিত ক'র্‌বো, তাকেই পুরোহিত ক'র্‌বো।

সদা। তা দেখ, ঐ তিনি আস্‌ছেন, একেবারে পায়ে জড়িয়ে কেঁদে পড়ো, কিছুতেই ছেড়ো না। [সদানন্দের প্রস্থান।

বিশ্বামিত্রের প্রবেশ

বিশ্বা। আজ হ'তে অনাহারে মহাতপে নিমগ্ন হব, হয় অভীষ্টলাভ, না হয় দেহের পতন। যদি শাস্ত্রবাক্য সত্য হয়, তপস্যার ফলে ইষ্টলাভ নিশ্চয় হবে। কে এ রমণী!—এ তো পাগলিনী নয়! এ যে আমায় শাস্ত্রীয় প্রমাণ দিলে যে, তপঃপ্রভাবেই ব্রাহ্মণ, তপস্যাই ব্রাহ্মণত্ব। ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণে তপস্যা শিক্ষা হয়,—এই ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণের গৌরব। যাঁর নির্ম্মল চিত্ত, বেদমাতা গায়ত্রী তাঁর প্রতিই প্রসন্না হন, আমারও প্রতি প্রসন্না হবেন।

ত্রিশঙ্কু। ও বাবা, ও বাবা, তুমি বিশ্বামিত্র বটে—বাবা? আমি তোমার শরণাগত—বাবা, তুমি আমায় রক্ষা কর—বাবা!

বিশ্বা। কে তুমি?

ত্রিশঙ্কু। আমি রাজা ত্রিশঙ্কু, বাবা।

বিশ্বা। তোমার এ আকার কি নিমিত্ত?

ত্রিশঙ্কু। ঐ ভেড়ের ভেড়ে বশিষ্ঠের ছেলে শক্তিটে আমায় শাপ দিয়েছে, বাবা!

বিশ্বা। কি নিমিত্ত শাপ দিয়েছেন?

ত্রিশঙ্কু। আমি সশরীরে স্বর্গে যাব ব'লে বশিষ্ঠের নিকট বল্‌লুম, "যজ্ঞ কর্‌বে এস।" বেটা ব'ল্‌লে, "হবে না।" আমি ভাল মানুষি ক'রে ভাবলুম, একেবারে পুরোহিত-ঘরটা ছাড়বো—তাই তার ছেলের কাছে গেলুম—সে ব্যাটা শাপ দিলে, বাবা! তুমি আমায় রক্ষা কর, বাবা! আমি রাণীর সঙ্গে বাজী রেখে এসেছি, বাবা, সশরীরে স্বর্গে যাব! আমি শরণাগত, তুমি আমার পুরুত হও, বাবা, শরণাগতকে পায়ে ঠেল না, বাবা!

বিশ্বা। রাজন্! তোমার অনুরোধ কিরূপে রক্ষা ক'র্‌বো? তুমি সংসারী, আমি সংসার-ত্যাগী, তোমার পুরোহিত কিরূপে হব?

সুনেত্রার প্রবেশ

সুনেত্রা। না, প্রভু, তুমি ত সংসারত্যাগী নও, তুমি যে সস্ত্রীক তপস্যা ক'র্‌ছ? আমি যে তোমার তপের সহায়, তোমার সহধর্ম্মিণী!

বিশ্বা। কে ও, রাণী!

সুনেত্রা। আমি রাণী নই, আমি তাপস-সহধর্ম্মিণী—তপস্বিনী।

বিশ্বা। তুমি কোথায় ছিলে?

সুনেত্রা। আমার স্বামীর আশ্রমে,—এই তপোবনে।

বিশ্বা। ওঃ, এতদিনে বুঝলেম, কে আমার পুষ্প আহরণ ক'র্‌তো!—কে বারি আনয়ন ক'র্‌তো! কে স্থান মার্জ্জনা ক'র্‌তো! সত্যই তুমি আমার সহধর্ম্মিণী;—দেখ, এই এক বিপদ্ উপস্থিত, রাজা শরণাগত।

সুনেত্রা। এ আর বিপদ্ কি, প্রভু, আপনি ব্যতীত এই শাপগ্রস্ত রাজাকে আশ্রয় দিতে কার শক্তি হবে? এই দীন শরণাগতকে আশ্রয় দিয়ে জগতে আপনার শক্তি প্রকাশ করুন— রাজার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।

বিশ্বা। প্রিয়ে, সত্য ব'লেছ, শরণাগতকে আশ্রয়দানই প্রধান তপস্যা। (ত্রিশঙ্কুর প্রতি) মহারাজ, আমি আপনার পৌরোহিত্য গ্রহণ ক'র্‌লেম। আপনি যজ্ঞের উদ্যোগ করুন, আমি সে যজ্ঞ পূর্ণ ক'র্‌বো।

ত্রিশঙ্কু। এই তো ঋষি—একেই বলি তো ঋষি! নইলে—ভেড়ো! বশিষ্ঠ—ভেড়ো! বাবা, আমি এই দণ্ডেই উদ্যোগ ক'র্‌বো। তোমার কৃপায় আমি পথ চিন্‌তে পেরেছি, বাবা! আমি এক দৌড়ে রাজ্যে পঁহুচিচ্ছি; বাবা, এ চেহারাটা ব'দ্‌লে দাও; চেহারাটা বড়ই খারাপ হ'য়েছে!

বিশ্বা। চিন্তা ক'রো না, তুমি ওই মূর্ত্তিতেই স্বর্গে গমন ক'রে দেবশরীর প্রাপ্ত হবে। [সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

বন-পথ

বিশ্বামিত্র ও ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্র

ইন্দ্র। কহ, হে রাজর্ষি, এ কি বুদ্ধিভ্রম তব?
উচ্চ আকিঞ্চন দিয়ে বিসর্জ্জন,
এ কি অসম্ভব প্রয়াস তোমার?
কি পুণ্য-প্রভাবে
ত্রিদিবে ত্রিশঙ্কু যাবে মানব-শরীরে?
ব্রহ্মশাপগ্রস্ত যেই জন,
তপ জপ করি পরিহার,
পৌরোহিত্য গ্রহণ ক'রেছ তুমি তার!
কহি হিতার্থে তোমার,
রহ রত অভীষ্টসাধনে।
যজ্ঞ পূর্ণ কভু কি সম্ভবে?—
উপহাসভাজন হইবে লোকমাঝে!
ধর উপদেশ,
অসম্ভব কল্পনা ক'র না কদাচন।

বিশ্বা। যজ্ঞসূত্রধারী তুমি দেখিতে ব্রাহ্মণ,
কখন' কি করো নাই শাস্ত্র অধ্যয়ন?
আশ্রিত-রক্ষণ হ'তে উচ্চ কার্য্য কিবা।
উপহাসভাজন হইব লোকমাঝে,
হেন কি আশঙ্কা তব?
ত্রিলোক দেখিবে,
অসম্ভব সম্ভব হইবে
তপের প্রভাবে মম!
নহে শাস্ত্র মিথ্যা—ক্রিয়া মিথ্যা—
মিথ্যা সমুদয়!
হে ব্রাহ্মণ, নিজ কার্য্যে করহ গমন,
তব উপদেশে মম নাহি প্রয়োজন।

ইন্দ্র। এ কেমন দুরাশা তোমার?
জান না কি ইন্দ্র হবে বাদী,
ত্রিশঙ্কুরে স্বর্গে স্থান কদাচ না দিবে?
ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ তব যজ্ঞে না আসিবে,
দক্ষযজ্ঞ সম পণ্ড এ যজ্ঞ হইবে।
হিত হেতু ব্রতী হ'তে নিবারি তোমারে।

বিশ্বা। হীন তুমি, হীন বাণী কহ সেই হেতু!
হয় হ'ক ইন্দ্র বাদী, দেবগণ সনে;
না আসে বশিষ্ঠ যজ্ঞে, কিবা চিন্তা তায়?
যজ্ঞ পূর্ণ তপোবলে করিব নিশ্চয়।
ত্রিশঙ্কু ত্রিদিবে স্থান নিশ্চয় পাইবে,
মম কার্য্যে বিঘ্ন করে হেন শক্তি কার?

ইন্দ্র। শুন হে রাজর্ষি, আমি ইন্দ্রের প্রেরিত;
ব্রহ্মশাপে চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত যেই জন,
স্বর্গে স্থান কদাচন তাহারে না দিবে।

বিশ্বা। যাও তুমি, দেবরাজে কহিও, ব্রাহ্মণ,
ক'রেছি প্রতিজ্ঞা, কভু না হবে লঙ্ঘন।
আশ্রিত-রক্ষণ ধর্ম্ম মম,
ত্রিশঙ্কু আশ্রিত, হ'য়ে আশ্বাসিত
করিয়াছে যজ্ঞ আয়োজন,
সম্পূর্ণ করিব যজ্ঞ না হবে খণ্ডন।
[বিশ্বামিত্রের প্রস্থান।

ইন্দ্র। ব্রহ্মশাপগ্রস্ত যেই জন,
সে পাপিষ্ঠে স্বর্গে স্থান করিলে প্রদান,
পাপ সঙ্গে স্বর্গভ্রষ্ট হইবে দেবতা।
অযথা সমস্ত কার্য্যে বিশ্বামিত্র রত,
ক্ষত্রিয়শরীরে চাহে হইতে ব্রাহ্মণ!
এত দর্প রাজর্ষি হইয়ে,
চাহে স্বর্গে পাপিষ্ঠে প্রেরিতে!
ব্রহ্মর্ষি হইলে নাহি ব্রহ্মাণ্ড রহিবে।
অংকুরে অযথা কার্য্য উচ্ছেদ উচিত,
করিব সংকল্প-ভংগ, স্থির মম পণ।
[ইন্দ্রের প্রস্থান।

জনৈক ঋষির সহিত বিশ্বামিত্রের পুনঃ প্রবেশ

বিশ্বা। ত্রিশঙ্কুর যজ্ঞে সকলেই উপস্থিত

হবেন—কেবল বশিষ্ঠের পুত্রেরাই আস্‌বেন না? তাদের আস্‌বার বাধা কি বুঝ্‌লেন?

ঋষি। তাঁরা উপহাস ক'রে ব'ল্লেন, এ আবার কি যজ্ঞ; যজমান চণ্ডাল—যাজক ক্ষত্রিয়। দেবর্ষিগণ সে যজ্ঞে হবির্ভোজন কদাচ ক'র্‌বেন না। আমরা ব্রাহ্মণ, চণ্ডালপ্রদত্ত ভোজ্য দ্রব্য কিরূপে আহার ক'র্‌বো? ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই, সেই কার্য্যে ক্ষত্রিয় প্রবৃত্ত হ'য়ে ত্রিশঙ্কুকে সশরীরে স্বর্গে প্রেরণ ক'র্‌বেন—এ অপেক্ষা উপহাসজনক কথা আর দ্বিতীয় নাই!

বিশ্বা। ঋষিবর, বশিষ্ঠের শত পুত্রেরই কি এইরূপ অভিমত?

ঋষি। আজ্ঞে হাঁ রাজর্ষি!

বিশ্বা। শুন তবে বচন আমার—
অবহেলা এ যজ্ঞে করিবে যেই জন,
ত্রিশঙ্কুরে চণ্ডাল ভাবিয়ে,—
অশুচি রাক্ষস-মুখে অপমৃত্যু তার।
করেন ক্ষত্রিয় জ্ঞানে অবজ্ঞা আমায়,
শাস্ত্রজ্ঞান নাহি—হেন অবজ্ঞা সে হেতু!
কহি আমি দৃঢ়-বাক্যে শাস্ত্র সাক্ষ্য করি,
মম সম তপে রত যে জন রহিবে,
ঋষিত্ব লভিবে,
ব্রহ্মর্ষিত্ব ব্রহ্মা আসি করিবেন দান।
অগ্রে করি যজ্ঞ সম্পূরণ,
করিব সংসার-মাঝে আদর্শ স্থাপন,
যাহে উচ্চচেতা হবে উত্তেজিত
ব্রহ্মত্ব করিতে লাভ।
নাহিক বিচার—
ক্ষত্র, বৈশ্য, শূদ্র বা চণ্ডাল—
তপস্যায় ব্রহ্মত্ব লভিবে।
স্বয়ং নারায়ণ ধরি নরকায়
জন্মিবেন হেন জনে সম্মান কারণে।
হেরিবে সংসার—আচার জাতির মূল।
হইলে আচারভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ—চণ্ডাল।
সদাচারী শবর—ব্রাহ্মণ।
শাস্ত্রমর্ম্ম, লুপ্ত যাহা অযথা ব্যাখ্যায়,
প্রচার করিব ভূমণ্ডলে।
বংশ-অভিমান নাহি রহিবে কাহার,
তপের প্রভাব ব্যক্ত হবে তিন লোকে।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

পথ

সদানন্দ ও ব্রাহ্মণগণ

১ ব্রাহ্মণ। নাও, নাও, আর বাম্‌নাইয়ে কাজ নাই, যজ্ঞে চল; বশিষ্ঠের পুত্রদের মত কি শাপগ্রস্ত হবে?

সদা। তাই তো বটে, ভ্যালা মোর দাদা! 'মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ'—আমরা এক পেট খেয়ে আসি চল না।

২ ব্রাহ্মণ। চল, জাতজন্ম আর কিছু র'ইল না!

১ ব্রাহ্মণ। কেন কুণ্ঠিত হ'চ্চ? বিশ্বামিত্র যে যজ্ঞে হোতা, সে যজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা হবি গ্রহণ ক'র্‌বেন।

২ ব্রাহ্মণ। করুন ব্রহ্মা হবি গ্রহণ, তাই ব'লে চণ্ডালের অন্ন খেতে হবে?

সদা। মিষ্টান্ন অশুদ্ধ হয় না, দেহে নারায়ণ আছেন, শুদ্ধ ক'রে নেন।

জনৈক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের প্রবেশ

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। তোমরা কেন ইতস্ততঃ ক'চ্চ? বিশ্বামিত্রকে কি সামান্য ক্ষত্রিয় বিবেচনা কর? যদিচ উনি ক্ষত্রিয়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ ক'রেছেন, তথাপি উনি গর্ভ থেকেই ব্রাহ্মণ।

২ ব্রাহ্মণ। (স্বগত) বুড়ো হ'লে বেজায় লোভী হয়! এতদিন—এর অন্ন খাব না, ওর অন্ন খাব না, পট্‌পটানি ক'র্‌লেন—আজ নানাবিধ মিষ্টান্নের লোভে বিশ্বামিত্রকে ক্ষত্রিয়ার গর্ভ হ'তে ব্রাহ্মণ ক'চ্চেন! (প্রকাশ্যে) ক্ষত্রিয়ার গর্ভে ব্রাহ্মণ, এ কিরূপ আজ্ঞা ক'চ্ছেন?

সদা। হয়, হয়, ওর বচন আছে—আমরা টোলে প'ড়েছিলুম।

২ ব্রাহ্মণ। কি বচন আছে, শুনি? অন্যায় কথা ব'ল্‌লে হবে কেন?

সদা। অন্যায় আমার, না অন্যায় ম'শায়ের? ব্রাহ্মণ-ভোজনটা পণ্ড ক'র্‌তে ব'সেছেন?

২ ব্রাহ্মণ। কিসের ব্রাহ্মণ-ভোজন! চণ্ডালের অন্ন গ্রহণ ক'র্‌বো না।

সদা। স্বর্ণপাত্রে দোষ নাই, স্বর্ণপাত্রে দোষ নাই, পুঁথিটে যে আনি নাই, তা হ'লে বচনটা

তোমায় শোনাতুম। (বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের প্রতি) বলুন তো, ঠাকুরদাদা মশাই!

২ ব্রাহ্মণ। (বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের প্রতি) ইনি কি আপনার পৌত্র?

সদা। খুব পৌত্র! যিনি ফলারের বিধি দেন, আমি তাঁর পৌত্রের পৌত্র!

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। শোন, আমি অন্যায় বলি নাই, সন্দেহ ক'রো না। বিশ্বামিত্রের জনক গাধিরাজার কন্যাকে ঋচীক ঋষি গ্রহণ করেন। তিনি পত্নীর অনুরোধে, গাধিরাজের রাণী এবং স্বীয় পত্নীর নিমিত্ত, উভয়ের পুত্র-কামনায় দ্বিবিধ চরু প্রস্তুত করেন। তাঁর পত্নীর জন্য যে চরু প্রস্তুত হ'য়েছিল, সে চরু ব্রহ্মতেজঃপূর্ণ, অপর চরু ক্ষত্রিয়তেজঃপূর্ণ। কিন্তু মাতার অনুরোধে, কন্যা তার চরু মাতাকে প্রদান করে এবং মাতার চরু নিজে ভক্ষণ করে। সেই চরু-প্রভাবে গাধিরাজমহিষীর গর্ভে ব্রহ্মতেজঃ-সম্পন্ন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন—তিনিই এই বিশ্বামিত্র।

২ ব্রাহ্মণ। আপনার এক কথা, চরুর প্রভাবে! তবে ঋচীকের ক্ষত্রিয় পুত্র হয় নাই কেন?

সদা। হ'য়েছে, হ'য়েছে, সে আমি জানি—সে দিগ্বিজয়ে গিয়েছে!

২ ব্রাহ্মণ। (সদানন্দের প্রতি) এরও তোমার বচন আছে না কি?

সদা। বচন নাই? ফলার তন্ত্রের প্রথম অধ্যায়েই লিখ্‌ছে—

২ ব্রাহ্মণ। কি লিখ্‌ছে?

সদা। প্রথম শ্লোকেই সুরু ক'রেছে, তোমার বংশের পিণ্ডদান; দাদা মশাই জানেন, জিজ্ঞাসা কর।

বৃদ্ধ। ভায়া, চিন্তিত হয়ো না, ফলার মাটী হবে না।

সদা। (দ্বিতীয় ব্রাহ্মণের প্রতি) দেখুন, এবার যদি না বোঝেন, হাতাহাতি হবে।

বৃদ্ধ। সন্দিহান হ'য়ো না। ঋচীকের মহা-ক্ষত্রিয়তেজঃসম্পন্ন পৌত্র জন্মগ্রহণ ক'র্‌বেন। ক্ষত্রিয়কুলনিধনার্থে স্বয়ং নারায়ণ পরশুরাম-রূপে উদয় হবেন।

২ ব্রাহ্মণ। চরু খেলেন শাশুড়ী, বউমার গর্ভে হ'লো! ক্ষত্রিয়তেজটা হড়্‌হড়িয়ে এক পুরুষ নেবে গেল!

সদা। অমন নাবে, অমন নাবে, আমি পাঁচ-পুরুষ হড়্‌হড়িয়ে নেবে এসেছি!

বৃদ্ধ। শোনো, আমি স্বরূপ ঘটনা বর্ণন কচ্ছি,—যখন ঋচীক অবগত হ'লেন যে, তাঁর পত্নী মাতৃ-অনুরোধে চরু পরিবর্ত্তিত ক'রেছে, তিনি পত্নীকে বলেন, তোমার ক্ষত্রিয় সন্তান হবে। কিন্তু পত্নীর স্তবে সন্তুষ্ট হ'য়ে পত্নীকে বরপ্রদান করেন যে, সেই চরুর প্রভাব তাঁর পৌত্রে প্রকাশ পাবে।

৩ ব্রাহ্মণ। আচ্ছা, বলুন তো, বলুন তো—চরুটো কি? এ চরু খেয়ে ব্রাহ্মণ হয়, ক্ষত্রিয় হয়, এ ব্যাপারখানা কি?

বৃদ্ধ। চরু অপর কিছুই নয়, চরু শুদ্ধান্ন; এতে অঙ্গ শুদ্ধ হয়। যে রমণী শুদ্ধাচার, তার চরুর প্রয়োজন নাই, সে ভাগ্য-বতী নিজ আচার-প্রভাবে শুদ্ধাচার পুত্র প্রসব করে। সে পুত্রের অসাধ্য সংসারে কিছুই নাই। সে রমণী যদিচ চণ্ডালিনী হয়, আচার-প্রভাবে তার গর্ভে ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন পুরুষ জন্মগ্রহণ ক'র্‌বে। শাস্ত্রমর্ম্ম এইরূপ, নিশ্চয় জেন'। চল, আমরা যজ্ঞে উপস্থিত না হ'লেও যজ্ঞ পূর্ণ হবে, তবে আমরা অনুপস্থিতির জন্য দোষভাগী হব।

২ ব্রাহ্মণ। চলুন, সকলের যখন মত, আমি অমত ক'র্‌বো না।

সদা। পথে এস, দাদা!

বৃদ্ধ। ঐ শোনো, বিশ্বামিত্রের তপঃপ্রভাবে তপোবালাগণ মানবীবেশে আনন্দধ্বনি ক'র্‌তে ক'র্‌তে যজ্ঞে গমন ক'চ্চেন।

[সকলের প্রস্থান।

তপোবালাগণের প্রবেশ

গীত

বিমলা সরলা, খেলি তপোবালা,
তপঃ-প্রাণা তপ-অশনা।
তপাচারী জনে, রাখি সযতনে,
পূরে যাহে তপোবাসনা॥
জ্যোতিঃকান্তি, বদনে শান্তি,
তপোভূষণা-বসনা।

মিটাইতে ক্ষুধা, দানি তপঃ-সুধা,
পিয়ে তাপস-রসনা॥
তপোজ্জ্বল হোমানল, দেখ লো তপ-ললনা।
তপ-অঙ্গিনী তপ-সঙ্গিনী,
দানি তপোবল, চল না॥

[তপোবালাগণের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

যজ্ঞস্থল

বিশ্বামিত্র, ব্রাহ্মণগণ, ঋষিগণ ও বদরী

ব্রাহ্মণগণ। ধন্য বিশ্বামিত্র! ধন্য বিশ্বামিত্র! ত্রিশঙ্কুকে সশরীরে স্বর্গে প্রেরণ ক'র্‌লেন!

ত্রিশঙ্কু। (নেপথ্যে) রাজর্ষি, রক্ষা করুন! রাজর্ষি, রক্ষা করুন! ইন্দ্র আমায় স্বর্গ হ'তে নিক্ষেপ ক'র্‌ছেন, রক্ষা করুন, রক্ষা করুন!

২ ব্রাহ্মণ। (জনান্তিকে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের প্রতি) ঐ তোমার বিশ্বামিত্রের ভিরকুটী বেরিয়ে গেল! ঐ দেখ, হেটমুণ্ডে স্বর্গ হ'তে ত্রিশঙ্কু পতিত হ'চ্চে!

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। এখনই অদ্ভুত রহস্য দর্শন ক'র্‌বে।

ত্রিশঙ্কু। (শূন্যে) রাজর্ষি, রক্ষা করুন! রাজর্ষি, রক্ষা করুন!

বিশ্বা। তিষ্ঠ!

ত্রিশঙ্কুর শূন্যে অবস্থান

বদরী। ও ঠাকুর! অমন তেশূন্যে রে'খ না গো! নাবিয়ে নাও, নাবিয়ে নাও! হায় হায়, আমি তোমায় এত ক'রে বারণ ক'র্‌লুম যে, তোমার স্বর্গে ওঠায় কাজ নাই, স্বর্গে ওঠায় কাজ নাই! দেখ দেখি, শুন্‌লে না, ডিগবাজী খেতে খেতে তেশূন্যে র'য়ে গেলে!

বিশ্বা। অবতীর্ণ হও! (ত্রিশঙ্কুর অবতরণ) কে তোমার স্বর্গপথ রোধ ক'রে তোমায় নিক্ষেপ ক'রেছে?

ত্রিশঙ্কু। ঐ দেবরাজ ইন্দ্র। আমি স্বর্গে উঠ্‌ছি, ঐ কট্‌মটিয়ে আগাগোড়া চোক রাঙ্গিয়ে, আমায় গর্জ্জে এলো! চোকগুলো সব দপ্‌ দপ্‌ ক'চ্চে! আমি উঠ্‌তে গিয়ে ভয়ে হ'ড়্‌কে প'ড়ে গেলুম।

বিশ্বা। ভাল, আমি পুনরায় আহুতি প্রদান ক'চ্ছি। ইন্দ্র তোমায় বাধা দিয়েছে, আমি তোমায় ইন্দ্রত্ব প্রদান ক'র্‌বো।

বদরী। ও ঠাকুর, কাজ নাই, ঠাকুর ক্ষমা দাও, ঠাকুর, আমি ভালয় ভালয় ঘরে নিয়ে যাই! (ত্রিশঙ্কুর প্রতি) আরে, এস এস, আর তোমার স্বর্গে ওঠায় কাজ নাই! আমি তো তোমায় তখনই বারণ করেছিলুম যে, স্বর্গের দেবতাগুলো সব বিদকুটে! আর ঐ তেত্রিশ কোটির মধ্যে কি মানুষ টেঁক্‌তে পারে? এখানে রাজা আছ, বেশ আছ, এখনই তেশূন্যে যে প্রাণটা যেত!

ত্রিশঙ্কু। না, আমি স্বর্গে যাব; এইবার দেখ না, আমি ইন্দ্র হই!

বদরী। স্বর্গে যেতে যেতে একটা ফাঁড়া কেটে গেল, এবার ইন্দ্র হ'লে আর বাঁচ্‌বে না। (বিশ্বামিত্রের প্রতি) ও ঠাকুর, দোহাই ঠাকুর, আর ইন্দ্র ক'রে দিও না!

বিশ্বা। শুভে, স্থির হও! তোমার স্বামী ইন্দ্র হবে, তুমি ইন্দ্রাণী হবে।

বদরী। না ঠাকুর, মাপ করো,—ম'রে তখন যা হয় হবে—আমি সশরীরে স্বর্গে যেতে পার্‌বো না।

ত্রিশঙ্কু। খুব পার্‌বে! আমি তোমায় পাঁজাকোলা করে তুল্‌বো।

বিশ্বা। স্থির হও। (আহুতি ধারণ) হে সর্ব্বভুক্‌, আমার আহুতি গ্রহণ কর!

বৃদ্ধ। নিরস্ত হও। এ ব্রহ্মার সৃষ্টিতে ব্রহ্মা ব্যতীত ইন্দ্র পরিবর্ত্তনের কারো শক্তি নাই!

বিশ্বা। ব্রাহ্মণ, সত্য ব'লেছ! কিন্তু আমার বাক্য মিথ্যা হবে না, আমি নূতন সৃষ্টি ক'র্‌বো,—ব্রহ্মার সৃষ্টি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি! বসুন্ধরে, আমার আহুতি গ্রহণ কর, ব্রহ্মা-সৃজিত তরু, লতা, ফল, পুষ্প অপেক্ষা মানব-সুলভ সুন্দর ফল-পুষ্প-শোভিত বৃক্ষলতা বক্ষে ধারণ কর। স্বাহা! (আহুতি প্রদান ও হোমকুণ্ড হইতে খর্জ্জুরবৃক্ষের উত্থান) বৃক্ষ! খর্জ্জুরবৃক্ষ নামে ধরায় অভিহিত হও, সুমিষ্ট ফল ধারণ কর, তোমার দৈহিক-রস-প্রস্তুত শর্করা, ইক্ষুরসপ্রস্তুত শর্করা অপেক্ষা সুমিষ্ট হ'ক। স্বাহা! (মর্ত্তমান রম্ভা-বৃক্ষের উত্থান) রম্ভা-তরু, তুমি ব্রহ্মা-সৃজিত রম্ভা অপেক্ষা

উপাদেয় রম্ভা-ফল ধারণ কর, মর্ত্তমান নামে অভিহিত হও, মর্ত্তমান দ্বীপের শোভা বর্দ্ধন কর। স্বাহা! (আতা বৃক্ষের উত্থান) তরু, তোমার ফল তোমার সদৃশ নোনা ফলের অপেক্ষা সুন্দর ও রসনা-তৃপ্তিকর হ'ক, জন-সমাজে আতা নাম ধারণ কর। স্বাহা! (কুষ্মাণ্ডের উত্থান) নব কুষ্মাণ্ড লতা! তোমার ফল ব্রহ্মার সৃজিত কুষ্মাণ্ড অপেক্ষা সুন্দর, সুমিষ্ট ও সুবৃহৎ হোক। স্বাহা! (পলাণ্ডুর উত্থান) পলাণ্ডু! তুমি লশুন অপেক্ষা জনপ্রিয় হও। নানাবিধ ফলপুষ্প উত্থিত হও। স্বাহা! (নানাবিধ ফল-পুষ্পের উত্থান) বিবিধ দেশে বিবিধ নামে পরিচিত হ'য়ে মানবের ব্যবহার্য্য হও। স্বাহা! (মাষকলায় বৃক্ষের উত্থান) তুমি মাষ নামে অভিহিত হও, তোমার বীজ মাংসাপেক্ষা তেজঃসম্পন্ন হ'ক। স্বাহা! (মসুর বৃক্ষের উত্থান) তুমি মসুর নামে পরিচিত হও, তোমার বীজ অতীব বলবর্দ্ধক হ'ক।

২ ব্রাহ্মণ। রাজর্ষি, তরুলতা তো সৃষ্টি ক'র্‌লেন, কিন্তু পৃথিবীর অধীশ্বর মানব-সৃষ্টি তো ব্রহ্মার?

বিশ্বা। না, বসুন্ধরা মৎ-সৃষ্ট মানবের অধীন হবেন, আমি বৃক্ষ হ'তে মানব সৃষ্টি ক'র্‌বো; আর মানবকে গর্ভবাস-যন্ত্রণা ভোগ ক'র্‌তে হবে না, এককালীন বহু সন্তান উৎপন্ন হবে। স্বাহা! (নারিকেল-বৃক্ষের উত্থান) বৃক্ষ! নারিকেল নামে অভিহিত হও, এক-কালীন বহুসংখ্যক ফল উৎপন্ন কর, তোমার ফলে মানব-মানবী সৃ—

ব্রহ্মার প্রবেশ

ব্রহ্মা। বিশ্বামিত্র, ক্ষান্ত হও! আমি লোক-পিতামহ, যদি ইচ্ছা কর, ত্রিশঙ্কু স্বর্গে স্থান পাবে।

বিশ্বা। প্রভু, আমি ইন্দ্রের দর্প চূর্ণ ক'র্‌বো মানস ক'রেছি। আমি ত্রিশঙ্কুকে ইন্দ্রত্ব প্রদান ক'র্‌বো।

ব্রহ্মা। বৎস, তোমার তপোবলে কোন কার্য্য অসম্ভব নয়, কিন্তু আমার অনুরোধে কল্প-নিয়ম পরিবর্ত্তিত ক'রো না। এ কল্পে যিনি ইন্দ্র আছেন, কল্পান্তর পর্য্যন্ত তিনি ইন্দ্র থাক্‌বেন। [ব্রহ্মার অন্তর্দ্ধান।

বিশ্বা। প্রভু, আপনার বাক্য লঙ্ঘন ক'র্‌বো না। কিন্তু আমার সঙ্কল্প বিফল হবে না। মহারাজ ত্রিশঙ্কু, আমার পশ্চাৎ এস, আমি নব স্বর্গ সৃষ্টি ক'র্‌বো, সেই স্বর্গে তুমি সশরীরে ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হবে।

ত্রিশঙ্কু। প্রভু, ঠিক তো? আবার উল্‌টে ডিগ্‌বাজী খেয়ে পড়্‌বো না তো? দেখ', প্রভু, আবার যেন ত্রিশূন্যে না ঝুলি!

বিশ্বা। কোন শঙ্কা নাই, তুমি সস্ত্রীক আগমন কর।

[বিশ্বামিত্রের প্রস্থান।

ত্রিশঙ্কু। এস রাণি, শচী হবে এসো।

বদরী। না—না, তোমার আর ও বালাইয়ে কাজ নেই, এস, ঘরে এস।

(ত্রিশঙ্কুকে টানিয়া লইয়া যাইবার উদ্যোগ)

ত্রিশঙ্কু। ছেড়ে দাও! ছেড়ে দাও! তুমি না যাও, নেই যাবে।

বদরী। না, না, এস, এস—

[ত্রিশঙ্কু ও বদরীর প্রস্থান।

২ ব্রাহ্মণ। বিশ্বামিত্র কি কারখানা করে, দেখা যাক্। গাধির বেটা ব্রহ্মা হ'লো না কি! স্বর্গ সৃষ্টি ক'র্‌বে কি বলে!

[সকলের প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক

উত্তর-মেরু

ব্রহ্মা ও ইন্দ্র

ব্রহ্মা। কহ, দেবরাজ, ত্যজি দেবের সমাজ,
কি কারণে, এ বিজন স্থানে
আসিয়াছ ক্ষুণ্ণ-মনে?
কেন হেন ব্যথিত-হৃদয়?
নিরানন্দ দেববৃন্দ তব আচরণে,
আসি মম স্থানে জানাইল সমাচার।

ইন্দ্র। বুঝিতে না পারি, হে সৃজনকারি,
ইন্দ্রত্বে মাহাত্ম্য কিবা!
ব্রহ্মশাপে চণ্ডাল যে জন,
তাহার কারণ, নব স্বর্গ হইল সৃজন,
ইন্দ্রত্ব পাইল সেই তথা।
অসম্ভব শুনি এ বারতা!
বিশ্বামিত্র তপোবলে রাজর্ষি হইয়ে,
সৃজিয়াছে স্বরগ সুন্দর!

এত দম্ভ তার মনে,
বৃক্ষ হ'তে মানব সৃজন
ক'রেছিল আকিঞ্চন,
যাহা করিতে বারণ,
স্তবস্তুতি আপনি ক'রেছ কত।
সুমিষ্ট রসাল ফল, সুগন্ধি কুসুম,
অগণন ক'রেছে সৃজন,
তুলনায় তব সৃষ্ট ফলপুষ্প আদি,
নরগণ হীন জ্ঞান করিবে যাহায়।
তপে, ধাতা, তুমি তুষ্ট নিরন্তর;
যেবা মাগে যেই বর,
তখনি প্রদান' তারে।
নাহি কাজ স্বর্গ অধিকার,
কবে কার হইবে মনন,
তপে তোমা করি তুষ্ট, হে চতুরানন,
স্বর্গচ্যুত করিবে আমায়।
যাই পাতাল-ভবনে,
অপমান নাহি সয় প্রাণে!
বার বার উচ্ছেদ না হব,
শান্তিতে রহিব,
পুনঃ পুনঃ না পাইব অপমান।
ব্রহ্মা। শুন, পুরন্দর, নাহি হও ব্যথিত অন্তর!
তপোবল যদি না রহিত,
কি শক্তি-প্রভাবে বল ত্রিলোক জন্মিত,
সুরপুরে ইন্দ্রত্ব পাইতে কি প্রকারে?
মহাশক্তি করি আরাধনা,
পূর্ণ হয় সকল কামনা,
তপ নামে অভিহিত মহাশক্তি পূজা।
সৃষ্টিকর্ত্তা আমি সেই বলে,
শ্রেষ্ঠ তুমি দেবতামণ্ডলে,
হরহরি তপের প্রভাবে।
কেন তুমি হও ক্ষুণ্নমন?
শুন, যে কারণ
ত্রিশঙ্কু পাইল নব-স্বর্গ-অধিকার।
করিল সহস্র যজ্ঞ ত্রিশঙ্কু ভূপাল,
চিরকাল ধর্ম্মে তার মন,
পরিহাসে না কহিল অসত্য বচন কভু।
সশরীরে ত্রিদিব-গমনে,
হ'য়েছিল অধিকারী;
কিন্তু তার জন্মে অহঙ্কার,
সেই হেতু বশিষ্ঠ করিল অস্বীকার
স্বর্গ-কামনার যজ্ঞে হইবারে হোতা।
কিন্তু কর্ম্মফলে ক'রেছিল ত্রিদিবে গমন,
অহঙ্কারে হইল পতন।
ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠদেবে করি অবহেলা,
চণ্ডালত্ব জন্মেছিল তার।
ইন্দ্র। সুরপুরে সত্য সেই না পাইল স্থান,
কিন্তু শতগুণে বর্দ্ধিত সম্মান
হইল নির্ম্মাণ নূতন ত্রিদিব তার হেতু।
সৃষ্ট হৈল সপ্তর্ষিমণ্ডল,
অখণ্ডের আরাধনা-স্থান।
পরব্রহ্ম-উপাসক ব্রহ্মবিদ্‌গণ,
তার স্বর্গে করিবে ভ্রমণ,
স্বর্গ হ'ল গৌরববিহীন!
মাত্র বিশ্বামিত্র লভি রাজর্ষি আখ্যান,
হেন বলবান্‌, উপেক্ষি তোমারে
স্রষ্টা নাম করিল গ্রহণ,
এই হেতু ক্ষোভ জন্মে মনে।
ব্রহ্মা। বিষণ্ণ হ'য়ো না অকারণ,
আমা বিনা, অন্যে আর
কার অধিকার করিতে সৃজন?
সৃষ্ট বস্তু আমার র'য়েছে যে সকল,
বিশ্বামিত্র-সৃজিত ফুলফল—
জেন মাত্র তাহারি বিকাশ!
ক্রম-বিকাশের ক্রম—শক্তির নিয়ম।
কলিযুগে রহস্য হেরিবে, বিজ্ঞান-প্রভাবে,
নব ফল-পুষ্প কত মানব সৃজিবে;
সে বিজ্ঞান, জড় জ্ঞানে শক্তি-আরাধনা।
জড়শক্তি বিশ্বামিত্র ক'রেছে অর্জ্জন,
প্রকৃত সাধক যাহা না করে গ্রহণ;
কিন্তু তাহে না হইবে পতন তাহার,
করিয়াছে শক্তির চালন, আশ্রিত-রক্ষণ-হেতু।
ব্রহ্মর্ষি হইতে তার মন,
নিজ ইষ্ট করিল বর্জ্জন,
আশ্রিত-রক্ষণ তরে।
বোধগম্য সত্ত্বগুণী শক্তির প্রভায়,
কোটি বৎসরের তপ সম্পূর্ণ তাহার,
উচ্চ পথে বিশ্বামিত্র হৈল অগ্রসর।
শান্ত হও, বুঝ মনে শক্তির প্রভাব।
হের যেই অগণন নক্ষত্র সৃজন,
হইয়াছে মানবের হিতের কারণ,
এ সকল নক্ষত্রমণ্ডল
যেই স্থল করিবে উজ্জ্বল,
রহিবে তুষারপূর্ণ সদা;

আলোকিত জ্যোতিষ্কমণ্ডলে*
নরের বসতি-যোগ্য হবে,
নহে অর্দ্ধ-বর্ষ ঘোর অন্ধকারে
মরিবে, যে রবে এই স্থানে।
জড়-বল হইবে প্রবল,
তপ-জপে রত কেহ না হবে এ স্থানে।
বাক্য ধ'র, সুরপুরে চল, পুরন্দর।

ইন্দ্র। নমস্কার মহাশক্তির চরণে!
জ্ঞানদাতা, তব পদে শত নমস্কার!
দূর মম অন্তর বিকার।

[উভয়ের প্রস্থান।

নবম গর্ভাঙ্ক

সপ্তর্ষিমণ্ডল

ত্রিশঙ্কু, বদরী, ব্রহ্মদূত ও দিব্যধামবাসিগণ

ব্রহ্ম-দূত। মহারাজ ত্রিশঙ্কু, স্বর্গাপেক্ষা সুন্দর এই বিশ্বামিত্র-সৃষ্ট দিব্যধামের তুমি অদ্য হ'তে অধীশ্বর। তোমার সহস্র যজ্ঞের প্রভাবে বিশ্বামিত্র তোমার পুরোহিত হ'য়ে, তোমার কামনা পূর্ণ ক'রেছেন। ধরাধামে যারা ভোগাশায় কাম্যক্রিয়া সম্পন্ন ক'র্‌বে, তোমার এই লোকে তাদের স্থান, হেথায় কোটি কল্প তোমার অধিকার। রাজদম্পতি, সিংহাসনে উপবেশন কর।

ত্রিশঙ্কু ও বদরীর সিংহাসনে উপবেশন

জয়, মহারাজ ত্রিশঙ্কুর জয়!

ত্রিশঙ্কু। প্রভু, আর জয়ধ্বনি ক'র্‌বেন না, আমার লজ্জা বোধ হ'চ্চে! যে যজ্ঞফলে দিব্য-লোক সৃষ্ট হয়, যার ফলে ইন্দ্রত্ব লাভ হয়, সে যজ্ঞের সম্পূর্ণ মর্য্যাদা আমার অনুভূত হয় নাই। হে ব্রহ্মলোকবাসিন্, আজ আপনাদের দর্শনে আমার জ্ঞানোদয় হ'য়েছে। আমি কি ছার স্বর্গ-কামনা ক'রেছি, কি তুচ্ছ ইন্দ্রত্বলাভ! ধরায় যেরূপ রাজ্যরক্ষার্থে সদাই সশঙ্কিত হ'তে হয়, কখন্ কোন্ শত্রু এসে সিংহাসন-চ্যুত ক'র্‌বে—সদাই এই আশঙ্কা থাকে, ইন্দ্রত্ব-লাভেও সেইরূপ। বাসনানল নির্ব্বাণ হয় না, ধরণীতেও যেইরূপ অতৃপ্তি, স্বর্গেও সেইরূপ অতৃপ্তি। হে ব্রহ্মলোকবাসিন্, আমায় আশীর্ব্বাদ করুন, যেন তপঃপ্রভাবে আমি নিঃশঙ্ক ব্রহ্মলোকে বাস ক'রে ব্রহ্ম-ধ্যানে চিত্তনিয়োগে সক্ষম হই। যেন কালে, যে স্থান বৈকুণ্ঠ, সেই স্থানে আমার বাস হয়।

ব্রহ্মদূত। মহারাজ, ভোগকামনা ক'রেছেন, আপনার ভোগ পূর্ণ হ'ক; কালে নারায়ণ আপনার বাসনা পূর্ণ ক'র্‌বেন। মানবদেহ-ধারণ ব্যতীত সিদ্ধিলাভ হয় না। ধরায় তাপস-রূপে জন্মগ্রহণ ক'রে, বিষ্ণুর উপাসনায়, বৈকুণ্ঠবাসী হবার অধিকার প্রাপ্ত হবেন।

বদরী। প্রভু, আমি কোথায় স্থান পাব?

ব্রহ্মদূত। তুমি পতিব্রতা, তোমার পতির নিকট স্থান।

বদরী। প্রভু, প্রভু, এ কি আনন্দে আমার হৃদয় পরিপূর্ণ! এ কি নবভাব! এ কি উজ্জ্বল জ্যোতি দেহ হ'তে বহির্গত হ'চ্চে!

ব্রহ্মদূত। রাজদম্পতি, বিস্মৃত হ'য়ো না, তোমরা দেবশরীর প্রাপ্ত হ'য়েছ, দেবভাবে হৃদয় পরিপূর্ণ! জয়, নব-স্বর্গ-রাজদম্পতির জয়!

দিব্যধামবাসিগণ। জয়, নব-স্বর্গ-রাজ-দম্পতির জয়!

দিব্যধামবাসিগণের গীত

নব সৃষ্ট গ্রহ তারাদল, নভোমণ্ডল উজল।
নব ত্রিদিবে নব দেবেন্দ্র, বামে নব শচী বিমল॥
ধন্য পুণ্য, ধন্য ধন্য, ভুবন পূর্ণ সুযশে,
নর-শরীরে নব ত্রিদশে ইন্দ্রাসনে কে বসে,
জয় জয় মহাকৃতী, নব দেবেন্দ্র-দম্পতি,
সাগর উথলে, উঠে জয় রোল,
দুলোক টল টল॥

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

স্বর্গ

মেনকা ও রম্ভা

মেনকা। সখি, কহ শুনি অদ্ভুত ঘটন,
নব স্বর্গ ক'রেছে সৃজন—

* Aurora Borealis

কেবা হেন জন বসে ধরণী-মাঝারে?
যদি কেহ তপে রহে রত,
তথা হই আমরা প্রেরিত,
তপোভঙ্গ হেতু তার।
কিন্তু যদি হেন তপা বিশ্বামিত্র ঋষি,
কহ, লো রূপসি,
কেন দেবরাজ নাহি প্রেরিল অপ্সরা,
তপোবিঘ্ন করিতে সাধন?
কেবা সেই বিশ্বামিত্র জান কি সুন্দরি?

রম্ভা। বিশ্বামিত্র ছিল শুনি মহাতেজা রাজা,
কিন্তু দ্বন্দ্ব করি বশিষ্ঠের সনে,
ব্রহ্মতেজে শত পুত্র হত,
পরাভব পাইল ঘোর রণে।
সেই হেতু করি দৃঢ় পণ,
করে আকিঞ্চন,
ব্রহ্মর্ষিত্ব করিতে অর্জ্জন।
এ সঙ্কল্প অসম্ভব জ্ঞানে,
তপস্যার বিঘ্নের কারণে
আমা সবে না প্রেরিল তথা।

মেনকা। এবে কি ধারণা, সখি, অমরমণ্ডলে,
তপোবলে বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ না হবে?
যাঁর তপোবলে নব স্বর্গ হইল সৃজন,
সে তো নহে সামান্য কখন,
নরশ্রেষ্ঠ, সুদৃঢ়সংকল্প বীর্য্যবান্!
জান কি, স্বজনি, কোথা নরমণি
তপে এবে নিমগন?
ভাগ্যবতী কে রমণী তার,
তেজীয়ান্ নরশ্রেষ্ঠ পুরুষ সেবার
অধিকার পাইয়াছে পুণ্যফলে?

রম্ভা। নাহি জানি, কি রঙ্গে রঙ্গিণী
আজি তুমি, সুকেশিনি!
ত্যজিয়ে অমরে নরে ভজিবারে
সাধ কি অন্তরে তব?

মেনকা। যদি নাহি কর উপহাস,
হৃদয়ের সাধ মম করি লো প্রকাশ।
যাই যবে ধরণী-ভ্রমণে,
উঠে মম মনে,
প্রেমের বন্ধনে বঞ্চে সুখে নর-নারী।
উদ্বাহ-বন্ধন– প্রাণে প্রাণে অপূর্ব্ব মিলন!
দেহ দান—প্রাণ যারে চায়,
নহে কাম-পিপাসায়,
যখন যে চায়, সেবিতে তাহায়,
স্বর্গের মতন, নিয়ম নহেক তথা।
নাহি হৃদয়-বন্ধন,
কামক্রিয়া হেতু সম্মিলন,
সত্য কহি, ধিক্কার জন্মেছে মম প্রাণে!
ত্রিদিবমণ্ডলে
ক্রীতদাসী আমরা সকলে,
ধরা-নিবাসিনী
ভাগ্য মানি যতেক রমণী!
প্রেমে দেহ বিতরণ ধরার নিয়ম।

রম্ভা। এ কি সাধ, তব কৃশোদরি!
হইয়ে অমরপুরে দেব-সহচরী,
ঈর্ষ্যা কর ধরাবাসি-নারীগণে?
রোগ-শোকাগার,
যৌবনে বার্দ্ধক্য পরিণাম,
পদ্মপত্র-জল, ধরামাঝে চঞ্চল সকলি,
নিত্য নিত্য বর্ত্তন সময়-স্রোতে।
স্থিরতা-বিহীন,
এই আছে, এই কোথা লীন,
বর্ণনায় শরীর শিহরে!

মেনকা। স্বাধীন জীবন
অতি শ্রেয়ঃ, শত কল্প স্বর্গবাস হ'তে!
মৃত্যু, রোগ, শোকাগার যদ্যপি ধরণী,
কিন্তু নহে পর-ইচ্ছাধীন।
তথায় কানন
দেব-ইচ্ছাধীন নহে, নন্দন যেমন।
তরু, লতা, বিকচ উদারভাবে,
নরনারী উদার-হৃদয়,
প্রেম-দান, প্রেম-বিনিময়,
মানব-জীবন সামান্য না কর জ্ঞান।
ধরে, সত্য, মৃত্তিকার কায়,
কিন্তু হয় সে শরীরে আত্মার বিকাশ।
সুদৃঢ়সংকল্প যেই মানব মহীতে,
চিত যার উচ্চপদে রত,
ব্রহ্মত্ব, ইন্দ্রত্ব তুচ্ছ করি,
লীন হয় পরব্রহ্ম সনে।
ধরা, হেন স্থান, যথা জন্মে ব্রহ্মজ্ঞান।
কর্ম্মক্ষেত্র—
কর্ম্মফলে ব্রহ্মত্ব, ইন্দ্রত্ব লভে।
স্বর্গ হ'তে শতগুণে শ্রেষ্ঠ মহীতল!
চল যাই, উদয় সময়, নৃত্য হেতু
হ'তে হবে সভায় উদয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

বন-পথ

পুষ্পচয়ন-রত শক্তি

কল্মাষপাদ রাজার প্রবেশ

শক্তি। কি মহারাজ, কোথায় গমন ক'চ্চেন?

কল্মাষপদ। কে, শক্তি নাকি? পথ ছাড়, পথ ছাড়, আমি তপোবনে চ'লেছি।

শক্তি। তপোবন এ দিকে কোথায়? পিতার তপোবন যে পশ্চাৎ ক'রে এসেছেন?

কল্মাষ। আরে, রাখ রাখ, তোমার পিতার তপোবন! দাড়ি রেখে, গোটা কতক বনে হরিণ ছেড়ে দিয়ে, রোজ হোমের নাম ক'রে একটু ঘি পোড়ালে তপোবন হয় না। পথ ছাড়, পথ ছাড়, আমায় অনেক দূর যেতে হবে।

শক্তি। মহারাজ, আপনি কিরূপ আজ্ঞা ক'চ্চেন? আমি দেবকার্য্যে পুষ্পচয়ন কচ্চি। অপেক্ষা করুন, আমি পুষ্প আহরণ ক'রে এখনই প্রত্যাবর্ত্তন ক'র্‌বো। রাজার কর্ত্তব্য, ব্রাহ্মণকে সম্মান। বিশেষতঃ আমি আপনার পুরোহিত-পুত্র, আমার কার্য্যে ব্যাঘাত ক'র্‌বেন না।

কল্মাষ। আরে, নাও নাও, তোমার আর বাম্‌নাই দেখাতে হবে না। তোমার বাবার বাম্‌নাই ও বোঝা গেছে! এক—রাজা ত্রিশঙ্কু নিয়েই তোমাদের বিদ্যা-বুদ্ধি সব বেরিয়ে প'ড়েছে! আর তোমাদের কি পুরোহিত রাখ্‌বো? মহাতপা বিশ্বামিত্রকে পুরোহিত ক'র্‌তে যাচ্চি। নাও নাও, পথ ছাড়! তুমি শাপ দিলে, "চণ্ডাল হও।" তোমার বাপ ব'ল্‌লে, "কদাচ সশরীরে স্বর্গে যেতে পার্‌বে না।" মহাতপা বিশ্বামিত্রের প্রভাবে সে এখন পায়ের উপর পা দিয়ে ব'সে নূতন স্বর্গে অপ্সরা নিয়ে বিহার ক'চ্চে। পথ দাও, পথ দাও! তোমার বাবাকে ব'লো, আর আমি তাঁকে পুরোহিত রাখ্‌বো না। পৌরোহিত্যে বিশ্বামিত্রকে বরণ ক'র্‌বো। সর।

শক্তি। মহারাজের যেরূপ অভিপ্রায় হয়, ক'র্‌বেন; আমি পুষ্পচয়ন করি, অপেক্ষা করুন।

কল্মাষ। সর্‌বি নি, বিট্‌লে বামুন, আমার কাছে আবার বাম্‌নাই ফলাতে এসেছ? সর্‌ পাজি!

কশাদণ্ড দ্বারা প্রহার

শক্তি। আরে নৃপাধম, তুই যেরূপ রাক্ষসের ন্যায় আচরণ ক'র্‌লি, তুই রাক্ষস হ'য়ে অবস্থান কর্‌।

[শক্তির প্রস্থান।

কল্মাষ। একি, আমার দেহে কি বিকার উপস্থিত হ'ল! এ কি আমার প্রবৃত্তি, নর-রক্তপানে ইচ্ছা হ'চ্চে! আমি কি সত্যই রাক্ষস হ'লেম! তবে আমার উপায় কি? একমাত্র উপায় বিশ্বামিত্র, তাঁর নিকট উপস্থিত হই। রাক্ষসের ন্যায় নর-মাংস ভক্ষণে প্রবৃত্তি হ'চ্চে, কিন্তু রাক্ষসের ন্যায় বল শরীরে নাই, তা হ'লে ঐ বামুনের ঘাড় ভেঙ্গে খেতুম।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

বন

বিশ্বামিত্রের আশ্রম

বিশ্বামিত্র ও সদানন্দ

সদা। রাজা, আর কেন তোমার তপস্যা করা? কখন জলে বুড়ে, কখন চারিদিকে আগুন জেব'লে, কখন ঠ্যাং উঁচু ক'রে কাজের খতম্‌ ক'রেছ! এখন চল, রাজ্যে ফিরি।

বিশ্বা। সখা, যদি অদৃষ্ট প্রসন্ন হয়, তবে রাজ্যে প্রতিগমন ক'র্‌বো।

সদা। বেশী বাড়াবাড়ি কেন ক'চ্চ? বশিষ্ঠকে খুব টক্কর দিয়েছ, বশিষ্ঠের বাবাও যা পারে না, তাই ক'রেছ। দোহাই রাজা, রাজ্যে চল, দিব্যি পায়ের উপর পা দিয়ে উদর পরিপূর্ণ ক'রে খাই।

বিশ্বা। কেন সখা, ত্রিশঙ্কুর পুত্র তো তোমায় খুব যত্নে রেখেছে?

সদা। না, অমন উমেদারী ক'র্‌তে আমার মন চায় না। যদি রাজ্যে না যাও, আমায় চেলা করে নাও।

বিশ্বা। আমার চেলা হয়ে তো তোমার চ'ল্‌বে না। দিনান্তে একটী আমলকী, কি একটী হরীতকী পাবো তাই ভক্ষণ ক'রে কালযাপন ক'র্‌তে হবে।

সদা। কেন, বালাই, আমার শত্রু আমলকী খেয়ে থাকুক! তবে আর তোমার সাক্‌রেদি ক'রতে চাচ্ছি কেন, বল না?

বিশ্বা। পার্‌বে?

সদা। খুব পার্‌বো।

বিশ্বা। ঊর্দ্ধ্বপদে হেঁটমুণ্ডে জপ ক'র্‌তে পার্‌বে?

সদা। না।

বিশ্বা। গ্রীষ্মকালে চতুর্দ্দিকে অগ্নিকুণ্ড রেখে জপ ক'রতে পার্‌বে?

সদা। না।

বিশ্বা। শীতকালে জলে ব'সে জপ ক'র্‌তে পার্‌বে?

সদা। না।

বিশ্বা। তবে কি পার্‌বে?

সদা। ভোজনকালীন পদ্মাসনে ব'স্‌তে পার্‌বো, আর শয়নকালীন লম্বাসনে চোখ বুজে থাক্‌তে পার্‌বো।

বিশ্বা। এতটা কঠোর কতদিন ক'চ্চ?

সদা। বহুদিন হ'তে!

বিশ্বা। তবে আর কি? তুমি তো তপস্যায় সিদ্ধ হ'য়েছ।

সদা। সিদ্ধ হ'লে তোমার কাছে আর সাক্‌রেদি ক'র্‌তে আস্‌বো কেন?

বিশ্বা। সিদ্ধ হ'য়ে কি ক'র্‌বে?

সদা। দুটো চার্‌টে গাছ ত'য়ের ক'র্‌বো আর কি?

বিশ্বা। কি গাছ?

সদা। এই কোন গাছে থলো থলো হরিণ-মাংস ঝুল্‌বে, টস্‌টসিয়ে গরম গাওয়া ঘি ঝ'র্‌বে; কোন গাছে বা বরাহ মাংসের এক থালা পলান্ন ঝুল্‌ছে; কোন গাছে বা ছাগ-মাংসের বাটি কতক ঝোল; কোন গাছে আস্ত ময়ূরের চচ্চড়ি; আর কোন গাছের একটা ডালে মোণ্ডা, একটা ডালে মিঠাই, এক ডালে গরম পুরী, এক ডালে গরম কচুরী আর গরম গরম ছক্কা।

বিশ্বা। আমি তো এখন হিমাদ্রি-শিখরে চ'ল্লেম, তুমি সেই হিমে পাহাড়ে উঠে আমার সঙ্গে যেতে পার্‌বে?

সদা। অত বাড়াবাড়ি ক'র্‌লে পার্‌বো কেন বল? এইখানেই তো খুব সরগরম ক'রেছ, আর কেন পাহাড়ে উঠ্‌বে?

বিশ্বা। কি জানি, সখা, কি আমার মনের বিকার উপস্থিত! আমি ধ্যানে ব'স্‌লে আমার মৃত শতপুত্র যেন আমার সম্মুখে উপস্থিত হয়, বলে—"পিতা, বড় প্রতিহিংসা-তৃষা, বড় প্রতি-হিংসা-তৃষা, বশিষ্ঠের শতপুত্রের শোণিতপান ব্যতীত সে তৃষা দূর হবে না।" এ অন্য কিছুই নয়, এ আমার অন্তরের লুক্কায়িত মোহের প্রতিরূপ। এত তপস্যায় নিব্বীর্জ হয় নাই। বলবান্‌ রিপুসকল কতদিনে দমিত হবে!

[বিশ্বামিত্রের প্রস্থান।

সদা। না, এবার চ'ল্লো সেই সূর্য্যিমামার কাছাকাছি হিমাদ্রি চূড়োয়! রাজাকে না দেখ্‌তে পাই, না দেখ্‌তে পাব, আমি আর কি ক'চ্চি বল? যেতে তো পার্‌বো না। পাহাড়-পথে, একটা হোঁচট খেলে ব্রহ্মণ্যদেব অমনি ছির্‌কুটে যাবে। আর একটা ঋষির বাচ্ছা কোন রাজাকে অমনি একটা অভিসম্পাত দেয়, সে বেটা যজ-মান হ'তে আসে, তা হ'লে ধুমধাম ক'রে একে দিনকতক আট্‌কে রাখা যায়! তা রাজাগুলোও ম'রেছে, আর ঋষির বাচ্ছাগুলোও ম'রেছে! বশিষ্ঠের সব ছেলে, চোখ বুজে সারি সারি ব'সে গিয়েছে দেখে এলেম। ঐ কে এক বেটা আস্‌ছে নয়? পোষাক তো ঝক্‌ঝকে আছে, রাজা হ'লেও হ'তে পারে।

কল্মাষপাদের প্রবেশ

কল্মাষ। প্রভু, এখানে মহাতপা—

সদা। চুপ কর, ব্যাজ্‌ ব্যাজ্‌ ক'রে বেশী বকিয়ো না, দুটো কেজো কথার জবাব দাও। তুমি তো রাজা?

কল্মাষ। হ্যাঁ প্রভু।

সদা। ভ্যালা মোর বাপ! তোমায় শাপ দিয়েছে?

কল্মাষ। হ্যাঁ, দয়াময়, বশিষ্ঠের ছেলে শক্তি শাপ দিয়েছে।

সদা। খুব ক'রেছে! বিশ্বামিত্রকে পুরো-হিত ক'র্‌তে এসেছ?

কল্মাষ। হ্যাঁ প্রভু, তাঁর চরণে আশ্রয় নিতে এসেছি।

সদা। তবে যাও, যজ্ঞের উদ্যোগ কর গে; সশরীরে স্বর্গে যাবে।

কল্মাষ। প্রভু, আমি যজ্ঞ ক'র্‌বার মানসে আসি নাই।

সদা। সেই মানসেই আস্‌তে হবে, নইলে যে উচ্ছন্ন যাবে, তেশূন্যে ঝুল্‌তে হবে!

কল্মাষ। প্রভু, আমি মনোদুঃখ তাঁর পাদ-পদ্মে নিবেদন ক'র্‌বো।

সদা। যা কর্‌বার তা ক'রো, এখন যজ্ঞ ক'র্‌বে কি না বল।

কল্মাষ। তিনি আজ্ঞা ক'র্‌লেই ক'র্‌বো।

সদা। তিনি আজ্ঞা ক'রেছেন। তিনি ধ্যান-যোগে জেনেছেন, তুমি আস্‌বে, তিনি আমায় ব'লে গেছেন, তুমি এখানে অপেক্ষা ক'রে থেক'। তুমি তো,—কি নাম তোমার?—

কল্মাষ। কল্মাষপাদ।

সদা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, কমলাপদো, ব'লে গেছেন কমলাপদো—

কল্মাষ। আজ্ঞে না, কল্মাষপাদ।

সদা। এঃ, এর নেহাৎ আক্কেল নাই, আবার কথা কাটাকাটি ক'র্‌তে লাগ্‌লো!

কল্মাষ। কেমন হ'য়ে যাচ্চি, কেমন হ'য়ে যাচ্চি, পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক হ'চ্চে!

সদা। হবেই তো, যজ্ঞ ক'র্‌তে চাচ্চ না!

কল্মাষ। বশিষ্ঠের পুত্র আমায় 'রাক্ষস হও' ব'লে অভিসম্পাত দিয়েছে! দেখ্‌ছি তো আমার রাক্ষসের প্রবৃত্তিই উপস্থিত হ'লো! ওঃ কণ্ঠ শুষ্ক হ'লো, সত্য সত্যই কি রাক্ষস হ'লেম! তাই তো, সত্যিই তো রাক্ষস হ'য়েছি!

সদা। বাবা, এ বেটা বলে কি!

কল্মাষ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি রাক্ষস হ'য়েছি, রাক্ষস হ'য়েছি!

সদা। বের' ব্যাটা, তপোবন থেকে! বেরিয়ে গিয়ে রাক্ষস হ' গিয়ে।

কল্মাষ। ও প্রভু, ও প্রভু, বড় তৃষ্ণা! তোমার একটু হাত কামড়ে নিয়ে রক্ত চুষে নেব?

সদা। আরে, না, না! তুমি একটু স্থির হ'য়ে ব'স', আমি কাতান আন্‌তে চল্লুম, মুণ্ডটা কেটে দেবো,—তুমি ডাবের মতন দু'-হাতে ধড়টা ধ'রে ঢক্‌ ঢক্‌ ক'রে রক্ত খেও!

কল্মাষ। না, এক ঢোক্‌ চুষে খাব—এক ঢোক্‌—

সদা। ওরে বাপ্‌ রে—

বিশ্বামিত্রের পুনঃ প্রবেশ

বিশ্বা। কি সখা, কি—কি—কি হ'য়েছে?

সদা। রাজা, পালিয়ে এস, পালিয়ে এস, ঐ রাক্ষস বেটা বলে, রক্ত চুষ্‌বো

বিশ্বা। কে তুমি, রাজা কল্মাষপাদ নয়?

কল্মাষ। হ্যাঁ, দয়াময়, আমি বশিষ্ঠের পুত্র, শক্তির শাপে রাক্ষসপ্রবৃত্তি প্রাপ্ত হ'য়েছি। আমার নররক্তপান, নরমাংস আহারে রুচি হ'চ্চে। আমার মনে ঘোর বিকার উপস্থিত!

বিশ্বা। আমার নিকট কেন এসেছ?

কল্মাষ। আমার কি উপায় হবে?

বিশ্বা। মহারাজ, ব্রাহ্মণের কৃপা ব্যতীত তো তোমার কোন উপায় দেখি না। আমি আজও ব্রহ্মর্ষিত্ব প্রাপ্ত হই নাই, তুমি কোন ব্রহ্মর্ষির শরণাগত হও। যদি অপর কোন বর প্রার্থনা কর, আমি তোমায় দিতে প্রস্তুত।

কল্মাষ। তবে, প্রভু, বর দিন, যেমন রাক্ষসের প্রবৃত্তি হ'য়েছে, সেইরূপ দেহে রাক্ষসের শক্তি হোক্‌।

বিশ্বা। যাও, সেইরূপই হবে। কিঙ্কর নামে এক রাক্ষস দূর বনে অবস্থান ক'চ্ছে, সেই তোমার দেহে প্রবেশ ক'রে তোমায় শত হস্তীর বল প্রদান কর্‌বে। যাও।

কল্মাষ। বেশ হ'য়েছে! বেশ হ'য়েছে! রাক্ষস হ'য়েছি, উত্তম হ'য়েছে, বশিষ্ঠের শত পুত্রের ঘাড় ভাঙ্গবো! [কল্মাষপাদের প্রস্থান।

অকস্মাৎ বিমানমার্গে শব্দ—"পিতা, পিতা আমাদের প্রতিহিংসা-তৃষা তৃপ্ত! প্রতিহিংসা-তৃষা তৃপ্ত!"

বিশ্বা। কিছু না, আমার অন্তরের মোহ-জনিত প্রতিহিংসার প্রতিধ্বনি! কি ক'র্‌লুম, কেন কল্মাষপাদকে রাক্ষস-শক্তির বর প্রদান ক'র্‌লেম! কে জানে, সংসারে কি মহা অনিষ্ট সাধিত হবে! আমার তপের মহা বিঘ্ন হ'লো।

[বিশ্বামিত্রের প্রস্থান।

সদা। না, আর আমার রাজার মমতায় কাজ নাই! প্রাণ বড় ধন! রাজা ঠ্যাং উঁচু ক'রে ঝোলে ঝুলুক, আমি আর এ মুখো হচ্চি না! মর ব্যাটা কল্মাষপাদ! রাজা ত্রিশঙ্কুর মতন চণ্ডাল হ'য়ে আয়, একটা যজ্ঞ হোক, তা নয়, বেটা রাক্ষস হ'য়ে এলো, বেটা কি বেল্লিক গো!

মেনকা প্রভৃতি অপ্সরাগণের নেপথ্যে সঙ্গীত

সদা। বাবা, এরা আবার কে! আর কিছু নয়, রাক্ষসী। শুনেছি, বেটীরা মায়া ক'রে মোহিনী বেশ ধরে। মানুষ নয়, মানুষে কি এমন হয়! এখন চুপি চুপি পালাই কি করে! নজরে প'ড়লেই ঘাড় মট্‌কাবে! একপাশে কুম্‌ড়োর মতন তাল হ'য়ে প'ড়ে থাকি।

সদানন্দের কুণ্ডলীকৃত হইয়া একপার্শ্বে অবস্থান

অপ্সরাগণের প্রবেশ ও নৃত্য-গীত

রাগ যদি না থাকে অধরে,
তা হ'লে বল স্বজনি, ফুলশরে কি করে।
ল'য়ে ফুলশরাসন, কি ক'র্‌তো লো মদন,
সহায় যদি না হ'ত নয়ন!
নয়নে নয়ন মেলে, দেয় লো প্রাণে গরল ঢেলে,
ক্ষণ পেয়ে বাণ হানে, তখন,
তাই তো বে'ধে অন্তরে॥
প'রে ফুলসাজ, পেয়ে লাজ, যেতো ঋতুরাজ,
অঙ্গে লাবণ্য যদি না করে বিরাজ;
রয়েছে যৌবন, তাই মোহন কুঞ্জবন,
অঙ্গ ছুঁয়ে রঙ্গ ক'রে যায় মলয়-পবন;
সুরভি কুসুমে হেসে, সুরভি মাথায় কেশে,
প্রাণ কি শিহরে, লো সই,
কোকিলের কুহুস্বরে॥

উর্ব্বশী। আহা! দেখ, দেখ, ব্রাহ্মণটি অমন ক'রে ব'সে পড়্‌লো কেন বল দেখি? আহা দেখি চল, বুঝি পীড়িত হ'য়েছে!

সদা। ঐ দেখ, আস্‌ছে বেটীরে এই দিকেই! বেটীরে মানুষের গন্ধ পায়! আজ কি কুক্ষণেই তপোবনে আস্‌বার জন্য পা বাড়িয়েছি! রাক্ষসের হাতে বে'চে গেলেম তো এক ঝাঁক রাক্ষসী প্রবেশ ক'র্‌লে। ও মুখ দেখে ঠাওর পেয়েছি, বেটীরে মানুষের সদ্য রক্ত চুষে খায়!

উর্ব্বশী। আহা, ঠাকুর! তুমি অমন ক'রে প'ড়ে র'য়েছ কেন?

সদা। আমি মানুষ নই, আমি কুম্‌ড়ো! রাক্ষসী-দিদিরে, সাম্‌নে এগিয়ে পড়, অনেক নধর নধর মানুষ পাবে, দিনরাত রক্ত চুষো।

উর্ব্বশী। তুমিও তো মানুষ, তুমি ত কুম্‌ড়ো নও!

সদা। তোমরা জান না, তপোবনের কুম্‌ড়োই এই রকম!

উর্ব্বশী। আহা, আমরা কুম্‌ড়ো বড় ভালবাসি! চল দিদি, নিয়ে যাই, ছে'চ্‌কি ক'রে খাব।

সদা। না, না, আমি তিত্‌কুমড়ো! এক-খানা কেটে মুখে দিলে সাত দিন মুখের তেতো ছাড়্‌বে না। নইলে মুনির বাচ্ছারা ছেড়ে দেয়, এত দিন মোরব্বা বানাতো।

উর্ব্বশী। আচ্ছা তিত্‌কুমড়ো, বল দেখি, এখানে বিশ্বামিত্রের আশ্রম কোথা?

সদা। এই পুর্ব্বমুখো এক দৌড়ে গিয়ে যেখানে পে'ছুছিবে, সেইখানে।

ঘৃতাচী। দিদি, তরুলতার মনোহর শোভা দে'খে বুঝতে পাচ্ছ না—এই তপোবন?

উর্ব্বশী। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই তোমার মনচোরা বিশ্বামিত্রের তপোবন।

মেনকা। আহা, ঐ না পুষ্কর সরোবর! এস, আমরা পুণ্যময় পুষ্করতীর্থে স্নান ক'রে যাই।

উর্ব্বশী। কুম্‌ড়ো ঠাকুর, আমরা যাচ্চি গো!

সদা। হ্যাঁ, আস্তে আস্তে গুটি গুটি চ'লে যাও। আমার পানে চাইলে চোখ কাণা হবে।

[মেনকা প্রভৃতি অপ্সরাগণের প্রস্থান।

(উত্থিত হইয়া) না, রাক্ষসী নয়। রাক্ষসী হ'লে ঘাড়টা চেপে এক কামড় না দিয়ে ছাড়্‌তো না। তপোবনে তো নানা রকম আম্‌দানী হয়, এই মজাতেই রাজ্য ছেড়ে আছে।

[সদানন্দের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

পুষ্কর-সরোবর

মেনকা প্রভৃতি অপ্সরাগণের জলবিহার

গীত

চল্ লো চল্ মৃণাল-ভুজে কেটে জল।
হেসে হেসে জলে ভেসে, গরব না করে কমল॥
সলিলে ক'র্‌লে কেলি, নলিন-অধরা,
মত্ত হ'য়ে গুঞ্জে ধেয়ে আস্‌বে ভ্রমরা,
ঢাক্‌বো আঁচলে বদন, ভ্রমরা হবে বিকল॥

রঙ্গ ক'রে অঙ্গে ঠেকে তরঙ্গ খেলে,
হিল্লোলে গা দোলে, ঢ'লে পড়ি লো হেলে,
থাকিস্ সাবধানে, উথ্‌লে জল যায় কাণে কাণে,
ডুব্ দিলে, সই, থই পাবিনে,
উপর উপর ভেসে চল্॥

উর্ব্বশী। ঐ বুঝি বিশ্বামিত্র আস্‌ছে, ও দিকে চেয়ো না, ফিরে স্নান কর, আম্‌রা, স'রে যাই।

ঘৃতাচী। দেবরাজ ব'লেছেন, যদি বিশ্বামিত্রকে মুগ্ধ ক'র্‌তে পার, তাঁর গলদেশের মালা তোমায় পারিতোষিক দেবেন।

মেনকা। সখি, বিশ্বামিত্র যদি আমায় পায় স্থান দেন, আমি দেবরাজের শচী হবার বাঞ্ছা করি না। আমি বিশ্বামিত্রের গুণগ্রাম শ্রবণে মুগ্ধ হ'য়েছিলেম। দেখ দেখ, কি তেজঃপুঞ্জ পুরুষ!

উর্ব্বশী। হ্যাঁলা, তুই অপ্সরার নাম ডোবালি যে! সাধের প্রাণে বেড়ি প'র্‌লি? তুই দেব-কুসুমের ভ্রমরী হ'য়ে নরের অনুরাগিণী হ'লি?

মেনকা। সখি, পাও নাই প্রেমের আস্বাদ,
তাই হেন কহ বাণী।
কাম-পিপাসার বারি অপ্সরা ত্রিদিবে।
ভোগ্যকায় প্রেমহীন দেবতা-সেবায়;
অথবা যে নর,
পুণ্যবলে আসে স্বর্গ-স্থলে
ভোগতৃষা পূর্ণ হেতু,
বাধ্য মোরা সেবিতে তাহায়।
ছিঃ ছিঃ, হয় মনে ঘৃণার উদয়।
স্বর্গ-সুখ—প্রেমহীন কামক্রিয়া!
প্রণয়ের বিমল আস্বাদ—
পেতে সাধ হ'তেছে হৃদয়ে;
পূজি বিশ্বামিত্র, চিত্ত তৃপ্ত করিব,
স্বজনি!

উর্ব্বশী। আচ্ছা, ভাই! বুঝেছি, বুঝেছি, তুমি সাধ মিটোও, তোমার এক কাজে দু'কাজই হবে। তোমার সাধও মিট্‌বে, আর বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গ ক'র্‌তে পার্‌লে, দেবরাজও তোমায় পুরস্কার প্রদান ক'র্‌বেন। আমরা তোমার মত প্রেম শেখ্‌বার চেষ্টা ক'র্‌বো, তাতে দেবরাজের প্রিয় হ'তে পার্‌বো। নাও, নাও, অমন মুগ্ধ হ'য়ে চেয়ে থাক্‌লে কি পুরুষ বশ হয়? সলিলে তোমার অনাবৃত রূপরাশি দেখে, এখনই বিশ্বামিত্র এসে তোমার পায়-হাতে ধ'র্‌বে। চল্‌লো আমরা যাই; ওঁর মাটিতে বেড়ান সাধটা মিটে আসুক।

[মেনকা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

বিশ্বামিত্রের প্রবেশ

বিশ্বা। আমার যশঃ-সৌরভ ভুবন-ব্যাপ্ত—অবশ্যই বশিষ্ঠের মনে ঈর্ষ্যা জ'ন্মেছে। এই ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ ক'রেই "নমো নারায়ণায়" ব'লে সাম্‌নে দাঁড়াবো, তাকেও নমস্কার ক'র্‌তে হবে। বুঝ্‌বে, আমি কিরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমি কামজয়ী পুরুষ, সঙ্গে স্ত্রীসত্ত্বেও কাম-বিরত। এইবার পুনরায় কঠোর তপস্যায় রত হ'লেই ব্রহ্মা ব্রহ্মর্ষিত্ব-প্রদানে বাধ্য হবেন। (সহসা পুষ্করে মেনকাকে দেখিয়া) এ্যাঁ, ও কে! যেই হ'ক না, আমি স্নান ক'রে চ'লে যাই; এ্যাঁ, পরমা সুন্দরী! এমন সুন্দরী রমণী তো কখনও দেখি নাই! একাকিনী পুষ্করে স্নান ক'র্‌তে এসেছে! কে সুন্দরী? আর যেই হ'ক, আমি স্নান ক'রে যাই, আমার অত প্রয়োজন কি? না, জিজ্ঞাসা করি না, কে? সংবাদটা নিই না, তাতে আর দোষ কি? সুকেশিনী, গুরু-নিতম্বিনী! যেরূপ অঙ্গসৌষ্ঠব, বোধ হয়, মুখমণ্ডল সেইরূপ লাবণ্যপূর্ণ।

মেনকা। তেজঃপুঞ্জ তাপস, দাসীর প্রণাম গ্রহণ করুন।

বিশ্বা। মরি মরি,
জল-বিহারিণী, কে তুমি রমণী,
নলিনীনয়না নলিনী-লাঞ্ছিত তনু!
কৃপা করি কহ, লো সুন্দরি,
কোথায় আবাস তব?
বিশ্বামিত্র রাজর্ষি আমার নাম।

মেনকা। মেনকা দাসীর নাম, শুন তপোধন,
জাতিতে অপ্সরা, আসিয়াছি ধরা,
স্নান হেতু পুষ্কর-সলিলে।
কিঙ্করীরে কর, ঋষি, আশীর্ব্বাদ,
পূর্ণ যেন হয় মন-সাধ।
আজ্ঞা কর, যাই ফিরে নিজ বাসে।

বিশ্বা। লো সুন্দরি, কৃপা করি
শুন মম কাতর বচন।

হেরি তব অমল বদন,
হয় মম প্রেম আকিঞ্চন,
বাসনা পূরাও, কৃশোদরি!
তপের প্রভাবে, অতুল বৈভবে
যতনে রাখিব সদা।
পূরাও কামনা,
এস সাথে, ক'রো না বঞ্চনা,
অদূরে আশ্রম মম।

মেনকা। প্রভু, আমায় বড় সঙ্কটে ফেল্লেন। আপনার বাক্যই বা কিরূপে লঙ্ঘন ক'র্‌বো, আর স্বর্গে না ফিরে গেলে, দেবরাজ ক্রুদ্ধ হবেন। আমার সঙ্গিনীরা সব ফিরে গেছেন।

বিশ্বা। কে, ইন্দ্র? চিন্তা ক'রো না; তুমি জান না, আমি ইন্দ্র সৃষ্টি করি। আজ রজনীতে আমার প্রভাব তোমায় দেখাব—কিরূপ উজ্জ্বল গ্রহ-তারা সৃষ্টি ক'রেছি! প্রতি নক্ষত্রে সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতিঃ; তবে বহুদূরে স্থাপিত, তাই ক্ষুদ্র দৃষ্ট হয়। নূতন স্বর্গ আমার সৃষ্ট। ইন্দ্রের ভয় ক'রো না। ইন্দ্র আমার ভয়ে সদাই সশঙ্কিত—পাছে তারে স্বর্গচ্যুত ক'রে অপর ইন্দ্র আমি স্থাপন করি। এস, এস।

মেনকা। যে আজ্ঞে, চলুন।

বিশ্বা। সাবধানে ওঠ, পায়ে কিছু না লাগে! স্থানটা বড় প্রস্তরময়, চ'ল্‌তে ক্লেশ হবে, যদি অনুমতি কর, আমি তোমায় বহন ক'রে ল'য়ে যাই।

মেনকা। আমি কি এতদূর স্পর্দ্ধা ক'র্‌তে পারি যে, আপনি আমায় বহন ক'র্‌বেন?

বিশ্বা। দোষ কি? দোষ কি? (বাহু প্রসারণ। এমন সময়ে দূরে কলসী-কক্ষে সুনেত্রাকে আসিতে দেখিয়া, স্বগত) আঃ, এখন আবার সুনেত্রা এই দিকে আস্‌ছে!

মেনকা। প্রভু, কি দেখ্‌চেন?

বিশ্বা। শোন, শোন, যে স্ত্রীলোকটি কলসীকক্ষে আস্‌ছে, ওর সঙ্গে এ সব কথার কোন প্রয়োজন নাই। জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে ব'লো, সাধ হ'য়েছে, পুষ্করে স্নান ক'রে ঋষির সেবা ক'র্‌বে। এ সব কথা কিছু ব'লো না, এ সব কথা কিছু ব'লো না, ও আমার স্ত্রী। আমি আজই কৌশলে ওকে স্বদেশে প্রেরণ ক'র্‌বো। আমি যেরূপ বলি, তুমি সায় দিও।

মেনকা। প্রভু, দেখ্‌ছি, উনি তপস্বিনী, উনি তো আমার প্রতি বিরূপা হবেন?

বিশ্বা। না, না, ওকে এ সব কথা ব'ল্‌বো কেন? দেখ না, আমি কৌশল ক'র্চ্ছি।

সুনেত্রার প্রবেশ

আর কেন তুমি বারি হেতু আগমন ক'রেছ? আমি কমণ্ডলুতেই জল নিয়ে যেতেম, আমার তো বারির অধিক প্রয়োজন হয় না।

সুনেত্রা। প্রভু, এক কলসী জল নিয়ে যাব, তাতে আর ক্লেশ কি?

বিশ্বা। তোমার ক্লেশ হয় না, কিন্তু আমার ক্লেশ হয়। ভাবি রাজরাণী তপোবনে তপঃ-ক্লেশে আর কতদিন এরূপ থাক্‌বে! আর আমার তো এক রকম কার্য্যসিদ্ধি হ'য়েছে; আর দু'দশ দিন তপস্যা ক'র্‌লেই ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ ক'র্‌বো। তার পরেই রাজ্যে ফির্‌বো। তুমি রাজধানীতে ফিরে যাও, আর তোমার কষ্ট ক'র্‌বার আবশ্যক নেই। আমার সেবা করা তো তোমার হ'য়েছে, আমি তো তোমার প্রতি খুব প্রসন্ন, আমি তো তোমার প্রতি খুব প্রসন্ন। (মেনকার প্রতি)—এস, এস, তপোবন দেখ্‌বে এস।

সুনেত্রা। প্রভু, ইনি কে?

বিশ্বা। কে একজন বিদেশী রমণী, সঙ্গিনী সমভিব্যাহারে পুষ্করে স্নান ক'র্‌তে এসেছিল, সঙ্গিনীরা সব ফেলে চলে গেছে, বিপদে প'ড়েছে। আহা, অনাথা! আশ্রমে দুই একদিন আশ্রয় দিই, যখন আশ্রম বেঁধে র'য়েছি, অনাথাকে আশ্রয় দেওয়া উচিত, কি বল? (মেনকার প্রতি) এস গো এস, চিন্তা নাই, দু'দশ দিন হেথায় থাক্‌তে পা'র্‌বে, তার পর তোমার লোক বাড়ী থেকে এসে নিয়ে যাবে। এস, এস।

সুনেত্রা। প্রভু—

বিশ্বা। কি ব'ল্‌চ? আমার সেবা? তা ইনিই দিনকতক চালিয়ে দেবেন; কেমন গো, তুমি পার্‌বে না? পার্‌বেন ব'ল্‌ছেন? আর আমি তপস্বী, আমার সেবাই বা কি, সেবাই বা কি! আর দেখ, তোমার বনবাসের ক্লেশ আমি আর সহ্য ক'র্‌তে পাচ্ছি নে। তোমার ক্লেশ দেখে আমার তপোভঙ্গ হয়। আজই তুমি

রাজধানীতে যাবার জন্য প্রস্তুত হও। (জনান্তিকে মেনকার প্রতি) কি ভাব্‌ছ? আমি আজই ওরে পাঠিয়ে দিচ্ছি, তুমি নিঃশঙ্ক মনে এস। [মেনকা ও বিশ্বামিত্রের প্রস্থান।

সুনেত্রা। মা গো, মা মহামায়া! এ কি ঘোর মায়ায় আমার পতিকে আবদ্ধ ক'র্‌লে! কি হ'লো, তপ, জপ যে সমস্ত বিফল হবে! কি উপায় ক'র্‌বো! আমি কদাচ অবাধ্য হব না; আমি কুটীর পরিত্যাগ ক'র্‌বো; কিন্তু আমি সহধর্ম্মিণী, যেরূপে এই ঘোর মোহ দূর হয়, সে কার্য্য সাধন আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু আমি অবলা রমণী, কিরূপে উপায়ে কার্য্য সিদ্ধ হবে! (যুক্তকরে) মা শিবরাণি, যোগিনি, যোগ-সিদ্ধি-প্রদায়িনি, দেবদেব মহাদেবের যোগ-সঙ্গিনি! নন্দিনীকে শিক্ষা দাও, কি উপায়ে পতিকে কামকলার হস্ত হ'তে উদ্ধার ক'র্‌বো! বোধ হয়, দেব-প্রেরিতা; মোহিনী, মায়াবিনী, মুগ্ধকারিণী, প্রভুকে মুগ্ধ ক'রেছে। রাজ্য পরিত্যাগ ক'রে কি এ কঠোর তপস্যা সকলই বিফল হ'লো! মা জগদম্বে, আশ্রিতা দুহিতাকে পদ-ছায়া প্রদান কর।

বেদমাতার প্রবেশ

বেদ-মা। কেন, মা, তুমি হেতায় অনাথিনীর ন্যায় ব'সে র'য়েছ?

সুনেত্রা। মা, স্নেহময়ি, মধুরহাসিনি, তুমি কে মা?

বেদ-মা। তুমি কি জান, মা? আমার পরিচয় দিলে কি চিন্‌তে পার্‌বে?

সুনেত্রা। তুমি কোথায় থাক, মা?

বেদ-মা। আমার চার্‌টী ছেলে, সকলের কাছেই ঘুরি। যে সে আমার বাছাদের ধ'রে নিয়ে যায়, আর গালমন্দ করে! বলে—তুই এই! তুই হেন! তুই তেন! আহা, বাছাদের আমার বড় সরল প্রাণ! কুটিল লোকে কুটিল ভেবে গাল দেয়।

সুনেত্রা। তোমার ছেলেগুলি কি করে, মা?

বেদ-মা। তাদের বড় সাধ, লোকশিক্ষা দেওয়া; তা, কে শিখ্‌বে বল? ভোগসুখের কামনাই সবার; শেখবার কামনা কার আছে বল, মা?

সুনেত্রা। তারা কি করে?

বেদ-মা। গান করে, বিধান দেয়, মন্ত্র পড়ে, হোম শেখায়।

সুনেত্রা। তোমার ছেলেদের নাম কি বল, মা? আমি তাদের কাছে যাব।

বেদ-মা। আমার ছেলেদের নাম—সাম, যজু, ঋক্‌, অথর্ব্ব। তুমি তাদের কাছে যেতে চাচ্ছ কেন? তাদের কাছে গিয়ে কি ক'র্‌বে?

সুনেত্রা। মা, আমার স্বামীর চিত্তমালিন্য জ'ন্মেছে, এর কি প্রায়শ্চিত্ত, আমি শিখ্‌বো। আমি সহধর্ম্মিণী, আমি কি প্রায়শ্চিত্ত ক'র্‌লে আমার স্বামী মোহমুক্ত হন?

বেদ-মা। এ জন্য তাদের কাছে যাবে কেন? আমিই তোমায় ব'লে দিচ্ছি;—আমি জানি না, মা, আমি তাদের প্রসব ক'রেছি?—আমি সব জানি।

সুনেত্রা। মা, যদি জান, আমায় ব'লে দাও, আমার নির্ম্মল স্বামী—কেন তার চিত্ত কলুষিত হ'লো?

বেদ-মা। মা, দুরন্ত কলুষের বহু সহায়। প্রধান সহায় ঐশ্বর্য্য। সকলরূপ ঐশ্বর্য্যই সহায়, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা যোগ-ঐশ্বর্য্য উচ্চ হৃদয়কে প্রতারিত করে। এই যোগ-ঐশ্বর্য্যে তোমার স্বামী প্রতারিত হ'য়েছেন। তাঁর মনে অহঙ্কার জ'ন্মেছে, যে, তিনি তপঃসিদ্ধ; এই তাঁর পতনের কারণ। তাঁর মনে অহঙ্কার জ'ন্মেছিল, তিনি কামজয়ী মহাপুরুষ, কিন্তু দর্পহারী তো কারো দর্প রাখেন না, সেই জন্যই তাঁর পতন। কিন্তু চিন্তিত হ'য়ো না, তিনি আশ্রিত-রক্ষার ফলে যোগসিদ্ধ হবেন। তুমি তাঁর অর্দ্ধাঙ্গ, তোমার পবিত্রতায় তিনি পবিত্রতা লাভ ক'র্‌বেন। মা, বাসনা—ভোগ ব্যতীত পূর্ণ হয় না। সকলই সময়সাপেক্ষ। যত দিন তোমার স্বামী ভোগে রত থাকেন, তত দিন তুমি নির্জ্জনে দুর্গার আরাধনা কর।

সুনেত্রা। আমি তো মা, দুর্গার আরাধনা কিরূপে জানি না, আমায় শিখিয়ে দাও।

বেদ-মা। শিখিয়ে আর কি দেব, অতি সহজ। মুখে দুর্গা নাম উচ্চারণ করাই তাঁর আরাধনা, তা অপেক্ষা তাঁর প্রিয় আরাধনা আর নাই। এস, তোমায় নির্জ্জন স্থানে ল'য়ে যাই।

সুনেত্রা। মা, কিরূপে জান্‌বো যে, আমার কার্য্যসিদ্ধি হ'য়েছে?—আমার স্বামীর হৃদয়-মালিন্য দূর হ'য়েছে?

বেদ-মা। স্বয়ং লোকপাবন অগ্নিদেব তোমায় মূর্ত্তি ধারণ ক'রে ব'লে দেবেন। যখন তোমার স্বামীর হস্তে হবি তিনি পুনরায় গ্রহণ ক'র্‌বেন, তখন জান্‌বে, তিনি নির্ম্মলত্ব লাভ ক'রেছেন।

সুনেত্রা। মা, ও রমণী কে? যে আমার স্বামীকে কলুষিত ক'রেছে?

বেদ-মা। ও অপ্সরা মেনকা, ইন্দ্রের আদেশে মদন মেনকাকে তোমার স্বামীর অনুরাগিণী ক'রেছেন।

সুনেত্রা। মা, দেবতাদের কি এরূপ হীন কার্য্য!

বেদ-মা। বৎসে, সংসার মহামায়ার শক্তি-চালিত, কর্ম্মক্ষেত্রে ধার্ম্মিক রাজার প্রয়োজন। মেনকার গর্ভে তোমার স্বামীর ঔরসে যে কন্যা জন্মগ্রহণ ক'র্‌বে, সেই কন্যার পুত্র ভরত, তার পুণ্যবলে এই ধর্ম্মক্ষেত্রকে ভারতবর্ষ নামে জগদ্বিখ্যাত ক'র্‌বে। চল মা।

সুনেত্রা। তুমি কে মা?

বেদ-মা। যে হই, সে তত্ত্বের আবশ্যক নাই, তুমি নিজ কার্য্যে চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

বশিষ্ঠের আশ্রম

বশিষ্ঠ ও অরুন্ধতী

বশিষ্ঠ। সাধ্বি, অতি কঠোর যন্ত্রণার জন্য প্রস্তুত হও; অতি কঠোর যন্ত্রণা, যে যন্ত্রণায়, আত্মহত্যার প্রবৃত্তি জন্মে। কিন্তু তোমায় এক-মাত্র সান্ত্বনা প্রদান করি, তোমার পতি পাপ-মুক্ত। কামধেনুর লোভে ক্রোধবশতঃ ব্রহ্মতেজ-প্রয়োগে বিশ্বামিত্রের শতপুত্র নাশ ক'রেছিলেম, এই জন্মেই সেই কর্ম্মফল ভোগদ্বারা আমি মহাপাপমুক্ত। মহামায়া, তুমি দারুণ মোহ-বন্ধনে জীবকে আবদ্ধ রাখ, আবার নির্ম্মম হ'য়ে হৃদয়-তন্ত্রী ছেদ কর! লীলাময়ি, ইচ্ছাময়ি, তোমার সংসার, তোমার অধিকার, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে, মা! এ দেহবন্ধন ছেদন ক'রে আত্মাকে মুক্ত কর। মা গো, কি দারুণ শেলাঘাত ক'র্‌লে, কি দারুণ শেলাঘাত ক'র্‌লে!

অরুন্ধতী। প্রভু, প্রভু, বলুন, কি ঘোর বিপদ্‌-ঝটিকা প্রবাহিত হ'য়েছে—যাতে মেরু-সদৃশ অটল হৃদয় বিকম্পিত! প্রভু, বলুন, দারুণ সন্দেহে আমার হৃদয় আকুলিত ক'র্‌বেন না,—আমার হৃদয়ে ঘোর হাহাকার উত্থিত!

বশিষ্ঠ। সাধ্বি, রোদন কর, রোদন কর,—রোদনই একমাত্র সান্ত্বনা, এ দারুণ যন্ত্রণার অন্য সান্ত্বনা নাই।

অরু। প্রভু, বলুন, বলুন, কি ভয়ঙ্কর আশঙ্কাচ্ছায়া আমার হৃদয়ে নিপাতিত ক'চ্চেন! আমার শক্তির তো মঙ্গল? আমার মানা উপেক্ষা ক'রে সে অতি কুক্ষণে যাত্রা ক'রেছে!

বশিষ্ঠ। সতি, জীব প্রারব্ধে আবদ্ধ! শক্তি তোমার মানা উপেক্ষা করে নাই। প্রারব্ধ তারে কুক্ষণে ল'য়ে গিয়েছে।

অরু। তার কি কোন অমঙ্গল ঘটেছে?

বশিষ্ঠ। এখন সে সংসারের মঙ্গলামঙ্গলের অতীত, সাংসারিক মঙ্গলামঙ্গল আর তারে স্পর্শ ক'র্‌বে না।

অরু। প্রভু, প্রভু, আমার শক্তি কি নাই?

বশিষ্ঠ। আর আমাদের নাই, প্রারব্ধ-নির্ণীত স্থানে গমন ক'রেছে।

অরু। হা জগদীশ্বরি! কি কর্‌লি, কি হ'লো! প্রভু, এ দারুণ শোকে কি ক'রে জীবন ধারণ ক'র্‌বো!

বশিষ্ঠ। সাধ্বি, প্রস্তরবৎ হও। সংসার শোকজননী, শোকতাপই সংসারের শিক্ষা; সংসার-স্পৃহা যেরূপ বলবান্, শিক্ষা সেইরূপ কঠিন। আরও উৎকট সংবাদের জন্য মন বাঁধ।

অরু। কি, কি, আমার অন্য পুত্রেরা কোথায়?

বশিষ্ঠ। পাপের পরিণাম অতি বিস্তৃত, ব্রহ্মতেজ অপব্যয় ক'রে সেই তেজে আপনাকে দগ্ধ হ'তে হয়। আমি বিশ্বামিত্রের বিরুদ্ধে সেই তেজ অপব্যয় ক'রেছি। সেই তেজ অপব্যয় ক'রে তোমার পুত্র, রাজা ত্রিশঙ্কুকে অভিশাপ দিয়েছিল; রাজা কল্মাষপাদকে অভিশাপ দিয়ে স্বয়ং বিনষ্ট হ'লো, নিজ ভ্রাতৃগণের উচ্ছেদ-

সাধন ক'র্‌লে। রাজা কল্মাষপাদ শক্তির অভিশাপে রাক্ষস হ'য়ে সকলকে ভক্ষণ ক'রেছে।

অরু। প্রভু, প্রভু, আশ্রিতাকে পদতলে আশ্রয় প্রদান করুন; যোগ-শক্তি-বলে আমার পুত্রগণকে পুনরর্পণ করুন। আপনার ইচ্ছা হ'লে, যমরাজ কখনই তাদের নিজপুরে রক্ষা ক'র্‌তে সমর্থ হবে না; তারা শরীর ধারণ ক'রে মা ব'লে আমার নিকট আস্‌বে।

বশিষ্ঠ। সাধ্বি, আমায় প্রলোভিত করো না। স্থাপিত নিয়ম-বিরুদ্ধে শক্তিচালনের উপদেশ দিও না; সত্য, ব্রহ্মশক্তিবলে পুনরায় আমি তাদের ধরাতলে ল'য়ে আস্‌তে সক্ষম; কিন্তু বিশ্বনিয়ম পরিবর্ত্তিত হবে—যে নিয়মে সৃষ্টি-স্থিতি-লয় পরিচালিত, ও যাহা কল্পে-কল্পে পরীক্ষায় হিতকর—সেই নিয়মেই বিপর্য্যয় উৎপন্ন হবে।

অরু। সে রাক্ষস কোথায়? তারে বধ করুন, আমার কথঞ্চিৎ যন্ত্রণা দূর করুন।

বশিষ্ঠ। না, সাধ্বি, কল্মাষপাদের শাপমোচনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব জগতে প্রচার ক'র্‌বো। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রাদি—যদ্যপি তারা জান্‌তো যে, ব্রাহ্মণ কি কঠোর নিয়মাধীন, ভোগসুখ-বর্জ্জিত হ'য়ে দিবা-রাত্র কি কঠোর সাধন তার কর্ত্তব্য, আততায়ী শত্রুর প্রতিও কিরূপ দয়া প্রকাশ তার উচিত, কিরূপ ক্ষমাশীলতা ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব,—এ সমস্ত যদি অন্য বর্ণাশ্রম অবগত হ'ত, তা হ'লে কদাচ ব্রাহ্মণ হবার কামনা ক'র্‌ত না। আমি ব্রাহ্মণ, ভাগ্যফলে ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ ক'রেছি, ক্ষমাই আমার একমাত্র পরিচয়। বিশ্বামিত্রের সহিত যুদ্ধে তুমিই আমায় সেই ক্ষমাশিক্ষা প্রদান ক'রেছ, এখন বিপরীত উপদেশ প্রদানে স্বামীর ব্রহ্মশক্তি হ্রাসের ইচ্ছা প্রকাশ করো না। অতি চঞ্চল মন—পুত্র-শোকে, তোমার উত্তেজনায়—উত্তেজিত না হয়। ধৈর্য্যাবলম্বনে শোক সংবরণ কর। পরম শত্রুরও অহিত কামনা বর্জ্জন কর। তোমার উপদেশে আমি ব্রহ্মতেজ সংবরণ করায় বংশরক্ষা হ'য়েছে, পিতৃলোকের পিণ্ডস্থল হ'য়েছে। বধূমাতা গর্ভবতী, সেই গর্ভে তোমারই পুণ্যে মহাঋষির উদ্ভব হবে। এস, আমি ঘোর তপস্যায় নিযুক্ত হব, তুমি আমার সহধর্ম্মিণী, এস, আমার সহায়তা ক'র্‌বে।

অরু। প্রভু, আপনার বাক্য আমার শিরোধার্য্য, কিন্তু পুত্র-শোকে আমি বড়ই কাতরা।

বেগে অদৃশ্যন্তীর প্রবেশ

অদৃশ্যন্তী। পিতঃ, রক্ষা করুন, রক্ষা করুন, এ দুরন্ত রাক্ষস আমার জীবন সংহারার্থে আগত।

রাক্ষসবেশী কল্মাষপাদের প্রবেশ

কল্মাষ। দাঁড়া বশিষ্ঠ, তোর শত পুত্র খেয়েছি, তোরে খাব, তোর স্ত্রীকে খাব, তোর পুত্র-বধূকে খাব! হা-হা—হা-হা—

বশিষ্ঠ। রাজা কল্মাষপাদ, আমার বাক্যে তোমার ব্রহ্মশাপমোচন হোক্! দুরন্ত কিংকর রাক্ষসের প্রভাব তোমা হ'তে অপসৃত হোক্! তুমি পূর্ব্বপ্রকৃতি ধারণ কর। (কমণ্ডলুর জল নিক্ষেপ)।

কল্মাষ। (পূর্ব্বমূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া) এ কি, এ কি! আমায় কি পিশাচে আচ্ছন্ন ক'রেছিল? হে ব্রাহ্মণ, হে তপোধন, তুমিই ধন্য! জগতে ব্রাহ্মণই প্রত্যক্ষ দেবতা! ঈশ্বরের ক্ষমাশক্তি ব্রাহ্মণরূপে জগতে অবতীর্ণ। হে ব্রাহ্মণ, তোমার পাদস্পর্শে পৃথিবী পবিত্র! ক্ষমাগুণে তুমি ত্রিলোকপূজ্য, তুমি দেবপ্রিয়, দেবমান্য! তুমি সৃষ্টি-শক্তিতে ব্রহ্মা, পালন-শক্তিতে বিষ্ণু, তোমার সংহার-শক্তি দেবদেব মহাদেবতুল্য; কিন্তু তোমার ক্ষমা-শক্তির তুলনা ত্রিসংসারে নাই! হে বশিষ্ঠদেব, হে জ্ঞানবান্, হে ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণ, তোমার পাদপদ্মে সহস্র প্রণিপাত করি! প্রভু, কৃপায় আদেশ করুন, এ দাস রাক্ষসপ্রকৃতিতে নরহত্যা-জনিত-পাপে কিরূপে ত্রাণ পাবে? আপনার শতপুত্র বিনাশ ক'রেছি, এই অনুতাপে আমার হৃদয় দগ্ধ হ'চ্ছে! এ দারুণ অনল কিরূপে শীতল হবে?

বশিষ্ঠ। মহারাজ, শঙ্কা দূর কর, সমস্ত তীর্থ ও সমস্ত সিদ্ধাশ্রম ভ্রমণ ক'রে স্বরাজ্যে গমন কর, তুমি পাপমুক্ত হবে। অন্তে বৈকুণ্ঠলাভ ক'র্‌বে।

কল্মাষ। কৃপাময়, তুমিই ধন্য! জয়, বশিষ্ঠদেবের জয়!

। সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

বন

অগ্নিকুণ্ড-সম্মুখে সুনেত্রা

সুনেত্রা। কই, অগ্নিদেব তো মূর্ত্তিমান্ হ'য়ে দর্শন দিলেন না। ভাল, আমি আমার স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গ, এই প্রজ্বলিত অগ্নিতে আমার দেহ আহুতি প্রদান করি। অগ্নিস্পর্শে আমার দেহ পবিত্র হ'লে তাঁর দেহ অপবিত্র থাক্‌বে না। আর যখন স্বামীর কার্য্য উদ্ধার হ'ল না, তখন এ দেহের প্রয়োজন কি? অগ্নিতে প্রবেশ করি। অগ্নিদেব, তোমার পবিত্র মুখে তনয়ার দেহ গ্রহণ কর।

অগ্নিতে ঝম্পপ্রদানের উদ্যোগ ও অগ্নিব আবির্ভাব

অগ্নি। মা, তোমার কার্য্য সম্পন্ন হ'য়েছে। আমি তোমার স্বামীর হোমে আবির্ভূত হ'য়ে হবি গ্রহণ ক'র্‌বো। তুমি আর তোমার স্বামীর নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করো না, তুমি স্বরাজ্যে উপস্থিত হ'য়ে সমস্ত ব্রাহ্মণকে দান কর। তুমি বিদ্যামায়ার সহচরী, পৃথিবীতে যে রমণী তোমার আদর্শ গ্রহণ ক'রে স্বামীর উচ্চপদে সহায় হবে, সে ভাগ্যবতী অনন্তকাল বৈকুণ্ঠে বাস ক'র্‌বে।

সুনেত্রা। পিতা, পিতা, দাসীকে কৃতার্থ ক'রেছেন। কিন্তু চরণে নিবেদন, রাজ্যের অধিকারী, মহারাজের শিশুপুত্র মধুষ্যন্দ। সে রাজ্য আমি কিরূপে দান ক'র্‌বো?

অগ্নি। মা, তোমার পুত্র এখন রাজপুত্র নয়—ঋষিপুত্র, সুসন্তান;—শিক্ষার্থে তোমার ননান্দৃতনয় ঋচীকের পুত্র জমদগ্নির শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রেছে। শিক্ষা সম্পূর্ণ হ'লে আমি তারে ব্রহ্মজ্ঞান দিবার নিমিত্ত আমার নিকট আনয়ন ক'র্‌বো। রাজ্যদানে তোমার সম্পূর্ণ অধিকার। তোমার পুত্র হ'তে ক্ষত্রিয়কুল রক্ষা হবে।

সুনেত্রা। পিতঃ, জ্ঞানহীনা কন্যাকে বলুন, ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংসের কারণই বা কে, আর আমার পুত্রই বা সে কুল কিরূপে রক্ষা ক'র্‌বে?

অগ্নি। জমদগ্নি-পুত্র পরশুরাম, ক্ষত্রিয়-কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণকুল পীড়িত হওয়ায় রোষে এক-বিংশবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া ক'র্‌বেন। তোমার পুত্র ঋষিত্ব লাভ ক'রে সে কুল রক্ষা ক'র্‌বে। স্বজন-স্নেহে পরশুরাম তাঁর অনুরোধ উপেক্ষা ক'র্‌বেন না।

সুনেত্রা। প্রভু, ব্রাহ্মণবংশে এরূপ কঠোর ক্ষত্রিয়ধর্ম্মাচারী পুত্র কিরূপে জন্মগ্রহণ ক'র্‌বে?

অগ্নি। শুভে, চরু বিনিময়ে! এ সকল সংবাদ তুমি পশ্চাৎ অবগত হবে।

[অগ্নির অন্তর্দ্ধান।

সুনেত্রা। পিতঃ, শ্রীচরণকমলে দাসীর শত সহস্র প্রণাম।

[প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

বিশ্বামিত্রের আশ্রম

বিশ্বামিত্র

বিশ্বা। তাইতো, পূর্ণ গর্ভবতী! পরি-চর্য্যার জন্য কোন স্ত্রীলোক তো নাই, তা আমিই পরিচর্য্যা ক'র্‌বো; কয়দিন না হয় ধ্যানাদি বন্ধ রাখ্‌বো।

মেনকার প্রবেশ

একি, তুমি শয়ন না ক'রে হেথায় এলে কেন?

মেনকা। বোধ হয়, আমার প্রসব-সময় উপস্থিত, কোন বৃক্ষ-মূলে জঠরের কণ্টক উদ্ধার করি।

বিশ্বা। সে কি, আশ্রম ছেড়ে তরুমূলে কোথায় যাবে? না, না, কুটীর ত্যাগ ক'রো না।

মেনকা। কি ব'ল্‌ছ? কুটীর অপবিত্র হবে!

বিশ্বা। কি অপবিত্র—প্রক্ষালন ক'র্‌লে সব পরিষ্কৃত হবে। যাও, যাও, কুটীরে যাও। আমি সূতিকা-গৃহের প্রয়োজনীয় কাষ্ঠাদি আহরণ ক'রে ল'য়ে যাই।

মেনকা। কাষ্ঠের প্রয়োজন কি? আমরা অপ্সরা, আমরা মানবী-নিয়মে সন্তান প্রসব করি না।

বিশ্বা। তা না হোক, এখন যাও যাও; শয়ন কর গে, শয়ন কর গে।

[মেনকার প্রস্থান।

বড়ই উদ্বেগ। সরলা স্ত্রীলোক, কিছুই বোঝে না, প্রসবকাল স্ত্রীলোকের পক্ষে বড়ই সঙ্কট-সময়! ঐ না কে আস্‌ছে? ওকে জিজ্ঞাসা করি, সূতিকাগারে পরিচর্য্যার নিমিত্ত হেথায় কোন স্ত্রীলোক পাওয়া যাবে কি না। (নেপথ্যে দৃষ্টি-পাত করিয়া) এ্যাঁ, সেই বালক না!

ব্রহ্মণ্যদেবের প্রবেশ

বিশ্বা। কি হে ছোক্‌রা, বহুদিন যে তোমায় দেখি নাই, তুমি আর এস না কেন?

ব্রহ্মণ্য। কি ক'রে আস্‌বো, তোমার গায়ে যে বৃদ্ধ ছাগের ন্যায় দুর্গন্ধ!

বিশ্বা। কিহে, আমি চন্দন লেপন ক'রে র'য়েছি, আর তুমি ব'লছ দুর্গন্ধ!

ব্রহ্মণ্য। অঙ্গে চন্দন লেপন ক'রেছ, আর মন মলমূত্রশোণিতে হাবুডুবু খাচ্চে! দেশে ফিরে যাও, দেশে ফিরে যাও—কেন তপস্বীর ভাণ ক'রে র'য়েছ? আমার সরল প্রাণ, কপটতা দেখ্‌তে পারি না।

বিশ্বা। কি, কি, আমি কপট?

ব্রহ্মণ্য। কপট আর কারে বলে? রাজা ছিলে, রাজ্যে থাক্‌লে সহস্র পত্নী গ্রহণ ক'র্‌লে কে কি ব'ল্‌তো? এখন তপস্বী হ'য়েছ, কুটীর-বাসী হ'য়েছ, সন্তানের কাঁথা সেলাই ক'র্‌বে। উনি আবার ব্রহ্মর্ষি হবেন!

বিশ্বা। কি, কি, কি ব'ল্লে বালক! হায়, হায়, কি হ'লো! আমি কি ছিলেম, কি হ'লেম! আমি নারীর প্রণয়ে আবদ্ধ হ'য়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'লেম, আমি লোকসমাজে উপহাসভাজন হ'লেম, আমার সঙ্কল্প ভঙ্গ হ'লো! ধন-জন-রাজ্য পরিত্যাগ ক'রে কাননে এসে সংসারী হ'লেম!

ব্রহ্মণ্য। ও এক রকম মন্দ নয়, ও এক রকম মন্দ নয়! এই সন্তান হবে; ঘটা ক'রে অন্নপ্রাশনের আয়োজন ক'র্‌বে, এই দশ জন ঋষি তপস্বী আস্‌বে, আমিও এসে ফলার ক'রে যাব। তোমার তো তপোবলে কিছুরই অভাব নাই, যা মনে ক'র্‌বে, তাই হবে! যেমন সুমিষ্ট ফলমূল প্রস্তুত ক'রেছ, সুন্দর পুষ্প সৃষ্টি ক'রেছ, তেমুনি উৎকৃষ্ট মিষ্টান্ন সৃষ্টি ক'রো, আমরা সব ফলার ক'র্‌তে এসে তোমার সন্তানকে আশীর্ব্বাদ ক'রে যাব।

বিশ্বা। জ্ঞানদাতা, কে তুমি? কে আমায় মোহ-অন্ধকার হ'তে উদ্ধার ক'র্‌তে এসেছ?

ব্রহ্মণ্য। কে আমি, কে আমি? কে তুমি, আগে চেন, কে আমি তারপর চিন্‌বে। আমায় চিন্‌লেই হ'ল! দিনকতক চোখ বুজে ধ্যান ক'রে, যোগশক্তি নিয়ে বাহাদুরী দেখিয়ে—ও কে, সে কে—সব চিনে নেবেন! আপনাকে চেনেন না, অন্যকে চিন্‌বেন'—বুড়ো মিন্সের আক্কেল নাই।

গীত

আপনাকে চেন আগে,
চিন্‌বে আমায় তার পরে।
দেখ্‌ছ কি এদিক্ ওদিক্,
দেখ কে আছে ঘরে॥
গরবে চোখ ঢেকেছ, মুখে তাই পাঁক মেখেছ,
দোর খুলে চোর ঘরে ডেকেছ;
মনের ভুলে মূল খোয়ালে, কাঁচ নিলে
সোণার দরে॥
মনকে ঠের না আঁখি,
বুঝ্‌লে কি আঁখির ফাঁকি?
মিলে আঁখি, ভাব দেখি, আছে কি বাকী!
অকূলে আর ভেস না, ওঠ কূলে জোর ক'রে॥

[ব্রহ্মণ্যদেবের প্রস্থান।

বিশ্বা। আমি কি মোহান্ধ! এই বালক আমার ইষ্টদেবতা নিশ্চয়; আমায় কৃপায় দর্শন দিয়েছেন। আমি সহস্র সহস্র বৎসর তপস্যা ক'র্‌লেম; আমি পলিতকেশ, পলিতশ্মশ্রু হ'য়েছি; কিন্তু বালকের যে কিশোরমূর্ত্তি দর্শন ক'রেছি, সেই কিশোরমূর্ত্তি আজও আছে। আমি এতেও চিন্‌তে পার্‌লুম না! আমি কি হ'লেম, কি কচ্চি! তপস্যা ক'র্‌তে এসে নারীর প্রেমে আবদ্ধ হ'লেম!

কন্যা-ক্রোড়ে মেনকার প্রবেশ

মেনকা। তুমি ভাব্‌ছিলে, এই দেখ, আমি নির্ব্বিঘ্নে প্রসব ক'রেছি। তোমায় তো বল্লুম—অপ্সরা-নিয়ম মানব-মানবী-নিয়মের ন্যায় নয়। চেয়ে দেখ, তোমার কেমন সুন্দরী কন্যা—চাঁদ-মুখে কেমন হাসি দেখ! মুখের ভাব তোমারই মত, তোমার দিকে চেয়ে র'য়েছে! একবার কোলে নাও, স্পর্শে অঙ্গ শীতল হবে, মুখ দেখে প্রাণ জুড়ুবে!

বিশ্বা। (মুখ ফিরাইয়া) সুন্দরি, স্বস্থানে গমন কর, আর আমায় লজ্জা দিও না। দেবরাজের মনস্কামনা পূর্ণ হ'য়েছে! তোমায় ছলনা ক'র্‌তে প্রেরণ ক'রেছিলেন, তাঁর সে কার্য্য সিদ্ধ হ'য়েছে।

মেনকা। প্রভু, প্রভু, আমি অপরাধিনী নই, আমি আপনাকে ছলনা ক'র্‌তে আসি নাই; দেবরাজও আমায় প্রেরণ করেন নাই। আমি আপনার গুণগ্রাম শ্রবণে মুগ্ধ হ'য়ে, আপনার পদ-সেবার নিমিত্ত পুষ্করে এসেছিলেম।

বিশ্বা। সুন্দরি, বুঝেছি।—দেবরাজের আজ্ঞায় মদন অলক্ষ্যে তোমার হৃদয়ে আমার প্রতি প্রেমানুরাগ সঞ্চার ক'রেছিল। যাও, তোমার মঙ্গল হ'ক,—কন্যা ল'য়ে গমন কর।

[প্রণামান্তর কন্যা লইয়া মেনকার প্রস্থান।

ধন্য, ধন্য, মদন-তাড়না!
নিরাহারে, কঠোর সাধনে,
নিস্তার নাহিক পঞ্চবাণে!
দর্প খর্ব্ব হ'ল সমুদয়,
কলঙ্ক রটিল লোকময়—
কামাসক্ত বিশ্বামিত্র অপকীর্ত্তি ভবে।
আজি হ'তে সঙ্কল্প আমার—
বিঘ্ন-বাধা করি অতিক্রম—
রব ঘোর সাধনে মগন;
হয় হ'ক শরীর পতন,
প্রতিজ্ঞা না ভঙ্গ হবে মম।
ত্যজি এই স্থান,
নারিলাম রাখিবারে তীর্থের সম্মান।
কঠোর তুষারাবৃত হিমাদ্রি-প্রদেশে—
যথা দিবানিশি মেঘের গর্জ্জন,
ঝটিকা-তাড়ন, হীন-জ্যোতিঃ প্রভাকর—
ব্রহ্মার্চ্চনা করিব বিরলে।
উত্থান বা দেহ-বিসর্জ্জন!

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

স্বর্গ

ইন্দ্র ও রম্ভা

রম্ভা। দেবরাজ, দাসীরে স্মরণ কিবা হেতু?

ইন্দ্র। শুন, শুন, রম্ভা গুণবতি,
ঘুচে বুঝি ত্রিদিব-বসতি,
বিশ্বামিত্র ইন্দ্রত্ব বা করে।
সুমেরু-শিখরে—
আছে ঘোর তপস্যামগন;
তপোভঙ্গ প্রয়োজন তার,
নহে তপোগ্নিতে মজে বা সংসার।
কি জানি, কি বরপ্রার্থী কঠোর তাপস!
ত্বরাত্বরি যাও, কৃশোদরি,
হানি আঁখি-বাণ, ভঙ্গ কর ধ্যান,
দেবকার্য্য করহ সাধন।

রম্ভা। দেবরাজ, শঙ্কা ভাবি চিতে,
বিশ্বামিত্র-সমীপে যাইতে;
অতি উগ্র ঋষি, মেনকা রূপসী
সশঙ্কিত রহিত সর্ব্বদা।
যে দিন তাহায় দানিল বিদায়—
করিল বর্ণনা চন্দ্রাননা—
ঝরিল অনলরাশি ঋষির নয়নে।
উগ্রমূর্ত্তি হেরি কাঁপিল সুন্দরী,
কন্যা ল'য়ে ডরে আইল পলায়ে।
শাপগ্রস্ত হব তথা করিলে গমন।

ইন্দ্র। শুন বার্ত্তা, চারুনেত্রা, নাহি তব ডর।
কৌশলে মদন, পঞ্চবাণে
প্রণয়ে পীড়িল মেনকায়,
প্রেরিলাম বিশ্বামিত্রে করিতে ছলনা।
কিন্তু, ধনি, জান তুমি পুরুষের মন;
প্রেমাধিনী হইলে রমণী,
সে নারে মোহিতে কভু পুরুষের চিত,
হারায় মোহিনীশক্তি বিমোহিতা নারী।
তব হৃদে প্রেম না পরশে,
তব প্রেম-ফাঁসে,
মজাইবে বিশ্বামিত্রে অনায়াসে।
আমিও যাইব,
ঋতুরাজ বসন্তে লইব সাথে,
যাহে তুষার-ছাদিত
অভ্রভেদী ভীষণ পর্ব্বতে,
সারি সারি নানা রঙ্গে ফুটিবে কুসুম
বিলাস-দীপনকারী;
কোকিলের কুহুস্বরে পঞ্চমে গাহিবে।
তুমি নিতম্বিনি,
নিত্য-নব বিলাস-রঙ্গিণী,
ভুলাইবে বিশ্বামিত্রে পীনপয়োধরা।
অধর-সুধার আশে ব্যাকুল হইবে,
তপ পাসরিবে,

মম কার্য্য হইবে উদ্ধার।
রম্ভা। দেবরাজ, দুরন্ত সে ঋষি,
মেনকা সুকেশী কহে,
ভস্ম হবে যে যাবে নিকটে এবে তার।
তপ করে কামজয় হেতু,
যেতে তথা হৃৎকম্প হয় উপস্থিত।
ইন্দ্র। শুন, হে চারুবদনি,
অপ্সরার মধ্যে তুমি, ধনি,
তপোভঙ্গে সুকৌশলা!
এস, সুরঙ্গরঙ্গিণি, বিলম্ব না কর,
সন্তাপিত সুরপুরী তপের প্রভাবে।
[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

হিমালয় পর্ব্বত

বিশ্বামিত্র

বিশ্বা। দিগম্বর, দেব স্মরহর,
দেহ বর অনাথ কিংকরে—
হই কামজয়ী তব নাম স্মরি!
আশুতোষ, ত্রিপুরারি,
মদন-তাড়ন, প্রভু পঞ্চানন,
পঞ্চবাণে কর ত্রাণ দেবদেব!
যেন তব কৃপাবলোকনে,
তপোবিঘ্নকারিণী রমণী,
আঁখিবাণ হানি আর
পুনঃ নাহি মজায় কিংকরে।
কৃত্তিবাস, মাগে দাস আশ্রয় চরণে!

দৃশ্য-পরিবর্ত্তন

এ কি! সহসা, তুষারাবৃত এ তুঙ্গ বিজনে,
কোথা হ'তে কুসুম সৌরভ আসে?
হেথা কেন অলির গুঞ্জন,
কেন বহে মলয়-পবন?
কোকিল পঞ্চমে তোলে তান!
এ কি হেরি, স্তবকে স্তবকে—
নানারঙ্গে কুসুম-বিকাশ!
তপোবিঘ্ন করিয়ে কামনা
নাহি জানি, কে করে ছলনা,
এ কি বিড়ম্বনা আজি পর্ব্বত-শিখরে!

গীত গাহিতে গাহিতে রম্ভার প্রবেশ

পিক কেন পঞ্চম তান তোলে—
ধীর সমীরে কলিকা দোলে।
কেন গুঞ্জে অলি, ঢলি কুঞ্জবনে,
সুরভি তরঙ্গিত কেন কাননে;
কেন কাতর স্বরে, সারী ডাকিছে শুকে,
কপোত পিয়ে সুধা কপোতী মুখে,
বিহগ বিহগী সনে গায়িছে সুখে;
সাজিয়ে লতিকা, তরু বেড়েছে ভুজে,
ঋতুরাগ আসি কেন মদনে পুজে,
বুঝি সুষমাদলে—
কামিনী কোমলপ্রাণ মজাবে ছলে।

রম্ভা। এ কি, পঞ্চেন্দ্রিয় রোধ ক'রে তপস্যা ক'চ্চে! আমার স্বর কি কর্ণে প্রবেশ করে নাই? আমি কথা কই।

বিশ্বামিত্রের নিকটস্থ হইয়া

কর আঁখি উন্মীলন, ওহে তপোধন,
হের গুণমণি, আমি তপস্বিনী।
তপোবনে, এ বিজন স্থলে—
তুষার-আবৃত যাহা রহে চিরদিন—
নন্দনগঞ্জন সৃজিয়াছি সুন্দর কানন।
সাধ মনে, তাই নিবেদন করি শ্রীচরণে,
এ সুন্দর স্থানে, বিরলে বসিয়ে,
যুগলে করিব ধ্যান।
চাও, চাও, হেসে কথা কও,
সাধে নারি, কেমন কঠিন তুমি!

বিশ্বা। কে রে পাপিনি, আমার তপোভঙ্গের নিমিত্ত উপস্থিত হ'য়েছিস্? আরে দুষ্টা, আরে বারবিলাসিনি! প্রস্তরমূর্ত্তিতে অবস্থান কর!

রম্ভা। প্রভু, প্রভু, আমায় কৃপা করুন, দেবরাজ আমায় পাঠিয়েছেন। আমার অপরাধ নাই, অবলা রমণী বোধে ক্ষমা করুন।

বিশ্বা। আরে দুষ্টা, তোর প্রস্তর হওয়ার আশংকা কি? তোদের অন্তর প্রস্তর, নচেৎ প্রেমহীন আলাপে তোদের প্রবৃত্তি হয়? ঋষির তপোভঙ্গ কামনায় আগমন করিস্? আমার বাক্য বিফল হবে না। যত দিন না কোন সাধ্বী তোরে স্পর্শ ক'র্বে, তত দিন এই অবস্থায় তোর দুষ্কর্ম্মের ফলভোগ কর্।

রম্ভা। ধিক্, ধিক্—স্বর্গসুখে ধিক্!

অপ্সরা-জীবনে ধিক্! কি পরাধীন জীবন! ঋষিরাজ, তুমি বিনা অপরাধে আমায় অভিসম্পাত প্রদান ক'রেছ; যদি আমি নিরপরাধ হই, আমিও তোমায় অভিসম্পাত কচ্চি, যত দিন না আমি মুক্ত হব, তত দিন তোমার অপকীর্ত্তি জগতে ঘোষণা ক'র্‌বে। মার্জ্জনা-শিক্ষা ব্যতীত, তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হবে না।

রম্ভার প্রস্তরাকারে পরিবর্ত্তিত হওন

বিশ্বা। ইন্দ্র আমার প্রতিবাদী, নব স্বর্গ-সৃষ্টিতে ক্ষুব্ধ! আমি সহস্র বিঘ্ন অতিক্রম ক'রে ইষ্টলাভে নিশ্চয় কৃতকার্য্য হব। ঈর্ষ্যাই ইন্দ্রের শাস্তি, আমার উন্নতিতে অহর্নিশি ঈর্ষ্যাতে দগ্ধ হ'ক! এ আবার কে, এ বিজন প্রদেশে আগমন ক'চ্চে?

কল্মাষপাদের প্রবেশ

কল্মাষ। রাজর্ষি, চরণাশ্রিতকে আশীর্ব্বাদ করুন! আমি বশিষ্ঠদেবের কৃপায় শাপমুক্ত হ'য়েছি, আমার রাক্ষস-প্রকৃতি দূর হ'য়েছে।

বিশ্বা। কিরূপ?

কল্মাষ। প্রভু, বশিষ্ঠদেব মার্জ্জনা-গুণে দেবতারও দেবতা! আমার রাক্ষসত্ব-প্রভাবে তাঁর শতপুত্র-ধ্বংস ক'রে, তাঁকে সস্ত্রীক, গর্ভবতী পুত্রবধূর সহিত, বিনাশ ক'র্‌তে উপস্থিত হ'য়েছিলেম। তিনি আমায় ভস্মীভূত না ক'রে, অদ্ভুত মার্জ্জনাগুণে, কমণ্ডলু হ'তে আমার অঙ্গে বারি সিঞ্চন করে, আমার রাক্ষসত্ব দূর ক'রেছেন। তাঁরই আজ্ঞায়, আমার রাক্ষস-বৃত্তির পাপমোচনার্থে—তীর্থস্থান ও সিদ্ধাশ্রম ভ্রমণ ক'রে, এই পরম পবিত্র সিদ্ধাশ্রমে রাজর্ষিকে প্রণাম ক'র্‌তে দাস উপস্থিত। আমার ভ্রমণ শেষ হ'য়েছে, আশীর্ব্বাদ করুন, স্বরাজ্যে গমন করি।

বিশ্বা। রাজা, তুমি রাক্ষসত্ব-প্রভাবে বশিষ্ঠের শত পুত্র বিনাশ ক'রেছ, বশিষ্ঠ তা অবগত?

কল্মাষ। হ্যাঁ, প্রভু, তিনি সম্পূর্ণ তা অবগত। তিনি দারুণ পুত্রশোক হিমাদ্রির ন্যায় অটলভাবে সহ্য ক'রেছেন। এই জন্য, তাঁর অদ্ভুত মার্জ্জনাগুণের প্রশংসা ক'রে, দেবতাগণ পুষ্পবর্ষণ ক'রেছেন।

বিশ্বা। অদ্ভুত, অদ্ভুত, বশিষ্ঠই ধন্য! রাজা, তোমার মঙ্গল হ'ক! স্বস্থানে গমন কর।

[কল্মাষপাদের প্রস্থান।

বশিষ্ঠই ধন্য! তার তুলনায় আমি অতি হীন! আমার তপস্যায় ধিক্! যোগৈশ্বর্য্যে ধিক্! আমার স্বর্গসৃষ্টি, গ্রহ-নক্ষত্রসৃষ্টি, ফল-পুষ্প-সৃষ্টিতে ধিক্! আমি নরাধম, রিপুর দাস! দশ বৎসর কামরিপুর দাসত্ব ক'রেছিলেম! কাম-দমন-প্রয়াসে তপস্যা ক'রে ক্রোধরূপ চণ্ডালগ্রস্ত হ'য়ে অবলা রম্ভাকে অভিশাপ প্রদান ক'রেছি! আমিই বশিষ্ঠের শতপুত্রের নিধনের কারণ, আমিই কল্মাষপাদকে দুরন্ত কিঙ্কর রাক্ষস কর্ত্তৃক আচ্ছন্ন ক'রেছিলেম। আমার পুত্রশোকের প্রতিহিংসা অন্তরে জাগরূক ছিল; আমি—মনের কপটতা, বশিষ্ঠের সঙ্গে শত্রুতা, আত্ম-প্রতারণায় অন্ধ হ'য়ে উপলব্ধি করি নাই! আজ মন সেই গরল উদ্‌গীরণ ক'চ্চে! তপস্যায় কিরূপে ফললাভ ক'র্‌বো? কামক্রিয়ায় আমার অস্থি অশুদ্ধ, ক্রোধে মন অশুদ্ধ, এই অশুদ্ধ কায়-মনে কিরূপে তপস্যায় ফললাভ ক'র্‌বো! সমস্ত তীর্থ পর্য্যটন করি। দেখি, যদি তীর্থের মাহাত্ম্যে আমার দেহ-মন পবিত্র হয়!

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

বন-পথ

অগ্রে ব্রহ্মণ্যদেব, পশ্চাৎ সদানন্দের প্রবেশ

সদা। ওহে ছোক্‌রা, ওহে ছোক্‌রা, আমি তোমায় খুঁজে বেড়াচ্চি।

ব্রহ্মণ্য। কেন বল দেখি?

সদা। দেখ, তোমার অনেক রকম দাঁও আসে, রাজাটাকে ফেরাতে পারো? আমি ত অনেক রকম চেষ্টা ক'র্‌লুম, ফেরাতে পার্‌লুম না।

ব্রহ্মণ্য। না, তা হবে না, উনি ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ না ক'রে ফির্‌বেন না।

সদা। ব্রহ্মর্ষিত্ব, ব্রহ্মর্ষিত্ব তো শুনি, ওর ব্যাপারখানা কি ব'ল্‌তে পার?

ব্রহ্মণ্য। কি জান, বশিষ্ঠের মতন হবেন।

সদা। রেখে দাও, বশিষ্ঠ, বশিষ্ঠের বাবা হ'য়েছে! এক কবিলে গাই নিয়ে তো বশিষ্ঠের

নাড়াচাড়া! সে গাই, না হয়, সরবৎ চোনায়, মোহনভোগ নাদে, গা ঝাড়া দিয়ে বরকন্দাজ বা'র করে! এ, স্বর্গকে স্বর্গ বানিয়ে দিলে! আর তোমার যে দেখা পাইনে; যে ফল সব তোয়ের ক'রেছে, খাও যদি তো মণ্ডা মুখে দিলে থুঃ ক'র্‌বে! তোমার বেশ বুলি-টুলি এসে, রাজাকে বাগিয়ে দেশে নিয়ে চল, আর কোন ফিকিরে ফির্‌তে হবে না। কি পাঁচীর বাড়ি, ভূতীর বাড়ী, ছানা-চিনি খেয়ে ফেরো? রাজবাড়ীতে চল, খাও আর ঘুমোও! খাও আর ঘুমোও! বাগিয়ে দেখ দেখি!

ব্রহ্মণ্য। সে দু'দিন যাক্, ঝোঁকটা কমুক। জান তো, তোমার রাজা ঝোঁকের মানুষ— ঝোঁকেই চলে।

সদা। তা বটে।

ব্রহ্মণ্য। তুমি আমার একটা কাজ কর দেখি।

সদা। কি কাজ শুনি?

ব্রহ্মণ্য। মস্ত একটা যজ্ঞ হ'চ্ছে।

সদা। বেশ!

ব্রহ্মণ্য। রাজা অম্বরীষ যজ্ঞ ক'র্‌বে।

সদা। বেশ।

ব্রহ্মণ্য। নরমেধ যজ্ঞ।

সদা। ওটা কিরূপ?

ব্রহ্মণ্য। কিরূপ জান? মানুষ কেটে মাংস আহুতি দেবে।

সদা। ছোক্‌রা, তুমি থাক থাক—ধোঁকা মারো! সেই মাংস খাবার যোগাড়ে আছ না কি?

ব্রহ্মণ্য। না, তা কেন?

সদা। না কেন? তুমি বড় নিঘিন্নে। তোমার খাবার ভাল মন্দ বাচ্‌বিচার নাই, যে যা দেয়, খাও দেখেছি।

ব্রহ্মণ্য। তুমি শুন্‌বে, না, নানান্ কথা কইবে? শোনো, ঐ যে আস্‌ছে দেখ্‌ছ, একটী ছেলে সঙ্গে—

সদা। আচ্ছা, দেখ্‌লুম।

ব্রহ্মণ্য। ওকে যদি তোমাদের রাজার কাছে নিয়ে যেতে পার, তো এক মজা দেখ!

সদা। মজার চূড়ান্ত মজা দেখেছি! আর মজা দেখ্‌বার সখ নাই।

ব্রহ্মণ্য। তোমাকে এ কাজটি ক'র্‌তেই হবে। এই ছেলেটিকে কাট্‌তে নিয়ে যাচ্চে; কোন রকমে তোমার রাজার কাছে যদি ছেলেটিকে নিয়ে যেতে পার, তো ছেলেটি বেঁচে যায়।

সদা। ও তোমার কে?

ব্রহ্মণ্য। ভাই, আমার কাছে বড় কাঁদাকাটি ক'চ্ছে, ওকে না বাঁচাতে পা'র্‌লে আমার প্রাণটা কেমন ক'র্‌বে।

সদা। দেখ, আমারও প্রাণটা কেমন ক'চ্চে! তা আমি কি ক'র্‌বো?

ব্রহ্মণ্য। কোন রকমে, ওদের ভুলিয়ে ভালিয়ে বিশ্বামিত্রের কাছে নিয়ে যাবে।

সদা। তার কাছে নিয়ে যাব কি? সে এখন পাহাড়ে উঠেছে। পেছ্‌লা বরফে উঠ্‌তে গেলে, ছাতু হ'য়ে যেতে হয়।

ব্রহ্মণ্য। না, না, তিনি তীর্থভ্রমণে বহির্গত হ'য়েছেন। অদূরে নদীতীরে বৃক্ষমূলে আসন ক'রেছেন, দেখে এলুম।

সদা। বটে, নেবে এয়েছে যে?—মন ফিরেছে না কি?

ব্রহ্মণ্য। তুমি ঐ ছেলেটার কাজে লাগিয়ে দাও না। পাঁচটা কাজ ক'র্‌তে ক'র্‌তে মন ফিরে যাবে।

সদা। আচ্ছা, কি ক'র্‌তে হবে,—বাৎলাও, শুনি। যদি রাজা ফেরে, আদর ক'রে তোমার দাড়ি ধ'রে চুমো খাব! আর আদুরে বেটার মতন তোমায় বুকে ক'রে থাক্‌বো! বল।

ব্রহ্মণ্য। বিশ্বামিত্রের কাছে নিয়ে গিয়ে, ঐ ছেলেটাকে শিখিয়ে দেবে, যেমন ত্রিশঙ্কুকে শিখিয়েছিলে, বিশ্বামিত্রের পায়ে জড়িয়ে ধরে।

সদা। আচ্ছা,—দেখ্‌ছি। চ'ল্লে কেন? তুমিও থাকো না! দু একটা তো দম ঝাড়্‌তে হবে, নইলে চৌগোঁপ্পা বরকন্দাজ ব্যাটারা, ছেলেটাকে পথ ছেড়ে বেপথে নিয়ে যাবে কেন?

ব্রহ্মণ্য। আমার, ভাই, দমবাজী এসে না।

সদা। উটি কিন্তু ভাই, তোমার বিনয়! তোমার যদি গোঁপদাড়ী বেরুতো, তোমায় দমবাজীর টোল ক'র্‌তে ব'ল্‌তুম!

ব্রহ্মণ্য। না, আমার কথা শুন্‌বে না।

সদা। আচ্ছা, আমিই দেখি।

ব্রহ্মণ্যদেবের গীত

বাজে না বেদনা প্রাণে, পরের প্রাণে ব্যথা দিতে।
আমি তার হিতকারী হই, তার কাছে রই,
ফেরে যে জন পরের হিতে॥
দু'দিনের দুনিয়াদারি, কদর তারই,
হিতবাণী বোঝে না চিতে,
দীন দেখে যার মন কাঁদে না,
জানে না দিন কিনে নিতে,
যে যতন করে, শরণ নিলে,—
সেই তো আমার প্রাণের মিতে॥

। ব্রহ্মণ্যদেবের প্রস্থান।

সদা। বড় রকমারি গান ঝাড়ে, বাবা, প্রাণটা উদাস ক'রে দেয়!

শুনঃশেফকে লইয়া রাজদূতদ্বয়ের প্রবেশ

ওরে বাপ রে! ভারী বেঁচে গেছি! ভারী বেঁচে গেছি। ওঃ, এখনি খেয়েছিল আর কি!

১ দূত। কি ঠাকুর, কি হ'য়েছে?

সদা। র'সো র'সো, চেঁচিয়ো না, গলার আওয়াজ পেয়ে এখনি ফিরবে!

১ দূত। কে ফিরবে?

সদা। আরে, শুনলে না? ওই—নেচে গেয়ে চ'লে গেল?

১ দূত। কে ও?

সদা। আমার মেসোর সম্বন্ধী! কে ও? মস্করা পেয়েছেন!

২ দূত। কি হ'য়েছে, ঠাকুর, বল না?

সদা। হবে আর কি! ও একটা রাক্ষসের ছানা, মানুষ হ'য়ে চরা ক'রতে বেরিয়েছে! ঐ বনের ভেতর কন্ধকাটা—ওর মাসী আছে, ও ব্যাটা গান ক'রে ভুলিয়ে নে যায়, আর সেই মাগী অমনি দুটো হাত বাড়িয়ে ধ'রে, কাটা গর্দ্দানায় পুরে দেয়।

২ দূত। সত্যি না কি?

সদা। দু'পা এগুলেই বুঝতে পারবে!

১ দূত। শোন শোন ঠাকুর, আমি তো ঐ পথেই যাচ্ছিলুম!

সদা। যাবেই তো! কালে ধ'রলে আর ক'চ্ছ কি!

১ দূত। হ্যাঁ ঠাকুর, সত্যই রাক্ষস আছে?

সদা। বিশ্বাস না হয়, ঐ নদী-তীরে বিশ্বামিত্র আছে, জিজ্ঞাসা ক'রবে চল।

২ দূত। (১ দূতের প্রতি) আরে নাও, ওর কথা কি শুনছ? ওই পথ দিয়ে হামেসা আনাগোনা করি, সোজা পথ ফেলে আবার বিশ্বামিত্রের ওদিক দিয়ে ঘুরে যাই!

সদা। ও চৌগোঁপ্পা ভায়া, তোমার মাগ্-ছেলে আছে তো?

২ দূত। আছে বই কি, ঠাকুর!

সদা। তবে ওকে ওই সোজা পথে এগিয়ে দিয়ে, তুমি একটু ঘুরে চল।

১ দূত। না হে, বামুন ব'লছে, চল একটু ঘুরেই যাওয়া যাক্, বেশী তো নয়, ক্রোশ পাঁচ ছয় ফের প'ড়বে বই তো নয়, ঘুরেই চল।

২ দূত। ঠাকুর, ওদিকে পথ আছে তো?

সদা। তোফা পথ, একদম ঠিকানায় পেঁছে যাবে।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

নদীতীরস্থ বৃক্ষমূল

বিশ্বামিত্র

বিশ্বামিত্র। কই, তীর্থপর্য্যটন ক'রে তো শান্তি লাভ ক'রতে পারলুম না! বশিষ্ঠের শত পুত্র আমা দ্বারা হত হ'য়েচে, এই চিন্তা অগ্নির ন্যায় মস্তিষ্কে জ্ব'লছে। রম্ভাকে অভিসম্পাত ক'রেছি, সে কাতর মুখভাব চক্ষের উপর দেখ্‌ছি! নিদ্রাবস্থায় মেনকাকে পাশে দেখি! অশান্ত মন—কিসে শান্ত ক'রবো? কি প্রায়শ্চিত্ত ক'রবো?

সদানন্দ ও শুনঃশেফের প্রবেশ

সদা। যা, যা, গিয়ে পায়ে জড়িয়ে ধর।

শুনঃ। (ছুটিয়া বিশ্বামিত্রের পদদ্বয় ধারণ করিয়া) ঋষিরাজ, আমি অনাথ ব্রাহ্মণ-বালক, আমার জীবন রক্ষা কর।

বিশ্বামিত্র। কে, বাবা, তুমি?

শুনঃ। আমি অনাথ ব্রাহ্মণ-কুমার! আমি আমার পিতার মধ্যম সন্তান! রাজা অম্বরীষের নরমেধ-যজ্ঞে আহুতি দিবার জন্য, আমার পিতা আমাকে বিক্রয় ক'রেছেন। আমার খড়্গ-দ্বারা

মুণ্ডচ্ছেদ ক'র্বে, আমার মহাভয় হ'চ্চে. আমায় মহাভয়ে পরিত্রাণ করুন!

বিশ্বা। চিন্তা নাই, স্থির হও।

দূতদ্বয়ের প্রবেশ

২ দূত। দেখ দেখি, এ পথে এসে কি ফ্যাঁসাদ ক'র্লি! এ বিশ্বামিত্রের আশ্রয় নিয়েছে।

শুনঃ। প্রভু, ঐ রাজদূত আমায় ধ'রে নিয়ে যেতে এসেছে!

বিশ্বা। ভয় নেই, স্থির হও।

২ দূত। প্রভু, আপনি এই ব্রাহ্মণ-বালককে অভয় দিচ্ছেন, আপনার নিকট হ'তে আমরা ল'য়ে যেতে পার্বো না; কিন্তু এই বালককে ছেড়ে গেলে আমাদের জীবন-সংশয় হবে।

বিশ্বা। কি হ'য়েচে, বাপু?

১ দূত। রাজা অম্বরীষের যজ্ঞের জন্য নির্দিষ্ট পশুকে অপহরণ ক'রেছে। তাঁর পুরোহিত বিধান দিয়েছেন, সেই পশুর পরিবর্ত্তে নরমাংস যজ্ঞে আহুতি না দিলে, রাজা নরকগ্রস্ত হবেন। সেই জন্য লক্ষ ধেনু ও তদুপযোগী দক্ষিণা দান ক'রে এই বালককে এর পিতার নিকট হ'তে ক্রয় করা হ'য়েচে।

বিশ্বা। বাপু, তোমার পিতা তোমাকে বিক্রয় ক'রেছেন?

১ দূত। ওঁর পিতা অতি দীন দরিদ্র. বহুদিন অনশনে সপরিবারে যাপন করেন। দরিদ্রতা-নিবন্ধন পুত্র বিক্রয় ক'রেছেন।

বিশ্বা। তাঁর কয় পুত্র?

শুনঃ। প্রভু, আমরা তিন ভাই:—জ্যেষ্ঠ পিতার প্রিয়, কনিষ্ঠ মাতার প্রিয়; আমি অনাথ —আমাকে বর্জ্জন ক'রেছেন!

২ দূত। ঋষিরাজ, অনুমতি প্রদান করুন আমরা বালককে ল'য়ে যাই।

বিশ্বা। অপেক্ষা কর, আমিই বালককে ল'য়ে যাচ্চি। (স্বগত) বোধ হয়, নারায়ণ পাপের প্রায়শ্চিত্তের সুযোগ উপস্থিত ক'রেছেন। কায়-মনোবাক্যে পরহিত-সাধনাই একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত। শরণাগতকে রক্ষা অবশ্য কর্ত্তব্য। ছার ব্রহ্মর্ষিত্ব, পরহিত-ব্রতই শ্রেয়ঃ ব্রত! যে ব্যক্তি পরহিতে রত, তার মত উচ্চস্থানীয় আর কে আছে! আমি সেই উচ্চ ব্রত সাধন ক'র্বো, আমার ব্রহ্মর্ষিত্বলাভের প্রয়োজন নাই।

২ দূত। তবে আসুন, বালককে ছেড়ে গেলে আমাদের প্রাণবধ হবে।

বিশ্বা। চল। বালক, তুমি পিতৃ-মাতৃ-বর্জ্জিত; আমি তোমার পিতা, আমি তোমার মাতা। রাজা তোমার প্রাণ বধ ক'র্বার মানস ক'রেছেন, আমি ভগবান্ পদ্মযোনির কৃপায় রাজর্ষিত্ব প্রাপ্ত হ'য়েছি, আমি তোমার প্রাণ রক্ষা ক'র্বো! তুমি নির্ভয়ে আমার সঙ্গে আগমন কর। জেন, বিশ্বামিত্রের প্রতিজ্ঞা কখনও ভঙ্গ হয় না।

শুনঃ। পিতা, পিতা, আমার প্রাণরক্ষা হবে? আমার ভয়ে প্রাণ আকুল হ'চ্চে! আমি ম'রে কোথায় যাব?—আমি ম'র্তে পার্বো না! আমি বলি দেখেছি; মুণ্ড, ধড়, পৃথক্ হ'য়ে প'ড়ে থাকে,—আর চলে না, আর দেখে না! মৃত্যু অতি ভয়ঙ্কর—অতি ভয়ঙ্কর!

বিশ্বা। বালক, নির্ভয়ে এস! আমার নিকট হ'তে যমরাজও গ্রহণ ক'র্তে সক্ষম হবে না। তুমি প্রকৃতই আমার সন্তান, তোমার কল্যাণে আমি ব্রহ্মর্ষিত্ব অপেক্ষা উচ্চপদ প্রাপ্ত হব। [সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

বন

বেদমাতা ও সুনেত্রা

বেদমাতা। মা, তুমি কোথায় চ'লেছ?

সুনেত্রা। আমার তো নিরূপিত স্থান কোথাও নেই, মা! আমি অগ্নিদেবের আজ্ঞায়, রাজ্য ব্রাহ্মণকে দান ক'রেছি। পতির নিকট যেতেও অগ্নিদেবের নিষেধ। ভাব্ছি, কোন নির্জ্জন স্থানে পতির ধ্যানে নিমগ্ন থাক্বো। পতি ব্রহ্ম-আরাধনায় নিযুক্ত। আমার ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, পরমব্রহ্ম—আমার পতি! আমি তাঁর ধ্যানে নিযুক্ত থাক্বো, যদি ভাগ্যফলে তাঁর চরণে স্থান পাই!

বেদ-মা। মা, তোমার পতির ধ্যানে তো আর প্রয়োজন নাই, তুমি সে ধ্যানে সিদ্ধ হ'য়েছ। তুমি পতিগতপ্রাণা, অহোরাত্র পতি তোমার হৃদয়ে বিরাজমান।

সুনেত্রা। তবে মা, পতি-বিরহে কিরূপে দিনযাপন ক'র্‌বো?

বেদ-মা। পর-কার্য্যে রত হও। সতীপুর হ'তে সতীরাণী এসে তো তোমায় উপদেশ দিয়েছেন?

সুনেত্রা। কই, মা, কেউ তো আমায় উপদেশ দেন নাই?

বেদ-মা। উপদেশ দিয়েছেন, তুমি স্বপ্ন-জ্ঞানে সে উপদেশ উপেক্ষা ক'রেছ।

সুনেত্রা। হ্যাঁ মা, স্বপ্নে অপূর্ব্ব নারী-মূর্ত্তি দেখেছি, স্মরণ হ'চ্চে।

বেদ-মা। সতীদেবীই দর্শন দিয়েছেন।

সুনেত্রা। মা, নিশ্চয় স্বপ্ন, নচেৎ সতী-দেবীর মুখে কি অলীক কথা শুনলেম! পাষাণে প্রাণ কিরূপে জাগরিত ক'র্‌বো?

বেদ-মা। মা, সতীর স্পর্শে, পাষাণপ্রাণা রমণীর মন জাগরিত হয়।

সুনেত্রা। মা, আমি জ্ঞানহীনা, তোমার বাক্য তো আমার হৃদয়ঙ্গম হ'চ্চে না।

বেদ-মা। জেন বৎসে, প্রেমহীন অন্তর পাষাণ।
যে রমণী কুল-কলঙ্কিনী,
পতিপদে জীবন-যৌবন-প্রাণ করেনি অর্পণ,
পতিধ্যানে বঞ্চিতা যে নারী,
জীবনে পাষাণ সে রমণী,
জীবনান্তে প্রস্তর-শরীর ধরে।
রহে আকাঙ্ক্ষা অন্তরে,
যুগ-যুগান্তর,
জ্বলে নিরন্তর--সে অনল প্রস্তর হৃদয়ে।
অসতীর কঠোর শাসন!
হেরে, সাধ্বী সতীপুরবাসিনী কাতরা,
অমলিনা করিবারে ধরা,
তোমারে দেছেন দরশন।
যাহে কলঙ্কিনী, রূপে গরবিণী
কুলটা কামিনী, না মজায় পুরুষের মন,
উচ্চপথে বাধা না প্রদানে,
পায় পরিত্রাণ,
বিধির নিয়মে, পাষাণ হইতে পরিণামে।

সুনেত্রা। কহ মাতা, কহ,
কোন দেশে হেন নারী বসে,
প্রেমহীন শুষ্ক প্রাণ যার?—
রূপ বা যৌবন, কিবা প্রয়োজন,
পতিসুখে বঞ্চিতা যে নারী,—
নহে যেবা পতির কিঙ্করী,
পতি ধ্যান জ্ঞান নহে যার?
এ কি কঠোর বিকার কোমল রমণী-প্রাণে!
হেন অভাগিনী স্থান পায় কোন্ লোকে?

বেদ-মা। বৎসে, স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল প্রদেশে,
অদৃষ্টের বিড়ম্বনাবশে,
হেন প্রেমহীনা করে অবস্থান।

সুনেত্রা। কেন হেন বিধির নিয়ম,
কেন হেন কুৎসিত সৃজন?
শুনি, মাগো, ধাতার সৃজনে
নহে কিছু প্রয়োজনহীন;
কিবা প্রয়োজনে হেন রমণী সৃজন?

বেদ-মা। বৎসে, ভোগবাসনায় ধরে নর-কায়,
ভোগ-তৃপ্তি হেতু;
কামনা পূরাতে করে ধর্ম্ম উপার্জ্জন।
তাহাদের শিক্ষার কারণ,
করিবারে বাসনা পূরণ,
স্বর্গপুরে
অপ্সরা নামেতে খ্যাত প্রেমহীনা নারী।
পরে, কামনার বিষময় ফল
বুঝে নর, স্বর্গভ্রষ্ট হ'য়ে;
মৃত্যু সম ক্লেশ সে সময়।
পুনঃ গর্ভবাসে কঠোর যন্ত্রণা,
রোগ-শোক-মরণ-তাড়না পুনঃ;
ক্রমে জন্মে সংস্কার মনে,
নাহি শান্তি কামনা-বর্জ্জন বিনা।
পশু সম যে সব মানব,
ভোগ্য বস্তু লাভ মাত্র যাহার গৌরব,
অতুল বৈভব নষ্ট করে কদাচারে,
তারি তরে, বিভ্রমকারিণী প্রেমহীনা
কুটিলা রমণী, ধরাধামে সৃজন ধাতার।
স্পর্শে যার বিষাক্ত অধর,
ইহকালে রোগের তাড়নে জরজর,
দুস্তর নরকভোগী হয় পরলোকে।
নিরন্তর দহে, জন্মে জন্মে বহু ক্লেশ সহে,
যন্ত্রণায় ক্রমে হয় জ্ঞানের বিকাশ।
বিষজ্ঞানে কামনা-বর্জ্জনে,
ঈশ্বর-চরণে মনপ্রাণ করে সমর্পণ।
মানবমোহিনী, পাপ-বিধায়িনী,
প্রস্তর-শরীরে, নিবিড় তিমিরে
পশে শেষে রসাতলে।

সুনেত্রা। কহ গো জননি, যে রমণী এ হেন দুখিনী,
দুস্তর যন্ত্রণার্ণবে কিসে পাবে ত্রাণ?
বেদ-মা। সাধ্বীর করুণামাত্র উপায় সবার,
সাধ্বী-সেবা, সাধ্বী-উপাসনা।
সাধ্বীর সেবায় যদি জন্মায় বাসনা
হীন পন্থা করিতে বর্জ্জন,
সাধ্বীর চিন্তায় হয় পবিত্র জীবন:
কালে—সাধ্বী-সেবা মহা পুণ্যফলে,
পায় পুনঃ পাষাণে জীবন।
সাধ্বীর করুণামাত্র উপায় সবার।
তাই সতীপুরবাসী সাধ্বী নারী আসি,
উপদেশ দানিল তোমায়
পাষাণীরে করিতে উদ্ধার।
সুনেত্রা। আমি মা গো, কিঙ্করী সবার:
কলঙ্কিনী উদ্ধারের ভার,
কি কারণ ক'রেছেন আমারে অর্পণ?
সাধ্বীগণ-চরণ-পরশে
অনায়াসে তরে যত কলঙ্কী কুৎসিতা।
বেদ-মা। চৈতন্য চৈতন্য সনে হয় সম্মিলন,
জড় বিনা জড় না পরশে।
আবির্ভাবি তোমার শরীরে
করিবেন আদর্শ স্থাপন:
সতীত্ব প্রভাব যাহে সংসার বুঝিবে,
ভূলোক দ্যুলোক হবে উজ্জ্বল বিভায়।
মহাকার্য্য তোমার সংসারে,
যেই ফলে, ভূমণ্ডলে, অতুল গৌরবে,
বিশ্বামিত্র ব্রহ্মর্ষিত্ব করিবে অর্জ্জন।
বিদ্যাশক্তি, তুমি পুণ্যবতি,
উচ্চকার্য্যে বিদ্যাশক্তি পরম সহায়।
[বেদমাতার প্রস্থান।
সুনেত্রা। মা জগদম্বে, তোমায় চিনেছি, তোমার আজ্ঞা পালন ক'র্‌বো।
[প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

হিমালয়-সংলগ্ন বন
রম্ভার প্রস্তর মূর্ত্তি

উর্ব্বশী, ঘৃতাচী প্রভৃতি অপ্সরাগণের প্রবেশ

উর্ব্বশী। হের, সখি, শোচনীয় কি পরিবর্ত্তন!
সেই কমনীয় কায় কঠিন প্রস্তর এবে!
ঢল ঢল লাবণ্যের জল
যে বয়ানে খেলিত সর্ব্বদা,
প্রস্তর আকার
সে বদনে কান্তি নাহি আর,
শীতল পাষাণ এবে!
নলিনী-লাঞ্ছিত, সুরাগ-রঞ্জিত,
খঞ্জন-গঞ্জন, চঞ্চল নয়ন,
ঈক্ষণে যাহার বিমুগ্ধ যোগীর মন,
শিলাময় ভাব বিবর্জ্জিত!
শ্যামল-উজ্জ্বল-কুন্তল মদন-ফাঁস,
স্পর্শনে আঘ্রাণে চরণে টলিত প্রাণ,
র'য়েছে আকার মাত্র তার!
অধরের রাগ, বৈরাগ্য টুটিত যাহা হেরি,
গুঞ্জি অলি ধাইত বসিতে তায়,
পুতলি-অধরে পরিণত।
হায় কি কঠিন পরিণাম!
ঘৃতাচী। সখি, কে জানে, কখন এ হেন বর্ত্তন ঘটিবে মোদের ভালে!
শত ধিক্ অপ্সরা-শরীরে!
ধিক্ স্থির-যৌবন, সুরূপে!
দাসী সবাকার, সেবা ব্যভিচার,
অভিশাপ-ভাজন নিয়ত!
আমা সবাকার, সৃজন ধাতার,
স্বজনি লো, সহিবারে অশেষ যন্ত্রণা!
উর্ব্বশী। সখি, জান কি বারতা?—
কত দিনে, শাপ-বিমোচনে,
ত্রিদিবসঙ্গিনী,
তুলি পুনঃ তান-তরঙ্গিণী,
বিমোহিবে দেবের সমাজ?—
বাজিবে কিঙ্কিণী, নৃত্যে নিতম্বিনী,
দেবরাজে মোহিবে আবার?—
রম্ভা সনে নন্দন-কাননে,
ভ্রমিব আমরা সবে?
ঘৃতাচী। কে জানে কি আছে, সই, বিধির লিখন!
সুরলোকে ক'রেছি শ্রবণ,
সাধ্বী নারী পরশিবে যবে,
রসবতী রম্ভা আমোদিনী শাপমুক্তা হবে।
নাহি জানি কত পাপে অপ্সরা-জনম!
উর্ব্বশী। চল্, ভাই, চল্, কে এ দিকে আস্‌ছে।
ঘৃতাচী। কে আর এ বনে আস্‌বে? কোন

ঋষি তপস্বী ম'র্‌তে আস্‌বেন, আমাদের দেখে মদন-বাণে ম'জ্‌বেন, শেষটা শাপ দিয়ে ঋষিত্ব জানাবেন! শঙ্কর তিন কুল মুক্ত, মদনের কিছু ক'র্‌তে পারেন না! আপনার মনস্থির রাখ্‌তে পারেন না! চল, স'রে যাই, কোন্ মড়া দেখ্‌বে, আর দাড়ি নেড়ে ব'ল্‌বে,—"সুন্দরি, কৃপা ক'রে আমার কুটীরে এস।" যত পোড়ারমুখোর মরণ এই আমাদের নিয়ে।

উর্ব্বশী। ও ভাই, না, না, যেন তপস্বিনী মনে হ'চ্চে।

ঘৃতাচী। ওলো, না, না, কে বুড়ো মড়া ওর সঙ্গে, আমাদের দেখ্‌লেই এখনি দাঁত ছির্‌কুটে প্রেম যাচ্‌ঞা ক'র্‌বে। দেখ্, দেখ্, ঐ বুড়ো মড়ার তপস্বিনীর সঙ্গে প্রেমালাপ হ'চ্ছে না কি? আয়, আয়, লুকিয়ে দেখি আয়।

[সকলের অন্তরালে অবস্থান।

সুনেত্রা ও ব্রাহ্মণবেশে ধর্ম্মরাজের প্রবেশ

ধর্ম্ম। আহা, বাছা, কে তোমায় এ বনে আস্‌তে ব'লেছে? এ ভয়ঙ্কর অভিশপ্ত বন: এখানে যে আসে, সে প্রস্তর হয়! ঐ দেখ, এক ছুঁড়ী প্রস্তর হ'য়ে আছে।

সুনেত্রা। প্রভু, কত দূরে?

ধর্ম্ম। ঐ দেখ না, ঐ যে।

সুনেত্রা। প্রণাম হই, আমি চল্লুম।

ধর্ম্ম। কোথা যাবে গো, কোথা যাবে?

সুনেত্রা। আমি ঐ প্রস্তর-মূর্ত্তি স্পর্শ ক'র্‌বো।

ধর্ম্ম। সে কি, মা, কি ব'লছ? ও কুলটা, ও মহাপাপে প্রস্তর হ'য়েছে! তুমি সাধ্বী সতী, অপবিত্রা কুলটাকে স্পর্শ ক'রো না।

সুনেত্রা। ব্রাহ্মণ, কুলটার আচার ঘৃণিত, সত্য! কিন্তু যেই হ'ক—যে তাপিত, যথাসাধ্য তার তাপ-বিমোচন করা সকলেরই কর্ত্তব্য। পাপীর বিচারকর্ত্তা আমরা নই, কিন্তু সকল দেহেই নারায়ণ জ্ঞানে সকলের সেবা আমাদের কর্ত্তব্য।

ধর্ম্ম। ওগো, যেও না, যেও না: অপবিত্রাকে স্পর্শ ক'র্‌লে, অপবিত্রা হ'য়ে ওরই মত পাষাণ হবে।

সুনেত্রা। ব্রাহ্মণ,—স্বামীর চরণে আমার স্থির মতি—পৃথিবীতে কে এমন অপবিত্র আছে, যার স্পর্শে পতিপরায়ণা অপবিত্রা হবে? আপনি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, পরহিত-কার্য্যে বাধা প্রদান ক'র্‌বেন না। প্রাণময়ী সাধ্বী জননীর উদ্দেশে আমিও প্রাণময়ী, আমি কখনও প্রস্তর হব না।

প্রস্তর-মূর্ত্তির নিকট গমন

ধর্ম্ম। এখনও নিরস্ত হও, স্পর্শ ক'রো না!

সুনেত্রা। প্রস্তর মূর্ত্তি, তুমি যে হও, যদি কোন কঠিন পাপে প্রস্তর হ'য়ে থাক, আমি তোমায় স্পর্শের সহিত আমার পতি-সেবার ফল তোমায় অর্পণ কচ্চি; প্রস্তরদেহ পরিত্যাগ ক'রে, পূর্ব্বদেহ প্রাপ্ত হও।

রম্ভা। (চেতনা লাভ করিয়া) ঋষিরাজ, ঋষিরাজ, আমায় মার্জ্জনা কর, আমায় মার্জ্জনা কর, আমার অপরাধ নাই!

সুনেত্রা। ভয় নাই, ভয় নাই, স্থির হও! তুমি শাপমুক্ত, স্বস্থানে গমন কর।

রম্ভা। কে মা, সাধ্বি, এই ঘোর বনে প্রবেশ ক'রে আমায় কৃপা ক'রে উদ্ধার ক'রেছ? দেবি, আমায় বর দাও, যেন তোমার পবিত্র স্পর্শে ধরণীধামে সতী হ'য়ে জন্মগ্রহণ করি।

সুনেত্রা। তোমার মনোবাঞ্ছা নারায়ণ পূর্ণ ক'র্‌বেন। কেন মা, তুমি এ দশাপন্ন হ'য়েছিলে?

রম্ভা। ক্রোধনস্বভাব বিশ্বামিত্র আমায় অভিশাপ প্রদান ক'রেছিলেন। অতি কঠিন ঋষি, দয়ার লেশ নাই।

সুনেত্রা। মা, তুমি আমার প্রতি সদয় হ'য়ে—ঋষি তোমায় অভিশাপ প্রদান ক'রেছিলেন—বিস্মৃত হও। আমি তাঁর পত্নী, আমার এই মিনতি।

রম্ভা। মা, তোমার পদে আমার এই মিনতি, ঋষিরাজকে ব'লো যে, আমি ইচ্ছাকৃত অপরাধে অপরাধিনী নই। দেবরাজের আদেশে আমি তাঁর যোগভঙ্গের প্রয়াস পেয়েছিলেম। সাধ্বি, তোমার দয়াগুণে দয়াময়ী জগজ্জননী তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ করুন।

সুনেত্রা। ত্রিদিববাসিনি, তোমার আশীর্ব্বাদে অবশ্যই আমার মনোভীষ্ট সিদ্ধ হবে।

ধর্ম্ম। শুভে, আমি ধর্ম্মরাজ। আমি তোমার ধর্ম্মানুরাগ পরীক্ষা ক'র্‌তে এসেছিলেম। আমি পরম সন্তুষ্ট, তোমার মনোভীষ্ট সিদ্ধ হ'ক।

[ধর্ম্মরাজের প্রস্থান।

ইন্দ্রের প্রবেশ

ইন্দ্র। মা, তুমি আমায় অনুতাপানলে রক্ষা ক'রেছ। আমারই আদেশ প্রতিপালন ক'র্‌তে এসে, রম্ভা শাপগ্রস্তা হ'য়েছিল। আমি দেবরাজ ইন্দ্র; আমার নিকট বর প্রার্থনা কর।

সুনেত্রা। সুরপতি, আশীর্ব্বাদ করুন, আমার স্বামীর মনোভীষ্ট সিদ্ধ হ'ক।

ইন্দ্র। অবশ্য হবে। তুমি যাঁর সহধর্ম্মিণী, স্বয়ং ধর্ম্মরাজ তাঁর পুণ্যকার্য্যের সহায়, ব্রহ্মণ্যদেব তাঁর রক্ষাকর্ত্তা। সতীর অভীষ্ট সিদ্ধ হ'ক। তুমি আমার সহিত এস, আমি তোমায় কোন দ্রব্য অর্পণ ক'র্‌বো, সেই দ্রব্য ল'য়ে তুমি অম্বরীষ রাজার যজ্ঞে উপস্থিত হ'য়ো; সেই দ্রব্যে তোমার স্বামীর মহাকার্য্য সম্পন্ন হবে।

[ইন্দ্র ও সুনেত্রার প্রস্থান।

পট-পরিবর্ত্তন

বন-পথ

রম্ভাকে মধ্যবর্ত্তিনী করিয়া অপ্সরাগণের প্রবেশ

নৃত্য-গীত

সই লো, হানিস্‌নে নয়ন-বাণ।
সাম্‌লে থাকিস্‌, কেশের ফাঁসে
বাঁধিস্‌ না কার' প্রাণ॥
তোলো তান শিখ্‌বে পাখী,
লতার সনে শুন্‌বে শাখী,
কলিকা শিখ্‌বে হাসি, কর্‌ লো হেসে গান॥
দেখে নাচ নবীন পাতা,
মলয় সনে কইবে কথা,
অঙ্গ হেরে তরঙ্গিণী বইবে লো উজান।
নূপুরের রুণু রুণে শিখ্‌বে ভ্রমরা শুনে,
চুমিবে গুনুগুনিয়ে কুসুমের বয়ান॥

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

অম্বরীষ রাজার যজ্ঞস্থল

অম্বরীষ, পুরোহিত, শুনঃশেফ, ব্রাহ্মণগণ ও রক্ষিগণ

পুরোহিত। আরে, সময় উপস্থিত হ'লো, বলি-নরকে কুশরজ্জুর দ্বারা যূপকাষ্ঠে বন্ধন কর। (অন্য ব্রাহ্মণের প্রতি) ওহে, খড়্গ উৎসর্গ কর, এখনই হোমাগ্নি প্রজ্বলিত ক'র্‌বো।

সদানন্দের প্রবেশ

সদানন্দ। অ্যাঁ, সেই ছোঁড়াকে এনেই যে বাঁধ্‌ছে! (শুনঃশেফের নিকট অগ্রসর হইয়া) তুই কোথাকার বোকা? তোকে শিখিয়ে দিলুম, যে, পায়ে ধ'রে প'ড়ে থাক্‌বি ছাড়্‌বিনি, তা পার্‌লিনি বুঝি?

শুনঃ। আমি তো পায়ে ধরেছিলুম।

সদা। তোর বাপের কাণ ধ'রেছিলি, নির্ব্বংশের ব্যাটা!

শুনঃ। হ্যাঁ, ঠাকুর, তিনি ব'ল্লেন,—'তুই যা, আমি যাচ্চি'।

সদা। তা যাও এখন যমের দক্ষিণ দোর! এই খাঁড়ায় ফুল দিচ্চে দেখ্‌ছিস্‌? (নেপথ্যে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক) ওবে, তোর ভাগ্যক্রমে বিশ্বামিত্র আস্‌ছে! চেঁচাতে থাক্‌, চেঁচাতে থাক্‌,—দোহাই বিশ্বামিত্র ব'লে!

শুনঃ। তিনি আস্‌বেন, আমায় ব'লেছেন।

সদা। না, ছোঁড়াটাকে যমে ধ'রেছে, ও কি ওষুধপালা মানে! স'রে যাই, ছেলেটা কাটা দেখ্‌তে পার্‌বো না। আঃ, উত্তম আয়োজন ক'রেছিল! এখন কি করি! এ যে, এ কূল ও কূল, দুকূল যেতে ব'স্‌লো! ঐ নৈবিদ্যির গোটা দুই মোণ্ডা তুলে নিয়ে দৌড় দিই! না, ঐ চৌগোঁপ্পা ব্যাটারা ঘিরে র'য়েছে, তা হবার যো নেই! আমাদের রাজা আস্‌ছে, একটা কিছু ক'র্‌বে! ক'র্‌বে না কি? দ্যাখ্‌ দেখি, ব্যাটা, ভেড়ো ব্যাটা, আল্পায়ে ব্যাটা! ব'ল্লুম ব্যাটাকে, পায়ে ধ'রে প'ড়ে থাকিস্‌। আমিই রাজার পায়ে ধ'রে জড়িয়ে পড়ি, বলি, ছেলেটাকেও বাঁচাও, ব্রাহ্মণের খুন রক্ষা কর; নচেৎ উপায় তো দেখ্‌ছিনি, এই রাশি রাশি ভোজ্য-সামগ্রী ছেড়ে যেতে হয়! আমাদের রাজা যেন কি মতলব ক'রে আস্‌ছে, দেখা যাক্‌! যদি না

কিছু ছেলেটার উপায় হয়, আর কি ক'র্‌বো বল! জিহ্বায় লাল ঝ'র্‌তে ঝ'র্‌তে, কোন বৃক্ষমূলে গিয়ে ব'সে জিহ্বাকে সান্ত্বনা ক'র্‌বো আর কি! আহা, অবলা জিহ্বা কি বুঝ্‌বে! নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ নেহাত বিরল হ'য়ে প'ড়্‌লো! আহা, নাক রে!— আর গন্ধ শুঁকিস্‌নি, গেলুম, প্রাণে মারা গেলুম!

বিশ্বামিত্রের প্রবেশ

বিশ্বা। মহারাজ, আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করুন।

অম্ব। রাজর্ষি, স্বাগত! আপনার আগমনে আমার যজ্ঞস্থল পবিত্র।

বিশ্বা। মহারাজ, এ অপবিত্র যজ্ঞস্থল, স্বয়ং নারায়ণের আগমনেও পবিত্র হবে না, আমি কোন্ ছার! এ নরবলির বিধান আপনাকে কে দিয়েছে?

পুরো। কেন? শাস্ত্রমত আমিই বিধান দিয়েছি। যজ্ঞের উৎসর্গীকৃত পশু অপহৃত; নরমেধ আহুতি ব্যতীত, অগ্নিদেবকে বঞ্চিত ক'রে, রাজা মহাপাপে কিরূপে ত্রাণ পাবেন?

বিশ্বা। পশু অপহৃত হ'য়ে থাকে, এক পশুর পরিবর্ত্তে সহস্র পশু প্রদান করুন।

পুরো। না, ম'শায়, তা হয় না। আপনি তপস্যা ক'রে রাজর্ষিত্বই প্রাপ্ত হ'য়েছেন, এ সব ক্রিয়াকান্ড তো বড় অভ্যাস নাই। (অন্য ব্রাহ্মণের প্রতি) নাও, নাও, খড়্গ মন্ত্রপূত হ'য়ে থাকে, মহারাজকে দাও। অগ্নিদেবতা নরমেধের নিমিত্ত জিহ্বা বিস্তার ক'র্‌চেন।

সহকারী ব্রাহ্মণ। মহারাজ, খড়্গ গ্রহণ করুন।

অম্বরীষের খড়্গ লইবার উদ্যোগ

বিশ্বা। মহারাজ, ক্ষান্ত হ'ন। যজ্ঞফলে কি কাম্য বস্তু লাভ ক'র্‌বেন, যার জন্য নর-হত্যা, বালকহত্যা, ব্রহ্মহত্যায় প্রবৃত্ত হ'চ্চেন? এ মহাপাতকে কিরূপে নিস্তার পাবেন? মহারাজ অবগত আছেন, যদিও সুরথ রাজা দেবী-সমক্ষে লক্ষ ছাগবলি দিয়েছিলেন, কিন্তু বধজনিত পাপে লক্ষ অস্ত্রাঘাত তাঁরে সহ্য ক'র্‌তে হ'য়েছিল: দেবীর কৃপায়ও অস্ত্রাঘাত রোধ হয় নাই, লক্ষ অস্ত্র এককালীন তাঁর দেহে পতিত হয়। নরহত্যা মহাপাপে আপনি কিরূপে নিস্তার পাবেন?

অম্ব। রাজর্ষি, উনি আমার পুরোহিত। ওঁর আজ্ঞা আমি কেমন ক'রে লঙ্ঘন ক'র্‌বো?

বিশ্বা। যদি নিতান্ত নরহত্যা আপনার সঙ্কল্প হয়, বালককে দেবারাধনার অবসর দেন। (শুনঃশেফের প্রতি) বালক, উপদেশমত দেবারাধনা কর।

শুনঃশেফের নারায়ণ-স্তব গান

নবীন নীরদ, নব নটবর, নীল নলিন-নয়ন।
মধুসূদন, মুরলী-মোহন, মথিত-মান-মদন॥
নাভ-নীরজ, নাগশয়নে নিদ্রিত নিরঞ্জন।
রাজীব-রাজ রাতুল চরণ-রাধিত হৃদিরঞ্জন॥
যজ্ঞেশ্বর, যোগেশ্বর, যম-যন্ত্রণা-ভঞ্জন।
প-নিবাস নরকনাশ, নীরজা-নয়ন-অঞ্জন॥
নারায়ণ, নারায়ণ, নমো নমো নারায়ণ!

পুরো। রাজর্ষি, যজ্ঞেশ্বর নারায়ণ যজ্ঞ পূর্ণ ক'র্‌বার জন্য শিলারূপে উপস্থিত। তিনি অবৈধকার্য্য ক'রে, বালককে আশ্রয় দিয়ে, যজ্ঞে বিঘ্ন উৎপাদন কর্‌বেন না।

বিশ্বা। রাজ-পুরোহিত, যদি পশুর পরি-বর্ত্তে বালক দ্বারা যজ্ঞ সম্পন্ন হয়, তবে এই বালকের পরিবর্ত্তে ঋষির মেদ দ্বারা যজ্ঞ পূর্ণ করুন। (অম্বরীষের প্রতি) মহারাজ, আজ্ঞা দেন, এই বালকের বন্ধন মুক্ত ক'রে আমাকে এই যূপকাষ্ঠে বন্ধন করুক।

অম্ব। রাজর্ষি, কিরূপ আজ্ঞা ক'চ্চেন?— আপনি ঋষি, আপনাকে বধ ক'র্‌বো কিরূপে?

বিশ্বা। মহারাজ, আমি স্বেচ্ছায় শরীর অর্পণ ক'চ্চি। আমি যজ্ঞেশ্বর শালগ্রাম সম্মুখে ব'ল্‌ছি যে, আমার বধজনিত পাপ আপনাকে স্পর্শ ক'র্‌বে না। এই ভয়ার্ত্ত বালককে বধ ক'র্‌লে নিশ্চয় আপনি পাপভোগী হবেন; আমায় বধ ক'র্‌লে, আপনি পাপভোগী হবেন না; আপনার যজ্ঞ পূর্ণ হবে। আপনার মঙ্গল হ'ক! এই বালক-পরিবর্ত্তে আমাকে বধ করুন।

পুরোহিত। বিশ্বামিত্র, তোমার যে বড়ই উদারতা! ভাল, পরিবর্ত্ত গ্রহণ ক'র্‌লেম। এই উৎসর্গীকৃত দ্রব্যসকল আহার ক'রে যূপকাষ্ঠে মস্তক প্রদান করুন। অভুক্ত বলিপ্রদান নিষেধ।

সদা। এই যে আমি ভোজন ক'চ্চি। (অম্বরীষের প্রতি) রাজা, আমি বলি যাব;

আর কিছু নিয়ে এস, ততক্ষণ এই মোণ্ডা দুটো তুলে খাই।

পুরো। কে এ, কে এ?

সদা। কে এ, কি? আমি ব্রাহ্মণ।

অম্ব। ব্রাহ্মণ, দণ্ড পাবে।

সদা। আর কি দণ্ড দেবে, রাজা? মুণ্ড দিতেই ব'সেছি, তা আর দণ্ড দেবে কি?

অম্ব। ব্রাহ্মণ, স্থির হও! যদি তোমার ভোজন ক'র্‌বার ইচ্ছা হয়, প্রচুর ভোজ্যসামগ্রী দিচ্চি, ক্রিয়া নষ্ট ক'রো না।

সদা। প্রচুর দেন, এখনি ভক্ষণ ক'র্‌বো। কিন্তু আমি ব্রাহ্মণ, যজ্ঞসূত্রও ধারণ করি, পেটের জ্বালায় সন্ধ্যা-আহ্নিক তত পারি আর না পারি, বাপ-পিতামহের মর্য্যাদা ভুলি নাই। বালকরক্ষা, ঋষিরক্ষার্থে দেহদানে আমি কাতর নই। আমি বিস্মৃত নই যে, ব্রাহ্মণই লোক-হিতার্থে ইন্দ্রের বজ্রনির্ম্মাণের জন্য অস্থি প্রদান ক'রেছিলেন, যে বজ্রে বৃত্রাসুর বধ হয়। আমিও সেই ব্রাহ্মণ, সেই ব্রাহ্মণের যজ্ঞসূত্র ধারণ করি, আমিও রাজর্ষি-রক্ষার্থ, বালক-রক্ষার্থ মুণ্ড প্রদান ক'র্‌বো। তবে এক আক্ষেপ রইল, আপনার পুরোহিত হ'তে পার্‌লুম না: যদি পুরোহিত হ'তেম, যে যজ্ঞের পশু হারিয়েছে, তার পরিবর্ত্তে আপনার ওই নর-পশু-স্বরূপ পুরোহিত-পশুকে বলি প্রদানের বিধান দিতুম।

অম্ব। এ কি বাতুল না কি!

সদা। আরে, না, না, তুমি ভোজ্য বস্তু আনাও। জিহ্বার অভিশাপ হ'তে মুক্ত হ'য়ে তোমার যজ্ঞে মুণ্ড প্রদান ক'চ্চি। আনাও, আনাও--ততক্ষণ আমি তণ্ডুলই চালাই।

নৈবেদ্যাদি আহারকরণ

বিশ্বা। মহারাজ, এ বাতুল ব্রাহ্মণকে নিরস্ত করুন! আমায় অস্ত্রাঘাত করুন। (সদানন্দের প্রতি) সখা, কার নিমিত্ত পবিত্র ব্রাহ্মণ-জীবন বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হ'য়েছ? আমি ব্যভিচারী, কামকলার মোহে মুগ্ধ হ'য়ে তপস্যা বিসর্জ্জন দিয়েছিলেম। ক্রোধের বশী-ভূত হ'য়ে নিরপরাধ রম্ভাকে কঠোর শাপ প্রদান ক'রেছি! আমি ক্ষত্রিয়াধম, আমার নিমিত্ত দেব-শরীর পরিত্যাগ ক'রো না।

যূপকাষ্ঠে মস্তক প্রদান

সদা। মহারাজ, মহারাজ, ও বলি হবে না, ওঁর গায়ে ঘা আছে। আরে ও ভেড়ে, ও পশু-পুরুত, আমার উপর তোর রাগ হ'চ্চে না? আমায় বলি দিতে বল্ না! ও রাজা, ও বিশ্বামিত্র, তোর আক্কেল-অকুব সব খুইয়ে-ছিস্? ম'র্‌তে যাচ্ছিস্ কি! উঠ্‌বি তো ওঠ—

বিশ্বা। সখা, ক্ষান্ত হও। তুমি আমার জীবনরক্ষা ক'রে আমায় প্রায়শ্চিত্ত হ'তে বঞ্চিত ক'র্‌বে? কলঙ্ককালিমাময় জীবন রক্ষা ক'রে তুমি কলঙ্কিত হবে। আমার কঠোর পাপের প্রায়শ্চিত্তের বাধা দিও না।

সদা। তবে আয়, আর খাওয়া হ'লো না, একত্রেই মরি! দাও, রাজা, জোড়া কোপ দাও।

বিশ্বা। (সদানন্দকে নিবারণ করিয়া) রাজা, এই বাতুল ব্রাহ্মণকে স্থানান্তর ক'র্‌তে আজ্ঞা দিন।

সদা। রাজা, রাজা, আমার মমতা কেন ক'চ্ছ? তুমি রাজ্যধন সমস্ত পরিত্যাগ ক'রে, ব্রহ্মর্ষিত্ব-লাভ-আশায় তপস্যায় প্রবৃত্ত হ'য়েছ, এখনও তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হয় নাই। অভীষ্ট সিদ্ধ না হ'লে তোমার প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হবে। আমার অকর্ম্মণ্য জীবন-দানে পৃথিবীর কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। মহারাজ অম্বরীষ, আমায় বলি প্রদান কর, ঋষি-হত্যা ক'রো না। আমি ব্রাহ্মণ, তোমায় আশীর্ব্বাদ ক'চ্ছি, তোমার যজ্ঞ পূর্ণ হ'ক।

পুরোহিত। (রক্ষিগণের প্রতি) তোমরা দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছ কি! এই উন্মাদটাকে টেনে নিয়ে যাও।

রক্ষিগণের সদানন্দকে আকর্ষণ করণ

(অম্বরীষের প্রতি) রাজা, বলি প্রদান কর।

সদানন্দ। ব্রহ্মণ্যদেব, তুমি কি নাই?— আমি ব্রাহ্মণ হ'য়ে প্রতিপালকের জীবন, রাজার জীবন, ঋষির জীবন রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌লুম না! তবে আমার যজ্ঞসূত্র ছিন্ন ক'র্‌বো,—বৃথা সূত্র কেন গলায় ধারণ করি! (যজ্ঞোপবীত ছিন্ন করণের উপক্রম)

ব্রহ্মণ্যদেবের প্রবেশ

ব্রহ্মণ্য। কে ব'ল্লে ব্রহ্মণ্যদেব নাই? এই দেখ রাজার খড়্গ ভেঙ্গে গেছে।

অম্ব। (বিশ্বামিত্রকে বধ করিতে গিয়া

ভগ্ন-খড়্গ দেখিয়া) কি হ'ল! মহাবিঘ্ন—আমার কার্য্য পণ্ড হ'লো!—পিতৃলোকের তৃপ্ত্যর্থে যজ্ঞের সূচনা ক'রেছিলেম, পিতৃলোকের অভিশাপগ্রস্ত হ'তে হ'ল। দেবগণ আহূত হ'য়ে বিমুখ হ'য়ে যাবেন, বিধি-বিড়ম্বনে নরক-গামী হ'লেম! হায় হায়, বহুকালব্যাপী আয়োজন ক'রেছিলেম, সমস্ত পণ্ড হ'লো।

ছাগ লইয়া সুনেত্রার প্রবেশ

সুনেত্রা। না, মহারাজ, আপনার কার্য্য পণ্ড হবে না; রাজর্ষির পদার্পণে সকল কার্য্য সিদ্ধ হয়। এই নিন, আপনার অপহৃত যজ্ঞের পশু,—দেবরাজ আপনাকে ছলনা ক'র্‌বার নিমিত্ত হরণ ক'রেছিলেন। আপনাকে নরহত্যায় লিপ্ত হ'তে হবে না, আপনার যজ্ঞ পূর্ণ হবে। স্বয়ং চতুর্ম্মুখ দেবরাজের সহিত আপনার যজ্ঞের হবির্গ্রহণার্থে উপস্থিত।

বিশ্বা। সাধ্বি, ধর্ম্মসহায়িনি, যদি আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়, সে তোমার অতুল পতিভক্তি-প্রভাবে! আত্মত্যাগিনি, নারীকুলে তুমিই ধন্যা!

ব্রহ্মা ও ইন্দ্রের প্রবেশ

ব্রহ্মা। বিশ্বামিত্র, তুমি ধন্য! ধন্য তোমার আত্মত্যাগ! আজ তোমায় মহর্ষিত্ব প্রদান ক'র্‌লেম, লোকসমাজে মহর্ষি নামে পরিচিত হও। মহারাজ অম্বরীষ, এই তোমার উৎসর্গীকৃত যজ্ঞের পশু। নরহত্যার প্রয়োজন নাই, আহুতি প্রদান কর। মহাতপা বিশ্বামিত্রের আগমনে তোমার যজ্ঞ পূর্ণ।

সকলে। জয়, মহর্ষি বিশ্বামিত্রের জয়।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

হিমালয় পর্ব্বত

তপস্যারত বিশ্বামিত্র। তপঃপ্রভাবে চতুর্দ্দিকে অগ্ন্যুৎপাদন

ব্রহ্মার প্রবেশ

ব্রহ্মা। মহর্ষি, ব্রহ্মর্ষি ব্যতীত যে বর তুমি প্রার্থনা কর, সেই বর আমি তোমায় প্রদান কচ্ছি, তপস্যায় ক্ষান্ত হও।

বিশ্বা। পদ্মযোনি, আমি পুনঃ পুনঃ চরণে নিবেদন ক'রেছি, আমি অন্য বর-প্রার্থী নই। আপনি স্বস্থানে গমন করুন।

ব্রহ্মা। তুমি মহর্ষিত্ব লাভ ক'রে কেন জীবের অকল্যাণ সাধন ক'চ্চ? তোমার ঘোর তপস্যায় সংসার তাপিত, দেবকুল আকুল, দেখ এই তুষারাবৃত হিমাদ্রি-শৃঙ্গে অগ্নি প্রজ্বলিত হ'চ্ছে।

বিশ্বা। দেব, আপনার আজ্ঞায় আমি তো তপস্যায় ক্ষান্ত হ'য়েছি! আমি প্রায়োপবেশনে আছি। আমি অনাহারে দেহ পরিত্যাগ ক'র্‌বো।

ব্রহ্মা। তুমি উচ্চ মহর্ষিত্ব লাভ ক'রেছ, তথাপি ক্ষুব্ধ কি নিমিত্ত?

বিশ্বা। হে বিরিঞ্চি, রাজীব চরণে নিবেদন,
দৃঢ়পণে, ধন-জন-সংসার-বর্জ্জনে,
ব্রহ্মর্ষিত্ব-লাভের কারণে
প্রতিজ্ঞা ক'রেছি দৃঢ়।
কহ, কোন্ বর্ণাশ্রমে স্থান মম এবে?
যদি না হই ব্রাহ্মণ,
হব আমি ক্ষত্রিয় অধম;
প্রতিজ্ঞা-পূরণ ক্ষত্রিয়ের জীবনের সাধ।
প্রতিজ্ঞা-পালনে যেই ক্ষত্রিয় অক্ষম,
শ্রেয়ঃ তার দেহ-পরিহার,
কর, ধাতা স্বস্থানে গমন।

[ব্রহ্মার প্রস্থান।

করিলাম কঠোর সাধন,
উপহাস-ভাজন হইতে তিন লোকে।
জ্ঞান হয়, স্বল্পকালে
দেহ-ক্ষয় হইবে নিশ্চয়।

ছদ্মবেশী ধর্ম্মরাজের প্রবেশ

কে তুমি?

ধর্ম্মরাজ। আমি শমন-কিঙ্কর

বিশ্বা। হেথায় কি নিমিত্ত?

ধর্ম্ম। বিচারার্থে আপনাকে যমপুরে ল'য়ে যাবার জন্য।

বিশ্বা। যাও, আমি যমরাজের বিচারাধীন নই।

ধর্ম্ম। অবশ্য বিচারাধীন। যে ব্যক্তি পাপ সঞ্চয় করে, সেই বিচারাধীন। ঋষিগণ, তপস্বি-গণ, যিনি পাপাচার—তাঁরই প্রতি দণ্ড-প্রদানে যমরাজের অধিকার আছে।

বিশ্বা। আমায় কি নিমিত্ত পাপাচার ব'ল্‌ছ?

ধর্ম্ম। আপনি আত্মহত্যার মানস ক'রেছেন, আপনার অধিক পাপাচার কে?

বিশ্বা। প্রায়োপবেশন শাস্ত্র-সঙ্গত, এতে আমি পাপাচারী নই।

ধর্ম্ম। এ প্রায়োপবেশন নয়। যে পুণ্যবান্ ঈশ্বর-লাভাশায় অনশনে দেহ ত্যাগ করেন, প্রায়োপবেশন তাঁর হয়। আপনি অভিমানে দেহ ত্যাগে প্রবৃত্ত হ'য়েছেন, মানসিক আত্মহত্যা-পাপে আপনি লিপ্ত।

বিশ্বা। আমার কি মৃত্যুকাল নিকট?

ধর্ম্ম। আপনার পরমায়ু এখনও বহুদিন আছে, কিন্তু স্বেচ্ছায় দৈহিক নিয়ম পরিত্যাগ ক'রে দেহ ক্ষয় ক'রেছেন। আজ যদি অনাহারী থাকেন, আপনার আত্মা এ কলেবর ত্যাগ ক'র্‌বে। দেহ-ভঙ্গে আত্মার দেহে আব স্থান হয় না। যে দিন আপনি মরণ সঙ্কল্প ক'রেছেন, সে দিন হ'তে আমি আপনার সঙ্গে ছিলেম; দূরে ছিলেম, এক্ষণে নিকটে এসেছি। আপনার যোগদৃষ্টি প্রস্ফুটিত; ঐ দেখুন, সম্মুখে নিবিড় অন্ধকার—ঐ তমোময় স্থানে আত্ম-হত্যাকারীদের বাস। এরা অভিমানে আত্মহত্যা ক'রেছে। আপনিও আত্মহত্যায় প্রবৃত্ত হ'য়েছেন। ওদের দল পুষ্ট হবে, সে জন্য দেখুন, সকলে আনন্দ ক'চ্চে।

বিশ্বা। সত্য ব'লেছ; দেহনাশের প্রয়োজন নাই। এই তুষারাবৃত জনশূন্য দেশে কোন ভোজ্যবস্তু তো নাই, দেখি যদি কোথাও কিছু পাই। দেহীর নিয়ম রক্ষা ক'রে পুনরায় ঘোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হব।

[বিশ্বামিত্রের প্রস্থান।

ব্রহ্মার পুনঃ প্রবেশ

ধর্ম্ম। পদ্মযোনি, ব্রহ্মর্ষিত্ব প্রদান করুন, নচেৎ মহর্ষি পুনরায় ঘোরতপারূঢ় হবেন।

ব্রহ্মা। এখনও অন্তরায় আছে; সে অন্তরায় না দূর হ'লে ব্রাহ্মণত্ব কিরূপে প্রদান ক'র্‌বো?

ধর্ম্ম। এখনও অন্তরায়? হে ধাতা, আপনার নিয়মে কি নরক দর্শনেও অন্তরায় দূর হয় নাই?

ব্রহ্মা। ধর্ম্মরাজ, তুমি তো সকলই অবগত আছ। পাপের ফল তপঃপ্রভাবে লাঘব হয় সত্য, কিন্তু একেবারে নির্ম্মূল হয় না। তপের প্রভাবে যে স্থলে বজ্রাঘাত হ'ত, তা নিবারিত হ'য়ে সূচিকাঘাত হবে নিশ্চয়। কিন্তু, ধর্ম্ম-রাজ, তোমার যখন কৃপা হ'য়েছে, সে অন্তরায় দূর হবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

হিমালয়-শৃঙ্গোপরি হ্রদ

বিশ্বামিত্রের প্রবেশ

বিশ্বা। এ তুষারময় প্রদেশে তো কোন ভোজ্য বস্তুই পেলেম না। (সহসা সম্মুখস্থ হ্রদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া) এ কি, এ স্থানে এমন সুন্দর হ্রদ আছে, তা জানিনি! আশ্চর্য্য হ্রদ, তুষারাচ্ছাদিত নয়,—একটী কমল বিকশিত র'য়েছে নয়? অনুমান হয়, কোন তাপসের তপঃফলে, নচেৎ এ প্রদেশে এরূপ কমল সম্ভব নহে। এই মৃণাল উত্তোলন ক'রে জীবনধারণ করি। (হ্রদ হইতে মৃণাল উত্তোলন করিয়া) যদিও আমি দৈহিক নিয়ম লঙ্ঘন ক'রে যমদণ্ড উপেক্ষা ক'র্‌তে সক্ষম, কিন্তু নিয়ম-লঙ্ঘনের প্রয়োজন নাই। আমার আদর্শে বহু অনিষ্টের সম্ভাবনা, আত্মঘাতী হ'তে লোকে ভীত হবে না। ইষ্টদেবকে নিবেদন ক'রে, মৃণাল ভক্ষণ করি।

ইষ্টদেবকে নিবেদন করিয়া মৃণাল আহারে উদ্যোগ, এমন সময়ে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশে ইন্দ্রের প্রবেশ

ইন্দ্র। ও কি, ও কি, ও কি মৃণাল? আমার মৃত্যু উপস্থিত, অদ্য অনাহারে থাক্‌লেই মৃত্যু হবে।

বিশ্বা। আপনি কে?

ইন্দ্র। আমি অনাহারী ব্রাহ্মণ, শীঘ্র মরণ হ'লেই যন্ত্রণার অবসান হয়।

বিশ্বা। স্থির হ'ন! এই মৃণাল আহার ক'রে জীবন রক্ষা করুন।

ইন্দ্র। আর, বাবা, তুমি? তুমি বোধ হয়, রোজ ভোজ্যবস্তু পাও?

বিশ্বা। না, আমিও উপবাসী আছি।

ইন্দ্র। তুমি উপবাসী থাক্‌লে তো তোমার মৃত্যু হবে না?

বিশ্বা। অদ্য দিবারাত্র উপবাসী থাক্‌লে আমার মৃত্যু হবে।

ইন্দ্র। যেখান থেকে মৃণাল এনেছ, তথায় বোধ হয় আরও মৃণাল আছে, আহরণ ক'র্‌বে?

বিশ্বা। তুষারাবৃত প্রদেশ, তৃণ পর্য্যন্ত জন্মে না, এ স্থান হ'তে চর্তুর্দ্দিকে শতক্রোশের মধ্যে ভোজ্যবস্তু নাই। সম্মুখস্থ হ্রদে এই একটী মাত্র মৃণাল ছিল।

ইন্দ্র। এ্যাঁ, তবে কি হবে? তুমি যে মারা যাবে! আমি কিরূপে এ মৃণাল গ্রহণ ক'র্‌বো?

বিশ্বা। আপনি কুণ্ঠিত হবেন না, গ্রহণ করুন। আমি স্বেচ্ছায় উপবাসী, আপনার ন্যায় দৈব বিড়ম্বনায় নয়।

ইন্দ্র। এ্যাঁ, তুমি স্বেচ্ছায় উপবাসী! সে কি? তুমিই আহার ক'রে প্রাণরক্ষা কর। আমার মৃত্যুতে আমি পাতকভাগী হব না, তুমি আত্ম-হত্যার পাপে পাতকী হ'য়ে, যমপুরে দণ্ড প্রাপ্ত হবে।

বিশ্বা। ব্রাহ্মণ, তুমি যেরূপ কাতর, তোমার কাতরতা দূর ক'র্‌বার জন্য আমি কোটিকল্প নরক-যন্ত্রণায় ভীত নই। তুমি প্রফুল্লচিত্তে আমার দান গ্রহণ কর। (মৃণাল প্রদান)

ইন্দ্র। ধন্য তোমার দয়াগুণ! তুমি ব্রাহ্মণের জীবন-রক্ষার্থ আত্মহত্যা-পাপ-জনিত নরক-গামী হ'তেও প্রস্তুত। তোমার এ মৃণালদান ত্রৈলোক্য দান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ!

[মৃণাল লইয়া ইন্দ্রের প্রস্থান।

বিশ্বা। বোধ হয়, মৃত্যু নিকট, ইন্দ্রিয়-সকল বিকল হ'চ্চে! কিন্তু যে আত্মপ্রসাদ লাভ হ'য়েছে, এর নিকট ব্রহ্মর্ষিত্ব-লাভ তুচ্ছ! নরক-যন্ত্রণাও আমায় পীড়িত ক'র্‌বে না। তনু-ত্যাগের সময় উপস্থিত, নারায়ণের স্মরণ করি। নারায়ণ! নারায়ণ!—

ব্রহ্মার প্রবেশ

ব্রহ্মা। বিশ্বামিত্র, আমি পুনরায় তোমার নিকট এসেছি। ব্রহ্মর্ষিত্ব ব্যতীত তুমি অপর বর প্রার্থনা কর। আমার আগমন নিষ্ফল ক'রো না, আমি তোমায় মৃত্যুমুখ হ'তে রক্ষা ক'চ্চি।

বিশ্বা। চতুরানন, আমার অভীষ্ট বিফল; আমি মৃত্যুমুখ হ'তে পরিত্রাণলাভের ইচ্ছা করি না। যদি বর প্রদান ক'র্‌বেন, আমার এক প্রার্থনা, তপস্যায় আমি যে যোগৈশ্বর্য্য লাভ ক'রেছি, সেই যোগৈশ্বর্য্য গ্রহণ ক'রে আমায় ঐশ্বর্য্যবিহীন করুন।

ব্রহ্মা। যোগৈশ্বর্য্য-বর্জ্জনে তোমার লাভ কি?

বিশ্বা। মৃত্যুকালে অভিমানশূন্য হওয়া আমার প্রার্থনা; নিরৈশ্বর্য্য হ'য়ে প্রাণত্যাগ ক'র্‌তে আমি ইচ্ছা করি। আমি অভিমানশূন্য হই, এই আমার একমাত্র বাসনা।

ব্রহ্মা। বিশ্বামিত্র, আজ হ'তে তোমায় ব্রহ্মর্ষিত্ব প্রদান ক'র্‌লেম। আজ হ'তে তুমি ব্রাহ্মণ।

বিশ্বা। লোক-পিতামহ, দাস কৃতার্থ! কিন্তু আমার ব্রাহ্মণত্ব-প্রাপ্তি আপনি জনসমাজে প্রকাশ করুন, নচেৎ আমি জনসমাজে ব্রাহ্মণ ব'লে কিরূপে পরিগণিত হব?

ব্রহ্মা। বৎস, বশিষ্ঠের নিকট গমন কর। তাঁরে ব'লো, আমি তোমায় ব্রহ্মর্ষিত্ব প্রদান ক'রেছি। তিনি তোমার ব্রাহ্মণত্ব স্বীকার ক'র্‌লেই তুমি লোকসমাজে বাহ্মণ ব'লে গণ্য হবে।

বিশ্বা। বশিষ্ঠ আমার কথায় প্রত্যয় ক'র্‌বে?

ব্রহ্মা। বশিষ্ঠ জানে, তুমি মিথ্যাবাদী নও। আমি বর প্রদান ক'রেছি, এ কথা সে অবিশ্বাস ক'র্‌বে না। তুমি বশিষ্ঠের নিকট গমন কর।

বিশ্বা। প্রভু, আমি অনাহারী, শারীরিক নিয়মে অদ্যই আমার দেহত্যাগ হবে। আমার অভীষ্টলাভ হ'য়েছে, আর আমার দেহধারণে প্রয়োজন নাই। আমি ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ ক'রেছি— সংসারে প্রচার হয়, এইমাত্র আমার অভিপ্রায়।

ব্রহ্মা। তোমার যশোলাভ ইচ্ছা?

বিশ্বা। না।

ব্রহ্মা। তবে প্রচারের প্রয়োজন?

বিশ্বা। অতি উচ্চ প্রয়োজন, শুন পদ্মযোনি!
উচ্চ তত্ত্ব বুঝিবে অবনী,
ব্রাহ্মণত্ব তপস্যা-অধীন।
বর্ণান্তরে জন্মি, যদি উচ্চচেতা জন
করে আকিঞ্চন ব্রাহ্মণত্ব করিতে অর্জ্জন,

তপের প্রভাবে তাহা লভিবে নিশ্চয়।
ব্যাপিয়ে সংসার, আছে সংস্কার,
ব্রাহ্মণ-ঔরসে মাত্র জনমে ব্রাহ্মণ।
আদর্শে আমার, হবে ভুবনে প্রচার,
শ্রেষ্ঠ নীচ—আচারে মানব;
তপশ্চারী যেই নর, ব্রাহ্মণত্ব তার।
শ্রেষ্ঠ হয় সর্ব্বাপেক্ষা আচারে ব্রাহ্মণ।
জন্ম লভি ব্রাহ্মণের ঘরে,
বাল্যাবধি সুদীক্ষিত হয় নিষ্ঠাচারে,
এই মাত্র বিপ্রগৃহে জনমে গৌরব।
এই সত্য অবনীতে হইলে প্রচার,
নিশ্চয় হইবে, ধাতা, উন্নত সংসার।
সংসারের হিত-অর্থে মম আকিঞ্চন,
ব্রাহ্মণত্ব লভিয়াছি, জানে জগজ্জন।

ইন্দ্রের প্রবেশ

ইন্দ্র। ব্রহ্মর্ষি, আমি ইন্দ্র, তোমায় ছলনা ক'র্‌বার জন্য ব্রাহ্মণবেশ ধারণ ক'রেছিলেম। তুমি ব্রহ্মর্ষি, তোমার আর দেহাদির নিয়ম কি! —তুমি সমস্ত নিয়মের বহির্ভূত।

বিশ্বা। দেবরাজ,
কুদৃষ্টান্ত স্থাপনে বাসনা নাহি মনে!
শাস্ত্রের বচন, ত্রিকালজ্ঞ হয় যেই জন,
ইচ্ছামাত্র সাগর লঙ্ঘিতে ক্ষম;
তথাপিও বিধির নিয়ম,
লঙ্ঘন উচিত নহে তার!
ধাতার নিয়ম করি মস্তকে ধারণ।

ব্রহ্মা। আমারই নিয়মে, তোমার ন্যায় তপশ্চারী সকল নিয়মের অতীত। অদ্য হ'তে স্বেচ্ছায় তুমি ত্রিলোক-ভ্রমণের অধিকারী। যখন যে লোকে ভ্রমণ-ইচ্ছা হবে, মানসগতিতে তখনই সে লোকে উপস্থিত হ'তে পার্‌বে। বৎস, ধরার হিতসাধনের জন্য তোমার দেহধারণ, কালে স্বয়ং নারায়ণ তোমার শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'র্‌বেন। তোমার মঙ্গল হ'ক্!

বিশ্বা। নমো নমো, হে চতুরানন,
নমো রক্তাম্বর, আরক্ত-বরণ!
ভীম একার্ণবে, নাগপৃষ্ঠে অনন্ত-শয়ন
নাভিপদ্মে মহান্ উদ্ভব!
সৃষ্টির আকর, লোকস্রষ্টা লোক-পিতামহ,
নমো ধাতা, ব্রহ্মজ্ঞানদাতা!
বেদবিদ্যা বীণাপাণি নিয়ত আশ্রিতা।
বেদবক্তা, মগ্ন মহাধ্যানে!
নমো নমো বিধি,
নিরবধি লোকত্রয় কল্যাণ-কামনা!
পূরিল বাসনা, অপার করুণা,
নমে দাস চরণ-অম্বুজে!

সিদ্ধচারণগণের প্রবেশ

গীত

শুদ্ধ চিত্ত, ধরা পবিত্র, বর নর তপশ্চারী।
পৌরুষ যশ, পরম আদর্শ, তাপস-হর্ষকারী॥
বিশ্বামিত্র জগৎমিত্র, উদ্যম প্রচারি,
উচ্চবিভব গৌরবলাভ, বিঘ্নবাধা বারি;
ব্রহ্ম-ঋষি মনীষী পুরুষ, যাজী, যোগধারী,
জয় জয় জয়, পরহিতব্রত, আশ্রিত-ভয়হারী॥

[ব্রহ্মা ও ইন্দ্র ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

ইন্দ্র। হে পদ্মযোনি, যখন স্বয়ং ব্রহ্মর্ষিত্ব প্রদান ক'রেছেন, তখন বশিষ্ঠের অপেক্ষা কি?

ব্রহ্মা। দেবরাজ, ব্রাহ্মণ সামান্য নয়—যার পদচিহ্ন নারায়ণ স্বয়ং বক্ষে ধারণ করেন। সম্পূর্ণ সংস্কার ব্যতীত ব্রাহ্মণ হয় না। বশিষ্ঠের সহিত মিলনে সে সংস্কার পূর্ণ হবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

বশিষ্ঠের আশ্রম

বশিষ্ঠ ও অরুন্ধতী

অরু। প্রভু, আবার বিশ্বামিত্রের সহিত কলহ, আমার হৃৎকম্প হ'চ্চে! অতি ক্রোধন-স্বভাব ঋষি, তারই ক্রোধে আমার শতপুত্র বিনষ্ট হ'য়েচে। শক্তির একমাত্র পুত্র পরাশরের মুখ চেয়ে গৃহবাসী হ'য়ে আছি। বংশধর একটী সন্তান, বিশ্বামিত্রের কোপে তার না অমঙ্গল হয়। তা হ'লে, প্রভু, কাকে নিয়ে গৃহবাসী হব? বিশ্বামিত্রের সহিত আর কলহের প্রয়োজন নাই।

বশিষ্ঠ। সাধ্বি, আমি কলহপ্রিয় নই; বিশ্বামিত্রের সহিত আমার কোন বিবাদ নাই।

অরু। তবে, প্রভু, কি নিমিত্ত তাঁকে ব্রাহ্মণ স্বীকার ক'চ্ছেন না? বিশ্বামিত্র দু'বার দ্বারস্থ

হ'য়েছেন, তথাপি কেন তাঁকে বিমুখ ক'রেছেন?

বশিষ্ঠ। শাস্ত্র অমান্য আমি কিরূপে ক'র্‌বো? ব্রাহ্মণের লক্ষণ দর্শন ব্যতীত কিরূপে ব্রাহ্মণ ব'লে স্বীকার পাব?

অরু। প্রভু, অবলার অপরাধ মার্জ্জনা করুন! স্বয়ং পদ্মযোনি তাঁকে ব্রহ্মর্ষিত্ব প্রদান ক'রেছেন, আপনি কেন অস্বীকার ক'চ্চেন? তবে কি পদ্মযোনি তাঁকে ব্রহ্মর্ষিত্ব প্রদান করেন নাই?

বশিষ্ঠ। বিশ্বামিত্র মিথ্যাবাদী নন। ব্রহ্মা তাঁরে ব্রহ্মর্ষিত্ব প্রদান ক'রেছেন।

অরু। তবে, প্রভু, আপনি কেন অস্বীকার ক'চ্চেন?

বশিষ্ঠ। সাধ্বি, বেদবিধি ব্রহ্মার মুখ-নিঃসৃত। তিনি ব্রহ্মর্ষিত্ব প্রদান ক'রেছেন, আমার বিশ্বাস; তথাপি আমি চির-প্রচলিত শাস্ত্র অমান্য কদাচ ক'র্‌বো না। যখন তাঁরই আদেশ, যে, আমি ব্রাহ্মণ ব'লে স্বীকার ক'র্‌লে, তবে বিশ্বামিত্র জগতে ব্রাহ্মণ ব'লে প্রচার হবে, তখন আমি শাস্ত্রীয় লক্ষণ বিশ্বামিত্রে না দে'খে কদাচ তাঁকে ব্রাহ্মণ ব'লে স্বীকার ক'র্‌বো না।

অরু। প্রভু, বংশরক্ষার জন্য দাসী অনুরোধ ক'চ্চে। ব্রহ্মা যাঁরে ব্রাহ্মণ ব'লে স্বীকার ক'রেছেন, আপনি কেন তাঁরে ব্রাহ্মণ ব'লে স্বীকার ক'র্‌বেন না?

বশিষ্ঠ। সাধ্বি, বংশরক্ষা কি ছার! আমি কোন প্রকার অনিষ্ট আশঙ্কায়, ব্রাহ্মণ হ'যে শাস্ত্রের অমান্য কদাচ ক'র্‌বো না। যত দিন না বিশ্বামিত্রে ব্রাহ্মণের লক্ষণ দৃষ্টি করি, আমি কদাচ তাঁরে ব্রাহ্মণ স্বীকার ক'র্‌বো না।

অরু। প্রভু, ব্রাহ্মণের লক্ষণ কি?

বশিষ্ঠ। সাধ্বি, তুমি তো সকল অবগত। যখন শবলার নিমিত্ত বিশ্বামিত্রের সঙ্গে বিবাদ হয়, তখন ব্রাহ্মণের লক্ষণ কি, তুমিই তো আমায় স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলে। শম, দম, তিতিক্ষা, অহিংসা, যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান, প্রতিগ্রহ—এই সকল লক্ষণ যাতে প্রকাশ, সেই-ই ব্রাহ্মণ। কুটীরে গমন কর, বিশ্বামিত্র আস্‌ছে।

[অরুন্ধতীর প্রস্থান।

বিশ্বামিত্রের প্রবেশ

বিশ্বা। নমো নারায়ণ! কি, তুমি এখনও আমায় ব্রাহ্মণ ব'লে স্বীকার ক'র্‌লে না? আমি তৃতীয় বার তোমার নিকট এসেছি। এবার যদি তুমি আমায় ব্রাহ্মণ ব'লে না স্বীকার কর, তোমাব ঘোর অনিষ্ট হবে।

বশিষ্ঠ। ইষ্ট হ'ক বা অনিষ্ট হ'ক, অব্রাহ্মণকে আমি কি ব'লে ব্রাহ্মণ স্বীকার ক'র্‌বো?

বিশ্বা। শোন, তুমি কি আমায় অবিশ্বাস কর? ব্রহ্মা আমায় বর প্রদান ক'রেছেন, আমি ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ ক'রেছি।

বশিষ্ঠ। ব্রহ্মা বর প্রদান ক'রেছেন, আমি অস্বীকার করি না, কিন্তু যতদিন তোমাতে আমি ব্রাহ্মণের লক্ষণ না দেখ্‌বো, আমি ব্রাহ্মণ ব'লে স্বীকার ক'র্‌বো না।

বিশ্বা। আমি কোথা হ'তে আগমন ক'চ্চি, জান?

বশিষ্ঠ। সে জান্‌বার প্রয়োজন আমার নাই।

বিশ্বা। শোন, আমি ব্রহ্মার আদেশে তোমার নিকট এসে তোমায় নমস্কার করায়, তুমি প্রতি-নমস্কার কর নাই। এ সংবাদ আমি ব্রহ্মাকে জানাই, তিনি পুনর্ব্বার তোমার নিকট আস্‌তে বলেন। আমি পুনর্ব্বার এসে তোমায় নমস্কার করি, তুমি প্রতি-নমস্কার কর নাই। সেই জন্য পুনর্ব্বার ব্রহ্মলোকে গিয়েছিলেম।

বশিষ্ঠ। এ সংবাদে আমার প্রয়োজন কি?

বিশ্বা। আমি ব্রহ্মার নিকট বর প্রাপ্ত হ'যেছি।

বশিষ্ঠ। উত্তম, আমি তার অংশী নই।

বিশ্বা। আমি তোমার ঘোর অনিষ্ট ক'র্‌তে পারি, জান?

বশিষ্ঠ। তা তুমি পার্‌তে পার, এই যে তুমি আমার শতপুত্রকে রাক্ষস-দ্বারা নিহত ক'রেছ।

বিশ্বা। ব্রাহ্মণ, তুমি আমাকে মার্জ্জনা কর, সে শোক বিস্মৃত হও। আমারও শতপুত্র তোমার ব্রহ্মতেজে ভস্মীভূত হ'য়েছে। যা হবার হ'য়েছে, তুমি প্রসন্ন হ'য়ে আমাকে ক্ষমা কর।

বশিষ্ঠ। তোমার ক্ষমা প্রার্থনার অপেক্ষা করি নাই, তোমায় বহুদিন ক্ষমা ক'রেছি।

বিশ্বা। তবে তুমি আমার ব্রহ্মর্ষিত্ব অস্বীকার ক'চ্ছ কেন?

বশি। যা অসত্য, তা কিরূপে স্বীকার ক'র্‌বো।

বিশ্বা। কি, বার বার তোমার এই উক্তি?

বশিষ্ঠ। ব্রাহ্মণের বাক্য অটল। তুমি ব্রাহ্মণ নও, তাই জান না।

বিশ্বা। বটে, তোমার এত দূর স্পর্দ্ধা! ব্রহ্মার বাক্যে আমি ব্রহ্মর্ষি, তা তুমি অস্বীকার কর? ব্রহ্মার নিকট আমি শক্তি প্রাপ্ত হ'য়েছি, জান, যে শক্তিতে তোমার বধসাধন ক'র্‌তে পারি?

বশিষ্ঠ। ইচ্ছা হয়, বধসাধন কর।

বিশ্বা। আমি তোমার ইষ্টের নিমিত্ত ব'ল্‌ছি, আর আমায় উপেক্ষা ক'রো না। আমি মারণ-যজ্ঞ ক'রে তিনবার তোমার নামে আহূতি প্রদান ক'র্‌লে, তৎক্ষণাৎ তোমার মুণ্ড স্কন্ধ-চ্যুত হ'য়ে যজ্ঞকুণ্ডে পতিত হবে। তুমি যদি বার বার আমায় অবজ্ঞা কর, আমি সেই মারণ-যজ্ঞে প্রবৃত্ত হব।

বশিষ্ঠ। আমি শাস্ত্রের বশীভূত, তোমার প্রবৃত্তির বশীভূত নই। আমি শাস্ত্রের অমর্য্যাদা ক'রে তোমায় ব্রাহ্মণ স্বীকার ক'র্‌বো না, আমার মৃত্যু হ'লেও না।

বিশ্বা। আমি নিশ্চয় তোমার মারণ-যজ্ঞ ক'র্‌বো।

বশিষ্ঠ। তুমি যথা ইচ্ছা ক'র্‌তে পার।

বিশ্বা। তুমি আমার ব্রহ্মর্ষিত্ব স্বীকার ক'র্‌বে না? আমায় মহর্ষি স্বীকার কর?

বশিষ্ঠ। অবশ্য করি। অম্বরীষের যজ্ঞে সমস্ত দেবগণের সহিত তোমায় মহর্ষি ব'লে অভিবাদন ক'রেছি।

বিশ্বা। আমি কল্য তোমার বধ-যজ্ঞের আয়োজন ক'র্‌বো। তোমায় পৌরোহিত্যে বরণ ক'চ্ছি, তুমি সেই যজ্ঞে উপস্থিত থেকে আমার যজ্ঞ সম্পন্ন কর।

বশিষ্ঠ। অবশ্য ক'র্‌বো। তুমি মহর্ষি, আমায় বরণ ক'চ্ছ, কদাচ উপেক্ষা ক'র্‌বো না।

বিশ্বা। ভাল, বুঝ্‌বো তোমার দার্ঢ্য! আমি প্রতিজ্ঞা ক'চ্ছি, যদি তুমি উপস্থিত হ'য়ে আমার যজ্ঞে পৌরোহিত্য গ্রহণ না কর, আমি যজ্ঞে ক্ষান্ত হব; কিন্তু তোমায় ভীরু, মিথ্যাবাদী, পৌরোহিত্য গ্রহণ ক'রে উপস্থিত হ'লে না, কপটাচারী, কাপুরুষ ব'লে প্রচার ক'র্‌বো।

বশিষ্ঠ। ব্রাহ্মণ-বাক্য অলঙ্ঘ্য।

[বশিষ্ঠের প্রস্থান।

বিশ্বা। অতিশয় দম্ভ! ব্রহ্মার বাক্যে উপেক্ষা! পুত্রশোক ভোলে নাই; ও আমায় কদাচ মার্জ্জনা করে নাই। আমার সহিত শত্রুতা পোষণ ক'চ্ছে। একে দমন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য, নচেৎ আমার সমস্ত তপ-জপ পণ্ড হবে। বশিষ্ঠের প্ররোচনায় লোকে আমায় ব্রহ্মর্ষি ব'লে স্বীকার ক'র্‌বে না। যজ্ঞে উপস্থিত হয়, আমি নিশ্চয় ওর মারণ আহূতি প্রদান ক'র্‌বো। কিন্তু যদি না যায়, সেও আমার পরম মঙ্গল। ব্রহ্মহত্যা হবে না, বশিষ্ঠ মিথ্যাবাদী প্রচার হবে। বশিষ্ঠের কথায় কেহ আর আস্থা স্থাপন ক'র্‌বে না। সকলে আমার ব্রহ্মর্ষিত্ব স্বীকার ক'র্‌বে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

বন-পথ

হামাগুড়ি-রত সদানন্দ

ব্রহ্মণ্যদেবের প্রবেশ

ব্রহ্মণ্য। ও কি ক'চ্ছ?

সদা। (উত্থিত হইয়া) এই যে, ছোক্‌রা, এত দিন কোথায় ছিলে? দেখ্‌তে পাইনি যে?

ব্রহ্মণ্য। তুমিই কোথায় থাক!

সদা। আচ্ছা, ছোক্‌রা, তুমি মেয়েমানুষ না ব্যাটাছেলে? তুমি কি মেয়েমানুষ, ব্যাটাছেলে সেজে বেড়াচ্ছ?

ব্রহ্মণ্য। কেন বল দেখি?

সদা। তোমার সঙ্গে তো এই কত বৎসরের আলাপ, তুমি তো তোমার চেহারাখানা সমান খাড়া রেখেছ। বাড়্‌লেও না, ক'ম্‌লেও না।

ব্রহ্মণ্য। আমার যোগের শরীর, তাই এমন আছে।

সদা। যোগের শরীরটা কি হে?

ব্রহ্মণ্য। ও এক রকম।

সদা। তার ক'টা পেট? তার খুব জবর রকম খোল, না? তাইতে অনেক যজমান বজায় রাখ, দিব্যি আহার চলে!

ব্রহ্মণ্য। তুমি কি ক'চ্চ?

সদা। ভারি বিপদ্, ভাই, ভারি বিপদ!

ব্রহ্মণ্য। কি বিপদ্ হে?

সদা। এই একদিনে পাঁচ পাঁচটা নিমন্ত্রণ।

ব্রহ্মণ্য। তা হামাগুড়ি দিচ্ছিলে কেন?

সদা। শুনেছি, চার পায়ে চ'ল্লে পেট্‌টা বাড়ে। গরুগুলো চার পায়ে চ'লে দেদার খায়। তাই ক্ষুধা ক'চ্ছিলেম।

ব্রহ্মণ্য। তোমার খেয়ে আশ মেটে না না কি?

সদা। খেয়ে কি আশ মেটে, দাদা! দুর্জ্জয় রসনা মা কালীর জিবের মতন লক্‌লকই ক'চ্চে! রক্তবীজগোত্রের মিষ্টান্নের বীজ থাক্‌তে, এ রসনার তৃপ্তি হচ্ছে না। এই, দাদা, আপ্‌না হ'তে বোঝো না, এই তো তোমায়ও পাঁচ জায়গায় ঘুরে খেয়ে বেড়াতে হ'চ্চে?

ব্রহ্মণ্য। আমি মুখে খাই না, দৃষ্টিতে খাই।

সদা। এ্যাঁ, বল কি? আমায় শিখিয়ে দিতে পার তো ভুতো ময়রার দোকান উজাড় করি।

ব্রহ্মণ্য। তুমি যা মনে ক'র্‌বে, ক'র্‌তে পার্‌বে। ইচ্ছা কর তো, না খেয়ে থাক্‌তে পার্‌বে।

সদা। তোমার চৌদ্দ পুরুষ না খেয়ে থাকুক!

ব্রহ্মণ্য। তুমি দেবপ্রিয় ব্রাহ্মণ, তোমার সরল প্রাণ। তাই ব্রহ্মণ্যদেব তোমার অন্তরে-বাহিরে, তোমার আর খাওয়ার প্রয়োজন কি?

সদা। আমার প্রয়োজন তুমি কি বুঝ্‌বে বল? মনের আবেগ অনেক ক'রে সহ্য ক'রে থাকি। আর কেউ হ'লে দম ফেটে ম'রে যেত।

ব্রহ্মণ্য। তোমার আবার মনের আবেগ কি?

সদা। দাদা, আমার মতন যদি দুরন্ত রসনা তোমার হ'ত, তা হ'লে তুমি বুঝ্‌তে। ভোরের বেলায় উঠেই, ম'ধোর বাপের শ্রাদ্ধের মোন্ডার কথা রসনা মনে ক'রে রাখে, যেন আব্‌দারে ছেলে, বলে—'খাব খাব!' সে তাল যদি সাম্‌লালুম, ক্ষুদি বাম্‌নীর তালনবমীর ব্রত, তালের বড়া মনে প'ড়্‌লো! সেও যদি স'য়ে সম্বুরে নিলুম—'মঘা, এড়াবি ক'ঘা, অমনি সারবন্দী ঢেউয়ের উপর ঢেউ চ'ল্‌তে লাগ্‌লো; —কারো বেটার অন্নপ্রাশন, কারো মার সপিণ্ডীকরণ, কারো তিলে সংক্রান্তির তিলে খাজা, কারো ইতু-সংক্রান্তির পিটে—এই দৈত্যদানার মত সাম্‌নে নাচ্‌তে লাগ্‌লো! এতে কি আর প্রাণ বাঁচে, দাদা! যাক্ ও কথা ছেড়ে দাও, কোথাও যজ্ঞ-টজ্ঞ একটা বাগালে নাকি?

ব্রহ্মণ্য। না, আমি তোমার কাছে একটী জিনিষের জন্যে এসেছি।

সদা। বাঃ—বেশ মুরুব্বি ধ'রেছ। এদিকে এমন চালাক-চতুর দেখ্‌তে পাই, আমি পাঁচ দোরে খেয়ে বেড়াই, আমার কাছে কি নিতে এসেছ?

ব্রহ্মণ্য। এই — তোমার পাঁচ বাড়ীর খাওয়াটি।

সদা। ও, প্রাণে মা'র্‌তে এসেছ! কেন, দাদা, তোমার সঙ্গে কি শত্রুতা ক'রেছি, যে আমার পাঁচবাড়ীর খাওয়া মা'র্‌তে এসেছ?

ব্রহ্মণ্য। তোমায় আমি বড় ভালবাসি।

সদা। হ্যাঁ, তা তো দেখ্‌ছি! গলায় পা দিতে এসেছ! বন্ধুর কাজ ক'র্‌তে এসেছ!

ব্রহ্মণ্য। সত্যি, আমার ইচ্ছা, তোমার সঙ্গে আমি অষ্টপ্রহর থাকি, তোমার ঐ হ্যাংলা-পনাতে পারিনে।

সদা। কেন, দাদা, ও দোষ্‌টা আমার উপর চাপাচ্চ! তোমার হ্যাংলা বৃত্তিতে আমিই চ'ম্‌কে যাই! চাঁড়াল মাগীর পান্তাগুলো সে দিন মার্‌লে, আমি দেখে অবাক্!

ব্রহ্মণ্য। আহা, সে না খেলে যে মাগী দুঃখ ক'র্‌তো।

সদা। দাদা, সেই চাঁড়াল মাগীর দুঃখ ভাব্‌ছ; আর এই বামুনের ছেলে যে না খেতে পেয়ে মারা যাব, তা একবার ভাব না, দাদা!

ব্রহ্মণ্য। আচ্ছা, তোমায় যদি এমন সামগ্রী দিই, যাতে তোমার ক্ষুধা আর না হয়?

সদা। ঐ তো দাদা, বুঝ্‌লে না! ক্ষিদের চোটে কি খাই, রসনার তাড়নায় খাই! ভালমন্দ সামগ্রী দেখ্‌লে অমনি কেঁদে কাপড়-চোপড় ভাসিয়ে দেয়, বলে—"দে দে, আমায় দে!" উদর বলে, "আমি গেলুম।" রসনা বলে, "গেলি গেলি, আমার ব'য়ে গেল! ম'র্‌তে হয়—তুই ফেটে মর্; আমি মিষ্টান্ন ছাড়্‌তে পার্‌বো না।"

ব্রহ্মণ্য। তুমি একটী কাজ যদি কর, তুমি রসনায় দিবারাত্র অমৃতের আস্বাদ পাও।

সদা। দাদা, তা যদি বাৎলে দাও, তোমার গোলাম হ'য়ে থাকি। কি ক'র্‌তে হবে বল তো, কি ক'র্‌তে হবে—বল তো?

ব্রহ্মণ্য। এই—লোভ সংবরণ করা।

সদা। বেশ ব'লেছ! আমি আপনি রোগ ভাল করি, তার পর তুমি ওষুধ দেবে!

ব্রহ্মণ্য। ওহে, বড় সোজা।

সদা। সোজা হয়, তুমিই কর না। দৃষ্টি দিয়ে খাও, আর মুখেই খাও, পাঁচ জায়গায় তো খেয়ে বেড়াতে হয়?

ব্রহ্মণ্য। কি ক'র্‌ব বল, আমায় যে ছাড়ে না!

সদা। তোমায় যে ব'ল্‌লুম; আমার রসনাও নাছোড়বান্দা।

ব্রহ্মণ্য। তুমি এক কাজ কর দেখি, এক মুহূর্ত্ত আমি যা বলি, তা কর দেখি?

সদা। কি বল, মরি বাঁচি দেখি।

ব্রহ্মণ্য। একবার গায়ত্রী জপ কর।

সদা। ঐ তো দাদা, সে বহুদিনের কথা, সেটি ভুলে গেছি।

ব্রহ্মণ্য। আমি তোমায় শিখিয়ে দিচ্চি, শোনো—নাও, পৈতে হাতে জড়াও, আমি কাণে কাণে ব'ল্‌ছি।

সদানন্দের কর্ণে ব্রহ্মণ্যদেবের গায়ত্রী-মন্ত্র প্রদান

সদা। (চক্ষু মুদ্রিত করিয়া) তাই তো, এ কি হ'লো! একি ভেল্কি লেগে গেল! ও নির্ব্বংশের ব্যাটা, কি মন্ত্র দিলি? আমার সব ঘোচালি! দে, দে, আমার মা কোথায় এনে দে! মা ব্রহ্মবাদিনি, কোথায় তুমি!

বেদ-মাতার প্রবেশ

বেদ-মা। এই যে, বাবা, আমি তোমার হৃদয়েই অষ্টপ্রহর আছি।

সদা। মা, মা, এতদিন আমায় সামান্য মিষ্টান্ন দিয়ে ভুলিয়ে রেখেছিলে?

বেদ-মা। বাবা, খেল্‌তে এসেছ, চোখ বেঁধে খেল; খেলা ফুরুলেই তোমায় নিয়ে চ'লে যাব।

ব্রহ্মণ্য। ওহে, চলহে চল, একটা যজ্ঞের যোগাড় দেখা যাক্‌।

সদা। আরে নে ছোঁড়া, তোর চালাকি আমি বুঝে নিয়েছি। তোর গরজ, পাঁচ বাড়ীতে তুইই ঘুর্‌গে যা। আমার তোর মতন ভেল্কী-বাজী ক'র্‌তে হবে না, আমি মা চিনেছি।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

বশিষ্ঠের আশ্রম-সম্মুখ

বশিষ্ঠ, তৎপশ্চাৎ অরুন্ধতীর প্রবেশ

অরু। প্রভু, বিশ্বামিত্রের যজ্ঞে গমন ক'চ্চেন?

বশিষ্ঠ। সাধ্বি, কি নিমিত্ত চমৎকৃত হ'চ্চ?

অরু। আপনার মারণ-যজ্ঞ, আপনি পৌরোহিত্য গ্রহণ ক'রে সেই যজ্ঞ সম্পূর্ণ ক'র্‌বেন? সত্যই যদি ব্রহ্মা তারে বর দিয়ে থাকেন, তার ব্রহ্মর্ষিত্ব স্বীকার ক'র্‌লে সকল বিঘ্ন দূর হয়। কিন্তু আমি হীনবুদ্ধি রমণী —আমার বলা শোভা পায় না—বোধ হয়, শ্রীচরণে কোন অপরাধী, নচেৎ এ দারুণ শেলাঘাত ক'র্‌তে কেন প্রস্তুত হ'য়েছেন! আমি পুত্র-শোকাতুরা, মনকে কি প্রবোধ দেব! স্বামী করাল মৃত্যুমুখে অগ্রসর দেখে, কিরূপে ধৈর্য্য-ধারণ ক'র্‌বো! আজীবন শ্রীচরণ ধ্যান, শ্রীচরণ সেবা ভিন্ন দাসীর অন্য কামনা নাই। আমার দেব-সেবার অধিকার কি এত দিনে দূর হবে? আমি যে দশদিক্‌ শূন্য দেখ্‌ছি! প্রভু, কি ব'লে মনকে প্রবোধ দেব!

বশিষ্ঠ। অরুন্ধতি, তুমি কি নিমিত্ত আত্ম-বিস্মৃত হ'চ্চ? যখন প্রাণরক্ষার্থ ব্রহ্মদণ্ড-প্রভাবে বিশ্বামিত্রের প্রাণবধ ক'র্‌তে উদ্যত হ'য়েছিলেম, তুমিই আমায় নিবারণ ক'রে ব'লেছিলে—ব্রাহ্মণের আবার জন্ম-মৃত্যু কি? যখন বিশ্বামিত্রের কৌশলে তোমার শতপুত্র বিনষ্ট হয়, তখন তোমার অভিশাপে বিশ্বামিত্র ভস্ম হ'তো, তুমি কি নিমিত্ত সে অভিশাপ প্রদান কর নাই? তুমি বিদ্যাশক্তি, তোমার নিকটেই আমার কর্ত্তব্য শিক্ষা, আমার ক্ষমা-শিক্ষা! সাধ্বি, কর্ত্তব্য কার্য্যে কি নিমিত্ত বিরত ক'র্‌বার আকাঙ্ক্ষা ক'চ্চ? বিশ্বামিত্র মহর্ষি, আমায় পৌরোহিত্যে বরণ ক'রেছে। এ বরণ

উপেক্ষা ক'র্‌লে মহর্ষির অমর্য্যাদা করা হয়। বিশেষতঃ বিশ্বামিত্রের মনের ভ্রম, যে আমি ঈর্ষ্যায় তার ব্রাহ্মণত্ব স্বীকার করি নাই। আমি ব্রাহ্মণ, সে ভ্রম দূর করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। যজ্ঞে উপস্থিত হ'লে বিশ্বামিত্র দেখ্‌বে, প্রকৃত ব্রাহ্মণত্ব কি! বুঝবে যে ঈর্ষ্যায় নয়, তার ব্রাহ্মণত্বের অভাবেই আমি তার ব্রাহ্মণত্ব স্বীকার পাই নাই। আমার ক্ষণভঙ্গুর দেহবর্জ্জনে যদি তপস্যাচারী বিশ্বামিত্রের শিক্ষালাভ হয়, আমি শতবার দেহবর্জ্জনে প্রস্তুত। তুমি আমার সহ-ধর্ম্মিণী, অবিচলচিত্তে সহ্য কর। ধৈর্য্য-ধারণ শিক্ষা-লাভার্থে ব্রাহ্মণগৃহে জন্মগ্রহণ ক'রেছ, ব্রাহ্মণের সহধর্ম্মিণী হ'য়েছ। জান তো সাধ্বি, কর্ত্তব্যপথ কুসুমাবৃত নয়।

অরুন্ধতী। প্রভু, আর আপনাকে নিবারণ ক'র্‌বো না, কিন্তু নয়নজল মার্জ্জনা করুন— আমি রমণী, আমার প্রাণের ব্যাকুলতা কিরূপে নিরোধ ক'র্‌বো! একবার পাদপদ্ম বক্ষে প্রদান করুন, নচেৎ হৃদয়পিঞ্জর ভেদ ক'রে এখনি প্রাণ আপনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হ'বে! ধৈর্য্য? কোথায় ধৈর্য্য! পতি ধৈর্য্য, পতি জীবন, পতি প্রাণ, আমি কিরূপে ধৈর্য্য ধারণ ক'র্‌বো! অতি কঠোর কর্ত্তব্য! আমায় ধৈর্য্য-ধারণ-শক্তি প্রদান করুন, আমি বড়ই অধীরা!

বশিষ্ঠ। নারায়ণের আশ্রয় গ্রহণ কর, তিনিই তোমায় ধৈর্য্য প্রদান ক'র্‌বেন।

অরুন্ধতী। প্রভু, সম্মুখে আমার নারায়ণ মূর্ত্তি, অপর নারায়ণমূর্ত্তি কখনও আমার হৃদয়ে স্থান পায় নাই।

বশিষ্ঠ। সাধ্বি, আমার বাক্যে তোমার হৃদয়ে সে মূর্ত্তি কখনও বিলুপ্ত হবে না।

প্রস্থানোদ্যত

বেগে অদৃশ্যন্তীর প্রবেশ

অদৃশ্যন্তী। পিতঃ, পিতঃ, কোথায় যান! পতিহারা কন্যাকে অকূল সাগরে ভাসাবেন না, বালক পরাশরকে বর্জ্জন ক'র্‌বেন না! পিতঃ, আমরা নিরাশ্রয়, আপনি নিরাশ্রয়ের আশ্রয়! আপনি বর্জ্জন ক'র্‌লে কোথায় স্থান পাব? নিষ্ঠুর হ'বেন না! যদি আমাদের বর্জ্জন করেন, বালক পরাশরকে বর্জ্জন ক'র্‌বেন না! সে পিতৃহীন বালক, আপনার চরণ আশ্রয় ব্যতীত তার আর স্থান নাই। ছার যজ্ঞে উপস্থিত হ'য়ে সর্ব্বনাশ ক'র্‌বেন না!

বশিষ্ঠ। বৎসে,—রক্ষাকর্ত্তা আশ্রয়দাতা একমাত্র ধর্ম্ম! সে ধর্ম্মবর্জ্জনে পরাশরের ঘোর অমঙ্গল। আমি ধর্ম্মের নিমিত্ত যজ্ঞে গমন ক'র্‌চি। আমি ধর্ম্মের হস্তে তোমাদের অর্পণ করে যাচ্ছি,—ধর্ম্ম তোমাদের আশ্রয়দাতা, ধর্ম্ম তোমাদের রক্ষা ক'র্‌বেন।

পরাশরের প্রবেশ

অদৃশ্যন্তী। (পরাশরের প্রতি) আরে অনাথ, আরে অভাগা, তোর পিতামহকে ফেরা। আমাদের কথায় উনি কর্ণপাত ক'চ্ছেন না, যদি তোর কথায় ফেরেন,—অনাথ ব'লে যদি দয়া করেন!

পরাশর। দাদা, দাদা, কি নিমিত্ত আমায় পরিত্যাগ ক'চ্ছেন? মাতৃগর্ভে পিতৃহীন, পিতার কখনও মুখ দেখ্‌লেম না! মহাতপা খুল্লতাতগণ অভাগার ভূমিষ্ঠ হবার পূর্ব্বেই ইহলোক ত্যাগ ক'রেছেন! তুমি আমার পিতা, তুমি আমার খুল্লতাত! আমি বালক, আমার শিক্ষা—দীক্ষা—ভরণপোষণের ভার আপনার। সে ভার কারে অর্পণ ক'চ্ছেন? দাদা, তুমি ভিন্ন আমার দশদিক্ শূন্য! এ সংসার-অরণ্যে তোমাহারা হ'য়ে আমি কিরূপে জীবনধারণ ক'র্‌বো! পিতৃহীন ব'লে কখনও চোখের আড়াল কর নি! স্নেহের আবরণে কখনও পিতৃহীন ব'লে জান্‌তে দাওনি! আজ কেন নির্ম্মম হ'য়ে বর্জ্জন ক'রে যাচ্ছ?

বশিষ্ঠ। পরাশর, পরাশর, আমার নয়ন-আনন্দ, কেন তুমি ক্ষুব্ধ হ'চ্ছ?

পরাশর। যদি অজ্ঞানতাবশতঃ শ্রীচরণে অপরাধী হ'য়ে থাকি, আমার দুখিনী জননী অপরাধিনী নয়, আমার পিতামহী আপনার চরণাশ্রিতা, কেন তাঁদের পরিত্যাগ ক'চ্ছেন? দাদা, দাদা, আমি কি কোন অপরাধ ক'রেছি? পিতামহী কি কোন অপরাধ ক'রেছেন? না আমার অভাগিনী জননী কোন অপরাধ ক'রে-ছেন? তাই আমাদের শিক্ষা দেবার জন্য, আশ্রয়-হীন ক'রে চলে যাচ্ছেন? দাদা, দাদা, আমাদের চরণে ঠেল্‌বেন না।

বশিষ্ঠ। বৎস, যদিও তুমি বালক, কিন্তু

যজ্ঞসূত্রধারী ব্রাহ্মণ। কর্ত্তব্যপালন যার জীবন, সেই কর্ত্তব্যপালনে তোমার পিতামহ অগ্রসর। তুমি শিক্ষা কর, ব্রাহ্মণের জীবন কি কঠোরতা-পূর্ণ। অন্যান্য বর্ণ, ব্রাহ্মণের ঈর্ষ্যা করে, তারা জানে না যে নিরবচ্ছিন্ন কণ্টকাকীর্ণ পথে ব্রাহ্মণের গমনাগমন। বিরামহীন কার্য্য, আত্ম-ত্যাগ কার্য্য, পরহিত-সাধন কার্য্য,—সে কার্য্যে কায়মনঃপ্রাণ-বিসর্জ্জন, ব্রাহ্মণের আজীবন ব্রত।

পরাশর। দাদা, এ কঠোর বিশ্বামিত্র! একে কি কেউ শাস্তি প্রদান করে না? শুনেছি, এর কৌশলেই আমার পিতৃদেব হত, ঊনশত খুল্ল-তাত হত। আবার আপনার নিধন-কামনা ক'রেছে। এ দুরাচার কি দণ্ডনীয় নয়?

বশিষ্ঠ। বৎস, দণ্ডপ্রদানের ভার আমাদের নয়। রোষ পরিত্যাগ কর। রোষপরবশ হ'য়ে দেব-দুর্লভ ব্রাহ্মণত্ব বর্জ্জন ক'রো না। ব্রাহ্মণের বল ক্ষমা, দণ্ডপ্রদান নয়। বৎস, আমি বিদায় হ'লেম।

গমনোদ্যোগ

বেগে সুনেত্রাব প্রবেশ

সুনেত্রা। প্রভু, প্রভু, দাসীর প্রতি করুণা করুন! চিরদুখিনীকে আশ্রয় প্রদান করুন! চরণাশ্রিতাকে চরণে স্থান দিন!

বশিষ্ঠ। কে মা তুমি?

সুনেত্রা। আমি গাধিরাজ-কুলকামিনী। মহর্ষি বিশ্বামিত্রের ঘরণী।

বশিষ্ঠ। আমার নিকট কেন মা?

সুনেত্রা। স্বামীর কল্যাণ-কামনায়। স্বামীর ব্রহ্মহত্যা-নিবারণের নিমিত্ত। স্বামীর জীবন-ব্যাপী কঠোর তপস্যা না বিফল হয়, সে জন্য আপনার শরণাগতা, দাসীর প্রতি কৃপা করুন, যজ্ঞে উপস্থিত হবেন না।

বশিষ্ঠ। মা, আমি প্রতিশ্রুত। আমায় মিথ্যাবাদী ক'র্‌বার কামনা ক'রো না!

সুনেত্রা। প্রভু, প্রভু, আমার স্বামীকে ব্রহ্মহত্যা মহাপাপ হ'তে রক্ষা করুন, সতীকে পতি ভিক্ষা দিন।

বশিষ্ঠ। শুভে, তপঃপ্রভাবে তোমার স্বামী দেবরক্ষিত, তাঁর অমঙ্গল আশঙ্কা কি নিমিত্ত কর?

সুনেত্রা। প্রভু, প্রভু, দাসীর সহিত কি নিমিত্ত প্রতারণা ক'চ্ছেন?

কোথা, কেবা আছেন দেবতা
ব্রহ্মঘাতী-রক্ষণে সক্ষম?
মহা অমঙ্গল সম্মুখে আমার—
ব্রহ্মবধ স্বামীর কামনা।
যে ব্রাহ্মণ—ব্রহ্মার বদন-বিনিঃসৃত,
যেই ব্রাহ্মণের পদধূলি
বক্ষঃস্থলে করিয়ে ধারণ,
নারায়ণ গৌরব করেন জ্ঞান;
যে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মশক্তি বলে—
সুরধুনী গণ্ডূষে কবেন পান,—
বিন্দু সম সিন্ধুবারি করিলা শোষণ,
যে ব্রাহ্মণ ত্যাগ-শক্তিবলে,
বাসবের স্বর্গলাভ হেতু,
তৃণসম নিজ অস্থি করিলেন দান;
যেই ব্রাহ্মণের কৃপা-দৃষ্টি লভি
মহাপাপী পাপ-মুক্ত হয়,—
সেই ব্রাহ্মণের নিধন-সাধনে,
যজ্ঞ আয়োজন পতির আমার!
প্রভু, প্রভু,
অমঙ্গল এ হ'তে অধিক কিবা!
রক্ষা কর পতিরে আমার!

বশিষ্ঠ। সাধ্বি ব্রাহ্মণের কার্য্যে কেন বাধা প্রদান কব?

গমনোদ্যত

সুনেত্রা। না, প্রভু, সে নিদারুণ যজ্ঞে আপনাকে যেতে দেব না। এই আমি আপনার গমনপথ রোধ ক'রে পতিত হ'লেম, দাসীকে বধ ক'রে যজ্ঞে গমন করুন।

বশিষ্ঠের পথরোধ করিয়া পতন

বশিষ্ঠ। সাধ্বি, গাত্রোত্থান কর। তোমার সতীত্ব প্রভাবে তোমার স্বামী জগৎপূজ্য হবে।

সুনেত্রা। প্রভু, অবলাকে বঞ্চনা ক'র্‌বেন না,—বলুন, আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে?

বশিষ্ঠ। সতীর মনোবাঞ্ছা নারায়ণ পূর্ণ করেন।

[অগ্রে বশিষ্ঠ, তৎপশ্চাৎ সুনেত্রার প্রস্থান।

অদৃশ্যন্তী। মা, তুমি কি কঠিনা, যজ্ঞে যেতে বিরত ক'র্‌লে না! অকূলে সাগরে আমাদের ভাসালে! আমরা আশ্রয়হীনা হ'য়ে

কিরূপে জীবনধারণ ক'রবো! আমার পরাশরের দশা কি হবে?

অরুন্ধতী। মা, আমায় বৃথা ভর্ৎসনা কি নিমিত্ত ক'চ্চ? তুমি ব্রাহ্মণকন্যা, ব্রাহ্মণ-পত্নী, ব্রাহ্মণ-জননী,—তুমি ব্রাহ্মণ-গৃহে অবস্থিতি ক'রে কি ব্রাহ্মণের আচার অবগত নও? আমি সামান্যা রমণী, আমার কি শক্তি, যে ওঁর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করি! করুণায় ব্রাহ্মণ কোমল-হৃদয়, কিন্তু প্রতিজ্ঞায় মেরুর ন্যায় অটল। যদি তিন লোক সমবেত হ'য়ে প্রভুকে নিবারণ ক'র্‌তো, তথাচ তিনি যজ্ঞে যেতে বিরত হতেন না। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের বাক্যেও ব্রাহ্মণ—প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করে না। ব্রাহ্মণ সত্যবাদী, তাঁর সত্যভঙ্গ হওয়া অসম্ভব। বৎস, পরাশর, এই বালক-বয়সে তুমিই আমাদের আশ্রয়! মা, তুমি বালকের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাক, বিলাপে ফল কি!

পরাশর। মা, যদি ব্রাহ্মণের বাক্য এরূপ অটল হয়, আমিও ব্রাহ্মণ, গায়ত্রী আমার সহায়, —আমিও প্রতিজ্ঞা ক'চ্চি, গায়ত্রীদেবীর সাহায্যে আমি বিশ্বামিত্রের মারণ-যজ্ঞ বিফল ক'র্‌বো। আমি তাঁরই উপাসনায় প্রবৃত্ত হ'লেম।

[পরাশরের প্রস্থান।

অদৃশ্যন্তী। মা, মা, পরাশর আবার কি করে! ও আবার কি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ'ল? জানি না, অদৃষ্টে আরও কি আছে।

অরুন্ধতী। মা, চিন্তিত হ'য়ো না, একমাত্র বেদ-মাতা গায়ত্রী ব্রাহ্মণের সহায়। বালক সেই ব্রহ্মবাদিনীর আশ্রয় গ্রহণ ক'র্‌বে, এতে অমঙ্গল-আশঙ্কা নাই। চল যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ-স্থল

বিশ্বামিত্র ও ব্রাহ্মণগণ

বিশ্বা। সভাস্থ সকলে শ্রবণ করুন। যদিচ স্বয়ং লোক-পিতামহ আমায় ব্রহ্মর্ষিত্ব প্রদান ক'রেছেন, তথাচ বশিষ্ঠ বলেন, আমাতে ব্রাহ্মণের লক্ষণের অভাব। কোন্ স্থানে আমার ত্রুটি, তা পরীক্ষার নিমিত্ত আমার এই যজ্ঞের আয়োজন। বশিষ্ঠ দম্ভভরে ব্রহ্মার বাক্য উপেক্ষা ক'রেছেন। দম্ভভরে তাঁর মারণ-যজ্ঞে আমার পৌরোহিত্য স্বীকার ক'রে আমার যজ্ঞ সম্পন্ন ক'র্‌বেন অঙ্গীকার ক'রেছেন। আজ পরীক্ষিত হবে, তাঁর ব্রাহ্মণত্বের কত তেজ, তিনি কোন্ তেজে ব্রহ্মার বাক্য উপেক্ষা করেন।

১ ব্রাহ্মণ। মহর্ষি, আপনি ক্ষান্ত হ'ন, ব্রাহ্মণের মারণ-যজ্ঞ আপনার উচিত নয়।

বিশ্বা। আমি সর্ব্বসমক্ষে ব'ল্‌ছি, আমি মারণ-যজ্ঞে বিরত হব, যদি বশিষ্ঠ উপস্থিত না হন। তবে এইমাত্র প্রচার ক'র্‌বো বশিষ্ঠ অসত্যবাদী।

বশিষ্ঠের প্রবেশ

বশিষ্ঠ। ব্রাহ্মণ অসত্যবাদী হয় না। আমি তোমার যজ্ঞ সম্পূর্ণ ক'র্‌বার জন্য উপস্থিত, হোমানল প্রজ্বলিত কর, আমি তোমার যজ্ঞ সম্পন্ন ক'চ্ছি।

ব্রাহ্মণগণ। বশিষ্ঠ, বশিষ্ঠ, উন্মত্ত হ'য়ো না। বিশ্বামিত্রের সহিত সদ্ভাব কর। ব্রহ্মার বচন কি নিমিত্ত উপেক্ষা ক'চ্ছ?

বশিষ্ঠ। আমি ব্রহ্মার বচন উপেক্ষা করি নাই, শাস্ত্রমর্য্যাদা রক্ষা ক'চ্ছি।

বিশ্বা। তোমারই মারণ-যজ্ঞ, স্মরণ আছে?

বশিষ্ঠ। আমি কর্ত্তব্যপরায়ণ, তোমার পুরোহিত,—তোমার যজ্ঞ সম্পন্ন ক'র্‌তেই উপস্থিত হ'য়েছি।

যজ্ঞকুণ্ড-সম্মুখে উপবেশন

বিশ্বা। (স্বগত) এ কি উন্মাদ ব্রাহ্মণ!
কিম্বা মিথ্যা জ্ঞান করিয়াছে ব্রহ্মার বচন!
নহে, নিজ প্রাণ আহুতি-প্রদানে,
কি সাহসে উপস্থিত মম যজ্ঞ-স্থানে!

বশিষ্ঠ। বিশ্বামিত্র, কি চিন্তা ক'চ্চ? হোমানল প্রজ্বলিত, উপবেশন কর।

বিশ্বা। তথাচ তুমি আমায় ব্রাহ্মণ ব'লে স্বীকার ক'র্‌বে না?

বশিষ্ঠ। ব্রাহ্মণ হ'য়ে অশাস্ত্রীয় কার্য্য কিরূপে ক'র্‌বো? বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন নাই, যজ্ঞ আরম্ভ করি।

ব্রাহ্মণগণ। ওঠো, ওঠো, ব্রহ্মহত্যা কে দেখ্‌বে!

বশিষ্ঠ। হে ব্রাহ্মণমণ্ডলি, আমার কর-

যোড়ে নিবেদন,—সকলে আমায় ব্রাহ্মণ-সমাজের নেতা নির্ব্বাচন ক'রেছেন,—আমার অনুরোধ, সকলে যজ্ঞে উপস্থিত থাকুন। আপনাদের আশীর্ব্বাদে যেন ব্রাহ্মণের মান, ব্রাহ্মণের প্রতিজ্ঞা রক্ষা ক'র্‌তে সক্ষম হই।

বিশ্বা। (স্বগত) এ কি চমৎকার!

অগ্রসর আপন সংহারে,
তৃণসম উপেক্ষা করিয়া প্রাণ!
কোথা হ'তে হেন তেজ ধরে এ ব্রাহ্মণ!
আসন্ন মরণ,
তিলমাত্র নহে বিচলিত!
ব্রাহ্মণত্ব যদি ইহা হয়,
এ অতি অদ্ভুত পরিচয়!
নাহি মম হৃদে হেন বল,—
অহেতু আপন মুণ্ড আহুতি প্রদানে!
অদ্ভুত—অদ্ভুত!

বশিষ্ঠ। বিশ্বামিত্র, উপবেশন কর।

বিশ্বামিত্রের উপবেশন

হে সর্ব্বভুক্, আমার যজমানের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর, ব্রহ্মার বাক্য রক্ষা কর! বশিষ্ঠ-নিধন স্বাহা!—

যজ্ঞকুণ্ডে ১ম বার আহুতি প্রদান

বিশ্বা। বশিষ্ঠ, স্থির হও।

(স্বগত) বাতুল ব্রাহ্মণ!
বাতুল ব্যতীত,
স্বেচ্ছায় কে হয় আত্মঘাতী!
উন্মাদ-লক্ষণ অধিক কি আছে আর—
নিজ-বধ-যজ্ঞ পূর্ণ করিতে উদ্যত!
প্রফুল্ল বদন,
উদ্ভাসিত তেজোরাশি তায়,
হোমাগ্নি সদৃশ জ্যোতি বদনমণ্ডলে!
উন্মত্ততা প্রভাবে এ রাগ!
হিতাহিত নাহি জ্ঞান আর!
একাগ্রতা সহ করে ল'য়েছে আহুতি,
সত্য যেন হিতকারী পুরোহিত মম!
উন্মত্ততা এ যদি না হয়,
তবে কিবা উন্মাদ-লক্ষণ!
নাহি কার্য্য এ উন্মাদ-বধে।
তপ, জপ, বিফল সকল!
বিফল ব্রহ্মার বাক্য উন্মাদের হেতু!
মম কর্ম্মফল, দোষ ইথে নাহি কার।
যা হবার হবে,
এ উন্মাদ-বধে নাহি প্রয়োজন!

বশিষ্ঠ। বিশ্বামিত্র, আমি যখন তোমার পৌরোহিত্য গ্রহণ ক'রেছি, তুমি নিষেধ ক'র্‌লেও আমি তোমার যজ্ঞ পূর্ণ ক'র্‌বো। চিন্তা ত্যাগ কর। বিলম্ব কি নিমিত্ত?

বিশ্বা। দম্ভ, দম্ভ,—নহে বাতুলতা।

অবিশ্বাস ব্রহ্মার বচনে!
কর আহুতি প্রদান।

বশিষ্ঠ। বশিষ্ঠ-নিধন স্বাহা!

যজ্ঞকুণ্ডে ২য় বার আহুতি প্রদান

বিশ্বা। (স্বগত) সত্যই কি উন্মাদ! উন্মাদ না দাম্ভিক, কিছুই স্থির ক'র্‌তে পার্‌ছিনে। যাই হো'ক, ব্রাহ্মণকে নিরস্ত করি। (প্রকাশ্যে) এখনও বিবেচনা কর। আমি সত্য ব'ল্‌ছি, আমি ব্রহ্মার নিকট বর-প্রাপ্ত। ব্রহ্মার বাক্য বিফল হবে না। এই তৃতীয়বার আহুতি প্রদানে তোমার মুণ্ড স্কন্ধচ্যুত হবে।

বশিষ্ঠ। আমি তোমার পৌরোহিত্যে ব্রতী হ'য়েছি, তোমার যজ্ঞ পূর্ণ করাই আমার কার্য্য। এই তৃতীয় আহুতি দানেই তোমার যজ্ঞ সম্পূর্ণ হবে।

বিশ্বা। স্থির হও।

এ কি, এ কি, কি প্রপঞ্চ করি দরশন!
অটল মেরুর সম নেহারি ব্রাহ্মণ!
কি মহা প্রভাবে হেন মহা আত্মত্যাগ!
এ মাহাত্ম্য অভাব আমার,
হেন কার্য্যে নহি তো সক্ষম আমি!
প্রাণবধ হেতু করি যজ্ঞ আয়োজন,
নাহি তাহে রোষের লক্ষণ,
উদ্যত আহুতি-দানে অবিচলভাবে!
জগদম্বে, বুঝিয়াছি কি ত্রুটি আমার,—
ক্ষমাহীন কঠোর হৃদয় মম!
মহামায়া, মোহঘোর নিবিড় তোমার!
তপোবলে ঘোর তম নাহি হয় দূর!
রোষ-বশে অভিশাপ প্রদানি রম্ভায়,
উদ্যত হ'য়েছি পুনঃ ব্রহ্মবধ হেতু!
ধিক্, ধিক্, তপস্যায় মম!
ধিক্, ধিক্, রাজর্ষিত্ব—মহর্ষিত্ব লাভ!
শত ধিক্, ব্রহ্মর্ষিত্ব-লাভ-আকাঙ্ক্ষায়!
ক্রোধনস্বভাব, চণ্ডালত্ব ক'রেছে আশ্রয়।

পদরেণু ব্রাহ্মণের করিতে গ্রহণ,
কদাচন যোগ্য নহি আমি!
হে ব্রাহ্মণ, কর ক্ষমা,
ক্ষান্ত হও আহুতি প্রদানে।

বশিষ্ঠ। করিয়াছি আহুতি গ্রহণ,
নিষ্ফল না হবে কদাচন।
লোলুপ করাল জিহ্বা অগ্নিদেবতার
আহুতি গ্রহণ হেতু,—
হব তবে নিরস্ত কিরূপে?

বিশ্বা। আহুতি প্রদান কর মম বধ হেতু!
কর আশীর্ব্বাদ,
মৃত্যুতে হউক মম চণ্ডালত্ব দূর!
হে ব্রাহ্মণ,
কৃপায় মার্জ্জনা কর অধম কিঙ্করে,
বুঝি নাই মাহাত্ম্য তোমার।
যজ্ঞসূত্রধারী, দেবতার দেবতা ব্রাহ্মণ,
অজ্ঞান অধম,
হয় নাই ধারণা আমার।
প্রায়শ্চিত্তরূপে,
মস্তকে করহ মম আহুতি প্রদান;
দ্বিখণ্ড হউক মুণ্ড আহুতি-প্রভাবে।
দাও দাও, বিরত কি হেতু?

বশিষ্ঠ। আমি পুরোহিত তব,
আসি নাই অহিতসাধনে।

বিশ্বা। নির্ব্বাণ হউক তবে পাপ-যজ্ঞানল!

বারি-নিক্ষেপে যজ্ঞানল নির্ব্বাণকরণ

বশিষ্ঠদেব, ব্রহ্মার বচনেও আমার ব্রাহ্মণত্ব-লাভ হয় নাই। তোমার কৃপায় আমার মনের প্রতারণা বুঝ্তে পেরেছি। আমি ক্রোধন-স্বভাব, আমায় মার্জ্জনা শিক্ষা দাও।

বশিষ্ঠ। সাধু, সাধু! তুমি পরম মার্জ্জনা-শীল, তোমার নিকট জগৎ মার্জ্জনা শিক্ষা ক'র্‌বে। হে ব্রহ্মর্ষি, আমার নমস্কার গ্রহণ করুন।

বিশ্বা। নমস্কার! এ কি, তুমি আমার ব্রাহ্মণত্ব স্বীকার ক'র্‌লে?

বশিষ্ঠ। অবশ্য স্বীকার ক'র্‌বো। তুমি পরম তিতিক্ষাশীল ব্রাহ্মণ। পবিত্র ব্রহ্মণ্যশ্রীতে তোমার মুখমণ্ডল দীপ্তিমান্! তুমি ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভার্থ কঠোর তপস্যা ক'রেছ; আমি তোমার ব্রাহ্মণত্ব অস্বীকার করায় তোমার ব্রহ্মার নিকট বরলাভ বিফল হ'য়েছিল। আমি তোমার পরম-শত্রু, তোমার ইষ্টলাভের বাধা। তৃতীয় আহুতি প্রদানে আমার মুণ্ড স্কন্ধচ্যুত হ'ত নিশ্চয়। কিন্তু তুমি পরম মার্জ্জনাশীল, এ পরমশত্রু সংহারের শক্তি প্রাপ্ত হ'য়েও, ব্রাহ্মণ-ভূষণ তিতিক্ষাগুণে মার্জ্জনা ক'রেছ। তুমি রাজর্ষি, মহর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, আমার প্রণম্য।

বিশ্বা। বশিষ্ঠ, বশিষ্ঠ, তুমি আমার গুরু, তুমি আমার নয়ন উন্মুক্ত ক'র্‌লে! আমার এতদিন ধারণা হয় নাই যে, অভিমান বর্জ্জনই ব্রাহ্মণত্ব। আমি ঘোর তপস্যাভিমানী ছিলেম, আজ তোমার কৃপায় আমার সে অভিমান দূর হ'ল! আমায় পদধূলি প্রদান কর।

বশিষ্ঠ। বিশ্বামিত্র, তুমি আমার সখা, আমায় আলিঙ্গন প্রদান কর। তুমি মহাতপা, আমি তোমায় পদধূলি প্রদানে যোগ্য নই।

ব্রাহ্মণগণ। জয় ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্রের জয়!

ব্রহ্মণ্যদেবের প্রবেশ

ব্রহ্মণ্য। বিশ্বামিত্র, তুমি আমার পরিচয় পেয়েছ কি?

বিশ্বা। হ্যাঁ প্রভু!
নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।

বেদ-মাতার প্রবেশ

বেদ-মা। বিশ্বামিত্র, আমি তোমার নিকট নিয়ত অবস্থান ক'র্‌তে এসেছি।

বিশ্বা। মা ব্রহ্মবাদিনি, এতদিনে প্রসন্ন হ'লে?

বেদ-মা। এই আমার প্রদত্ত যজ্ঞসূত্র ধারণ কর।

বিশ্বামিত্রের গলদেশে যজ্ঞোপবীত অর্পণ

সুনেত্রার প্রবেশ

সুনেত্রা। মা, মা, বিশ্বজননি, কন্যার প্রতি তোমার অপার স্নেহ!

বেদ-মা। মা, মা, তোমার স্বামী তপস্বী, তুমি তপস্বিনী। পতি-পত্নীসম্বন্ধ পরিত্যাগ ক'রে, তপস্বী-তপস্বিনীভাবে অবস্থান কর।

সদানন্দের প্রবেশ

সদা। ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ। রাজা, আমি এসেছি। এই বেটী, আর এই ছোঁড়া,—আমায় চেনা দিয়েছে। তুমি লুচিমোণ্ডা সাম্‌নে এনে ধর, আর আমার নোলায় জল ঝ'র্‌বে না।

বিশ্বা। সখা, সখা, হিতৈষী ব্রাহ্মণ!

সদানন্দকে আলিঙ্গন

হে মানব,
ব্রহ্মর্ষিত্ব, দেব-দ্বিজ-কৃপায় লভিয়ে,
আকাঙ্ক্ষা নহেক সম্পূরণ।
আকাঙ্ক্ষা আমার—
নরত্ব দুর্লভ অতি বুঝুক মানব।
নাহি জাতির বিচার,
লভে নর উচ্চপদ তপোবলে।
তপ দৃঢ় সহায় জীবনে;
প্রভাবে যাহার,
ঘুচে নীচ সংস্কার,
মলিনত্ব হয় বিদূরিত,
জন্মে আত্মবোধ,
ঘুচে তায় জনম-মরণ-ভ্রম;
উচ্চ হ'তে উচ্চতর স্তরে,
তপোবলে করে আরোহণ।
তপ অতুল সম্পদ্‌,
দানে সেই উচ্চপদ,
যেই পদ আকাঙ্ক্ষা যাহার।
সাধ্যাসাধ্য নাহিক বিচার,
পায় সর্ব্ব অধিকার,
হীনজন অতি উচ্চ হয় তপোবলে।
বেদমাতা কোলে লন তারে,
বিহরে ব্রহ্মণ্যদেব হৃদয় মাঝারে,
তপের প্রভাব বুঝ, মানবমণ্ডল!
যদি মম উপদেশ করহ গ্রহণ,
বুঝিব, সফল মম শরীর-ধারণ!
তপ, তপ, হও তপশ্চারী!

দেব-দেবীগণের প্রবেশ

সমবেত সঙ্গীত

ব্রহ্মবিদ, হিতব্রত, বর্জ্জিত-চিত-বাসনা,
চিরভূষণ মার্জ্জনা, করুণা হৃদয়-আসনা,
অজ্ঞান-তম-বারণ, পদ-রজ ভব-তারণ।
উদারচেতা, বিধান-নেতা, মহাবিদ্যা অর্জ্জন,
পূর্ণকাম, আত্মারাম, প্রেমে আত্মা মজ্জন,
দুষ্কৃতি-ভীতি-ভঞ্জন, দেহি পদফুল্ল সরোজ,
ব্রাহ্মণ॥

য ব নি কা-প ত ন

প্রভাস-যজ্ঞ

[পৌরাণিক নাটক]

(২১শে বৈশাখ, ১২৯২ সাল, স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ-চরিত্র

নন্দ (গোপরাজ)। বসুদেব (শ্রীকৃষ্ণের পিতা)। শ্রীকৃষ্ণ। বলরাম। আয়ান (জটিলার পুত্র)।
মহাদেব, ব্রহ্মা, নারদ, উদ্ধব, বেতাল, শ্রীদাম, সুবল ও রাখাল-বালকগণ, ব্রজবাসিগণ, দ্বাররক্ষিগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী-চরিত্র

যশোদা (গোপরাণী)। রাধিকা (বৃষভানু-নন্দিনী)। জটিলা (ব্রজনারী)। কুটিলা (জটিলার কন্যা)।
বৃন্দা (প্রধানা সখী)।
সত্যভামা, অন্নপূর্ণা, পৌর্ণমাসী, বিদেশিনী, বিশাখা, ললিতা ও সখীগণ, ভৈরবীগণ ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বৃন্দাবন-নিকটবর্ত্তী কানন

ব্রহ্মা ও নারদের প্রবেশ

নারদ। পিতঃ, রাধাকৃষ্ণ-বিচ্ছেদ আর কত দিন দেখ্‌বো? বর্ষে একদিন বৃন্দাবন-দর্শনে আসি, এক বৎসর পর্ব্বতগুহায় ব'সে কাঁদি। পিতঃ, কি উপায় বলুন? যুগল-মিলন দর্শন ক'র্‌তে প্রাণ বড় ব্যাকুল হ'য়েছে; হায়! এ করুণা-পূর্ণ মানব-লীলায় শীলাও বিগলিত হয়।

ব্রহ্মা। রাধাকৃষ্ণ-যুগল-মিলন দর্শন-ইচ্ছায় আমিও ব্যাকুল, কিন্তু কি ক'র্‌বো! শতবর্ষ পূর্ণ না হ'লে তো শাপ-বিমোচন হবে না। কৃষ্ণের খেলা কৃষ্ণই জানেন, দ্বারকা-লীলায় যেন বৃন্দাবন ভুলে আছেন; শীঘ্রই শাপান্ত হবে। শাপান্তে যদি শ্রীমতী না কৃষ্ণকে পান, তাঁর বিরহ-অনল ব্রজে আর ধ'র্‌বে না; ত্রিভুবন দগ্ধ ক'র্‌বে। বৎস, তুমি এ কার্য্যের ভার নিতে পার? আমার আশীর্ব্বাদে তুমি সফল হবে, তুমি অতি সুকৌশলী। যদি রাধা-কৃষ্ণের মিলন-সংঘটন ক'র্‌তে পার, তবেই তোমার কৌশল—কৌশল, তোমার কীর্ত্তি রাধাকৃষ্ণ নামের ন্যায় অক্ষয় হবে। এ কার্য্য শ্রীমতীর প্রধানা দূতী শ্রীবৃন্দাই সমাধা ক'রেছিলেন। দেখ, ভাগ্যগুণে যদি তুমি পার, রাধাকৃষ্ণের মিলনে ত্রিভুবন আনন্দময় হবে।

নারদ। আমার কি শক্তি, আদ্যাশক্তি শ্রীরাধার মনে যা ইচ্ছা, তাই হবে, কিন্তু প্রাণে উৎসাহ হ'চ্ছে, রাইয়ের নাম নে দেখি, যুগল-মিলন ক'র্‌তে পারি কি না।

ব্রহ্মা। বৎস! তোমার উৎসাহে আমার প্রাণও আশ্বাসিত হ'চ্ছে, আমার জ্ঞান হ'চ্ছে, ব্রজেশ্বরী রাই আপনি তোমায় ব'ল্‌ছেন, "নারদ! এবার মিলনে তোর কাছে ঋণী হব; ভয় নাই, ব্রজে আয়, ব্রজে এসে কৃষ্ণপ্রেম দেখে যা, নইলে রাধাকৃষ্ণের মিলন ক'র্‌তে পার্‌বিনি।"

নারদ। তবে কি আমি এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হব? রাধার চরণ-ধূলি ল'য়ে অদৃষ্ট পরীক্ষা ক'র্‌ব, রাধাকৃষ্ণ-মিলন, শ্যামের বামে রাই কিশোরী! কি মাধুরী রে, প্রাণ ভ'রে যায়!

ব্রহ্মা। বৎস! তুমিই রাধাকৃষ্ণ-মিলনের যোগ্য, রাধাকৃষ্ণ-মিলন কেবল ভক্তের কৃপায় দর্শন হয়, তোমার ন্যায় ভক্তের কৃপায় যুগল-মিলন দর্শন ক'রে তিন লোক পবিত্র হবে। বৎস, তোমায় আশীর্ব্বাদ করি, তুমি কৃতকার্য্য হও।

নারদ। পিতঃ, আপনার বাক্য আমার শিরোধার্য্য! অনুমতি করুন, ব্রজে যাই। শ্রীরাধা আমায় প্রসন্ন হ'ন;—তাঁর আজ্ঞা বিনা কার্য্যে প্রবৃত্ত হ'ব না।

ব্রহ্মা। বৎস, শ্রীমতী তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন, ব্রহ্মলোকে আমায় সংবাদ দিও, আমি বৃন্দাবন প্রদক্ষিণ ক'রে যাব।

[ব্রহ্মার প্রস্থান।

নারদ। এই কি সে সুখ-বৃন্দাবন!

যথা—
মোহন বাঁশরী-সনে গুঞ্জিয়া ভ্রমরা
রাধানাম-গান শুনাইত নলিনীরে?
যথা পুষ্পপুঞ্জ ঈর্ষ্যায় ফুটিত,
লুটিতে ধরার পদতলে।
বনমালা গাঁথিত কি ব্রজবালা,
এই কুঞ্জবনে ফুল চয়ি?
দগ্ধ ব্রজ, দগ্ধ কুঞ্জবন,
দগ্ধ ফুলকলি, সৌরভ-গৌরব হীন,
বিদগ্ধ বিদগ্ধ বৃন্দাবন—
ব্রজবাসী-দীর্ঘশ্বাসে!
শূন্য প্রাণ শূন্য ব্রজ,
প্রাণ আছে শ্রীকৃষ্ণের পদে,
অনিবার হাহাকার-ধ্বনি
বিরামবিহীন ব্রজে,
তাই শব্দ স্তব্ধ হয় জ্ঞান।
কৃষ্ণপ্রাণ কোকিল-কোকিলা,
ময়ূর-ময়ূরী, শুক-শারী
স্বকার্য্য পাশরি
রবহীন করিছে রোদন।
জলে বিমলিনী নলিনী কুমুদী,
কৃষ্ণ বিনা নীরব ভ্রমর,
ব্রজবাসিগণে দহে হুতাশনে,
কৃষ্ণধনে হৃদে ধরি রাখে প্রাণ;
হেন প্রেম বিনা শ্রীকৃষ্ণ কে কিনে,—
বৃন্দাবন রাধাকৃষ্ণ আনন্দ-আলয়!
কৃষ্ণপ্রেম বিলাও আমায়,
দেখ হে, ভিখারী আমি কৃষ্ণপ্রেম-আশে।
ওহে, পুণ্য-নিকেতন,
রাধাকৃষ্ণ-লীলার ভবন তুমি!
কৃষ্ণরাধা বক্ষোপরে ধ'রে
মম হৃদাগারে বারেক বিলাস কর।
বৃন্দাবন-ছবি তোর,
অন্তরে রহুক আঁকা,
আয় বীণা আয়,—
একবার রাধা বলি।

না বীণা না, তোমার সুরে না, একবার বাঁশী-স্বরে রাধা রাধা বল; ব'ল্‌চো পার্‌বে না? যতদূর হয়, এবার বাঁশী বাজ্‌লে শিখো, ব'ল্‌ছো হবে না? এবার পার্‌বো না ব'ল্লে হবে না ভাই, একবার রাধা বল', দেখ্‌বি এখন কেমন দয়াময়ী সখী পাঠায়ে দিয়ে নে যাবে; কি বল, যদি না নে যায়, তোমায় আমায় গিয়ে খুব গালাগাল দিয়ে আস্‌বো এখন।

গীত

ইমন কল্যাণমিশ্র—কাওয়ালী

বাজ্ রে বীণে, জয় রাধে শ্রীরাধে!
রাধা ব'লে বাজ্‌তো বাঁশী, মধুর নিনাদে।
মিশে বীণে প্রাণের তারে,
রাধা বল, বারে বারে,
ভাস্‌রে প্রেমের পাথারে;—
বাঁশীর মত মাত বীণে, রাধা নাম বল সাধে,
প্রাণ ঢেলে দে রাঙ্গা শ্রীপদে!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

রাধাকুঞ্জ

রাধিকা, বৃন্দা, ললিতা, বিশাখা ও সখীগণের প্রবেশ

রাধিকা। সখি, এই তমালতলে শ্যাম আমার ত্রিভঙ্গ হ'য়ে দাঁড়াতেন, আমি অনিমিষ-নয়নে দেখ্‌তেম; সই, সে কোথায়? আসি ব'লে গেছে, কই এল? কাল কি হ'ল না? কাল রজনী কি পোহাল না? কালাচাঁদ রাধা ব'লে বাঁশী বাজাত, ব'ল্‌তো—রাধা, রাধা, রাধা; বংশী-রব শুনে আমি উন্মাদিনী হ'তেম, বাঁশী নীরব—তবে কেন রাধা উন্মাদিনী?

গীত

সাওন মল্লার—ঢিমে তেতালা

এখনও এ প্রাণ আছে সই!
এলে সখি, দেখা হ'ত, কালা এল কই?
যদি লো না দেখা হ'লো,
দেখা হ'লে ব'লো ব'লো,
দেখিতে সাধ ছিল মনে,
জানি না যে কৃষ্ণ বই!
ব্রজে যদি আসে কালা, গেঁথে দিও বনমালা,
বাজাতে ব'লো গো বাঁশী, রাধা ব'লে রসময়ী!

ললিতা। হের বৃন্দা সই, রাই রসময়ই
পলে পলে চেতন হারায়;
হের কমলিনী, যেন ছিন্ন কমলিনী
লুটায় ধরণীতলে,
বল সখি, কি করি কি করি,
মরে প্যারী শ্যামচাঁদ বিনা!
বৃন্দে, দে গো এনে রমানাথে,—
আহা, রাজার নন্দিনী
কাঙ্গালিনী পথে পথে কেঁদে ফেরে!
এ দশায় হেরিয়া রাধায়,
প্রাণ আছে কায়—
তাই লো আশ্চর্য্য মানি।
আহা, কৃষ্ণপ্রাণা বিনোদিনী
শতবর্ষ কৃষ্ণহারা,
নিঠুর মুরারি,
গোপনারী মজাইয়ে গেল চ'লে।
বৃন্দে,
উঠ গো ত্বরায় যাও দ্বারকায়,
সে ত আসিবার নয়,
ফিরে আন গোপীকার প্রাণ,
বুঝি লো বুঝি লো,
রাধা প্রাণে ম'ল এত দিনে।

বৃন্দা। সখি, শঠে স'পে প্রাণ,
অপমান হয় সার।
কপট নির্দ্দয়,
অবলায় মজা'য়ে রহিল কোথা;
হ'লো না এ বন সুখকুঞ্জবন,
ধরাসনে কনকবরণী রাই।
কঠিন জীবন, বেঁচে আছি তাই,
প্রাণে বাজে তীর শ্রীমতীর দশা হেরে!
নিঠুরে যদ্যপি সখি, পাই,
শ্রীমতীরে বারেক দেখাই,
দেখি তার কতই কঠিন প্রাণ!

দূরে বংশীরব

একি সখি, রাধা নাম কেন শুনি দূরে?
বীণা কি বাঁশরী বুঝিতে না পারি?
দূরে ধীরে করে রাধা-নাম-গান,
আচম্বিতে কে এল এ ব্রজে?

বিশাখা। সখি, বাঁশরী নিশ্চয়,
রাধা ব'লে বাজে বাঁশী।

ললিতা। বুঝি সখি, এসেছে মাধব,
কুহুরব শোন কুঞ্জবনে,
শুন শুন ভ্রমর-গুঞ্জন,
কুঞ্জে ফোটে ফুলকলি;
বুঝি কানু
বেণু ত্যজি ধরিয়াছে বীণা,
বধিবারে ব্রজাঙ্গনা;
সখি,
এসেছে নাগর—সাজাও বাসর,
মালতী তুলিয়ে গাঁথ মালা,
কুঙ্কুম চন্দন রাখ সখি, থরে থরে,
শ্যাম-কলেবরে দিব সখী মিলি,
উঠ উঠ ব্রজেশ্বরী রাই,
বুঝি এসেছে কানাই,
ওই শোন রাধা-নাম-গান,
মান ক'রে ব'সলো স্বজনি,
কথা ক'ও ধরাইয়ে পায়।

রাধিকা। কই—লো, কই—লো,
দে লো—দে লো—
কৃষ্ণধন দে আমায়,
কই সই, মদনমোহন?

ললিতা। শোন হেমাঙ্গিনি!
কি শুনি না জানি,
বংশীরবে রাধা নাম কেবা গায়?
ধরি মৃদু রোল গগনে মিশায়ে যায়,
বল সখি, কে এল এ বৃন্দাবনে?

রাধিকা। কই সই, বাঁশী এ তো নয়,
বীণা বাজে বংশীরবে;
যদি সই, বাঁশরী বাজিত,
গগন ভরিত,
মুঞ্জরিত রসহীন তরু;
বুঝি লো স্বজনি,
কোন্ ভক্তজন—
হেরি দগ্ধ বৃন্দাবন,
বীণাস্বরে স্মরণ করিছে মোরে।

বৃন্দা। হের দূরে জটাজুট শিরে,
বীণা করে আসে কোন্ মহাজন,
বাজে মত্ত বীণা—
রাধা নাম শুনে, আপনি উন্মত্ত ঋষি;
কে আসে লো দেখ লো কিশোরি!

রাধিকা। সখি, যাও ত্বরা করি,
আসিছে নারদ ঋষি ব্রজবাসী-দরশনে;
মম পদ বিনা অন্য নাহি জানে,

ভক্ত-চূড়ামণি মুনি।
আন শীঘ্র গিয়ে, ভক্তেরে হেরিয়ে—
স্নিগ্ধ করি দাবদগ্ধ হিয়া;
মধুর বচনে আনিবে এখানে,
ব'লো ব'লো ডাকিছে রাধিকা।

[বৃন্দার প্রস্থান।

সখি, আমি কি কৃষ্ণকে ভুলেছি, কৃষ্ণ বিনা নইলে কেমনে জীবিত আছি? আমার কালাচাঁদ কি কাছে ছিল? দেখ, আমি আর নেই, সর্ব্বাঙ্গ কৃষ্ণময়; রাধা আর কোথায়? এই যে আমার কৃষ্ণ, এই যে আমার কৃষ্ণ!

ললিতা। সখি, ঘোরতর বিরহ-বিকারে যে শ্রীমতী নিস্তার পান, এমন বোধ হয় না! হা নির্দ্দয়, কি ক'র্‌লে? কৃষ্ণ হে, তুমি কোথায়? ব্রজাঙ্গনা—তোমা বিনা আর কিছু ত জানে না—কুঞ্জবিহারি, কুঞ্জে প্যারী মরে, দেখে যাও। ছি ছি শ্যাম, জেনে শুনে ভুলে আছ!

বিশাখা। গীত

খাম্বাজ—একতালা

ধুলায় লুটায় সোণার কিশোরী,—
ভুলে আছ ভাল আছ, দেখিতে হ'লো না হরি!
কমলিনী সরলপ্রাণা, কৃষ্ণ বিনা রাই জানে না,
চতুরে সরল প্রাণে, প্রাণ স'পেছে আহা মরি!
যদি শ্যামে না হেরিত, প্যারী কি প্রাণে মরিত,
মরিত কি ব্রজাঙ্গনা, না বাজিলে বাঁশরী!

নারদ ও বৃন্দার প্রবেশ

বৃন্দা। দেখ ঋষি, কিশোরীর দশা,
অচেতন দিবানিশি কেটে যায়,
কমল আসনে
ব্যথা লাগে যে কোমল কায়,
হেন মুনি, ধূলায় লুটায়,
কভু কৃষ্ণ ব'লে করে হাহাকার,
মৃত্যুর লক্ষণ কর দরশন—
পবন না বহে নাসিকায়,
দেখ—দেখ—
কি দশায় রেখে গেছে শ্যাম,
জেনে শুনে কেমনে র'য়েছে ভুলে!

রাধিকা। হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ!

নারদ। (প্রণাম করিয়া) ব্রজেশ্বরি! কৃপা করি কিঙ্করকে চরণে স্থান দিন।

রাধিকা। ঋষিরাজ, আমি কৃষ্ণবিরহিণী দুখিনী গোপনারী;—আমায় নমস্কার ক'রে অকল্যাণ ক'র না। মুনিবর, শুনেছি, তুমি কৃষ্ণময়প্রাণ;—কৃষ্ণের কি সংবাদ জান? আমায় বল, অবলা ব্রজবালার প্রাণ রাখ।

নারদ। ব্রজেশ্বরি, মুরলীধর আপনার হৃদয়ে, কৃষ্ণের সংবাদ তোমা বিনা আর কে জানে? তত্ত্বময়ি, কৃষ্ণের তত্ত্ব আমি কেমন ক'রে জান্‌বো?

রাধিকা। ঋষিরাজ, আর কেন আমায় গঞ্জনা দাও? আমি শতবর্ষ কৃষ্ণহারা, আর কি সে আমার হবে?

গীত

গৌরী—আড়াঠেকা

কোথায় আছে, যদি সে আমার,—
কেন তবে কুঞ্জবনে, হেন দশা রাধিকার!
তরুলতা কেন শূন্য, বনপাখী শোক-পূর্ণ,
কেন ব্রজ শূন্যাচ্ছন্ন, ওঠে কেন হাহাকার।
বাঁশরী ফিরায়ে দেছে, রাধা নাম ভুলে গেছে,
না হ'লে বাজিত বাঁশী, রাধা ব'লে শতবার।

বৃন্দা। দেখ মুনি, চৈতন্য-রূপিণী আবার চৈতন্যহারা। আহা ঋষি, ব্রজের দশা একবার দেখ!—

রাধিকা। ঋষিরাজ, তোমার সঙ্গে কি আমার কৃষ্ণের দেখা হবে? তাঁরে ব'লো, এক-বার ব্রজে এসে ব্রজাঙ্গনার অবস্থা দেখে যা'ক, আমি ধ'রে রাখ্‌বো না—একবার দেখে যা'ক! ঋষিরাজ, আমি কৃষ্ণ বিনা জানি না,—আর কি তাঁরে দেখ্‌তে পাব না?

নারদ। আনন্দময়ি, কৃপা করুন,—আমি আপনার আশীর্ব্বাদ ল'য়ে দ্বারকায় যাব মনে ক'রেছি, আমি সে নিঠুর নটবরকে ব্রজের দশা ব'ল্‌বো, দেখি তাঁর কঠিন প্রাণ বিগলিত হয় কি না। যদি আপনার চরণে আমার মতি থাকে, আমি রাধাকৃষ্ণ একত্রে দর্শন ক'র্‌ব।

রাধিকা। ঋষি, তোমার কৃষ্ণভক্তি হোক্‌; আমি অন্য আশীর্ব্বাদ জানি না। শতবর্ষ নিরাশা সাগরে মগ্ন! তোমার বচনে আমার প্রাণ আশ্বাসিত হ'ল। ঋষিবর, সত্য কি আমার কৃষ্ণকে এনে দেবে? সখি, তোমরা সকলে অতিথি-সৎকারের আয়োজন কর গে, কৃষ্ণ-

পরায়ণ অতিথি-কুঞ্জে উপস্থিত; যাও সখি, যাও, আমি ঋষিরাজকে দুটো দুঃখের কথা বলি।

[সখীগণের প্রস্থান।

নারদ। কৃপাময়ি, আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ ক'র্‌লেন, আমার সাধ ছিল, নির্জ্জনে আপনাকে দর্শন ক'র্‌বো; আমি ব্রহ্মার আজ্ঞায় বৃন্দাবনে এসেছি, শতবর্ষ শীঘ্র অতীত হবে, কিরূপে যুগলমিলন সন্দর্শন ক'র্‌বো—দয়াময়ি, দাসকে বলুন।

রাধিকা। নারদ, তুমি কি কৃষ্ণকে আন্‌তে পার্‌বে না?

নারদ। দেবী আদ্যা প্রকৃতি, আমি কে? শক্তিরূপা, কৃষ্ণকে আকর্ষণ করে—তোমা ভিন্ন কে আছে?

ভুলা'ও না কমলিনি,
কৃষ্ণপ্রাণা ব্রহ্ম সনাতনী—
রাধা বিনা কৃষ্ণ আর কার?
কৃষ্ণ জানে তোমা,
তুমি জান কৃষ্ণের মহিমা,
আমি কি কহিব?
শ্রীকৃষ্ণেরে কেমনে আনিব,
রাস-রসময়ি, তুমি না সদয়া হ'লে।
কহ, কি কৌশলে যুগল-মিলন হবে?
কৃপায় তোমার মম কীর্ত্তি রবে,
পুলকে পূরিবে ত্রিভুবন।
কহ মোরে কেশব-মোহিনি,
মনোবাঞ্ছা কেমনে পূরিবে?

রাধিকা। শুন মুনি, যাও দ্বারকায়,
আছি যে দশায়,
বলো গিয়ে কালাচাঁদে;
দেখে এস নন্দালয়ে গিয়া,
শূন্য হিয়া নন্দ যশোমতী,
দিবারাতি নীলমণি ব'লে কাঁদে,
শোকে শীর্ণ সদা অচেতন,
দুনয়নে বহে শতধারা!
গোঠে, ধটী ভ'রে তুলি বনফুল,
রাখালসকল ফুকারে কানাই ব'লে,
ব'লো তাঁরে এ সব সংবাদ।
করি আশীর্ব্বাদ,
পূর্ণ হোক্ মনের কামনা তব,
কর ব্রজবাসিগণে নূতন জীবন দান।

নারদ। স্তব

হরিপ্রিয়া হেমাঙ্গিনী, নিধুবন বিহারিণী,
রাসরসে রঙ্গিণী কিশোরী।
মোহন-মোহিনী রাই, পদে যেন স্থান পাই,
পদ-কোকনদ আশা করি॥
* * *
আদ্যাশক্তি সনাতনী, ব্রজেশ্বরী বরাননী,
প্রেমময়ী প্রাণময়ী রাধা॥
আত্মারূপা আহ্লাদিনী, বনচারী বিনোদিনী,
বিভূষণা বনফুল-হারে।
কৃষ্ণপ্রেম-আমোদিনী, কৃষ্ণপ্রেম-প্রদায়িনী,
কৃষ্ণপ্রেম বিলাও আমারে॥

বৃন্দার প্রবেশ

বৃন্দা। রাধে, মুনিবরকে বলুন, আতিথ্য-স্বীকার করেন।

রাধিকা। ঋষিরাজ! চলুন, কিঞ্চিৎ বিশ্রাম ক'র্‌বেন।

[সকলের প্রস্থান।

রাখাল-বালকগণের প্রবেশ

শ্রীদাম। ভাই রে, এ কুঞ্জবনে আমি বাঁশী-স্বরে রাধা নাম শুনেছি, কানাই কি এল? আয় দেখি ভাই খুঁজি; সে তো অমনিই লুকুতো, কানাই রে, তুই কোথায়? প্রাণ যায়, দেখে যা।

সুবল। চল ভাই, নন্দালয়ে যাই, যদি কানাই এসে থাকে ত মা যশোদার কাছে যাবেই। রাখালরাজ! রাখালরাজ! তুমি কি রাখালদের ভুলে গেলে? কানাই, তুমি তো নির্দ্দয় নও।

সকলে। গীত

পাহাড়ী—খেমটা

এস রে কানাই, কোথা আছ ভাই,
মরে রে রাখাল, দেখ না দেখ না।
আয় রে গোপাল, ব্রজের রাখাল,
তোমা বিনা আর, কিছু তো জানে না॥
চারিদিকে ঘেরি, দিব করতালি,
গোঠে গিয়ে খেলি, এস বনমালী,
লয়ে বনফল, চক্ষে বহে জল,
ওরে কানু তোরে, আর কি পাব না॥

হাম্বারবে ধেনু, ডাকিছে তোমায়,
সকাতরে চায়, দূরে যমুনায়;
তৃণ না পরশে, আঁখিজলে ভাসে,
তুমি কি বেদনা বুঝ না বুঝ না॥

[রাখালবালকগণের প্রস্থান।

জটিলা ও কুটিলার প্রবেশ

জটিলা। ও লো, এদিকে আয়, এদিকে আয়, এদিকে আয়,—ও লো, নন্দের বেটা জটা রেখেছে।

কুটিলা। ও মা, সে কি গো? সে যে চুড়োবাঁধা মিন্‌সে।

জটিলা। ও লো, না লো আমি দেখেছি, এখন আর বাঁশী বাজায় না, বীণা বাজায়, পাকা দাড়ী, পাকা জটা, বোয়ের সঙ্গে কথা ক'চ্ছিল।

কুটিলা। তবে নন্দের ব্যাটা কেন? সে আর কে বুড়ো।

জটিলা। ও লো, না লো না, রাধা ব'লে বীণা বাজিয়ে এল, এখন বুড়ো হ'য়েছে, চুল পেকে গ্যাছে, তাই জটা ক'রেছে; এই আমরা বুড়ো হ'লেম না!

কুটিলা। ও মা, অনাসৃষ্টি কথা বলিস্‌নি! তুই যেন বুড়ো হ'লি হ'লি, আমি আবার বুড়ো হ'লুম কবে লা?

জটিলা। নে নে, তুই সন্ধান নে—নন্দের বেটাই বটে, ঐ বৃন্দে ছুঁড়ী—গেছো মাগী, তাকে খাওয়াবার জন্যে ফল পাড়্‌লে, সে মিন্‌সে রাধিকার পায়ে ধ'র্‌লে—নন্দের বেটা নয় ত কে? চল্‌ দেখি, দেখি গে।

কুটিলা। ও মা, সে আবার জটা পাকিয়ে এল, তবেই আর গোকুলে টেঁকালে। ছোঁড়া-বয়সেই এত ভিরকুটী, বুড়ো হ'য়ে কি আর দেশে মানুষ রাখ্‌বে?

জটিলা। ও লো, ওই লো—ওই, ও মা! রাধার পায় ধুল' নেয় কেন?

কুটিলা। কই গো? ও মা, সেই বুড়ো মড়া মুনি গো—বুড়ো মড়া মুনি; পালাই চল্‌, মায়ে-ঝিয়ে এখনি কোঁদল বাধিয়ে দেবে।

জটিলা। আ ম'লো, ও আবার মুনি কোথাকার? মুনি তো, রাধিকার পায়ে ধ'র্‌লে কেন? ও সেই নন্দের বেটা।

কুটিলা। আ ম'লো, বুড়ো হ'য়ে কি চ'খের মাথা খেয়েছ? দেখ্‌তে পাচ্ছ না, নারদমুনি।

জটিলা। এ্যাঁ, নারদমুনি! রাধার পায়ে ধ'র্‌লে কেন?

কুটিলা। ও মড়া অম্‌নি মরে।

জটিলা। ও লো, রাধিকাকে তবে আর কিছু বলিস্‌ নি। কি জানি মা, মুনি-ঋষি পায়ে ধরে।

কুটিলা। তুমি একটু একটু বোয়ের চন্না-মিত্তির খেও, আমি তা পার্‌বো না, পাড়া-ঢলানী—ওর আবার পা আর মাথা।

জটিলা। না লো, কিছু বলিস্‌ নে, কি জানি, যদি ভস্ম ক'রে ফেলে।

কুটিলা। ভীমরথী মাগী! আমি পালাই,—মুখপোড়া মিন্‌সে এদিকে এলেই কোঁদল বাধাবে।

[প্রস্থান।

জটিলা। ও কুটিলে! যাস্‌ নে—যাস্‌ নে, দাঁড়া লো—আমিও যাই, দাঁড়া লো—আমিও যাই; ও মা, ভস্ম ক'র্‌বে নাকি?

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

নন্দালয়

যশোদা ও নন্দের প্রবেশ

যশোদা। কোথায় গোপাল, কোথায় গোপাল—
কোথা তারে রেখে এলে?
কে রে কুহকিনি!
ভুলায়ে রেখেছে নীলমণি,
বাছা—কত কাঁদে আমা বিনে—
কে রে, ক্ষুধা পেলে
সে চাঁদ-বদনে নবনী তুলিয়ে দেয়।
কোথা—কোথা আছ বাপধন,
মরে তোর দুখিনী জননী,
এস কোলে অঞ্চলের মণি,
ধড়া চূড়া পর যাদুমণি,
শোন্‌, তোরে ডাকিছে রাখাল।
আরে রে গোপাল,
গোঠে কি যাবি নে আর,
ক্ষীরসর ল'য়ে আছি পথ চেয়ে,
খেয়ে যা রে দুখিনীর ধন,

মরে তোর দুখিনী জননী।
দেখে যা রে দেখে যা গোপাল,
এখন' কি রয়েছে যামিনী!
নীলমণি যমুনার পারে
আন তারে—মা ব'লে সে কাঁদে কত!
আহা—
কোন্ প্রাণে ফেলে এলে তারে,
মা ব'লে সে কাঁদে বারে বারে,
ক্ষুধা পেলে ননী কেবা দেবে,
কোথা আছ গোপাল আমার,
দেখা দাও মায়ে যাদুমণি।

গীত

আলাহিয়া—একতালা

অঞ্চলের মণি এস রে নীলমণি,
দেখিতে তোরে দেহে আছে প্রাণ।
পরাণ বিদরে, মা ব'লে ডাক রে,
আয় রে করি কোলে, হেরি চাঁদ-বয়ান॥
তোমা বিনা আর কে আছে আমার,
শূন্য ব্রজপুরী নেহারি আঁধার,
শোন অনিবার, ওঠে হাহাকার,
রোদনের ধার বহে রে উজান॥

নন্দ। আরে রে গোপাল,
এত যদি মনে ছিল তোর,
কেন রে রহিলি বাঁধা,
না জানি রে কি পাষাণে প্রাণের গঠন
চূড়া ধড়া দিলি রে যখন—
কেন প্রাণ না ফাটিল,
দেহে প্রাণ কি হেতু রহিল,
ওঃ হো! আমি যে গোপাল-হারা!
বল্ রে আসিয়ে
কি বলিয়া রাণীরে প্রবোধ দিব,
সে তো জানে না রে তোমা বিনে!
যদি রে নির্দ্দয়,
আমারে না দেখা দেও,
রাণীরে ভুলাও,
দেখে যাও শবাকারে ধরাতলে!
আরে স্বর্ণব্রজ গেলি শূন্য ক'রে,
তবু—
প্রাণ ধ'রে আছি তোরে দেখিবার আশে,
ব্রজে আয় ব্রজের দুলাল।

নারদের প্রবেশ

নারদ। নন্দ-যশোদা শোক-সাগরে নিমগ্ন; বাহ্যজ্ঞানশূন্য: কৃষ্ণময় প্রাণে কৃষ্ণ-ধ্যানে দিবা-রজনী যাপন ক'র্‌ছেন। বৃন্দাবন, কৃষ্ণপ্রেম জীবকে তুমিই শেখাবে, তোমার অপার মহিমা! হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ!

নন্দ। কই, কে কোথায়—কৃষ্ণ ব'লে কে ডাকে? আরে রাখাল, গোপাল তো আমার ঘরে নাই।

নারদ। গোপরাজ!

নন্দ। গোপাল আমার গোপের রাজা, আমি ত নই? এ কি—মুনিবর! প্রণাম হই, কতক্ষণ আগমন? গোপাল আমার কোথা? মুনি! তুমি অনেক স্থানে যাও, আমার কৃষ্ণকে কি দেখেছ? দেখ মুনি, কৃষ্ণ বিনা আমার দশা দেখ, যশোদার দশা দেখ! মুনি, কি ব'লে ভোলাব? ও তো নীলমণি বিনা জানে না, সে তো আস্‌বে না, আমায় চূড়া-ধড়া দে ব'লেছিল,—

নারদ। রাজা, ধৈর্য্য ধর, তোমার কৃষ্ণধন তুমি ত্বরায় পাবে।

নন্দ। পাব আমার কৃষ্ণধন? যশোদা, যশোদা! কৃষ্ণধন পাব, মুনি ব'ল্‌ছেন।

নারদ। রাজা, শান্ত হও।

নন্দ। মুনিবর, নীলমণিকে কি পাব না?

নারদ। পাবে, অবশ্যই পাবে।

নন্দ। যশোদাকে কি ব'ল্‌বে না? মুনি, ওর অঞ্চলের ধন যমুনাপারে রেখে এসেছি।

নারদ। অবশ্যই পাবে, কৃষ্ণ কখন' তোমাদের ছাড়া নয়।

নন্দ। মুনি, পাব, কবে পাব? কোলে ক'রে যশোদার কোলে তুলে কবে দেব মুনি? গোপাল আমার পাদুকা মাথায় বইত, সে কৃষ্ণ আমার কোথায়?

নারদ। আহা! যশোমতীর কি দশা!

নন্দ। আহা! ও যে ওর নীলমণি-হারা, কৃষ্ণ রে! একবার দেখে যা।

নারদ। যশোমতি মা! ওঠো মা, ওঠো মা!

যশোদা। কারে মা ব'ল্‌লে?

নারদ। মা, মা!

যশোদা। ওরে, ও রব তো আমার পুরে নাই, নীলমণি, নীলমণি! মা রব বহুদিন শুনিনি।

নন্দ। রাণি! ওঠো, নারদমুনি এসেছেন।

যশোদা। নীলমণি, নীলমণি—কই?

নারদ। যশোমতি মা! আমি নারদ।

যশোদা। আমার নীলমণি কি এসেছে, এখন' কি গোঠের বেলা যায়নি?

নন্দ। মুনিবর, অপরাধ মার্জ্জনা ক'র্‌বেন। রাণি, দেখ দেবর্ষি নারদ!

যশোদা। মুনি, প্রণাম করি। আমার গোপাল নাই, পুরী শূন্য হ'য়েছে! মুনি, আমার নীলমণিকে ভুলিয়ে রেখেছে, তুমি যদি ভুলিয়ে এনে দাও। মুনি, রাত কি পোহাল? প্রভাত হ'লে নীলমণি আমার ননী পাবে না, তিনবার ননী না দিয়ে গোঠে পাঠাব না; মুনি, আমার নীলমণিকে ভুলিয়ে রেখেছে, এনে দাও, —আমার নীলমণি ঘরে নাই, এতক্ষণ আমায় একশবার মা ব'লে ডাক্‌তো।

নারদ। মা গো— তোমার নীলমণি তুমি পাবে।

যশোদা। মুনি, ভুলিয়ে রেখেছে, দাও, ওহো! সে বড় মায়াবিনী। মুনি, নীলমণি আমার এখানে নাচ্‌ত, এখান থেকে আমার কোলে ঝাঁপিয়ে আস্‌ত, এখানে ব'সে তার চুড়ো বেঁধে দিতুম, এইখানে ননী খাওয়াতুম; মুনি, ননীর তরে বেঁধেছিলুম, তাই কি গোপাল আমার রাগ ক'রেছে? দেখ মুনি, গোপালকে আমি এইখানে লুকুতুম, গোষ্ঠে যেতে দিতুম না। আজ আমার গোপাল ঘরে নাই! ঋষি, দেখ, আমার প্রাণ শূন্য, পুরী শূন্য, ব্রজধাম একবার দেখে যাও।

দেখ গোপ-গোপী সবে শবাকার,
বিনা হাহাকার কিছু নাহি আর!
নাচে না নীলমণি—
নাহি সেই নূপুরের ধ্বনি,
গোঠে নাই আনন্দের রোল,
বাজে না মুরলী—
ধবলী শ্যামলী হাম্বারবে নাহি ডাকে,
শূন্যপ্রাণ ধেনু তৃণ না পরশে,
আঁখি ভাসে শূন্যপানে চায়।
শ্রীদাম সুদাম
অবিরাম ভাসে আঁখিজলে;
বাক্‌হীন কাঁদিছে রাখালগণে,
বিষন্নবদনে
পরস্পর চাহে মুখপানে,
কভু—
শূন্যপ্রাণে ধায় দূর যমুনার পারে;
সদা হায় হায়, বলে প্রাণ যায়,
কোথা রে কানাই ভাই?
কুঞ্জে নাহি ফুল, নীলমণি নাহি খেলে,
ব্রজ অন্ধকার—
আমার রতনমণি বিনা,—
কোথা, কোথা গোপাল আমার!

নারদ। নন্দরাণি, শান্ত হও, তোমার নীলমণিকে তুমি পাবে।

যশোদা। মুনি, আমার নীলমণিকে কোথায় দেখে এসেছ? নীলমণি কি ননী খেতে পায়?

নারদ। তিনি ভাল আছেন—দ্বারকায় রাজা হ'য়েছেন।

যশোদা। রাজা না, রাজা না—আমার নীলমণি! আমার দুধের গোপাল নীলমণি, তাকে দেখে এস না।

নারদ। মা, কেঁদো না, তোমার নীলমণিকে এনে দেব।

যশোদা। কই?—দাও, বহুদিন আমি নীলমণিহারা।

নন্দ। মুনি, নীলমণি কবে আস্‌বে?

যশোদা। মুনি, নীলমণিকে আজ কি আন্‌বে?

নারদ। কৃষ্ণ অবশ্যই আস্‌বেন। আমি এক্ষণে আসি, সায়ংসন্ধ্যার কাল উপস্থিত।

যশোদা। মুনি, গোপাল কবে আস্‌বে?

নন্দ। মুনি, গোপালকে পাব তো?

[নন্দ ও নারদের প্রস্থান।

যশোদা। গীত

আশা-ভৈরবী—একতালা

ভাবি মনে কপাল তেমন নয়।
নইলে কোথায় রইল গোপাল,
মা বিনা সে সারা হয়॥
কোলে নিতে দেরী হ'লে,
বাহু তুলে ও মা ব'লে,
ভেসে যেত নয়ন-জলে,
দেখিত সে শূন্যময়॥

বিদায় দিছি পাষাণ প্রাণে,
আসেনি কি অভিমানে,
মা ব'লে সে চাঁদ-বয়ানে,
আর কি জুড়াবে হৃদয়॥

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

দ্বারকা—শ্রীকৃষ্ণের কক্ষ

শ্রীকৃষ্ণ ও উদ্ধব

কৃষ্ণ। দেখেছ নয়নে বৃন্দাবন,—
গোপ-গোপীগণে কি ভাবে আমারে ভাবে।
শোকে শীর্ণকায়,
দিবানিশি সমভাবে যায়,
আমারে ধিয়ায়, নাহি জানে অন্য কথা।
শতবর্ষ ত্যজে ব্রজধাম—
ক'রেছি পয়াণ,
তবু অবিরাম কৃষ্ণনাম বৃন্দাবনে;
শোকে বনপাখী সদা ঝরে আঁখি,
নিজস্বরে সকাতরে ডাকিছে আমায়!
সজল-নয়নে ধেনু-বৎসগণ,
হাম্বারবে ভেদিয়া গগন,
সঘনে আমারে ডাকে,—
তাই বৃন্দাবন স্মরি,
দিবানিশি প্রাণ মম কাঁদে।
উদ্ধব। চিন্তামণি, ব্রজ-হেতু যদি চিন্তা মনে,
কি কারণ ব্রজে নাহি যাও,
কিম্বা ব্রজবাসিগণে
কি কারণে দ্বারকায় নাহি আন?
কৃষ্ণ। কার্য্যসূত্রে—
কর্ম্মক্ষেত্রে আপনি হ'য়েছি বাঁধা,
পূর্ণ হবে শ্রীদামের শাপ,
দূরে যাবে পৃথিবীর তাপ:
হবে পুনঃ ধর্ম্মের স্থাপন,
এই হেতু আগমন মম।
আমি একা,—একা আছে রাই—
দেখা নাই শতবর্ষ
কব কত কি বেদনা প্রাণে!
কিন্তু কি করিব,
নরলীলা করিব পূরণ,
যে শুনিবে এ বিচ্ছেদ-গান,
করুণায় পূর্ণ হবে প্রাণ,
ভবমায়া ভেসে যাবে শোকের প্রবাহে।
সহি এই বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা
জীবের কল্যাণ হেতু।
উদ্ধব। প্রভু, সহ তুমি জীবের কল্যাণে,
কি কারণে সহে নন্দরাণী?
নন্দ কেন শোকে নিমগন?
কেন সহে ব্রজের রাখাল?
আহা!
রাই কমলিনী কি কারণে বিমলিনী?
কৃষ্ণ। ল'য়ে নিজগণ
আসিয়াছি লীলার কারণ,
স্বগণ-বিহনে কার সনে হবে লীলা?
ত্রিসংসারে কার অধিকার,
করে করে বাঁধে মোরে,
নাচায় আমায়,—
ধটী দিয়া আমারে সাজায়,
ক্ষীর-সর আমারে অর্পণ করে,
কেবা সাধ্য ধরে
স্কন্ধে ধ'রে মোরে,
এ'টো ফল তুলে দেয় মুখে?
আমি কার পায়ে ধ'রে সাধি,
কার মুখ না হেরিলে কাঁদি,
যোগী হই কার তরে,
গোলোকের স্বগণ-বিহনে?
উদ্ধব। কিন্তু কি কারণ এ বিচ্ছেদ-জ্বালা,
শ্রীদামের অভিশাপ—
সেও তব সংঘটন, নারায়ণ!
কৃষ্ণ। গোলোক-লীলায়,
নাহি ভরে ভক্তের পরাণ,
দেবদেবী-ক্রিয়া,
মানবের হিয়া ধারণা করিতে নারে,
নরলীলা বোঝে নরে,
দেখাই মানবে,
যে মায়ায় বদ্ধ আছ ভবে,
সেই মায়া আমারে অর্পণ কর;
নন্দ যশোদার প্রায়—
পুত্রভাবে বাঁধহ আমায়,
কিম্বা রাখালের সম—
সখ্য প্রেম কর দান,
হও যদি সখী, প্রাণ রাখি পদতলে;
মধুরে মধুরে বাঁধরে আমারে,

মধুপ্রেম যেবা অভিলাষী;
ব্রজবাসী শিক্ষা দেয় নরে
কি প্রেমের তরে,
গোধন চরাই ব্রজে;
পরীক্ষায় নহে মম স্বগণ কাতর,
বিচ্ছেদ-জ্বালায় কাঁদে নিরন্তর,
তবু শুদ্ধ-প্রাণে মনে মনে জানে
আমার আমার ধন।

উদ্ধব। প্রভু, যদি তব স্বগণ-বিহনে,
অন্য জনে না সম্ভবে হেন ভাব,
শিক্ষা তবে কোন্ প্রয়োজন?

কৃষ্ণ। শিক্ষামাত্র ব্রজের এ ভাব দরশন,
যে শুনিবে মধুময় ব্রজের এ লীলা,
রসাপ্লুত হবে তার প্রাণ,
দ্রব হবে কঠিন পাষাণ হিয়া,
প্রেমে ধৌত বিশুদ্ধ অন্তরে
নিরন্তর এ লীলা হেরিবে,
রসের সাগরে সাঁতার খেলিবে,
সে রসের নাহি শেষ।

নারদের প্রবেশ

নারদ। গীত

কানেড়ামিশ্র—চৌতাল

জয় গোবিন্দ কৃষ্ণচন্দ্র, মাধব মধুসূদন।
দীননাথ দেবকীসুত, দ্রৌপদীভয়বারণ॥
প্রেমপীযূষপূর্ণ মূরতি, জগদীশ্বর যাদব-পতি,
করুণাময় কাতরপতি, কেশব কেশী-মর্দ্দন॥

জয় গোবিন্দের জয়!

কৃষ্ণ। আসুন, দেবর্ষি, আসুন!

উদ্ধব। দেবর্ষি, প্রণাম।

নারদ। ইস্, আজ শিষ্টাচার বেশী! একবার দ্বারকায় এলেম, ঠাকুর, তোমায় দেখ্তে এলেম।

কৃষ্ণ। আমার প্রতি তোমার এমনি কৃপাই বটে।

নারদ। আমি কৃপাময়ের দাস। বলি ঠাকুর, তুমি কেমন?

কৃষ্ণ। কি কেমন নারদ?

নারদ। বলি, ব্রজবাসীদের কি একেবারে ভুলে গেছ?

কৃষ্ণ। চুপ্ চুপ্, ওখানে সত্যভামা আছে।

নারদ। অ্যাঁ, শুনতে পেয়েছেন নাকি?

উদ্ধব। না ঋষিরাজ, কেউ কোথাও নাই।

কৃষ্ণ। তবে বলুন।

নারদ। তবে কি সত্যি আছেন নাকি?

কৃষ্ণ। উদ্ধব, বল হে—

উদ্ধব। ঋষিরাজ, না—উনি ছল ক'র্‌ছেন।

নারদ। বটে, এমন ছল, আমি ব্রজের কথা আর কিছু ব'লব না।

কৃষ্ণ। ভাল ঋষিরাজ, কোথা হ'তে আগমন?

নারদ। সত্যভামা ঠাক্‌রুণ! এই ব্রজের কথা জিজ্ঞাসা ক'চ্চেন।

কৃষ্ণ। প্রিয়ে, আর নারদ মুনি ব্রজের কথা ব'লছেন।

নারদ। কেন ঠাকুর! তোমার এত কিছু খাইনি যে, তুমি অমন ক'রে চেঁচাও; বেড়িয়ে এলুম, একটু বসি, ও সত্যভামা ঠাক্‌রুণ আগুন হ'য়ে আছেন, সেই তুলট করা অবধি আমার উপর ঝেঁটা-হস্ত আছেন।

কৃষ্ণ। উদ্ধব, ঋষিকে পাদ্য-অর্ঘ্য দাও।

নারদ। অত সম্মান রাখ না ঠাকুর! একটা কথা শোন বলি—এখানে কেউ নাই, একবার বৃন্দাবনে চলুন—তারা সেথা মারা গেল।

কৃষ্ণ। মারা গেল, মারা গেল শুনি, এসে দেখে যাক্ না।

নারদ। ঠাকুর, তোমার এমনি কথাই বটে।

কৃষ্ণ। এখন দ্বারকা ফেলে আমি গয়লার দলে মিলিগে।

উদ্ধব। প্রভু! একি, এই যে ব্রজের জন্য কাঁদ্‌ছিলে?

কৃষ্ণ। তা কি এমনিই কাঁদ্‌ছিলুম যে ব্রজে যাব, মুনি ব'লছেন ব্রজে চল, তাও কি হয়?

নারদ। প্রভু, তোমায় দয়াময় কে বলে? আমার ব্রজধাম দেখে শতধারে চক্ষে জল প'ড়লো, ভাবলেম—একি স্বপ্ন, না সত্য!
সংশয় জন্মিল মনে,
এই কি সে মধুময় বৃন্দাবন,
যথা—
শরৎ বসন্ত সনে কেলি করে চিরদিন,
যথা নলিনী কুমুদী সনে হাসে,
এই কি সে ব্রজপুরী?

শুষ্ক তরু—
হাস্যহীন কভু ফোটে ফুল,
অলিকুল না চায় কুসুমে ফিরি,
আহা! দগ্ধপ্রায়
শূন্যময় জ্ঞান হয় সমুদয়,
ওই দূর গোঠে হাহারবে
কাঁদিছে রাখাল
বনফল ধটীতে বাঁধিয়ে;
গাভীগণ তৃণ নাহি খায়—
উর্দ্ধমুখে চায় দূর যমুনায়,
গাভী-বৎস দুগ্ধ নাহি করে পান;
ক্ষিপ্তপ্রায় দু' বাহু পসারি
ধেয়ে ধেয়ে শ্রীদাম ফিরিছে,—
কেহ ভূমে লোটে, কেহ ধেয়ে যায়,
তরু করে আলিঙ্গন,
হায়!
মানবলীলায় প্রাণ ফেটে যায়!
ডুবিল মেদিনী উথলি করুণা-রসে!
সুখবৃন্দাবন, কণ্টক-কানন—
দগ্ধপ্রায় শ্রীমতীর বিরহ-অনলে—
দূরে নিধুবন,
দাব-দগ্ধ হরিণীর প্রায়
ব্রজাঙ্গনা করে ছুটাছুটি,
কেহ ধূলা-ধূসরিত কায়,
উন্মাদিনী ব্রজের কামিনী
হারায়েছে কৃষ্ণধন,
হ'য়েছে সর্ব্বস্বহারা;
নন্দরাণী নীলমণি-কাঙ্গালিনী—
ধূলায় লোটায় ক্ষীর-ননী ল'য়ে করে;
নন্দ ক্ষিপ্তপ্রায়,
কভু ওঠে, কভু পড়ে, কভু ধায়,
কভু বাহ্যজ্ঞানহীন!—
দগ্ধ বৃন্দাবনে, প্রবেশিতে ভয় হয় মনে,
হেন দশা তোমা বিনা সবাকার।

কৃষ্ণ। নারদ, মনে করি যাব, কিন্তু দ্বারকার মায়া কেমন ক'রে কাটাই?

নারদ। ঠাকুর, তোমার ও কি কথা?

কৃষ্ণ। না মুনি, বৃন্দাবনে যাওয়া হ'তে পারে না, বৃদ্ধ পিতা মাতা—

নারদ। দাঁড়াও, একটা উপায় করি। আচ্ছা ঠাকুর, যেতে হয় যাবে, না যেতে হয় না যাবে, আমি এখন চ'ল্লেম, আমার কাজ আছে।

কৃষ্ণ। ঋষিবর, আতিথ্যস্বীকার করুন।

নারদ। না, এখন ঢের কাজ আছে, আস্‌বার সময় দেখা যাবে।

কৃষ্ণ। এখন কোথায় গমন?

নারদ। ব'ল্‌বো কেন?

[প্রস্থান।

উদ্ধব। হৃষীকেশ, কহ সবিশেষ,
যেই বৃন্দাবন নামে,
শত ধারা বহে দুনয়নে,
ব্রজের সে দুঃখের বর্ণনে
কেমনে রহিলে স্থির!—
বহুদিন পরে,
ব্রজের এ সমাচার আনিল নারদ,
কুশল না জিজ্ঞাসিলে কার!

কৃষ্ণ। হে উদ্ধব, ব্রজে একাকার,
সুখ দুঃখ জিজ্ঞাসিব কার,
সবে কৃষ্ণময়—দুখ সুখ লয়,
আত্মময় পরমাত্মা-ধ্যানে,
দিব্যজ্ঞানে যোগের নয়নে,
নাহি কালজ্ঞান র'য়েছে সমান,
শতবর্ষ যামিনী-সমান গত।
নিশা-অবসানে পূর্ব্বমত পাইলে আমায়
বাহ্যিক এ ক্লেশ,
এ প্রেমে কি আছে দুখলেশ,
মিলন-উদয় হ'ল প্রায়।
নারদের রাখিতে সম্মান
করি কঠিনতা ভাণ,
কৌশলে তাহার,
রাধা-সনে দেখা হবে,
গেছে ঋষি পিতার সদন,
যজ্ঞ আয়োজন হবে প্রভাস-তীর্থেতে।
চল, দেখি, মুনি করে কি কৌশল!

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

বসুদেবের গৃহ

বসুদেব আসীন

নারদের প্রবেশ

নারদ। (স্বগত) ব্রজবাসীদের ব'য়ে গিয়েছে আস্‌বার জন্যে, তোমার চরণের জোর থাকে তো দেখি, কার্য্য সম্পন্ন হয় কি না,—আর

ঠাকুর, তুমি কি নিবারণ ক'র্‌তে পার? রাধা আমায় অনুমতি দিয়েছেন।

বসু। মুনি! আসুন, কতক্ষণ আগমন?

নারদ। বলি এলুম, বড় সূর্য্যগ্রহণটা ছিল, বলি কর্ম্মকান্ডর কথাটা তো বরাবরই শোনেন, কিন্তু কই, তেমন কর্ম্ম তো কিছু ক'র্‌লেন না।

বসু। ঋষি, সে অদৃষ্ট অপেক্ষা করে, চিরদিন পরাধীনে কেটে গেল।

নারদ। পরাধীন তো সে দু'দিন গেছে, এখন তো স্বাধীন। রাম-কৃষ্ণ পুত্র র'য়েছে, একটা ছোট খাট কাজ বলি—ক'রে ফেলুন।

বসু। কি রকম মুনি, কি রকম?

নারদ। এই আগামী গ্রহণের দিন কিছু দান।

বসু। তা আমায় ব'লে দিন, কি রকম যৎকিঞ্চিৎ আয়োজন ক'র্‌তে হবে?

নারদ। তা ব'ল্‌ছি, বলি—দান-ধ্যানটা এখানে ক'র্‌বেন?—তীর্থস্থানে শতগুণ ফল।

বসু। তা কোন্‌ তীর্থে যেতে হবে বলুন?

নারদ। ব'ল্‌লেই কি পার্‌বেন?

বসু। তা পার্‌বো মুনি! রথে ক'রে যাব, আর কি!

নারদ। দেখ্‌বেন, তীর্থের নামটা মিছে-মিছি না নেওয়া হয়, কি জানেন—নাম শুনে তীর্থ আশ্বাসিত হয়; বলে,—এইখানে দান-ধ্যান ক'র্‌বে।

বসু। না না, শতগুণ ফল, আমি অবশ্যই যাব।

নারদ। যাবেন প্রতিজ্ঞা ক'র্‌লেন, নাম করি—প্রভাস; প্রভাসে গিয়ে দান-ধ্যান ক'র্‌লে যজ্ঞের ফল, আর অধিক আপনাকে কি ব'ল্‌ব।

বসু। যজ্ঞ নয়, কিঞ্চিৎ দান ক'র্‌বো বল্লেম।

নারদ। ওই হ'ল, প্রভাসে দান-যজ্ঞ সম্পন্ন ক'র্‌বেন।

বসু। দান-যজ্ঞ, এ কি কথা?

নারদ। কিঞ্চিৎ বিশেষ, কিঞ্চিৎ যজ্ঞের আয়োজন, তীর্থ-মাহাত্ম্যে সহস্রগুণে ফললাভ।

বসু। তা কি নিয়মে যজ্ঞ ক'র্‌তে হবে?

নারদ। তা এমন কিছু নয়, পরে ব'ল্‌ছি, —তবে গ্রহণের দিনই স্থির হ'ল?

বসু। তা আপ্‌নি ব'ল্‌ছেন।—

নারদ। তবে দিন সন্নিকট, নিমন্ত্রণ করি গে?

বসু। নিমন্ত্রণ কাকে?

নারদ। বলি, ত্রিভুবন তো নিমন্ত্রণ ক'র্‌তে হবে?

বসু। ত্রিভুবন নিমন্ত্রণ?

নারদ। বলি, যজ্ঞের যা প্রথা আছে, তাই ক'র্‌বেন না?

বসু। কিঞ্চিৎ দান ক'র্‌ব অংগীকার ক'রেছি।

নারদ। কিঞ্চিৎ দান নয় তো কি তোমার দ্বারকাপুরী কেউ নিতে আস্‌বে?

বসু। বলি, ত্রিভুবন নিমন্ত্রণ?

নারদ। তা আবার কাকে বাকী রেখে আস্‌বো বল?

বসু। মুনি, তুমি কি ব'ল্‌ছ, বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।

নারদ। বলি, সূর্য্যগ্রহণে প্রভাস-তীর্থে যজ্ঞ ক'র্‌বেন, স্বীকার কর্‌লেন তো?

বসু। দান-যজ্ঞ।

নারদ। তা না তো আর লাভযজ্ঞ কে করে বল? আমি চল্লুম, আজ না বেরুলে কি ত্রিভুবন নিমন্ত্রণ ক'রে ওঠা যাবে? তিন দিন মধ্যে আছে।

বসু। বলি, চ'ল্‌লেন কোথা? আমায় কি আয়োজন ক'র্‌তে হবে? ত্রিভুবন নিমন্ত্রণ—এ কি কথা?

নারদ। আয়োজনের কথা রাম-কৃষ্ণকে ডেকে জিজ্ঞাসা করুন, সকল লোককে না নিমন্ত্রণ দিলে হবে না; স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল নিমন্ত্রণ তো ক'র্‌তেই হবে।

বসু। সে কি কথা? তিন দিনে কি আমি রাজসূয়যজ্ঞ আয়োজন ক'র্‌বো না কি?

নারদ। আপনাকে কেন ক'র্‌তে হবে? রাম-কৃষ্ণ ক'র্‌বেন, এই যে রাম-কৃষ্ণ এই দিকেই আস্‌ছেন;—ঠাকুর, বসুদেবের প্রভাসে যজ্ঞ ক'র্‌বার ইচ্ছা হ'য়েছে, আমি নিমন্ত্রণ ক'র্‌তে চল্লুম, উদ্যোগ যে রকম হয়, আপনারা করুন্‌।

শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের প্রবেশ

বল। প্রভাসে যজ্ঞ কিরে কানাই?

কৃষ্ণ। কই, আমি তো কিছুই জানিনে।

নারদ। উনি সঙ্কল্প করেছেন, প্রভাসে সূর্য্যগ্রহণের দিন যজ্ঞ ক'র্‌বেন।

বল। সে কি পিতা, তিন দিন মাত্র সময় আছে।

বসু। বাপু, নারদ ব'ল্লে, কিঞ্চিৎ দান ক'র্‌তে হবে, আমি বল্লুম ভাল, বল্লে প্রভাসে, আমি বল্লুম ভাল; বল্লে—যৎকিঞ্চিৎ দান-যজ্ঞ; এখন বলে—ত্রিভুবন নিমন্ত্রণ করিগে।

নারদ। প্রভাসে গিয়ে যজ্ঞ ক'র্‌বে, কোন' রাজা কখনও সাহস করে নাই, ত্রিভুবন নিমন্ত্রণ না ক'র্‌লে হবে কেন?

কৃষ্ণ। পিতা কি প্রভাসে দান-যজ্ঞ ক'র্‌বেন অঙ্গীকার ক'রেছেন?

বসু। হ্যাঁ বাপু, আমি ব'লেছিলুম।

নারদ। শুনুন না, আমি মিছে কথা ব'ল্‌বো কেন?

কৃষ্ণ। দাদা, তবে আর বিলম্ব না ক'রে উদ্যোগ করুন্, মধ্যে তিন দিবস মাত্র সময় আছে।

বসু। বাপু, তা কেন? অল্প অল্প কেন আয়োজন কর না।

কৃষ্ণ। আপনি প্রভাসে যজ্ঞ ক'র্‌বেন—ত্রিভুবন আশ্বাসিত হবে, তাও কি হয়?

নারদ। তা সত্য তো, আমি তবে নিমন্ত্রণ করি গে?

বল। দেবর্ষি, একটু অপেক্ষা করুন, কিরূপ আয়োজন ক'র্‌তে হবে, বলুন?

নারদ। আয়োজন আর কি, তোমার বাপ যজ্ঞ ক'র্‌বেন, যুধিষ্ঠিরাদি রাজা দেখ্‌বেন।

বল। কৃষ্ণ, কি উপায় হবে?

কৃষ্ণ। চলুন—উদ্ধবের সঙ্গে পরামর্শ করি গে। ঋষিরাজ, একবার রুক্মিণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে যেও। পিতা, মাতাকে সংবাদ দিন, তাঁর যদি কিছু সাধ থাকে।

নারদ। তবে আসি,—

[নারদের প্রস্থান।

বসু। দৈবকীকে আর কি সংবাদ দেব? ওই আধা-আধি উৎসর্গ ক'র্‌বো এখন, তার জন্য স্বতন্ত্র উদ্যোগ আবশ্যক নেই।

কৃষ্ণ। না, তাঁর যদি কিছু সাধ থাকে, উদ্যোগ করি গে, আপনি ব'লে পাঠাবেন!

বসু। তাই যাই বাবা!

[বসুদেবের প্রস্থান।

বল। [illegible] একি তোর খেলা,
কি ঘটালি নারদে ডাকিয়ে!
তিনদিন আছে ব্যবধান—
আয়োজন পর্ব্বতপ্রমাণ,
অপযশ রাখিবি কি ত্রিভুবন-মাঝে?

কৃষ্ণ। আমি কিছু নাহি জানি,
এল মুনি বৃন্দাবন হ'তে,
বৃন্দাবনে যেতে
আকিঞ্চন করিল আমায়;
কহিলাম, এ নহে সম্ভব।
ভাল' ভাল' ব'লে মুনি গেল চলে;
পরে শুনি এই সংঘটন।

বল। এতদিনে—
বৃন্দাবন পড়েছে কি মনে তোর,
কহ শুনি যজ্ঞ হবে কিরূপে সমাধা,
কেমনে করিবি আয়োজন?

কৃষ্ণ। দাদা, দিন উপস্থিত,
ত্যজ ভয়,—
অন্নপূর্ণা করিব অর্চ্চনা,
যজ্ঞে আসি জননী বসিবে,
পিতার মনন—
নির্ব্বিঘ্নে হইবে এই যজ্ঞ উদ্‌যাপন।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

উপবন

নারদের প্রবেশ

নারদ। যদুবংশের পুরী! ত্রিভুবন বেড়ানও যা, দ্বারকা বেড়ানও তা, ষোল হাজার অন্দর-মহল, ঠাকুর—তাই ঠিকানা রাখেন, আর এই তো এই রুক্মিণীদেবীর ঘর, এই তাঁর উপবন, না, না, এ মুখো তো দোর নয়? এই যা, সার্‌লে, এই যে সত্যভামা ঠাক্‌রুণ।—

সত্যভামার প্রবেশ

সত্য। সখি, সখি! ডাক্ তো ঐ পোড়ার-মুখো ঋষিকে, ও মুনিঠাকুর!

নারদ। আর যাব কোথা?—ধরেছে!

সত্য। বলি ও মুনিঠাকুর! শোনোই না, বৃন্দাবনে তখন নে যেও।

নারদ। বলি না, না—আমি তো না।

সত্য। বলি ও মুনিঠাকুর! আর লজ্জা কেন?

নারদ। বলি তাই তো, তাই তো, সত্যভামা ঠাক্‌রুণ কতক্ষণ? আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম।

সত্য। বলি আমায়ও কি ব্রজে নে যাবে নাকি? রাধিকার দাসী ক'র্‌তে।

নারদ। বলি কি কি? রাধিকা কে গো?

সত্য। ঐ যার ঘটক হ'য়ে এসেছ! ঐ বৃন্দাবনের রাধাঠাক্‌রুণ।

নারদ। হাঁ, হাঁ, ঐ গয়লা মাগী, যার জন্য ঠাকুর কাঁদেন?

সত্য। ঠাকুর কাঁদেন, না তুমি বৃন্দাবনে নে যেতে এসেছ?

নারদ। হাঁ গা, এ কথা কি তোমার মনে নেয়? আমি যার তোমার জন্য কত বলি, রুক্মিণীর ঘরে যান ব'লে আমি যার কত দুঃখ করি।—

সত্য। বলি বটে, তাই তুমি আমার শুভ খুঁজতে এসেচ; তাই বৃন্দাবনের কথা এনেচ?

নারদ। ওহো হো, বুঝেছি, বুঝেছি, বৃন্দাবনের কথা বুঝেছি, বাপ্‌কে দে যে বড় যজ্ঞ করাচ্ছেন, প্রভাসে যজ্ঞ হবে, আমায় ব'লেছেন, বৃন্দাবনে নিমন্ত্রণ ক'র্‌তে; আমি বলেছি, তোমার উদ্ধবকে পাঠাও, আমি সত্যভামা ঠাক্‌রুণের সঙ্গে দেখা ক'রে আসি।

সত্য। বটে, বটে--তোমায় কখন্ ব'লেছে বল তো?

নারদ। কেন, আমি আস্‌তেই; আমি তার পর বুড়ো বসুদেবের কাছে গেলুম, শুন্‌ছি, ভারি যজ্ঞ হবে, বিশ্বকর্ম্মা যজ্ঞ-স্থান নির্ম্মাণ ক'র্‌তে গিয়েছে, শুন্‌ছি ব্রজবাসীদের জন্যে আলাদা যজ্ঞাগার নির্ম্মাণ হবে, সেই নন্দ যশোদার বাড়ী, সেই রাধাকুঞ্জ, তা বল্‌তে পারি না, বিশ্বকর্ম্মা আমায় ব'লে গেল।

সত্য। বটে বটে, আমি দেখে এসেছি, বিশ্বকর্ম্মা এসেছে বটে।

নারদ। আর উদ্ধব বেরুল যে?

সত্য। কই, উদ্ধব তো বেরোয় নাই।

নারদ। হুঁ, এতক্ষণ সে ব্রজের কাছাকাছি পেঁৗছেচে, উদ্ধবের যাবার কথা হয়েছে কি আজ, বসো ঠাক্‌রুণ,—আমি দেখে আসি। (স্বগত) পালাতে পার্‌লে বাঁচি।

সত্য। শোন না ঠাকুর!

নারদ। আবার কেন, উদ্ধবকে দেখিগে না?

সত্য। বলি, শুনেছি,—কে চন্দ্রাবলী আছে, সেও আস্‌বে?

নারদ। আস্‌বে বই কি।

সত্য। তারও কুঞ্জ হবে?

নারদ। তা হবে বই কি।

সত্য। তবে, তবে আজ চতুরালী বার ক'র্‌বো।

নারদ। আবার কি বিভ্রাট, দেখ, মধুসূদন আপনি উপস্থিত।

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ

কৃষ্ণ। কি ঋষিরাজ, তুমি এখনও যাও নি?

নারদ। আমি তো ঠাকুর বলেছি,—আমি নিমন্ত্রণ ক'র্‌তে পারবো না।

কৃষ্ণ। সে কি? তুমি আপনি যজ্ঞের কথা উপস্থিত ক'র্‌লে, নিমন্ত্রণ ক'র্‌তে তুমি আপনি বেরিয়ে এলে।

সত্য। কোথায় যজ্ঞ হবে গো? শুন্‌ছি নাকি প্রভাসে, তা ব্রজবাসীদের ঘর-দোর তৈয়ের হ'য়েছে?

কৃষ্ণ। ব্রজবাসীদের ঘর-দোর কি? যজ্ঞাগার তৈয়ের হবে।

সত্য। বিশ্বকর্ম্মা গেল না?

কৃষ্ণ। বিশ্বকর্ম্মা ব্যতীত এক দিনে যজ্ঞাগার কে নির্ম্মাণ ক'র্‌বে?

সত্য। এক দিনে দুটো যজ্ঞাগার?

কৃষ্ণ। দুটো যজ্ঞাগার কি?

সত্য। সে তুমিই জান, উদ্ধবকে পাঠান হ'ল ব্রজে নিমন্ত্রণ ক'র্‌তে।

কৃষ্ণ। এ মিথ্যা সংবাদ তোমায় কে দিলে?

সত্য। সকল কথা মিলিয়েও পাচ্ছি, আর সংবাদ কে দেবে? নারদ তোমায় বৃন্দাবন যেতে ব'ল্‌ছিল না?

কৃষ্ণ। মুনি, তুমি আমায় বৃন্দাবন, যেতে ব'ল্‌ছিলে না?

নারদ। বলি ঠাকুর, মিছে কথা কেন বল, বল তো? তোমার রাধা আছে, তোমার আছে, —আমার কি মাথা কিনেছ?

কৃষ্ণ। বটে, তুমিই এইখানে এই সব কীর্ত্তি ক'রেছ?

সত্য। তুমি যজ্ঞ ক'র্‌বে আর মুনি কীর্ত্তি ক'র্‌লে?

কৃষ্ণ। ঐ মুনিই তো পিতাকে যজ্ঞের কথা ব'লেছেন।

নারদ। আমার কোনও পুরুষে অমন রোগ নেই, যার ইচ্ছা হয় যজ্ঞ ক'র্‌বে, আমি কেন যজ্ঞ ক'র্‌তে ব'লে লোকের মন্নি কুড়োব?

সত্য। তা যেই বলুক, আমি তো আর যজ্ঞে যাচ্ছিনি, আমি দ্বারকা ছেড়ে যেতে পার্‌বো না।

কৃষ্ণ। সে কি প্রিয়ে, পিতা যজ্ঞ ক'র্‌বেন, তিন লোক যজ্ঞে উপস্থিত হবে, তুমি দ্বারকায় থাক্‌বে, সে কেমন কথা?

সত্য। কেন, তোমার রাধার দাসী হ'তে যাব না কি?

কৃষ্ণ। প্রিয়ে, সে কি? রাধা বৃন্দাবনে; প্রভাসে রাধা কোথা?

সত্য। শুনেছি, তিনি কৃষ্ণপ্রাণা, উদ্ধব রথ নিয়ে গেলেই আস্‌বেন এখন।

কৃষ্ণ। বৃন্দাবনে আমার কি সংবাদ? শত বর্ষ বৃন্দাবন-ছাড়া।

সত্য। তাই সে কালের রস উথ্‌লে উঠ্‌ছে, ছি! ধিক্‌! তা একজনের নামে লাগান কেন? বৃন্দাবনে যাবে যাও, নিমন্ত্রণ ক'রে আন্‌বে, আন।

নারদ। তবে আমি এখন আসি।

সত্য। মুনি, ভয় কি? বল না, তোমায় কোথা পাঠাতে চাচ্ছিলেন বল না? আর বিশ্ব-কর্ম্মার ঠেঙে কি শুনেছ, বল তো বল তো— মুখটো কোথা থাকে!

নারদ। ঠাকুর তখন বল্‌ছিলেন বৃন্দাবন যেতে, আমি বল্লুম, পার্‌বো না, হয় নয়— বলুন ঠাকুর?

কৃষ্ণ। সে কি মুনি! তুমিই ব'ল্‌লে ব্রজে চল, বৃন্দাবনে সব হাহাকার ক'র্‌ছে?

নারদ। ঠাক্‌রুণ, বুঝুন, ব্রজের কথা হ'য়েছিল কিনা?

সত্য। আমি সব বুঝেছি, তোমরা দু'জনেই এতে আছ, আমার আর কথায় কাজ নেই, আমি চল্লুম।

কৃষ্ণ। না প্রিয়ে, আমি শপথ কর্‌ছি, ব্রজে নিমন্ত্রণ ক'র্‌ব না।

সত্য। তোমার আবার শপথ—

কৃষ্ণ। আমি তোমার অঙ্গ স্পর্শ ক'রে বল্‌ছি, আমি ব্রজে নিমন্ত্রণ ক'র্‌তে পাঠাব না।—নারদ, তুমি বৃন্দাবনে নিমন্ত্রণ ক'র না।

নারদ। হাঁ, আমি বৃন্দাবনমুখো হই,— পাঠাতে হয়, আপনার অক্রূর আছে, উদ্ধব আছে যাবে।

সত্য। তুমি শপথ কচ্চো, ব্রজে নিমন্ত্রণে যাবে না?

কৃষ্ণ। আমি সত্য ব'ল্‌ছি, ব্রজবাসীদের নিমন্ত্রণ ক'র্‌বো না। এস, আজ রাত্রে বিশেষ কার্য্য আছে, রুক্মিণীর সহিত অন্নপূর্ণার অর্চ্চনা কর, আমি কৈলাসে যাব, অন্নপূর্ণা ব্যতীত যজ্ঞ পূর্ণ হবে না, চল—পূজাগৃহে যাই। মুনি, তোমায় রুক্মিণী ডেকেছেন।

নারদ। ঠাকুর! এগুন, আমি যাচ্ছি।

কৃষ্ণ। আজ তোমায় নিমন্ত্রণ ক'র্‌তে যেতে হবে, জান?

নারদ। তা জানি, আপনি এগুন না।

[শ্রীকৃষ্ণ ও সত্যভামার প্রস্থান।

নারদ। ভোজরাজার কন্যা কি না, এখনই ভোজবাজী দেখিয়ে দিয়েছিলো বা, বড় তো কৌশল ক'রে গেলুম, ব্রজে নিমন্ত্রণ দেবো না? বলি, এই ঠাকুরকে বেদে দয়াময় বলে, বৃন্দাবনে মানুষ হ'লো, বলে 'নিমন্ত্রণ করো না'! তোমার যা কর্ত্তব্য ক'র্‌লে, এখন রাইরাজার নামে আমার যা কর্ত্তব্য তা ক'র্‌বো; ওদিকে যেমন সত্যভামা রুক্মিণী, এদিকে তেমনি নারদ মুনি! কোঁদল বাধ্‌বে বই তো না; র'স, র'স, যদি রাইকে অনাদর করে? ফলথেকো বুদ্ধি কি না?—রাইকে অনাদর ক'র্‌বে? যাই, পিতাকে সংবাদ দিয়ে যাই, ব্রজে যাব না, ব্রজের জন্যই যজ্ঞ, ব্রজে যাব না!

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

কৈলাস-পর্ব্বত

মহাদেব ও অন্নপূর্ণা

মহা। অন্নপূর্ণা, শোন—
শতবর্ষ পূর্ণ হ'লো এতদিনে,
রাধা-কৃষ্ণ যুগল মিলন
যাব দোঁহে করিতে দর্শন—
দিতে নিমন্ত্রণ
হৃষীকেশ আপনি আসিবে,
যজ্ঞ হবে প্রভাস তীর্থেতে।
অন্ন। কহ ত্রিলোচন,
রাধাকৃষ্ণ ভেদ কি কারণ?
শুনে হয় খেদ, কেন এ বিচ্ছেদ,
নরলীলা, মর্ম্ম কিবা তার?
মহা। শুন বিবরণ,
গোলোকে পুলকে,
একদিন গোলোকবিহারী
রাধা-সনে করেন বিহার,
দৈবযোগে শ্রীদাম আইল,
কৃষ্ণ-দরশন-আশে;
সখ্যপ্রেমে—
'কৃষ্ণ' বলি ডাকিল শ্রীদাম,
চঞ্চল শ্রীনাথ শুনি,
ত্যজি কমলিনী
আসিলেন শ্রীদামের পাশে,
বিহারে ব্যাঘাত, ক্রোধে অকস্মাৎ
শ্রীদামেরে অভিশাপ দেন রাই,—
"শতবর্ষ হও কৃষ্ণহারা।"
শাপ শুনি শ্রীদাম রুষিল,
রাধারে কহিল,—
"বিনা দোষে দিলে মনস্তাপ,
শ্রীকৃষ্ণবিচ্ছেদে একা না দহিব,
শতবর্ষ কৃষ্ণ বিনা তুমিও কাঁদিবে।"
সেই হেতু এ বিচ্ছেদ,
শাপান্তে শ্রীহরি,
যজ্ঞ করি মিলিবেন রাধা-সনে।
যজ্ঞদিন এবে উপস্থিত,
বন্দিবারে তোমায় আমায়
আসিছেন যদুরায়।
শুন,—
বেতাল ভৈরবে পূজিছে কেশবে,
হরিধ্বনি করিছে ভৈরবী—
মত্ত মম প্রাণ হরিগুণগান শুনি,
হরি বোল হরি বোল ভোলা!

বেতাল, ভৈরব-ভৈরবীগণ ও শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ

ভৈরব-ভৈরবীগণের গীত

আলাহিয়া—একতালা

পুরুষ। দর্পহারী দানবারি জয় জয়
গিরিধারী।
স্ত্রী। মুরলীবদন মদনমোহন, গোপনারী-
মনোহারী॥
পুরুষ। জয় গোপাল নন্দলাল গোচারণ রঙ্গ,
সকলে। হরি হে, হরি হে!
পুরুষ। জয় গোপাল নন্দলাল গোচারণ রঙ্গ,
স্ত্রী। দুটি আঁখি বাঁকা, হেলা শিখি-পাখা,
কুলশীল-মান ভঙ্গ;
পুরুষ। যমলার্জ্জুনভঞ্জন,
স্ত্রী। রাধা-হৃদি-রঞ্জন,
পুরুষ। কেশীসূদন কংসধ্বংসকারী।
স্ত্রী। চিত্তচোর রসবিভোর রাধাকুঞ্জচারী॥
সকলে। হরি হে, হরি হে।

কৃষ্ণ। ওহে পশুপতি,
ধর দেব, ভক্তের মিনতি,—
যেতে হবে প্রভাস-তীর্থেতে;
ও মা অন্নপূর্ণা,
যজ্ঞ পূর্ণ হয় যেন যজ্ঞেশ্বরি!
কৃপাময়ি, তনয়েরে হেরি,
ল'য়ে দিগম্বরে,
প্রভাসে হ'ও মা অধিষ্ঠান!—
ত্রিলোচন—রেখো রেখো ভক্তের বচন।
মহা। কেন এত মিনতি তোমার হরি,
যেদিন কহিবে—
খেপী যাবে তবালয়ে।
জান আমি—
পঞ্চমুখ ভরি দিবস-শর্ব্বরী
করি, হরি, তব গুণগান!
তব যজ্ঞে হব অধিষ্ঠান,
এ হেন সম্মান, কবে আর হবে মম?
অন্ন। আমি তোর জননী, কেশব,
তোর যজ্ঞে আমি অধীশ্বরী,
ভাণ্ডারে বসিব, অন্ন দিব ত্রিভুবনে,

সুখে কর যজ্ঞ সমাধান,—
এই হেতু এত কেন স্তুতি!
কৃষ্ণ। মাতা, সন্তানের স্নেহ তুমি জান,
ভগবতি, হৈমবতি,—
রেখ দাসে রাঙ্গা পায়।
মহা। হরি, হরি, বহুদিন পরে—
এস এস আলিঙ্গন করি।
কৃষ্ণ। দেবদেব, আমি দাস তব।

পরস্পর আলিঙ্গন

মহা। অন্নপূর্ণে, পূর্ণ মম প্রাণ!—
হরিনামধ্বনি তোল গগন ভেদিয়ে,
মত্ত হ'য়ে কর সবে নাম গান।

বেতাল ও ভৈরব-ভৈরবীগণের গীত

লুমখাম্বাজ—একতালা

পুরুষ। পরমাত্মন, পীতবসন, নবঘন-
শ্যামকায়।
স্ত্রী। কালা ব্রজের রাখাল, ধরে রাধার পায়॥
সকলে। হরিনাম বল বদনে!
পুরুষ। বন্দ প্রাণ নন্দদুলাল, নম নম
পদপঙ্কজে,
স্ত্রী। মরি মরি বাঁকা নয়ন, গোপীর মন মজে;
পুরুষ। পাণ্ডব-সখা সারথি রথে,
স্ত্রী। বাঁশী বাজায় ব্রজের ঘাটে পথে;
পুরুষ। যজ্ঞেশ্বর ভীত-ভয় হর যাদব রায়।
স্ত্রী। প্রেমে রাধা বলে—বদন ভেসে যায়॥
সকলে। হরিনাম বল বদনে!

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

পৌর্ণমাসীর মন্দির-সম্মুখ

নারদের প্রবেশ

নারদ। এখন কি করি? এখন কৌশল তো সব তল হ'লো। বীণা, আর কৌশলের দর্প ক'র্‌বি? না, না, এই কাণ মল্, চক্রীর কাছে চক্র? বলি বীণা, তোর লজ্জা হ'চ্চে না? আবার ব্রজমুখো হ'য়েছিস্? কি কৃষ্ণই এনে দিলি? মাথা খেয়ে নিমন্ত্রণটা বারণ? আমি তো নিমন্ত্রণ করি, না বীণা! বোঝ না, আর কৌশল করো না, সে সব পারে, এই ব্রজের পথে সত্যভামাকে আন্‌তে পারে। দেখ না, কোথা যাব রুক্মিণীর মন্দির, না নারদমুনির সত্যভামার পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ,—এক্ষণে তো পৌর্ণমাসীর মন্দিরে প্রবেশ। বীণা, ঠিক হ'য়েছে, এই পৌর্ণমাসী দেবী যা ব'ল্‌বেন; বীণা! খুব কে'দে মাকে জানাবি, বল্‌বি,—"মা! যা হয় কর; এ বুড়ো বসুদেবকে যজ্ঞে নামিয়ে আমি বিপদ্‌গ্রস্ত।"

স্তব

কিঙ্করের বাণী, শুন মা শিবানি,
হররাণি হও সদয়া।
ঠেকে গেছি দায়, কর মা উপায়,
শরণ ও পায় অভয়া॥
চরণ-নলিনী, দে গো মা জননি,
লজ্জা-নিবারিণি বরদে।
ঠেকেছি দুস্তার, কর মা নিস্তার,
কর তারা পার বিপদে॥
ব্রজে নিমন্ত্রণ, হ'লো নিবারণ,
করি মা কেমন বল না?
কৃষ্ণ দিব কালি, বলে গেছি কালি,
বনমালী করে ছলনা॥
বড় ছিল মন, যুগল-মিলন,
করি দরশন নাচিব।
পুরাও মা সাধ, রাধা কালাচাঁদ,
মিলনের ফাঁদ পাতিব॥

(দৈববাণী) কে তুমি?—তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।

নারদ। "কে তুমি?"—অমন দৈববাণী, আমি নারদ মুনি, শুনিনি।
হেথা মাতা ভাণ্ডাবে আমায়?
প্রস্তর-মুরতি বলি—
পাষাণের মেয়ে পাষাণ দেখায়ে
ছলনা আমার সনে!
কথা কও অভয়া প্রস্তরময়ী,
নহে তুমি বুঝিব কেমন
কৈলাস পুরীতে গিয়ে!
দৈববাণী শুনি
ভাগ্য মানে অন্য জনে,
আমি দরশন মাগি।
কথা কও বা না কও,
সমাচার লও,

যজ্ঞ হবে প্রভাস তীর্থেতে।
শুনেছ পাষাণ কাণে—
আসিবেন শ্রীকৃষ্ণ প্রভাসে,
সমাচার দিও তব ব্রজবাসিগণে।
কি বলিব "নিমন্ত্রণ"—
নিমন্ত্রণ হয় নয় জান কাত্যায়নি,
এখন' পাষাণ ভাণ!
চলিলাম কৈলাস-আলয়ে।

পৌর্ণ। বৎস! যাও, তব বাসনা পূরিবে,
রাধাকৃষ্ণ-মিলন হেরিবে,
আমিও যাইব মম ব্রজবাসী ল'য়ে।
সন্দেহ তোমার না জানি কেমন,
গেছ শ্রীমতীর অনুমতি ল'য়ে,
স্থির কর হিয়া—
রাধিকার আশীর্ব্বাদ বিফল কি হয়?
কীর্ত্তি তোর রহিল অটল।

নারদ। আর কীর্ত্তিতে কাজ নেই মা, আমি বুঝেছি, তোমাদের কীর্ত্তি তোমরা কর, আমি হরিগুণ গেয়ে বেড়াই গে মা—চল্লুম; ব্রজবাসীকে মুখ দেখাতে পার্‌বো না, কাল কৃষ্ণ এনে দিই ব'লে গেছি। বীণা, মা ব'লেছেন, আর ভয় কি? না, না, আর সন্দেহ করিস্‌নে? প্রভাসে কে এল না এল, চল দেখি গে।

[নারদের প্রস্থান।

বিদেশিনী-বেশে পৌর্ণমাসীর বাহির হওন

বিদে। যাই আমি বিদেশিনী-বেশে
ব্রজে দিতে সমাচার,
শক্তিহীন ব্রজবাসী।
শত বর্ষ উপবাসী সবে,
শক্তি দিব প্রভাসে যাইতে।
মম বাক্য বিনা অভিমানে,
শ্রীমতী না প্রভাসে যাইবে।
ছদ্মবেশে যাই,
বিনা রাই কেহ না জানিবে।

ফুলের সাজি হস্তে জটিলা ও কুটিলার প্রবেশ

জটিলা। হাঁ বাছা, তুমি কে গা?

বিদে। ও গো, আমরা গো আমরা পাহাড়ী।

জটিলা। পাহাড়ী হও আর যে হও বাছা, মন্দিরের সাম্‌নে থেক না বাছা, এখানে পূজো-আচ্ছা হয় বাছা!

বিদে। কেন বাছা, মন্দির তো তোমার নয়, ঠাকুরও তোমার নয়। যার খুসী সে পূজা ক'রবে।

জটিলা। এ ব্রজের মন্দির বাছা, এ বাছা, যে সে পূজা ক'র্‌তে পায় না বাছা।

কুটিলা। যে সে পূজা ক'র্‌তে পায় না বাছা।

বিদে। কেন গা বাছা, যে সে পূজা ক'র্‌তে পায় না বাছা?

জটিলা। ভেংচোচ্ছ বাছা? নাক ঘ'ষে দেব, ভাল চাও তো স'রে যাও বাছা!

কুটিলা। ভাল চাও তো স'রে যাও বাছা!

বিদে। কেন গা বাছা? দুটো ফুল দাও না বাছা।

জটিলা। হাঁ লো কুটিলে, তুই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুন্‌ছিস্‌? মাগীর নাকে ঝামা ঘ'ষে দিলি নে?

বিদে। দে না বাছা দুটো ফুল, আমি সাজি; পাথরের পায় দিবি বই তো না, আমি বড় সাজ্‌তে ভালবাসি, দে।

জটিলা। ও লো কুটিলে, ধর্‌তো লো এই ফুলের সাজি।

কুটিলা। দে ত লো, ওমা দেখ্‌ দেখ্‌, মাগী ফুল তুলে নে প'র্‌লে, ও দাদা, দাদা!

জটিলা। ও রে—আয়ান রে, পেত্নী রে!

কুটিলা। দাদা গো! ফুল প'রেছে গো।

জটিলা। ওরে আয়ান রে! রাঙ্গা পেড়ে সাড়ী রে, শাঁখচুন্নী রে!

কুটিলা। দাদা গো! মাথা ভরা সিন্দুর গো! নাচে গো!

জটিলা। ওরে আয়ান রে! মাল্লে রে!

কুটিলা। দাদা! গেলুম গো!

বিদে। বাছা, তোমাদের শুভ-সংবাদ দিই, তোমাদের শ্রীকৃষ্ণ প্রভাসে এসেছেন।

জটিলা। ও মা, কি বলে গো!—নন্দের বেটা আস্‌বে বলে গো।

কুটিলা। নন্দের বেটা আস্‌বে বলে গো।

বিদে। তিনি আস্‌বেন না,—তোমরা যাবে, শ্রীরাধা যাবেন।

জটিলা। ওলো, তাই লো তাই, তাই অত সজ্জা-গজ্জা, কোথায় যাবে বাছা?

বিদে। প্রভাসে।

জটিলা। ওলো—তাই লো তাই, তাই এত ফুল তুলেছিলো, দেখি গে চ তো, দেখি গে।

[জটিলা ও কুটিলার প্রস্থান।

বৃন্দার প্রবেশ

বৃন্দা। কোথায় নারদ,
আর কি সে নিঠুর আসিবে এ বৃন্দাবনে,
কৃষ্ণ আনে নারদের হেন শক্তি কিবা?
আমি মথুরায় আপনি গিয়েছি,
ব'লেছি রাধার দশা;
সেধেছি—কেঁদেছি—
পায়ে ধ'রে মিনতি ক'রেছি কত।
তবু সে ত এল' না,
হায়!—
উৎসাহে সাজায়ে কুঞ্জ আছেন শ্রীরাধা,
না এলে মাধব,
শবসম পড়িবে ভূতলে—
পুন এ নৈরাশে—
রাধার কি রবে প্রাণ?

বিদে। অন্বেষণ কর মা গো কার,
শুন শুভ সমাচার,
শ্যামধন ব্রজের রতন
পাবে পুন ব্রজবাসী।
ধরহ বচন,
প্রভাসে গমন করহ সত্বর সবে,
কালাচাঁদ প্রভাসে উদয় হবে।
শুন সুবদনি, বিলম্ব না কর,
বার্ত্তা দেহ রাধারে ত্বরিতে।
নন্দ উপানন্দ আদি গোপ-বৃন্দে
সবে কথা করিও জ্ঞাপন—
যশোদারে ব'লো গোপাল আইল—
চল যাবে দেখিবারে;
নীলমণি নবনী চেয়েছে।

বৃন্দা। কে মা তুমি সুভাষিণী?
অভিমানী রাধা বিনোদিনী,
সে কি বরাননি, প্রভাসে কখন যাবে?
গেলে পরে সে কি, মা, চিনিবে?
হবে দায় রাধায় লইলে তথা,
শোকে নন্দরাণী নাহি সরে বাণী,
সে কেমনে প্রভাসে যাইবে?
শুন সুবদনি, তারে আমি জানি,
সে বড় কঠিন শঠ,
মথুরায় গিয়া,
ফাটে হিয়া স্মরিলে সে কথা,
যে ব্যথা পেয়েছি, সুকেশিনি,
কব কি তোমারে!

বিদে। রাধা-কৃষ্ণ সম্মিলন হইবে প্রভাসে,
সংশয় না ভাব, বৃন্দে, যাও নিজ বাসে।

[বিদেশিনীর অন্তর্দ্ধান।

বৃন্দা। শুন শুন, বুঝিতে নারিনু
তব কথার আভাস।
একি! কোথা গেল সে রমণী!
কাত্যায়নি ক্ষম মা জননি,
চিনিতে নারিনু তোমা।
আমি মূঢ়মতি কিঙ্করী তোমার,
তব—
আজ্ঞামত শ্রীরাধায় দিব সমাচার।
ভাল মন্দ ভার তবোপরে,
যাই মা সত্বরে,
তব বরে হেরিব মা যুগল মিলন।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

রাধাকুঞ্জ

রাধিকা, ললিতা ও সখীগণের প্রবেশ

রাধিকা। গীত

কানেড়া—কাওয়ালী

কেমনে বল স্বজনি, আশা দিব বিসর্জ্জন।
আসি ব'লে সে গিয়েছে,
আশায় আছে এ জীবন॥
আমা বিনা সে কি জানে,
ভুলেছে সে, প্রাণ কি মানে,
প্রাণ রেখেছি সযতনে, পাব বলে কৃষ্ণধন।
সে যদি সই, নয় গো আমার,
কে আর বল আছে রাধার?
এমন কি হয় সে আমার নয়,
স'পেছি তায় প্রাণ-মন॥

সখি, আসিবে সে মনোচোর,
প্রত্যয় করলো কথা,
মনোব্যথা জানে সে আমার,

সে তো নয় নিদয় স্বজনি!
পায়ে ধ'রে সেধেছিল—
আমি সই ম'জে ছার মানে
কুঞ্জ হ'তে বিদায় দিয়েছি তারে,
বুঝি, যমুনার ধারে,
ফিরে বঁধু কেঁদে কেঁদে,
যাও সখি, ডেকে আন তারে।
বুঝি, কুঞ্জদ্বারে আছে সে দাঁড়ায়ে,
আমা ছেড়ে রহিতে না পারে!
যদি কভু বিরস হেরিত
শ্যাম আমার,
কাঁদিয়ে ভাসাত পীতধটী,
মনোদুখে সে কত কাঁদিছে সই!
ভাবি দিবা-নিশি মম কালশশী,—
আমা বিনা যতন কে জানে?
সখি, শুন বুঝি বাজে লো বাঁশরী!

ললিতা। শুন কমলিনি!
বৃথা আশা ক'র না স্বজনি,
আশায় নিরাশ কেন হবি?
কেন লো মজিবি—
কৃষ্ণ তোর আর কি আসিবে ব্রজে?

রাধিকা। সখি, আশা ছেড়ে কেমনে রহিব,
আশায় রেখেছি প্রাণ,
দুরুহ বিরহ সাধে কি গো সই!
কৃষ্ণে পাব জানি মনে মনে,
তাই প্রাণ বেঁধে রাখি প্রাণে!
নয়ন মুদিলে কে আমারে বলে,
'পাবে কৃষ্ণধনে ভেব না বিষাদ, রাই!'
তাই নারদের বাণী,
স্বজনি, প্রত্যয় করি।
বড় সাধে আছি সই, সাজায়ে বাসর,
আসিবে নাগর; দেখ বুঝি এল, এল—

বৃন্দার প্রবেশ

কই, কৃষ্ণ কই? বল বৃন্দে, বল মোরে।

গীত

পাহাড়ী খাম্বাজ—মধ্যমান

মরি লো প্রাণসই, জানিনে কৃষ্ণ বই,
যা গো যা, প্রাণধনে আন না।
সই লো সই, কালা বিনে, বাঁচিনে, বাঁচিনে,
জেনেও কি প্রাণসখি, জান না॥
আমার সে কালাচাঁদ, দেখ্‌বো বড় সাধ,
ম'লে সই, আর তো দেখা হবে না॥
যা লো যা ত্বরা করি, আন লো পায়ে ধরি,
সে বুঝি এমন জ্বালা জানে না॥

বৃন্দা। শুন কমলিনি,
প্রভাসে এসেছে শ্যামচাঁদ।
চল রাই, প্রভাসেতে যাই,
দেখা যদি পাই তার।

রাধিকা। সখি, আশা বাসা ফুরাইল এতদিনে,
বৃন্দাবনে দাঁড়াইব বামে!
মনে মনে ছিল সাধ,
সাধে বাদ সাধিলেন কালাচাঁদ।
আছে মনে কালশশী বারেক হেরিব,
সাধ করে প্রভাসে যাইব,
প্রাণ দিব চাঁদমুখ দেখিতে দেখিতে।
না জানি স্বজনি, আমি অভাগিনী,
বিধি যদি তাহে সাধে বাদ,—
কুলবধূ কেমনে যাইব,
আয়ানের আজ্ঞা বিনা?

বৃন্দা। কৃষ্ণবিলাসিনী,
আয়ান-ঘরণী হ'লে তুমি কত দিন?
যার তরে
কলঙ্কের পসরা ধ'রেছ শিরে,
যার তরে শতবর্ষ ভাস আঁখিনীরে,
যাবে সখি, হেরিতে তাহারে,—
আয়ান কি বাধা তায়?
ছিলে কৃষ্ণময়,
কত দিন আয়ানেরে হ'য়েছ সদয়?
শুনিতে বাসনা হয়, রাই!

রাধিকা। শুন সই,
এতদিনে পূর্ব্ববিবরণ হ'তেছে স্মরণ,
আয়ান পরম ভক্ত মম;
কত জন্ম করি তপ জপ—
আমারে এনেছে ঘরে;
পরকীয়া-আস্বাদের তরে,
এ রঙ্গ করিল হরি।
যাব সখি, ব্রজে আর না ফিরিব,
আয়ানেরে ব'লে যাব তাই,
সখীগণ, হও ত্বরান্বিত,
চল সবে যাইব প্রভাসে,—
কৃষ্ণ-আশে আছে প্রাণ।

বিশাখা ও সখীগণের গীত

পিলু—জলদ-একতালা

চল লো বেলা গেল লো,
দেখ্‌বো রাধা শ্যামের বামে।
দু'কথা শুনিয়ে দিব,
কপট নিঠুর বাঁকা শ্যামে॥
ব'ল্‌বো কি পড়ে মনে, ননী-চুরি বৃন্দাবনে,
কাল কি হয় না ভাল,
এম্‌নি কি গুণ কৃষ্ণ নামে॥
যুগলে দিব মালা, ভুল্‌বো সই, প্রাণের জ্বালা,
মোহন-ছাঁদে রূপের ফাঁদে,
কাঁদ্‌বে প'ড়ে রতি-কামে॥
[সকলেব প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

নন্দালয়

নন্দ ও যশোদাব প্রবেশ

নন্দ। শুন রাণি, শুনি লোকমুখে--
নীলমণি এসেছে প্রভাসে,
শুনি, বিদেশিনী দেছে সমাচার:
ব্রজবাসী যেতে চায় কৃষ্ণ-দরশনে।
যশোদা। বল' ব্রজবাসিগণে,
কৃষ্ণধনে নারদ আনিবে ব্রজে,
তাই করে নবনী লইয়ে
আছি দাঁড়াইয়ে,
এলে নীলমণি সবারে দেখাব ডেকে।
নন্দ। রাণি, মুনির বচনে
বৃথা কেন কর আশা?
বৃন্দাবনে নীলমণি যদ্যপি আসিবে,
যজ্ঞ তবে কি হেতু প্রভাসে?
কৃষ্ণ আর তোমার তো নয়
বসুদেব দৈবকীর,—
ভাবি তাই, কি বলিব ব্রজবাসিগণে!
যশোদা। চল তবে প্রভাসেতে যাই,
মায়াবিনী সে দেবকী,
ভুলায়ে' রেখেছে গোপালেরে;
দেখিলে আমায়,
মা ব'লে আসিবে ধেয়ে,
ননী দিয়ে,
কোলে ল'য়ে পলায়ে আসিব।
নন্দ। যশোমতি! তুমি বুদ্ধমতী,
হেন কথা নাহি বল,
কোথা যাবে,
গোপাল কি চিনিবে তোমায়?
মনে হ'লে বিদরে হৃদয়,
মথুরায় কত কথা কহিল নিদয়!
কেঁদে সারা ব্রজের বালক,
তবু সে তো না আইল ফিরে;
গিয়ে প্রভাসের তীরে
পুনঃ কেন হব অপমান?

বৃন্দার প্রবেশ

বৃন্দা। ও মা নন্দরাণি! শুন মা কাহিনী,
নীলমণি প্রভাসে এসেছে,
তাই ব্রজবাসী হইয়ে উল্লাসী
হেরিবে মাধব—করিতেছে কলরব!
চল নন্দরাণি,
কোলে পাবে নীলকান্ত-মণি,
দুঃখের রজনী অবসান।
নন্দ। বৃন্দে, নিমন্ত্রণ নাই—যেতে ভয় পাই,
কি জানি কি বলিবে গোপাল?
হবে গো জঞ্জাল রাণীরে লইয়ে তথা;
আমারে সে যে কথা ব'লেছে,
বলে যদি যশোদার কাছে,
প্রাণে বাঁচে রাণী—
হেন বুঝি নাহি অনুমানি।
বৃন্দা। কৃপাময়ী কাত্যায়নী
বিদেশিনী বেশে,
দাসীরে দেছেন সমাচার,
আজ্ঞা তাঁর—
প্রভাসেতে হ'তে আগুসার;
মিথ্যা নহে বাণী শুন নন্দরাণি,
ক্ষীর-ননী ল'য়ে, চল গো চল গো ত্বরা!
যশোদা। চল, শীঘ্র চল যাই প্রভাসেতে,
নীলমণি বিনা গো পথের কাঙ্গালিনী,
মান অপমান কিবা,
নিমন্ত্রণ কিবা প্রয়োজন?
বৃন্দা। আত্মজনে পাঠায় সংবাদ,
নিমন্ত্রণ নাহি করে।
নন্দ। হও প্রস্তুত সকলে,
মিছা আর বিলম্বে কি ফল?

যশোদার গীত

সুরট-মিশ্র—একতালা

কোথায় গোপাল, আছি পথ চেয়ে।
কোথা রে নীলমণি,
আমায় মা ব'লে আয় ধেয়ে ধেয়ে!
পাগলিনী তোর জননী, তোমা বিনা রতনমণি,
এস গোপাল! খাও রে ননী,
কোলে ওঠো অঞ্চল বেয়ে।
বেঁধেছিলাম করে করে,
আছ কি তাই রোষ ভরে?
ঘর-আলো ধন এস ঘরে,
মা ব'লেছ কারে পেয়ে?

চল তবে,
গোপাল আমার, গোপাল আমার!

নন্দ। দেখি ধায় পাগলিনী প্রায়,
নাহি জানি প্রভাসে কি হবে?

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

আয়ানের বাটী

আয়ান ও রাধিকার প্রবেশ

আয়ান। তবে যে কুটিলে ব'ল্‌ছিল, তুমি প্রভাসে যাবে?

রাধিকা। আমি তোমার কাছে বাঁধা, কোথায় যাব?

আয়ান। দেখ, পালিয়ে যাও তো দেখ্‌তে পাবে।

রাধিকা। ভক্তি-ডোরে বেঁধেছ আমায়,
কোথা যাব সে ডুরী ছেদিয়ে?
দিব্য চক্ষু করিনু প্রদান,
হের বিদ্যমান
আদ্যাশক্তি আমি সনাতনী,
বিশ্বময়ী বিষ্ণু-প্রসবিনী,
আছি কৃষ্ণহারা, আমারে বিদায় দেহ।
যুগ-যুগান্তর, করিয়া কঠোর
আমারে কিনেছ তুমি,
তাই যেতে নারি, তাই হরি পরিহরি,
বাঁধা আছি তোমার আবাসে;
ভ্রমে আছ ভুলে মোরে না চিনিলে,
রমণী না ভাব আর।

আয়ান। অবোধ অজ্ঞানে—
ক্ষমা কর ক্ষেমঙ্করি,
কি হেরি কি হেরি ব্রহ্মময়ী রাধা,
বাঁধা আছ আমার দুয়ারে!
অপাঙ্গে নেহার—কিঙ্করে নিস্তার
পরমা প্রকৃতি সতি!
ভবভয়হরা, তুমি সারাৎসারা,
বিরাজিত সূক্ষ্মস্থূলরূপে।
লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ড তোমার,
ইচ্ছায় সংসার—ইচ্ছায় পালন লয়,
স্তুতি নাহি জানি, ওগো বাগ্‌বাণি!
দেহ বাণী করি গো বর্ণনা;
পুরাইতে ভক্তের বাসনা,
সেজে গোপাঙ্গনা
বিরাজ' গোপিনী-মাঝে;
তুমি কালী কপালমালিনী,
অসুরমর্দ্দিনী,—
তুমি সীতা রাবণ-নিধনে,
অলৌকিক লীলা বৃন্দাবনে—
মূঢ় আমি, কি বুঝিব!
যাও দেবি! যথা অভিলাষ,
দাস বলি রেখ' মনে।

বৃন্দা ও সখীগণের প্রবেশ

বৃন্দা। পরমাপ্রকৃতি রাধা নেহার নয়নে,
রাজীব-অঞ্জলি দেহ রাজীব-চরণে।

আয়ান। ব্রহ্মময়ি, আমার কুসুমাঞ্জলি নাও।

সকলে। গীত

পঞ্চম বাহার—একতালা

নীলাম্বরে স্থিরদামিনী, ব্রজবিলাসিনী রাই।
পদ্মভ্রমে পদতলে ভ্রমরা গুঞ্জরে তাই॥
আমরা যত ব্রজবাসী, রাধা নাম ভালবাসি,
মুখে বলি রাধা রাধা, রাধা গুণ গাই॥

বৃন্দা। শ্রীমতি, আর বিলম্ব কেন? তোমার শ্যামচাঁদ-দরশনে চল, যুগলমিলন দেখে আমরা পরাণ জুড়াব।

আয়ান। কিঙ্করকে কি মনে থাক্‌বে?

রাধিকা। তুমি আমার পরম ভক্ত, তোমার হৃদয়ে আমি চিরদিন বিহার ক'র্‌বো।

সকলে। গীত

ভৈাঁটিয়ার-মিশ্র—তেয়রা

পাগলিনী বিনোদিনী প্রাণবঁধুয়া আশে।
প্রভাসে যায় বিরসে, আঁখি দুটি ভাসে॥
চলে রাই কমলিনী, সিন্ধু-মুখে তরঙ্গিণী,
কৃষ্ণ-প্রমোদিনী রাধা, কৃষ্ণ ভালবাসে॥

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

বলরাম ও নারদের প্রবেশ

বল। সত্য বল নারদ আমায়
জীবিত কি ব্রজবাসিগণ?
কিম্বা সুখবৃন্দাবন,
প্রাণিশূন্য গহন-কানন
শ্বাপদ-সঙ্কুল ভয়ঙ্কর;
বুঝি নন্দরাণী
বিনা তাঁর অঞ্চলের মণি,
ঝাঁপ দেছে যমুনা-সলিলে?
নন্দ উপানন্দ হারায়ে গোবিন্দ
অনলে ত্যজেছে দেহ;
কানুহারা রাখাল সকলে,
বুঝি অনশনে অকালে ত্যজেছে প্রাণ।
বুঝি বিরহ-বিকারে সুখের বাসরে
কৃষ্ণনাম ক'রে শুকায়েছে কমলিনী;
হতাশ-হুতাশে ব্রজবাসী
বেঁচে বুঝি নাহি আর।
নারদ। মৃতপ্রায়,—
মরে নাই ব্রজবাসিগণ।
বল। মৃতপ্রায়!
বুঝি তাই আসে নাই নিমন্ত্রণে!
ছি ছি তপোধন,
এ সংবাদ অগ্রে পাই নাই,
কিম্বা তুমি ব'লেছ কৃষ্ণেরে
প্রেরণ ক'রেছ রথ আনিতে সকলে?
নারদ। রথ কোথা করিবে প্রেরণ?
বল। কেন, ব্রজে যায় নাই রথ?
নারদ। হেতু কিবা তার?
বল। শোকে শীর্ণ ব্রজবাসিগণ
আসিতে অশক্ত সবে,
রথ বিনা কেমনে আসিবে?
নারদ। কে পাঠাবে রথ?
বল। কৃষ্ণ?
নারদ। হরি! হরি!
নিমন্ত্রণ ব্রজে দিতে মানা।
বল। নিমন্ত্রণ মানা ব্রজে,
ব্যঙ্গ কর তপোধন!
নারদ। জান না কি কনিষ্ঠের রীতি?
ব্রজে যেতে বিশেষ নিষেধ মোরে,
নিঠুর নির্দ্দয় এমন কি হয়
নন্দালয়ে নিমন্ত্রণ মানা;
আঁখিজলে ভাসি ব্রজ হ'তে আসি,
আহা! কি দশায় আছে সবে,
নিরানন্দ মধু-বৃন্দাবন—
পশুপক্ষী করিছে রোদন,
ফলে ফুলে নাহি সাজে তরু-লতা,
কুহকে আচ্ছন্ন,
প্রাণশূন্য গোপ-গোপী যেন,
বিরহ-অনলে
দহিছে কোমল ব্রজাঙ্গনা,
যশোদার দশা কিবা কব,
কেঁদে কেঁদে অন্ধ দু'নয়ন,
নিশ্বাস সঘন,
কভু রাণী গোঠে ধেয়ে যায় রড়ে,
কভু যমুনায় ঊর্দ্ধশ্বাসে ধায়;
ধূলায় লুটায় কভু,
কভু আছে শ্বাস না হয় বিশ্বাস
পড়ে রাণী মৃতপ্রায়!
নন্দ ক্ষিপ্ত সম
শূন্যদৃষ্টি শূন্যপানে চায়,
শোকে ক্ষণ অচেতন, ক্ষণ বা চেতন!
কি কহিব কৃষ্ণের চরিত,—
এ সকল শুনিয়া বর্ণনা, অপার করুণা,
কহিলেন—
'মুনি! কেবা মরে কার তরে,
সুখে আছি দ্বারকায়,
কেবা যায় নন্দালয়—
যজ্ঞে কাজ নাই গোপগণে নিমন্ত্রণে,
সভাস্থলে কিরূপে বসিবে,—
কবে মোরে চরাইতে ধেনু,

ও জঞ্জালে কাজ নাই মুনি!
বৃন্দাবনে নাহি দেহ নিমন্ত্রণ।'
বল। ধন্য তোরে ধন্য রে কানাই—
কেমনে সমাজে আর দেখাব বদন,
নিমন্ত্রণ ব্রজে মানা;
ছি ছি, নাহি মায়া, যার অন্নে কায়া,
তারে বলে জঞ্জাল এখন!—
না জানি কেমন
গোবিন্দের মনের গঠন,
বৃন্দাবন পাসরিল, মম কলঙ্ক রহিল,
জ্যেষ্ঠ আমি—কনিষ্ঠের নাহি দোষ।
তব বাক্যে হ'তেছে প্রত্যয়,
তাই কৃষ্ণ কহিল আমায়,
নিমন্ত্রণ-ভার অর্পিয়াছি যোগ্য জনে,
সে কারণ উদ্বিগ্ন হ'ও না।
নাহি কর্ম্ম, নাহি ধর্ম্ম, নাহি লোকভয়,
কদাচ উচিত নয় রহিতে এ স্থানে।
যাও তপোধন,
বল গিয়ে কৃষ্ণেরে তোমার,
আজি হ'তে নাহিক সম্বাদ—
চলিলাম তীর্থ-পর্য্যটনে পুনঃ।

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ

কৃষ্ণ। দাদা, হেথা তুমি?
যজ্ঞে সবে উপস্থিত।
বল। দেখিয়াছি যজ্ঞ-আয়োজন তব,
প্রশস্ত নির্ম্মাণ বিশ্বকর্ম্মার গঠিত,
মণি-কাঞ্চন-খচিত,
ঝলসে রতন রাজি রবিকর ধরি,
সুসজ্জিত তিন লোক ব'সেছে আসনে,
দেববৃন্দ-সনে দেবেন্দ্র দেছেন বার,
নাগ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর,
যক্ষ, বিদ্যাধর সুশোভিত যথাস্থানে;
অন্নপূর্ণা ঘরে, বিধি দেন বিধি,
পঞ্চানন যজ্ঞের রক্ষণে।
কৃষ্ণ। দাদা, জ্যেষ্ঠ তুমি,—
তব যজ্ঞভার,
মহিমা তোমার—
যজ্ঞে হেন সমাগম।
বল। কিন্তু কানু, অপার মহিমা তব,
ব্রজে নিমন্ত্রণ মানা—
যজ্ঞ হেথা—

ব্রজবাসী জানে না সংবাদ,
কবে দাদা ব'লে চিনিবি না মোরে।
কেন প্রাণ ত্যজিব তখন—
সুযোগ থাকিতে যাই তীর্থ-পর্য্যটনে।
কৃষ্ণ। নিমন্ত্রণ যশোদা মায়েরে,
পিতা নন্দে নিমন্ত্রণ—
নিমন্ত্রণ রাখাল-সখায়?
দাদা, নিশ্চয় ভুলেছ ব্রজ,
পর যেই, তারে করি নিমন্ত্রণ।
নারদ। বোঝা গেছে মাতৃপিতৃস্নেহ,
বোঝা গেছে সখার যে মোহ।
কৃষ্ণ। হে নারদ, ঋষি তুমি,
কিবা জান গৃহীর ব্যবহার,—
হ'লে নিমন্ত্রণ,
ব্রজবাসিগণ জীবন ত্যজিত সবে—
মনে হ'তো কৃষ্ণ ভাবে পর!
কে কোথায় পিতায় মাতায়—
নিমন্ত্রণ করি আনে?
হেন তব লয় কি হে মনে,—
দাদা আমার হবে নিমন্ত্রণ?
কোঁদল বাধান তব রীতি,
দাদা রাম অন্তর সরল,
কুটিল কৌশল ভেদিতে তোমার নারে।
শুন মুনি, কহ সত্যবাণী,
সংবাদ পেয়েছে কি হে ব্রজবাসিগণে?
নারদ। নহে সে তোমার গুণে,
আমি ব্রজে দিয়েছি সংবাদ।
কৃষ্ণ। গুণ সকলি তোমার ঋষি,
নহে সহোদরে কোঁদল বাধাও?
বুঝ দাদা, জানে বা না জানে—
ব্রজে যজ্ঞের সংবাদ।
বল। অবিচার কৃষ্ণে কি সম্ভব?
শুন মুনি! সারগর্ভবাণী,
পরে করি নিমন্ত্রণ,
আত্মজনে নিমন্ত্রণ কিবা!
রথ গেছে ব্রজে?
নারদ। ভাল ভাল, বলাই ঠাকুর,
তবু বুদ্ধি আছে ঘটে।
কৃষ্ণ। দাদা,
কিবা তুচ্ছ রথ,
ভুলেছ কি শকট ব্রজের?
মনে কর পৌর্ণমাসী নিশি,

আমা দোঁহা বসি,
প্রাণপণে রাখাল শকট টানে,
হ'য়ে উতোরোলি 'শীঘ্র চল' বলি,
সখাগণে করিতাম কৃত্রিম তাড়না,
কভু রাখালে তুলিয়ে টানিতাম দুই জনে,
দাদা, সে শকট দেখিতে কি হয় সাধ?
পথে পথে আসিতে রাখাল,
বনফল আনিবে ধটীতে বাঁধি;
ল'য়ে ক্ষীর ননী আসিবে জননী,—
গোঠে মাতা ধাইত যেমন;
ব্রজবাসী যার যেই ভাবে,
প্রভাসে আসিবে—
ব্যগ্র প্রাণ হেরিতে সে ছবি!
আনিয়াছি ধটী, আনিয়াছি চূড়া,
ব্রজবাসী রাজবেশে না হেরিবে;
মম ব্রজবাসী—
জানে মোরে ব্রজের রাখাল,
জানে মনে, আজও ধেনু ল'য়ে ফিরি বনে,
প্রেমের স্বপন -
ভঞ্জন করিব দাদা, রথ পাঠাইয়ে?

নারদ। প্রভু,
ব্রজলীলা বুঝিব কেমনে?
অবোধ অজ্ঞান মূঢ় আমি।

বল। ব'লেছি নারদ, কানাইয়ের নাহি অপবাদ।

কৃষ্ণ। দাদা, চল যজ্ঞস্থানে,
অভ্যর্থনা-ভার তবোপরে।

বল। ভার তোর—
আমি গঙ্গাতীরে করি গিয়ে মধুপান।

কৃষ্ণ। দাদা, পঞ্চানন করিছেন আবাহন।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাংক

তোরণ-সম্মুখ

দ্বার-রক্ষকগণ

১ দ্বারী। বলি দেখ্‌ছিস্‌, কাঙ্গালীর ভিড়, দু' এক ঘা না দিলে কি দোর রাখ্‌তে পার্‌বি?

২ দ্বারী। ওরে, দ্বারিকানাথ রাগ ক'র্‌বেন।

১ দ্বারী। রাগ্‌ ক'র্‌বেন, তবে তুই সাম্‌লা, আমার ব'কে ব'কে মুখে ফেকো প'ড়ে গেল, ঐ দ্যাখ, একদল কাঙ্গালী ঝাঁপিয়ে আস্‌ছে।

রাখালবালকগণের প্রবেশ

শ্রীদাম। কোথা রে রাখালরাজা ভাই,
দেখা দে কানাই,
আয় ধেয়ে চরা'বি গোধন,
রাখালের জীবনের ধন,
কোথা ভাই আছ ভুলে?
আয় ভাই, গোঠে মাঠে যাই,
আয় বনে ধবলী চরাই,
কানু, তোর বেণুরব বিনে,
ধেনুগণে তৃণ না পরশে,
বনফল ল'য়ে আছি পথ চেয়ে,
বহুদিন দিই নাই মুখে তুলে--
আকুল রাখাল এস রে গোপাল,—
কত কাল সহে আর প্রাণ?
কেন ভাই হ'লি রে নিঠুর -
দুঃখ কর দূর,
আয় ধেয়ে বাঁশরী বাজা'য়ে।

১ দ্বারী। বলি, তুমিও যে বাঁশী বাজিয়ে ধেয়ে ধেয়ে আস্‌ছ দেখ্‌ছি,—এখনই কান্না সুরু ক'রেছ কেন? একটু থাম না, যজ্ঞ হোক, খেতে পাবে, কাপড় পাবে, ধন পাবে--আঃ ম'লো, এ দিকে কোথা আস্‌ছিস্‌?

শ্রীদাম। দ্বারি!

১ দ্বারী। আ মরি! প্রাণ ঠাণ্ডা ক'র্‌লে আর কি, যা যা, স'রে যা।

শ্রীদাম। আমাদের রাখালরাজকে দেখ্‌তে যাব, মানা ক'র না।

১ দ্বারী। বলি, তোমার রাখাল কি যজ্ঞের ভেতর গরু চরাচ্ছে নাকি?

শ্রীদাম। আমাদের ব্রজেশ্বর ভাই কানাইকে দেখ্‌তে যাব।

১ দ্বারী। বলি, কেন পাগলামী ক'র্‌চো, পাগ্‌লামী ক'র্‌লে কি কিছু বেশী পাবে? তোমার কানাই ভাই কি রাজবাড়ীর ভেতরে?

শ্রীদাম। ওরে, আমাদের রাখালরাজা কৃষ্ণ; কৃষ্ণ প্রভাসে এসেছেন, কৃষ্ণ দরশনে বাধা দিও না।

১ দ্বারী। ওই শোন, দ্বারকানাথ কৃষ্ণ ওদের রাখালরাজ! এ আব্‌দার কথায় যাবে না,

দু'ঘা ওদের দিতে হবে, আ রে--ব'স্ ব'স্, এখন দেয়ালা করিস্‌নি।

শ্রীদাম। দ্বারি! তোমায় বিনয় ক'চ্চি, আমরা ব্রজবাসী, আমাদের ভাই কানাইকে একবার দেখ্‌বো; দোর ছেড়ে দাও।

২ দ্বারী। ওরে, তুই পাগল নাকি? তোর ভাই কানাই এই রাজা-রাজড়ার সভায়? চুপ্ ক'রে ব'স্ গে যা--যা চাস্, পাবি এখন।

১ দ্বারী। ভাই কানাই হেথা কোথা? মাঠে দেখ্‌গে না?

শ্রীদাম। দ্বারি! দ্বার ছেড়ে দাও, আমরা ধন-রত্ন চাই নে, কৃষ্ণহারা—আমরা শতবর্ষ কৃষ্ণ-হারা হ'য়েছি, আমাদের প্রাণকানাইকে দেখ্‌বো।

১ দ্বারী। কৃষ্ণ কৃষ্ণ ক'র্‌ছিস্, কৃষ্ণ কে রে? কৃষ্ণ তো দ্বারকানাথ।

শ্রীদাম। আমাদের ব্রজের রাখাল।

১ দ্বারী। দূর্, দূর্, দূর্, এখনি খুন ক'র্‌বো।

শ্রীদাম। শুন দ্বারি! করি হে মিনতি
ব্রজেতে বসতি,
বহু ক্লেশে কৃষ্ণধন-আশে,
প্রভাসে এসেছি সবে;
কৃষ্ণ নাহি হেরে পরাণ বিদবে,
আছি প্রাণ ধ'রে,
দেখা পাব ব'লে তার;
সে যে নন্দের গোপাল,
ব্রজের রাখাল,
গো-পাল চরাত সাথে;—
সে যে বেণু বাজাইত,
গোঠে মাঠে নাচিয়া খেলিত,
নয়ন জুড়াত হেরে;
সে যে রাখালের প্রাণ, রাখালের জ্ঞান,
রাখালের সর্ব্বস্ব-রতন;
বনফুল তুলে,
মিষ্ট হ'লে দিতাম বদনে তার,
বিরহে তাহার দেখ রে আকার,
একাকার ব্রজপুরী!
দ্বার ছাড় দ্বারি! হেরি সে ব্রজের ধন।

১ দ্বারী। বলি ওই, এ কি বলে রে?

শ্রীদাম। পথে পথে তুলি বনফল,
রাখাল সকল এনেছি রে ধটী ভ'রে,
এ'ঠো ফল মেঠো ব'লে খায়,
ছাড় দ্বারি, যজ্ঞস্থানে যাব,
এখনি আসিব ব্রজরাজে সাথে ল'য়ে,
হে'টে যেতে কোনমতে দিব না রে তারে,
স্কন্ধে ক'রে ল'য়ে যাব ব্রজধামে;
দ্বারি, ছাড় দ্বার, রাখাল আমার—
দেখিব কেমন আছে।

১ দ্বারী। পাগ্‌লা ব্যাটা, সর্, নইলে গলা ধাক্কা দেব।

শ্রীদাম। আরে রে কানাই!
এই কি রে মনে ছিল তোর?
ধ'রে গোবর্দ্ধন, রাখিলি জীবন,
বিষপানে দিলি প্রাণ,
দেখ এসে মরি রে প্রভাসে,
দেখ এসে রাখাল সকলে,
প্রাণ দিবে কুতূহলে,
তুমি যদি ঠেলে থাক পায়,
কানু দেখা দে রে প্রাণ যায়।

সকলে। গীত

টোরী-ভৈরবী—যৎ

প্রভাসে তোর রাখাল মরে,
কোথা রাখালরাজা ভাই।
আয় রে তোরে দেখে মরি, এস রে এস কানাই!
ব্যাকুল হ'লে এস ধেয়ে,
ব্যাকুল রাখাল দেখ চেয়ে,
এস রে এস রে কানু, বারেক দেখে যাই।
হের গোধন তোমার তরে,
ঝর ঝর আঁখি ঝরে,
আছে পথ চেয়ে আকুল হ'য়ে,
হাম্বারবে ডাকে তাই॥

১ দ্বারী। (নেপথ্যে চাহিয়া) দ্যাখ্ দ্যাখ্ মাগী যেন মিন্‌সেকে টেনে আন্‌ছে।

২ দ্বারী। ও রে, মাগী বুঝি পাগল রে! দেখ্, দেখ্ আকুল হ'য়ে ধেয়ে আস্‌ছে, যেন বৎসহারা গাভী।

১ দ্বারী। মাগী বড় কাঙ্গাল, শুনেছে এখানে বেশী দান—

যশোদা ও নন্দের প্রবেশ

যশোদা। দ্বারি! ছাড় দ্বার, নীলমণি নেব কোলে,
শতবর্ষ দেখি নাই তারে, দেখিব তাহারে,

প্রাণে আর প্রাণ নাহি ধরে;
দে রে দ্বারি! ছেড়ে পথ,
সে যে গোপাল আমার,
বহুদিন মা ব'লে ডাকে নি।

২ দ্বারী। আহা! আহা! মাগী কি বলে রে?

নন্দ। শুন দ্বারি! গোপাল আমার
মাথায় বহিত বাধা,
বাবা ব'লে
উঠে কোলে আঁটিয়ে ধরিত গলা;
শতবর্ষ সে গোপাল-হারা;
তাই, প্রাণপণে এসেছি দু'জনে
গোপালে লইতে কোলে;
কৃষ্ণ বিনা কিছু আর নাই।

১ দ্বারী। দেখ্, কৃষ্ণ কৃষ্ণ ক'র্‌ছে, বলি তোর বাড়ী তো ব্রজে?

নন্দ। হাঁ বাপু!

১ দ্বারী। বলি শুন্‌ছো, ওরা কৃষ্ণ কৃষ্ণ ধুয়ো তুলে এসেছে; আমি জানি, ব্রজের কাঙ্গাল ভারি কাঙ্গালী; ওরা কি কথায় ফির্‌বে?

যশোদা। দ্বারি, দোর ছাড়।

২ দ্বারী। বাছা, তোমার গোপাল কে বাছা?

যশোদা। আমার নীলমণি! দেখ দ্বারি, তার তরে স্তনে ক্ষীর আর ধরে না।

নন্দ। দ্বারি! ও জানে না, গোপাল তোমাদের শ্রীকৃষ্ণ, তোমাদের দ্বারকানাথ।

যশোদা। গোপাল আমার নীলমণি! পীত-ধটী পরায়ে মোহন-চূড়া বেঁধে দিয়ে, গোপালকে আমার রাখালদের সঙ্গে গোঠে পাঠাতুম।

২ দ্বারী। বলি বাছা, তোর সে মেঠো গোপাল এ বাড়ীতে থাক্‌বে কেন?

১ দ্বারী। মিন্‌সে! তোর আক্কেল নাই, এসেছিস্ ভিক্ষা ক'ত্তে, আর বল্‌ছিস্, দ্বারকানাথ তোর ছেলে; কি ব'ল্‌বো, মার্‌বার হুকুম নাই, নইলে তোকে খুন ক'রে ফেল্‌তুম।

নন্দ। দ্বারি, কৃষ্ণ নাম দিল গর্গমুনি,
আমি বলি নীলমণি;
কৃষ্ণ আছে পুরে,
দ্বারি, ছাড় দ্বার কৃষ্ণেরে দেখিব।

১ দ্বারী। ওই দ্যাখ্ মাগী ভুলে গিয়েছিল, দুটো কথার শাটে সাম্‌লে নিলে।

২ দ্বারী। এ ঢং নয়, বুঝি মাগী পুত্রশোকে পাগল।

নন্দ। দ্বারি, ছাড় দ্বার।

যশোদা। দ্বারি, পলকে প্রলয় হয় জ্ঞান,
দ্বার ছাড় দ্বারি!—
মরি আমি কৃষ্ণ বিনা।

২ দ্বারী। ও গো বাছা, বোঝ না, কাঙ্গালী কি যজ্ঞে যেতে পায়?

যশোদা। কৃষ্ণধন বিনা আমি কাঙ্গালিনী,
কৃষ্ণধন পাব, হব নন্দরাণী;
তাই দ্বারি, মিনতি তোমায়,
বাঁচাও বাঁচাও, দ্বার ছেড়ে দাও,
কৃষ্ণহারা আমি পাগলিনী।

১ দ্বারী। না না, মাগী সর্ সর্!

যশোদা। কোথা কৃষ্ণ, কোথা রে নীলমণি!
মরে নন্দরাণী—দেখে যাও বাপধন,
তুমি ধ্যান জ্ঞান, তোমা বিনা আর নাই,
জান তো জান তো—দুখিনী জননী
তোমা-হারা কাঙ্গালিনী!
কোথা যাদুমণি,
কোথা আছ মাকে ভুলে?
এস কোলে, ডাকরে মা ব'লে,—
আয় তোর ধটী বেঁধে দিই,
খেলায় ধুলায় ভুলে কি র'য়েছ?
আছি আমি পথপানে চেয়ে,
এস ধেয়ে গোপাল আমার,
অঞ্চল ধরিয়ে
ঘুরে ঘুরে দে রে করতালি,
অন্তরের কালি ধুয়ে যাক্ যাদুমণি!
আয় তোর মুখে ননী দিয়ে
বিভোর হইয়ে,
শতবর্ষ ভুলি পল সম,
আয় তোরে শোয়াই অঞ্চলে,
হেরি মুখখানি
বদন মুছায়ে চাঁদমুখে শত চুম্ব দিয়ে,
কাঙ্গালিনী পুন হই নন্দরাণী!
আয় কৃষ্ণ—আয় রে নীলমণি!

১ দ্বারী। চোপ্!

২ দ্বারী। ও রে মাগী, থাম্ না, তোরে

অনেক ক'রে দান দেবে, এখন পাঁচবৎসর ব'সে খাবি।

যশোদা। চাই কৃষ্ণধন,
নাহি অন্য ধনে কাঙ্গালিনী,
দ্বারি, করে ধরি—ছাড় পথ,
কৃষ্ণগত প্রাণ যশোদার,
কৃষ্ণ বিনা রয় বা না রয়—
তাই কৃষ্ণে বারেক দেখিব,
তাই কৃষ্ণধনে নবনী খাওয়াব,—
প্রাণ দেব, মা যদি না বলে।
বসুদেব দৈবকীর নয়,
আমার তনয়,—
খেলিত অঞ্চল ধরি।
ছাড় পথ, মৃতবৎ হ'য়েছি গোপাল বিনে,
শতবর্ষ আশায় কেটেছে,
এ আশায় ক'র না নিরাশ।
পথ ছেড়ে দাও, কৃষ্ণেরে দেখাও,
দ্বারি, তোর হবে রে কল্যাণ,
পুত্রদান কর রে প্রভাসে।

১ দ্বারী। বলি, কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'ল্‌ছিল, আবার বসুদেব দৈবকী তুল্‌লে, বেবো মাগী! দ্বারকানাথ তোমার ছেলে, খুন ক'র্‌বো মাগীকে।

যশোদা। দ্বারি, ব'ধো না রে,
কৃষ্ণ হেরে ত্যজিব জীবন;
কৃষ্ণ অদর্শনে এ তাপিত প্রাণ,
শতবর্ষ রেখেছি বাঁধিয়ে—
নীলমণি পাব ব'লে;
কোথা কৃষ্ণ কোথা রে নীলমণি!

গীত

শ্রীমল্ল-কৌশিকী আড়াঠেকা

আয় রে গোপাল, কোথায় গোপাল,
কোথা রে অঞ্চলের ধন?
মা ব'লে আয়—আয় নীলমণি,
দেখে মরি চাঁদবদন।
(হাঁরে) বহুদিন তো খাওনি ননী,
কোথায় আছ যাদুমণি,
এস গোপাল মা ব'লে যা,
শুনি এ জনমের মতন।
(ওরে) ছিলিনে ত নিদয় এত,
ব্যাকুল হ'য়ে ডাকি কত,
(পথের) কাঙ্গালিনী তোর জননী,
দেখে যারে নীলরতন।

নন্দ। যশোমতি, যবে বৃন্দাবনে—
বেলা যেতো গোপাল খেলিতে গোঠে,
ব্যগ্র হ'য়ে, ক্ষীর-সর ল'য়ে—
ডাকিতে গোপাল ব'লে;
সেই মত ডাক নন্দরাণি,
নীলমণি যদি আসে ধেয়ে।

গীত

ভৈরবী—মধ্যমান

গোপাল আয়, গোপাল আয়, নেচে আয় নীলমণি!
আছি রে দাঁড়ায়ে পথে, ল'য়ে ক্ষীর-নবনী।
নয়ন-তারা হ'য়ে হারা, দেখ রে হ'য়েছি সারা,
তোমা বিনা রতনমণি, পাগলিনী তোর জননী।
(ওরে) কোথায় গোপাল আছ ভুলে,
মা ব'লে ডাক্‌ বদন তুলে,
মা'রে ভুলে থেক না আর,
মা তোর অতি দুখিনী!
গোপাল আয়, নবনী খেয়ে যা আয়—

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ

কৃষ্ণ। মা—মা!—

যশোদা। গোপাল, মা বল্‌, মা বল্‌, শতবর্ষ চাঁদমুখে মা বল' নি!

কৃষ্ণ। মা—মা!—

নন্দ। গোপাল, গোপাল, বাবা ব'লে ডাক্‌, আমি তোর পিতা—নন্দ।

কৃষ্ণ। বাবা—বাবা!—

শ্রীদাম। ভাই কানাই! একবার কোল দে।—

কৃষ্ণ। সখা—সখা!—

শ্রীদাম। ভাই কানাই! ভুলেছিলি?

কৃষ্ণ। কারে ভুলব' ভাই? আমি যে তোমাদের রাখালরাজা। মা—মা, শতবর্ষ নবনী খাইনি মা, ননী দে।

যশোদা। নীলমণি! মাকে ভুলে কেমন ক'রে ছিলি? আমি যে তো বিনে মরি! গোপাল, আমায় ছেড়ে তুই থাক্‌তে পারিস্‌?

হাঁ রে, তুই কি চূড়ো-ধড়া ফিরিয়ে দিয়েছিলি? তুই কি ব্রজরাজকে বিদায় দিয়েছিলি? তুই কি রাখালকে ব'লেছিলি, আর ব্রজে যাবিনি?

কৃষ্ণ। না—মা!

রাখাল-বালকগণ। গীত

ছায়ানট—একতালা

এসেছে এসেছে কানাই!—
বৃন্দাবনে বনে বনে, কানু নিয়ে চল যাই।
দাঁড়াবে কদম-তলায়, সাজাব বনমালায়,
প্রাণের কানাই, কানাই বিনে,
রাখালের আর কেউ তো নাই!
আবার গোঠে বাজ্‌বে বেণু,
আবার গোঠে নাচ্‌বে ধেনু,
আবার গোঠে খেল্‌বো কানু,
কানাই নিয়ে খেল্‌বো ভাই!

কৃষ্ণ। বাবা, যজ্ঞস্থলে চলুন, মা এস,—আয় ভাই তোরা।

যশোদা। মা বল, গোপাল, আমার প্রাণ ভরেনি।

কৃষ্ণ। মা - মা!

[নন্দ, যশোদা, রাখালগণ ও শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান।

নেপথ্যে। দ্বারি, দ্বাররক্ষার প্রয়োজন নাই।

১ দ্বারী। আমার আক্কেল ছেড়েছে,--আরে, চূড়ো-ধরা-বাঁধা কৃষ্ণই তো বটে, তুই বুঝ্‌লি কি বল্ দেখি?

২ দ্বারী। আর তুইও যেখানে, আমিও সেখানে, কি ব'ল্‌বো বল্?

১ দ্বারী। মাগী মিন্‌সে যা ব'ল্‌লে, তা ফলালে, বাবা! এ কি প্রেমের তার বাঁধা? সাত মহল বাড়ীর ভিতর থেকে মা ব'লে ধেয়ে এল ভাই! ওদের গর্দ্দানা নিতে গেছলুম, কি হবে?

২ দ্বারী। আমি তোকে বারণ ক'রলুম, কিছু বলিস্ নি।

১ দ্বারী। আমার অপরাধ কি? কাঙ্গালীকে রাজা মা বলে, আমার চোদ্দ পুরুষে জানে না! চল্ ভাই, ওদের পায়ে-হাতে ধরি গে, কিছু না বলে।

২ দ্বারী। তারা কিছু ব'ল্‌বে না, তাদের যে আনন্দ দেখ্‌লুম:--তারা কারেও কি নিরানন্দ করে?

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

অপর তোরণ

দ্বার-রক্ষকগণ

রাধিকা ও সখীগণের প্রবেশ

রাধিকা। যা লো ব্রজে ফিরে,
কৃষ্ণ ব'লে বসিলাম তরুমূলে,
ছিঃ ছিঃ, ধিক্ প্রাণ!
শতবর্ষ রহিলাম কৃষ্ণ বিনা,
তাই সখি, পাই মনস্তাপ!
সখি, যে আশায় রেখেছিনু প্রাণ,
আশা সমাধান
হ'লো এ প্রভাসে এসে;
বিফল বাসনা, বিফল যন্ত্রণা,
দেখা ত হ'লো না, কেন দেহ ধরি আর?
সখি, হ'ল না মেলানি,
ব্রজে যাও ফিরে,
কভু মনে ক'র রাধিকারে।
সখি, যে জ্বালা সয়েছি
জান তো স্বজনি,
আর কেন আশার ছলনে ভুলি?
কোথা কৃষ্ণ, কোথা রাধানাথ!
কোথা মোর বংশীধর!
রাধার জীবন,
কোথা মদনমোহন শ্যাম!
কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, এত কি রাধার সয়?

গীত

কুকুভা—ত্রিতালী

সয় ব'লে কি এতই প্রাণে সয়?
প্রাণ মন সমর্পণে, এতই কি সে দোষী হয়?
ছি ছি সখি, কি লাঞ্ছনা, কেন সব এ যন্ত্রণা?
জীবন থাকিতে সখি, যাতনা ত যাবার নয়!
ছি ছি সখি, ছার বাসনা, তবু তার উপাসনা,
আশা বিসর্জ্জন দিয়ে, তবু পথ চেয়ে রয়!

বৃন্দা। আরে দ্বারি, ছাড় দ্বার।
রাজা তোর—রাইরাজার প্রজা,
কোটালি ক'রেছে ব্রজে;
সাক্ষী—সখীগণ,
দাস-খৎ লিখে দেছে পায়;
রাধা ব'লে বাজাত বাঁশরী,
কাঁদিত রাধার পায়ে ধরি,
ফিরিত কুঞ্জের দ্বারে দ্বারে—
তার দ্বারী রাধিকারে বল কুবচন?
দ্বারি, চক্ষু নাই, আদ্যাশক্তি রাই—
ব্রজেশ্বরী—মুরারি-মোহিনী,
তোর রাজা চোর—এত কিসে জোর,
ব্রজে খেত ননী চুরি ক'রে:
গোপিকার প্রাণ মন হ'রে
মথুরায় পলায়ে আইল।

১ দ্বারী। হাঁ বাছা ব'স তুমি, ওরে পাগল, কিছু বলিস্ নি।

বৃন্দা। হা নিষ্ঠুর! হা কপট!
দ্বারে এনে এত অপমান।

রাধিকা। রাধানাথ! কোথা তুমি?
ওষ্ঠাগত প্রাণ!—

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ

কৃষ্ণ। রাধে!—রাধে, রাখ পদে, কিংকর তোমার।

ললিতা। কালাচাঁদ, কাজ নেই আর!

বৃন্দা। ছি ছি, কি কঠিন তুমি শ্যাম!
জান ত রাধায়, তোমা বিনা রয় মৃতপ্রায়,
এ দশায় শতবর্ষ রেখে এলে?
ধিক্ ধিক্ ক্রূর, কপট, নিঠুর,—
তোমা বিনা যেই নাহি জানে,
হেন দুখ দেহ তারে?
দিন দিন সাজা'য়ে বাসর,
তৃষিত চকোর,
যামিনী যাপিল তোমা স্মরি,—
তুমি রাজকন্যা সনে
স্বর্ণ-সিংহাসনে,
ধরাসনে লুণ্ঠিত হইত রাই:
তুমি হে রাখাল, হইলে ভূপতি,
কাঙ্গালিনী শ্রীমতী উন্মত্তা ব্রজে।
ছি ছি শ্যাম!
দয়াময় কি গুণে তোমায় বলে?
যার কৃষ্ণ ধ্যান, কৃষ্ণ জ্ঞান,
কৃষ্ণ বিনা কিছু নাহি জানে যেই—
বল' তারে বধিলে কি ফল?
প্যারী মানা না শুনিল,
রাখালেরে দিল প্রাণ,
তাই এত অপমান—
কত সহে রাজার নন্দিনী।

কৃষ্ণ। বৃন্দে! যে জ্বালা অন্তরে,
জানাইব কারে,—
কি করিব দারুণ কঠিন অভিশাপ,
এ হেন সন্তাপ যেন কভু নাহি হয় কার!
রাধা বিনা যে যাতনা প্রাণে,
রাধা জানে প্রাণে প্রাণে,—
বচনে কহিব কত!
রাধে! ক'র না লো মান, ঢেক' না বয়ান,
শতবর্ষ সয়েছি বিচ্ছেদ!—
যে জ্বালায় দিবানিশি জ্বলি,
কারে বলি তোমা বিনা?

বৃন্দা। ভালয় ভালয়, পায়ে ধর' শ্যাম!—নইলে কি আবার যোগী হ'য়ে কাঁদ্‌বে?

কৃষ্ণ। বৃন্দে, আমার পক্ষ তুমি;—
মানময়ী, কমলিনি,
পায়ে ধরি—মান ভিক্ষা দাও।

রাধিকা। ছি ছি শ্যাম, ধ'র না চরণ,
মান-বিসর্জ্জন দিছি, শ্যামধন,
শ্রীচরণ কেন নাহি পাব?
তুমি ছিলে ভুলে,
রাধা কভু ভোলে নাই রাধানাথে,
ব্রজগোপিকার—
মান, প্রাণ কিবা আছে আর,
মান এবে বলি,
মানে মানে যাও তুমি চলি,
বিনা বনমালী রাধার কি মান আছে?
দেখ চেয়ে তোমা হারা হ'য়ে,
আজও আছে ছার প্রাণ!

কৃষ্ণ। মান পরিহরি
প্রাণ দিয়ে বুঝ প্রাণপ্যারি!
তোমা বিনা আমি আর কার?

দেবদেবীগণের গীত

দেবগিরি-মিশ্র-একতালা

পুরুষ। প্রাণে বয় প্রেমের তুফান,
শ্যামের বামে রাই কিশোরী।
স্ত্রী। চাঁদে ফাঁদে, চাঁদে বাঁধে,
চাঁদে চাঁদে ধরাধরি॥
সকলে। আমরা যুগল ভালবাসি।
পুরুষ। চোকে চোকে মেশামিশি,
ঢ'লে পড়ে প্রেমের ভরে,
স্ত্রী। ঝলকে রূপের রাশি,
প্রাণের ফাঁসী প্রাণে পরে;
পুরুষ। মরি মরি যুগল মাধুরী
ব'য়ে যায় সুধার লহরী।
স্ত্রী। সখি, কি দেখি কি দেখি,
আপনা পাসরি॥

সকলে। আমরা যুগল ভালবাসি!

যবনিকা পতন

শ্রীবৎস-চিন্তা

[পৌরাণিক নাটক]

(২৬শে জ্যৈষ্ঠ, ১২৯১ সাল, ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)

পুরুষ-চরিত্র

শ্রীবৎস (প্রাগ্‌দেশীয় রাজা)। বাহুরাজ (অপর দেশের রাজা)। সূর্য্যদেব। শনি (গ্রহদেব)। বাতুল। মন্ত্রী, সভাসদ, সেনাপতি, কোতোয়াল, কারাধ্যক্ষ, ধীবর, সওদাগর, দূতগণ, রক্ষী ও প্রহরিগণ, প্রজাগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী-চরিত্র

চিন্তা (শ্রীবৎসের মহিষী)। ভদ্রা (বাহুরাজ-কন্যা)। লক্ষ্মীদেবী। সখী, কাঠুরের স্ত্রী, বাহুরাজ-মহিষী, মালিনী, স্ত্রীলোকগণ ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

প্রান্তর

শনি ও লক্ষ্মী

শনি। কোথা অম্বুসুতা,—
দ্রুতগতি গমন তোমার?
হেরি, অতীব চঞ্চল,
চঞ্চলে, তোমারে আজি;
কি কাজে ভুবন-মাঝে করহ ভ্রমণ,
নিত্য এত কিবা প্রয়োজন,
ত্যজি বিষ্ণুপদ-সেবা, সাগর-উদ্ভবা,
অকারণ কেন কর পরিশ্রম?
লক্ষ্মী। ভাল প্রশ্ন করিলে আমায়!
ত্রিভুবন করে আকিঞ্চন,
চরণ-দর্শন মম,
নানা উপহারে করিছে অর্চ্চনা,
সবাকার পূরাই বাসনা,
জান না কি, ছায়ার তনয়?
শনি। জানি আমি,
ভ্রান্তমতি নরে ধর্ম্ম পরিহরে
তোমারে করিতে সেবা।
সৃজন ধাতার আনন্দ-সংসার,
নিরানন্দ তোমারে করিয়া পূজা;
দ্বন্দ্ব সহোদরে,
পুত্র করে পিতার নিধন,
পত্নী করে পতি অবহেলা
পাইতে তোমায়,—
পরকায় বিকায় রমণী,
রোগ-শোক-পূর্ণ এ ধরণী,
তুমিই কারণ তার,
এ ত নহে উচিত তোমার।
বার বার মজাও মানবে,—
ব্যাপিয়ে ধরণী
নিত্য উঠে রোদনের ধ্বনি,
যায় প্রাণী অকালে মরণ-মুখে,
ভ্রান্ত নরে মজায়ো না আর,—
ত্যজি এ সংসার,
কর সার নারায়ণ-পদ-পূজা,
নহে মহাপাতকে মজিবে,
পুনর্ব্বার নীর-গর্ভে যাবে,
অসংশয় ধর্ম্মের হইবে জয়।
লক্ষ্মী। ভাল শিক্ষা দিতে এলে শনি মোরে,
কিন্তু জেনো স্থির,
মম পূজা যদি ভবে উঠে,
তিন পুরে তবার্চ্চনা কদাচ হবে না,
ঘৃণাস্পদ লোক-মাঝে তুমি;
শুন, শনি—
কোন কালে কেহ কি করেছে পূজা,
তবে কেন পূজা-আশে মন্দ ভাষ মোরে?
সাধ তব—পূজা নাহি লব,
কৃপাময়ী নাম পাসরিব,
ভাল তব অনুরোধ;
পূজা যদি নাহি কভু ধরি,
ওহে, লোক-অরি, কি ফল তোমার তাহে?
পূজা,—তুচ্ছ হ'য়ে উচ্চ আশা কেন কর?
শনি। তুচ্ছ আমি, উচ্চ তুমি, ভাব কি কমলা?

ভুলেছ কি প্রভাব আমার?
সৃষ্টি যথা তথা মম অধিকার!
ধর্ম্মে মতি কেবা দেয় নরে?
ত্রিসংসারে কেবা নাহি ডরে?
শান্তি কারে নাহি দিতে পারি?
মম উপদেশে—
মোক্ষ-ফল লভে তুচ্ছ নরে;
কৃপায় তোমার মজে পাপ-ঘোরে,
সাগর-আঁধারে আপনি করহ বাস।
যার ধর্ম্ম-পথে গতি,
সদা মম পদে মতি—
গুরু, শ্রেষ্ঠ গণে জ্ঞানী জনে।
তুমি কৃপা কর, যে তোমারে করে পূজা,
কিন্তু, যেই ঘৃণা করে মোরে,
আমি কভু না পাসরি তারে,
কৃপায় আমার
দিব্যজ্ঞান পায় সেইজন;
নীচ আমি, শ্রেষ্ঠ তুমি, জ্ঞানী না কহিবে;
রৌরব-সৃজন তোমা হেতু,
প্রবৃত্তি বাসনা—
উত্তেজনা তোমার কারণে;
তোমা হেতু কলিকাল করাল-উদ্ভব;—
হিত করি ফিরি আমি ত্রিভুবনে।

লক্ষ্মী। আহা,
কৃপায় তোমার এ সংসার সুখাগার!
সুনয়নে যদি তুমি চাও
গণেশের মস্তক উড়াও—
ভয় লোকময়,—
পাছে তব কৃপা-দৃষ্টি হয়।
আহা, সাধে কি হে বলি,
দু'টি চক্ষে পরিয়াছ ঠুলি,—
নহে ত্রিভুবন যায় জ্ব'লে।
পাতকের ঘোরে, সাগর-আঁধারে—
আমি তো করিব বাস,
কি পুণ্যের জোরে চির-অন্ধকারে,
ঘোর তুমি গুরুশ্রেষ্ঠ, কৃপাময়!
মহাগুরু, দয়া-কল্পতরু,
যবে তব হবে অধিকার—
ব্রহ্মাণ্ড হইবে ছারখার,
ক্ষীরদে না রবে নীর;
সুধাই হে শনি,
অভাগা কে আছে মহাজ্ঞানী,
তব পদে মতি যার?
এস ভ্রমি ত্রিসংসারে,
রন্ধ্রগত দেখি তুমি কার?
দেখি, কে তোমারে শ্রেষ্ঠ কয়?—
মহাজ্ঞানী দেব-দেব বসেন কৈলাসে,
যাঁর প্রশংসায় ছায়ার নন্দন,
চক্ষে পর চির আবরণ;
চল ব্রহ্মলোকে,—
দেখি তথা তবাধীন কেবা ভাগ্যহীন,—
উচ্চ পদ কে দেয় তোমারে।
গেলে সুরপুরে,
পলাইবে মিলিয়ে অমরে,
পাতালে দানব পাবে ডর।
শুন শনি, তব অধিকার নাই—
দৃষ্টি আছে তাই,
নহে কি ছায়ার গর্ভে জনম তোমার;—
অসম্ভব কোথায় সম্ভব?
গৌরব কোথায় তব,
সাধ হয় দেখিবারে,
সহজে না পাইবে উত্তর—
ভেবে দেখ মনে,
ভাগ্যহীন কেবা তব কৃপাধীন;
করি উপরোধ—দয়াময়,
দয়া ক'রে আমারে ক'রো না দয়া।

শনি। যথা যাব, উচ্চাসন সেই মোরে দিবে।

লক্ষ্মী। মহা প্রলয় নিকট তবে;
ভাল দেখি, কোথা ভকত তোমার।

শনি। কর্ম্মক্ষেত্র—চলহ ধরায়,
কে ধার্ম্মিক চাহে তবাশ্রয়।

লক্ষ্মী। বৃথা কেন যাবে, কেন কষ্ট পাবে,
ঘরে ঘরে পূজে মোরে,
ধর্ম্মপরায়ণ শ্রীবৎস রাজন্,—
তথা তব হবে কি বিচার?

শনি। ভাল, চল, তব ইচ্ছা যদি,
সংশয়-ভঞ্জন ত্বরিত হইবে তথা,—
হিত কথা বুঝিবে তখনি;
সত্য, ধর্ম্মপরায়ণ শ্রীবৎস রাজন্।

লক্ষ্মী। না কর সংশয়,
সভামধ্যে উঠিবে সম্মান-ধ্বনি;
সভাস্থ সকলে—
চক্ষে হস্ত দিবে তোমা হেরি।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজ-সভা

শ্রীবৎস, মন্ত্রী ও সভাসদ আসীন

শ্রীবৎস। কর ধন বিতরণ,
বৃথা পরিশ্রম বুঝাতে দরিদ্রগণে;
ধনহীন—মতিহীন চিরদিন,
কাল্পনিক দুঃখ সদা তার,
নিজ কর্ম্ম-দোষে দীনতা তাহার,
না করে বিচার,
রুষ্ট হয় হেরি সুখী জনে,
ভাবে মনে মনে,
ধনবান্ সদা করে অসম্মান।
শোচনীয় অবস্থা এ'সব,
কিন্তু বল, কি উপায় আছে?
শুন আবেদন,
ধনী আছে, বণিক্ নগরে,
দান নাহি করে,—
শাসন করিতে কহে মোরে।—
আহা! ক্ষুধার জ্বালায়—
বিবেচনা নাহি রয়!
আমি বলি, কেমনে কৃপণে দাতা করি,
বাণিজ্যেতে লক্ষ্মী চিরবশ,
বণিক্ পীড়ন—
কদাচন উচিত না হয়;
দেখ, অন্য কিবা আবেদন।
মন্ত্রী। আবেদন অধিক নূতন।
শ্রমজীবী দীন কয়জন,
জানায় রাজন্,
অতি পরিশ্রমে দিনপাত হয় সবাকার,—
নগরে বাহুক নামে বিখ্যাত বণিক্,
যাহার অর্ণব-তরী ভ্রমি ভূমণ্ডল—
নিত্য আনে কোটী কোটী ধন;
তার কার্য্যালয়ে,
আবেদনকারী দীনগণ
পরিশ্রমে করে দিনপাত।
কহে সবে, অতি পরিশ্রম—
অত্যল্প অর্জ্জন,
তাহে, কষ্টে হয় দিনক্ষয়;
জানায় সভায়, প্রহরেক ছয়,
কর্ম্মে রহে নিয়ত সকলে:
নিবেদন—মহারাজ করুন নিয়ম,
যাহে—
অল্প কষ্টে, অধিক উপায় হয়।
শ্রীবৎস। দেহ ধন,—
কি বিচারে, বণিকেরে করিব বারণ?
ইচ্ছা নাহি হয়, স্থানান্তরে যাক্ সবে,
আছে অন্য উপার্জ্জন-স্থল;
কি নিয়মে বণিকে শাসন করি?
সভা। মহারাজ, অধিক পীড়ন,
যার শ্রমে হয় উপার্জ্জন,
ক্ষুধায় কাতর তারা;
কোথা যাবে, কোথা স্থল পাবে,—
প্রজা বৃদ্ধি রাজ্যে অতিশয়,
দিন দিন শ্রমের সময় বৃদ্ধি পায়,
উপার্জ্জন অল্প তত।
যদি কেহ করে অস্বীকার,
বিদায় তখনি তার।
অন্য শত শত জন করে আবেদন,
পাইতে তাহার স্থান;
নাহি কি নিয়ম মহারাজ,
যাহে সামঞ্জস্য হয় সবে?
শ্রীবৎস। অন্য কি নিয়ম,
নিয়োজিত রয়েছে ব্রাহ্মণ,
ধর্ম্মকথা ঘরে ঘরে কয়,
দানে পুণ্য অতিশয়,
জানাইছে জনে জনে।
মন্ত্রী। আছে বহু আবেদন-পত্র আর,
শুন সমাচার,
ধনবান্ নাহি করে অর্থ বিতরণ।
শ্রীবৎস। পাঠের নাহিক প্রয়োজন।
কহ কোষাধ্যক্ষে দেয় ধন।
সভা। মহারাজ, মম মতে আবেদন পাঠ—
অতি প্রয়োজন,
নারায়ণ-প্রতিনিধি ছত্রধারী রাজা,
কার কি বেদনা,
নহে কি উচিত প্রভু, জানিতে সকল?
মন্ত্রী। মর্ম্ম এক, অন্যায্য যাচিঞা সব,
অপব্যয় সময় কেবল
শুনিতে সকল কথা।
সভা। মন্ত্রী মহাশয়,
রাজপদ নহে সাধারণ,
পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি—
মনোব্যথা জানায় ঈশ্বরে,

অন্যায্য সকলি,
তবু প্রভু, করুণা-আকর,
নিরন্তর বুঝেন বেদনা,
ন্যায়মত পুরান সবার কামনা।
প্রজা কয়জন করে আবেদন,
তুচ্ছ নহে মানব-বেদনা,
কিবা কার মনের বিকার,
জানিতে উচিত, মহাশয়!
নহে মিথ্যা কথা,
ধনীর পীড়নে পীড়িত দরিদ্র জনে,—
আহা, হীন যাহা, প্রশ্রয় লইতে
নাহি করে ত্রুটি কেহ,
রাজ-দানে আজি দুঃখ যাবে,
কল্য কি উপায় হবে?

শ্রীবৎস। আছে কি উপায়—
বৃত্তি-বৃদ্ধি কি নিয়মে করি?
ভৃত্য যার সেই বৃত্তি দিবে,
বলে যদি করি এ নিয়ম,
সমর-অনল প্রজ্বলিত হবে রাজ্যময়,—
ধন-বলে প্রবল বণিক্‌দল,
প্রজার সংহার, রাজ্য হবে ছারখার।

জনৈক বাতুলকে লইয়া কোতোয়ালের প্রবেশ

কোতো। মহারাজ, এই দুরাচার একজন,
বৃত্তি কিছু নাই,
করে উন্মাদের ভাণ,
সুধালে না কথা কয়,
কোথায় বসতি কেহ নাহি জানে,
নিশ্চয় এ হবে দুষ্ট জন।

মন্ত্রী। কে তুমি, কোথায় নিবাস তব?

কোতো। কোন কিছু না দিবে উত্তর।

শ্রীবৎস। ছাড়হ কোটাল;
জীর্ণ-শীর্ণ হেরি তব কায়—
হয় অনুমান—অতি দীনজন তুমি,
ভয় নাই, কহ সত্য বাণী,
ক্ষুধার্ত্ত কি তুমি?
কিম্বা, পিপাসায় শুষ্ক তালু, না সরে বচন?
জ্ঞান হয়, অতি ব্যথিত হৃদয় তব,
রাজা আমি,
মনোব্যথা জানাইতে হয় মোরে!

মন্ত্রী। একি! বাতুল নিশ্চয়,
অথবা বিদেশী, ভাষা নাহি বুঝে।

শ্রীবৎস। না—না, অতি দীন,
ভয়শূন্য অতি বেদনায়,
হৃদয় প্রস্তরময় এবে,
নাহি ভয় আত্ম-বিসর্জ্জনে।
শুন হে, অপরিচিত,
পিতা মাতা ভ্রাতা বন্ধু
যদি কেহ থাকে হে তোমার,
ভাব সেই আমি,
নাহি রাজা, বন্ধু তব জেনো ওহে দীন!

মন্ত্রী। হাসিতেছে, প্রত্যক্ষ দেখুন মহারাজ!

শ্রীবৎস। স্থির হও, মন্ত্রিবর;
ভাল, পুত্র-কন্যা কেহ কিহে নাহি তব?
নাহি জীব ভবে—
যারে তুমি ভাবহ আপন?
ভাব সেই জন আমি।
সত্য কহি,
তব বেদনায় ব্যথিত হৃদয় মম,
দেখ—আমি রাজা,
তুমি অতি দীন,
তব সনে মিথ্যা ভাণে নাহি প্রয়োজন।

বাতুলের গমনোদ্যম

কোথা যাও, কেন কথা কর অনাদর,
পরিচয় দেহ না আমায়?

বাতুল। ব'ল্লে না—তুমি বন্ধু?

শ্রীবৎস। সত্য, বন্ধু আমি তব।

বাতুল। ভাল বন্ধু, ছেড়ে দাও, আলোয় আলোয় চ'লে যাই।

শ্রীবৎস। দেখ, তুমি সম্বল-বিহীন।

বাতুল। কেন, কিছু দিয়ে যেতে হবে নাকি?

শ্রীবৎস। দেখ, আমি রাজা, তুমি হীন,
কি দিবে আমায়?

বাতুল। কথায় কাজ নাই, ঘা কতক মেরে ছেড়ে দাও, আর যদি বেশী বন্ধুত্ব কর, কারাগারে পোরো; আর গর্দ্দানা যদি নিতে চাও, তাতেও বেশী আপত্তি নাই।

শ্রীবৎস। হে দরিদ্র, অন্ন যদি দিই?

বাতুল। কাজ কি আর, সাত দিন কেটেছে —তিন সাতে একুশ দিন হ'লেই অন্নের হাত এড়াই।

শ্রীবৎস। সাত দিন অনাহারী তুমি?

বাতুল। কেন, ক'ঘা বেত মার্‌বে বুঝে নিচ্চো, দু'দশ ঘায় ম'র্‌বো না, একটু মুখে জল দিলেই চেতে উঠ্‌বো।

শ্রীবৎস। শোন, রহ রাজপুরে,
বুঝিয়াছি অবস্থা তোমার,
পরিবার আছে কিহে কেহ?

বাতুল। অন্য অন্য লোক, আমাকেই বেত মেরে ছেড়ে দেয়, তুমি কি সপরিবার একগাড় ক'রবে? কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে যো যমে রাখে নাই, কমলার কৃপায়, এক এক ক'রে নিয়ে নিয়েছে।

শ্রীবৎস। অতি শোচনীয় অবস্থা তোমার,
বাক্যে মম করহ প্রত্যয়, নাহি ভয়।

বাতুল। বলি, ভয়টা কি কিছু বিশেষ দেখ্‌ছ?

শ্রীবৎস। আত্মঘাতী হইবারে চাহ,
জান আত্মহত্যা গুরুতর অপরাধ,
রাজদ্বারে দন্ডনীয়?

বাতুল। বন্ধু, মনের কথা এক এক ক'রে খোল, আমি আঁচ করেছিলাম, নিরিবিলি মর্‌বার যো নাই।

শ্রীবৎস। প্রাণ অতি অমূল্য রতন,
উপায় থাকিতে
কেন দিবে বিসর্জ্জন?
রাখ ঈশ্বরে প্রত্যয়,
চিরদিন সমান না রহে কার'।

বাতুল। আমি ও কথা শুন্‌বো কেন, আজ যে বিশ বৎসর দেখে আসছি—যিনি যেমন, তিনি তেমনি,—আমি যেমন, আমি তেমনি।

শ্রীবৎস। ভাল, মরিবে সংকল্প তব,
না হবে খন্ডন,—
কিন্তু এক উপরোধ রক্ষা কর মোর,
ইচ্ছা হয় ম'রো কালি,
আজি কিছু অন্ন-পানি খাও রাজপুরে।

বাতুল। উপরোধ রাখ্‌তুম, কিন্তু বড় পা কামড়ায়, আর বড় পেট কচলায়, আবার সাত সাত দিন তো এমনি করে কাটবে, প্রাণ রাখতে যে নেহাত নারাজ ছিলাম, তা নয়, কিন্তু সুবিধা কিছু কম, আর উদিক্ পানে আত্ম-হত্যাও কোত্তে হয় না, একুশ দিনও উপবাস থাকতে হয় না, এরিই মধ্যে কিল লাথিতে এক রকম হয়। কোটাল সাহেবের কিলে বোধ হয় সাত দিন এগিয়েছি। বন্ধু, উপরোধ রাখতে পাল্লেম না। চৌদ্দ দিন পেছুতে পারি না, চৌদ্দ দিন কেন একুশ দিন বল—আর এক কোটালিতে গিয়ে টেনে টুনে পোঁছুতে পার্‌লেই আজই এক রকম হবে।

শ্রীবৎস। কোতোয়াল,
এই দরিদ্র দুর্ব্বলে তুমি করেছ প্রহার?

কোতো। না মহারাজ!

শ্রীবৎস। গুরুতর অপরাধ তব,
মিথ্যা তাহে না কর সংযোগ,—
পশ্চাৎ বিচার।

শনি ও লক্ষ্মীর প্রবেশ

শনি ও লক্ষ্মী। জয় হোক, মহারাজ!

শ্রীবৎস। অলৌকিক দিব্যজ্যোতি,
দেখি হয় ভয়,
কেবা দোঁহে দেহ পরিচয়?
অজ্ঞ আমি,
শিখাও আমায় কেমনে পুজিব দোঁহে?

শনি। মতিমান্ তুমি মহারাজ,
যশ তব খ্যাত ত্রিভুবনে,
বিচার কারণে আসিয়াছি দুইজনে,—
সুবিচার কর, মহারাজ!
গ্রহপতি রবির তনয়,
শনি নাম খ্যাত লোকময়,
জলধি-নন্দিনী কমলা আমার সনে।

লক্ষ্মী। মহারাজ,
পরস্পরে হয়েছে বিবাদ,
কেবা বড় কেবা ছোট,
আমা দোঁহা মাঝে?

শ্রীবৎস। সফল জনম,—
দেব, দেবি,
কৃতাঞ্জলি করি নিবেদন,
দাস প্রতি এত কৃপা যদি,
আসন লউন দোঁহে।

শনি। জান বহুকার্য্যে রয়েছি ব্যাপৃত,
বসিবার নহেক সময়।

লক্ষ্মী। বসিবারে নারি,
বিচার করহ, রাজা!

শ্রীবৎস। দোঁহার চরণে এই মিনতি আমার,
তুল্য দোঁহে।

আমি ক্ষুদ্রমতি,
ছোট বড় বিচার করিতে নারি।
শনি। বিচার রাজার ক্রিয়া।
লক্ষ্মী। নির্ভয়ে বিচার কর, মহারাজ!
শ্রীবৎস। শুন মা, কমলা,
শুন, গ্রহদেব,
আজি মম মতি নাহি স্থির,
বিচার করিতে নারি,
কল্য প্রাতে
ভাগ্য ফলে পেলে দরশন,
যথাজ্ঞান করিব বিচার।
লক্ষ্মী। জয় হোক্, মহারাজ!
শনি। কল্য প্রাতে?

[উভয়ের প্রস্থান।

শ্রীবৎস। মন্ত্রি, সর্ব্বনাশ হলো উপস্থিত।
মন্ত্রী। ভাবি তাই, মহারাজ,
শনিদেব সহসা উদয়!
শ্রীবৎস। কমলার সনে
কারে ছোট কারে করি বড়;
বুঝিলাম দৃঢ়,
দেবতা বিমুখ মম প্রতি,
নারায়ণ, তব ইচ্ছা বলবান্!
সভা ভঙ্গ কর আজি।
হে দরিদ্র, দুঃসময় উদয় আমার,
কর উপকার,
উপবাসী ত্যজ না এ পুর,
এস মোর সাথে।

নেপথ্যে বন্দীগণের গীত

পূরবী-গৌরী—চৌতাল

তরুণ অরুণ প্রখর তপন,
অস্তাচলগামী নেহার রাজন্!
সময় সমীরণ জিনিয়ে গমন,
বহে কাল যেন রহে হে স্মরণ।
গৌরব ছবি নেহার মেদিনী,
আসিবে বেড়িবে তিমির যামিনী;
জীবন-উৎসব, উঠে জনরব,
নিদ্রা-আবরণে বেড়িবে নীরব;
আসে মহাদিন—মহানিদ্রাধীন,
ঘুমাইবে আর না হবে চেতন।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

পূজা-গৃহ

চিন্তা ও সখী

চিন্তার গীত

হাম্বির-খাম্বাজ—একতালা

কিঙ্করী তব করুণাময়ি, করুণা কর কমলা,
ওমা রমা, দেখ' ভুল না ভুল না,—
ডরি মা তুমি চপলা!
রমেশ-রাণি, রাঙ্গা পা দুখানি,
দিও মা দাসীরে কমলপাণি,
হীনা সদা মতি চঞ্চলা, অম্বুবালা,
হও মা অচলা!

চিন্তা। দেখ সখি,
অপূর্ব্ব সৌরভে পূর্ণ পূজা-গৃহ আজি,
দেখ কি অপূর্ব্ব জ্যোতি ভাতে!

দৈববাণী

স্বর্ণ-রৌপ্য-সিংহাসন করহ নির্ম্মাণ,
অচলা রহিব আমি, রহে যদি মান।
চিন্তা। একি! দেব মায়া, বুঝিতে না পারি,
কালি দিব স্বর্ণ-রৌপ্য-সিংহাসন।
সখি, কিছু কি বুঝিলে,
"রহে যদি মান"।

গীত

ইমনগারা—একতালা

মানময়ী তুমি, তোরি মানে মানী,
তোরি মানে মাগো, আমি রাজরাণী।
ছাড় ছলনা, মাগো বল না,
কাঙ্গালিনী কিসে রাখিবে মান?
কেশব-বাসনা, কমল-আসনা,
ধর পূজা, পদে রাখি মা প্রাণ!
অবলা ললনা, করুণা-নয়না,
শত দোষী পদে, কর মা, মার্জ্জনা,
নাহি জানি পূজা, বল মা অম্বুজা,
কমল-চরণে করিব কি দান।

সখি, বুঝিবারে নারি,
তুচ্ছ স্বর্ণ-রজত-আসন
কমলার কিবা প্রয়োজন;
বুঝিতে না পারি
সদয়া কি নিদয়া মা, সাগর-ঝিয়ারী,

কালি গড়ে দিব
নানা বর্ণ-মণ্ডিত আসনদ্বয়,
কিন্তু মম সংশয় না হয় দূর,
ঘটিবে যা আছে মার মনে।

নেপথ্যে লক্ষ্মীর গীত

ইমন-ছায়া—একতালা

আদরে রাখিলে ঘরে, আমি তো—
তার কাছে থাকি,
নইলে কি রইতে পারি, যাই যেখানে—
নে যায় আঁখি।
জানি না কেন আসি,
কেন কারে ভালবাসি,
ইচ্ছা ক'রে মরি ঘুরে
বুঝ্‌তে নারি মনের ফাঁকি।

চিন্তা। মরি, কিবা সুন্দর সঙ্গীত!
শ্রবণ মোহিত শুনি,
বিদেশিনী কে কামিনী আসে?

লক্ষ্মীর প্রবেশ

লক্ষ্মীর গীত

ইমন-ছায়া—একতালা

কলঙ্ক হেরে চাঁদে, প্রাণ আমার সদাই কাঁদে,
সঙ্গোপনে কমলবনে, মনের কথা মনে রাখি।
খসে হীরা হাস্‌লে পরে, কাঁদি যদি প্রবাল ঝরে,
যে আমার দুখের দুঃখী
আমি তারি, তারে ডাকি।
ঘুমা'ল জাগ্‌লো না আর,
হলো খালি পা টেপা সার,
পারাবার একে আঁধার, আর কত আছে বাকি।

মা, তোম্‌রা পূজা কর কার?
চিন্তা। গোলোকবাসিনী নারায়ণী,
সর্ব্বশুভ-দাত্রী লক্ষ্মী পূজা করি মোরা।
লক্ষ্মী। ভাল, ভাল।
চিন্তা। কে মা তুমি?
বিদেশিনী হয় অনুমান,
কি কারণ হেথা আগমন,
কর গো বর্ণন, সতি!

লক্ষ্মী। গীত

ডাক্‌লে আমি রইতে নারি,
যে ডাকে তার কাছে আসি।
সলিলে সদাই ভাসি, মিষ্টভাষী ভালবাসি॥
ডাকে যে সরল প্রাণে,
প্রাণ টানে মোর, তারি পানে,
তারে কই মনের কথা, তারি কাছে ব'সে হাসি!
এসেছি জলে ভেসে, ঘুরে বেড়াই দেশ-বিদেশে,
যে কথা কয় মা হেসে, হইগো তারি গৃহবাসী॥

চিন্তা। জিনি বীণাধ্বনি
নব তানে বিহঙ্গিনী যেন গায়,
প্রাণ ভরি মাধুরী বিহরে,
আহা, স্বরে কত সুধা ক্ষরে মা তোমার!
কেন মা, কেন মা, ফের দেশে দেশে,
আদরে কি কেহ নাহি রাখে তোরে?
বীণা-বিনিন্দিত-ধ্বনি, কে তুমি না জানি!
সৌদামিনী মিলিছে অধরে,
চন্দ্রাননে, সাধ হয় মনে,
যতনে তোমারে রাখি ঘরে!
কি কঠিন জনক-জননী,
জলে ভাসায়েছে তোরে,
সতি, নিরুদ্দেশী পতি কি তোমার?
থাক মা, হেথায় মমাগারে,
দেখিবে—দেখিবে,
কি আদরে থাক তুমি আদরিণি!

লক্ষ্মী। গীত

নটের মণি গুণমণি,
আমায় দেখে ঘুমিয়ে থাকে,
তখনি যায়গো উঠে,
আর যদি কেউ তাকে ডাকে।
মনের কথা বোলব' কারে,
প্রাণ যেচে দেয় যারে তারে,
নারি মা, বুঝ্‌তে নারি,
কার কাছে প্রাণ বাঁধা রাখে?
সারা দিন কেঁদে মরি, পায়ে ধরি যত্ন করি,
ভাব দেখে মা সদাই ভাবি,
কি ভাবে বশ করে তাঁকে!

চিন্তা। রবে কি মা, রবে মম ঘরে?

লক্ষ্মী। গীত

দেখিস্ আসবো ফিরে—
আজ এখানে রইতে নারি,
কে কোথায় উপবাসী,
কাজ হাতে মা আছে ভারি।
দেখ্‌বো কেমন আদর তোমার,
সিংহাসন দিস্ মা সোণার,
আর যে আসে বোস্‌বে এসে—
রূপোর খানা রইল তারি।

[লক্ষ্মীর অন্তর্দ্ধান।

চিন্তা। অপূর্ব্ব কুহক সম রমণী লুকাল,
নিরর্থ এ নহে কভু।
এও কহে স্বর্ণ-রৌপ্য-সিংহাসন-কথা,
এলো যেন পাগলিনী,
বলে গেল পাগলিনী পারা।
আহা, এখন' শ্রবণে
বাজে সেই মধুর সংগীত!
বিমোহিত প্রায় কিছু না বুঝিনু,
রহিল পুত্তলি যথা,
দেবলীলা—সন্দ কিবা আর;
রজত-কনক-সিংহাসন,
আর কে আসিবে, কে বসিবে?
স্থির কিছু করিবারে নারি,
চল যাই অন্তঃপুরে,
মহারাজ এসেছেন এতক্ষণে।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

শ্রীবৎস

শ্রীবৎস। কারে শ্রেষ্ঠ, নিকৃষ্ট কাহারে কহি!
সুবিচার রাজার উচিত।
কিন্তু সুবিচারে হবে সর্ব্বনাশ।
তুল্য দোঁহে,
দেবতার ছোট বড় কিবা'
ছল মাত্র ছলিতে আমায়,
দোষী বুঝি দেবতার পায়,
কি চক্রে আমারে ফেলিলেন চক্রপাণি!
শনি—
কোপে তাঁর সর্ব্বনাশ,
সর্ব্বনাশ কমলার দৃষ্টি বিনা;
না না, এতো নয় সুবিচার।
যা হবার হবে মম—বিচার করিব,
ভবে কীর্ত্তি রেখে যাব,
বিচারে না ছিনু পরাঙ্মুখ।
কিন্তু, কে ছোট কে বড়?
তুল্য—
যুক্তিতে সমান,
কিন্তু প্রাণ কারে বলে বড়?
শনি—
নামে কায় কণ্টকিত হয়,
ভয়—মহাভয়, উদয় সে নামে।
লক্ষ্মী,
নাম নিলে প্রাতে ভাতে প্রাণ,
ভয়—মহাভয়, উদয় সে নামে।
কিন্তু শনি,
রাজযোগ সুদৃষ্টিতে তাঁর,
কোপে রামচন্দ্র যান বনে।
কিন্তু, হাহাকার কমলার কৃপা বিনা—
কে বড়, কে ছোট?

চিন্তার প্রবেশ

রাণি, সর্ব্বনাশ,
আজি শনি, কমলার সনে
অকস্মাৎ উদয় সভায়,
কে বড়, কে ছোট,
জিজ্ঞাসিলা দোঁহে মোরে।
অংগীকার করিয়াছি,
করিব বিচার কালি;
বুঝিতে না পারি,
কি করি এ বিষম সংকটে।
চিন্তা। জননী আমার,
এতক্ষণে বুঝিলাম কৃপা তোর!
শ্রীবৎস। কার কৃপা?
রাণি, সর্ব্বনাশ নাহি বুঝ!
দ্বন্দ্ব আজি শনি-সনে কমলার।
চিন্তা। শুন মহারাজ,
পূজাগৃহে দেখিলাম যাহা,
অকস্মাৎ ভাতিল অপূর্ব্ব জ্যোতি,
অপূর্ব্ব সৌরভ—
গৌরবে বেড়িল পুরী,
হলো বাণী,
"স্বর্ণ-রৌপ্য-সিংহাসন করহ নির্ম্মাণ,

অচলা রহিব আমি, রহে যদি মান।"
উঠিলাম প্রণমিয়া মায়,
দেখিলাম, বনবিহঙ্গিনী জিনি ধ্বনি,
কে রমণী আসে ধীরে ধীরে,
গায় বালা, যেন উন্মাদিনী,
দেখিতে দেখিতে চলে গেল বিদেশিনী।
"দেখিস্ গো আস্‌বো ফিরে,
আজ এখানে রইতে নারি,
কে কোথায় উপবাসী,
কাজ হাতে মা, আছে ভারি।"
আহা, সে মধুর স্বর
এখন' বাজিছে কাণে!

শ্রীবৎস। অপূর্ব্ব কাহিনী,
কিন্তু নাহি জান রাণি,
শনি প্রবল-প্রতাপশালী,
উড়ে গেল গণেশের শির
গণেন্দ্র-জননী কোলে,
নারিলেন শঙ্কর রক্ষিতে তাঁরে।

চিন্তা। মহারাজ, যা হবার হবে,
ভেবে কিবা ফল আর,
কিন্তু অবিচার করো না, রাজন্!
চিরদিন সমান না যায়,
কত দিন আপনি বলেছ, রাজা,
মান রহে তাঁর,
রাখে যে মানীর মান।

শ্রীবৎস। রাণি, তুল্য মান—
রাখি কার মান,
কারে করি অপমান,
কেবা ছোট, বড় কেবা বল?
নরজাতি ক্ষুদ্র মতি,
দেবতার গতি বুঝিতে শকতি,
কভু নাহি ধরে কেহ।
শনির কৃপায় কেহ রাজ্য পায়,
রাজ্য কার ছারখার কমলার কোপে,
তবে কেবা বড়, কেবা ছোট বল?
কৃপা-দৃষ্টি দোঁহার প্রবল,
কোপ-দৃষ্টি দোঁহার সমান।

চিন্তা। শুনি পাপগ্রহ শনি,
নারায়ণ-হৃদয়-রঞ্জিনী রমা,
যাঁর করুণায় ইন্দ্র স্বর্গ পায়,
থাকে কর্ম্ম ফল, ভুঞ্জিব রাজন্!
লক্ষ্মী নারায়ণ,
চিরদিন হৃদয়ে করিব পূজা।
জানিহ, রাজন্,
যথা লক্ষ্মী তথা নারায়ণ,
অন্নদার করুণা বিহনে—
কে বাঁচিত ত্রিভুবনে?
এস, রাজা,
নাহি ভাব আর,
মান রাখ মা'র,—
যাচে মান আপনি কমলা এসে।

শ্রীবৎস। রাণি, না জান কাহিনী—
ধর্ম্মময় শনি,
ধর্ম্ম বিনা
লক্ষ্মী কভু নহে স্থিরা,
দিয়ে ধর্ম্ম-ভার যাচিছে বিচার,
অধর্ম্মে না রাখিব কাহার মান।
কাঁপে প্রাণ
ভবিষ্যৎ মনে হ'লে।
গুরুশ্রেষ্ঠ কে আছ কোথায়,
উপদেশ বলহ আমায়,
মহাদায়, যুক্তিতে নির্ণয়
কোন মতে নাহি হয়।
রাজ্যে শনি লক্ষ্মী ভেদ,
কিন্তু কার্য্য অভেদ দোঁহার—
সর্ব্বনাশ যার কমলা বিমুখ তথা,
শনি-কোপ তথা বিদ্যমান,
সুদৃষ্টি যথায়—
শনিদেব প্রসন্ন তথায়;
এ ভেদে, ভেদাভেদ কিসে করি?
ভয়,—যুক্তি সে তো নয়,
অস্থির, অস্থির—
পদ্মপত্র-জল টলমল প্রাণ,
এই যুক্তি এই শক্তি মানবের।

চিন্তা। যুক্তি যদি বিফল রাজন্,
যথা ধায় প্রাণ মন,
তাঁহার চরণ
আলিঙ্গন কর না আদরে,
যদি অভেদ উভয়,
একের সম্মানে
অন্যের রহিবে মান।
যেই পুরুষ প্রধান,
যত্নে রাখে রমণীর মান,
ধর্ম্মবান্ আদরে নারীরে,

বীর্য্যবান্ রণে দেয় বিসর্জ্জন প্রাণ
রাখিতে নারীর মান,
অবলার বল সর্ব্বত্র প্রবল—
হীন যেই সেই নাহি বুঝে,
ডরে সেই নাহি পূজে রমণীরে।

শ্রীবৎস। না—না,
ক্ষিপ্ত হব এ ভাব না হ'লে ত্যাগ,
চিন্তা, চিন্তার্ণব জগৎ বিপ্লবে যেন।
অস্থির—অস্থির সব,
দোলে প্রাণ, দোলে,
ব্যাকুল, আশ্রয় চায়;
কি উপায় কে কবে আমায়!
রাজা,—
আজি প্রজা কিম্বা তুমি সুখী!
আজি কেবা প্রজা মাঝে
সন্দেহ-মণ্ডলে ঘোরে?
গরল-আগার হৃদয় কাহার?
বিচার করিতে নারে,
ডরে প্রাণ কণ্টকিত কায়,
ভবিষ্যৎ শ্মশান কাহার?
কেবা ভাবে বুঝি রাজ্য যাবে,
কেবা ভাবে,
বুঝি হৃদয়ের রাণী
কাঙ্গালিনী হবে কালি,
শনি কার সাক্ষাৎ উদয়,
মহাভয়ে কার প্রাণ কাঁদে?

চিন্তা। প্রভু,
এ অকূলে ভাবিয়ে কি পাবে কূল?
ভাবিয়ে কি হবে,
যাহা প্রাণ গাবে,
বিচারে বলিহ, রাজা।
শুন নৃপমণি,
উপদেশ দেছেন জননী,
গড়িবারে দুই সিংহাসন,
কনক আসন—
যারে ইচ্ছা দিও, হে রাজন্!
যদি গ্রহ কোপে রাজ্য-ধন যায়,
নারায়ণ দিবেন উপায়,
দীন দয়াময় নাম তাঁর।

শ্রীবৎস। কোথা দয়াময়,
এ সময় কোথা, নারায়ণ!

[শ্রীবৎসের প্রস্থান।

চিন্তা। এ কি, সর্ব্বনাশ এখনি উদয় দেখি!

[চিন্তার প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

উদ্যান-মধ্যস্থ কক্ষ

বাতুল

বাতুল। আজ এক্‌টা রকমারি বটে, রাজাটার বন্ধুর রকম ভাবটা। চায় কি, কেমন ক'রে জলে ডুবে মরে, দেখ্‌বে? তা তো আর একটাকে ধ'রে পারে। না বাবা, ঘুম হবার যো নেই, আজ রাস্তার সেই সুকোমল কাঁকর নাই, আর মাঝে মাঝে কোটাল সাহেবের হুঙ্কার নাই, আবার বিষমস্য বিষমং—উদরে অন্ন পড়েছে। আহা, যদি শনি জান্‌তুম তো খানিক স্তব কত্তুম, যে করুণাময়, আমার প্রতি এক-চোট কৃপা কেন? বিচার কর্‌বার লোক পেলে না—রাজা ধোত্তে গেলে? আমার কাছে যদি আস্‌তে, তোমায় দু'দুশ বাহবা দিতুম; কিন্তু রাজার বড় গতিক ভাল নয়, আমি শনির প্রাণের দোস্তো, আমায় জায়গা দাও বাড়ীতে! মনটা বড় রকমারি জিনিষ,—সকালে বলে মর, বিকেলে বলে খালি গদিতে শোও। এত দিনের পর রাজা হ'চ্ছেন আত্মীয়, ইচ্ছা ক'চ্ছে আমার, হা হা ক'রে হাসি, পেটে অন্ন পোড়ে ভয় এসে খাড়া হ'য়েছেন। বলি, ঘুমুবি নাকি—দেখ্‌বো শালা, বেশী দেরি নয়, কাল সকাল হোক্, ফের শোওয়া চাস্ কি না। ছি প্রাণ, তুমি বড় হুজুগে।

শয়ন

শ্রীবৎসের প্রবেশ

শ্রীবৎস। ঘূর্ণিত—ঘূর্ণিত মস্তিষ্ক মম,
অগ্নিশিখা জ্বলে শিরে,
ধীরে ধীরে কর আঘাত হৃদয়,
নহে ফাটিবে নিশ্চয়,
উঃ! অতি দীর্ঘ যামিনীর কায়া,
যাহা হয়, কেন নাহি করিনু বিচার—
কোথা—কোথা যাব, কোথায় জুড়াব।
যুক্তি, কহ শক্তি কোথা তব?
জ্ঞান, কেন নাহি অভিমান আর?

অহঙ্কার, কোথা তুমি?
আসিছে প্রভাত,
শনি লক্ষ্মী আসিবে সভায়।
স্থির হও, স্থির হও মস্তিষ্ক আমার,
বুঝিলাম ক্ষিপ্তের যন্ত্রণা,
পল যুগ্ সম যায়,—
নিশা নাহি হবে অবসান।
এস লক্ষ্মি, এস শনি,
মনে যাহা উঠে বলে দিব,
নিশ্চিন্ত হইব,
আরে, চিন্তাবেগ সহিতে না পারি:
সর্ব্বনাশ কিবা হবে,
রাজ্য যাবে—যাবে সে তো একদিন:
মৃত্যু হবে—আছেই মরণ!
না—না, দরিদ্রতা ছবি কি ভীষণ!

বাতুল। এই যে কোটাল সাহেব পাইচারি ক'চ্ছেন, এই হুঙ্কার দিলেই ঘুম আস্‌বে, এখন কোটালসাহেব কোকিলের বাবা, ডাক দিলেই প্রাণ মোহিত। বলি কোটালসাহেব, একবার হুঙ্কার না দিলে কি রাজার ঘুম হয়? না, এই যে এখানে চরা ক'চ্ছেন। না—না, এতো কোটাল নয়, রাজার মতন দেখ্‌ছি যে! দেখ্‌ছি আমি জাগ্রত, একদিন এসেই রাজার নিদ্রা ত্যাগ।

শ্রীবৎস। সুষুপ্ত স্বভাব,
কে অভাগা মম সম জাগে?
আশাপূর্ণ অর্ণব-মাঝারে
কার প্রাণ ওঠে নাবে?
কেবা ঈর্ষ্যা কর রাজার বৈভব,
এস, দেখ অন্তর আমার,
অতি ভার—অতি ভার—
রাজারে বহিতে হয়।

বাতুল। রাজা যা করে করুক্ না, তোর কি? না—না, পাঁচ রকম তো দেখা চাই।

শ্রীবৎস। শীঘ্র যদি না ফোটে প্রভাত,
নিশ্চয় উন্মাদ হবো,
এই তরু, এই তারা,
না—না, শনি লক্ষ্মী তারায় তরুতে।
এ কে? প্রাতের সে দীন জন:
কি হে, তুমি জাগ্রত এখন?

বাতুল। বলি শনি-লক্ষ্মী ত আমার চক্ষেও পড়েছেন দেখছি, এ দুটো হ'য়েই মুস্কিল, একটার আমলে একটু নিদ্রা হয়।

শ্রীবৎস। কে বলে হে বাতুল তোমায়,
জ্ঞানগর্ভ কথা কহ।

বাতুল। আমার জ্ঞানগর্ভ কথা, না হলে মহারাজের সাম্‌নে শনি এসে উদয় হয়, ভেবে দেখুন, ভাবনাটা কিছু একঘেয়ে রকম। এক রাত্রে যে ওর অন্ত পাবেন, এমন তো আমার বোধে আসে না; মহারাজের এমন কি বেয়াড়া মেধা যে, বিশ বৎসরের কাজ এক রাত্রে ক'র্‌বেন? সবে মহল দখল কোচ্চে কি না, একটু জোর দম্ভ আজ্‌কে আছে, মহল শাসিত হ'লে একঘেয়ে চোল্‌বে।

শ্রীবৎস। হে দীন, আমি অতি দীন,
সত্য বন্ধু তুমি মম,
সংসর্গে তোমার বিরাম আসিছে প্রাণে।

বাতুল। অমন বিরাম আসবে যাবে, ওর ওপর নির্ঘাত বিশ্বাস রাখ্‌বেন না; আমি হর-তরো ক'বে ওরে প'ড়ে নিয়েছি।

শ্রীবৎস। দেখি আশ্চর্য্য স্বভাব তব,
নিজ দুঃখ কর উপহাস।

বাতুল। মহারাজের দুঃখের সঙ্গে নূতন আলাপ, আমার বহুদিনের প্রণয়, দুটো একটা ঠাট্টা বট্‌কেরা চলে।

শ্রীবৎস। জ্ঞান হয় অতি দুঃখী তুমি,
শুনিতে কি পাই তব দুঃখের কাহিনী?

বাতুল। সংক্ষিপ্ত-সার শুনে নিন। জল হলো না, খাজনা দিতে পার্‌লেম না—বড় ছেলেটার বুক ডলে মেরে ফেল্লে, আর আমায় জেলে দিলে, মাগীটাকে টেনে নিয়ে গেল, ছেলেগুলোও অন্নাভাবে মারা গেল। জেলের পর ভিক্ষা, তার পর চুরি, তার পর ফের জেল, আর শেষটা মহারাজের দেখা আছে।

শ্রীবৎস। তবে, কি হেতু না করিব বিচার?

বাতুল। তাই ক'র্‌বেন, ঘুমুন গে।

শ্রীবৎস। কিন্তু কি বিচার করি?

বাতুল। সেই জনাই ব'লছি, মহারাজ! যখন বিচার কত্তে পাল্লেন না, সত্য খুলে বলাই ভাল: না হয় সরে পড়ুন।

শ্রীবৎস। কমলার হবে অপমান,
দোঁহাকার হবে অপমান,
কিসে রহে উভয়ের মান?

বাতুল। বলি, মহারাজ তো উভয় কূলই

রাখ্‌তে চাচ্চেন, যদি সমান মান রাখ্‌তে চান তো উভয়কেই অপমান করুন।
শ্রীবৎস। সর্ব্বনাশ নিতান্ত আমার,
উপায় না দেখি আর।
বাতুল। সেইটিই কোন্‌ স্থির কত্তে পাচ্চেন, তা হ'লে তো ঘুম আস্‌তো।
শ্রীবৎস। হে ভিষক্‌,
অতি কটু ব্যবস্থা তোমার,—
ভোগলুব্ধ প্রাণ
সে ঔষধ নাহি চাহে,
সর্ব্বনাশ যদিও উদয়,
তবু না চাহে হৃদয় প্রত্যয় করিতে কথা।
বুঝিতে না পারি,
ছায়াবাজি প্রায়
শনি-কোপে সকলি কি যাবে,
রাজ্যময় পড়ে যাবে হাহাকার—
তবে কোথা প্রভাব রমার?
না—না, লক্ষ্মীবান্‌ কহে লোকে,
সে লক্ষ্মীর না করিব অপমান;
প্রভাত সমীর, এ হেন সুন্দর
কভু নাহি ছিল জ্ঞান।
বাতুল। ঐ যা ব'ল্‌ছেন মহারাজ, শনির কৃপায় কিছু জ্ঞানের বৃদ্ধি পায়; দেখেন নাই —সকালে ম'রে মজা পাব ব'লে মত্তে যাচ্ছিলুম, কিন্তু কমলা উদরে আসাতে সে জ্ঞানের কিছু বৈলক্ষণ্য জন্মেছে। শনি-লক্ষ্মী দু'পাশে আছেন, মাঝখানে আছেন ভয়। ঐ ভয় ম'শায়কে একটু ঠাণ্ডা ক'র্‌তে পারেন, তা হ'লেই আপদ চোকে।
শ্রীবৎস। ভীরু প্রাণ,
বিচারে হতেছ পরাঙ্মুখ:
বড়, অবশ্য কমলা বড়,
নহে কেন প্রাণ ধায় তার পায়।
হবে, যা আছে কপালে,
ভয় কিবা?
দুঃখ জয় করে নর,
জীবন্ত দৃষ্টান্ত হের সম্মুখে তোমার।
যাঁর করুণায়
এত দিন ভুঞ্জিলাম মহা সুখে
তাঁর অপমান কদাচিত না করিব।
শনি, গ্রহ মাত্র—
লক্ষ্মী, নারায়ণ-হৃদি-বিলাসিনী।
হে মহিষি,
যুক্তি তব করিব গ্রহণ,
স্বর্ণ-রৌপ্য-সিংহাসন;
হও মা, সদয়—
রাখিব তোমার মান:
কিন্তু শনি-কোপে নারায়ণ শিলারূপী,
বলবান্‌ প্রভাব শনির।
ওহো! পুনঃ ঘোরে মস্তিষ্ক আমার,
পুনঃ হয় অস্থির হৃদয়।

[শ্রীবৎসের প্রস্থান।

বাতুল। তুমি কার মান রাখ্‌বে—তুমি কেন কমলার মান রাখ না, পেটে অন্ন পড়েছে, একটু কেন ঘুমোও না? না—না, শনি তোমার প্রাণের মণি;—যাই, ওদিকে একবার—কাঁকরগুলোর উপর পড়ে একবার দেখি—যদি গায়ে ফুট্‌তে ফুট্‌তে নিদ্রা আসে—এ নরম গদিতে সদ্য সন্নিপাত!

[বাতুলের প্রস্থান।

চিন্তার প্রবেশ

চিন্তা। কই, হেথাও তো নাহি মহারাজ!
সর্ব্বনাশ! কি হবে—কি হবে,
কমলার কিসে মান রবে,
নাহি জানি কি করিবে রাজা।
শূন্য মন,
না শুনে বচন,
ভোজন শয়ন ত্যাগ,
চিন্তানল দারুণ প্রবল হৃদে,
কিসে করি সুশীতল?
শনি দুরন্ত দেবতা,
দৃষ্টি যথা,
তথা লোকে হাহাকার!
কিবা অধিক বিচার,
লক্ষ্মী শ্রেষ্ঠ সন্দেহ কি তার,
কিন্তু রাজারে বুঝিতে নারি।

শ্রীবৎসের প্রবেশ

এই বুঝি আসে মহারাজ।
শ্রীবৎস। না—না, নির্ণয় করিতে নারি,
যা হবার হবে প্রাতে;
প্রাণ, তুমি অতীব চঞ্চল,
কোন মতে নিবারিতে নারি।

চিন্তা। মহারাজ, চিন্তা কর দূর,
লক্ষ্মীর কৃপায় সকলি হইবে শুভ,
কিন্তু নাথ,
একান্ত কপালে যদি থাকে দুঃখ-ভোগ,
কর্ম্মফলে যদি হয় দুর্দ্দিন উদয়,
কিবা ভয় তায়?
দুঃখে প্রাণ ধরে নরে।
ওহে মতিমান্, নহে ত বিধান—
শোক করা, ভাবী দুঃখ ভাবি;
শুনিয়াছি শ্রীমুখে তোমার,
চক্রাকারে দুঃখ-সুখ ঘোরে:
ধরি নর-কায়,
সমভাবে কভু নাহি যায়;
তবে কিবা খেদ তায়?
দিয়ে আত্ম-বলিদান,
রাখে লোকে মানীর সম্মান,
তাহে নাহি হও পরাঙ্মুখ।
নাথ, ভুঞ্জিয়াছ সুখ,
ঘটে যদি, দোঁহে মিলি ভুঞ্জিব হে দুখ,
ফলিবে যা অদৃষ্ট-লিখন,
না হবে খণ্ডন,
তবে অকারণ সুখের সময়
দুঃখ ভাবি, কেন করি দুঃখময়?

শ্রীবৎস। রাণি, তব বাক্য করিব গ্রহণ,
যদি যায় প্রাণ—
তবু কমলার রাখিব সম্মান,
কিন্তু ভাবি, একা আমি নাহি হব দুঃখী,
মম দুঃখে দুঃখী হবে বহুজন;
যা হবার হবে,
চল যাই প্রাতঃক্রিয়া হেতু।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

রাজ-সভা

মন্ত্রী ও সভাসদ

মন্ত্রী। স্বর্ণ-সিংহাসন কর দক্ষিণে স্থাপন,
বামে রাখ রজত-আসন।

সভা। মন্ত্রী মহাশয়,
বিচার কি হ'লো স্থির?

মন্ত্রী। নহি জ্ঞাত,
এই মাত্র আজ্ঞা মম প্রতি,
দুই পাশে স্থাপিবারে দুই সিংহাসন।

সভা। কি দুর্দ্দৈব!
একি দ্বন্দ্ব দেব-দেবী মাঝে;
তব মতে কেবা ছোট কেবা বড়?

মন্ত্রী। কারে ছোট কারে বড় বলি,
মহারাজ ক'রেছেন স্থির,
নহে ভিন্ন দুই আসন কি হেতু?
কিন্তু অলক্ষণ,
শনি-আগমন,
শুভ তাহে নাহি হয়,—
আসিছেন বুঝি দোঁহে।

শনি ও লক্ষ্মীর প্রবেশ

পবিত্র করুন রাজপুর,
ভূপতি আগত প্রায়,
করুন উভয়ে নিজ নিজ আসন গ্রহণ।

শনি। সিংহাসনে বসি রাজা করিবে বিচার,
বামে লক্ষ্মী বসিবে তাহার,
এ নহে সঙ্গত,
আমি বসি এ আসনে।

লক্ষ্মী। অচলা রহিব তোর ঘরে,
এই স্বর্ণাসন হেতু।

শ্রীবৎসের প্রবেশ

শ্রীবৎস। গ্রহদেব, কমলা জননি,
দাস করে প্রণাম চরণে।

উভয়ে। জয় হোক, মহারাজ!

শনি। রাজা, ব'স সিংহাসনে,
করহ বিচার, কেবা ছোট—কেবা বড়?

শ্রীবৎস। ধর্ম্ম তুমি,
আপনি বিচার করিয়াছ, গ্রহদেব,
বসিলে আসনে
বামে হবে তব স্থান,—
কমলা দক্ষিণে,
শাস্ত্রে কয় দক্ষিণ প্রধান,—
কনক-রজতাসন প্রমাণ তাহার।

লক্ষ্মী। জয় হোক!
চিরদিন বাঁধা রব আমি।

শনি। তাচ্ছিল্য আমায়,
অচিরে পাইবি ফল।
আমি ছায়ার সন্তান,
শীঘ্র রাজ্য হবে অন্ধকার।

[উভয়ের প্রস্থান।

শ্রীবৎস। মন্ত্রি, সভা ভঙ্গ কর আজি,
সিংহাসনে আজি না বসিব।
(নেপথ্যে শনি)।—অহঙ্কারে
মোরে না চিনিলে,
দেখি, কোথা রহে কমলা তোমার।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

চিন্তা ও সখী

চিন্তা। সখি, দেখিলে রাজায়--
জীবনে না হয় সাধ:
নাহি পূর্ণ কান্তি আর,
মলিন বদন,
অন্যমন সদা মহারাজ।
শুনি মন্ত্রী-মুখে,
রাজকার্য্যে অনাদর দিন দিন।
কি উপায় করি, বুঝিতে না পারি
শনি-কোপ সদা জাগে মনে তাঁর:
যদি বুঝাইতে যাই, উত্তর না পাই,
চ'লে যান দীর্ঘশ্বাস ত্যজি:
কভু আসি কন ধীরে ধীরে,
সংসার অসার সব:
সর্ব্বদা হুতাশ,
উদাস সকল কাজে,
সর্ব্বদা চঞ্চল,
এক স্থানে স্থির নাহি র'ন।
হায় হায়, কি হবে না জানি,
কি আছে বিধির মনে!
কৃপা কমলার,
আছে সকলি আমার,
তবে এ বিকার কি কারণ?
সখী। মন্ত্রী ডাকি কর মন্ত্রণা, মহিষি,
বুঝি সকলি শনির ছল,
অথবা পীড়িত রাজা,
রাজ-বৈদ্য ডাকি
লহ রাণি, সমাচার।
চিন্তা। হায়! সখি,
এ পীড়ার নাহিক ঔষধ,
বোধ মাত্র প্রতীকার,
কিন্তু রাজা বোধ নাহি মানে।
আহা! কি যাতনা প্রাণে—
দিবানিশি একা রহে নৃপমণি!
নাহি আর মৃগয়ার সাধ,
নৃত্য-গীতে নাহি ভোলে মন,
আগে আগে দেখিলে আমায়
হাসি না ধরিত মুখে;
রঙ্গ-রস হাস্য-পরিহাস,
ইহা বিনা না জানিত ভূপ:
সখি, এবে যদি কভু কাছে বসি,—
আঁখি-জলে ভাসি,—
নীরবে ভূপতি,
শূন্য দৃষ্টি, মুখ পানে চায়,
হায়! প্রাণে আর কত সয়?
আহা সখি!
চেয়ে দেখ, উন্মত্তের প্রায়,
বক্ষে শির পড়িয়াছে ঢ'লে,
ধীরে ধীরে পুতুলের প্রায় আসে রাজা।
[সখীর প্রস্থান।

শ্রীবৎসের প্রবেশ

শ্রীবৎস। জানি—জানি নূতন এ নয়,
সর্ব্বনাশ জানি সেই দিন,
জানি শনি-দরশনে ঘটিবে বিষম।
কেও—মহিষী হেথায়?
ভাল হ'লো, বলি হে তোমায়,
ঘোর বিপদ নিকট,
খণ্ডন নাহিক তার।
হের অট্টালিকা-ভূষিত নগরী,
শীঘ্র হবে বন,
বন্য পশুগণ—
অগণন করিবে বিহার।
অনেক ভেবেছি তোমা হেতু,
কিন্তু কি করিব, ক্ষুদ্র নর আমি,
কি উপায় হবে আমা হ'তে।
আগে নাহি জানি,
নহে হতভাগ্য আমি,
ভাগ্য-অংশী কভু নাহি করিতাম!
রাণি—রাণি, সুখ আর নাহি এ ধরায়।
চিন্তা। মহারাজ, বিজ্ঞ তুমি,
অকারণ কেন হও বিচঞ্চল?

কিবা অভাব তোমার,
রাজ্য তব কি হেতু হইবে বন?
শ্রীবৎস। কেন, কেন হবে বন?
শুন তবে শুনহ কারণ;
ওহো! কৃষ্ণবর্ণ কুক্কুর ভীষণ—
বিঘূর্ণিত আরক্ত লোচন,
জল পান করিল আসিয়ে,
স্নানের সে বারি।
আরে হীনমতি নারী,
বুঝিলে কি,
বুঝিলে কি এতক্ষণে
কেন রাজ্য হবে বন?
চিন্তা। জ্ঞানবান্ তুমি মহারাজ,
কুক্কুরে করিল বারি পান,
অকল্যাণ তাহে কেন হবে?
শ্রীবৎস। অলক্ষণ—অলক্ষণ!
শরীরে আমার পশিয়াছে শনি।
প্রিয়ে, পূর্ব্বে তুমি দেখেছ আমায়,
দেখ, নাহি সে আকার,
একা ঘোর আশঙ্কায়—
জনপূর্ণ অট্টালিকা-মাঝে ফিরি,
ধরা বিষপূর্ণ,
সকলি আচ্ছন্ন,
আচ্ছন্ন রবির কর!
ছায়া—ছায়া চারিদিকে—
ছায়াপূর্ণ শীঘ্র হবে ধরা।
নেপথ্যে ঘণ্টারব
শুন—শুন, মন্ত্রণা-ভবনে
ঘণ্টা বাজে ঘোর রবে—
দেখ', অসময়ে ঘোর ঘণ্টারব!
নেপথ্যে ঘণ্টারব
অলক্ষণ সব,
পুনঃ ঘণ্টারব,
যাই—যাই,
এখনও কি বুঝ নাই?
[শ্রীবৎসের প্রস্থান।
চিন্তা। সত্য সর্ব্বনাশ,
সত্য ছায়া ঘেরিবে সংসার।
প্রাণ আমার,
অধীরতা এখন কি সাজে?
মজে, সৃষ্টি মজে—
মজেরে প্রাণের প্রাণ!
এ সংসারে কি আছে রাজার?
মরিবার দিন অনেক পাইবি।
শান্ত হও প্রাণ,
নহে নৃপতিরে শান্ত কে করিবে?
ওহে শনি,
শুনি ধর্ম্মরাজ তুমি,
এ জন্মে যদ্যপি
পুণ্য কার্য্য কিছু থাকে মোর,
যদি—
নারী হ'য়ে হই দেব, দয়ার ভাজন,
ক্ষম দোষ, গ্রহরাজ!
যেবা শাস্তি হয়,
দাও প্রভু, দাও হে আমায়,
কৃপা করি কর দেব, স্বামীরে মার্জ্জনা।
তুমি ধর্ম্মরাজ, করহ বিচার,
দোষ সকলি আমার,
যদি পতিসেবা-পুণ্য থাকে মোর,
অর্পি আমি সে পুণ্য রাজায়;
পাপে তাঁর কর অধিকারী,
দণ্ড দাও—দণ্ড দাও মোরে।
ফলুক পাপের ফল,
না হব কাতর,
নিত্য পূজা দিব হে তোমারে;
ধর্ম্মরাজ,
ভিক্ষা মাগে অভাগিনী,
পতি-ভিক্ষা দেহ তারে,
দেখি, কিবা কার্য্য মন্ত্রণা-ভবনে।
[চিন্তার প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজ-পথ

প্রজাগণ

ব্রাহ্মণবেশে শনির প্রবেশ

শনি। আরে তোরা কেন ব'সে—যা, ধানের গোলা লুট্ কোর্‌গে। হৈ হৈ শব্দ শুন্‌ছিস্? উত্তরপাড়ায় লোকে সব লুটে নিলে। দেখ্, দেখ্, তোফা আগুন জেবলে দিয়েছে—যা, লুট কর, ঘর জ্বালিয়ে দে, বড় লোকের সর্ব্বনাশ কর, নৈলে আর উপায় নাই—যা, মার্ কাট্ লুট্ কর।

১ প্রজা। হ্যাঁ ত, হ্যাঁ ত।
[প্রজাগণের প্রস্থান।

বাতুলের প্রবেশ

বাতুল। বলি, হাঁগো হাঁগো ক'রে চলেছ কোথা?

শনি। শুনিস্ নি, যা—নইলে না খেয়ে মারা যাবি; ঘর জ্বালা, লুট কর—গোলা ভরা ফসল আছে।

বাতুল। বলি ঠাকুর, আমি যে একখান ঘর বেঁধেছি, কি ক'রে জান্‌লে বল দেখি?

শনি। তুই দাঁড়িয়ে কেন—যা, লুট ক'র্‌গে।

বাতুল। বলি, তোমার তো ঐ মড়িপোড়া গড়ন, তুমি কেন লুট কর'না? আর লুট ক'ত্তে যে ব'লে দিচ্ছ, কোটালে যখন বেঁধে নিয়ে যাবে?

শনি। কোটাল ক' জন, আর তোরা কত জন,—মেরে তাড়াবি। যা—যা, আগুন ধরা, লুট কর।

বাতুল। ঠাকুর, তোমার রস কিছু বেশী; বলি দেবতা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, শনির সঙ্গে কিছু সুবাদ আছে? আঁচ হ'চ্চে, তুমি তার মাস্‌তোতো ভাই।

শনি। তুই বুঝিস্ নি—কার জন্যে মমতা করিস্?

বাতুল। আপনার জন্য, তুমি ঠাওরাচ্চ কি তোমার জন্য ভাব্‌ছি? সে সব তোমায় ব'ল্‌তে হবে না, আমি তেমন ভাবুক নই। বলি সাত সাত দিন যে উপোস ক'রে পড়েছিলুম, তখন শেখাতে পার নাই, লুট ক'র্‌তে? দেবতা, দীক্ষাটা কিছু দেরিতে দিতে এলে—বলি, যাও কোথা?

শনি। তুই যাবি নি, আমি চল্লুম।

[শনির প্রস্থান।

বাতুল। না ঠাকুর, তোমার সুধু পেটের জ্বালা নয়, তোমার করুণা আরো গাঢ়।

কোটালের প্রবেশ

কোটাল। ওরে বাপ্ রে! মেরে ফেলেছে রে!

বাতুল। কোটাল সাহেব, আজ অত আশ্চর্য্য হ'লে কেন, অমন তো ক'রে থাক?

কোটাল। ওরে বাপ্ রে!

বাতুল। ও, এতক্ষণে বুঝ্‌লেম, একটু রকম ফের—মার নি, মার খেয়েছ।

প্রহরীদ্বয়ের প্রবেশ

প্রহরীদ্বয়। আরে—আরে,
পালা—পালা—পালা।

[কোটাল ও প্রহরীদ্বয়ের প্রস্থান।

বাতুল। ভিড়ে মিশ্‌তে হ'লো বাবা, যে ডাণ্ডা নিয়ে তাড়া ক'চ্ছে।

প্রজাগণের পুনঃ প্রবেশ

সকলে। মার্, কাট্, জ্বালিয়ে দে।

বাতুল। মার্, কাট, জ্বালিয়ে দে।

১ প্রজা। এই দিক্ জ্বালিয়ে দে।

বাতুল। এইবার আমার ঘরখানি জ্বল্‌বে বোধ হয়, এতক্ষণ লঙ্কাকাণ্ড শেষ হ'লেও হ'তে পারে; বলি সেঙ্গাত্, তোমার যে বাড়ী ঐখানে।

১ প্রজা। হ্যাঁ—যাক জ্ব'লে, সব সমান হোক—যাক্ জ্ব'লে।

বাতুল। না, বাঁচাবার চেষ্টা সোজা নয়, জ্বালিয়ে দেওয়াই সোজা, যাক্ জ্বলে।

১ প্রজা। না, না—ইদিকে নয়, বেণেদের বাড়ী চল—বেণেদের বাড়ী চল।

[সকলের প্রস্থান।

বাতুল। চল—চল, লাঠিটা ফেলি, এবার যদি কোটাল ভায়ার পালা হয়। কাছেই তো রইলে—আর একদল আসে, হৈ হৈ ক'রে লোক্‌ড়ি খেল্‌বো। এখন না, এ কাজ্‌টা সোজা নয়, ঐ যে আর একদল—কোটাল পালাচ্ছে, রাজার উপর কোন চোট আস্‌বে না তো? আস্‌তে পারে, দেখ্‌তে হ'লো।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

মন্ত্রণা-ভবন

শ্রীবৎস, সেনাপতি ও মন্ত্রী

প্রথম দূতের প্রবেশ

১ দূত। মহারাজ,
কোটালের কাটিয়াছে শির,
ঝুলিতেছে উচ্চ তরু 'পরে।

মন্ত্রী। আজ্ঞা দিন মহারাজ!
বিলম্বে ঘটিবে সর্ব্বনাশ,
রাজসেনা প্রজাগণে করুক বারণ।
শ্রীবৎস। জানি—জানি, রাজ্য হইবে শ্মশান,
যাক সেনা।
মন্ত্রী। সেনাপতি,
যাও শীঘ্র দলবলে,
বিদ্রোহ নগর বেড়ি।
[সেনাপতির প্রস্থান।

দ্বিতীয় দূতের প্রবেশ

২ দূত। কারাগার করেছে মোচন,
দুরাচারগণ,
ক্ষিপ্তপ্রায় যারে তারে বধে প্রাণে,
বলাৎকার, বালক-বিনাশ,
ধনীর নাহিক ত্রাণ।
শ্রীবৎস। মন্ত্রি, সৈনাধ্যক্ষে ফিরাও সত্বর,
প্রাণনাশে আর নাহি প্রয়োজন!
আমি একা যাই, বধুক আমারে,
জঞ্জাল মিটিবে তাহে।
মন্ত্রী। একি কথা, মহারাজ!
শ্রীবৎস। যাও—যাও, সৈনাধ্যক্ষে এখনি ফিরাও,
আমি অনর্থের মূল।
অকারণ কেন করি প্রজা বধ,
কেন বৃদ্ধি করি নরকের হ্রদ,
অতি যাতনায়, পেটের জ্বালায়,
উন্মত্ত হয়েছে প্রজা,
প্রজা—পুত্র সম শাস্ত্রে কয়,
পরিচয় যথেষ্ট দিয়েছি—
দারিদ্রতা রাজ্যময়।
মানক্ষয় মানীর নগরে,
অগ্নি গ্রাসে অট্টালিকা,
হায়, শুভক্ষণে রাজ-সিংহাসনে
করেছিনু পদার্পণ!
ভার এ জীবন—ভার এ জীবন,
আর প্রজা-বধ উচিত না হয়।
মন্ত্রী। মহারাজ, অত্যাচার প্রবল নগরে,
বল বিনা না হবে বারণ।
শ্রীবৎস। কর বল—আমারে কি হেতু বল?
ইচ্ছা যায় রাজ্য আসি কর;
দেখ পরীক্ষিয়া,
মুকুটে কি বিষময় জ্বালা!
গেছে কি সেনানী?
রক্তস্রোতে, রক্তস্রোতে—
অনল নির্ব্বাণ হবে,
জানি—জানি রাজ্য হবে বন।
মন্ত্রী। মহারাজ, উতলার নহে এ সময়।
শ্রীবৎস। কার সাধ উতলা হইতে,
উন্মত্ততা কেবা চায়?
সময়—সময়, সময়ে সকলি করে;
মন্ত্রি, কর যেবা হয়;
আর নাহিক সময়,
কত, কত আর সহিবারে পারি!
[শ্রীবৎসের প্রস্থান।
মন্ত্রী। এ বিপদে নাহি দেখি কূল,
ভূপতি ব্যাকুল,—
রাজ্য কিসে করি স্থির?
চল যাই সেনাপতি সনে,
দেখি গিয়ে কি হয় নগরে।
[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

রাজ-পথ

প্রজাগণ ও বাতুলের প্রবেশ

বাতুল। বাপু, আমার কি কান্তি-পুষ্টি এমন দেখ্‌লে যে, দলে মিশাতে চাও না? বলি, রূপের চটক তো তোমাদের চেয়ে একটুও ফারাক নাই—ঐ মড়াখেকো আঁতে কর্ত্তালে, ঐ উনুন-ঝিঁকে বদন, ঐ রূপ কোটরগত পদ্ম-নয়ন;—পরামর্শটা কি তাই বল না, কেউ কোথায় নেই, রাত্ ঝাঁ ঝাঁ ক'রুচে।

১ প্রজা। ইদিকে উঠে আয়, রাজাকে কাট্‌বো, রাণীকে কাট্‌বো, রাজবাড়ীতে যে যে আছে কাট্‌বো—আর কি ভয়, প্রাণ যাবে না যেতে আছে, না খেয়ে প্রাণ যাবে, না হয় রণে মর্‌বো।

বাতুল। বলি, রাজাকে কাট্‌বে তো উদিকে উঠ্‌তে যাচ্চো কোথা? তুমি কাট্‌বে ব'লে, রাজা নেয়ে সিঁদুর পরে ঐ ঘরে ব'সে আছে! ঘোঁড়-সওয়ার হ'য়ে রাজা স'ট্‌কেছে তা জান? রাজা কোথা আছে আমি জানি, কিন্তু দলে না নিলে আমি ব'ল্‌ব না। ঐ যে বেণের বাড়ী লুট করে এলি, রাজবুদ্ধি বুঝ্‌বি কি, সেইখানে গে

সেঁধিয়েছে—জানে, সেখানে কেউ কিছু ব'লবে না।

১ প্রজা। বটে বটে, তবে আর কেন, সেইখানে যাব; চল্ দেখি, কোথা দেখাবি?

বাতুল। আমি ত ঠিকানা বল্লুম, তোমরা এগোও, আর এক দল আসবার কথা, আমি তাদের নে যাচ্চি।

২ প্রজা। কেন ভাই, রাজাকে মার্‌বি কেন, রাজা তো খুব দান-ধ্যান করে।

১ প্রজা। মার্‌বো কেন? রাজা আমাদের কি ক'রেছে? রাজা আমাদের কোন কথা শুনেছে—না খেতে পেয়ে সব মারা গেল!

বাতুল। তা তোরা দাঁড়িয়ে গোল ক'র্‌বি তো কর, এতক্ষণ রাজা হয় তো পালিয়েছে।

সকলে। সত্যি—সত্যি, চল চল।

[প্রজাগণের প্রস্থান।

বাতুল। এই তো চার দল ফেরালুম, রাজাকে খবর দিই কি করে? যেমন ক'রে হোক্, রাজাকে বাঁচাতেই হবে। বলি, রোক্‌টা কমলার না শনির? দুটি দুটি অন্ন পেলে তো আর শনি ট্যা ফোঁ ক'র্‌তে পারে না, ও একান্নও পাপ, বাহান্নও পাপ, ঘুঁটের পাঁশ নৈবিদ্দি দু'জনকেই দিতে হয়; রাজার দেখা কোথা পাই? এই বাগানের পথটা দিয়ে দেখি। ঐ যে বামুন ঠাকুর ঘুর্‌চেন, উনি শনি, না হয় শনির বড় বেটা না হ'য়ে যান না, ঘর জ্বালানর যে রস শনি কৃপাময়ের—তার উপর বিশেষ কৃপা সন্দেহ নাই; শুধু তাই কেন, কমলার ততোধিক।

[বাতুলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

শ্রীবৎস ও চিন্তা

শ্রীবৎস। রাণি, জীবন সংশয়,
উপায় নাহিক আর,
অরি ঘেরিয়াছে পুরী,
কোথা যাব বুঝিতে না পারি।

নেপথ্যে কোলাহল

শুন, বিকট বিদ্রোহি-নাদ,
সৈন্য পরাজিত,
সৈন্যাধ্যক্ষ শত্রু-করগত,
পলায়েছে অমাত্য-বান্ধব যত;
আমা হেতু চিন্তা নাহি করি,
প্রাণেশ্বরি, কি দশা হইবে তব!

নেপথ্যে কোলাহল ও "আলো আলো"

শুন সাগর-কল্লোল,
গর্জ্জে প্রজাদল,
হের অনল চৌদিকে জ্বলে
দুরন্ত বিদ্রোহিগণে,
বৃদ্ধ, নারী, শিশু নাহি মানে,
যুবতীর করে ধর্ম্মনাশ;
কি হবে, কি হবে,
উপায় না দেখি কিছু ভেবে।
এস, অগ্নি জ্বালি
ত্যজি দোঁহে প্রাণ।

চিন্তা। মহারাজ, প্রাণ বড় ধন,
করহ যতন আত্ম-রক্ষা যাহে হয়!
দুঃসময় স্থির কভু নয়,
পুনঃ হবে সুসময়,
হতাশ হ'ও না রাজা:
আমা হেতু চিন্তা ত্যজ, নৃপমণি!
কহে জ্ঞানবান্,
আত্ম-রক্ষা ধর্ম্মের প্রধান,
রাজ্য-ধন পাবে পুনঃ জীবন থাকিলে,
পলাও—পলাও, কার মুখ চাও,
আমা হেতু কেন মজ, মহারাজ!

শ্রীবৎস। প্রিয়ে,
তুমিও কি ত্যজিলে আমায়,
প্রাণ ছার—
কেবা চায় সুদিন উদয়;
এস, তোমায় আমায়
একত্রে ত্যজি এ প্রাণ।
শনি-কোপে গেছে রাজ্য-ধন,
নাহি প্রয়োজন,
দেহ ত্যাগে এড়াইব শনির প্রভাব।
বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা,
দিতে কভু না পারিবে শনি,
চল যাই অগ্নিকুণ্ডে ত্যজি দোঁহে প্রাণ।

চিন্তা। প্রাণনাথ,
চিরদিন শুনি তব মুখে,
আমাকে নাহিক কিছু অদেয় তোমার,
কতবার ক'রেছ হে অঙ্গীকার,

যাহা চাব তাহা দিবে,
পদে এই মিনতি আমার,
প্রাণ রক্ষা কর আপনার,
যা হবার আমার ঘটিবে।
মহারাজ, নাহি ভাব মনে,
ক্ষুদ্র প্রাণিগণে
অপমান করিবে আমার—
অগ্নিকুণ্ডে আমি ত্যজি প্রাণ।
এই কন্থা করহ গ্রহণ,
রজত-কাঞ্চন আছে ইথে বহুতর;
নৃপবর, হও হে সত্বর, হয় ডর,
বিলম্বে কি হবে নাহি জানি।

শ্রীবৎস। কোথা যাব, কোথায় পলাব?
শুন রাণি, পথ নাহি জানি,
তাহে মহারুষ্ট শনি,
কেন অপমান হব,
নীচ-হস্তে কেন প্রাণ দিব?
যা হবার হোক্ রাজপুরে।
দেখ—দেখ, আসিতেছে দুরাচারগণে,
চিন্তা, কর পলায়ন,—
যতক্ষণ কাছে আছে অসি,
ভেব না প্রেয়সি,
কা'র সাধ্য স্পর্শিবে তোমারে।

বাতুলের প্রবেশ

বাতুল। বলি বন্ধু, আজ ভুলে গেলে? দেখ, তোমার পোষাক আমায় দাও, আমার পোষাক নাও—পালাও।

শ্রীবৎস। এ হেন দশায় ভোলনি আমায়,
অতি সদাশয় তুমি।

বাতুল। বলি রাজা, শিষ্টাচারের সময় নয়, পালাও।

শ্রীবৎস। কোথা যাব চিন্তারে ত্যজিয়ে?

বাতুল। তাইতো, বিষম হ'লো যে রাণী নিয়ে, এস দু'জনেই এস।

শ্রীবৎস। কোথা যাব, পথ নাহি জানি।

বাতুল। তুমিই যেন মহারাজ—আর উনি যেন রাণী, আমি যে পথ জানি নি, এমন তো নয়, পথ চ'লে অরুচি ক'রে ফেলেছি; এস এখনি, সব ফির্‌বে।

চিন্তা। আর নাহি কর ব্যাজ,
চল মহারাজ,
কহ সত্য, প্রতারক নহ তুমি?

বাতুল। বলি, শনিগ্রস্ত কি রাজা-রাণী—দু'জনকেই হ'তে হয়—বলি কি, তোমার এমন কি লেঙ্গা তরোয়াল পাহারা রয়েছে যে, চুপি চুপি আস্‌তে হবে। সব সট্‌কেছে, সব সট্‌কেছে।

শ্রীবৎস। চল রাণি, চল যাই,
আগে চল দেখাইয়ে পথ।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

শ্মশান

লক্ষ্মী

লক্ষ্মী। গীত

বিধাতা বাদী আমি সাধে কি কাঁদি,
আদরে আমারে কেবা রাখিবে ঘরে।
ছি ছি আমারে পূজে, গেল রাজ্য মজে,
হেথা রহিব বল আর কার তরে?
যথা মমতা বসে, তথা বিধাতা অরি,
আমি চপলা সাধে সাধে কেঁদে মরি,
যেতে প্রাণ কি চায়, হায় কি করি উপায়,
গেল সকল আশা, হায় ঘুচিল বাসা,
আর কি হবে ভেবে, পুন যাব সাগরে।

শ্রীবৎস ও চিন্তার প্রবেশ

শ্রীবৎস। সকরুণ বীণা-বিনিন্দিত
কার এ রোদন-ধ্বনি,
কে রমণী শ্মশানে বসিয়ে কাঁদে?
দেখ উঠিল ভামিনী,
লুকাইল দামিনী-ঝলক সম!

লক্ষ্মী। গীত

আমি র'য়েছি সাথে, চল কানন পথে,
হায় বিজন গহন, হায় বিজন গহন।
ধীরে ধীরে, ঘোর তিমিরে,
চল চল অরিদল করিছে ভ্রমণ,
ঐ করিছে ভ্রমণ।
রবে না রবে না দিন যাবে ব'য়ে,
প্রাণ বাঁধ বাঁধ থাক থাক স'য়ে;

ধরি মানব-কায়, কভু সমান না যায়,
রাখ মতি সদা মাধব-পায়;
ত্যজ শোক ত্যজ, আর হ'ও না বিমন,
আর হ'ও না বিমন।

চিন্তা। ওমা কৃপাময়ি!
ভোল নি,
ভোলনি মা দুহিতারে?
প্রাণ রাখি তোর পায়,
প্রবেশি গহনে রমা!
দেখ ক্ষীরোদ-উত্তমা,
ঘোর দায় তুমি মা উপায়,
জানি না গো তোমার চরণ বিনা,
চল রাজা, ডাকেন জননী।
চিন্তামণি-জায়া,
দয়া তাঁর অসীম তোমার পরে,
কেন কর ডর,
বন—রাজ্য হবে নরবর!
কি ভয় তাহার,
কমলার কৃপা যার প্রতি।
শ্রীবৎস। আহা, কঠিন পাষাণে,
না জানি কেমনে
চলিতেছে চন্দ্রাননে;
হায়, মোর মুখ চেয়ে
কত আছ সয়ে,
রাজার নন্দিনী আজি কাঙ্গালিনী,
ধিক্ ধিক্, স্বামী হ'য়ে দেখিনু নয়নে!
প্রাণ কাঁদে কব কি তোমায়,
কি দশায় হেরি আজি তোরে,
ঘোরা নিশীথিনী, নীরব অবনী,
রাজার গৃহিণী,
কেমনে কাননে ভ্রমিবে ভাবি হে তাই।
স্বর্ণ-সিংহাসনে রাখিয়ে যতনে,
ভাবিতাম মনে,
ব্যথা বুঝি লাগে তোর
কুসুম-নির্ম্মিত কায়ে;
আজি তোরে বন-পথে হেরে,
হৃদয় বিদরে।
কে আছ কোথায়,
কোথা রেখে যাব—
কোথা রেখে নিশ্চিন্ত হইব?
ধিক্ ধিক্ শত ধিক্ মোরে,
রমণীর করিনু এ দশা!
চিন্তা। প্রাণনাথ,
হেন কথা বল কি কারণ?
তুমি যার হৃদয়-রতন,
অন্য ধন আকিঞ্চন সে কি করে?
তব প্রেম সদা অভিলাষী,
স্বর্গ তুচ্ছ বাসি,
তব সহবাসে—
বন মম অট্টালিকা হ'তে মনোহর,
গুণমণি, তব প্রেমাধিনী,
ইন্দ্রাণীরে নাহি গণি;
আর তব রাজকার্য্য নাই,
বনে তোমা সনে রহিব সদাই,
অধিক না চাই প্রাণনাথ,
কার্য্য মম হবে তব সেবা,
এ হ'তে অধিক
কিবা আর বাঞ্ছে সতী নারী?
দুর্দ্দিন উদয়, তাহে কিবা ভয়,
কমলা রয়েছে সাথে,
তবে অভাব কি বল, নাথ?
কভু প্রভু, নহে ত চঞ্চল,
গ্রহ-কোপে হ'ও না বিকল,
ধীর তুমি চিরদিন।
আমি নারী,
তোমারে কি বুঝাব ভূপাল;
মাত্র গেছে রাজ্য ধন,
প্রেমের বন্ধন,
ছেদিবারে শনি কিহে পারে?
রাখ অবলায় পায়,
প্রাণ ফেটে যায়—
চঞ্চল তোমারে হেরে।
কেন ভাব, চল গুণমণি,
পোহালে যামিনী
অরিগণে পশ্চাৎ আসিবে।
শ্রীবৎস। চল চল যাই,
কালি ছিল অট্টালিকা,
আজি বনে হয় ভয়,
পাছে কেহ আসে,
বনবাসে পাছে বা বঞ্চিত করে;
ভাল হ'লো, ভাল হ'লো,
সকলি ঘুচিল।

[উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

মায়ানদী-তীর

শনি

শনি। আরে রে দুর্জ্জন,
কন্থায় রতন নিয়ে চল,
জান না রে—জান না প্রভাব,
তাই লক্ষ্মী বড়, আমি ছোট,—
সুখে যাবে কানন-ভিতরে,
তাই বুঝি আসিয়াছ বনে,
যেন কপোত-কপোতী—
দিবা-রাতি রবে মুখে মুখে!
ত্যজি রাজ্যভার
বনে পুনঃ করিবে সংসার,
আরে ছার প্রভাব আমার,
তবে কিসে বলবান্?
অন্নকষ্টে যাবে দিন যুগের সমান;
কেহ কার তত্ত্ব নাহি পাবে,
নিত্য মরণে ডাকিবে
দুঃখে পেতে পরিত্রাণ;
মৃত্যু না আসিবে,
ক্ষুধার জ্বালায় দিন ব'য়ে যাবে,
কণ্টক-শয্যায় কাটিবে যামিনী ঘোর।
আরে আরে এত দম্ভ তোর,
লক্ষ্মী বড়, আমি ছোট,—
দেখি, ত্রিভুবনে কোথা তোর হয় স্থান।

[শনির অন্তর্দ্ধান।

শ্রীবৎস ও চিন্তার প্রবেশ

শ্রীবৎস। এবে বিশাল তটিনী,
কূল নাহি হয় নিদর্শন,
কেমনে হইব পার?
প্রভাত যামিনী,
আসিছে বিদ্রোহিগণ পাছে,
ডুবে মরি,—
কোন মতে না দেখি নিস্তার আর।
চিন্তা। নাথ,
দেখ, ক্ষুদ্র তরী আসে ধীরি ধীরি।
শ্রীবৎস। সত্য প্রিয়ে,
হে নাবিক, এস হে হেথায়,
পার কর আমা দুই জনে।
চিন্তা। শুনেছে নাবিক,
আসিতেছে ধেয়ে।
শ্রীবৎস। অতি ক্ষুদ্র তরী,
দুই জনে কেমনে হইব পার?
এস এ দিকে নাবিক।

নাবিকবেশে শনির প্রবেশ

শনি। বলি, কি?
শ্রীবৎস। পার কর আমা দুই জনে।

শনি। পার্‌ব না বাপু, যে দুমো-দামা তোম্‌রা, আমার লৌকো উল্‌টে যাবে।

শ্রীবৎস। দিব তোরে অমূল্য রতন,
পার কর দুই জনে।

শনি। তুমি এক্‌লাই ত তিন মণ দশ সের, তার ওপর দিয়েছ গোধড় কাঁথার ফের, ধনের লোভে কি প্রাণ খুয়াবো?

চিন্তা। হে নাবিক, দয়া ক'রে কর পার,
নহে অকূল পাথার,
উপায় কি বল আর।

শনি। তার আমি কি ক'র্‌বো বল, খেয়ে খেয়ে গোমড়া-গোমড়া হয়ে আস্‌বে, আর বল, 'পার কর।' যাও, এখন ঘরে ব'সে ছ'মাস শুকোওগে, বিশ তিরিশ সের মাংস না কম্‌লে আমি পার কত্তে পারবো না।

শ্রীবৎস। বাপু, ব্যঙ্গ কেন কর,
ল'য়ে চল পারে,
দিব বহু রত্ন-ধন।

শনি। জলে ডুবে মোর্‌বে, সে কি বড় ভাল হবে, তোমার দেহটি তো নয়, গোবর্দ্ধন পর্ব্বতটি! আবার তেম্‌নি পাতলা কাঁথা, আমি একটা লেঠায় পড়ে যাব। বলি, কাঁথাখানা কি ওজন করে তয়ের করেছিলে, অমন বার মণ কাঁথা তো কখন দেখি নি।

শ্রীবৎস। তবে কি হবে উপায়,
দেখ,
যদি কোন মতে পার করিতে উপায়।

শনি। কাঁথা ফেলে এক এক করে পার হ'তে পার তো দেখ; ও বিষম গোধোড় কাঁথা, যাঁতার মতন ব'সে যাবে, কাঁথাখানা ফেল্লে দু'জনকে নিয়ে যেতে পারি। নয় বল, কাঁথা-

খানা আগে পারে রেখে তোমাদের দু'জনকে নিয়ে যাই।

শ্রীবৎস। এই সদুপায়,
লহ কন্থা, আগে কর পার।

শনি। দেখি, লোভেই পাপ—পাপেই মৃত্যু।

[শনির কাঁথা লইয়া প্রস্থান।

শ্রীবৎস। একি, তীরবেগে ছুটিল তরণী!
একি, কোথা নদী,—
শুষ্ক স্থল, বালুময় বিপুল প্রান্তর!
মায়া—মায়া, বুঝিলাম এতক্ষণে।

(দূরে শনি)।—আরে দুষ্ট,
কোথা লক্ষ্মী তোর আজি?
দুরাশয়, জান না আমায়,
সভা-মাঝে কর অপমান;
দুরাচার, ত্রিভুবনময়
কোথা মম নাহি অধিকার?
আমি রামে দিই বনে,
অশোক-কাননে বেঁধে রাখি জানকীরে,
হর-গৌরী অভেদ-শরীর,
আমি করি ভেদ,
দক্ষযজ্ঞে সতী ত্যজে প্রাণ;
ত্রিলোচন ভ্রমিল ভুবন
শব-দেহ স্কন্ধে ল'য়ে,
হরি বৈকুণ্ঠ-বিহারী—
শিলা-দেহী আমার প্রভাবে;
কি হয়েছে তোর, এই তো সূচনা,
দেখ্ দেখ্—আর' কত হয়।

[প্রস্থান।

শ্রীবৎস। প্রিয়ে, নাহিক নিস্তার,
কোথা যাব, কোথা ত্রাণ পাব,
শনির ছলনা ভেদিতে নারিব,
দেখিলে ত স্থল যথা—
জল তথা বয়।

চিন্তা। কি হবে ভাবিলে,
চল চলহ সত্বর;
শুন, নিনাদে বিদ্রোহি-দল,
এখনি আসিবে, এখনি বধিবে প্রাণ।

শ্রীবৎস। হায়! বালুময় ভূমি,
কেমনে চলিবে;
ওহো রাণি, কেঁদে ওঠে প্রাণ!

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় অংক

প্রথম গর্ভাংক

বন

শ্রীবৎস ও চিন্তা

শ্রীবৎস। ক্ষুধায় যন্ত্রণা এত
আগে নাহি জানি রাণি,
আহা, জ্ব'লে উদর-জ্বালায়
সভায় আমার
এসেছিল দীনগণে,
তখন না জানি
কত ক্লেশে জ্বলে মহাপ্রাণী সে সবার,
তাই আবেদন করেছি হেলন,
ক্ষুদ্র মনে ভেবেছিনু যথেষ্ট করেছি।
এত দিনে হলো জ্ঞানোদয়,
মম কর্ম্মফল,
শনির কি দোষ এতে;
যদি প্রেমের বন্ধনে
বাঁধিতাম প্রজার অন্তর,
যদি সুশাসনে করিতাম অর্থ-সঞ্চালন,
এ বিষম কভু না ঘটিত;
আহা অনাহারে মরিত না দীন জন!
রাণি, এত দিনে পড়ে মনে,
বিষণ্ণ-বদনে কেহ
করে ধ'রে জীর্ণ শীর্ণ সন্তানের কর,
অগ্রসর সম্মুখে আমার,
বুঝি নাই—বুঝি নাই সেই কালে
দুর্দ্দশা তাহার, উপযুক্ত শাস্তি তার।
রাণি, তোমার কারণে যে বেদনা মনে,
সে বেদনা পেয়েছিল দীন প্রজাগণে,
প্রণয়িনী-মুখ চাহি।
অন্নহীন শূন্য ঘর, শূন্য ত্রিসংসার,
সত্য, দুঃখ আছে ধরাতলে।
কিন্তু হায়!
উপায় তাহার মম করে নাহি আর।
আহা, রাজার মহিষী,
উপবাসী বনবাসী কাঙ্গালিনী।

চিন্তা। চল প্রভু, যাই হেথা হতে,
অন্য স্থলে পাই যদি ফল,
নহে আজি নব পাতা তুলি

করিব রন্ধন,
শুনিয়াছি নবপত্রে হয় দিনপাত।
শ্রীবৎস। ভগবান্, বাকি কত আর!
শুনি,
শনি-অধিকার দশম বৎসর;
গত মাত্র তিন দিন তার,
অনাহারে শুষ্ক প্রাণ!
এই দম্ভ! এই অহঙ্কার!
জায়া অনাহারী,
অন্ন দিতে নারি তারে,
দীন মম সম আছে কে কোথায়?
ধিক্ ধিক্ অন্ন বিনা যায় প্রাণ!
তব জনক-ভবনে
চল রেখে আসি প্রিয়ে,
দুঃখে দিন যাবে,
তবু উদর পূরিবে,
গ্রহ-ফেরে আমি কষ্ট পাই,
আমার কারণ কেন দুঃখ পাবে?
চিন্তা। প্রভু, অপরাধী হয়েছি কি পায়,
দিতে চাও বিদায় সে হেতু?
ছার উদরের তরে যাব তোমা ছেড়ে,
হেন প্রাণ চিন্তা নাহি চায়।
যে দশা তোমারি—
সেই দশা শ্রেয়ঃ মম:
তুমি নাথ, রাজরাজেশ্বর
তুমি বনবাসী—
আমি দাসী তব,
আমি রব অট্টালিকা-মাঝে,
এ কথা কি সাজে হে তোমায়?
অকারণ ভেব না ভূপাল,
নারায়ণ দেছেন জীবন,
ভূমিষ্টের আগে
মাতৃস্তনে দিয়াছেন ক্ষীর,
তাঁর পদে রহে যদি মন
জীবন যাপন অনায়াসে হবে প্রভু।
গহন কানন,
খাদ্য দ্রব্য তাই নাহি মিলে,
হবে উপার্জ্জন পশিলে নগরে,
কোন মতে দিন যাবে কেটে।
শ্রীবৎস। হায়, কত স'বে অভাগার তরে?
রাজার নন্দন
অর্জ্জন-উপায় কিবা জানি?
কার কাছে যাব,
কার দাস হব,
গ্লানি হয় কথা মনে হ'লে,—
অপমান হতে শ্রেয়ঃ প্রাণ-বিসর্জ্জন।
এস,
অনশনে কাননে উভয়ে ত্যজি প্রাণ।
চিন্তা। প্রভু, প্রাণ অতি যতনের ধন,
কেন অনশনে রব,
জীব জন্তু সবার আহার,
নারায়ণ নিত্য নিত্য বাঁটে,
ভাব কি ভূপাল,
এ সঙ্কটে দৃষ্টি নাহি তাঁর
আমা দোঁহা প্রতি?
ক্ষুদ্র নরে
অনায়াসে করে দিনপাত,
জায়া-পুত্র করিছে পালন,
তুমি মহাকৃতি মহাগুণধর,
বিপদে কি হেতু কর ডর,
দুঃসময়ে মহত্ত্বের পরিচয় পায়,
হীনজন পরাজয় দুর্দ্দিন পীড়নে।
শ্রীবৎস। অকূল এ বিপদ-সাগর,
কোথা যাই, কূল কোথা পাই,
তাহে শনি পাছে পাছে ফিরে;
তাই প্রিয়ে, বলি হে তোমারে,
অভাগার সঙ্গ কর ত্যাগ,
হ'লে দিন পুনঃ দেখা হবে।
চিন্তা। প্রভু, শনি আর অধিক কি চায়,
ভেদ করে তোমায় আমায়
মনোবাঞ্ছা পূরিবে তাহার।
সাধ করে পরস্পরে কেন হব ভেদ?
যথা পতি-পত্নী অভেদ-হৃদয়,
তথা কোথা শনির প্রভাব?
গেছে কিবা,
যেই ছিলে, সেই আছ তুমি,
সেই প্রণয়িনী আমি তব,
তবে নাথ, বল কোথা যাব?
তব পদ সার,—
কোথা আছে আদর আমার আর?
শ্রীবৎস। আহা প্রিয়ে, কত আছ স'য়ে,
তোর তরে প্রাণে হয় সাধ,
তোর তরে ভাবি হই গৃহী,
তোর তরে শনির তাড়না সহি,

যা থাকে কপালে, তোরে না ছাড়িব।
দেখি,
দীনে দীননাথ দেন বা না দেন স্থান।
দেখ কেবা আসে,
শনি কি ধীবর বেশে,
জ্ঞান হয় সকলি শনির মায়া!

চিন্তা। না—না, ধীবর জনেক।

ধীবরের প্রবেশ

ধীবর। যেমন মাখাল ফল, তেমনি মাখাল ঠাকুর দেব্‌তা বিশগণ্ডা, নমস্কার ঠুকে জাল ফেল্লুম—ভারি ঠেক্‌লো, ওমা, উঠ্‌লো কি না হবিষ্যির মালসা, ঐ মাখালকে ডেকেই কাল হয়েছে, এবার কুঁচে কেঁকড়া ডেকে আস্‌ব! সে দিন জাল ফেলেছিল মোথরো, চিড়্‌ বিড়িয়ে যেন খই ফুটে গেল, বেটার বাপের জন্মে কখনো পুকুর কাটে নি, সারবন্দি খোঁটা পুঁতেছেন; কোথা রুই মাছ ছাড়্‌বে, না দিব্যি এক রুই কাঠ, জালটা ফরদা ফাঁক ছিঁড়ে গেল গা!

শ্রীবৎস। হে ধীবর, পাও নাই মৎস্য আজি?

ধীবর। আর মাছ পাব কোথা, রাজ্যের বাপ মা মরে গে মাল্‌সা ডুবিয়েছে; পুকুর কেটেছিল পোদ্দাররা—বরষা হ'ল, সারবন্দি কই মাছ কানিয়ে চল্লো, আদ কোশ থেকে গিয়ে ধর, জাল শুকোলো না, প'লো চাপ। আর এ দেখ না, সমুদ্দুর ছেয়ে গেলেও পাড় বেয়ে জল ওঠ্‌বার যো নেই। আর যদি জল শুক'লো তো তবকে তবকে খোঁটার মাথা দেখা দিলে। পুকুর তো কাটা নয়, বাঁশের নিব্বংশ করা, আঁসের বদলে বাঁশের চোক্‌লা কোঁচড় কোঁচড় নিয়ে এস।

চিন্তা। ফেল জাল সম্মুখে সলিল।

ধীবর। বলি এখানে কি পাথর-গেঁড়ি তুল্‌বো, তোমার তো আঁচ ভারি!

শ্রীবৎস। কোথা সরোবর?
দেহ জাল, মৎস্য আমি দিই ধ'রে।

ধীবর। তুমি দেখ্‌ছি বড় জেলের পো জেলে, তোমার বাড়ী কোথা?

শ্রীবৎস। বহুদূরে নিবাস আমার।

ধীবর। বলি তাই, তা নইলে আর তাল-পুকুরে মাছ ধত্তে চাও। এই দেড়বুড়ি পুকুরে জাল ফেলেছি, অমন পাঁকের ভুড়ভুড়ি কোথাও দেখিনি।

শ্রীবৎস। ভাল চল,
ধরে দিব মৎস্য অগণন।

ধীবর। কেন, তোমার কি ইচ্ছা যে জালের সুতাটা ঘাড়ে করেও বাড়ী না ফিরি; দেখ্‌ছ, এক রুইকাঠের ঘায়েতে রাজার বাড়ীর ফটক ক'রে তুলেছে।

শ্রীবৎস। ভাল, যদি ছিঁড়ে তব জাল,
আমি তাহে দায়ী।

ধীবর। তোমার তো সম্ভ্রম কত, একখানা জাল নাই, তোমার কি কাপড় কেড়ে নেবো, যদি মাছ ধরবে তো গাঙ্গে চল।

শ্রীবৎস। ভাল, চল তাই,—
রহ চিন্তা, এই স্থানে।

[শ্রীবৎস ও ধীবরের প্রস্থান।

চিন্তা। বুঝাই রাজায়,
কিন্তু প্রাণ বুঝাইতে নারি।
হায়! রাজ্যেশ্বর সাজিল ধীবর,
উদর পোষণ হেতু।
শুনি শাস্ত্রের বচন,
নারী-ভাগ্যে ভাগ্যবান্ পতি;
মম ভাগ্যে পতির দুর্গতি,
এ খেদ না ঘুচিবে মরণে।
আহা, শুকায় জীবন
হেরি বিরস বদন;
কভু শ্রম নাহি সহে,
দারুণ কাননে যায় অনশনে,
এ দশা দেখিতে হ'লো!
যাঁর দর্শন-আশায়,
কত রাজ্যেশ্বর অপেক্ষা করিত দ্বারে,
তাঁরে আজ ধীবরে ধীবর বলে!
কতকালে এ জ্বালা ভুলিব,
প্রাণ আর রাখিতে না চাই;
কিন্তু ডরি,
প্রাণেশ্বর একাকী কেমনে রবে,
ওমা লক্ষ্মি, কত দিন সহিব যন্ত্রণা,
কত দিন এ দুর্গতি স্বামীর দেখিব,
কত দিন বহিব এ দেহ?
দহে—প্রাণ দহে, আর নাহি সহে,
প্রাণ আর প্রবোধ না মানে,
কেমনে বা রাজারে প্রবোধ দিব।

কোথা যাব, শূন্য ত্রিসংসার,
বনবাস সার,
হায়, ভার হ'লো জীবন ধারণ!

দূরে কাঠুরিয়ার স্ত্রী-বেশে লক্ষ্মীর প্রবেশ

লক্ষ্মী। গীত

কি জানি কি হয় মনে,
তাই তো এখন ভ্রমি বনে,
মনে হয় প্রাণের ব্যথা বলি ব'সে কারুর সনে।
ব্যথায় মরি আমি নারী,
ব্যথা কার' দেখ্‌তে নারি,
ব্যথিত যে জন আমি তারি,
যত্ন করি ব্যথিত জনে।
মনের দুঃখে ঝরে আঁখি
দেখ্‌বে কে আর দেখে পাখী,
আমি তারে মনে রাখি,
যে আমারে রাখে মনে।

চিন্তা। দূরে ধীরে সুমধুর স্বরে কেবা গায়?
মলিন-বদনে কাননে কে ভ্রমে বামা!
আহা, দুঃখের সঙ্গীত,
কোন্ অভাগিনী,
বিপিন-বাসিনী মম সম,
আসে মম পাশে,
বুঝি কিবা সুধাবে আমায়।

লক্ষ্মী। হ্যাঁ মা, তুমি কে মা, বনে এক্‌লা ব'সে কেন মা? আমরা মা কাঠুরে, যদি তোমার ঘর না থাকে, আমি তোমায় ঘরে রাখি, আমি একটু দূরে ঐ নগরে থাকি।

চিন্তা। মাগো, আমি বড় অভাগিনী,
পতি সনে এসেছি কাননে,
স্বামী গেছে মৎস্য ধরিবারে।

লক্ষ্মী। তোমরা কি জেলে?

চিন্তা। নহি মা ধীবর,
কিন্তু কি করি মা, উদর বড়ই দায়।

লক্ষ্মী। কেন গো, কি ক'র্‌বে কেন? কেন, তোমার স্বামী এলে ব'লো, কাঠ কেটে নে বাজারে বেচ্‌বে, একটু দূরে চন্দন-বন, বাজারে বেচ্‌লে ধন পাবে। দেখ, আমি যাই, ঘরকন্না দেখ্‌তে হবে, ভুল না, তোমার স্বামীকে ব'লে নগরে এস তবে।

চিন্তা। কে তুমি মা, কোথায় নগর?

লক্ষ্মী। গীত

কাননে ফুট্‌বে কলি,
সন্ধ্যাকালে উঠ্‌বে তারা,
অনুরাগে আগে যাবে,
পথ পাবে তায় দিশে-হারা।
দেখ্‌লে তার বিমল আলো,
ঘুচ্‌বে মা তোর মনের কালো,
আলো ক'রে চল্‌বে ধীরে,
মনোহরা সে চাঁদের পারা।

[লক্ষ্মীর প্রস্থান।

শ্রীবৎসের প্রবেশ

শ্রীবৎস। দেখ—দেখ,
এনেছি বৃহৎ মৎস্য, প্রিয়ে,
দগ্ধ করি করিব ভক্ষণ।

চিন্তা। দেহ নাথ, আমি দগ্ধ করি।

[চিন্তার প্রস্থান।

শ্রীবৎস। বহুশ্রমে হয় উপার্জ্জন,
কিন্তু অতি প্রিয় অর্জ্জনের ধন।
মৎস্য-লাভে যে আনন্দ হইল আমার,
নব রাজ্য অধিকারে হয় নি তেমন।
নাহি ভয়, যাবে দিন কোন মতে,
ক্লান্ত দেহ অতিশয়,
মৎস্য ল'য়ে আসুক মহিষী,
ততক্ষণে তরুতলে করিব বিশ্রাম,
নব তৃণ অতি সুকোমল,
নিদ্রায় কাতর এত হই নাই কভু।

শয়ন

চিন্তার প্রবেশ

চিন্তা। আহা! অভিভূত ভূপতি ধরণীতলে,
কুসুম-শয্যায় নিদ্রা না আসিত যাঁর,
এবে কিবা দশা তাঁর,
হায়! এই ছিল বিধাতার মনে,
সুকোমল কায়ে শ্রম নাহি সহে,
হায়, দিন কেমনে কাটিবে,
ভেবে আর কি উপায় হবে।
দয়াশূন্য শনির অন্তর;
রাজ্যেশ্বর ধরণী-শয়নে—
চন্দ্রাননে বহে শ্রম-বারি,
হায়, কেমনে নিবারি
প্রাণের দারুণ জ্বালা!

উপাদেয় দ্রব্য নানা মত,
যত্নে কত
নারিতাম খাওয়াতে রাজারে,
তাঁর করে পোড়া মৎস্য কেমনে বা দিব!
আহা, মৎস্য পেয়ে
আনন্দে এলেন ধেয়ে।
লাগিয়াছে খার,
ধৌত করি নিকট-সলিলে!
নিদ্রা যান নরপতি!
হায়, সুসময় কখন' কি হবে,
ঘুচিবে প্রাণের কালি!
[চিন্তার মৎস্য ধুইতে গমন।
একি! একি, কি হল, কি হল!
পোড়া মৎস্য পলাল কপাল-গুণে।
হায়,
আকুল ক্ষুধায় রাজা, কি বলিব তাঁরে!
লজ্জা রাখ ভগবান্,
কি হবে আমার দশা;
শুকায় অগাধ নদী কপালে আমার,
পোড়া মৎস্য প্রবেশে সলিলে,
নৃপতিরে কেমনে দেখাব মুখ!
হায় শনি! গ্রহরাজ তুমি,
লজ্জা নাহি রাখ রমণীর?
দেহ মৎস্য ফিরে,
নহে কবে লোকে,
এ ছার উদরে—
দিছি মৎস্য ক্ষুধার জ্বালায়!
ধিক্ প্রাণ, হেন অপমান
সহে কি নারীর প্রাণে,
কে করিবে লজ্জা নিবারণ?

শ্রীবৎস। ক্ষুধায় আকুল প্রাণ,
কেন চিন্তা মৎস্য নাহি আনে?
শুভক্ষণে দেখা ধীবরের সনে,
নহে আজি হ'তো কি উপায়?
চিন্তা—চিন্তা, বিলম্ব কি হেতু কর,
বড় ক্ষুধাতুর আমি,
চিন্তা—চিন্তা,
আন মৎস্য, ভক্ষণ করিব দুইজনে;
একে পরিশ্রমে হয়েছি কাতর,
তাহে তিন দিন অনশন,
হের অস্তগামী দিনমণি,
বিলম্ব কি হেতু?

চিন্তা। হায় নাথ, কহিতে সরম,
বেদনায় বিদরে মরম,
দগ্ধ মীন গেছে পলাইয়ে!
গুণমণি, আমি অভাগিনী,
কি কব তোমায় আর,—
কে কোথায় শুনেছে এ কথা।
ভগবান, কেন দিলে হেন ব্যথা,
এ লজ্জা কে ঘুচাবে আমার।

(নেপথ্যে শনি।) সলিল শুকায়,
পোড়া মৎস্য যায়,
দেখ্ কিবা হয় আর—
আমি অতি হীন, বলেছ প্রবীণ,
ওরে ক্ষুদ্র নর ছার!

শ্রীবৎস। রাণি, না কর রোদন,
শুন শুন শনির বচন,
অদৃষ্ট-লিখন যা ছিল, ঘটিল তাই,
তুমি পতিব্রতা—ত্যজ মনোব্যথা,
রুষ্টগ্রহ ঘটায় সকলি,
প্রিয়ে, তাই বলি কেন এলে
অভাগার সনে!

চিন্তা। ভাবি নাথ, কি হবে, কি হবে!
তরুতলে করহ বিশ্রাম;
দেখি হেথা পাই যদি ফল।

শ্রীবৎস। চল দোঁহে মিলি খুঁজি বন,
পক্কফল আছে দূরে,
সৌরভ বহিছে বায়ু,
দেখ—দেখ কি সুন্দর তারা,
আলো করে কানন কিরণে।

চিন্তা। নাথ, হইল স্মরণ
একা নারী অপূর্ব্ব মাধুরী,
ব'লেছিল সুন্দর তারকা-কথা।

শ্রীবৎস। দেখ,
পথ যেন করিছে নির্দ্দেশ,
ধীরে ধীরে নাচে তারা।

চিন্তা। চল যাই যে দিকে নির্দ্দেশ ক'রে
ব'লেছিল নারী,
পাইব নগরী,
হ'লে তারা-অনুগামী।

শ্রীবৎস। চল যাই, যা হবার হবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

নগর-প্রান্তর

শনি

শনি। লক্ষ্মীর বচনে এসেছ এ স্থানে,
ভাব মনে মম হস্তে পাবে পরিত্রাণ।
ত্রিভুবনে কোথা হেন স্থল,—
অষ্টকুলাচল সপ্তসিন্ধু,
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল মম অধিকার;
যেথা ভাব আমি আছি দূরে,
সেথায় নিকট আমি।
দেখ্ তোরে দিই ছারে খারে,
ভেদ করি পত্নী-সনে।

প্রথম স্ত্রীলোকের প্রবেশ

১ স্ত্রী। হ্যাঁ গা ঠাকুর, কে গা তুমি, কাকে খোঁজ?

শনি। দেখ্‌ছি তোদের ভাগ্যি ভারি,
লক্ষ্মী-অংশে এখানে এসেছে এক নারী,
আমি সন্ধান ক'চ্চি তারি।

১ স্ত্রী। হ্যাঁ হ্যাঁ, কাল রাত্রে মেয়ে-মরদে এসেছে—আহা, দেখ্‌তে যেমন, কথাও তেমন, মা বই আর বাক্যি নেই। তুমি ঠাকুর, কে গা?

শনি। আমি গণক, গুণে ব'ল্‌তে পারি কি দশা হবে কার, তোর কপালে সাতটি ছেলে, তোর মরণ হবে কাশীধামে, তোর ধনে ধন কাবাসে বন, গোলা ভরা থাক্‌বে ধান, আর দিন দিন তোর স্বামীর বাড়্‌বে মান।

দ্বিতীয় স্ত্রীলোকের প্রবেশ

২ স্ত্রী। ওলো, তুই বনে ফল তুল্‌তে যাবি নি, এখানে দাঁড়িয়ে কি ক'চ্চিস্?

১ স্ত্রী। দেখ্ ভাই, গণককার ঠিক ঠাক্ ব'লেছে সব আমায়, তুইও গুণিয়ে যা না।

শনি। তোরও খুব কপাল জোর, কাঠ কাট্‌তে তোর স্বামী গেছে ভোর, কড়ি আন্‌বে ধামা ভোরে, ভেসে যাবে খেয়ে উগ্‌রে। আর তোদের কপালের জোর ভারি, আজ পর্‌বি নূতন শাড়ী; এসেছে নূতন সওদাগর, টাকা বিলোবে ঘর ঘর।

১ স্ত্রী। বলি, এ দিকে এস না গণক ঠাকুর, শ্যামির মার যদি কপাল দাও গুণে, তার ভাতারটা ভারি খুনে, ঠেঙ্গিয়ে দিয়েছে হাড় ভেঙ্গে, ভাতার যদি বশ ক'রে দাও তো, পান সুপারী কত পাও।

শনি। বলি, এ আর কি—আমি যদি জল-পড়া দিই, তার ভাতার কোন্ ছার, বনের গণ্ডার বশ্ ক'রে রাখ্‌তে পারে।

১ স্ত্রী। তবে এস না গা ঠাকুর, তার বাড়ী একটু দূর, ঐ দেখা যাচ্চে ঘর, ঐ দেখ না, ঐ চালের বাতা ক'চ্চে কর কর।

তৃতীয় স্ত্রীলোক ও একজন পুরুষের প্রবেশ

৩ স্ত্রী। এই দেখ, কেমন নূতন শাড়ী পেয়েছি, তোরাও যাস্ তো পাস্, নৌকাখানা গে ছুঁবি, শাড়ী আর জোড়া টাকা পাবি।

১ স্ত্রী। ওমা, তাই তো, ঠিক্ ঠাক্ সব গুণে ব'লেছে, তোরে বেশ শাড়ী খানি দিয়েছে।

পুরুষ। মাঠাক্‌রুণ, তোমরাও এস।

১ স্ত্রী। বলি হ্যাঁগা, কি ক'ত্তে হবে?

পুরুষ। নৌকা একখানা ছোঁবে, আর শাড়ী পাবে।

শনি। শালকাঠের নৌকা খানা, ছুঁলেই পরে সোণাদানা, তোদের কপাল জোরে ডাক্‌লো বান, তাই চড়ায় লাগ্‌লো নৌকা খান।

স্ত্রীগণ। গীত

ফের দিয়ে সই প'রবো শাড়ী,
আয় ছুঁবি আয় সাধের তরী,
এসেছে সখের বেণে নিয়ে সখের সদাগরি।
ছুঁতে হয় আর কিছু নয়,
সাধ্‌ছে এত যেতে তো হয়,
নাই তো এতে ধরাধরি।

[শনি ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

সওদাগরের প্রবেশ

সওদা। ঠাকুর, হেথা তুমি বুঝি আবার ভণ্ডামি ক'ত্তে এসেছ, তোমার কথায় বস্তা বস্তা শাড়ী বিলালুম, আর নৌকা কেবল ভুস্ ভুস্ ব'সে যাচ্ছে! বলি ও শুক্‌নো কাঠের নৌকা,—তোমার মতন তো তেমন রস নাই যে, মেয়ে মানুষ ছুঁলেই গা সেওরাবে—

ভেসে যাবে। শ্যামী, বামী, পদ্মিনী তর বেতর দেখা দিলে, বাবা, জলের ধারে ইস্কা-পনের পুরুষ।

শনি। তুই যেমন ষণ্ডা সওদাগর, শাড়ী বিলাচ্চিস ঘর ঘর, যে পতিব্রতা, তারে ধর!

সওদা। ঠাকুর, যে সিদ্ধেশ্বরীর ঠাট্ এসে কূলে দাঁড়াল, তাদের চোদ্দ পুরুষ পতিব্রতা, তা এক পুরুষ কি; যেমন দেশ, নব নাগরীরাও তেম্‌নি।

শনি। আমি শুনেছি ঠিক্, তুই বেল্লিক তা বুঝ্‌বি কি? দেখ্ দেখি খুঁজে দেখ্, কোথায় কে পতিব্রতা আছে।

সওদা। বলি, ভোর থেকে এই বেলা দুপুর অবধি দেখ্‌ছি, খালি শাড়ীর শ্রাদ্ধ!

শনি। দেখ্, আমি একটু স'র্‌চি।

সওদা। না বাবা, আমি তোমায় ধ'র্‌চি, শাড়ীর দাম আদায় ক'র্‌চি।

শনি। ঐ সে মাগী আস্‌ছে, ওকে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে বল্ যেতে, যাই চল, ওর স্বামী কাঠ্ কাট্‌তে গিয়েছে, সে এলে আর যেতে দেবে না।

সওদা। কে আবার নয়ন শীতল ক'র্‌তে আস্‌ছেন, বাঃ বাঃ বাঃ! ধুব্‌ড়ির ভেতর খাশা চাল যে, এই দিকেই যে আস্‌ছে।

চিন্তার প্রবেশ

চিন্তা। হ'লো বেলা দ্বিপ্রহর,
প্রাণেশ্বর এখনও না ফিরে এল,
কমনীয় তনু ফুলময়,
শ্রম কত সয় তাঁর,
কত দূর না জানি চন্দন-বন?
কাঠুরিয়াগণ কেহ নাই আসে ফিরে।
শীর্ণ তনু মলিন বদন,
কাননে ভ্রমণ,
আছে কত দিন কপালে লিখন আর;
হায় বিধি, কি তব নিয়ম,
রাজ্যেশ্বরে পাঠাও গহন,
হীনজনে বসাও হে সিংহাসনে।
কত দিন এ যাতনা সব,
স্বামীর দুর্দ্দশা নয়নে হেরিব,
সাধ হয় মরি, মরিবারে নারি,
শুশ্রূষা কে করিবে স্বামীর;
এত হ'ল, সকলি ফুরাল,
রহিল এ অভাগিনী-প্রাণ,
পাষাণ—পাষাণ,
নহে মলিন বয়ান হেরিয়ে রাজার
কেন না বিদরে বুক?

সওদা। এইবার ঠাকুর, কথার মতন কথা বটে, এ ছুঁলে শুক্‌নো কাঠ গা ভাসান দিলেও দিতে পারে, নিদেন হাতে হাতে শাড়ী খানা দিলে, শাড়ী খানাও সার্থক হবে।

চিন্তা। কেবা দুইজন?
কাজ নাই ফিরে যাই ঘরে।

সওদা। বলি লক্ষ্মি, একটা কথা শোন, আমি বিদেশী বণিক, বড় দায়ে প'ড়েছি।

চিন্তা। অতিথি আপনি?

সওদা। না অতিথি নয়, আমার নৌকা-খানি চড়ায় আট্‌কে গিয়েছে, গণকে গুণে ব'লেছে যে, পতিব্রতা রমণী ছুঁলে নৌকা ভাস্‌বে, যদি অনুগ্রহ ক'রে সঙ্গে আসেন।

চিন্তা। মহাশয়, ক্ষমুন আমায়,
মম স্বামী নাহি ঘরে,
যাইতে নারিব অনুমতি বিনা তাঁর।

সওদা। দেখুন, আমার নৌকা সাত দিন আট্‌কে আছে, দেশ বহুদূর—রাজার আজ্ঞা, একমাসের ভেতর ফির্‌তে হবে, নইলে ধনে-প্রাণে যাব,—লক্ষ্মি, কৃপা করুন, নদী নিকটে, একবার স্পর্শ ক'রে আস্‌বেন।

চিন্তা। আইস মম কুটীরে বণিক,
আসিবেন পতি ফিরে,
যাব তাঁর অনুমতি ল'য়ে।

সওদা। কেন আর বিলম্ব ক'র্‌বেন, পরোপকার মহাধর্ম্ম—সুবাতাস উঠেছে, এখন যদি নৌকাখানি ভাসে, অনেক দূর যেতে পার্‌বো, আপনার স্বামী রুষ্ট হবেন না, কৃপা ক'রে আসুন।

চিন্তা। স্পর্শে মম ভাসিবে তরণী?

শনি। বিচিত্র না ভাব গুণবতি,
সতীর অসাধ্য কিবা?
মিথ্যা নহে বাণী,
গণিয়াছি আমি,
স্পর্শে তব ভাসিবে তরণী।

নাহি জান আপন মহিমা,
লক্ষ্মী-অংশে জনম তোমার,
স্বামী-ভক্তি-ফলে অসাধ্য সুসাধ্য তব,
না মান বিস্ময়,
হয় নয় এখনি বুঝিবে।
নহে দূরে—দেখ স্পর্শ ক'রে,
ভাসে বা না ভাসে তরী।
মহাব্রত পর-উপকার,
বিপাকে পড়েছে এই বিদেশী বণিক,
তরিবে তোমার গুণে;
দেশে দেশে গাবে তব যশ,
স্বামী তব অতি সদাচার,
সদা পর-উপকারে রত,
তুষ্ট হবে শুনিলে এ কথা।

সওদা। দেখুন, আমি বড় দায়ে ঠেকেছি, ব'ল্‌ছি আপনি রক্ষা করুন।

চিন্তা। ভাল, চল তবে,
আমা হ'তে হয় যদি উপকার।

[সওদাগর ও চিন্তার প্রস্থান।

শনি। দেখি—দেখি, লক্ষ্মী কিবা করে তোর,
মম ছল নারী হ'য়ে কি বুঝিবি?
প্রভাবে আমার—
তরণী ঠেকেছে চরে,
ভাসিবে পরশে তব।
দেখিব—দেখিব,
পতি-সনে কেমনে নিশ্চিন্ত রহ,
না হ'লে বিচ্ছেদ, মম খেদ না মিটিবে,
বৃথা শনি নাম ধরি,
যদি মনঃকষ্ট দিতে নাহি পারি;
কোথা তবে প্রভাব আমার,
সুখে যদি বহে দিন!
দেখি—দেখি, করি কি উপায়,
দেখি, পতিসনে রহ বা কেমনে?
ভাব প্রণয়-পুলকে
সুখে রবে শনির দশায়,
দেখিব—দেখিব,
দুর্দ্দশার সীমা না রাখিব।
অধিকার দশম বৎসর মোর,
এই তো সূচনা,
নানা ক্লেশ আছে বাকি।

[শনির প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

নদী-তীর

স্ত্রীলোকগণের প্রবেশ

১ স্ত্রী। বলি হ্যাঁগা, আমার শাড়ী খানা এমন কেন গা, একখানা ভাল দেখে দাও; বিম্‌লির পাড় যেন ফিতের, আমার কেমন কপাল ভাংগা, ও ছুঁলে, আমিও ছুঁলেম, ও কেমন ভাল কাপড়খানা পেলে!

সওদাগর ও চিন্তার প্রবেশ

সওদা। বলি লক্ষ্মীরা, একটু গা মার, ছুঁয়ে তো মাথা কিন্‌লে।

১ স্ত্রী। এর আর মাথা কেনা-কিনি কি গা, ছুঁতে ব'ল্‌লে ছুঁলুম। ওমা, মুখনাড়া দেখ, সেধে কি না কাপড় নিতে এসেছিলুম! কাজের সময় কাজি, কাজ ফুরোলে পাজি; ঘরকন্না প'ড়ে রইল, তাড়াতাড়ি এসে নৌক' ছুঁলুম, তা একটা খোস্‌নাম নেই।

সওদা। ঠাক্‌রুণরা ভেব না, খোস্‌নাম দেশ-বিদেশে ক'র্‌বো, যে খোস্‌খত মুখ দেখে গেলুম, তা জন্মেও ভুল্‌বো না।

১ স্ত্রী। শোন্‌ শোন্‌, ডেক্‌রার কথা শোন্‌, আহা, ওর মুখখানি কি চাঁদপানা গা!

সওদা। চাঁদপানা হোক আর না হোক, অমন ভেট্‌কি পানা নয়। আপনি আসুন, নৌকা ছুঁন।

চিন্তার নৌকা স্পর্শকরণ ও নৌকা ভাসমান

সকলে। হরি হরি হরি হরি হরি! নৌকা ভেসেছে, নৌকা ভেসেছে!

সওদা। বাবা, ফের চড়ায় লাগ্‌লে তোমায় পাব কোথা, ওষুধ সঙ্গে নিই।

চিন্তাকে নৌকায় উত্তোলন

চিন্তা। ছাড়্‌, ছাড়্‌, নরাধম মোরে,
সর্ব্বনাশ হবে তোর।

সওদা। যখন হবে তখন হবে, হাল ফিল তো মজায় থাক্‌বো!

চিন্তা। ছাড়্‌ দুরাচার, সবংশে সংহার হবি,
রক্ষা কর,
রক্ষা কর, কেহ মোরে দুর্জ্জনের হাতে,

রক্ষা কর, রক্ষা কর মোরে,—
হে বণিক্, পিতা তুমি মম, ছাড় মোরে,
আমি বড় অভাগিনী,
কেন কর পীড়ন আমায়?
সওদা। রহিবে অতুল সুখে,
ভাব কেন চন্দ্রাননে!
চিন্তা। দেখ দেখ, কেশরী-কামিনী—
ভেকে করে অপমান!
যাবে প্রাণ, যাবে দেহ হ'তে,
অশুচি হ'য়েছে দেহ দুর্জ্জন-স্পর্শনে!
ত্রিভুবন-পূজ্য পতি মম,
কোথা গেল এ সময়?
হায় নাথ, তব আজ্ঞা বিনা
আইলাম দুর্জ্জনের সাথে,
প্রতিফল পাই হে তাহার।
কোথা গুণমণি, অধিনীর যায় প্রাণ,
দেখ এসে—কি দশা হইল শেষে!
হীন লোকে কহে কুবচন;
ওহে জগৎ-লোচন-রবি,
ধর্ম্ম রাখ দুখিনীর;
প্রাণ হ'তেছে অস্থির,
ব্যঙ্গ করে পাষণ্ড আমায়;
যদি হই সতী, পূজে থাকি পতি,
দিনপতি, রাখহ আমায়,
ঘোর দায় পদাশ্রয় চাহি, দিননাথ,
পবিত্র পাবক!
পবিত্র অন্তরে ডাকি হে তোমারে,
উদ্ধার হে এ ঘোর সংকটে,
কেহ নাই, কার মুখ চাই,
মহজ্জ্যোতি, গতি কর অভাগীর!
তমোহর, ধর্ম্মের আকর,
ধর্ম্ম-ভয়ে চরণে শরণ মাগি,
জ্যোতির্ম্ময় জীবন-আধার,
অবলার ভয় ঘুচাও, ভাস্কর,
তস্করের হাতে কর ত্রাণ।
নন্দিনী কাতরা, এস ত্বরা,
জরা দেহ মোরে।
বিপদ দুস্তর, কর পার ভগবান্!
ডাকে পতিব্রতা,
ভবত্রাতা হও কৃপাবান,
এস ত্বরা রক্ষা কর মোরে,—
নহে নারী-বধ লাগিবে তোমারে;
মহাভয়ে রাখ পায়, ভয়হর!
সওদা। শৃঙ্খল এনে এরে বেঁধে রাখ,
নইলে ঝাঁপ দেবে।
চিন্তা। কোথা গুণমণি,
কোথা তুমি এ সময়?
তোমার রমণী—
বন্দী করি রাখে হীন জনে।

চিন্তাকে বন্ধন

হায় হায়, কি হ'ল কি হ'ল!
কেন মম দুর্বুদ্ধি ঘটিল,
আইলাম দুর্জ্জনের বোলে।
প্রাণ নাহি যায়, কি করি উপায়,
কে আশ্রয় দিবে?
ধর্ম্ম রক্ষা কিসে মম হবে!
নাহি বল ছেদিতে শৃঙ্খল,
ঝাঁপ দিতে নারি জলে।

দৈববাণী

ভেব না—ভেব না,
আমি দিনমণি—সদয় তোমায়,
উজ্জ্বল কিরণমালা ঘেরিবে তোমারে,—
যতদিন নাহি পাও পতি-দরশন,
জরাগ্রস্ত দুর্জ্জন হেরিবে;
রাখ ধর্ম্মে মতি, যাবে দিন,
চিন্তা ত্যজ গুণবতি!
সওদা। যাও যাও—তীরবেগে।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

কুটীর

শ্রীবৎস

শ্রীবৎস। চিন্তা, চিন্তা, কোথা তুমি?
দেখ বেচিয়ে চন্দন,
পাইয়াছি কত ধন,
সুখে দিন যাবে সুলোচনে!
চিন্তা, একি—কোথা চিন্তা?
গিয়েছে কি বারি হেতু?
ওহো! কত কষ্টে হয় উপার্জ্জন,
ঊষায় পশিনু বনে—
এবে প্রায় গোধূলি আগত—
ক্ষত পদ, ক্ষত দুই কর,

ক্ষত অঙ্গ কণ্টকের ঘায়,—
কিন্তু পাইয়াছি ধন,
অন্ন-কষ্ট হবে বিমোচন,
যাবে দুঃখ, চিন্তার হেরিয়ে হাসি।
কোথা গেল প্রেয়সী আমার?
বিলম্ব হেরিয়ে,
গিয়েছে কি অন্বেষণ হেতু?
চিন্তা, চিন্তা—
একা কেন যাইবে কুটীর ত্যজি,
গিয়াছে কি প্রতিবাসী-নারী সনে?
একি! অকস্মাৎ বাম-আঁখি নাচে,
বাম-অঙ্গ কাঁপে কি কারণ,
বুঝিবা বিপদ ঘটে,
দেখি কোথা চিন্তা,
ভাল নহে কাজ।

[শ্রীবৎসের প্রস্থান।

দুইজন স্ত্রীলোকের প্রবেশ

১ স্ত্রী। কই লো, তুই যে ব'ল্লি মরদ এয়েছে?

২ স্ত্রী। আমি ভাই দেখে ছিলাম, ভয়ে কিছু বোল্তে পারলাম না।

১ স্ত্রী। তোর ভ্যালা ভয়, বল্লে এখন খুঁজতে যেতো।

২ স্ত্রী। দরিয়ায় ভেসে গেছে, আর খুঁজতে কোথা যাবে?

১ স্ত্রী। না না, চল, কোথা গেল, খবরটা দেওয়া ভাল।

[উভয়ের প্রস্থান।

শ্রীবৎসের প্রবেশ

শ্রীবৎস। চিন্তা, চিন্তা, এসেছ কি ফিরে?
কোথা গেল প্রেয়সী আমার,
নাহি জানি কি বিপদ ঘটে।
পদে পদে শনি,
প্রণয়িনী কোথায় আমার,—
চিন্তা, চিন্তা, কোথা তুমি?

স্ত্রীলোকদ্বয়ের পুনঃ প্রবেশ

১ স্ত্রী। ওগো বাছা, তুমি ফিরে এসেছ, আর ডেকে কোথা দেখা পাবে, পোড়ারমুখো সওদাগর এসে, জোর ক'রে ধ'রে নৌকায় তুলে নিয়ে চ'লে গিয়েছে।

শ্রীবৎস। অ্যাঁ অ্যাঁ! কি বল, কি বল!
চিন্তারে আমার,—

১ স্ত্রী। হ্যাঁ গো, নৌকাখানা ছুঁতে ডেকে নিয়ে গেল, ছুঁতেই নৌকা ভাস্‌লো, আর ধ'রে নিয়ে গেল।

শ্রীবৎস। নারায়ণ, এত ছিল তব মনে!
শীঘ্র বল, কোন্ পথে গেল?

১ স্ত্রী। সন্‌সনিয়ে দরিয়ায় ভেসে গেল, কোথা গেল, কেমন ক'রে বোল্‌বো!

শ্রীবৎস। হায়! বজ্রাঘাত কে করিল শিরে,
কে হরিল প্রাণের পুতলি,
হায়রে না জানি,
একাকিনী শত্রুর মাঝারে
অভাগিনী কত কাঁদে;
বল বল, কোন্ দিকে গেল তরী?

১ স্ত্রী। পশ্চিম মুখে চ'লে গেল।

শ্রীবৎস। হায় ভগবান,
এত ছিল কপালে আমার,
চিন্তা, চিন্তা, কোথা গেলে প্রাণেশ্বরি!
কোথা তোর দেখা পাব?
হা চিন্তা!

মূর্চ্ছা

১ স্ত্রী। ওলো শীগ্‌গির আয়, শীগ্‌গির আয়, মিন্‌সে বুঝি প'ড়ে ভির্‌মি গিয়েছে।

[সকলের প্রস্থান।

শনির প্রবেশ

শনি। আরে রে দুর্জ্জন,
লক্ষ্মী তোর কোথায় এখন?
বুঝেও কি বোঝনি আমায়,
পোড়া মৎস্য সলিলে পলায়,
বেচিয়ে চন্দন পাইয়াছ ধন,
সুখে দিন করিবে যাপন?
জান না—জান না,
কেড়ে লই মুখের গরাস!
ত্যজ—ত্যজ সুখ-আশ,
যতদিন রবে মম অধিকার,
রাজ্য গেছে, নারী গেছে, হবি পরাধীন।
আরে হীনমতি, আমি হীন—
দেখ্ দেখ্, শ্রীবৎস রাজন,
দীনতা কতই তোর হয়।
দেখি তোর কতদিনে হয় জ্ঞানোদয়,

কতদিনে পূজা দেহ মোরে,
ছার খার হবি অহঙ্কারে।

[শনির প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

নদী-তীর

শ্রীবৎস

শ্রীবৎস। হায়, হায়! ঈশ্বর, কি করিলে আমায়!
গেল রাজ্যবাস, হ'লো ধননাশ,
তাহা না গণিনু মনে,
প্রিয়া-সনে ছিলাম প্রাণের সুখে,
তাহে দৈব অরি;
আহা প্রাণেশ্বরি, কোথা গেলে?
কে দুর্জ্জন করিল হরণ
আমার জীবন-ধন?
শূন্য প্রাণ-মন, শূন্য এ জীবন,
শূন্য এই দেহ, প্রেয়সী বিহনে ধরি।
সাগর-বাহিনি, বল তরঙ্গিণি,
মম প্রণয়িনী গেছে কত দূরে?
জীবন-আধার, প্রেয়সী আমার,
বল তার কোথা দেখা পাব?
কোথা যাব,
তারে ছেড়ে কেমনে রহিব,
শত্রুপুরে স্মরিয়ে আমারে,
কত কাঁদে বামা!
অন্তর বিকল
ব'লে দেহ, কোথা গেলে পাব প্রেয়সীরে?
অকূল পাথারে দেহ কূল, ভগবান,
ওহে জগৎ-জীবন,
আশুগতি সমীরণ,
মম প্রাণধন কোথা আছে,
বল মোর কাছে,
ব্যোমচর, যে জান বল না,—
প্রাণের ললনা,
ছেড়ে গেছে, কোথা আছে অভাগিনী?
মরি, প্রাণে মরি,
বার্ত্তা দেহ কেহ কৃপা করি,
প্রাণেশ্বরী কোথা মোর ভাসে,
শত্রুবাসে কাঁদে হে হুতাশে,
শান্ত হবে আমারে হেরিলে,
আমা বিনা সে ত নাহি জানে আর।
আহা, রাজার নন্দিনী,
আমা হেতু বিপিনবাসিনী,
পেলে কত ক্লেশ না ভাবিল লেশ,
অবশেষে কি দশা হইল তার!
বুঝি চন্দ্রাননী ত্যজিয়াছে প্রাণ,
আর সে বয়ান এ জনমে না হেরিব!
হাসি মুখ নেহারি তাহার,
স্বর্গ-সুখ ভাবিতাম ছার;
কোথা গেল বিনোদিনী—
চিন্তা, চিন্তা,
কোথায় রয়েছ মোরে ভুলে!

[প্রস্থান।

চতুর্থ অংক

প্রথম গর্ভাংক

নদী-গর্ভ,—দূরে সুরভী-আশ্রম

নৌকোপরি লক্ষ্মী ও চিন্তার প্রবেশ

লক্ষ্মী। গীত

প্রাণ আমার কেমন করে,
নিত্য তোরে দেখতে আসি,—
তুমি যাও জলে ভেসে,
নয়ন-জলে আমি ভাসি।
জান না সুলোচনা, বেড়েছে আনাগোনা,
কব কি, কি যাতনা, দেখ্‌লে তোদের উপবাসী।

মা, এই অমৃত পান কর।
চিন্তা। ধরি পায় হেন কথা ব'ল না, জননি!
শুন মাতা কমলবাসিনি,
কোথা স্বামী নাহি জানি,
আমা-হারা উন্মাদের প্রায়,
কোথা কি দশায় ভ্রমে মম প্রাণনাথ,
যত্নে তারে কে দেবে গো অন্ন-পানি,
আহা বুঝি আছে উপবাসী!
নহি মাতা জীবন-প্রয়াসী আর।
লক্ষ্মী। ধেনু রূপে স্তনের ক্ষীরে
খাওয়াই আমি তোর পতিরে;
রইতে নারি আসি ধীরে,
ভালবাসি দেখ্‌তে তোরে।
চিন্তা। মা কোথা মোর স্বামী?

লক্ষ্মী। গীত

দিনের ফেরে যাও মা ভেসে,
গেলে দিন ব'ল্‌ব এসে
দুজনে মিলন হবে সদাই আমি অভিলাষী।
রাখ কথা রাজবালা,
ঘুচ্‌বে তোমার মনের জ্বালা,
পতিরে দেখ্‌বে ধ্যানে, ধর সুধা মধুভাষী।

চিন্তা। দেহ সুধা, করি পান।

লক্ষ্মী। গীত

প্রাণ আমার সদাই দোলে, তরঙ্গে যাব ব'লে,
মা বলে ডাক্‌ছে আমায়
আর তো হেথা রইতে নারি।
বারিতে জনম আমার,
তাই বুঝি বয় নয়ন-বারি।
মা ব'লে হই উতলা,
তাইতে গো নাম-চপলা,
যে ভক্তিভাবে আমায় ভাবে,
তারে কবে ভুল্‌তে পারি।

[লক্ষ্মীর প্রস্থান।

চিন্তা। হায়, একি দশা হেরি তব, প্রাণনাথ!
দীন-সম হীন কার্য্যে রত!
কাঁদে তব দুঃখিনী রমণী
চেয়ে দেখ প্রাণেশ্বর!
এ কি, কোথা আমি!
ধন্য নিদ্রা! এ দশায় এস চোখে,
হে তরুণ রবি!
হেরিলাম স্বপনে নাথের ছবি,
তুমি তাহা করিলে অন্তর,
মম প্রাণেশ্বর জীবিত কি এতদিন!
ওহে জগতলোচন, কর দরশন,
কোথা প্রাণধন মম,
দেহ অধিনীরে সমাচার।
উষ্ণতা আকর!
কত উষ্ণ অন্তর আমার,
হের নিরন্তর চক্রাকারে ঘুরে!
দেখ, দেখ, হে মিহির,
ভীষণ তিমির, ঘেরিয়াছে প্রাণ মম।
দিক্‌শূন্য নয়নে আমার,
নেত্র-ধার বহে অনিবার,
নাথের বিরহে পল বহে যুগ-সম।
কৃপা কর, ওহে তমোহর!
স্বর্ণ-করে কর মম শৃঙ্খল ছেদন,
যাব যথা জীবনের জীবন আমার,
দুঃখ-পারাবার কর পার,
দর্শনে তোমার,
লোকময় আনন্দ অপার.
কোন্ দোষে দোষী দাসী তব পদে,
দুস্তর যন্ত্রণা সহে;
কৃপাসিন্ধু, কৃপা কর অনাথায়,
ঐ বুঝি উঠিছে দুর্ম্মতি.
করি নিদ্রা-ভাণ।

নৌকার অপর পার্শ্ব হইতে সওদাগরের প্রবেশ

সওদা। মদটা খেয়ে মাথাটা ঝম্‌ঝম্ ক'র্‌ছে, বেটী পেত্নী না কি? ডেঙ্গায় দেখ্‌লেম, শিশির-ধোয়া ফুলটি, জলে এমন বিগ্‌ড়ে গেল কিসে? ছাড়া হ'চ্ছে না,—বাঃ বাঃ বাঃ, চক্‌চকে ইটের কাঁড়ি কোত্থেকে এল!

কূলে শ্রীবৎসের প্রবেশ

শ্রীবৎস। ধেনুরূপা জগৎ-জননী,
দুগ্ধ মোরে দেন একাধারে,
পান করিবারে নারি,
ক্ষীর-ধারে তিতে ক্ষিতি,
কৃপাময়ী গো-মাতা আমার;
হেথা নাহি শনি-অধিকার,
কিবা করি কিরূপে সময় হরি।
করি ইষ্টক নিৰ্ম্মাণ,
হায়, স্থির নহে প্রাণ,
সে বয়ান নিয়ত নয়নে জাগে;
হায়, কি দশায় ভেসে যায়
প্রাণ-প্রিয়া মম,
ভুলিতে না পারি,
কেমনে রহিব স্থির!
স্বার্থপর—তত্ত্ব নাহি করি প্রেয়সীর,
শনি-ভয়ে এ স্থান না করি ত্যাগ,
কি উপায়ে ভাসিব অর্ণবে,
পেলে তরী দেশে দেশে ফিরি,
দেখি কোথা সুন্দরী আমার।
হায় হায়, কে নির্দ্দয়,
হৃদয়ের নিধি নিল হ'রে,
হায়, প্রাণপ্রিয়ে, কোথা গেলে!

ঘোরে মস্তিষ্ক আমার,
আর না ভাবিতে পারি,
ভেবে কিবা পাব কূল,
হায়, হৃদিবৃন্ত ছিঁড়ে
কে হরিল সুবর্ণ-নলিনী?
চন্দ্রাননি,
অযতনে পরের পীড়নে
কেমনে কাটাবে দিন?
মনে পড়ে মলিন বদন,
কণ্টকে বিচ্ছিন্ন কলেবর,
রবির কিরণে
শ্রম-জল ঝরে ঝরঝরে,
তবু নহে কাতরা প্রেয়সী;
তবু চাঁদমুখে হাসি,
তুষিতে আমার মন।
হায়, এ রতন হারানু কোথায়?
প্রাণ যায়, দেখা দাও প্রাণেশ্বরি!
আশা গায় পুনঃ প্রিয়ে, পাইব তোমায়,
তাই প্রাণ রাখি,
যদি তোরে বারেক নিরখি,
প্রাণে আর মমতা না করি।
কোথা গেলে, কোথা আছ ভুলে?
আহা, ভোলে নাই—
সে কি মোরে ভুলিবারে পারে!
কে পাষণ্ড রাখিয়াছে ধ'রে,
এত দিন আমারে না হেরে,
বুঝি প্রিয়ে বেঁচে নাই;
আছে বেঁচে, আছে বেঁচে,
নহে প্রাণ ধরি কি আশার আশে?
কে দেবতা সদয় হইবে,
সংবাদ কি দেবে,
ওহো! শূন্য—শূন্য সমুদয়!
হেথা নাহি শনি,
বিরাজেন সুরভী জননী,
এস তাল বেতাল আমার,
মৃত্তিকায় করহ কাঞ্চন,
কর আসি ইষ্টক গঠন।

সওদা। বাঃ, বাঃ! বেটা মাটি ধ'রে সোণা করে! বলি ওহে, ইট কি ক'র্‌বে?

শ্রীবৎস। আহা, সুন্দর তরণী,
বুঝি অধিকারী করে সম্বোধন।
মহাশয়,
কৃপা করি তরি-পরে লবেন আমারে?

সওদা। কোথা যাবে?

শ্রীবৎস। সঙ্গে যাব,
যথাযোগ্য মূল্য যথা পাব,
ইষ্টক বেচিব।

সওদা। (স্বগত) সোণার ইট গুলো ফাঁকি দিতে হ'চ্চে। (প্রকাশ্যে) দাঁড়াও, কিনারায় যাচ্চি, আস্‌বে তো এস,—মাঝি, কিনারায় ভেড়াও।

শ্রীবৎস। অতি সজ্জন তুমি হে সাধু।

সওদা। (স্বগত) দাঁড়াও না, তোমায় কদু দেখাই।

শ্রীবৎস। (স্বগত) সাধুর কৃপায়,
দেশে দেশে করিব ভ্রমণ,—
যদি পাই প্রিয়া-দরশন।
হরিল যে প্রিয়াকে আমার,
দেখা পেলে তার তখনি জীবন বধি;
বুঝি এতদিনে হ'লো শুভ দিন।

সওদা। নাও, হাতা-হাতি ক'রে তোল; বাঃ তোমার বেশ ইট, এম্‌নি দেশে নিয়ে যাব, ইট বেচে রাজা হ'য়ে যাবে।

শ্রীবৎস। অর্দ্ধ অংশ দিব মহাশয়।

সওদা। না, আমার ও তো দরকার নাই, তোমার ইট তোমার থাক্‌বে, তুমি সজ্জন লোক, দুজনে থাক্‌বো, গপ্প-সপ্প ক'র্‌বো।

শ্রীবৎস। তুমি সদাশয়, হে বণিক!

সওদা। নাও, ডিঙ্গা ছেড়ে দাও।

চিন্তা। কতই ঘুমাব আর,
নিদ্রাঘোর কোন মতে নাহি টুটে।

সওদা। বেটার হাত-পা বাঁধ,—বেটার হাত-পা বাঁধ্‌,—বাঁধ্‌ বেটাকে বাঁধ্‌—দে বেটাকে পাথর বেঁধে ফেলে।

শ্রীবৎস। এ সময় কে আছে কোথায় মম,
অপঘাত-মৃত্যু ছিল অদৃষ্টে আমার,
সিন্ধু-নীরে ডুবে মরি!
চিন্তা, চিন্তা, কোথা তুমি এ সময়?

শ্রীবৎসকে জলে ফেলিয়া দেওন

চিন্তা। মম প্রাণেশ্বরে
দুরাচার সলিলে নিক্ষেপ করে।
প্রাণনাথ, প্রাণনাথ,
বন্দী আমি তরী 'পরে।

লহ লহ উপাধান,
যদি হয় সাহায্য ইহাতে।
হায়, কি হ'ল আমার!
ওই—ওই প্রাণনাথে সলিলে গ্রাসিল,
বিধি, এত মনে ছিল তোর,
যারে প্রাণ, যারে দেহ ছেড়ে!

মূর্চ্ছা

সওদা। আরে, বারে বারে—মাগীর ভাতার, —যাক; মায়ে-পোয়ে গ্রেপ্তার; বেটীর কথায় কথায় দাঁত-কপাটি। আঃ, ছি ছি! বেটী কি কদাকার ব'নে গেল। বাবা নে, জোর চল্, আজ কিছু হাতে লাগ্‌লো,—তোফা। ইট্‌গুলো রাজা-রাজ্‌ড়া ছাড়া কেউ নিতে পারবে না।

চিন্তা। কই, কই, কই প্রাণনাথ!
কোথা গেলে বজ্রাঘাত ক'রে শিরে?
হায় হায়, কি হ'ল আমার,
দুরাচার, কেন রাখ অগাভীর প্রাণ,
বধরে আমায়, ঘুচুক সকল জ্বালা।

সওদা। আপনা হ'তেই হবে, না খেয়ে আর ক' দিন থাক্‌বে।

চিন্তা। না না, তাতে নাহি যাবে প্রাণ,
বধ মোরে,
কৃপা ক'রে বধহ জীবন।
ওমা লক্ষ্মি,
এই হেতু অমৃত ক'রেছ দান!
আরে আরে কি দেখিনু,
ওরে প্রাণ, বক্ষ ফেটে হওরে বাহির।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

উদ্যান

ভদ্রা ও লক্ষ্মী

ভদ্রা। গীত

কিবা কাঞ্চন-গঞ্জন বরণ,
ঊষা ভূষা কে দিল তোরে ভুলাতে জন-মন।
সাধ করে—আদরে কথা কও,
কথা কই গলা ধরে!
কথা কও না, জান না কত করিলো যতন,
হেরিতে ভূষিত নয়ন।

লক্ষ্মী। বলি রাজকুমারি,
ঊষা দেখেই চোখ্ ফেরে না,—

না জানি দেখা যখন হবে লো তোর
বঁধুর সনে,
আর কিলো কথা ক'বি,
আর কিলো ফিরে চা'বি,
প্রাণ ভ'রে দেখ্‌বি চেয়ে আপন মনে।

ভদ্রা। আহা, কে তুমি সুন্দরি,
রূপ হেরি ফিরাইতে নারি আঁখি,
কহ কার নারী, কি আশে সম্ভাষ মোরে?
হাসি সুধারাশি, মন অভিলাষী,
সখী ব'লে যতনে তোমারে রাখি।

লক্ষ্মী। নিয়ে ফুলের ঝারি, সদাই ফিরি,
রাজকুমারীর যোগাই মালা।
যে আমার প্রাণ বোঝে না,
সেখানে প্রাণ যাবে না,
তাইতে তো তোমার কাছে
এলুম, ওগো রাজবালা!

ভদ্রা। হেন কিসে কর অনুমান,
আমি প্রাণ বুঝিব তোমার?

লক্ষ্মী। যেখানে প্রাণ মেলে তার,
প্রাণের কথা প্রাণই জানে,
নইলে কি আসি এমন,
আপন হ'তে প্রাণ কি টানে?

ভদ্রা। বলি ছড়া রাখ, সাদা দুটো কথা কও।

লক্ষ্মী। রাজকুমারি, মালা নাও।

ভদ্রা। সাধি সবিনয়ে, দেহ পরিচয় মোরে।

লক্ষ্মী। যে বনমালী, পতি বলি—
বাঁধি তারে প্রেমের ডোরে।

ভদ্রা। দেখি, ভাল জান বঁধুর আদর,
কেমনে এসেছ ফেলে?
শুনি, বঁধু-সনে
সযতনে নয়নে নয়নে,
নিয়ত রহিতে হয়।
শুনি সুলোচনে, বঁধু পানে
কতক্ষণ চেয়ে রও?

লক্ষ্মী। বঁধু তো প্রাণের বঁধু,
থাকে বঁধু প্রাণে প্রাণে,
প্রাণে তারে সদাই হেরে,
চেয়ে থাকি তারই পানে।
আজ কালে বুঝ্‌বে বালা,
বঁধুকে লোক দেখে কত,
যে যত চায় সে তত চায়,
সাধ বাড়ে তার চাইতে তত।

ভদ্রা। কেমনে বুঝিব?
লক্ষ্মী। বঁধু পাবে।
ভদ্রা। তুমি ঘট্‌কী হবে?
লক্ষ্মী। ঘট্‌কী হই যদি বল।
ভদ্রা। সে ত ভাল,
রাঙ্গা বঁধু এনে দিতে হবে মোরে।
তা না হ'লে মনে না ধরিবে,
ভাল জিজ্ঞাসি তোমারে,
স্বয়ম্বর দেখেছ কখন?
লক্ষ্মী। মনে মনে বরে যারে,
সভা-মাঝে মালা দেয় তারে।
ভদ্রা। মনে মনে বরে,—
বরে কারে?
লক্ষ্মী। বরে।
ভদ্রা। কেবা বর?
লক্ষ্মী। প্রাণ চায় যারে।
ভদ্রা। প্রাণ চায় ঊষারে আমার,
প্রাণ চায় চাঁদে,
প্রাণ চায় তরুণ-তপন।
লক্ষ্মী। প্রাণ চায় সুন্দর তোমার।
ঊষা, চাঁদ, তরুণ-তপন,
একত্রে যথা সম্মিলন,
তারে মালা দতে পার, রাজবালা?
ভদ্রা। কোথা হেন জন?
লক্ষ্মী। আছে তো নয়ন,
যদি কর সাধ, দেখাই তোমায়।
ভদ্রা। কোথা রহে হেন জন?
লক্ষ্মী। আবাসে আমার—
বসে সেই ভুবনমোহন।
ভদ্রা। কত দূর?
লক্ষ্মী। তব মালিনীর ঘরে;
বল যদি আনি নিশাকালে
উদ্যানে গোপনে,
অপ্রত্যয় না কর কুমারি!
মালিনীর বহিন-ঝিয়ারী আমি;
ঘর বহুদূরে,
এসেছি দেখিতে স্বয়ম্বর।
ভদ্রা। যে অবধি স্বয়ম্বর-আয়োজন,
প্রাণ উচাটন, কারে মালা দিব,
কারে স্বামী ব'লে হৃদে দিব স্থান,
মনোভাব সতত গোপনে রাখি;
সতত চমকি,
ভাবি মনে, কি হবে কি হবে।
কেন নাহি জানি—
তোমারে আপন হয় জ্ঞান,
তাই খুলে বলি গো তোমারে,
কার তরে পরিব গো ফাঁসী,
হব কার দাসী,
কার পায় বেচিব প্রফুল্ল প্রাণ,
কারে যৌবন করিব দান,
অভিমান কে মম বুঝিবে?
মান ক'রে ঢাকিলে বয়ান,
কার প্রাণ কাঁদিবে আমার তরে?
কার আদরে অন্তরে
ফুটিবে কমল-কলি,
কারে হেরে ভুলিব ঊষার ছটা,
দিবানিশি করি আন্দোলন,
স্থির কিছু করিবারে নারি।
লক্ষ্মী। যেচে প্রাণ বিলাতে না হয়,
প্রাণ আপনি বিলায় পরে।
ভুলায়ে নয়ন
ঊষা তব মজায়েছে মন,
রূপে যার নয়ন মজিবে,
স্বরে শ্রবণে বহিবে সুধা,
স্পর্শ-সাধে উন্মাদিনী হবে প্রাণ,
হাসি হেরে সরস অধরে
ব্যাকুল অধর হবে,
তবে বুঝিবে কুমারি,
কেন নারী যেচে হয় দাসী;
চন্দ্রাননে, বুঝিবে তখন
কাহার আদরে
অন্তরে বহিবে সুধা-ধারা;
ধরা হবে সুখময়ী,
রূপবতি, জেন' গুণবতি,
রূপে বাঁধে প্রাণে প্রাণে,
আসি বালা, হলো বেলা।

গীত

মন বোঝে না মনের কথা,
বুঝায়ে দেয়লো আঁখি,—
হৃদয় খোলে অমনি ভোলে,
শেকল পরে আপনি পাখী।

হৃদি-চাঁদ হৃদে ফেরে, রেখেছে মেঘে ঘেরে,
হের্‌লে শশী মন পিয়াসী,
হয়লো সুধার মাখামাখি।
[লক্ষ্মীর প্রস্থান।

ভদ্রা। জিনি নবীন নলিনী
নবীনা মালিনী—
এল, বলে গেল সুধামাখা কথাগুলি।
কি জানি কি চায় প্রাণ—
যাই সঙ্গীত-আলয়। [ভদ্রার প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

নগর-প্রান্তর

লক্ষ্মী ও বাতুল

লক্ষ্মী। আর নাহি যেতে হবে বহুদূর,
এ নগরে রহ কতদিন;
রাজা বাহু গুণাকর,
শ্রীবৎসের পিতৃসখা।

বাতুল। বলি, না হয় সেখানে ছিলুম, এখানে এলুম, তাতে বড় আপত্তি নাই, কিন্তু এত পাক দিচ্ছ কেন বল দেখি?

লক্ষ্মী। ইথে কষ্ট কিছু নাহি তব।

বাতুল। কষ্ট নাই আমার গুণে, তোমার গুণে নয়, খালি পেটে পাক খেয়েছি, না হয় ভরা পেটে খেলুম—বাবা, এ যাত্রা চোর্‌কি-বাজি খেল্‌লুম।

লক্ষ্মী। দেখ,
বহু উপকারী তব শ্রীবৎসরাজন।

বাতুল। বটে, তারই কৃপায় ভরা পেটে পাক খাচ্চি, তা কি আঁচ্চি যে, চট্‌ ক'রে তাকে ধ'র্‌বো? শনির করুণা যৎকিঞ্চিৎ জানা আছে, এই তো প্রায় দশ বচ্ছর পোরে, গুন্‌ছি, তারে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

লক্ষ্মী। যার কৃপা-বলে প্রাণ দান পেলে,
তার কার্য্যে এত অনাদর তব?

বাতুল। প্রথম চোটে তো উপকার করেছি, রাজ্যি ছাড়িয়েছি, বনে পাঠিয়েছি, বাকি তো কিছু করি নি, এখন কি গর্দ্দনা কাট্‌তে বল? তা দেখাবে চল।

লক্ষ্মী। চাহ বধিবারে উপকারী জনে?
অতি মন্দ-বুদ্ধি তব।

বাতুল। আমি কি ক'র্‌বো, চার কাল লোক ক'রে আস্‌ছে, আমি নূতন ধ'র্‌বো? কমলার করুণা একজনের ওপর দেখাও দেখি, যে না উপকারীর মাথা কাট্‌বে? রাজাকে আলোয় আলোয় বিদায় কত্তে পাত্তুম, তাহ'লে পেটের ভাত জুট্‌তো না।

লক্ষ্মী। কিবা সুখে আছ এবে,
রাজদ্রোহী প্রজাগণ,
অরাজক—অত্যাচার
বলবান রাজ্যময়,—
পীড়ন তো ঘোচে নি কাহার।

বাতুল। তা সমভাবই বটে, তা একবার ওষুধের মাত্রা বোদ্‌লে দেখ্‌লে, রকম ফের্‌টা এক রকম মন্দ নয়! বলি, চোক-বাঁধা গরুর মত তো ঘোরাচ্চ, এখন কি ক'ত্তে হবে ব'ল্‌তে পার?

লক্ষ্মী। শনি-মুক্ত হইবে ভূপাল।

বাতুল। ঠাক্‌রুণ, তুমি শনিকে জান না, তাঁর করুণা কিঞ্চিৎ গাঢ়, দয়াময় দেবতাকে আজীবন জানা আছে।

লক্ষ্মী। কেন, ফিরিছে তো দশা তব।

বাতুল। শনির প্রেম—সাগর বিশেষ, তার নানা তরঙ্গ, কখন তোলে, কখন ফেলে, তোলা-পাড়া ঘোচে নি, বেশী চিন্তায় কাজ নাই, এই খানে থাক্‌তে হবে, আচ্ছা রইলুম।

লক্ষ্মী। সিংহাসনে বসে যদি শ্রীবৎসনৃপতি,
ভাল কিবা মন্দ তাহে?

বাতুল। ভাল মন্দ বুঝি নি, মোদ্দা বসে বসুক।

লক্ষ্মী। যবে জ্বলিল বিদ্রোহানল,
বণিক সকল,
মন্ত্রী, সেনাপতি—
পলাইল ত্যজিয়ে রাজায়।

বাতুল। ও পুরোন খপর অবগত আছি, একটু নতুন ব'লতে হবে।

লক্ষ্মী। এবে মন্ত্রী ভাবে রাজা হবে,
সেনাপতি ভাবে সেই মত,
বণিক সকল,
অর্থ-বলে করিতেছে বাহিনী সংগ্রহ,
ভাবে রাজকার্য্য করিবে একত্রে মিলি;
শ্রীবৎসের কেহ না উদ্দেশ করে।

বাতুল। সার বুঝেছ।

লক্ষ্মী। কেন, রাজা হ'তে বাসনা কি তব?

বাতুল। না, আমি কিছু অসার বুঝি, কিন্তু কি ক'ত্তে হবে বল?

লক্ষ্মী। বাহু নামে রাজা এই দেশে,
সাহায্য তাহার চাহে কৃতঘ্ন সকল,
করতল করিবারে সিংহাসন,
মিথ্যা ক'রে বুঝাবে রাজায়;
উপস্থিত হ'ও গে সভায়,
প্রস্তাব, "তোমার রাজ্য হোক অধিকার,
কিন্তু যতদিন শ্রীবৎস না আসে,
সিংহাসনে কেহ নাহি বসে,
প্রতিনিধি করিবেক রাজ্যের রক্ষণ।"

বাতুল। তার পর, তার পর?

লক্ষ্মী। কবে তুমি, "গ্রহ-কোপে প্রচ্ছন্ন রয়েছে,
সময়ে উদয় হবে রাজা।"

বাতুল। তুমি তো সব জান, তুমিই গিয়ে কেন বল না?

লক্ষ্মী। আছে বিশেষ কারণ,
দরশন দিতে নারি।
দেখিলে আমায়,
বাহুরাজা রেখে দিবে বন্দী ক'রে।
বেলা যবে তৃতীয় প্রহর,
সভাস্থলে হ'য়ো উপস্থিত;
যাই আমি, দেখা হবে সময়-অন্তরে।

বাতুল। বলি পরিচয় দিলে না?

লক্ষ্মী। সময়ে সকলি;
লহ এ মাণিক,
উপহার দিও নৃপতিরে।

[লক্ষ্মীর প্রস্থান।

বাতুল। প্রজাগুলোর সঙ্গে নেচে তো বে'চে গিয়েছি। দেখ্লুম মজা, তিন বেটার সুমত্লব নয়, কিন্তু যদি নাচ্লো তো গোলে হরিবোল। আহা, মন্ত্রী মহাশয় বড় সদাশয়, যে দিন শুভ দৃষ্টি হয়, সে দিনই বুঝেছি, পাগল ব'লে দিচ্ছিলেন ঠেলে। রাজা কোথায় তার ঠিক নাই, কিন্তু কেন যে ঘুরি, তা ব'ল্তে পারিনা, মাগী কাঁচ-পোকার মত এসে ধরে, যেতে হবে রাজ সভায়।

ব্রাহ্মণ-বেশে শনির প্রবেশ

শনি। ওরে, তোর কপালে ভারি গ্রহ। গ্রহ টান্ছে রাজসভায়, মারা প'ড়ে যাবি ঠায়।

বাতুল। কপালে যে ভারি গ্রহ, তা বহু-দিন জানি, মারাও যে একদিন যাব, তাও অবগত আছি; তা ভাগাড়ে না ম'রে রাজসভায় গে মরি। আহা, মধুরভাষী ঠাকুর, তুমি তো বড় উপকারী গা।

শনি। যদি এ দেশ থেকে যাস তো পরি-ত্রাণ পাস্।

বাতুল। রাজসভায় যেতে বারণ করাতেই আভাস তার বুঝেছি।

শনি। যদি কথা শুন্তিস্ তো ভাগ্য ফল্তো।

বাতুল। তুমিই তো ব'ল্লে, রাজসভায় কোন ফল ফ'ল্বে।

শনি। তুই তো ভারি বোকা, প্রজাগুলো তোর কথা শোনে, তুই গে রাজা হ' না।

বাতুল। দেখ্ছি ঠাওরে, রাজা হ'লে তোমায় পাটরাণী ক'র্বো।

শনি। বেল্লিক!

বাতুল। মন উঠ্ল না, পাট-হস্তী বল, আর পাট-মন্ত্রী বল, যা বল, তাই করি। বলি ঠাকুর, কথাটি কি, কিছু নেবে তো নাও।

শনি। আমায় আর কি দিবি?

বাতুল। বেল মুক্তা গর্দ্দানা বাঁচাতে এসেছ? আচ্ছা আমার একটা কিল্ বাঁচাও।

শনি। কি বলিস্, মার্বি না কি?

বাতুল। গুণে দেখ না, কি ক'রবো।

শনি। দেখি দেখি, তোর হাত গুণে দেখি?

বাতুল। বলি বিধাতাপুরুষ কি কপাল ছেড়ে হাত ধ'রেছেন না কি, লম্বা চওড়া হাত খানি দেখে আঁচড় পাঁচড় অনেক কেটেছে; কিল্টার কি ঠাওরালে?

শনি। আমার কথা শুন্লি নি, যখন মারা যাবি, তখন বুঝ্তে পার্বি।

বাতুল। যখন মারা যাব, আপনা আপনি বুঝ্তে পার্বো; দেখ, তুমি বড় কিছু ক'ত্তে পাচ্চনা, তোমরা শনির চেলা বইত নয়, গ্রহদেব স্বয়ং আমার রন্ধ্রগত।

শনি। তুই আমার কথা শুন্লি নি?

বাতুল। ঠাকুর, নিন্দা কর, আগা গোড়া শুনেছি।

শনি। মারা গেলি, মারা গেলি, মারা গেলি।

[শনির প্রস্থান।

বাতুল। বে'চে গেলি, বে'চে গেলি, বে'চে গেলি। একটু আভাস লাগছে, কোঁদল্টা শ্রীবৎস রাজাকে দে মেটে নাই, ঠাকুরের যে ছাঁদ দেখ্লেম, ইনি নিদেন শনির বরপুত্র না হ'য়ে যান না। আর মাগীও আমায় নিয়ে ঘোরাচ্ছে। আমার মুষ্টিযোগ জানা আছে বাবা, ম'লে আর কোন বেটা-বেটীর ধার ধারবো না। যখন মরণভয় ছেড়েছি, মা কমলা, বাবা শনি, তোমাদের দু'জনের হাতই এড়িয়েছি। ম'রে কষ্ট পাই, পুরান পড়া সোজায় প'ড়ে যাব, বিধাতা পুরুষ আড়্খতে কলম কেটে কপালে দে গেছেন।

[বাতুলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

মালঞ্চ

মালিনী ও শ্রীবৎস

মালিনী। মাসী বলে, বেশ মধুরভাষী, আমিও ভাল বাসি, কত সেবা করে; তুমি যে দিন অজ্ঞান হ'য়ে জলের ধারে পড়েছিলে,—সে দিনও এলো, ব'ল্লে বিদেশিনী, নাম কমলিনী। আমার মনে হয়, সত্যি যেন বোন-ঝি।

শ্রীবৎস। মাগো, তুমি করুণা-প্রতিমা,
সম দয়া সবারে তোমার,
তব কৃপা বিনা, এত দিনে
শমন-ভবনে করিতাম বাস, মাতা!

মালিনী। আচ্ছা, তোমার কিছু মনে হয় না—সাগরে প'ড়লে, কেমন ক'রে ভেসে এলে?

শ্রীবৎস। এই মাত্র আছে মা স্মরণ,
হই যবে সলিলে মগন
বিষম প্রস্তর ভারে,
যেন বীর দুইজন
পৃষ্ঠ'পরে যতনে লইল তুলে,
কিছু আর নাহি মনে।

মালিনী। বড় আশ্চর্য্য কথা, কিন্তু সত্যি, জলের ধারে যখন তোমায় দেখ্তে পেলুম, যেন বিরোদাকার দু'জন স'রে গেল।

লক্ষ্মীর প্রবেশ

লক্ষ্মী। মাসি, ফুলের যোগান দিয়ে এলুম, রাজকুমারী বড় সুন্দরী, রঙ্ যেন চাঁদের কিরণ, মুখখানি যেন ফুল দিয়ে গড়া, গান করে যেন বাঁশী বাজে, আমাদের দু'জনের খুব ভাব হ'য়েছে। মাসি, তোমার আহ্নিকের জায়গা ক'রেছি।

মালিনী। যাই, বাছা।

শ্রীবৎস। কমলিনী, নাম কি তোমার?
কোথায় নিবাস,
কার তুমি আদরের ধন?
বল, ভগিন,
আমি তব সহোদর।

লক্ষ্মী। **গীত**

কমল বড় ভালবাসি, তাইতে বলে কমলিনী,
আদরিণী যার আদরে, তারই তরে বিদেশিনী।
পতি মোর বনমালী, গাঁথে না মালা ঘুমায় খালি,
দেয়গো দেয় ভাসিয়ে আমায়,
তাই তো থাকি একাকিনী।

শ্রীবৎস। বিনোদিনি, নহ তুমি সামান্যা রমণী,
নারী-কুল-রাণী,
অযতন তোমারে কে করে!

লক্ষ্মী। দাদা, তোমার বে হবে।

শ্রীবৎস। পাগলি!

লক্ষ্মী। সত্যি বলি, তাই পাগলী!

শ্রীবৎস। কহ, কেমনে জানিলে?

লক্ষ্মী। কেন, কিবা নাহি জানি?
বিবাহ হইবে, তাই তাল বেতাল তোমায়
আনিয়াছে এ নগরে,
রাজা হবে, যাবে পুনঃ ঘরে ফিরে।

শ্রীবৎস। কেবা তুমি সত্য বল মোরে,
কোন্ দেবী মানবী-আকারে,
দেহ পরিচয় ঘুচাও সংশয়,
গূঢ় কথা কেমনে জানিলে?

লক্ষ্মী। এই এই, এই হেতু এত স্তব,
ব'লেছে বেতাল তাল সব সমাচার।

শ্রীবৎস। কোথা দেখা পেলে দোঁহাকার?

লক্ষ্মী। কেন, মালঞ্চে আইল দোঁহে,
ডাকিয়ে আমায় কহিল সকল কথা।

শ্রীবৎস। কিছুই বুঝিতে নারি!
লক্ষ্মী। দাদা, ভালবাস মোরে?
শ্রীবৎস। আছে কিরে কেহ এ সংসারে,
হেরিয়ে তোমায় ভাল নাহি বাসে?
লক্ষ্মী। তুমি ভালবাস?
শ্রীবৎস। বাসি,
কিবা তব হয় অনুমান?
লক্ষ্মী। বাস, এস তবে।
শ্রীবৎস। কোথা?
লক্ষ্মী। যথা যাই।
যদি ভাল বাস, সাথে এস,
জিজ্ঞাসার প্রয়োজন কিবা?
শ্রীবৎস। চল।
লক্ষ্মী। ব'ল, তুলি ফুল।
যাব মালা গাঁথিতে গাঁথিতে।

গীত

সিত পীত লোহিত বরণ,
ফুলের মালা গাঁথ্‌ব চিকণ,
গোধুলির বরণ ঘটা ফুলের ছটা ক'র্‌বে হরণ।
ধরে না মধু অধরে, ফুটেছে আপন আদরে,
সৌরভে গরব বিহীন, কেবা এমন কুসুম
যেমন।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

উদ্যান

ভদ্রার প্রবেশ

ভদ্রা। গীত

কেবা অধরে ধরে নিশাকরে,
হেম-ঊষা কার খেলে কলেবরে,
নবরবি-ছবি কে ধরে।
বিমন-মন হেরিতে মোহন,
সুধা লহরী কার স্বরে,
নেহারি কারে বিকাশি প্রাণ,
কে মানী রাখে মানিনী-মান;
কার আদরে সুধা-নির্ঝর, হৃদে ঝর ঝর ঝরে,
জিনি কমনীয় কুসুম-হার,
সরস পরশ না জানি কার;
না জানি নয়নে নয়নে কে বাঁধে,
প্রাণ পড়ে ফাঁদে কার তরে।

যেন হেম-বিহঙ্গিনী সুধা-কণ্ঠধ্বনি,
এল, চ'লে গেল দেখিতে দেখিতে,
কিবা সুধাময় ভাষা,
জাগিল পিপাসা,
আশা প্রাণে কি বলে—কি বলে;
কে এল—কে এল,
ছলে মোরে ক'রে গেল উন্মাদিনী!
শশী-সোহাগিনী বাড়িল যামিনী,
তারা-হারে খেলিছে আদরে,
কুসুম-দশনা বামা।
ব'লে গেল, কই এল কই,
পেয়ে মম হৃদয় আভাস,
যেন তারা-শশী করে উপহাস,
ফুল-কলি মুচকি মুচকি হাসে,
মন্দানিল পরশে শিহরি—
যায় ব্যঙ্গ করি,
লাজে কালি ঊষা না হেরিব;
মরি মরি কিশলয় কর,
বহিছে সময়,—
একাকিনী কেন রাজবালা!
কি জ্বালা, কি জ্বালা,
ভৃঙ্গ গুঞ্জি আসে,
কি মোহিনী ভাষে,
উন্মাদিনী করিল অন্তর;
প্রাতে স্বয়ম্বর, কাঁপে কলেবর,
কার গলে মালা তুলে দিব।
আমি তার, কে হবে আমার?
বাড়িল যামিনী,
দেখি গিয়ে মানিনী নলিনী,
কুমুদিনী পানে ফিরে নাহি চায়,—
চ'লে যায় সে যদি সোহাগ করে।

অন্যদিক হইতে শ্রীবৎস ও লক্ষ্মীর প্রবেশ

লক্ষ্মী। গীত

দেখ্‌বো যদি রাখ্‌তে পারি গোপনে,
অধরে আদর হেরে ক'র্‌বে আদর যতনে।
নীরবে প্রাণের খেলা, নীরবে দেবে মালা,
নীরবে হেরবে শশী, ব'সে নীরব গগনে।
নীরবে হের্‌বো বঁধু, নীরবে ফুল
ঢাল্‌বে মধু
প্রাণে প্রাণে বাজ্‌বে বীণে,
নীরব-কুসুম-কানলে।

ভদ্রা। আহা, সেই সুধা মাখা স্বর,
গীতে বিমোহিত প্রাণ!
আহা, দেখ দেখ মুদিত হ'য়ো না আঁখি,
কি হেরি, কি হেরি,
প্রাণে আর না ধরে মাধুরী!
কই তুমি, কোথা গেলে মন,
বল বল, কোথা আমি,
আরে কর, কি কর কি কর,
ধর ধর, লুকালে পাবে না আর!
বল, কেন অচল চরণ,
চল চল,
নহে শশী-করে যাবে মিশাইয়ে।
এ কি, এ কি, কি দেখি—কি দেখি,
মাধুরী—মাধুরীময়!
নাহি শশী, তারা, কুসুম-কানন,
একটী রতন, একটী রতন,
পূর্ণ—পূর্ণ দিশি একটী রতনে!

লক্ষ্মী। দাদা, যদি ভালবাস মোরে,
উপহার আদরে গ্রহণ কর;
দেখ রাজবালা, ঊষা-শশী,
তরুণ-তপন একত্রে মিলন!
মালা তুলে দাও গলে।

শ্রীবৎস। চিন্তা, চিন্তা, কোথা তুমি?
হা শশীমুখি, প্রেয়সী আমার!

মূর্চ্ছা

ভদ্রা। একি, এ কি দূতি,
বসুমতি, লও অভাগীরে!

লক্ষ্মী। শনি, তুমি প্রবল-প্রতাপশালী!
দেখ শশি,
যত্ন ক'রে রেখ' দোঁহে সুধা-ধারে,
প্রাণ-বায়ু বহ সমীরণ,
আজ্ঞা দেছে নারায়ণ।

[লক্ষ্মীর প্রস্থান।

বাহুরাজা' রাণী ও শনির প্রবেশ

বাহু। কোথা,
কোন দুরাচার উদ্যানে পশেছে মোর?
এস,
দেখ'সে মহিষি, তনয়ার আচরণ;
কই, কোথা গেল দ্বিজ,
কোথা কুল-কলঙ্কিনী কন্যা মোর?
সমাগত ভূপাল-মণ্ডলে
কেমনে দেখাব মুখ;—
কই, কোথা গেল?

শনি। দেখ, ভূমিতলে লোটে দোঁহে।

[শনির প্রস্থান।

রাণী। এ কি, এ কি, মৃতদেহ দুই ধরাতলে,
হায় ভদ্রা, কোথা গেলে তুমি!

শ্রীবৎস। চিন্তা, চিন্তা,
দেখা দিয়ে কোথায় লুকালে!

ভদ্রা। কোথা নাথ, কোথা প্রাণনাথ!

বাহু। কেবা এ পুরুষ,
মেঘাচ্ছন্ন রবি সম!
কে তুমি?

শ্রীবৎস। ভাগিনেয় মালিনীর।

ভদ্রা। পিতা, প্রাণনাথ মম,
ক্ষমহ জনক, হইয়াছি স্বয়ম্বরা।

বাহু। রক্ষি, লহ দোঁহে কারাগারে,
আরে মূঢ়, এত বড় স্পর্দ্ধা তোর,
জান না কি,
রাজদণ্ডে প্রাণনাশ হবে তোর।

শ্রীবৎস। নরনাথ, প্রাণে সাধ নাহিক অধিক।

বাহু। রক্ষি, কারাগারে ল'য়ে যাও দোঁহে।

[রক্ষী সহ শ্রীবৎস ও ভদ্রার প্রস্থান।

রাণি, এত নাহি জানি,
অপমানে কেমনে দেখাব মুখ?
এ কি স্বপ্ন-সম বিধাতার খেলা!
আজি বধ করিব দোঁহারে।

রাণী। বিচক্ষণ তুমি প্রাণনাথ;
মাথা হে'ট অবশ্য হইবে,
মালীরে দিয়েছে মালা!
কিন্তু যদি বধ দোঁহে,
কলঙ্ক রটিবে তব,—
কবে সবে, ভ্রষ্টা ছিল তনয়া ইহার।
ত্যজ তনয়ায়,
যাক্ দোহে মালিনী-আলয়,
নাথ, আমি নহি অপরাধী,
গুণনিধি, পায়ে ধ'রে সাধি,
দশমাস ধ'রেছি জঠরে,
শোক-শেল না হান হৃদয়ে মোর,
হায়, এত ছিল এ কপালে!

বাহু। এত দিনে উচ্চ মাথা হ'লো হে'ট,
সত্য কহে রাণী,
কলঙ্কিনী কবে, প্রাণে নাহি সবে,

এ কি হীন রুচি,
কুল মান হইল অশুচি,
আবাহন ক'রে স্বয়ম্বরে,
রাজেন্দ্র সকলে কিরূপে ফিরাব,—
কিবা পরিচয় দেব?
রাণী। নাথ, ভিক্ষা কভু করে না অধিনী,
দুহিতার প্রাণ ভিক্ষা চাই,
ভিক্ষা দেহ, ভিক্ষা দেহ মহীপাল।
বাহু। মহিষি!
রাণী। ভিক্ষা দেহ যাচে কাঙ্গালিনী।
বাহু। দূর কর,
আর যেন হেরিতে না হয় মুখ।
[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

কারাগার

ভদ্রা ও শ্রীবৎস

ভদ্রা। মতিহীন মন,
না বুঝে হইলি পতিঘাতী;
সুখ-সাধে উন্মত্ত হইলি,
নাথে ভাসাইলি,
কি করিলি—কি করিলি প্রাণ!
চঞ্চল হইয়ে মালা দিলে ধেয়ে,
দেহে আর কি সুখ রয়েছে;
আরে—আরে, শত ধিক্ মোরে,
দুস্তর পাথারে
ডুবাইনু অমূল্য রতন;
পতি-নাশ হেতু এ জীবন,
রাখিলাম কলঙ্ক রমণীকুলে;
হায়, ছার কপাল আমার!
পিতা মাতা বৈরি হয় কার,
কে রাখিবে, ভূপতি বিরূপ।
রূপ হেরে মোহ ঘোরে
পড়িনু পাতকী আমি,
গুণমণি, রমণীর মণি,
হেন আর ধরে কি ধরণী,—
অভাগিনী, কি দশা করিনু তাঁর।
কিসে শান্ত হব, প্রাণে কি বুঝাব,
হায় নাথ, আমি তব নাশের কারণ,
অভাগীরে দিতে দরশন,
কুক্ষণে করিলে পদার্পণ,
শত্রু-করে হারালে পরাণ;
পিতা মম বড়ই কঠিন;
হেরি হায়, এ চারু বয়ান
কাঁদিল না প্রাণ,
ভুলিলেন সুতার মমতা,
দুঃখ কথা কে আর বুঝিবে,
অন্তর্যামি, বুঝ অবলার মন,
নারায়ণ, বিসর্জ্জন দিতেছি এ প্রাণ!
রক্ষা করো অপরাধ-হীনে।
আহা প্রাণনাথ,
কি দুর্দশা করিলাম তব!
শ্রীবৎস। আহা রাজবালা, বনবিহঙ্গিনী-সম
উপবনে করিতে ভ্রমণ,
কভু না জানিতে জ্বালা,
কেন বা বরিলে অভাগারে!
ভাবি গুণবতি,
কত আছে কপালে আমার আর!
যে আমারে ভাবে আপনার,
চিরদিন দুর্গতি তাহার,
এ সংসারে হেন ভাগ্যহীন কেবা।
প্রাণময়ী জীবন-সঙ্গিনী
বিলাইয়ে দিনু পরে,—
বিষম সংকটে ফেলিনু তোমারে,
আমা তরে,
ছারখার আত্মীয় স্বজন,
বসি এবে আশ্রয়ে যাঁহার,
মাথা হেট তাঁর,
হাহাকার নগরে আমার হেতু;
ধূমকেতু-সম,
যথা যাই, অনর্থ উদয় তথা।
সান্ত্বনা কি করিব তোমারে,
রাজবালা, বন্ধ কারাগারে,
প্রাণ যাবে জল্লাদের করে,—
সকলের কারণ অভাগা।
ভগবান, আর কত আছে মনে?
ভদ্রা। হায় নাথ, আমি অনর্থের মূল,
রক্ষা কর প্রাণধনে নারায়ণ,
লজ্জা রাখ হরি,
পতিকে করহে ত্রাণ,
প্রাণনাথে মুক্ত কর মহা-দায়ে।
যেন দেখে মরি
নাথ মম আছেন কুশলে,

মৃত্যুকালে মন যেন বোঝে,
প্রাণ যারে পূজে,
সংকট নাহিক তার!
হায়, নিজ সুখ-আশে
ভাসায়েছি প্রাণনাথে,
মরণে এ যন্ত্রণা না যাবে,
রাঙ্গা-পদে রাখ হে মুরারি!

কারাধ্যক্ষের প্রবেশ

কারা। এস দোঁহে কারাগার হ'তে।
ভদ্রা। হায়, বুঝি বধ্যভূমে যাবে ল'য়ে;
কারাধ্যক্ষ, শুনহ বচন,
লহ ধন, আগে বধ মোর প্রাণ,
হায়, পতি ভুবনমোহন!

মূর্চ্ছা

কারা। আরে এ কি, দাঁতকপাটী কিসের?
শ্রীবৎস। আরে রে বর্ব্বর,
রাজবালা না কর সম্মান,
শীঘ্র আন বারি।
কারা। হুঃ, জোর হুকুম, এস এস, বেরিয়ে এস, আর নেখ্‌রায় কাজ নেই।
শ্রীবৎস। উঠ প্রিয়ে,
হীন-প্রাণীসম জীবনে না কর ভয়,
ব্যাকুল হইলে
হীনজনে করিবে উপহাস।
ভদ্রা। কোথা তুমি নাথ?
পোড়া প্রাণ,
এখন' কি যাও নাই তনু ত্যজি?
শ্রীবৎস। উঠ প্রিয়ে, ত্যজ ধরাসন।
ভদ্রা। ডাক নাথ, ডাক হে বারেক।
হায়,
হেন সুধা স্থায়ী নহে অভাগী-কপালে!
কারা। বলি, দেরি ক'চ্চো কেন, আমার কি একটা কাজ?
শ্রীবৎস। এস প্রিয়ে, হীনজনে অবজ্ঞা করিবে।
কারা। উঃ! মস্ত মালির পো।
শ্রীবৎস। এস প্রিয়ে,
দেখাইব, মহতে কিরূপে ত্যজে প্রাণ।
চল, কোথা যেতে হবে?
কারা। তোমার অত জিজ্ঞাসার দরকার নাই, সঙ্গে এস।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

ময়দান

বাতুল ও লক্ষ্মী

বাতুল। বলি ঠাক্‌রুণ, আর কাঁহাতক পাক্ খাওয়াবে, তুমি আমায় নাগরদোলায় দুলিয়ে দাও। রাজসভায় গেলুম, এখন এ মাঠের মধ্যিখানে তোমার সওদাগর কোথা?
লক্ষ্মী। আছে দূরে চন্দন-কানন,
লইতে চন্দন আসিবে সে দুরাচার।
বাতুল। বলি ঠিক্ জানতো আসবে, না গণককারের মত গুণে গেলে।
লক্ষ্মী। কোন্ কথা মিথ্যা মম?
বাতুল। কি জান, উদিক্‌কার কথা সব যোট্ পাট্ খাওয়া ছিল, এগুলো কিছু খাপ ছাড়া—কোথা তেপান্তর মাঠ, আর কোথা নৌকা, তার উপর আবার সোণার ইট—তাইতে কিছু খিট্‌মিট্ ঠেক্‌চে।
লক্ষ্মী। এই পথে যাইবে সে চন্দন লইতে।
বাতুল। নদীর ধারে কুটীর পর্য্যন্ত নিয়ে যেতে পার্‌লেই আমায় ছাড়্‌বে?
লক্ষ্মী। কভু নাহি ছাড়িব তোমারে।
বাতুল। ঠাক্‌রুণ, আপনি শনির বোন, আমায় ছাড়বে না, ব্যাপারটা কি?
লক্ষ্মী। দেখ, পাপমতি আসিতেছে দূরে।
[লক্ষ্মীর প্রস্থান।
বাতুল। আঃ! এই গাছেই গলায় দড়ি দিয়ে মরি, আর কোথায় যাব, আর কত খুঁজবো, মরি, —এই গাছেই গলায় দড়ি দিয়ে মরি। আ মর বেটা সওদাগর, কালা না কি! মরি, এই গাছেই গলায় দড়ি দিয়ে মরি! হায়, মাগ-ছেলে, তোমরা কোথা রইলে! দূর, সাট্ মাফিক্ হ'চ্চে না। আমি এই গাছেই গলায় দড়ি দিয়ে মরি। দেখ, এই বেটা বদ্ধকালা। হায়, কোথায় সওদাগরকে পাব! ও গো, দেখ গো, তোমাদের কে নদেরচাঁদ মরে গো! এই বার এ দিকে আস্‌ছে। হায়, মাগ ছেলে কোথায় গেলে—হায়, মাগ-ছেলে কোথায় গেলে!

সওদাগরের প্রবেশ

সওদা। আরে তুই কে?
বাতুল। হায় রাজকন্যা, তুমি কেন সওদা-

গর স্বপ্ন দেখ্‌লে? রাজার মেয়ে রাজাকে বে করে, তা না, সওদাগর বে ক'রবার বাই কেন?

সওদা। আরে পাগল কি বলে?

বাতুল। যাও, তোমরা সব স'রে যাও, আমি এইখানে গলায় দড়ি দে মরি।

সওদা। ওরে, তুই পাগল না কি রে?

বাতুল। পাগল বই কি, রাজকন্যা ত পাগল হ'য়েই আমায় মজালে।

সওদা। কি ক'র্‌লে?

বাতুল। কে কোথায় এক সওদাগর আছে—বাবা, বিদ্‌কুটে বায়না, সোণার ইটওলা সওদাগর —তারে রাজকন্যা বে ক'রবেনই ক'র্‌বেন।

সওদা। (স্বগত) সোণার ইট না কি বলে! (প্রকাশ্যে) বলি শোন না, মোরো এখন, সোণার ইট কি ব'ল্‌ছিলে?

বাতুল। ব'লছি আমার মাথা আর মুণ্ডু, বাহুরাজার নাম শুনেছ, তার এক আব্‌দেরে মেয়ে আছেন, আর ছেলেপুলে কিছু নাই; দৈবি সেই কন্যারত্ন ঘুমিয়ে উঠে বায়না নিয়েছেন যে, কোথায় কে সওদাগর আছেন, তার সোণার ইট আছে, তাকে তিনি বে ক'র্‌বেন।

সওদা। তা তুমি ম'র্‌বে কেন?

বাতুল। সাধে মরি, রোগে মরি, রাজা আমায় খুঁজতে পাঠিয়েছেন; অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ খুঁজে কোথাও তো পেলেম না, আর তিন দিন মিয়াদ আছে, তিন দিনের মধ্যে পাই তো ভালই, নইলে সপুরী একগাড!

সওদা। সত্যি না কি?

বাতুল। একবার দড়িগাছটা গলায় দে দেখ না, সত্যি কি মিথ্যে।

সওদা। আমার সোণাব ইট আছে।

বাতুল। থাকে—নিয়ে ধুয়ে খেও, পথ দেখ না।

সওদা। সত্যি আমি সওদাগর, আমার সোণার ইট আছে।

বাতুল। সত্যি?

সওদা। বলি, দেখ্‌লে প্রত্যয় ক'র্‌বে? আমার নৌকা দু' কোশ তফাতে আছে।

বাতুল। তুমি সওদাগর কেন, বাপের ঠাকুর, আহা, এমন রূপ না হ'লে কি রাজকন্যা পাগল হয়। ইস্‌, দেখ্‌ছি, কপালে রাজদণ্ড, তা নইলে রাজ্য দেবে কেন?

সওদা। রাজ্য কি?

বাতুল। অর্দ্ধেক রাজকন্যা আর এক রাজ্যি।

সওদা। ছি, তুমি বাতুল না কি?

বাতুল। তোমার সোণার ইট নাই না কি?

সওদা। না।

বাতুল। তাই তো বলি, অমন দুশমন চেহারাও রাজ-কন্যা স্বপ্ন দেখে, তবে যাও পথ দেখ। মাগ্‌রে—ছেলেরে—তোরা কোথা রইলি রে।—

সওদা। বলি অর্দ্ধেক রাজকন্যা ব'ল্লে যে?

বাতুল। তাই ইটগুলো নুকোলে, কথা অশুদ্ধ হ'য়েছে, তোমার গলায় দড়ি ঝুলুক, আর সংস্কৃত বল দেখি? অর্দ্ধেক রাজ্যি আর এক রাজকন্যা; তোমার ইট আছে?

সওদা। আছে।

বাতুল। আহা, চাঁদ যেন দাঁড়াল এসে, কই ইট দেখাবে চল।

সওদা। বাবা, সাধে ইট কম দরে বেচি নি, জানি একদিন দাঁও লাগাবই।

বাতুল। তোমার ইট দেখে তাড়াতাড়ি রাজ-সভায় যাব; তুমি সদর ঘাটে নৌকা লাগিও না, সদর-ঘাট আগে থাক্‌বে, পোড়ো ঘাটে লাগাবে; সেখানে একখানা কুটীর আছে দেখ্‌তে পাবে—মান খোয়াবে কেন—রাজা আদর ক'রে নেবে, আগু পাছু লোক যাবে, তবে ত।

সওদা। দড়ি গাছটা নিচ্চ কেন?

বাতুল। যদি ইট্‌ দেখি, পয়মন্ত দড়ি তুলে রাখ্‌বো, তুমি এখন বুঝতে পাচ্চ না, এ গাছি চাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক

নদীর ঘাট,—দূরে কুটীর

ভদ্রা ও শ্রীবৎস

ভদ্রা। কারা মুক্ত যদি মোরা মাতার কৃপায়,
স্থানান্তরে চল যাই, প্রাণনাথ!

শ্রীবৎস। না না, সম সর্ব্ব স্থান মম,
প্রিয়ে,
সলিলে ভাসি নয়ন-সলিলে,
আহা,

জলে ভাসায়েছি জীবনের সার মম,
হায়, কোথা তার দেখা পাব!
মানব-হৃদয়ে আশা তুমি বলবান,
সংসার শ্মশান হয় জ্ঞান,
তবু তুমি কও মধুময় ভাষ,
নিত্য নিত্য কর উপহাস,
তবু করি বিশ্বাস তোমায়।
প্রিয়ে,
দিছি ভাসাইয়া প্রাণের প্রতিমা মম।
ভদ্রা। নাথ, কেবা তুমি,
কে ছিল তোমার,
শুনিতে বাসনা হয় মনে।
শ্রীবৎস। শোন, যদি সাধ তব,
গোপনে রেখো এ কথা;
শ্রীবৎস আমার নাম,
ছিল রাজ্য,
ছিল রাণী তোমা-সম প্রণয়িনী।
দৈব-বিড়ম্বনে,
গেল রাজ্য, আইলাম বনে,
সাথে ছিল প্রেয়সী আমার,
দুরাচার বণিক নৃশংস,
হ'রে নিয়ে গেল তারে।
সে অবধি সংসার আঁধার,
তত্ত্ব করি তায়, ফিরি আমি দেশে দেশে,
শেষে আসি মালিনী-আবাসে,
হতাশ এ স্থানে এবে!
ভদ্রা। প্রভু, ধর দাসীর মিনতি,
কেন নাহি দেহ পরিচয়?
শ্রীবৎস। এ দশায় কে আমারে করিবে প্রত্যয়?
গেছে রাজ্য এবে নাহি রাজা,
পরিচয়ে হব মাত্র হাস্যের ভাজন।
ভদ্রা। আহা প্রাণনাথ, সহিয়াছ কত দুঃখ!
হেন কি অভাগী ভাগ্য ধরে,
সুখী কভু হেরিব তোমারে?
শ্রীবৎস। কোথা মম সুখ আর!
কার তরী আসিতেছে দূরে?
সেই ধ্বজা,
বুঝি সেই দুরাচার,
সেই তরী,
এত দিন চিন্তা মম বেঁচে নেই,—
যাব—তরণী ধরিব।
ভদ্রা। ব্যগ্র নাহি হও প্রভু,
দেখ তরী আসে কূলে।
বুঝি পুনঃ বিপদ বা ঘটে,
পিতা মম আসেন কোটাল সনে।
শ্রীবৎস। সত্য আসে কূলে,
রহি এই কুটীর ভিতরে,
যদি হেরে মোরে নাহি বাঁধে তরী।

কুটীর-মধ্যে প্রবেশ

বাহুরাজ, কোটাল ও বাতুলের প্রবেশ

বাহু। সত্য শ্রীবৎস রাজন?
প্রাণ লব, মিথ্যা যদি হয়।
বাতুল। বলি মহারাজ, পঁচিশ বার প্রাণ নেব' নেব' ব'ল্লেন, কবার নেবেন? বলি ওহে সওদাগর,—রাজা, লোকজন, শূল দেখ্‌তে পাচ্চ না, ভেড়াও না।
(নেপথ্যে সওদাগর)—বাবা!
বাহু। বল, কি প্রমাণ?
বাতুল। মহারাজ, মায় সাক্ষী হাজির ক'রেছি।

নৌকা সহিত সওদাগরের আগমন

মহারাজ, এই সাক্ষী।
বাহু। কি প্রমাণ আছে তব?
সওদা। এই সোণার ইট।
বাতুল। আর এই সেই দাঁড়িগাছটী।

সওদাগরের গলায় প্রদান

শ্রীবৎসের প্রবেশ

শ্রীবৎস। ওরে দুরাচার, বল্ কোথা চিন্তা মোর?
বাহু। স্থির হও,
সত্য বল, কে তুমি?
শ্রীবৎস। নরনাথ, শ্রীবৎস এ অভাগার নাম,
এই দুরাচার
সুবর্ণ-ইষ্টক ক'রেছে হরণ,
এই সে ইষ্টক।
সওদা। দোহাই মহারাজ, আমার ইট।
শ্রীবৎস। মহারাজ, নিবেদন মম,
যদি ইষ্টক ইহার,
হের যুক্ত আছে দুই পাটি,
কহ সওদাগরে খুলিবারে।
সওদা। মহারাজ, এর গড়নই এই, এ কি কেউ খুল্‌তে পারে?

শ্রীবৎস। মহারাজ, আমি পারি খুলিবারে।
(ইট লইয়া) যদ্যপি শ্রীবৎস আমি হই,
হও তাল বেতাল উদয়!
হও গো সদয়া, ওমা সুরভী-জননি,
খোল—খোল সুবর্ণ ইষ্টক।

ইষ্টক খুলিয়া যাইল

বাহু। অদ্ভুত!
বৎস, পরিচয় দাও নাই কি কারণ?
বড় ভাগ্য মম,
তনয়া তোমারে দেছে মালা।
শ্রীবৎস। মহারাজ, এই দুরাচার
হরিয়াছে চিন্তারে আমার।
আরে নরাধম,
কোথা মম প্রাণের প্রতিমা?
সওদা। আছে তরী 'পরে,
দেহ মোরে প্রাণ দান।
বাহু। শীঘ্র মন্ত্রি, ল'য়ে এস পরম আদরে।

বাতুল। দেখ, আমার ওপর বেজার হ'ও না, সোণার ইটেরও দরকার দেখ্‌লে, আগু পাছু লোকও যাবে এখন, আমার যোটপাটের ত্রুটী নাই, তবে রাজকন্যাটা তোমার বরাতে হ'লো না। আচ্ছা বলি, বেল্লিক হ'লেই কি এমনি বেল্লিক হ'তে হয়, রাজকন্যা তোকে স্বপ্ন দেখ্‌বে,—জলে জলে বেড়াও, মুখখানা কি দেখ্‌তে পাও না?

বাহু। বৎস, পিতৃ-সখা আমি তব।
তব বান্ধব-বচনে, মম প্রতিনিধি,
তব রাজ্যে করিতেছে রাজকার্য্য সমাধান,
নিভেছে বিদ্রোহানল।
শ্রীবৎস। পিতা, কেবা বান্ধব আমার?

বাতুল। বলি মহারাজ, এখন কি আমায় কিছু বড় লোক দেখ্‌ছেন, যে, বন্ধু ব'ল্‌তে ভর্‌সা ক'চ্চেন না?
মহারাজ, ভুলেছ আমায়—
অন্নদাতা, প্রাণদাতা তুমি মম।
শ্রীবৎস। হে মহাত্মন্,
শুভক্ষণে তব সনে করেছি মিত্রতা।

চিন্তার প্রবেশ

চিন্তা। কই, কই মম প্রাণনাথ?
শ্রীবৎস। এস প্রিয়ে, এস হে হৃদয়ে!
চিন্তা। নাথ, ছুঁয়ো না আমায়,
জরাগ্রস্ত আমি,
ত্যজি প্রাণ—
চাঁদমুখ দেখিতে দেখিতে তব,
দিনদেব, ধর্ম্ম রক্ষা ক'রেছ দাসীর!

জ্যোতিঃ প্রকাশ—সূর্য্যদেবের প্রবেশ

চিন্তার পূর্বরূপ প্রাপ্তি

সূর্য্য। হের, নাহি জরা তব আর,
পূর্ব্বকান্তি পাইয়াছ গুণবতি,
লহ পত্নী, নরনাথ!
সকলে। আহা, কিবা অপূর্ব্বা সুন্দরী!
শ্রীবৎস। প্রিয়ে, প্রিয়ে! (হস্ত ধারণ)
ভদ্রা। রাণি, আমি দাসী ভূপতির,
দাসী তব,
নমি পদে—কর আশীর্ব্বাদ।
চিন্তা। ভগ্নি, হও পতি-সোহাগিনী।

শনি ও লক্ষ্মীর প্রবেশ

বাতুল। বাবা, ফের যে ঠাকুর ঠাক্‌রুণ! এবার যেন আপোসে; ঠাকুর ঠাক্‌রুণ ঠিক কথা ব'ল্‌বেন, মাঝে মাঝে কি দর্শন দিয়েছিলেন? বলি ঠাক্‌রুণ, ধরা পড়্‌বার যে ভয় ক'চ্ছিলেন, এই যে ভোর মজ্‌লিসে ধরা প'ড়েছেন যে!

শ্রীবৎস। দেব, কর আশীর্ব্বাদ।
শিক্ষা মম ছিল বাকি,
দরিদ্রের দীনতা বুঝেছি এত দিনে,
সন্তানে রেখ মা পায়!
শনি। সুখে থাক নরনাথ!
শোন অম্বুসুতা, গুরু আমি,
শিক্ষা-অন্তে তব অধিকার।
লক্ষ্মী। এবে কোল দেহ সন্তানে আমার।

বাতুল। দোহাই ঠাকুর ঠাক্‌রুণ, বচসা বাড়াবেন না, আপোসে মেটান, আমি আর নাগরদোলায় ঘুর্‌তে পার্‌বো না, আর নেহাত যদি কোঁদল করেন, এবার এই সওদাগর মহাশয়ের কাছে বিচারের জন্য আস্‌বেন।

লক্ষ্মী। চিন্তা, সুখে থাক পতি ল'য়ে,
সখী মম স্বপত্নী তোমার।
(ভদ্রার প্রতি) সখি,
চিনেছ কি মালিনী দূতীরে?

চিন্তা। ভগ্নী পাইয়াছি মাতা,
তোমার কৃপায়।

ভদ্রা। অপরাধ কর মা, মার্জ্জনা।

বাতুল। দু' দুজন রাজা আছেন, দ্বিব-বচনে নিবেদন, সুখের দিন, সওদাগর মহাশয়ের গলার দড়িগাছটি খুলে দিই।

বাহু। যথা তব অভিরুচি।

বাতুল। সওদাগর মহাশয়, দড়িগাছটির দরকার বুঝেছেন, এখন বলেন তো ফেলে দিই।

যবনিকা পতন

রামের বনবাস

(৩রা বৈশাখ, ১২৮৯ বঙ্গাব্দ, ন্যাশনাল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)

পুরুষ-চরিত্র

রাজা দশরথ। রাম। লক্ষ্মণ। ভরত। শত্রুঘ্ন। বশিষ্ঠ। সুমন্ত্র। কঞ্চুকী। গুহক।
ঘোষক, ভৃত্যগণ, চণ্ডালগণ, নাগরিকগণ।

স্ত্রী-চরিত্র

কৌশল্যা। কৈকেয়ী। সুমিত্রা। সীতা। ঊর্ম্মিলা। মন্থরা। গুহক-পত্নী।
দাসী, চণ্ডালিনীগণ ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রথম অংক

প্রথম গর্ভাংক

অন্তঃপুর

কৌশল্যা ও দশরথ

দশ। যে অবধি রামচন্দ্রে পাইয়াছি কোলে,
স্মৃতি-মাঝে
আগ্নেয় অক্ষরে জ্বলে অন্ধমুনি-শাপ;
সতত ডরাই,
সদা যেন হারাই হারাই,
নাহি জানি,
কি আছে বিধির মনে;
পদ্ম-পত্র-জল
বিচঞ্চল অন্তর আমার,
রাম মাত্র সার এ সংসারে—
ধরি প্রাণ তার মুখ চাহি;
সংসার আঁধার জ্ঞান হয় দেবি মম,
তিলমাত্র হ'লে অদর্শন।
কয় দিন আজি,
মনে করি আন্দোলন,
রামচন্দ্রে দিয়া রাজ্যভার,
বান-প্রস্থ করিব আশ্রয়;
পুনঃ ডরি,
বালক কুমার
রাজ্যভার বহিবে কেমনে,
বংশের গৌরব পাছে না পারে রাখিতে;
বিশেষতঃ,
দয়া-অবতার রাম আমার!
সম স্নেহ সুজন কুজনে,
ধীর শান্ত পুত্র মম
রোষ কভু নাহি জানে,
কেমনে করিবে রাম দুর্জ্জন-শাসন,
রাজ্যের রক্ষণে প্রয়োজন এ সকলি;
নিত্য এই চিন্তা মম।
আজি নিশা-অবসানে,
দেখিলাম অদ্ভুত স্বপনঃ—
"যেন ঘোর অমারাতি,
গগনের বাতি নিভিয়াছে প্রবল পবনে,
মেঘমালা গরজে সঘনে,
সে নিনাদে গর্জ্জে ঘূর্ণ বায়ু,
উল্কা খসে অশনির সনে,
ভূকম্পনে ভূধর অধীর;
সে গগনে অকস্মাৎ উদিল চন্দ্রমা,
আভা-হীন মলিন কিরণ,
কম্পে ঘনে ঘন,
সে আঁধারে ধাইল গগনে
দিগন্ত ব্যাপিয়া বেগে ছায়া-কায়া রাহু,
ক্ষীণ শশী গ্রাসিল ত্বরিত;
কম্পান্বিত কলেবর মম,
দেহের বন্ধন
একে একে পড়িল খসিয়ে,
রথের বন্ধন যথা খসিল আমার
সুরপুরে শনির প্রভাবে;
দেহ-হীন প্রাণ মম চলিল দক্ষিণে,
গন্ধর্ব্ববাহনে";—
শিহরিনু,
ঘুচিল নিদ্রার ঘোর।
কৌশ। দুঃস্বপ্ন এ মহারাজ,
পুরোহিতে ডাকিয়া বিহিত কর ত্বরা।
দশ। দেবি,
এ স্বপনে আনন্দিত অন্তর আমার;

তনুত্যাগে নাহি ডরি,
যাচি মাত্র রামের কল্যাণ;
কহ, কি মত তোমার?
ইচ্ছা মম,
রামে কালি দিব সিংহাসন।
কৌশ। ইথে কিবা অমত আমার?
যুক্তিমত কর মহারাজ,
সুধাও সচিব-বৃন্দে;
রাজা হবে রাম,
এ হ'তে আনন্দ কিবা মম,
কিন্তু,
স্বপ্ন-কথা শুনি হতেছি আকুল প্রভু,
না জানি কি আছে এ কপালে।
দশ। বিচারে বশিষ্ঠ মোরে করে পরাজয়,
তেঁই তাঁরে ডাকিয়াছি অন্তঃপুরে;
বুঝাও মুনিরে তুমি,
ইথে যেন না করে অমত।
কৌশ। কি বুঝাব হীনমতি নারী আমি?
বিবাহ উৎসবে আসিয়াছে রাজাগণে,
লহ সে সবার মত।
দশ। সে সবারে পারিব বুঝাতে,
বশিষ্ঠেরে না পারি আঁটিতে,
বড় গণ্ড-গুলে মুনি।
দেখ ঐ আসিতেছে মুনিবর;
ভালমন্দ দু কথা কহিয়ে,
দাও বুঝাইয়ে তুমি।

বশিষ্ঠের প্রবেশ

প্রণাম।
কৌশল্যা ডেকেছে মুনি।
পুনঃ পুনঃ কহে মোরে,
রামচন্দ্রে দিতে সিংহাসন;
আমি বলি 'বৃদ্ধ কি হয়েছি এত?'
কোন কথা নাহি শুনে কানে;
শেষ কহিলাম,
না জিজ্ঞাসি বশিষ্ঠ মুনিরে,
কোন কার্য্যে করিব না মত।
কৌশ। ভাল মুনি,
ক্ষতি কিবা রাম রাজা হ'লে?
বশি। উত্তম! উত্তম!
উপযুক্ত পুত্র রাম;
রহি বিদ্যমান
রাজকার্য্য শিখাবে কুমারে,
যুক্তিসিদ্ধ কথা এই।
দশ। বুঝ প্রিয়ে!
সত্য কিবা কল্পিত এ মত;
ঐ মত মন মম বুঝে পুরোহিত।
(স্বগত) আজি ভাল করেছি কৌশল,
আমার মনের কথা জানিবে না মুনি।
কৌশ। অভিপ্রায় রাজার হে মুনি,
কল্য রামে দেন দণ্ডছাতা।
দশ। বার বার কহ তুমি,
কিরূপে বা করিব অমত,
স্বেচ্ছায় কে ত্যজে রাজ্য-সুখ?
বশি। তব চিত্ত বুঝিয়াছি মহারাজ!
দশ। জিজ্ঞাসহ কৌশল্যারে,
পূর্ব্বে হ'তে এ কাজে বিরোধী আমি
বলি 'বালক শ্রীরাম,
কিরূপে করিবে সেই প্রজার পালন?'
বশি। রাম সম যোগ্য কেবা প্রজার পালনে?
ইথে আমি সম্পূর্ণ সম্মত।
কিন্তু এক বিঘ্ন,—
দশ। (জনান্তিকে) রাণি! এইবার ভার তব।
কৌশ। মুনি! শুভকার্য্যে বিঘ্ন তোল কেন?
দশ। দেখ মুনি,
রয়েছি নীরব;
মতামত সকলি রাণীর।
বশি। অন্য বাধা নাহি ইথে,
রাজ্যসুখে বিরাগ রামের;
নিত্য নিত্য যায় মম বাসে,
কূট তর্ক করে নানা;
মীমাংসায় মস্তিষ্ক চঞ্চল
হেন কূট তর্ক যত।
বুঝায়ে বিষয়ে রত না পারি করিতে,
উচ্চ তত্ত্ব কহে রাম।
প্রশ্নচ্ছলে সে দিন কহিল মোরে,—
'দেখিলাম সুন্দরী রমণী,
কালস্পর্শে মুদিত নয়ন
শায়িত অনন্ত ঘোরে,
শৃগালে বিদরে কুচফল;
হেন যার অসার নিয়ম,
এ সংসারে ফল কিবা?'
বাক্‌হীন করিল আমারে।

দশ। কি বল কি বল মুনি,
পরাজয় করিল তোমারে!
বশি। রামে কেবা আঁটে শাস্ত্রজ্ঞানে;
অধ্যয়ন-পটু রাম!
কৌশ। এইমাত্র বাধা তব?—
দশ। রাণি!
সত্য তুমি করাও মুনিরে,
মিলিয়া সুমন্ত্র সনে
অন্যমত নাহি করে যেন।
এই যে আমার রাম।

রামের প্রবেশ

মন দিয়া শুন বৎস বচন আমার;
বহু দিন রাজ্য ভোগ কৈনু অযোধ্যায়,
সাধ্যমত রাখিলাম বংশের সম্মান,
রাজনীতি অনুসারে পালিয়া প্রজায়;
গেল দিন, হয়েছি প্রবীণ,
রাজ্য নাহি শোভে আর।
পরিহরি বিষয়-বাসনা,
করেছি কামনা,
রব রত দেবতা-অর্চ্চনে,
পরলোক শুভ হেতু,
দেব-ভক্তি সম্বল সে লোকে!
বংশধর জ্যেষ্ঠ পুত্র তুমি,
রাজচ্ছত্র অর্পিব তোমারে,
জুড়াব নয়ন,
তোরে হেরি সিংহাসনে:
এ জীবনে নাহি অন্য সাধ;
কহ,
কিবা তব অভিপ্রায়।
রাম। পিতঃ!
তব আজ্ঞাকারী আমি,
মতামত কিবা মম?—
কিন্তু অজ্ঞ আমি,
রাজনীতি শিখি নাই কভু;
কেমনে করিব দেব রাজ্যের রক্ষণ?
দশ। ধর্ম্মজ্ঞ স্বজন-প্রিয়
সত্যে সদা মতি তব;
রাজনীতি অধিক কি আছে আর?
তাহে,
সুমন্ত্র সচিবশ্রেষ্ঠ রহিবে নিকটে;
সদাশয় বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ
উপদেশ দিবে সদা;
নির্ব্বিঘ্নে হইবে পুত্র প্রজার রক্ষণ।
ঘরে ঘরে যশ তোর ঘোষে প্রজাগণে,
কহে সবে 'দয়ার আধার রাম'।
জিতেন্দ্রিয় ধার্ম্মিক কুমার তুমি,
সুচারু হইবে রাজ-কার্য্য সমাধান;
অন্যমত নাহি কর তাত!
রাম। পিতৃ-আজ্ঞা চিরদিন শিরোধার্য্য মম,
দেহ মন সকলের অধিকারী পিতা
আজ্ঞা তাঁর অবশ্য পালিব।
দশ। রাণি!
যাই আমি সভাস্থলে
ভেটিবারে রাজগণে,
মুনিবর, সুমন্ত্র না করে অন্যমত;
আইস তুমি মোর সাথে।
(স্বগত) কৌশল্যা কি বুদ্ধিমতী,
দু কথায় বুঝালে মুনিরে॥
[দশরথ ও বশিষ্ঠের প্রস্থান।
রাম। মা গো!
গুরুভার অর্পিবেন পিতা মোরে;
মম শুভ হেতু,
কর মাতা দুর্গা আরাধনা:
নিজ বলে অতি ক্ষীণ আমি,
সূর্য্যবংশ-গৌরব মা রাখিব কেমনে,
আদ্যাশক্তি শক্তি না দানিলে মোরে।

লক্ষ্মণের প্রবেশ

লক্ষ্মণ। দাদা!
পাশ অস্ত্রে বাঁধিয়াছি সহস্র কুঞ্জর,
পালে পাল কুরঙ্গ মহিষ—
রাম। ভাই রে লক্ষ্মণ!
বাল্যখেলা সাজিবে না তোর আর,
তুই রে দোসর মম!
রাজচ্ছত্র দিবেন জনক কালি:
সিংহাসনে নিমিত্ত রহিব,
কার্য্যভার সকলি তোমার;
অপদার্থ আমি তুমি না রহিলে সাথে।
লক্ষ্মণ। দাদা,
রাজা কালি হবে তুমি!
সুরঙ্গ বিহঙ্গ-পাখা করিয়ে ছেদন,
গড়েছি সুন্দর ছাতা,
রাম রাজা খেলিব ভাবিয়ে;

দাদা!
বল যদি,
সেই ছাতা ধরি শিরে কালি।
(কৌশল্যার প্রতি) হ্যাঁ মা,
আমি ত ধরিব ছাতা?
কৌশ। ডানি হস্ত রামের লক্ষ্মণ তুমি,
ছত্র-করে কে রহিবে সিংহাসন-পাশে,
তুমি না রহিলে?
লক্ষ্মণ। দাদা,
ছত্র লব অগ্র হ'তে বলি আমি,
চামর যদ্যপি লয় লউক ভরত।
রাম। চারি ভাই মিলি প্রজা করিব পালন;
সর্ব্বকার্য্যে তুমি মম সাথী,
তোমা বিনা কে করিবে রাজ্যের রক্ষণ?
যাও ক্ষণ করহ বিশ্রাম,
মৃগয়ায় ক্লান্ত তুমি।

কঞ্চুকীর প্রবেশ

কঞ্চু। কাকে নিয়ে যেতে বল্লে,
রাণীকে কি রামকে?
আমি যাই ধর্ম্ম ডাক্ ডেকে,
বলি চল রাজ-সভায়—
চল গো চল রাজ-সভায়,
ডাক্‌চেন্ মহারাজ তোমায়।
আমি ভাল বুঝতে পারিনি;
বল্লে,
রামকে নিয়ে এস কি নিয়ে এস রাণী।
"রা" যেন বলেচে;
যা থাকে কপালে,
রাণী তোমায় ডেকেচে না?
কৌশ। কি বল কঞ্চুকী,
সভা-মাঝে কি হেতু ডাকিবে মোরে?
কঞ্চু। কেন, তোমায় কি ডাকে না?
আমি কদিন শুনিচি,
বলে 'কৌশুল্লে'।
বুড় হইচি পারবো কেন,
সব ভুলিয়ে দিলে।
লক্ষ্মণ। কঞ্চুকি! কাকে ডাক্‌চেন বল না।
কঞ্চু। যে হয় তোম্‌রা একজন চল না।
আমি কি অত মনে করে রাখতে পারি?
রাম। চল যাই কঞ্চুকী সভায়,
ডেকেছেন পিতা মোরে।

কঞ্চু। কেমন ক'রে,
"রা" যে বলেচে।
রাম। বলেছেন 'রামে আন ডাকি'।
কঞ্চু। এরিই বলি বুদ্ধি;
এমন নইলে কি,
'রা' বল্‌তে রাম ধাঁ ক'রে বুঝলে।
তবে এস চলে।
[কঞ্চুকী ও রামের প্রস্থান।
কৌশ। কঞ্চুকী নয় বুদ্ধির ঢেঁকি।
[প্রস্থান।
লক্ষ্মণ। কত কি করিব আজি!
যাই আগে জননী-সমীপে,
কহি গিয়ে এ শুভ-বারতা।
অলঙ্কার যা আছে আমার,
দিব সব দরিদ্র ব্রাহ্মণে,
আরো কত মেগে লব ধন,
বিতরণ করিবারে দীন প্রজাগণে।
[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজ-সভা

দশরথ, সভাসদ্‌গণ ও রাজগণ

দশ। করেছি মনন,
কালি রামে দিব সিংহাসন;
অদ্য অধিবাস;
কয় দিন রহ সবে অযোধ্যানগরে,
শুভকার্য্যে সুসম্পন্ন হেতু।
১ রাজা। শ্রীরাম হবেন রাজা,
এ হ'তে আনন্দ কিবা?
রামচন্দ্রে সিংহাসনে পূজা না করিয়ে,
কে যাইবে নিজ দেশে?
জগতের আনন্দ শ্রীরাম।
দশ। হে সুমন্ত্র!
দেহ সবে ঘোষণা নগরে,
রাম রাজা হবে কালি;
উৎসব করুক প্রজাগণে
রামের কল্যাণ তরে;
লউক ভাণ্ডার হতে,
যার যেবা প্রয়োজন,
দীন কেহ নাহি রহে অযোধ্যায়;
সুসজ্জিত করহ নগর।

রাম, লক্ষ্মণ ও কঞ্চুকীর প্রবেশ

(রামের প্রতি) একমতে দিল সায়
ভূপতি সকল;
সুখী সবে তব অভিষেকে।
যথানীতি কর রাম অদ্য অধিবাস;
কল্য দিব দণ্ড-ছাতা।
জানি তব দানে বড় মন,
ব্রাহ্মণ দরিদ্রে দেহ ভাণ্ডার ভাঙিয়ে;
হেন শুভ দিন কভু হয়নি আমার।

রাম। পিতঃ!
তব আজ্ঞা বেদ-বিধি মম।
দেবতাচরণে সদা প্রার্থনা আমার,
চিরদিন রহি দেব তব আজ্ঞা বহি।
হে ভূপমণ্ডল!
লব রাজ্য পিতার আদেশে;
কিন্তু অজ্ঞ আমি যোগ্য কভু নই,
রাজকার্য্যে দেখ যদি বাল্য-চপলতা,
মার্জ্জনা করিহ দোষ বালক ভাবিয়ে;
স্নেহে মোরে দিও উপদেশ।
রাজনীতি-বিশারদ ভূপাল-মণ্ডল,
ব্রাহ্মণ সজ্জন সুধীর সচিবগণে,
গুরুজনে নমস্কার মম;
প্রসাদে সবার,
পারি যেন করিবারে পিতৃমুখোজ্জ্বল,
বহিবারে পৃথিবীর ভার;
ক্ষুদ্র হতে রহে যেন রঘুবংশমান।

দশ। শুন সুমন্ত্র সচিব,
কল্পতরু হব আজি;
এ সংবাদ দেহ তুমি প্রতি ঘরে ঘরে;
সচ্চরিত্র বন্দিগণে দেহ মুক্তিদান,
যার যেবা আবেদন শুন মন দিয়া,
পূর্ণ কর সবার বাসনা;
যে আনন্দে উন্মত্ত হৃদয় মম,
সে আনন্দে রহে যেন অযোধ্যার প্রজা,
দীন হীন রাজ্যে নাহি রহে।
সভাভঙ্গ হউক আজি,
উৎসবে বঞ্চহ সবে দিবস-যামিনী।

[দশরথের প্রস্থান।

লক্ষ্মণ। ধনুর্ব্বাণ রাখিব কেবল;
দুই চক্ষে আর যা দেখিব,
দান দিব প্রজাগণে।

কঞ্চু। বলি ও সুমন্ত্র,
রামের কি ব্যাটা হবে কাল,
না আবার কাল বে?

লক্ষ্মণ। ও কঞ্চুকী,
রামচন্দ্র রাজা হবে কালি।

কঞ্চু। তাই বলি ব্যাটাই তো হবে;
এ বংশে আর মেয়ে হয়েচে কবে?
তা দাই ডাক্‌তে যাবে কে?
ও সুমন্ত্র,
আমাকে দুটো মোহর দে,
দাই ডাক্‌তে গিয়ে,
দিয়ে আস্‌বো দাইকে।

লক্ষ্মণ। হে কঞ্চুকী,
কি হেতু না শুন মন দিয়া?
রাজা হইবেন রাম।

কঞ্চু। কোথা?

সুম। তোমার মাথা।

লক্ষ্মণ। অযোধ্যার সিংহাসন
দেবেন শ্রীরামে পিতা।

কঞ্চু। রাম রাজা হবে অযোধ্যার!
কেউ রাগ কত্তে পাবে না,
আজ রাজার পাগড়ি
আমি দোব মাথায়,
বলি এ্যাঁ?—
এখন দায়ের বাড়ী—
না কোথায় যাব?—
বলি,
রামের ব্যাটা হবে কি মেয়ে হবে?
ব্যাটাই হবে।

[সকলের প্রস্থান।

মন্থরার প্রবেশ

মন্থ। কুঁজী—কুঁজী—কুঁজী—
একটা বর পাই তো বুজি।
দিই মিন্‌সেগুণোর নাকে ঝামা ঘষে;
চকে দিই দু মুটো গরম বালি;
কুঁজী—কুঁজী—কুঁজী—
তবে ঘোচে খানিক মনের কালি।
অযোধ্যায় দিই সরুসে বুনে;
আমার ভরতের
নাইতে কেশ না ছেঁড়ে।—
বলি আজ

কিসের আনন্দ পড়েচে রাজ্যি জুড়ে?
(নেপথ্যে,—'জয় রাম')
ভরতের নাম কত্তে
জিবে যেন আঙরা পড়ে।
এই যে সভা দেখচি গেচে ভেঙে;
ওঃ, কত পতাকা উড়চে রঙচোঙে।
মা গো কান্ ঝালাফালা কোল্লে;
জোড়া মড়া মলে এমন গোল হয় না।
ও মা! কিছু যে ভাব বুজতে পাচ্চিনি;
আমি এলুম আর সব মরেচে:
ও মা! কাকুই যে দেখতে পাচ্চিনি।
ওঃ ভাল ভাল কাপড় পরে,
মদগব্বেই সব চলেচে,
অত অংখার কিচু নয়!

দুই জন ভৃত্যের প্রবেশ

১ ভৃত্য। বলি ছুট্‌লি হাতী দেখতে;
রেতে নাচ হবে,
সভা কে সাজাবে?
২ ভৃত্য। ওরে শুঁড় নেড়ে চলেচে
পালে পাল;
বামুনগুণোর কি কপাল,
দশ হাজার হাতী পেলে।
১ ভৃত্য। আর তুই কোথা ছিলি এতক্ষণ,
লক্ষ্মণ ঠাকুর মুটো মুটো দিচ্চে ধন।—
ওরে খুন্ রে খুন্,
দাঁড়িয়ে কুঁজী ঠাক্‌রুণ!
মন্থ। কুঁজ কি তোর বাবার ঘরে
ধার করিচি?
২ ভৃত্য। না গো, আমরা গরিবের ছেলে,
অমন কুঁজ পাব কোতা।
মন্থ। এত বড় কথা আমায় বলিস্,
মেয়ে নাতীতে ভেঙ্গে দোব বুকের ছাতা।
১ ভৃত্য। ও গো, রাগ কর কেন ঠাক্‌রুণ?
তোমার কুঁজ বাড়বে তিন গুণ।
রাজা সোনার কুঁজ গড়াতে দেচে।
মন্থ। জোড়া ব্যাটা তোর ঘরে মরেচে।
১ ভৃত্য। ঐ স্যাক্‌রা আসচে,
কুঁজ মাপবে।
মন্থ। এই দেখাচ্চি তোর বাপের বে।
যাই দেখিগে কেমন কেকই;
তার বাপের দেশ থেকে
হেতায় আনে কেন?
ও মা,
কি ছেলে মানুষ করা গো!
এখন ছেলে তো মানুষ করা হয়েচে।
১ ভৃত্য। হ্যাঁগো,
তোমার কুঁজে নাকি দুটো আব্ ধরেচে?
মন্থ। ও মা! কোতায় যাব?
যম রাজা কি গোল্লায় গেচে?
২ ভৃত্য। আজ,
তুই একটা দেখ্‌চি ফেল্‌বি প্যাঁচে।
১ ভৃত্য। আরে না রে,
লক্ষ্মণ ঠাকুর ব'লে দেচে।
২ ভৃত্য। ব'লে দেচে,—
ওগো কুঁজী ঠাক্‌রুণ!
তোমার কুঁজে যদি ধরে ঘুণ,
দিও খানিক সন্ধব নুন।
মন্থ। কি বল্লি! কি বল্লি! বল্ তো,
নকা ব'লে দেচে?
সুমিত্রে খান্ডার মেয়ে;
নইলে অমন ব্যাটা হয়।
(নেপথ্যে—'জয় রামচন্দ্রের জয়')
মন্থ। হ্যাঁ রে,
আজ কি হয়েচে বলতে পারিস্?
কেন রামের কি হয়েচে;
কৌশল্যা আর সুমিত্রের ছেলের
শর্দিটি হয় না।
বল্ তো,
এত উল্লোস কিসের?
কি হয়েছে?
১ ভৃত্য। কেন গো,
এ দিকে বাতাসে দড়ি দিয়ে কোঁদল কর,
তোমার কানে কি কাগে ঠুক্‌রেচে?
সহরময় গোল হচ্চে
রাম রাজা হবে,
কিছু শোননি?
মন্থ। ও মা, তাই এত উল্লোস-ধ্বনি!
ও মা!—রাজা মিন্‌সে—বুড় মিন্‌সে—
থুবড়ো মিন্‌সে—গতরখেকো মিন্‌সে—
চোক খেয়েচে—সব ভুলে গেচে—
২ ভৃত্য। আরে ভাই তুই দেখ্‌চিস কি,
ওরে ডাইনে পেয়েচে।

মন্থ। সব ভুলে গেচে—সব ভুলে গেচে—
এখন ঘা শুকিয়েচে—
আর ঝনঝনানি নেই,—
আর কটকটানি নেই—
সব ভুলে গেচে—
২ ভৃত্য। আরে তুই দাঁড়িয়ে দেখচিস্ কি?
এখনি মন্তর ঝাড়বে,
আর সব রক্ত শুষবে।
১ ভৃত্য। সত্যি রে।—
[উভয়ের প্রস্থান।

একজন দাসীর প্রবেশ

দাসী। মন্থরা-দিদি, কি বোকচিস্?
কাল রাম রাজা হবে,
দু হাতে মা-ঠাকুরুণ ধন বিলুচ্চেন;
তোর জন্যে গজমতির হার রেকেচেন।
মন্থ। মর্ আবাগি!
তোর বাড়ীতে মড়ক ধরেচে।
রাখ তোর গজমতির হার।
দাসী। ও মা, এ কি বাহার!
সাধে বলে কুঁজী।
[দাসীর প্রস্থান।

মন্থ। হারামজাদী পাজী!
যেমন কুঁজ দেখে সবাই করেচেন ঘেন্না,
তেম্নি রাজ্যি জুড়ে তুল্তে পারি কান্না,
তবেই খানিক ঠাণ্ডা হই;
নইলে কল্জে পুড়্চে।
কৌশল্যা যদি পাটরাণী,
তবে পায়ে ধরে কেন ঘ্যান্ঘ্যানানি?
রাম রাজা হবে,
ভরত ভেসে যাবে!
কৌশল্যা নাকনাড়া দেবে;
ওমা! আমার কান্না আস্চে।
যদি কৌশল্যাকেই ভালবাস্বি,
তবে কেন বল্ দেকি
একজনের জাত-কুল মজালি?
ও মা! ও মা! দাসীর দাসী হবো!
এই ঘেন্নায় ডুবে মর্বো।
কখন না—কখন না—কখন না—
রাম তো রাজা হবে না—
না—না—না—
প্রাতর্ব্বাক্যে তথাস্তুর মুখে পড়।
রাম তো রাজা হবে না;
বা—বা—বা—
মন দেবতাই বটে;
ঠিক্ তথাস্তুর মুখে পড়েচে।
দুটি বর—দুটি বর—
শ্মশান হবে কৌশল্যার ঘর।—
উঃ! মাগী যদি না রাজী হয়,
এম্নি শোনাব, খুব শোনাব,—
আর এক দণ্ডও থাক্বো না,
দেশের লোক দেশে চলে যাব।
[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজ-পথ

বন্দী ও প্রজাগণ

বন্দী। কল্পতরু রাজা দশরথ;
যে যাহা যাচিবে,
পাবে রাজকোষ হ'তে;
এস দীন দুঃখী যে আছ যেখানে,
রাজ-দানে দুঃখ যাবে দূর।

গীত

পুরুষগণ।
কাল সকালে রাজা হবে রাম।
ও ভাই ধরা হবে গোলোকধাম॥
জরা জীবন, অকাল-মরণ,
রাজ্যে থাক্বে না,
যাবে সকল যন্ত্রণা।
ও যে প্রেমের রাজা, প্রেমের প্রজা,
প্রেমের দূর্ব্বাদল-শ্যাম।
প্রেমে ভরা রামের নাম॥
[প্রস্থান।

গীত

স্ত্রীগণ।
চল্ গো সখি চল্ গো তোরা চল্।
কাল রাজা হবে নীলকমল॥
ঘরে ঘরে গাইবো গো মঙ্গল।
আয় লো সবাই, রামগুণ গাই,
রাম ব'লে সব নেচে চল॥

রাম চণ্ডালে দেয় কোল;
সবাই রাম সীতা নাম বোল।
শ্রীরাম দয়াময়, ঘুচলো যমের ভয়,
প্রজা ব'লে রাখবে কোলে;
যার নামে জনম হয় সফল॥

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

মন্থরা ও কৈকেয়ী

মন্থ। ও মা, দেখে বাঁচিনি,
বসে আছেন যেন রাজরাণী;---
কাল হবেন পথের কাঙ্গালিনী;
তা একবার ভাবেন না।
পোড়া কপাল!
এমন রাজার হাতেও পড়েছিলে,
মজলে মজলে, ধনে প্রাণে মজলে!
কৌশল্যা রাজার রাণী, রাজার মা;
তুই পো কোলে ক'রে পথে পথে মেগে খা।

কৈকে। কহ লো মন্থরা কি হেতু করিছ রোষ?
অনিষ্ট-সূচনা কর কেন অকারণ?

মন্থ। ওরে আমার ইষ্টি,
গায়ে হচ্চে অগ্নিবৃষ্টি;
তোমার মত চোক্ থাক্‌তে কানা,
দুনিয়াতে আর পাবে না।
তোমায় বুঝিয়ে তো পাল্লেম না।
রাজা কিন্তু তোমার নয়;—
দুটো মিষ্টি কথা কয়,
সেটা কেবল মন-ভোলান;—
সো-রাণী কৌশল্যা,
রাজা হবে তার ছেলে;
আর তুই ছেলের হাত ধরে
পথে পথে কাঁদ্‌বি!
বলি শোননি রাম রাজা হবে,
কৌশল্যার সাধের ছেলে!
ও মা!—
গোল্লায় গেলে! গোল্লায় গেলে!
গোল্লায় গেলে!!

কৈকে। রাজা হবে রাম,
সুসংবাদে, শুন লো মন্থরা,
ভাসি গো আনন্দ-নীরে,
কণ্ঠহার লহ পুরস্কার;—
চাহ আর যেবা তব মন,
আদরে দিব গো তোরে।
রাম আমার রাজা হবে কালি!

মন্থ। ও মা! এ রাজ্যে কি যাদু জানে?
গোল্লায় গেলি।
ও মা! একেবারে গোল্লায় গেলি।
ও মা! কালামুখী হার দিতে এল
আপনার দোষেই ম'লো,
বুঝিয়ে দিলে বোঝে না;—
আবাগী,
রাম রাজা হবে তোমার কি?
ঘেন্নার কথা!
কৌশল্যা দেবে নাক নাড়া,
আমি আজই হই অযোধ্যা-ছাড়া।
মাঠে ব'সে খানিক কাঁদি,
এই ছিল কপালে!—এই ছিল কপালে!—
ছার কপালে ক্ষার ধরিয়ে দিই,—
হব বাঁদীর বাঁদী!
মর্ লো, মর্—
ব্যাটা বিয়েছিস্ তার হিল্লে কর্,
এই যে রাণী হয়ে বসেছ;
এ কার ঘর, কার বাড়ী,
হতচ্ছাড়ী!
সতীন কাকে বলে জান না,
ওলো রাজার মা হবে রামের মা;—
রইলেন ভরত,
কার আজ্ঞা না রাজা দশরথ।—
ঘা শুকিয়েছে সব ভুলে গেছে,
এখন আর কেকই কেন,—কৌশল্যে।

কৈকে। কি বল মন্থরা,
না বুঝিতে পারি আমি।
জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজার শ্রীরাম;
ভরতে কি হেতু রাজা দিবে সিংহাসন?
হেন আকিঞ্চন কেন বা করিব?
রাম মোরে জননী অধিক মানে;
রাম আমার বসে যদি সিংহাসনে,
আমিও হইব রাজ-মাতা।

মন্থ। বাঁদী!—বাঁদী!—বাঁদী!
আমার ইচ্ছা হচ্চে ডাক্ ছেড়ে কাঁদি।

এই রাজা হয়েছে বুড় নড়নড়ে,
আজ বাদে কাল মর্বে;
বলি তখন,—
চোক্ষের জল ঝর্ঝরিয়ে ঝর্বে;
এই মন্থরার কথা,
তখন মনে ধরবে:
ভরতকে দেবে দূর ক'রে,
আর তোমায় ঘরে পূরে,
দুটি দানা-জল দেবে।
কৈকে। রাম হ'তে কভু না সম্ভবে হেন,
দয়ার সাগর রাম!
ভরতে কভু না ভাবে পর;
কিন্তু সত্য যদি ভরতে করে গো দূর,
কি উপায় আছে আর;
পিত্রালয়ে যাব চলি ভরতে লইয়ে।
মন্থ। বলি কান্ পেতে তো কিছু
শুন্বে না,
বুদ্ধি থাকলে উপায়ের ভাবনা;—
বলি,
রাজা যে তোমায় বর দেবে বলেছে,
সে দুটি কি মনে আছে?
কৈকে। এ কি কথা বলিস্ মন্থরা!
বল ত্বরা,
কিবা তব অভিপ্রায়?
শোণিত শুকায় হেরি তোরে।
মন্থ। ওগো রাণি!
আমি তোমায় ছেলেবেলা হ'তে জানি,
তুমি অভিমানী,
কারো কথা সইতে পার না,
হাজার হউক তবু সতীন;
বাঁধবে একদিন না একদিন;
হাজার করুক;—
তবু তোমার মনে ধরবে না।
তুমি অভিমানী তা ত তুমি জান না;
সতীন রাজরাণী,
সতীনের দম্ভ তোমার সইবে না।
যদি মনে কর,
এখনি রাজার মা হতে পার।
সতীন-পোদের ভাল কত্তে হয়;
তার পরে কেন কর না?
রাম রাজা হলে,
তুমি টিগবে ঘরে,
মনের কোণেও ধ'র না!
বলি ভাবেই কেন বুঝ না,—
এই যে রাম রাজা হবে,
তোমায় কাক্‌মুখে কেউ বলেছে?
হাতী-শালা উজড় হচ্চে,
ঘোড়া-শালা উজড় হচ্চে,
গরু-শালা উজড় হচ্চে,
হচ্চে সব দান!
যাকে জিজ্ঞাসা করি, 'কেন গো,'
সেই খেয়েছে কান,
কেন না
আমি দো-রাণীর বাঁদী।
কৈকে। সত্য তুমি বলেছ মন্থরা,
ভাবি গৃহে বসি,
কি হেতু উৎসব-রব আজি,
নগরে সকলে জানে রাজা হবে রাম;
আমি মাত্র বার্ত্তা না জানিনু।
মন্থ। এখন বোঝ,
মন্থরার কথা সত্যি কি মিছে;
যদ্দিন কুঁজী আছে,
তদ্দিন তোমার কিছু ভয় নাই।
রাজা মুখের কথা,
জানান দিতে আসবেই আসবে;—
তুমি অমনি ধরে বসবে,
"বলি বর দাও";
আগে স্বীকার করিয়ে নিবি;
এক বরে ভরতকে রাজ্য দিবি,
আর এক বর নিবি,
চৌদ্দ বৎসর,
রামকে বনে পাঠিয়ে দিবি।
কৈকে। জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজার শ্রীরাম,
মম পুত্র ভরত সুধীর,
রাজ্য কেন না পাবে ভরত,
পুত্রবৎ,—নহে পুত্র মম:
হীন-যোনি প্রাণী যাচে শাবকের হিত।
পর-জ্ঞানে কেহ মোরে না দিল সংবাদ।
পর যদি, কেন তবে হইব আপন?
বৃদ্ধরাজা জীবে কত কাল,
কি হেতু বঞ্চিব কাল পরাধীন হয়ে,
উপায় থাকিতে করি আপন বিহিত;—
মন্ত্র তব লইব মন্থরা,
কিন্তু কোন্ প্রয়োজনে,

রামেরে পাঠাব বনে?
মন্থ। ওগো, বুঝেও তুমি বুঝ না,
প্রজারা সব রামকে চায়;
ও যদি না বনে যায়,—
তা নিয়ে আবার ঠেকবে দায়,
লক্ষ্মণটা মহা গোঁয়ার!
সদাই করে মার মার,
রাম গেলে থাক্‌বে জড় হয়ে,
বনে পাঠাও চৌদ্দ বৎসর।
তার পর,
কোথায় বাড়ী, কোথায় ঘর
সন্ন্যাসী হয়ে থাক্‌বে,—
আর তেমন তেমন হয়,
বাঘে ধ'রে খাবে,
রাজার ব্যাটা বনে ক'দিন টেঁকবে?
কৈকে। কোন দোষে দোষী নহে রাম।
মন্থ। আবার আমার রাগ বাড়ায়,
ও মা, একি দায়,
কথা বোঝে না ইশারায়!
বলি রামের মাথা তোমায় খেতে হবে:
নইলে আজই হউক,
আর দুদিন পরেই হউক,
পস্তাবে!—পস্তাবে!—পস্তাবে!
তখন বল্‌বে—বলেছিল মন্থরা:
ঐ বুড়ো নড়নড়ে রাজা কি
চিরদিন থাকবে গা?
তখন রামে ভরতে লাগবে দাঙ্গা,
নখাটা গোঁয়ারের ধাড়ি;
অমন ছেলেকে নুন দেয় নি গা!
কৈকে। গরুড়, ভুজঙ্গ-অরি ঘোষে চিরদিন,
বলবান্ রাম,
দুর্ব্বার লক্ষ্মণ তাহে সহায় তাহার!
শত্রুঘ্ন, সুমিত্রা-নন্দন;—
কেন চিন্তা করি অকারণ,
রাজকন্যা, রাজ-রাণী, রাজার জননী,
কলঙ্ক?
কে করিবে কলঙ্ক রটনা?
ভরত হইবে রাজা।
রাম সদাশয়,—
আরো ভয়,
প্রজা হবে বাধ্য তার।
রাজ-মাতা রব অন্তঃপুরে,
আজ্ঞাকারী রহিবে সতিনী,
হেলায় মঙ্গল-ঘট কি হেতু ভাঙ্গিব?
যে হয় সে হয় সাহসে না হব ঊন,
নিজ কার্য্য করিব উদ্ধার;
কি মমতা তার, সতিনী-কুমার,
কালসর্প প্রসবে সাপিনী।
দেখ, রাজার কি পক্ষপাত,—
এক দিনে পুত্র প্রসবিনু,
জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ কিবা তার,
চক্ষে না দেখিনু,
শুনিলাম কৌশল্যার লোকমুখে;
কেমনে জানিব নহে এ রাজার ছল?
দিন দিন দেখ কার্য্যফল,
সুশিক্ষিত করিল রামেরে,
নিয়ত রাখিয়া নিজ পাশে।
যবে তাড়কায় ত্রাসে,
আইল মুনি লইতে রামেরে,
দিল সে ভরতে মোর,—
মমতা নাহিক তিল!
এতদিনে খুলেছে নয়ন:—
অন্ধ না রহিব আর।
স্বার্থপর,
রাম পুত্র তার, সেও স্বার্থপর,—
ভরতে না দিবে স্থল।
ভাল দেখি বুদ্ধির কৌশল,
অঘটন ঘটে কি না ঘটে। (স্বগত)
মন্থ। কি আর সাত-পাঁচ ভাব্‌চ,
এ দুটি কাজ তোমায় কত্তে হবে,
আমার মাথা খাবে,
তুমি সতীন সতীন ভাবছ কি?
সতীন কি পেলে তোমায় ছাড়ে,—
নোখে ফাড়ে,—
তবে নাকি রাজার ঢের কন্না করেছ,
পুঁজকে পুঁজ বল নি, রক্তকে রক্ত বল নি;
তাই কৌশল্যে গস্তানি,
কিছু বল্‌তে পারে না।
হাজার হউক্,
রাজার তো একটু চক্ষু-লজ্জাও হয়,—
আরে মিন্‌সে, ধর্ম্ম কি নেই,
সব দিক্ সমান কত্তে হয়,
সবাইকে সমান দেখতে হয়,
হলই বা দো-রাণীর পো,

এই রাজ্য জুড়ে উল্লাস,—
তা বাছা কোথা রয়েছে,
একবার খবর আছে?
কৈকে। অধিক না বলিস্ মন্থরা,
বাঁধিয়াছি বুক বিমুখ না হব কভু।
কার্য্যোদ্ধার করিব নিশ্চয়,
নহে তনু দিব বিসর্জ্জন;
কিবা প্রয়োজন,
কেন রব চিরদিন হীন?
ছি ছি!—ছি ছি!
বৃদ্ধ সনে যৌবন করিনু ক্ষয়,
ক্ষত-অঙ্গে প্রলেপ লেপিনু,
পুরিষে না কইনু ঘৃণা:—
সতিনীর দাসী হব আশে!
সতিনী সাপিনী বিষময়,
নিল স্বামী, নিবে রাজ্য পুনঃ;
কাঁদিবে চরণে ধরি,—
পুরুষের স্বভাব ক্রন্দন পদতলে:
কার্য্যোদ্ধার হেতু।
প্রাণ যাবে রাম বিনে;—
বৃদ্ধ হলে মরে লোক,
কে বাঁচে, কে মরে কেবা জানে।
চিরদিন কথায় ভুলাও মোরে,
জান না—জান না রাজা,
ভুলে নারী নিজ প্রয়োজনে,—
এবে প্রয়োজন বিরোধী তোমার,
কথায় না ভুলিবে কেকয়ী আর।
আরে রে মন্থরা!
উল্লাস কি হেতু মুখে তোর?
নহে উল্লাসের দিন,
আপনি বলিলি তুই।
ঘন আবরণে ঢাকিবে কেকয়ী-পুর,
যতদিন ভরত না হবে রাজা,
কিসের উল্লাস!
অযোধ্যার বাস কিবা ছার!
হব উদাসিনী,
গহন বিপিনে ভ্রমিব বাঘিনী সনে,
নরে কভু না দেখিবে মুখ।
রাজা হবে সতিনীর ছেলে!
যা মন্থরা ত্বরা,
দেখ রাজা আসে কি না আসে।

[মন্থরার প্রস্থান।

সূর্য্যবংশে সত্যপ্রিয় সবে;
এ কপালে কি জানি কি ফলে,
ক্রোধে যদি বধে রাজা মোরে,—
কলঙ্ক, কলঙ্ক নারীবধে।
অতি ক্রোধ,
সত্য-ঘাতী, নারী-ঘাতী,
এ কলঙ্কে রাম যাবে বনে,
রাজা যাবে বনবাসে,
বংশের গরিমা বড় মনে।
রহিল মন্থরা,
ভরত হইবে রাজা,
কিন্তু বৃথা ভয়,
বুঝি নাই এতদিন রাজার চরিত।
যে হয় সে হয়,
যত্ন বিনা রাজশ্রী কে পায়?
যাই আমি রোষাগারে।

[কৈকেয়ীর প্রস্থান।

দশরথের প্রবেশ

দশ। রাম আমার আদরের ধন!
ঘরে ঘরে কয়, নিত্যানন্দময়
রাম আমার!
ঘরে ঘরে আনন্দে নাচিছে সবে;
এ কি!
শূন্য ঘর, কোথা গেল রাণী?
অভিমানী বিলম্বে করেছে রোষ,
দোষ সকলি আমার;
রাজা হবে রাম,
এ সংবাদে কৈকেয়ীর আনন্দ অসীম;—
উচিত আছিল মম বার্ত্তা দিতে ত্বরা
পতি-প্রাণা ভুলিবে সকলি,
যবে আনন্দ-সংবাদ
দানিব আনন্দমুখে।

[দশরথের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

পথ

মন্থরা

মন্থরা। আমায় দোরের পাশে থাকতে হবে,
নইলে যে বদ-আক্কেলে মাগী,
কি কত্তে কি করবে।

মিন্‌সে যদি রেগে মারে,
মারে মারবে, বর তো দেবে।

কঞ্চুকীর প্রবেশ

কঞ্চু। নারে,
দাই মাগী মোহর নেবে না নেবে না;
রামের ব্যাটা হবে ডাকতে গেলুম,
মাগী এল না;—
তুই একবার যা না রে কুঁজি!

মন্থ। বুঝব কেমন সবাই,
যদি বর পাই:
মাগী এখন পাল্লে হয়,
মাগী মুলে সেয়ানা নয়,—
সেয়ানা নয়,—সেয়ানা নয়!

কঞ্চু। মাগী ভারি পাজী,
আমায় হেসে উড়িয়ে দিলে;
তুই একবার যা তো,
আমি যার তাকে খুঁজ্‌চি,
মাগী যেমন পাজী,
তেমনি পাঠিয়ে দিচ্চি কুঁজী।

মন্থ। থাক্‌ সবাই থাক্‌,
ওই বুড় মড়াকে তো
ভাগাড়ে রেখে আস্‌ব।

কঞ্চু। আমি যাব না, কুঁজী যা না।

মন্থ। দেখ দিকি, বুড় কিছু জানে না,
বলে ভীমরথি বুড়;
কুঁজী মানুষ চেনে গো,
একেই রাজাকে ডাক্‌তে পাঠাই,
ছাই বুড় মিন্‌সের আর
আসবার অবকাশই নাই।
মেতেছেন! মেতেছেন!
বলি ও কঞ্চুকী!
একবার রাজাকে ডেকে আন্‌ দিকি,
রাণী ডাক্‌ছে।

কঞ্চু। না না, তুই যা না,
কথা গে শুনিয়ে দে না;
আমায় হেসে উড়িয়ে দেবে।

মন্থ। এমনি অংখারই বটে?
বুড় হয়েছেন,
তবু অংখারে মট মট কচ্ছেন;
এখন,
কেকয়ীর কথায় হাসবেন বৈকি।
এখন আর ফোড়া আছে কি?
ঐ যে রাজা ঘরে ঢুক্‌চে,
কি হয় দেখি,—
আমার বুক যেন,
ঠাঁই ঠাঁই করে কাঁপছে।

[মন্থরার প্রস্থান।

কঞ্চু। কুঁজী! কুঁজী!
চলে গেলি কেন?
দাই ডাক্‌বি তো যা,
ও কুঁজী!—ও কুঁজী!—

[কঞ্চুকীর প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

রোষাগার

কৈকেয়ী ও দশরথ

দশ। রোষ রাণি সাজিবে না আর,
শ্রীরাম তোমার রাজা হবে কালি,
রহ যদি রহ অভিমানে,
আজি না সাধিব আর।

কৈকে। ছি ছি মহারাজ!!
এ সংবাদ দিতে আছে মোরে,
নহি প্রিয়মহিষী তোমার!

দশ। কহ কেবা প্রিয় তোমা হতে;
তব শুশ্রূষায়
বার বার পাইনু প্রাণদান।
প্রাণ-প্রিয়ে! প্রাণের অধিক তুমি,
সতি! সকলি তোমার গুণে,
এ আনন্দ তোমা হেতু।

কৈকে। নাহি আর সে দিন তোমার,
অধীর অস্ত্রের ঘায়;—
এবে সুমিত্রা কৌশল্যা তব প্রিয়,
হেয় আমি,
সেই হেতু না গণ আমারে।

দশ। আজি সভাস্থলে হইল মহোৎসব,
সে হেতু বিলম্ব প্রিয়ে,
এ শুভ-বারতা আপনি কহিব,
তেঁই না প্রেরিনু দূত।

কৈকে। ভাল,
আনন্দের দিন আজি তব,
নিরানন্দ নাহি রব;
এ আনন্দের দিনে,
দান মোরে দেহ মহারাজ।
দশ। নাহি জান প্রিয়ে,
কল্পতরু আজি আমি;
প্রাণ দিব চাহে যদি কেহ!
অপুত্রক আমি,
কে জানিত পুত্রে দিব সিংহাসন।
কৈকে। ভাল মহারাজ!
বুঝি তব মন;
সকলি কি পার দিতে?
রহ আজি মম পুরে,
স্থানান্তরে যেও না রাজন্!
দশ। রোষাগারে সোহাগ অধিক দেখি,
উঠ প্রিয়ে!
আনন্দের দিনে কেন ধরাসনে?
সভায় যাইব পুনঃ।
কৈকে। এই কল্পতরু!
ভাল তবে আমি না রাখিব ধ'রে
আছ প্রতিশ্রুত দেবে দুই বর মোরে;
দান নাহি চাই, ঋণ কর পরিশোধ।
দশ। তব ধার নারিব শুধিতে,
পতিরতা গুণবতী তুমি!
করি অঙ্গীকার, যে সাধ তোমার,
এখনি পুরাব প্রিয়ে!
শুভ দিনে চাহিয়াছ বর,
অন্তর আনন্দে নাচে মম।
কৈকে। আজি বাক্য-কল্পতরু তুমি,
সাক্ষ্য তার দিয়েছ রাজন্,
বর দিবে কৈলে অঙ্গীকার।
দশ। কি হেতু ভর্ৎসনা রাণি,
কোন্ বাক্য করেছি অন্যথা?
নাহি অন্য গুণ,
নহে শাস্ত্রে সুনিপুণ,
অস্ত্রধারী দৃঢ়-পণ ক্ষত্রিয়কুমার;
সূর্য্যবংশে পণ নাহি নড়ে।
কৈকে। ভাল,
করিলে স্বীকার দিবে বর;—
দুই বর দিবে কি ভূপাল?
দশ। রাখ বাক্যছলা,
কহ চাহ কিবা দুই বর।
কৈকে। দিবে দুই বর রাজা কর অঙ্গীকার।
দশ। বাক্যছলা কি হেতু তোমার?
কি আছে অন্তরে তব;
রাখ পরিহাস,
সভা আছে প্রতীক্ষায়।
কৈকে। উপহাস;
উপহাস নাহি করি;
ডরি,
হাস্যাস্পদ হয় পাছে অঙ্গীকার তব।
দশ। কটুবাণী কেন কহ রাণি!
মিথ্যাবাদী কহ মোরে;—
ঝড়ে যদি সুমেরু উখাড়ে,
তপনে সাগর শোষে,
সতী পতি হয় ভেদ,
সূর্য্যবংশে সত্য নাহি নড়ে।
কৈকে। ভাল সত্যবাদী,
সাক্ষ্য হও অলক্ষ্য-শরীরী;
দেখ যে নরের রীতি,
সত্যবাদী রাজা দশরথ!
সাক্ষ্য হও নিশাকর নক্ষত্রমণ্ডল,
সাক্ষ্য হও হে অসীম ব্যোম;
অগ্নিদেব, সাক্ষ্য হও তুমি;
সূর্য্যবংশে সত্যবাদী রাজা দশরথ!
দশ। ঢাক মুখ, ঢেকেছিলে যথা রোষে,
কি ভাব অন্তরে আজি তোর;
অনল নয়নে, শ্বাস ঘনে ঘনে,
দন্তে দন্তে পেষাপিষি,
নিষ্পেষিত করে কর,
ভয়ংকরী হেরি তোরে!
কর সম্বরণ,
যদি পরিহাসে কর হেন।
কৈকে। পরিহাস!
সে প্রয়াস নাহি আর রাজা!
বৃদ্ধকালে নাহিক সোহাগ মম।
আছ প্রতিশ্রুত,
দিবে বর মন্থরা যাচিবে যাহা;
আজি,
মন্থরার উপদেশে যাচি দুই বর;
এক বরে ভরতেরে দেহ সিংহাসন;
আর বরে,

চতুর্দ্দশ বর্ষ রামে দেহ বনবাস।
দশ। রুদ্ধ-শ্বাস বদ্ধ হৃদিমাঝে,
এখনি ফাটিবে বুক;
পরিহাস রাখ হে কেকয়ী,
হেন বজ্র ধরিল রে জিহ্বা তোর!
শীঘ্র মাগ অন্য বর,
প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ আমি।
কৈকে। তবে দেহ বর, মেগেছি ভূপাল!
দশ। একি একি! পুন কি শনির কোপে,
ধরি পায় বধো না হে কেকয়ী আমায়
সত্যে বাঁধিয়াছ মোরে।
কৈকে। ঘুচে এ জঞ্জাল রাজা
প্রতিজ্ঞা ত্যজিলে।
দশ। রক্ষ রক্ষ শঙ্কর শঙ্করি!
মরি পাপিনীর হাতে;
তমাচ্ছন্ন নিবিড় আঁধার,
পুন স্বপন উদয় আমার,
খসে পুন দেহের বন্ধন,
রামচন্দ্রে গ্রাসে রাহু;
ধরি কেকয়ী চরণ,
কোন্ প্রাণে রামে বিসর্জ্জন
দিব রে গহনবনে!
বৃদ্ধকালে নড়ি মোর রাম!
রাম বিনা কভু না বাঁচিব;
সতি! কেন হও পতিঘাতী?
কোলে হ'তে নিয়েছ দেখেছ,
ননীর পুতলী রাম!
মিলায় আতপ-তাপে,
চলে বলে,
আজও সে ননীর ছেলে;
সেই মুখ সেই মুখ-ভাব!
সন্তান তোমার,
মা ব'লে ডাকে রে তোরে;
কি দোষে হইলে আজি বাম?
কৈকে। রঘুবংশে সত্যবাদী সবে,
মিথ্যাবাদী নহি আমি,
বর লব মন্থরা যা কবে;
অন্য বর নাহি যাচি।
মিছা ছল,
তুমি হে কৌশলময়,
নাহি কথার শকতি
কথা নড়াইতে মম;
একদিন ক্ষম মহারাজ!
অনুরোধ যদি নাহি রাখি।
দশ। অভিশাপ মিথ্যা কভু নয়,
মরণ নিশ্চয় আছে ভালে পুত্রশোকে।
শব্দভেদী শরে মুনির কুমারে,
বধিনু কুরঙ্গ-ভ্রমে,
বজ্রাঘাত করিলাম অন্ধ মুনি-হৃদে;
কালে আজি ফলে প্রতিফল,
আহা!—আহা!
আমা বিনে রাম নাহি জানে;
সুসন্তানে কেমনে গহনে,
পাঠাব কেকয়ি বল!
কুমারে তোমার দিই রাজ্যভার,
অঙ্গীকারমত রাণি!
অন্য বরে কৃতদাস রব তোর,
রামে বনে নারিব পাঠাতে!
আজি আপনি ডাকিয়ে,
কহিলাম রামে আমি,
'কালি দিব সিংহাসন';—
পুন কেমনে কহিব,
'যাও বাছা বনবাসে।'
কহি সত্যবাণী
মরিব তখনি;—
কেকয়ি! কর হে ক্ষমা।
কৈকে। অঙ্গীকার করেছি ভূপাল,
রঘু-বধূ রাখি অঙ্গীকার।
দশ। মন্থরারে ডাক রাজ-রাণি!
চরণে ধরিব তার,
অন্য বর অবশ্য যাচিবে।
কৈকে। মম বাক্য মিথ্যা না হইবে,
বর নাহি দিবে মন্থরারে,—
বর দিবে মোরে,
দেহ বর অঙ্গীকারমত।
দশ। অন্ধ মুনি! এত নাহি জানি,
হা রাম!—হা রাম!! (মূর্চ্ছা)
কৈকে। কে আছ রে শীঘ্র আন বারি;—
এত স্নেহ!
কেমনে ভরতে দিলে বিশ্বামিত্র সনে,
মমতায় কার্য্য নাহি হয়,
কুঁজী-বাক্য মিথ্যা কভু নয়,
দুই পায় ঠেলিতো ভরতে।

মন্থরার প্রবেশ

মন্থ। মূর্চ্ছো গেলে মরে না,
তুমি কিছু ভেব না;
কোন মতে বর নাও,
রামকে ডাক্‌তে পাঠাও। [প্রস্থান।
দশ। এ কি!—এ কি!—এ কি রে সাপিনি,
দংশিলি হৃদয় মম!
ঘোর বিষে দগ্ধ মহাপ্রাণী,
রে নাগিনি;
নে রে তুলে বিষ তোর।
হা রাম!—হা রাম!
গুণধাম পুত্র মোর!
ওহো কি হলো!—কি হলো!
যায় প্রাণ কি হবে!—কি হবে!—
কৈকে। কাতর যদ্যপি রাজা প্রতিজ্ঞা-পালনে,
কহ মোরে যাই স্থানান্তরে;
রামে দেহ সিংহাসন,
পতিবাস নাহি আশ আর,
পতি মম মিথ্যাবাদী;
এবে শম্বরের শরে
বিকলাঙ্গ নহে তব!
নাহি নাহি স্ফোটক-যন্ত্রণা,
সে দিন তো নাহি মহারাজ,
কি কাজে রহিব আর অযোধ্যায়।
উঠ রাজা যাও সভাতলে,
সত্য-ভক্তি বুঝিলাম তব;
শুনি লোকমুখে,
সূর্য্যবংশে সত্যবাদী সবে,
বংশের গরিমা আপনি করেছ কত,
প্রমাণ পাইনু আজি তার।
দশ। বুঝিলাম সার,
রাজ্য হবে শ্মশান আমার;
পিশাচী বিরাজে পুরে।
আরে রে রাক্ষসি!
নিশ্বাসে নাশিলি মোরে,
বাক্যবাণ নাহি হান আর;
সূর্য্যবংশে আমি নরাধম,
স্ত্রৈণ ঘৃণ্য জগৎ-মাঝারে!
কিন্তু,—পিতৃলোকে কি হেতু কহিস্ কটু?
আরে রে পাপিনি! জেন স্থির,
সূর্য্যবংশে সত্য নাহি নড়ে;
আছি বদ্ধ সত্য-পাশে,
নহে,
কি সাহসে আছিস্ সম্মুখে তুই?
কৈকে। ভাল সত্যবান্ দেহ দান,
নাহি চাহি থাকিতে নিকটে।
দশ। চর্ম্মমাত্র রমণীর তোর,
বজ্রে বিঁধি গঠিয়াছে তোরে!
হে কৈকেয়ি! কর দয়া,
রাখ রাখ পতির জীবন,
লহ ধন লহ সিংহাসন,
প্রাণ ভিক্ষা যাচি তোর পায়।
কৈকে। বুঝিলাম সত্যের সম্মান তব;
মহারাজ, বর নাহি চাহি,
চ'লে যাই পিত্রালয়ে,
কারে না কহিব,
মনে মনে আপনি জানিব,
মিথ্যাবাদী দশরথ!
দশ। নারী-বাক্যে রাম-বনবাস
অপযশ ঘুষিবে সংসার;
যাবে প্রাণ রাম বিনে,
মুনি-শাপ ব্যর্থ কভু নয়;
অদৃষ্ট-লিখন,
উপায় কি আছে আর!
অঙ্গীকার কেমনে ঠেলিব,
কুলে কালি দিব,—
সত্যাশ্রয়ী পিতৃলোক মম!
জন্মিলেই মরণ নিশ্চয়,
অপবাদ অদৃষ্ট-লিখন;
সত্য না লঙ্ঘিব কভু,
রাম গুণধাম, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়,
লোকে মুখ না দেখাবে আর,
মিথ্যাবাদী হই যদি,—
অপবাদ হবে মোর?
কিবা ক্ষতি তাহে,
বংশে না স্পর্শিবে মলা।
আরে! আরে!
পাদুকা বহিত শিরে রাম;
শৈশবে সেবায় রত,
করিত ব্যজন
ক্ষুদ্র বাহু দুলায়ে সুচারু:
বাহু দুটি তুলে আধ-ভাষে বাবা ব'লে,
কোলে নিতে বলিত সে রাম!
আজও ধ্যানে জ্ঞানে,

আমা বিনা নাহি জানে,
ইঙ্গিত আমার আজ্ঞা তার;
বীর ধীর ধার্ম্মিক কুমার!
এ সন্তানে কোন্ প্রাণে পাঠাইব বনে।
যায় প্রাণ,
হা রাম!—হা রাম!! (মূর্চ্ছা)
কৈকে। ও মন্থরা!—ও মন্থরা, শ্বাস নাহি বহে।

মন্থরার প্রবেশ

মন্থ। বলি বর কি পেয়েছ,
না অমনি মুখোমুখী করে রয়েছ?
বলি দাঁতকপাটি নয়;
ভিরকুটী!—ভিরকুটী!
দশ। মুনি! মুনি! পুত্র নাহি মম,
অপুত্রক আমি,
অভিশাপে কিবা ডর?
পুত্র! পুত্র! রাম আমার!
ওহো কি হ'ল!—কি হ'ল!
হেরি সব তমোময়
রাম! রাম! দে রে আলিঙ্গন;
আমি রে জনক তোর!
জনকে না কর ঘৃণা
আয় রাম আয় কোলে। (মূর্চ্ছা)
মন্থ। দেখ্ছো কত ছলা।
তোমার মন ভোলাবে,
দেখ কাজের সময়
তোমার মুখ শুকিও না;
আর ঘড়ি ঘড়ি যদি মূর্চ্ছোই যাবে
তবে রামকে ডেকে মূর্চ্ছা যাগ না;
ও মা! কোথায় কি?
সব ন্যাকরা ন্যাকরা;
এর নাম কি দাঁতকপাটী?
দশ। ভৃগু মুনি, বালক আমার রাম!
হাসে রাম কৌশল্যা দেখ না?
মন্থ। ওই শুনলে, শুয়ে শুয়ে কৌশল্যে,—
মুখ শুকনো রেখে দাও,
আগে কাজ আদায় ক'রে নাও;—
ওগো জোর ক'রে জলের ছিটে দাও,
মরবে না গো মরবে না।
ঐ আসছে সুমন্ত্র এখানে,
বল ওকে রামকে ডেকে আনে।
[প্রস্থান।

সুমন্ত্রের প্রবেশ

সুম। এ কি দশা ভূপতির রাজ-রাণি!
কৈকে। যাও শীঘ্র ডাকি আন রামে,
মূর্চ্ছাগত মহারাজ।
দশ। প্রভাত নিকট আজি অভিষেক,
কি কাজে রয়েছি হেথা?
না—না, সর্ব্বনাশ, কেকয়ী দাঁড়ায়ে।
সুম। দেখ রাজা অরুণ উদিল,
ভূপ-বৃন্দ প্রতীক্ষায় সবে;
লগ্ন আসি হইল নিকট,
কি হেতু বিলম্ব তব!
দশ। দেখ চেয়ে রাক্ষসী সম্মুখে,
শেল, শেল,—শেল মারিয়াছে বুকে;
রামে দিবে বনবাস!
যাও মন্ত্রী, রামে আন ত্বরা,
ভরা তরী ডুবেছে আমার;—
হা রাম! (মূর্চ্ছা)
সুম। অকস্মাৎ এ কি দশা হেরি রাণি!
কেন রোষাগারে;
কার তরে কাতর ভূপতি,
এ আনন্দে নিরানন্দ কৈল কেবা?
কৈকে। রাজ-আজ্ঞা শুনেছ সচিব!
রামে বার্ত্তা দেহ ত্বরা,
বিচারে কি কার্য্য তব?
সুম। মহারাজ!
কেন হীন হেন লোট' মহীতলে,
নারীর সম্মুখে ক্ষত্রবীর!
হে রাজন্! বিচক্ষণ তুমি,
অধীরতা না সাজে তোমার।
দশ। হীন কেবা আছে আমা হতে হে সচিব!
হে মেদিনি!
ঘৃণা নাহি কর মোরে অভাগা বলিয়ে,—
বনবাসে পাঠায়ে তনয়ে,
তোর কোলে জুড়াব মেদিনি!
ওগো রামে দিব বনবাসে,
কি দেখ সুমন্ত্র আর!—
যাও—শীঘ্র রামে আন হেথা,
মনোব্যথা কব কি তোমারে,
দংশেছে সাপিনী বুকে!
সুম। (স্বগত) রাম-বনবাস! রোষাগার! নারী!
অঘটন সকলি সম্ভব;

বহুদিন এ বংশ আশ্রিত,
কোলে তুলে পালিয়াছি রামে।
[প্রস্থান।

দশ। মৃত্যু যদি অদৃষ্ট-লিখন,
মৃত্যু কেন না হয় আমার;
ব্রহ্ম-শাপে দংশে অহি, হয় বজ্রাঘাত,
ব্রহ্মশাপ কেন নাহি ফলে?
ধূ ধূ জ্বলে, প্রাণ জ্বলে,
কোথা যাব আপনা ভুলিব,
স্মৃতি লোপ হয় কি ঔষধে?
যন্ত্রণা!—যন্ত্রণা কি আছে এ অধিক,
ওহো আছে বাকী;
রামে কব 'বনে যাও রাম'!
ওহে! পিতৃভক্তি উঠিল ধরায়,
পিতা নাম ঘৃণ্য ভবে;
পিতা বলে ডাকিবে কি রাম আর!
আমি ঘৃণ্য, স্ত্রৈণ আমি,
রাম আমার বংশের গৌরব!
ভাগীরথী কীর্ত্তি যে বংশের,
বেণ, রঘু যে বংশে জন্মিল,
সেই বংশে কুলাঙ্গার দশরথ,—
কীর্ত্তি তার রাম-বনবাস!
রে হৃদয়! বজ্রময় তুমি,
বজ্রে মম অস্থির নির্ম্মাণ;
হায়! হায়!
পাইনু ত্রাণ সম্মুখ-সমরে,
মরিতে নারীর বোলে!
হেন কুলাঙ্গারে
কেন গো জননি গর্ভে দিয়েছিলে স্থান!
ওহো!—এ কি! এ কি! সব শূন্যময়,—
কোথা রাম, কোথা রাম আমার,
হা রাম!—হা অন্ধের নয়ন! (মূর্চ্ছা)

রাম ও সুমন্ত্রের প্রবেশ

রাম। এ কি! এ কি! কেন পিতা ধরাতলে?
পিতঃ! পিতঃ! আসিয়াছি বন্দিতে চরণ,
আশীর্ব্বাদ কর তাত!
কেন হেন,
চঞ্চল জনক মোর কহ গো জননি!
কেন ধরাসনে,
মধুর-বচনে নাহি সম্ভাষেন মোরে;
হৃদি বিদরে জননি,
এ দশায় হেরিয়ে পিতায়!
স্বর্ণকান্তি ধূলায় ধূসর,
কেমনে দেখ গো মাতা!
কেন পিতা কথা নাহি কন?
থাকিলে গো রোষে,
হাসে পিতা আমায় হেরিয়ে;
আজি কি লাগিয়ে না দেন উত্তর,
কাঁদি গো চরণতলে?
কি দোষে অভাগা দোষী পদে,
কোন্ অপরাধে পদে নাহি দেন স্থান
ওগো প্রবাসে ভরত,
প্রবাসে মা শত্রুঘ্ন,
কহ শুভবাদ উভয়ের;
হায় মা!
কেমনে তুমি আছ গো দাঁড়ায়ে,
ধরাতলে পিতা মোর;
আঁখি-জলে ভাসে গো দুকূল,
এস দোঁহে করি গো মিনতি,
যদি তাহে শান্ত হন পিতা।

কৈকে। অঙ্গীকারে বন্ধ রাজা
আছে মোর ঠাঁই, দিবে দুই বর মোরে;
এক বরে,
চতুর্দ্দশ বর্ষ তুমি যাবে বনবাসে;
আর বরে,
ততকাল ভরত হইবে রাজা।
রাজ্য-রক্ষা করিবে ভরত,
যতদিন তুমি না আসিবে;
অঙ্গীকারে বন্ধ তোর বাপ।
সত্য মিথ্যা জিজ্ঞাস রাজায়,
কর এবে যেবা রুচি তব,
ইচ্ছা যদি, পিতৃঋণ কর পরিশোধ।

রাম। মাতঃ, পিতৃ-সত্য অবশ্য পালিব,
দেখ মাতা মূর্চ্ছাগত পিতা!
পিতঃ! পিতঃ! রাম আমি,
দেখ পিতা রাম আমি।

দশ। কে রে, রাম আমার,
রাম!—রাম!
দেখ চেয়ে পিশাচ জনক তোর;
পিতা ব'লে না ডাক আমারে,
আমি শনি তোর রাম,
পাষাণী কৈকেয়ী সত্যে বাঁধিয়াছে মোরে।

রাম। হেন দুখ,

কি হেতু মা দিয়েছ পিতারে?—
তুমি আজ্ঞা করিলে জননি,
যাইতাম বনবাসে।
আনন্দ আমার,
রাজা যদি হয় গো ভরত।
উঠ পিতা, ত্যজ ধরাসন,
সফল জনম মম, বহু পুণ্যফলে
পিতৃসত্য কবিব পালন;
ধরি দেহ তোমার কৃপায় দেব,
এ দেহের তুমি অধিকারী।
সত্য সার শিখিয়াছি তোমার প্রসাদে,
উঠ নরপাল!
সূর্য্যবংশে সূর্য্যসম দেব তুমি,
কাতর নহ ত কভু প্রতিজ্ঞা পালনে।
যেই আমি—সেই তো ভরত তব,
গুণের ভরত ভাই!
তব মহত্ত্ব রহিবে, রাজ্য রক্ষা হবে,
পুত্র রাজা হেরিবে ভূপাল,
তব আশীর্ব্বাদে,
অবাধে আসিয়া পুন বন্দিব চরণ;
কি হেতু রোদন দেব!
পিতঃ! জন্মাবধি তোমা বিনা নাহি জানি;
শুধি কণামাত্র ধার,
অধিকার দেহ মোরে।
দশ। আরে রে পিশাচি!
দেখ রে বারেক চেয়ে,
দেখ চেয়ে রামে!
কেমনে রে এ সন্তানে দিব বনে;
ওরে,
ধরি তোর পায়, বাঁচা রে আমায়,
প্রাণ যায় কথা শুনে;
ওরে, রামে কোথা পাব,
প্রাণ কেমনে বুঝাব;
পতি চাহে প্রাণদান,
এ সম্মান রাখ গুণবতি!
কৈকে। সত্য ভঙ্গ করহ আপনি,
সত্য ভঙ্গ উপদেশ কেন দেহ মোরে।
দশ। ধন্য ধন্য বলি তোরে,
নারী-চর্ম্ম পাইলি কোথায়?
সত্য না লঙ্ঘিব কভু,
কিন্তু সন্দো মোরে তুই কি কৈকেয়ী,
কিবা, পিশাচিনী আইল রে তোর বেশে?
ভাবি তোর সহবাসে,
এতদিন কিরূপে রহিল প্রাণ?
রাম! রাম! শনি রে তোমার আমি!
রাম। ভাবি দুখ তব দুঃখে পিতা;
বাঁধ বুক আপন গৌরবে;
পিতৃকার্য্যে রহিব বিপিনে,
এ চিত্ত-প্রসাদ ইন্দ্রাসনে নাহি পিতা!
মা গো! পিতারে কর গো সেবা,
বৃদ্ধ পিতা মম;
কাতর হইবে তাত মোরে না হেরিলে।
মাতা, গুণধর ভরত হইবে রাজা;
গুরুজন তোমা দোঁহে,
সত্য কহি আনন্দ অপার মম;
রাজ্য-যোগ্য নহি কভু,
প্রের দূত আনিতে ভরতে।
কৈকে। ভরত না আসিবে আমার,
যতদিন তুমি রবে অযোধ্যায়।
রাম। মা গো, অযোধ্যায় কেন রব আর!
নাহি অধিকার মম রহিতে এ স্থানে।
রাজ-আজ্ঞা—পিতৃ-আজ্ঞা কভু না লঙ্ঘিব,
বনে যাব না আসিতে যামী;
রব মাত্র সীতারে সঁপিতে মাতা করে—
কহিব সীতারে,
সেবিবারে তোমা সবাকারে।
দশ। রাম!—রাম!—আয় কোলে,
ক্ষণেক জুড়াই প্রাণ;
রাম আমার!—রাম আমার!—
পিতা নহি, পাষাণ রে আমি!

তৃতীয় অংক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

তোরণ-সম্মুখ

প্রজাগণ ও লক্ষ্মণ

গীত

জয় রাম রঘুমণি, জয় সীতা জননী,
চিন্তামণি আপনি এসে প্রজা কোলে নিয়েছে॥
অন্নদায় ঘুচলো ধরায়
অন্নপূর্ণা বসেছে॥
গোলোক আঁধার গোলোক কে চায়,
রাম-সীতা ধর;

আয় রে আয় দেখবি যদি আয়।
কারে দেয় না বেদনা, সেথা নাই যেতে মানা,
রাম ঘৃণা জানে না;
তার সাক্ষী রে নীল-নবীন-কমল
চণ্ডালে কোল দিয়েছে॥

প্রজাগণ। জয় সীতারাম!

লক্ষ্মণ। উচ্চৈঃস্বরে কহ সবে 'জয় সীতারাম';
জয় সীতারাম!

প্রজাগণ। জয় সীতারাম!

১ বালক। জয় সীতারাম!

লক্ষ্মণ। জান তুমি রাম-গুণ বালক বয়সে,
কহ,
কিসে তব হইবে সন্তোষ?

বালক। কটু নাহি কহ মোরে,
রে লক্ষ্মণ,
কেবা তব লয় দান?
ব্রাহ্মণকুমার,
রাম-গুণ গাই আমি;
রামনাম শিখায়েছে পিতা।

লক্ষ্মণ। ক্ষমা কর অজ্ঞানেরে দ্বিজবর!

১ ব্রাহ্মণ। লক্ষ্মণ ঠাকুর!
আমি আরো কিছু চাই,
আমি ব্রাহ্মণ,
বড় বেশী কিছু পাইনি।

লক্ষ্মণ। গৃহে রেখে এস ধন;
দিব যত চাহ তুমি।

ব্রাহ্মণ। ওঃ!—এগুলো বড় ভারী,
একলা কি নিয়ে যেতে পারি।

১ প্রজা। ওগো,
তুই পেচিয়ে পড়ছিস কেন?
লক্ষ্মণ ঠাকুর চার হাতে ধন বিলুচ্চেন।

১ স্ত্রী। ও মা, ঠাকুর!
চার হাত!
জানলে কি এতদূর আসি?
ঠাকুর দেখলে তো রথে করে নিয়ে যায়;
ও মা! কোথায় নিয়ে যাবে গো!
কাজ নেই দানে, বাঁচলে হয় প্রাণে
এলুম বাছা,
কদিন বা ভোগ কল্লুম;
পোড়া কপাল!
তাই নাতির ব্যাটাটির মাথা খেলুম।
এই বউটোর জন্যে ঘুরে মরি;
মা গো! বউ-মানুষ অতো
রবি মেনি,
দুটি ভাত দিলে কেশে খুন হয়;
ও মা, একি দায়!
ঠাকুর বসেচেন দানে;—
কাজ নেই বাছা,
যদি টেনে নিয়ে যায়।

প্রহরী। নে, তুই তো কিছু পাসনি,
এই টাকা নে।

স্ত্রী। তুমি কে? দোহাই বাবা!
আমি স্বগ্যে যেতে পার্‌বো না।
ওরে রবি রে!
বুঝি টেনে নিয়ে যায় রে।

[প্রস্থান।

লক্ষ্মণ। ছড়াইয়ে দেহ ধন।
যে আছে দুর্ব্বল আইস মোর কাছে,
হাতে হাতে দিব আমি
(নেপথ্যে) জয় রাম!

লক্ষ্মণ। প্রজাপুঞ্জ দেখ রে সকলে!
জনম সফল কর হেরিয়ে শ্রীরাম,
দয়াময় আপনি উদয় আসি।

সকলে। জয় সীতারাম!

রামের প্রবেশ

রাম। ভাই রে লক্ষ্মণ!
আইস সাথে লহ মোর ধন,
বিতরণ কর দীন জনে।

লক্ষ্মণ। প্রজাগণ,
রহ সবে দাঁড়ায়ে দুয়ারে;
ধন-রত্ন দিবে রাজা তোমা সবাকারে।

[রাম-লক্ষ্মণের প্রস্থান।

১ প্রজা। চল্ বাড়ী যাই,
রেখে আসি, আবার নোব।

২ প্রজা। ওরে ভাই, আমার পা ভাল হয়েচে।
জয় সীতারাম!

১ প্রজা। আহা, কি নব-দুর্ব্বাদল-শ্যাম!

২ প্রজা। তোরও চোক্ হয়েচে নাকি রে?

সকলে। জয় সীতারাম!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

রাম ও লক্ষ্মণ

লক্ষ্মণ। দাদা!
হৃদ্‌কম্প হয় মম;
কেন হেন ভাব তব,
রোষ কি করেছ রঘুমণি?
রাম। ভাই,
শুন মন দিয়া,
যাব আমি বনবাসে পিতার আদেশে।
রহিল রে দুখিনী জননী,
রহিল দুখিনী সীতা,
পুত্রশোকে আকুল রহিল পিতা,
দেখ রে লক্ষ্মণ তুমি।
মোর কাজে তোর সদা মন,
ভাই রে লক্ষ্মণ,
কর অযোধ্যা-রক্ষণ, প্রজার পালন,
মিলিয়ে ভরত সনে;
অরাজক রাজ্যে নাহি হয়,
পুত্র-শোকে আকুল জনক।
মোর হেতু নাহি কর শোক;
সত্য পালি আসি দিব কোল।
লক্ষ্মণ। দাদা! দাদা! ধর মোরে;
কোন্ দোষে দোষী দাস পদে?
রঘুনাথ!
বজ্রাঘাত করো না হে শিরে;
ছত্র ধ'রে দাঁড়াইব পাশে।
রাম। ভাই,
বনবাস বিধির লিখন,
পিতৃসত্য-পালনে যাইব বনে।
বদ্ধ পিতা বিমাতার কাছে সত্যপাশে,
জান তুমি,
রঘুবংশে সত্য নাহি নড়ে।
দিয়েছেন দুই বর;
এক বরে বনবাস মম,—
চতুর্দ্দশ বৎসর ভ্রমিব বনে;
অন্য বরে ভরত হইবে রাজা।
লক্ষ্মণ। স্বপন সম জ্ঞান হয় দেব!
আগু পাছু না পারি বুঝিতে।
রাম। না হও বিস্ময়,
জান তুমি পূর্ব্ববিবরণ,
ঋণে বদ্ধ আছিলেন পিতা।
লক্ষ্মণ। ভাল, ঋণমুক্ত হোন্ পিতা,
দণ্ড-ছাতা দিন ভরতেরে,
অযোধ্যা করিব বন,
যদি তুমি যাবে বনবাসে।
আছি বিদ্যমান,
আছে দৃঢ় ধনু,
আছে তীক্ষ্ম বাণ তূণে,
অযোধ্যা আসনে,
রাম বিনে কেহ না বসিবে আর।
জ্যেষ্ঠ তুমি বিষ্ণু-অবতার;
কার অধিকার আর?
নারী-বাক্যে যাবে বনবাসে;
দোষো তুমি রঘুমণি নিষ্ঠুর বলিয়ে,
এ নারী বধিতে নাহি দোষ।
অসন্তোষ না হও শ্রীরাম!
রাম। ভাই,
বিমাতার নাহি কোন দোষ।
কুমন্ত্রণা দিল রে মন্থরা,
তাই মাতা বলিল কুবোল,
নহে,
আমি তাঁর ভরত-অধিক।
প্রাণাধিক!
পিতা মাতা গুরু,
অকল্যাণ হয় ভাই তাঁদের নিন্দায়।
লক্ষ্মণ। যতদিন স্মৃতির উদয়,
দয়াময়!
তোমা বিনা নাহি জানি,
নাহি জানি জনক-জননী,
নাহি জানি জায়া,
নাহি জানি এ সংসারে কারে আর;
তব আজ্ঞা কভু না লঙ্ঘিব,
আজ্ঞাকারী চিরদিন রব,
উচ্চ আশ অধিক নাহিক আর।
দাসে ভিক্ষা দেহ দয়াময়!
মন্থরার বধি প্রাণ।
রাম। হীনমতি নারী,
বিধি-লিপি করিল পূরণ।
কোলে করি পালিল ভরতে,
সেও তো জননী সম।
মান বোধ শান্ত কর ক্রোধ,
উপরোধ রাখ ভাই;

বীর ধীর তুমি রে লক্ষ্মণ,
দৈবের নির্ব্বন্ধ নাহি নড়ে।
লক্ষ্মণ। বীর্য্যহীন দৈবের অধীন।
বিধি-লিপি দেখিব কেমন,
বাহুবলে লইব মেদিনী,
রঘুমণি!
ক্ষত্র-নীতি আছে হেন।
রাম। কার উপরে কর রোষ ভাই,
কার দোষ দিবে ইথে?
শম্বরের রণ বিধির নিয়ম ভাই,
বিস্ফোটক বিধাতার লীলা;
বুঝ রে কৌতুক, কুব্জা-যৌতুক
বুঝ লীলা বিধাতার;
এ সংসার লীলাস্থল তাঁর!
কে তুমি কে আমি,
ব্রহ্মময় তিনি,
নিমিত্ত রে মোরা সবে;
সত্যমাত্র সার, এ সংসার ছায়া-বাজী।
সত্য হেতু যাই বন,
হে লক্ষ্মণ,
বিঘ্ন কেন কর তার?
পিতার নিকটে ঋণী সবে;
কিন্তু কার ভাগ্যে ঘটে,
কণামাত্র করে শোধ?
বুঝ সুবোধ লক্ষ্মণ,
সত্যমুক্ত করিব পিতায়;
সন্তান কি চাহে আর?
ধর বাক্য ধর রে লক্ষ্মণ,
রাজ্য রক্ষা কর মোর বোলে;
কোল দে রে যাই বনবাসে।
লক্ষ্মণ। রঘুমণি,
যাবে বনবাসে!
নফর যাইবে সাথে;
নহে দয়াময়,
নিশ্চয় ত্যজিব প্রাণ;
তপন নিভিবে, সাগর শুষিবে,
প্রতিজ্ঞা রহিবে মম।
রাম। ভাই রে, বালক তুই,
কেমনে ফিরিবি বনে?
বনবাসে সোনার লক্ষ্মণ!
কেমনে বাঁধিব প্রাণ তোরে হেরে বনে?
রাজার কুমার,
কভু দুঃখ নাহি জান;
ফল মূল কভু বা মিলিবে,
কেমনে কাননে বঞ্চিবি প্রাণের ভাই,
পিতৃ-সত্য রক্ষা হেতু আমি যাই বনে;
কি কারণে বনে যাবে তুমি?
লক্ষ্মণ। মাতৃ-সত্য উদ্ধারিব দাদা;
মাতৃপণে দাস আমি শ্রীচরণে।
বনে প্রভু,
নফর রহিবে বাসে,
হেন কি সম্ভবে কভু?
ধরি রাজীব-চরণ,
সাথে লহ দাস তব,
ত্যজিলে আমারে তখনি ত্যজিব প্রাণ।
রাম। কত পুণ্যফলে,
পেয়েছি রে তোমা হেন ভাই!
সুমিত্রা মাতার অঞ্চলের নিধি তুই,
বধূমাতা কাঁদিবে বিহনে তোর,
কুবচন কবে সবে মোরে,
কেমনে রে লব তোরে সাথে
আঁধার করিয়ে পুরী।
লক্ষ্মণ। বুঝিলাম,
অপরাধী হয়েছি চরণে
গুরুজনে কহি কটু।
দেহে আর কি কাজ আমার,
রাম-সেবা করিতে নারিব।
রাম। ভাই—ভাই—ভাই রে আমার
চল সাথে সঙ্কটের সাথি!
চল,
বিদায় মাগিব জনে জনে,
জানকীরে সঁপিব মাতায়;
আজি যাব বনবাসে।
লক্ষ্মণ। যথা রাম, রামরাজ্য তথা।
[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

উদ্যান

সীতা ও উর্ম্মিলা

সীতা। গীত

গাও কোকিল, বিহঙ্গকুল,
ফুলকুল পরিমল ঢাল সোহাগে।
হাসি হাসি, তমাল বিলাসী,
খেল তমাল সনে নব অনুরাগে॥

খেল অনিল, অরুণ ভাতিল,
নীল-গগন সাজ রঞ্জিত রাগে।
শ্যামা বসন পরি সাজ শ্যাম মেদিনী,
শ্যামা চাঁদ মম হৃদি-মাঝে জাগে॥

উর্ম্মিলা। বিনোদিনি!
ভাল শিখেছ গাঁথনি।
চিকণিয়া মালা,
রাজবালা,
দিবে কি বঁধুর গলে?
সীতা। সখি,
নাহি ধন,
ঋষির নন্দিনী আমি;
রাজারে কি দিব উপহার?
তাই ফুল-হার গাঁথিনু সজনি,
কুসুমের তনু কুসুমে শোভিবে ভাল।
উর্ম্মিলা। পুনঃ হার গাঁথ কার তরে?
সীতা। রাজ-পাত্রে দিব উপহার,
যবে ছত্র-করে দাঁড়াবে সুন্দর ঠাম।
উর্ম্মিলা। তবে দেহ ফুল,
আমিও গাঁথিব মালা
রাজ-রাণী তরে।
সীতা। সখি,
রাজারে ত্যজিয়ে
দাসীরে কি হেতু দিবে হার?
উর্ম্মিলা। সখি,
রাজারে কে চেনে,
রাজারে কে জানে,
মহিষীর দাসী সই।
মম হার নহে উপহার,
সাজাইব রাজ-রাণী।
দেখি,
সভামাঝে কার মালা সাজে ভাল।
সীতা। সখি,
শ্যাম-অঙ্গে দেখ নাই হার;
দেখিলে সজনি,
ভ্রমে না চাহিতে পরাইতে মালা মোরে।
নব-নীরদে দামিনী সম,
ফুলমালা খেলে শ্যাম-গলে।
উর্ম্মিলা। ভাল পর হার,
সুধাব রাজারে কে হারে কে জিনে।
কিম্বা কহ যদি,
আনি লো মুকুর,
ভ্রম দূর কর সুলোচনে!
লতিকার রূপে তমালের শোভা সই।

রাম ও লক্ষ্মণের প্রবেশ

সীতা। মহারাজ, করুন বিচার;
মালা নিয়ে করেছি বিবাদ।
উর্ম্মিলা। ও মা! ছি ছি, কি লজ্জার কথা!
[প্রস্থান।

রাম। দেবি,
বিচারের নাহি অধিকার,
বনে যাব পিতার আদেশে,
আসিয়াছি লইতে বিদায়।
মন্থরার মন্ত্রণার ছলে,
ভুলিলা কৈকেয়ী মাতা;
আছিলেন প্রতিশ্রুত পিতা,
বর দিতে জননীরে,
পিতার আদেশে যাব বনবাসে প্রিয়ে;
ভরত হইবে রাজা।
চতুর্দ্দশ বৎসর বঞ্চিব বনে;
ফিরি যদি দেখা হবে পুন।
জনক জননী মম,
কাঁদিবেন আমা বিনে,
রহি অযোধ্যায়,
সেবা তুমি কর দোঁহে।
এস প্রিয়ে,
সঁপে যাই মাতায় তোমায়।
সীতা। চাও প্রভু কাহারে সঁপিতে?
দয়াময়!
আমি, আমি নয়,
রামময় প্রাণ মম।
তুমি যাবে বনে, রহিব ভবনে,
কেমনে কহিলে নাথ!
দাসী শ্রীচরণে,
ধ্যানে জ্ঞানে চরণ সেবিব আশ।
যথা যাবে যাব সাথে সাথে,
দাসী বিনে সেবা কে করিবে?
রাম। প্রিয়ে! একি কথা?
ব্যথা কেন দেহ মোরে?
রাজ-বধূ রাজার নন্দিনী,
দুখ কভু নাহি জান;
দুর্গম গহনে,

কি কারণে যাবে প্রাণেশ্বরি?
রাজার ঝিয়ারী,
ফলাহারী কেমনে হইবে,
ভ্রমিবে শ্বাপদ সনে?
বৈসে তথা ভয়ঙ্কর নিশাচর;
তাই করি মানা,
গৃহে রহ গুণবতী,
বনে যেতে ক'রো না বাসনা।
জনক আমার
হাহাকার করিবেন আমা বিনে;
চাহি তোর মুখ,
ক্ষণ বা বাঁধিবে বুক।
জননী কাঁদিবে,
কে তাঁরে দেখিবে তুমি প্রিয়ে গেলে সাথে?
সীতা। এ কঠিন বাণী কেন কহ চিন্তামণি,
সতী পতি ছাড়ি রহে কবে?
বিধি-বিড়ম্বনে, সত্যের পালনে,
দুখ তব দয়াময়!
অকারণে কেন দুখ দিবে মোরে?
তব সনে,
গহন বিপিনে রব রাজ-রাণী।
রাম মম হৃদয়ের রাজা!
অধীনীরে ঠেল না চরণে,
দাসী বিনে সেবা কে করিবে তব?
রাম। সাথে যাবে প্রাণের লক্ষ্মণ,
সদা মম সেবা-রত;
দুখ প্রিয়ে না হইবে তায়।
ধর বচন আমার,
অযোধ্যায় রহ সতী।
সীতা। দাসীর মিনতি ঠেল না ঠেল না নাথ,
শেলাঘাত করো না হে বুকে।
মন দুখে ভ্রমিবে কাননে,
ভবনে কি সুখে রব?
ধরি পায় বঞ্চনা করো না প্রভু।
রাম। যুক্তি নহে গুণবতী,
রমণী লইতে সাথে;
রক্ষঃগণে বৈসে সদা বনে,
নারী লয়ে পড়িব বিষম ফেরে।
জটাধারী হব কদাকার,
হেরিয়ে বাড়িবে দুখ;
বাকল-বসনে,
চন্দ্রাননে,
নেহারি তোমারে,
কেমনি ধরিব প্রাণ?
নারী লয়ে দ্বন্দ্ব সদা হয়,
বাসি ভয়,
নহে প্রসন্ন অদৃষ্ট মম।
সীতা। নাথ!
পতি বিনে কে রাখে নারীরে?
এক নারী,
দুই ধনুধারী,
রক্ষিতে নারিবে প্রভু?
স্বচক্ষে দেখেছি ভাঙিতে হরের ধনু;
গভীর গর্জ্জনে স্বর্গ রোধ বাণে,
দেখেছি নয়নে নাথ:
পদাশ্রিতা নারী, নাহি কারে ডরি,
হেন বীর-পতি সহবাসে।
তুমি বনে যাবে, এ রাজ্যে কে রবে,
হেথা কে রক্ষিবে মোরে;
যেই রাজ্য কাড়ি লবে,
ভার্য্যা তারে দিবে,
হেন কি বাসনা তব?
দয়াময়!
এ কথা নিশ্চয়,
পদাশ্রয় কভু না ছাড়িব;
যাব সাথে কে রোধিবে মোরে?
পতি ব্রহ্মচারী,
ফলাহারে নাহি ডরি;
মুখ নিরখিব, আপনা ভুলিব,
ক্ষুধা তৃষ্ণা যাবে দূরে।
ঋষিগণে,
অদৃষ্ট-গণনে কহিত জনকে সদা,
'পতি সনে যাব বনে',
শুনি প্রাণ আনন্দে নাচিত।
প্রাণনাথ,
করো না হে মানা;
মানা না মানিব,
প্রাণ দিব শ্রীচরণে।
রাম। প্রিয়ে,
চাহে কি এ প্রাণ ছাড়িতে তোমারে তিল?
সীতা। সঙ্গে তবে লহ রঘুনাথ!
রাম। এস প্রিয়ে,
মার কাছে বিদায় মাগিব।
প্রিয়ে, ভিখারী তোমার পতি,

বনে অন্য কিবা পাব,
প্রেম দিব চাহ যত।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

লক্ষ্মণ ও ঊর্ম্মিলা

লক্ষ্মণ। প্রিয়ে!
জান না কি দাস আমি জননীর পণে?
শুভক্ষণে করিলেন পণ;
তেঁই,
রাজীব-চরণ চিনিয়াছি শ্রীরামের।
গৃহে রহ, দুখ না ভাবিহ,
সেবা কর গুরুজনে;
দাস আমি,
প্রভু-সেবা কর্ত্তব্য আমার;
তব ভার লইব কেমনে?
বিলম্বিতে নারি আর,
আজি যাব বনবাসে।
ঊর্ম্মিলা। হায় হায়!
অকস্মাৎ একি বজ্রাঘাত শিরে,
তোমা বিনে কেমনে ধরিব প্রাণ!
লক্ষ্মণ। চিন্তা নাহি কর মোর হেতু,
রাম-পদাশ্রিত আমি;
নির্ব্বিঘ্নে আসিব পুনঃ।
বহিছে সময়,
বিলম্ব না সহে আর;
প্রতীক্ষায় কমল-লোচন।

[প্রস্থান।

ঊর্ম্মিলা। কোথা যাও?—
ক্ষণেক দাঁড়াও প্রভু।

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

দেবালয়

সুমিত্রা ও কৌশল্যা

সুমিত্রা। দিদি!
দীন-হীন নাহি কেহ আর;
জয় জয় রাজ্যময় তব দানে,
ত্রিভুবনে জয় রাম ধ্বনি।
মহোৎসবে নাচে গায় প্রজাগণে।
কৌশ। লো সুমিত্রে!
পূজি শঙ্কর শঙ্করী,
রামধনে ধরিনু জঠরে।
আনন্দে ভাসি রে আজি,
রাম আমার রাজা হবে,
কিছু নাহি অদেয় আমার;
প্রয়োজন যার যত
দেহ সাধ মিটাইয়ে সবে।

রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার প্রবেশ

কৌশ। আয় আয় আয় বাছা!
আয় মা জানকি!
এস রে লক্ষ্মণ!
রত্ন-ধন বিতরণ হেতু
লহ যত চাহ তুমি;
রামের দোসর রামের সোসর
পুত্রজ্ঞান করি তোরে।
আয় রাম আয় রে আমার!
কল্যাণে তোমার ভগবতী করি পূজা।
চণ্ডিকার করি নমস্কার,
যাও বাছা, বস, গিয়া সিংহাসনে।
রাম। মা গো!
বিধি-বিড়ম্বনে পড়েছি বিষম ফেরে;
মা আমাদের দেহ গো বিদায়।
আজি তিন জনে হব গো অরণ্য-বাসী,
ভয় বাসি কহিতে তোমারে;
বিমুখ বিধাতা,
বদ্ধ অঙ্গীকারে পিতা,
বিমাতা হয়েছে বাদী।
বর্ষ চতুর্দ্দশ ভ্রমিব কাননে,
সিংহাসনে ভরত বসিবে;
মা গো, তাই মাগি বিদায় চরণে।
কৌশ। আরে আরে, ব'ধো না মায়েরে;
কি বলিস্—কি বলিস্ রাম। (মূর্চ্ছা)
রাম। ওঠ—ওঠ—ওঠ মা আমার,
অন্ধকার সকল সংসার,
হেরিয়ে তোমার দশা;
উঠ গো জননি!
কোলে তুলে নে গো ছেলে,
সকাতরে ডাকি মা, মা, ব'লে।
লক্ষ্মণ। এ কি এ কি,
সংজ্ঞা-হীন, শ্বাস নাহি বহে!—

রাম। মা!—মা!
রাজ-রাণী লুটাও ধরণী,
প্রাণে নাহি সহে মাতা।
ভাই রে লক্ষ্মণ,
বুঝি ভাই বধিনু মায়েরে।
সুমিত্রা। দিদি!
দেখ চেয়ে,
এসেছে গো রাম তোর।
কৌশ। কৈ রাম!—কৈ রাম আমার!
দেখেছি রে কুস্বপন;
রামধন কি হ'ল, কি হ'ল!
রাম। মান প্রবোধ জননী,
চাহিয়ে আমার মুখ।
ত্যজ শোক রাজ-রাণী;
কল্যাণ কর গো তিনজনে,
তব আশীর্ব্বাদে,
নিরাপদে বঞ্চিব কাননে;
পুন আসি পূজিব চরণ।
কৌশ। বাছা!
দুখিনী জননী তোর,
কেন শেল হান মোর বুকে।
উপহাস লোকে,
নারী-ভাষে যাবে বনবাসে,
ভাল কীর্ত্তি কিনিল ভূপাল!
জঞ্জালে কি কাজ আর,
চল যাই পিত্রালয়ে।
রাজা রাজ্যের ঈশ্বর,
রাজ্য দিল ভরতেরে,
নানা উপহারে,
পূজি শঙ্করী শঙ্করে,
তোমারে ধরেছি কোলে;
কার বোলে যাবি তুই বনে?
দশমাস ধরেছি জঠরে,
রাজার কি অধিকার?—
হায় হায়! কি হ'ল, কি হ'ল!
বুঝি প্রাণ গেল;
বধো না রে দুখিনী জননী।
বল্ বাছা বল্ শীঘ্র বল্,
কাঁদেরে জননী তোর,
ত্যজে তারে যাবিনে গহনে।
ধিক্! ধিক্! কি কব রাজারে,
সূর্য্যবংশে দিল কালি;
ছিছি—ছিছি! লাজ না হইল,
কেমনে কহিল,
যাও রাম বনবাসে।
নহ পুত্র তার,
দুখিনী-কুমার, রহ দুখিনীর কোলে।
রাম। মা গো!
মন্দ নাহি বল গো পিতারে,
অতি দুঃখী পিতা মম!
ভুবনে আখ্যান,
সত্যের সম্মান সূর্য্যবংশে চিরদিন
সূর্য্যবংশে সত্যাধীন সবে।
বনে যাই বিধি-বিড়ম্বনে,
পিতারে না বল কুবচন
মা গো!
দেখিলে রাজায়, প্রাণ ফেটে যায়,
ভূমেতে মুকুট লোটে;
অবিরল বক্ষে বহে জল,
"হা রাম", "হা রাম" মুখে;
না জানি জননী,
নৃপমণি কি করেন মোর শোকে।
মা গো!
পিতা গুরু তব,
আমার গুরুর গুরু;
কেমনে মা লঙ্ঘিব বচন তাঁর?
এস গো জননী,
যাব পিতার নিকটে বিদায় লইতে;
শোক-সিন্ধু উথলিবে তাঁর।
আমা বিনে পিতা নাহি জানে,
শান্ত ক'র গৃহিণী মা তুমি।
দিও অন্নজল, জনক বিকল,
অন্নজল ত্যজিবেন মনদুখে।
মা গো, কি কব তোমায়;
শঙ্করী-পূজায় ভুল শোক,
জননী আমার!
লিপি বিধাতাব খণ্ডন না হয় কভু,
বনে যাব অন্যথা না হবে।
কৌশ। হায় হায়!
সতিনী নাগিনী দংশিল রে হৃদিমাঝে
আমি রে পাষাণী,
তাই দেহে আছে প্রাণ।
জান না মায়ের ব্যথা,
জানিলে এ কথা,—

এ নিঠুর কথা কভু না আনিতে মুখে।
অন্ধের নয়ন,
দরিদ্রের ধন তুই রাম,
রাখ প্রাণ,
ভিক্ষা মাগি তোর কাছে।
তোমা বিনে কেমনে রহিব ঘরে;
ক্ষণ অদর্শনে শ্মশান সংসার হেরি;
মরি মরি!
কেমনে রে তোরে দিব বনে?
হায় হায়! কেন না মরিনু!—
লক্ষ্মণ। দাদা!
জননীর দুখ দেখা নাহি যায় আর,
একি অবিচার,
কেন যাবে বনবাসে!
রাজার কুমার বনে কেবা যায় কবে?
প্রভু!
আমা হেতু নাহি গণি;
রঘুমণি!
আমি হে নফর তব।
দাদা!
তুমি দুখ পাবে, প্রাণ ফেটে যাবে,
জনক-নন্দিনী বিপিন-বাসিনী,
রাজ-রাণী যার লোটে পায়।
হায় হায়! কি আর কহিব,—
ধিক্ জন্ম!—ধিক্ ধনুর্ব্বাণ!—
বিদ্যমান সিংহাসন নিল পরে।
কৌশ। শুন শুন কি বলে লক্ষ্মণ,
পাল পিতার বচন,
রাজ্য-ধন দেহ ভরতেরে;
মাতৃ-বাক্যে গৃহে রহ বাছাধন!
রাম। মা গো!
পিতৃবাক্য পালিব জননী;
নরকে মজিব সত্যে যদি করি হেলা।
সত্যাশ্রয়ে বিঘ্ন না ঘটিবে,
পুনঃ দেখা হবে,
বন্দিব চরণ পুনঃ।
দে মা বিদায় আমায়,
দিন ব'য়ে যায়,
দিনে দিনে ত্যজিব অযোধ্যাপুরী।
ধরি মা চরণে,
আর নাহি কর মানা।
কৌশ। আরে আরে,
পিতৃসম কঠিন রে তুই!
রাক্ষসী রহিনু বেঁচে;
চারি পুত্র পিতার তোমার;
'মা' বলে রে নাহি মোর আর।
রাম। মা গো!
অপরাধী না কর আমারে;
জনকের পায় বিদায় লইতে যাব।
সীতা। পতি-সনে বঞ্চিব কাননে,
আশীষ জননী মোরে।
লক্ষ্মণ। মা গো!
মাতৃপণে,
প্রভু সনে যাব, প্রভুরে সেবিব,
পুন আসি করিব প্রণাম।
কৌশ। আরে রে লক্ষ্মণ, সুমিত্রার ধন,
যাবি তুই কোন্ অপরাধে?
রাম, তোর কথা শুনে,
যাস্নে রে বনে;
মানা কর জননী বধিতে।
ও মা সীতে,
পতি সনে যাবি তুই;
শূন্য পুরে রব গো কেমনে?
লক্ষ্মণ। মা গো!
স'পেছ মা যাঁর পায়,
সেবিতে তাঁহায় বনাশ্রমে যাব মাতা
পদধূলি ল'য়ে তব শিরে,
পণ তব করি সংপূরণ।
সুমি। আরে বিধি! কি বিধি তোমার,
উৎসবে তুলিলি হাহাকার!
বাছারে আমার,
কি ব'লে বিদায় দিব।
লক্ষ্মণ। যথা রাম তথায় লক্ষ্মণ,
বিধির নিয়ম বাঁধা;
অন্যথা না হবে কভু।
রাম। সুমিত্রা জননি!
দাসে দেহ পদধূলি;
'মা' বলিব ফিরে যদি আসি।
সুমি। ঘুচিল রে অযোধ্যার বাস
আশায় নৈরাশ,
প্রাণনাশ কেন নাহি হয়?
রাজার গৃহিণী জনম-দুখিনী আমি!
লক্ষ্মণ। ভাগ্যবতী তুমি গো জননী,
রামকার্য্যে সন্তান করেছ দান।

মাতা, চিন্তা কর দূর,
তিন পুরে রামাশ্রয়ী জয়ী।
দাদা, বিলম্বে কি কাজ,
চল যাই রাজারে ভেটিয়ে।
রাম। ভাই! ভাই! ভাগ্যহীন আমি,
জনক-জননী ভাসাইনু শোক-নীরে,
বনবাসী করিনু তোমারে,
জানকীরে দিনু বনে।
কর্ম্মফল,
দোষ দিব কারে,
প্রাণ বিদরে লক্ষ্মণ,
পুন কহি 'রহ ভাই গৃহে'।
সুমি। আরে রাম,
লক্ষ্মণ রে নফর তোমার.
জ্যেষ্ঠ পুত্র তুমি মম;
তোর্ ধন সঁপে দিই তোরে।
রাম। আসি গো জননী,
কল্যাণ কর মা সবে।
কৌশ। আরে রে সতিনি! কাল-ভুজঙ্গিনি,
ভাল বিষ ঢালিলি হৃদয়ে!
পুত্র ধ'রে পাষাণ হইলি;
রামে বনে দিলি, কালি ডালি রাজকুলে।
লো সুমিত্রে,
কি রাতি পোহাল মোর!
ভেঙেছে কি ঘুম-ঘোর?
ওরে বনে যায় রামধন!—
দুর্গে দুর্গতি-নাশিনি!
কার করে দিব মা কুমারে?
দানব-দলনি,
দুর্গমে রেখ মা তারা!
ভয়-হরা,
অকিঞ্চনে রেখ গো চরণে!
সংকটে শঙ্করি, তব পদ-তরী,
কৃপা করি দিও গো জননি!
নিস্তারিণি!
ভরসা তোমার, কেহ নাহি আর,
হারা-ধন পুন যেন পাই।
রাম। আসি মা জননি!
কৌশ। দেখা হবে রহে যদি প্রাণ।
[রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার প্রস্থান।
হায়, হায়! কি হ'ল কি হ'ল!
রাম কোথা গেল,
প্রাণ তবু আছে দেহে!
ধিক্, আমি রে পাষাণ,
ভাসায়ে সন্তান পিশাচী রয়েছি বেঁচে!
পাপিনী সতিনী,
মমতা না হ'লো তার।
রাম আমার,
কভু কারু কাছে নহে দোষী;
কেন রে রাক্ষসি, তারে দিলি বনবাসে?
হায়, হায়! কি ক'ব রাজায়.
সন্তানে বিদায় দিল সে নারীর বোলে!
ননীর কুমার মিলায় আতপ-তাপে;
সে বিধু-বয়ান না হেরে কেমনে রব?
মা বলে সে ঘুমায়ে ঘুমায়ে;
প্রাণ কাঁপে,
সে রহিবে বনবাসে;
ক্ষুধা নাহি সয়, দুগ্ধের তনয়,
আজও মনে করে স্তনপান।
রাম—রাম—রাম আমার!
যায় প্রাণ দেখ রে আসিয়ে! (মূর্চ্ছা)
সুমি। দিদি, দিদি!
না হও অধীর,
অকল্যাণ না কর রামের;
চল যাই,
রামের কল্যাণে করিব গো মঙ্গলাচরণ।
কৌশ। মঙ্গল কি আছে গো আমার,
কাঁদায়েছে মঙ্গলা আমায়!
ওমা! এই কি গো ছিল তোর মনে,
ওরে রাম আমার যায় কতদূর!
[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

মন্থরা ও কৈকেয়ী

মন্থ। আ মর—আ মর,
যদি পেলি বর তো ব্যবস্থা কর;
এখনও,
ঘরের ভেতর তিন জন কচ্চে নড় নড়।
রাজার পরামর্শ হচ্চে,
বনে ধন পাঠাবে।
আ মর নরুকে মিন্সে।
তা হলে কি ভরতের কিছু থাক্‌বে?

চার হাতে তো ধন বিলুলি,
আবার কি বন কেটে রাজ্যি বসাবি,
ভরতকে ফাঁকি দিবি;
কে দিতে বলেছে বর?
কৈকে। রে মন্থরা,
যে পথে চলেছি,
সেই পথে চলিব নিশ্চয়,
বনে দিব বাকল-বসনে;
নহে রাজা সত্যে না হইবে পার।
মন্থ। দেখ, এইটে যদি পার,
তো সব দিক্ ভালই কর.
নকা সঙ্গে চল্লো,
তোমার আপদ গেল,
বোঝ দিকি বনে না পাঠালে হয়?
যদি শীগ্গির শীগ্গির পাঠাতে পার,
তা হলেই তোমার ভরতের জয়।
যতক্ষণ নকা আছে,
আমার প্রাণ কাঁপ্চে;
ষণ্ডা হয়েই অমনি করে বাঁচে গা!
কৈকে। রেখেছি বাকল তুলে,
তিন জনে,
বাকল-বসনে পাঠাইব বনে।
কার ধন কেবা রামে দিবে?
রাজ্য-ধনে রাজার কি অধিকার?
ভরতেরে দিয়াছেন দান।
মন্থ। এই বেলা তবে বাকল নিয়ে চল।
রাম লক্ষ্মণ সীতে,
কৌশল্যার কাছ থেকে
রাজার কাছে গেল।
কৈকে। ভাল, ভাল,
তোর মন্ত্র না করিব হেলা।
ভবিষ্যৎ অন্ধকার,—
ভবিষ্যতে কি হবে কে জানে?
সিংহাসনে ভরত বসিবে,
ব্রহ্মচারী হবে রাম;
আর না ডরাই,
যা হবার ঘটিয়াছে তাই।
পুত্র মোর রাজা,
জননীর কি সুখ অধিক!
মন্থ। চল শীগগির চল;—
আবার কেউ বলে কুঁজি।

[প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

দশরথ ও সুমন্ত্র

দশ। হে সুমন্ত্র!
আসিবে কি রাম আর,
সম্ভাষিতে নিষ্ঠুর পিতায়?
বাপ নই আমি রে চণ্ডাল,
পুত্রে দিনু বনবাসে;
করাল সাপিনী দংশিল বাছারে মোর!
ছি ছি!
ছার প্রাণ, এখনও রয়েছে দেহে?
দহে প্রাণ দহে, সুমন্ত্র দেখ হে,
দেখ কোথা রাম আমার;
কহরে বাছারে,
তিন দিন তরে, এ নগরে করে স্থিতি।
হায়, হায়!
অযোধ্যা বসতি ঘুচিল রে এতদিনে;
বনে দিনু ননীর কুমারে!
সুম। অধীর হইলে রাজা,
কে রহিবে অযোধ্যা নগরে;
ছার খার হইবে সকলি।
দশ। প্রাণ—প্রাণ,
দেহ হতে হও না বাহির,
জন্ম শোধ রামেরে দেখিব!
জ্বলে জ্বলে অন্তঃস্থল জ্বলে,
জলে না জুড়ায় তনু;
রাম আমার ছেড়ে যায়!
হায়রে দারুণ বিধি!
কোথা যাব কেমনে জুড়াব,
আর কি পাইব রামে!
বাম বিধি দিয়ে নিধি নিলে,
মৃত্যু হলে ভুলে কি সকলি?
না—না এ জ্বালা তো ভুলিবার নয়,
ব্রহ্মশাপ ব্যর্থ কভু নয়,
মরণ নিশ্চয়,
আর না পাইব রাম আমার।
পিতা নাম উঠুক ধরায়,
সন্তানে দিয়েছি বলি।

রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, কৌশল্যা ও সুমিত্রার প্রবেশ

কৌশ। মহারাজ!
এ কি হে বিচার,

দুখিনী-কুমারে,
কোন্ দোষে দণ্ড দেহ দণ্ডধর?
পুত্র আছে অনেক তোমার,
নাহি মোর আর;
মম পুত্রে অধিকার কিবা তব?
হায়, হায়,
মরিলে কি এ জ্বালা ভুলিব!

দশ। রাণি!
পুত্রে পিতৃ-অধিকার ঘুচুক সংসারে,
পিতা নাম উঠুক জগতে;
হেন বজ্রাঘাত নাহি হয় কারু বুকে।
'বাবা' বলে কে আর ডাকিবে?
পিতৃবাক্যে রাম-বনবাস!
নারিবে জাহ্নবী-বারি পবিত্রিতে মোরে;
পাপ-জিহ্বা কুক্কুরে খাইবে।

রাম। পিতা, পিতা, ত্যজ অনুতাপ,
সত্যবান্ তুমি মহারাজ!
সত্যের সম্মানে,
প্রিয়পুত্রে পাঠাইলে বনে,
মহত্ত্ব-প্রচার করিলে হে ধরাতলে।
রবিকুলে রবি সম সত্যময়;
পুত্র তব সত্য হেতু যায় বনে,
পুত্র রাখে বংশের গরিমা,
পিতার মহিমা তাহে।
রাজ্য ছার,
মাহাত্ম্য পদার্থ গণি;
পুত্রের গৌরবে কি হেতু কাতর রাজা?
মাতা!
পতি-সেবা ধর্ম্ম তব;
রঘুকুলবধূ,
মোহবশে কর্ত্তব্য ভুল না।
মাগো,
জেনে কি জান না,
কার ভাগ্যে ঘটে, সত্যে জনকে করিতে পার!
মা আমার,
দেহ গো মেলানি!
পিতা,
তোমার প্রসাদে সুখে রব বনাশ্রমে,
হাসিমুখে করগো বিদায়।

দশ। রাম! রাম!
তিন দিন রহ নিকেতনে,
ভাল করে দেখিব রে তোরে;
আর নাহি দেখা হবে তোর সনে;
দেহে প্রাণ রবে নারে তোমা বিনে;
আছে মাত্র তোমারে দেখিতে।

রাম। সত্য-ভঙ্গ হবে তাহে তাত,
আজি না যাইলে বনে।

দশ। আমা হতে,
কেকয়ী হইতে কঠিন রে রাম তুই!
বাবা বলে ডাক একবার;
রাম আমার!—রাম আমার! (মূর্চ্ছা)

রাম। বাবা!—বাবা!
কোলে নাও রাম বলে;
রে লক্ষ্মণ,
এ জনম ধরেছি কাঁদিতে!

দশ। রাম!—রাম! কোথা?—কোথা?

রাম। বাবা!—বাবা!

দশ। রাম!—রাম!
তিন দিন রবে না ভবনে?

রাম। সত্যভঙ্গ হবে তাত!

দশ। লহ ধন-রত্ন ভাণ্ডার হইতে।

রাম। পিতঃ!
ধন-রত্নে বনে কিবা কাজ?
বাকল বসন মম।

কৈকেয়ীর প্রবেশ

কৈকে। রাজা, ধন-রত্ন কার?
'ধন রত্নে তোমার কি অধিকার আর?
কার ধন দিবে কারে?

দশ। জরজর অন্তর আমার,
কেন শর হান রে পাপিনি!
আছি মাত্র রামেরে দেখিতে।

রাম। পিতা,
সত্য কথা কয়েছেন মাতা,
ধনে মম নাহি অধিকার।
অঙ্গীকারে বদ্ধ আছ নৃপমণি,
অঙ্গীকার না কর অন্যথা।

কৈকে। সত্য যদি করিবে পালন,
ধর তবে বাকল-বসন;
রাজ্য ত্যজি যাও বনে।

বাকল প্রদান

রাম। মা গো!
আসিয়াছি লইতে বিদায়,

তব পায় বিদায় যাচি গো আমি,
আশীর্ব্বাদ কর তিন জনে। (প্রণাম)

দশ। রে রাক্ষসি!
না রহিস্ সম্মুখে আমার,
ত্যজ্য তুই,
তোর মুখ না দেখিব আর!

কৈকে। যাচি নাই রাজা,
নিকটে থাকিতে আর,
সত্য পাল এইমাত্র চাই!

[প্রস্থান।

রাম। আজ্ঞা কর যাই বনে তাত!
পুনঃ আসি বন্দিব চরণ।

দশ। কালি—কালি অন্তরে আমার!
রাখ মাত্র এক অনুরোধ;
পদব্রজে যাবি চলে বনে,
দেখিতে নারিব আমি;
যাও তিন দিন রথ আরোহণে।
বাছা, দেখা নাহি হবে আর;
রে লক্ষ্মণ, আর না দেখিব তোরে,
ও মা সীতে,
এ জনমে
চাঁদ-মুখ তোর দেখিতে না পাব আর,
রাজলক্ষ্মী সিংহাসনে বসিবে রামের বামে,
মোর ভাগ্যদোষে বনবাস তোর।
মা গো,
কুল-লক্ষ্মী ভাসাইনু;
কুলাঙ্গার রাজকুলে আমি!

সীতা। তাত!
তব আশীর্ব্বাদে
সদা সুখে বঞ্চিব বিপিনে:
দেহ পদধূলি,
পতির চরণে
অচলিত রহে যেন চিত।

দশ। অলঙ্কার তোমার জননী;
অধিকারী নহি মা বধূর ধনে।
যেও না মা বিনা আভরণে;
রাম!—রাম! কি হ'ল?—কি হবে?

রাম। পিতঃ!
ত্যজ মোহ সত্য ভাবি সার,
শ্রীচরণে বিদায় হইনু।

[রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার প্রস্থান।

দশ। শূন্য—শূন্য—শূন্য এ সংসার!
রাম—রাম—কোথা যাও ত্যজিয়ে আমায়!

[সকলের প্রস্থান।

কঞ্চুকীর প্রবেশ

কঞ্চু। কার কি হলো?
অজ রাজা কি মলো,
আমার যে বুক ফেটে যাচ্চে;
রামকে নিইগে কোলে।
তার ব্যাটা হলে তবে মর্ব্বো।
সব কাঁদ্‌চে!
কাঁদ্‌চে বটে, কেন কাঁদ্‌চে?

[প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক

তোরণ-সম্মুখ

ভৃত্যদ্বয়ের প্রবেশ

১ ভৃত্য। দেখ্‌লি ভাই, তখনি বলেছিলুম,
ডাইনে মন্ত্র ঝাড়্‌লে;
বেটী রাজ্যি সুদ্দো মাল্লে।
বেটী এমন মন্তর জানে,
রাজাকে জাদু কল্লে।

২ ভৃত্য। জানিস্ নি,
কাণা খোঁড়ার এক গুণ বেশি।
ও কুঁজি; ওর কুঁজে মন্তরের পুঁজি।

১ ভৃত্য। সত্যি রে,
যেন ভোজবাজী করে তুল্লে!
অমন যে লক্ষ্মণ ঠাকুর,
তারেও মুসড়ে ফেল্লে।
দেখ দিকি, সে দিন তোরে বল্লুম,
যে কুঁজির সঙ্গে কচকচিতে কাজ নাই;
এখন প্রাণ নিয়ে টানাটানি।

২ ভৃত্য। ওরে আপশোষ যাবে না মোলে
আপশোষ যাবে না মোলে;
ভাই, বেটী শুনিচি শ্মশানে যায়,
কাল ছেলে নাকি ধরে খায়।

১ ভৃত্য। চাট্টি নুন
বেটীর মাতায় ছড়িয়ে দিতে পারিস্।

২ ভৃত্য। কেন, তুই বুঝি সেই রাগ তুল্‌বি?
দিতে হয় নুন তুই কেন দে না;
আমার চেপে ধরুক্ গর্দ্দানা।

আমি ষাঁড়েশ্বরীর তলায়
জোড়া পাঁটা দিতে পারি,
বেটী যদি দেশে যায়;
তা নইলে অযোধ্যায় ট্যাকে কার বাবা!
আহা, তিন জনে যখন বনে চল্লো,
প্রাণ ফেটে গেল রে, প্রাণ ফেটে গেল!
গাছের ছাল পরিয়ে দিলে গা!

মন্থরার প্রবেশ

মন্থ। দেবে না তো কি?
২ ভৃত্য। দোহাই কুঁজি ঠাক্‌রুণ,
তুমি মন্তর ঝেড়ো না;
আমি একলা মার এক ছেলে।
মন্থ। মার কোল খালি কর।
১ ভৃত্য। ওগো ঠাক্‌রুণ,
আমরা তোমার গাচ্ছিলুম গুণ।
২ ভৃত্য। তুই শালা তো কথা তুল্লি;
মাতায় নুন দিতে বল্লি।
১ ভৃত্য। তুই শালা যে জোড়া পাঁটা মান্‌লি।
মন্থ। ওমা! মড়া মরে না ঘরে,
অভ্‌খারে সব মরে।
ওমা! কিসের অভ্‌খার!—কিসের অভ্‌খার!
থাক্ তোরা,
যদি হই মন্থরা,
নাকে ঝামা ঘস্‌বো, ঘস্‌বো—ঘস্‌বো!
বুকের রক্ত শুষ্‌বো,—শুষ্‌বো—শুষ্‌বো।
২ ভৃত্য। ওগো রক্ত শুষো না;
বনে পাঠাও কুঁজি ঠাক্‌রুণ!
১ ভৃত্য। আমি দিতে চাইনে নুন।
মন্থ। ও মা! কেউ গর্দ্দানা ন্যায় না বেটাদের।
১ ভৃত্য। ও গো, গর্দ্দানা খেও না,
আমায়ও বনে পাঠাও।
মন্থ। থাক্, তোরা থাক্;
যেমন উপহাস্য,
দেখ্‌বো—দেখ্‌বো—দেখ্‌বো!
এই ভরত যদ্দিন না আসে,
খা বসে;
নাকে ঝামা ঘস্‌বো;
বুকের রক্ত শুষ্‌বো;
তুই না আমার কুঁজ বাঁদিয়ে দিস্?
১ ভৃত্য। ইস্ বকেয়া তুল্লে,
আজ সাল্লে রে সাল্লে!
ও গো কুঁজি ঠাক্‌রুণ!
কোতা সোনা পাব, তোমার কুঁজ বাঁধাব?
মন্থ। দাঁড়া,
দেখ্‌চি ভরত এলো কি না এলো।
[প্রস্থান।
২ ভৃত্য। ওরে দিষ্টি লেগেচে,
বুকে দমা ধরেচে।
১ ভৃত্য। আমার গর্দ্দানাটা টন্ টন্ কচ্চে।
২ ভৃত্য। চল ঘোষাল বামুনের বাড়ী যাই;
জল-পড়া খাই;
কুঁজীর বিষ যে ছাড়ে,
এমন তো বুঝিনি।
[উভয়ের প্রস্থান।

নবম গর্ভাঙ্ক

দশরথ, কৌশল্যা ও সুমিত্রা

দশ। ঘোরতর মেঘের গর্জ্জন;
ইন্দ্র-যুদ্ধে দেখিনি এমন;—
ভর বারি মুনির কুমার!
নাহি ভয়,
দেখ,
শব্দভেদী শর বিন্ধে আছে মোর হৃদে!—
একি!—একি!
রাম আমার ফিরে এলি, বাছাধন!

বশিষ্ঠের প্রবেশ

কৌশ। মুনি,
শান্ত কর মহারাজে।
'হা রাম' বলিয়া হ'লো রাজা অচেতন;
চেতনে হৈল ক্ষিপ্তপ্রায়।
বশি। ধৈর্য্য ধর মহারাজ!
দশ। ধৈর্য্য—ধৈর্য্য—ধৈর্য্য—
রাম—রাম, কোথা রাম আমার!
ছি ছি ছি কৌশল্যা, কোথা লুকাইলে,
পরিহাস এত নাহি সয়,
প্রাণ যায় রাম বিনে!
কৌশ। শান্ত হও মহারাজ!

দশ। অতি শান্ত সুধীর কুমার,
কোলে এলো বাবা ব'লে;
ধনু হাতে পঞ্চ ঝুটি মাথে,
কোলে নিনু বসনে মুছায়ে মুখ।
মুনি, ভিক্ষা মাগি পদে,
তাড়কার রণে আমি যাব মুনিবর!
কৌশ। হ'ও না অধীর মহীপাল।
দশ। নারি—নারি,
আর বিষ নাই দন্তে তোর!
রাম—রাম!
একি ঘোর মেঘের গর্জ্জন,
বধির শ্রবণ,
ঘোর আঁধার,
কিছু নাহি দেখি আর।
স্বপ্ন, নহে সত্য এ সকলি;
রাম—রাম—কৈ—কৈ—হা রাম! (মৃত্যু)
কৌশ। ওঠ মহারাজ!
বশি। ব্রহ্মশাপ পূর্ণ এতদিনে!
রাণী কি দেখ, কি দেখ,
পুত্রশোকে ত্যজেছেন দেহ।
কৌশ। মুনি, কি বল কি বল?
ভগবতি!
এই কি মা ছিল তোর মনে? (মূর্চ্ছা)
সুমি। হায় হায়! কি হলো—কি হলো!
পতি-পুত্র হারাইনু একদিনে।
দিদি!—দিদি!
কৌশ। হায় নাথ!
কোন্ দোষে দাসীরে ত্যজিলে?
রামে বনে দিলে,
সহিনু তোমারে চাহি;
কোথা গেলে ফেলে মোরে?
মন প্রাণ তোমার চরণে,
তোমা বিনে,
কিছু নাহি জানি প্রভু।
হায়—হায়,
সত্য পালি ত্যজিলে জীবন।
সতিনী হইল কাল!
রাম বিনে সকলি আঁধার,
এতদিনে ফুরাল সংসার মোর;
আশা বাসা পুড়িল রে এতদিনে।
ফাটে বুক,
পতি-পুত্র হইনু হারা!
রাজা নিয়ে যাও—নিয়ে যাও সাথে!
হা রাম! (মূর্চ্ছা)
বশি। দেখ দেখ,
রাজ-রাণী মূর্চ্ছাগত পুনঃ।
সুমি। দিদি!—দিদি!

[প্রস্থান।

চতুর্থ অংক

প্রথম গর্ভাংক

রাজপথ

মন্থরার প্রবেশ

মন্থ। ভরতের পিণ্ডি নেওয়া হবে না,
না হ'লো তো বয়েই গেল,
বরাতে থাক্‌লে তো
ভরতের পিণ্ডি খাবি,
খুদের পিণ্ডি খেয়ে মর্‌গে,—
মাগীর শাড়ীখানা আমায় বেশ খোলে,
পোড়া কপাল!
আটপৌরে হার নিতে গেলুম কেন?
উনি বিইয়ে দিয়েছেন বৈ ত না,
আমি কোলে করে মানুষ করেছি;
দুরন্ত ছেলে,
কত আঁচ্‌ড়েছে, কত কাম্‌ড়েছে,
কখন দুটো একটা ঠোনা মেরেছি।
ভরত আসুক্ দিকি,
যদি না মহল করে দেয়,
কোন্ বেটী থাকে অযোধ্যায়।

নাগরিকগণের প্রবেশ

নাগ। ওলো, রাস্তা থেকে ছেলে সরা,
কুঁজী বেরিয়েছে।

[প্রস্থান।

মন্থ। ওমা! রাজ্যি জুড়ে কান্না জুড়েছে,
ভরত আসুক,
সব ঘর জ্বালিয়ে নতুন প্রজা বসাব।
আমায় দেখলে সব সরে যান,
স্বহস্তে কাট্‌বো নাক কান,
ওমা, ভরত কি আস্‌তে জানে না গা।
ঐ শত্রুঘ্ন বুঝি বল্‌ছে থাক থাক,
ওমা,

কৌশল্যার সোহাগ দেখে আর বাঁচিনে,
বুড়ো বয়েস অবধি
ভাতার নিয়ে কি কর্‌বি?
এখন রাজ্যি নে তো,
ভরতটা ভারি গেঁতো।

নেপথ্যে—হা রাম

ওমা,
প্রজারা সব রামের জন্যে কাঁদ্‌চেন!
দেখিগে কোন পোড়ারমুখো,
চিনে রাখবো—
চিন্‌বো কি, দেশ শুদ্ধো পুড়িয়ে দেব,
দেশ শুদ্ধো মর্‌ছেন রামের জন্যে।
দোকানি পশারি সব মরেছে,
একটা ঘুন্‌সী পাইনে গা,
এখন যা হোক্ এক থোলো চাবী হবে,
মনে কল্লুম,
আপনি মোটা দেখে ঘুন্‌সী কিন্‌বো,
তা সব মরেছে—সব মরেছে—মরেছে।

[প্রস্থান।

নাগরিকগণের পুনঃ প্রবেশ

১ নাগ। কিরে,
তুই হামাগুড়ি দে আস্‌ছিস্ কেন?
২ নাগ। চুপ, কুঁজী হন্যে হয়েছে।
১ নাগ। বলিস্ কি, বেরিয়েছে?
২ নাগ। ওরে এখানটায় দাঁড়িয়ে যে হাত-নাড়া।
১ নাগ। হ্যাঁ রে, রাজাকে নাকি তেলে ফেলেছে?
২ নাগ। শুনিছি ভেজে খাবে,
রাজার মাথা খেলে নাকি
কুঁজ সেরে যায়।
১ নাগ। কুঁজী তেলে ফেলেছে?
তাই হবে রে হবে, ঐ যে লোকে বল্‌ছে,
"বশিষ্ঠ ঠাকুর বলেছে,
তেলে ফেলে রাখ;"
ভরত এসে সৎকার কর্‌বে;
মিছে কথা।
তুই যা ঠাউরেচিস্ ঠিক;
ঐ কুঁজীই বলেছে।
নেপথ্যে। বাবারে গেলুম রে।
আজকের জন্যেই ছিলুম রে।
৩ নাগ। ওরে, অতো করে কাপড় চাপা
দিয়েছিস্, ছেলে হাঁপাবে।
৪ নাগ। ওরে, কুঁজী বেরিয়েছে দেখিস্‌নি?
৫ নাগ। হা রাম, হা রাম,
প্রজার মা-বাপ গেল!

[সকলের প্রস্থান।

ভরত ও শত্রুঘ্নের প্রবেশ

ভরত। ভাই! কাঁপে প্রাণ প্রবেশিতে পুরে,
স্তব্ধ পুরবাসী হেরি ভয় বাসি,
শুন দূর-রোদনের রোল;
"হা রাম যো রাম," শব্দ অবিরাম,
রাজ্যে নাহি হাহাকার বিনা।
শোভাহীন সুন্দর নগর,
রুদ্ধ দ্বার ঘরে ঘরে,
নাহি নৃত্য-গীত আনন্দ উৎসব,
শব সম শ্রীহীন এ পুর!
সবে শত্রুপ্রায় নেহারে আমায়,
শঙ্কা প্রতি বদনে অঙ্কিত।
রাম বিষ্ণু-অবতার,
অকল্যাণ তাঁর কভু না সম্ভবে ভাই।
কারে বা সুধাই,
চল যাই জননী-সদনে,—
স্বপ্ন কি ফলিল পোড়া ভালে?
শত্রু। দাদা! বুঝিতে না পারি শূন্যময় পুরী,
শঙ্কায় আকুল প্রাণ;
না জানি কি প্রমাদ পড়েছে।
বুঝি কার সনে সংগ্রাম বেধেছে,
রাজা রণে গেছে, রামচন্দ্র গেছে সাথে,
জনশূন্য, কারে বা শুধাব?

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

কৈকেয়ী

কৈকে। বৃদ্ধ পতি বৈধব্য কপালে,
জানি বিবাহের দিন;
কাল পূর্ণ হ'লে মৃত্যুমুখে যায় লোক,
শোক কিবা তায়,
কে রোধে কালের গতি!
পতি-পত্নী ভেদ একদিন,

বিধাতার নিয়ম-অধীন;
কভু পতি কভু জায়া আগে।
বিরস বদন!
হেসে কেবা যায় বনে?
রাজ্যে হাহাকার
সিংহাসন শূন্য হেতু,
শোক চিরদিন নয়,
পুন রাজ্যময় উঠিবে মঙ্গলধ্বনি,
ভরত আসিবে মোর যবে।
রাজ্য নাহি লবে?
কভু না সম্ভবে;—
দুশ্চিন্তা কি হেতু করি,
রাম না আসিবে আর,
সত্য কভু না চালিবে রাম।
কিন্তু অনুগত রামের ভরত—
হোক অনুগত;
কবে অন্যমত মুকুট ধরিলে শিরে।
রাজা হব কার নহে সাধ,
রাজ্য হেতু সর্ব্বত্র বিবাদ;
পর হয় সহোদর।
সপত্নী-তনয়ে পূজিত সে ভয়ে,
কি করিবে রাজা পক্ষপাতী!
বাল্যকালে খেলে শিশু মিলে;
যৌবনে না রহে সেই প্রেম।
উচ্চ আশ জাগে ভরতের হৃদে,
আইলে নিকটে,
সে আশা করিব উদ্দীপন।
আমিও ভেবেছি কত রামে ভালবাসি,
রাজশ্রী সবার শ্রেয়,—
হেয় হতে কে চায় সংসারে।

ভরত ও শত্রুঘ্নের প্রবেশ

ভরত। মা গো! প্রণাম চরণে,
বল গো জননী,
হাহাকার-ধ্বনি কি হেতু শুনি গো পুরে?
কোথা মহারাজ,
কোথায় শ্রীরাম, কোথায় লক্ষ্মণ ভাই?
কি প্রমাদে প্রজাগণে কাঁদে;
কেন কেহ ত্রাসে না সম্ভাষে মোরে?
কহ শীঘ্র,
প্রাণ নহে স্থির,
পিতৃমৃত্যু দেখেছি স্বপনে;
কহ মাতা রাজার কুশল।
কৈকে। বাছা, সকলই কুশল,
তুমি আসিয়াছ ঘরে!
ভর। তবে কেন শূন্য রাজ-সভা,
কোথায় জনক মোর?
কেন রাম রঘুমণি,
আসিয়া না দেন আলিঙ্গন?
কৈকে। বাছা, হ'ও না কাতর,
রাজ্য-ভার তোর করে।
ভর। এ কি কথা!—
কোথা মহারাজ, কোথায় অগ্রজ মম?
কৈকে। পাবে পুত্র পিতৃদরশন,
স্থিরভাবে শুন ক্ষণ বচন আমার।
ভর। মা গো!
তব বাক্য-আড়ম্বর
বুঝিতে না পারি কিছু।
বল মাতা!
পিতা মোর, শ্রীরাম লক্ষ্মণ,
তিন জনে আছেন কুশলে।
কৈকে। না বুঝিবে সমাচার অধীর হইলে।
ভর। মা, দিও না যন্ত্রণা আর,
সংশয়ে বিদরে হৃদি;
বেধেছে কি রণ,
পিতা ভ্রাতা গেছেন সংগ্রামে?
বল, কার সনে বেধেছে বিবাদ,
শত্রুঘ্ন রহুক অযোধ্যা পুরে,
যাই শীঘ্র, পিতা ভ্রাতা সাহায্যের হেতু।
কৈকে। নাহি রণ, নাহি রে বিবাদ,
অবিবাদে সিংহাসন তোর্।
ভর। অবিবাদে সিংহাসন!
বাদ কার সনে?
কেবা চাহে সিংহাসন?
কৈকে। জান পুত্র, চিরদিন পক্ষপাতী রাজা,
তোমারে দেখিতে নারে।
বঞ্চিয়ে তোমারে,
চাহিল রামেরে রাজ্য দিতে;
নহি তোর্ সামান্যা জননী,
মন্থরা কহিল সমাচার,
লয়ে যুক্তি তার,
ছত্র-দণ্ড রাখিয়াছি তোর্ তরে।
প্রতিশ্রুত আছিল ভূপাল,

দুই বর দিবে মোরে;
সেই অঙ্গীকারে রামে প্রেরিয়াছি বনে,
সঙ্গে গেছে লক্ষ্মণ জানকী,
অন্য বরে তুমি যুবরাজ;
পুত্র-শোকে মরেছে ভূপতি,
করি পিতার সদ্গতি,
(চিরদিন পিতা নাহি রহে)
ব'সো গিয়ে সিংহাসনে।
ভর। এই কি লিখেছ বিধি ভালে,
মা হ'য়ে হইল কাল! ওহো! (মূর্চ্ছা)
শত্রু। দাদা—দাদা! কি হ'লো—কি হ'লো!
কৈকে। (স্বগত) ছিল এই আতঙ্ক আমার।
শত্রু। দাদা—দাদা!
যুক্তি নহে হইতে অধীর,
যা হবার ঘটিয়াছে প্রভু!
এবে করহ উপায়,
দেখ কোথা রাম রঘুমণি?
ভর। ভাই শত্রুঘ্ন আন ধনুর্ব্বাণ,
ছার প্রাণ না রাখিব আর;
একি রে—একি রে!
রাম বনে গেল, কি কীর্ত্তি রহিল,
জনক মরিল শোকে;
লোকে মুখ না দেখাব আর,
সূর্য্যবংশ হলো ছারখার!
জননী হইল শনি,
ফণিনী সমান পিতারে দংশিল মোর!
ওরে বনে রাম রঘুমণি,
প্রাণ ত্যজিব এখনি,
রাম বিনে কি জানি রে ভাই!
ধিক্, ধিক্ মাতা!
কি কব তোমায় মজালে আমায়;
আপনি মজিলে ডুবিলে কলঙ্ক-নীরে।
হলে পতি-পুত্রঘাতী,
গৃহে না রাখিলে বাতি,
তব গর্ভে কেন বা জন্মিনু,
কেন না মরিনু, না হইতে জ্ঞানোদয়।
আমা হতে রাম যায় বনে!
জ্বলন্ত আগুনে ত্যজিব অশুচি দেহ।
মাতা তুমি, কি আর কহিব,
কে কহিবে রঘুবংশে জন্ম মোর!
ওহো, অন্ধ তুমি
নয়ন থাকিতে,
শ্রীরামেরে নারিলে চিনিতে;
চারিভিতে তুলিলে মা হাহাকার!
মা গো,
শ্রীরামে দেখেছ, কত কোলে নেছ,
কত রাম ডেকেছে মা ব'লে;
দুরক্ষর বাণী কেমনে এল মা মুখে!
সকলি ভুলিলে, কলঙ্কে ভাসালে মোরে।
শত্রুঘ্ন, আন ধনুর্ব্বাণ,
পিতার হইব সাথী।
শত্রু। দাদা, ধীর তুমি বুদ্ধি-বিচক্ষণ,
কর যুক্তি রামেরে আনিতে;
চল যাই দুই ভাই ধরি পায়,
মমতায় শ্রীরাম ফিরিবে,
পিতৃশোক যাবে রামে হেরি সিংহাসনে।
ভর। ভাই—ভাই,
লোকে বল কেমনে দেখাব মুখ?
শত্রু। দাদা!
সকলি ফিরিবে শ্রীরামে আনিলে ঘরে।
পিতৃহীন আমরা বালক,
চল কহি অগ্রজে বারতা,
করিব যেমত আজ্ঞা তাঁর,
পিতার সৎকার-ভার তব;
সম্মুখে কর্ত্তব্য অগ্রে করহ পালন।
ভর। চল ভাই বশিষ্ঠ-সদনে,
মা গো, ভাল কীর্ত্তি করিলে স্থাপন!
গুরু তুমি অধিক কি কব,
আজি হতে নাহি পুত্র তব,
পুত্র ব'লে ডেকো না আমায়।
ছি ছি, পতিঘাতী জননী আমার!
[ভরত ও শত্রুঘ্নের প্রস্থান।
কৈকে। কারে কব এ মনোবেদনা,
কে জানিবে মনোব্যথা;
মন্ত্র-মোহ ছুটিল আমার,
পুত্র মুখ না দেখিবে মম!
যার তরে,
পিশাচীর সম করিলাম আচরণ,
পতি-বধে না করিনু ভয়,
ঝম্প দিনু কলঙ্ক-সাগরে।
রাম প্রণাম করিল পায়,
চলে গেল মা ব'লে আমারে;
সত্য কি যা কহে মুনিগণে?
কি জানি,—

কিন্তু ঘৃণা নাহি শ্রীরামের মনে,
ঘৃণা সে করেনি মোরে।
পিত্রালয়,—
সেথা হব ঘৃণার ভাজন।
রাম নারায়ণ,
এ হেন সুজন
ধরণী কি ধরেছে কখন?
মিথ্যা নাহি কহে মুনিগণে!
যদি পুন রামে দেখা পাই,
সুধাইব রামে;
আর কে বুঝিবে মর্ম্মব্যথা,
অবলার শিরে,
কেন দিলে কলঙ্ক-পাসরা। [প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

পুরমধ্যে পথ

ভরত ও শত্রুঘ্ন

ভর। ভাই শত্রুঘ্ন,
কুক্ষণে জন্মিনু রঘুকুলে,
ধিক্, ধিক্ হেয় প্রাণ ধরি!
কলঙ্ক প্রচার রাজ্যে হাহাকার,
মরণ পিতার অগ্রজের বনবাস;
উপহাস-পাত্র ধরাতলে!
প্রাণ জ্বলে জ্বলে শত্রুঘ্ন,
হুতাশনে ত্যজিব জীবন!
একি রে—একি রে,
রামচন্দ্রে বনে পাঠাইনু!
জ্যেষ্ঠ নহে, পিতৃসম পালিল আমায়,
দয়ার সাগর রাম!
হেন ভাই পাঠাই গহনে।
শত্রু। রামময় প্রাণ তব;
কি দোষ তোমার দাদা,
রাম বিনে কিবা মোরা জানি?
করিব উপায়;—
পুন অযোধ্যায় আনি শ্রীরামে ভাই,
দুই ভাই চরণে কাঁদিব।
লক্ষ্মণে কহিব বুঝাইতে রাঘবেরে,
মা জানকী বুঝাবেন রামে,
কৌশল্যা জননী, তাঁরে লব সাথে,
রঘুনাথ পালিবেন বাক্য তাঁর।
দেখ দেব, আসিছেন বশিষ্ঠ আপনি।

বশিষ্ঠের প্রবেশ

ভরত ও শত্রুঘ্নের প্রণাম

ভর। এ প্রমাদ পড়িবে এ পুরে,
স্বপনে না জানি।
বশি। অখণ্ডনীয় বিধির নিয়ম,
ঘটিয়াছে যা ছিল লিখন।
ভর। হায় মুনি, মজিলাম কলঙ্ক-পাথারে।
শত্রু। মুনিবর, কি মত তোমার,
যাই মোরা দাদারে আনিতে?
বশি। কর অগ্রে রাজার সৎকার,
যাইতে উচিত সত্য শ্রীরামে আনিতে;
ফিরিবেন নাহি লয় মন।
ভর। মুনিবর!
শীঘ্র কর সৎকারের আয়োজন;—
রঘুবীর অবশ্য আসিবে ফিরে,
নহে প্রাণ দিব তাঁর পায়।
শত্রুঘ্ন,
রাজ্যে দেহ ঘোষণা সত্বরে,
রাজা নহি আমি;
রামচন্দ্র রাজা অযোধ্যার।—
ওহো!
প্রজা হারায়েছে পিতা রাম-নির্ব্বাসনে।

মন্থরার প্রবেশ

মন্থ। তোমায় বল্‌চি মহল কোরে দাও,
নইলে আমি চল্লুম;
তোমার মার সঙ্গে আমার বন্‌বে না,
এক সঙ্গে থাকা চল্‌বে না।
সকলের নাক-নাড়া খেয়ে,
থাক্‌বো আমি?
শত্রু। দাদা সুলক্ষণ,
আগে বধি কুঁজীর জীবন।

কেশ আকর্ষণ করিয়া

রাক্ষসি!—পিশাচি!
ভর। কি কর—কি কর ভাই,
নারী-বধে শ্রীরামের মানা।
হতো যদি সহস্র জীবন কুব্জার,
একে একে বধিলে না হ'তো শোধ!
জ্বলিতেছে প্রবল অনল হৃদে,
তাপ কি নিভিবে ভাই,
হেন ঘৃণ্য তৃণ করি ছেদ?

রামচন্দ্র মুখ না দেখিবে,
নারী-বধ অপরাধে।
যারে চলি যদি প্রাণে থাকে আশা;
কে জানিত তো হতে সম্ভবে হেন,
চল ভাই কার্য্য আছে বহুতর।
শত্রু। দাদা! রাক্ষসী বধিতে কিবা দোষ?
রামচন্দ্র বধেছেন রাক্ষসীরে।
দাদা!
তব বাক্য অন্যথা না করি কভু,
দূর—দূর,
প্রাণদান পাইলি রামের গুণে। (পদাঘাত)
[ভরত, শত্রুঘ্ন ও বশিষ্ঠের প্রস্থান।
মন্থ। ও গো, মাগো মনু গো,
আজকের জন্যে ছিনু গো,
গেনু গো, নড়্তে পারিনে গো!

দুইজন ভৃত্য ও ঘোষালের প্রবেশ

১ ভৃত্য। ঘোষাল সামাল,
ঐ পড়ে পড়ে লেজ নাড়্ছে,
আর মন্তর ঝাড়্ছে।
ঘোষা। ইস,
বেটীর শুনিছি ভারি বিষ!
সর্ষেয় যদি না সানে;
তবেই তো মারা যাব প্রাণে।
দেখ, এই এক মুটো সরষে নাও,
মাথায় চাট্টি ছড়িয়ে দাও।
১ ভৃত্য। আর তুমি কোথা যাও।
ঘোষা। তোর কর্ম্ম নয়,
তোর এত ভয়;
তুই যা ত, ছড়িয়ে দে তো।
২ ভৃত্য। ওঃ, রস কত!
মন্থ। ও রে মা রে—কুঁজী মরে রে।
২ ভৃত্য। ঐ দেখ,
ভিট্‌কিলিমি করে,
বল্‌ছে মর্‌বে;
কাছে গেলেই ধর্ব্বে।
১ ভৃত্য। বলি ও ঘোষাল ঠাকুর,
'দ্যাখাদিকি' বলে যে,
কচ্ছেলে ঘুর্‌ ঘুর্‌।
ঘোষা। বাবা! বড় ধাড়ি ডান,
খাঁদা নাক্‌ ছোট কাণ্‌,
ওঃ, দাঁতের সান্‌ দেখিচস্‌।

দুইজন নাগরিকের প্রবেশ

১ নাগ। শত্রুঘ্ন ঠাকুর বিষ-দাঁত ভেঙে দেছে,
চল কাছে, আর ভয় কি আছে।
ঘোষা। যদি ভাল চাও,
তো সর্ষে-পড়া নাও;—
দেখচো চাউনি,
একে বলে বিঘ্‌তে ডাইনি।
মন্থ। ও মা, কোথায় যাব।
২ নাগ। ধর, বাগিয়ে ধর।
ঘোষা। সর সর,
এই লঙ্কা-পোড়া ধর নাকে;
বড্ড ঝাঁকে।
মন্থ। উঁ, উঁ—উঁ।
ঘোষা। মুখ টিপে ধর, নাক ফাঁক কর,
চেপে ধরিস্‌।
যদি কসের দাঁত দেখায়,
তো অমনি সরিস্‌।
১ নাগ। ধর নাকে।
মন্থ। উঁ, উঁ—উঁ।
১ নাগ। দেখ্‌ছিস্‌ কেমন ঝাঁকে,
ওরে ফরদায় টেনে নিয়ে আয়,
ফরদায় টেনে নিয়ে আয়।

সকলে মন্থরাকে ধরিয়া

সকলে। গুরু মহাশয়—গুরু মহাশয়,
কুঁজী যদি যায় পাঠশালে;
গুরু মরে পালে পালে।
(নেপথ্যে) জয় রামচন্দ্রের জয়!
১ নাগ। ওরে, বুঝি রাম রাজা ফিরে আস্‌ছে,
চল সবাই দেখিগে।
মন্থ। ও গো, মা গো, মনু গো।
[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

সুমিত্রা ও কৌশল্যা

কৌশ। লো সুমিত্রে!
মিছে কেন কর উপরোধ,
বল, কি বলে বুঝাব প্রাণে,
রাজার সৎকার রাজ্যে হাহাকার,
অন্ন-পান কিবা মোর;

যার পতি মরে পুত্র বনে ফিরে,
অন্নজল সে কেমনে দিবে মুখে?
সুমি। দিদি!
ছয় দিন আছ উপবাসী,
রাম তোর আসিবে গো ফিরে;
রাখ প্রাণ, রামেরে দেখিতে পুনঃ।
কৌশ। দিদি,
কুহকিনী আশা,
হেন কথা কহে কানে মোর,
তাই প্রাণ ধরে,
আছি বেঁচে এতদিন!
হায় হায়,
কত কথা কয়েছি রাজায়!
শান্ত নাহি করিনু পতিরে,
তাই নৃপমণি ত্যজিয়ে পাপিনী,
গিয়েছেন স্বর্গবাসে,
বুক ফাটে মনে হ'লে মুখ,
আহা, পুত্রশোকে মরেছে ভূপতি;
চারি পুত্র যার না হল সৎকার,
রহিল তৈলের মাঝে।

ভরত ও শত্রুঘ্নের প্রবেশ

ভর। মা গো!
ডুবিলাম অপযশে,
সাহসে নারিনু
আসিতে সম্মুখে তব।
মা গো!
কি অধিক কব আর;
দেখাবার নহে প্রাণ।
মা গো!
মোর দিব্য তোরে,
অন্ন যদি না ধর জননি,
মরেছেন তাত,
অনাথ হয়েছি মোরা!
আছি চারি পুত্র বর্ত্তমান তোর;
মাতা!
রাখ মোর বাণী ধর অন্ন-পানি,
রঘুমণি আনিতে যাইব আজি।
বিলম্ব না কর মাতা,
সবে মিলি,
কাঁদিয়া ফিরাব রামে।

কৌশ। রে ভরত,
তোর গুণ রাম সদা গায়,
সদাশয় তুমি পুত্র মোর;
আয় কোলে, ডাক রে "মা" ব'লে,
ক্ষণেক জুড়াই প্রাণ!
তোরে হেরে রামে ভুলি ক্ষণ।
শত্রু। মা গো,
কোলে নে মা আমি তোর ছেলে।
ভর। ও গো সুমিত্রা জননী,
বিলম্ব না কর আর;
অপেক্ষায় সজ্জিত বিমান।
কৌশ। চল বাছা,
অন্ন-পান কিবা ছার;
চল যাই,
ঘরে আনি শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা।
ভর। এস মাতা মোর অনুরোধে,
স্পর্শ কর অন্ন-পানি।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বন

গুহক ও রাম

গীত

চণ্ডালগণ। হো হো হো এলো রামা মিতে।
বাজা দামামা দগড়া দুড় দুড় দুড় রে।
নাচ মামা নাচ,
নাচ মামি নাচ,
আয় রে মাগি, আয় নাচে লাগি,
নাচি তুড় তুড় তুড় রে॥
রামা মিতে ব'লে নেচে কোলে,
ঝোড়ে ঝাড়ে যারা ডালে ডোলে,
পালে পালে তোরা আয় রে চলে,
আয় শুড় শুড় শুড় রে।
এল রামা নকা সীতে গুড় গুড় গুড় রে॥

গুহ। ও রামা ও মাগি, ও নকা ও রামা,
ও রামা মিতে।
রাম। আইনু এ পথে দেখিতে তোমারে মিতা,
আসিয়াছে সীতে,
সম্ভাষিতে রাণীরে তোমার।

গুহ। হো হো হো মাগী, শুন্‌ছিস,
এই সীতে মাগী, এই সীতে মাগী।

গীত

হ্যাঁর‍্যা রামা মিতে, ওরে মাগ্‌ী সীতে,
তোদের বনে নাকি দেছে পেটিয়ে,
সাজ সাজ কাড়া বাজ,
হাড্ডি কর্ব্বো গুড়ো লেটিয়ে,
যদি রাগি, যদি লাগি,
তীর তাগি,
লাখে লাখে আমি করি দাগি।
কে বাঁচে আমারে ঘেটিয়ে॥

রাম। মিতা, বীর তুমি ভুবনে বিখ্যাত,
তোমা হতে সকলি সম্ভবে;
আসিলাম আপনি কাননে,
পিতৃসত্য করিতে পালন,
রাজা হবে ভরত আমার,
ভার তোমা সবাকার,
রাখিতে অযোধ্যা পুরী।
বালক ভরত ভাই!

গুহ। রামা রামা, তোকে কি বল্‌বো,
তুই বড় ভাল।
(পত্নীর প্রতি) মাগী তুই বড় গেঁতো,
বল্‌চি এত
হাতে ধরে নে যা ঘরে;
ওরে রাজরাণী,
আমার মিতিনী রে!

গুহ স্ত্রী। বকে মিন্‌ষে মোকে,
আয় চলে ঘরকে;
ভাল করে আমি দেখবো তোকে।

গুহ। রামা, যদি রাজ্যি গেল,
ভাল ভাল,
এখানে কেন থাক্‌ না।
কিছু কে বলবে,
তার বাপের তো নাক না।
ফল পাবি খুব খাবি,
আমি যুগিয়ে দেব;
চোকে চোকে তোরে রাখবো রে,
তোর গোড়ে পড়ে মুই থাকবো রে।

রাম। মিতা—মিতা!
তোর গুণে বাঁধা আমি চিরদিন;
কিন্তু ব্রহ্মচারী ভ্রমিব কাননে,
অঙ্গীকার করিয়াছি পিতার সদন,
সে বাক্য হেলন কেমনে করিব মিতা?
আজিই যাব জাহ্নবীর পার,
দেহ সাজায়ে তরণী।

গুহ। কি আজ ছেড়ে দিব,
কাপড় কেড়ে নিব,
তুই জান্‌বি তখন;
তোর কেমন মিতে।
ওরে মিতেনির তোর খুব জোর,
ধরে রাকবে রামা তোর সীতে!
নকা থাকবিনি,
জোরে পার্ব্বিনি;
হেঁটে চলে এলি,
বড় ঘাম পেলি,
নইলে,
হাত ধরে কর্‌তো মুই টানাটানি।

রাম। ভরত যদ্যপি আসে লইতে আমারে,
তাই ভাই না রব এখানে।

গুহ। আজ না ছাড়বো ফল পাড়বো,
তোর মুখে দিব আবার কেড়ে নিব;
আরে কত কি কর্ব্বো রে!
আয় আয় আয়,
ওরে রামা মিতে, ওরে নকা ভাই!
আয় ঘরে নে যাই।

গীত

জোর কাটি বাজা, আমার রামা রাজা,
রামা আমার রে, রামা আমার।
আমার এম্নি মিতে, আমার এম্নি সীতে,
আমার নকা ভাই রে,
চল চল ঘরে যাই রে,
বন উজড়ে ফল পেড়ে সব নজর সাজা।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

সীতা ও গুহক-স্ত্রী

গীত

গুহ-স্ত্রী। গুটি গুটি ফির্‌বো বনে দুটি।
লতা ছিঁড়ে তোর বাঁধবো ঝুঁটি॥
তোর কানে দোলাব লো ঝুম্‌কো-ফুল,
কত ডাকে বুল বুল,
কোয়েলা দয়েলা মুটি মুটি।

তোর কাছে বলি, বড় নেচে চলি,
মিন্‌সেকে বলিনি তোরে ফুটি।
হেথা থাক না মিতিনি; তোর পায়ে লুটি॥

সীতা। সই—সই!
প্রেমে নিয়েছ আমারে কিনে;
রামচন্দ্রে বেঁধেছে তোমার পতি।
এ জীবনে কভু কি ভুলিব,
বাঁধা আমি রব চিরদিন।
যাব বনবাসে পতি সনে,
গৃহে কেমনে রহিব সই?

গীত

গৃহ-স্ত্রী। হেথা মিতেকে কর্ব্বো রাজা,
তুই রাজ-রাণী;
মিন্‌সে মাগী কর্‌বো কানাকানি।
তোর মিন্‌সে নিয়ে তুই বস্‌বি পাশে,
জলে যেন রাঙা হেলা হাসে,
দিন দিন দেখবো তোর বদনখানি।

সীতা। সই—সই, প্রতীক্ষায় রয়েছেন রাম,
বিলম্বিতে নাহি পারি আর।
তোর ধার শুধিতে নারিব,
দেগো মেলানি সজনি,
মনে রেখো জানকীরে।
গৃহ-স্ত্রী। তুই থাকবিনি থাকবিনি কি
কর্ব্বো,
ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে মর্ব্বো,
আয় গঙ্গা-ধারে নিয়ে যাব তোরে।
[উভয়ের প্রস্থান।

দুইজন চণ্ডাল ভৃত্যের প্রবেশ

১ চণ্ডা। আহা, এম্নি এম্নি ছেলে বনে
দিলে,
আহা ছুঁড়ি সাথে সে কি পথে চলে?
পা রাঙা রাঙা তাতে ফেটে যাবে;
কত ব্যথা পাবে।
২ চণ্ডা। তিন জনে চল্লো ভাই গঙ্গা-পারে,
রাজা ফল দিলে কত ভারে ভারে;
সব নিলে না রে, সব নিলে না রে;
নিলে দুটো দুটো,
এত ফল পাড়লে সব ঝুটো মুটো,
সব ঝুটো মুটো।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

চিত্রকূট

রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা

রাম। রমিত বিপিন,
বিমোহিত বিহঙ্গিনী গায়।
হাসে তরু কুসুম-দশনা,
শীতল নির্ঝর ঝরিতেছে ঝর ঝর;
চল, অন্বেষণ করি উচ্চ স্থান,
রহিব এ বনে যদি হয় তব মন।
লক্ষ্মণ। সুন্দর এ রমণীয় স্থান,
দোঁহে বিশ্রাম করহ ক্ষণ।
উচ্চ স্থল দেখিব খুঁজিয়ে;
পথশ্রমে জানকী কাতরা,
মৃগয়ায় বনে সদা ফিরি,
পথশ্রম না হয় আমার।
[প্রস্থান।

রাম। হায় দেবি!
সুন্দরী কিঙ্করী সদা সেবে,
বিপিনে বঞ্চিবে,
খেদে প্রাণ কাঁদে সুলোচনে,
হেরে নাই কভু শশধর রবি তোরে।
ফুল্ল ফুলতনু,
শ্রম-বারি হেরিতে না পারি;
মরি, প্রফুল্ল বদন
রেঙেছে আতপ-তাপে!
এ বেদনা কভু না ভুলিব।
সীতা। ভাল ভাল সোহাগ তোমার নাথ,
অনুরাগ শিখেছ কোথায়?
নাচে প্রাণ বিপিন হেরিয়ে;
নাহি জান নাথ!
বনে মম আছে হে সঙ্গিনী,
ফুলকুল-রাণী কমলিনী সই মোর,
কুরঙ্গিণী প্রতিবাসী,
নিত্য আসি খেলিবে আমার সনে।
বসিলে কুটীর-দ্বারে দোঁহে,
স্নেহে আসি ময়ূরী নাচিবে,
বিহঙ্গী গাইবে,
মন্দানিল করিবে ব্যজন,
প্রেমে রাজা, প্রেমে রাজ-রাণী,
গহনবাসিনী কেবা?
গাঁথি মালা সাজাব তোমারে,

ভালবাসি যারে,
নির্জ্জনে পেয়েছি তারে,
প্রাণনাথ, প্রাণ মম আনন্দে বিভোর।

গীত

বন সঙ্গিনী রঙ্গিণী।
খেল কুরঙ্গিণী।
ময়ূর ময়ূরী, নাচ সারি সারি,
খেল শুকশারি।
কুহু বোল, পিককুল,
কুঞ্জ বিহারি।
নব-সাজে সাজি,
গগন ধরণীতল খেল তরুরাজি,
নবীন প্রমোদে মাতি মধুকর গুঞ্জর,
নব-ঘন-শ্যাম মম কাননচারী॥

এস নাথ দূর্ব্বাদলে করি হে শয়ন।
(শয়ন)

লক্ষ্মণের প্রবেশ

লক্ষ্মণ। ফুলবৃন্তে ব্যথা লাগে কায়,
ধূলায় লুটায়,
হায় বিধি এই ছিল তোর মনে!
দূর্ব্বাসনে শ্যাম-কলেবর,
দূর্ব্বাসনে প্রসূন-গঠিতা-সীতা!
নিদয়া বিমাতা,
দেখ রে আসিয়া কি দশায় রাম সীতা!
কঠোর-নয়নে বারি ঝরিবে গো তোর,
চন্দ্র যারে নেহারি মলিন,
নীলাম্বর চন্দ্রাতপ তার;
মা জানকী, এত দুঃখ ছিল তোর ভালে,
ধিক্ প্রাণ দেখিলাম বনে রাম-সীতা।

রাম সীতা উঠিয়া

রাম। অকস্মাৎ শুনি কোলাহল,
বুঝি ভরত আইল বনে;
কেমনে বুঝাব তারে।
লক্ষ্মণ। জ্ঞান হয় সৈন্য শব্দ শুনি,
বনে কেহ হইবে কি বাদী?

ধনুর্ব্বাণ ধারণ

রাম। অপরাধী কারো কাছে নই,
কে বাদী হইবে ভাই।
এই দেখ প্রাণের ভরত,
প্রাণাধিক শত্রুঘ্ন।

ভরত ও শত্রুঘ্নের প্রবেশ

কেন জটাধারী বাকল-বসনে তোরা?
ভর। চল ঘরে রঘুমণি!
আসিয়াছি অযোধ্যা ভাঙ্গিয়ে,
লইতে তোমারে দাদা!

সুমিত্রা ও কৌশল্যার প্রবেশ

রাম। মা গো, কি হেতু বৈধব্য-দশা তোর,
হা পিতঃ! (মূর্চ্ছা)
সকলে। একি—একি!
লক্ষ্মণ। ওঠ রঘুনাথ!
পিতা মাতা চিরদিন নাহি রহে।
রাম। ভাই—ভাই!
মোর লাগি মরেছেন পিতা,
ধিক্ ধিক্, কুসন্তান আমি!
পিতার অন্তিমে না করিনু সেবা তাঁর,
প্রাণ বিদরে লক্ষ্মণ,
মনে হ'লে রাজার বিরস মুখ!
হায় পিতা!
যজ্ঞ করি করিলে হে সন্তান কামনা,
আপন মরণ হেতু?
বাহুবলে ইন্দ্রেরে জিনিলে,
প্রাণ দিলে পুত্র-শোকে!
লক্ষ্মণ। হা মাতঃ কৈকেয়ী,
সত্যে বাঁধি বধিলে পিতারে!
রাম। ভাই রে ভরত,
ধন্য ধন্য পুত্র জন্মেছিলে;
করিলে পিতার গতি।
ভর। দাদা! অশুচি জগৎমাঝে আমি,
শ্রাদ্ধাদি তর্পণ না লবেন পিতা মোর;
মৃত্যু-অগ্রে বলেছেন সবাকারে।
রাম। শ্রাদ্ধাদি তর্পণ অবশ্য লবেন তোর,
গুণধর ভাই তুই!
মনে মনে শ্রদ্ধায় যাচিব,
পিতৃপদে ভিক্ষা আমি,
ভাই—ভাই!
চল যাই করিতে তর্পণ,
চল গো জানকি!

ভর। দাদা, চল ফিরি অযোধ্যায়,
মম রাজ্য অর্পি তব পায়;
অযোধ্যায় কর আসি পিণ্ডদান।

রাম। কেন হেন কহ, জ্ঞানবান্ ভাই আমার,
ধর্ম্ম ভঙ্গ করিতে কি পারি,
পিতৃসত্যে বনচারী আমি;
সত্যের পালনে পিতা গেছে পরলোকে,
কি বিহিত ব্রহ্মচর্য্য বিনা।
যাও ফিরে যাও রে ভরত,
তুমি যাও অযোধ্যায়,
কর গিয়ে প্রজার পালন।
শত্রুঘ্ন প্রাণাধিক ধন মম:
হও তুমি সহকারী।

ভর। দাদা, কোন্ দোষে দোষী তব পায়?
শেলাঘাত কর মোর বুকে;
রাজ্যে রহিব কি সুখে,
মনদুখে বিপিনে ভ্রমিবে তুমি!
কলঙ্ক-পাথারে ডুবাও আমারে,
কি হেতু হে রঘুমণি?
আশ্রিত চরণে কলঙ্ক অর্পণে
অপযশ তব রাম!
শুনে প্রাণ যায়,
রাজা আমি হব অযোধ্যায়:
পুনরায় নাহি কহ চিন্তামণি!
আছে ধনুর্ব্বাণ ত্যজিব এ প্রাণ,
এ কলঙ্ক কি হেতু বহিব,
দিব দেহ শ্রীচরণে!

শত্রু। দাদা, পিতৃহীন অনাথ দুজন,
রাজ্যের রক্ষণ কেমনে করিব প্রভু!
ভাই নহ পিতৃসম তুমি,
রঘুমণি, কে দেখিবে অনাথ বালকে?
দেখ জননীর দশা,
বিবশা পতির শোকে;
তোমা বিনা কি জানি শ্রীরাম!
কভু নহ বাম,
বাম কেন হও চিন্তামণি?

রাম। ভাই রে ভরত, ভাই শত্রুঘ্ন!
বিধির লিখনে দেব-মর্ম্ম বুঝ ভাই,
বিমাতার কি সাধ্য প্রেরিতে বনে।
সত্যের রক্ষণে পিতৃদেব পরলোকে,
দেবকার্য্য জেন স্থির,
দেবকার্য্যে এসেছি গহনে।
রাজ্য রাখ এই আজ্ঞা মম,
ধর্ম্ম-মর্ম্ম বুঝি আজ্ঞা নাহি ঠেল ভাই!
জেন স্থির, চারি ভাই চারি কার্য্য হেতু।

কৌশ। একান্ত কি যাবিনে রে রাম!

রাম। মা গো, পদধূলি দে মা শিরে,
ফিরে গিয়ে বন্দিব আবার।

ভর। দাদা, আজ্ঞা কভু নাহি ঠেলি,
হৃদে কালি রহিল আমার;
দেহ পাদুকা দুখানি রঘুমণি।
ব্রহ্মচর্য্য আমিও পালিব।
ছত্র ধরি পাদুকা-উপরে
প্রজাগণে করিব পালন,
তব রাজ্য ল'য়ো পুনঃ প্রভু।

শত্রু। দাদা, অনুচর কি কব অধিক আর,
কতদিনে দেখা পাব রঘুমণি!

রাম। ভাই রে ভরত,
কলঙ্কের হেতু নাহি ডর।
যদি আমি হই সত্যবাদী,
বুঝে থাকি সত্যের গরিমা,
পিতা যদি সত্যবাদী মোর,
যশ তোর ঘুষিবে সংসার,
চন্দ্র সূর্য্য যদবধি স্থিতি।
ফিরে যাও,
দুখ না ভাবিও মনে।
লহ রে পাদুকা,
তুই মোর প্রাণ সম
প্রজা পাল সত্যে রাখি মন।

ভর। দাদা—দাদা!
লক্ষ্মণ ভাই!—দাদা!

যবনিকা পতন

বৃষকেতু

(১৫ বৈশাখ, ১২৯১ সাল ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)

পুরুষ-চরিত্র

কর্ণ। ব্রাহ্মণবেশে বিষ্ণু। বৃষকেতু। প্রহরী, ভৃত্যগণ।

স্ত্রী-চরিত্র

পদ্মাবতী, পরিচারিকা, স্ত্রীলোক।

প্রথম অংক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

রাজসভা

কর্ণ ও প্রহরী

প্রহরী। মহারাজের জয় হোক্।

কর্ণ। কি সংবাদ?

প্রহরী। দ্বারে একজন ব্রাহ্মণ এসে উপস্থিত।

কর্ণ। অকর্ম্মণ্য, কি নিমিত্ত সভায় আন নি?

প্রহরী। মহারাজ! অপরাধ মার্জ্জনা হয়, কেমন বামুন,—কোত্থেকে এল, কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।

কর্ণ। কোথা হ'তে এল, তোমার জান্‌বার প্রয়োজন নাই।

প্রহরী। ধর্ম্মাবতার! অধীনকে মার্জ্জনা করুন্, ব্রাহ্মণের চিহ্নের ভিতর সুধু যজ্ঞসূত্র, নইলে কিম্ভূতকিমাকার, মুখ যেন মাল্‌সা, গালের মাংস ঊরুতে নেবেছে, আর চেহারাখানি যেন তালগাছ ভেঙ্গে পড়েছে।

কর্ণ। নরাধম! ব্রাহ্মণকে শীঘ্র সভায় আন্!

প্রহরী। ধর্ম্মাবতার! কুলোর মত দু'খানা ঠোঁট নেড়ে বলে, "খাব খাব"।

কর্ণ। পাপিষ্ঠ! শীঘ্র আন্, ব্রাহ্মণ ক্ষুধার্ত্ত এখনো র'য়েছে?

প্রহরী। ধর্ম্মাবতার! রাক্ষুসে মূর্ত্তি!

কর্ণ। শীঘ্র আন্, নইলে দণ্ড পাবি। তুই আমার কি নিয়ম জানিস্ না, ব্রাহ্মণকে রোধ নিষেধ।

প্রহরী। যে আজ্ঞে মহারাজ। (স্বগত) ব্যাটা আজ রাজসভা শুদ্ধ খাবে! এই যে দামোদর-মূর্ত্তি আপনি আস্‌ছেন।

ব্রাহ্মণবেশে বিষ্ণুর প্রবেশ

বিষ্ণু। মহারাজের জয় হউক্।

কর্ণ। আসুন, আমার পুরী পবিত্র হলো।

বিষ্ণু। মহারাজ! খাব, একাদশী ক'রেছি, খাব।

কর্ণ। যে আজ্ঞা, কি আহার কর্‌বেন, বলুন্।

বিষ্ণু। মহারাজ বল্‌ব, তা বলায় হানি নাই। আপনি দাতার শিরোমণি, আপনার যশ সকলেই গায়; তাই বলি, একাদশী ক'রে র'য়েছি, বড় ক্ষুধার্ত্ত, খাব।

কর্ণ। কি খাবেন, অনুমতি করুন্।

বিষ্ণু। মহারাজ! আপনি আশ্রয়দাতা, দেবদ্বিজভক্ত, তাই বলি ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণ আমি —কিছু—আমি কিছু—

কর্ণ। কেন কুণ্ঠিত হচ্চেন? আজ্ঞা করুন্, অতি দুষ্প্রাপ্য দ্রব্য হ'লেও এই দণ্ডে এনে দেবো।

বিষ্ণু। আমি কিছু—আমি কিছু—আমার কিছু মাংসে রুচি।

কর্ণ। দ্বিজবর! এই নিমিত্ত সঙ্কুচিত হচ্ছিলেন? যে মাংস আজ্ঞা কর্‌বেন, এখনি প্রস্তুত কর্‌ব।

বিষ্ণু। আহা—তাই বলি—তাই বলি। মহারাজের দয়া সমুদ্র-বিশেষ। আপনি অতি সজ্জন, অতি মহাশয়, অতি সদাশয়, অতি গম্ভীরপ্রকৃতি, আর সেইরূপ বিনয়ী, সেইরূপ আত্মত্যাগী।

কর্ণ। প্রভু! আমি অধম, এতাদৃশ

সম্মানের যোগ্য নই, কি মাংস আহার কর্‌বেন, আদেশ ক'রে চরিতার্থ করুন।

বিষ্ণু। দেখুন, অতি উত্তম মাংস, সেই মুনির যজ্ঞে খেয়েছিলুম, অতি কোমল মাংস, প্রাণ পরিতৃপ্ত হোল, আর রন্ধনও অতি পরিপাটি।

কর্ণ। আমারও সুপাচক আছে, যেরূপ কোমল মাংস ইচ্ছা করেন, তাই প্রস্তুত হবে।

বিষ্ণু। আহা! সে অতি উত্তম মাংস।

কর্ণ। কি মাংস?

বিষ্ণু। মহারাজ!

কর্ণ। বলুন?

বিষ্ণু। নরমেধযজ্ঞে অতি কোমল শিশু কেটেছিল, পরিপাটি ভোজন হয়েছিল।

কর্ণ। নরমেধ ভক্ষণ কর্‌তে ইচ্ছা করেন?

বিষ্ণু। হাঁ, কিন্তু একটু কোমল ভোগীর মাংস হলে ভাল হয়।

কর্ণ। দ্বিজবর! সঙ্কুচিত হবেন না, যদি ইচ্ছা করেন, আমার মাংসই রন্ধন ক'রে আপনাকে ভক্ষণ করাই।

বিষ্ণু। মহারাজ! আপনার পুত্রের মাংস আপনার অপেক্ষা কোমল।

প্রহরী। (স্বগত) ব্যাটা ছেলে থেকে সুরু ক'রেছে, সপুরী একগাড় কর্‌বে, আমার চাক্‌রীতে কাজ নাই, প্রাণ বড় ধন।

[প্রস্থান।

কর্ণ। আমার পুত্রের মাংস?

বিষ্ণু। আজ্ঞে, পথে দেখ্‌লুম যেন ননী।

কর্ণ। ভাল, আপনার ইচ্ছা পূর্ণ হবে।

বিষ্ণু। মহারাজ! পারণের একটু নিয়ম আছে।

কর্ণ। কি নিয়ম, আজ্ঞা করুন্‌।

বিষ্ণু। স্ত্রী-পুরুষে পুত্রকে বধ কর্‌তে হবে, সস্ত্রীক না হ'লে, আমি দান গ্রহণ করি না।

কর্ণ। স্ত্রী-পুরুষে বধ কর্‌তে হবে?

বিষ্ণু। নচেৎ আমার তৃপ্তি জন্মাবে না।

কর্ণ। ঠাকুর! অপেক্ষা করুন, আমার পত্নীকে একবার জিজ্ঞাসা করি।

বিষ্ণু। করাত দে কাট্‌বেন, থেংলে না কাট্‌লে একেবারে রক্ত বেরিয়ে যাবে, মাংস অত সুতার থাক্‌বে না।

কর্ণ। ভাল, পদ্মাবতীকে সম্মত ক'রে আসি।

বিষ্ণু। আর এক কথা,—কাতর হ'য়ে কাট্‌তে পার্‌বেন না, কাতরের দান আমি গ্রহণ করি না। আঃ! বড় উদরের জ্বালা।

কর্ণ। যখন পুত্রবধে কৃতসংকল্প, তখন কাতর হব ভাব্‌বেন না।

বিষ্ণু। হাসি-মুখে স্ত্রী-পুরুষে আমার সাক্ষাতে ছেলেটীকে কাট্‌তে হবে। কি জানেন, বড় ক্ষুধার্ত্ত, কাটা দেখলেও কতক তৃপ্ত থাক্‌ব।

কর্ণ। ভাল, সেইরূপই হবে। আমি পদ্মাবতীর নিকট হতে আসি, আপনি বিশ্রাম করুনগে। কে আছে রে, ব্রাহ্মণকে বিশ্রামগৃহে নিয়ে যাও। কি আশ্চর্য! উত্তর নাই। কে আছে, কে আছে? কৈ, কেউ নাই। আসুন্‌ দ্বিজ, আমার সঙ্গেই আসুন্‌।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

পদ্মাবতী

পদ্মা। কেন এখনও এল না?
বৃষকেতু অশান্ত হয়েছে,
প্রাতে উঠে গেছে,
ক্ষুধার সময় হ'লো তার,
খেলা পেলে সব যায় ভুলে,
নেচে গেয়ে ফিরে শিশু সনে,
আহা! বৃষকেতু আমার যেমন,
হেন আর দেখি নে নয়নে,
কিবা আভরণে, আভরণ বিনে,
নয়ন জুড়ায় হেরি,
শিশু ল'য়ে ফিরে, চাঁদ যেন তারা হারে,
বাজায়ে দু'রে যবে নৃত্য করে,
গলে দোলে ফুলমালা—
মুক্তা-সারি ঝরে শ্রম-বারি,
মুছায়ে বদন, যত্নে কোলে করি,
মনে হয়—
শতধারে বয় অন্তরে সুধার ধারা।
যবে কোলে উঠে মা বলে আমায়,
স্বর্গ-সুখ নাহি চাই বিনিময়ে।

কর্ণের প্রবেশ

কর্ণ। রাণি! ধর্ম্মকর্ম্ম যায় সমুদয়,
সর্ব্বনাশ হয়,
গেল নাম গেল,
গেল সকলি বা গেল কীর্ত্তিনাশ হ'ল,
অপকীর্ত্তি রটিল জগতে,
অতি বৃদ্ধ বুভুক্ষু ব্রাহ্মণ,
এলো দ্বিজ, নাহি জানি কোথা হ'তে,
লোলিহান শার্দ্দূলের প্রায়,
ক্ষুধার জ্বালায়,—
বিপুল জিহ্বায় ওষ্ঠ চাটে পুনঃ পুনঃ,
কর্ম্মলোপ হ'ল এতদিনে।
পদ্মা। কেন কেন, কি হয়েছে মহারাজ?
কর্ণ। অতিবৃদ্ধ বুভুক্ষু ব্রাহ্মণ।
পদ্মা। বুঝিতে না পারি, কহ কিবা নরনাথ!
কেন ম্লান বদনমণ্ডল?
শ্বাস বহে ঘনঘন,
কেন উচাটন বলহ রাজন্!
উন্মাদ যেমন,
ঘূর্ণমান লোহিত লোচন,
বুঝিতে না পারি,
আচম্বিতে কেন হেন ভাব।
কর্ণ। জান রাণি, সহজে কাতর নহি আমি,
যবে তনয়ের কল্যাণ-সাধনে,
আইলেন বাসব ভবনে,
অবিচল প্রাণে,
আখণ্ডলে কুণ্ডল করিনু দান,
অকাতরে ছেদিয়া শরীর,
দানিলাম অভেদ্য কবচ;
কিন্তু এবে বিধাতার বিষম ছলনা,
কি করি বল না,
ক্ষত্রিয়-প্রতিজ্ঞা বুঝি না হয় পূরণ।
পদ্মাবতী! ক্ষোভ হয় অতি,
প্রতিশ্রুত হ'য়ে সত্য নারিব পালিতে!
পদ্মা। প্রাণ কাঁপে বল মহারাজ,
সন্দেহে রেখ না আর,
সহজে সুমেরু না নড়ে,
বিবর্ণ না হয় ভানু,
শীঘ্র বল ব্যাকুল হতেছে প্রাণ!
কর্ণ। শুন রাণি!
মেঘের বরণ
কোথা হ'তে আইল ব্রাহ্মণ,
অতিবৃদ্ধ
কুঞ্চিত-লোলিত চর্ম্ম ঢেকেছে নয়ন,
কণ্টক সমান মস্তকে পলিত কেশ,
ভয়ঙ্কর বেশ,
সভায় চাহিল দান,
কহিল ব্রাহ্মণ,—
"আমি উপবাসী, একাদশী-ব্রত পালি,
পারণ করাও রাজা!"
কৈনু অঙ্গীকার—
দিব যে আহার চাহে দ্বিজ;
সর্ব্বনাশ উদয় আমার,
বুঝিতে নারিনু তাহা!
পদ্মা। কেন কেন কিবা দ্রব্য চায়?
আছে নানা সামগ্রী ভাণ্ডারে—
কোটি কোটি বিপ্র যাহে হয় পরিতোষ,
তবে কেন শঙ্কা নরনাথ?
কর্ণ। নিদারুণ সে ব্রাহ্মণ,
বলিল যে কঠিন বচন,
কহিতে সে কথা
জড়ায় রসনা,
ব্রাহ্মণের শুনিয়ে বচন
পলায়েছে রাজ-ভৃত্যগণ,
বড় দায়ে শুধাই তোমায়,
বল রাণি, কি হবে আমার?
পদ্মা। প্রভু! তুমি জান চিরদিন,
আমি তবাধীন,
প্রাণ দিব যদি হয় প্রয়োজন;
বল নাথ! হয়ো না উতলা
শীঘ্র বল কি চাহে ব্রাহ্মণ।
কর্ণ। রাণি! বড়ই কঠিন দ্বিজ।
বৃষকেতু কুমার আমার—
কহে দারুণ ব্রাহ্মণ,—
মাংস তার করিবে ভক্ষণ।
পদ্মা। না না মহারাজ!
ছল করে দ্বিজবর,
ওহো! এও কি সম্ভব কভু?
কর্ণ। নহে ছল,
রণে বজ্রসম বাণে
না হই কাতর কভু—
অকারণে কাতর কি হেতু হব?
পদ্মা। না না,
ধনদানে তোষহ ব্রাহ্মণে।

কর্ণ। আমি প্রতিশ্রুত—
দিব যাহা করিবে ভক্ষণ,
ধনদানে প্রতিজ্ঞা না রবে,
তাই ভাবি, ধর্ম্ম কর্ম্ম গেল সমুদয়।
পদ্মা। যাক কর্ম্ম, ধর্ম্ম হ'ক্ লোপ,
যাক্ রাজ্যধন, কাননে করিব বাস।
আহা! দুগ্ধের নন্দন
কেটে দিব রাক্ষসেরে,
কোন্ প্রাণে কহ মহারাজ?
নহি পশু,
যত্নে যেই নাহি পালে শিশু তার
বাঘিনী বিবরে, যত্ন সহকারে
রক্ষা করে শাবক তাহার।
মহারাজ! এই কি ধর্ম্মের ফল?
কর্ণ। জানি রাণি! সকলি মজিবে,
তাই আসিয়াছি লইতে বিদায়,
জ্বলন্ত চিতায় প্রাণ দিব বিসর্জ্জন।
ক্ষত্র হ'য়ে
প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করে যেই জন,
তুষানল প্রায়শ্চিত্ত তার,
তবু তাহে নিস্তার না পাব,
নরকে পড়িব;
প্রত্যাশিত বুভুক্ষু ব্রাহ্মণ,
যাই রাণি! বিদায় জন্মের মত।
পদ্মা। কোথা যাবে?
হায় মম উপায় কি হবে?
ভগবন্! বিনা মেঘে বজ্রপাত শিরে!
করহ উপায়—
অন্য দানে তোষ ব্রাহ্মণেরে।
কর্ণ। উপায় না দেখি রাণি, প্রাণদান বিনে,
তাই প্রাণ ত্যজিব মহিষি!
গেল ধর্ম্ম, যশঃ হ'ল লোপ,
প্রাণে আর ফল কিবা?
পদ্মা। ধৈর্য্য ধর মহারাজ!
কাঁদিতে ক'রো না মানা
জান না জান না মায়ের বেদনা,
তাই নাথ! করো রোষ,
নারী দাসী চিরদিন,
পুত্রে নাহি মম অধিকার,
মম ভাগ্যে যা' হবার হবে,
ধর্ম্ম তব করহ পালন,
দাসী আমি কি হেতু সুধাও মোরে?
সঙ্কল্প তোমার
শেল হৃদে হানিবে আমার,
পুত্রে বিসর্জ্জিব,
নহে স্বামী হারাইব,
নিস্তার নাহিক আর,
যেবা হয় কর মহাশয়!
বিদায় আমারে দেহ,
ভাব কি রাজন্!
পত্নী হয়ে দেখিব নয়নে,
জ্বলন্ত চিতায় প্রবেশ করিবে পতি?
যেবা হয় হইবে আমার,
সত্যে রাজা হও গো উদ্ধার।
আহা! বৃষকেতু!
এই হেতু গর্ভে ধরিলাম তোরে,
হেরি সকলি আঁধার,
প্রাণ আমার কেন আছে দেহে,
কি হ'ল কি হ'ল,
মৃত্যু, তুমি কোথা এ সময়!
কর্ণ। শুন রাণি! কঠিন ব্রাহ্মণ,
সস্ত্রীক ব্যতীত
দান নাহি করিবে গ্রহণ,
পদ্মাবতী! তুমি কি জান না
বৃষকেতু প্রাণের দোসর মোর;
শুন মম বাণী ধৈর্য্য ধর রাণি!
ধর্ম্ম রাখি পুত্রবলিদানে,
শেষে দোঁহে মিলে যাব ছ'লে
গহন কাননে
কিংবা জ্বলন্ত আগুনে
জুড়াব প্রাণের জ্বালা।
পদ্মা। রাজা! মা হয়ে কেমনে
নন্দনে দিব হে বলি?
কর্ণ। ধর্ম্ম রাখ, হয়ো না কাতর,
নিরন্তর ধর্ম্মে তব মতি:
এস ধর্ম্ম করি গো পালন;—
ব্রাহ্মণেরে করাই পারণ,
সত্যে বাঁধা পতি তব,
গুণবতি!
সত্যে পার করহ স্বামীরে।
পদ্মা। হায়! ধর্ম্ম-মর্ম্ম কেমনে বুঝিব?
আহা! বাছা যবে সুধাবে আমায়,
কারে মোরে দাও বিলাইয়ে?
বল প্রভু কি বলিব,

কি বলে বুঝাব প্রাণে?
ওহো! এত ছিল অদৃষ্টে আমার!
(নেপথ্যে) মহারাজ; ক্ষুধায় কাতর,
যাই স্থানান্তরে।
কর্ণ। যাই দ্বিজবর!
বিলম্ব নাহিক আর।
রাণি! চিন্তার সময় নাই,
বাঁধ মন,
পণে মম করহ উদ্ধার,
দুস্তর নরকে পতিরে নিস্তার কর।
নৈলে দ্বিজ স্থানান্তরে যাবে,
কীর্ত্তিনাশ হবে,
বাঁধ বুক, ধর্ম্ম ভাব সার।
যেন ছায়াবাজী এ সংসার,
মহানাট্যশালে নানা সাজে ঘোরে নর,
কেহ পিতা কেহ পুত্র কেহ ভ্রাতা,
স্রোতে তৃণ-সংমিলন,
ধর্ম্মমাত্র অনন্তকালের সখা
ধর্ম্ম না করিও হেলা।
পদ্মা। প্রভু! যা হ'বার হবে,
পাল ধর্ম্ম,
কর যেবা অভিরুচি।
কর্ণ। আরো আছে কঠিন নিয়ম,
স্ত্রী-পুরুষে করাত ধরিব,
অকাতরে পুত্রেরে কাটিব,
তবে দ্বিজ করিবে ভক্ষণ।
পদ্মা। রাজা! কি কথা বল,
বাছা বাছা রে আমার!
মূর্চ্ছিতপ্রায় ও রাজা-কর্ত্তৃক ধৃত হওয়া
কর্ণ। মোহ ত্যজ, মোহ ত্যজ রাণি!
আছে বহু শোকের সময়,
উদ্‌যাপন করিব কঠিন ব্রত।
আহা চাঁদমুখ হেরিয়ে বাছার,
কতবার করিয়াছি মনে,—
সিংহাসনে বসা'ব কুমারে,
হেরিয়ে তনয়,
কতই ভরসা
কত আশা উঠিত হৃদয়ে,
সব হল ক্ষয় দৈববিড়ম্বনে আজি;
কি হবে কাঁদিলে আর?
পদ্মা। রাজা! কোন্ প্রাণে কাটিব নন্দনে?
কাতর হইবে,
মুখ তুলে 'মা' ব'লে ডাকিবে,
সন্তানের মা বিনে কে আছে?
আহা বাছা! আহা মরি মরি,
পিতা মাতা অরি
কেন বাছা এসেছিলে রাক্ষসী-জঠরে?
অহি সম কঠিন পরাণ
বধিব রে আপন সন্তান,
ভগবান্! এত কি নারীর সয়,
কালরূপী এল কে ব্রাহ্মণ,
হায়, হায়! মজিল সংসার,
মাতৃনামে করিলাম কলঙ্ক অর্পণ,
ত্রিভুবনে মা বলা ফুরাল।
শতজন্মে এ জ্বালা কি যাবে?
শত ধিক্ জীবনে আমার,
বড় অভাগিনী,
মেদিনি, দেহ মা স্থান।
আজ্ঞাকারী দাসী তব প্রস্তুত রাজন্!
রাখ ধর্ম্ম সাধ প্রয়োজন।
কর্ণ। প্রাণ বাঁধ, প্রাণ বাঁধ রাণি!
পুত্রে আনি দিতে উপহার!
[কর্ণের প্রস্থান।
পদ্মা। ধরা অন্ধকার দেহ কারাগার,
প্রাণ আমার হয়ো না চঞ্চল,
পতিব্রত ব্রত আজি কর উদ্‌যাপন,
স্বহস্তে নন্দনে দিয়ে বলি।
জন্মিয়াছি পুত্রহত্যা তরে,
দেখিবে সংসারে,
নারীদেহে পিশাচিনী!
আরে প্রাণ কোথায় লুকাই,
কোথা স্থান পাবে?
পশ যদি রসাতলে অনন্ত আঁধারে,
সেথা তোরে পুত্রঘাতী কবে,
কৃমি ফেরে নরক-মাঝারে
সে ত নয় পুত্রঘাতী,
সাগর-উদরে তুলনা নাহিক তোর,
হের সশরীরে গ্রাসিতে তোমায়
নরক উদয়,
শুন শুন রে অনিল!
অশরীরী বাক্যে সবে বলে—
এই এই পুত্রবতী!
দিবাকরে নেহার মলিন,

মেদিনী না সহে ভার তোর,
চারিদিকে শুন কলরব
গণ্ডগোল সব,
হেরে তোরে প্রকৃতি শ্রীহীনা।
হবে সৃষ্টিনাশ
চরাচর সাগর করিবে গ্রাস,
হুতাশ ব্রহ্মাণ্ডময়,
ভীত প্রাণী সমুদয়।
শুন সবে কয়—
মা হ'য়ে সন্তানে দিবে বলি।
বৃষকেতু! বৃষকেতু!
পালা পালা বাপধন!
কোথা যাবি কোথা পলাইবি,
কোথায় পলা'বি আর,
যাই যাই বিলম্ব কি হেতু করি? (মূর্চ্ছা।)

পরিচারিকার প্রবেশ

পরি। সর্ব্বনাশ!
এ কি রাণী ধূলোয় পড়ে,
ওরে শীগ্‌গির জল নে আয়,
ওরে শীগ্‌গির জল নে আয়!

মূর্চ্ছাপগমে

পদ্মা। ওই ওই যায়,
মা ব'লে আমায় ডাকে।

[প্রস্থান।

নেপথ্যে পতন-শব্দ

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজপথ

ভৃত্যগণ

১ ভৃত্য। দেখ্, তুই একবার উঁকি মেরে দেখে আয়, কাপড়চোপড়গুলো যদি কোন মতে আন্‌তে পারা যায়।

২ ভৃত্য। আঃ! কি [illegible]র কথা তোর রে, আমায় আলুম করে গিলে ফেলুক্।

১ ভৃত্য। তুই চুপি চুপি যা না, আমরা পেছনে যাচ্ছি সব।

২ ভৃত্য। তুই কেন এগো না, আমরা পেছনে যাচ্ছি।

৩ ভৃত্য। এমন কি! এস দেখা যাক্, আজ প্রাণ দেব, এ'গো সিন্দুকটা আন্‌বোই আন্‌বো, চল, এস দেখা যাক্।

১ ভৃত্য। তোর সিন্দুক এতক্ষণ রেখেছে কিনা তাই দেখ্‌বি, এসেই খাব খাব ক'রেছে, আমি দেখ্‌লুম, রাজার গলা অবধি গিলেছে, যেমন ব্যাঙ্ চেঁচায় রাজা চ্যাঁচাচ্চে, কে আছিস্ রে, কে আছিস্ রে।

২ ভৃত্য। আর রাণী—

১ ভৃত্য। বাঁ হাতে রাণীর চুল ধ'রেছে দেখ্‌লুম!

৩ ভৃত্য। তবেই ত কাপড়গুলো সব পড়ে রইল; ওরে সুদি ছুটে আস্‌ছে, এইবারে রাণীকে গিলেছে, ও সুদি! সুদি! রাণীকে—

পরিচারিকার প্রবেশ

পরি। ওরে সর্ব্বনাশ রে! রাণী আর নেই!

১ ভৃত্য। আর গরুগুলো?

পরি। ওরে ছারখার হয়ে গ্যাল রে, ছারখার হয়ে গ্যাল, কোথা থেকে পোড়ার-মুখো বামুন এলো, ছারখার হ'য়ে গ্যাল।

[প্রস্থান।

২ ভৃত্য। তুই তবে সিন্দুক আন্‌তে যাবিনি?

৩ ভৃত্য। না বাবা! দু'হাতে গিল্‌ছে।

একজন স্ত্রীলোকের প্রবেশ

স্ত্রী। ওরে
সর্ব্বনাশ হলো রে, সর্ব্বনাশ হলো,
মাঠে তিনপাল ছাগল খেয়েছে,
ময়রাকে খেয়েছে,
মুড়কির ধামা খেয়েছে,
অসদ্‌পাতা খেয়েছে,
অসদ্ গাছটা খেয়েছে,
রাখালদের ছেলেটা
গরু চরা'তে গিয়েছিল,
তাকেও খেয়েছে।
ওমা, কোথায় যাবো মা!

১ ভৃত্য। আয় ভাই, এইবেলা সট্‌কাই।

স্ত্রী। আর কোথা পালাবি?
সই বল্লে পিল্ পিল্ ক'রে
রাক্ষস এসে সেঁদুচ্চে,

তার ভেতর একটা রাক্ষস
তিনটে কোটাবাড়ী ন্যাকার করেছে;
একটার নাক দে তিনপাল গরু বেরিয়েছে,
একটা শুনিছি দু'হাজার হাতী খেয়েছে।
১ ভৃত্য। ইস্, আর বল্‌চে খাব খাব।
স্ত্রী। এই বলে ত এই গেলে,
এই বলে ত এই গেলে।
(নেপথ্যে) ওরে ভাই এদিকে।
সকলে। ওরে এলো এলো,
পালা পালা পালা!
স্ত্রী। দোহাই রাক্ষস বাবা!
আমায় খেয়ো না,
আমার পিলে হ'য়েছে,
দোহাই রাক্ষস বাবা!
দোহাই রাক্ষস বাবা!
এই এককাঁদি মানুষ,
এই দিকে দৌড়ে গেল,
এই দিকে যাও।

পরিচারিকার প্রবেশ

ও মা রাক্ষসি! তোর পায়ে পড়ি মা!
আমায় খাস্‌নি মা!

পরি। হায় হায়! সর্ব্বনাশ হ'লো, এমন পোড়া খিদে?

স্ত্রী। ও মা রাক্ষসি! ঐদিকে যা মা, ঐ-দিকে ঢের মানুষ পাবি।

পরি। আঃ মর মাগী কি বলে গা!
স্ত্রী। দোহাই মা রাক্ষসী,
ধান ভান্‌লে ভূষী দেব মা,
আমায় খাস্‌নি।

[উভয়ের প্রস্থান।

বালকগণের প্রবেশ

গীত

সাওন জিল্লা—খেম্‌টা

হেথা মা তো নাই,
গড়াগড়ি খেলি আয় না ভাই,
ধুলো দু'হাতে দু'মুটো নে
নেচে ছড়া নেচে গায়ে দে,
পারি যত আয় মাখি তত,
দেখ ধুলো কত—
দেখ মজা বড়, আয় ধুলোতে নাই।

১ বালক। আয় ভাই ঢিপি গড়ি।
২ বালক। রাখালরাজা খেলি আয়,
তুই ভাই কানাই।
১ বালক। তুই ভাই আজ খেলচিস্‌নি কেন?
বৃষ। দেখ ভাই, আমার মন কেমন কচ্চে,
আমি স্বপন দেখেচি—
মা যেন কাঁদ্‌চে
তুই ডাকলি আর উঠে এলুম,
মার কাছে যাইনি।
১ বালক। যাবি এখন, খেল না।
বৃষ। না ভাই, কিছু খাইনি,
মা বুঝি কাঁদ্‌চে।

পরিচারিকার প্রবেশ

পরি। তুমি এখানে খেল্‌চো,
তোমার মা খুঁজ্‌চে যে।
বৃষ। যাই ভাই বাড়ী যাই,
দেখ ভাই
এখন আমার স্বপন মনে পড়ল।
যেন একজন বামুন এলো,
তার চার হাত,
আমায় দেখ্‌তে পেয়ে
মুখের ভিতর পুরে ফেল্‌লে,
আমি তার পেটের ভিতর
কত ছেলে দেখ্‌লুম,
কত খেলা কর্‌লুম,
কত জিনিষ দেখ্‌লুম,
আর আমার মা ভাই কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো—
মার কান্না শুনে
আমার কান্না পেলে,
আমি কাঁদ্‌লুম না।
১ বালক। পেটের ভেতর হাঁপালিনি ভাই?
বৃষ। না ভাই, সেখানে খুব হাওয়া,
কত সূর্য্যি—কত চাঁদ!
১ বালক। তবে তোর কান্না পেলে কেন
ভাই?
বৃষ। মা ভাই কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো,
আর আমি মাকে দেখ্‌তে পেলুম না;
তুই কাঁদ্‌চিস্ কেন?
দেখ ভাই এও কাঁদ্‌চে।
পরি। আহা! এমন ছেলেও বামুনকে দেবে!

বৃষ। ওই শুন ভাই বামুন এসেচে,
হ্যাঁরে তার ক'টা হাত,
আমায় খাবে?
পরি। আহা! এমন ছেলেও বাঘের মুখে
ধ'রে দেবে গা!
বৃষ। ওই শুন্‌চিস্‌ ভাই, আমায় খাবে,
মা কাঁদ্‌বে,
আমার মন কেমন কর্‌বে!
১ বালক। তবে তুই কেন ভাই পালা না?
বৃষ। না ভাই, বামুন যে
বাবাকে মাকে শাপ দিয়ে যাবে,
বাবা ব'লে দিয়েছেন,
বামুন দেখে পালাতে নেই।
বামুন সেবা কর্‌লে বৈকুণ্ঠে যাব,
যার বড় ভাগ্যি সেই বামুনের
সেবা করতে পায়।
১ বালক। তুই ভাই একখানা ছুরী নিয়ে যা,
পেট্‌ চিরে বেরু'বি।
বৃষ। না ভাই,
বামুনের কি পেট্‌ চিরতে আছে?
আর ভাই আমি খেল্‌তে আস্‌তে
পার্‌বো না।
তোরা আপনারা খেলিস্‌,
একবার তোদের গায়ে আমি ধূলো দিই।
বালকগণ। হ্যাঁরে, আর তোরে দেখ্‌তে
পাব না?
বৃষ। না ভাই, পেটের ভিতর থাক্‌বো,
কেমন করে দেখ্‌বি?
আমি তোদের দেখ্‌তে পাব না,
তোরাও আমায় দেখ্‌তে পাবিনি।
বালকগণ। চল ভাই,
তোকে বাড়ী রেখে আসি।
[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

বিষ্ণুরূপী ব্রাহ্মণ, কর্ণ ও পদ্মার প্রবেশ

বিষ্ণু। এখনও কেন আন্‌লে না?
কখন কাট্‌বে কখন্‌ বাঁধ্‌বে,
করাতখানা একটু ভোঁতা আন্‌তে হয়,
এ করাতে কাট্‌লে
গল্‌গলিয়ে রক্ত বেরিয়ে যাবে।
কর্ণ। ঠাকুর! এই যে বৃষকেতু আস্‌চে,
রাণী বুক বাঁধ, কাতর হয়ো না,
শেষ ত অগ্নিকুণ্ড আছেই।
পদ্মা। মহারাজ!
দেখুন পাষাণ হ'য়ে আছি।

বৃষকেতুর প্রবেশ

বৃষ। ঠাকুর! তুমি স্বপন দিয়েছিলে?
তোমার চার হাত কই?
থাকে তো খাও।
মা! তুমি এবার কেঁদো না,
কাঁদ্‌লে আমার কান্না পায়।
কর্ণ। রাণি! চঞ্চল হ'য়ো না,
এ সময় নয়, সকল পণ্ড হবে।
বিষ্ণু। লও লও করাত ধর, করাত ধর,
বেলা হ'লো।
বৃষ। ঠাকুর! কেটে খাবে?
বিষ্ণু। নাও নাও, কাট।
বৃষ। বাবা, লাগ্‌লে কাকে ডাক্‌তে হয়,
দীননাথকে ডাক্‌তে হয়?
কাট তবে,
আমি দীননাথকে ডাকি।
বিষ্ণু। কৈ নাও না, করাত নাও না।
বৃষ। বাবা! কাট,
আমি একমনে দীননাথকে ডাকি।
কর্ণ। রাণি! করাত ধর।
(বৃষকেতুর মস্তকে করাতাঘাত)
বিষ্ণু। ইস্‌ অত জোরে টান দিও না,
মেলা রক্ত বেরোবে।
দেখ পেটটার ডালনা রেঁধো,
উরোৎটা ভেজো,
শির-দাঁড়াটার ঝোল,
মুড়িটার অম্বল রেঁধো,
মাথার ঘিটা খুলে নিয়ে বড়া ক'রো,
আমি স্নান করে আসি।
[বিষ্ণুর প্রস্থান।
কর্ণ। লয়ে যাও পাচক রন্ধনশালে,
রাঁধ গিয়ে দ্বিজের আদেশমত,
শীঘ্র কর বস্ত্র আচ্ছাদন,—
না দেখিতে পারি আর।
রাণী। রাজা! রাজা!
আর কিবা কার্য্য বাকী মোর,

ওহো জ্বলে উঠে, জ্বলে উঠে,
ভস্ম হ'বো ক্ষণ পরে।
কর্ণ। রাণি! অনেক সহেছ,
আর সহ আমা হেতু;
কাতর হইলে
দ্বিজ নাহি করিবে ভক্ষণ;
রাজ্য দিব ব্রাহ্মণে দক্ষিণা,
পরে দোঁহে চিতানলে করিব প্রবেশ;
শীঘ্র যাব বৃষকেতু গেছে যথা।
(নেপথ্যে ব্রাহ্মণ) এদিকে এস,
পা ধুইয়ে দাও সে।
কর্ণ। যাই প্রভু! এস রাণি!

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

বিষ্ণু, কর্ণ ও পদ্মাবতীর প্রবেশ

বিষ্ণু। হ'য়েছে রন্ধন?
কর্ণ। হ'তেছে প্রস্তুত।
বিষ্ণু। আনিয়াছি বালক জনেক,
খাবে বসে আমাদের সাথে,
কর চারি আসন প্রস্তুত;
তুমি আমি পদ্মাবতী আর ওই শিশু,
চারিজনে করিব ভক্ষণ।
কর্ণ। ক্ষমা কর প্রভু!
অতিথি সেবনে ব্রতী
ভোজনের নহে ত সময়,
রাজ্য দিব দক্ষিণা চরণে
তবে কার্য্য হবে সমাপন।
বিষ্ণু। একত্রে না করিলে ভোজন,
তৃপ্তি নাহি হবে মোর!
কর্ণ। প্রভু! অপরাধ করুন মার্জ্জনা,
নারিব পুত্রের মেধ করিতে ভক্ষণ।
দেবতৃপ্তি হেতু
দিছি পুত্র বলিদান,
তাই বাঁধি প্রাণ,
তৃপ্ত হব অতিথিসৎকারে।

পাচকের প্রবেশ

পাচক। মহারাজ! সর্ব্বনাশ!
হাঁড়ি নাবিয়ে দেখি মাংস নেই।
কর্ণ। অ্যাঁ সর্ব্বনাশ!
শেষে ব্রহ্মশাপ আছে কি কপালে?
বিষ্ণু। অ্যাঁ! মাংস নাই?
তবে এক কাজ কর,
ঐ যে ছেলেটিকে এনেছি, ওরে কাট,
ঐ যে আস্‌চে।
কর্ণ ও পদ্মা। বৃষকেতু! বৃষকেতু!
বৃষ। বাবা! বাবা!
মা, দেখ, আমি মরিনি,
দীননাথ রক্ষা ক'রেছেন।
পদ্মা। আয় কোলে অভাগিনীর নিধি।
বিষ্ণু। নাও রাজা আপন নন্দনে।
ধন্য তুমি মহারাজ,
"দাতা কর্ণ" নাম তব ঘুষিবে সংসারে।
কর্ণ। প্রভু! প্রভু!
কে তুমি ছলনা কর?
বৃষ। পিতা,
দীননাথ আপনি এসেছেন।
কর্ণ। কৃপা করি নিজ রূপ দেখাও মুরারি,—
অজ্ঞানেরে কর পরিত্রাণ।

কৃষ্ণমূর্ত্তির আবির্ভাব

গীত

বাহার খাম্বাজ—কাওয়ালী

সকলে।—

রক্তোৎপলদল-গঞ্জন চরণে,
ভূষণ বন-ফুলহার।
বাঁশরী-বাদন যমুনা-পুলিনে,
বিমন মন অবলার॥
রঞ্জন-গঞ্জন বঙ্কিম-নয়নে,
গোপীগণ-মন পাগল সদনে,
গোধন-চারণ, ভূধর-ধারণ,
কাতর হয় দুখভার॥

যবনিকা পতন

স্বপ্নের ফুল

[রূপক গীতি-নাট্য]

(২রা অগ্রহায়ণ, ১৩০১ সাল, মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)

পুরুষ-চরিত্র

ধীর ও অধীর।

স্ত্রী-চরিত্র

মনহারা, মনখরা, যূথী, বেলা, বনফুল ও সখীগণ।

সংযোগ-স্থল—বন

প্রস্তাবনা

সাধে কি নির্ব্বাণ মন করি রে প্রয়াস,
ভেবে দেখ যতদিন স্মৃতির বিকাশ,—
জীবনে মরণ গ্রাস,
চির-আশ উপহাস,
সতত আশ্বাস-ভাষ সুখের প্রয়াস,
পিয়াস না মিটে নিত্য নব অভিলাষ।
অধীর উন্মাদ তুমি ভ্রম নিরন্তর,
দুঃখকর সুখ সাধে সদা জরজর;
রোদন জনম যবে,
রোদন-সাগর ভবে,
হেলায় খেলায় নীর দুরন্ত লহর,
পলে পলে অগ্রসর কাল প্রাণহর।
কৌমার যৌবন জরা গাঁথা এ জীবন,
ধূলা খেলা প্রেমতৃষা অর্জ্জন কাঞ্চন:
অসার প্রয়াস তার,
সার মাত্র দুখ ভার,
কেন আর তোর সনে করি আকিঞ্চন,
হও রে নির্ব্বাণ, যাব শান্তি-নিকেতন।

প্রথম দৃশ্য

বন

মনহারার প্রবেশ

মনহারা। গীত

গৌরীপূরিয়া—দাদ্‌রা

ফুটলো কলি নয়ন-জল ঢেলে,
প্রাণভরা ফুল প্রেমের গঠন,
প্রেম ফোটে হেথায় এলে।
এ ফুল ফুটেছে ধরায় পাষাণ-মন রসায়,
যার মন ওঠেনি, প্রেম ফোটেনি,
প্রেম বিলাই তারে পেলে।
দেখি কে কোথায়,
কোমল-বাঁধন প'রতে চায় গলায়,
কান্না হাসি মান অপমান গঞ্জনা কে চায়,
কেঁদে কেঁদে মনের মলা দেবে কে ধুয়ে ফেলে?
ওই ডাক্‌ছে আমায় শুনে আসি,
আস্‌ব আবার সে গেলে।

[প্রস্থান।

বেলা, যূথী ও সখীগণের প্রবেশ

সকলে। গীত

মিশ্র—দাদ্‌রা

শুন্‌ছি না কি এ বনে কি ফুল ফোটে।
যায় না বোঝা দেখে ঠেকে
ফুলের গরব কি ছোটে।
বনের মাঝে ফুটে আছে ফুল,
প্রাণ করে ব্যাকুল,
দেখি যদি বুঝ্‌তে পারি তার কি আমার ভুল;
ফুল ফুটেছে দেখে না কি—
শুনেছি সই প্রাণ ফোটে,
বুঝি এ কথার কথা, মনে ধরে না মোটে।

বেলা। ওলো, দেখ্‌তে পাই, বুকের ভিতর যে ফর্‌ ফর্‌ ক'রে প্রেম ফুট্‌ছে।

১ সখী। সত্যি লো সত্যি, বুক চেপে ধর, বুক চেপে ধর, বুক ফেটে না প্রেম ওঠে!

বেলা। ওলো, দেখ্‌ দেখ্‌, যূথী চুপ ক'রে র'য়েছে দেখ্‌, ওর বুঝি প্রেম ফুটে মুখ দে উঠ্‌ছে।

১ সখী। তাই ত রে, তাই ত রে, তুই কি ভাব্‌ছিস্‌?

যূথী। কেন, ফুলটি দেখ্‌ছি।

বেলা। তুমি ভাই দেখ, অমন ফুল ঢের ফোটে।

গীত
কেদার—ত্রিতালি

আ মরি কলি, কি তোরে বলি,
প্রেম ফোটালি মন ছোটালি—গরবেই মলি!
যদি থাক্‌তো লো দর্পণ,
ফিরে কি আর কি দেখি, ফুটেছিস্‌ কেমন,
যতনের থাক্‌লে জিনিষ করি তায় যতন,
যেচে মন পর্‌কে দেব, এ কথায় কি আর টলি?

যূথী। শোন লো কুসুম, তোর ও মাধুরী,
ফুটেছে আমার মনে,
কি মন-বিকাশ, কিবা আশা নব,
কি চাই কহি কেমনে;—
চাই তোর পানে, কত কথা ওঠে,
কথার মাথা না বুঝি,
এ কি এ কি ভাব, অভাব যেন কি,
যেন কোথা কিছু খুঁজি!

১ সখী। ওলো, ঠসক্‌ দেখ লো—ঠসক্‌ দেখ! ফুলটির পানে একদৃষ্টে চেয়ে আছে।

বেলা। আহা, মরি মরি! না বুঝে সুজে প্রেমে ম'জেছে, বুকের ভিতর প্রেমের গুঁড়ি ফেটেছে, না ফুল ফুটেছে!

যূথী। গীত
কেদার ঝিল্লা—খেম্‌টা

প্রেম ফুটেছে, নয় ত কি সই
চাই লো তোর পানে।
বনে কি ফুল ফোটে, ফুল দেখি বাগানে।
দামিনীর দল্‌কে চলা নয় ত কি দেখি,
কুমুদের কাছে ব'সে কিরণ কি মাখি,
দেখ্‌তে ঊষা কলির সনে জেগে কি থাকি;
তারার সনে ফুলের কথা
যে শুনেছে সে জানে।

বেলা। ওলো, তোর ত প্রেম ফুটেছে, আর ঐ কারা আস্‌ছে দেখ! আয় না, স'রে দাঁড়িয়ে দেখি, ফুল দে'খে তোর মতন প্রেম ফোটে কি না। [সকলের প্রস্থান।

অধীর ও ধীরের প্রবেশ

অধীর। আর ভাই, যেতে পারি নে।

ধীর। তোর আচ্ছা আক্কেল! তোর ইচ্ছে, ফুল গিয়ে বাগানে ফোটে,—ইচ্ছে হয়, এসে দেখ্‌লি, আর না হয় চ'লে গেলি। আমি ব'লে-ছিলুম, দেখ্‌তে যাব না, ঘোড়া যুতে এনে দাঁড়ালি। দেখ্‌তে এসেছিস্‌, দেখ্‌বি নি, চল্লি। ও রে, ঐ বুঝি সেই ফুল!

অধীর। কই, কই?

ধীর। দেখ্‌বি নি যে,—চ'লে যা না, ঐ দেখ্‌, ঐ দেখ্‌—

অধীর। তুই চল্লি যে?

ধীর। দেখ্‌ছিস্‌ নি, কতকগুলো অযাত্রা ওখানে দাঁড়িয়ে র'য়েছে!

অধীর। আচ্ছা, তোর এ কি! পাহাড় দেখ্‌তে ছুটিস্‌, সাগর দেখ্‌তে ছুটিস্‌, ঝরণার নাম শুনে লাফিয়ে উঠিস্‌, ফুল দেখিস্‌, পাতা দেখিস্‌, প্রজাপতির পাখার রং গুণিস্‌, রসের কথা ঝাড়িস্‌—মেয়েমানুষ দেখে আঁৎকে উঠিস্‌ কেন বল্‌ দেখি?

ধীর। আরে, ও ত পুরণো কথা হ'য়ে গিয়েছে, ছেড়ে দে।

অধীর। না, তুই বল্‌, তা নইলে আমি ছাড়্‌ছি নি, তোর ব্যাপারখানা কি?

ধীর। মেয়েমানুষের সখ্‌ তো পায়ে পায়ে ঘোরাবার!—সে সখ তোকে দিয়ে মিটে গিয়েছে।

অধীর। তুই কি আমার পায়ে পায়ে ঘুরিস্‌?

ধীর। আর পায়ে ঘোরা কার নাম বল্‌? চল্লি তো—পেছনে চ'ল্‌লুম, ফির্‌লি তো ফির্‌লুম,—এই সদয়, এই নিদয়! পায়ে ফেরা আবার এর চেয়ে থাকে? তা হ'লে গড় বাবা! সে পথে আমি আর চ'ল্‌ছি নি।

অধীর। তুই তো সে কবিতা পড়েছিলি,—মেয়েমানুষের কাছে নইলে প্রেম শিক্ষা হয় না!

ধীর। পড়ে শুনেই ত বাবা, তফাৎ থাকি! বন্ধুত্বেরই প্রেমের যে ছিটে ফোঁটা আছে, তাতেই গঞ্জনার নমুনা পাওয়া গিয়েছে, আবার মাগীর পায়ের সত্যি লাথি কেন?

অধীর। মাগীর পায়ের লাথি কি রে?

ধীর। রাখ্ না কথা, কথায় কথায় মেলা উঠ্‌বে; মানুষ ত মানুষ, ভগবান্‌কেও প্রেম ক'ত্তে গিয়ে পায়ে ধ'ত্তে হ'য়েছে।

অধীর। আচ্ছা, তোর এমন দরদে প্রাণ, একটা পিঁপড়ে মারিস্ নি, জলে মাছি প'ড়লে তুলে দিস্ আর স্ত্রীলোক দেখ্‌লে দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দিস্—ব্যাপারটা কি বল্ দিকি?

ধীর। পিঁপড়ে মার্‌লুম না, মার্‌লুম না —চুকে গেল; মাছিটে তুলে দিলুম—ফুরুলো, এ রূপ নিয়ে দূর থেকে ঝঙ্কার দিতে দিতে আস্‌ছে, সামাল—সামাল! কাছে থেকে ক' টাল সাম্‌লাব! এই তাড়িয়ে দিই আর কি! তোরে বল্‌ব কি, আমি কালসাপকেও অত ডরাই নি, মেয়েমানুষের একখানা কাপড় দেখি নি—মনে হয়, কোন সুন্দরী পরেছিলেন; মেয়েমানুষের মুখের পানে চেয়ে, মন নিয়ে যে কে ফিরে আসে, তা ভাই আমি জানি নি! আমাদের ভাই, মনের জোর নাই, আগে থাক্‌তেই ভ'ড়্‌কে যাই।—বলে কি না, মেয়েমানুষ নইলে ঘর-সংসার হয় না। ঘর-সংসার না হ'লো ত ব'য়ে গেল! এ কি কথা হলো রে মণি!—সখের প্রাণ গড়ের মাঠ!—জেনে শুনে বাঁধা রাখ্‌ব যে উত্‌রে নিতে পার্‌ব না!

বনফুল প্রস্ফুটিত

বনফুলের গীত

মাত-খাম্বাজ—দাদ্‌রা

যদি সখ্ থাকে তো চেয়ে দেখ,
নয় ত চেও না।
ম'জ্‌তে যদি ভয় থাকে তো,
ম'জ্‌তে যেও না;
ঘৃণা লজ্জা ভয়, তিনটি থাক্‌তে নয়,
মান-অপমান সমান ক'রে, সইতে কত হয়;
সয় যদি তো স'য়ে থেকো, নয় তো স'ও না।
পাও যদি পাও হীরে-মাণিক, আমায় পেও না॥

ধীর। সাবধান সাবধান, তোরে সদা বলি প্রাণ,
সাবধান কুটিলনয়না,—
যদি দেবীমূর্ত্তি হয়, চেও মাত্র রাঙ্গা পায়,
সাহসে বদন তুলে, বদন দেখ' না!
দেখ যদি চারুচাঁদ, সে ত না পরাবে ফাঁদ,
সুন্দর অনেক আছে, ফাঁসী নাই তায়,
হেসে কথা কয় নারী, মন তোরে তাই বারি,
(হবে) বেঁধে রাখা দায়, মন লোটাবি রে
পায়।

কি রে, অমন ক'রে র'য়েছিস্ যে?

অধীর। ধীর, দেখ্ দেখ্, কি সুন্দরী!

ধীর। মন, খবরদার চেও না, হবে মারামারি।

অধীর। হাঁ রে, তোর কি কঠিন প্রাণ রে, একবার চা না!

ধীর। দোহাই মন, মানা,—নইলে তিন দিন খাব না।

অধীর। এ অতি সুন্দর ব'লে, যদি তুই
আসিস্ আমার কাছে,—
দেখিস্ তখন করি কি লাঞ্ছনা,
মনেই আমার আছে।
দেখ্ দেখ্, দেখ্‌তে কি মানা,
জুড়াবে নয়ন মন!

ধীর। জুড়াবে ত জানি, জ্বালাবে যখন,
নেভাবে কে হে রতন?
ঐ ঝম্ ঝম্ ক'রে এ দিকে আস্‌ছে,
ছেড়ে দে,
ছেড়ে দে! খুনোখুনি হব' ব'ল্‌ছি,
মেরে ফেল্লে!

অধীর। তবে যা তুই কোথায় যাবি, আমি এখানে রইলুম; চল্লি, চল্লি—আমি বনেই রইলুম, তুই বাড়ী যা।

ধীর। তা তুই থাকিস্—থাক্‌বি, তোর সখ্, কেউটে সাপের ছোবল তোর সয়—সোক্! ব'ল্‌ছি, আমার সঙ্গে পালিয়ে আয়, নইলে ঝাড়্‌লে বিষ যাবে না রে—ঝাড়্‌লে বিষ যাবে না!

অধীর। তা তুই বাড়ী চ'লে যা, আমি রইলুম।

ধীর। তোমার সঙ্গে এত পিরীত নয় ভাই, এক মরণে কে ম'র্‌বে বল? ওরে, পালিয়ে আয় —পালিয়ে আয়—ঐ এলো ব'লে, ঐ বাজের মতন ঝম্‌ঝমিয়ে আস্‌ছে, ঠাওর পাচ্চিস্ নি?

অধীর। দাঁড়া না, দাঁড়া না, ওরা কারা দেখি! আমি এক্‌লা বনের ভেতর থাক্‌ব?

ধীর। ও রে, এলো তেড়ে, চ'লে আয়—চ'লে আয়।

অধীর। দেখ ভাই, তুমি যদি না দাঁড়াও, আমি আর বাড়ী যাব না।

ধীর। ওরে, দাঁড়াতে কি, আমি না হয় চোক্ বুজে দাঁড়াতুম, এখনি তান ধ'রে নেচে ঘুরে পায়ের তাল দেবে।

অধীর। তা দিলেই বা?

ধীর। বাঃ দিলেই বা! ওরা শুধু চোক্ দে—বুকে সেঁধোয় না রে—কাণ দিয়েও বুকে সেঁধোয়। ওদের চোকে, গলার স্বরে, পায়ের তালে সমান বিষ।

অধীর। বিষ তো বিষ।

ধীর। আমার বাবারও সাধ্যি নেই, এ বিষ হজম করি।

বেলা, যূথী ও সখীগণের পুনঃ প্রবেশ

সখীগণ। গীত

খাম্বাজ—দাদ্‌রা

সত্যি সখি বনের মাঝে ফুল ফোটে!
আট্‌কে রাখ থাক্‌বে না প্রাণ,
পায়েতে সই যায় লুটে।
স্বপ্ন কি সই বুঝ্‌তে নারি হায়,
আপন যদি হয় সখী পর,
প্রাণ তো তাইতো চায়,
আছে মনের কথা মনে মনে,
মন বোঝে না তাই ছোটে।

ধীর। ওরে, ঝম্ ঝম্ ক'রে তোর দিকেই এগুচ্চে না?

অধীর। এগুচ্চে তা তোর কি, তুই বাড়ী যা না!

ধীর। কেন মারা পড়্‌বি?

বেলা। ও ভাই, এরা দু'জন কারা? আয়, কাছে গিয়ে পরিচয় নিই।

যূথী। আমি এ'র পরিচয় জান্‌ছি, তুমি ওঁর পরিচয় জান।

বেলা। কেন,—তোর সই পছন্দ কোন্‌টি?

যূথী। আমার সই, পছন্দ যেটি হো'ক, তোমার পছন্দসইয়ের পরিচয় জেনে আস্‌ছি।

বেলা। এত লো! বুঝেছি, সত্যি বনের ফুলে মন ফোটে।

যূথী। আমি কি আর বুঝি নি, তা নইলে পরের পরিচয় জান্‌তে চাব কেন?

ধীর। শুন্‌ছিস্ পরামর্শ, এবার তেগে লাফ মেরে ঘাড়ে প'ড়্‌বে, এই বেলা পালা!

অধীর। পালাতে হয় তুই পালা।

বেলা। আচ্ছা ভাই, ও পালাই পালাই ক'চ্ছে কেন?

যূথী। দাঁড়া, জিজ্ঞাসা ক'রে আসি।

ধীর। দেখুন, যে যেখানে আছেন থাকুন, কাছে আস্‌বেন না, আমার গায়ে বড় বোট্‌কা গন্ধ।

বেলা। আপনি কে?

ধীর। এগুবেন না—এগুবেন না, ঐখান থেকেই হ'চ্ছে, আমি গলা ছেড়ে সাড়া দিচ্ছি আপনি তফাতে থাকুন।

বেলা। কেন, আমি বাঘ নই, ভালুক নই, সাপ নই, বিছে নই—

ধীর। নন্ তো বেশ! থাকুন না যা আছেন!

বেলা। কেন, আমায় কি তোমার ভয় করে?

ধীর। কিঞ্চিৎ।

বেলা। কেন?

ধীর। ওরে, তুই আস্‌বি, না খুন খারাপি দেখ্‌বি? এখন বনে ব'সে ওঁর 'কেন'র উতোর কাটি! হ্যাঁ রে, তোরে এত ভালবাসি—আমার কথায় একটা কাজ ক'র্‌বি নি? চ'লে আয় না!

বেলা। তুমি তো ওঁর সঙ্গে বেশ মিষ্টি কথা ক'চ্ছ?

ধীর। মিষ্টি কথা আর কি ক'চ্চি, টানা-টানি আর হেঁচ্‌ড়া হেঁচ্‌ড়ি!

বেলা। কেন, ব'ল্‌ছ—তোরে ভালবাসি!

ধীর। দেখ, যে পিরীতের পাল্লায় পড়েছি, তাই নিয়েই ত প্রাণ—'স-সে-মি-রে'! এর লাঞ্ছনা সাম্‌লে, তবে অপর পিরীতে হাত দেব; নইলে কি ঠাওরাচ্ছ, এই দুপুর রাত্রে বনে এসে তাড়া ক'রেছ, আমি এক্‌লা ব'সে তোমার সঙ্গে কথা কই?

বেলা। কেন, আমার কথা কি এত কর্কশ?

ধীর। দেখ্ অধীর, তোর যদি আর মুখ দেখি—আমার দিব্বি! চ'ল্‌লুম।

[ধীরের প্রস্থান।

যূথী। আপনার কাছে যেতে ভয় হ'চ্ছে,

কি জানি যদি আমার কথা শুনে আপনি পালান!

অধীর। যদি পালাতে পা'র্‌তুম—এতক্ষণ পালাতুম। ধরা প'ড়েছি, পালাব কোথা?

যূথী। ধরা দিয়েছেন কি আমাকে না কি?

অধীর। যার ধরা দেওয়া স্বভাব—সকলকেই ধরা দেয়। (স্বগত) আমায় ও এসে একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'ত্তে পারে না!

যূথী। আজ ক'জনকে ধরা দিয়েছেন?

অধীর। ক'জনে ধ'রেছে, তা জানি নি, আমি ধরা পড়েছি, এই জানি।

যূথী। তা যদি ধরা প'ড়ে থাকেন, পোষ মানুন!

অধীর। পোষ মেনেছি, নইলে বেঁধে তো রাখনি, পালাচ্ছি নি কেন?

যূথী। পোষ মেনে থাকেন, আমি যেমন পড়াই—পড়ুন!—আমার সখীকে ডেকে কথা ক'ন।

অধীর। আচ্ছা, তা ক'চ্চি।

বেলা। (স্বগত) তা ক'চ্চি, (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, আমি যাচ্চি।

যূথী। তুই তো আচ্ছা যাচ্ছিস্‌! আমি গ্রেপ্তার হ'য়েছি, আমি তো স'র্‌তে পাচ্ছি নি!

অধীর। (বেলার প্রতি) আপনি কে?

বেলা। আমি স্বপ্নের মানুষ, স্বপ্নে কথা কই, স্বপ্নে দেখা দি, ঘুম ভাঙ্‌লেই চ'লে যাই।

যূথী। আপ্‌নি কে বলুন?

অধীর। এখানে সবই স্বপ্নের দেখ্‌ছি, আমিও স্বপ্নের।

যূথী। তবে তো দেখ্‌ছি, এক দেশেরই লোক।

অধীর। আমি কথা ক'য়ে জিজ্ঞাসা কচ্ছি, উনি তো জিজ্ঞাসা ক'চ্চেন না।

যূথী। উনি তোমার বন্ধুর ধাত পেয়েছেন।

অধীর। আমার বন্ধু স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথা কয় না, উনিও কি পুরুষের সঙ্গে কথা কন্‌ না নাকি?

বেলা। যে চোকে দেখে না প্রত্যয় করে, তার সঙ্গে কথা ক'স্‌ নে লো! সেটি বেশ মানুষ, আমি তার সঙ্গে কথা কই গে, চ'ল্‌লুম্‌।

অধীর। সত্যি, আমার সঙ্গে কথা কইবে কেন! ধীর যেমন পুরুষরত্ন, এ-ও তেমনি নারীরত্ন।

মনখরার প্রবেশ

মনখরা। গীত

কাফি-মিশ্র—দাদ্‌রা

পিরীত ক'রে আমার মন খরা,—
তাইতে নাম নিয়েছি মনখরা!
মন কি আমার সাধে খ'রেছে,
অনেক জ্বালায় জ্ব'লেছে,
পরে তারে আপন ক'রেছে;
জে্বলে দেব বিষের বাতি, দেখি যদি প্রেম করা।
কমল-বনে বিষ ছড়াতে সাধ ক'রে কি চাই,
কই গো তারে পাই,
দিবানিশি তাই আগুন জ্বালাই;
যখন তাদের পিরীত মনে পড়ে—
সব দেখি বিষে ভরা।

ধীরের পুনঃ প্রবেশ

ধীর। আরে দেখ্‌ছিস্‌, ক্রমে ভিড় বাড়্‌ছে দেখ্‌ছিস্‌! এই খুদে চারা ছেড়ে দিয়েছে, ধাড়ী আস্‌ছে পেছিয়ে; আমি এ বনের হাট-হদ্দ মেরে দিয়েছি। এ'র—এরই মধ্যে মন্‌খরা। হ্যাঁগা খুদে ঠাক্‌রুণ, তোমার এত শীগ্‌গির মন খ'র্‌লো কিসে গা?

অধীর। তুই যে এখন মেয়েমানুষের সঙ্গে কথা কইছিস্‌?

ধীর। দাঁড়া না, তোকে চারা কেউটের চক্কর দেখাই; ফোঁস কর তো খুদে বিবি! তোমার প্রাণ খরা হ'লো কিসে?

বেলা। হ্যাঁ গা, আমি তোমায় কত সাধা-সাধি ক'র্‌লুম, তুমি আমার সঙ্গে কথা কইলে না, চ'লে গেলে; আর এখন কথা কইছ যে?

ধীর। দাঁড়াও না চাঁদ! একে একে পাল্লা দি, একেবারে সপ্তরথী ঘেরাও ক'ল্লে পেরে উঠ্‌বো কেন?

অধীর। (স্বগত) ধীর কি ভাণ করে! বেশ তো সরল কথা ক'চ্ছে।

যূথী। (স্বগত) আমি যাতে ম'জেছি, বেলাও কি তাতে ম'জ্‌লো? (প্রকাশ্যে) ও

মন্‌খরা, মন্‌খরা! ব'ল্লে না, কিসে তোমার মন খ'রে গিয়েছে?

মনখরা। পিরীত ক'রে। আমার কাজ হ'য়েছে, চ'ল্‌লুম।

ধীর। হবুচাঁদ, কি কাজে এলে, কি কাজে গেলে?

মনখরা। সে তুমি বুঝ্‌বে কি!

ধীর। বাহবা, লবেজের বাঁধন বোঝো! এরই মধ্যে চোখে আঙ্গুল দিয়ে ব'ল্‌ছে যে, আমার কাজ বুঝ্‌বে কি? হ্যাঁগা, তুমি কলমের চারা—না আপনি গজিয়েছ?

বেলা। (স্বগত) যূথীর মুখপানে চেয়ে র'য়েছে, আমার পানে চাচ্ছেও না। যূথী মনে ক'চ্ছে, আমি আর কিছু টের পাচ্ছি নি। স্পষ্ট কথা ব'ল্লে কি আমি বেজার হতুম?

অধীর। (স্বগত) ধীর চেয়ে র'য়েছে, মন্‌-খরার দিকে, আড়ে আড়ে ওর দিকে দেখ্‌ছে।

বেলা। (স্বগত) হোক্‌, এ বেশ মানুষ, আমি এর সঙ্গেই কথা কব।

মনখরা। আমার পানে কি দেখ্‌ছ? যদি আমার পানে পিরীত ক'রে চাইতে ত চোখের মাথা খেতে।

মন্‌খরা। গীত

পিলু-খাম্বাজ—খেম্‌টা

যদি পিরীত ক'রে চাও ত, চোখের মাথা খাও।
মন খরাতে দেখা দেব, পিরীত যদি পাও।
হ'লে মন হারা, আবার আস্‌বে মনখরা,
হারা মন ফিরিয়ে নিতে মন হবে সারা;
জ্ব'ল্‌বে আগুন চোখের জলে,
ধু ধু জ্বালা যত চাও।

[প্রস্থান।

ধীর। গীতের বাঁধন শুন্‌লি? নচ্ছার, আবার এখানে দাঁড়িয়ে আছিস্‌? হ্যাঁ গা, আমি যদি দু'টো কথা কই, তোমরা এখান থেকে স'রে যাও?

বেলা। ভাল ক'রে কথা কও যদি।

ধীর। আচ্ছা, তোমার ভাল্‌টেই বুঝি কি রকম—কি বল? ওঃ, দু'দিকে দুটো কেউটে সাপের চক্কর, অধীরকে সেরে তুল্লে!

বেলা। তুমি কে?

ধীর। বড় একটা গেরম্বারি রকম শুন্‌বে না! কি জান—স্বপ্নের মতন এসেছি, স্বপ্নের মতন চ'লে যাব, তবে স্বপ্নে স্বপ্নে মিল হয় জান ত? ও একটা স্বপ্নে এসেছে, স্বপ্নে যাবে; এই স্বপ্নে স্বপ্নে মিল।

বেলা। এই বুঝি তোমার ভাল ক'রে কথা কওয়া?

ধীর। আচ্ছা, তোমরা একটা খোলা কথা কও দিকি, এখানে কি ক'চ্ছ?

বেলা। তোমরা কি ক'চ্ছ?

ধীর। আমি ঐ ওর জন্যে দাঁড়িয়ে আছি।

বেলা। আমিও ওর জন্যে দাঁড়িয়ে আছি।

ধীর। তবে দাঁড়াও, তোমারি একদিন কি আমারি একদিন, যা হয়—শেষে মারামারি পর্য্যন্ত রাজি। ওকে কোলে ক'রে নিয়ে—সাগরে গে ঝাঁপ দেব, তবু তোমার গোলামী ক'র্‌তে দিচ্ছি নি।

বেলা। আর তুমি তো ওর গোলামী ক'চ্ছ।

ধীর। পিরীতের গোলামী।

অধীর। ভাই ধীর, আমি যদি গোলাম হ'য়ে থাকি—

ধীর। তুই গোলাম হয়েছিস্‌ কি? আমি ওর পিরীতে প'ড়েছি, আমার সঙ্গে তোর দাঙ্গা বেধে যাবে। দেখ গা, এত যে মিষ্টি মিষ্টি ক'রে কথা ক'চ্ছিলে, আমাকে বে' ক'র্‌বে?

বেলা। তা কি একেবারে ব'ল্‌তে পারি?

ধীর। তা যাও, তোমার সখীদের সঙ্গে নাও, ঘরে গিয়ে একটু চিন্তা ক'রে আমায় যা হয় একটা জবাব দিও; দোহাই বাবা, একটু সর। এই ত প্রেমের তুফান তুলে দিলুম, ঘরে যাও না কেন?

বেলা। (স্বগত) আমার পানে ভুলেও চাচ্ছে না।

যূথী। (স্বগত) এর পেছু পেছু ফির্‌ব, ফিরে না চায়—নাই চাবে।

গীত

নটমল্লার—একতালা

যেখানে যায় যাই সাথে সাথে,
ফিরে না চায় বারেক দেখি, কাঁদি বসে তফাতে।
যদি জান্‌তে পারি কোন্‌ পথে যাবে,
আগে গিয়ে জল রেখে দি এলেই ত পাবে;

ফল রেখে দি ভিক্ষা ক'রে,
যাতে খেতে কিছু পায় পথে।
জানি রে মন, প'র্‌বে না বাঁধন,
সাধ্য কি কার বুকে রাখে, এ পুরুষ-রতন;
কোন্‌ পথে হায় চ'লে যাবে,
একবার যদি এ মাতে।

ধীর। ওরে, দেখ্‌ছিস্‌, দেখ্‌ছিস্‌, এখন তান চ'ল্‌বে। যাবি? না, তুই আর ন'ড়্‌তে পাচ্ছিস্‌ নি, তা আমিও রইলুম, আমারও প্রতিজ্ঞা, বেকুবকে নিয়ে বনে এসেছি, ব'সে যাও মন—ব'সে যাও। মন, ঠিক জেন, আজ তোমার ফাঁড়া আছে।

মনহারার প্রবেশ

গীত

খাম্বাজ—একতালা

ফিরি মাতুয়ারা, ফিরি মাতুয়ারা,
কে জানে কে আমি মনহারা।
কুঞ্জে ব'সে কে'দে প্রেম করি,
হেসে বুকে কারু মারি ছুরি,
আছি সাথে সাথে কারে দিই নে ধরা।
কুয়াসা-মাঝে এ কুহকী কায়,
ঠেকে দেখে আমায় দেখ্‌তে কে পায়;
কভু প্রেমে জ্বলে ভালে চাঁদের আলো,
যে দেখে ঘোচে তার মনের কালো;
যদি চিন্‌তে পারে,
ঘোম্‌টা টেনে অম্‌নি যাই গো স'রে,
চেনা দিলে চেনে, নইলে ঘুরে সারা।

ধীর। এইবার নে অধীর, ক'ধাক্কা সাম্‌-লাবি সাম্‌লা। বলি হ্যাঁ গা, এগুলি বুঝি তোমার ছানা-পোনা? তুমি চরা ক'র্‌তে বেরোও বুঝি শেষাশেষি, না সন্ধ্যে-রাত্রেই বন উজোড় ক'রে গিয়ে একটু আরাম নিচ্ছিলে, আবার এসেছ? মাগী তেরেলাল!

মনহারা। তুমি কে, আমি চিনি।

ধীর। চেন না! তুমি আর কি না চেন, কবে শুধু মরণ হবে জান না।

মনহারা। তা যাই বল, তা কিন্তু তোমায় আমি চিনি।

ধীর। স্বীকার পেয়ে নিচ্ছি চেন, তার পরে বার্ত্তাটি কি বল?

মনহারা। ওঁকেও চিনি।

ধীর। চিন্‌বে বই কি, নইলে ঝাঁকে ঝাঁকে এসে কত্‌ ক'চ্ছে?

মনহারা। আমি ত একাই।

ধীর। একাই একশো চাঁদ—একাই একশো, এসেই আসর গ'র্‌মে নিয়েছ! ওরে শোন, স'রে পড়ি আয়।

অধীর। জিনি বীণা বাঁশী, কে গো মধুভাষী,
বিপিনবাসিনী কেন?
আলু থালু কেশ, আলু থালু বেশ,
পাগলিনী-প্রায় যেন।
ধরা মনহরা, তুমি মনহারা,
কি ভাব বুঝিতে নারি,
কভু প্রেম কর, কভু ছুরি ধর,
কি রঙ্গ রঙ্গিণী নারী!
কুহকিনী কায়, ব'স কুয়াসায়,
এ কি ভাব বোঝা দায়,
কেন মনহারা, নাহি দেহ ধরা,
ধরা তব কেহ পায়!
কেন দেখা দিয়ে, বদন ঢাকিয়ে,
চ'লে যাও কহ ধনি,
জ্বাল শশী আলো, হৃদয়ের কালো,
হর লো শশিবদনি!

ধীর। দেখ গা, আর আলো জ্বালা-জ্বালিতে কাজ নেই, অনেকক্ষণ জ্বালাচ্ছ! ভোর রাত মদ খেয়েছ, একটু তন্দ্রা রাখ গে।

মনহারা। মদ খেয়েছি আমি?

ধীর। না, মদ খাবে কেন? ঘড়া পাঁচ ছয় কারণ ক'রেছ। ট'ল্‌ছ আর ব'ল্‌ছ, মদ খাই নি, সাক্ষাৎ মহামায়া এসে দাঁড়িয়েছ।

মনহারা। আমি মদ খেয়েছি, না তুমি মদ খেয়েছ! যদি সাদা চোখে থাকো বল দেখি, আমি কে?

ধীর। বাবা, সাদা চোখে থাক্‌লে যে তোমায় চিন্‌তে হবে, এমন কি লেখা-পড়া! বনের ভেতর ত ট'ল্‌তে ট'ল্‌তে এলে দেখ্‌-লুম, কে তোমার বাবা ঠিকুজী কুষ্ঠীর ধার ধারে? সে সব নাই, আমার বোধ হ'চ্ছে—এদ্দিনে পোকায় কেটেছে। হ্যাঁগা, তুমি ভারিক্কি মানুষ, ছুঁড়ীগুলোকে নিয়ে স'রে পড় না।

মনহারা। যদি চিন্‌তে পার ত স'রে যাই।

ধীর। আমার বাবারও কর্ম্ম নয়, থাক তবে ভোর রাত দাঁড়িয়ে।

মনহারা। দিন গিয়েছে রাত হ'য়েছে,
ফের হয়েছে ভোর।
ঠাউরে দেখ ছিটে ফোঁটা,
যায় নি নেশার ঘোর॥
আশার নেশা যার কেটেছে, সে দেখে আমায়।
নইলে কে পায় দেখ্‌তে আমায়, লুকাই কুয়াসায়॥
কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলে, ফুট্‌লে কাঁটা পায়।
মোহের কাঁটা প্রেমের কাঁটা ফুটিয়ে তোলা যায়॥
তাইতে আমি কখন মোহ, প্রেমিকা কখন।
মনহারা মন হ'লে চেনে লক্ষেতে এক জন॥

ধীর। আচ্ছা, তুমি ত আমাদের চিনেছ?

মনহারা। বেশ চিনেছি।

ধীর। তবে আর ছড়া কাটান কেন? আমরা না চিন্‌লুম্, নেই চিন্‌লুম, তোমার ব'য়ে গেল, তুমি স'রে পড়। নেশাটা একটু কমে আস্‌ছে দেখ্‌ছি, একটু কারণ কর গে যাও। ওরে ও কালামুখো, যাবি? ওরা ত নড়্‌বে না। তুই না হয় একটু নিরিবিলি ঠাওরাবি আয়, কার গোলামী ক'র্‌বি। দেখ, প'ড়ো প'ড়ো— ঐ বাচকানীর পাল্লায় পড়ো, এ ধাড়ীর পাল্লায় পড়ো না, ও নেশাখোর মহামায়ার খাদ ব'নেদ!

অধীর। ভাই ধীর, তুমি বিদ্যার অভিমান কর, ও কি ব'ল্‌ছে, একবার বুঝ্‌ছ না?

ধীর। বুঝ্‌ছি নি আর? মাতলামোর ঝোঁকে ছড়া কাটাচ্ছে।

অধীর। না না, কু-আশা, আশার নেশা, এ সব ত আমাদের র'য়েছে, সত্যি তো আমাদের ঘোর কাটে নি।

ধীর। এ ঘোর বনে ঘোরাননা মহামায়ার চারার সঙ্গে থাক্‌লে, আরও নেশা কেটে যাবে। কু-আশা আশার নেশা ত আছেই, তা নইলে তোকে পালাতে ব'ল্‌ছি কেন? মাগী তো মদের দোকান থেকে গানটা ছড়াটা শিখে এয়েছে, তুই যেমন ভুলে যাস্‌!

মনহারা। আর তুই ভুলিস্‌নি?

ধীর। ইস, ভারি যে নেওটা হ'লে! কি বল্‌ব চাঁদ, এ বেকুবটাকে নিয়ে আটক পড়েছি, নইলে টেনে দৌড় লাগাতুম বাবা, চার পা হ'লেও ধ'ত্তে পাত্তে না।

মনহারা। পালাতে পাত্তে না।

ধীর। শোন্‌ বেহায়া, শোন্‌—মুখের ওপর কি ব'ল্‌ছে।

মনহারা। তুমি কি মনে ক'চ্ছ, আমার হাত ছাড়িয়েছ?

ধীর। কবে গঙ্গাজল ছুঁয়ে ব'ল্‌লুম ছাড়িয়েছি, যদি তা মনে ক'র্‌তুম, তা হ'লে ওর মতন ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ ক'রে তোমার মুখের পানে চেয়ে থাক্‌তুম।

মনহারা। তুমি আমায় ভালবাস না?

ধীর। কি, রকমখানা কি?

মনহারা। তুমি আমায় ভালবাস না? ভালবাস!

ধীর। হ্যাঁগা, শুনেছি তো, শেষটা তোমরা লাতি-টাতি মার, চুপ ক'রে রইলে যে? বল না, শেষটা ত তোমরা লাতি-টাতি মার, এই আমি ব'স্‌লুম, তোমরা যে যেখানে আছ, বিশ ত্রিশটে ক'রে চাট্‌ ঝেড়ে বিদায় হও। আহা, খুদে বিবিকে ছেড়ে দিলুম গা, সেও দুটো খুদে পায়ের চাট্‌ দিত না হয়!

মনহারা। সবাইকে কি লাথি মারি; কারুকে পায়ে ধরাই, কারুকে বুকের হার ক'রে রাখি।

ধীর। ইস্‌ তর্‌ বেতর্‌ সখ দেখ্‌তে পাই! ওরে নচ্ছার, চল্‌ যাই, তোর জন্যে কি সমস্ত রাত পাঁচালী ল'ড়্‌ব রে!

মনহারা। একটা গান শুন্‌বে?

ধীর। খুনেই যদি কর, তার আর কি ক'র্‌ব বল?

মনহারা। শুন্‌বে ত?

ধীর। বাপের সুপুত্তুর হ'য়ে। ফেলেছ বেকায়দায়, আর কি ব'ল্‌ব, নইলে নরকে ঝাঁপ মারি চাঁদ, তোমাদের গান আমি শুনি নি।

মনহারা। তোমায় কেন ব'ল্‌ছিলুম ভাল-বাস, জান?

ধীর। ভাব ব্যাখ্যা ক'র্‌বে, না গান ক'র্‌বে?

মনহারা। তুমি যাতে খুব জ্বালাতন হও, তাই ক'র্‌ব।

ধীর। খুবের খুব হ'য়ে গিয়েছে, ফাউ কি ছাড়্বে ছাড়।

মনহারা। তুমি আমায় ভালবাস ব'ল্-ছিলাম কেন,—শোন।

ধীর। তা বল।

মনহারা। তুমি ওকে ভালবাস, আর ওতে আমাতে এক প্রাণ, আমায় ভালবাস।

ধীর। তুমি ঢোল ক'র্বে?

মনহারা। গীত

দেশ-খাম্বাজ—খেম্‌টা

মনের গুমোর ক'রো না,
মনের গুমোর ক'রো না,—
আমি কোন্ ভাবে কার কাছে থাকি
চিন্‌তে পার না।
পায়ে ধরাই ধরি পায়ে,
ঠেকাই ঠেকি সমান দায়ে,
অন্য রসে সমান বশে থাক তা কি ধর না।
আমি রসময়ী ছড়াই নানান্ রস,
আমি দিবানিশি রসে ঢলি রসে করি বশ,
এ রসের তুফান কাটিয়ে উঠে,
ব'লো তখন সর না।

[প্রস্থান।

ধীর। হ্যাঁগা, ঐ ত ও পথ দেখালে। তোমরা সকলে মিলে একটি গান ধ'রে নেচে-কুঁদে বাহবা নিয়ে চ'লে যাও। তানের উদ্‌যুগ ক'চ্ছ, না বাচনিক কিছু আছে? হ্যাঁ রে, তুই কি একেবারে দিব্যি গেলেছিস্, নড়্বি নে?

অধীর। ভাই ধীর, আমায় সত্য বল, আমি মনে ব্যথা পাব না, তুমি কি ঐ সুন্দরীর অনুরাগী হ'য়েছ?

ধীর। অ্যাঃ! এরি মধ্যে কেলেঙ্কারি আরম্ভ ক'ল্লে?

অধীর। ও তোমার অনুরাগিণী, আমি বুঝ্তে পেরেছি।

ধীর। তুই র'স্ তো, তোর ভাবখানা দেখি, তোর অসুখ্ বিসুখ ক'ল্লে না কি? দেখ্ দিকি, খামকা বনে দাঁড়িয়ে পিরীতে ঠেকে গেলি! আমার ওপর পর্য্যন্ত রিষ ক'চ্ছিস্! দেখ্ অধীর, তুই যদি অমন ফোঁস্ ফোঁস্ ক'রে নিশ্বেস ফেল্‌বি ত আমি কেঁদে ফেল্‌ব, চল।

অধীর। চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

বেলা। গীত

পিলু-জঙ্গ-মল্লার—যৎ

সেই ভাল সে চাহে যারে।
আমি ত ব্যথার ব্যথী, ব্যথা ত দেব না তারে।
ভালবেসে হেসে হেসে,
সে পাশে বসিবে এসে,
মনে যারে ভাল সে বাসে,
দূরে ব'সে দেখ্‌ব হাসি, ভাসিব নয়ন-ধারে।

যূথী। সই, তুই কেন অমন হ'লি?

বেলা। যূথি, তুই কি ঐ পুরুষ-রত্নের প্রয়াসী? আমায় বল, আমি দূতী হ'য়ে তার পায়ে ধ'রে তোর কাছে এনে দেব।

যূথী। ভাই বেলা, তুই পার্‌বি নি, সে বড় কঠিন, দেখ্‌ছিস্ নি, তার অন্তর পাষাণ, সে মুখ তুলে চায় না।

বেলা। প্রথম প্রথম লজ্জায় অমন ক'চ্ছে। আমি দেখেছি, বার বার তোর পানে চেয়েছে, আমি দেখ্‌তে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তুইও তার পানে বার বার চেয়েছিস্, আমি যাই, তাকে এনে তোরে মিলিয়ে দি।

যূথী। সখি, সে বড় কঠিন, তুই বুঝিস্ নি।

বেলা। আয় না, দু'জনে মিলে দেখি, ধ'র্‌বই ধ'র্‌ব।

সখীগণ। গীত

তেলেঙ্গা—দাদ্‌রা

কেন আর বাঁধ্‌বো বেণী বল্ লো সজনি
যদি বেণীর ডোরে বাঁধ্‌তে নারি গুণমণি।
তার যদি না কেঁপে ওঠে প্রাণ,
কেন আর হান্‌ব নয়ন-বাণ,
মান কিসের লো মধুর হাসির,
সে না রাখ্‌লে মান?
যদি ধ'র্‌তে নারি,
তবে নারীর গরব কি তা জানি নি।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বন

অধীর ও ধীর

অধীর। আমি ভাই এখান থেকে যাব না, এইখানে তার দেখা পেয়েছি, এইখানেই থাক্‌ব।

ধীর। থাম্‌লি যে, বল্‌ বল্‌ আরও কত কি যে বলে! ওরে কোকিল রে—মলয়-বাতাস রে—বাপ্‌ রে, মা রে! ঘোড়ার মতন টেনে নিশ্বেস, চোখের জল! তোর পিরীতের লক্ষণই হয় নি, আবার পিরীতে পড়েছিস্‌?

অধীর। তুই কি ঠাট্টা ক'চ্ছিস্‌?

ধীর। ওরে, ঠাট্টার কথা হ'লে তোরে বাড়ী নিয়ে যাবার জন্যে অত পীড়াপীড়ি ক'র্‌তুম না।

অধীর। তবে আবার কেন পীড়াপীড়ি ক'চ্ছিস্‌?

ধীর। আচ্ছা, তোর মত্‌লবখানা কি? তাকে বিয়ে ক'র্‌বি, কি একবার দেখ্‌বি, পিরীত কাটাকাটি ক'র্‌বি? আমি তোরে একটা কথা বলি শোন,—আমি তারে যোগাড় ক'রে ডেকে আন্‌ছি, তুই রাত ভোর ব'সে পিরীত কাটাকাটি কর। ভোরের বেলা বল্‌—বাড়ী যাবি?

অধীর। সে আস্‌বে না, সে আমায় ভালবাসে না।

ধীর। ওঃ, বেজায় ছুব্‌লেছে! আচ্ছা তোর বেল্‌-কোমটার বহর বোঝ্‌ দেখি! আপনিই ব'ল্‌ছিস্‌, ভালবাসে না, আর সে এ বনে ছিল ব'লে বনে প'ড়ে আছিস্‌!

অধীর। সে তোমায় ভালবাসে।

ধীর। এইবার তুই পিরীতের হদ্দ ক'ল্লি। হ্যাঁ রে, তুই একটা সাদা কথা বুঝিস্‌ নি? মেয়েমানুষ দেখ্‌তে কেমন?—যেন কবির মনের ছবিখানি! ভিতর কি?—বাবা সেঁধুবে কে, যে ব'ল্‌বে বল! পুরুষ চায়, আহা, এমন সুন্দর ছবিখানি, সাম্‌নে বসিয়ে দুটো কথা কই। বিবি তাক্‌ছেন যে কখন মোহিত হয়, তা হ'লেই নূতন গয়নাখানির কথা পাড়্‌বেন। মনে ক'চ্ছিস্‌ কি, খোলা প্রাণ? প্রাণ খুলে আমোদ ক'ত্তে গেলি, প্রাণ খুলে আমোদ ক'র্‌বে? আমোদ জানে না, জানে কেবল আপনার গণ্ডা।

অধীর। আহা! তুই অমন ক'রে নারী-নিন্দা করিস্‌ নি।

ধীর। তুই ভাব্‌লি বুঝি—নিন্দা ক'র্‌লুম, একজন মেয়েমানুষ এখানে দাঁড়িয়ে থাক্‌লে দু'শো বাহবা দিত, ব'ল্‌তো—আমাদের কদর জানে। আমি ভাবি, বেটীরে মনে মনে কি হাসনই হাসে। বলে, এই পুরুষ আপনাকে সেয়ানা ঠাওরান। তা যাই হোক্‌, আমি চেষ্টা-চরিত ক'রে তারে হেথা আন্‌বো, দুটো পিরীত কেটে ঠাণ্ডা হবি?

অধীর। সে আস্‌বে না।

ধীর। ঐগুলো তোর কেমন! সে আস্‌বে না? একজনকে গেরেপ্তার ক'রে গিয়েছে। সে এখন কি ক'চ্ছে তা জানিস্‌?

অধীর। সঙ্গিনী সঙ্গে আমোদে র'য়েছে।

ধীর। পিরীত ক'ত্তে যাস্‌ বটে,—পিরীতের ধার ধারিস্‌ নি। সে এখন সাপের মতন গর্জ্জাচ্ছে, সখীর ঘাড়ে ভেঙ্গে-ভেঙ্গে প'ড়্‌ছে, চুল খুলে দিয়েছে, শিবনেত্র হ'য়েছে; সে ভয় করিস্‌ নি, আমি আন্‌তে পার্‌ব।

অধীর। না ভাই, যে আমার নয়, তারে দেখে কি ক'র্‌ব?

ধীর। আঃ, তোর নয় তা জানি। ওরা কারুর নয়! তোর ত দরকার—দুটো তার সাম্‌নে নিশ্বেস ফেলা, তা তোর আর ফে'ল্‌তে—আপত্তি কি?

অধীর। তুই দূর হ, আমার সাম্‌নে থাকিস্‌ নি।

ধীর। তোকে বিষে জেরেছে।

বেলা, যূথী ও সখীগণের প্রবেশ

সখীগণ। গীত

ধুনাসিন্ধু—দাদ্‌রা

পোড়া প্রেম ক'রে এত জ্বালা কে জানে!
জ্বালায় জ্ব'লে মরি, জ্বালা সইতে নারি,
জ্বালা হৃদে ধরি যতনে, পুড়ি প্রাণে।
নয়ন মজায়, ঠেকেছি দায়,
নইলে পরে, ব'ল পরে কে চায়,
মন বিলায়,
পড়েছি উঠি আর কেমনে,—মানে মানে।

ধীর। কেমন অধীর, তোরে ব'লেছিলুম, ও আবার আস্‌বে না! এইবার পিরীতের তোড় তোল, তার পর ভোরের বেলা মুখ হাত ধুয়ে ঘরের ছেলে, ঘরে যাই চল্‌। ওঠ্‌ ওঠ্‌, এখনো আবার গালে হাত দিয়ে ব'সে আছিস্‌ কেন? (জনান্তিকে) দেখ গা, ও একটু বেকুব রকম, কোন্‌খানে নিশ্বেস ফেল্‌তে হয়, কোন্‌খানে চোখ তুল্‌তে হয়, ও ঠিকঠাক্‌ জানে না, দুটো একটা ক্ষমা-ঘেন্না ক'রে পিরীত সুরু কর। ভোর বেলা যাতে বাড়ী যেতে পারে,—এই ঘটকালী বিদায় দিও। দেখ, তুমি যদি একটা উপকার কর, তা আমি ভুল্‌ছি নি। এমনি শিকার,—তোমার কাছে প্রতি রবিবার এনে পৌঁছে দিচ্ছি।

বেলা। তোমাদের যেমন নূতনে মন, আমাদের তেমন নয়।

ধীর। ও গো ঠাক্‌রুণ, এই যে টাট্‌কা নূতনের তোয়াজে এয়েছ দেখ্‌ছি। কোন জন্মে ত এর সঙ্গে আলাপ পরিচয় ছিল না।

যূথী। হ্যাঁ মহাশয়, আপনার সঙ্গে কি নূতন আলাপ? চোকের দেখা নাই ছিল—মনের ছবি মনে মনে ছিল, এখন সাম্‌নে এসেছে, আপনি কি আমাদের পর?

অধীর। না,—আমি পর নই।

ধীর। এ ছ্যাঁচ্‌ড়া বিত্তির সবই ছ্যাঁচ্‌ড়া। খাম্‌কা মিছে কথা কইলি রে! পর ন'স্‌ কি ঘরের ব'ধু?

বেলা। পিরীতের কথা হ'চ্ছে, হ্যাঁ গা, তুমি এর ভেতর কেন?

ধীর। অবাক্‌ ক'রেছ বাবা! যে পিরীতের মিথ্যা কথায় গোড়া-পত্তন,—না জানি তার শেষ কোথায় গড়ায়! আজব কারখানা বাবা, মিছের ধোঁকায় দুনিয়া পড়ে! নাও, আমার কথায় কাণ দিও না, পাল্লা-পাল্লি কর।

বেলা। আপনাকে আমি একটা কথা ব'ল্‌ব মনে ক'রেছি।

অধীর। আমিও আপনাকে একটা কথা ব'ল্‌ব মনে ক'রেছি।

বেলা। কি বলুন?

অধীর। আমার বন্ধু বাহ্যিক কঠিন, কিন্তু অমন কোমল অন্তর জগতে আর নাই।

যূথী। ওঁর অন্তর কোমল, তা ওকে ব'ল্‌ছেন কেন?

অধীর। আমার বড় সাধ যে, এ'র সঙ্গে আমার বন্ধুর মিলন হয়। উনিও যেমন নারী-রত্ন, আমার বন্ধুও তেম্‌নি পুরুষ-পরেশ।

যূথী। তোমার বন্ধু যদি এ'রে না চান?

অধীর। আমি যা ব'ল্‌ব, ও শুনবে।

বেলা। ও মা, এমন কথা শুনি নি! তুমি ব'ল্‌বে, আমাদের সব্বাইকে বে ক'র্‌তে ত আমাদের সব্বাইকে বে ক'র্‌বে?

অধীর। সুন্দরি, পরিহাস রাখ, যদি তুমি আমার বন্ধুর পাশে ব'সে আমার জীবনের সাধ পূর্ণ কর, তা হ'লে আমি চিরদিনের জন্য তোমার দাস হ'য়ে থাকি।

ধীর। হ্যাঁ রে, তুই নাটক রচ্‌বি না কি?

বেলা। গীত

মাঝ-ঝিঁঝিট—মধ্যমান

মন যারে চায়, সে কি চায়!
না দেখে বাঁচি নে প্রাণে দেখিলে দ্বিগুণ দায়॥
অযতনে যে যন্ত্রণা, সে যন্ত্রণা সে জানে না,
জেনে কি সে দিত বেদনা—
গঞ্জনা জেনে কি দিত, ব্যথিত হ'ত ব্যথায়।

ধীর। এই টপ্পার বদলে একটা টপ্পা ঝাড়্‌তে পাত্তিস্‌ ত পিরীতের আগুন ছুটে যেত, তোর পিরীতের ধাত জেনেই আমি তোরে গান শিখ্‌তে ব'লেছিলুম; এ টপ্পা-বাজীর মুখে যদি টিঁকে যেতে পারিস্‌ ত ফাঁড়া কেটে যাবে। (স্বগত) এ ত প্যাঁচে ফেল্লে দেখ্‌ছি।

অধীর। আমার কথার উত্তর দিলে না?

যূথী। যদি উত্তর দেয় যে ওঁর সঙ্গে কেন মিল্‌বো,—তোমার সঙ্গে মিল্‌বো?

ধীর। সে কথার আর মার নেই।

বেলা। (স্বগত) যূথী আপনার মনের কথা আমার হ'য়ে ব'ল্‌ছে।

যূথী। কই, উত্তর দিলে না?

অধীর। আমি তোমার সখীর যোগ্য নই।

যূথী। আর সখী যদি বলে—যোগ্য।

ধীর। অম্‌নি ছেলেখেলা, বুঝ্‌দার হ'য়ে এমন কথাটা ব'লে ফেল্‌বে?

বেলা। তবে কি তোমার কাছে আমি যাব না কি?

ধীর। হাতের কাজটা সেরে এস।

সকলে। গীত

সাঁওন-বেহাগ—খেম্‌টা

হাতে কাজ ভারি,
তাইতে তার কাছে ত যেতে নারি।
বোঝে না দাঁড়িয়ে থাকে,
চোখোচোখী হ'লে কত ডাকে,
দেখে দেখি নে, সেথা থাকি নে,
কে'দে ডাকে যদি তা কি সইতে পারি।

ধীর। আজ সব মরিয়া হ'য়েছে! এ বনে—ভাল ছোঁড়া-টোড়া নেই? ছোঁড়া-ফোঁড়া পেলে যে এদের সেই দিকে লেলিয়ে দিই গা। ও ঠাক্‌রুণরা শুনুন, এই সাতশো রাক্ষসীর খোরাক নিত্যি কি বনে ব'সেই পাও? শিকার ত একটি বেড়া-আগুনে বেড়েছ।

অধীর। (স্বগত) আমি ভাল করি নি, আমার বন্ধুর জন্যই এখানে এসেছিল, আমায় দেখে কিছু ব'ল্লে না! (প্রকাশ্যে) ভাই ধীর, তুমি এখানে থাক, আমি দেশে চ'ল্‌লুম. তোমার প্রণয়ে আমি বাধা দেব না।

ধীর। সে বেশ কথা, চল্‌।

অধীর। তুমি হেথা থাক, নইলে তোমার প্রণয়িনী ব্যথা পাবে।

ধীর। ও রে. পিরীতে বিচ্ছেদই ভাল রে—পিরীতে বিচ্ছেদই ভাল। আমার কাছে শেখ্‌, পথে খুব মজা হবে এখন রে—পথে খুব মজা হবে এখন; আমি হা-হুতাশ ক'ত্তে থাক্‌ব, তুই বোঝাতে থাক্‌বি। আমি তোর গলা জড়িয়ে ব'ল্‌বো—'সখা, তাকে একবার এনে দাও।' দেখিস্‌ না, নাটক ক'ত্তে ক'ত্তে যাব এখন।

অধীর। আচ্ছা, তুই আমার সঙ্গে আয়, আমি তোকে একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌ব।

ধীর। জিজ্ঞাসা ক'র্‌বি আর কি—পিরীতে প'ড়েছি কি না? তুই চল্‌ না, পথে পিরীতের শ্রাদ্ধ ক'রে ছেড়ে দেব। [উভয়ের প্রস্থান।

যূথী ও বেলা। গীত

কাফিমিশ্র—ত্রিতাল

চ'লে গেল বল কি করি!
পারি যদি ফিরিয়ে আনি, তোর হ'য়ে গে
পায় ধরি।
নাই ত আমার সরমের মানা,
রাখে বা না রাখে মান যাবে তা জানা,
অরসিকের অপমানে মান ত যাবে না;
বাজে পাছে তোর প্রাণে সই,
তাইতে ত যেতে ডরি।

যূথী। সখি, এখন কি ক'র্‌বি?
বেলা। আর এখন কি ক'র্‌ব বল?
যূথী। তবে চল।

সকলে। গীত

মিঞা-মল্লার—ত্রিতাল

পায়ে ঠেলে যদি চ'লে যায়,
ভালবাসি বাসি বাসি, গড়িয়ে কেন প'ড়ব পায়?
অত কে লাঞ্ছনা সবে,
দিন ত যাবে দিন কি রবে,
এত আর স'য়েছে কে কবে;
জুড়াবার এ নয় ত জ্বালা,
দ্বিগুণ জ্বালা দেখে তায়।

[প্রস্থান।

ধীরের পুনঃ প্রবেশ

ধীর। ঠাক্‌রুণরা ত জিরুতে গিয়েছেন, হাঁপ ছেড়েই এসে তেড়ে ধ'র্‌বেন। আর পিরীত হ'লো বই কি! লক্ষণগুলো সবই দাঁড়িয়েছে। আমি ত কিছু বুঝ্‌তে পারি নি, ভালবাসিস্‌—বাসিস্‌, তা—তার কিসে মাথা কিন্‌লি? তোর প্রাণ যায়, তা তার কি? মরদ বাচ্ছা, হেসে প্রাণ নে ঘরে ফিরে আয়। ভালবাসিস্‌—তার ভালয় থাকিস্‌, ব্যস্‌ ফুর্‌লো! নইলে ঢ'লে প'ড়ে, কে'দে নিশ্বাস ছেড়ে—ভালবেসে যদি মরিস্‌, সে ভালবাসা না—ছাই, ভালবাস্‌লে দ্বিগুণ মনের তেজ বাড়্‌বে না?

বালকবেশে মনহারার প্রবেশ

মনহারা। গীত

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—দাদ্‌রা

কখন নাগর কখন নাগরী,
আমার সাধের মতন বেশ পরি।
নাগর বেশে ধরি কারুর পায়,
পায়ে ধ'রে কেউ কে'দে কে'দে
মুখের পানে চায়,

মান করি মান ভাঙ্গি কত, ঠেকে মানের দায়;
সোহাগী সোহাগ-ভরা তাইতে ত সোহাগ করি।

ধীর। (স্বগত) ঠাকরুণরা অধীরকে ছেড়ে এই ছোঁড়াটাকে শিকার করে না? দাঁড়াও দেখি যোগাড়। (প্রকাশ্যে) ওহে, ওহে, তুমি ত বেশ ফিট্‌ফাট্ তাজ্-টাজ্ চড়িয়ে এসেছ দেখ্‌ছি, রেতে উপবনে উ'কিটে ঝুঁকিটেও মার দেখ্‌ছি। নাগরালী ত মুখে আওড়াচ্ছ, কিছু এসে না কি?

মনহারা। এসে না ত কি অমনি বলি?

ধীর। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঢং টা টং টা এসে—দেখ্‌তে পাই।

মনহারা। তুমি এ কাজে কাজি দেখতে পাই, আমায় একটু তালিম দিয়ে দিতে পার হ্যাঁ?

ধীর। আচ্ছাই তালিম আছ,—ভাই, আচ্ছাই তালিম আছ!—শোন না বলি, খাসা খাসা নাগরী এ বনে আছে। তুমি পিরীত ক'ত্তে গেলে, বোধ করি তোমায় তাড়া ক'র্‌তে পারে। নাগরালীর একশেষ ক'রে বেটীদের নে স'র্‌তে পার?

মনহারা। নাগরালী কি ক'রে ক'র্‌ব, তুমি ব'লে দিতে পার?

ধীর। ওহে, তুমি কেন ভাব্‌ছ? তারা খুব তুখোড় লোক আছে, গুছিয়ে গাছিয়ে তোমায় নেবে এখন।

মনহারা। তুমি বোঝ না হে! তবু একটু মওলা দিয়ে যাই। এই নাও, তুমি যেন নাগর, আমি তোমার নাগরী, কি ক'র্‌বে কর।

ধীর। তুমি আমার নাগরী হ'লে গালে-মুখে চড়াব, আর কি ক'র্‌ব! হা-হুতাশ কি ক'ত্তে দিলে?

মনহারা। তা গালে-মুখে চড়াও, আমি কি ক'র্‌ব বল?

ধীর। ওহে, কথা শোন।

মনহারা। না, মওলা না দিয়ে ভাই, আমি প্রেম ক'র্‌তে এগুচ্ছি নি।

ধীর। তুমি একটু ন্যাক্‌রা আমার সঙ্গে ক'র্‌বেই?

মনহারা। এর আর ন্যাক্‌রা কি ভাই! মওলা না দিয়ে পিরীত ক'ত্তে অম্‌নি এগুব?

ধীর। বাঃ, নাগরীর ঢং এসে গিয়েছে। আচ্ছা এস, শীগ্‌গির মওলা দিয়ে নাও, তার পর তেড়ে গিয়ে ঝাঁকের মাঝে লাফিয়ে প'ড়্‌বে। এই এস, আমি গালে হাত দে ব'সেছি, এই আমি ফোঁস্ ফোঁস্ ক'রে নিশ্বেস ফেল্‌ছি এই আমি 'হা প্রিয়ে, হা প্রাণেশ্বরি',—ব'ল্‌ছি নাও, তুমি চুপ্ ক'রে রইলে যে?

মনহারা। আমি কি ক'র্‌ব, ব'লে দাও!

ধীর। তোমার একটা প্যাঁচ প'ড়েছে বটে, তোমার সখী সঙ্গে নেই? তা দেখ, ঐ গাছটাকে সখী মনে ক'রে, ওর গায়ে ভেঙ্গে ভেঙ্গে প'ড়, ঘোড়ালুটি খুব ক'ত্তে থাক।

মনহারা। প্রাণনাথ, তুমি মুচ্ছ টুচ্ছ যাবে কি?

ধীর। সে তুমি ম'লে প্রিয়ে—সে তুমি ম'লে, এখন নয়। এই ত মওলা দিয়েছ?

মনহারা। দাঁড়াও, যদি সে মান করে? এই যেন মান ক'রেছি।

ধীর। খুব ক'রেছ,—আস্তে আস্তে ওঠ।

মনহারা। না, এই মওলাটি আমায় দিয়ে যেতেই হবে, আমায় ষোলআনা তালিম দাও, ষোলআনা কাজ দেব এখন।

ধীর। তোর বয়সে বড়, নেহাত পায়ে ধরাবি?

মনহারা। তা ভাই, অঙ্গহীন ক'রে কেন কাজ ক'র্‌ব?

ধীর। মানময়ি, মান ত্যজ। তোমার কথায় চ'ল্‌ছে না—না? আচ্ছা মান ত্যজ। (পদধারণ)

মনহারা। তবে না কি তুমি মেয়েমানুষের পায়ে ধর না?

ধীর। বটে, তুমি সেই! চিন্তে পারি নি। কাজের খাতিরে, গোলামী ক'রে নয়।

মনহারা। আর যদি কখন পিরীতের খাতিরে ধর?

ধীর। ভগবান্‌কে ব'ল্‌ব, অনেক চেষ্টা ক'রেছিলুম, পারলুম না, ভগবান্ মাপ ক'রো।

মনহারা। পিরীতে পায় ধরায় কি ভগবান্ ব্যাজার? পিরীতের জোর নইলে কি জোর! তোমার অত তেজ কিসের?—তুমি নিঃস্বার্থ পিরীত শিখেছ ব'লে, তোমার বন্ধুকে নিঃস্বার্থ ভালবেসেছ ব'লে!

ধীর। তোমাদের জাতে এ ভালবাসার ধার ধারে?

মনহারা। তবে কি তুমি—হরগৌরীর মিলন মিছে বল? রাধাকৃষ্ণের প্রেম মিছে বল?

ধীর। আমি ত টোলে আসি নি, যে, শাস্ত্র তুমি আওড়াচ্ছ! যাদের পিরীত ছিল—ছিল, তুমি এ পিরীতের ধার ধার?

মনহারা। আমি সব পিরীতের ধার ধারি।

ধীর। তুমি হন্দ বয়াটে বটে—আমার ওপর! এ পিরীত কি তোমার মদের দোকানে শেখা না কি?

মনহারা। যেখান থেকে হয়, শিখেছি ত? নইলে তোমার অহঙ্কারের কথা কেমন ক'রে ব'লে দিলুম।

ধীর। অহঙ্কার কি?

মনহারা। যে মোটা পায়ের লাথি খাও, মেয়েমানুষের নরম পায়ের লাথি ভাল লাগে না!

ধীর। তা খাই—বেশ করি। তোমার চরণে ত গড় করি, নাকে দড়ি ত আর পরি নি।

মনহারা। ঐ তেজেই গেলে! যে মেয়েমানুষের মুখের পানে চাইতে না, সমস্ত রাত দাঁড়িয়ে মেয়েমানুষের সঙ্গে কথা কইচ কেন? নাকাল তুমি কিছু কম নও, তবে মানো আর না মানো। তুমি মনে ক'রছ, নাকাল হ'য়েছি—হ'য়েছি, তার কি? যারা মেয়েমানুষের পিরীতে পড়ে, তারাও মনে করে, নাকাল হ'য়েছি, হ'য়েছি—তার কি? তোমার কি বেশী বাহাদুরীটা বুঝে যাই।

ধীর। চোট্‌পাট্ ত খুব ব'লছ; চোট-পাট্ এই রঙ্গিণীদের নিয়ে স'র্‌তে পার? তা হ'লে বুঝি, তুমি পিরীতে তুখোড়।

মনহারা। আবার তুমি মেয়েমানুষের পায়ে ধ'র্‌বে।

ধীর। ফের বল ত ধরি। যা ব'ল্‌লুম, তা কর, দেখ, আমার বন্ধুকে তেগে ঐ রুখে আস্‌ছে, ঐ রোখের মুখে মুখথাব্‌ড়ি দাও।

বেলা, যূথী ও সখীগণের প্রবেশ

মনহারা ও সকলে। গীত

মুলতানি-মিশ্র—দাদ্‌রা

যদি প্রেম কর প্রেমে যাও গ'লে।
প্রেম কর ত বিষ রেখ না,
বিষ খেও না সুধা ব'লে।
আপনার নিধি দিতে পরে,
পারে যদি প্রেম সে করে,
নইলে পরে বিষের বিষে জ্ব'লে সে মরে;
যার বুকে জ্বলে বিষের আগুন
নিবিয়ে ফেল প্রেম-জলে।
প্রেম-পরশে নেভে আগুন,
দিবা-নিশি নয় জ্বলে।

ধীর। কুঁদ ক'রে ঝাঁকে গিয়ে পড়, আর ঐ ছুঁড়ীকে প্রেম-ডুরি দে হ্যাঁচ্‌কা টান মার।

মনহারা। দেখ গা, আমায় ব'লে দিচ্ছে, তোমার সঙ্গে প্রেম ক'ত্তে।

যূথী। তা তুমি প্রেম ক'র্‌বে না কি?

মনহারা। ইচ্ছে আছে, তুমি যদি ওঁর সঙ্গে প্রেম কর।

যূথী। আমারও ওঁর সঙ্গে প্রেম ক'ত্তে ইচ্ছে আছে, উনি কি প্রেম ক'র্‌বেন?

মনহারা। উনি করুন না করুন, তুমি ত প্রেম ক'র্‌বে?

যূথী। আমি প্রেম ক'রেছি।

ধীর। তা বেশ ক'রেছ, তোমার সখীর সঙ্গে এ'রে ভিড়িয়ে দাও না।

বেলা। আমি তোমার সঙ্গে ভিড়্‌বো!

ধীর। দেখ, ও বেড়ে ছোক্‌রা—ওর সঙ্গে প্রেম ক'রে ফেল, দেখ্‌তে শুন্‌তে বড় ফিট্ হবে; পিরীত ক'রে গাঙপার চ'লে যাও চাঁদ; তা হ'লে বেজায় বাহাদুরী হবে।

বেলা। না, আমি তোমায় ছাড়্‌ব না।

ধীর। হ্যাঁ হে ছোক্‌রা—আমার বেলা ত বেজায় ঠসক ক'ল্লে, তুমি ঐটেকে আটকাও। আর এগিয়ে এস, কে পিরীত ক'র্‌বে! ও ঝাঁক্‌কে ঝাঁক আমি পাল্লা দিচ্ছি।

যূথী। আমি তোমার কাছে যাব না কি?

ধীর। দেখ, একটু ওদের পিরীত বাধিয়ে দিয়ে এস।

যূথী। গীত

পিলু—দাদ্‌রা

আপনি বেঁধেছি আর কি পিরীত বাধাব,—
আপনি কেঁদেছি কেন পরে কাঁদাব!
আপনি শিখেছি ঠেকে, আপনি বুঝেছি দেখে,
আপনি শিখেছি কেন পরকে শেখাব?
সয় না এ সবার প্রাণে সয় ব'লে সব!

মোহিনী প্রতিমা গীতিনাট্যে শ্রীমতী বিনোদিনী

মনহারা। আমি ভাই, তোমাদের সঙ্গে পিরীত ক'র্‌তে এসেছি, ওঁর নামে দোষ দিচ্ছিলুম, তা না, আপনি সখ ক'রে এসেছি। পিরীতের যদি সখ থাকে ত ভাই, পিরীত কর। পিরীত ক'র ত, সাধ রেখ না—সাধ রাখ ত, পিরীত ক'র না।

বেলা। তুমি কে?

ধীর। ও তুখোড় হে—তুখোড়! একবার পিরীত ক'রে দেখ না, দু'টো কথা ক'য়ে দেখ না, পিরীতের আসর জম্‌কে দেবে এখন।

বেলা। তুমি কি ফাঁকে থাক্‌বে?

মনহারা। মনে ক'চ্ছেন, তোমার সঙ্গে এ'র সঙ্গে বে' হবে।

ধীর। আহা, কেবল ম'রবে কবে জান না! তুমি কি কাক-চরিত্র প'ড়েছিলে না কি?

মনহারা। তুমি পিরীতে এর পায়ে ধ'র্‌বে।

ধীর। হ্যাঁ গা শোন, উনি যা ব'ল্‌ছেন, এগুলি যদি ক'রে যাই,—ধর, তোমায় বে ক'রে পায়ে ধরি, তা হ'লে ঐ বেকুবটাকে ছাড়ান দাও? যদি তা ছাড়ান দাও—আর অন্য কোন ঠাক্‌রুণ না রোখ্‌-রাখ্‌ রাখেন, তা হ'লে আমি হদ্দ নাকাল হ'তে রাজী আছি; পিরীতের পাঁচ পয়জার দাঁড়িয়ে খাব। পিরীত ক'র্‌তে ধাইলে, পিরীতের লোক ত চিন্‌লে না!

বেলা। তোমায় ত এত সাধ্‌ছি, তুমি পিরীত কর কই?

ধীর। বাবা, পিরীতে চাঁউ হ'য়ে সমস্ত রাত্‌টি ঘুর্‌চি, আর পিরীত ক'চ্ছি নি!

মনহারা। তুমি মনে ক'চ্ছ—ক'চ্ছো না।

ধীর। অধীর এক্‌লা র'য়েছে, পিরীতে মুচ্ছো টুচ্ছো যাওয়া আছে শুনেছি, ও ত আর মাগীর মতন ঢং ক'রবে না, সত্যিই মুচ্ছো যাবে, দেখি কি ক'চ্ছে।

বেলা। চ'ল্লে যে—চ'ল্লে যে?

ধীর। একটু সবুর কর, রুকে আস্‌ছি।
[প্রস্থান।

মনহারা। হ্যাঁ গা, তোমরা প্রেম ক'র্‌বে?

যূথী। যদি প্রেমিক হও।

মনহারা। তবে তোমার সঙ্গে প্রেম করা হ'লো না। অপ্রেমিককে যদি প্রেমিক ক'ত্তে পার, তবেই তুমি প্রেমিকা, নইলে কি! অমন পিরীত আমি করি নি।

যূথী। সে যদি না প্রেম করে?

মনহারা। নেই ক'ল্লে, তুমি ত ভালবাস্‌লে, সেই ভাল।

যূথী। যদি বেসে থাকি।

মনহারা। বেশ ক'রেছ।

বেলা। তুমি যাচ্ছ যে, পিরীত ক'ল্লে না?

মনহারা। তুমি কি তেমন পিরীত ক'ত্তে পা'র্‌বে? আপনার ধন পরকে বিলিয়ে, পরের সুখে সুখী হ'তে পা'র্‌বে! এত কি তোমার স'বে?

বেলা। জানি নি।

মনহারা। যখন জান্‌বে, তখন আবার আস্‌ব।
[প্রস্থান।

যূথী। কে এ?

বেলা। কে তা তো জানিনি; মেয়ে কি পুরুষ; তাও বুঝ্‌তে পার্‌লুম না, কিন্তু শেখালে ভাল।

যূথী। তুই কি তাকে ভালবাসিস্‌?

বেলা। ভালবাসি, তাই যত্ন ক'রে সে রত্ন তোমায় দেব।

যূথী। সখি, আমার প্রাণ কেঁদে উঠ্‌ছে। তুইও যদি তারে ভালবেসে থাকিস্‌—আমার মতন জ্বল্‌বি; যত্নে ত সে ভুল্‌বে না,—যত্নে যদি ভুল্‌তো—তা হ'লে আমি যত্ন ক'রে এনে তোরে দিতুম; ঐ দেখ্‌, সে আবার আস্‌ছে, মুখের ভাব দে'খে বোঝ্‌, সে কি যত্নে ভুল্‌বে!

বেলা। (স্বগত) যূথী ছল ক'চ্ছে, যেন একে ভালবাসে। আমিও ছল করি, একে ভালবাসি। যদি ঠিক বোঝাতে পারি, একে ভালবাসি, তা হ'লে আমায় বুঝিয়ে ব'ল্‌বে, ও তাকে ভালবাসে, আমি যেমন করে পারি, তারে এনে দেব।

ধীরের প্রবেশ

কি, তুমি আপনি যে আবার এ দিকে আস্‌ছ?

ধীর। কেন, এমন দোষ কি আর কেউ করে না? আমি ত এমন বাপের বেটা দেখ্‌তে পাই নি, যে, তোমরা যার কাছে একবার এস, সে সাতবার না তোমাদের কাছে আসে; তবে আমি আজ ধরা প'ড়ে গেলুম।

বেলা। তুমি ত খুব রসিক পুরুষ বটে, তবে কি কার্য্যে আগমন?

ধীর। পিরীতের কথা শুনুছি না, একটু র’য়ে ব’সে ব’ল্‌তে হয়, থপ্‌ ক’রেই বলে ফেল্‌বো?

বেলা। তুমি কি পিরীত ক’র্‌তে এসেছ না কি?

ধীর। নির্ঘাত্‌!

বেলা। কার সঙ্গে?

ধীর। আমি মরিয়া হ’য়েছি, পিরীত ছড়াতে এয়েছি। সেই তখন কথাটা ব’ল্‌ছিলুম, তার কিছু সুচিন্তা ক’ল্লে? সেই যে গো—সেই বে’র কথাটা!

বেলা। তোমায় বে ক’রে কি বাউণ্ডুলে হ’য়ে বেড়াব না কি?

ধীর। কোন্‌ ঘরের কোণে ঘোম্‌টা টেনে ব’সে আছ চাঁদ? এও হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্ছ, সেও হাওয়া খেয়ে বেড়াবে, মাঝে একটা মালা বদল, পিরীত চুটিয়ে কেন যাক্‌ না?

বেলা। না, তোমায় বে ক’র্‌ব না।

ধীর। উঃ এত বেজার? তবে কি অধীরের ঘাড় ভাঙ্‌বে না কি? তুমি বে ক’রে আমায় দেখ না, বেড়ে মনের মানুষ হ’য়ে থাক্‌ব এখন।

বেলা। না।

ধীর। আচ্ছা, ওকে কি ক’ত্তে চাও?

বেলা। ওলো, আয় লো আয়! কে মিন্‌সের সঙ্গে বক্‌ বক্‌ ক’রে বকে।

ধীর। দাঁড়িয়ে যাও না, এই যে তখন তোমাদের সঙ্গে একপালা পাঁচালীর ছড়া কাটালুম, আর একটা কথার জবাব দিয়ে যেতে পার না?

বেলা। তোমার ত কথা বে—বে—বে?

ধীর। আজ্ঞে, শেষ আর্জ্জিটে ত তা নয়। দেখ তোমায় মিনতি ক’রে ব’ল্‌ছি, আমি অধীরকে বড় ভালবাসি।

যূথী। তুমি ভালবাসা জান?

ধীর। বাগ্‌ড়া দিও না ঠাক্‌রুণ, আমি ঠাট্টা-তামাসা কচ্ছি নি, আমি প্রাণের জ্বালায় ব’ল্‌ছি।

যূথী। প্রাণের জ্বালা সবারই সমান।

ধীর। একটু সবুর কর না, দু’কথা ব’লে ভোর রাত তোমার প্রাণের জ্বালা শুনুছি। ঠাট্টা-তামাসা না, আমি সত্যি ব’ল্‌ছি, আমি অধীরকে বড় ভালবাসি। একবার কাছে এসে তার সর্ব্বনাশ ক’রেছ, তোমরা যদি এ বন থেকে কৃপা ক’রে চ’লে যাও, আমি তারে বাড়ী নিয়ে যাই।

বেলা। আচ্ছা, আমি তোমায় বে ক’র্‌ব।

ধীর। বে ক’র্‌বে, কর না। আমি ত দেখ্‌তে বড় মন্দ নই। ও আমার চেয়ে কি এমন ভাল বল? চট্‌ ক’রে দু’গাছা মালা যোগাড় কর না, একগাছা তুমি আমার গলায় দাও, একগাছা আমি তোমার গলায় দি, তার পর অধীরকে বাড়ী রেখে এসেই—বনে এসে হাঁড়ি কাড়্‌ছি আর কি! আর প্রেমালাপ—প্রেমালাপ, রাত-দিনই প্রেমালাপ চ’ল্‌বে; অধীর ত আর তোমায় ভালবাসে না।

বেলা। (স্বগত) এই একটা সত্যি ব’লেছে। আর কেন যূথীর পথের কণ্টক হই, আমি এ’র সঙ্গে মালা বদল করি। যূথী জানুক, আমি একে ভালবাসি, তাকে নয়; তারপর পায়ে ধ’রে যূথীর সঙ্গে মিলন ক’রে দি।

ধীর। চুপ ক’রে রইলে যে, মনটা ভিজেছে কি?

বেলা। যূথী, এ’র হাতে একগাছা মালা দাও।

যূথী। কেন? অমন ক’রে আপনার সর্ব্বনাশ ক’র না, ও পেছনে ফেরাবে, ফিরে চাবে না।

ধীর। তোমার ভাই বক্তৃতায় কাজ কি? ওর পছন্দ হ’য়েছে, মালা দিতে চাচ্চে। আমায় দাও না একছড়া, তোমার গলা থেকেই একছড়া খুলে দাও না।

বেলা। এই দু’ছড়াই তোমার গলায় দি।

মাল্যদান

ধীর। একছড়া কি তোমায় ফিরিয়ে দেব, না বে হ’ল?

যূথী। দাও, আর বল,—আমি তোমার।

ধীর। বেশ, কাজটা পাকা করা চাই।

মাল্যদান

যূথী। আর বল, আমি তোমার।

ধীর। হ্যাঁ গা, তুমি ফুট কাট্‌ছ কেন? শুভবিবাহ হ’য়ে গেল, কেউ কারুর না হ’লে কি অম্‌নি বে করে?

যূথী। কেন ভাই, তোর সর্ব্বনাশ কল্লি? ও ফিরেও চাবে না।

ধীর। এ রকম বন্দোবস্ত হ'লে, আমি বন উজোড় ক'রে বে ক'র্‌তে পারি।

যূথী। তুমি এমনি রসিক বটে!

ধীর। আমি চ'ল্‌লুম। দেখ, একজন কেউ আস্‌বে?

বেলা। তোমার সাক্ষী দিতে হ'বে যে, বে হ'য়েছে? চল না, আমিই যাচ্ছি।

ধীর। তুমি না—তুমি না, বদ্‌লি পাঠাও।

অধীরের প্রবেশ

অধীর। আর ভাই তোমার মালা দেখ্‌বার প্রয়োজন নাই। এ বের আমি আপনিই সাক্ষী।

ধীর। তবে ত লেঠা মিটেই গেল, তোর ত আর আশা-ভরসা রইল না, ঘরে চল্‌!

অধীর। চল; ভাই ধীর, আর আমি চ'ল্‌তে পাচ্ছিনি! কেন রে, তুই আমার সঙ্গে প্রতারণা কল্লি, তুই কেন বল্লি, ভালবাসিস্‌নি? দেখ্‌ তুই আমার মন বুঝিস্‌ নি, তোর সুখে কি আমি অসুখী?

ধীর। তুই এলোমেলো কি ব'ক্‌ছিস্‌, তুই কি ঠাউরেছিস্‌—পিরীতে লাট্টু হ'য়েছি না কি? তুই হা-হুতোশই করিস্‌, আর যাই করিস্‌, আমি থাক্‌তে তোকে ডাকিনীর পাল্লায় প'ড়্‌তে দেব না; এ বনে মরিস্‌—ঠ্যাং ধ'রে টেনে নিয়ে মন্দাকিনীতে ফেলে দেব। ওরে নারী যদি সুখের জিনিষ হ'তো, বুকের রক্ত আহুতি দিয়ে, ওর পায়ে ধরে' এনে তোর বাঁয়ে বসাতুম। এ বিষফল, তুই সইতে পা'র্‌বি নি, তাই আমি নিয়েছি।

বেলা। আমি ওঁকে একটি কথা ব'ল্‌ব।

ধীর। দয়া-ধর্ম্ম কি কিছুই নেই গা? এখনও দাঁড়িয়ে র'য়েছে, আবার কথা ব'ল্‌তে চাচ্ছ, দেখ্‌ছ না মানুষটার দশা?

বেলা। ওঁর দশা দেখেই কথা কইতে চাচ্ছি। ওঁকে কি তুমি ঘরে নিয়ে যেতে পার্‌বে? উনি আমার সখীকে ভালবাসেন।

ধীর। সত্যি না কি? তুমি কি চোখে চোখে ভাব বুঝেছ?

বেলা। হ্যাঁ!

ধীর। হ্যাঁ গা, বে ফেরে না,—বে ফেরে না? তবে উনিই ছুব্‌লেছেন? আমি এ'চে-ছিলুম তুমি। কিছু ঝাড়ন-ঝোড়ন জান না? কি করা যায় বল দেখি, মানুষটাকে দেশে কি ক'রে নিয়ে যাই?

বেলা। কেন, দু'জনে মিলন ক'রে দাও না?

ধীর। আর কুঞ্জ বেঁধে যোড়ে যোড়ে ব'সে থাকি, কেমন?

বেলা। মহাশয় দেখুন, আমার সখীও আপনার পায়ে প্রাণ রেখেছে। আপনি তার জন্যে কেবল ব্যাকুল তা নয়, সেও আপনার জন্যে অধীরা।

অধীর। আহা! কে সে অভাগিনী?

বেলা। আমার সখী যূথী।

অধীর। কই, বনে তোমা বই ত কাকেও দেখি নি!

বেলা। ইস্‌, এত ঠাট্‌!

অধীর। তোমার কাছে মিথ্যা কথা কব, কখন সম্ভব ভেব না।

বেলা। সত্য ব'ল্‌ছ?

অধীর। সত্য।

বেলা। ইঃ, কি ক'র্‌লুম! (গমনোদ্যতা)

যূথী। সই সই, কোথা যাস্‌?

বেলা। তোরে যে মজিয়েছি—তা আমি জানি নি যূথী!

যূথী। সই সই, আমায় মজাস্‌ নি,— আপনি ম'জেছিস্‌।

[বেলা, যূথী ও সখীগণের প্রস্থান।

ধীর। হ্যাঁরে, আমি কি তোকে বনে এনে মার্‌লুম অধীর?

অধীর। ভাই, মরণ কেমন জানি নি, কিন্তু প্রাণ আমার বড় অধীর হ'য়েছে। তুমি কেন আমায় ভাঁড়ালে, তুমি ওরে চাও?

ধীর। ওরে, আমি ওরে চাই নি, সত্য ব'ল্‌ছি চাই নি।

অধীর। তবে কি একটি স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ ক'ল্লে? যদি ক'রে থাক, আমারও সর্ব্বনাশ ক'রেছ।

ধীর। ভাই অধীর, তোর মুখ দেখে আমার ভয় হ'চ্চে। পাছে তুই ওর প্রেমে প'ড়ে আত্ম-হারা হোস্‌, তাই ওরে বে ক'রেছি।

অধীর। ভাই ধীর, তুই অতি ধীরবুদ্ধি, তুই ত আমাকে বাঁচাতে বে ক'রেছিস্। ও কেন তোকে বে ক'ল্লে বল্ দেখি? তুই যে ওকে ভালবাসিস্ নি, এ কথা কি ও বোঝে না!—তবে কেন তোকে বে ক'ল্লে? বে ক'রেছে কেন জানিস্?—ও মনে করে, আমি ওর সখীকে ভালবাসি। তোর মতন দায়ে ঠেকে তোরে বে ক'রেছে। যদি তোর প্রেমের কিছু কদর থাকে, ওর প্রেমের কদর নাই কেন?

ধীর। আমি এ কথা বিশ্বাস করি নি।

অধীর। বিশ্বাস না করিস্, তোর বিশ্বাস-অবিশ্বাসে নিঃস্বার্থ ভালবাসা, অ-ভালবাসা হবে না; বিশ্বাস তুই অনেক জিনিষ করিস্ নি। তুই যা দেখিস্ নি, তা যে হয় না, এ কথা মনে করিস্ নি। সত্যই আমায় মেরেছিস্—মেরেছিস্ কেন জানিস্? তারে মেরেছিস্ ব'লে। আমার দশা ত যা হবার হ'য়েছে; তুই শিখে রাখ্, আর কখন' প্রেমের কণ্টক হোস্ নি। তুই আমায় ভালবাসিস্ জানি, ভালবেসে আমায় মাল্লি, তাতে তুই দুঃখ করিস্ নি। যদি আর কখন তুই প্রেমের কণ্টক না হোস্, যদি আমায় দিয়ে শিখে থাকিস্, তুই জীবনে একটা শিক্ষা পেলি, সেই আমার লাভ। আমার কাছে আর থাকিস্ নি, আমার সর্ব্বনাশ হ'য়েছে।

ধীর। তুই অমন করিস্ নি। কি তোর সর্ব্বনাশ ক'র্‌লুম? মালা বদল ক'রেছি—ক'রেছি, আমি তাকে এনে দিচ্ছি।

অধীর। তুই কি মনে ক'রিস্, তারে স্বিচারিণী ক'র্‌ব? তার মাথায় কলঙ্কের ডালি দেব? তুই আমায় ভালবাসিস্ বটে, এর উপর যে আর ভালবাসা আছে, তা তুই জানিস্ নি। তোর যে ভালবাসা—কঠিন ভালবাসা। ভালবাসিস্ কিন্তু বেদনা দিতে কাতর নোস্। এ ভালবাসায় ভাল-মন্দ বিচার থাকে না। যাতে ব্যথা না পায়, তাই করে। প্রাণ কেমন কোমল হয় জানিস্?—মনে হয়, মলয়-মারুত বুঝি জোরে ব'চ্ছে—তার মুখে লাগ্‌বে, ফুলের বোঁটা বুঝি তার গায়ে বিঁধ্‌বে, চাঁদের আলোয় বুঝি তাত লাগ্‌বে! এ ভালবাসার কদর তুই জানিস্ নি।

ধীর। যদি সত্য হয়, সত্য এর কদর জানি নি। হ্যাঁরে, কি ক'রে তোর মনের জ্বালা নেভাব?

অধীর। যে তোরে ভালবাসে, তুই তারে ভালবাসিস্, যারে তুই বে ক'রেছিস্, তার সখী তোরে ভালবাসে; তুই তারে ভালবাসিস্।

ধীর। আচ্ছা ভাই, বে ক'রেছি কি বল্। মালা বদ্‌লাবদ্‌লী ক'রে আর কি আট্‌কেছি বল্? তুই যে পিরীতের কথা ব'ল্‌ছিস্—তা ত একটা সমুদ্র মাঝে থাক্‌লে আট্‌কান হয় না, এক ছড়া মালাই কি এত বাধা দিলে?

অধীর। আমি কি তারে কলঙ্কিনী ক'র্‌বো?

ধীর। তোর জন্যে কি কলঙ্ক না স'য়েছি বল্? আমার মনে মনে সঙ্কল্প ছিল, স্ত্রী-লোকের সঙ্গে কথাও কব না; তোর জন্যে সে পর্য্যন্ত ক'রেছি। হ্যাঁরে, পুরুষের কলঙ্ক কি কলঙ্ক নয়?

অধীর। ভাই, আর কথায় কাজ নেই।

মনখরার প্রবেশ

মনখরা। গীত

মাড়—দাদ্‌রা

মনখরারে ছোট ব'লে, দেখ হেস না,
ভালবাসায় মন খরে যায়, ভালবেস না।
খরা মন আর কি ফিরে পাও,
'চাব না তার পানে' ব'লে যাও না চ'লে যাও,
খরা মনের আরাম যদি পাও;
খ'রে থাকে মন যদি, আর ফিরে আসে না,—
সাধ থাকে দাও দুঃখে সাঁতার, নইলে ভেসো না।

অধীর। মনখরা, তোমারই মন খ'রেছে, আমার মন খ'র্‌বে না। সে স'রে থাকে—থাকুক, আমার মন স'র্‌বে না। আমায় মনে করুক না করুক, আর কারুকে মনে ধ'র্‌বে না। যদি পিরীতের হার প'রে থাকে, আর কারুর তরে প'র্‌বে না।

মনখরা। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

অধীর। কি কথা?

মনখরা। ব্যাঙের মাথা, তোমার বুকে যাতে বসে জাঁতা।

অধীর। আচ্ছা, চল, আর জাঁতা বসাও দেখি? ভাই ধীর, তুই দাঁড়া, আমি আস্‌ছি।

[মনখরা ও অধীরের প্রস্থান।

বেলার প্রবেশ

ধীর। আমি কি ক'ল্লেম; এর চিরশান্তি আমি কেড়ে নিলেম? তোমার কাছে আমি যাচ্ছিলেম।

বেলা। কেন?

ধীর। যদি পারি তোমায় ভালবাস্‌তে!

বেলা। দেখ বেয়ে চেয়ে।

ধীর। সত্য কি তোমরা নিঃস্বার্থ প্রেম জান?

বেলা। সত্য হোক্‌—মিথ্যা হোক্‌, কাউকে তো জানাবার দরকার নাই।

ধীর। ঘাল ক'চ্ছ বাবা! বনে বেশ চোকা চোকা বাত শোনাচ্ছ।

বেলা। তুমি কি আমার কাছে যাচ্ছিলে দুটো ব্যঙ্গ ক'র্‌বে ব'লে? দুটো নিন্দে, দুটো অপমানের কথা কইবে? তুমি বড় চতুর, নারীর অপমান কি ক'র্‌বে? নারীর মান কি? যদি মান রাখ, তবে না মান! তোমার মনে তেজ—ঠ'ক্‌ব না। মনে কর, মেয়েমানুষ ঠকায়, পায়ে ঘোরায়। যখন পায়ে ধরে, তখন কি মনে হয়—তুমি কঠিন প্রাণে বুঝ্‌বে? মনে হয়, আমার মান আর কে রাখ্‌বে? এই রাখে, একে কোথা রাখ্‌ব।

ধীর। আমি সাফ্‌ ব'ল্‌ছি, আমার তোমাদের কোন কথা বিশ্বাস হয় না; কিন্তু এ লম্বাই-চৌড়াই ত ঝাড়্‌ছ মন্দ নয়!

বেলা। গীত

সিন্ধুড়া-মিশ্র—যৎ

নারীর কথা বুঝ্‌বে কি হে, নারী না হ'লে!
যাতনায় লাঞ্ছনা করি, কেঁদে মরি চ'লে গেলে।
জানে না ত যে পায়ে ধরে,
নারী কত কাতর তারি তরে,
গুমোর আছে তারির কাছে, তাই গুমোর করে;
যে বোঝে ছল, তার কাছে ছল,
কাতর হ'লে প্রাণ জ্বলে॥

ধীর। আচ্ছা, তুমি আপনার কথাই ক'চ্ছ, পরের ব্যথা কিছু বোঝ?

বেলা। তুমি কি চাও?

ধীর। আমি না বুঝে তোমায় বে ক'রেছি।

বেলা। আমি বুঝেছি, তারপর?

ধীর। এখন উপায়?

বেলা। তোমার গলায় মালা দিয়েছি, এখন ত আর আমি নেই—তুমি।

ধীর। যারে ভালবাস, তার কাছে তুমি যাও।

বেলা। তোমায় ভালবাসি, তুমি কি আমায় নেবে?

ধীর। খাম্‌কা ভালবাস্‌লে কেন বল?

বেলা। না ভালবাস্‌লে মালা দিই? তুমিও যেমন মেয়েমানুষকে অবিশ্বাস ক'র্‌তে, আমিও তেমনি পুরুষকে অবিশ্বাস ক'র্‌তুম।

ধীর। নির্ঘাত বিশ্বাসটা জন্মাল কিসে?

বেলা। দেখ, তোমার তামাসার জোর ক'মে আস্‌ছে। তুমি আর তামাসা ক'চ্ছ না। সত্যি সত্যি একটা ভালবাসা আছে, মেয়েমানুষের মনেও আছে।

ধীর। তুমি যেও না, আমার একটা কথা শোন, আমি আমার বন্ধুর সর্ব্বনাশ ক'রেছি।

বেলা। তুমি আমায় কি ক'ত্তে বল?

ধীর। সে যাতে শান্ত হয়, তাই কর।

বেলা। তুমি ব'ল্‌ছ, আমি ক'র্‌ব; কিন্তু কেন ক'র্‌ব, তা তুমি বুঝ্‌বে না। তুমি মনে কর, এখনও আমি তারে ভালবাসি,—তাই সহজে রাজী হ'লেম?—তা নয়, তোমার কথায়,—এখন আর আমি নয়—আমি তোমার। নরকে পাঠাও, তা কি যাব না, তবে আর তোমার গলায় মালা দিলুম কেন?

ধীর। তোমরা এত কথা কোথা শিখ্‌লে?

বেলা। শেখা কথা কি এত হয়, ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে ফুরিয়ে যায়। তুমি কি জান, আমি জেনেছি—তুমি কেন আমায় বে করেছ। তুমি বে ক'রেছ বন্ধুর দায়ে, আমি তোমায় বে ক'রেছি সখীর দায়ে। মনে হয় কি জান, যদি দায় নিতে জান, আমার দায় নেবে না কেন? নাও না নাও,—সে তোমার কথা, তুমি যে আমার—সে আমার কথা।

যূথীর প্রবেশ

ভাই যূথি, তোর ভালবাসার লোককে আমি সত্যি ভালবেসেছি, কিছু মনে করিস্‌ নি।

যূথী। সই, তোর জন্যে আমার মন বড় ব্যাকুল হ'য়েছে।

বেলা। যূথি, ব্যাকুল হোস্ নি, ভালবাসা কি, তা না ঠেক্‌লে জানা যায় না। তোর বিষ হয়—হোক্, আমি এরে ভালবাসি। ভালবাসা আগে জান্‌তেম না; ভালবাসার অর্থ ছিল—আমি সুখে থাক্‌ব; সে মানে আমার উল্‌টে গিয়েছে। যদি দুঃখ চাস্ ত ভালবাস, নইলে ভালবাসিস্‌নি—চ'লে যা। (ধীরের প্রতি) তোমার কি ক'ত্তে হবে বল?

ধীর। এ কি তোমার ভাণ নয়?

বেলা। ভাণ কি এত হয়! একটা জীবন কি ভাণ হয়? ভাণ দেখ ত নারীর জীবনে আগাগোড়া ভাণ দেখ। আর একবার যদি ভাল ক'রে দেখ, তা হ'লে বুঝ্‌বে যে, নারীর বুকেই প্রথমে দুধ খেয়েছ।

ধীর। বুঝেছি, তোমার কথায় আমার মনে হ'চ্ছে, তুমি সত্য কথা ব'ল্‌ছ। তুমি কি আমার বন্ধুর কাছে যাবে?

বেলা। তুমি বল তো যাব, দায় আর আমার নেই—তোমার। তুমি যা ব'ল্‌বে, তাই ক'র্‌ব। পরখ ক'রে দেখ, যদি সন্দ কর, আমার মাথা খাও।

ধীর। একটা কথা আমায় বুঝিয়ে দাও। তুমি তারে ভালবাস্‌তে, হঠাৎ আমার কেমন ক'রে হ'লে?

বেলা। তুমি এ কথা কি বোঝ? স্বামীর জন্যে ছেলের আদর, সে ছেলের জন্যে স্বামী পর হয়। তোমার বন্ধুর জন্যে তোমার আদর, তোমার জন্যে তোমার বন্ধু পর। পুরুষ হ'য়ে কি এ কথা বুঝ্‌বে? বুঝ্‌বে না। তোমার সন্তানকে স্তন দিচ্ছে, তোমার কাছে আস্‌তে দেরি হ'চ্ছে, তোমার সয় না। এ কথা তোমার বোঝ্‌বার নয়। তোমার কাজ হ'লেই হ'লো, তুমি কাজের মানুষ। কি ক'ত্তে হবে বল?

যূথী। সখি, তুই আমার জন্যে একে মালা দিয়েছিস্, আমি তোর জন্যে এর বন্ধুর গলায় মালা দেব।

ধীর। কেন গো, তুমি আবার তাল ঠুক্‌ছ কেন?

যূথী। তোমার কি?

ধীর। আমার আর কি নয়, তা নইলে সমস্ত রাত ঘুরি?

যূথী। আর আমিও কি সুধু সুধু সমস্ত রাত ঘুর্‌ছি না কি? তুমি ভয় পেও না, রোগ না ধ'ত্তে পাল্লে, চিকিৎসা হয় না। আমি আপনার মন দিয়ে, তোমার বন্ধুর মন বুঝেছি, ঠিক রোগ ধ'রেছি, তবে ঔষধ খাটে কি না, ব'ল্‌তে পারি নি।

মনহারা ও অধীরের প্রবেশ

মনহারা। গীত

ভৈরবী-মিশ্র—দাদ্‌রা

যদি প্রেম করে, প্রেম বিলাই তারে,—
প্রেমের তরে ফিরি ঘরে ঘরে।
প্রেমিকা, প্রেম বিনে রইতে নারি,
প্রেমে যে চায় অমনি তারি;
মনহারা মনহরা, মন-মোহিনী,
প্রেমে মেতে হই উন্মাদিনী,
প্রেম ঢেলে দি, যত যে নিতে পারে।

অধীর। তুমি মনহারা নও, তুমি মনহরা।

মনহারা। তোমার ক'টা মন, ক'জন তোমার মনহরা; মনের কথা ভাল ক'রে বুঝে ব'লো।

অধীর। মন হারিয়েছিলুম বটে।

মনহারা। মন হারাও নি, মন হারালে মনহারাই থাক্‌তে, আমায় মনহরা দেখ্‌তে না। দেখ্‌ছ না—আমি মনহারা, মনহরা আর কাকেও দেখি নি।

অধীর। তবে কি তুমি মন খুঁজে খুঁজে বেড়িয়ে বেড়াও?

মনহারা। না, আমি তারে খুঁজে বেড়াই। মনের ভেতর কে বলে, সে আমার হবে। মনে মনে করি, মন এ কি কথা বলে! ভাবি সে আমার হবে!—

এ কি কথা কয়, হয় কি এ হয়,
আমায় বাসিবে ভাল,
মুখে মুখে মুখে, বুকে বুকে বুকে,
জ্বালিবে হৃদয়ে আলো।
চোখে চোখে চাব, চোখে কথা কব,
চ'লে যাবে নাহি মানা,
চায় বা না চায়, যদি চ'লে যায়,
ভালবাসা যাবে জানা।

যদি কাঁদে প্রাণ, কভু অভিমান,
করিব এ মনে করি,
হেরে অভিমান, যদি করে মান,
তাই ত সতত ডরি।
হরি হরি হরি, মরি মরি মরি,
এ কি এ কি জ্বালা হ'লো,
কাননে সে এলো, এসে চ'লে গেল,
সে কি ভালবাসে বল।
প্রাণ জ্ব'লে যায়, সে বুঝি ঘুমায়,
এ নিশায় সে কি জাগে,
ঘুমায়ে স্বপন, কারে ভাবে মন,
কারে হেরে অনুরাগে।
আপন বিলায়ে, ভস্ম মাখি গায়ে,
অনুরাগী তারি হই,
মান অভিমান, দেহ মন প্রাণ,
বিলাইয়ে কত সই।

অধীর। হ্যাঁ গা, তুমি যারে ভালবাস, তার কাছে কেন যাও না?

মনহারা। তুমি যারে ভালবাস, তার কাছে কেন যাও না?

যূথী। আমি তোমায় ভালবাসি, আমি তোমার কাছে এসেছি।

অধীর। আমায় ভালবাস কেন?

যূথী। তোমার মনের জ্বালা বুঝে।

অধীর। তুমি কি আমার মনের জ্বালা বোঝ?

যূথী। আমি আমার মন দিয়ে বুঝি।

অধীর। তুমি আমার প্রাণেশ্বরী, তোমার মুখ দেখে আমার মনের জ্বালা জুড়াব।

বেলা। আর কি কিছু কাজ আছে?

ধীর। আছে—দাঁড়াও। আমায় মার্জ্জনা কর। আমি প্রেমের দম্ভ ক'ত্তেম। দম্ভের নাম অহঙ্কার, প্রেম আত্মবিসর্জ্জন!—প্রেমময়ি, আজ তুমি আমায় শেখালে। দেখ অধীর, আকাশ-পাতাল সাক্ষী, আমি পিরীতে প'ড়ে বে করি নি, পিরীতে প'ড়েছি এখন।

মনহারা। তবে না কি পায়ে ধ'রবি নি?

ধীর। দম্ভ ক'ত্তুম। যে আমায় প্রসব ক'রেছে, যে জগৎ প্রসব ক'রেছে, তার পা আমি প্রেমে ধল্লেম, দেখিস্, পায়ে আর ঠেলিস্ নি।

মনহারা। দেখ্‌লি, কেমন মোহের কাঁটা—প্রেমের কাঁটা দে উঠে গেল! এখন দুটোই ফেলে দে। চল, ভোর হ'লো, অরুণোদয় হ'য়েছে, আর ত স্বপ্ন নেই।

সকলে। গীত

সিন্ধু-ভৈরবী—খেম্‌টা

দুটো কাঁটা ফেলে দে দেখ,
সেই সেই সেই রে।
দেখ্ খুঁজে পেতে, আর কি পাবি,
আমি ত নেই রে।
থেমেছে ঢেউ, নাহিক আর কেউ,
জলে মিশাল ঢেউ, কই কই নাই ত কেউ,
হেথায় আমি নেই, তুমি নেই,
সেই সেই সেই এই।

যবনিকা পতন

নসীরাম

[ভগবদ্বাক্যমূলক নাটক]

(১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৫ সাল, ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ-চরিত্র

শ্রীকৃষ্ণ। নসীরাম। যোগেশনাথ (গৌড়াধিপতি)। অনাথনাথ (রাজকুমার)। কাপালিক (রাজার গুরু)। রাজমন্ত্রী, সভাসদগণ, শম্ভুনাথ, ভূতনাথ, সৈন্যগণ, রক্ষিগণ, পাহাড়ী ও পাহাড়ীবালকগণ, শববাহকগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী-চরিত্র

শ্রীরাধা। বিরজা (চাতুরী-দীক্ষিতা বন্দীবালা)। মাধুরী (ঐ সহচরী)। সোণা (কাপালিকের ভৈরবী)।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বৃক্ষতল

মদ্যপানরত ভূতনাথ, শম্ভুনাথ ও সৈন্যগণ

সকলের গীত

রূপিয়া, লুকিয়ে রেখেছ কোথা পা?
তুমি অমন ক'রে শুঁড়ীর ঘরে,
পায়ে ধরি আর যেও না।
যে তোমায় ট্যাঁকে রাখে,
সে তখন বেঁকে থাকে,
কে জানে হায় সদয় হও কাকে;—
ছাড় দাগাবাজী, হও না রাজী,
ডাক্‌ছি এত ঘামাও গা!

ভূত। আচ্ছা ভাই, আমরা এখানে ব'সে আমোদ ক'র্‌ছি, রাজকুমার টের পেলে যে গর্দ্দানা নেবে।

শম্ভু। রাজকুমার এখন পিরীতে হাবুডুবু, আর একটু আমোদ ক'র্‌বো না? এত বড় লড়াইটে জিতে এলেম!

ভূত। না রে, মদের উপর ভারী চটা।

শম্ভু। মদ কি! কারণ ক'র্‌বো না? আমরা স্বামিজীর চেলা, স্বামিজী যে-সে নয়—রাজার গুরু!

ভূত। তুই শালা আবার চেলা কবে হ'লি?

শম্ভু। কেন, আমি যে সোণামণির সঙ্গে পিরীত ক'র্‌তে যেতুম; বেটী ঘেড়োয় না।

ভূত। শালা, গুরুপত্নীর ওপর ট্যাঁক!

শম্ভু। কেন রে শালা—ওতে দোষ কি? আমরা সব ভৈরব, আর মেয়েমানুষ সব ভৈরবী। সোণামণি—ভৈরবীর বাদ্‌শা!

ভূত। আর তুই শালা বুঝি ভৈরবীর বেগম?

শম্ভু। তুই শালা জান্‌বি কি, তুই যদি আমায় উপগুরু করিস্ তো তোকে শেখাই। আমি মস্ত লোক হ'য়ে যাব, দেখিস্—সোণা ক'র্‌বো, ধুলোপড়া দিয়ে মেয়েমানুষ বা'র ক'র্‌বো। স্বামিজীর একটা কাজ ক'রে দিলেই আমায় সব শিখিয়ে দেবে।

ভূত। আচ্ছা, আমার ভগীকে বশ ক'রে দিতে পার্‌বি?

শম্ভু। এক ফুঁয়ে!

ভূত। ওরে নে, পাগ্‌লা শালা এ দিকে আস্‌ছে। পালা—পালা—পালা! ও সব জায়গায় যায়, যদি কুমারকে ব'লে দেয়!

শম্ভু। হ্যাঁরে হ্যাঁ, পালা—পালা—পালা—

[সকলের প্রস্থান।

নসীরামের প্রবেশ

নসী। ঐ যা, সব পালিয়ে গেল! তা আমি কি ক'র্‌বো বাপু; আহা বেড়ে পালাল, আমি কদ্দিনে পালাব! পালাব বই কি, তুমিও যেমন, এখানেও থাকে! চোক বুজে দাঁড়াই, যে দিকে টেনে নে যায়, সেই দিকে যাই,—সিদে চ'লে চল।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

বিরজা ও মাধবী

বিরজা। মাধবি, তুমি দিন-রাত কাঁদ কেন? খাবার সময় তোমায় ডাকি, আজ তিন দিন তুমি আস্‌ছ না।

মাধবী। সখি, শোন, যদি তুমি আমায় ভালবাস তো তোমার পরিচয় দিও না। রাজ-কুমার তোমায় ভালবাসে। তোমার প্রাণের ভয় নাই জানি, কুমার যদি শোনে, তুমি রাজকুমারী নও, তা হ'লে পাগল হবে।

বিরজা। সখি, এ অনুরোধ ক'রো না, আমি অনেক চাতুরী ক'রেছি, আর চাতুরী ক'র্‌বো না।

মাধবী। দেখো, দেখো, সরল প্রাণে ব্যথা দিওনা।

মাধবীর গীত

ব্যথা পাবে সরল প্রাণে ব্যথা দিও না,—
ছি ছি সই, শেল মেরে শেল বুকে নিও না!
কেন লো ক'রে যতন, এক মরণে ম'র্‌বে দু'জন,
না জানি হায় কেমন তোমার মন;
মজিয়েছ আপ্‌নি ম'জে,
আপ্‌নি ভেসে তায় ভাসিও না!

অনাথনাথের প্রবেশ

মাধবী। এই যে কুমার আস্‌ছেন, আমি যাই।

অনাথ। কেমন আছেন?

[মাধবীর প্রস্থান।

বিরজা। আপনি কেমন আছেন?

অনাথ। মনে করেন কি, কথার কথা জিজ্ঞাসা করি?

বিরজা। আপনি মনে করেন কি, কথার কথা জিজ্ঞাসা করি?

অনাথ। আমি ভাল আছি,—আপনি কেমন আছেন বলুন?

বিরজা। আমিও আছি ভাল, ব'সুন, দাঁড়িয়ে রইলেন যে?

অনাথ। আপনি বসুন। একটী কথা আমায় ব'ল্‌বেন? রাজ-নিয়ম ঠেলে আপনাকে দেশে পাঠিয়ে দিতে পারি না, এ ভিন্ন অন্য কিছুতে আপনি সুখী হ'তে পারেন না? আমি তো আপনার সঙ্গে যেখানে থাক্‌তেম, সুখী হ'তেম।

বিরজা। কুমার, কুণ্ঠিত হ'চ্চেন কেন? দেশে যেতে তো চাইনি।

অনাথ। আপনাকে কি একদিনও সুখী দেখ্‌বো না?

বিরজা। আমি অসুখী, আপনাকে কে ব'ল্লে?

অনাথ। শুন সুলোচনা, জান না জান না—
যে বেদনা সহি নিশি-দিন।
কল্পনায় চিত্রি তব সুখের আবাস,
সঙ্গে সহচরী, নিত্য ভ্রম—
যেই স্থানে করিয়াছ বাল্যখেলা।
হেরি চারিদিকে সহাস্য আনন!
ফোটে ফুল চুমিতে ও কেশদাম,
সৌরভ ছড়ায় তব কায় হ'তে লীন।
পাখী গায় তুষিতে তোমায়,—
মনশ্চক্ষে দেখি তুমি আনন্দে বিভোর!
তখনি হে কেঁদে ওঠে প্রাণ,
বলে হায়—
কোথায় এনেছি এই সরলা বালারে!
ভাবি কি দিয়ে ভুলাব,
কি আছে আমার, কোথা কিবা পাব,
জুড়াব ব্যথিত প্রাণ তব।
শোন সুবদনি, কহিতে সরম-কথা,
চুরি ক'রে ধারা ব'য়ে যায় চোখে,
লাজে মুছি কেহ পাছে দেখে।
বল, জান যদি বল,
কিসে তোমায় ভুলায়ে করিব সুখী?
আমি বড় অভিলাষী—
ও অধরে হেরিতে আনন্দ-হাসি!

বিরজা। আমি যা ব'ল্‌বো, তা ক'র্‌তে পার্‌বেন?

অনাথ। যদি সাধ্য হয়, এই দণ্ডেই সমাধা ক'র্‌বো।

বিরজা। দোষীর দণ্ডবিধান ক'র্‌তে পার্‌বেন?

অনাথ। কি! কেউ কি আপনাকে বিরক্ত করে?

বিরজা। না, আপনি ব'ল্লেন যে, দিন দিন

অনুসন্ধান ক'রেছেন, কিসে আমি সুখী হব। যা এতদিন খুঁজে পান নি, এক কথায় তা পাবেন কেমন ক'রে? আমায় অনুগ্রহ ক'রে বলুন, মগধের সহিত আপনাদের কিরূপ যুদ্ধ হ'য়েছিল?

অনাথ। যদি শোন্‌বার ইচ্ছা হয়, সে কথা আমি পরে ব'ল্‌ছি, আপনার কথা আগে বলুন।

বিরজা। এ কথার সঙ্গে সে কথা?

অনাথ। যুদ্ধ-বিবরণ আপনি তো সকলই জানেন। মগধ-সৈন্য মহা প্রভাবশালী, দৈব-বিপাকে পরাজিত।

বিরজা। আচ্ছা, যখন গঙ্গাতীরে মগধ-সৈন্য আপনার বাহুবলে পরাজিত হয়, তখন আপনাদিগের উভয়ের অবস্থা কিরূপ?

অনাথ। সুন্দরি! আমার বাহুবল নয়, জয়-পরাজয় বিধাতার নির্ব্বন্ধ। সাহস বীর্য্যে মগধ-সৈন্য আদর্শস্বরূপ। সে সময়ে আমরা প্রবল হ'য়েছিলেম, পরদিন গড় আক্রমণ ক'র্‌তেম, ফল কি হ'ত জানি না, যদি জয়ী হ'তেম, মগধ করগত হ'ত।

বিরজা। আর যদি দুর্গপ্রবেশ না ক'র্‌তে পার্‌তেন?

অনাথ। গড় বেষ্টন ক'রে থাক্‌তেম।

বিরজা। মগধের কি উপায় ছিল?

অনাথ। একেবারে নিরুপায় নয়, বীর্য্য-বলে সকলি হ'তে পারে, কিন্তু সে সময় উপায় অতি স্বল্পই ছিল।

বিরজা। আমায় বন্দী করা ভিন্ন কি সন্ধির আর অপর উপায় ছিল না?

অনাথ। দেখুন, মগধরাজ বার বার সন্ধির অবহেলা ক'রেছেন, তাই আমার পিতা এই কঠিন পণ ক'রেছিলেন, রাজকুমারী বন্দী থাক্‌লে সন্ধিভঙ্গের বিশেষ আশঙ্কা নাই। কুমারীর অনিষ্টভয়ে বিপক্ষ পুনরাক্রমণ হ'তে নিরস্ত থাক্‌বে, এই হ'চ্ছে উদ্দেশ্য।

বিরজা। তাই রাজকুমারী বন্দী ক'রেছেন।

অনাথ। হ্যাঁ।

বিরজা। আপনি কতক সংবাদ জানেন না। বলি, সন্ধির প্রস্তাবেই রাজা-রাণী কেঁদে অধীর, রাজকুমারীর অন্নজল পরিত্যাগ। এমন সময় মন্ত্রী এক উপায় ক'র্‌লেন। তিনি গুটীকতক অনাথিনী বালিকাকে প্রতিপালন ক'রেছিলেন, তারা সকলেই সুন্দরী—চতুরতা-নিপুণা; তাদের তিনি ব'ল্লেন যে, রাজকুমারী সাজ্‌তে হবে।

অনাথ। তারা কারা?

বিরজা। আপনি রাজকুমার, তারা কারা, জানেন না?

অনাথ। না, আমি তাদের কথা এই প্রথম শুন্‌চি।

বিরজা। তারা অনাথা বালিকা, তাদের নিয়ে এসে সকল মনোহারিণী বিদ্যাশিক্ষা দেয়।

অনাথ। এর তাৎপর্য্য?

বিরজা। যখন সন্ধির প্রস্তাব এইরূপ হয় যে, রাজপুরবাসী মহিলাগণ বিপক্ষের রাজ্যে সন্ধিরক্ষা হেতু বসতি ক'র্‌বে, তখন তাদের প্রয়োজন হয়। সেই রাজ-পুরমহিলার পরি-বর্ত্তে তারাই প্রেরিত হ'য়ে থাকে।

অনাথ। এতদূর কপটতা! বুঝেছি, যদি সন্ধিভঙ্গের সুযোগ পায়—সন্ধিভঙ্গ করে, এই অনাথিনীরাই যন্ত্রণা পায়।

বিরজা। আপনি এখন কতক বুঝেছেন। মন্ত্রী ঐ কন্যাদের ব'ল্লেন যে, রাজকুমারী সাজ্‌তে হবে, তাতে সকলেই ভয় পেলে, তখনও তাদের ভয় ছিল। কিন্তু একজন—ভয়-লজ্জা-ঘৃণাবর্জ্জিতা—প্রাণহীনা!—

অনাথ। আপনি কি ব'ল্‌ছেন?

বিরজা। প্রাণহীনা শুনে আপনার ভয় হ'চ্ছে? সত্যই প্রাণহীনা। তাদের শিক্ষা শুনুন, বুঝ্‌তে পার্‌বেন। যখন তৃষ্ণা পেয়েছে, দূরে বারি রেখে বালিকাকে যন্ত্রণা দিয়েছে, উত্তম পরিচ্ছদ দিয়েছে, বালিকা আনন্দে তার পানে ধেয়ে গিয়েছে, ব'লেছে—"দূর হ, ছুঁস্ নি—তুই বাঁদী, এ তোর নয়, তুই পর, যখন ইচ্ছা হবে, কেড়ে নেব—তুই বাঁদী।" যখন যা মনে সাধ উঠেছে, তখনি তারে ব'লেছে, 'তুই বাঁদী'। অন্ধ, দরিদ্র, ক্ষুধাতুর সাম্‌নে এনে দিয়েছে—যখন করুণায় বালিকার প্রাণ আর্দ্র হ'য়েছে, তখন বেত্রাঘাত ক'রে ব'লেছে, "তুই বাঁদী, তোর দয়া ক'র্‌বার অধিকার নাই। এদের সাম্‌নে এই সব খা, যা না খেতে পার্‌বি, কুকুরকে দিবি, তবু ওদের দিবি নি।"

অনাথ। আর ব'ল্‌বেন না, আর আমি শুন্‌তে চাই না।

বিরজা। এই তো কৈশোর-শিক্ষা। শুনুন, আরও শিক্ষা আছে—যৌবনে কটাক্ষে যুবার প্রাণ বিদ্ধ ক'র্‌তে হবে, যখন সে উন্মত্ত হবে, তার আর মুখাবলোকন ক'র্‌তে পাবে না।

অনাথ। এ সব কি কথা, আমায় ক্ষমা করুন।

বিরজা। তবে জান্‌তে চান না, আমি কিসে সুখী হব?

অনাথ। এর সঙ্গে আপনার সুখের কি সম্বন্ধ?

বিরজা। সম্বন্ধ আছে, শুনুন, সেই লজ্জাহীনা—রাজকুমারী সাজ্‌তে স্বীকৃতা হ'ল।

অনাথ। আপনি কি ক'র্‌লেন?

বিরজা। আমি আপনার কাছে এলুম।

অনাথ। এই জন্য মন্ত্রী এত সন্দেহ ক'রেছিল?

বিরজা। কিরূপ সন্দেহ ক'রেছিলেন?

অনাথ। আমায় পুনঃ পুনঃ পত্র লিখে-ছিলেন যে, রাজকুমারী কি না, বিশেষ প্রমাণ নেবেন।

বিরজা। আপনি কি প্রমাণ নিলেন?

অনাথ। আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌-লেম, আমি আপনার সরলতাপূর্ণ মুখ দেখে বুঝেছিলেম যে, আপনি কখনও মিথ্যা কইতে পার্‌বেন না।

বিরজা। বুঝুন, আমি প্রাণহীনা কি না বুঝুন, আপনার সেই সরল বিশ্বাসের উপর আমি প্রতারণা ক'রেছিলেম। আমি রাজকুমারী নই, আমি প্রাণহীনা মন্ত্রিগঠিতা মাংসপুত্তলী।

অনাথ। কুমারি, ক'রো না ছল!
জান না—জান না আমার প্রাণ।
নিত্য হেরি হৃদয়ে তোমারে,
অন্তরে অন্তরে তোমার আবাস-স্থান!
বলো না বলো না—
এত দিনে চিনি নি তোমায়,
তুমি সরলতাময়!
কিবা আর পরীক্ষা করিবে;
লহ এ অঙ্গুরী,
যাও চ'লে নিজ দেশে;
কেহ না রোধিবে।
দিন দুই পরে,
লোক-মুখে সমাচার পাবে,
রাজদণ্ডে করিয়াছি তনুত্যাগ।
জানি আমি জানি বহুদিন,
নাহি হেন গুণ,
যাহে ভালবাসা পাইব তোমার,
ভালবেসে ভোলাব তোমার মন!
যাও, অশ্ব প্রস্তুত আমার,
মুক্ত তব পিঞ্জরের দ্বার,
উড়ে যাও বিহঙ্গিনি!
কভু মনে ক'রো অভাগারে!

বিরজা। বিশ্বাসের প্রতিমূর্ত্তি তুমি ধরণীতে,
ভয় পায় সন্দেহ পশিতে তব হৃদে।
কেন আর যন্ত্রণা বাড়াও,
আমি দুশ্চারিণী দেহ মনে স্থান;
ভুলাতে তোমার মন,
নিত্য করি রাজসুতা-অভিনয়;
যবে মুগ্ধ হবে,
ভুলায়ে মগধে ল'য়ে যাব,
এই দীক্ষা পাইয়াছি আসিবার কালে।

অনাথ। সত্য তুমি নহ রাজসুতা?

বিরজা। না, প্রাণহীনা নারী-যন্ত্র আমি।

অনাথ। মিথ্যা কথা!
নহ নহ প্রাণহীনা,
মিথ্যা কহ অভ্যাসের দোষে;
উচ্চপ্রাণা কেবা তব সম?
অরিপুরে অরির সম্মুখে,
নারী হ'য়ে কেবা শক্তি ধরে,
স্বেচ্ছায় প্রকাশে কপটতা,
প্রাণ নাশ হবে যাহে।
নীচ-শিক্ষা যত সহজাত
উচ্চভাবে করিয়াছ পরাজিত!
রাজকন্যা না করি বাসনা।
তুমি মম হৃদয়-ঈশ্বরী,
সাধি পায়ে ধরি, ভালবাস—
আমি ভালবাসি!

বিরজা। কি দিব উত্তর, আছে কি উত্তর,
অমৃতে অসাধ কার?
কিন্তু সুধা নহে সবাকার,
দেব-কন্যা করে পান!
ঘৃণ্য বটে,—

কিন্তু দাসী—তব সহবাসে
হেরেছে হীনতা তার।
পূর্ণচন্দ্রে করিব না কলঙ্ক অর্পণ,
সন্ধি-ভঙ্গে মগধ মজিবে,
দেখিতে নারিব কভু মাতৃভূমি-নাশ;
অবনীতে অবসান মম অভিনয়!
কেন আত্মঘাতী হব,
রাজদণ্ডে বধ মোর প্রাণ।
অনাথ। ভেব না বিষাদ;
সন্ধিভঙ্গ নাহি হবে,
মগধ রহিবে;
বল বল হে আমার হবে?
বিরজা। না।
অনাথ। কেবা ভাগ্যবান্!
কারে তুমি সঁপিয়াছ প্রাণ?
বল, এনে মিলাই তোমার সনে।
দিনেকের তরে সুখী হেরে তোরে,
যাব চ'লে যথা যাবে প্রাণ,
তুমি মাত্র ধ্যান রবে হৃদে।
বিরজা। শুন, ভালবাসি!
ক্ষুদ্র প্রাণে যত ধরে ভালবাসা।
কিন্তু কেন কলঙ্কিত করিব তোমায়?
আমি নাহি জানি মম কুল-পরিচয়,
মন্ত্রী মাত্র ক'রেছে পালন।
যবে তব জন্মিবে তনয়,
কি কহিবে,
কোন্ কুলোদ্ভবা তার মাতা?
ঘৃণা করি লোকে কবে তায়,
কাম-বশে কুলটায় বরিল তাহার বাপ।
এই পরিণাম হেতু মজাব তোমায়?
ছার এ জীবন, রব ঘৃণার ভাজন!
মনে মনে সবে কবে দুশ্চারিণী,
লোক-অপবাদ-ব্যথা দিব তব প্রাণে!
নারী ব'লে কেন কর ঘৃণা,
প্রাণের না রাখি তত ব্যথা,
গুপ্তচর—বধ কর, রাজার কুমার!
হাসি যদি ভালবাস,
মরিব হে হাসিতে হাসিতে।
অনাথ। রাজা নহি,
গুপ্তচরে দণ্ড দিতে নারি।
কলঙ্কের ভয় কিবা দেখাও সুন্দরি!
কব এই সরল প্রেমের কথা
সরল ভাষায়,
সরলায় কিনেছি সরল প্রেমে।
পৃথিবী কি পঙ্কিল এমন—
শুনি এ প্রণয়-গাথা,
অপবাদ করিবে অর্পণ?
কহিব এ কথা মম পিতার সদন,
অবশ্য দ্রবিবে তাঁর মন।
যদি রাজা দণ্ড দেন গুপ্তচরে
দিয়ে এ অধম স্বামী,
হাস্যমুখে তখন কি করিবে গ্রহণ?
ব'লেছ তো সুখী হবে রাজদণ্ড পেলে।
বিরজা। কেন সভা-মাঝে দিবে হে কুলটা নাম?
বল গিয়ে মম পরিচয়,
প্রণয় গোপনে রেখ'।
অনাথ। কেন অন্য ভাব,
পিতার উদার প্রাণ।
বিরজা। বল গে সকল বিবরণ।
এক ভিক্ষা পদে—
যবে বধ্যভূমে চারিদিকে ক'বে
এই সেই দুশ্চারিণী,
ছলে মুগ্ধ ক'রেছিল ভূপতি-কুমারে!
ব'লো তুমি, নহে ছলে,—
ভালবেসেছিল অভাগিনী।
অনাথ। ভালবাস?
বিরজা। ভালবাসি।
অনাথ। তবে কেন কর প্রতিরোধ,—
বোঝ না কি অন্তর আমার?
তুমি প্রাণ, তোমা বিনা প্রাণশূন্য র'ব।
বিরজা। আর নাহি করি প্রতিরোধ,
কর যেবা ইচ্ছা তব,
বল গিয়া নৃপতিরে।
অনাথ। যেবা ইচ্ছা মম?
বিরজা। যেবা ইচ্ছা।
অনাথ। দিয়াছি অঙ্গুরী,
কর অঙ্গুরীর বিনিময়।
বিরজা। লহ—ক'রো না ধারণ,
এখন(ও) ভূতলে ফেল;
বোঝ পরিণাম,
উদ্বাহে চাতুরী তব প্রবেশিছে প্রাণে,
এ বিবাহ রাখিবে গোপনে।
অনাথ। স্বর্গ-সুখ যাহে,

কোথা তাহে মন্দ পরিণাম!
প্রিয়ে!—
বিরজা। নাথ!

মাধ্‌্বী্র প্রবেশ

মাধ্‌বী। রাজকুমার, রাজার নিকট হ'তে দূত এসেছে।

অনাথ। মহারাজ জানেন এখানে আছি, কে তাঁরে ব'ল্লে? প্রিয়ে, আসি।

[অনাথনাথের প্রস্থান।

মাধ্‌বী। কি সর্ব্বনাশ হ'ল, রাজা কেন ডাক্‌তে পাঠালেন? দূতের মুখে শুন্‌লেম, রাজা মন্ত্রণাগৃহে আছেন।

বিরজা। পরমেশ্বরের মনে যা আছে, তাই হবে, ভেবে তো উপায় হবে না।

বিরজার গীত

কি জানি কেমনে চলে জীবন-তরঙ্গ,—
এ হিল্লোলে মন দোলে আশায় মিশে আতঙ্ক!
প্রবল বাসনা বহে, নিবারিলে নাহি রহে,
সাধে প্রাণ যাতনা সহে;—
কি প্রসঙ্গ নব সঙ্গ নব রস নব রঙ্গ!

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজসভা

রাজা যোগেশনাথ, মন্ত্রী ও কাপালিক

রাজা। তবে সকলই সত্য?

মন্ত্রী। এইরূপ তো গুপ্তচরের নিকট অবগত হ'লেম।

কাপা। মহারাজ, রাজকুমার না এলে সবিশেষ অবগত হওয়া যাবে না। আমরা সকলেই অন্ধকারে।

নসীরামের প্রবেশ

নসী। তার আর সন্দেহ কি—স্বামিজী, সকলেই অন্ধকারে!

রাজা। যা পাগ্‌লা, এখন যা।

নসী। পাগল যাচ্ছে, কিন্তু দুটো একটা পাগ্‌লা আছে, তাই সংসার আছে।

রাজা। চ'লে যা, চ'লে যা, এখন পাগ্‌লামো করিস্‌ নি।

নসী। দেখ দেখ 'পাগ্‌লা—পাগ্‌লা' ব'ল্‌ছে দেখ। আমি নেচে গেয়ে বেড়াচ্চি, আমি পাগল, না তোরা গালে হাত দিয়ে ভাব্‌ছিস্‌, তোরা পাগল?

রাজা। আচ্ছা বোস্‌, চুপ ক'রে থাক্‌।

নসী। দুটো একটা ন্যায্য অন্যায্য ব'ল্‌বো না?

কাপা। মহারাজ, রাজকুমারের নিকট সংবাদ অবগত না হ'লে কিছুই নির্ণয় করা যাচ্চে না—এই যে কুমার!

অনাথনাথের প্রবেশ

অনাথ। পিতা, প্রণাম হই, গুরুগণের চরণে প্রণাম।

রাজা। কহ, বৎস, শুনি বিবরণ,—
নিত্য তুমি যাও কি কারণ
মগধ-কুমারী-পাশ,—
মম বাক্য করি অবহেলা?
সত্য মিথ্যা নাহি জানি,
শুনি লোকমুখে বাণী,
নন ইনি প্রকৃত মগধ-সুতা;
কোন পালিতা সুন্দরী,
চাতুরী-নিপুণা,
আসিয়াছে তব মন করিতে হরণ;
পরে,
কৌশলে করিবে বন্দী মগধে লইয়ে।
নিত্য আসে সমাচার,
তব কি ব্যভার,
তোমা সনে বন্দীর কি আচরণ।
আর বৎস, রেখ না গোপন,
কহ বৎস,
সত্য কিবা মিথ্যা এ সংবাদ।

অনাথ। সত্য-মিথ্যা-মিশ্রিত সংবাদ।
নিবেদন হে রাজন্‌, চরণে তোমার,
নন্‌ ইনি মগধ-দুহিতা;
কিন্তু অভাগিনী ভালবাসে মোরে,
আমি ভালবাসি তায়।

রাজা। সর্ব্বনাশ!
মন্ত্রি, আজ্ঞা দেহ আনিতে দুষ্টারে;
এই দণ্ডে দিব তারে সমুচিত ফল।

অনাথ। পিতা, কি দোষ সে অনাথা বালার?
পরান্ন-পালিতা,
আসিয়াছে রাজার শাসনে।
চতুরতা-দীক্ষিতা কৈশোরে,
তবু উচ্চ প্রাণে করি
নীচ শিক্ষা পরাজিত,
শত্রুর আশ্রয়ে—
করিয়াছে স্বরূপ বর্ণন।
পিতা, ভালবেসে কেবা কবে হয় দোষী?
মন কে ফিরাতে পারে!
ভজে মজে প্রাণ দিয়ে পূজে,
অপরাধী কিসে হেন জন?
রাজা। শুন বৎস,—
কপটতাশূন্য তব মন,
তাই এ দুষ্টার আচরণ
বুঝিতে না পার তুমি।
ভালবাসা-বর্জ্জিতা, গঠিতা শিক্ষাবলে,—
বেশ্যা সম প্রাণহীনা,
মজাইয়ে নাহি মজে,
ভুলেছ দুষ্টার অভিনয়ে।
বল সত্য, এই যে দুষ্টা!—

বিরজা ও রক্ষিদ্বয়ের প্রবেশ

মন্ত্রী। রাজকুমারী তো সেজে এসেছ, কি দণ্ড হবে জান?
বিরজা। জানি—প্রাণবধ।
মন্ত্রী। তবে তুমি মগধ-রাজকুমারী নও?
বিরজা। না।
মন্ত্রী। তোমার উপদেশ ছিল না?
বিরজা। ছিল।
মন্ত্রী। তবে উপদেশমত কার্য্য করনি কেন?
বিরজা। কি জানি, ব'ল্‌তে পারি নি।
মন্ত্রী। দেখ, তোমার নিশ্চয় প্রাণদণ্ড হবে, মিথ্যায় কোন ফল দর্শাবে না, এ সময় মিথ্যা কথা ক'য়ো না, কিরূপ ষড়্‌যন্ত্র ছিল, মগধ-সৈন্য কি যুদ্ধার্থে পুনঃ প্রস্তুত?
বিরজা। আমি জানি নি।
মন্ত্রী। তোমায় গুপ্তচরে পত্র দিত না?
বিরজা। পত্র প'ড়্‌তেম না, আমি অনল-শিখায় ফেলে দিতেম।
মন্ত্রী। পত্র প'ড়্‌তে না কেন?
বিরজা। আমার রুচি হ'ত না।
রাজা। দুশ্চারিণি, তোমার প্রাণদণ্ড হবে, তোমার অভিনয়ের আজ শেষদিন।
বিরজা। মহারাজের বাক্য শিরোধার্য্য!
অনাথ। পিতা, দেখ নহে অভিনয়,—
হেন শিক্ষা কি আছে ভূতলে,
স্বভাব করিবে জয়?
উচ্চপ্রাণা নেহার ললনা,
তুচ্ছ করে কালের কবল;
নেহার নয়ন,
দর্পণ সমান প্রকাশে হৃদয়াগার,
কুটিলতা-মালিন্য নাহিক তাহে,
নেহার বদন সুধাংশু-গঞ্জন,
কভু কি সম্ভবে—
প্রাণহীনা এই সুবদনী?
প্রতি গ্রন্থি কয় সরলতাময়,
শিরায় শিরায় প্রেম-স্রোত ধায়,
এ কি হয় চাতুরী-আধার?
তবে পদ্মহীন মধু, সুধাহীন বিধু,
নাহি সৃষ্টি—সব একাকার।
প্রতারণা প্রতারণা বিশ্বময়!
আমি নিরবধি কত যত্নে সাধি,
তবু বালা বার বার করিল বারণ।
আমি প্রাণ দিছি,
প্রাণ দিয়ে প্রাণ কিনিয়াছি;
বধিলে বালায় বধিবে আমার প্রাণ।
কাপা। (জনান্তিকে) মহারাজ, আজ দণ্ডাজ্ঞা দেবেন না, এ অতি গুরুতর বিষয়, কুমারের যেরূপ ভাব দেখ্‌ছি, সহসা কোন কার্য্য করা উচিত নয়; কি বলেন মন্ত্রী ম'শায়?
মন্ত্রী। কুমার, এ দুশ্চারিণী, নিশ্চয় মনে ধারণ করুন।
অনাথ। মহারাজ!
কর ক্ষমা অবলা বালায়,
কৃপা ক'রে রাখ পিতা তনয়ের প্রাণ;
মহাশয়, হ'য়ো না নির্দ্দয়,
পবিত্র প্রণয়,
দোষারোপ নাহি কর তাহে।
রাজা। আরে অভাজন,
কুক্কুরীর সহ তোর মন!
অনাথ। পিতা, ঘৃণা হয়—ত্যজহ আমায়,
স্থানান্তরে ল'য়ে যাই প্রাণের পুতুলী;

পুত্রে রাজা প্রাণ ভিক্ষা দাও,
চাহি মম জীবন-সঙ্গিনী;
কিম্বা পিতা, যদি হয় মন,
বধহ জীবন,
ছেড়ে দাও নির্দ্দোষী বালায়।

নসী। পাগল, পাগল, পাগ্‌লামোর ছড়াছড়ি! নসে, তুই কেবল ধরা প'ড়ে গেলি।

রাজা। মন্ত্রি, দেখ্‌ছ না সর্ব্বনাশ উপস্থিত, কুমারকে উন্মত্ত ক'রেছে, একে সাধারণ কারাগারে রাখগে। বর্ব্বর, তুইও আজ থেকে বন্দী, এ পুরীর বাইরে যেতে চেষ্টা ক'র্‌লে, রক্ষীরা তোরে নিবারণ ক'র্‌বে।

[বিরজা ও রক্ষিদ্বয়ের প্রস্থান।

স্বামীজি, কি এ!

কাপা। আপনি ঠিক আজ্ঞা ক'রেছেন, সহসা ওর প্রাণবধ করা উচিত নয়।

রাজা। যা হোক্‌ পরমা সুন্দরী বটে!

কাপা। নারীরত্ন!

রাজা। আমি ওরূপ সুন্দরী স্ত্রীলোক তো দেখি নি!

কাপা। মহারাজ, ওরে বধ ক'রবার আবশ্যক নাই, ওর দ্বারা মগধ করগত করা যেতে পারে।

রাজা। আচ্ছা, আপাততঃ থাকুক—পরমা সুন্দরী!

কাপা। রাত্র অধিক হ'য়েছে, যান, শয়ন করুন—আশীর্ব্বাদ।

[রাজার প্রস্থান।

(স্বগত) রাজা, রাজা! খুব সুন্দরী—বটে! এ পদ্মিনীকন্যা আমার নিমিত্ত, তোমার নয়।

[কাপালিকের প্রস্থান।

অনাথ। যা হবার হবে!

নসী। এইবার ঠিক ঠাউরেছ, খানিক হরি হরি কর।

অনাথ। নসীরাম, কি ব'ল্‌বো—আমি বড় অভাগা।

নসী। তা ঠিক ব'লেছ। আমি ব'ল্‌ছিলেম কি, ঠাওরেছ তো যা হবার তা হবে?

অনাথ। যা হবার তাই হবে বই আর কি!

নসী। বেশ, তবে খানিক 'যা হবার তাই হবে' ক'র্‌বে না হরি হরি ক'র্‌বে?

অনাথ। বাতুল, হরি হরি ক'র্‌বো কেন?

নসী। কেন নাই, জোর জরাবতি নাই, তুমি খানিক 'কি হবে, কি হবে' কর, আর আমি খানিক মজা ক'রে ব'সে 'হরি হরি' করি।

নসী। পায়ে পায়ে রাঙা পা দু'টি,
যেন রাঙা কমল র'য়েছে ফুটি,
আমি ঐ পায়ে লুটি।
রাঙা রাধা দাঁড়িয়েছে বামে,
আড়নয়নে দেখ্‌তেছে শ্যামে,
সাধে 'রাধে' ব'লে ওরে মাত হরিনামে!
আদরে ব'ল্‌ছে প্যারী,
কথা কি ঠেল্‌তে পারি,
নাম নিলে বল নয়ন ভ'রে কেন বয় বারি?
দ্যাখ্‌ দ্যাখ্‌ নয়নে নয়নে হানে,
পিরীতের কি ভিরকুটী।
আমি রাঙা পায়ে লুটি॥

তুমি ভাব্‌তে থাক,—মোটা মোটা ষণ্ডা দরওয়ান তলোয়ার খোলা, ঐ মাগীকে নিয়ে কাট্‌তে যাচ্ছে, আর তুমি অমনি বাপ্‌রে মা রে ক'রে গিয়ে প'ড়্‌ছো; বাপ্‌রে, আমায় বিষ দে রে, খুন কর্‌ রে! আর আমি দেখ্‌তে থাকি,—রাধাকৃষ্ণ খানিক চোক ঠারাঠারি ক'র্‌লে, সখীগুলো খানিক হাত পাক্‌ড়া-পাক্‌ড়ি ক'র্‌লে, তার পর রাধাকৃষ্ণ দাঁড়াল, আমি পা ছড়িয়ে দেখ্‌তে ব'সে গেলেম!

অনাথ। ও নসীরাম, শোন।

নসী। আঃ যা পাগ্‌লা, এখন বেজার করিস্‌ নি।

অনাথ। কেন, আমি পাগল কিসে?

নসী। আর কথায় কাজ কি, মনে বুঝে দেখ না। তুমি হাউ-মাউ-খাঁউ ক'ত্তে থাক, আমি বাঃ বাঃ বাঃ ক'ত্তে থাকি। আর যদি সখ্‌ থাকে তো 'বাঃ বাঃ' ক'র্‌বে এস। এস না, যা হয় একটা তো ক'ত্তে হবে। এস না মজাই দেখা যাক্‌।

অনাথ। কি ক'ত্তে হবে?

নসী। 'হাউ-মাউ-খাঁউ' ক'রে কি হবে?

অনাথ। যদি কোন উপায় হয়।

নসী। দূর মিথ্যাবাদী! এই না ব'ল্লি, যা হবার তাই হবে। যা হবার তা হবে—তার আবার উপায় ক'র্‌বি কি? দূর হোক্‌, পাগ্‌লা বেটার কাছে আর ব'স্‌বো না।

[নসীরামের প্রস্থান।

মন্ত্রীর প্রবেশ

মন্ত্রী। কুমার, আপনার শয্যা প্রস্তুত হ'য়েছে।

অনাথ। হা হতভাগিনি! আমি তোর প্রাণবিনাশের কারণ হ'লেম! আহা, আমার প্রাণ ফেটে যায়, রাজা হ'লে কি এইরূপ নির্দ্দয় হ'তে হয়? তবে রাজপুত্র হওয়া বিড়ম্বনা।

মন্ত্রী। কুমার আসুন, শয্যা প্রস্তুত।

অনাথ। আমি এইখানেই থাক্‌বো।

মন্ত্রী। কুমার, রাজ-আজ্ঞা।

অনাথ। উঃ, এতদূর—চল!

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

কাপালিকের গৃহ

কাপালিক ও সোণা

সোণা। গীত

কে বলে রে সর্ব্বনাশি,
নাম নিলে তোর হয় আনন্দ?
তোর কপালে আগুন জ্বলে,
দেখি লো তোর সকল মন্দ!
থাকিস্‌ তো ভিখারীর ঘরে,
ভাতার থাকে নেশার ঘোরে,
ছারকপালী, বিষ দিলি
তুই, তায় আদর ক'রে;—
রক্ত খেয়ে বেড়াস্‌ ধেয়ে,
তোর নামে আমার হয় লো সন্দ।
সাধ ক'রে যে নাম নিয়েছে,
সেই তো গায়ে ছাই মেখেছে,
জ্যান্তে মরা হ'য়ে র'য়েছে;—
তোর ঘোর তরঙ্গ মদের রঙ্গ,
বোঝা যায় না ছন্দ-বন্দ।
তোর চাঁদ পড়ে পায়, হাড়-মালা গায়,
দে'খে মনে লাগে ধন্দ!

কাপা। সোণা, গান রাখ্‌—ভৈরবী হ'য়ে বোস্‌।

সোণা। আর রাখ্‌ তোর ভণ্ডামী। মদ খেয়ে বিহার অমন ঘরে ঘরে হ'চ্চে, তা হ'লে সবাই সিদ্ধ হ'ত। পোড়ারমুখো আর কি—সিদ্ধ হবে!

কাপা। দেখিস্‌—কোন শালা না সিদ্ধ হয়। মাইরি ব'ল্‌ছি, দুটো জিনিষের দরকার ছিল,—এক পদ্মিনী কন্যার ধর্ম্ম নষ্ট, আর এক প্রেমিক রাজপুত্র বলিদান, তা হ'লেই সিদ্ধ হব। বর নিয়ে রাজা হ'য়ে ব'স্‌বো, জান্‌লি হারামজাদী! আমার কপালে রাজদণ্ড আছে—জানিস্‌!

সোণা। তোর কপালে যমদণ্ড আছে। আহা পুরুষের কি মুরোদ গো, আবার রাজা হবেন!

কাপা। দেখ্‌ বেটী, চক্রে ব'সে আমার মন চটাস্‌নি, আমায় শিবভাবে ভাব, চক্রে আমি ভৈরব—তুই ভৈরবী।

সোণা। কাণ্টাপনা কেন কর বল তো?

কাপা। দেখ্‌, যে দিন রাজা হব, সে দিন তোরে সাত পয়জার ঝাড়্‌ব।

সোণা। সে তো যে দিন তোর মুখে আগুন দেব।

কাপা। কি—তুই অবিশ্বাস ক'র্‌ছিস্‌? আমি রাজা হব, তা বিশ্বাস করিস্‌ নি? তা আমি দেখে নিচ্চি—শোন্‌, সব যোগাড় হ'য়েছে; প্রেমিক রাজকুমার তো এই রাজার ছেলে, সে বেটা বিবাগী হ'য়ে বেরুলো ব'লে, আর পদ্মিনী মেয়ে কারাগারে বন্ধ ক'রেছি, যে দিন বার ক'রে নিয়ে আস্‌বো, সেই দিন সিদ্ধ।

সোণা। তোর ঐটে বাহাদুরী আছে, রাজার সঙ্গে কি ক'রে জুট্‌লি?

কাপা। তুই বেটী কি ক'রে জান্‌বি? জানিস্‌, আমি রাজার গুরু, আমি তান্ত্রিক উপাসনা শিখিয়েছি, রাজাকে চক্রে বসিয়েছি, আমি কারণ তৈয়ের ক'রে দি—তবে রাজা খায়। রাজাকে চিরযৌবন আর অমর ক'রে দেব ব'লেছি, কিন্তু তা দিচ্চি নি; জগদম্বার কৃপায় আমি রাজা হই, তোরে চিরযৌবনা ক'রে দেব—জান্‌লি?

সোণা। আর তোরে ভাগাড়ে রেখে আস্‌বো—জান্‌লি?

কাপা। শোন্‌ বলি, তোকে সেই মেয়েটাকে বার ক'রে আন্‌তে হবে, আমি সব যোগাড় ক'র্‌বো, তুই রোজ কারাগারে যাবি, তারে খুব ভালবাসা জানাবি, তোকে মাসী ব'ল্‌বে, তার-পর এই সিদ্ধাশ্রমে আন্‌বি। আর রাজপুত্রকে—সে আমি ঠিক ক'রে নেব, নসেকে দে পারি, যাকে দে পারি।

সোণা। মুখপোড়া, খ্যাংরা মারি তোর মুখে, আমার সঙ্গে মাত্‌লামো! তোর হাড় অশুদ্ধ—তুই আবার সিদ্ধ হবি!

কাপা। হবই তো—তোর বাবার কি!

সোণা। আমার বাবার নয়—তোর মা'র মাথাব্যথা! মাতলামো কোচ্চো, রাজা শুন্‌লে যে গর্দ্দান নেবে। আমি গান গাই শোন্‌।—

সোণা। গীত

তোর মুখ দে'খে কি হয় না লো ভয়,
কোন্‌ গুণে মা বলে তোরে?
মায়ের কি ধার ধারিস্‌ বেটি,
মা বলাস্‌ তুই গায়ের জোরে।
তুই কি বেটী মায়ের মতন,
মা'র মত কি জানিস্‌ যতন,
বল আবাগী কাঁদায় কে এমন,—
পা চেপে তুই মার্‌লি পতি,
মত্ত মাগী নেশার ঘোরে।
তোর আঁধার বরণ বসন দর্শাদিশি,
কবে কার তুই হলি হিতিষী,
তোর বরণ-ঘটায় পালিয়ে যায় নিশি;—
(ওলো ও সর্ব্বনাশী)
রাক্ষসী তুই, খিদের চোটে
সৃষ্টি রাখিস্‌ উদরে।

কাপা। মাইরি, গান থামা, আমোদ হবে না—আমোদ হবে না, শোন্‌ দুটো প্রাণের কথা শোন্‌।

সোণা। না, আমি শুন্‌বো না—যা।

কাপা। শোন্‌ না—মাইরি সিদ্ধ হব।

সোণা। যাঃ—তোর সিদ্ধি হয় না, আমি চল্লুম। [প্রস্থান।

কাপা। তবে রে শালী, জপে ব্যাঘাত, খুন ক'রে ফেল্‌বো। [প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কারাগার

সোণা ও বিরজা

বিরজা। অনুরোধ ক'রো না আমায়—
ত্যজিতে এ কারাগার,
কারাগার অন্ধকার যোগ্যস্থান মম,
এই স্থানে অনশনে ত্যজিব জীবন।
লোকের গঞ্জন, কলঙ্ক-ভাজন,
সংসারে কোথায় মোর স্থান?
উজ্জ্বল তপনে কোন্‌ লাজে দেখাব বদন!
জান না জান না ও লো সুলোচনা,
কারাগারে লভেছি জীবন;
শ্বাস সনে অধীনতা এসেছে আমার,
অধীনতা-বর্দ্ধিত শরীর;
চিরবন্দী আমি,
স্বাধীনতা কিনিব গো প্রাণ-বিসর্জ্জনে।
কিন্তু এক খেদ রহিল গো মনে,
নৃপতি-নন্দনে আর না হেরিব,
মধুর বচন আর না শুনিব,
কর-স্পর্শে ভুলে যাব অধীনতা,
সেই সাধে দেহ নাহি ত্যজে পোড়া প্রাণ।
সাধ বটে দেখিতে কুমারে,
কিন্তু মন বাঁধিয়া রাখিব,
আর না হেরিব তাঁরে,
অপবিত্র দর্শনে আমার,
করিয়াছি কলঙ্ক সঞ্চার আমি
সে পবিত্র প্রাণে।
আহা, জান যদি বল,
কি দশায় আছেন কুমার?
হায় হায়!
যদি হেয় ঘৃণ্য হ'ত মম কায়,
ভিক্ষা-অন্নে করিতাম জীবন-যাপন,
তা হ'লে না দেখা হ'ত তাঁর সনে।
সে নির্ম্মল সুকোমল প্রাণ,
কাটিত না কলঙ্ক কুৎসিত ফণী,
সেই হাস্যাধর মলিন না হ'ত!
আহা, নাহি জানি কি ভাবে র'য়েছে—
সে আমারে ভালবাসে!
কহ সুলোচনা,
রমণী-হৃদয়ে এতই যন্ত্রণা সহে?
বড়ই যন্ত্রণা—
সে বিনা কে বুঝিবে বেদনা হায়!

সোণা। বলি, অমন কেঁদো তখন, অন্ধকার যদি ভালবাস, বনে ব'সে কাঁদ্‌লে হয় না? তোমার যাতনা বাড়্‌বে ব'লে বলি নি, তুমি রাজার কুনজরে প'ড়েছ।

বিরজা। তিনি পিতা মম।

সোণা। কে বলে তোমায় চতুরা, তুমি

কিছুই জান না, কামান্ধ পুরুষের কাছে সম্পর্ক বিচার নাই। রাজা তোমার জন্য উন্মত্ত হ'য়েছে, তাই তোমায় মেরে ফেল্‌তে হুকুম দেয় নি।

বিরজা। ভাব কি লো পরস্পর্শে রবে এ জীবন!

সতি, জান না কি সতীর চরিত?
কায়-মন-প্রাণ পতিপদে সমর্পণ,
পতি প্রাণ, পতিই জীবন,
তাই আছে প্রাণ,
ত্যজিবারে নাহি মম অধিকার।
কিন্তু যবে অন্যে বাদী হবে,
দেহ ছাড়ি তখনি পলাবে,
মিশিবে পতির পায়।

সোণা। বুঝ্‌লেম, তুমি পতিপ্রাণা, কিন্তু যদি প্রাণ না বেরুলো? দুঃখে লোক যাই ব'লুক, প্রাণের মমতা বড় কঠিন। দুঃখে যদি প্রাণ যেত, তবে দুঃখে ভয় কি? তুমি সতী, বিপদ্ ডেকে এন না, যারা সতীত্ব হারিয়েছে —তারা জানে যে, কি রত্ন কামুক-পুরুষের ছলে ভুলে হারিয়েছে। পরস্পর্শে প্রাণ যেন গেল, তোমার দেহ ত পতির--সে দেহ কাম-দৃষ্টিতে দেখ্‌বে—এই কি তোমার সাধ?

বিরজা। না না, বল, এখান হ'তে যাবার কি উপায় আছে?

সোণা। এই নিদর্শন নাও, আমার এই চাদর তুমি নাও, তোমার খানা দাও।

বিরজা। তুমি আস্‌বে না?

সোণা। না। শোন—আর ঘ্যান্‌ঘ্যানানি তুল না, এ নিদর্শনে একজন বাইরে যেতে পারে; আমি এখানে থাক্‌বো। "যে যেমন বর্ব্বর, আপনার কাজে তৎপর"। তুমি মনে ক'চ্চো, আমার প্রাণ বধ হবে—তা ভেব না, আমি তোমার উপকারে আসি নি, আমার নিজের উপকারে এসেছি।

বিরজা। তোমার উপকার কি?

সোণা। যাও যাও, আর দেরি ক'র না, সে অনেক কথা। সতীত্ব পরম রত্ন! বিলম্ব ক'র না, আপনার সন্তানের প্রাণ বধ ক'রে যদি সতীত্ব রক্ষা করা হয়, তাও উচিত, আমার জন্য ভেব না, তোমার রাজপুত্র কি দশায় আছেন দেখ গে; যাও যাও, সতীত্ব পরমনিধি!

বিরজা। মা, তুমি কে? দেবী কি মানবী?

সোণা। রাজা এখনি আস্‌বে।

বিরজা। (ওড়না পরিবর্ত্তন করিয়া) মা, তবে আসি।

[বিরজার প্রস্থান।

সোণা। আমার কথা কর্কশ, রাজা পোড়ার-মুখো কথায় যদি ধ'র্‌তে পারে? আ মর, কামান্ধ কি কখনও দেখিস্‌নি? তাতে আবার মদ্যপায়ী—এখনই পোড়ারমুখো আস্‌বে।

গীত

আমি ভস্ম মাখি, জটা রাখি,
পরি গলে ফণীর হার,—
ন্যাংটা খ্যাপা বলদ-চাপা পতি যে আমার!
ক'রে পাঁচ বছরে পঞ্চতপা,
পেয়েছি প্রাণের খ্যাপা,
প্রাণ স'পেছি দিয়ে পায়ে কলিকা চাঁপা;—
আমায় সে ভালবাসে,
শ্মশানবাসী আমার আশে,
আমার তরে আঁখি-নীরে
সদাই সে ভাসে;—
প্রাণখোলা সে ভাঙ্গড় ভোলা,
আমা বই আর নাইক তার!

রাজার প্রবেশ

রাজা। এ ঘোর অন্ধকার! কাজ নাই—দূতী বেটী ব'ল্লে,—আলো আন্‌লে চোটে যাবে। বিরজা, আহা কি মধুর স্বর!

সোণা। (অন্যকণ্ঠে) আমায় ছুঁয়ো না।

রাজা। (প্রমত্তভাবে) বিরজা, তোমার জন্য প্রাণ যায়, দূতী তো তোমায় সকল কথা বলেছে।

সোণা। দূতী বলেছে—তোমার মুখে শুনি।

রাজা। আর কি শুন্‌বে, তোমার জন্য আমি মরি! তুমি তো আমার ছেলেকে চেয়েছিলে সুখে থাক্‌বে ব'লে, আমি রাজা—আমার চেয়ে কে তোমায় সুখে রাখ্‌বে?

সোণা। তোমার ছেলে যখন রাজা হবে, আমার যে গর্দ্দানা নেবে।

রাজা। সাধ্য কি!

সোণা। কার সাধ্য ব'ল্‌ছো? তুমি কি

তখন যমের বাড়ী থেকে ফিরে আস্‌বে? সে তখন রাজা হবে, যা খুসী তাই ক'র্‌তে পার্‌বে। তুমি রাজা হ'য়ে তার মুখের গ্রাস কেড়ে নিচ্চ, কে কি ক'র্‌ছে?

রাজা। তুমি বড় চতুরা, এই জন্য তোমার ওপর এত আমার মন! ও ছোঁড়া-ছুট্‌কো কি ভাল লাগে, তুমি এমন রসিকা!

সোণা। সাধে ভাল লাগে, তোমার মত পোড়ারমুখো কোথায় পাই বল, যে নিত্যি নিত্যি আগুন জেবলে দিই!

রাজা। তুমি আমার ঘরে এস, অন্ধকারে আমোদ হয় না।

সোণা। না, কথা শেষ কর।

রাজা। কি আর শেষ ক'র্‌বো?

সোণা। তুমি যখন ম'র্‌বে, তোমার ছেলে যদি আমায় মেরে ফেলে, কি ক'র্‌বো?

রাজা। আর সে কথা রেখে দাও; শোন, সে যা হয় হবে।

সোণা। আমায় ছুঁয়ো না। দেখ, আমি পদ্মিনী কন্যা চিরযৌবনা; আমার ঠিকুজীতে লেখা আছে, যে আমার স্বামী হবে, সে অক্ষয় অমর হবে, আর উপপতি হ'লে ছ'মাস বাঁচ্‌বে না।

রাজা। অ্যাঁ, সত্য! আমি বলি স্বামিজী মিথ্যা কথা ব'লেছে!

সোণা। সত্যি না তো কি! তুমি তো আমার উপপতি হবে, ছ'মাসের মধ্যে ভাগাড়ে যাবে। তখন তোমার ছেলে আমায় কাট্‌বে।

রাজা। তুমি আমায় যা বল, আমি তাই ক'র্‌বো।

সোণা। আমি আর কি ব'ল্‌বো, আমায় যদি বে' কর, তাতেও সর্ব্বনাশ; লোক-নিন্দাতে আমায় ত্যাগ ক'র্‌বে, আর এদিকে যমরাজ চুলে ধ'রবে।

রাজা। ভাল বিপদ্‌—তুমি আবার পদ্মিনী হ'তে গেলে কেন?

সোণা। তা না হ'লে তুমি আমার পাদোদক জল খেতে আস্‌বে কেন?

রাজা। বাঃ বাঃ, এমন নইলে মেয়েমানুষ! কোন বেটী ব'ল্‌ছেন, "মহারাজ, অপরাধ নেবেন না," "মহারাজ" "রাজাধিরাজ"। একটু প্রেমালাপে ব'স্‌লেম—কেউ ব'ল্লেন, "আর্য্যপুত্র" কেউ এলেন "ভর্ত্তৃদারিকে," মান ক'র্‌লেন,—"হা হতোঽস্মি," পান দিলেন,—"হা দীর্ঘোঽস্মি।" এক বেটী একদিন গালে ঠোনা মার্‌তে পার্‌লে না।

সোণা। ও গালে কি ঠোনা মারতে ইচ্ছা করে? যদি কারুকে চুণকালী দিতে ব'লতে—তা দিত। এখন পোড়ারমুখো লজ্জাও করে না, বেটার কপালে ধুলো দিতে এসেছো?

রাজা। আমরা তান্ত্রিক, বেটা তো বেটা—হাঁ!

সোণা। তোমাদের রাজবাড়ীতে কি নুন আসে না—খানিক টিপে দেয় না গা!

রাজা। এ মজা ক্রমে জান্‌বে, আমি, তোমায় উপদেশ দেব—গর্ভধারিণী ব্যতীত সকলেই ভৈরবী, আর আমি ভৈরব।

সোণা। তুমি ভৈরব না আবাগের ব্যাটা ভূত!

রাজা। আমি যদি ভূত হ'লেম, তুমি কি হ'লে?

সোণা। আমি আবাগের বেটী পেত্নী, তা না হ'লে তোমার সঙ্গে জুট্‌তে চাই? এখন কি ক'র্‌বে বল?

রাজা। তুমি চিরযৌবনা?

সোণা। এই তো আমি শুনেছি, তোমার সভায় তো পণ্ডিত আছে, গুণিয়ে দেখো না।

রাজা। না না, আমি শুনেছি, আমার গুরু স্বামিজী ব'লেছেন যে, তুমি চিরযৌবনা।

সোণা। তবে তো সত্যি কথাই, তোমার গুরু যখন ব'লেছে। যাও ভাই, তুমি চ'লে যাও, ছ'মাসের জন্য পিরীত ক'রে কি হবে?

রাজা। আর যদি তোমায় আমি বে' করি, তাহ'লে তো পরমায়ু বৃদ্ধি হবে, সেও গুরু ব'লে গেছেন।

সোণা। তা হ'লে তুমি বুড়ো জাম্বুবান্ হবে, চারযুগ অমর।

রাজা। তবে আর কি, এস।

সোণা। বে' ক'র্‌বে, লোক-লজ্জা হবে না? তখন আমায় যে ত্যাগ ক'র্‌বে;—লোকে ব'ল্‌বে, "এক বেটী বেশ্যা ওর ছেলের কাছে ছিল, তাকে বে' ক'রেছে।"

রাজা। তা বলে ব'ল্‌বে।

সোণা। বলে ব'ল্‌বে না, লোকের কাছে

যখন মুখ পাত্তে পার্‌বে না, তখন ত্যাগ ক'র্‌বে।

রাজা। না না।

সোণা। তা আমি শুনি নি।

রাজা। তা ত্যাগ করি ক'র্‌ব—তুমি এস!

সোণা। আহা, কি রসের কথাই বল্লে গা! এ তবু ছ' মাস ঘর ক'র্‌তে পাব।

রাজা। তবে কি হবে?

সোণা। আচ্ছা, আমি পরখ ক'রে দেখি, তুমি লোকনিন্দার ভয় পাও কি না? আমার সাত দিন একটা ব্রত সাঙ্গ ক'র্‌তে যাবে, এ ক'দিন বিবাহ হবে না, তোমারই অকল্যাণ হবে, তাই বল্‌ছি, সেই ক'দিন তুমি রাজ্যে ঘোষণা দাও, যে দূতী হ'য়ে এসেছিল, সোণা না কি নাম, তাকে তুমি বে' কর্‌বে, আমি তা হ'লে টের পাব যে, লোক-লজ্জায় আমায় ত্যাগ কর্‌বে কি না। যদি এই কথা প্রচার কর, তা হ'লে তোমার আমি প্রাণেশ্বরী হব—আর তুমি আমার প্রাণেশ্বর।

রাজা। আরে ছি ছি! সে বেটী যে বিশ্রী দেখ্‌তে, লোকে যে চুণ-কালী দেবে।

সোণা। আর 'বউও' হলে দেবে না?

রাজা। তোমায় দেখ্‌লে সবাই ব'ল্‌বে, যা হোক্, পছন্দ বটে।

সোণা। তুমি কি সত্যি সোণাকে বিয়ে কর্‌বে? আমি তো তোমার হব। এ কাজ তুমি পার্‌বে না, তোমার আমার মতন কত হবে, আমার জন্য এত ক'র্‌বে কেন?

রাজা। তোমার জন্য আমি প্রাণ দিতে পারি, আচ্ছা যা ব'ল্‌ছ, তাই ক'র্‌বো।

সোণা। আমার একটা আলাদা বাড়ী ক'রে দাও, সোণা বই আর সেখানে কেউ যেতে পাবে না, ব্রতের জন্য যা যা দরকার হবে, আমি সোণাকে দিয়ে ব'লে পাঠাব।

রাজা। কি ব্রত?

সোণা। সাবিত্রী ব্রত, তোমার প্রমাই বৃদ্ধি হবে।

রাজা। দেখ সাত দিন করো না, দু'দিনে সেরে নিও। আমার তোমার জন্য প্রাণ যায়, এস, আমি সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি।

সোণা। যাব, কিন্তু আলোতে আমার দিকে চেয়ো না, তা হ'লে আমার ব্রতভঙ্গ হবে।

রাজা। যখন দু'দিন অপেক্ষা ক'র্‌বো ব'ল্‌ছি, তখন আজ রাতটাও কাটাব, চল—এই গুপ্তপথে এস, তোমায় কারাধ্যক্ষের ঘরে রেখে যাই, সে তোমাকে নূতন বাড়ীতে রেখে আস্‌বে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

নদী-তীর

বিরজা ও মাধুলী

বিরজা। নাহি জানি কি বন্ধনে
বাঁধা আছে প্রাণ,
চরম সময়
ভয় হয় ছেড়ে যেতে কলেবর।
বুঝি আশার বন্ধন;
আশা কয়, হবে তোর সুদিন উদয়,
ঠেকে ঠেকে তবু নাহি শেখে;
আশার ছলনে ক্রীতদাস,
রাখে তার বিক্রীত জীবন—
ভাবে একদিন স্বাধীনতা হবে লাভ।
দরিদ্র যে জন,
হেরে আশার স্বপন,
একদিন রাজসিংহাসন পাবে,
চির পরাধীনা পরান্ন পালিতা,
তবু আশা নির্ম্মূল হ'লো না হৃদে!
আরে আশা—
ভুলিব না ছলনায় আর!
যা হবার হ'য়ে গেছে তবু প্রাণ আছে,
ধন্য আশা—ধন্য তুই প্রতারক!
শুন লো স্বজনি,
মৃত্যুকালে করি আশীর্ব্বাদ,
পূর্ণ হোক তোর মন-সাধ,
ল'য়ে তব হৃদয়ের চাঁদ—
হও সখি ফলবতী;
কভু মনে ক'রো অভাগীরে।
যদি কভু হয় লো সুযোগ,
রাজপুত্র সনে হয় দেখা, বলো তাঁরে,
মরেছিল তাঁহারে হৃদয়ে ধ'রে!
হায় সখি, কে যেন কে যেন—
এখন' মরিতে করে মানা,
দুরন্ত বাসনা এখন' তাঁহারে চায়!

দেহ লো মেলানি,
বিদায় মাগিছে অভাগিনী!
মাধ্বলী। সখি, কেন তুমি আপনারে
ভাব অভাগিনী?
মনে মনে কর লো বিচার,
দেখ বিধি বিধাতার,
তব প্রেম-পাশে বন্ধ রাজার কুমার।
যত্ন বিনা খুলিল লো কারাগার-দ্বার,
অবশ্য ইহার আছে কোন পরিণাম।
আজীবন ছিলে পরাধীন,
এবে উদয় সুদিন,
অধীনতা নাই কারু।
এ জীবন দিলে বিসর্জ্জন,
আর কি গো ফিরে পাবে?
হও সখি, স্রোতে তৃণসম,—
চল দোঁহে ভেসে যাই যথা ল'য়ে যায়।
বিরজা। যে বেদনা মরমে মরমে,
জানাব কেমনে।
শুন বিবরণ—কহিতে সরম,
রাজা করে মম প্রেম-আশ;
পুরাইতে এ পাপ বাসনা,
পুত্রে দেছে কারাগারে।
কব কারে, হৃদয় বিদরে—
মনে হ'লে কুমারের চাঁদমুখ;
হায় পাপিনীর তরে,
কি দুর্গতি হ'ল তাঁর!
মাধ্বলী। তাই বলি রাখিতে জীবন।
নৃপতি নন্দন,
প্রাণ মন করিয়া অর্পণ,
তোমারে হৃদয়ে দেছে স্থান,
কাঁদে নিরন্তর, তুমি স্বার্থপর,
বারেক না ভাব তাহা।
প্রেমে বাঁধ প্রাণ,
পতিরে উদ্ধার কর।
শুনেছ কাহিনী, দুখিনী রমণী
সাবিত্রী পতিরে দিল প্রাণ।
করিলে যতন—অসাধ্য সাধন
সতী নারী করিবারে পারে।
কারাগারে বন্ধ আছে স্বামী,
কেন লো স্বজনি,
উদাসিনী তুমি তাঁর কল্যাণ সাধনে?
তুমি উচ্চপ্রাণা, বাঁধ প্রাণ—
পতির দুর্গতি কর দূর।
বিরজা। সুভাষিণি,
তোমার কথায় হয় আশার সঞ্চার।
বল, যদি থাকে লো উপায়,
চিরদাসী হব তোর পায়।
পুন তাঁর পাব দরশন,
মধুর বচন করিব শ্রবণ,
পরশে পূরিবে প্রাণ মন!
বল ত্বরা-ত্বরি কি করি কি করি,
কেমনে আনিব তাঁরে?
বারেক লো হেরি সে বদন,
তখনি দিব লো ছার প্রাণ বিসর্জ্জন,
রবে না বাসনা আর!
মাধ্বলী। ভাবি তাই—কূল নাহি পাই,
কি উপায় করিব স্বজনি!
আমি, তোমা দুইজনে হেরিয়ে নয়নে,
পড়েছি বিষম ফেরে।
কেন দূতী হ'য়ে
তোমা দোঁহে বাঁধিলাম প্রণয়-বন্ধনে,
নহে কি ঘটিত এত দায়!
শুনেছি কাহিনী,
প্রাণ শিহরে স্বজনি,
কাপালিক দুরন্ত দুর্জ্জন—
'স্বামিজী' যাহার নাম—
করে তব প্রেম আকিঞ্চন;
দেখিলে তোমায় সেই দুরাশয়,
বলে ধ'রে ল'য়ে যাবে।
রহিতে নগরে কেমনে কহিব,
এতক্ষণ চারিদিকে ফেরে তার চর,
হোথা—
অট্টালিকা-মাঝে বন্দী রাজার কুমার;
কি উপায়ে করিব গো তাঁহারে উদ্ধার,
সঙ্কটে কেমনে কূল পাব!
বিরজা। কেবা সে দুরন্ত কাপালিক—
কেমনে জানিলে সমাচার?
হায় সখি, রূপ মম হ'ল অরি!
মাধ্বলী। লোকে কয় সদাশয় সেই দুরাচার,
দীক্ষাগুরু নৃপতির!
গিয়ে আশ্রমে তাহার,
সাধিলাম পদে ধ'রে—
তোমা দোঁহে করিতে উদ্ধার।
সে বর্ব্বর করিল স্বীকার,

কহিল, 'নাহিক কিছু ভয়'।
সোণা নামে ছিল সঙ্গে নারী,
সঙ্গে তার পাঠালে আমায়—
দাঁড়াইতে কারাগার দ্বারে;
কহিল দুর্ম্মতি—"যাও শীঘ্রগতি,
উদ্ধার হইবে সখী তব,
কিন্তু চারিদিকে অরি, তাই ডরি,
লুকায়ে সখীরে তুমি এনো মমাশ্রমে।"
বিরজা। মহা উপকারী!—
দুরাচারী কেন বল তারে?
মাধুলী। পথে সোণা কহিল আমায়,
"প্রত্যয় না কর কভু ইহার কথায়,
বিরজার ধর্ম্ম নষ্ট করিবে দুর্জ্জন,
তাই আকিঞ্চন—
নিকেতনে আনিতে তাহারে।
ভন্ড এ পাষন্ড,
ক'রে ধর্ম্ম নষ্ট মোর,
এ দুর্দ্দশা ক'রেছে আমার।"
শুনি সই শিহরিল কলেবর,
কহিল রমণী,
"বিরজায় মুক্ত আমি করিব এখনি;
কিন্তু সাবধান,
ছলে ভুলে যেও না সে দুর্জ্জনের স্থানে।"
বিরজা। অনাথিনী যে রমণী—রূপ তার অরি!
শুনলো সুন্দরি,
কেবা জানে কিবা আছে কার মনে।
ভিখারিণী-বেশে রহিব এ দেশে,
দেখি যদি পারি কোন উপায় করিতে।
ভাবি সখি, তোমার কি দশা হবে;
হায়—কি দায়ে পড়িলে তুমি
আমার কারণে!
না পেলে আমায় বধিবে তোমায়
কাপালিক দুরাশয়,
রাজদন্ড দেবে নহে রাজারে কহিয়ে।
কাঁদে হিয়া,
ছেড়ে যেতে তোমারে স্বজনি!
মাধুলী। যে দশা তোমার,
আমার সে দশা সখি!
দাসী হ'য়ে আসিলাম সেবিতে তোমায়,
ভগ্নী সম রাখিলে আদরে,
সে ঋণ কি এ জীবনে হবে শোধ!
দুখিনী-নন্দিনী—
অযতনে গেছে চিরদিন;
কিন্তু যেই দিন হ'তে আমি তব সহচরী,
যতনে তোমার,
ভুলিয়াছি দুখিনী-ঝিয়ারী;
তব প্রেম ভুলিতে কি পারি!
সখি, তুমি সরলা বালিকা,
নাহি জান সংসারের বিবরণ।
দাসী তব রবে সাথে সাথে,
মনে জ্ঞানে কিঙ্করী তোমার।
বিরজা। তুমি ভগ্নী, হিতৈষিণী
প্রাণসখী মম!
[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজবাটীর প্রাঙ্গণ

নসীরাম

নসী। আচ্ছা নসে, রাজার ছেলে তোর কে?—কেউ না। তবে তোর মন টানে কেন?—তা নইলে আস্‌বো কেন? কি বল দেখিন, তোর মনের কথাটা কি?—কি জানি! বাঃ বাঃ বাঃ! বেশ! আমি খানিক হরি হরি ক'র্‌বো, ও খানিক ক'র্‌বে! আবার আমি খানিক হরি হরি ক'র্‌বো, ও খানিক হরি হরি ক'র্‌বে—ধেই ধেই দু'জনে নাচ! আর ও যদি না হরি হরি করে—নসে স'রে প'ড়্‌বে।

কাপালিক ও সোণার প্রবেশ

কাপা। নসীরাম, কি ক'র্‌ছো?
নসী। পাগ্‌লামো।
সোণা। কেন, পাগ্‌লামো করা কেন?
নসী। আ মর্‌ পাগ্‌লী বেটী, তুই পাগ্‌লামো ক'র্‌ছিস্‌ কেন?
সোণা। আমার আর পাগ্‌লামো কি দেখ্‌লি?
নসী। বেটী হাওয়ায় ফাঁদ পেতে ব'সে আছ—আর পাগ্‌লামো না?
সোণা। (স্বগত) এ কি, পাগ্‌লা আমার কথা জানে নাকি?
নসী। কেমন বেটী, মুখ শুকিয়ে গেল যে, পাগ্‌লামী ক'র্‌ছিস্‌নি?

সোণা। এটা কি ব'ল্‌ছে?

কাপা। তুই যেমন ওর সঙ্গে পাগ্‌লামী ক'র্‌ছিস্‌, ওর যা মনে আস্‌ছে ব'ল্‌ছে।

নসী। আর তোরা যাচ্ছেতাই ক'র্‌ছিস্‌।

কাপা। ক'র্‌ছি ক'র্‌ছি, চুপ ক'রে বোস্‌।

নসী। বেশ—রাজী আছি।

কাপা। কি হ'ল, তুই আন্‌তে পার্‌লিনি কেন?

সোণা। এ র'য়েছে, এর সাম্‌নে কি ব'ল্‌ছো?

কাপা। ও আপনার মনে আছে, তুই বল্‌ না।

সোণা। কা'কে নিয়ে আস্‌বো, কারাগারে তো কা'কেও দেখ্‌তে পেলেম না।

কাপা। দেখ্‌তে পেলিনি কি, তুই কোন্‌ কারাগারে গিয়েছিলি?

সোণা। লালকুঠিতে।

কাপা। বেরিয়ে এসে সখী ছুঁড়ীকে দেখ্‌তে পেলিনি?

সোণা। না। আমি কারাগারের ভিতর খুঁজে খুঁজে কারুকে না পেয়ে বাইরে এলেম, দেখি, সে সখী ছুঁড়ীও নেই, ফের ভিতরে গেলেম, যে খালি ঘর—সেই খালি ঘর।

কাপা। সে কি!

সোণা। তুমি গিয়ে দেখে এসো না।

কাপা। কোথায় গেল?

সোণা। তা কেমন ক'রে জান্‌বো?

নসী। মাকড়সা জাল বোন', আপনার জালে আপনি জড়াও, কি মজার মায়া, বাঃ—

কাপা। নসীরাম, কি ব'ল্‌ছিস্‌?

নসী। কেন বাবা, ফের আমার সঙ্গে? আমি একদিকে আছি, তোমরা একদিকে থাক।

সোণা। এ কে?

কাপা। ও জানিস্‌নি, সেই যে পাগ্‌লা, রাজাকে ঔষধ দিয়েছিল, রাজা ভাল হ'য়েছে।

সোণা। ও এখানে কেন?

কাপা। ও সেই অবধি যেখানে সেখানে যেতে পারে, ওর পাগ্‌লামীতে রাজা খুব খুসী। পাগ্‌লামো দেখ্‌তে রাজারা অমন একটা পাগল রাখে। তার পর কি হ'ল, বল্‌।

সোণা। আর কি হবে, আমি ফিরে এলেম।

নসী। রাধিকা, অত চাতুরী ভাল না, কালাচাঁদের কাঁধে উঠ্‌বে? কালাচাঁদ পালাবে বাবা!

সোণা। এ কি বলে—ও সব বোঝে, ও ঠাট্টা ক'র্‌ছে!

কাপা। ও আবার কি ঠাট্টা ক'র্‌বে—তুই বল্‌।

সোণা। আমি তো কাউকেই দেখ্‌তে পেলেম না, তুমি বরং দেখে এস; তোমার যেমন আমায় প্রত্যয় হ'লো না, এক সখী সঙ্গে দিলে?

কাপা। আমি তোকে কি অবিশ্বাস ক'র্‌ছি, বিরজা যদি না আসে।

সোণা। আমি বুঝেছি, রাজা কোথায় সরিয়েছে। বেশ হ'য়েছে, পোড়াকপালে, যেমন তুমি আমার বুকের উপর দাগা দেবার মতলব ক'রেছিলে, তেম্‌নি রাজা তাকে নিয়ে সিদ্ধ হবে।

কাপা। আর রেখে দে তোর রাজা, তার যো নাই; আমি ভয় দেখিয়ে দিয়েছি যে, সে পদ্মিনী কন্যা, তার সতীত্ব নাশ ক'র্‌লে ছ'-মাসের ভিতর ম'রতে হবে।

সোণা। আর বিয়ে ক'র্‌লে তো প্রমাই বাড়বে!

কাপা। অ্যাঁ—অ্যাঁ!

সোণা। বলি শোন্‌ না, রাজা যদি বিয়ে করে?—তুই তো ব'লেছিস্‌, রাজাকে ব'ল্‌বি যে, বিয়ে ক'র্‌লে প্রমাই বাড়্‌বে।

কাপা। তোরে কে ব'ল্লে?

সোণা। কেন, সে দিন চক্রে যে আমায় সব বল্লি। আমি জানি, তুই মুখপোড়া সিদ্ধ হ'তে পার্‌বিনি। আমার কি কপাল তেমন—তুই রাজা হবি, আমি রাণী হ'য়ে ব'স্‌বো।

কাপা। তুই ভাব্‌ছিস্‌ কেন, রাজা কি লোক-লজ্জার ভয়ে বিয়ে ক'র্‌তে পার্‌বে, ছেলের সঙ্গে যার বিয়ে দিলে না! আরও কত ভয় দেখাব। হ্যাঁ রে, সে দিন চক্রে ব'লেছিলেম না ঘুমন্ত ব'লেছিলেম?

সোণা। তা ঘুমন্তই যদি ব'লে থাকিস্‌ তো অত ভয় কেন? আর তো কেউ শোনে নি।

কাপা। তুই এখন যা, যদি তোর মিথ্যা কথা হয়, বিরজা যদি লালকুঠিতে থাকে, তোরে কেটে ফেল্‌বো।

সোণা। আর যদি সত্যি হয় তো তোর মুখে খ্যাঙ্গরো মার্‌বো।

[সোণার প্রস্থান।

কাপা। তাইতো ব্যাপারখানা কি!

অনাথনাথের প্রবেশ

অনাথ। স্বামিজী এসেছেন, ভাল হ'য়েছে।—
কৃপা করি যাও তুমি পিতার সদন,
রাজ-পদে মম নিবেদন
জানাইও মহাশয়,
ভিক্ষা চাহি রাজার চরণে,
যাব আমি কারাগারে প্রেয়সী-সদনে;
ধর্ম্মপত্নী বিরজা আমার,
কারাগারে রব পত্নী সনে।
পবিত্র প্রণয়ে যদি থাকে অপরাধ,
অপরাধী আমি শতগুণে;
বালা—কত বুঝাইল,
মম মন ধৈর্য্য না ধরিল,
তাই হায় প্রাণদণ্ড হবে তার,
নহে এ উচিত!
বধ্যভূমে উভয়ের বধ প্রাণ,
এইমাত্র কৃপা যাচে নন্দন তাঁহার।

কাপা। হে কুমার!
বজ্রাঘাত আর ক'র না কঠিন প্রাণে।
আমি সংসার-বিরাগী—
তবু তোর তরে প্রাণ কাঁদে,
পুত্রাধিক তুমি মম,
হায়! বিরজার মায়া কর তুমি পরিত্যাগ।

অনাথ। ভুলিতে কে পারে,—
কার হেন অধিকার!
সে আমার আমি তার, ভুলিব কেমনে!
যে জানে সে জানে,
এ তো ভোলা নাহি যায়।
ল'য়ে চল পিতার নিকট,
পুনঃ আমি করিব মিনতি,
পুনঃ আমি জানাব এ নিদারুণ জ্বালা।
আমি মরি!
বিরজা বিহনে প্রাণ যায়—
পলকে প্রলয় হেরি তারে না দেখিলে!
সে আমার হৃদয়ে অঙ্কিত,
হায় কি দশায় আছে প্রিয়তমা!

কাপা। আহা! সরল কুমার,
চেন না সে ফণিনীরে।
জান না জান না কিবা প্রতারণা
আচ্ছাদন ক'রে রাখে সুন্দর আকৃতি।
শুন, ধৈর্য্য ধর—
দ্বিচারিণী সে রাক্ষসী।

অনাথ। কি—মিথ্যা কথা! নহে দ্বিচারিণী,
সে আমার প্রাণাধিকা, প্রাণপ্রিয়া,
সরলা বালিকা আমার প্রাণের প্রাণ!

কাপা। হে কুমার, কব কি তোমায়,
লজ্জায় মরমে মরি!
রাজা মুগ্ধ বিরজার রূপের ছটায়,
পাঠাইল দূতী তার পাশে,
অনায়াসে সে পাপিনী করিল স্বীকার
বিবাহ করিতে ভূপে;
হবে শীঘ্র উদ্বাহ নির্ব্বাহ।

অনাথ। কি—কি—কি? না, মিথ্যা কথা।

কাপা। সত্য, বৃথা কর আশারে প্রত্যয়;
দ্বিচারিণী ক'রেছে স্বীকার,
অচিরে সে বরিবে রাজায়।

অনাথ। সব মিথ্যা—সব মিথ্যা, জগৎ মিথ্যা! বিরজা দ্বিচারিণী! ওই যে—ওই যে— (মূর্চ্ছা)

কাপা। শীঘ্রই তোমার যন্ত্রণার শেষ হবে, ভৈরবীর নিকট শীঘ্রই তোমায় বলি দেব।

অনাথ। যাও ব্রহ্মচারী যাও,
প্রাণে যদি থাকে তোর আশা।
নহে বল, ধরি তব পায়,
দেছ মিথ্যা সমাচার,
আমি দাস হ'য়ে তব পদ করিব হে সেবা।
বল বল শীঘ্র বল মিথ্যা সমাচার,
কেন নরহত্যা হের ব্রহ্মচারি!

কাপা। হা অভাগা,
এই কি বিধাতা মম লিখিলে কপালে—
প্রাণাধিক রাজপুত্র মোর,
তার হেন দশা!
হায় রে কিশোর প্রাণে
দিলি হেন ব্যথা!

অনাথ। যাও বিলম্ব না কর আর,
দেছ শুভ সমাচার।
জান না জান না কি ব্যথা দিয়াছ প্রাণে।
হায়! রণভূমে শত্রু-অসি

না পশিল হৃদে,
তীক্ষ্ণতর অসি-ধারে কাটিতে অন্তর!

কাপা। বৎস, ধৈর্য্য ধর।

অনাথ। যাও—দূর হও,
প্রবোধ দিও না আর,
ক্ষুদ্র প্রাণে কি বুঝিবি কি বেদনা মম;
[কাপালিকের প্রস্থান।
এ ব্যথা বুঝিতে কেহ নারে!

নসী। কি বল্লি বেল্লিক—আমার রাধারাণী তোর ব্যথা বুঝতে পারে না? তুই একদিন হায় হায় ক'রেই এই—আহা, রাজনন্দিনী রাধারাণী আমার একশ বচ্ছর ধুলোয় প'ড়ে কে'দেছে—আর কৃষ্ণ এমন কালামুখো, কুব্জীকে নিয়ে রইলো!

অনাথ। নসীরাম, কি ব'ল্‌ছো, আমার বেদনা কি কেউ বুঝ্‌তে পারে?

নসী। তুমি রাধারাণীর দুঃখের কথা শোননি—সে প্রাণ, মন, জীবন, যৌবন—সব কৃষ্ণকে দিয়েছিল, শেষে রাই আমার ধুলোয় প'ড়ে কাঁদ্‌লে!

অনাথ। নসীরাম, তুমিই সুখী।

নসী। তুমিও কেন সুখী হও না? রাজকুমার হওয়াই শক্ত, আমার মত হওয়া তো আর মুস্কিল নয়, নসে পাগ্‌লা তো হ'লেই হ'লো!

অনাথ। সত্য কি দ্বিচারিণী—এ অপবাদ দিতে কি স্বামিজী সাহস ক'র্‌বে? ওর লাভ কি, আমি ওরে ব্যথায় ব্যথিত দেখ্‌লেম; মিথ্যা কথা, সে কি দ্বিচারিণী—নসীরাম, তোমার প্রাণের ভয় আছে?

নসী। অত ঠাউরে দেখিনি, বাঁচ্‌তে হয় বাঁচ্‌বো—ম'র্‌তে হয় ম'র্‌বো।

অনাথ। আর দেহে ফল কিবা,
কি সুখে এ জীবন ধারণ!
দরিদ্র কে কোথা আছে হায়—
যার সনে অবস্থা না করি বিনিময়।
কেবা জ্বলে এ দারুণ বিষে,
পিতা হ'য়ে শত্রু হয় কার,
কেবা করে হেন ব্যবহার?
ধিক্, হেয় প্রাণ কেন রাখি আর!
সত্য মিথ্যা সবিশেষ তত্ত্ব লব।
স্মৃতিলোপ হয় কি মরণে—
মরণে কি জ্বালা হয় দূর?
মহানিদ্রা লোকে বলে,
সে নিদ্রায় দেখে কি স্বপন?
হলাহল প্রাণে আর না সহিতে পারি!

নসী। আরে, বেশ মজা ক'র্‌ছে, থাম্‌কা থাম্‌কা ভেবে ম'র্‌ছে—কি ভাব্‌ছো?

অনাথ। কি জানি!
গেল, সকলি ফুরাল,
রহিল কেবল স্মৃতি।
স্মৃতি রহিবে জ্বলিবে
নিভিবে কেবল চিতানলে।
বেদনা কি লেগেছে আমার?
বুঝিতে না পারি।
আছে কি ব্যথার ব্যথী—
শুধাইব কারে,
লেগেছে বা না লেগেছে প্রাণে।
বুঝিতে না পারি, সব সম হেরি,
কই—কোথা ব্যথা, কোথা অনুতাপ,
উদ্দেশ্য কি আছে মম,
কেবা আমি কি কাজে বা ফিরি?
মৃত্যু! ঘুমায় বা জাগে।
অধিক অনিষ্ট কিবা তায়;
মৃত্যু-ভয় এত কি কারণ?
জনম-মরণ মাঝে কয়দিন এই অভিনয়।
কুৎসিৎ এ অভিনয়,
যবনিকা-পতন উচিত।

নসী। কি ঠাওরাচ্ছ, ঠাওরাও, ঠাওরাও, দিনকতক ঠাউরে নাও, আমিও কত ঠাওরাতেম—বুঝ্‌লে?

অনাথ। কি ঠাওরাতে?

নসী। সে আগোড় বাগোড় তাগোড় কত কি তোমায় ব'ল্‌বো। কে খাওয়াবে, ম'লে কি হবে, কেন আর দুঃখ করা, ম'লেই হ'লো—

অনাথ। তারপর?

নসী। তারপর দু' গালে চার চড় লাগিয়ে দিলেম, ব'ল্লেম 'শালা ম'লেই হয় আর বাঁচ্‌লে হয় না?'

অনাথ। বাঁচা কিসের জন্য—যা ক'র্‌ছি, তাই ক'র্‌তে?

নসী। কে তোমায় তা মাথার দিব্যি দিলে, আগোড় বাগোড় তাগোড়গুলো ছেড়ে দিয়ে বাঁচলেই তো হয়।

অনাথ। তুমি যদি কখনও রাজকুমার হ'তে,

যদি পিশাচীকে প্রণয় অর্পণ ক'র্‌তে, যদি তোমার পিতা তোমার বক্ষে বজ্রাঘাত ক'র্‌তো, তা হ'লে বুঝতে, এ চিন্তা ছাড়া যায় কি না।

নসী। আর তুমি যদি দিন কতক হরি হরি ক'র্‌তে, তা হ'লে আমি বুঝ্‌তেম্‌ যে, এগুলো ভোলা যায় কি না।

অনাথ। হরি কে—হরি কি আছেন?

নসী। তা নিয়ে তোমার মাথা ব্যথা কেন? জল জল ক'র্‌লে যদি তেষ্টা মেটে তো জল নাই থাক্‌লো।

অনাথ। তা কি হয়?

নসী। হয় না হয়, পরখ ক'রে দেখ্‌লে বুঝ্‌তে পার। হরি নাই বলে কারা জান? যারা একবার হরি হরি করেন—মনে করেন, হরিকে খুব কৃপা ক'রেছি—তবু হরি কেন এসে তাঁর বাপের বাগানের মালী হয় না; আর হরি আছে কি না, জিজ্ঞাসা করে না কারা জান? যাদের হরিনাম ক'র্‌তে ক'র্‌তে প্রাণ ভ'রে যায়, যত হরি হরি করে, তত আমোদ হয়, তারা সাবকাশ পায় না যে, জিজ্ঞাসা করে, 'হরি, তুমি আছ কি না?' ততক্ষণ আর দুটো হরিনাম ক'র্‌বে!

অনাথ। তুমি হরিনাম কর?

নসী। হরিনাম ক'র্‌ব না, মজা ওড়াব না, তোমার মতন তো আমি পাগল নই, যে ভাব্‌বো, কি হবে, কি ক'র্‌বো?

অনাথ। আচ্ছা নসীরাম, তুমি কে?

নসী। তোমার মতনই সব; তোমায় বলে কুমার, আমায় বলে নসে পাগ্‌লা।

অনাথ। ও তো বুঝ্‌লেম; তোমার বাপ মা তো ছিল?

নসী। তা না তো কি আমি ভুঁইফোড়?

অনাথ। তোমার বাপ কে ছিল?

নসী। লোকে ব'ল্‌তো বামুন।

অনাথ। তোমার পৈতে হয় নি?

নসী। ছিল গাছ দুই সুতো! তা আমার পৈতের সময়ই বাপ-মা মরে যায়। সে যদি মজা দেখ্‌তে—মা যখন ম'র্‌তে যায়, একে একবার বলে—'ছেলেটাকে দেখো', ওকে একবার বলে—'ছেলেটাকে দেখো'; কিন্তু ম'রে আর বেটী কুড়ি বচ্ছরের ভিতর খোঁজ নিলে না। আর আমি—সেই শ্মশানঘাটে হাত-পা ছুঁড়ে কান্নাই কত, এই যে এক একবার হাসি দেখ্‌তে পাও, সেইগুলো মনে পড়ে, আর হাসি। মনে হ'লো, কে খাওয়াবে, কোথায় থাক্‌বো, বেঁচে সুখ কি, মরি এখনি—এমন সময় দেখি যে, নগর-সঙ্কীর্ত্তন যাচ্ছে, রাম-শিঙে বাজিয়ে খুব আমোদ ক'র্‌তে ক'র্‌তে চ'লেছে, একজন বৈরাগী আমায় হাত ধ'রে তুল্লে; খোলের বাদ্যি শুনে, আর তারা নাচ্চে, আমিও নাচ্‌তে লাগ্‌লেম; হরিবোল হরিবোল ক'র্‌তে লাগ্‌লেম—দেখ্‌লেম, যা মজা, তা এতেই, কারুর তোয়াক্কা নাই বাবা, ব'সে হরি হরি কর।

অনাথ। মজাটা কি?

নসী। ওই ভাবনাগুলো নাই। দেখ দেখি, এ রকম হ'লে তোমার সুবিধা হয় কি? ম'র্‌তেও চাইনি, বাঁচতেও চাইনি, রাজার বাড়ীও চাইনি, গাছতলাও চাইনি, ক্ষীর-সরও চাইনি, খুদ-কুঁড়োও চাইনি, ও সব ভাবিইনি, জানি, ও একদিন সুখ একদিন দুঃখ আছেই, সুখ-দুঃখ দু'শালা সঙ্গের সাথী; ও যা হবার হোক, আমি করি হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল!

অনাথ। নসীরাম, তুমি পাগল নও।

নসী। তার ঠিকানা কি, এ পাগল কি না, বুঝ্‌তে পারে কে জান—যে পাগলও নয় অপাগলও নয়।

অনাথ। নসীরাম, হরিনাম ক'র্‌লে কি স্মৃতিলোপ হয়?

নসী। কেন, তা তোমার দরকার কি? এগুলো তখন মনে হ'লে হাসি পাবে—কত মজা হবে, মনে ক'র্‌বে, রাজকুমারটা কি পাগল ছিল।

অনাথ। হরিনাম ক'র্‌লে কি রাজকুমার থাকে না?

নসী। না, পাঁচ বেটাতে যা বলে, তাই তো নাম। আমায় যেমন নসে পাগ্‌লা বলে, তোমায় তেম্‌নি বিশে পাগ্‌লা কি অনা পাগ্‌লা—যা হয় একটা ব'লবে। লোকের কি, শালাদের আমি দেখেছি, যে বেটারা তাদের মতন পাগল না হয়, আপনার মজায় থাকে, তারেই বলে পাগল। কোন শালা ধনের কাঙাল, কোন শালা মানের কাঙাল, কোন শালা মেয়ে মানুষের কাঙাল, কোন শালা ছেলের কাঙাল—যে শালা

কেঙ্গ্‌লাবৃত্তি না করে, সে শালাই পাগল।

অনাথ। না নসীরাম, তুমি পাগল নও, তোমার সঙ্গে আমি থাক্‌বো, তোমার কথায় আমার বড় প্রাণ ঠাণ্ডা হয়।

নসী। আমার সঙ্গে তোমার বন্‌বে কেন ভাই?

অনাথ। কেন?

নসী। দেখ, তোমার একদিকে সখ, আমার একদিকে সখ। আমি মনে করি কারুর তোয়াক্কা রাখ্‌ব না, আর তুমি মনে কর, বেশ একটা সুন্দরী ছুঁড়ী হবে, সে তোমায় ব'লবে ভালবাসি, তুমি তাকে ব'লবে ভালবাসি; তোমার চাই লোকজন, কেউ যদি না কাছে থাকে, নিদেন একটা নসে পাগ্‌লা চাই। আর আমি কি চাইব, তা খুঁজেই পাইনি।

অনাথ। নসীরাম, তোমার কি সংসারে চাইবার কিছুই নাই?

নসী। চাইবার মত জিনিষ একটা দেখিয়ে দাও, পাই না পাই তবু একবার চাই। সব ভুয়ো, সব ভুয়ো, সব ভুয়ো! সুন্দরী ছুঁড়ী—পুড়ে ছাই হবে; লোকজন—কোথায় যাবে, তার ঠিকানা নাই; টাকাকড়ি—আজ ব'লছো তোমার, তোমার হাত থেকে গেলেই ওর, আবার ওর হাত থেকে গেলেই তার, না যদি খরচ কর তো দু'হাতে দুমুটো ধুলো ধর না কেন, বল—এই আমার টাকা, এই আমার টাকা। একটা জিনিষের মতন জিনিষ দেখিয়ে দিতে পার তো চাই।

অনাথ। তুমি যে হরি হরি কর, হরিকে চাও না?

নসী। আরে দূর—যে আমার জন্য ঘুরে বেড়ায়, তারে আবার চাইব কি!

অনাথ। তুমি কি বল, হরি তোমার জন্য ঘুরে বেড়ায়?

নসী। বেটা ঘুর্‌বে না; আমি তো আমি—পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গ সবার জন্য ঘুরে বেড়ায়। কি খাবে, কোথা থাক্‌বে, আমি ওই মজাই দে'খে বেড়াই। খালি লুকোচুরি খেল্‌ছে—সকলেরই সাম্‌নাসাম্‌নি বেড়াচ্ছে, সকলকে দিচ্ছে, কিন্তু সবাই মনে ক'র্‌ছে, আমি বাগিয়ে নিলেম। তুমি যদি একবার দেখ, তোমার নাচ-তামাসা ভাল লাগ্‌বে না। ঘর, ঘর পুতুলোবাজী। তার ক'রে নাচাচ্চে, আর নাচ্চে। তা তোমায় এক কথা বলি, শোন,—পাঁচ জনের তোয়াক্কায় যদি ভাই ফের তো আমার সঙ্গে ব'ন্‌বে না, আর যদি মজাদারী আমিরী চাও তো পায়ের উপর পা দিয়ে আমার সঙ্গে ব'সে আমিরী কর।

অনাথ। নসীরাম, এ সব তোমায় কে শেখালে?

নসী। দেখেছি।

অনাথ। কি আশ্চর্য্য, আমি রাজপুত্র হ'য়ে দিবানিশি জ্ব'ল্‌ছি, আর তুমি ভিখারী, তুমি নিশ্চিন্ত আছ।

নসী। এ তো একটা আশ্চর্য্য দেখ্‌লে, অমন ঠাউরে দেখ তো আরও কত আশ্চর্য্য দেখ্‌তে পাবে, দেখে দেখে অরুচি ধ'রে যাবে।

অনাথ। আচ্ছা নসীরাম, তোমায় যদি কেউ বন্দী করে?

নসী। বন্দী করে কি—ক'রেছে, পাঁচ ভূতে ক'রেছে, নইলে আমি রাজারাজড়ার বেটা, এমন ক'রে প'ড়ে থাকি? খালি উড়ুর বুড়ুর চুড়ুর—যেন কুপোর ভিতর ভূত পুরেছে!

অনাথ। তুমি রাজপুত্র?

নসী। তুমি কি বল হেংলা ঘরের ছেলে? তা হ'লে কেঙ্‌লাপনা ক'রে বেড়াতেম। আমার বাবার হুকুম না হ'লে গাছের পাতাটাও নড়ে না।

অনাথ। তবে তোমায় পাঁচ ভূতে বন্দী ক'রেছে কেমন ক'রে?

নসী। বাবা বেটা মাথাপাগ্‌লা, দিলে দিনকতক বন্দী ক'রে। সখ—সখের ওপর কাজ! কে কথা কইবে বাপু, তার যে সখ সেই ভাল, বুঝ্‌ছ না, সে যে কর্ত্তা।

অনাথ। নসীরাম, তুমি আমার কাছ থেকে যেও না।

নসী। আমি যাব না, তুমি না স'রে যাও।

মন্ত্রীর প্রবেশ

মন্ত্রী। কুমার, আপনাকে মহারাজ ডাক্‌-ছেন।

অনাথ। চলুন।

নসী। চ'ল্লে যে?

অনাথ। মহারাজ ডাক্‌ছেন, আমার উপায় তো নাই।

নসী। তাই তো বলি—তোমার কাছে থাক্‌বো, এই হ্যান্‌ ক'র্‌বো, অমন লম্বাই চৌড়াই কর কেন? আর অমন ক'র না, কাণ-মলা খেয়ে চ'লে যাও, স্রোতের কুটো হ'য়ে পড়, যে দিকে নিয়ে যায়, যাও। বেশ ক'রে বুঝে দেখ, তোমার এক্তার কিছুই নাই, সবই হরির ইচ্ছা—যাও।

[অনাথনাথ ও মন্ত্রীর প্রস্থান।

সোণার প্রবেশ

সোণা। মুখপোড়া এইখানে ছিল, গেল কোথা?

নসী। দেখ, তুমি যদি হরিনাম কর, আমি খানিক শুনি।

সোণা। হরিনাম তো ক'র্‌বোই, আগে মুখপোড়ার মুখে আগুন জেবলে দিয়ে নিশ্চিন্দি হই।

নসী। ইস্‌, তো বেটীর ভারী তেজ! হরি তোর হাতছাড়া হ'তে পার্‌বে না। লক্ষ্মী সোণা, তুমি একবার হরি বল, তোমার মুখে হরিনাম বড় মিষ্টি হবে, তোমার পায়ে পড়ি—বল।

সোণা। ও মা, একি গো, ভাল হাড় জবালানে লোক; ব'লছি বাবু——হরিবোল, হরিবোল!—এখন যাই?

নসী। আচ্ছা, আবার যখন ইচ্ছায় হরি ব'ল্‌বে, আমায় শুনিও।

সোণা। হরি বলান তো হরি ব'ল্‌বো।

[সোণার প্রস্থান।

নসী। ও বেটী, তুমি এমন সেয়ানা, তোমার হরির উপর ভার! ঠিক বুঝেছিস্‌—সেই বেটার উপর সব ফেলে দে, আর তোর যা খুসী, তাই ক'রে বেড়া। [প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বিশ্রাম-গৃহ

রাজা ও কাপালিক

কাপা। অনিষ্ট-আশঙ্কা নৃপ, হেরি অতিশয়।
রাজ্যময় প'ড়েছে ঘোষণা,
পুত্রবধূ প্রতি তব মজিয়াছে মন।
প্রজার জীবন ধন কুমার তোমার,
সৈন্য ফেরে তাহার ইঙ্গিতে,
শঙ্কা হয় চিতে,
চারিভিতে জবলিবে বিদ্রোহানল।
মহাবল পুত্র তব, শিক্ষিত সৈনিক দলে
প্রবেশিলে রণে হবে দুর্নিবার,
শক্তি কারু না হইবে রোধিতে তাহারে,
তাই কহি ত্যজ এ বাসনা।

রাজা। শুন কহি, ক'রেছি যে সুকৌশল;
আজি রাজ্যে করিব প্রচার,
সোণা নামে দূতী যে তোমার,
পাণি তারি করিব গ্রহণ,
তাহে এ সন্দেহ হবে দূর।

কাপা। এ কি কথা!
হবে তাহে ঘৃণার ভাজন,
সবে কবে মতিভ্রম জন্মেছে তোমার;
পদচ্যুত করিয়া তোমায়,
কুমারে অর্পিবে সিংহাসন।
তাই কহি নাহি প্রয়োজন,
ছাড় বিরজায়।
কুমার যদ্যপি পুন মিলে তার সনে,
বোঝাব প্রজায়, রাজপুত্র শত্রু-অনুগত,
কেহ আর সাপক্ষ না হবে তার।

রাজা। বিরজায় কেমনে পাইব?

কাপা। কৌশল করিব পরে।
বৈরীভাবে কুমারে হেরিবে প্রজা,
বন্দী কর কিম্বা বধ' প্রাণ,
তাহে কেহ না করিবে দোষারোপ।

রাজা। না না, এ নহে উপায়;
প্রাণ যায় বিরজা বিহনে,
প্রাণের বারতা মম কুমারে জানাব,
প্রাণ ভিক্ষা লব,
মেগে লব বিরজারে।
পুত্র মম অতি সদাশয়,
বিরোধী না হবে তাহে;
যাও তুমি আসিছে কুমার।

[কাপালিকের প্রস্থান।

অনাথনাথের প্রবেশ

শুন পুত্র, প্রাণ ভিক্ষা মাগি তোর ঠাঁই!
মুগ্ধ প্রাণ বিরজার রূপের ছটায়,

নারীরত্ন আমারে কর রে সমর্পণ।
নহে ইচ্ছা যদি,
নিজ হস্তে বধ এ জীবন।
প্রাণের মালিন্য মম ক'রেছি প্রকাশ,
কহ বৎস, যেবা তব হয় অভিলাষ।
যাবে প্রাণ বিরজা বিহনে,
হও যদি বাদী, কহিনু নিশ্চয়,
পিতৃ-বধ লাগিবে তোমায়।
জেনো পুত্র, আমি আর নহি রে আমার,
বুঝহ ব্যভার,
পিতা হ'য়ে পুত্রে কেবা হেন বাক্য কহে!
কর তুমি যথা অভিরুচি।

অনাথ। তুমি ইষ্ট, তুমি শ্রেষ্ঠ, সাক্ষাৎ বিধাতা,
অভিলাষ কর তুমি যার—
সে মম জননী সম।
তুমি রাজা, প্রজা আমি তব,
আজ্ঞা যেবা হবে সেই নিয়ম আমার,
কর দেব, যথা অভিরুচি।

রাজা। লোক-মুখে শুনি, পুত্র, ভয় গণি মনে,
প্রজাগণে তোমার কারণে
বিরোধী হইবে মম।
শুনি সৈন্যদল বিদ্রোহ-অনল—
প্রজ্বলিত করিবে নগরে।
রাজ্যে সবে তব আজ্ঞা মানে,
বিশৃঙ্খল কর নিবারণ।

অনাথ। তুমি রাজ্যেশ্বর, র'য়েছে নফর,
কার সাধ্য বাদী হবে তব?
তব ইচ্ছা যাহা, কে রোধিবে তাহা,
কার আছে অধিকার?
বিশৃঙ্খল কভু নাহি হবে;
কিন্তু এক ভিক্ষা পায় মাগি নররায়,
নফরে বিদায় দেহ।
শুন মতিমান্, করিব সন্ধান,
কেন নরে দেহ ধরে,—
ভ্রম হয় মনে কিবা প্রয়োজনে
আসিয়াছি ধরাধামে!—
পশুর সমান,
মানবের মরণ কি পরিণাম?

রাজা। শুন পুত্র, ত্যজ এ বিরাগ,
সিংহাসন রাজ্যধন করিব অর্পণ,
রহিব বিরলে আমি বিরজারে ল'য়ে।
মম আশীর্ব্বাদে চির সুখে যাবে দিন,
পিতৃঋণ হবে শোধ;
আজি তোর পরাইব মুকুট মাথায়।
মন ফিরাতে না পারি,
তাই লাজ পরিহরি
ভিক্ষা চাই তোর ঠাঁই।

অনাথ। চিরদিন হিত চিন্তা কর তুমি মম,
তবে কেন কর আজি অহিত কামনা?
যাই পিতা, যদি থাকে স্নেহ,
বাধা নাহি দেহ,
বিজনে বসিয়া করিব হরির পদ ধ্যান।
যদি কভু হয় ভাগ্যোদয়,
পাই কভু দরশন,
সুধাইব তাঁরে ধরা-কারাগারে—
কেন আনি রাখেন মানবে?
বাসনায় বাতুলের প্রায়,
সুখ-আশে ভাসে আঁখিনীরে,
এ কেমন বিধান তোমার?

নসীরামের প্রবেশ

নসী। তবে রে বেকুব, তার পাঁঠা সে যদি লেজের দিকে কাটে, তোর কি রে? এ কেন, ও কেন, ওরে কৈফিয়েৎ দাও। তোমার বাপের খাতাঞ্জি কি না! যাবি চ'লে যা, বাপের কাছে মায়া-কান্না কাঁদ্‌তে এসেছেন!

রাজা। নসীরাম, সব সময় পাগ্‌লামো ভাল লাগে না।

অনাথ। এ'রে পাগল ব'ল্‌বেন না।—
যে সুখ-আশায় উন্মাদ মানবকুল,
অদ্ভুত বাতুল সেই সুখ ঠেলে পায়।
নাহি প্রয়োজন, স্বেচ্ছাচারী পবন যেমন,
ক্ষোভহীন আকাঙ্ক্ষা-বর্জ্জিত,
হেন জন কখন কি দেখেছ ভূপাল?
বাঞ্ছিত এ উন্মত্ততা কার ভাগ্যে ঘটে!
পিতা,
উপদেশ পেয়েছি এ উন্মাদের ঠাঁই,
রাজ্য নাহি চাই,
চ'লে যাই—প্রণাম চরণে।

[অনাথনাথের প্রস্থান।

রাজা। নসীরাম, শোন শোন—দেখ্‌ছি অনাথ তোমার কথা শোনে, তুমি ওরে শান্ত হ'তে বল, আমি ওরে রাজ্য দিচ্ছি, রাজ্য-প্রান্তে

নিৰ্জ্জন কুটীরে অবস্থান কচ্ছি, ওকে বল, যেন কোন বিশৃঙ্খলা না ঘটায়।

নসী। হ্যাঁ, ওর সাধ্যি কি যে বিশৃঙ্খল করে! সে শেক্‌লা-শিক্‌লি বাঁধা, যার পর যা, আমি অমন ঢের রাজপুত্র দেখ্‌লেম!

রাজা। নসীরাম, তুমি ঠাণ্ডা কর, তুমি যা চাও, তা দেব।

নসী। দেবে তো? এই কথা রইল? মনে ক'র্‌ছ, পাগ্‌লা বেটা ভুলে যাবে—চাইবে না, আমি একদিন এসে চাইব।

[নসীরামের প্রস্থান।

রাজা। যা হবার হবে, প্রাণের চেয়ে কি আছে! আমি বিরজাকে নেব—স্বয়ং যুদ্ধ ক'র্‌বো, প্রাণ যায়, অধিক অনিষ্ট কি হবে, বিরজাকে না পেলে তো মৃত্যু!

কাপালিকের প্রবেশ

কাপা। মহারাজ, উদ্বিগ্ন হবেন না, আমি সকল কথা শুনেছি। আমার উপর সকল ভার দিন, আমায় আপনার নামাঙ্কিত মোহর দিন, আপনি বিরজাকে ল'য়ে বিলাসভবনে থাকুন, আমি সব সুশৃঙ্খলা ক'চ্ছি।

রাজা। এস তাই হবে, তুমি যা জান কর, কুমারের অভিপ্রায় ভাল বুঝ্‌লেম না।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

ছায়া-কানন

অনাথনাথ ও নসীরাম

অনাথ। প্রভু—গুরু—পতিতপাবন!—দয়াময়! আমায় ব'লে দিন, হরি কোথায়?—কোথায় তাঁর দর্শন পাব?

নসী। আরে বাঃ বাঃ বাঃ, ছিলেম নসে, তুমি যে কতকগুলো নাম দিয়ে ফেল্লে!

অনাথ। প্রভু, বঞ্চনা ক'রবেন না, আমি অজ্ঞান, আমায় জ্ঞানদৃষ্টি দিন,—বলুন, তিনি কোথায়?

নসী। দেখ, আমিও তোমার মতন জিজ্ঞাসা ক'রে বেড়াতেম, তা শালারা ব'ল্‌তো কি জান —'গোলোকে', আ মর্, গোলোক কোথা রে বাপু!—ভবলোক, তপলোক, জনলোক এই কতকগুলো লোক না ব'লে,—বলে তার উপর, আমি কিছুই বুঝ্‌তে পারতেম না। তার পর একদিন এক জায়গায় কথা হ'চ্ছে, প্রহ্লাদ ব'লে একটা ছোঁড়া ছিল, সে অমনি দিন নাই, দুপুর নাই, হরি হরি ক'রে ডাক্‌তো, আর হরি অম্‌নি আস্‌তো। আমি ঠাওরালেম, আমিও সেই রকম হরি হরি ক'র্‌বো; হরি হরি করি, আর চোখ চেয়ে দেখি, কেউ কোথাও নাই! আবার খাবার দাবার যোগাড় ক'র্‌তে হয় কি না, এদিক্‌ ওদিক্‌ যাই; একদিন মনে ক'ল্লেম, আর খাব না, বেটাকে খুব ডাকি; রাত দুপুরের সময় ধড়াতে ছানা চিনি, আর কত কি তোরে ব'ল্‌বো—নিয়ে এসে বলে 'খা'।

অনাথ। প্রভু, আমি হরির দেখা পাব?

নসী। পাবি; সে ভেড়ের ভেড়ে একটা পাগ্‌লা, পরের ভাব্‌না ভেবেই মরে, যে আপনার ভাবনা ভাবে না, হরি তারই ভাবনা ভাবে।

অনাথ। প্রভু, আমি অজ্ঞান, আমায় বুঝিয়ে দিন, সকলেই তো আপনার ভাব্‌না ভাবে।

নসী। তা বাপু, সেইটি ভাব্‌তে পাবে না; যে যতটুকু আপনার ভাব্‌না ভাব্‌বে, সে তত-টুকু তফাতে থাক্‌বে।

অনাথ। প্রভু, ভাব্‌না তো দূর হয় না!

নসী। আরে, তুই যে মজা বুঝ্‌তে পাচ্ছিস্‌নি,—ক্রমে পার্‌বি। কি জানিস্‌, যখন তোর জন্যে আর একজন ভাব্‌ছে, তোর এত ভাবনার দরকার কি? এই বোঝ্‌ না কেন, যখন ছেলে ছিলি, তুই মজা ক'রে মাই খেতিস্‌, আর তোর মা মাগী ভেবে ম'র্‌তো, আর এখন যদি না ভাবিস্‌, হরি তোর জন্যে ভাব্‌বে; কিন্তু বাবা, ভাবের ঘরে চুরি কোর না, ঠিকঠাক—কেউ কাট্‌তে আসে, ফিরে চাইবি নি, মজাসে হরি-বোল হরিবোল ক'র্‌বি—হরি বেটার বাপের মাথা ব্যথা, তলোয়ার এসে ধ'র্‌বে। তোরে ব'ল্‌ছি কি, প্রহ্লাদকে আগুনে পোড়াতে গিয়ে-ছিল, হরি সেখানে গিয়ে তারে কোলে ক'রে ব'স্‌লো। বুঝেছি—তুই মনে ক'র্‌ছিস্‌ কি জানিস্‌—যদি না ধরে? না ধরে নাই ধ'র্‌বে, এমন তো লোক মারা যাচ্ছে, এমন নয় যে, ফিকির ক'রে কেউ বেঁচে আছে, তুইও না হয় মারা গেলি।

অনাথ। প্রভু, মন কি স্থির হবে?

নসী। স্থির হবে, ও মন বেটার এক মজা দেখেছি, যদি রাত-দিন হরিবোল বলা অভ্যেস করিস্, তাহ'লে মন বেটা হরি হরিই ক'র্‌বে; যখন এটা সেটা ভাব্‌না আস্‌বে, তখনই তুই হরি হরি ক'র্‌বি, তখন ভাব্‌না শালা পালাবার পথ পাবে না; আমার তো ভাই, এই হ'য়েছিল।

অনাথ। প্রভু, পদধূলি দিন, আপনার কথায় আমার ভরসা হ'চ্ছে।

নসী। ও ভয়-ভরসা দু'শালাই শত্রু! তোর ভয়েও কাজ নাই, ভরসায়ও কাজ নাই, আর কথায়ও কাজ নেই। আয়, হরি হরি করি—হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল!

অনাথ। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল!

শম্ভুনাথের প্রবেশ

শম্ভু। রাজকুমার, আসুন।

অনাথ। কোথায় যাব?

নসী। কাজ কি তোর মাথা ব্যথায়, যেখানে হোক নিয়ে যাক্ না, তুই হরি হরি ক'র্‌তে ক'র্‌তে যা।

অনাথ। প্রভু, প্রণাম!

নসী। আমিও তোকে প্রণাম করি, যে হরি হরি করে, তাকে আমি প্রণাম করি।

অনাথ। প্রভু, করেন কি, এতে যে আমার অপরাধ হয়!

নসী। আ—গেল যা, যার যা ইচ্ছা করুক না, তুই কেন হরি হরি কর্ না।

অনাথ। গুরু, যে আজ্ঞা—হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল!

শম্ভু। কুমার, আসুন।

[অনাথনাথ ও শম্ভুনাথের প্রস্থান।

মাধুলী ও বিরজার প্রবেশ

মাধুলী। আপনি ব'ল্‌তে পারেন, কুমারকে কোথায় নিয়ে গেল?

নসী। তোমার কুমারের তোয়াক্কা যে রাখে, তাকে জিজ্ঞেস্ কর গে, সেই হরিকে জিজ্ঞেস্ কর গে।

বিরজা। হরি কে?

নসী। যে ওই কুমারের তোয়াক্কা রাখে।

বিরজা। আমি তো তাঁকে চিনি নি।

নসী। না চেন, আমি কি ক'র্‌বো বল? কিন্তু চিন্‌লেই চিন্‌তে পার, একবার মন খুলে জিজ্ঞেস কর্‌লেই হয়—'হরি, কে তুমি?'

মাধুলী। ও সেই পাগল, ও ব'ল্‌চে, ভগবান্‌কে জিজ্ঞেস্ কর।

নসী। আ—গেল যা, আমি ভগবান্‌কে জিজ্ঞেস ক'রতে ব'ল্‌ছি, আমি হ'লেম পাগল—আর তোরা একটা মানুষকে জিজ্ঞেস ক'র্‌ছিস্, যার চোক বুজ্‌লেই অন্ধকার—আর তোরা হ'লি ভাল। সত্যি, তামাসা কর্‌ছি নি, তুই হরিকে জিজ্ঞেস করিস্ না, সব ব'ল্‌বে।

মাধুলী। হরির কোথায় দেখা পাব বল, যে জিজ্ঞেস ক'র্‌বো?

নসী। আ গেল যা, এই একজনের সঙ্গে ব্যাড় ব্যাড় ক'রে ব'ক্‌লেম, আবার ওর সঙ্গে বকি, যে দিন হরিকে খুঁজ্‌বি, সেই দিন হরি এসেই ব'লে দেবে, কোথায় তাঁর দেখা পাবি; এখন যাকে খুঁজ্‌তে যাচ্ছিস্ যা।

মাধুলী। আমরা রাজকুমারকে খুঁজ্‌চি।

নসী। তা আমার কি?

বিরজা। আপনি তো রাজবাড়ী যান, আমায় তত্ত্ব জেনে দিতে পারেন?

নসী। আমি কিছুই পারি নি।

[নসীরামের প্রস্থান।

বিরজা। সখি, কি উপায় করি—রাজকুমারের সন্ধান কিরূপে পাই? আমার মনে মনে বড় অনিষ্ট আশঙ্কা হ'চ্ছে।

মাধুলী। দেখ, এদিকে সেই স্বামিজী আস্‌ছে, যে রক্ষীরা রাজকুমারকে নিয়ে গিয়েছিল, তার একজন এর সঙ্গে, একটু আড়ালে দাঁড়াই, ওরা কি বলে শুনি।

[উভয়ের অন্তরালে গমন।

শম্ভুনাথ ও কাপালিকের প্রবেশ

কাপা। কি—সন্ধান ক'রে দেখ্‌লে যে বিরজা সেথায় নাই?

শম্ভু। সে খালি বাড়ী, কেউ সেখানে নাই।

কাপা। রক্ষকেরা কি ব'ল্লে?

শম্ভু। একটা স্ত্রীলোক আসে যায়, এই মাত্র।

কাপা। কে সে স্ত্রীলোক?

শম্ভু। তা তারা জানে না।

কাপা। তবে সে সেই স্ত্রীলোকের দ্বারাই ষড়্যন্ত্র ক'রে পালিয়েছে, কে সে স্ত্রীলোক, সন্ধান কর।

শম্ভু। সকলে বলে, সেই স্ত্রীলোকের সঙ্গে রাজার বিবাহ হবে।

কাপা। অ্যাঁ সোণা না কি! রাজা তো প্রচার ক'রেছে, সোণার সঙ্গে তার বে হবে; সোণা বেটী কি কিছু ষড়্যন্ত্র ক'রেছে নাকি! —রাজকুমারকে আমার আশ্রমে রেখে এসেছ?

শম্ভু। আজ্ঞে, সে খবর তো আপনাকে পাঠিয়ে দিয়েছি, দু'জন রক্ষী সেখানে আছে, তিনি আর পালাতে পার্‌বেন না।

কাপা। শম্ভুনাথ, সন্ধান ক'রে তুমি এ দু'টো মেয়েকে ধর, তা হ'লেই তোমাকে আমি চেলা ক'র্‌বো, বেশী দূর তারা যেতে পারেনি, চতুর্দ্দিকে লোক পাঠাও, আমিও ঢে'ড়্‌রা পিটে দিচ্ছি।

শম্ভু। তাদের তো আমি চিনিনি।

কাপা। একজন পরমা সুন্দরী, অমন সুন্দরী কখনও দেখনি। যাও, সন্ধান কর—কি হয়, আমার আশ্রমে খবর দিও।

শম্ভু। যে আজ্ঞা।

[শম্ভুনাথের প্রস্থান।

কাপা। ইস্, দু'বেটী হাত ছাড়া হ'য়ে গেল! সিংহাসন তো নিশ্চয় পাব, সমস্ত ভার পেয়েছি। এখন কোন সুযোগে রাজাকে বধ ক'র্‌তে পার্‌লেই হয়। ভাল কথা, আমার লোকের দ্বারা বন্দী ক'রে প্রকাশ ক'রে দিই যে, ব্যামো হ'য়েছে; না খেতে দিয়ে মেরে ফেল্‌বো, প্রজারা দেখ্‌বে—জীর্ণ-শীর্ণ হ'য়ে ম'রেছে। আর কুমারকে তো আজ রাত্রে বলি দেব। আমার একটা বড় দোষ হ'য়েছে, মদ খেয়ে ঘুমিয়ে সব মনের কথা ব'লে ফেলি, সোণা বেটী কতক কতক শুনেছে, তা এ ষড়্যন্ত্র সে বেটী কি বুঝ্‌তে পার্‌বে?

[কাপালিকের প্রস্থান।

বিরজা ও মাধুলীর পুনঃ প্রবেশ

বিরজা। মন্দ অভিসন্ধি ধরে পাষণ্ড দুর্জ্জন,
সন্দেহ নাহিক কিছু তার।
শুনিলে, কুমার বন্দী আছে ওর ঘরে,
কিরূপে উদ্ধার করি—

হায় সখি, অদ্ভুত ধাতার বিড়ম্বনা!
যেই জন করে মম মঙ্গল কামনা,
অমঙ্গল পদে পদে তার।
আমি কালভুজঙ্গিনী,
লো সঙ্গিনি,—
যে আমারে সাদরে হৃদয়ে ধরে,
দংশে তার করি প্রাণ নাশ;
যথা আমি—তথা হাহাকার,
একি বিধি বিধাতার!
মগধে লো ছিলাম যখন,
জ্বলিল সমরানল,
রাজা প্রজা সকলে বিকল,
বিশৃঙ্খল সমুদায়।
এসেছি হেথায়,
রাজ্য যুড়ি পূর্ণ অত্যাচার করিছে বিহার।
দেব সম রাজার কুমার
বন্ধ আজি পাষণ্ডের ছলে।
ভূপতির জন্মিল দুর্ম্মতি,
হের সখি, তোমার দুর্গতি,—
অলক্ষণা কে আছে এমন আর,
বুঝি সখি, কৃতান্ত—শঙ্কায়
নাহি করে আমারে স্মরণ!
ঝাঁপ দিই যদি শুকাইবে নদী,
যদি সই, চিতায় প্রবেশি—
উত্তাপ হারাবে হুতাশন,
বিষধর দংশন ভুলিবে,
ক্ষুধাতুর ব্যাঘ্র ফিরে যাবে,
দুর্গম কান্তার স্থান নাহি দিবে মোরে,
এত ছিল এ ছার কপালে!

মাধুলী। সখি, বিলাপের নহে এ সময়,
প্রাণপতি বিষম বিপদে,
চল সতি, তাঁহার নিকটে,—
পত্নী হয় সঙ্কটে সঙ্গিনী।
শুন ধনি,
এ রোদনে ফল কিবা হবে;
যথা পতি, চল আশুগতি,
যদি কোন না হয় উপায়,
তাঁর যেই গতি—
সে দশায় রবে দুই জনে,
অধিক কি হবে আর।

বিরজা। কপট সন্ন্যাসী কোথা পেতেছে
নিবাস,

চল, তত্ত্ব ল'য়ে যাই তথা,—
বল-বুদ্ধি সকলই আমার তুমি।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কাপালিকের গৃহ

অনাথনাথ ও সৈনিকদ্বয়

অনাথ। দুর্দ্দম এ মন মানে না বারণ,
চিন্তানলে জ্বলে—
তবু পতঙ্গের প্রায়
ঝাঁপ দেয় অনল-শিখায়।
হরি হরি হরি—
এ কি, কোন মতে ফিরাতে না পারি,
যাক মন যায় যেই দিকে,
রসনায় হরিগুণ করি গান।
হরি হরি হরি—
কোথা হরি?
হেরি মনোনেত্রে প্রতিমূর্ত্তি তাঁর।
মম শক্তি নাই হরি নাম গাই!
গুরু, গুরু! এস দয়া ক'রে,
দেহ বল, হরিনাম গাইব কেবল।
এস গুরু, বল হরি হরি,
হরিনাম শুনুক অধম।
ধায় মন বারণ সমান,
বারণ না মানে।
হরি—হরি—হরি!

ভূতনাথ, শম্ভুনাথ ও সোণার প্রবেশ

ভূত। আচ্ছা, তোমরা এখন গড়ে যাও।

[সৈনিকদ্বয়ের প্রস্থান।

শম্ভু। সত্যি ব'ল্‌ছো?

সোণা। সত্যি না তো কি মিছে? তুমিও যেমন, ও বুড়ো বিট্‌লেকে কি আমার ভালো লাগে!

ভূত। তুমি আমায় দয়া কর।

শম্ভু। কি—আমার সঙ্গে আগে কথা হ'য়ে গিয়েছে।

সোণা। আগু পাছু নাই, আমার এক নিয়ম আছে, এই মদের কলসী নাও, এই দুটো পাত্র নাও, যে বেশী খাবে, আমি তার হবো।

ভূত। আচ্ছা, লাগে।

সোণা। তোমরা মদ খাও, আমি গান করি।

গীত

মদমত্ত মাতঙ্গিনী উলঙ্গিনী নেচে ধায়।
নিবিড় কুন্তলদল বিজড়িত পায় পায়॥
নখরে অরুণ ছোটে, পদচিহ্নে পদ্ম ফোটে,
মকরন্দ-গন্ধ-অন্ধ ভৃঙ্গবৃন্দ গুঞ্জি ধায়॥
অট্টহাস্য অবিরত, তড়িত প্রকট কত,
উজ্জ্বল ঝলকে আলো কালো বরণ-ঘটায়॥

মত্ত হইয়া ভূতনাথের পতন

শম্ভু। এই দেখ চাঁদ, এ শালা কুপোকাৎ!

সোণা। ও তোমার চেয়ে তিন পাত্তর বেশী খেয়েছে, আমি গুণেছি।

শম্ভু। আমি ওর চেয়ে ছ'পাত্র বেশী খাব —দেখ।

সোণা। তা হলেই তোমার।

শম্ভু। বেশ, তুমি কাছে এস! (পতন)

সোণা। (অনাথনাথের প্রতি) বাবা, এই বেলা পালাও।

অনাথ। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল!

সোণা। বাবা, আমার কথা শোনো, পালাও, না হ'লে তুমি প্রাণে মারা যাবে।

অনাথ। মা, একে আমি মন স্থির ক'র্‌তে পাচ্ছিনি, আবার বিড়ম্বনার উপর বিড়ম্বনা কেন?

সোণা। বাবা, শোনো, তোমায় এখনই নর-বলি দেবে, ও দুরন্ত কাপালিক।

অনাথ। মা, যদি হরির ইচ্ছা হয়, আমি নিবারণ ক'র্‌বো কি ক'রে! গুরু, প্রভু—এস, তুমি আমার হ'য়ে হরিনাম কর, আমি পাচ্ছিনি।

সোণা। কি হবে, এখনি যে সে আস্‌বে; রাজপুত্র, কথা শোনো, তোমার বাপ তোমার শত্রু, এ কাপালিক তোমায় নরবলি দেবে, সিদ্ধ হবার জন্য নরবলি দেবে, প্রাণরক্ষার চেষ্টা কর।

অনাথ। মা, কোথায় যাব? মৃত্যুভয় নাই—এমন স্থান কোথায় পাব? মৃত্যু তো আছেই, সে ভয় করি না, আক্ষেপ—এ জীবনে হরিনাম করা হ'লো না!

মাধ্‌লী ও বিরজার গান করিতে করিতে প্রবেশ

গীত

হরি বলা হলো না—
বাসনা নয় তো বশে,
বোঝে না আশার ছলনা!
রসনা থাক্‌তে বশে, মন রস' না নামের রসে,
ফির্‌বে না হায়, দিন ব'য়ে যায় বৃথা অলসে;—
ভবসিন্ধু-মাঝে বিষম ঢেউ,
দীনবন্ধু বিনা সেথা বন্ধু নাই রে কেউ,
একা ভেকা চেয়ে রবি, কে পারে নেবে বল না,
পাবে চরণ-তরী, বল হরি,
হরি বোল ভুলো না!

অনাথ। আহা, আহা! কে ভাই তোমরা? আবার গাও, আমি শুনি।

সোণা। এ আবার কি পাপ এল, সেই মুখ-পোড়া এ মাগী দুটোকে দেখ্‌তে পাঠিয়েছে নাকি? কে তোরা, বেরিয়ে যা।

মাধ্‌লী। মা, আমরা ভিখারী, ভিক্ষা চাই।

সোণা। এখন যাও, ভিক্ষা পাবে না।

বিরজা। অন্য ভিক্ষা হেতু, মাগো,
আসি নি হেথায়, ভিক্ষা তব পায়,
দেহ এই নৃপতি-কুমারে,
মম প্রাণপতি মতি গতি ও চরণে,
ভিক্ষা দেহ প্রাণধনে।
মা গো, আমি বড়ই দুখিনী,
আমার কারণ রাজপুত্র এ দশায়;
সঙ্গিনী আমার,—
অট্টালিকা করি পরিহার,
ভ্রমে ভিখারিণী বেশে।
তুমি নারী, বোঝ মা নারীর ব্যথা!
হে জননি, দেহ দান পুরাও বাসনা,
ল'য়ে যাই জীবনসর্ব্বস্ব মম।

সোণা। অ্যাঁ! কে তুমি, তুমি কি বিরজা?

বিরজা। হাঁ মা, সেই অভাগিনী,
পতি কাঙ্গালিনী!
মনে হয় শুনি তব স্বর,
কারাগারমুক্ত দাসী তোমার প্রসাদে,
এ ঘোর বিষাদে কর মোরে পরিত্রাণ।

সোণা। মা, তোমার পতিকে ল'য়ে যাও, শীঘ্র ল'য়ে যাও। সে দুরন্ত কাপালিক এখনই আস্‌বে, তোমার পতিকে নরবলি দেবে, তার কামনা; তুমি সাবধানে থেকো, তোমারও ধর্ম্ম-নষ্টের চেষ্টায় ফির্‌চে, যাও, শীঘ্র তোমার স্বামীকে নিয়ে যাও।

বিরজা। এস প্রাণনাথ, এস হৃদয়-ঈশ্বর,
থেক না এ কারাগারে আর;
চল যাই দুই জনে বিজন প্রদেশে,
নাহি যথা নরের আবাস—
রব বনে বাঁধিয়া কুটীর,
ব্যাঘ্র-ভল্লুকের সনে করিব মিত্রতা,—
চল নাথ, শীঘ্র যাই প্রতারণা নাহি যথা।
কি ভাবিছ লোচন মুদিয়ে—
দেখ চেয়ে দাসী তব ধরে পায়,
এস নাথ! বিলম্বে বিপদ হবে।

অনাথ। কে তুমি—হরিনামে বাধা দাও?

বিরজা। আমি দাসী—বিরজা।

অনাথ। তুমি জননী আমার!
তব প্রেম বাসনা পিতার,
মাতৃসম মানি তোমা।
যাও মাতা, হেথা তব কিবা প্রয়োজন?

বিরজা। প্রভু, কারে কি ব'ল্‌ছেন! আমি বিরজা, আপনার দাসী।

অনাথ। তুমি রাজরাণী রাজার গৃহিণী,
জননী আমার।

বিরজা। হা বিধাতঃ—এত ছিল তোর মনে! (মূর্চ্ছা)

মাধ্‌লী। সখি সখি—এ কি!
উতলার নহে ত সময়, উঠ, আসন্ন বিপদ,
এখনই আসিবে সেই কপট সন্ন্যাসী,
ভাব লো রূপসি,
পর-স্পর্শে কি দশা ঘটিবে।
হে কুমার, এ কি তব ব্যবহার—
মজালে বালায়—মজিলে আপনি,
বিনা দোষে ঠেল পায় অবলায়!
ছি ছি, হায় এই কি উচিত আচরণ,
অকারণ কেন প্রাণ দাও,
পত্নীরে মজাও!

অনাথ। এ কি বিঘ্ন—
গুরুদেব, কোথা তুমি, হরি হরি হরি!

সোণা। ও বাছা, সর্ব্বনাশ হ'লো, ঐ পোড়ারমুখো আস্‌ছে, আমি যা বলি, সায় দিয়ে যেও, ভয় পেয়ো না।

কাপালিকের প্রবেশ

কাপা। সোণা, এরা কারা?

সোণা। এরা দু'জন ভিখারী।

কাপা। দেখি দেখি—না, এ প'ড়ে কে? বাঃ বাঃ! যা চাই তা ঘরে ব'সে পাই, তবে রে বেটী, ভিখারী!

সোণা। তোর তো খুব ঠাওর—আমি দেখ্‌ছিলেম, তুই বুঝ্‌তে পারিস্ কি—কি; আর এ ছুঁড়ী কে জানিস্? যাকে আমার সঙ্গে ওকে আন্‌তে পাঠিয়েছিলি, যে তোমার বড় বিশ্বাসী! দু'জনে ষড় ক'রে ভিখারী সেজে পালাচ্ছিল, পড়্‌বি তো পড় আমার চোখে।

কাপা। তবে রে বেটী, আমার সঙ্গে দাগাবাজী! বেটী তাই তোমার অত পায়ে ধ'রে কান্না—আমি মনে ক'র্‌লেম, বেটী ভালমানুষ, তোমার পেটে পেটে এত!

অনাথ। হরি—হরি—হরি, এখানে বড় বিঘ্ন! এ স্থলে মন স্থির থাকে না।

গমনোদ্যত

কাপা। কোথা যাও—ব'স, তুমি বন্দী।

অনাথ। প্রাণের মমতা কেন ছাড় অকারণ!
কেন মোরে কর নিবারণ!
যাব, ছাড় পথ—
বিরলে, করিব আমি হরিপদ ধ্যান।

কাপা। রক্ষি, রক্ষি, ধর—এ কি!

সোণা। আ ম'লো, মুখপোড়ারা চুরি ক'রে মদ খেয়েছে, আমি কি সব দিক্ দেখ্‌তে পারি, এ দিকে সাম্‌লাবো, না ওদিকে দেখ্‌বো!

অনাথ। আরে ভণ্ড তপস্বী দুর্জ্জন—
নিবারণ কর মোর গতি!

কাপালিককে আক্রমণ

মাধুলী। কুমার, ও আপনাকে নরবলি দেবার জন্যে এনেছে, ও কালীর নিকট আপনাকে বলি দিয়ে সিদ্ধ হবে, ওকে ছাড়বেন না, বধ করুন!

অনাথ। কহ শীঘ্র, থাকে যদি প্রাণের মমতা,
কেন চাহ বধিতে আমায়?
কহ সত্য,
মিথ্যা যদি কহ, লব প্রাণ।

কাপা। না কুমার, ও দুশ্চারিণী, ওর কথা শুনবেন না, রাজা আপনাকে বধ ক'র্‌বার আজ্ঞা দিয়েছেন, আমি এনে লুকিয়ে আপনাকে রেখেছি, বাইরে গেলে রাজদূতেরা ধৃত ক'র্‌বে, সেই জন্য আপনাকে যেতে দিচ্ছিনি।

মাধুলী। কুমার, আমার কথা শুনুন, এ ভণ্ড তপস্বী, ও মনে ক'রেছে যে, আপনাকে বলি দিলে দেবী ওর প্রতি প্রসন্না হবেন, আপনি কি শোনেন নি যে, কাপালিকেরা সিদ্ধ হবার জন্য নরবলি দেয়? সত্য মিথ্যা ওর সঙ্গিনীকে জিজ্ঞাসা করুন।

সোণা। বজ্জাত ছুঁড়ী, এত মিথ্যা কথা! কুমারকে ও প্রাণের মতন ভালবাসে।

অনাথ। এ কি সত্য?

কাপা। না কুমার, ও দ্বিচারিণী—মিথ্যাবাদী।

মাধুলী। কুমার, কাপালিকের কথায় ভুল্‌বেন না, ও আপনাকে বধ ক'র্‌বে।

অনাথ। কেন মিছে করিছ গোপন,
মাংসপিণ্ডে যদি তব থাকে প্রয়োজন,
দেহ বলি, সিদ্ধ হোক অভীষ্ট তোমার;
জান না কি, প্রাণের মমতা নাহি রাখি!
উঠ—চল, কোথা তব দেবী—
ইচ্ছায় দিতেছি প্রাণ বলি।
অন্তকালে বুঝিব এ মনে,
কারু প্রয়োজনে লাগিল এ কলেবর;
চল—চল বধ্যভূমে,
এই হেতু কেন এত প্রতারণা!
স্মরি হরি ত্যজিব জীবন,
দেহে আর নাহি আকিঞ্চন মম;
ফুরায়েছে জীবনের সাধ।

কাপা। হে কুমার, ভয়ে কথা রেখেছি গোপন,
তুমি সদাশয়,
দেবী-পদে অর্পিলে জীবন,
কৈলাসে পাইবে স্থান।
পূর্ণ হবে বাসনা আমার,
পাব আমি ইষ্টদেবী দরশন,
যেবা হয় কর মতিমান্!

অনাথ। চল, কোথা তব প্রয়োজন।

কাপা। তুমি বলবান্,
যদি বলির সময় হও অন্যমন,
প্রাণ নাহি দেহ বিসর্জ্জন,
উৎসর্গ করিয়া যদি নাহি দিই বলি,

হবে জীবনের তপস্যা বিফল।
যদি কৃপা ক'রে পরহ বন্ধন,
তবে হয় প্রত্যয় আমার।

অনাথ। বাঁধ মোরে—
হরি হরি—দেখা দিও চরম সময়!

কাপা। (অনাথনাথকে বন্ধন করতঃ) সোণা, এইবার তুই আয়।

সোণা। আমি কোথা যাব, এরা যদি পালায়? আমি রইলেম।

কাপা। হাঁ হাঁ, ঠিক ঠিক, তুই থাক্।

[অনাথনাথ ও কাপালিকের প্রস্থান।

সোণা। তোমার সখীকে তোল, বড় বিপদ।

মাধুলী। বিরজা, ওঠ, পতির জীবন সংশয়—প্রকৃতিস্থ হও।

বিরজা। কি বল?

মাধুলী। ব'ল্‌বার সময় নাই, ওঠ।

বিরজা। (উঠিয়া) কি ব'ল্‌ছো, কুমার কোথায়?

সোণা। যা ব'ল্‌ছে, দেখ্‌তে পাবে; যদি সাহস থাকে এস, আমায় সাহায্য কর, নয় পালাও। এরা শত্রুর অনুচর, সুরাপানে অচেতন হ'য়ে আছে; চেতন হ'লে সর্ব্বনাশ হবে।

ভূত। কি বাবা সোণামণি, বাঁধছো কেন চাঁদ?

শম্ভু। তো শালাকে নরবলি দেবে; শালা, আমার সঙ্গে—সোণা আমার, তা জানিস্!

ভূত। না বাবা গুরুজি, কেটো না, আমি তোমার সোণাকে চাইনি; চ'লে যাচ্ছি।

[ভূতনাথের গড়াইতে গড়াইতে প্রস্থান।

শম্ভু। যাচ্ছ কোথা শালা!—সোণামণি, আমার হাত খুলে দাও, আমি শালাকে ধ'রে আন্‌ছি—ধর শালাকে—

[শম্ভুনাথের গড়াইতে গড়াইতে প্রস্থান।

সোণা। ওদের গাছের সঙ্গে বাঁধ্‌তে হবে, তা নইলে পালাবে।

বিরজা। মা, কুমার কোথায়?

সোণা। দেখ্‌বে এস—সাহস কর।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

কালী-মন্দির

কাপালিক ও অনাথনাথ

কাপা। মা ভবানি! আমায় যা স্বপ্ন দিয়েছিলে, আমি তাই কচ্চি, প্রেমিক রাজপুত্রকে বলি দিচ্ছি, পদ্মিনী কন্যার ধর্ম্ম নষ্ট ক'চ্ছি, এবার কিন্তু মা, আমায় রাজা ক'র্‌তে হবে।

অনাথ। হরি, দীনবন্ধু হরি, একবার দেখা দাও, এ চরম সময় একবার দেখা দাও! কই, এলে না? আহা এ সময় যদি একবার গুরু-দর্শন পেতেম! মা ভৈরবি, বড় আশায় তোমার পদে মস্তক অর্পণ কচ্চি; মা, শুনেছি, তোমার পূজা ক'রে ব্রজাঙ্গনারা হরিকে পেয়েছিল, দেখো মা দয়াময়ি, আমার পূজা বিফল না হয়! মাগো, তোমার পদে অন্য বাসনা নাই, একবার সেই রাঙ্গাচরণ দেখ্‌বো, এইমাত্র প্রার্থনা। মা ত্রিতাপহারিণি, তাপিতকে মনোমত বর দাও।

কাপা। এস, এই হাড়িকাঠে মস্তক দাও।

অনাথ। আমায় যে বেঁধে রেখেছ, আমি তো নড়্‌তে পাচ্চি নি।

কাপা। এস, গড়িয়ে গড়িয়ে এস। তুমি বড় ভাগ্যবান্; মাংসপিণ্ড শরীর—ভৈরবীর পূজা হবে, করালবদনী তোমার রুধির পান ক'রবেন। মা, পূজা নাও—জয় মা!—(খড়্গ উত্তোলন)

বিরজা ও মাধুলীর সহিত সোণার প্রবেশ এবং অন্য খড়্গ দ্বারা কাপালিককে আঘাত করণ

কাপা। ওঃ! (পতন)

সোণা। বিরজা, তোমার পতির বন্ধন মুক্ত ক'রে ল'য়ে যাও। যাও বিরজা, আর দেরী ক'রো না, বন্ধন খুলে দাও। আমি অপবিত্র হস্তে পবিত্র রাজকুমারকে স্পর্শ ক'র্‌বো না। সোণা, সোণা, তোরে সকলেই ঘৃণা ক'রেছে, সকলেই পায়ে ঠেলেছে, কেউ কখনো তোকে মা বলেনি, এই রাজকুমার তোকে 'মা' ব'লেছে। সোণা, তোর শুষ্ক স্তনে ক্ষীর এসেছে! সোণা, 'মা' কথা কি মিষ্টি! আমায় মা ব'লেছে, রাজকুমার আমায় মা ব'লেছে! সোণা, তুই তোর বেটাকে বাঁচালি, তোর কাজ ফুরিয়েছে। বাবা,

আর একবার মা ব'লে যাও! মা ভৈরবি, তোমাকেও বলি থেকে বঞ্চিত ক'র্‌বো না, একজনের পরিবর্ত্তে দুইজনের শোণিত পান কর। (স্বীয় প্রাণবধে খড়্গোত্তোলন)

নসীরামের প্রবেশ

নসী। আরে থাম থাম থাম! (দেবীর উদ্দেশে) বাঃ বাঃ! খুব নাচ নাচাচ্ছিস্! দে তো তোর তলোয়ারখানা—ও মাগী, কত খেলা খেল্‌বি যে মনে ক'রেছিলি, এরই মধ্যে ম'র্‌বি!—দেখ্, ধার রাখিস্ নি, ধার রাখিস্ নি, সব শোধ ক'রে যা।

সোণা। বেশ ব'লেছিস্ পাগ্‌লা—ম'র্‌বো না, ম'র্‌বো না, ম'র্‌বো না, এখনও বাকী আছে, আমি সব শোধ দিয়ে যাব। পাগ্‌লা, তুই কি আমার মনের কথা টের পাস্? যদি ভালবাস্‌তে পার্‌তেম্ তো তোকে ভালবাস্‌তেম্।

নসী। দেখ্, অত জাঁক করিস্‌নে, ভালবাস্‌তে ব'ল্‌ছিস্ কি, ভালবাসিস্।

সোণা। দূর মুখপোড়া, জানিস্‌নি—আমার প্রাণ মরুভূমি!

নসী। আবার হরিনামে জল ব'য়ে যাবে।

সোণা। তোর মুখে আগুন, তোর হরির মুখে আগুন। আমার কাজ আছে, আমার কাজ আছে।

কাপা। ওঃ! প্রাণ যায়—জল—

সোণা। এখনও মরিস্‌নি—এই মর্। (মারিতে উদ্যত)

নসী। আরে না, না,—ও আগে হরি বলুক, তবে ম'র্‌বে। ওরে জল দে, জল দে! জল খা, আর হরি বল্।

কাপা। না না—আমায়—জল—দাও—

নসী। হরি বল্ আর জল খা, হরি বল্ আর জল খা। ওরে ও ছুঁড়ীরা, তোরাও হরি বল্ না!

অনাথ। গুরু, প্রভু!

নসী। কেও, তুমি হেথা? দেখ্‌লে—তোমায় তো কাট্‌তে নিয়ে এসেছিল—দেখ, হরি তোমার ভাবনা ভেবেছে, এই মাগী বেটীকে ক্ষেপিয়েছে। এখন আমার কথায় বিশ্বাস হ'লো? যা চলে যা—নিৰ্জ্জনে ব'সে হরিকে ডাক্‌গে যা।

অনাথ। প্রভু, গুরু, অধমের মস্তকে পা দিন।

নসী। এই নে, (মস্তকে পদ প্রদান) আর ঘ্যান্‌ঘ্যান্ করিস্ নে, সময় ব'য়ে যায়, যাবি তো যা, নইলে চ'ল্লেম। বল—হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল! ওরে ও ছুঁড়ীরা, তোরাও বল্ না—হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল!

অনাথ। প্রভু, যে আজ্ঞা—হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল!

[অনাথনাথের প্রস্থান।

কাপা। জল—

নসী। জল খাবি তো হরি বল্।

কাপা। হরি—ব'ল্‌ছি—জল—দাও—(মৃত্যু)

নসী। দেখ্‌লি কি বরাত, হরি ব'লে ম'লো! ওর আর বরাত কি, সকলই হরির ইচ্ছা, কি বলিস্? তোরা সেই জিজ্ঞেস্ কচ্ছিলিনি—হরি কোথায়? আমি তোদের বল্‌ছি, তোরা একবার হরিনাম কর্। আ গেল যা, চুপ ক'রে রইলি যে?—তুই তো মনে ক'রেছিস্ ম'র্‌বি, তা কেন জীয়ন্তে মরা হ' না, হরিনামে মরা হ' না, বল—হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল!

সকলে। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল!

নসী। কেমন, প্রাণ ঠাণ্ডা হ'চ্ছে? হরিনামে কেমন মজা দেখ্‌লি, জীয়ন্তে মরা হ', হরিনামে মরা হ'।

বিরজা। প্রভু, আমি যেখানে যাই, সেইখানেই সর্ব্বনাশ, আমার জীবনে ফল কি?

নসী। দেখ্, সব দিন সমান যায় না, আজ সর্ব্বনাশ, কাল তুই যেখানে যাবি, সেখানে আনন্দ! একবার হরিনামে মাত দিকিন্—ছিঃ! তোমার সোণাপানা মুখখানা পেঁচার মত হ'য়ে র'য়েছে কেন?

সোণা। দ্যাখ্ পোড়ারমুখো, আমার কীর্ত্তি দেখেছিস্, আমার সঙ্গে লাগিস্‌নি।

নসী। তবে রে পাজী বেটী, তোর বাবার কীর্ত্তি! তোর সাধ্যি কি তুই মারিস্—এই তলোয়ার নে দেখি, আমায় মার দেখি! যার কাজ, সেই ক'চ্ছে, তুই বল্—হরি হরি! তোরাও হরি হরি বল্।

সোণা। দূরে হোক্, মুখপোড়ার কাছে থাক্‌বো না।

[সোণার প্রস্থান।

বিরজা। প্রভু, আমি অভাগিনী, আমি মহাপাতকী, রাজকুমারকে সন্ন্যাসী ক'রেছি।

নসী। ক'রেছিস্ ক'রেছিস্; অমন ঢের মহাপাতকী দেখেছি, হরিনাম ক'র্‌লে আর পাপ থাক্‌তে হয় না; নাম ক'র্‌লে প্রাণ ঠাণ্ডা হয়, আর পাপ কিসের রে! তোরা গাইতে পারিস্? একটা হরিগুণ গা দেখি, কেমন পাপ আমি দেখি। কেমন মা, হরিনাম ক'র্‌লে পাপ থাকে? ওই দেখ্, মা ব'ল্‌ছে—'না।'

বিরজা। প্রভু, আমায় পায়ে রাখুন, আমি বড় তাপিত!

নসী। আ ম'লো, আমার পায়ে ধ'চ্ছিস্ কেন? ওই রাজকুমারের কাছে শিখ্‌লি বুঝি —আমি নসে পাগ্‌লা, আমার পায়ে ধ'রে কি হবে? গা না, হরিগুণ গা—তোরা দু'জনেই গা। ওই মা ব'ল্‌ছে, হরিনাম শুন্‌বে, মা বেটী বড় হরিনামের কাঙ্গাল রে! গা গা— প্রাণ ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে, যদি মিছে হয় তো আর কখনও হরিনাম করিস্‌নি। কেমন মা, প্রাণ ঠাণ্ডা হবে না? হুঁ—ওই দেখ্।

বিরজা ও মাধুলীর গীত

দিয়া ভাই করতালি, বদন ভরে হরি বলি।
নামে শ্যাম আস্‌বে ধেয়ে,
বাঁকা হ'য়ে বাজাবে মোহন মুরলী॥
হরিনামে মাতো ওরে প্রাণ,
আনন্দে উঠ্‌বে তুফান,
প্রেম-লহরে ভাস্‌বে অভিমান;
শমনকে দিয়ে ফাঁকি হরি ব'লে নেচে চলি॥

নসী। কেমন ঠাণ্ডা হ'লো—হরিনামে মরা হ'।

বিরজা। প্রভু, শিখিয়ে দিন।

নসী। ওর আর শেখাশিখি কি—সোজা। বাঁচার নাম তো পাঁচটা দেখা, পাঁচটা কাজ করা; তোরা কিছুই ক'র্‌বিনি, খালি হরি হরি ক'র্‌বি—বুঝেছিস্? মজায় থাক্‌বি—বড় প্রাণের আরামে থাক্‌বি।

বিরজা। প্রভু, আমার মতন পাতকীকে হরি দয়া ক'র্‌বেন?

নসী। দয়া কি রে—তাঁর ওই কাজ, তাঁর একটা নাম হ'লো পতিতপাবন; যে আপনাকে পতিত ভাবে, হরি তার পেছনে পেছনে ফেরে; হরিগুণ গেয়ে বেড়া—হরি সঙ্গে সঙ্গে ফির্‌বে; আমি চ'ল্লেম।

[নসীরামের প্রস্থান।

মাধুলী। সখি, কোথায় যাবে?

বিরজা। যেখানে দু'চোক যায়, পারি যদি এই পাগলের মতন পাগল হব।

মাধুলী। আমিও দেখি, যদি জীয়ন্তে মরা হ'তে পারি। [উভয়ের প্রস্থান।

শববাহকগণকে লইয়া সোণার প্রবেশ

সোণা। এই দিকে আয়, নিয়ে চল, সৎকার ক'র্‌বো, মুখে আগুন দি, এদিকে নিশ্চিন্দি হই—তার পর—

১ বাহক। এ কি—এ যে খুনী লাস!

সোণা। ঐ বিল্বপত্র খুঁড়ে দেখ, টাকার ঘড়া দেখ, আর কি চাস্? এ তোদের।

২ বাহক। ওরে, ঢের টাকা!

সোণা। সর্ব্বনাশি, নরবলি তো খেয়েছ, চল এখন, তোমায় জলে ফেলে দিয়ে আসি, সোণা তোমার পূজা ক'র্‌তে পার্‌বে না।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

রাজসভা

নসীরাম ও সোণা

নসী। ওরে শোন্ শোন্, তোর নাম কি?

সোণা। কেন রে পাগ্‌লা, আমার নামে দরকার কি?

নসী। তোরে নিয়ে ঘর ক'র্‌তে হবে, আর নামটা জেনে নেব না?

সোণা। আ মর্ মুখপোড়া, তুই আমায় নিয়ে ঘর ক'র্‌বি কি রে?

নসী। তা জানিস্ নি? তোর জন্যে আমার বড় মন টান্‌ছে, তোকে ছেড়ে আমি যেতে পারবো না।

সোণা। কেন রে পাগ্‌লা, আমায় ছেড়ে যেতে পার্‌বি নি কেন?

নসী। মনের মানুষ পেলে কি কেউ ছেড়ে দেয়, বল্ না, তোর নাম কি—বল্ না?

সোণা। আমার নাম সোণা। আমি তোর মনের মানুষ হ'লেম কেমন করে?

নসী। সেই যে সে দিন থেকে,—সেই যে দিন হরি ব'লে ছিলি! তোর বড় জোরের হরি বলা রে, 'হরিবোল' সবই মিষ্টি, যে ভয়ে ভয়ে হরি বলে, সেও মিষ্টি, কিন্তু যে হরির তোয়াক্কা না রেখে হরি বলে, তার আমি পায়ে ঘুরি।

সোণা। ঘুরিস্ এখন, এখন যা, রাজা আস্চে।

নসী। রাজা দেখে তুই ভুল্ গে যা, আমি তোকে দেখে ভুলে আছি।

সোণা। আ মর, ন্যাক্‌রা করিস্ নাকি?

নসী। আচ্ছা থাক, তোমায় আমি বাগিয়ে নিচ্চি, তবে আমার নাম নসে। মনে ক'রেছ, আমায় ফাঁকি দেবে, সে যো নাই, নসে পায়ে-ধরা, তোর পায়ে প'ড়্‌বো।

রাজার প্রবেশ

রাজা। কি সোণা, কি হ'লো?

সোণা। আজ ব্রত শেষ হ'য়েছে, আজই বিয়ে হবে।

রাজা। কি রকম—আমার উপর তুই মন দেখ্‌লি কেমন?

সোণা। তা খুব, কিন্তু তাকে বিরজা ব'লে ডাক্‌তে পাবেন না।

রাজা। কি ব'লে ডাক্‌বো?

সোণা। ওই সোণা, তার বড় ভয়, যদি তারে আপনি লোকনিন্দায় ত্যাগ করেন।

রাজা। আমি তোমায় সব ব'লেছি, আমি সকলকে আস্‌তে ব'লেছি—সকলকার সাম্‌নে ব'ল্‌বো।

সোণা। সে কি বলে জানেন—বলে, "আমায় রাজার যেন মনে ধরেছে, সভার লোক যদি বিশ্রী বলে?"

রাজা। তা বলুক, যা বলে বলুক গে, আমি বিরজার।

সোণা। ওই দেখুন, আপনি বিরজা ব'ল্‌ছেন।

রাজা। তবে কি ব'ল্‌বো?

সোণা। বলুন, আমি সোণার—সোণা আমার।

নসী। আমি সোণার—সোণা আমার।

সোণা। ও পাগ্‌লা মড়া এখানে কি করে?

নসী। তোমার জন্য ঘোরে।

রাজা। সোণা, তুমি আমার ক'নে জুটিয়ে দিচ্চ ·দেখ, আমি তোমার বর জুটিয়েছি।

সোণা। যেমন দেবেন, তেম্‌নি পাবেন।

রাজা। কেন, তোমার পছন্দ হবে না নাকি?

সোণা। আমার তো খুব পছন্দ!

রাজা। এস নসীরাম, এদিকে এস, তোমার হাতে হাতে স'পে দিই এস।

নসী। দিন তো মহারাজ—দিন তো—মাগী বড় গ্যাদারে!

সোণা। মহারাজ হাতে হাতে স'পে দিচ্চেন—আপনার সোণাকে না নেয়।

রাজা। সে সোণা কোথায় পাবে, সে আমার হৃদয়কক্ষে চাবী দেওয়া থাক্‌বে।

নসী। চাবী দিয়ে কোথায় রাখ্‌বে—বজ্র আঁটুনি ফস্‌কা গেরো—আমি নেবো।

রাজা। ইস্—নসীরাম, আজ যে বড় প্রেমিক হ'য়েছ!

নসী। হব না—দেখেই লোক শেখে, রোজ রোজ পিরীত দেখ্‌ছি, আর শিখ্‌বো না?

রাজা। সোণা, দেরী হ'তে লাগ্‌লো—যাও।

সোণা। আপনি সবাইকে ডাকান, সে তো আপনার হাতেই আছে।

রাজা। সকলে এল ব'লে—তুমি যাও।

সোণা। আমি যাচ্ছি, সহচরীদের সঙ্গে তাকে পাঠিয়ে দিই গে, আপনি ব'লে রাখ্‌বেন, কেউ কিছু না নিন্দা করে।

রাজা। তুমি ঐ কথা একশবারই ব'ল্‌ছো কেন?—যাও না।

সোণা। আমি কি ব'ল্‌ছি, সোণা যেমন বলে, তাই বলি।

নসী। এটী মহারাজ, ঠিক ব'লেছে—যেমন বলাচ্ছে, তেমনি ব'ল্‌ছে।

রাজা। তবে তুমি সভায় নিয়ে এস।

সোণা। আচ্ছা, আমি চ'ল্লেম।

[সোণার প্রস্থান।

নসী। ও সোণা, আমায় পায়ে ঠেলে যেও না, আমি তোমার জন্যই ঘুর্‌ছি—গেলে—যাও, আবার আস্‌তে হবে।

মন্ত্রীর প্রবেশ

মন্ত্রী। মহারাজ, এ কি সর্ব্বনাশ ক'রেছেন—সোণাকে বিবাহ ক'র্‌বেন নাকি?

রাজা। তোমার অত তত্ত্বে প্রয়োজন নাই, আমি রাজা, আমার আজ্ঞামত কার্য্য কর।

মন্ত্রী। মহারাজ, ঐ কুৎসিতার প্রতি আপনি কেন অনুরাগী হ'লেন?

রাজা। আমার ইচ্ছা।

নসী। তা বই কি—যার যাতে মন।

সভাসদ্‌গণের প্রবেশ

সভাসদ্‌। মহারাজ, অপরাধ মার্জ্জনা হয়, যা শুনছি, এ কি সত্য?

রাজা। হাঁ, সত্যই শুনেছ, আমি সোণাকে বিবাহ ক'র্‌বো—

পরিচারিকার সহিত অবগুণ্ঠনবতী
সোণার প্রবেশ

রাজা। এস প্রিয়ে, এই সিংহাসনে ব'স।

সোণা। (কপটস্বরে) প্রাণনাথ, আমি সভাজনকে ভয় করি।

রাজা। প্রিয়ে, তোমার ভয় কি, তুমি আমার হৃদয়েশ্বরী! সভাজনকে একবার তোমার চন্দ্রবদন দেখাও, তা হ'লে সকলে বুঝ্‌তে পার্‌বে যে, কি নারীরত্ন আমি গৃহে এনেছি।

সোণা। এ'রা যদি আমার রূপ দেখে নিন্দা করেন, তখন আপনি কি ত্যাগ ক'র্‌বেন?

রাজা। প্রিয়ে, কেন বার বার একথা ব'ল্‌ছো?

সোণা। প্রাণনাথ, মালা পর! (মাল্যদান) দেখ্‌বেন, পায়ে ঠেল্‌বেন না।

রাজা। আমি শপথ ক'র্‌ছি, তুমি আমার জীবনসঙ্গিনী, আজ হ'তে তুমি রাজ্যেশ্বরী! তোমার আজ্ঞায় রাজ্য চ'ল্‌বে, আমি তোমার দাস মাত্র। সভাসদ্‌ সকলে শোনো—মন্ত্রী শোনো—আজ হ'তে রাজ্য আমার প্রিয়ার নামে, এই রাজদণ্ড হাতে দিলেম। কি, কেউ কথা ক'চ্চো না যে?

মন্ত্রী। মহারাজ, আমরা রাজভৃত্য—আমাদের কথার অধিকার কি, আপনার যেরূপ আজ্ঞা, তাই হবে।

রাজা। প্রিয়ে, অবগুণ্ঠন খোল, সভার সকলে তোমার চন্দ্রবদন দেখুক।

সোণা। প্রাণেশ্বর—এই যে ঘোম্‌টা খুলেছি। (অবগুণ্ঠন উন্মোচন)

রাজা। এ কি—তুই কে?

সোণা। তোমার প্রাণপ্রিয়ে সোণা।

রাজা। কালামুখি, দূর হ'।

সোণা। হৃদয়েশ্বর, প্রাণনাথ, আপনার শপথ ভুল্‌বেন না, আপনি তো ব'লেছেন, দাসীকে কখনও ত্যাগ ক'র্‌বেন না।

রাজা। কি এ, আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি?

সোণা। হৃদয়েশ্বর, যে আপনার পুত্রবধূর প্রতি কামকটাক্ষ করে, যে আপনার পুত্রকে সন্ন্যাসী করে, যে আপনার বংশধরকে দুরন্ত কাপালিকের করে বধের নিমিত্ত অর্পণ করে, হৃদয়েশ্বর, তার দশা আর কি হ'য়ে থাকে? আমায় কুৎসিতা ব'লে ঘৃণা ক'র্‌ছেন—আমি বাহ্যিক কুৎসিত, কিন্তু আপনার অন্তর কত কুৎসিত!—একবার বিবেচনা ক'রে দেখুন, আমিই আপনার যোগ্যা নারী; আমায় বধ ক'র্‌তে চান করুন, কিন্তু এ কলঙ্ক আপনার ঘুচ্‌বে না। ধিক্‌! সতীর সতীত্ব নষ্ট করার নাম কি ধর্ম্ম? জানেন না, জগজ্জননী শিবানী সতীর আদর্শ! যিনি পতি-নিন্দা শুনে দক্ষযজ্ঞে প্রাণত্যাগ ক'রেছিলেন, তিনি সতীর সতীত্ব নাশে প্রসন্না হবেন—এই কি আপনার ধারণা? যদি মনুষ্যত্ব দূর না হ'য়ে থাকে, যদি নিতান্ত মোহান্ধ না হন, একটু বিবেচনা ক'রে দেখ্‌লে বুঝ্‌তে পার্‌বেন যে, এত দিন ধর্ম্ম করেন নাই—কেবল কাপালিকের কুপরামর্শে কামবৃত্তি তৃপ্ত ক'রেছেন। জগদীশ্বরী আপনার উপর বিরূপা। সভাস্থ সকলেই শুনুন,—দুরন্ত কাপালিকের ছলে আমার সতীত্ব নষ্ট হয়, এই মূঢ় রাজার নিকট আবেদন করি, ইনি কাপালিকের পক্ষ হ'য়ে আমার আবেদন উপেক্ষা করেন, আজ আমি তার প্রতিশোধ নিয়েছি।

রাজা। ধিক্‌ আমায়!

[রাজার প্রস্থান।

সোণা। প্রাণেশ্বর, কোথা যাও—দাসীকে ফেলে কোথায় যাও? তুমি পায়ে ঠেল্‌বে ঠেল, আমি তোমায় ছাড়্‌বো না।

[সোণার প্রস্থান।

নসী। ও সোণা, কোথায় যাও—তুমি যে আমার প্রাণ কেড়ে নিয়েছ, তুমি আমায় একবার নাম শুনিয়ে যাও।

[নসীরামের প্রস্থান।

মন্ত্রী। সকলে স্ব-স্থানে যাও, এ কথার না আর আন্দোলন হয়।

সভাসদ্‌। মন্ত্রী মহাশয়, কার মুখ বন্ধ ক'র্‌বেন!

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

নদী-তীর

রাজা

রাজা। কেন আর এ ভববন্ধন,
এ জীবনে ফল কিবা আর!
ছি ছি ঘৃণা ধরে না হৃদয়ে,
রাজা হ'য়ে কত আর সহে,
প্রস্তর বাঁধিয়া গলে পশিব সলিলে,
যেন দেহ নাহি পায় কেহ।
ধিক্‌—মরিলে কি যাবে অপমান!
আরে কাম—
বুঝি নাই এতদিন তোর প্রতারণা,
বন্ধু হ'য়ে রহ তুমি দেহে,
পরিণাম দুরন্ত এমন!
ছি ছি ছাড়িলাম পুত্রের মমতা,
কলঙ্কে না করিলাম ভয়,
রাজ্যেশ্বর—হইলাম বেশ্যার ঘৃণিত,
আর সব কত,
যথা যাব হাসিবে সকলে,
কবে—'এই কাম অন্ধ দুরাচার!'
ছি ছি, গেল মান—প্রাণ তো গেল না!
আর কেন,
প্রস্তর বাঁধিয়া গলে ঝাঁপ দিই জলে।

নসীরামের প্রবেশ

নসী। ছিঃ ছিঃ ছিঃ! ম'রো না, ম'রো না, মরো না, মানবজন্ম পেলে, হরিসাধন হ'লো না, এখন কি ম'র্‌তে আছে? চল, হরি ব'লে চল, এ দিক্‌ তো দেখে নিলে, মরা তো আছেই, একবার ওদিক্‌ দেখে নাও,—তখন আর ম'র্‌তে চাইবে না, তখন মনে হবে, জন্ম জন্ম মানবদেহ ধরি আর হরিসাধন করি; এম্‌নি মিষ্টি নাম! হরি বল, প্রাণের জ্বালা থাকবে না। ম'র্‌তে তো হবেই, তেড়ে-ফুড়ে মরা কেন?

রাজা। নসীরাম, আর আমি এ কালামুখ দেখাব না।

নসী। না দেখাও, বেশ তো, নির্জ্জনে ব'সে হরিনাম কর। তুমি অত ভাব্‌ছ কেন? মাগীতে সকলকেই কাণে পাক দে নিয়ে বেড়ায়, মাগীর জন্য সকলেই উন্মত্ত, তুমি কেবল ধরা প'ড়েছ। তোমায় একটা চুপি চুপি কথা বলি শোন—রাজা যুধিষ্ঠির ঠাকুরকে ব'লেছিলেন যে, চিরযৌবনা কুন্তীকে দেখে তাঁরও মন চঞ্চল হ'য়েছিল। তুমি কি মনে কর, এ ইন্দ্রিয়গুলো কম, ওরা আপনার আপনার কাজ ক'রেছে, তোমায় ভুলিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে, এখন ওই বেটাদের জব্দ ক'রে হরিনাম কর।

রাজা। ছি ছি! কি লজ্জা—কি ঘৃণা!

নসী। হরি বল, তখন ব'ল্‌বে—কি আনন্দ! বল দেখি—হরি বল—হরি লজ্জা-নিবারণ, হরি বল, তোমার লজ্জা থাক্‌বে না। ঠেকে তো শিখেছ, এখন সংসারের মুখে ছাই দিয়ে হরির দোহাই দাও। ম'রে কি হবে, হরি-নাম তো ক'ত্তে পাবে না। আমি মনে করি, চিরকাল বেঁচে থাকি, আর হরি হরি করি। শোন—হরি লজ্জা-নিবারণ।

রাজা। আমার এ দারুণ লজ্জা কে নিবারণ ক'র্‌বে! আমি আর সমাজে মুখ দেখাব না, আত্মহত্যাই আমার উচিত পরিণাম।

নসী। আচ্ছা, হরি বল, তার পরে ম'রো এখন। রাজা মনে ক'রে দেখ, তুমি ব'লেছিলে—রাজ্যে যদি গোলযোগ না হয়, আমি যা চাব তাই দেবে। মনে কর, যখন তোমার ব্যামো আরাম করি, তখনও তুমি ব'লেছিলে, যা চাব, তাই দেবে। এখন আমায় দাও, আমি ভুলিনি।

রাজা। তুমি কি চাও?

নসী। আমি তোমার মনটি চাই, তোমার মনটি নিয়ে আমি হরিনাম শেখাই।

রাজা। তোমার কথা শুনে আমার লজ্জা-হীন মুখে হাসি আসে।

নসী। বেশ তো, হাস্‌তে কাঁদ্‌তে তো এসেছ, হরিগুণ গাও, খানিক হাস—খানিক কাঁদ।

রাজা। নসীরাম, তুমি কে—তুমি তো আমায় ঘৃণা কর না।

নসী। আমি তোমায় ঘৃণা ক'র্‌বো কেমন ক'রে, আমি যে তোমারই মত ইন্দ্রিয়-দাস। দেখ, দুর্লভ নরজন্ম পেয়েছি, হরিনামে অনুরাগ হ'লো না, তাই তোমায় হরিনাম ক'র্‌তে সাধি। তোমার মুখে হরিনাম শুনে যদি হরিনাম ক'র্‌তে সাধ হয়। বল, হরি বল, আর মিছে সময় কাটিও না, মিছে কাজে অনেক দিন গিয়েছে, বল ভাই, হরি বল।

রাজা। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল!—হরি কি আমায় পায়ে রাখ্‌বেন?

নসী। তোমার কাজ তুমি কর, তাঁর কাজ তিনি ক'র্‌বেন। হরি না পায়ে রাখ্‌লে, রাজা, তোমার কি সাধ্য যে, তুমি হরি বল, হরিই তোমায় হরি বলাচ্ছেন—বল, হরি বল।

রাজা। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল!

নসী। নাম নিয়ে কি প্রাণ শীতল হ'চ্চে না? তোমার প্রাণে প্রাণে হরি ব'ল্‌ছেন না যে, হরিনাম কর্‌, তোর লজ্জা নিবারণ ক'র্‌বো। ওই শোন, ওই আমার হরি ব'ল্‌ছেন, "কে রে তাপিত, আয় আমার কোলে আয়, আমি তোর তাপ দূর ক'র্‌বো।" চল, হরি ব'লে নেচে চল—বিষয়সুখে জলাঞ্জলি দিয়ে হরি ব'লে ধেয়ে এস—হরি বল ভাই, নসে পাগ্‌লাকে কৃতার্থ কর।

রাজা। নসীরাম, তুমি আমায় পায়ে স্থান দাও, তুমিই আমার হরি।

নসী। ছিঃ ছিঃ! কুকুরকে ঠাকুর বলো না; আমি হরির দাস—আ-মর্‌ নসে, সে যে মস্ত কথা রে—হরির দাস, তার দাস—তার দাস—ও নসে, সেও যে একটা মস্ত কথা রে—আমি একটা নসে পাগ্‌লা। তোমার মনটি আমায় দাও ভাই, তা নইলে তুমি মিথ্যাবাদী হবে।

রাজা। আমি তো মন দিতে জানি না, তুমি নাও।

নসী। তবে হরি বল, হরি ব'লে চ'লে যাও, নির্জ্জনে গে হরিকে ডাক।

রাজা। কোথায় যাব?

নসী। যেখানে হরি নিয়ে যান।

রাজা। সেই ভাল—হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল!

[রাজার প্রস্থান।

নসী। ও নসে, সর্ব্বনেশে, তুই আবার কি ক'র্‌বি? সেই মাগীটের ওপর মন প'ড়েছে—আ মর্‌! তোর এত মাথা ব্যথা কিসের রে! আমার খুসী, তোর কি?

সোণার প্রবেশ

সোণা। আমি এখন কোথায় যাই, পোড়ার-মুখো ছিল এক রকম—এখানে ব'সেই খানিক গাই।

নসী। চুপ চুপ—শিকার জুটেছে।

সোণার গীত

ভাতারকে পুরে গালে,
উঠ্‌লো কাক-ধ্বজরথে।
স'রে যা, সর্ব্বনাশী আস্‌বে এই পথে॥
কুলো হাতে কালামুখী সিঁদুর মুচেছে,
ছিল হেলা-গোলা ভাঙ্গড় ভোলা,
সেটা ঘুচেছে,
ছারকপালীর এম্‌নি নোলা সকল রুচেছে:
নয় তো সোজা যায় না বোঝা,
চলে রাঁড়ী কি স্রোতে॥
ধোঁয়ার মত আঁধার-বরণ কায়,
তেল বিনা চুল রুক্ষু হ'য়ে হাওয়ায় উড়ে যায়,
নাম শুনে যম ভয়েতে পালায়;
খাবে কার মাথা এবার,
ফির্‌বে না তো কথাতে॥

নসী। সোণামণি চাঁদবদনি! একবার চাঁদ-মুখে হরি বল না?

সোণা। দূর পোড়ারমুখো পাগ্‌লা!

নসী। আচ্ছা, আমায় আর দুটো গাল দাও, দিয়ে হরি বল।

সোণা। মর্‌ মুখপোড়া, আমি হরি বলি আর নাই বলি, তোর অত মাথা-ব্যথা কেন রে?

নসী। তোর যে ভাই আমি পিরীতে প'ড়েছি।

সোণা। যা—আমি হরি ব'ল্‌ব না।

নসী। মাথা খাও—বল, উপরোধে ঢেঁকি গেলে, উপরোধে না হয় হরি ব'ল্লে।

সোণা। তুই মড়া অমন ক'চ্ছিস্ কেন? হরি ব'লে আমার কি হবে? আমি আবার হরি-নাম ক'র্‌বো? আমায় বেশ্যা ক'ল্লে কে—সেই হরি, না আর কেউ? আমায় মদ খাওয়ালে কে—সেই হরি, না আর কেউ? আমায় অনাথিনী ক'ল্লে কে—সেই হরি, না আর কেউ? আমায় নরঘাতিনী ক'ল্লে কে?—সেই হরি, না আর কেউ? কালামুখো, সেই হরির নাম ক'র্‌তে আমায় বলিস্? তোর সখ প'ড়ে থাকে, তুই হরিনাম ক'র্‌গে যা।

নসী। আচ্ছা, আমি হরিনাম করি, তুই শোন্।

সোণা। না, আমি তাও শুন্‌বো না।

নসী। শোন্ ভাই, তোর পায়ে পড়ি।

সোণা। দেখ্ মুখপোড়া, তোর নাক কাণ আমি নখ দে ছিঁড়ে দেব, তুই কেন বল্ দেখি আমায় কাঁদাস্? শোন্ পোড়ারমুখো, কেউ আমায় কখন' যত্ন করেনি, তুই যদি যত্ন ক'র্‌বি, তোর মুখে আমি নুড়ো জেবলে দেব।

নসী। নুড়ো জেবলে দিবি দে, আমি কিন্তু তোর পায়ে ধ'র্‌বো ভাই।

সোণা। আচ্ছা, আমি হরি ব'ল্‌ছি, তুই চ'লে যা, তুই আর আমার কাছে আস্‌বিনি বল্?

নসী। আচ্ছা, আস্‌বো না, তুই যদি রোজ হরি বলিস্ তো আস্‌বো না, কিন্তু দেখিস্, যে দিন না হরি ব'ল্‌বি, সেই দিনই নসে আস্‌বে। দেখ্ সোণা, তোকে আমি বড় ভাল-বাসি, এ ভব-সমুদ্রে তোকে ছেড়ে আমি যেতে পাচ্ছিনি।

সোণা। দেখ মড়া, আমার কান্না পাচ্ছে, যা কিন্তু—

নসী। তা কাঁদ্ না ভাই, কত রাধারাণী কেঁদেছে, তা জানিস্? পিরীত ক'ল্লেই কাঁদ্‌তে হয়, তোতে আমাতে পিরীত হ'চ্চে, একটু কাঁদ্‌বিনি, এই দেখ্ তোর জন্যে আমি কাঁদি।

সোণা। ছারকপালে, আমি চ'ল্লেম।

নসী। না ভাই, একটি হরিনাম গেয়ে যাও, তা নইলে আমি ছাড়্‌বো না—তুমি ঢের গান জান।

সোণা। ছাড়—ছাড়—

নসী। গাও।

সোণা। আচ্ছা, গাচ্ছি।

গীত

যাব সই আন্‌তে বারি, করো না মানা।
লজ্জা পেলে ডুব্‌বো জলে, তা কি জান না?
বলে সই কলঙ্কিনী, নইলো তাতে বিষাদিনী,
কৃষ্ণ-প্রেমে রাই আমোদিনী;—
আমার ধরাসনে গুণমণি,
লাজে কি বাধে বল না!

নসী। এই দেখ্, তুইও কাঁদ্‌ছিস্ আমিও কাঁদ্‌ছি।

সোণা। কাঁদ্‌গে যা মুখপোড়া।

[সোণার প্রস্থান।

নসী। নসে তোরে ছাড়্‌বে না সোণা।

[নসীরামের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

পর্ব্বত-প্রদেশ

বিরজা ও মাধুলীর প্রবেশ

বিরজা। শুন প্রাণসই,
বোধ মানে কই পোড়া মন!
ভাবি বংশীধারী—কুমারে নেহারি,
কভু হেরি—
বাঁধা করে করে, দেবীর আগারে,
কাপালিক খড়্গ করে উত্তোলন!
মনে পড়ে—
বিরস বদন ভূপতি-সদন
প্রাণ ভিক্ষা মাগে অধিনীর;
অমনি স্বজনি,
দু'নয়নে শতধারে বহে নীর—
আপনা পাসরি ভুলে যাই হরি,
ধৈর্য্য ধরি কিসে বল সই?
আত্মহারা হই—
যেন আমি—আমি নই!
দেখিতে কুমারে বড় মনে হয় সাধ;
যতদিন সে সাধ না পুরে,
সত্য কহি তোরে, হরি-পদ নাহি চাই।
গুরুর চরণ নিত্য করি লো স্মরণ,
যাচি পায়,

করুণায় বারেক দেখাও তাঁরে।
হায় সখি, রাজার নন্দন—
কভু দুখ না জানে কেমন,
নির্ব্বাসন আমা হেতু!
ধূমকেতু আমি লো স্বজনি,
যথা যাই অনর্থ ঘটাই তথা!
আত্মগঞ্জনায় প্রাণ জ্ব'লে যায়;
যদি কভু দেখা তাঁর পাই,
পায়ে ধ'রে বুঝাই স্বজনি,
আমি চির-অধিনী তাঁহার,—
ধ্যানে জ্ঞানে শয়নে স্বপনে
অন্য কারে কভু নাহি দিছি স্থান!
মাধুলী। সখি, বৃথা কেন গঞ্জ আপনায়?
কি দোষ তোমার—লিপি বিধাতার,
যা হবার হ'য়ে গেছে।
তব মন বিগলিত প্রেমে,
কেন মিছে ভাব লো ললনে?
সখি, কি আর করিবে,
যতই ভাবিবে বাড়িবে লো জ্বালা তত।
গুরু পদে মতি করি নত,
এস যাই—করি হরিনাম।
কাঞ্চন-ভূষণে—
হের ঊষা হাসে লো গগনে,
গায় পাখীকুল—
আকুল হরির প্রেমে,
কুসুম বিকাশে প্রকাশে মহিমা তাঁর!
চল সখি যাই—
ঘরে ঘরে হরিগুণ গাই,
জুড়াই মরম-হুতাশন।
রাখ হরি-পদে মতি,
শুন লো যুবতি,
অবশ্য মিটিবে সাধ,
কামনা পাবেনা স্থান হৃদে।
গুরু-আজ্ঞামত,
পর্ব্বত-প্রদেশে এস করি হরিনাম,
হরি-প্রেমে মাতুক শিখরবাসী।
শুনি ধ্বনি প্রতিধ্বনি—
শতমুখে গাবে হরিনাম,
জুড়াইবে প্রাণ—
বেদনা জানাব হরি পদে।
বিরজা। সখি, হরি কি কাঁদায় অবলায়?
ব্রজেশ্বরী প্যারী, আহা মরি মরি,
শতবর্ষ লুটিল ধূলায়;
বিবশা গোপিকা হাহাকার ধ্বনি
তুলিল গগন-পথে;
বিরহ-বিধুরা যত গোপের ললনা,
শোকে নিমগনা,
স্মরি হরি কাঁদিল দিবস-যামী;
নয়ন-সলিলে বাড়িল যমুনা,
তবু তো এলো না নিঠুর সে কালাচাঁদ!
যাঁর কৃষ্ণ-পদে মতি, তাঁর এই গতি—
আমি কৃষ্ণভক্তিহীনা,
কেমনে পুরিবে সাধ!
নাহি সই অধিক বাসনা—
বারেক দেখিব,
ব'লে যাব আমি অপরাধী তাঁর পায়,
অধিনী ভাবিয়া যেন করেন মার্জ্জনা;
নহে মম সাধন হবে না,
বঞ্চিত রহিব হরি-প্রেমে।
চল যাই, নাম গাই ঘরে ঘরে।

উভয়ের গীত

মরি হায় ব্রজের মাঝে,
বাজায় বেণু নাচে ধেনু, কানু চলে গোঠে,
দেয় করতালি রাখাল মেলি, আনন্দ-রোল ওঠে,
হেরে হায় রাখালরাজে!
গোপিনী উন্মাদিনী আকুল বেণী ছোটে,
বাঁকা শ্যাম রাখাল সাজে।
খেলে হেলে দুলে শিখিপাখা,
তরুণ অরুণ লোটে,
ঊষা মলিন লাজে!
হেরে চরণকমল চায় শতদল,
কাননে ফুল ফোটে,
আমোদে ভ্রমর গাজে!

পাহাড়িয়া পুরুষগণের প্রবেশ

১ পাহা। আরে, সে দুটা মাগী আয়েছে রে, সে দুটা মাগী আয়েছে।

২ পাহা। আরে মাদল লিয়ে আয়, মাদল লিয়ে আয়, আরে দাঁড়া মাগীরা, বাঁকাশ্যামের গান গাই আয়।

পাহাড়িয়াগণের গীত

বাঁকা শ্যাম বাজায় বাঁশী।
চল্ রে চল্ যাবে চ'লে উ'কি দিয়ে
দেখে আসি॥
বাঁকা শ্যাম নেচে চলে, বনফুলের মালা দোলে,
বাঁশীতে রাধা নাম বোলে;
আঁখ ঠারে ব'ল্‌তো কারে,
রাঙগা ঠোঁটে মুচ্‌কি হাসি॥

১ পাহা। বলি হাঁরে মাগী, তোদের হরি-নাম দিলে কে? এ যে বড় মিঠে নাম রে—যেন মদ রে!

বিরজা। ভাই, গুরু দিয়েছেন।

১ পাহা। সে মিন্‌ষে—না তোর মত মাগী? আমাদের হেথা আর একটা মিন্‌ষে আছে, হরিনাম না ব'ল্লে খায় না, চল্, তার কাছে যাবি? তোরা যেমন নাচিস্—হরি ব'লে সেও রে নাচে, আমরা বি উয়ার ঠাঁই নাচ্‌তে শিখেছি।

বিরজা। কোথায় তিনি?

১ পাহা। ওই দেখ্—খেপা আস্‌ছে।

অনাথনাথ ও পাহাড়িয়া বালকগণের প্রবেশ

১ বালক। ও খেপা, খা, তবে হরি ব'ল্‌বো, নেই তো সাতদিন আস্‌বো না, তুই হরিনাম শুন্‌তে পাবি না!

২ বালক। ওরে, হরি বল্, নইলে কথাবি কইবে না।

১ বালক। না ভাই, সেই গান গাই আয়।

বালকগণের গীত

খেলি ছুটাছুটি, আয় ধূলায় লুটি,
হরি আয় আয় আয় রে।
তুই এমন কেমন, নাই খেলাতে মন,
বেলা যায় যায় যায় রে॥
হাতে তালি দিয়ে, তোরে মাঝে নিয়ে,
নাচ্‌বো থিয়ে থিয়ে;
তুই নাচ্‌বি যত, বন্‌ফুল দিব তত,
বাঁশী বাজাবি দাঁড়াবি পায় পায় পায় রে॥

মাধুলী। সখি দেখ, হরি তোমার মনো-বাঞ্ছা পূর্ণ ক'রেছেন, ওই দেখ, হরি-প্রেমে উন্মত্ত কুমার!

বিরজা। দেখ সই, প্রাণ ফেটে যায়,
দেখ দেখ ধূলায় লুটায়,
ধূলি-ধূসরিত-কায় নৃপতি-নন্দন,
ছি ছি এত ছিল এ ছার কপালে!
চ'লে গেলে—
হ'ত সাধ দিই বুক পেতে!
দেখ পথে পথে ভ্রমে ক্ষিপ্তপ্রায়,
হায় সখি, এ বেদনা সব কত!
চল যাই, হরিপ্রেম পদে ভিক্ষা চাই,
হই সই উন্মত্ত উ'হার মত;
ওঁর মত ধূলায় লুটাই,
শূন্যপানে চাই,—
ভেসে যাই হরি-প্রেম-নীরে,
তবে যদি যায় এ যাতনা।

২ পাহা। ওরে, কি ব'ল্‌ছিস্ রে, তোদের দেশের মানুষ না? আরে কথা কয় না, চেয়েবি খায় না, খালি বলে—"ভাই হরিবোল।"

অনাথ। ভাই, হরি বল ভাই, হরি বল!

সকলে। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল!

বিরজা। হে প্রেমিকপুরুষ, দাসীকে হরি-ভক্তি দিন।

অনাথ। হরিপ্রিয়ে, আমায় অপরাধী ক'র্‌বেন না, আমি হরিভক্তি কোথায় পাব, কৃপা ক'রে আপনারা আমায় হরিভক্তি দিন।
হায় হায় হরিনামে না জন্মিল অনুরাগ,
দিন গেল হরিনাম এলো না বদনে!
গাও হরিনাম—
শ্রীমুখে শুনিতে মম সাধ,
হরিনামে মনের মালিন্য কর দূর,
পদরজ দেহ এই অধমের শিরে।
হরি, হরি, কৃপা কর,
দেহ নামে অনুরাগ,
ভব-মাঝে ভুলে আছি ও অভয় নাম,
কৃপাময়, করুণায় শিখাও আমায়।
হরিনাম গাই জীবন জুড়াই,
হরি ব'লে লুটি ভূমিতলে,
অঙ্গে মাখি ভক্ত-পদরজ,
ভক্ত-পদ-সরসিজ ধরি বক্ষোপরে,
ভক্তের বদনে শুনি নাম;
গুণধাম—
বাম আর হ'য়ো না হে অভাগার প্রতি।
ওরে ভাই, কে আছ বান্ধব,

কর হরিনামোৎসব,
হরিনাম গাও জুড়াও তাপিত প্রাণ!
১ পাহা। হরিনাম শুনবি? ওরে মাগী গা না, আমরাবি গাই, দেখ্‌না মিন্‌ষে কাঁদ্‌ছে।

সকলের গীত

বাজা মাদল বোল হরিবোল,
নাম শুনে মন মেতে ওঠে!
পাথরে জল ঝরে ভাই,
শুক্‌নো ডালে কলি ফোটে॥
ম'জে যা হরিনাম রটা, দেখ্‌বি আমোদের ঘটা,
পায়ে ঠেলে যাবি দিন ক'টা;
গহ্বরে গোঠে মাঠে, নামে যাক গগন ফেটে,
নাই যমের শঙ্কা বাজাও ডঙ্কা,
হরি বল একচোটে॥

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

গিরিগুহা-সম্মুখ

রাজা

রাজা। গগন তপন সলিল পবন
তরু মেরু বিহঙ্গম—
হরি-গুণ গায় সবে।
পাতা মড়্মাড়্ বলে কোথা হরি,
হরিময় ত্রিভুবন,
এ সুধার হরিনামে বিরত অধম!
বসিয়া গহ্বরে—
প্রাণ ধায় সিংহাসনে;
কত ওঠে মনে,
মনে পড়ে সুকুমার নন্দনে আমার,
মনে পড়ে বিরজায়,
মনে জাগে সকলি আমার,
চঞ্চল অনিল সম ভ্রমে মন মম,
স্থির নহে তিলেকের তরে।
বুঝি এ জনমে
হরিনাম হ'লো না সাধন।
ভেবে কিবা হবে—
হরি হরি—মন নিবারিতে নারি,
কি করি—কোথা সে বাতুল?
দেখা পেলে,
তাঁর ঠাঁই শিখি পুনঃ হরিনাম।
নামে রুচি নাই,
আর কতদিন রবে প্রাণ দেহে—
এ যন্ত্রণা কত দিনে হবে দূর!
যাই—
দেখি পুনঃ পারি যদি করি হরিনাম।
হে গহন-বিহঙ্গম,
হরিনাম শিখাও আমায়।
এস হরি, দয়া করি দেহ পদাশ্রয়,
তোমা বিনা অধমের কেবা আছে আর,
মম আঁধার-সংসার!
জ্বলে শুধু স্মৃতি—হৃদে দাবানল সম।
লজ্জা-নিবারণ, দেহ দরশন—
ভুলি জ্বালা।
কালাচাঁদ, হওহে উদয়—
কোথায় করুণাময়,
অভাগায় কৃপা কি হবে না!
প্রবেশি গহ্বরে—
দেখি যদি মন হয় স্থির।

[রাজার প্রস্থান।

সোণার প্রবেশ

সোণা। সোণা, তুমি নরঘাতিনী, সে যাক্,—তোমার ছলনায় রাজার এই দশা—প্রতিহিংসায় কি তুমি তৃপ্তি লাভ ক'রেছ? এই তো অন্তর-জ্বালা! যারে রাজ্যচ্যুত ক'রেছি, তারই জন্য নিত্য কুসুম চয়ন ক'চ্চি, তারই জন্য নিত্য ফল আহরণ ক'চ্চি, হা অভাগিনি! যদি অনুতাপ ক'রবি তো এ কাজ কল্লি কেন! নিত্য মনে করি, ক্ষমা চাব—যা থাকে অদৃষ্টে, আজ দেখা দিব। আমার তো সতীত্ব ফির্‌ল না, লাভে হ'তে রাজ্যেশ্বরকে বনবাসী ক'ল্লেম। কাপালিকের সৎকার ক'রেছি—দেখা পেলে ক্ষমা চাইতেম, আর উপায় নাই, যার উপায় নাই—সোণা তার জন্যে ভাবে না। রাজার কাছে ক্ষমা চেয়ে যেথা ইচ্ছা হয় চ'লে যাই। কোথা থেকে পোড়ারমুখো নসে এলো! কিছুতেই যে আমি তাকে ভুলতে পাচ্ছিনি, পোড়ারমুখোর মনে কি ঘৃণা নাই?—সে যে আমায়ও ঘৃণা করে না! সদাই মন চায়, আমি তার কাছে যাই; পোড়া মন, এখনও তুমি ভালবাস্‌তে চাও—তোমাতে আগুন লাগেনি! এমন মন থাক্‌তে বনে

আগুন লাগে!—নসে পোড়ারমুখো যে সর্ব্ব-নাশ ক'র্‌লে; পাতা নড়ে, মনে হয়—নসে আসছে, পাখী গায়, মনে হয়—নসে হরি ব'লছে, হরিনাম—তা কখনই ক'র্‌বো না; নসের সঙ্গে আর একবার দেখা ক'র্‌বো, তারপর যেখানে হয় চ'লে যাব—এই যে রাজা আস্‌ছে। (অন্তরালে অবস্থান)

রাজার পুনঃপ্রবেশ

রাজা। এ কি—কে আমার নিমিত্ত নিত্য কুসুম চয়ন করে—কে সুশীতল জল আনে—গহ্বর ভিতরে কে ফল রেখে যায়? আমি তো কিছুই বুঝতে পারিনি। এখানে কি জনসমাগম আছে, আমায় সাধু বিবেচনা ক'রে কি গোপনে কেউ সেবা করে? এ স্থান পরিত্যাগ করাই উচিত। (গমনোদ্যত)

সোণা। (অগ্রসর হইয়া) ক্ষম দোষ,
ত্যজ রোষ ওহে সদাশয়!
আমি দুশ্চারিণী,
রাজ্যেশ্বরে করিয়াছি বিপিন নিবাসী,—
অনুতাপে দহে প্রাণ!
কৃপাবান্ হও মতিমান্,
ক্ষমা কর পাপিনীরে।
জ্বলি যে জ্বালায় কব কি তোমায়—
নিত্য নিত্য তোমারে নেহারি,
অনুতাপে দহে প্রাণ,
কৃপা কর—কর হে মার্জ্জনা;
দিও না বেদনা,
ললনা চঞ্চলমতি—
না বুঝে ক'রেছি অপরাধ,
আর বাদ সেধ না হে নরনাথ,
ঢাল বারি অনুতাপানলে।

রাজা। কে ও, সোণা?—
তুমি শিক্ষাদাতা গুরু সম মম!
আছিলাম মত্ত সদা বিষয়ের মদে,
ফুটিল নয়ন তব চরণ প্রসাদে।
তব পদে শত নমস্কার,
আমি অপরাধী কর তিরস্কার,
হোক্ মনে ঘৃণার উদয়,
হরিপদ ধরি দৃঢ় করি।
শুন লো ললনা,
তুমি দোষী একথা বল' না,—
তুমি মম ভবার্ণবে সেতু,
তোমা হেতু হরিনাম পাইল অধম।
জন্মে যেন হরিপ্রেম, কর আশীর্ব্বাদ,
ঘুচুক বিষাদ,
হরিপ্রেমে ভুলি হে প্রাণের জ্বালা—
দাসে দেহ পদধূলি।

সোণা। তিরস্কার কর না আমায়।
পাপদেহ স্পর্শে বাড়ে পাপ,
বাড়িবে সন্তাপ,
ছি ছি, ছুঁয়ো না আমায়।
আমি যে যাতনা সহি,
বল কত কহি—কর ক্ষমা,
বল মহাশয়, আর নাহি রোষ তব—
বল, নাহি রোষ—
ভুলায়ো না বাক্যছলে,
বল বল অপরাধ ক'রেছ মার্জ্জনা?

রাজা। নহ তুমি দোষী, হিতৈষী আমার,
তবু কহি তব অনুরোধে,
নাহি মম রোষ;
যদি তব হ'য়ে থাকে দোষ,
অকপটে কহি আমি ক'রেছি মার্জ্জনা,
বল তুমি—হরিভক্তি হোক মম।

নসীরামের প্রবেশ

এ কি—গুরুদেব, প্রণাম।

নসী। সোণা, কোথা যাবে? ধ'রেছি,—আমি তোমার পিরীতে ম'জেছি, তুমি পায়ে ঠেল—ঠেল্‌বে, আমি কখনও তোমায় ভুল্‌তে পার্‌বো না।

সোণা। দূর হ পোড়ারমুখো পাগ্‌লা, তুই আমার সর্ব্বনাশ ক'র্‌বি। যার সঙ্গে একত্তরে বার বচ্ছর কাটালেম, তারে পুড়িয়ে এসেছি, এক বিন্দু চক্ষের জল ফেলিনি। তুই পোড়ার-মুখো আমার কাল হ'য়ে এসেছিস্, তোকে আমি ঘুমিয়ে স্বপ্নে দেখি, তুই আমার আজীবনের ছল চাতুরী ভুলিয়ে দিলি, তোর কথায় প্রাণ গেল! আমি অনুতাপে জ্ব'লে ম'র্‌ছি, পোড়ারমুখো, তুই আবার এসেছিস্ কি ক'র্‌তে?

[সোণার প্রস্থান।

নসী। যাও তুমি, কিন্তু আমি তোমাকে নিয়ে যাব।

রাজা। প্রভু, আমার তো হরিসাধন হ'লো না, আমি মন স্থির ক'র্‌তে পার্‌লেম না।

নসী। না পেরেছ নাই নাই, চল, তোমায় আজ হরি দেখাব।

রাজা। কৃপাময়, কি ব'ল্‌ছেন,—চর্ম্মচক্ষে হরি দর্শন ক'র্‌বো?

নসী। তোমার আর চর্ম্মচক্ষু নাই, যে হরিনাম করে—সে দেব-দেহ পায়। তোমার হরি-সাধন হ'লো না ব'লে ক্ষোভ হ'চ্ছে—তোমার ন্যায় সাধু কে আছে? এই ক্ষোভই ক্ষোভ—অন্য ক্ষোভ বিড়ম্বনা মাত্র; এই ক্ষোভ যত পোরে—তত বাড়ে। যার হরিনামে রুচি আছে—সেই ধন্য! তুমি ধন্য—তোমার সহবাসে আমি ধন্য! দেখ, তোমার কিঞ্চিৎ বিষয়-ক্ষোভ আছে, তাই তুমি হরির দর্শন পাও নাই, তোমার মনে হয়, তুমি পুত্রের সঙ্গে দুর্ব্যবহার ক'রেছ—কিন্তু না, সে ক্ষোভ পরিত্যাগ কর; সকলই হরির ইচ্ছা, তুমি নিমিত্ত মাত্র। এস, আমার সঙ্গে এস, তোমার পুত্রের দর্শন পাবে। তোমার পুত্র এখন পরম সাধু, তার কৃপায় এ পর্ব্বত-বাসীরা ঘরে ঘরে হরিনাম ক'চ্ছে, এস, দেখ্‌বে এস।

রাজা। প্রভু, হরির দর্শন পাব আজ্ঞা ক'র্‌লেন যে—

নসী। আমার আজ্ঞা নয়, হরির কৃপায় তুমি তাঁর দর্শন পাবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

অরণ্য

অনাথনাথ

অনাথ। আর না—কথা কব না, চুপ ক'রে দেখি; শ্যামের বামে রাইকিশোরী—মরি মরি রে, বৃন্দে, শ্যামের নিন্দে করিস্‌ নি, ওই দেখ্‌, ভয়ে ভয়ে কুঞ্জের দ্বারে দাঁড়িয়ে আছে, চাঁদ-মুখ শুকিয়ে গেছে,—ওলো ওলো, রথের চাকা ধর্‌, চাকা ধর্‌, বড় ক্রূর অক্রূর লো—আহা, গোঠে কানাই নাই, শ্রীদাম কাঁদ কি গো তাই? দে মা, নন্দরাণি, সাজিয়ে দে—দে মা চূড়া বেঁধে দে—দে মা, ধড়া পরিয়ে দে—দে গো নবনী দে—বেণু না শুনে ধেনু যে গোঠে যাবে না। আহা, ধর ধর ধর, প্যারী ধূলায় প'ড়ে—কৃষ্ণ ব'লে তমাল ধরে। ওরে কে রে—যা রে যমুনা-পারে, এনে দে এনে দে, কালাচাঁদে এনে দে! ছি ছি ছি, মান সাজে না তোর; দেখ, লোটে পায়—নূপুরে চূড়া মিশায়—শ্যামকায় নয়নজলে ভেসে যায়! ছি ছি রাই, ভাবি তাই, যার মানে তুমি মানী, তার এত অপমান করিস্‌ ওলো গরবিণি! ওই দেখ, শ্যাম ফিরে গেল—এখন কাঁদ্‌লে কি হবে বলো? আগে ক'রে মান, ক'র্‌লি তুই অপমান—এখন প্রাণ দিলে তো কালাচাঁদ আর ফির্‌বে না—

নসীরাম ও রাজার প্রবেশ

নসী। ওরে, খুব মজা দেখ্‌ছিস, ওরে ও পাগ্‌লা!

অনাথ। প্রভু—প্রভু—(চরণ ধারণ)

নসী। আরে কি করিস্‌, কি করিস্‌—তোর প্রেম একটু আমায় দে।

অনাথ। দয়াময়, দাসকে মনে প'ড়েছে!

নসী। তুই যে হরির দাস, আমি তোর দাসানুদাস। দ্যাখ্‌, যারে তুই বাবা ব'ল্‌তিস্‌, সেও এখন হরির দাস। দ্যাখ্‌ দ্যাখ্‌, হরিপ্রেমে মিন্‌ষে কাঁদ্‌ছে! দ্যাখ্‌ বুড়োমিন্‌ষে—ওকে আবার রাজা ব'ল্‌তো!

অনাথ। পিতা, আশীর্ব্বাদ করুন, আমার হরিভক্তি লাভ হোক।

রাজা। বাবা, তুমি কি আমার অপরাধ মার্জ্জনা ক'র্‌বে?

অনাথ। আমি আপনার দাস, আপনার কৃপায় গুরুর কৃপা লাভ ক'রেছি, হরিনাম পেয়েছি, আমার সার্থক জন্ম, আমি হরিনাম মুখে এনেছি!

নসী। কেমন, তোরে ব'লেছিলাম যে, রাজ-কুমার আর থাক্‌বি নি! এই দ্যাখ্‌ না, সেই বাপ—যেন সে বাপ নয়, যেন কে আরও আপনার লোক; তুই সেই ছেলে—যেন সে ছেলে নয়, আর কেউ—আপনার হ'তেও আপনার। দ্যাখ্‌ দ্যাখ্‌, হরিপ্রেমের মহিমা দ্যাখ্‌! এত দিন ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ ছিল, সে সম্বন্ধ কত দিন থাকে—এ প্রেমের সম্বন্ধ, প্রাণে প্রাণে গোলোক-বিহার! সোণা, তুই এলি নি, আমার প্রাণ কেমন ক'চ্চে—

সোণার প্রবেশ

সোণা। এই যে, তোমার মুখে আগুন দিতে তোমার সঙ্গেই আছি, আমার কি পালাবার যো রেখেছ সর্ব্বনেশে!—

গীত

ঘরে আর মন সরে না,
বুঝালে তো বোঝে না মন।
কে যেন নে যায় টেনে,
জ্বালা এ কি যেমন তেমন!
মনে করি মনকে ধরি, পারি নি কেঁদে মরি,
কি ছলে মজালে হায়, উপায় কি করি;—
অবশে যাই গো ভেসে,
মন তো নয় মনের মতন।

অনাথ। কে গো—তুমি কি প্রেমময়ী রাই!

সোণা। এই যে, মুখপোড়া এটাকেও খেপিয়েছে! মুখপোড়া, সৃষ্টি শুদ্ধ খেপালি?

নসী। সোণা, আমার অপরাধ নিও না, হরি খেপালে আমি কি ক'র্‌বো! আমার মুখে আগুন দিতে যদি তোমার সাধ হয় তো এস। আয় আয়, তোরা আয়—বংশীধারী দেখ্‌বি আয়। [সোণা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

সোণা। এ কি, আমার প্রাণ টানে কেন? আমার পা দুটো ভেঙ্গে যায়, তা হ'লে আর পোড়ারমুখোর কাছে যেতে হয় না। ছি ছি ছি! পাগলটা আমায় পেছনে পেছনে ফেরাচ্ছে। কেন—আমি হরিনাম ক'র্‌বো কেন? হরি ব'ল্‌বো, তবে তিনি উদ্ধার ক'র্‌বেন—ও মা, আমি যেন গ'ড়্‌তে ব'লেছিলেম! তুই যা খুসী তাই করিস্, তবু তোর নাম নেব না। এই যে বেশ্যা ক'রেছিলি, এই যে নরঘাতিনী ক'রেছিস্, তা আমি কি ক'ল্লেম, কিছু ক'র্‌তে পেরেছি—ও মা, কি দয়াময় গো! ওরে আমায় টেনে নিয়ে যায়—আমি যে থাক্‌তে পারি না—
[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

পর্ব্বতের অপরাংশ

বিরজা ও মাধুলী

মাধুলী। সখি, তুমি তো দেখা পেয়েছিলে, কেন মার্জ্জনা চাইলে না, তবে এখন কেন খেদ কর?

বিরজা। সখি, তাঁরে উন্মত্ত দেখ্‌লেম—দাসীকে চিন্‌তে পার্‌লেন না, আমার পরিচয় দিতে লজ্জা হ'লো,—কি জানি, পরিচয় শুনে যদি তাঁর পূর্ব্বকথা স্মরণ হয়—প্রাণে ব্যথা লাগে।

বুঝিনু স্বজনি,
এ জনমে সাধন হ'লো না,
মনের বেদনা রহিল গো মনে মনে।
যত প্রাণ বাঁধি, তত সখি কাঁদি,
নিরবধি সেই কথা ওঠে মনে,
কেমনে করিব হরি-পাদপদ্ম ধ্যান!
রক্তোৎপল চরণকমল
ভাবিতে স্বজনি, রঞ্জিত অধর হেরি;—
ত্রিভঙ্গ নয়ন
নাহি সখি করি নিরীক্ষণ,
হেরি ধ্যানে সে নয়ন দুটি;
বাঁশী মনে হ'লে ভাসি আঁখিজলে,
শুনি কাণে সে মধুর স্বর;
বল না বল না সাধনা কেমনে করি?
যাও সখি, যাও স্থানান্তরে,
হরি-প্রেমে হ'য়ো না বঞ্চিত,
দেখ দেখ তব সাধনার বিঘ্ন আমি।

মাধুলী। সখি, তুমি প্রেমিকা, প্রেমিক হরি তোমায় প্রেম দিয়েছেন; আমি প্রেমশূন্য, তোমার কাছে থাকি, প্রেম শিক্ষা করি, হরিকে কেমন ক'রে ভালবাস্‌বো—তাই তোমার কাছে শিখি।

বিরজা। দেখ দেখ, এখানে চিতা সাজান কার!

মাধুলী। তা তো জানি নি।

বিরজা। এ কি শ্মশান—সখি, এ নির্জ্জন স্থান নয়, ওই দেখ, কে আস্‌ছে।

মাধুলী। এ যে গুরুদেব!—সে রাজা না? ওই যে রাজকুমার!

বিরজা। তাই তো!

নসীরাম, রাজা ও অনাথনাথের প্রবেশ

বিরজা ও মাধুলীর প্রণাম

বিরজা। গুরু, প্রভু, আমাদের সাধন হ'লো না।

মাধুলী। প্রভু, কই, জীয়ন্তে মরা তো

হ'তে পার্‌লেম না, আমার সকল কথাই মনে পড়ে।

নসী। ওরে ও খেপা, এ কে দেখ্‌ছিস্‌—এই সেই যে তোর বিরজা ছিল, আর এ মাধ্বলী।

রাজা। বিরজা—মা, হরির দোহাই, আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর।

বিরজা। আপনি পিতা—হরিভক্ত, অপরাধী ক'র্‌বেন না, আমায় হরিভক্তি দিন।

নসী। ও খেপা, চুপ ক'রে রইলি যে?—দেখ্‌, মনে আড় রাখিস্‌ নি—বিরজার অপরাধ নাই, সে তোমা বই আর ধ্যানেও জানে না, আর যদি অপরাধীই হয়—তুই প্রেম দান ক'রে সব ধুয়ে নে। বোঝ্‌—কামে প্রেমে তফাৎ বোঝ্‌, কাম স্বার্থপর—মনকে কুঁক্‌ড়ে দেয়; প্রেম জগদ্ব্যাপী—প্রাণ মন জগদ্ব্যাপী হয়। বিরজা, তোর কি মনের কথা, বল্‌ না?

বিরজা। রাজকুমার—

নসী। রাজকুমার কে রে—এখন কি রাজ-কুমার আছে, খেপা বল্‌।

বিরজা। হে পরমোন্মাদ, দাসীর অপরাধ মার্জ্জনা করুন।

অনাথ। প্রেমময়ি, তুমি আমায় প্রেম দাও, প্রেমে আমার মোহ-অন্ধকার দূর কর।

নসী। শোন্‌, তোদের সকলকে বলি শোন্‌, জগতকে প্রেম দে—যে হীনের হীন, তাকে প্রেম দে—রাই রাজার ঘরের প্রেম ফুরোবে না, যত পার—বিলাও! রাধে, রাধে, আমায় প্রেম দাও! ওরে আমার কাজ ফুরিয়েছে, আমি চ'ল্লেম—ঐ দেখ, আমার চিতা সাজিয়েছি।

সকলে। প্রভু, কি বলেন?

নসী। আর কথার সময় নাই, তোরা হরি-নাম কর্‌, সোণা আয়, রাই রাজা তোরে ডাক্‌ছে।

সকলে। হায় কি হোলো!

নসী। কেঁদ না, আবার দেখা হবে—হরি-নাম কর, বন্ধুর কাজ কর, আমার সময় উপস্থিত।

সকলে। হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!

পাহাড়িয়াগণের প্রবেশ

১ পাহা। ওরে তোরা হেথা, আমরা তোদের মাদল নিয়ে ঢুঁড়ছি।

অনাথ। এস ভাই, সকলে মিলে হরিনাম করি।

১ পাহা। এ কে রে—একটা হরিবোলা, বুঝেছি।

সকলে। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল!

সোণার প্রবেশ

সোণা। আরে কি ক'চ্ছিস্‌—কাঠ হ'য়ে র'য়েছে দেখ্‌তে পাচ্চিস্‌ নি, আর কাকে নাম শোনাচ্চিস্‌! দাঁড়া, আমি নুড়ো জেবলে দিই।

চিতায় অগ্নি প্রদান

সকলের গীত

লজ্জা রাখ, লজ্জা-নিবারণ হরি,
পাথারে করহে পার দিয়ে রাঙা চরণতরী॥
কোথা হে হৃদয়-বিহারী,
চরম সময় বারেক নেহারি,
অবশ জিহ্বা নাম নিতে নারি;—
এস বাজিয়ে বাঁশী কালশশি,
ঢেউ দেখে হে শিহরি!

সোণা। পোড়াকপালে, তোর সঙ্গেই আমি যাচ্চি।

সোণার চিতা-মধ্যে প্রবেশ

পুষ্পরথে সোণা ও নসীরামকে লইয়া
রাধা-কৃষ্ণের স্বর্গে উত্থান

কৃষ্ণ। যে আমায় চায় আমি তারে চাই।

রাধিকা। শ্যামের ভক্ত বই আর কেউ তো নাই।

সকলের গীত

রথ রাখ হে রাখ, বাঁকা শ্যাম!
যেও না অকূলে ফেলে, হ'য়ো না হে বাম!
পায়ে ঠেল না প্রেমময়ী রাই,
রাধে, তোমারি দোহাই,
বারেক দাঁড়াও, যুগল হেরে
মন-প্রাণ জুড়াই;—
যদি নিদয় হবে, কেউ তো ভবে
নেবে না জয় রাধানাম!

যবনিকা পতন

বিল্বমঙ্গল ঠাকুর

[প্রেম ও বৈরাগ্যমূলক নাটক]

(২০শে আষাঢ়, ১২৯৩ সাল, ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)

পুরুষ-চরিত্র

বিল্বমঙ্গল (ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ যুবক)। সাধক (ভণ্ড সাধু)। ভিক্ষুক। সোমগিরি (সন্ন্যাসী)। বণিক্। রাখালবালক (ছদ্মবেশী শ্রীকৃষ্ণ)।

পুরোহিত, ভৃত্য, দাওয়ান, শিষ্যগণ, টহলদারগণ, দারোগা, চৌকিদারগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী-চরিত্র

চিন্তামণি (বারাঙ্গনা)। থাক (চিন্তামণির বাটীর ভাড়াটিয়া)। পাগলিনী। অহল্যা (বণিকের স্ত্রী)। মঙ্গলা দাসী, জনৈক স্ত্রীলোক ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

পথ

বিল্বমঙ্গলের প্রবেশ

বিল্ব। আমি দেখে নোবো, দেখে নোবো, দেখে নোবো। এত বড় আস্পর্দ্ধা—এক দণ্ড বিলম্ব হ'য়েছে ব'লে দুপুর রাত অবধি দোর খুলে দিলে না! এর তাৎপর্য্য ছিল,—এর তাৎপর্য্য ছিল। দেখ, সমস্ত রাত জেগে আমি ব'সেছিলুম, একবার একটা মিষ্টি কথা কইলে না,—পেছন ফিরে শুয়ে রইল! আমি যদি বিল্বমঙ্গল হই, আর তার মুখদর্শন কচ্চিনি। যেমন না ব'লে চ'লে এসেছি, তেম্নি, ব্যস্— আজ থেকে খতম। যদি কখন দেখা হয়, দু'টো কথা শুনিয়ে দোবো; কড়া নয়—মিষ্টি।—না ব'লে আসাটা ভাল হয়নি,—মিষ্টিমুখে বিদায় নিয়ে এলেই হ'ত; ব'ল্লেই হ'ত,—'ভাই, তোমারও পোষাল না, আমারও পোষাল না; আজ থেকে খতম্—ব্যস্।' যখন এসেছি, তখন আর যাচ্চিনি।

গান করিতে করিতে জনৈক ভিক্ষুকের প্রবেশ

ঝিঁঝিট—আড়খেম্‌টা

ওঠা নাবা প্রেমের তুফানে।
টানে প্রাণ যায় রে ভেসে,
কোথায় নে যায়, কে জানে?
কোথাও বিষম ঘুরণ পাক,
চুবন খেয়ে হাঁপিয়ে ওঠে, দুনিয়া দেখে ফাঁক;
কোথাও তরতরে ধায় ভাসিয়ে নে যায়,
টান প'ড়েছে কি টানে।

বিল্ব। উঃ! প্রাণের টানই বটে বাবা!

ভিক্ষুক। মশাই, কিছু দিন্ না।

বিল্ব। যা যা—দেক্ করিস্‌নি—কি রে কি? গানটা কি, "টেনে টেনে"?

ভিক্ষুক। আর ম'শাই—পেটে টান প'ড়েছে।

বিল্ব। বলি—শোন্ শোন্, আমায় গানটা লিখে দে তো।

ভিক্ষুক। না মশাই, পাঁচ বাড়ী সেধে বেড়াতে হবে।

বিল্ব। দাঁড়া না ব্যাটা, তোকে ভিক্ষা দেবো এখন।

ভিক্ষুক। না ঠাকুর, তোমার ভিক্ষায় কাজ নেই; তোমার মিষ্টিমুখেই খুসী আছি।

বিল্ব। না না, কিছু মনে ক'র না; গানটা লিখে দাও, আমি একটা টাকা দেবো এখন।

ভিক্ষুক। সত্যি? মাইরি?

বিল্ব। এই নাও, এই নাও। (টাকা দিতে উদ্যত)

ভিক্ষুক। অ্যাঁ! ফাঁড়ীদার ধরিয়ে দেবে না তো বাবা?

বিল্ব। না না, লিখে দাও।

ভিক্ষুক। এ, বাবা, আমার চোরাই গান

নয়, বাবা; রীতিমত সাক্‌রিদি ক'রে শেখা, বাবা।

বিল্ব। আচ্ছা, কি গান বল্।

ভিক্ষুক। (সুর করিয়া) ওঠা নাবা প্রেমের তুফানে—

বিল্ব। নে, নে, সুর রাখ্, গানটা বল্; এই কয়লা দে আমি লিখ্‌চি।

ভিক্ষুক। "ওঠা নাবা প্রেমের তুফানে।"

বিল্ব। ইস্! পিরীতের বেজায় দৌড়; ওঠ্ বোস্ করা'চ্চে;—তার পর?

ভিক্ষুক। "টানে প্রাণ যায় রে ভেসে, কোথায় নে যায়, কে জানে?"

বিল্ব। আচ্ছা, এ পিরীতের ব্যাপারটা কি ব'ল্‌তে পারিস্? কি বলিস্, অ্যাঁ?

ভিক্ষুক। (স্বগত) এ শালা পাগল না কি?

বিল্ব। তুই ব'ল্‌তে পাল্লিনি? গলায় গামছা দিয়ে টানে।—আমি আর ভুল্‌চি নি। বল্,—বল্।

ভিক্ষুক। "কোথাও বিষম ঘুরণ পাক, চুবন খেয়ে হাঁপিয়ে ওঠে, দুনিয়া দেখে ফাঁক।"

বিল্ব। পাক ব'লে পাক? দে চরকীর পাক! তার পর, তার পর?

ভিক্ষুক। "কোথাও তরতরে ধায়, ভাসিয়ে নে যায়, টান প'ড়েছে কি টানে!"—এই ত গান হ'ল; কৈ মশাই, দাও।

বিল্ব। দাঁড়া বাবা, আমি গানটা পড়ে নিই! শোন্, হ'য়েছে কি? কি?—ওঠ্ বোস্ ক'চ্চে প্রেমের—

ভিক্ষুক। আজ্ঞে হ্যাঁ; দিন্।

বিল্ব। গলায় গামছা দে' নে যায় টেনে।

ভিক্ষুক। আজ্ঞে হ্যাঁ, দিন্ না।

বিল্ব। দে চরকীর পাক:—উ'হুঁ,—গানটা ঠিক হ'চ্চে না।

ভিক্ষুক। আজ্ঞে, ওই!

বিল্ব। হ্যাঁ রে, তুই কখন পিরীতের টানে প'ড়েছিস্?

ভিক্ষুক। আজ্ঞে, ও সব আমার নাই; আপনি যে শুনেছেন, হাতটান,—সে গেরোর ফেরে হ'য়েছিল; সেই অবধি নেশাটা ভাঙ্‌টা কদাচ কখন করি; পেলুম কল্লুম, নইলে নয়।

বিল্ব। আচ্ছা, তুই একটা কাজ কত্তে পার্‌বি?

ভিক্ষুক। আজ্ঞে আমায় দিন্, আমি কাজ পা'র্‌ব না; আমি এম্নি ভিক্ষা ক'রে খাই।

বিল্ব। এই নে, (টাকা দেওয়া) শোন্ না, আরও টাকা পাবি—একটা কাজ কর্ না। (স্বগত) দাঁড়াও, এই ব্যাটাকে দে' সন্ধান নিই; বেটীর মন একটু ধক্‌পক্ কত্তেই হবে, ব'লে পাঠাই,—"মনে ক'রেছ, সে আবার আ'স্‌বে, সে দফায় কচু!" (প্রকাশ্যে) শোন্ বলি,—ঐ বাড়ীতে যা; চিন্তামণি ব'লে একটা আছে; সে কি ক'চ্চে, দেখে আয়; আর বলিস্,—"বাছা, মনে ক'রেছ, সে আ'স্‌বে—সে আর আস্‌চে না।"

ভিক্ষুক। আজ্ঞে, কোন্ বাড়ী?

বিল্ব। ওই—ওই বাড়ী। দেখ্‌তে এমন কি? চিমড়ে ছুঁড়ীপানা; তবে আমার নজরে প'ড়েছিল, তাই। আর ঐ গানটা শুনিয়ে আসিস্।

ভিক্ষুক। কি ব'ল্‌ব? যে, মশাই আস্‌চে।

বিল্ব। না না; ব'ল্‌বি যে, শর্ম্মা আর যাচ্চেন না।

ভিক্ষুক। বুঝেছি বুঝেছি; আমি জানি। বেমোল চক্রবর্ত্তী আমায় পাঠাত—রাগ টাগ হ'লে পাঠাত।

বিল্ব। আমি ঐ বটগাছের তলায় ব'সে আছি; সব খবর খুঁটিয়ে আন্‌বি;—কি ক'চ্চে, কে আছে সব; খবরদার, গানটা লিখে দিস্‌নি।

ভিক্ষুক। হ্যাঁ, তা কি দিই? আমি এ কাজ জানি।

বিল্ব। দেখ্, দেখ্, দেখ্—ওই যে মাগী আস্‌ছে ওই মিন্সেটার সঙ্গে, ওইটে চিন্তামণির বাড়ীতে থাকে, দাসীর মতন। ওর কাছে আগে খবর নে; আমার কথা জিজ্ঞেস্ করে ত কিছু বলিস্‌নি। আমি ওই বটতলায় আছি।

[প্রস্থান।

ভিক্ষুক। বাবা, কাজ ক'ত্তে কি নারাজ? এমন মনের মতন কাজ হয় ত করি। (অন্তরালে অবস্থান)

সাধক ও থাকর প্রবেশ

সাধক। দেখ থাক, প্রেমের কথা যদি কেউ অনুধাবন কত্তে পারে, সে কেবল তোমায় আমি

দেখ্‌ছি। একি যে সে প্রেম?—রাধাকৃষ্ণের প্রেম!

থাক। আমি প্রেমের কি জানি, বল? তবে এই জানি যে, মনের মানুষ পেলুম না।

সাধক। মনের মানুষ কি পাবে? ক'রে নিতে হবে। মানুষ সবই মনের মতন; ব'লেছে —"পুরুষ পরেশ।" তবে গোপন রাখা চাই। প্রেমের খেলা!—দেখ, রাধিকা—মামী, কৃষ্ণ— ভাগিনা, রাসলীলা তাই অত গোপন। তুমি যে বড় ব্যস্ত রয়েছ, নৈলে প্রেমের কথা আরো দুটো শোনাতুম। আমার মনে বড় সাধ, তোমায় অসৎপথ থেকে সৎপথে নিয়ে আসি।

থাক। তা আ'স্‌বেন, একবার অনুগ্রহ ক'রে বিকেল বেলা। আমিও শুনতে বড় ভাল-বাসি; তবে কি জান? পেটের জ্বালা বড় জ্বালা।—ও মা, কই?

সাধক। কি কই?

থাক। এই, বাড়ীওলা মেসোকে ডা'ক্‌তে এসেছি। বাড়ীউলী মাসীর সঙ্গে ঝগড়া ক'রে মিন্সে এইখানে ব'সেছিল।

সাধক। আমি এখন আসি। সন্ধ্যার পর আ'স্‌ব, যেন বড় গোল থাকে না; আমি তিনটি টোকা দিয়ে ডা'ক্‌ব। পল্লীটে বড় খারাপ; কেউ যদি দেখে।

থাক। তা আ'স্‌বেন, ভুল্‌বেন না।

[সাধকের প্রস্থান।

ভিক্ষুকের প্রবেশ

ভিক্ষুক। ওগো, তোমাদের বাড়ীতে আমি যাব।

থাক। তুই কে রে?

ভিক্ষুক। কে রে এখন ব'ল্‌চিনি; চল, শীগ্‌গির শীগ্‌গির বাড়ী নিয়ে চল।

থাক। মর্‌ মুখপোড়া! তোর মুখে নুড়ো জেলে দিই।

ভিক্ষুক। তা দাও না, আমার চৌদ্দ-পুরুষের মুখে দাও না; কিন্তু আমি কথায় ভোলবার নয়; চল এখন, তোমার সঙ্গে যাই।

থাক। আ ম'ল! মড়া পাগল নাকি?

ভিক্ষুক। নাও নাও, দেরী হ'য়ে যাচ্চে; আবার আমায় খবর দিতে হবে, তিনি যার গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছেন।

থাক। কে, কে? বল্‌ত, বাড়ীওলা মেসো? কোথা গেল রে?

ভিক্ষুক। হুঁ, এখানে ভাঙি? চল, আগে বাড়ী চল।

থাক। আ মর্‌ মিন্সে! ন্যাক্‌রা করিস্‌ নাকি?

ভিক্ষুক। ন্যাক্‌রা কেন? আমার কথা আছে; আমি তোমাদের বাড়ী গিয়ে ব'ল্‌ব।

থাক। বল্‌ না, বল্‌ না; এইখানে একটি বামুনের ছেলের সঙ্গে তোর দেখা হয়েছে?

ভিক্ষুক। দেখা হ'য়ে থাকে—হয়েছে; না হ'য়ে থাকে—না হয়েছে। বাড়ী চল, টের্‌টা পাবে। আমি কি যার তার কাছে বলি?

থাক। মিন্সে বুঝি খবর জানে।—(অদূরে চিন্তামণিকে দেখিয়া) এই দেখ, মাসীর আর বাপু তর্‌ নাই, আপনিই আস্‌চে। আমি কি আর খুঁজতে কসুর ক'চ্চি?

ভিক্ষুক। ওই ত চিম্‌ড়ে চিম্‌ড়ে গড়ন; এ বেটীও মাসী ব'ল্‌চে। পেটের কথা শীগ্‌গির বা'র কচ্চি নি; একটু দেখি।

চিন্তামণির প্রবেশ

থাক। বলি, হ্যাঁ গা মাসি! তোমার একটু তর্‌ সয় না? বাড়ী থেকে ফর্‌ফরিয়ে বেরিয়ে এলে? লোকে কি ব'ল্‌বে বল ত!

চিন্তা। আর বলুক্‌ গে, বাছা! আমার আর সয় না। ডুব্‌টা দিয়ে আসি।

থাক। বলি, কই? এখানে ত দেখ্‌তে পেলুম না! বাছা, পরের ছেলে,—দুটো মিষ্টি না ব'ল্লে থাক্‌বে কেন?

চিন্তা। আমি আর কি ব'লেছি? তুই বাড়ী ছিলিনি, আমি খেতে ব'সেছিলুম; তাই দোর খুল্‌তে দেরি। এই সমস্ত রাত গজ্‌-গজানি।—ভাল ক'রে কথা কবে না, ঘুমুতে দেবে না। ভোরবেলায় দেখি ডা'ক্‌চে; আমি আর সাড়া দিলুম না। এই টর্‌টরিয়ে একবারে সিঁড়িতে। আমার বাছা, রাগ হ'য়ে গেল; দু'বার তিনবার ফিরে এল; আর কথা কইলুম না।

ভিক্ষুক। বলি, হ্যাঁ গা, শোন শোন; ঐ ঠাকুরটি যে এখানে ব'সেছিল?

থাক। কি তা?

ভিক্ষুক। (চিন্তামণির প্রতি) শোন,—(থাকর প্রতি) তোমায় না,—(চিন্তামণির প্রতি) তুমি শোন, মনে ক'রেছ বাছা যে, সে আ'স্‌বে, সে আর আ'স্‌চে না।

চিন্তা। সে কোথা গেল?

ভিক্ষুক। চল, আগে তোমার বাড়ী যাই, কি ক'চ্চ দেখ্‌ব, কি দে ভাত খা'চ্চ দেখ্‌ব, কি ব'ল্‌চ শুন্‌ব; তবে বটতলায় গে' খবর দোব। সে গিয়েছে নদীপার চ'লে।

বিল্বমঙ্গলের প্রবেশ ও ঝোপের মধ্যে অবস্থান

চিন্তা। ওলো থাকি, দেখ্, পেছনের ঐ ঝোপের ভিতর এসে মড়া লুকুচ্ছে।

অংগভংগী করিয়া ভিক্ষুকের গীত

সিন্ধু (মিশ্র)—খেম্‌টা

ব'সে ছিল বঁধু হেঁসেলের কোণে।
বল্লে না ফুটে, খামকা উঠে,
হামা দিয়ে গিয়ে সেঁধুল বনে॥
সাঁজে সকালে, ফেরে চালে চালে,
আহা! পগার পাবে বঁধু যেত এগোনে॥

বিল্ব। (স্বগত) দেখ, বেটীর মনে একটুও দুঃখ নাই, হা'স্‌ছে! (প্রকাশ্যে) দেখ, আমি এ পারে কাঠ কিন্‌তে এসেছিলুম, দেখা হ'ল ত একটা কথা ব'লে যাই; "যত হাসি তত কান্না, ব'লে গেছে রামশন্না।"

চিন্তা। কেন রে মড়া! কাঠ কিন্‌তে কেন? তোর চিতা সাজাবি না কি?

বিল্ব। দেখ, একটা কথা বলি; মনে ক'রেছিলুম তুমি ভদ্দর; তা নয়, তুমি ভারি ছোটলোক।

চিন্তা। আর তুমি খুব ভদ্দর লোক—আচরণেই বোঝা গিয়েছে।

থাক। দেখ বাড়ীওলা মেসো, তুমি যদি মানুষ হও ত—ও ছোটলোক বেটীর কথায় উত্তর দিও না। হ্যাঁ দেখ মাসি, মাসী হও আর যা হও বাছা, তোমার বড় আল্‌গা মুখ।

বিল্ব। দেখ থাক, আমি আর আ'স্‌ছিনি; তবে মনের দুঃখ একদিন তোমার কাছে গোটা কতক ব'লে যাব। আমরা বাবা যত্নের পায়রা; যেখানে যত্ন পাব, সেখানে যাব।

চিন্তা। কেন, তোমায় কি ব'লেছি? থাক বাড়ী ছিল না, আমি খেতে ব'সেছিলুম, তাইতে দোর খুলে দেবার দেরি হ'ল। তোমার আর সমস্ত রাত্তির রাগ প'ড়লো না! তা ভাই, যেখানে যত্ন পাবে, যাবে বই কি। আমি কিন্তু তোমায় ব'লেছিলুম, গোড়ার কথা মনে ক'রে দেখ।

থাক। দেখ মেসো, আমি কিন্তু একটা কথা বলি; তোমার বাপু, আর ভাল দেখায় না, মেয়েমানুষটা যখন রাস্তা পর্য্যন্ত এসেছে।

চিন্তা। পোড়া কপাল! আমি নাইতে এসেছি। তুই বলিস্, থাকি, আচরণ দেখ্‌লি! সকাল থেকে এখানে ব'সে আছে, আমি ভেবে মরি, কোথা গেল—কোথা গেল; তা একবার দেখাটি দিলে না!

থাক। এটি মেসো তোমার অন্যায় হ'য়েছে, মেয়েমানুষটা ভেবে সারা হয়; বলে,—দশ হাত কাপড়ে মেয়ে নেংটা।"

বিল্ব। দেখ চিন্তামণি, মনে বড় দুঃখ রইল।

চিন্তা। থাকে থাক্, রাগ করিস্‌নি; চল্, বাড়ী চল্।

বিল্ব। না, আমার আজ বাপের শ্রাদ্ধ; বেলা হ'য়ে গিয়েছে।

চিন্তা। হ্যাঁ, হ্যাঁ; তবে আর দেরি করিস্‌নি, যা; ব'লে যা,—রাগ নেই।

বিল্ব। না, রাগ কিসের?

চিন্তা। দেখ্, বেলা হ'ল; বল্ রাগ নেই, নইলে ছেড়ে দোব না।

বিল্ব। না।

চিন্তা। তা চল্, আমিও নাইতে যাই, তুইও পারে যা। সন্ধ্যাবেলা আস্‌বি ত? না, আজ আবার বুঝি নদী পেরুতে নেই?

বিল্ব। না, আজ আর আ'স্‌ছিনি, নদী পেরুতে নেই ত, আ'স্‌ব কেমন ক'রে?

চিন্তা। তা না আসিস্, কাল সকালবেলা একবার আসিস্, মাথা খাস্।

বিল্ব। সকালে কি আর আসা হয়?

চিন্তা। দেখ্‌ছিস্ লা থাকি, তোর ভদ্দর-লোক! আজ যাবেন, সমস্ত রাত্তির দেখা পাব না, কাল সকালে আ'স্‌তে ব'ল্‌চি; বলে—"সকালবেলা কি আসা হয়?"—আর ওঁর

শরীরে রাগ নেই! রাগ নেই বটে আমাদের শরীরে,—যখন যা হয় ব'লে ফেল্লুম।

বিল্ব। সকালে কি ক'রে আসি? এ কি রাগের কথা? কাজ-কর্ম্ম নেই?

চিন্তা। দেখ্, মাথা খা'স্, সকালে আসিস্।

বিল্ব। তা দেখি।

চিন্তা। দেখি নয়, দুপুর বেলায় তা নইলে তোর বাড়ীতে গে হাজির হব।

বিল্ব। ঠিক কি ক'রে ব'ল্‌ব?

[প্রস্থান।

ভিক্ষুক। হ্যাঁ ঠাকুর, আমায় যে কি দেবে ব'লেছিলে?

[পশ্চাৎ প্রস্থান।

থাক। বুঝি এখনও রাগ পড়েনি। বাড়ী নে গেলে না কেন?

চিন্তা। না, করুক গে—বাপের শ্রাদ্ধ করুক গে। বাড়ী নিয়ে গেলে কি আর যেত? আর বাছা, একটা রাত জুড়ুই। যেন কয়েদ-খানা! কাছ থেকে ন'ড়্‌তে দেবে না; সমস্ত রাতটে ভ্যান্ ভ্যান্!—মাথামুণ্ড নেই—খালি, "ভালবাসি, ভালবাসি, ভালবাসি!" আরে, ভালবাসিস্ ত আমার কি মাথা কিনিছিস্?—ওই দেখ, আবার আ'স্‌চে!

বিল্বমঙ্গলের পুনঃপ্রবেশ

বিল্ব। দেখ, আজ রাত্তিরে আমি আর আ'স্‌তে পা'র্‌ব না, আমার কাপড় ক'খানা গুছিয়ে রেখো।

চিন্তা। শুন্‌লি, শুন্‌লি? আমি কি কাপড় মাঠে ফেলে রাখি?

বিল্ব। তাই ব'ল্‌চি। (প্রস্থান করিতে করিতে প্রত্যাবর্ত্তন) আর, ঐ টিয়ে পাখীটাকে দু'টি ছোলা দিও। (প্রস্থান করিতে করিতে প্রত্যাবর্ত্তন) আর একদিকে একটু জল।

চিন্তা। না, দোব না; ঘাড়টা মুচড়ে মেরে রা'খ্‌ব।

বিল্ব। তা তুমি পার, তাই ব'ল্‌চি। (প্রস্থান করিতে করিতে প্রত্যাবর্ত্তন) আর, যদি শীস্ দেয় ত দিতে ব'ল।

চিন্তা। বলি যাও না; কখন্ শ্রাদ্ধ ক'র্‌বে? কখন্ খাওয়া-দাওয়া ক'র্‌বে? বেলা কি আর হয়না?

বিল্ব। যাচ্চি, (প্রস্থান করিতে করিতে প্রত্যাবর্ত্তন) আর ঐ মেড়াটাকে দু'টি দানা দিও। (প্রস্থান করিতে করিতে প্রত্যাবর্ত্তন) আর শিং ঘষে ত বারণ ক'র না; আমি চল্লুম।

চিন্তা। দাঁড়াও না, আমিও নদীতে যাব। কাল সকালে আ'স্‌বে ত?

বিল্ব। দেখি।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

পথ

ভিক্ষুক ও সাধকের প্রবেশ

ভিক্ষুক। বলি, মশাই ত গোয়েন্দা নন্?

সাধক। শিব, শিব, শিব! আমার পরিচয় তোমায় দিচ্চি—শোন। আমি নবাব সরকারে চাকরী কত্তেম, আমার নাম রামকুমার সান্যাল। কলির লোক জান ত?—যে ধর্ম্মভীত হয়, তারই বিপদ্! আমার নামে তহবিল তছরূপের দাবী এল, এতেই সংসারের প্রতি বৈরাগ্য জন্মে; কাশীধামে গমন ক'ল্লেম, তথায় ভাগ্য-ক্রমে আমার গুরুর দর্শন পেলেম—একজন সিদ্ধ ব্যক্তি,—তিনি বারো বৎসর পুত্রের মতন আমায় উপদেশ দেন।

ভিক্ষুক। হ্যাঁ গা, তা ত'বিল ভেঙ্গেছিলে, ফাঁড়িদার ধ'ল্লে না?

সাধক। শিব, শিব, শিব! আমি তহবিল ভাঙ্‌ব কেন? দুর্জ্জনেরা এইটে রটিয়েছিল।

ভিক্ষুক। বলি, যা হোক্, ফাঁড়িদার কিছু বলেনি?

সাধক। যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ। ঈশ্বরের ইচ্ছায় ব্যাঘাত হয়নি।

ভিক্ষুক। তোমার ভারি কপাল! আমি পাইখানায় লুকিয়েছিলুম, আমায় টেনে বা'র ক'ল্লে।

সাধক। তারপর শোন। এই যোগশাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র—এই সকল গুরুর কৃপায় শিক্ষা কল্লুম। এখন জগতের হিত যাতে হয়, তাই কত্তে হবে, তাই ভাব্‌চি—তোমায়

আমি চেলা ক'র্‌ব। তুমিও দেখ্‌চি একজন ত্যাগী পুরুষ, তাই তোমার পরিচয় চা'চ্চি।

ভিক্ষুক। না, তুমি গোয়েন্দা নও। কি জান, সকলের বরাত সমান নয়!—আমার ছেলেবেলায় নেশাটা ভাঙটা কর্ত্তে শিখে একটু হাতটান হ'য়ে প'ড়্‌ল; একটা বাঁধা হুঁকো সরিয়ে পঁচিশ কোড়া খাই, আর ঘানি টানি একমাস। আমিও কাশী গিয়েছিলুম, তোমার মতন একটা মোহন্তও পেয়েছিলুম। তার জটার ভেতর একখানা সোণার বাট ছিল; যে দিন জটা ঘ'ষে দিতে ব'ল্‌ত, সে দিন বার ক'রে রা'খত! গাঁজা টাজা চ'ল্‌ত মন্দ নয়, কিন্তু লোভ সংবরণ হ'ল না—বাটখানা নিয়ে স'র্‌লুম।

সাধক। আহা! তুমিই আমার চেলা হবার যোগ্য!

ভিক্ষুক। তা' কাজ তোমার মা-বাপের আশীর্ব্বাদে সকল জানি। কিন্তু একটা প্যাঁচ আছে—আমার নামে একখানা পরওয়ানা আছে: শান্তিপুর থেকে একটা সোণার বাটী সরাই।

সাধক। তার উপায় হবে, তোমার জটা ক'রে দেব, গেরুয়া প'রে থা'ক্‌বে, ছাই মেখে থা'কবে।

ভিক্ষুক। বলি, সে সব ত ছিল; পরওয়ানার দায়ে জটা কেটে ফেলেচি।

সাধক। দেখ, আমার কাছে থাকায় তোমার কোন শংকা নাই; আমি অন্তর্দ্ধান বিদ্যায় তোমায় লুকিয়ে রেখে দেব।

ভিক্ষুক। ব'ল্‌চি, যে, তোমার কপাল ভাল। ফাঁড়িদারের চোখ বড় সাফ; জাননা, কেলে হাঁড়ি মাথায় দিয়ে জলে লুকিয়ে থাক্‌লে ধরে!

সাধক। এখানে থাক্‌লে বড় সে সব ভয় নাই।

ভিক্ষুক। আচ্ছা, এ ফন্‌ একরকম মন্দ নয়; চ'ল্লে ভাল। বলি, তুমি কথা কইবে ত? না, কথা কইবে না?

সাধক। যোগ্য লোকের সঙ্গে কইব।

ভিক্ষুক। ধুনি জ্বালাবে?

সাধক। কখন কখন।

ভিক্ষুক। তোমার ভৈরবী থা'ক্‌বে?

সাধক। খুব গোপনে।

ভিক্ষুক। লোককে কি ব'ল্‌ব যে টাকা-কড়ি দাও? না, যে যা শ্রদ্ধা ক'রে দিলে,—কি বল?

সাধক। সাম্‌নে একটা হোমকুণ্ড থাক্‌বে; যার যা ইচ্ছা হবে, তারই ভিতর দিয়ে যাবে।

ভিক্ষুক। হুঁ, বুঝেছি; এখন কোথায় আস্তানা ক'র্‌বে?

সাধক। একটা শিবের মন্দির টন্দির দেখে নেওয়া যাবে।

ভিক্ষুক। এখন কি রকম বখ্‌রা, বল।

সাধক। দেখ, আমার বাড়ীতে খেতে প'র্‌তে—স্ত্রী, একটি ছেলে, আর মা ঠাক্‌রুণ। তা গোটা পোনের টাকা মাসে পাঠালেই হবে। বাকী আমাদের খোরপোষ বাদে—দশ আনা ছ' আনা।

ভিক্ষুক। কি, দশ আনা তোমার, ছ' আনা আমার?

সাধক। হুঁ।

ভিক্ষুক। তুমি সাধুগিরি জান না। বাড়ী-ফাড়ি বুঝিনি; চেলার সঙ্গে আধাআধি বখ্‌রা।

সাধক। দেখ, ওতে আট্‌কাবে না। তোমায় আমি শিষ্য ক'র্‌ব; গুরুসেবার জন্য যা দিতে হয়, দিও।

ভিক্ষুক। এ কথা ভাল।

সাধক। আজ রাত্তিরে একটু কাজ ছিল।

ভিক্ষুক। আমারও বিশেষ কাজ আছে।

সাধক। একটা স্ত্রীলোকের বাড়ীতে যাবার কথা ছিল।

ভিক্ষুক। আমারও যাবার কথা আছে।

সাধক। কি, নদীপার?

ভিক্ষুক। নদীপার।

সাধক। আজ কাজ সা'র্‌তে পার, ভাল; না হ'লে কা'ল থেকে চেলা হবে।

গান করিতে করিতে পাগলিনীর প্রবেশ

কাফি (মিশ্র)—একতালা

পাগ। ওমা কেমন মা কে জানে?
মা ব'লে মা ডাক্‌চি কত
বাজে না মা তোর প্রাণে?
মা ব'লে ত ডাক্‌ব না আর,
লাগে কি না দেখ্‌ব তোমার,

বাবা ব'লে ডাক্‌ব এবার, প্রাণ যদি না মানে।
পাষাণী পাষাণের মেয়ে,
দেখে নাক' একবার চেয়ে,
পেত্নী নিয়ে ধেয়ে ধেয়ে বেড়ায় সে শ্মশানে!

সাধক। আহা আহা! বেড়ে গায়।

ভিক্ষুক। (পাগলিনীর প্রতি) হ্যাঁ গা, তুমি কে গা?

পাগ। আমি বাছা, পাগলদের মেয়ে।

ভিক্ষুক। হ্যাঁ গা, তোমার বে হয়েছে?

পাগ। হুঁ, পাগলদের বাড়ী।

গীত

গৌরী—একতালা

পাগ। আমার পাগল বাবা, পাগলী আমার মা।
আমি তাদের পাগলী মেয়ে,
আমার মায়ের নাম শ্যামা॥
বাবা বব বম্ বলে,
মদ খেয়ে মা গায়ে পড়ে ঢ'লে,
শ্যামার এলোকেশ দোলে;
রাঙ্গা পায়ে ভ্রমর গাজে,
ওই নূপুর বাজে শোন না॥

[পাগলিনীর প্রস্থান।

সাধক। দেখ, দেখ, এ পাগলীটাকে হাত কর; ও বেড়ে গায়।

ভিক্ষুক। ব্যবসাটা শীগ্‌গির জম্‌বে।

সাধক। তোমার ভৈরবী কত্তে পার ত ভাল।

ভিক্ষুক। বটে? ওকে পেলে ত আমিও একটা দল করি।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

বিল্বমঙ্গলের বাটীর কক্ষ
সম্মুখে শ্রাদ্ধের আয়োজন
বিল্বমঙ্গল ও পুরোহিত আসীন

বিল্ব। এই ত বাপের পিণ্ডি দিলুম, এই নাও। সন্ধ্যা হ'ল—তোমার যে মন্ত্র পড়্‌বার ধূম!

পুরো। তুই বেলা ক'রেই ত সর্ব্বনাশটা কল্লি। এম্নি দুটি যজমান হ'লেই আর আমাদের ক্রিয়া-কর্ম্ম চ'ল্‌বে! ব্রাহ্মণেরা উপবাস রয়েছে।

বিল্ব। আর আমি বুঝি মাগুর মাছের ঝোল আর ভাত খেয়েছি?

পুরো। দেখ্, অমন করিস্ ত লোকে তোকে জাতঃপাত ক'র্‌বে।

বিল্ব। যাও যাও, এখন তোমার কাজে যাও।—ওরে ভোলা!

ভোলার প্রবেশ

এই পুরুৎঠাকুরের বাড়ী এইগুলো দিয়ে আয়; আর মথুর ঠাকুরকে এইদিকে আস্‌তে বল।

ভোলা। আজ্ঞে, এখন মথুর ঠাকুর পরিবেশন ক'র্‌বেন, ব্রাহ্মণদের পাত হয়েছে।

বিল্ব। সে থাক্, আগে আমার পাঁচ চেঙারি খাবার এইখানে রেখে যাক্। যাও না ঠাকুর, শালগ্রাম নিয়ে যাও না।

পুরো। বলি, তোর আক্কেলটা শুন্‌চি,—রাধেকৃষ্ণ!

[প্রস্থান।

বিল্ব। দেখ্ ভোলা, তুই দাঁড়িয়ে থেকে ভাল ভাল জিনিস সব তুলে আন্‌বি—পাঁচখানা চেঙারি।

[ভোলার প্রস্থান।

ধরনা—চিন্তামণি, থাক,—দুই; থাকর মাসী আছে শুনিচি, এই ধর—তিন। চিন্তামণির আর একখানা ধর—চার; ও তিনখানাই ধর—পাঁচ। আমি এখন আর খাবনা, দেরি প'ড়ে যাবে; চিন্তামণির সঙ্গে একসঙ্গে খাব। (আকাশে দৃষ্টিপাত করিয়া) ইস্! এই সা'র্‌লে! পশ্চিমে মেঘখানা বড উঠেচে;—উঃ, বেজায় ঝড়!

ভোলার পুনঃ প্রবেশ

ভোলা। ওগো বামুনদের পাতা উড়ে গেল!

বিল্ব। তা যাক্; তুই পাঁচ চেংড়া খাবার এনে এইখানে রাখ্ না, একটা লোক সঙ্গে ক'রে খেয়াঘাটে দিয়ে আসিস্। আমি নৌকা দেখ্‌তে চ'ল্লেম। আমি পাইখানা যাবার নাম ক'রে বেরিয়ে পড়ি, কেউ যদি খোঁজে, বলিস্

—আমার বড় জ্বর। (অদূরে দাওয়ানকে দেখিয়া) আ ম'ল! আমার দাওয়ান ব্যাটা এল।

দাওয়ানের প্রবেশ

দাও। (স্বগত) ঘরের ভিতর সব পাত ক'রে দিই; মুষলের ধারে বৃষ্টি এসেছে। (সহসা ভোলাকে দেখিয়া) ভোলা, এখানে দাঁড়িয়ে কেন রে?

বিল্ব। কাজ আছে, তুমি পাত করগে, যাও।

দাও। মশাই, ব্রাহ্মণভোজন পণ্ড হয়।

বিল্ব। হ'ক। পরশু আমার একশ' টাকা চাই, যেখান থেকে পাও, ঠিক রাখ্‌তে চাও; বুঝেছ?

দাও। আর টাকা চাইলে বাড়ী বাঁধা ভিন্ন উপায় নাই।

বিল্ব। তা, যেমন ক'রে হয়।

দাও। দাঁড়ান মশাই, আমি এখন পাত করিগে।

বিল্ব। দেখ, টাকা চাই, না পেলে টের পাবে।

দাও। যে আজ্ঞে। (স্বগত) চাকরী আর বেশী দিন কত্তে হবে না। [প্রস্থান।

বিল্ব। উঃ! বেজায় বৃষ্টি, কিন্তু এ সময়ে না বেরুলে নৌকা ঠিক কত্তে পা'র্‌ব না। যা ভাড়া লাগে, পার হ'তেই হবে।

[প্রস্থান।

ভোলা। এই যে সিন্দুকের চাবি ভুলে গিয়েছে! মাইনে যত পাব, তা' ত বুঝ্‌তে পেরেছি; আজ যা পাই, তাই নিয়ে সট্‌কাই।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

নদীতীর—শ্মশান

ঝোপের পার্শ্বে চিতা জ্বালাইয়া
পাগলিনী উপবিষ্টা

বিল্বমঙ্গলের প্রবেশ

বিল্ব। দেখি, আর দু' ক্রোশ পরে আর একটা খেয়াঘাট আছে।—একখানা কি জেলে-ডিঙ্গিও বাঁধা থাক্‌তে নেই? একখানা ভেলা টেলা, কাট টাট্‌—কত কি যে নদীর ধারে থাকে—তা কি একটা নেই? উঃ! মুষলের ধারে বৃষ্টি! রাগ ক'রে এসেচি; ব'লে এসেছি, আ'সব না;—চিন্তামণি হয় ত নদীর ধারে দাঁড়িয়ে ভিজ্‌চে। আহা প্রাণেশ্বরি! আমরা দু'জনে যেন চক্রবাক চক্রবাকী—মাঝে এই প্রবল নদী।—এ ঝোপটার পাশে আলোটা কি? এ শ্মশানে চিতের আলো, এ বৃষ্টিতেও চিতের আগুন নেবে না! কালস্বরূপ নদী কারও কথা শোনে না, চ'লেছে! আমার যে প্রাণ যায়। উঃ! কি ভয়ঙ্কর তুফান, কি ভয়ঙ্কর গর্জ্জন, যেন পিশাচ যুদ্ধ ক'চ্চে! প্রাণ, তোরে আমি তুচ্ছ কত্তুম, কিন্তু চিন্তামণিকে যে দেখ্‌তে পাব না। উঃ! কি করি? তারও প্রাণ এমনি হ'চ্ছে; স্ত্রীলোক—কি ক'র্‌বে? নৈলে নদী পার হ'য়ে এসে, আমার গলা ধ'রে কেঁদে আমায় তিরস্কার কত্ত। চিন্তামণি আমার, আমি চিন্তামণির; আমার প্রাণ নয়, চিন্তামণির প্রাণ—সে যে আমায় ভালবাসে। কি করি? কেমন ক'রে পার হই? এ দুরন্ত তরঙ্গ! শ্মশান থেকে একখানা মোটা কাঠ এনে দেখি। (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া পাগলিনীকে দেখিয়া) এ কি পেত্নী নাকি? পেত্নী বৈ কি; ঐ যে মড়ার মাথা পুড়িয়ে খাবে! ওরা মনে ক'ল্লে পার ক'রে দিতে পারে; বলি, এম্নেও প্রাণ গেছে, অম্নেও প্রাণ গেছে। (পাগলিনীর প্রতি) ওগো, তোমায় আমি ষোড়শোপচারে পূজো দোব, তুমি যদি আমায় পার ক'রে দাও। মা, কৃপা ক'রে কথা কও, চিন্তামণির জন্য আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হ'য়েছে।

পাগ। (বেগে দণ্ডায়মান হইয়া)

কই সই কই চিন্তামণি?
বল,
কোথা গেল?
হৃদয়ের মণিহারা আমি পাগলিনী।
দেখ দেখ এসেছি শ্মশানে,—
সে ত নাই লো এখানে,
পর্ব্বত-গুহায়, নিবিড় কাননে,
তারই অন্বেষণে কেঁদে গেছে কত দিন।
কভু ভস্ম মাখি গায়—
এ প্রাণের জ্বালা না জুড়ায়,
শূন্যে শূন্যে ফিরি, বুকে বজ্র ধরি,—
সে কোথায় দেখা ত হ'ল না!

হৃদয়ের চাঁদ, দেখি মাত্র সাধ,
তাতে বাদ কেবা সাধে?
কই—কই চিন্তামণি!

বিল্ব। (স্বগত) এ কে! চিন্তামণিকে ডাক্‌চে কেন? এ ত পেত্নী নয়; পাগল বোধ হ'চ্চে। (প্রকাশ্যে) হ্যাঁ গা, চিন্তামণি তোমার কে?

পাগ। সে আমার গো, সে আমার; নাম ধ'রে ডাকিনি; ছি! লজ্জা করে।

বিল্ব। চিন্তামণি ত মেয়ে মানুষের নাম?

পাগ। চিন্তামণি—কভু এলোকেশী
উলঙ্গিনী ধনী,
বরাভয়করা ভক্তমনোহরা
শবোপরে নাচে বামা।
কভু ধরে বাঁশী,
ব্রজবাসী বিভোর সে তানে!
কভু রজত-ভূধর—
দিগম্বর জটাজূট শিরে,
নৃত্য করে বব বম্ বলি' গালে।
কভু রাসরসময়ী প্রেমের প্রতিমা,
সে রূপের দিতে নারি সীমা;—
প্রেমে ঢলে, বনমালা গলে,
কাঁদে বামা—
"কোথা বনমালী" ব'লে।
একা সাজে পুরুষ প্রকৃতি;
বিপরীত রতি,—
কেহ শব, কেহ বা চঞ্চলা।
কভু একাকার,
নাহি আর কালের গমন;
নাহি হিল্লোল কল্লোল,
স্থির—স্থির সমুদয়;
নাহি—নাহি "ফুরাইল" বাক্;—
বর্ত্তমান বিরাজিত।

বিল্ব। আমার চিন্তামণি! আমি এত-দিনেও তার রূপের সীমা পেলুম না। আহা সে রূপ দেখ্‌তে দেখ্‌তে বাক্ ফুরিয়ে যায়ই বটে! কি ক'র্‌ব? কেমন ক'রে যাব? চিন্তা-মণি! চিন্তামণি! বুঝি এই নদীকূলেই প্রাণ যাবে।

পাগ। প্রাণ ত যাবার নয়, প্রাণ যাবে না। জলে ঝাঁপ দে দেখিছি—জল শুকিয়ে যায়! আগুনে ঝাঁপ দে দেখিছি—আগুন নিবে যায়! হায়! সে মনচোরা কোথায়? চল সখি, দু'জনে দু'দিকে যাই, তারে খুঁজি। মা! মা! কোথায় তুমি? শ্মশানভূমি আলো ক'রে এস মা!

বিল্ব। নিবিড় অন্ধকার; দিক্ নির্ণয় করা দুষ্কর! সত্য কি প্রাণ যাবার নয়? ওহো, যদি প্রাণ যায়, চিন্তামণিকে আর দেখ্‌তে পাব না। মেঘগর্জ্জন, তোমায় ভয় করি না; তরঙ্গ, তোমারও কলকল নাদে ভয় করিনা; দেহ, তোরও মমতা রাখি না; কিন্তু চিন্তামণিকে যে আর দেখ্‌তে পাব না, ঐ ভয়। নৈলে তুমি নদী নও, গোখুর জল; আমি সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত!—চিন্তামণি! চিন্তামণি।

পাগ। গীত

কানেড়া (মিশ্র)—একতালা

সাধে কি গো শ্মশানবাসিনী।
পাগলে ক'রেছে পাগল, তাই ত ঘরে থাকিনি।
সে কোথা একলা বসে, নয়নজলে বয়ান ভাসে,
আমাহারা দিশেহারা, ডাক্‌চে কত না জানি!
ওই যেন সে পাগল আমার,
দেখ্‌চি যেন মুখখানি তার,
ঘোর যামিনী, একলা আছে প্রাণের চিন্তামণি।

[প্রস্থান।

বিল্ব। যাব, চিন্তামণিকে দেখ্‌ব। চিন্তা-মণি! চিন্তামণি!

[জলে ঝম্পপ্রদান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

চিন্তামণির বাটী—থাকর ঘরের দাওয়া

সাধক ও ভিক্ষুকের প্রবেশ

সাধক। বলি তোমার এ বাড়ীতে কাজ ছিল কি?

ভিক্ষুক। আমার কি আর কাজ থা'কতে নেই? যখন কথা দিয়েছি, তোমার কাজে গাফিলি পাবে না।

সাধক। বলি, তবু কি শুনি?

ভিক্ষুক। ঠিকে কাজ। ঐ যে বাড়ীর গিন্নী আছেন, তাঁর মানুষটি আমায় ব'ল্লেন, "যতক্ষণ না আমি আসি, তুই নজর রাখ্‌বি—কে আসে যায়।" দোরগোড়ায় ছিলুম; ঝড়-

ঝাপটায় ঘরে এসে ঢ্বকিছি। মাগীরে পরকে ঠকায় বটে, আপনারাও ঠকে;—বল্লুম, "বাবা বিদেশী অতিথ"; তাই চি'ড়ে মুড়কি দই—ফলার করা'লে। কিন্তু শেষটা চিনে ফেল্লে,—বল্লে, "সেই পোড়ারমুখো রে—সেই পোড়ার-মুখো; ঐ পোড়ারমুখো পাঠিয়ে দিয়েছে।" ঝাঁটা ঝাড়ছিল, বড় ঝড়-বৃষ্টি দেখে "মা মা" শব্দ ক'রে কে'দে ফেল্লুম। এই দাওয়ায় এক কোণ দিয়েছে। বাবা, তুমি ত দেখ্‌চি সারা-রাতটা মশা তাড়ালে, ব্যাপারখানা কি?

সাধক। তুমি এতক্ষণ ছিলে জান্‌লে আমি দুটো কথা শেখাতুম।

ভিক্ষুক। আর কথা শিখিয়ে কাজ নেই; এই বাদলার দিন—ঐখানেই একটু মুড়ি দে ঘুমোও। চেলাগিরি ত? ও আমি খুব জানি।

সাধক। আরে না না; থাক এলে ব'ল যে আমি খুব সাধু।

ভিক্ষুক। বলি, থাকর সঙ্গে ব্যাপারখানা কি বল দেখি? তোমার ভৈরবী পাকাচ্চ? দেখ, হেথা খুরের ধার; গুরুগিরি চেলাগিরি চ'ল্‌বে না। তোমায় আসতে বলেছিল, তা আমি শুনিচি—সেই, যখন সেই কৃষ্ণপ্রেম ভজাচ্ছিলে। তোমায় আগে একটু না চিন্‌লে আমার রীতের কথা খুলতুম না।

সাধক। কেন, তুমি আমার চেলা ব'লে পরিচয় দেবে, তা দোষ কি?

ভিক্ষুক। দেখ, তুমি খুব সেজেচ গুজেচ বটে; কিন্তু তুমি চার আনা বখ্‌রারও যুগ্যি নও। বলি, আক্কেল নেই? সকাল বেলা গুরু-শিষ্যে দেখা নেই, আর রাতদুপুরে "গুরবে নমঃ"!

সাধক। তবে তুমি একটু স'রে যাও, আমি থাকর সঙ্গে নিরিবিলি দুটো কথা কব।

ভিক্ষুক। ভোর বেলা ক'য়ো এখন। ভোর না হ'লে ত আর তার দেখা পাচ্ছ না, সে এখন ছাপরখাটে শুয়েছে; রুদ্রাক্ষির ঠক্‌ঠকানিতে কি আর সে উঠবে? টাকার শব্দ কত্তে পাত্তে ত সে কথা ছিল। ব্যবসাটা জমিয়ে কিছু হাতে কর, তারপর এস।—দেখ, তোমার ভৈরবীর জন্যে সে পাগলীটাকে জোটাবার চেষ্টায় গিয়ে-ছিলুম, ভয় হলো, বাবা! বেটী শ্মশানবাগে চ'লে গেল।

সাধক। আমার ভৈরবী কেন? আমি তোমার ভৈরবীর জন্যে বলেছিলুম।

ভিক্ষুক। ও হরি! আমি তা বুঝতে পারি নি। তুমি আবার সৌখীন, সে ভৈরবী মনে ধ'চ্ছে না; তাই থাকমণির কাছে এসেচ! দেখ, আমরা এক আঁচড়ে মানুষ চিনি; (অদূরে থাকর পদশব্দ শুনিয়া) থাকমণি কি ভৈরবী—ও ভৈরবী! দেখ না, ব্রহ্মদত্যির মতন চ'লে আস্‌চে! (মুড়ি দিয়া শয়ন)

থাকর প্রবেশ

থাক। (স্বগত) দু' পোড়ারমুখো দাওয়ায় ব'সে আছে; তালা ভেঙ্গে ত সে'দোয়নি? কে জানে, চোর কি না! (প্রকাশ্যে) বলি, মশায় আছেন কি?

সাধক। (সুর করিয়া) হুঁ আছি।

থাক। (স্বগত) আমার আহ্লাদে গোপাল! বিবি বাজের ডাকে মুর্চ্ছো যান! (প্রকাশ্যে) তার আজ মানুষ আসেনি ব'লে আট্‌কে রেখে-ছিল; আমি কতক্ষণে আসি, কতক্ষণে আসি, মনে কত্তে কত্তে ঘুমিয়ে গেছি। বড় ক্লেশ হয়েছে, তামাক টামাক পাওনি, আর সন্ধ্যা থেকে ব'সে আছ; তা কি ক'র্‌ব বল? আমার ত আর হাত নয়। এই আমি প্রদীপ জ্বালি, তামাক সেজে দিই, তার পর পি'ড়ে পেতে দাওয়াতে ব'সে তোমার কথা শুনি। (ভিতরে গমন)

ভিক্ষুক। বিশ্বাস দেখেছ? ঘর ঢোকাবে না! দেখ, তুমি আমায় আর সাক্ষী টাক্ষী মেনো না, তা হ'লে দু'জনেরই গলাধাক্কা!

থাক। (বাহিরে আসিয়া) আ মুয়ে আগুন! তামাক দু'ছিলিম এনে রাখ্‌ব, তা ভুলে গেছি।

সাধক। তা থাক্, তামাক থাক্; তুমি ব'স। দেখ, আমি সেতুবন্ধ রামেশ্বর, হরিদ্বার, —সমস্ত বেড়িয়ে এসেছি, কিন্তু কোথাও মনের মতন মানুষ পেলুম না।

থাক। যা ব'ল্লেন, ঐটি পাওয়া মুস্কিল। এই প্রায় একুশ বছর বয়স হ'ল—ও কুড়িও যার নাম, একুশও তার নাম—কুড়ি এখনও পোরে নি, এই চোৎ মাসে উনিশে প'ড়েছি—তা, কই, মনের মানুষ ত কোথাও খুঁজে পেলুম না।

সাধক। কিন্তু তুমি আমার মনের মতন।

থাক। আস্তে কথা কও, এক মড়া ভিকিরী দাওয়ায় শুয়ে আছে। তা দেখুন, আমি আপনার মন যোগাতে পা'র্‌ব কি?

সাধক। আমার বড় সাধ, তোমায় রাধা-প্রেম শেখাই।

থাক। আমায় যা শেখাবেন, আমি আর ভুল্‌ব না।

সাধক। তবে মন দে শোন। বলি, ত'র্‌তে ত হবে—এ ভবসমুদ্র ত'র্‌তে ত হবে?

থাক। তা বটে ত।

সাধক। তাই তোমায় ব'ল্‌চি, বেশ্যা-বৃত্তি ছেড়ে দাও; পাঁচজনের মুখ আর চেয়ো না।

থাক। আমি তেমন মানুষ নই; যদি আপনার সঙ্গে আলাপ হয় ত আপনি বুঝতে পার্‌বেন। আমি হরি নাম না ক'রে জল খাইনি; আর যে মানুষ অনুগ্রহ ক'রে আমার কাছে আসেন, তাঁকে আমি স্বামীর মতন দেখি; আর পরপুরুষের মুখ দেখি না। আমি একাদিক্রমে বাইশ বছর একজনের কাছে ছিলুম।

সাধক। দেখ, তুমি আমার ভাব বুঝতে পা'চ্চ না! রাখারাখির কথা নয়, এ প্রেমের কথা।

থাক। তা ত বটেই, তা ত বটেই; হাজার হ'ক আমি মেয়েমানুষ। ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিলে বুঝতে পা'র্‌ব।

সাধক। দেখ, এক কথায় বলি,—আমি তোমায় দেখব যেন রাধা, আর তুমি আমায় দেখবে যেন কৃষ্ণ। তারপর যা খুসি তা কর, আর পাপ নেই। কেমন, রাধা হ'তে পার্‌বে?

থাক। আপনি আমায় ভাল ক'রে বলুন; আমি ভাল বুঝতে পাচ্চি না।

সাধক। দেখ, তুমি আমার রাসরসময়ী রাধা হও। তুমি মান ক'র্‌বে, আমি পায়ে ধ'রে ভাঙাব; আমি বাঁশী বাজাব—তুমি "কৃষ্ণ কই, কৃষ্ণ কই" ব'লে অধৈর্য্য হবে।

থাক। তা আমি সব পা'র্‌ব। আপনি যদি আমার ভার নেন্ ত,—আমার একটা পেট আর একখানা কাপড়; বিছানা মাদুর ক'রে দাও, তুমিই ব'স্‌বে; গয়নাগাঁটি তোমার মন হয় দিও, না হয় না দিও।

সাধক। দেখ, আমি ব্রহ্মচারী, আমার কিছু সঙ্গতি নেই; তবে দুটো একটা বিদ্যা জানি;—এই হরিতালভস্ম, তাঁবাকে সোণা করা,—তোমাকে শিখিয়ে দোব।

থাক। অ্যাঁ! তাঁবাকে সোণা কত্তে জানেন?

সাধক। গুরুর কৃপায় কতক জানি।

থাক। তবে আপনি আমার মতন দশটাকে প্রতিপালন কত্তে পারেন। (স্বগত) এ কি দমবাজি কত্তে এসেচে না কি?

সাধক। আমি বিদ্যাই শিখিছি, কর্‌বার যো নেই—গুরুর নিষেধ আছে। তবে শিখিয়ে দিতে পারি, তুমি যদি আমার রাধা হও—আর এক বৎসর মন যুগিয়ে চল, তবে তোমায় বিদ্যা দোব।

থাক। (স্বগত) মিন্সে দমবাজ, তাড়াই; নইলে ঘুমনো হবে না। (প্রকাশ্যে) তা দেখুন, আপনি আস্তানায় যান; আমি একটু গড়াই-গে। (ভিক্ষুকের প্রতি) বলি, ও পোড়ারমুখো, তুইও ওঠ্, আমি ঘুমুইগে। (সাধকের প্রতি) আপনি উঠুন, আর দেরী ক'র্‌বেন না।

প্রাচীর হইতে বিল্বমংগলের পতন

ও মা গো, বাবা গো, মাসি গো, দেখ্‌সে গো, ওগো, ডাকাত গো! এরা সব কেটে ফেল্লে গো!

(নেপথ্যে চিন্তামণি।) কি রে থাকি? কি রে থাকি?

থাক। ওগো মাসি গো, আলো নে শীগ্‌-গির এস গো! প'ড়ে কে গোঁ গোঁ ক'চ্চে গো!

আলো লইয়া চিন্তামণির প্রবেশ

চিন্তা। কি রে? কি রে?

থাক। (বিল্বমঙ্গলকে দেখিয়া) ও মা, এ যে মেসো গো!

চিন্তা। অ্যাঁ অ্যাঁ! পোড়ারমুখো এখন জ্বালাতে এসেচে? গোঁ গোঁ ক'চ্চে কেন? ও মুখপোড়া, গোঁ গোঁ ক'চ্চিস্ কেন?

থাক। ও গো, এই পাঁচীল থেকে লাফিয়ে প'ড়েছে—কেমন বেকায়দায় প'ড়েচে।

চিন্তা। অ্যাঁ! মিন্সে হাতে দড়ি দেবার

যোগাড় ক'রেচে! ও মা—এমন জ্বলনেও প'ড়লুম।

বিল্ব। চিন্তামণি, একটু জল দাও।

থাক। ওগো, আছে গো আছে!

চিন্তা। থাক্‌বে না ত জ্বালাবে কে?

থাক। ও গো, তোমরা একবার এখানে এসনা গা, ধরাধরি ক'রে ঘরে নে যাই।

বিল্ব। না, আমায় কারুকে ধ'ত্তে হবে না; চিন্তামণি, তোমার গলা ধ'রে আমি ঘরে যাই।

চিন্তা। নে থাকি, হাত ধর্, তোল্। নাও—ওঠ।

থাক। মেসো, তোমার কি আক্কেল গা?

চিন্তা। থাকি, তুই যেন খুকী, কথার ভাব বুঝিস্‌নি। সন্ধ্যেবেলা ভিকিরী মড়াকে পাঠিয়েছিল, রাত দুপুরে দেখ্‌তে এয়েচে—মানুষ নে আছি, কি একলা আছি।

বিল্ব। চিন্তামণি, তোমায় দেখতে এসেচি, চিন্তামণি!

চিন্তা। (একটা দুর্গন্ধ পাইয়া) ও মা, গেলুম গো! কি দুর্গন্ধ গা!

[বিল্বমঙ্গল, চিন্তামণি ও থাকর প্রস্থান।

ভিক্ষুক। দেখ, তোমার বখরা দু' আনা —দু' আনা; এই হাটে এসেছ ছুঁচ্ বেচ্‌তে? আর ভাব্‌চ কি? স'রে পড়, এসে ঝাঁটা বন্দোবস্ত ক'র্‌বে! আমিও স'রতুম্, তবে কি না, আমার কিছু পিত্তেশ আছে।

থাকর পুনঃ প্রবেশ

থাক। থু থু থু! মাসি, দেখ ত গা, মেসো গায়ে ত কিছু মেখে আসেনি? থু থু! এ যে নাড়ী উঠে গেল গা! পচা মড়ার গন্ধ যে গা!

চিন্তামণির পুনঃ প্রবেশ

চিন্তা। ওলো থাকি, সর্ব্বনাশ ক'রেছে! পচা মাস—পোকা থিক্ থিক্ ক'চ্চে! বিছানা মাদুর সব ভ'রে গেছে লো, সব ভ'রে গেছে! আমি মাথা মুড় খুঁড়ে ম'র্‌ব।

সাধক। বলি থাক, তবে আসি?

চিন্তা। ও লো এ মড়া কে লা? আবার লোক পাঠিয়েছিল বুঝি?

থাক। বলি হ্যাঁ গা, তুমি এখনো রয়েচ? একবার ব'ল্লে কথা শোন না কেন বল দেখি?

সাধক। কা'ল একবার দেখা ক'র্‌ব, কি বল?

থাক। এখন যাও, তা তখন দেখা যাবে।

[সাধকের প্রস্থান।

ভিক্ষুক। ঠাক্‌রুণ, আমি এতক্ষণ সট্-কাতুম: তা আমি কিছু পাব।

চিন্তা। হ্যাঁ, তুই দাঁড়া ত, দাঁড়া ত। কেমন মুখ নাড়া দে ব'ল্‌চে যে, মানুষ ধ'ত্তে আসিনি, তোমায় দেখ্‌তে এয়েচি। তবে এ মড়াকে পাঠিয়েছিল কেন? আচ্ছা, ও ঝড় বৃষ্টিতে নদী পেরুলো কি ক'রে? শ্রাদ্ধ ফ্রাদ্ধ সব মিছে, এ পারে কোথা ব'সেছিল।—আর, পাঁচীল টপ্‌কালেই বা কি ক'রে? তেলপানা পাঁচীল, খড়া ফড়া ত নেই।

বিল্বমঙ্গলের প্রবেশ

বিল্ব। কেন চিন্তামণি? তুমি যে দড়ি ফেলে রেখেছিলে, চিন্তামণি!

চিন্তা। শুন্‌চিস্ লা, ঠাট্টা শুন্‌চিস্? আমি মানুষের জন্যে দড়ি ফেলে রাখি!

বিল্ব। সত্য, চিন্তামণি, দড়ি ধ'রে উঠিচি।

চিন্তা। থাকি, তুই আমার বয়সে বড়; তোর সাক্ষাতে ব'ল্‌চি বাছা—এমন জ্বলনে আর কখন পড়িনি। একটা পয়সা চাইলে সাত দিন ভাঁড়া-ভাঁড়ি; বাড়ী ঘর দোর—সব বাঁধা প'ড়েচে; এখন মই বেয়ে পাঁচীল টপ্‌কে লোকের বাড়ীর ভিতর পড়া!

বিল্ব। সত্য, চিন্তামণি, মই দে উঠিনি, দড়ি দে উঠেছি। আর দাওয়ানকে আজ ব'লে এসেচি, পরশু এক শ' টাকা এনে দেবে।

চিন্তা। তবে রে মড়া! খেংরায় বিষ ঝেড়ে দোব, তোর দড়ি দেখাবি চল্ ত।

বিল্ব। চল, চিন্তামণি, আমি দড়ি দেখাব, চল।

চিন্তা। (থাকর প্রতি) আয় ত, আয় ত, ফরসা হয়েচে; দেখি, ওর দড়ি কেমন।

[থাক, চিন্তামণি ও বিল্বমঙ্গলের প্রস্থান।

ভিক্ষুক। আজকের গতিক ভাল নয়, রাত্তিরের মজুরীটাই গেল। "গেল" কি ব'ল্‌চি বাবা? রাত্তিরবাসই লাভ। সাক্ষী ফাক্ষী কাজনি বাবা; হাকিমরে আপনারাই মকদ্দমা

ক'র্‌বে এখন। ব'ল্‌চে ত মিছে নয়,—এ রাত্তিরে নদী পেরুল কি ক'রে? আর, আমিও ত ঠাওর ঠোর রেখেচি, পাঁচীল বাইবার যো নেই, বাবা! এ কি মই লাগিয়ে পিরীত? তফাৎ থেকে মজাটা দেখে যাই। [প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রাচীর—মৃতসর্প লম্বমান

বিল্বমঙ্গল, চিন্তামণি, থাক ও ভিক্ষুকের প্রবেশ

বিল্ব। এই দেখ, দড়ি দেখ।

চিন্তা। কৈ, দেখি। (প্রাচীরের নিকট গিয়া) ওগো মাগো! এ যে অজগর গোখ্‌রো সাপ!

বিল্ব। অ্যাঁ! গোখ্‌রো সাপ!

ভিক্ষুক। ও গো ঠাক্‌রুণ, হয়েছে;—সাপে যদি গর্ত্তে মুখ দেয়, লেজ ধ'রে টেনে মুখ বা'র কত্তে পারা যায় না। ভয় নেই, টানের চোটেই অক্কা পেয়েছে! (স্বগত) উঃ! মানুষটা যদি চোর হ'ত, সাতমহলের ভেতর থেকে টাকার তোড়া বা'র ক'রে আন্‌তে পা'র্‌ত। [প্রস্থান।

থাক। (স্বগত) একেই বলি টান; একেই বলি মনের মানুষ; নৈলে, হৃদে পোড়ার-মুখো? খেংরা মারি, খেংরা মারি!

চিন্তা। এ কি! তুমি কালসাপ ধ'রে উঠেছিলে! তুমি আমার মুখপানে চেয়ে রয়েচ যে?

বিল্ব। তোমায় দেখ্‌চি।

চিন্তা। কি দেখ্‌চ?

বিল্ব। তুমি বড় সুন্দর!

চিন্তা। তুমি নদী পেরুলে কি ক'রে?

বিল্ব। আমি নদীতে ঝাঁপ দিলুম—ভাব্‌লুম, সাঁত্‌রে পার হ'ব; কিন্তু বড় তুফান, মাঝখানে এসে ঢেউ লেগে আমার নিশ্বাস বন্ধ হ'য়ে যেতে লাগ্‌ল; এমন সময় একখানা কাঠ ভেসে যাচ্ছিল—

চিন্তা। তোমার গায়ে অত দুর্গন্ধ কিসের?

বিল্ব। আমি ত তোমায় বলিচি, তা আমি ব'ল্‌তে পারিনি।

চিন্তা। সাপটা অনায়াসে ধ'র্‌লে?

বিল্ব। চিন্তামণি! বোধ হয়, তুমি কখন প্রাণ দাওনি, তা হ'লে বুঝ্‌তে, প্রাণ অতি তুচ্ছ; তা হ'লে জান্‌'তে, সাপেতে দড়িতে বিশেষ প্রভেদ নাই।

চিন্তা। তুমি কি উন্মাদ?

বিল্ব। যদি আজও না বুঝে থাক, নিশ্চয় তুমি প্রেমিকা নও; কিন্তু তুমি অতি সুন্দর—অতি সুন্দর!

চিন্তা। কি ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ ক'রে দেখ্‌চ?

বিল্ব। দেখ্‌চি, তোমার কথা সত্য কি মিছে। আমি যে উন্মাদ, এ পরিচয় কি তুমি আগে পাওনি? তুমি নিদ্রা যাও, আমি সমস্ত রাত্রি তোমার মুখপানে চেয়ে থাকি, তুমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেল্লে দশ দিক্‌ শূন্য দেখি, তোমার চক্ষে জল পড়্‌লে আমার বুকে শেল বাজে, এতেও কি বুঝতে পারনি—আমি উন্মাদ কি না? আমার সর্ব্বস্ব ঋণে বিকিয়ে যা'চ্চে, একবারও তার প্রতি চাইনি, নিন্দা অঙ্গের আভরণ করিচি। আজ কি তোমার বোধ হয়, এ কথা আমি সত্য ব'ল্‌চি? (সর্পের প্রতি দেখাইয়া) আমি উন্মাদ কি না, দেখ—প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখ! সত্য চিন্তামণি, আমি উন্মাদ; কিন্তু তুমি অতি সুন্দর—অতি সুন্দর!

চিন্তা। আচ্ছা, ব'ক্‌চ কেন?

বিল্ব। জানি না—অবশ্যই তুমি অতি সুন্দর, নইলে এতদিন কার পূজা করিচি? তোমায় দেখ্‌চি, তুমি দেবী কি রাক্ষসী। যদি দেবী হ'তে, আমার মনের ব্যথা বুঝ্‌তে; নিশ্চয় তুমি রাক্ষসী! কিন্তু অতি সুন্দর—অতি সুন্দর!

চিন্তা। চল, তুমি কি কাঠ ধ'রে এলে, আমি দেখ্‌ব।

বিল্ব। তোমার এখনও অবিশ্বাস? চল।

টহলদারদিগের প্রবেশ ও গীত

ভৈরবী—কার্‌ফা

কি ছার আর কেন মায়া,
কাঞ্চন-কায়া ত রবে না।
দিন যাবে, দিন রবে না ত,
কি হবে তোর তবে?
আজ পোহালে কাল কি হবে,
দিন পাবি তুই কবে?

সাধ কখন' মেটে না ভাই,
সাধে পড়্ক বাজ,
বেলাবেলি চল রে চলি,
সাধি আপন কাজ;
কেউ কারো নয় দেখ্ না চেয়ে,
কবে ফুটবে আঁখি?
আপন রতন বেছে নে চল,
হরি ব'লে ডাকি।
[শুনিতে শুনিতে সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

নদীকূল—গলিত শব পতিত

বিল্বমঙ্গল, চিন্তামণি ও থাকর প্রবেশ

বিল্ব। সত্য, সকলই মায়া! কই, কেউ ত আমার আপনার দেখিনি;—যার জন্যে জলে ঝাঁপ দিলুম, সে ত আমার নয়! আর কেউ কোথাও কি আমার আছে? একবার দেখ্‌লে হয়।

চিন্তা। উঃ! এখনও নদী যেন রণমুখী! নদী চার পো হ'য়েছে! ঝাঁপ দিতে সাহস হ'ল? কৈ কাঠ কৈ?

বিল্ব। ঐ।

চিন্তা। (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া দেখিয়া) এ কি! এ যে পচা মড়া! দেখ আর আমার অবিশ্বাস নেই! তুমি সত্যই উন্মাদ!—তোমার ঘৃণা নেই, লজ্জা নেই, ভয় নেই, তুমি দড়ি ব'লে সাপ ধর, কাঠ ব'লে পচা মড়া ধর! দেখ, আমি একদিন কথা শুন্‌তে গিয়েছিলুম, আমার আজ কথাটি মনে প'ড়ল। এই মন, আমি বেশ্যা—যদি আমায় না দিয়ে, হরিপাদ-পদ্মে দিতে—তোমার কাজ হ'ত! তোমায় আর অধিক কি ব'ল্‌ব! তুমি পচা মড়া ধ'রে রাত্তিরে নদী পার হ'য়ে এলে! গায়ে কাঁটা দেয়!—সাপের লেজ ধ'রে উঠ্‌লে! দেখ, আমাদের সকলই ভাণ বোধ হয়; কিন্তু এ যদি ভাণ হয়, এমন ভাণ কিন্তু কখন দেখিনি।

বিল্ব। (স্বগত) এই পরিণাম!
এই নরদেহ—
জলে ভেসে যায়,
ছিঁড়ে খায় কুক্কুর শৃগাল,
কিম্বা চিতাভস্ম পবন উড়ায়!
এই নারী—এরও এই পরিণাম!
নশ্বর সংসারে,
তবে হায়! প্রাণ দিছি কারে?
কার তরে শবে করি আলিঙ্গন?
দারুণ বন্ধনে ছায়ায় বাঁধিয়া রাখি।
ওই ঊষা—ও'ও ছায়া!
মিথ্যা—মিথ্যা—মিথ্যা এ সকলি!
হেরি আজ নিবিড় আঁধার;—
আমি কার, কে আছে আমার?
কার তরে জীবনের উত্তাপ বহন?
শূন্য অভিপ্রায়ে,
ঘুরিতেছি নশ্বর—নশ্বর ছায়া মাঝে!
কোথা, কে আছ আমার?
দেখা দাও, যদি থাক কেহ—
জুড়াই প্রাণের জ্বালা,
প্রাণ মন করি সমর্পণ।
কদাকার ছায়ার সংসার,
হেথা কোথা প্রেমের আধার?
কোথায় সে প্রেমের পাথার—
মম প্রেমের প্রবাহ মিশে যায় হ'বে লয়?
কোথা আছ কে আমার, বল;
সাধ হয় দেখিতে তোমারে:—
আত্মজন দেখি নাই জন্মাবধি!
কোথা যাব? কোথা দেখা পাব?
অন্ধকার মাঝে হ'য়ে আছি দিশেহারা—
কে দেখাবে আলো?
খুঁজে ল'ব আমার যে জন?

গান করিতে করিতে পাগলিনীর প্রবেশ

ছায়ানট—মধ্যমান

পাগ। আমায় নিয়ে বেড়ায় হাত ধ'রে;
যেখানে যাই, সে যায় পাছে,
আমায় ব'ল্‌তে হয় না জোর ক'রে।
মুখখানি সে যত্নে মুছায়,
আমার মুখের পানে চায়,
আমি হা'স্‌লে হাসে, কাঁদ্‌লে কাঁদে,
কত রাখে আদরে;
আমি জান্‌তে এলেম তাই,
কে বলে রে আপনার রতন নাই,
সত্যি মিছে দেখ্ না কাছে,
কচ্চে কথা সোহাগভরে।
[পাগলিনীর প্রস্থান।

চিন্তা। আহা! কি মিষ্টি গায়!

বিল্ব। আমার কি কেউ নাই? অবশ্যই আছে—আমিই অন্ধকারে দেখ্‌তে পাচ্চি নি: আছে—আমার কাছে কাছে আছে! নৈলে, ঘোরতর তরঙ্গমধ্যে কে আমায় শবদেহ ভেলা দিলে? করাল কালসর্পের দংশন হ'তে কে আমায় বাঁচালে? কে আমায় ব'লে দিলে, "সংসারে আমার কেউ নাই।" কে আমায় এখন ব'ল্‌চে, "আমি তোর আছি।" কে তুমি? তোমার কি রূপ? অবশ্যই তুমি পরম সুন্দর! দেখা দাও, কথা কও, আমার প্রাণ জুড়াও। এই যে, তুমি আমার কাছে আছ; আমি অন্ধ, তোমায় দেখ্‌তে পাচ্চি নি। কে আমায় চক্ষু দেবে? আমি কোথায় যাব? [প্রস্থান।

চিন্তা। কোথা চ'ল্ল! এ কি বিবাগী হ'ল নাকি? বোধ হয়। তা হ'লে আমারও কেউ আপনার নাই। দেখ্‌তে হ'ল।

[প্রস্থান।

থাক। আমি এমন ত কখন দেখি নি!

[প্রস্থান।

তৃতীয় অংক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

পথ

সোমগিরি ও বিল্বমঙ্গল

সোম। আপনি দেখ্‌চি বিদেশী: আমার বোধ হ'চ্চে, আপনি একজন ত্যাগী পুরুষ। আজ রাত্রে যদি আচ্ছাদন না থাকে, আপনি আমার সঙ্গে এলে কৃতার্থ হই।

বিল্ব। হে ব্রহ্মচারি, কে আমার—ব'ল্‌তে পারেন? সংসারে ত আমার বল্‌বার কেউ দেখ্‌চিনি! ব'লে দিন্—আমার কে, ব'লে দিন্।

সোম। আপনি প্রেমোন্মাদ মহাপুরুষ, আপনাকে নমস্কার করি।

বিল্ব। আপনি যে হন, আমি হীন লম্পট —আমায় নমস্কার ক'র্‌বেন না; আপনার চরণে আমার নমস্কার।—

ওহো! শূন্যোগার হৃদয় আমার!
কে আমার—এস হৃদি মাঝে;
দারুণ আঁধারে, এ দেহ-পিঞ্জরে
প্রাণ আর রহিতে না পারে।
হতাশ! হতাশ!
একা আমি প্রান্তর মাঝারে!
কেবা আমি?
কেন আমি এসেছি এখানে?
কি হেতু উদাস?
প্রাণ কিবা চায়?
কে কোথায় আছ প্রেমময়?—
প্রেম দিতে আছে বড় সাধ।

সোম। আপনি ভাগ্যবান্, প্রেমময়ী রাধা আপনাকে প্রেমপূর্ণ ক'রেছেন—আপনার কৃষ্ণ-প্রেম জন্মেছে।

বিল্ব। আপনি আমার গুরু: প্রেমময়ী রাধা কে, আমায় বলুন।

সোম। গুরু? সেই শ্রীকৃষ্ণই গুরু: গুরু আর কেউ নেই।

বিল্ব। রাধা কে, আমায় বলুন।

সোম। দেখুন, আমি রাধাকৃষ্ণের ছবি দেখেছি, প্রেমময়ীর অন্ত কিছুই পাই নি। আপনিও যদি রাধাকৃষ্ণের ছবি দেখে থাকেন, আপনি একবার ধ্যান ক'রে দেখুন—যদি সেই প্রেমময়ীর কিছু মর্ম্ম বুঝ্‌তে পারেন।

বিল্ব। (ধ্যানস্থ হইয়া) আহা! সত্য—এত দিন চ'খে পড়ে নি: সত্য, অতি সুন্দর! এ ছবি কি সত্য দেখা যায়? রাধাকৃষ্ণের কি দর্শন পাওয়া যায়?

সোম। কৃষ্ণের কৃপায় সকলই হয়।

বিল্ব। কোথায় কৃষ্ণের দেখা পাব?

সোম। কৃষ্ণকে ডাকুন, তিনিই ব'লে দেবেন, কোথায় তাঁর দেখা পাবেন।

বিল্ব। আপনি কে? আমার মৃত হৃদয়ে আশার সঞ্চার হ'চ্চে কেন? গুরুদেব! আমায় পদে আশ্রয় দিন।

সোম। আপনি ভাব্‌বেন না: কৃষ্ণ আপনাকে আশ্রয় দিয়েছেন। আসুন, আজ আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।

বিল্ব। আপনাকে যখন পেয়েছি, পায়ে ঠেল্‌বেন না; আপনার সঙ্গ আমি কখন' ছাড়্‌ব না। আপনি আমার দগ্ধ হৃদয়ে আশার সঞ্চার ক'ল্লেন; যদি কখন' আমার আশা পূর্ণ হয়, সে আপনারই কৃপায়।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

চিন্তামণির বাটীর সম্মুখ

চিন্তামণি ও থাকর প্রবেশ

থাক। বলি, মাসি, তুমি দেখ্‌চি, বাছা, ভালবাস। ব'ল্‌বে, "ভালবাসি ব'লে গা'ল দিচ্চে"; তা নয়। খাওয়া নেই, নাওয়া নেই, রাত-দিন ব'সে ব'সে ভাবনা। যদি যায়ই, মানুষ কি আর জুটবে না গা? আর, সে রাগ ক'রে যাবে কোথা? বেটা দর্শদিন থাকুক্‌—পোনেরো দিন থাকুক্‌—এক মাস থাকুক্‌—

চিন্তা। থাকি, সে আর আস্‌বে না।

থাক। না, আসবে না! তোমার, বাছা, রাগ হ'লে ত জ্ঞান থাকে না; যা মুখে বেরোয়, বল। সেয়ানা বেটা ছেলে, তাই দু'দিন চেপে দেখ্‌চে।

চিন্তা। থাকি, তুই তাকে চিনিস্‌ নি;—সে আমা ভিন্ন জান্‌তো না; সে যখন আমায় না দেখে তিন দিন আছে, সে ফাঁকি দে চ'লে গেছে।

থাক। তা যাক্‌ গে; তোমার গতর সুখে থাকুক। ঐ দত্তদের মেজ বাবু আমার সঙ্গে ইসারা ক'রে কত ব'লেচে; তা আমি ও কথায় কাণ দিতুম না। সে দু'খানা বাড়ী লিখে দিতে চায়।

চিন্তা। আহা! সে আমার জন্য সর্ব্ব-ত্যাগী হ'য়েছিল; শেষটা আমিই তারে দেশ-ত্যাগী কল্লুম।

থাক। হ্যাঁ গা, তার বাড়ী রয়েচে, ঘর রয়েচে, সে কেন দেশত্যাগী হ'তে গেল গা? তুই ত কিছু জান্‌লি নি, ও পুরুষের দম্‌।

চিন্তা। যদি রাগ ক'রে থাক্‌ত ত বাড়ীতে থা'ক্‌ত। শুনেছিলুম মানুষের বিরাগ জন্মায়, এ সেই বিরাগ।

থাক। তুমি মনে ক'রেচ বুঝি, সে বৈরাগী হ'বে? সে হয় অমন ঢের বেটা!

চিন্তা। আজ আমার চক্ষু খুলেচে; আমি জান্‌তুম, ভালবাসা একটা কথার কথা; তা নয় —ভালবাসা আছে। তারে এক দিনের তরে আমি মিষ্টি কথা বলিনি; আমি ঘরে রাগ ক'রে দোর দিয়ে শুয়েছি—সমস্ত রাত ছাদে ব'সে আছে; আমায় একবার ডাকেও নি,—পাছে আমার ঘুম ভেঙে যায়; রাগ ক'রে যদি কখন' আমার চক্ষু দে জল পড়্‌তো, শতধারে তার বুক ভেসে যেত। আমি এত দিনে জান্‌লুম, যে আমার ছিল—তাকে আমি দু'পায়ে ঠেলেছি।

থাক। ও মা, এ সংসারে কে কার, মা? তবে, পেট বড় বালাই, তাই লোকালয়ে থাক্‌তে হয়।—আর্শীর মুখ দেখা—তুমি ভেংচাও, ভেংচাবে; হাস, হাস্‌বে। পোড়া পেটের জন্যে পরকে আপনার ক'রে রাখ্‌তে হয়।

চিন্তা। আপনার হয়, তবে ত। থাকি, সত্যি বল্‌চি, আপনার মানুষ পেয়েছিলুম, সুখে থাক্‌লে থাক্‌তে পাত্তুম; কিন্তু এখন আর আমার কেউ নেই। আমি রাজরাণী হ'তে পাত্তুম; এখন আমি যে ঘৃণিত বেশ্যা ছিলুম সেই ঘৃণিত বেশ্যা!

থাক। "কেউ নেই, কেউ নেই" ক'র না। হরি আছেন, ভাবছ কেন?

চিন্তা। হরি কি আমার মতন পাপীয়সীকে কৃপা ক'র্‌বেন? শুনেছি, তিনি প্রেমময়; আমি প্রেমহীনা বেশ্যা, আমি প্রেম কখনও দিতে জানিনি, প্রেম কখনও নিতেও জানিনি, আমি হরির প্রেম পেলেও ত নিতে পা'র্‌ব না, আমার বেশ্যার চক্ষে ত কখনও প্রেম দেখিনি। কিন্তু থাকি, আমার ছেলেবেলাকার কথা মনে হয়;—আমি কি বরাবরই এম্‌নি? না, পুড়ে পুড়ে কয়লা হ'য়ে আছি? আমার প্রাণে কত সাধ ছিল, সে সব কোথায়? অনেককে অনেক দাগা দিয়েছি; ভগবান্‌, আমি কি দাগা পাইনি? আমিও বিস্তর দাগা পেয়েছি, কিন্তু বিল্বমঙ্গলের মতন দাগা পাই-নি। সে আমাকে তার সর্ব্বস্ব ভেবেছিল, শেষ দেখ্‌লে, কালসাপিনী! সে প্রেম জানে,—প্রেম-ময়ের কৃপা পাবে; আমার প্রাণ মরুভূমি,—মরুভূমিই থা'ক্‌বে!

থাক। সকলই কেমন বাড়াবাড়ি! মানুষ গেছে, গুণ গান কর্‌, অন্য মানুষ দেখ্‌। আমি বাপু, আর পারিনি।

চিন্তা। হ্যাঁ থাকি, সে পাগলীর খবর নিয়েছিলি?

থাক। ও একটা গেরস্তর বৌ; বাপ মা

কেউ ছিল না; মাসী মানুষ ক'রেছিল, বিয়ে দিয়েছিল, বিয়ের রাত্তিরেই ভাতার ছোঁড়া ম'রে গেল; তার পর মাগী পাগল হ'য়েছে।

চিন্তা। তুই কি ক'রে জান্‌লি?

থাক। ওমা! আমি জানিনি? আমার বাড়ীর কাছে। ও অম্‌নি বেড়াত; ওর দেওর-গুলো ধ'রে নে গে মা'র্‌ত। এই নেও, সেই পাগলী আস্‌চে।

চিন্তা। এও সামান্য পাগলী নয়; একেও দাগা দে ভগবান্‌ গৃহত্যাগী ক'রেচে।

পাগলিনীর প্রবেশ

পাগ। মা, তুই ভাবিস্‌নি, তোকে হরি কৃপা ক'র্‌বেন। সে সকলকে কৃপা করে, আমার ওপর বড় নির্দ্দয়। ও মা, লজ্জা করে মা—লজ্জা করে;—সে আমায় দেখ্‌তে পারে না!

গীত

পরজ যোগীয়া—একতালা

আমায় বড় দেয় দাগা।
সারা রাত কি পাগলা নিয়ে যায় গো মা,
জাগা?
সারা রাতই সিদ্ধি বাঁটি,
ভূতে খায় মা, বাটি বাটি,
ব'ল্‌ব কি বল্‌, বোঝে না মা,
তার ওপর মিছে রাগা।
কাছে এসে ছাই মেখে বসে,
মরিগো মা, ফণীর তরাসে,
কেমন ক'রে ঘর করি, মা,
নিয়ে এই ন্যাংটা নাগা?

চিন্তা। মা গো, তুই কে? তুই সাক্ষাৎ জগদম্বা?

পাগ। হ্যাঁ, মা—আমি সেই আবাগী মা—সেই আবাগী। দেখ্‌ না মা, সব সেই—সব সেই! কিছু বলিস্‌ নি, মা; চুপ ক'রে থাক্‌;—লজ্জা করে—লজ্জা করে।

চিন্তা। মা, তুমি কি বল? তোমার কথা শুনে আমার আপাদমস্তক কাঁপে; মা, তুই কে?

পাগ। আমি, মা, পাগলীদের মেয়ে; আমি, মা, তোর মেয়ে। তুইও পাগ্‌লী মা, আমিও পাগ্‌লী মা।

চিন্তা। (স্বগত) কেন রে পাষাণ হৃদি
হ'তেছ কম্পিত?
পরের কথায়
কাঁপিতে ত দেখিনি তোমায়।
আরে মন,
এ কি তোর নব প্রতারণা?
তুমি বারাঙ্গনা—বেশভূষা-পরায়ণা,
মলিনবসনা বিভূষণা
পাগলিনী সম হ'তে চাও?
তবে, কেন, তোর এত প্রবঞ্চনা?
কেন এত করেছ ছলনা?
কার তরে করিয়াছ অর্থ উপার্জ্জন?
দেহ-পণে বিবিধ কাঞ্চন,
কার তরে করেছ সঞ্চয়?
কার তরে প্রাণ-বিনিময়
কর নাই এত দিন?
এ কি শিক্ষা দিতেছ নূতন?
পর কভু না হয় আপন—
জান তুমি চিরদিন।
মন, গেছে দিন ব'য়ে,
ফিরে ত পাবিনি আর।
(প্রকাশ্যে) কে তুমি মা পাগলিনী?

পাগ। ও মা, তবে আসি, মা? বেলা গেল, মা।

চিন্তা। মা, তুই আমার মেয়ে; আয় তোরে গহনা পরিয়ে দিই। (পাগলিনীকে গহনা পরাণ)

পাগ। দে, মা—দে।

[প্রস্থান।

থাক। ও যে চ'লে গেল গো?

চিন্তা। থাক, চল্‌—বাড়ীর ভিতর যাই।

[প্রস্থান।

থাক। অ্যাঁ! মাগী খেপেচে।

সাধকের প্রবেশ

সাধক। থাক, থাক!

থাক। কি গো, কি? আমার এখন মাথা ঘুর্‌চে।

সাধক। বলি, কৃষ্ণপ্রেম শোনবার এখন সময় আছে?

থাক। গোটা কতক টাকা এনো দেখি—সময় আছে।

সাধক। বলি, সে নয়, বিশুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম—বনমালা গলায়।

থাক। (স্বগত) দাঁড়াও; একটা ফন্দি ক'ল্লে হয় না? বাড়ীউলী ত পাগল হ'ল, একে ওকে দিয়ে সব খোয়াবে; একে দিয়ে কিছু আদায় ক'ল্লে হয় না? দেখি, ওকে ফকির টকির ঠাওরে যদি কিছু দেয়। (প্রকাশ্যে) বলি, বাড়ীউলী মাসীকে সব শোনাতে পার?

সাধক। পারি; কিন্তু তোমায় শোনাই কিছু, আমার সাধ।

থাক। বলি, তোমার ন্যাকাম আমি বুঝতে পেরেছি। আমাদের বাড়ীউলীকে "মা" বল্‌তে পার? এ রকম সাজে হবে না, পাগলা সাজতে হবে। ঠাকুরদের কথা ত তুমি জানই;—আমি তোমায় পেন্নাম ক'র্‌ব। কিন্তু, যা আদায় হবে, দু' আনা মজুরি কেটে নিয়ে আমায় দিতে হবে।

সাধক। থাক, এইজন্যে তোমায় আমার এত পছন্দ। তোমায় কৃষ্ণপ্রেম আমি বোঝাবই বোঝাব।

থাক। বলি, তোমার আর কে আছে?

সাধক। (ক্রন্দনের স্বরে) কেউ নেই, থাক—কেউ নেই।

থাক। যা রোজগার কর্‌বি, আমায় দিবি?

সাধক। প্রাণ দোব, থাক—প্রাণ দোব।

থাক। শোন, আমার আলাদা বাসা; তোমার আলাদা বাসা; তাতে কেবল তোমার হাঁড়ী থা'ক্‌বে, কাপড়খানা শুদ্ধ আমার ঘরে রেখে যাবে। যদি বনিয়ে না চল, এক কাপড়ে বেরিয়ে যাবে। হ্যাঁ—আমার কাছে স্পষ্ট কথা।

সাধক। তাই হবে, থাক—তাই হবে।

থাক। সন্ধ্যার সময় এসো; শিখিয়ে দোব, কেমন ক'রে বাড়ীউলীর ঠেঙে আদায় ক'ত্তে হবে। ফিট্‌ফাট্ হয়ে এসো না; ছেঁড়া কাপড় টাপর একটা প'রে আস্‌বে, পাগলের মতন আস্‌বে।

(নেপথ্যে চিন্তা।) থাক!

থাক। যাই মা, যাই। (সাধকের প্রতি) তবে সন্ধ্যের সময় এসো; আমার এখন কাজ আছে।

[প্রস্থান।

ভিক্ষুকের প্রবেশ

ভিক্ষুক। বলি, কি হ'ল?

সাধক। আর কি হবে? একবার সন্ধ্যা-বেলা চেষ্টা ক'রে দেখ্‌ব; তার পর যা হয় হবে।

ভিক্ষুক। কি ব'ল্লে?

সাধক। তুমি ঠিক ব'লেছ;—"টাকা নিয়ে এসো!"

ভিক্ষুক। ঠিক্‌ঠাক্ মিলিয়ে পেলে, আবার সন্ধ্যার সময় যেতে চাচ্চ?

সাধক। আর একবার দেখি।

ভিক্ষুক। না বাবা, সাদা কথা কইচ না; ফুসুর ফাসুর ঢের কথা হ'য়েছে, আমি তফাৎ থেকে দেখেছি।

সাধক। কি কথা? তা চল, এখন যাই। তোমায় বল্লুম, চিন্‌তে পার্‌বে না; তা, তুমি ত একবার চেলা হ'য়ে আস্‌তে পা'ল্লে না।

ভিক্ষুক। বুঝেছি, খবর খারাপ হ'লে ঐ ধমকটা আগে আস্‌ত; এখন কুঁতিয়ে ধমক্ দিচ্চ; ভাব্‌ছ শালা ছিল না, হ'য়েছে ভাল। তা, যাও এখন, বখ্‌রা ছাপালে বোঝা যাবে।

সাধক। আমি সে মানুষ নই। হ্যাঁ, দেখ, —সন্ধ্যার সময় আমায় পাবে না; কোথায় যাই, কোথায় থাকি।

[প্রস্থান।

ভিক্ষুক। আচ্ছা, সন্ধ্যের সময় তোমার পেছু পেছু ফির্‌ছি (অদূরে পাগলিনীকে দেখিয়া) আচ্ছা, পাগলী মাগী গয়না পেলে কোথা? চিন্তামণির গয়নার মতন ঠেক্‌চে। ষণ্ডা মাগী—কি ক'রে হাতাই!

পাগলিনীর প্রবেশ

পাগ। দেখ, তুমি আমার ননীচোরা গোপাল! বাবা, নেবে? খেলা কর। (গহনা খুলিয়া দেওয়া)

ভিক্ষুক। (স্বগত) বাবা রে, বেটী গোয়েন্দা! (প্রকাশ্যে) না বাছা, আমার ও নিয়ে কি হবে?

[পাগলিনীর প্রস্থান।

না বাবা,—গোয়েন্দা না, পাগলই বটে। (গহনা লইতে অগ্রসর হইয়া) ঐ না পাতাটা ন'ড়্‌চে?

কে আস্‌চে বুঝি? (ত্রস্তভাবে গহনা লইয়া) যদি বেচ্‌তে পারি, একটা আড্ডাধারী টাড্ডাধারী হ'য়ে ব'স্‌ব।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

বাপী-তট

সোমগিরি ও শিষ্যের প্রবেশ

সোম। চল, আজই বৃন্দাবন যাত্রা করি।

শিষ্য। প্রভু, কই, যে মহাপুরুষ দর্শনে আপনি এসেছিলেন, তিনি কোথায়?

সোম। আমার সে মহাপুরুষ-দর্শনলাভ হয়েচে, তুমি কি দেখনি?

শিষ্য। কই প্রভু, কই, দেখি নি তো।

সোম। কেন, বিল্বমঙ্গলকে দেখ নি?

শিষ্য। প্রভু, কেমন আদেশ কচ্চেন? আপনি একজন লম্পটকে দেখ্‌তে এসেছেন? ওর বেশ্যার দায়ে বৈরাগ্য হ'য়েচে, কতদূর স্থায়ী হয়, বলা যায় না।

সোম। কামিনী কাঞ্চন—
এক মায়া, দুই রূপে করে আকর্ষণ,
বিষম বন্ধনে রহে জীব মুগ্ধ হ'য়ে।
ভ্রমি এ সংসারে, হের দ্বারে দ্বারে,
কেবা চায় নিরঞ্জনে কামিনী-কাঞ্চন ত্যজি।
সেই মহাজন,
এ বন্ধন যে করে ছেদন;
অবহেলি কামিনী-কাঞ্চন,
নিরঞ্জন করে আশা।
স্বার্থশূন্য প্রেমলুব্ধ জ্ঞান
প্রেমের কারণ
ক'রেছিল বেশ্যা-উপাসনা;
বিফল কামনা!
ক্ষুদ্রাধারে প্রেম কোথা পাবে স্থান?
প্রেমে মত্ত প্রেমিক পুরুষ,
প্রেমময়-আশে
সংসার দলেছে পায়।
অতি তীব্র বৈরাগ্য-সঞ্চার,
উন্মত্ত আকার,—
একমনে ডাকে ভগবানে।

শিষ্য। প্রভু,
মম সংশয় না যায়।
বলুন কৃপায়,
এ'র কিসে মাহাত্ম্য অধিক?
কামিনী-কাঞ্চন করিয়ে বর্জ্জন,
লক্ষ লক্ষ সন্ন্যাসী ফিরিছে;
গৌরব কি হেতু নাহি তার?

সোম। বৎস, জান না—জান না
মায়ার আশ্চর্য্য লীলা।
কেহ কাঞ্চনের তরে
জটা ধরে শিরে;
কাহারও বা সাধুর আকার
নারী সহ করিতে বিহার,—
সন্ন্যাসীর ভাণ
ভুলাইতে বামাগণে;
কেহ মান করিতে সঞ্চয়
দীর্ঘ জটা বয়;
কেহ অষ্টসিদ্ধি করে আশ!—
অহেতুকী ভক্তির বিকাশ
অতীব বিরল ভবে।
হের,
এই মহাজন, নাহি আকিঞ্চন—
কৃষ্ণপদে অর্পিয়াছে প্রাণ,
মান-অপমান সুখ-দুঃখ নাহি জ্ঞান;
কৃষ্ণে চায়, কিবা হেতু—
কিছু নাহি জানে।
ব্রজের এ প্রেম,
তুলনা নাহিক আর তার।
যেই জন বেশ্যার কারণ
শবে দেয় আলিঙ্গন,
কালসর্প ধরে অনায়াসে—
ঈশ্বরের তরে কিবা নাহি পারে সেই?

শিষ্য। অদ্ভুত এ তত্ত্ব কিছু নারি বুঝিবারে।
যবে, মহাশয় ত্যজিলেন কাশীধাম,
সাধুজন-দর্শন-মানসে—
বেশ্যা-প্রেমে বদ্ধ ছিল এ বিল্বমঙ্গল;
পরে,
প্রেমের লাঞ্ছনা—বৈরাগ্য ঘটনা,
কয় দিন মাত্র ইহা?
ত্যজি প্রতারণা,
গুরুদেব, কহ মোরে,
ভবিষ্যৎ গোচর কি তব?

সোম। নহে কিছু গোচর আমার।
সর্ব্বজ্ঞ সে ভগবান্‌,

তাঁহার (ই) নিয়মে
প্রাণে প্রাণে অপূর্ব্ব বন্ধন;
সাগর লঙ্ঘিয়া
পরস্পরে করে দেখা,—
প্রাণ বোঝে কোথা তার টান।
এ সন্ধান বিষয়ীর নহেক গোচর;
মত, যুক্তি, অভিমান, বিরোধী হইয়ে
বুঝায় তাহারে—মিথ্যা কথা কহে প্রাণ;
কভু,
কেহ শিখে, মহাদুঃখে নিপতিত যবে।
ঈশ্বর-কৃপায় আমি দেখিয়াছি জীবনে,
স্বার্থশূন্য প্রাণে
নাহি উঠে মিথ্যা কথা।
অকস্মাৎ প্রাণে মম হইল উদয়,
বাঙ্গালায় সাধু সদাশয়
কৃষ্ণ মিলাবেন আনি।
বুঝ, বৎস, সত্য মিথ্যা প্রাণের এ ভাব।
শিষ্য। প্রভু,
শিষ্য তব—গুরু তুমি,
এত কি গৌরব তার?
সোম। কেবা গুরু? কেবা শিষ্য কার?
শিব-রাম গুরু-শিষ্য দোঁহে দোঁহাকার!
জগদ্‌গুরু সেই সনাতন।
শিষ্য। তবে কিবা গুরুশিষ্য-ভাব?
সোম। এ সংসার সন্দেহ-আগার;
বিভু নহে ইন্দ্রিয়-গোচর,—
ঈশ্বর লইয়া
তর্ক-যুক্তি করে অনুমান,
যত করে স্থির,
সন্দেহ-তিমির ততই আচ্ছন্ন করে।
ঈশলুব্ধ প্রাণ
ব্যাকুলিত জানিতে সন্ধান,—
কি উপায়ে পুরাইবে মন-আশ;
শ্রীনিবাস তার প্রতি সদয় হইয়ে,
দেন মিলাইয়ে বাঞ্ছিত রতন তার;—
অকস্মাৎ কোথা হ'তে কেবা আসে,
তাঁর ভাষে হয় হৃদে আশার সঞ্চার,
বিশ্বাস বিকাশে প্রাণে;
মানে মনে-জ্ঞানে,
ঈশ্বরের বাক্য বলি।
সে হয় নিমিত্ত-গুরু তার,—
যার কথা করিয়া প্রত্যয়
জগদ্‌গুরু করে লাভ।
এই ক্ষুদ্র নিমিত্ত এ স্থানে আমি;
বিশ্বাস ঈশ্বর দাতা,—
বাক্যরূপে তিনি বিরাজিত।
কিন্তু শোন,
গুরু নহি তার, গুরু সে আমার,
প্রেমিক সে মহাজন;
প্রেমহীন আমি;—
কত দিনে প্রেমের হইব অধিকারী!
এস, বৎস!—

[উভয়ের প্রস্থান।

বিল্বমঙ্গলের প্রবেশ

বিল্ব। মন, কিছুতেই স্থির হবে না? ভাল, যাও, কোথা যাবে; দেখি কতক্ষণ ঘোরো! জিহ্বা, তুমি নাম উচ্চারণ কর।

চক্ষু মুদ্রিত করিয়া উপবেশন

অহল্যা ও একজন স্ত্রীলোকের প্রবেশ

স্ত্রী। দেখ্, দিদি, এই মড়া—কুকুরের এ'টো ভাতগুলো খাচ্ছিল!

অহল্যা। ও কি ব'ল্‌চিস্? ও কোন সাধু হবে,—দেখ্‌ছিস্‌নি, জপ ক'চ্চে ব'সে?

স্ত্রী। ও মা, দিদি জ্বালালে! ও একটা উন্মাদ পাগল! (বিল্বমঙ্গলের প্রতি) ওরে ও পাগ্‌লা, ও পাগ্‌লা, দুটি ভাত খাবি?

বিল্ব। ইস্! এ ত নির্জ্জন স্থান নয়। (চক্ষু উন্মীলন করিবা মাত্র অহল্যার প্রতি দৃষ্টি পতিত হওয়া) চক্ষু, তোমার বড়ই স্পর্দ্ধা! আরে মূঢ় চক্ষের দাস মন, চল্, কি দেখ্‌বি।

স্ত্রী। দিদি, দেখ্, বৈরাগী ঠাকুর তোর মুখ পানে চেয়ে র'য়েছে! দিদি, তুই চ'লে আয়, ও মিন্‌সে নেশাখোর হবে,—চোখ দুট' যেন করম্‌চা।

প্রস্থানোদ্যত

বিল্ব। (স্বগত) চক্ষু, দেখি—তুমি কত দিন দাস ক'রে রাখ্‌বে।

প্রস্থানোদ্যত

স্ত্রী। ও দিদি, পেছনে পেছনে আ'স্‌চে গো!

অহল্যা। আসুক না, তুই চ।

[উভয়ের প্রস্থান।

বিল্ব। আরে রে নয়ন,
মন্মথের তুই রে প্রধান সেনাপতি!
ছদ্মবেশে আপন হইয়ে,
শত্রু ডেকে আন ঘরে!
সুখ-আশে সতত বিকল,
মূঢ় মন নাহি বুঝে ছল,
সাপিনীরে হৃদে দেয় স্থান—
ঈশ্বরের স্থান যথা!
সে করে দংশন,
তবু আঁখি আনে প্রলোভন;
জ্বালায় ব্যাকুল—
পোড়া প্রাণ
পুনঃ তারে দেয় কোল;
শত লাঞ্ছনায় ধিক্কার না হয়;
তবু ছলে আঁখে বলে,
"জুড়াবার এই ধন!"
ধন্য সংস্কার!
মন, পশু তুমি—
তোমারে কি দিব দোষ?
চল মন, যথা আঁখি নিয়ে যায়।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

চিন্তামণির বাটীর সম্মুখ

ঝোপের অন্তরালে ভিক্ষুকের অবস্থান

থাক ও সাধকের প্রবেশ

থাক। ঘরের চেয়ে এখান ভাল, এর চারিদিক্ ফাঁক। কেউ কানাচ থেকে শুন্‌তে পাবে না।

ভিক্ষুক। (স্বগত) নেহাত ফাঁক নয়, বাবা! আমি আছি ঘাপ্‌টি মেরে।

থাক। তুমি আবার সেই রুদ্রাক্ষী এ'টে এসেচ? বল্লুম, পাগলের মতন হ'য়ে আ'স্‌তে।

সাধক। থাক, তোমার সঙ্গে বিরলে একটী কথা আছে।

থাক। বলি, তোমার কৃষ্ণপ্রেম রাখ; কি ক'র্‌বে, ভাব। মাগী ত আর কিছু দেখে না, ভিখিরী নাগারী, যে আ'স্‌চে, দু' হাতে দিচ্চে। এখন যাতে কিছু আদায় হয়, তা কর।

সাধক। থাক!

থাক। কি, বল না?

সাধক। এর জড় মা'র্‌লে হয় না?

থাক। তুমি কি ব'ল্‌চ, বুঝ্‌তে পাচ্চি-নি।

সাধক। কিছুই ত দেখে না?

থাক। তুমি ব'ল্‌চ, চুরি ক'র্‌বে?—ঘরটি আগ্‌লে ব'সে থাকে; বেরিয়ে গিয়েছে, ঘরে দোরে চাবি দে গিয়েছে; একবার সন্ধ্যার সময় নদীর ধারে যায়। আর ঘটীটে-বাটীটে নিয়েই বা কি ক'র্‌বে? নো'র সিন্দুক ত আর ভাঙ্‌তে পা'র্‌বে না যে, সোণা দানা পাবে?

সাধক। তুমি বুঝ্‌লে না—আমার ভাব বুঝ্‌লে না। বলি, খাওয়া দাওয়া ত দেখে না?—

থাক। কিছু দেখে না গো, কিছু দেখে না—তবে আর তোমায় ব'ল্‌চি কি?

সাধক। এস না কেন, নিশ্চিন্দি হই।

থাক। আরে কি ক'রে—ঘ্যান্‌ঘেনে মিন্‌সে যদি ব'লবে!

সাধক। দুধের সঙ্গে বিষ দিয়ে।

থাক। অ্যাঁ! বিষ? বিষ কে দেবে? আমি পা'র্‌ব না, তুমি আমার গর্দ্দানা দেওয়াবে?

সাধক। ভাব্‌চ কেন? অন্ধকার রাত্তিরে নদীর ধারে পুঁতে আ'স্‌ব;—আর, উঠোনে পুঁতলেই বা কে কি করে? পাগল হয়েচে, সবাই ত জানে; তুমি রটিয়ে দেবে, একদিকে চ'লে গিয়েছে।

থাক। বল কি? আমার গা কাঁপ্‌চে, আমি ভাই, তা পা'র্‌ব না। কোথায় বিষ পাই? দেবার সময় কেউ দেখুক্, আমায় কত যত্ন করে;—আমি ভাই, তা পা'র্‌ব না।

সাধক। থাক, বুঝ্‌লে না, যখন পাগল হয়েচে, তখন ওর মরাই ভাল।

থাক। না ভাই, আমি তা পা'র্‌ব না।

সাধক। (ট্যাঁক হইতে একটি মোড়া বাহির করিয়া) থাক, দেখ এই বিষ। বাড়ী নেই ব'ল্‌চ; দুধে এইটুকু দেওয়া—ব্যস্, আমি রাতারাতি পুঁতে ফেল্‌ব এখন।

থাক। তুমি বিষ কোথায় পেলে?

সাধক। বিষ আমার থাকে—আমি মরবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত; কেবল তোমার প্রেমে প'ড়ে পারি নি। তুমি যদি আমার না হও, আমি প্রাণত্যাগ ক'র্‌ব।

থাক। কি বল ভাই, বুঝ্‌তে পারিনি। হে'সেল-ঘরে কড়ায় দুধ আছে, তোমার যা হয় কর; আমি কিন্তু ভাই, বাড়ী থা'ক্‌ব না, তুমিই যা হয় ক'র।

সাগ্রক। এক্‌লা পোঁতা হবে না।

থাক। কেন? হাল্‌কি মানুষ, তুমি অমন জোয়ান বেটা ছেলে; পা'র্‌বে এখন; আমার ভাই, বড় গা কাঁপে।

সাধক। তোমার কিছুই ভয় নেই; আনাড় জায়গা—তুমি দেখিয়ে শুনিয়ে দেবে।

থাক। দেখ, যে কথা;—আমার জিম্মেয় সব থা'ক্‌বে। ভদ্দর লোকের একই কথা,—এবার বুঝ্‌ব।

সাধক। এখন তুমি ঠিক থা'ক্‌লে হয়।

থাক। আমার যে কথা, সেই কাজ।

[উভয়ের প্রস্থান।

ভিক্ষুক। (বাহিরে আসিয়া) ও বাবা! তোমার ভিতরে এত? যা থাকে কপালে—মাগী আ'স্‌চে। আমি ব'লে দিই। (অদূরে পাগলিনীকে দেখিয়া) আহা! সেই পাগলীটা আ'স্‌চে। যাঃ ওর জন্যে খাবার আ'ন্‌তে ভুলে গেলুম। বাবা, পাপ ক'ল্লে মনের ধোঁকা সারে না;—আহা! ওই নেলা-খেলা মাগীকে মনে ক'রেছিলুম গোয়েন্দা! যে যা দেয়, তাই খায়। পাগলী বেটী আবার তখন ব'ল্লে, "বাবা, তুই আমার ছেলে!"

চিন্তামণির প্রবেশ

চিন্তা। (স্বগত) দিন গেল, ফের রাত হ'ল। একা ঘরে শোব—বেশ্যার পুরী; ধনের লোভে যদি কেউ এসে মেরে ফেলে—তা হ'লে ইহকালও গেল, পরকালও গেল! মন, যে অর্থ উপার্জ্জনের জন্যে এত লোকের মনে ব্যথা দিয়েচ, সেই অর্থ তোমায় আপনার ঘরে শুতে নিবারণ ক'চ্ছে! যখন বিল্বমঙ্গল ছিল, তখন এ ভাবনা ভাবনি। মন, তার যত্নে তুমি একদিনও টের পাও নি, তুমি হীন বেশ্যা। তোমার গর্ভধারিণী তোমায় এই কার্য্যে প্রবৃত্তি দিয়েছে; জন্মাবধি কেউ তোমার আপনার ছিল না। যে রূপের দর্পে বিল্বমঙ্গলকে মর্ম্মে পীড়িত ক'রেচ, সেই রূপই এখন তোমার শত্রু! তুমি ত নিশ্চয় জান, কত লোকের মর্ম্মস্থানে আঘাত দিয়েচ; কেউ যদি এই নিরাশ্রয় অবস্থায় তোমার বুকে ছুরি মারে? পোড়া মন, এই কি তোমার লাভালাভ? মন, ম'র্‌তে হবে, এ কথা কি ভাব? কবে শেষ দিন, জান? পোড়া মন, কিছু কি তোর সম্বল আছে? কোথায় যাব? এ মহাপাতকীকে কে উদ্ধার ক'র্‌বে?—যাব, আমি বিল্বমঙ্গলের কাছে যাব, সে সাধু ব্যক্তি—সে আমায় ঘৃণা ক'র্‌বে না, সে আমার পরকালের উপায় ক'র্‌বে। উঃ! একা স্ত্রীলোক, কোথায় যাব? কোথায় খুঁজ্‌ব? পোড়া পেট সঙ্গে আছে।

পাগলিনীর প্রবেশ

পাগ। আমি, মা, ব'সে ব'সে তোকে দেখ্‌ছিলুম। দেখ্‌ মা দেখ্‌, ঐ শেয়ালটা খা'চ্চে দেখ্‌—পেট ভরে খা'চ্চে। আমিও পেট ভ'রে খাই, পাখীগুলোও পেট ভ'রে খায়। আমি দেখেছি মা, দেখেছি,—সে দেয়!

চিন্তা। মা, মা, আমার ঘরে আয় না মা!

পাগ। না মা, আর ত ঘরে যাব না মা; ঘরে সে নেই মা;—তোর সে পাগলা জামাই, মা, সে ঘরে নেই; সে শ্মশানে থাকে;—আর ঘরে যাব না মা; আমার ঘর শূন্য হ'য়ে রয়েচে।

চিন্তা। মা, সত্যি ব'লেছিস্‌, ঘরে যেতে আমারও ভয় হয়।

পাগ। মা, বিষ, বিষ, বিষ! মাগীতে মিন্সেতে পরামর্শ ক'ল্লে, সমুদ্র-মন্থন দেখতে গেল। বিষ, বিষ, বিষ! তুই আয় মা, তুই বিষ খেতে পা'র্‌বি নি মা! সমুদ্দুরমন্থনে বিষ উঠেছিল, জানিস্‌নি মা? হরগৌরী দেখ্‌তে গেল, জানিস্‌নি?

ভিক্ষুক। (স্বগত) ইস্‌! এ ত পাগল নয়, এ সব ঠিকঠাক্‌ ব'ল্‌চে। (পাগলিনীর

প্রতি) মা, তুই কে মা? (চিন্তামণির প্রতি) ও গো, সব সত্যি—সব সত্যি! (পাগলিনীর প্রতি) মা, তুই কে মা?

পাগ। ওরে, পতি মোর ভুলায়ে এনেছে ভবে।

ধরামাঝে উন্মাদিনী ধাই,
তার দেখা নাই!
কোথা পাই, কে আমারে ব'লে দেবে?
যথা সন্ধ্যা হয়—তথায় আলয়,
শয্যা—শ্যামা মেদিনী সুন্দরী;
ব্যোম—আচ্ছাদন:—নাহিক মরণ!
কত আর আছে তার মনে।

চিন্তা। তোমার স্বামী কে মা?

পাগ। আমি মা পাঁচ-ভাতারী;—এই দুর্গা, কালী, শিব, কৃষ্ণ—না মা, আমি এক-ভাতারী এয়ো;—

আমার ভাতার সেই, মা, সেই;—
সে বিনা আর নেই, মা, নেই।
আমি তাঁর দাসী, মা, দাসী,
সে বাঁকা হ'য়ে বাজায় মোহন বাঁশী,—মা, বাঁশী।

আমার লজ্জা করে, মা—লজ্জা করে! ঘরে থা'ক্‌তে নারি, মা—থা'ক্‌তে নারি। বিষ, বিষ, বিষ! তুই পালিয়ে আয় মা—পালিয়ে আয়।

ভিক্ষুক। (স্বগত) এ কি! জানেও আবার, পাগলও আবার! (চিন্তামণির প্রতি) ও গো, তুমি ওকে পাগল মনে ক'র না, ও সব ঠিকঠাক্ ব'ল্‌চে; আমি আড়ালে থেকে সব শুনেছি। এই তোমাদের থাকি না কি, আর সেই যে গেরুয়াপরা আমার সঙ্গে সে রাত্তিরে দেখেছিলে, এরা দু'জন ঠাউরেচে—তুমি পাগল; তোমার দুধে বিষ দিতে গিয়েছে; তার পর তুমি ম'রে গেলে, গর্ত্ত খুঁড়ে পুঁতবে।

চিন্তা। বিষ? মন সব টের পায়! থাকি আমায় পাগল ঠাউরেছে—বটে? পোড়া মন, একবার দেখ্, অর্থ কত আপনার!

পাগ। থাকি, মা, তরুর মূলে,
হাত খুঁড়িনি কোন কালে।
বলি, মা, লক্ষ্মী এলে,
"যাও বাছা, তুমি যাও চ'লে;
তুমি এলে, তারে পাব না কোন কালে।"

তুই আয় মা, আয়; আর ঘরে থা'ক্‌ব না মা, থা'ক্‌ব না।

চিন্তা। বিষময় এ সংসার!
কেন আর মমতা তাহার?
এই ত মিলেছে সাথী।
এত দিন করিয়াছি সবারে সন্দেহ;—
আয়, পাগলিনী,
তোরে আজ করিব প্রত্যয়,
র'ব ছায়া সম তোর।
কেন, কেন, কি হেতু না জানি,
প্রাণে জন্মে আশ—
বাসনা পূরিবে মোর।
মাতা,
সত্য কথা,—শূকরে উদর পূরে;
শূন্যে শূন্যে ভ্রমে বিহঙ্গিণী,
ভক্ষ্য তার মেদিনী যোগায়।
তবে কেন ভয়? এই ত আশ্রয়।
বল, মা, আমায়—কোথা যাব।
কোথা নিয়ে যাবে মোরে?

পাগ। চল্ গো, চল্—সেই যমুনা-তীরে চল্।

চিন্তা। চল মা, যাই। (অঞ্চল হইতে চাবি খুলিয়া ফেলিয়া দেওন)

পাগ। আমায় দিবি, মা?

চিন্তা। নাও মা; চল।

পাগ। এই, তুই নে। (ভিক্ষুককে চাবি দেওন)

[উভয়ের প্রস্থান।

ভিক্ষুক। এ কি! বেশ্যা সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে চ'ল্লো না কি? আঃ দূর মন! আমি আর কা'র জন্যে গাঁট দিই? আমিও পিছু নিলুম। (দূরে চাবি নিক্ষেপ) দেখ্‌চি, দু'টি খেতে পাওয়া যায়;—তবে, ঐ পরওয়ানার কি করি? এখনই বা কি ক'চ্চি? যা থাকে বরাতে, হবে; সেই ত ঘুরে ঘুরে বেড়াই—হরিনাম ক'রে বেড়াব। লোভ কি, সাম্‌লাতে পা'র্‌ব? দেখি, মা দুর্গা আছেন! এই ত, চিন্তামণি যমের হাত থেকে বেঁচে গেল, আমি আর দারোগার হাত থেকে বাঁচব না?

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

জনৈক বণিকের বাটীর সম্মুখ
দ্বারে বিল্বমঙ্গল উপবিষ্ট
বণিকের প্রবেশ

বণিক্‌। তুমি কে?

বিল্ব। আমি পথিক, আজ আপনার আশ্রয়ে এসেছি।

বণিক্‌। আপনার এ দশা কেন? আপনার নিবাস?

বিল্ব। যেথায় থাকি, সেইখানেই আমার বাস।

বণিক্‌। আপনি কি সংসারাশ্রম করেন না?

বিল্ব। না।

বণিক্‌। আপনি আজ আমার আতিথ্য স্বীকার করুন।

বিল্ব। আমি সেই নিমিত্তই এসেছি।

বণিক্‌। আমার সৌভাগ্য, আসুন।

বিল্ব। আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

বণিক্‌। আজ্ঞা করুন।

বিল্ব। অগ্রে আমার পরিচয় গ্রহণ করুন, —আমি একজন লম্পট—বেশ্যার দ্বারা সংসার-তাড়িত।

বণিক্‌। আপনি যে হ'ন, আমার অতিথি —আপনি নারায়ণস্বরূপ; কৃপা ক'রে গৃহে প্রবেশ করুন।

বিল্ব। আমার প্রয়োজন শোনেননি।

বণিক্‌। বলুন।

বিল্ব। নারী তব সুবেশা সুন্দরী,—
বাপীকূলে হেরি তার রূপের মাধুরী,
আঁখির ছলনে, পূর্ব্ব-সংস্কারে,
মুগ্ধ মম পাপ মন;
পশু মন কোন মতে না মানে বারণ—
সদা উচাটন,
দরশন কতক্ষণে পাবে পুনঃ;
সেই আশে আছি ব'সে তব বাসে।
ইচ্ছা যদি হয় তব অতিথি-সৎকার,
কর অঙ্গীকার,—
একা মম সনে
দিবে আনি পত্নীরে তোমার;
অলঙ্কারে ভূষিতা সুন্দরী,
আজি নিশা হ'বে মম আজ্ঞাকারী।
পাপ ব্যক্ত করিনু তোমারে,
যেবা হয়, কর মতিমান্‌!

বণিক্‌। (স্বগত) নারায়ণ! একি আজ প্রতারণা!
দেহ ব'লে,—
নহে অতিথি বিমুখ হয় পুরে!
কি জানি—কি ছলে
ছলে আজি কোন্‌ জন?
অতিথি-সৎকার সার ধর্ম্ম গৃহস্থের,—
তাহে কি বঞ্চিত হব?
না, অতিথি না বিমুখ করিব।
কেবা কার নারী?
ধর্ম্ম সার,—ধর্ম্মরক্ষা করিব নিশ্চয়।
(প্রকাশ্যে) মহাশয়, আসুন আলয়,
নারায়ণ নিশ্চয় আপনি,
কর ছল মূঢ় জনে ভুলাইতে।
হে অতিথি, পুরাইব বাসনা তোমার;—
আজ রাত্রে পতি তুমি, পত্নীর আমার।

বিল্ব। (স্বগত) দেখ মন,
কি বাতুল ক'রেছে তোমারে আঁখি।
দেখ, কত বাকী আর।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

বণিকের বাটীর অন্তঃপুর
অহল্যা ও মঙ্গলা আসীনা

অহল্যা। মঙ্গলা, তুই আবার যা, পাগলকে ভাল ক'রে বুঝিয়ে ব'ল্‌বি—তার যা ইচ্ছা হয়, কিছু খাক্‌।

মঙ্গলা। আমি বাপু, আর পারি নি; সে পাগ্‌লা সাড়াও দেয় না, শব্দও দেয় না।

অহল্যা। সমস্ত দিন গেল, রা'ত হ'ল, যা বাছা, যা—আর একবার যা। কর্ত্তা যদি শোনেন, অতিথি এতক্ষণ ব'সে আছে—খায়-নি, তা হ'লে আর আমার মুখ দেখ্‌বেন না! আর, তাঁর আসবারও সময় হ'ল।

মঙ্গলা। হ্যাঁ, মুখ দেখ্‌বেন না! আর, আমরা ব'ল্‌ব না যে, পোড়ার মুখো অতিথ দু'টি ঠোঁট এক ক'রে গোড়া গেড়ে ব'সে রইল? দেখ না, হতচ্ছাড়া মিন্‌সে!—ভাল

মানুষের মেয়ে, নেয়ে এসে ছোলাটি পর্য্যন্ত দাঁতে কাট্‌তে পেলে না। ও উন্মাদ পাগল; আমি বল্লুম—কল্‌সী কতক জল মাথায় ঢেলে দিই,—একটু ধাত ঠান্ডা হ'লে খেতে দেব এখন।

বণিকের প্রবেশ

বণিক্‌। মঙ্গলা, যা; অতিথি ঠাকুরের খাওয়া হ'লে এইখানে পাঠিয়ে দিস্‌।

মঙ্গলা। কোথা পাঠিয়ে দোব গো? সে পাগ্‌লা অতিথ কোথা গেল?

বণিক্‌। মঙ্গলা, পাগল বলিস্‌নি, তিনি মহাজন। তিনি চন্ডীমন্ডপে ব'সে আছেন, বিনয় ক'রে তাঁরে এইখানে নিয়ে আয়।

[মঙ্গলার প্রস্থান।

প্রিয়ে,
আজি বেশ-ভূষা হেরিয়ে তোমার,
অতি পুলকিত প্রাণ মোর।
ধন্য তব রূপের মাধুরী,—
নারায়ণ-সেবা করিব এ রূপের ছটায়।
শুন প্রিয়ে, বাক্য মোর অতি সাবধানে,—
ধর্ম্ম সার এ ছার জীবনে;
পরীক্ষার স্থল এ সংসার,
অতি যত্নে ধর্ম্মরক্ষা হয়;
শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম—সত্যের পালন।
জান, সতি, যবে বাঁধিনু বসতি,
অঙ্গীকার করিলাম দুই জনে—
এ গৃহে না অতিথি ফেরাব।
দেবের কৃপায়,
অনায়াসে এত দিন গেছে চ'লে।
আজি দেবের ইচ্ছায়,
পরীক্ষার দিন, সতি!
হের, দীন-হীন মলিন-বসন,
দ্বারে আসি করে আকিঞ্চন,
আজি রাত্রে পতি হবে তব।
শুন, সুলোচনা,
অতি আশ্চর্য্য ঘটনা—
পতির সম্মুখে যাচে আসি পত্নী তার!
ধর্ম্ম-মর্ম্ম বুঝেছ কি সতি?
গৃহিণী আমার, কর অতিথি-সৎকার।

অহল্যা। একি নাথ, কহ বিপরীত!
রমণীর সতীত্ব-ভূষণ;
নিজ করে দেছ, নাথ, সিন্দূর কপালে—
মুছাইতে কেন চাহ?
অধর্ম্মে না হয়, প্রভু, ধর্ম্ম উপার্জ্জন।
নষ্ট রীতি—অন্যে আকিঞ্চন;
সতীত্ব বিহনে রমণীর
রত্ন কিবা আছে আর?
স্বামী ধ্যান-জ্ঞান, স্বামী মন-প্রাণ,—
হ'ন নারায়ণ, হ'ন ত্রিলোচন,
তোমা বিনা অন্য মূর্ত্তি নাহি ধরি হৃদে;
তুমি সর্ব্ব দেবতার সার।
কুৎসিত আচার কেন আজ্ঞা দেহ, নাথ?

বণিক্‌। জানি আমি—কায়-মন-প্রাণ,
সকলই স'পেছ মোরে;
কভু সতি, চাহ নাই বিনিময়;
নাহি কর স্বার্থের বিচার।
তুমি হে আমার—
মম ধন বিতরণে কেন হও বাদী?
সত্য সার, সত্য বিনা কিছু নাহি আর।
অতিথি ফিরিবে, সত্য ভঙ্গ হবে,
পতি তব হবে মিথ্যাবাদী—
কল্যাণ যাহার নিরবধি যত্ন তব।
মূঢ় আমি, করি হে স্বীকার,—
ঘৃণিত আচার তোমারে আদেশ করি;
স্বার্থপর,—
ধর্ম্ম-উপার্জ্জনে তোমারে করিব দান।
পুনঃ কহি, পরীক্ষার দিন,—
আগে ছিল ভাবিতে উচিত।
যবে উচ্চাশয় ভাবি আপনায়,
দুই জনে গোপনে করিনু পণ—
অতিথি না ফিরিবে আবাসে;
আসিবে যে আশে, পুরাইব সে বাসনা—
ধর্ম্মমাত্র সাক্ষী তার;
আজ যদি ভাঙ্গি অঙ্গীকার,
সত্য ভঙ্গ না হবে প্রচার;
কিন্তু, ধর্ম্ম সাক্ষী এখনও, সুন্দরি!
প্রিয়ে, গৃহবাসী তব প্রেম-আশে,
আজি মম পরীক্ষার দিন,
পরীক্ষা করিব প্রেম তব।
সত্যে কর পতিরে উদ্ধার।
হের, ধর্ম্ম সাক্ষী এখনও তখনও।

অহল্যা। ধর্ম্মাধর্ম্ম কি আছে আমার?

স্বামী, প্রভু, কি পরীক্ষা আর?
আমি দাসী—আজ্ঞা তব শিরোধার্য্য মোর,
তব পদে শুভাশুভ বিচারের ভার।
বণিক্। প্রিয়ে, পরীক্ষার স্থান—
শুভাশুভ বিচারের নহে।

মঙ্গলার প্রবেশ

মঙ্গলা। ওগো, অতিথ দরদালানে দাঁড়িয়ে আছে।

[প্রস্থান।

বণিক্। আস্‌তে আজ্ঞা হয়, আসুন।

অহল্যা। স্বামি, পতি, প্রাণেশ্বর, তুমি দায়ে ঠেকিয়েচ, তুমিই রক্ষা ক'র্‌বে; আমি অবলা।

বিল্বমঙ্গলের প্রবেশ

বণিক্। এই আমার গৃহিণী—আপনার দাসী।

[প্রস্থান।

অহল্যা। আপনি পালঙ্কের উপরে উপবেশন করুন।

বিল্ব। না; আমি তোমায় দেখ্‌ব—এইখান থেকেই দেখ্‌ব।
(স্বগত) ভেবে দেখ্ মন,
কত তোরে নাচায় নয়ন!
ছিলি ব্রাহ্মণ কুমার—
বেশ্যা-দাস নয়নের অনুরোধে।
পিতৃশ্রাদ্ধ-দিনে, ধৈর্য্য নাহি প্রাণে,—
ঘোর নিশা, মহা ঝঞ্ঝাবাতে
তরঙ্গের সনে রণ,—
রহিল জীবন শবদেহ আলিঙ্গনে!
সর্পে রজ্জু ভ্রম,—
হেন অন্ধ করেছে নয়ন!
পুরস্কার—বারাঙ্গনা-তিরস্কার!
মন, হাসি পায়,—
হ'ল তোর বৈরাগ্য-উদয়,
চ'লে গেলি একবাসে গৃহবাস ত্যজি';
"কোথা কৃষ্ণ?" বলি' হ'লি উতরোলি—
যেন তোর কত প্রেম!
আরে রে পাগল মন,
ধ্যানে মগ্ন বাপী-তটে সাধুর আকার,—
শুনি—কঙ্কণ-ঝঙ্কার,
চাহিলি নয়ন মেলি'।
দেখ্ পুনঃ, নয়নের ছলে
কি উন্মাদ দশা তোর!
মন, তুমি আঁখির গরব কর?
নিত্য ডর,—পাছে যায় এ রতন?
দেখ্ তোর আঁখির আচার!
সেই মাংস অস্থি,
কাষ্ঠ ভ্রমে, প্রাণের তাড়নে
দিলে যারে আলিঙ্গন,—
সেই মত গলিত হইবে
বাহ্যিক এ লাবণ্যের আবরণ,—
এই রত্ন ভাব তুমি সংসারের সার?
ভাব, মন, বৃথা জন্ম তার—
এ রতনে বঞ্চিত যে জন?
বুঝ, মন, নয়ন তোমার
অন্ধ কিবা নহে?
কিছু নাহি হেরে,
অসার যে বস্তু, তাহে কহে নিত্যধন!
এর ছলে কত দিন র'বি ভুলে?
(প্রকাশ্যে) তোমার অলঙ্কার থেকে দু'টি কাঁটা খুলে দাও।

অহল্যার তদ্রূপকরণ

মা, তোমার স্বামীকে বল গে,—আমি তোমার পাগল ছেলে; যাও মা, তোমার পতি-আজ্ঞা—আমার কথা হেলন ক'ত্তে নেই।

অহল্যা। কে এ মহাজন!

[প্রস্থান।

বিল্ব। মন, এখন' কি আঁখির মমতা কর?
শত্রু তোর শীঘ্র কর বধ।
দিব আমি উত্তম নয়ন,
যেই আঁখি ব্রজের গোপালে
"আমার" বলিয়ে তুলে নেবে কোলে—
অন্য সব দেখিবে অসার।
যাও—যাও—নশ্বর নয়ন!

চক্ষু বিদ্ধকরণ

চল পদ, যথা ইচ্ছা হয়।

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

চিন্তামণির বাটী—কক্ষ

থাক ও সাধক

থাক। কোথায় গেল? আমি এই তিন দিন ধ'রে ছিষ্টিটে খুঁজ্‌ছি।

সাধক। আমার বোধ হ'চ্চে, পাগলামীর ঝোঁকে বেরিয়ে প'ড়েছে।

থাক। তা, এখন উপায় কি?

সাধক। বড় শক্ত সমিস্যে; হাকিম টের পেলে সব নে যাবে। কি করি?

থাক। নে যাবে, না? ওই, অম্বিকের সব নিয়ে গেল। বুড়ো মিন্‌সে, যা হয়—একটা কর্‌; আমি মেয়েমানুষ কি কিছু ক'ত্তে পারি?

সাধক। মাল সরান ভিন্ন ত উপায় দেখিনি।

থাক। কি ক'রে সরাবে? ভারি ভারি সিন্দুক, দেলের সঙ্গে সব গাঁথা।

সাধক। তাই ত ভাব্‌চি।

থাক। (চিন্তামণির উদ্দেশে) সেই ত গেলি, চাবিটে দে যেতে পাল্লি নি? আমি কি আর কখনও তোর কিছু করি নি?—কালের ধর্ম্ম!

সাধক। থাক, ধর্ম্ম কি আর আছে? দেখ না, "ধর্ম্মস্য সুক্ষ্মা গতিঃ।"

থাক। নাও, ভাই, তোমার এখন ছড়া রাখ; পোড়া সিন্দুক কুড়ুল দে ভাঙ্গা গেল না? মড়া মিন্‌সে যেন খায় না; আমি যে জোরে মারতে পারি, উনি পারেন না।

সাধক। আরে, বোঝ না; বড় শব্দ হয়—জোরে কি মার্‌বার যো আছে?

থাক। আমার, বাপু, গালে-মুখে চড়াতে ইচ্ছা করে। বুড়ো মিন্‌সে একটা উপায় ক'ত্তে পারে না!

সাধক। থাক, স্থির হও; আমি যা হয় একটা উপায় ক'চ্চি।

থাক। ময়না মিন্‌সে, তিন দিনে একটা উপায় ঠাওরাতে পার্‌লি নি! হাকিমের লোক এসে বসুক, তার পর ঠাওরাবি!

সাধক। অকূল পাথার! ভাব্‌লুম এক, হ'ল আর এক!—দেল খুঁড়ে তো সিন্দুক বা'র করি; যা থাকে অদৃষ্টে। (সিন্দুকে আঘাত)

(নেপথ্যে।) বাড়ীতে কে আছে গো, দরজা খোল।

থাক। ওই! কে ও?

(নেপথ্যে।) কে আছে, দরজা খোল—দরজা খোল। আরে, শোনে না, হাকিম খাড়া।

থাক। ও গো, কি হবে গো? ওগো, কি হবে গো?

(নেপথ্যে।) আরে, দরজা ভাঙ।

সাধক। থাক, আমি ব'ল্‌ব, আমার মালেকান্‌ স্বত্ব; তুমি সাক্ষী হ'য়ো।

দারোগা ও চৌকিদারগণের প্রবেশ

থাক। দোহাই কাজী সাহেবের!—চোর—চোর—চোর—

দারোগা। হাঁ, হাঁ, চুরি হোতা থা।

থাক। দোহাই, দারোগা সাহেবের দোহাই! এই মিন্‌সে সিন্দুক ভাঙ্‌ছিল।

দারোগা। হাম্‌ লোক যব্‌ দর্‌জা ভাঙ্‌লে, তব্‌ "চোর, চোর" ক'র্‌লে, হারামজাদি! হাম সব বুঝে। (সাধকের প্রতি) ওরে, তোম্‌ কোন্‌ রে?

সাধক। হাকিমের সাক্ষাতে প্রকাশ ক'র্‌ব। —আমি চিন্তামণির ভিক্ষাপুত্র; আমার এতে মালেকান্‌ স্বত্ব আছে, আমায় সে দিয়ে গিয়েছে।

দারোগা। চাবি হ্যায় তোমারি পাশ?

১ চৌকিদার। খোদাবন্দ্‌! নেই হ্যায়; রহনেসে তোড়েগা কাহে?

দারোগা। তোম্‌ চুপ! (সাধকের প্রতি) আরে, চাবি আছে?

সাধক। (স্বগত) ইস্‌! জেরায় জব্দ ক'ল্লে!

দারোগা। (১ম চৌকিদারের প্রতি) দেখো, এ দোনোকো লে যাও; উস্‌কো ঠাণ্ডা গারদ্‌মে—আউর, ইস্‌কো পহেলা হামারা কোঠরি পর, পিছে ঠাণ্ডা গারদ্‌মে লে যাইও, হাম্‌ খানা-তল্লাসী কর্‌কে যাতা হ্যায়।

১ চৌকি। যো হুকুম, খামিন্‌!

থাক। দোহাই দারোগা সাহেবের! ঐ মিন্‌সে চুরি ক'ত্তে এয়েছিল। আমার নীচের ঘর; চিন্তামণি আমার মাসী হয়। দোহাই দারোগা সাহেব! তোমায় ধন, মন, প্রাণ—সব সমর্পণ কল্লুম; আমায় বেঁধো না।

দারোগা। আরে, কুঞ্জি ছিন্ লেও।

১ চৌকি। (সাধকের প্রতি) দেখো, তোম্ মারা যাওগে—তোমারা বদ্‌মাসিসে মারা যাওগে; হাকিম্‌কা সাম্‌নে কবুল নেই দিয়া, চল্।

সাধক। আরে, চল্।

[থাক ও সাধককে ধৃত করিয়া প্রথম চৌকিদারের প্রস্থান।

দারোগা। দেখো, মানসিং, তোড়্‌নেকো ওয়াস্তে ক' আদ্‌মি চাহি? তোম্‌সে হাম্‌সে হোগা নেই? কে'ও?

২ চৌকি। নেহি, খোদাবন্দ; জাতসিং আউর ধনীসিংকো চাহি।

দারোগা। কেয়া করেগা, ভাই! নেই চলে ত কেয়া করে? কে'ও, দো পাইকো জাস্তি দেনে হোগা?

২ চৌকি। দো পাইসে বনেগা নেহি; দো আনা।

দারোগা। কেয়া করেগা, ভাই? দেখো, তেরা ধরম! হাম্ বাহার বৈঠ্‌কে এজেহার লিখে,—চিজ্ ব্যস্ কুছ নেই থা, সিন্দুক তোড়্‌কে চোর লিয়া; চোর গেরেপ্তার হো গিয়া।

২ চৌকি। হাঁ, আপ্ ত মুন্‌সি হ্যায়; ওইঠো থোড়া ফলায়কে লিখিয়ে।

দারোগা। আচ্ছা, হাম্ বাহার ফারাক্‌মে বৈঠ্‌তা; তোম উন্‌লোক্‌কো বোলায় লাও।

প্রথম চৌকিদারের প্রবেশ

১ চৌকি। খোদাবন্দ, কয়েদী জহর খাকে গির্ গিয়া।

দারোগা। জহর? জহর কাঁহা মিলা?

১ চৌকি। মরদকা পাশ থা।

দারোগা। মরদ্‌ঠো গির গিয়া?

১ চৌকি। নেহি খোদাবন্দ্; দোনো কয়েদী গির্ গিয়া।

দারোগা। বেকুব! দোনো ক্যায়সে গিরা?

১ চৌকি। পহেলা মরদ্‌ঠো খাকে গির্ পড়া; হাম্ উস্‌কো সামাল্‌নে গিয়া, রেণ্ডীবি পিছু খা লিয়া। শ্বাস নেই চল্‌তা; দোনো মুর্‌দা হো গিয়া।

দারোগা। চল্, চল্। দেখো মানসিং, বদবস্ত।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

পথ

চিন্তামণি ও পাগলিনীর প্রবেশ

চিন্তা। মা, একটু দাঁড়াও। আমি আর চ'ল্‌তে পারি নি, এইখানে একটু বসি।

পাগ। ব'স, মা, ব'স। আমি ত ব'স্‌তে পা'র্‌ব না, মা, সে যে পথে দাঁড়িয়ে আছে; সে দেরি হ'লে আবার কি ব'ল্‌বে। তুমি তোমার স্বামীর কাছে যাও, মা, আমি আমার স্বামীর কাছে যাই। তোমার মতন তোমার, আমার মতন আমার; এক কৃষ্ণ ষোল শ'। তুমি তোমার কৃষ্ণের কাছে যাও, আমি আমার কৃষ্ণের কাছে যাই। সে এক বই আর দুই নয়; —তোমার মতন তোমার কাছে, আমার মতন আমার কাছে; শঠ, লম্পট, কপট! তবে যাই, মা? না, একটু বসি; তুই ব'ল্‌ছিস্—একটু বসি।

চিন্তা। (স্বগত) সত্য,—আমি কার সঙ্গ নিয়েছি! এ যেই হোক, বাহ্যিক একজন পাগল বৈ ত নয়। যদি সকল ত্যাগ ক'র্‌তে পেরে থাকি, তবে এর সঙ্গ ত্যাগ ক'ত্তে পারব না? কেন, বিল্বমঙ্গল ত একা বেড়াচ্ছে! আমি আর পাগলীকে আমার সঙ্গে থা'ক্‌তে অনুরোধ ক'র্‌ব না; যা হয়, হবে। শুনেছি, কৃষ্ণ সকলেরই; দেখি, আমার অদৃষ্টে কি হয়। কিন্তু আমার প্রাণ কাঁদ্‌চে—পাগলীর কাছ থেকে বিদায় নিতে আমার প্রাণ কাঁদচে।

পাগ। দেখ্, পাখীটে একলা বেড়াচ্চে, আর গান ক'চ্চে।

চিন্তা। মা গো, বুঝেছি সকলই;
কিন্তু, প্রাণ বুঝেও না বুঝে!
মা গো, তুমি সর্ব্বত্যাগী, কৃষ্ণ-অনুরাগী।
মম হৃদে জাগে, মা, বাসনা,
যাচিব মার্জ্জনা বিল্বমঙ্গলের পদে;
সে যদি না ক্ষমা করে মোরে,

কৃষ্ণ নাহি দিবেন আশ্রয়;
সাধু সদাশয়—
শত অপমান ক'রেছি তাঁহার;
কিসে পাব কৃষ্ণের চরণ?
আমি তাঁর কাছে যাব,
পদধূলি ল'ব,
ক্ষমা চাব কৃতাঞ্জলি হ'য়ে,—
তবে যাবে মালিন্য আমার,
তবে হবে কৃষ্ণ-পদে মতি।
যুক্তি তব ল'ব;
একা আমি ধরায় ভ্রমিব।
রহিল, মা, সাধ মনে—
পারি যদি,
ওই বিহঙ্গিনী সম
কখন করিব গান।
যাও, মা গো, যাও
যথা ডাকে তোর প্রাণনাথ;
দিস্ দেখা, পড়ে যদি মনে।
তুমি মা আমার,—
কন্যা ফেলে নিশ্চিন্ত থে'ক না।
যাও, সতি, যথা তোর ডাকে পতি।

পাগ। যাই, মা, যাই; আবার আ'স্‌ব। আমি, মা, পাগলদের; তুইও পাগলী মা;—তোর কাছে আমি আ'স্‌ব। তবে যাই, মা, যাই?

গীত

মাঝ মিশ্র—পোস্তা

যাই গো ওই বাজায় বাঁশী প্রাণ কেমন করে!
এক্‌লা এসে কদমতলায় দাঁড়িয়ে আছে আমার তরে।
যত বাঁশরী বাজায়, তত পথ পানে চায়,
পাগল বাঁশী ডাকে উভরায়;—
না গেলে সে কেঁদে কেঁদে, চ'লে যাবে মানভরে।

[প্রস্থান।

চিন্তা। কাঁদ, আঁখি—
কভু কাঁদ নি পরের তরে;
কাঁদ নি তখন,
যবে গুণনিধি চ'লে গেল অভিমান-ভরে!
কাঁদ প্রাণ ভ'রে,
তোর জলে ধৌত হবে হৃদয়ের মলা,
তপ্ত প্রাণ হইবে শীতল।
ঢাল আঁখি, প্লাবনের বারি;
নহে, মলা নাহি হবে দূর।
উঠ, বারি, প্রস্তর ফাটিয়ে;
ঢাল—ঢাল এ শ্মশান-প্রাণে—
দহে চিতানল,
স্বার্থ চিন্তা সতত প্রবল!
আরে স্বার্থ, নিজ অর্থ করেছ কি লাভ?
তবে—
কিবা অর্থে ভুলে আমারে মজালে?
কেন মোরে ক'রেছ পাষাণ?
ভগবান্, পতিত পাবন, রক্ষা কর, দয়াময়!
মরি, প্রভু, মনের বিকারে—
অবলারে কর কৃপা।

ভিক্ষুকের প্রবেশ

ভিক্ষুক। হ্যাঁ গা, তুমি একলাটি ব'সে কাঁদ্‌চ কেন? বাড়ী ফিরে যাবে?

চিন্তা। তুমি কে?

ভিক্ষুক। আমি সেই যে—যারে পাগলী চাবি দিলে। যদি বাড়ী যাও ত আমি তোমায় সঙ্গে ক'রে নে যেতে পারি। ফ্যাল্‌ফ্যাল্ ক'রে দিখ্‌ছ কি? তোমার ঠেঁয়ে ত কিছুই নেই যে কেড়ে নেব।

চিন্তা। আমি আর বাড়ী যাব না।

ভিক্ষুক। তবে কোথায় যাবে?

চিন্তা। যেখানে দু' চোখ যায়।

ভিক্ষুক। আমি তোমায় জিজ্ঞাসা ক'চ্চি কেন, শোন;—আমি মনে ক'রেছি—বৃন্দাবন যাব, যদি যেতে, একসঙ্গে দু'জনে যেতুম; তোমার স্কন্ধে দিনকতক খোরাকীটে হ'ত।

চিন্তা। বাপু, তুমি ত জান, আমার কিছুই নেই; আমি ভিক্ষে ক'রে খাব।

ভিক্ষুক। তোমার ঠেঁয়ে নাইও বটে, আবার তোমার স্কন্ধে খাবও বটে।

চিন্তা। বাপু, তুমি কি মনে ক'রেছ, আমি বাড়ী থেকে অর্থ আনাব? তা নয়। অর্থের জন্য যারা আমায় বিষ দিতে চেয়েছিল, তাদের সে অর্থ দিয়ে এসেছি। তারা এখন জানে না, যে কি বিষ তাদের দিয়ে এলুম। তুমি কি দেখ নি যে, আমি চাবি ফেলে দিয়ে এসেছি?

ভিক্ষুক। দাঁড়িয়ে দেখ্‌লুম, আর দেখি নি? তবে দাঁড়াও, পুট্‌লী খুলি। (গহনা বাহির করিয়া) এ গহনা কা'র?

চিন্তা। কা'র গয়না?

ভিক্ষুক। দেখ; ভাল ক'রে দেখ চিন্‌তে পেরেছ? তোমারই; পাগলীকে যা দিয়েছিলে।

চিন্তা। তুমি কোথায় পেলে?

ভিক্ষুক। আমি চুরি ক'র্‌বার ফিকিরে ছিলুম; তা, তত ক'ত্তে হ'ল না; পাগলী দিয়ে দিলে।

চিন্তা। তবে ও তোমার; আমার কেন ব'ল্‌চ?

ভিক্ষুক। ওগো, গয়না সুদ্ধ ধরা প'ড়লে এখনই মিয়াদ হ'য়ে যাবে। পাগলীর ঠেঁয়ে ভুলিয়ে নেওয়াও যা, একটা ছোট মেয়ের ঠেঁয়ে ভুলিয়ে নেওয়াও তা।

চিন্তা। না, না, ও গহনা তোমার।

ভিক্ষুক। আচ্ছা, ভাল; পাগলী দিয়েচে ব'লে যদি আমার হয়—তোমায় দিলুম, এবার ত তোমার হ'ল?

চিন্তা। না বাছা, আমার গহনায় কাজ নাই।

ভিক্ষুক। বলি, তুমি একবার নাও না; আমি আবার নোব এখন।

চিন্তা। আঃ! এ পাগল নাকি?

ভিক্ষুক। তুমি মনে ক'চ্চ, আমি খুব বোকা—আর তুমি খুব সেয়ানা! কথাটা কি বুঝিয়ে বলি, শোন,—দেখ, আমার কিছু হাতটান্‌টা আছে; দেখে শুনে ভেবেছি যে, ও রোগটা ছেড়ে দোব; কিন্তু চুরি টুরি না ক'ত্তে পাল্লে, রাত্রে নিদ্রা হয় না—ওই একটা দোষ হয়েছে। তাই, করি কি জান?—একটা গাছকে মনিষ্যি ক'রে বল্লুম, "এই তোর।" তক্কে তক্কে ফিচ্চি,—গাছটা যেন ডাল নাড়্‌লেই জেগে আছে; দুপুর রাত্রে যখন কাঠ হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে, আমি ওম্নি পোঁটলা নিয়ে স'র্‌লুম; দৌড়—দৌড়—যেন চৌকিদার আ'স্‌চে; তার পর, একটা ঝোঁপে গিয়ে পোঁটলাটা মাথায় দিয়ে তবে ঘুমুই! তোমার ঠেঁয়ে গয়না দিলে আমি চুরি ক'র্‌ব, আর গয়না বেচে খাব; আর, সব গয়না ফুরিয়ে গেলে, ইট বেঁধে পোঁটলাটা নিয়ে নাড়া-চাড়া ক'র্‌ব। আর, তোমার সুবিধার কথা বলি; একেবারে অতটা সইবে না; কখন' ত ক্লেশ কর নি—একবারে অতটা সইবে কেন? যখন পাগলীর মত স'য়ে যাবে, তখন যা খুসী ক'র।

চিন্তা। (স্বগত) ধন্য, ধন্য পূর্ব্ব সংস্কার?

এ বিকার কত দিনে হবে দূর?
বসি তরুতলে,
মনে পড়ে কলুষিত শয্যা মোর—
যথা দেহ-পণে কিনিয়াছি ধন;
জিহ্বা চাহে সুস্বাদু আহার—
শত্রু যাহে গরল মিশায়;
ঘৃণা করে মলিন বসন—
চাহে আভরণ,
সাজিবারে ছলের প্রতিমা!
ভাবি তাই,
কত দিনে সংস্কার হবে দূর।

ভিক্ষুক। আর ভাব্‌চিস্‌ কি? মা-বেটার মতন দু'জনে চ'লে যাই আয়।

চিন্তা। কোথায় যাবে?

ভিক্ষুক। তোর যেখানে মন।

চিন্তা। চল।

ভিক্ষুক। গীত

ভৈরবী—যৎ

ছাড়ি যদি দাগাবাজী,
কৃষ্ণ পেলেও পেতে পারি;
আমি কি পার্‌ব বাবা?
দেখি বেয়ে পারি হারি।
যদি কেউ বাত্‌লে দিত,
এমন লোক দেখ্‌লে হ'ত;
দাগাবাজীর উপর বাজী,
খেলা বড় বিষম ভারি।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

বণিকের বাটী

বণিক্‌ ও অহল্যা

বণিক্‌। হা'স্‌চ যে?

অহল্যা। এই, তোমার এক গাছা চুল পেকেচে, তুমি বুড়ো হ'য়ে গেলে। তুমি হা'স্‌চ যে?

বণিক্। ভাব্‌চি, বুড়ো হয়েছি—এখনও কি কচ্ছি, দেখ!

অহল্যা। হো! হো! বেশ হয়েছে; তোমার আর বে' হবে না।

বণিক্। তাই ত! তবে আর এখানে থেকে কি ক'র্‌ব বল দেখি? চল, চ'লে যাই।

অহল্যা। বেশ ত, চল না।

বণিক্। কোথায়, বল দেখি?

অহল্যা। আমি কি জানি? তুমি বল না।

বণিক্। তুমি বুঝেচ।

অহল্যা। বুঝে থাকি ত আবার জিজ্ঞাসা ক'চ্চ কেন?

বণিক্। বলি, বুঝেছ কি? দিন ত গেল।

অহল্যা। আমি কি জানি? তুমি বল না?

বণিক্। শোন.

কহে শুভ্র কেশ শিরে,—
"এই ত রে শমন ধরিল আসি!"
কহে কেশ—
"আর নহ বালক এখন,
যেতে হবে,—কর যত্নে পাথেয় অর্জ্জন,
এ সকল কিছু নহে সাথী।"
দিন গেল, কৌতুকে কাটিল;
হরিনাম হ'ল না এ দেহে।
ধূলা মাখি খেলিনু প্রথমে;
যৌবনে যুবতী-কাঞ্চন সনে।
কহে শুভ্র কেশ,—
"এবে তোর সে খেলা ফুরা'ল,
কিবা খেলা খেলিবি নূতন?
খেলা তোর ফুরাবে ত্বরিত;
একা এলি, একা যেতে হবে।"

অহল্যা। প্রাণনাথ,

সে ভাবনা নাহিক আমার;
আগে তুমি এসেছ হেথায়,
আসিয়াছি পাছে পাছে;
প্রাণ বাঁধা আছে,
যাব পাছে পাছে;
যথা যাবে, পাছে পাছে র'ব।
স্বামী—তাঁর আমি:
স্বামি-পায় বিকাইতে কায়।

বণিক্। চল, বৃন্দাবনে যাই।

অহল্যা। চল।

বণিক্। তবে গুছিয়ে নাও।

রাখাল-বালকের প্রবেশ

রাখাল। হ্যাঁ গা, হ্যাঁ গা, তোমরা বৃন্দাবনে যাবে?

অহল্যা। (বণিকের প্রতি) আহা! দেখ—দেখ, কেমন সুন্দর ছেলেটি! (রাখাল-বালকের প্রতি) তুমি কাদের ছেলে, বাবা?

রাখাল। দেখ্‌তে পাচ্চ না, আমি রাখালদের?

বণিক্। তুমি এখানে কি ক'রে এলে?

রাখাল। আমি অমন আসি।

অহল্যা। তুমি কেন এসেছ?

রাখাল। ওই যে বল্লুম—তোমাদের জিজ্ঞাসা ক'ত্তে, বৃন্দাবন যাবে?

বণিক্। কেন তুমি 'বৃন্দাবন যাব' জিজ্ঞাসা ক'চ্চ যে?

রাখাল। আমি অমন বাড়ী বাড়ী জিজ্ঞাসা করি।

বণিক্। কেন জিজ্ঞাসা কর?

রাখাল। আমার দরকার আছে; বল না?

অহল্যা। যাব; তুমি যাবে?

রাখাল। হুঁ।

অহল্যা। (বণিকের প্রতি) আহা! ছেলেটিকে যেন বুকে রাখ্‌তে ইচ্ছা করে। তোমার মা কিছু ব'ল্‌বে না?

রাখাল। আমার মা নেই,—মাও নেই, বাপও নেই।

অহল্যা। তুমি কোথায় থাক?

রাখাল। ঐ গয়লাদের গরু চরাই—আর থাকি।

অহল্যা। তুমি গরু চ'রাতে পার?

রাখাল। হুঁ—

অহল্যা। সত্যি তোমার কেউ নেই?

রাখাল। (অহল্যার প্রতি) তুমি আমার মা; (বণিকের প্রতি) তুমি আমার বাপ।

অহল্যা। কৈ, 'মা' বল দেখি?

রাখাল। মা, মা, মা!

বণিক্। ছেলেটি অনাথ।

রাখাল। হ্যাঁ গো, আমি অনাথ।

বণিক্। আমরা আজই বৃন্দাবনে যাব।

রাখাল। হো, হো, বেশ হ'য়েচে—বেশ হ'য়েচে!

বণিক্। কেন, তোমার বৃন্দাবনে যাবার এত ইচ্ছা কেন?

রাখাল। ওগো, আমি বড় মুস্কিলে প'ড়েছি।

বণিক্। তোমার আবার মুস্কিল কি?

রাখাল। ওলো, তার জন্যে গরু চরা'তে পাই নি, তার জন্যে খেল্‌তে পাই নি, তার জন্যে যার বৃন্দাবনে যেতে পাইনি। এই, তোমরা তাকে সঙ্গে নেবে, তবে বৃন্দাবনে যাব।

বণিক্। কেন?

রাখাল। দেখ, সে দেখ্‌তে পায় না; সে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" ব'লে বুক চাপড়াতে থাকে, আমার প্রাণ কেমন করে। সঙ্গে যাই;—কোথা কাঁটা-বনে পড়বে, খেতে পাবে না। আমি না দিলে আর খেতে পাবে না। কে দেবে বল? কাণা মানুষ;—আর, সে যার খেতেই চায় না, আমি কত ভুলিয়ে খাওয়াই।

বণিক্। (অহল্যার প্রতি) দেখ, সেই মহা-পুরুষ।

অহল্যা। আমারও বোধ হয়।

বণিক্। তিনি কোথায় আছেন?

রাখাল। ওগো, সে যেখানে বন বাদাড় পায়, সেইখানেই যায়।

বণিক্। কি করেন?

রাখাল। "কৃষ্ণ কৃষ্ণ"—ওই করে, আর কি; কৃষ্ণ যেন তার সাত পুরুষের চাকর।

বণিক্। (ঈষৎ হাসিয়া অহল্যার প্রতি) বালক! (রাখাল বালকের প্রতি) আর কি করেন?

রাখাল। কখন মুখ রগড়ায়, কখন ঢিপ ক'রে মাটীতে পড়ে, কখন চুল ছে'ড়ে। তুমি তাকে নে যাবে?

বণিক্। তিনি যাবেন?

রাখাল। আমি ভুলিয়ে নে যাব। যাক,—বৃন্দাবনে যাক্; "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" ক'চ্চে—কৃষ্ণকে পাবে।

বণিক্। কেমন ক'রে জান্‌লে?

রাখাল। বৃন্দাবনে যাবে, কৃষ্ণকে পাবে না?

বণিক্। বৃন্দাবনে গেলেই কি কৃষ্ণকে পায়?

রাখাল। হ্যাঁ, পায় না বই কি? তুমি ত বড্ড জান!

অহল্যা। তুমি কৃষ্ণকে পাবে?

রাখাল। তা কেন? আমি কি আর "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" ক'চ্চি? আমি ওই "কাণা কাণা" ক'চ্চি, কাণাকে পাব;—যে যা চায়।

বণিক্। বাবা, তোর কথায় আমার আশার উদয় হ'চ্চে। বৃন্দাবনে কি, যে যা চায়, তাই পায় রে?

রাখাল। তা দেখ্‌বে চলনা। আমি তবে তাকে বলি গে? তোমরা ত বাঁধাঘাটে নৌকা ক'র্‌বে? আমি তাকে সেইখানে নিয়ে যাচ্চি। ঐ যে নদীর ধারে বটগাছটা আছে—যেখানে খুব বন, ব্রহ্মদত্যির ভয়ে কেউ যায় না—সে সেইখানে আছে। আমি আর থা'ক্‌ব না, দেখ, বেলা গেল; তোমরা এস।

[প্রস্থান।

অহল্যা। আহা! ছেলেটি 'মা' ব'ল্লে, আমার প্রাণ জুড়িয়ে গেল।

অহল্যা। আহা! ছেলেটি 'মা' ব'ল্লে, গোপাল;—গোপাল এসে যেন আমার মনে আশা দিয়ে গেল। ভাব্‌চি, সে মহাপুরুষ কি আমাদের সঙ্গে যাবেন? জান ত, কত মিনতি ক'রেছিলুম এখানে থাক্‌বার জন্য, তিনি কোন মতে রইলেন না। আশ্চর্য্য, এত কাছে আছেন —আমি এত খুঁজলুম, এক দিনও দর্শন পেলুম না। আহা! রাখালবালকটী কে!—সেই ভয়ঙ্কর বনের ভিতর তাঁর সেবা ক'ত্তে যায়।

অহল্যা। দেখেচ? আমি "না বিইয়ে কানাইয়ের মা"! যেমন লোকে "ছেলে নেই, ছেলে নেই" ব'ল্‌ত, তেম্নি দুই ছেলে নিয়ে বৃন্দাবনে চল্লুম।

বণিক্। ভাব্‌চি, তিনি যাবেন কি?

অহল্যা। অবশ্য যাবেন। ও রাখাল-বালক নয়, ও গোপাল; ওর মিষ্টি কথায় অবশ্য ভুল্‌বেন।

বণিক্। চল', তবে আমরা সত্বর হই।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

কানন

বিল্বমঙ্গল উপবিষ্ট

বিল্ব। হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ! কোথায় তুমি? দেখা দাও। তুমি ত অন্তর্য্যামী,—দেখ, আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হয়েচে; ব্যাকুল হ'লে ত দেখা দাও! দীননাথ, তুমি কোথায়—কোথায় তুমি—কোথায় তুমি? হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ! (মূর্চ্ছা)

রাখাল-বালকের প্রবেশ

রাখাল। (বিল্বমঙ্গলের কর্ণমূলে) কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ।

বিল্ব। (চৈতন্য পাইয়া) কই কৃষ্ণ?
কই শুনি বাঁশরী-নিনাদ?
কই কালাচাঁদ?
সাধে বাদ কে সাধে এখন?
সে কি এতই নির্দ্দয়?
হ'ক, সয় স'ক, প্রাণে স'।
হায়—হায়, বিফল যন্ত্রণা!
সে ত কই আমার হ'ল না।
গেল দিন ব'য়ে:
ছার দেহে কিবা কাজ?
জেনেছি—জেনেছি,
মম ভাগ্যে দেখা নাই।
কি করি? কোথায় যাই?
কে আমায় এনে দেবে হরি?
বংশীধারী,
এস—এস বাজায়ে বাঁশরী,
পায় পায় দাঁড়াও সম্মুখে—
বামে হেলা শিখিপাখা!
দেখ, একা আমি;
এস, এস হে অনাথ-নাথ!

রাখাল। কেন ভাই? এক্‌লা কেন ভাই? আমি যে তোমার সঙ্গে রয়েছি, ভাই?

বিল্ব। রাখাল, রাখাল, আবার এসেছ? তুমি আমার সর্ব্বনাশ ক'র্‌বে—তুমি আবার আমায় মোহে ডুবাবে! দেখ, তোমার কথা শুন্‌লে আমি কৃষ্ণকে ভুলে যাই—আমি কৃষ্ণকে ডা'ক্‌তে পারি না! তুমি কেন, ভাই, আমার জন্য অমন কর? যাও, ভাই, ঘরে যাও।
তোর পায়ে ধরি,—
একে জ্ব'লে মরি কৃষ্ণ বিনা,
কৃষ্ণধন আমার হ'ল না;
কত জ্বালা জান কি, রাখাল?
জান যদি যাও—কৃষ্ণ এনে দাও,
দাস হব, কেনা রব তোর।
যাও তুমি, যাও হে রাখাল,
কেন নিত্য বাড়াও জঞ্জাল?
ত্যজি সংসার-আশ্রয়,
পদাশ্রয় লয়েছি রে তাঁর:
সে রাখে, রহিব; সে মারে, মরিব।
আমি অতি দীন, আমি অতি হীন,
কেন, হে রাখাল,
এস তুমি গহন কাননে
হেন অভাজন-সহবাসে?
হে রাখাল, জান যদি, বল,
হৃদয়ের আলো—কোথা বনমালী কালো?
দাও—এনে দাও—
প্রেম ক্ষুধা তৃপ্ত কর মোর।

রাখাল। আমায় যেতে ব'ল্‌চ, ভাই? তুমি যে খাও না।

বিল্ব। ভাই, আমি ব'ল্‌চি, খাব। ওরে, তুই যা, তোর কথা শুন্‌লে আমি যে কৃষ্ণকে ভুলে যাই রে!

রাখাল। তুমি খাবে? লোকে ভাই, এখানে তোমাকে কি ক'রে খাবার দেবে? ব্রহ্মদৈত্যির ভয়ে এ পথে যে কেউ চলে না, ভাই!

বিল্ব। রাখাল, তুমি যাও, ভাই।
একে অন্য মন,
তাহে তুমি ক'র না বিমনা।
দেখ, কৃষ্ণ আমার হ'ল না!
দিন গেল,—দিন যায়,
রহে না ত দিন,—
কবে তবে কৃষ্ণ পাব?

নেপথ্যে শঙ্খঘণ্টা-ধ্বনি

ওই শঙ্খঘণ্টা নাদে,
সায়ংসন্ধ্যা করে দ্বিজগণে।
ওই ত ফুরাল দিন;
দিন গেল—কই দেখা হ'ল?
এস—এস, কোথা গুণনিধি!
মরি যদি দেখা ত হবে না।—

দেখা দাও—দেখা দাও দয়াময়!
প্রাণ করে আকুলি ব্যাকুলি।
কোথা যাব? কোথা দেখা পাব?
এস, বাজায়ে মুরলী,
বনমালী রাধিকা-রঞ্জন!

রাখাল। আচ্ছা ভাই, তুমি কৃষ্ণকে ডাক, আমি চুপটি ক'রে ব'সে শুনি।

বিল্ব। না, ভাই; তুমি বালক, তুমি কেন ব'সে থাক্‌বে?

রাখাল। তুই যে, ভাই, বনে থাক্‌বি; "এক্‌লা আমি, এক্‌লা আমি," ব'লে চেঁচাবি; —আমার ভাই, বড় কান্না পায়।

বিল্ব। না, এই রাখাল আমার সর্ব্বনাশ ক'র্‌বে! কৃষ্ণের দেখা ত পেলুম না; আবার কেন মোহ? প্রাণত্যাগ করি।

রাখাল। না ভাই, আমার বড় মন কেমন ক'র্‌বে, ভাই!

বিল্ব। রাখাল, তুই কে? তোর হাত আমি কেমন ক'রে এড়াব? তুই যে দেখ্‌ছি, আমায় ম'র্‌তেও দিবি নি!

রাখাল। আচ্ছা ভাই, তুই কেন বৃন্দাবনে যা না, ভাই! চল্‌ চল্‌ বৃন্দাবনে চল্‌; কৃষ্ণকে দেখ্‌বি চল্‌।
কথা আমার মিথ্যা নয়,
দেখ্‌ না কেন—নয় কি হয়!

বিল্ব। চল—চল, যাব বৃন্দাবনে—
প্রেমধামে যাব, আমি প্রেমহীন!
সেথা যমুনা-পুলিনে
মাধব বাজায় বাঁশী,
ধেনুগণে নাচে কুতূহলে,
বনহারে সাজায় রাখাল—
শ্রীগোপাল, চল—চল, দেখি গিয়া।
রজে লুটাইয়ে, রজ মাখি কায়,
"কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলি ডাকি' উভরায়,
প্রেম-ধারে ভেসে যায় কায়;
প্রেমের পুলকে কম্প ঘন ঘন;
উন্মাদ নর্ত্তন, কভু হাসি—কভু কাঁদি।
চল বৃন্দাবনে, প্রাণকৃষ্ণ মোর। (গমনোদ্যত)

রাখাল। ও দিকে যাচ্চিস্‌ কোথা? বৃন্দাবন যে এ দিকে।

বিল্ব। এই কি সে মধু-বৃন্দাবন?
কই তবে ভ্রমর-গুঞ্জন?
কই সেই মুরলীর ধ্বনি—
তান-তরঙ্গিণী উন্মাদিনী কই ধায়?
কই পীতাম্বর মুরলী-অধর—
বামে রাধা বিনোদিনী?
কই, কই? কি হ'ল আমার?
বৃন্দাবনে কই সে মাধব?

রাখাল। আয়, দেখ্‌বি আয়।

গীত

পাহাড়ী—কার্‌ফা

আমি বৃন্দাবনে বনে বনে ধেনু চরাব।
খেল্‌ব কত ছুটোছুটি, বাঁশী বাজাব।
খেল্‌তে বড় ভালবাসি,
ছুটে ছুটে তাই ত আসি;—
আমার মনের মতন খেলার জুটি কত জন পাব।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বৃন্দাবন—গোবর্দ্ধন পর্ব্বত

চিন্তামণি আসীনা

চিন্তা। আগে তাঁর মন ভোলাবার জন্য কত রকম বেশ তুই প'র্‌তিস্‌; এখন বল্‌, কি বেশে গেলে তিনি কৃপা ক'র্‌বেন। দেহ, তোমায় স্বর্ণ-অলঙ্কারে যত সাজিয়েছি, তাতে কেবল তুমি কলঙ্কিনী প্রাণের পরিচয় দিয়েছ! বিভূতিই তোমার ভূষণ; নইলে, সাধুত্তম তোমায় কৃপা ক'র্‌বেন না; তুমি এত সুন্দর ভূষণ কখন পর নাই।

অঙ্গে বিভূতি লেপন

প'রেছি ভূষণ; এবে কেশের বিন্যাস।
কেশ, তুমি অতি প্রতারক;
কহিতে সতত—তুমি বন্ধু মম,
অন্যে মজাইতে চাহিতে সতত;
তোর ছলে ভুলে,
বাঁধিতাম কবরী যতনে।
তুমি শঠ, প্রতারক, মজায়েছ মোরে;
আজি তব নূতন বিন্যাস—
পূর্ব্বভাগে
সাধুত্তমে ভুলা'তে নারিবি আর।

তাঁর কৃপা হ'লে কৃষ্ণচন্দ্রে পাব;
আরে, আমি বড়ই পতিত—
পাব আমি পতিতপাবন।

(চুল কাটিতে উদ্যত)

রাখাল-বালকের প্রবেশ

রাখাল। (চিন্তামণির হস্ত হইতে অস্ত্র কাড়িয়া লইয়া) ছি ভাই, চুল কাট্‌ছ কেন ভাই? চুল কি কাট্‌তে আছে? ছি ছি, চুল কেট' না।

চিন্তা। আহা! আহা! ছেলেটি কে গা? মরি মরি, কথা শুনে প্রাণ জুড়াল!

রাখাল। তুমিও বুঝি "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" কর? উঁ, উঁ? ছি ভাই, কথা কইলে না? আমি তবে চ'ল্লুম।

চিন্তা। আহা! তুই কে রে?

রাখাল। ছি ভাই, তুমি মিষ্টি কথা জান না; তুমি ব'ল্‌বে—"তুমি কে ভাই?" আমি ব'ল্‌ব, "কেন ভাই, তোমায় ব'ল্‌ব কেন, ভাই?"

চিন্তা। কেন ভাই, ব'ল্‌বে না, ভাই? আহা, আমার যেন সকল জ্বালা জুড়াল! এখন যে ভাই, তুমি কথা ক'চ্ছ না, ভাই?

রাখাল। তোমার সঙ্গে আমার সঙ্গে ভাব, ভাই।

চিন্তা। হ্যাঁ, ভাই, তোমার সঙ্গে আমার সঙ্গে ভাব।

রাখাল। আচ্ছা, ভাই, তবে তুমি বল, ভাই, —কৃষ্ণকে ভালবাস, কি আমায় ভালবাস?

চিন্তা। আহা! আমি অভাগিনী প্রেম-হীনা! আমি কৃষ্ণকে কি ক'রে ভালবা'স্‌ব?

রাখাল। ভাই, তুমি কৃষ্ণকে চাও, কি আমাকে চাও, ভাই? বুঝেছি ভাই, কৃষ্ণকে চাও, ভাই; আমি চল্লুম, ভাই।

চিন্তা। যাও কেন, ভাই? শোন না।

রাখাল। এই বৃন্দাবনে এসেছ—ঠিক্ কথা বল,—কৃষ্ণকে চাও, কি আমায় চাও?

চিন্তা। কৃষ্ণকে চাই; তোমায়ও ভালবাসি।

রাখাল। না ভাই, অমন ভাব আমি করি নি। যাকে হয়, একজনকে পছন্দ ক'রে নাও। আমি ত বল্‌চি নি যে, আমায় তোমায় নিতেই হবে।

ভিক্ষুকের প্রবেশ

ভিক্ষুক। আহা, আহা, কি সুন্দর রাখালের ছেলেটি রে—যেন ব্রজের বালক!

রাখাল। ও ভাই, তোমার সঙ্গে আমার ভাব।

ভিক্ষুক। হ্যাঁ ভাই, তোমার সঙ্গে আমার ভাব।

রাখাল। তবে রে চোর! ভাব বল্লে, তবে পোঁট্‌লাটা লুকুচ্চ যে? আমায় দাও। (পুঁট্‌লী কাড়িয়া লওন)

ভিক্ষুক। ওতে ত কিছু নেই।

রাখাল। নেই, তবে গেরো কেন?

ভিক্ষুক। সত্যি; দেখ, পথে ভুলে গেরো দিয়েছি। (স্বগত) বৃন্দাবনে এলে কি হবে! হাত পা মন ত আমার।

রাখাল। (পুঁট্‌লী ফিরাইয়া দিয়া) আর গেরো দিও না।

ভিক্ষুক। আচ্ছা ভাই রাখাল, আমি এই ফেলে দিলুম; আর গেরো দোব না। (দূরে পুঁট্‌লী নিক্ষেপ)

চিন্তা। কেন, ভাই, তুমি যে আর এক-জনের সঙ্গে ভাব ক'চ্চ?

রাখাল। কেন ভাব ক'র্‌ব না, ভাই?

চিন্তা। তবে যাও, ভাই, তোমার সঙ্গে আড়ি।

রাখাল। যাব? তবে যাই; আর খুব না ডা'ক্‌লে আস্‌ব না।

প্রস্থানোদ্যত

চিন্তা। দাঁড়াও না, দাঁড়াও না।

রাখাল। না, আর দাঁড়াব না।

[প্রস্থান।

ভিক্ষুক। ওহে, দাঁড়াও না, দাঁড়াও না।

চিন্তা। আহা যাক; ক্ষিদে টিদে পেয়েছে।

ভিক্ষুক। আমি কিছু খাবার এনে খাওয়াতুম;—দেখ, সেই পাগলীটে আস্‌চে।

চিন্তা। দেখ,—বোধ হয়, কৃষ্ণ আমায় কৃপা ক'রবেন; মা'র মুখ দেখে আমার বড় ভরসা হ'চ্চে। আহা, কাত্যায়নীর বরে গোপিনীরা যেমন শ্রীকৃষ্ণকে পেয়েছিল, মা'র বরে আমার মনস্কামনা পূর্ণ হয়! মা আমার কার সঙ্গে কথা ক'চ্চে;—ও তেজঃপুঞ্জ সন্ন্যাসী কে!

ভিক্ষুক। বেটী যখন বৃন্দাবনে এসেছে, আমার একটা হিল্লে লাগ্‌লেও লাগ্‌তে পারে; ও বেটী কি রকমে ফির্‌চে।

পাগলিনী ও শিষ্যগণসহ সোমগিরির প্রবেশ

পাগ। বাবা, চল যাই, আর কেন বাবা? অনেক দিন ঘর ছেড়ে এসেছি।

সোম। মা, আর ত কাজ বাকী নেই; চল, যে কাজে এসেছি, সেরে যাই।

পাগ। বাবা, আর থা'ক্‌তে পারি নি; বাবা, আমার মন কেমন করে, বাবা; দেখ দেখি, কত-দিন ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি! আমায় এমন লাঞ্ছনা করে গা! আমায় ভুলিয়ে বনে পাঠিয়ে দিলে!

চিন্তা। মা, করুণাময়ি মা, সত্যি তুই আমার মা! দয়াময়ি! আমায় ত ভোল নি?

পাগ। ওমা, আমি নই, মা; বাবাকে জিজ্ঞাসা কর, বাবা তোরে ব'লে দেবে।

চিন্তা। মা, তোমার কথায় দেশ ছেড়েছি; তোমার কথায় বাবাকে জিজ্ঞাসা ক'চ্চি—আশীর্ব্বাদ কর, যেন মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। (সোমগিরির প্রতি) বাবা, আমার উপায় কি হবে? আমি মহাপাতকী;—রাধাবল্লভ কি আমায় দয়া ক'র্‌বেন?

সোম। মা, তোমার যে প্রেম,—অবশ্যই দয়া ক'র্‌বেন।

চিন্তা। বাবা, আমার প্রেম!—
প্রেমহীনা পাষাণী পাপিনী,
মরুভূমি পোড়া প্রাণ—
বারিবিন্দু নাহি তাহে,
তাহে, অনুতাপ প্রবল অনল—
দিবানিশি দহে!
এ হৃদয়ে কোথা প্রেম পাব?
প্রেমময় কৃষ্ণপদে কি তবে অর্পিব?
পিতা,
কৃপা ক'রে বল না উপায়।

সোম। মা, আমি হীন; আমি কি উপায় ক'র্‌ব? বৃন্দাবনে বিল্বমঙ্গল নামে একজন সাধু আছেন; তাঁর শরণাগত হও, তোমার উপায় হবে।

চিন্তা। বাবা, তুমি আমার গুরু; যখন তুমি ব'ল্লে, উপায় হবে,—আমার প্রাণে স্থির বিশ্বাস হ'ল; কিন্তু বাবা, ভয় হয়, আমি মহা-পাতকী; আমি তাঁরই চরণে শত অপরাধী।

সোম। মা, তিনি পরম সাধু; সাধু কারও অপরাধ লন না।

চিন্তা। দেখ, বাবা, আমার অদৃষ্টদোষে গুরুবাক্য যেন বিফল না হয়। বাবা, ব'লে দিন্—তিনি কোথায় থাকেন? আমি বৃন্দাবনে আসা অবধি তাঁর অনুসন্ধান ক'চ্চি, কোথাও তাঁর দর্শন পাই নি।

পাগ। তুই দেখা পাস্ নি? আমি দেখিয়ে দোব। তুই যেন, মা, আমার মেয়ে; তোর যেন স্বামীর কাছে রেখে আ'স্‌তে যাব। তোর গলা ধ'রে খানিক কাঁদি,—আর ত মা, তোর সঙ্গে দেখা হবে না; তোর স্বামীর বাড়ীতে দিয়ে চ'লে আ'স্‌ব। ও মা, সেখানে কাঁদতে পা'র্‌ব না; লজ্জা করে, মা—লজ্জা করে!

ভিক্ষুক। মা, তোর বেটাকে যে ভুলে গেলি।

পাগ। ভুল্‌ব কেন? বাবাকে ব'লে তুইও আমার সঙ্গে আয় না।

ভিক্ষুক। বাবা, আমার উপায় কিছু কি হবে?

সোম। তুমি সাধু, এ বৃন্দাবন আনন্দধাম,—আনন্দময়ের কৃপায় এখানে কেউ নিরানন্দ থাকে না।

ভিক্ষুক। বাবা, আমি যে চোর।

সোম। মাখন-চোরকে চুরি ক'র্‌বে।

ভিক্ষুক। গুরুদেব, পারি যদি—চুরির মতন চুরি বটে।

সোম। মা, তুমি তোমার ছেলে-মেয়ে নিয়ে থাক; আমি গোবর্দ্ধন প্রদক্ষিণ ক'র্‌ব।

পাগ। বাবা, এবার যখন দেখা হবে—বাপ-বেটীতে হাত-ধরাধরি ক'রে চ'লে যাব। আর থা'ক্‌ব না, আর কি ক'ত্তে থাক্‌ব? (চিন্তা-মণি ও ভিক্ষুকের প্রতি) আয় গো আয়।

[চিন্তামণি, ভিক্ষুক ও পাগলিনীর প্রস্থান।

শিষ্যগণের গীত

বৃন্দাবনী সারঙ্গ—খামশা

জয় বৃন্দাবন, জয় নরলীলা,
জয় গোবর্দ্ধন—চেতনশিলা।
নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ!

চেতন যমুনা, চেতন রেণু,
গহন-কুঞ্জবন-ব্যাপিত বেণু।
নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ!
খেলা খেলা—খেলা মেলা,
নিরঞ্জন নির্ম্মল ভাবুক-ভেলা।
নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ!

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

বন

বিল্বমঙ্গল আসীন

বিল্ব। ওঃ! রাখাল আমার সর্ব্বনাশ ক'ল্লে; আমি কোন মতেই তারে ভুল্‌তে পাচ্ছি নি। আরে মহাপাতকী, তুই মহামোহে বদ্ধ, তুই কৃষ্ণদর্শন ক'র্‌বি কি ক'রে? দেখি--আর সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দেখি, যদি মনস্থির ক'ত্তে না পারি, ত আত্মহত্যা ক'র্‌ব। এ কি! আমার প্রাণের উপর দুরন্ত আধিপত্য রাখাল কিরূপে ক'ল্লে? কে ও রাখাল আমার কাল হ'য়ে এল? হা কৃষ্ণ! আর কেন বিড়ম্বনা ক'চ্চ? আমার এ কি সর্ব্বনাশ হ'ল? আমি সাত দিন রাখালের কাছ থেকে পালিয়ে এসেছি, প্রতি মুহূর্ত্তেই বোধ হ'চ্চে—সে এল! আমি কি ক'র্‌ব? তার সঙ্গে কথা না কইলে আমি বাঁচি নি, মন আমার যে তার জন্যই লালায়িত! শুনেছি, একুশ দিন অনাহারে থাক্‌লে প্রাণবিয়োগ হয়; আর এক পক্ষ অনাহারে ধ্যান করি—প্রাণ যায়, যাবে। না, —সে রাখাল ছোঁড়া আমায় ম'র্‌তে দেবে না, সে বারণ ক'ল্লে আমি ম'র্‌তে পা'র্‌ব না। আমি এই ধ্যানে ব'স্‌লুম। আর উঠ্‌ব না; সে এলে ম'র্‌ব। (ধ্যানমগ্ন হওন) রাখাল, রাখাল!— দেখ, একি হ'ল! কৃষ্ণ ব'লে ডাকতে রাখাল বেরিয়ে পড়ে! না, দেখি, আর একবার দেখ্‌ব। একবার চক্ষু, তুমি মজিয়েছিলে, এবার কর্ণ আমায় মজালে! বধির হ'তেও সাধ হয় না— তার কথা শুন্‌তে পাব না। চক্ষু, আজ তোমার জন্য ক্ষোভ হ'চ্চে; রাখাল-বালকটি কেমন, একবার দেখ্‌তে পেলুম না। দেখ, মূঢ় মন রাখালের কথাই ভাব্‌ছে! (ধ্যানমগ্ন হওন) রাখাল, রাখাল!

রাখাল-বালকের প্রবেশ

রাখাল। ভাই, তুমি এখানে লুকিয়ে ব'সে আছ? আমি দুধ হাতে ক'রে সাত দিন বেড়াচ্চি, তুমি মা'র্‌তে আস ব'লে ভয়ে আস্‌তে পারি নি।

বিল্ব। রাখাল, তুমি আমায় খোঁজ কেন?

রাখাল। তুমি যে ভাই, অনাথ! আমি যে ভাই, অনাথকে বড় ভালবাসি।

বিল্ব। কি, তুমি অনাথকে ভালবাস?

রাখাল। এই দেখ্‌ না ভাই, তোকে কত ভালবাসি।

বিল্ব। (স্বগত) মূঢ় মন, এই যে অনাথ-নাথ শ্রীকৃষ্ণ!—(প্রকাশ্যে) রাখাল, রাখাল, আয়রে প্রাণের রাখাল—আয়!—

রাখাল। না ভাই, যাব না ভাই,—তুই যে ধ'র্‌বি ভাই।

বিল্ব। কই, আমায় দুধ দাও, আমি যে সাত দিন খাই নি।

রাখাল। আয়, রোদে ব'সে আছিস, ছায়ায় আয়।

বিল্ব। আমার হাত ধর, আমি ত দেখ্‌তে পাই নি।

রাখাল। আয়।

বিল্বমঙ্গল কর্ত্তৃক রাখাল-বালকের হস্তধারণ

বিল্ব। আর ত ছাড়্‌ব না—আমার অনেক যত্নের নিধি!

রাখাল। আমার কচি হাত,—ছাড়, ছাড়, লাগে।

বিল্বমঙ্গল কর্ত্তৃক হস্ত ছাড়িয়া দেওন

এই—এই ত ছেড়ে দিয়েছিস

[পলায়ন।

বিল্ব। ছলে হাত ছিনাইলে,
পৌরুষ কি তাহে তব?
আরে রে গোপাল,
দেছ প্রেম বড় কাঁদাইয়ে;
সেই প্রেমে—
হৃদয়ে হৃদয়ে রাখিব বাঁধিয়ে;
পার যদি হৃদয় হইতে পলাইতে,
তবে ত তোমারে গণি।
অন্ধ আমি—পলাইবে কোন্‌ কথা?
ধরিব তোমায়;

দেখি, পারি কিবা হারি, হরি!

রাখাল। (বৃক্ষের অন্তরাল হইতে) টু;—কই ধর্ দেখি?

বিল্বমঙ্গলের ধরিতে গমন ও রাখাল-বালকের কৃষ্ণরূপে দেখা দেওন

রাখাল। দেখ দেখি, কেমন সেজেছি! চা'—তোর চোক হ'য়েছে।

বিল্ব। আহা, আহা, মরি মরি! নয়ন, দেখ্—তোর কত দেখ্বার সাধ!

নবীন জলধর, শ্যাম সুন্দর,
মদনমোহন ঠাম।
নয়ন-খঞ্জন, হৃদয়-রঞ্জন,
গোপিনী-বল্লভ শ্যাম॥
ধীর নর্ত্তন, নূপুর-গুঞ্জন,
মুরলী-মোহন তান।
কুসুম-ভূষণ, গমন নিধুবন,
হরণ গোপিনী প্রাণ॥
শ্রীপদপঙ্কজ, দেহি পদ-রজ,
শরণ মাগিছে দিন।
প্রাণ মাধব, সাধ, রব—রব
প্রেমমাধুরী-লীন॥

রাখাল। (অদূরে পদশব্দ শুনিয়া) কে আস্‌ছে; আমি লুকুই। তোর কাছে কেঁদে আস্‌ছে, ভাই, তুই থাক্। আমি এই খানে আছি, ওরা গেলে তোর সঙ্গে খেল্‌বো।

বিল্ব। না, দয়াময়, আমার আর কারুকে প্রয়োজন নেই।

রাখাল। না ভাই, ওরা যে কাঁদ্‌বে, ভাই; আমি তা হ'লে কাঁদ্‌ব।

বিল্ব। আহা! কে রে ভাগ্যবান্, তুমি যার জন্য কাঁদ্‌বে?

রাখাল। তুই কেন ভাই, দেখ্ না। তুই এখানে ব'স্; আমি এই আড়ালে রইলুম। ওই দেখ্—ওরা আ'স্‌চে।

[প্রস্থান।

নিমীলিত-নেত্রে বিল্বমঙ্গলের অবস্থান

বণিক ও অহল্যার প্রবেশ

বণিক্। অহল্যা, সে রাখাল-বালক কে? সে ব'লেচে, এইখানে আমি শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাব।

অহল্যা। রাখাল-বালক যদি আমায় মা বলে, আমি শ্রীকৃষ্ণকে চাই নি!

নেপথ্যে। মা!

অহল্যা। বাবা, তুমি কোথায়?

নেপথ্যে। চুপ, আমি এই গাছের আড়ালে লুকিয়ে আছি। তোমরা ওই খানে ব'স।

অহল্যা। আহা! রাখাল ব'ল্‌চে, এইখানে ব'স্‌তে।

নেপথ্যে। হ্যাঁ, ব'স; কৃষ্ণ এলেই তোমায় ব'ল্‌ব।

বিল্ব। (আপন মনে) আহা! কি রূপ দেখ্‌লুম! রাখালরাজ, রাখালরাজ!

চিন্তামণি, পাগলিনী ও ভিক্ষুকের প্রবেশ

পাগ। তুই যা মা, আমি কি জামায়ের কাছে যেতে পারি? আমি এইখানে বসি। বাবা, ব'স—চুপ ক'রে ব'স। এই নে। (কাঞ্চন প্রদান)

ভিক্ষুক। আর কেন, মা?

পাগ। নিবি নি? তা, না নিস্ কিন্তু এবার যদি কিছু পা'স ত নিস্।

ভিক্ষুক। তা—আচ্ছা মা।

সোমগিরি ও শিষ্যগণের প্রবেশ

সোম। (শিষ্যগণের প্রতি) সংসারীকে বৈরাগ্য শিক্ষা দিবার জন্য বেশ্যা ও লম্পট ভাণ মাত্র। (বিল্বমঙ্গলের প্রতি দেখাইয়া) বৈরাগ্যের চেতনমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ দেখ! বেশ্যা ও লম্পটের কৃপায় আজ আমরাও কৃষ্ণদর্শন ক'রব।

১ শিষ্য। প্রভু, আমি অজ্ঞান; যাঁকে লম্পট ব'লেচি, যাঁকে বেশ্যা ব'লেছি, তাঁদের চরণে আমার কোটি প্রণাম। আমায় কৃপা ক'রে বলুন, কৃষ্ণদর্শনের ফল কি?

সোম। বৎস, কৃষ্ণদর্শনের ফল—কৃষ্ণদর্শন; আর অন্য ফল নাই।

চিন্তা। (বিল্বমঙ্গলের প্রতি)
চাও ফিরে বারেক সন্ন্যাসী,
দাসী তব মাগে পদাশ্রয়।
দয়াময়, চিরদিন সদয় হে তুমি,
আজি হ'য়ো না নিঠুর।
কৃপা যদি নাহি কর, গুণধাম,

হেয় প্রাণ এখনই ত্যজিব—
নারীবধ লাগিবে তোমায়।
এসেছি হে বড় আশে,
আকিঞ্চন, করিব হে কৃষ্ণ-দরশন
তব কৃপা-বলে, প্রভু!

বিল্ব। আ-হা-হা! কৃষ্ণনাম আমায় কে শুনালে? (চিন্তামণির প্রতি দৃষ্টিপতন) একি! গুরু? প্রেমশিক্ষাদাতা? বিশ্ব-মোহিনি, আমায় কৃপা করুন। (প্রণামকরণ)

চিন্তা। প্রভু, আকিঞ্চনকে আর বঞ্চনা ক'র না। হে যোগিবর, হে প্রেমিক পুরুষ, প্রেমময় কৃষ্ণ তোমার;—আমায় ব'লেছিলে, আমি যা চাই, তুমি দিতে পার; তোমার কৃষ্ণকে আমায় দাও; না দাও, তোমার কৃষ্ণ তোমার থা'ক্‌বে—আমায় একবার দেখাও। আমি বড় পতিত,—পতিতপাবনকে একবার দেখি।

বিল্ব। প্রেমময়ি, কৃষ্ণপ্রেমে তোমার হৃদয় পূর্ণ—কৃষ্ণ তোমার হৃদয়ে।

চিন্তা। না, না, হৃদয় আমার শূন্য; জান ত—হৃদয় আমার পাষাণ! মহাপুরুষ, কৃষ্ণকে কি পাব?

বিল্ব। অবশ্যই পাবে।

চিন্তা। কোথা কৃষ্ণ, দেখা দাও; ভক্ত-বৎসল! না দেখা দিলে, তোমার ভক্তের কথা মিথ্যা হবে।

নেপথ্যে। কেন ভাই, তোমার সঙ্গে যে আমার আড়ি।

চিন্তা। হায়! আমি চিনেও চিনি নি! প্রেমিক রাখাল, আমি প্রেমশূন্য, তুমি জান ত; নিজ গুণে দেখা দাও।

নেপথ্যে। মা, দেখ—

পট পরিবর্ত্তন

দোলমঞ্চোপরি শ্রীকৃষ্ণ-রাধিকার যুগলমূর্ত্তি

সকলে। জয় রাধে! জয় রাধাবল্লভ!

বণিক্। আ-হা-হা!

অহল্যা। বাবা, চাঁদমুখে আর একবার মা বল।

চিন্তা। দেখ্‌রে, প্রাণ ভ'রে দেখ্।

শিষ্য। গুরুদেব, কৃষ্ণ-দর্শনের ফল—কৃষ্ণ-দর্শন।

ভিক্ষুক। মাখন-চোর, তোমায় চুরি ক'ত্তে পারি, তা হ'লেই আমার চুরি-বিদ্যা সার্থক।

পাগ। বাবা, আমার কান্না পা'চ্চে; বাবা, দেখ দেখি, কত ঘোরালে! চল, বাবা, যাই।

সোম। মা, নরলীলা আর অল্প বাকী; দেখে যাই।

বিল্ব। গুরুর চরণে প্রণাম, ভক্তবৃন্দের চরণে প্রণাম—যাঁদের কৃপায় আমি গোপিনী-বল্লভ দর্শন পেলুম।

সকলের গীত

বাগেশ্রী (মিশ্র)—ধামার

বৃন্দাবনে নিত্যলীলা দেখরে, নয়ন।
যার সাধ থাকে, সে দেখ এসে,
রাধার পাশে মদনমোহন॥
নয়ত এ অনুভবে,
দেখ্‌বে যখন—নীরব রবে;
এমন সাধের রতন সাধ কর নি,
না জানি রে তুই কেমন।
(দেখ) তেম্‌নি করে মোহন বাঁশরী,
তেম্‌নি বামে ব্রজেশ্বরী—প্রেমের কিশোরী;
তেম্‌নি গোপী তেম্‌নি খেলা—
শুনেছিলি রে যেমন।

যবনিকা-পতন

সৎনাম

[ঐতিহাসিক নাটক]

(১০ বৈশাখ ১৩১১ ক্লাসিক থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)

পুরুষ-চরিত্র

আরঙ্গজেব (ভারত-সম্রাট্)। হামিদ খাঁ, বিষণ সিংহ (আরঙ্গজেবের সেনাপতিদ্বয়)। কারতরফ খাঁ (মোগল দুর্গাধিপ)। মীরসাহেব (কারতরফ খাঁর সেনানায়ক)। করিম (কারতরফ খাঁর বিশ্বস্ত ভৃত্য)। মহান্ত (সৎনামী পণ্ডিত)। ফকীররাম (সৎনামী পরিব্রাজক)। রণেন্দ্র (মহান্তর শিষ্য)। চরণদাস (ফকীররামের শিষ্য)। পরশুরাম (সৎনামী ধনাঢ্য যুবক)। রঘুরাম (রাজপুত্র)। আরঙ্গজেবের মন্ত্রী, সুবেদার, রহিম, আবদুল, কৃষক, নাগরিকগণ, সৎনামী-যুবাগণ, সৎনামী-সৈন্যগণ, রক্ষীগণ, দূতগণ, যবন-সৈন্যগণ, পারিষদগণ, পাইকগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী-চরিত্র

বৈষ্ণবী (মহান্তর কন্যা)। সোহিনী (ঐশ্বর্য্যশালিণী বৃদ্ধা বারাঙ্গণা)। গুলসানা (কারতরফ খাঁর কন্যা)। পান্না, যুবতীগণ, সখিগণ, সৎনামী-নারীগণ ইত্যাদি।

প্রথম অংক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

মহান্তের আশ্রম-সম্মুখ

মহান্ত ও বৈষ্ণবী

মহান্ত। মা, দুটী খাওগে না—বেলা হলো।

বৈষ্ণবী। না না—এখন আমি ভাব্‌বো।

মহান্ত। কি ভাব?

বৈষ্ণবী। তা কি আমি জানি, তা জানি না। কি ভাবি—অনেক দূর, অনেক দূর, কত কি, কত কি!

মহান্ত। দেখ মা বোঝো, আমি বৃদ্ধ হয়েছি, আর তোমার ত্রিভুবনে কেউ নাই, আমি ম'রে গেলে কি হবে?

বৈষ্ণবী। না না, মরো না বাবা মরো না, আমি এখন ভাবি।

মহান্ত। তোমার গর্ভধারিণীকে মনে পড়ে?

বৈষ্ণবী। কে জানে। বাবা, তুমি আকাশ দেখ না? দেখ না, দেখ না কত কি আছে! কত কে আসে!

মহান্ত। কি দেখ?

বৈষ্ণবী। জানি না।

মহান্ত। আমার কথা তুমি বোঝ না কেন? দেখ কন্যাপুত্রের লোক প্রার্থনা করে, বৃদ্ধকালে সেবা কর্‌বে বলে। তুমি কি বুঝ্‌তে পার না, তুমি অমন করে বেড়াও, তাতে আমার মনে কত দুঃখ হয়। এখন আর বালিকা নও, যুবতী হয়েছ; দিন নাই, দুকুর নাই, সাঁজ নাই, সন্ধ্যা নাই—এক্‌লা নদীর ধারে, গাছ-তলায় গিয়ে ব'সে থাক, লোকে আমায় তাতে নিন্দে করে তা জান?

বৈষ্ণবী। আমি ঘরে থাক্‌তে পারি না বাবা,—আমার মন হুহু করে বাবা।

মহান্ত। দ্যাখ্—একটী রাঙ্গা বর আন্‌বো, বিয়ে কর্‌বি?

বৈষ্ণবী। নানা, ও কথা শুন্‌তে নাই, ও কথা শুন্‌তে নাই। এই দেখ আমার বুকের ভিতর মানা ক'চ্চে—শুন্‌তে নাই; বলো না, বলো না, তা' হ'লে আবার চলে যাবো, এবার চ'লে গেলে আর আস্‌বো না।

মহান্ত। আচ্ছা খেগে যা; তুই না খেলে আমি তো খাই না জানিস্?

বৈষ্ণবী। কি কর্‌বো বাবা!

মহান্ত। হা আমার অদৃষ্ট! গৃহিণী কৌমারী-ব্রত করে কি কন্যারত্নই আমায় দিয়ে গেছেন! মৃত্যুকালে প্রতিশ্রুত করে নিয়েছে কন্যাকে কিছু বল্‌বো না। আচ্ছা তোমার অনুরোধই রক্ষা কর্‌বো, কন্যাকে কিছু বল্‌বো না; কন্যার অদৃষ্টে যা আছে হবে।

রণেন্দ্র আমার পুত্র অপেক্ষা অধিক, আমার অবর্ত্তমানে সে বোধহয়, আমার কন্যাকে ফেল্‌তে পার্‌বে না।

ফকীররামের প্রবেশ

কি ফকীর, হাস্‌ছ কেন?

ফকীর। আমোদে প্রাণ ভরে গেছে;—'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা' কাবুল হ'তে ফিরে আস্‌ছেন—তাই আনন্দে আর বাঁচ্‌ছি না। এবার শুন্‌ছি কাবুল হ'তে বিশেষ শিক্ষা পেয়ে, আমাদের প্রতি স্নেহ প্রকাশ আরো কিছু অধিক পরিমাণে হবে।

মহান্ত। হিন্দুর প্রতি আওরঙ্গজেব বাদসার আর স্নেহ কি?

ফকীর। কেন মহান্তজী, তোম্‌রা তো টোল ক'রে ক'রে, ছাত্রদের শিক্ষা দিচ্ছ যে, নির্ব্বাণ লাভ করো। কেউ যদি মারে, সে কিছু নয়, স্বপ্নমাত্র! বাড়ী কেড়ে নেয়, স্ত্রী কেড়ে নেয়, সেও স্বপ্ন মাত্র! স্ত্রী নাই—বাড়ীও নাই। একমাত্র পুত্রকে না খেতে দিয়ে হত্যা করে, সেও স্বপ্ন—কিছুই নয়, মায়া! খালি নির্ব্বাণ হবার চেষ্টা করো! তা আওরঙ্গজেব বাদ্‌সা সুমেরু হ'তে কুমেরু পর্যন্ত হিন্দুর আবাল-বৃদ্ধবনিতাকে নির্ব্বাণমুক্তি দান কর্‌বেন; তিনি দিল্লীশ্বর—জগদীশ্বর, সব পারেন কি না!

বৈষ্ণবী। হিঃ হিঃ হিঃ!

মহান্ত। কিরে বৈষ্ণবী, এখনো ব'সে রইলি, খেতে গেলি নি?

ফকীর। খাওয়া কি মহান্তজী, নির্ব্বাণ—নির্ব্বাণ!

মহান্ত। ব্যঙ্গ রাখ, তোমার কথাটা কি? আওরঙ্গজেব বাদ্‌সা কি হিন্দুদের উপর ক্রুদ্ধ হয়েছেন?

ফকীর। আরে ক্রুদ্ধ কেন? দেখ্‌ছেন হিন্দুরা বহুকাল হ'তে সাধন ক'রে ক'রে, মনুষ্যাকার বৃক্ষ-প্রস্তর হ'য়ে সব সহ্য ক'চ্চে, কেন না, শেষে মুক্তিলাভ কর্‌বেন। এতদিনে বোধহয়, সাধনক্রিয়া সমাপ্ত হ'য়েছে: সেই নিমিত্ত পরম দয়াল বাদ্‌সা-যবনরূপী জগদীশ্বর কৃপা ক'রে মুক্তিদান কর্‌বেন।

মহান্ত। আচ্ছা ফকীর, তুমি সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ, কিন্তু শাস্ত্রের কথা নিয়ে দিনরাত্রি ব্যঙ্গ কর কেন?

ফকীর। কে বল্লে ব্যঙ্গ করি? আ মরি মরি, এমন চমৎকার শাস্ত্র ব্যাখ্যা! মনে হয়, শাস্ত্রকারেরা যদি জান্‌তো, যে অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের গীতার উপদেশ পাঠ ক'রে, ভারতবর্ষে হিন্দুরা মনুষ্যাকার গাছ পাথর হবে, সকল অত্যাচার সহ্য কর্‌বে, জড়ের ন্যায় বিচলিত হবে না, তা হ'লে বোধ হয় শাস্ত্র-গুলি পোড়াতেন এবং নিজে তুষানল ক'রে প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তেন।

বৈষ্ণবী। হিঃ হিঃ হিঃ!

মহান্ত। তোমার বিবেচনায় কি শাস্ত্র-কারেরা ভ্রান্ত?

ফকীর। ভ্রান্ত নয়?—ঘোর ভ্রান্ত! তাঁদের বোঝা উচিত ছিল, কালে দিগ্‌গজ দিগ্‌গজ পণ্ডিত হবে, শাস্ত্রের উপর টীকা চালাবে; যে অর্থে শাস্ত্র লিখেছেন, সে অর্থ আর থাক্‌বে না।

মহান্ত। ফকীর, বৃদ্ধ হলে, আজও বুঝলে না, যে রজোগুণে মুক্ত হয় না; রজো-গুণে কার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মায়, জীবকে বাসনায় জড়িত করে।

ফকীর। আর তমোগুণে জড় হ'য়ে বাসনার হাত এড়ায়!

মহান্ত। মূর্খ আমি কি সে কথা বলছি। তমোগুণে অলস জড় হয়। কুম্ভকর্ণ তমো-গুণের আদর্শ। সত্ত্বগুণ উদয় হ'লে, তবে পরমার্থ লাভ হয়—যেমন বিভীষণ। রজো-গুণী রাবণ,—দেবকন্যা, নাগকন্যা হরণ, এই তো তার ফল?

ফকীর। আপনার কি ধারণা, যে, হিন্দুরা সকলে সত্ত্বগুণী তাই বিজাতীয়ের পদাঘাত সহ্য করে? তা নয়।—একবার চক্ষু খুলে দেখ, যে ঘোর তমোতে দেশ আচ্ছন্ন—অলসে কুম্ভ-কর্ণের মত জড় হ'য়ে পড়ে আছে! অনলস হয়ে কার্য্যে প্রবৃত্ত হ'লে, তবে সে জড়তা দূর হবে। রজোগুণের প্রভাবে তমোগুণ নাশ হ'বে। ভগবান বলেছেন, কার্য্য ব্যতীত প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয় না। জড় তমোগুণী কি চৈতন্য লাভ কর্‌তে পারে? সৎকার্য্য ফলে হৃদয়ে সত্ত্বগুণের উদয় হয়, তবে সে নির্ব্বাণে

অধিকারী। জড় হয়ে থাক্‌লে যে সত্ত্বগুণী হয়, তা মনে করো না। আমাদের অপেক্ষা মুসলমান শ্রেষ্ঠ—তারা তমাচ্ছন্ন নয়—রজোগুণী বীরপুরুষ। বীর ব্যতীত কেউ সত্ত্বগুণ লাভ করে না।

বৈষ্ণবী। হিঃ হিঃ হিঃ!

মহান্ত। যাক্‌ তোমার সংগে কথার প্রয়োজন নাই। এখন তোমার কথাটী কি বুঝিয়ে ব'ল না?

ফকীর। এই যে তোমায় বল্লেম; কাবুলের যুদ্ধে গিয়ে বাদ্‌সা তলোয়ার খেয়েই এসেছেন, তারা কাবুলে তাদের নির্ব্বাণ-অভিলাষ নাই, তলোয়ার চালাতে পান নাই—তলোয়ার ভোঁতা হ'য়ে আছে—তাই বোধহয় দয়াল পুরুষ ভাব্‌ছেন, তলোয়ারও সানানো হবে, আর হিন্দুদের নির্ব্বাণমুক্তি দানও হবে, সেই জন্য তাঁর সৈন্যেরা কাট্‌তে কাট্‌তে লুট কর্‌তে কর্‌তে ধেয়ে আস্‌ছেন।

বৈষ্ণবী। হিঃ হিঃ হিঃ!

মহান্ত। বৈষ্ণবী যা, এক ঘটি জল এনেও তো উপকার কর্‌বি না; এই বৃদ্ধ বয়সে স্বয়ং রন্ধন করে দিচ্চি, সময়ে দুটি আহার কর্‌বি তাও পারিস্‌ না।

ফকীর। মহান্তজী, আজও কন্যার বিবাহ দাও নাই?

মহান্ত। হুঁ! এ কিম্ভূতকিমাকার কন্যাকে কে বিবাহ কর্‌বে বল? বিধাতার কি বিড়ম্বনা, এমন সুন্দর দেহে চৈতন্য দেন নাই! একি অদ্ভুত সৃষ্টি কিছুই বুঝ্‌লেম না। একবার বিবাহের সম্বন্ধ করেছিলাম, তা'তে তিনদিন বাড়ী ছেড়ে পালিয়েছিল।

বৈষ্ণবী। বাবা বাবা, আর ও কথা বলো না—আর ও কথা বলো না! ও কথা আমি শুন্‌তে পার্‌বো না, আমি চলে যাবো—চলে যাবো। দেখো দেখো, আমি কি করি দেখো! হিঃ হিঃ হিঃ! আমি বটতলায় ব'সে আকাশ দেখিগে আর ভাবিগে।

[প্রস্থান।

মহান্ত। দেখ ফকীর আমার অদৃষ্ট। দিবারাত্র বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়,—ভয় নাই, লজ্জা নাই, এক্‌লা নদীর ধারে ব'সে থাকে। গৃহকাজ ত করেই না, সময়ে আহারও নাই। তোমার কি বোধ হয়, কোন উপদেবতা আশ্রয় করেছে?

ফকীর। আমি তো কিছু বুঝি না। মহান্তজী, আমি সত্যি বলছি, আমি অনেক স্থান ভ্রমণ করেছি, এমন তেজস্বিনী, সুলক্ষণা কুমারী আমি কোথাও দেখি নাই।

মহান্ত। সুলক্ষণা–হুঁ! গৃহিণী কৌমারীব্রত ক'রে এই কন্যারত্ন লাভ করেছিলেন। মৃত্যুকালে প্রতিশ্রুত ক'রে লয়েছেন, কন্যাকে যেন কিছু না বলি। যাক্‌ আমার আর ক'দিন? সৎনাম! যে যার কর্ম্মফল ভোগ কর্‌বে। আমি কি কর্‌বো?

ফকীর। মহান্তজী, শাস্ত্রের মর্ম্ম কি কন্যা নিজ কর্ম্ম-ফলে জন্মেছে বা মহান্তজী ও তার গৃহিণীর সে কার্য্যফলের কিছু অংশ আছে?

মহান্ত। আমাদেরও কর্ম্মফল, নইলে এ ভোগ করতে হবে কেন?

ফকীর। ও আক্ষেপ রাখ। এখন প্রস্তুত হও, কিছু অর্থ নাও, মেয়েটাকে নিয়ে পালাই চলো।

মহান্ত। আর ফকীর! সৎনামের মনে যা আছে তা হবে, এ বৃদ্ধ বয়সে আর কোথায় যাবো। যেখানে পালাবো, সেইখানেই তো দিল্লীশ্বরের রাজ্য!

ফকীর। মহান্তজী, ভিরকুটী রাখো, সাত্ত্বিক ভাব ছাড়ো, কেন যবনের হাতে প্রাণ দেবে? তার সৈন্যেরা নাড়োল নগর দিয়েই দিল্লী যাবে।

মহান্ত। তুমি যাও ভাই—আমি আর কোথায় যাবো?

ফকীর। নিতান্তই বৃদ্ধবয়সে যবন-হস্তে নির্ব্বাণ লাভ কর্‌বে? বোঝো—আমি আর বিলম্ব কর্‌তে পাচ্ছি না, অপর বন্ধু বান্ধবকে সংবাদ দেব—তুমি অবুঝ হয়ো না, আত্মরক্ষার উপায় করো; যবন-হস্তে কেন অপঘাতে প্রাণত্যাগ কর্‌বে?

মহান্ত। ভাই, অদৃষ্ট ছাড়া পথ নাই।

ফকীর। তুমি পণ্ডিত না নিশ্চেষ্ট কাপুরুষ! আপনার জীবন, কন্যার ধর্ম্মরক্ষায় বিমুখ হচ্ছো? ভালো যা বোঝ, তাই করো;

আমি চল্লেম। আবার বল্‌চি এখনো আমার কথা রাখো।

মহান্ত। সৎনামের যা ইচ্ছা তাই হবে।

ফকীর। সৎনামের কি ইচ্ছা তা বুঝেছি। হা নির্ব্বোধ শাস্ত্রাভিমানি!

[ফকীরের প্রস্থান।

মহান্ত। সৎনাম! সৎনাম! ফকীর ভেবেছেন অদৃষ্ট-ফল লঙ্ঘন কর্‌বেন- -পলায়নে অদৃষ্ট খণ্ডন হবে। আরে মূর্খ, তাও কি হয়? সৎনাম! সৎনাম!

একদল যবন-সৈন্যের প্রবেশ

সকলে। আল্লা আল্লা হো!

১ সৈন্য। সুবেদার, এ বুড়ার পাশ বহুৎ মাল আছে; এ কাফেরদের মোল্লা, ভূতের পূজা ক'রে বহুৎ রুপেয়া জমা করেছে।

সুবে। আরে কি তোর কাছে মাল্ আছে নিক্‌লে দে।

২ সৈন্য। সুবেদার, ওর একটা বড় জোয়ান বেটী আছে।

সুবে। পিছের বাৎ পিছে। বুড়া রুপেয়া দেও।

মহান্ত। আমি গরীব, আমি রুপেয়া কোথায় পাবো, আমার যা আছে নাও।

সুবে। কোথায় জমিনের নীচে গেড়ে রেখেছিস, বাইরে আন্। যাও, ওর ঘর লুট করো।

১ সৈন্য। ও টাকা গেড়ে রেখেছে, ঘটী-বাটী নিয়ে কি কর্‌বো?

সুবে। দে রুপেয়া দে।

মহান্ত। দোহাই দিল্লীশ্বরের! আমার কিছুই নাই।

সুবে। নেই? দু'হাতের বুড়ো আঙ্গুল বেঁধে গাছে লট্‌কে দে।

মহান্ত। আমি মিথ্যেবাদী নই। আপনারা রাজা, কেন মিথ্যে দণ্ড দেবেন! আমার অর্থ নাই।

সুবে। বুড়া, তোর রুপেয়া নাই? তবে মুসলমান হ।

মহান্ত। জীবন থাক্‌তে নয়।

সুবে। তবে মর কাফের। (অস্ত্রাঘাত ও মহান্তের মৃত্যু) কুচ করো। [সকলের প্রস্থান।

রণেন্দ্রের প্রবেশ

রণেন্দ্র। এ কি সর্ব্বনাশ! এ কি হলো! গুরু হত্যা দেখ্‌লেম, এই কি অদৃষ্টে ছিল! কে এ কাজ কর্‌লে! কেরে নরাধম, কেরে নির্দ্দয়, এ সর্ব্বনাশ কে কর্‌লে!

একজন লোকের প্রবেশ

লোক। ওরে বাপ্‌রে, ওরে বাপ্‌রে, হিন্দুর আর বাঁচওয়া নাইরে, কারও বাঁচওয়া নাইরে—যবনের হাতে কারও বাঁচওয়া নাই!

রণেন্দ্র। কি—কি—কি হয়েছে?

লোক। সুবেদার সব কাট্‌তে কাট্‌তে চলেছে। মহান্তজীকে কাট্‌ছে দেখে, দৌড়ে গিয়ে ঝোপের ভিতর লুকিয়ে ছিলেম, সেখানে গিয়ে তাড়া করেছে। ওরে বাপ্‌রে—কি হবে রে—কি হবে রে!

[প্রস্থান।

রণেন্দ্র। গুরুদেব, তোমার অপঘাত মৃত্যু দেখ্‌লেম। এর কি প্রতিশোধ আছে? গুরুদেব, মাৰ্জ্জনা করুন, আপনার শিক্ষা আমি ত্যাগ কর্‌লেম—আজ হ'তে জিঘাংসা আমার জীবনের ব্রত, যবন-হত্যা আমার ধর্ম্মানুষ্ঠান। যত পাপ হয় হোক। গুরুদেব, তোমার পাদস্পর্শ ক'রে বল্‌ছি, আমি নির্ব্বাণ চাই না। যবনকুল নির্ম্মূল কর্‌তে পারি, তবে আবার শাস্ত্রাধ্যয়ন কর্‌বো, তবে আবার যোগক্রিয়া কর্‌বো। যবন ধ্বংস না ক'রে, যদি আমি পরকাল কামনা করি, যেন যবনহস্তে আমার মৃত্যু হয়।

বৈষ্ণবীর প্রবেশ

বৈষ্ণবী। একি, একি, রক্ত কেন! বাবা এমন ক'রে রক্তের উপর শুয়ে কেন! একি, বাবা উঠ। রণেন্দ্র—রণেন্দ্র, বাবা এমন ক'রে শুয়ে কেন?

রণেন্দ্র। আরে অভাগিনি, আরে উন্মাদিনী, আমরা পিতৃহীন,—গুরুদেবকে যবনে বধ করেছে!

বৈষ্ণবী। কি কি রণেন্দ্র, যবনে মেরেছে, যবনে মেরেছে! (কম্পন) আমায় ধরো না, ধরো না, আমি মূর্চ্ছা যাবো না, আমি এই রক্তে স্নান কর্‌লেম। রণেন্দ্র—রণেন্দ্র আমি চল্লেম।

বাবা মরে গিয়েছেন আমি কাঁদ্‌বো না,—আমার কাজ আছে, আমার কাজ আছে, আমি চল্লেম। রণেন্দ্র, তোমারও পিতা, তুমি সৎকার ক'রো। আমি পাগ্‌লী, আমি চিরদিন পিতাকে যন্ত্রণা দিয়েছি, আমি সৎকার কর্‌লে পিতা রাগ কর্‌বেন। রণেন্দ্র, রণেন্দ্র, তুমি সৎকার ক'রো, তুমি সৎকার ক'রো, আমার সৎকারে অধিকার নাই। আমায় পাগল মনে ক'রো না। রণেন্দ্র, আমার মাথার চুল দেখ্‌ছো?—কত চুল দেখ্‌ছো? হাজার যবন বধ হবে, আমি এক-গাছি চুল ছিঁড়্‌বো!—এম্‌নি করে আমি কেশ-হীনা হবো! তারপর একদিন বুকের রক্ত দিয়ে বাবার তর্পণ কর্‌বো! আমি চল্লেম, আমি চল্লেম।

রণেন্দ্র। কোথায় যাস্‌, কোথায় যাস্‌! এ সময় পাগলামো করিস্‌ নে।

বৈষ্ণবী। না ভাই—না রণেন্দ্র—আমি পাগল নই। দেখ আমার মাথায় বাজ পড়েছে, আমার পাগ্‌লামোর উপর বাজ পড়েছে। আমার কিছু মনে থাক্‌তো না জান তো। আজ শোনো, তিন বছরের বেলায় মা মরেছেন, সেদিন একবার এম্‌নি হ'য়েছিল, বাবার আদরে আবার কেমন হ'য়ে গিয়েছিলেম। আজ সে আদরের উপর বাজ পড়েছে,—আমার সব কথা মনে পড়েছে দিন—দিন, প্রহর—প্রহর, দণ্ড—দণ্ড, পলে—পলে যা হয়েছে, সমস্ত মনে পড়েছে, বাবা যা তোমায় পড়াতেন তা মনে পড়েছে:—শুন্‌বে শোনো—

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্‌।
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যম কীর্ত্তিকরমর্জ্জুন॥
মা ক্লৈব্যং গচ্ছ কৌন্তেয় নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যাতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়-দৌর্ব্বল্যং ত্যক্তোত্তিষ্ঠ পরন্তপে॥

এর অর্থ বুঝেছি! দুর্ব্বল-হৃদয়ে কাঁদ্‌বো কেন? নগবালা মহিষাসুর বধ করেছেন, শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ করেছেন—আমি যবন বধ কর্‌বো।

রণেন্দ্র। যেও না—যেও না, স্থির হও।

বৈষ্ণবী। কি ক'রে স্থির হব! ঐ দেখ শিখিবাহিনী, শক্তিধারিণী, বিমানবিহারিণী আগে আগে পথ দেখিয়ে চলেছেন; ঐ দেখ রণরঙ্গিণী যোগিনীরা মার চতুর্দ্দিকে অট্ট-হাস্যে নৃত্যে কচ্চে; ঐ দেখ—ঐ আকাশ-পটে দেখ! আমার চক্ষের উপর যে ছায়া ছিল, সে ছায়া দূর হয়েছে;—ভৈরবীর উজ্জ্বল মূর্ত্তি আমার নয়নপথে পতিত হয়েছে;—দেবী আমার উদ্দেশ্য, আমার অন্তরে বল্‌ছেন,—সম্মুখে আমার প্রশস্ত পথ।

[প্রস্থান।

রণেন্দ্র। হাঁ—ভগ্নি, হাঁ গুরু-কন্যা! ক্ষুদ্র-হৃদয়-দৌর্ব্বল্য আমিও ত্যাগ কর্‌লেম।

প্রতিবাসিগণের প্রবেশ

মহাশয়, আপনারা দেখুন কি সর্ব্বনাশ!

১ প্রতি। পাপরাজ্যে দিন দিন এইরূপই হবে। চল, যথাস্থানে মৃতদেহ লয়ে যাই। মহান্তজীকে যখন হত্যা করেছে, আমরাও নগর পরিত্যাগ করি।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

বেশ্যাপল্লীস্থ পথ

পরশুরাম ও বৈষ্ণবী

বৈষ্ণবী। দাও দাও, তলোয়ারখানা আমায় দাও; তুমি হিন্দু, তলোয়ার নিয়ে কি কর্‌বে, আমায় দাও।

পরশু। কে তুমি?

বৈষ্ণবী। আমি যে হই, তলোয়ার নিয়ে তুমি কি কর্‌বে? কেন তলোয়ার নিয়ে সং সেজে রয়েছ? মুসলমান যদি বাপকে বধ করে, তলোয়ার নিয়ে পালাবে; যদি ঘর জ্বালিয়ে দেয়, তলোয়ার নিয়ে ছুটবে; যদি শস্য কেটে নেয়, তলোয়ার ফেলে জোড়হস্ত ক'রে দাঁড়াবে; যদি ছেলে কেড়ে নেয়, বন্ধু মারে, স্ত্রীর প্রতি অত্যাচার করে, কেঁদে তলোয়ার আপন বুকে মার্‌বে;—তোমার শাস্ত্রের নিষেধ, তোমায় তলোয়ার খুলতে নাই! দাও—দাও তলোয়ার আমায় দাও।

পরশু। তুমি কে?

বৈষ্ণবী। আমি মহিষমর্দ্দিনী, রণরঙ্গিণী, যবনকুল-বিনাশিনী!—আমি হিন্দু বটে কিন্তু তোমাদের মতন হিন্দু নই, যবনকে ভয় করি না। তলোয়ার তুমি রেখো না, আমায় দাও, কেন মার হাতের তলোয়ারকে অপমান করো; অসুর-

নাশিনী এই অস্ত্র ধরে, অসুরকুল নির্ম্মূল করেছিলেন। অস্ত্রের পূজো করো, কিন্তু অস্ত্রের অপমান করো। বোঝ' না অসির বড় তৃষা,—যবনশোণিত পাণে বড় তৃষা।

পরশু। তুমি কিসে জান্‌লে আমি অস্ত্রের অপমান করি।

বৈষ্ণবী। এই তো সমস্ত নগর বেড়িয়ে দেখ্‌লেম,—একজন মুসলমান দেখে, ঘরবাড়ী, স্ত্রীপুত্র ছেড়ে দশজন হিন্দু পালাচ্চে;—তাদের হাত আছে, অস্ত্র আছে, মানুষের আকার কিন্তু গো, মেষ, ছাগ অপেক্ষা হীন। পালাচ্চে—পালাচ্চে, আর যবনেরা পাছে পাছে গিয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে অস্ত্রাঘাত কর্‌ছে, কেউ ফিরে চাচ্ছে না।

পরশু। আমি সে হিন্দু নই।

বৈষ্ণবী। কিসে জান্‌বো? এই তো এ বাড়ীতে মুসলমানেরা আমোদ কচ্ছে; ঐ শোনো যন্ত্রের ধ্বনি শোনো, আকাশব্যাপী সুরলহরী শোনো, উচ্চহাস্যরব শোনো, তলোয়ার হাতে আছে,—যাও, গিয়ে বধ করো।

পান্না, রহিম ও আবদুলের প্রবেশ

পান্না। রহিম, রহিম—তোমার মাথার দিব্যি আমি বল্‌চি, আমি পরশুরামকে চাইনে, আমি সাতদিনে তারে বাড়ীতে আস্‌তে দিই নাই। আবদুল—ভাই, রহিমকে বুঝিয়ে বলো।

বৈষ্ণবী। এগোও—এগোও—লুকোচ্ছ যে? তলোয়ার খোলো।

পরশু। চুপ, স্থির হও।

রহিম। পা ছাড়, নইলে লাথি মার্‌বো।

পান্না। দ্যাখ্ রহিম, তোর জন্য মরি, আর তুই আমায় পায়ে ঠেলে যাচ্ছিস্, তোর ভাল হবে না!

রহিম। আচ্ছা, তুই পরশুরামকে চাস্‌নে?

পান্না। না, সত্যি বল্‌চি—চাইনে।

রহিম। আচ্ছা, তুই পরশুরামকে তার বাড়ী বাঁদী পাঠিয়ে তারে ডেকে আন; আমার সামনে যদি তার মুখে, দাঁড়িয়ে লাথি মার্‌তে পারিস, তা হ'লে তোর সঙ্গে আলাপ রাখ্‌বো।

পান্না। আচ্ছা, তুই ঘরে আয়, আমি এখনই বাঁদী পাঠাচ্ছি।

পরশু। বাঁদী পাঠাতে হবে না। রহিম—আমার মুখে পদাঘাত কর্‌বে? পদাঘাত কিরূপ দ্যাখ্।

রহিমকে পদাঘাত

রহিম। কাফের!

আবদুল ও রহিম উভয়ের পরশুরামকে আক্রমণ
যুদ্ধে রহিমের পতন

পান্না। রহিমকে খুন কর্‌লে—রহিমকে খুন করলে!

অন্য দুইজন মুসলমানের প্রবেশ

বৈষ্ণবী কর্ত্তৃক নবাগত মুসলমানদ্বয়ের চক্ষে দুই মুষ্ঠি ধূলি ক্ষেপণ

আবদুল ও পরশুরাম পরস্পর পরস্পরকে আঘাত

পান্না। খুন কর্‌লে, খুন কর্‌লে!

[পান্নার প্রস্থান।

বৈষ্ণবী ভূপতিত রহিমের তরবারি লইয়া নবাগত মুসলমানদ্বয়কে প্রহার

বৈষ্ণবী। চলো—চলো, আজকের মতন কাজ হয়েছে, আরো অনেক কাজ আছে। ও কুলটার পানে চেয়ো না—চল—চল—তুমি আঘাত পেয়েছ, এখনি মারা যাবে, তোমার জীবন অমূল্য, এসো—এসো, এসো ভাই এসো। আবার যবন মার্‌বো এসো,—এসো।

[পরশুরামকে সবলে টানিয়া লইয়া বৈষ্ণবীর প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

পান্থনিবাস

ফকীররাম ও চরণদাস

ফকীর। বাবা চরণদাস?

চরণ। আজ্ঞে।

ফকীর। উঠেছ বাবা?

চরণ। আজ্ঞে না—শুয়ে আছি।

ফকীর। উঠ্‌তে যে হচ্ছে বাবা।

চরণ। আমিও তাই মনে কচ্ছিলেম, উঠ্‌তে হচ্ছে বটে।

ফকীর। একবার সহরে যেতে হচ্ছে।

উত্থান ও গমনোদ্যত

চরণ। আজ্ঞে।

ফকীর। কোথা যাচ্ছ?

চরণ। আজ্ঞে সহরে।

ফকীর। সহরে কি কর্‌বে বাপ্‌?

চরণ। আজ্ঞে তাও তো বটে, সহরে কি কর্‌বো? তাও তো বটে।

ফকীর। একবার মহান্তর খবরটা আন্‌তে হবে।

চরণ। আজ্ঞে, সে খবর পাবার আর যো নাই।

ফকীর। কেন রে বাপ্‌?

চরণ। আজ্ঞে তার শুভবিবাহ হয়েছে।

ফকীর। কার সঙ্গে বাপ্‌?

চরণ। আজ্ঞে, সেটী বল্‌তে পার্‌লেম না, তবে রোসনাই হোচ্ছে দেখে এলেম।

ফকীর। বিবাহের রোস্‌নাই?

চরণ। আজ্ঞে শুভবিবাহ নয়—শুভবিবাহ নয়; শুভ—সৎকার হচ্ছে, সৎকার হচ্ছে।

ফকীর। এ শুভ সংবাদ কখন পেলে বাপ?

চরণ। আজ্ঞে, আপনি রাত্রে অনুমতি কচ্ছিলেন—সংবাদ পান নাই; তাই আমি এক-বার ঘুরে এলেম, দেখ্‌লেম খুব রোস্‌নাই।

ফকীর। এ কথা আমায় বল নাই কেন বাপ?

চরণ। আজ্ঞে, তাই তো—বলি নাই কেন?

ফকীর। তার মেয়েটার কি খবর জান?

চরণ। আজ্ঞে কে কি বল্লে যেন।

ফকীর। কি বল্লে, মনে ক'রে দেখ্‌বে কি?

চরণ। দেখ্‌তে হচ্ছে বই কি ম'শায়—দেখতে হ'চ্ছে বই কি?

ফকীর। তারে কি মুসলমান ধ'রে নিয়ে গেছে?

চরণ। আজ্ঞে, ওটা বড় ঠাওর কোত্তে পাচ্চি নে।

ফকীর। তারও কি রোস্‌নাই দেখ্‌লে?

চরণ। আজ্ঞে সেটা বড় দেখ্‌লেম না।

ফকীর। কোথাও কি চলে গিয়েছে?

চরণ। আজ্ঞে চলে যায় নাই, ছুট মেরেছে।

ফকীর। তার কি তত্ত্ব পাওয়া যায় নাই?

চরণ। তবেই তো—

ফকীর। তবেই তো কি বাপ?

চরণ। আজ্ঞে তাই তো—

ফকীর। স্মরণ হচ্ছে না বাপ?

চরণ। আজ্ঞে ঠিক বলেছেন—ঠিক বলেছেন।

ফকীর। তবে আমায়ও সে দিকে যেতে হচ্ছে, চল।

চরণ। তাই তো বলি, যেতে হচ্ছেই তো—যেতে হচ্ছেই তো।

রণেন্দ্রের প্রবেশ

ফকীর। রণেন্দ্র, তোমার মুখের ভাবে বোধ হ'চ্ছে সংবাদ সত্য।

রণেন্দ্র। আজ্ঞে দুরন্ত যবন গুরুদেবের প্রাণ সংহার ক'রেছে।

ফকীর। (স্বগত) সত্যই মহান্তজী নির্ব্বাণ লাভ করেছেন। (প্রকাশ্যে) মেয়েটা কোথায় কিছু সংবাদ জান?

রণেন্দ্র। আজ্ঞে অদ্ভুত ঘটনা শুনুন,—গুরুদেবের মৃতদেহ দর্শনে সহসা যেন কোন সংহাররূপিণী দেবী এসে তার হৃদয়ে আবির্ভূতা হলেন;—গুরুদেবের চরণ স্পর্শ ক'রে প্রতিজ্ঞা ক'র্‌লে, যে, যবন-নিধন তার জীবনের ব্রত।

ফকীর। কি কি যবনবধ ব্রত! (স্বগত) আশ্চর্য্য নয়, তেজস্বিনী বালিকা লক্ষণে আমার অনুমান হয়েছে।

রণেন্দ্র। কিছু বুঝ্‌তে পার্‌লেম না;—গীতার শ্লোক ব'ল্লে, বলে তার মাতৃবিয়োগ হ'তে যে-সব ঘটনা হয়েছে, সকল তার মনে পড়েছে, এমন কি গুরুদেব আমায় যে সকল পাঠ দিতেন, সে সমস্ত সে বল্‌তে পারে। উন্মাদিনী সহসা তেজস্বিনী, শাস্ত্র-দীক্ষিত বালিকা। প্রভু, এরূপ প্রকৃতি পরিবর্ত্তনের কারণ কি? শোকে আভিভূত হ'য়ে আরও জড়ত্বের সম্ভব, কিন্তু দেখ্‌লেম যে, চৈতন্যের দীপ্তিতে তার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল। প্রভু, আমি স্বরূপ বর্ণনা করেছি।

ফকীর। বাপু, মহাবলশালিনী-শক্তির কার্য্যকালে বিকাশ হয়; প্রকৃত উত্তেজনা ব্যতীত সে মহাশক্তি সঞ্চালিত হয় না। আমরা যা দেখি, যা শুনি—সমস্ত ছবি মনে প্রতি-ফলিত থাকে; জীবনের কোন ঘটনাই বিফল নয়। কি বীজ কোন্ সময় অঙ্কুরিত হবে, তা

মানববুদ্ধির অতীত। তীক্ষ্ণ শোকে জড়তার আবরণ ছেদ হয়েছে, হৃদয়ের সংস্কার প্রকাশ পেয়েছে। শাস্ত্রে ঋষিরা এর সম্পূর্ণ আভাষ দিয়েছেন। স্থির জেনো, যারে আমরা উন্মাদিনী বল্‌ছি, সে সামান্যা নয়।

রণেন্দ্র। প্রভু, আর একটি নিবেদন;—শত্রু-সংহারে কি নরহত্যা হয়? গুরু-হত্যাকারী কি দণ্ডের উপযুক্ত নয়?

ফকীর। বাপু, সত্য-ত্রেতা-দ্বাপরে তো শত্রুবধ শাস্ত্রে বিধি ছিল, কিন্তু কলিতে শুন্‌ছি সে মহাপাপ!

রণেন্দ্র। আপনার কি আজ্ঞা?

ফকীর। বাপু আমার আজ্ঞায় তো পণ্ডিতমণ্ডলীর শাস্ত্রব্যাখ্যা খণ্ডন হবে না। তা তোমার এ জিজ্ঞাসার কারণ কি?

রণেন্দ্র। গুরু হত্যার প্রতিশোধ নেব।

ফকীর। পার্‌লে ভাল, কিন্তু তুমি একা তো এক সেপাই দেখ্‌ছি।

রণেন্দ্র। প্রভু, আমি একা সত্য, কিন্তু শাস্ত্রপাঠে অবগত আছি, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্যক্তির অসাধ্য কিছুই নাই।

ফকীর। তুমি কি দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ? দৃঢ়-প্রতিজ্ঞের অর্থ কি তুমি অবগত আছ? এক মন, এক ধ্যান হ'য়ে কার্যে ব্রতী হওয়া, পাপ-পুণ্য উভয়কে তুচ্ছ করা, শত শত প্রলোভন উপেক্ষা করা, কামিনীর কটাক্ষ না হৃদয়ে বিদ্ধ হয়, কাঞ্চন না আকর্ষণ করে, সম্মানে না নরত্ব দূর করে। তুমি যদি এরূপ কুলতিলক পাশ-মুক্ত পুরুষ জন্মগ্রহণ করে থাকো, সত্যই তোমার অসাধ্য কিছুই নাই।

রণেন্দ্র। প্রভু, আশীর্ব্বাদ করুন, প্রলোভনে সংকল্প ভঙ্গ হবে না। দেব আমি অল্পবয়সে পিতৃ-মাতৃহীন, কিন্তু গুরুদেবের লালন-পালনে আমি বুঝ্‌তে পারি নাই, যে আমার পিতামাতা পরলোকে। বিষয়ত্যাগী মহাপুরুষ আমার সম্পত্তি রক্ষার নিমিত্ত প্রকৃত বিষয়ীর ন্যায় কার্য্য ক'রেছেন, কখনো কোন কুবচন বলেন নাই, আমি তার একমাত্র কন্যা অপেক্ষা প্রিয় ছিলাম। আমার সেই গুরুদেবকে বিনা অপরাধে যবনে বধ করেছে। প্রভু! প্রলোভন কি এই প্রবল স্মৃতি অপেক্ষা বলবান্?

ফকীর। দেখ বাপু, মহামায়ার সংসার, নারীরূপে তিনি পৃথিবীতে বিরাজ করেন। যদি নারী হ'তে তুমি দূরে থাকো, বোধ হয় অপর প্রলোভনে তোমায় বিচলিত কর্‌তে পার্‌বে না, কিন্তু রমণীর বড় মুগ্ধকারিণী শক্তি!

রণেন্দ্র। প্রভু, রমণীর কি সাধ্য আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে? কৌমার-ব্রত আমার জীবনের পণ, কুমারের ন্যায় বীর্য্যশালী হবো এই আমার উচ্চ আশা, রমণীর দাসত্ব করবো না আমার স্থিরসংকল্প; রমণী হ'তে আমার ভয় নাই।

ফকীর। বাপু, তোমার ভয় নাই, কিন্তু ঐটুকুতেই আমার ভয় হচ্ছে। শুন রণেন্দ্র, যদি মহাকার্য্যে ব্রতী হয়ে থাকো, নির্ভয় হৃদয়ে অগ্রসর হও। যে কার্য্যে ব্রতী হয়েছ, তার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রেখো, কখনোই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ো না। কামনা—এমন কি মুক্তিকামনা শূন্য হও। প্রকৃত পাশ-মুক্ত পুরুষের মুক্তিরও কামনা নাই;—দৃঢ়প্রতিজ্ঞের কোন বন্ধন নাই, ভয়ও নাই। এই লক্ষণযুক্ত মহাপুরুষই প্রকৃত মুক্ত।

রণেন্দ্র। প্রভু, গুরুদেবকে স্মরণ ক'রে, কখনই লক্ষ্যভ্রষ্ট হবো না।

ফকীর। এক ভয় রেখো। কালসর্পের ন্যায় রমণী সঙ্গ ত্যাগ ক'রো। দয়া, মায়া, ঘৃণা, তাচ্ছিল্য—নারীপ্রলোভন নানা রূপ ধারণ করে। মহামায়াকে মাতৃজ্ঞানে দূরে অবস্থান ক'রো, নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হবে।

রণেন্দ্র। প্রভু, আশীর্ব্বাদ করুন।

ফকীর। আমার আশীর্ব্বাদ নয়, আপনাকে আপনি আশীর্ব্বাদ করো, আপনার মনুষ্যত্ব উত্তেজনা করো, আপনার দেবত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখো। বাপু আমার একটি কথা। দেখ', হিন্দুস্থানে মহাসাহসী পুরুষ আছে। কিন্তু ধর্ম্মপ্রিয় ভারতবাসী পরকাল কামনা করে, সেইজন্য মুসলমানের পীড়নে বিচলিত হয় না, ভাবে এখানে ক'দিন! ক্রমে সেই সংস্কারে দারুণ কুফল উৎপন্ন হয়েছে। অনভ্যাসে কার্য্যকারী রজোগুণ দূর হয়েছে, সকলে তমোগুণে অভিভূত, এই নিমিত্ত সকলে কার্য্য-ভীরু। সাংসারিক কার্য্যে সাহসহীন বটে,

অপঘাতের ভয়ে অস্ত্রচালনা করে না, কিন্তু অন্তিমসময়ে দেখা যায়, যে, হিন্দুর তিলমাত্র মৃত্যুভয় নাই। অপর অপর জাতি যে সকল কথায় উত্তেজিত হয়, পরমার্থ-প্রার্থী হিন্দু-হৃদয় তাতে উত্তেজিত হয় না। আত্মীয়রক্ষা, স্বদেশরক্ষা, এ সকল কথায় কর্ণপাতও ক'রে না; চায় মুক্তি, যে কার্য্যদ্বারা মুক্তিলাভ বোঝে, নির্ভিক হৃদয়ে সে কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হবে। এমন হিন্দু অতি বিরল, সে ধর্ম্মরক্ষার জন্য কিছুমাত্র উত্তেজিত হয় না। দেখ, মুসলমানেরা দেব-দেবীর মন্দির ভঙ্গ কর্‌ছে, হিন্দুরা জীবন উপেক্ষা ক'রে দেবদেবী লয়ে পলায়ন করে। দেখা যায়, সে সময় তাদের মুসলমানের ভয় দূর হয়। তুমি যদি তোমার উপদেশ ও আদর্শে বোঝাতে পার, যে মাতৃ-ভূমির নিমিত্ত, ধর্ম্মের নিমিত্ত, যবনযুদ্ধে প্রাণত্যাগ করা অপঘাত নয়—কাশীমৃত্যু অপেক্ষা শ্রেয়,—বোধ করি অনেকে তোমার কার্য্যে অস্ত্রধারণ কর্‌তে প্রস্তুত হয়।

রণেন্দ্র। মহাশয়, আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য,—প্রণাম।

ফকীর। চিরজয়ী হও।

[রণেন্দ্রের প্রস্থান।

(স্বগত) এ কি! সুদিন কি উদয় হলো! কুমার, কুমারী যবন-ধ্বংসে ব্রতী?—শুভলক্ষণ বটে! বৃদ্ধ বয়সে কি সৎনাম মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর্‌বেন! (প্রকাশ্যে) বাপু চরণ, মেয়েটাকে খুঁজ্‌লে ভাল হয় না?

চরণ। আজ্ঞে হাঁ,—ঝোঁপে-ঝাঁপে যাবেন, আমি ডালে ডালে খুঁজ্‌বো।

ফকীর। তবে এসো, সব বেঁধে টেঁধে নাও। আমরা পরিব্রাজক, এক স্থানে থাকার আবশ্যক কি?

চরণ। আজ্ঞে বেঁধে টেঁধে নেবো, না আগেই যাবো? ফিরে এসে আবার বেঁধে নিয়ে যাবো।

ফকীর। বাপু আর ফির্‌বো কেন? এ স্থান ত ত্যাগ কর্চ্ছি। বেঁধে নাও।

চরণ। তাও তো বটে, তাও তো বটে, আগেই তো বেঁধে টেঁধে নিতে হবে।

ফকীর। তাই তো বলি আমার চরণদাস!

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

মহান্তর আশ্রম

পরশুরাম ও বৈষ্ণবী

পরশু। কে তুমি বিধুবদনী জীবনদায়িনী?
কেন ছিন্নবেশা বিবসা তোমারে হেরি?
কেন উন্মাদিনীসম ভ্রম তেজস্বিনী বালা?
কোন্ কুল উজ্জ্বল জনমে তব?
কার মুখবাস করেছ আঁধার?
কহ, কোন' প্রয়োজন—
এ অধম পারিবে কি করিতে সাধন?
যদি সাধ্যাতীত হয়,
তবু সুহাসিনী, জেনো এ নিশ্চয়—
চেষ্টার হবে না ত্রুটি,
প্রাণদাত্রী ইষ্টদেবী তুমি।

বৈষ্ণবী। প্রয়োজন করিবে সাধন?
আছে এ জীবনে উচ্চ প্রয়োজন—
যবন-নিধন!
জান কি সুধীর, কার এই কুটীর আবাস?
ছিল এক প্রাচীন পণ্ডিত;
বিদ্যাচর্চ্চা বিদ্যাদানে ছিল চিররত।
জীবনে গরল তাঁর—
সাপিনীরূপিণী নেহার নন্দিনী!
পিতৃহত্যা করেছে যবন;
করি নাই পিতার তর্পণ।
সাধ আছে মনে, পিতৃদেবতৃপ্তি হেতু,
প্রবাহিণী জাহ্নবী সলিল সম,
যবন-শোণিত-ধারে ভাসায়ে মেদিনী,
পিতৃদেবে করিব অর্পণ।
শুন, শুন—নহে মম নিষ্ফল জীবন;
কৌমারী-কিঙ্করী এই হের উন্মাদিনী,
হৃদে মম জাগেন ঈশ্বরী,
শক্তিদান করিবেন শক্তিসঞ্চারিণী,
যবনকুলনাশিনী নেহার ভীষণা।
মম প্রয়োজন করিবে সাধন?
ধর অসি ভীমবীর্য্যে পুনঃ হও
যবন-নিধনে ব্রতী;
আছে কি শকতি? সাধ্য হয়—সাধ প্রয়োজন।

পরশু। অদ্ভুত সংকল্প তব!
একাকিনী অনাথিনী বালা—
নাহিক দোসর—
বাদ তব দিল্লীর ঈশ্বর সনে!

বৈষ্ণবী। এইমাত্র করেছিলে পণ,—
সাধ্যাতীত হয় যদি মম প্রয়োজন,
করি প্রাণপণ, কার্য্যোদ্ধারে করিবে উদ্যম।
বুঝিলাম, বাক্যমাত্র তব।
কিন্তু শোনো,—দৃঢ়-ব্রত জন—
মরণ সংকল্প যার মনে—
অসাধ্য সুসাধ্য হয় তাহার উদ্যমে।
পাইয়াছ প্রত্যক্ষ প্রমাণ।
ভাব নাই অসাধ্য সাধন—
যেই কালে যবনে করিলে আক্রমণ;—
ছিল দুইজন, করেছে একাকী আক্রমণ;
একা তুমি, হয় নাই উদয় তোমার মনে।
জেনো স্থির—
সিন্ধু শোষে, মেরু টলে প্রতিজ্ঞার বলে।
ভাব আমি একাকিনী নারী?
বাক্য মম উন্মাদ প্রলাপ?
নহি একাকিনী, নহে এ প্রলাপ!
বুঝেছি এখন—
অলক্ষিতে শতকোটি যোগিনী সঙ্গিনী ফেরে,
জন্ম মম মাতৃভূমি উদ্ধারের তরে,
ইঙ্গিতে আমার সৈন্য হইবে সৃজন।

পরশু। বীরবালা, দাস আমি,
আমি তব সেনা একজন।
বুঝেছি বুঝেছি—কে করেছে বঞ্চনা আমায়,
কে নিয়েছে প্রাণের প্রতিমা হরে,
কে করেছে জীবন আঁধার?
যবন—যবন!

বৈষ্ণবী। কোটী বক্ষে এইরূপ আছে শেলাঘাত—
কারো ধন করেছে হরণ,
কারো হৃদয়ের হার—রমণীরতন,
পুত্রহত্যা কার, কারো আবাস আঁধার,
যবনের নিত্যক্রীড়া মাতৃভূমি।

পরশু। বুঝিয়াছি, বুঝেছি ভৈরবী,
কহ দেবী, করিব কি কার্য্য অনুষ্ঠান?
ধনাঢ্য কিঙ্কর তব,
আজ্ঞায় সর্ব্বস্ব পদে করিব অর্পণ।

বৈষ্ণবী। ভ্রাতা তুমি—নাহি সহোদর মম—
প্রথম উদ্যমে কর সাহায্য প্রদান।
জান তুমি বহু বেশ্যা-চাতুরী-নিপুণা?

পরশু। লজ্জা কেন দিতেছ ভগিনি!
বেশ্যালয়ে অতীত শৈশবকাল,
বেশ্যালয়ে পোহায়েছে বিস্তর রজনী।

বৈষ্ণবী। যে অঙ্গনা অতিশয় চাতুরী-নিপুণা,
স্থান যেন দেয় মোরে তাহার আবাসে;
অকপটে শিখায় চাতুরী;—
আছে যত বেশ্যার মোহিনী
শিক্ষাদান করে যাহে মোরে।

পরশু। ভগিন—ভগিন, কি কথা পবিত্র মুখে তব,
একি তব অভিলাষ?
বুঝিতে দাসের মন কর কি ছলনা?
একি রঙ্গ ভীষণা-রঙ্গিণী?

বৈষ্ণবী। নহে এ ছলনা।
বুঝ কিবা অদ্ভুত কৌতুক:—
ভ্রমি দ্বারে দ্বারে কর' অন্বেষণ,
করে নাই যবন পীড়ন,
হেন জন আছে কি ভারতে?
কিন্তু কে করেছে প্রতিদান?
যার নারী হরিয়াছে, কাঁদিয়া সয়েছে,
পুত্র, ভ্রাতা হত—করে নাই বচন নিঃসৃত,
সহিয়াছে চাহিয়া আকাশ পানে!
লইয়াছে ধন-জন,
ভগবানে করিয়া স্মরণ,
ত্যজিয়াছে দীর্ঘশ্বাস,
করে নাই হস্ত উত্তোলন কেহ।
কিন্তু হের সামান্যা নারীর হেতু,
বীর সম যবনে বধিলে।
বেশ্যা বলি ঘৃণা ক'র যারে,
তাচ্ছিল্য তাহার—
বলহীনে করিয়াছে বলীয়ান;
একাকী অভীত চারি যবন-বিগ্রহে!
করো কার্য্য মম অভিপ্রায় মত;
কার্য্যফলে বুঝিবে কি আয়োজন।
ভেবো না—ভেবো না,
কৌমারী, হৃদয়-বিহারিণী,
কার সাধ্য পরশে আমার কায়া!
নেহার কুমারী—
কারো নাহি অধিকার পতিত্বে আমার;
রতি-রতীশ্বর কিঙ্কর-কিঙ্করী মোর।
বল কোথা কে আছে রমণী—চতুরতা-সুনিপুণা,
দাসী আমি হব গিয়া তাঁর।

পরশু। একান্ত বাসনা যদি তব,
প্রাচীনা জনেক বেশ্যা আছে এ নগরে--
ছিল মম পিতৃপ্রণয়িণী—
করেছিল পালন আমায়,
মাতৃহীনা শিশুকালে আমি—
পুত্র সম করে মোরে জ্ঞান,
বিনা সে প্রাচীনা, অন্য কেহ নাহি
এ সংসারে,
বিন্দুমাত্র অশ্রুদান করে মোর হেতু।
পত্র লয়ে যাও তার গৃহে
মম অনুরোধে—কন্যা সম রাখিবে যতনে।
পরশুরাম অধমের নাম,
দেহ কোন কার্য্যে অধিকার।

বৈষ্ণবী। তব সম ব্যথিত যে জন,
ক'র অন্বেষণ।
বুঝায়ো তাহায়,
যবন অবধ্য নয় হিন্দু-অস্ত্রাঘাতে।
প্রতিশোধ শিক্ষা দেহ তারে।
হ'য়ে অগ্রসর, দেখা'য়ো তাহায়—
বীর করে যবনবিজয়—
অনায়াসে হয় সমাধান।
এসো, আছে লিখিবার আয়োজন,
পত্র দেহ, যাব তব ধাত্রীর আবাসে।
[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

সোহিনীর বাটী

সোহিনী ও যুবতীগণ

সোহিনী। তুই সেই গানটি গা, গানের ভাব তো বুঝেছিস্? তুই গা'বি, সত্যি যেন তোর প্রাণ হ'তে গান উঠ্ছে; দেখি কেমন শিখ্লি।

১ যুবতী। গীত

নারীর মনে সরম নাইতো সই।
সকলি ফুরা'য়ে গেছে,
তবু সই মন ভুলেছে কই॥
পুড়ে মরম হয়েছে ছাই,
মরমে আর ব্যাথা তো নাই,
সেই ভাল সে আছে ভাল,
কইলো তারে চাই;
এক্‌লা ব'সে মনের ছলে,
ভুলে তারি কথা কই॥
বুঝিলো মন যাদু জানে,
নিরাশ হতে আশা আনে,
ভাঙ্গা ভাঙ্গা সোনার স্বপন ভেসে যায় প্রাণে;
বুঝা'লে মন কে'দে বলে,
সে বিনা কেমনে রই॥

সোহিনী। দ্যাখ্, সুরলয় ঠিক হয়েছে, কিন্তু গানে একটু বিষাদের ভাব রয়েছে দেখ্‌ছিস?

২ যুবতী। হ্যাঁগা তোমার এ বয়সে এত বিরহ এলো কোত্থেকে?

সোহিনী। দ্যাখ্ আমাদের বেশ্যার প্রেম এই বয়সে; যৌবনে আমাদের প্রেমের অবকাশ নাই। এতদিন পরে কে মনের মানুষ ছিল, তা বোঝবার সাবকাশ হয়েছে।

২ যুবতী। যৌবনে প্রেম চাপা দিয়ে বুড়ো বয়সে বুঝি মরা আগুন জ্বালাতে হয়।

সোহিনী। জ্বালাতে হয় না লো, আপনি জ্বলে ওঠে।

যুবতীগণ। গীত

হয় না লো জ্বালাতে পিরীত
আপনি জ্বলে ওঠে।
মরা আগুন শুক্‌নো বুকে,
জ্বলে ফিন্‌কি ছোটে॥
গরবের সে দিন রয়েছে,
মনে মনে সব রয়েছে,
চলে গেছে কত সয়েছে;
আঁতে আঁতে আঁক পড়েছে,
বোঝে নি তো মন মোটে॥
ভাবি সে তো আপন হ'ত,
সয়েছে আর সইতো কত,
রাখ্‌লে তারে যেতো না সে তো;
সব গিয়াছে তবু বালাই,
তাড়ালে এসে জোটে॥

সোহিনী। এই তো বুঝেছিস্।

৩ যুবতী। ওঃ—তোমার এত পিরীত ছিল গা? কি দিয়ে চাপা দিয়েছিলে?

সোহিনী। প্রাণের সংসার, জীবনের সার, নারীর একমাত্র রতন—আত্মসমর্পণ সব ছেড়ে,

প্রেম টাকার চক্‌চকানিতে চাপা দিয়ে রেখেছিলেম।

১ যুবতী। এখন তো খুঁজে পেয়েছ?

সোহিনী। এখন খুঁজে পেয়ে আর কি কর্‌বো; তবে আগের কথা মনে ক'রে এক এক-বার নিঃশ্বাস ফেলি।

যুবতীগণ। গীত

অযতনে দিয়াছি বিদায়।
জানিনে যৌবন-মদে
মন বাঁধা তারি পায়॥
ভাবিনু গরব-ঘোরে,
বেঁধেছি রূপের ডোরে,
রবে শত অনাদরে, মম প্রেম-পিপাসায়॥
অভিমানে যায় সে যখন,
বুঝে তবু বোঝে নি মন,
ভালবাসা জনমের মতন,
পায়ে ঠেলে চলে যায়॥

সোহিনী। ওলো এইবার তোরা বুড়ো-প্রেমের দরদ বুঝেছিস্‌? এখন যা, বেলা হয়েছে, বৈকালে আবার আসিস্‌।

[যুবতীগণের প্রস্থান।

বৈষ্ণবীর প্রবেশ ও সোহিনীকে পত্র দান

সোহিনী। (পত্র পাঠ করিয়া) মা, কে তুমি?

বৈষ্ণবী। তোমার দাসী, তোমার পরি-চারিকা, তোমার কন্যা।

সোহিনী। মা, পরশুরাম পত্র লিখেছে, যে, তুমি তার ভগ্নিস্বরূপা। পরশুরাম আমার পুত্রের অধিক। আজ হ'তে তুমি আমার কন্যা, পরম যত্নে—পরম আদরে রাখ্‌বো। যদিচ তুমি মলিনবসনা, তুমি কদাচ সামান্যা নও। পরশু-রাম, ভগ্নী বলে লিখেছে, কিন্তু আমাদের এই কুৎসিত-বৃত্তির উপদেশ দিতে লিখেছে। পরশুরামের প্রাণরক্ষা করেছ, সে তোমায় রাজরাণীর মত রাখ্‌তে পার্‌তো। তুমি কি ধনলোভে আমাদের এই বৃত্তি শিখ্‌তে এসেছ? মা, তোমার মুখ দেখে তো তা বোধ হয় না। যদি ধনলোভে এসে থাকো, আমার কেউ নাই, বিস্তর সম্পত্তি আছে, তুমি হেথায় আমার কন্যাস্বরূপ থাকো, এ সম্পত্তি তোমারই।

বৈষ্ণবী। না মা, তোমাদের মোহিনীবিদ্যা আমায় দাও।

সোহিনী। (স্বগতঃ) এ কি! পাগল না কি! পরশুরাম কি কোন কৌতুক করেছে। (প্রকাশ্যে) তুমি মোহিনীবিদ্যা লয়ে কি কর্‌বে?

বৈষ্ণবী। মা মার্জ্জনা করো। শুনেছি যৌবনে তোমার মোহিনীশক্তিতে শত শত যুবক আকৃষ্ট হয়েছিল। মা, সে শক্তিবলে অতুল ঐশ্বর্য্য উপায় করেছ, কিন্তু সে শক্তির প্রকৃত মূল্য লও নাই। যে শক্তি প্রভাবে শত শত যুবক—পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র সমস্ত সম্পত্তি ত্যাগ ক'রে, তোমার শরণাগত হয়েছিল, যদি সেই শক্তি দ্বারা সেই যুবাবৃন্দকে উচ্চপদে চালিত কর্‌তে, তা হ'লে ভারতবর্ষে, ভগবতী ব'লে তোমার ঘরে ঘরে পূজা কর্‌তো। মা, তুমি অবশ্যই শাস্ত্র জানো; অসুর-নিধন নারীর মোহিনীশক্তিতেই হয়েছিল। মা, সেই মোহিনী-শক্তি আমায় দাও, অসুর নিধন কর্‌বো, আবার ভারতবর্ষে দেবতার আধিপত্য প্রচার কর্‌বো।

সোহিনী। তুমি মানবী—না মায়াবী?

বৈষ্ণবী। তোমার ন্যায় মানবী, কিন্তু দেবী হবো আমার সাধ; পিতার তর্পণ কর্‌বো আমার সাধ। জড় ছিলেম, পিতার ভার ছিলেন, জড়ের কিছুই অধিকার নাই, এখনও আমি জড়, তাই পিতার তর্পণ করি নাই। যে দিন জড়ত্ব দূর হবে, সেই দিন মা, দেবতুল্য পিতৃ-দেবের তর্পণের অধিকারিণী হবো।

সোহিনী। মা, তুমি যে হও, তুমি যে কার্য্যে এসে থাকো, হেতায় থাকো, আমি তোমায় শিক্ষা দেবো। এসো—এ মলিন বেশ পরিবর্ত্তন কর্‌বে। [উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অংক

প্রথম গর্ভাংক

পথ

ফকীররাম, চরণদাস ও নাগরিকগণ

১ নাগ। কোথায় যাব? এ অত্যাচার আর কত সহ্য কর্‌বো?

২ নাগ। থাক্‌বার যদি স্থান থাক্‌তো, তা হ'লে যে দিন বাড়ী পুড়িয়েছিল, সেইদিনই দেশত্যাগ কর্‌তেম।

১ নাগ। উঃ। যুবতী স্বর্ণপ্রতিমা পরিবারকে ধরে নে গিয়ে মুসলমান ক'রেছে, খাজনার জন্যে দশ বছরের ছেলেকে গাছে টাঙ্গিয়ে মেরেছে।

২ নাগ। আমার ইচ্ছা হয়, আমাদের সৎনাম-সাম্প্রদায়িক যত হিন্দু আছে, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা একত্র হ'য়ে, অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করি। দিন দিন এ নিদারুণ জ্বালা সহ্য অপেক্ষা একেবারে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দেওয়া শ্রেয়।

ফকীর। আহা, সাধু—সাধু!

চরণ। আহা, বঁধু—বঁধু!

২ নাগ। বলুন,—আর কি উপায় আছে?

ফকীর। যুক্তি—সদ্‌যুক্তি বটে, কিন্তু ভাব্‌ছি একটা অগ্নিকুণ্ডে তো সব সৎনামী সম্প্রদায় পুড়্‌তে পার্‌বে না।

২ নাগ। নিজ নিজ গৃহে অগ্নিকুণ্ড ক'রে সপরিবারে পুড়ে মরুক্‌।

ফকীর। মুসলমানেরা টের পাবে। সন্ধান পেয়ে, ফৌজদারের পাইক এসে যদি বলে যে,—'খপরদার কাফের, বাদ্‌সার হুকুম, মর্‌তে পার্‌বি নে;—তখন কার আর সাহস হবে বল যে, আগুনে ঝাঁপ দেয়? তখন কুয়ো হ'তে জল তুলে সব অগ্নিকুণ্ড নিভাতে হবে।

চরণ। তাই তো, বাদ্‌সার হুকুম ঠেলে কে মর্‌বে বল? কার এমন বুকের পাটা?

২ নাগ। মহাশয়, যে মরণে কৃতসংকল্প, তার আর বাদ্‌সার ভয় কি?

ফকীর। বটে, মরণে কৃতসংকল্প হ'লে, বাদ্‌সার ভয় থাকে না? তা তো আমি জানি নে,—হায় হায় এতদিন তা জানি নে—তা জানি নে।

চরণ। তা জানি নে—তা জানি নে।

৩ নাগ। জান্‌লে কি ক'র্‌তেন?

ফকীর। অন্ততঃ একটা যবন বধ ক'রে মর্‌তেম। না—না—তা বুঝি বড় ভাল দেখায় না—তা বুঝি বড় ভাল দেখায় না! নরহত্যা, বাপ্‌রে। শত্রুহত্যা—অত্যাচারী হত্যা—পুত্র-হন্তা'হত্যা — নারী-বলাৎকারী-হত্যা — জাত্‌-কুল-ধন-জন-সর্ব্বস্ব-অপহরণকারী হত্যা,—মহাপাপ! মহাপাপ!! সত্ত্বগুণ নাশ হবে! সত্ত্ব-গুণ নাশ হবে!!

চরণ। বাঁশ হবে—বাঁশ হবে!

৩ নাগ। সে কি সম্ভব! মুসলমান বলবান্‌। যবন বধ করবেন?

ফকীর। বাপু, না বুঝে ব'লে ফেলেছি। মুসলমানের গায়ে তো তলোয়ার বসে না!

চরণ। মাছিটী বসে না,—পিছ্‌লে পড়ে!

১ নাগ। আমরা মরণে কৃতসংকল্প,—এসো প্রতিশোধ দিয়ে মরি এসো।

ফকীর। অমন কাজ কর্‌বেন না—অমন কাজ কর্‌বেন না! ছি ছি অমন কথা মুখে আন্‌বেন না। হিন্দুদের মধ্যে প্রতিশোধ দেওয়া সেকালে ছিল, একালে ও কথা বল্‌তে নাই—মুখে আন্‌তে নাই! যে প্রগাঢ় তমঃতে আমরা আচ্ছন্ন আছি, যেরূপ প্রস্তরবৎ অত্যাচার সহ্য কচ্ছি, প্রতিশোধ কথা মুখে আনলে সে তমঃর কিঞ্চিৎ হ্রাস হবে। বৃক্ষ-প্রস্তরকে আদর্শ কর্‌তে হবে;—এই যত নুড়ি আর গাছ আছে,—সহ্যগুণে সব নির্ব্বাণ হবে! আহা বৃক্ষ-প্রস্তর, তোম্‌রাই যথার্থ হিন্দু—তোম্‌রা যথার্থই সৎনামী! কি বলেন?

১ নাগ। মহাশয়, আপনি কি বলেন?

ফকীর। কিছুই নয়, আপনার অন্তরকে জিজ্ঞাসা করো,—ঠিক বলে দেবে। নিত্যই অন্তর সে উপদেশ দেয়, কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি না। ধর্ম্মের ভাণ ক'রে, হিন্দুর হৃদয়ে ভীরুতা অধিকার ক'রেছে। যদি বলবান্‌ হতে, যদি যবনকে মার্জ্জনা করতে পার্‌তে, অত্যাচারে যদি বিচলিত না হ'তে, যদি অন্তরে অন্তরে ভগবানকে ডেকে যবনকে না অভিশাপ দিতে, তা হ'লে জানতেম, যে, ধর্ম্মরক্ষা প্রতিশোধ দাও নাই। কিন্তু তা নয়,—তোমার মার্জ্জনা ভয়ে;—যবনের নিকট পরাস্ত হবে, এই ভয়ে মার্জ্জনা। দেখ কি ভীরুতা! সকলে ঐক্য হয়ে অগ্নিকুণ্ডে পড়্‌তে চাচ্ছো, কিন্তু যবন সম্মুখীন হ'তে সাহসী হচ্ছো না। অধীনতায় অবনত প্রাণের আর কি পরিচয় দেবে? মাতৃ-ভূমির দুঃখে অন্ততঃ একজনও শোণিত দান করে, হায় এমন সাহসী কেউ নাই!

২ নাগ। বলবান্ মুসলমান এ কথা নিশ্চয়।
যে কার্য্যে নিশ্চয় পরাজয়,
যুক্তি কভু নয়—হেন কার্য্যে হস্তার্পণ।
কি ফল লভিবে—পরাজয় হবে,
অত্যাচার বাড়িবে তাহায়।

রণেন্দ্রের প্রবেশ

রণেন্দ্র। অত্যাচার অধিক কি হ'বে?
ভ্রমি মাতৃভূমি,—
হের কত মন্দির পতিত,
ক্ষেত্র কত শস্যহীন,
মরে প্রজা অনাহারে,
যবনের অস্ত্রাঘাতে শব রাশি রাশি,
শত গ্রাম অরণ্যসমান,
অট্টালিকা পশুর আবাস,
কত শত সুন্দরী কামিনী
যবনী, যবন-বলাৎকারে;
অত্যাচার বাড়িবে কি আর?
১ নাগ। এখনো রহেছি সবে কন্যাপুত্র লয়ে,
বিচার-আলয়ে দন্ড পায় অত্যাচারী।
কিন্তু হ'লে বিগ্রহে সজ্জিত,
গ্রাম পোড়াইবে, স্ত্রী-পুত্র বধিবে,
ধ্বংস হবে সৎনামী-সম্প্রদা'।
সমরে সজ্জিত মোরা হব কত জন?
অসংখ্য যবন,
জেনে শুনে ধ্বংস কেন করি আকিঞ্চন?
২ নাগ। নাহি সেনা, নাহি অস্ত্র,
নাহি লোকবল,
সম্প্রদায় কিরূপে বা একৈক্য হইবে?
হইতে যবনপ্রিয়, অর্থ-লালসায়--
কেহ বা করিবে গুহ্য মন্ত্রণা প্রকাশ,
ধ্বংস হবে প্রথম উদ্যমে।
ফকীর। এরই নাম বিজ্ঞতা! ডাঙ্গায় সাঁতার শিখে জলে নাম্‌তে হবে। খালি সভা ক'রে, বাদ্‌সার কাছে আবেদন পাঠান যাক্।
চরণ। হাঁ, হাঁ, সভা কর্‌তে হবে!
রণেন্দ্র। কি হেতু যবনগণ অজেয় ভারতে?
বীর্যহীন হিন্দুগণ এ নহে কারণ—
মেরুশীর, উপত্যকা, বিশাল প্রান্তরে
হিন্দুর বীরত্ব-গাথা রয়েছে অঙ্কিত।
হিন্দুর পতন, অনৈক্য কারণ;—
দ্বেষ-হিংসা পরস্পরে,
উচ্চনীচ জাতি-অভিমান—
দৃঢ়ীভূত কুমন্ত্রীর উপদেশে—
ধর্ম্ম-অভিমানে
স্বজাতি-বান্ধব-পরিত্যাগ।
অযথা শাস্ত্রের ব্যাখ্যা স্বার্থপর
ব্রাহ্মণের মুখে;
হীনমতি অশাস্ত্রীয় শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনি,
অশাস্ত্রীয় হীনবিধি করিয়া আশ্রয়,
ভেদবুদ্ধি জন্মেছে ভারতে।
সেই হেতু স্বরূপ-শাস্ত্রের মর্ম্ম
করিতে লঙ্ঘন,
স্বতন্ত্রতা-ভাব যত হিন্দুর হৃদয়ে,
ভারতের পতনের কারণ এ সব।
অংশে অংশে পরাজিত হয়েছে ভারত।
২ নাগ। মহাশয়, রাজপুতনায় রাজপুত্রগণ
প্রকাশিল অসীম বিক্রম।
কিন্তু কি ফল ফলিল?
হিন্দুরক্ত বহিল কেবল,
এই মাত্র পরিণাম।
বীরেন্দ্র প্রতাপসিংহ করিল উদ্দাম,
চিতোর না হইল উদ্ধার।
প্রতি দুর্গে জহরব্রতের অনুষ্ঠান—
অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিল রাজপুত-বালা,
বীরগণে শোণিত দানিল;
পুত্রকন্যা সনে মহারাণা ভ্রমিল কাননে
নিষ্ফল সকলি কাল যবন-বিগ্রহে।
রণেন্দ্র। ভেদবুদ্ধি পরাজয় হেতু।
যবে বীরগণ মানসিংহ অম্বর-ঈশ্বর,
অতিথি হইল আসি রাণার আলয়ে,
একত্রে ভোজন অস্বীকার করিল রাণা।
বাদসাহে ভগিনী-অর্পণ
ঘৃণার কারণ তাঁর।
অভিমানে হ'ল বন্ধুভেদ,
হল্‌দিঘাটে বহিল শোণিত,
রাজপুত—রাজপুত প্রতিবাদী!
২ নাগ। মহাশয়,
যবনে ভগিনী দান করিল যে জন,
নিষিদ্ধ তাহার সনে একত্রে ভোজন।
রণেন্দ্র। এই শাস্ত্র-ব্যাখ্যা ধীর,
ভেদবুদ্ধি হেতু।
সেই হিন্দু, বেদ যেই করে সত্য জ্ঞান।
হ'লে অনাচার, আছে প্রায়শ্চিত্ত তার,

তথাপিও হিন্দু সেই, বেদ যদি মানে।
কিন্তু মুসলমানে কন্যাদান করে যেই কুলে,
ভোজনে তাহার সনে
হয় যদি পাপের সঞ্চার,
স্বদেশবৎসল নাহি গণে সেই পাপ।
যে সকল রাজপুতগণে
মুসলমানসনে কুটুম্বিতা করিল স্থাপন,—
মহারাণা ত্যজি অভিমান,
যে সকলে দানিলে সম্মান,
আত্মহীন জ্ঞানে সবে, অবনত শিরে
শ্রেষ্ঠ মানি নেতৃপদে বরিত রাণায়।
পরে একত্র হইয়ে—যবনে করিলে দূর
হিন্দুরাজ্য বসিত ভারত-সিংহাসনে।
মুসলমান-সংস্পর্শে হয় যদি
পাপের সঞ্চার,
তুষানলে প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে সাধন,
হইতেন মহারাণা মোক্ষ-অধিকারী।
দেখ হিন্দুর কি ভ্রম।
করি বৃথা অভিমান,
বান্ধব-স্বজন করিয়াছে পরিত্যাগ;
মিত্র ছিল শত্রু এবে সবে।
উচ্চ-পদস্থিত আছে বহু হিন্দুগণ
ঘৃণা মোরা করি সে সবারে।
না করি বিচার, যবনের অধিকারে—
যাবনিক-বিদ্যা উপার্জ্জনে,
যাবনিক-বৃত্তিভোগ মাত্র দোষে
যবনত্ব জন্মে নাই সে সবার;
কিন্তু সে সবারে যবন সমান করি জ্ঞান।
এই ঘৃণা হেতু, সুশিক্ষিত হিন্দু যুবাগণে
স্বতন্ত্র জাতির সম করে অবস্থান।
৩ নাগ। আর্য্যবংশ-নির্ম্মলতা
কিরূপে রহিবে?
যবনের সংস্পর্শে ধর্ম্ম নাশ হবে!
তব উপদেশমত কার্য্য যদি হয়,
সনাতন ধর্ম্ম নাহি রহিবে ভারতে।
রণেন্দ্র। করি মোরা নির্ব্বাণ কামনা,
কিন্তু স্বজাতীরে ঘৃণা প্রথম প্রক্রিয়া তার।
অযথা শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়ে শ্রবণ
জন্মিয়াছে হেন সংস্কার।
জনকের অবতার মহাত্মা নানক—
এই ভেদ-বুদ্ধি নাশ হেতু,
শিখ ধর্ম্ম করেন প্রচার;—
হিন্দু হয় মুসলমানগণে।
দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ কেহ হইলে যবন,
শিখ সম্প্রদায় তারে করিবে গ্রহণ,—
যবন যেমন—
হিন্দু হ'লে কোন মুসলমান,
পুনঃ করে সমাজে গ্রহণ,
হয় সে নির্ম্মল লয়ে ঈশ্বরের নাম।
হিন্দু করে স্বজাতিরে পরিত্যাগ।
কিন্তু শত মুখে ঘোষে—
মহাপাপ নাশ হয় দেব-দেবী নামে।
হায় হায়! কিবা বিড়ম্বনা,
ঈদৃশ উদার ধর্ম্ম যার—
কুণ্ঠিত কুটিল ভাব ব্যবহারে তার।
৩ নাগ। হেন তব হয় কি ধারণা—
পরাজয় হইবে যবন?
রণেন্দ্র। দমিত যবন হের মহারাষ্ট্র-বলে।
ধনহীন জনহীন পার্ব্বতীয় যুবা,
শিবজী ভারতপূজ্য,
দিল্লীশ্বরে করিলা দমন,
স্থাপিলা স্বাধীন রাজ্য অসি-সঞ্চালনে।
কর' সাহস আশ্রয়—
উপেক্ষিয়া জয় পরাজয়,
ধর্ম্ম লক্ষ্য করি সবে হই অগ্রসর।
২ নাগ। সভয় ভারতবর্ষ যবন-বিক্রমে।
হয় যদি বিরোধী সৎনামী—
কে করিবে আশ্রয় প্রদান?
হবে মাত্র সমূলে নির্ম্মূল।
রণেন্দ্র। মহাশয়, করি মোরা নির্ব্বাণ-কামনা;—
সুখ-দুঃখ সমজ্ঞান প্রধান সাধন।
মৃত্যুরে যে ডরে, বিপদে আশঙ্কা যার,
উচ্চকার্য্যে একাকী না হয় অগ্রসর—
কার্য্য করে অন্যের আশ্রয়ে—
মোক্ষের কি সেই জন হয় অধিকারী?
মোক্ষলুব্ধ মহাত্মা না দেখে ফলাফল;—
চাহে সৎকার্য্যের ভার,
কার্য্য অনুষ্ঠান জীবনের সার,
একা, বহু, না করি বিচার—
আত্মত্যাগে অভিপ্রেত কার্য্যে হয় ব্রতী;—
হেন মহাজন ধরে অমোঘ শকতি।
মুক্ত যেই পুরুষ প্রধান,
সংস্কারে অসাধ্য কিবা তার?
হে ধীমান্! মোরা সবে সৎনাম-আশ্রিত;—

উচ্চরবে সৎনামের জয় করি গান
কার্য্য করি অনুষ্ঠান,
রাখি মাতৃভূমির মান,
ধর্ম্মের গৌরব ব্যক্ত করি পুণ্যধামে।
এস ভাই মোক্ষলুব্ধ-চিত্ত কেবা,
এস এস মহাকার্য্যে কর' যোগদান।

২ নাগ। মহাশয়, আমি আপনার দাস, আমায় গ্রহণ করুন। আমার ধন, মান, জীবন এ সমস্ত আপনার চরণে অর্পণ করলেম। পারি যদি মাতৃভূমির জন্য শোণিত দান করবো।

সকলে। আমি—আমি—জয় সৎনাম!

ফকীর। দেখো, সৎনামের নাম গ্রহণ করলে, সে নাম না কলঙ্কিত হয়।

সকলে। কদাচ নয়!—জয় সৎনাম!

২ নাগ। আমাদের কার্য্য বলুন?

রণেন্দ্র। যেখানে যবনচর পীড়ন কর্‌চে দেখ্‌বেন, সেইখানে পীড়িতের সাহায্য করুন; ঘরে ঘরে মহামন্ত্র দেন, নিজ আদর্শে অন্যকে উৎসাহ প্রদান করুন। এই স্থানে আমরা আবার কল্য একত্র হবো। [নাগরিকগণের প্রস্থান।

ফকীর। বৎস, কতদূর কৃতকার্য্য হ'লে?

রণেন্দ্র। মহাশয়, আপনার চরণ-প্রসাদে অনেকেই যবন-বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে প্রস্তুত। প্রতি অট্টালিকায়, প্রতি কুটীরে আমি যথাসাধ্য উৎসাহ দান করেছি। যে সকল হিন্দু যবনের ভৃত্য হ'য়েছে, তারাও কার্য্যকালে যবন-পক্ষ ত্যাগ ক'রে আমাদের সাহায্য করবে;—এ প্রদেশে সকল যবন-গৃহে, যবন-বিরোধী হিন্দু সুযোগ-কামনায় অবস্থান কর্‌চে।

ফকীর। আমি এক সংবাদ শুনলেম, পরশুরাম নামে কে একজন তোমার ন্যায় গৃহে গৃহে উত্তেজনা দান কচ্চে। সত্য মিথ্যা চরণ আজ সন্ধান নিতে যাবে,—সে যবনের চর না সত্য কোন মহাত্মা সৎনামী! [সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

উদ্যান

বৈষ্ণবী ও যুবতীগণ

১ যুবতী। সখি, আমরা হীন নারী, আমাদের হ'তে কি হবে?

বৈষ্ণবী। আমরা হীন! লোকে আমাদের হীন বলে, তাইতে আমরা হীন! বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন নারীগর্ভে জন্মেছেন, নারীর জন্য লক্ষ্যভেদ ক'রে শত রাজাকে পরাজয় করেছেন। আমরাই বীর প্রসব করি। সহধর্ম্মিণীরূপে আমরাই বীরকে উৎসাহ দিই। সকলেই নারীর—সংসার নারীচালিত। আমরা হীন। অকারণ আমরা আমাদের হীন বিবেচনা করি।

১ যুবতী। সখি, আমরা খেলার জিনিষ, আমাদের নিয়ে খেলা করে।

বৈষ্ণবী। আমরা খেলার জিনিষ হই, তাই আমাদের নিয়ে খেলা করে। আমাদের রূপ-লাবণ্য, হাবভাব, মুনিমুগ্ধকারিণী সঙ্গীত-ধ্বনি, কাব্যালাপ, এ সব কি খেলার জিনিষ? যা'তে দেবতা মুগ্ধ হয়, তা কি খেলার জিনিষ? লোকে যার জন্য সর্ব্বস্বান্ত হয়, তাকি খেলার জিনিষ?

২। সই, চিরকালই তো খেলার জিনিষ হয়ে আস্‌ছি। যতদিন যৌবন, ততদিনই আদর, তারপর বাসিফুলের মত পায়ে মাড়িয়ে চলে যায়।

বৈষ্ণবী। সে আমাদের দোষ। আমরা মনে করি, তোষামদ করে, পদানত হয়ে, পর-পুরুষকে বশে রাখ্‌বো। যদি তোষামদে পুরুষ বশ হতো, তা হ'লে কেউ আপনার নারী ছেড়ে আমাদের কাছে আসতো না। আমরা বিদ্যাবলে আকর্ষণ করি;—সে বিদ্যা পুরুষ পায়ে ফেলে দিলে, থেৎ'লে যাবেই তো। যদি প্রাণ পেয়ে প্রাণ দিতেম, যদি আমার জেনে তার হতেম, তা হ'লে কি ছেড়ে যেতো? আমরাও ভোলাতে চাই, তারাও সখ ফুরা'লে চলে যায়। কিন্তু দেখ ভাই, যদি ইচ্ছা করি, আমরা জনে জনে বীরাঙ্গনা হ'তে পারি।

৩ যুবতী। দিদি, তোমায় তো বলেছি, তুমি যা বলবে তাই শুন্‌বো, তুমি যে রকমে লওয়াবে, সেই রকমে চল্‌বো।

বৈষ্ণবী। ভাই দেখো, হোক্ না হোক্, মনের সাধ মিটাই এসো। যদি এমন একটি উপপতি পাই, যে বীর, ধীর, মান্য, গণ্য, শত-যুদ্ধজয়ী, পরমসুন্দর, আমার জন্য প্রাণ দিতে পারে, এম্‌নি উপপতি হ'লে কেমন হয়?

৩ যুবতী। দিদি, তোর সব কথাই খেপীর মত।

বৈষ্ণবী। তা খেপীই হই আর যা হই, আমার প্রতিজ্ঞা, যে ভীরু পুরুষকে কখনোই অঙ্গ স্পর্শ কর্‌তে দেবো না। যে নারীপ্রকৃতি, সে আবার নারীস্পর্শ কর্‌বে কেন? আমি বীরবেষ্টিতা বীরনারী হ'য়ে বেড়াবো।

৩ যুবতী। তা ভাই, তোমার মুখের ভাব দেখে বোধ হয়, তুমি পারো।

বৈষ্ণবী। তুমিও পারো, আমরা সকলে পারি। কি পারি জানো,—মুসলমানের ভয় হ'তে হিন্দুস্থানকে পরিত্রাণ কর্‌তে পারি, মুগ্ধকারিণী শক্তিবলে পুরুষকে উত্তেজিত ক'রে একাকী শত যবনের সম্মুখীন কর্‌তে পারি, হীন বেশ্যা ব'লে জগতে যে ঘৃণা আছে, সে ঘৃণা দূর ক'রে ভারতে পরমারাধ্যা হই! দেখো, আমাদের সকলকে কোন না কোন ধনাঢ্য যুবা উপাসনা ক'চ্ছে, জনে জনে সহস্র সহস্র জনের উপর অধিকার। আমরা যদি তাদের বলি, ভালবাসার পরীক্ষা দাও, তা হ'লে কি তারা দেয় না? যে পেছোবে, তার সঙ্গে প্রণয় কিসের? কেন তারে যৌবন দেবো? যে ধনও দেবে, প্রাণও দেবে—তারই হবো,—নইলে কার!

২ যুবতী। আচ্ছা ভাই, দেখি, তুমি কি খেলাটা খেলো।

বৈষ্ণবী। আমার খেলা নয়;—আর ভারত-ললনার খেলার সময় নাই। ভারতললনা অনেক দিন ঘুমিয়েছে, আর ঘুমের সময় নাই। কুলাঙ্গনারা চিরপরাধীনা, স্বামীর অধীন হয়ে উৎসাহবিহীনা হয়েছে। ভারতকে উৎসাহ প্রদান আমাদের কাজ, কুলাঙ্গনাকে উৎসাহ প্রদানে শিক্ষাদান আমাদের কাজ, ধর্ম্মের জন্য হিন্দু-অসি কোষমুক্ত দেখা আমাদের কাজ, ধর্ম্মের জন্য, দেশের জন্য বক্ষের শোণিত প্রদান কর্‌তে উত্তেজনা করা আমাদের কাজ। এসো, সেই কার্য্যে নিযুক্ত হই; হীনের হীন হ'য়ে উচ্চ অপেক্ষা উচ্চ হবো। এই ভারতবর্ষে আমাদেরই গৃহে বৈজ্ঞানিক, কবি, চিত্রকর, আমাদেরই উৎসাহে স্বকার্য্যসাধনে যত্নশীল হয়েছে। গুণী, ধনী, মানী সকলেই এই বারাঙ্গনাগৃহে এসে আমোদ করেছে; তখন ভারতের সুদিন! ধরা-পতি আমাদের নিয়ে আমোদ-আহ্লাদ কর্‌-তেন। কিন্তু সে দিন আর নাই। গুণবতী নারীর প্রশংসা-লালসায় পরস্পর প্রতিযোগী হ'য়ে, কবি কবিতা রচনা করেছে; যুদ্ধকালে বারাঙ্গনা জয়ধ্বনি দিয়ে বীরের কল্যাণ কামনা করেছে। সে দিন ফুরোয় নাই। আমরা ইচ্ছা কর্‌লে আবার আমাদের সে দিন ফিরে আসে।

২ যুবতী। দিদি, সত্যই তোমার কথায় মন সতেজ হয়। দেখি কি হয়, সকলে তোমার মতেই চল্‌বো। ঐ সব আস্‌ছে, তোমার সেই গানটী গাও।

যুবাগণের প্রবেশ

বৈষ্ণবী। গীত

দেখিস্‌ লো কে জানে নারীর মান।
যেচে প্রাণ বেচ্‌লে ধারে পদে পদে অপমান।
সাম্‌লে থাকিস্‌ হ'স্‌লো হুঁসিয়ার,
প্রাণ স'পে দিস্‌ আপন প্রাণের
কদর আছে যার;
মানী বিনা ধারে কে আর নারীর মানের ধার!
যার মান গেছে তার প্রাণ কি আছে,
—আছে শুধু কথার কাণ॥
জীবন যৌবন দেব লো যারে,
দেখ্‌বো সে কি ভার নিতে পারে,
যার কোঁচ্‌কানো প্রাণ মচ্‌কে যাবে
প্রাণ দিলে তার;
যে সাগরে ঝাঁপ দিতে পারে
—করবে দরদ নারীর প্রাণ॥

কবি-যুবা। আমি একটি কবিতা লিখেছি শোনো।

বৈষ্ণবী। কবিতার ভাব্‌ তো এই—একটী নায়ক একটী নায়িকার মুখচুম্বন কচ্ছে! নয়তো কোন নাগর, নাগরীর বিরহে হা-হুতাশ কচ্ছে! ও কবিতা শুন্‌বো কি, আমরা নিত্য দেখি।

কবি-যুবা। বাবা, প্রেম ছাড়া আর কবিতা কি হয় বল'?

বৈষ্ণবী। তোমার মত কবির আর কি কবিতা হবে! "প্রাণ রে তোর জন্যে মরি" ও শুনে শুনে অরুচি হয়ে গেছে!

কবি-যুবা। আচ্ছা চাঁদ, কাল 'মারকাট' লিখে আন্‌ছি।

বৈষ্ণবী। দেখ লিখো, দশজন হিন্দু পালাচ্ছে, আর একজন মুসলমান পয়জার পেটা কচ্ছে।

চিত্রকর-যুবা। আচ্ছা, আমার এই চিত্রখানি দেখ; এ যদি তোমার পছন্দ না হয়, তা হ'লে আর আমি তুলি ধর্‌বো না। দেখো চিতোর-কামিনীরা অগ্নিতে ঝাঁপ দিচ্ছে, আর বীরেরা অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত হ'য়ে শত্রুশিবির দিকে ছুট্‌ছে।

বৈষ্ণবী। কি—কি, দেখি—দেখি! এরা কি আমাদের মত নরনারী, না কল্পনা ক'রে চিত্র করেছো? এত পুরুষ, এত মেয়েমানুষ প্রেম না ক'রে ওরা আগুনে পুড়্‌ছে,—আর এরা মুসলমান মারতে ছুটেছে? মিছে কথা, তুমি ছবি পুড়িয়ে ফেলে দাও।

চিত্রকর-যুবা। ওঃ ন্যাকা হচ্ছেন, চিতোরের ঘটনা জানেন না।

বৈষ্ণবী। আমাদের মন দিয়ে কেমন ক'রে বুঝবো বল, যে, যবনে স্পর্শ কর্‌বে ব'লে আগুনে ঝাঁপ দেয়। আর তোমাদের দেখে কিসে বিশ্বাস কর্‌বো, যে, পুরুষমানুষ যবনের সম্মুখে অস্ত্র ভুলে যেতে পারে!

চিত্রকর-যুবা। কেমন হয়েছে, একবার চাঁদ মুখে বলো না?

বৈষ্ণবী। যা বুঝিনে, তা আর ব'ল্‌বো কি! দেখ্‌তো ভাই তোরা, ব্যাটাছেলে নাকি আবার যবন মার্‌তে যায়, না তলোয়ার কোমরে বেঁধে আমাদের বাড়ীতে এসে বলে,—"প্রাণ প্রিয়ে একবার চাঁদমুখ তুলে চাও!"

১ যুবতী। হ্যাঁ হে, দিদি রোজ রোজ লজ্জা দেয়, তোমরা কেউ দু'জন যবনকে ঠেঙ্গিয়ে দিতে পার না?

৩ যুবা। মার্‌তে পার্‌বো না কেন? তারপর বাদসার হ্যাঁপা সামলায় কে,—তুমি?

৪ যুবতী। তবে তোমরা এই বাড়ী নাও, আমাদের মত সজ্জাগজ্জা করে বসো; আর তোমাদের তলোয়ার আমাদের এক একখানা দাও, দেখ আমরা বাদসাকে ভয় করি কি না।

৩ যুবা। আর তলোয়ার কেন চাঁদ, তোমাদের নয়নবাণে একশো বাদসার মুণ্ডু ঘুরে যায়।

বৈষ্ণবী। আমাদের আর নয়নে বাণ কি বলো! যদি নয়নে বাণ থাক্‌তো, তা হ'লে তোমাদের বুকের গণ্ডারের চামড়া ভেদ কর্‌তো, তোমাদের মনে ঘৃণা হতো, স্ত্রী-পুত্র যবনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, তা সহ্য কর্‌তে পার্‌তে না। যাক্‌, আমোদ কর্‌তে এসেছো, বসো, গান শোনো, আমোদ করো, কিন্তু প্রেমের কথা বলো না;—প্রেম বীরের, কাপুরুষের নয়, —জেনো বীর ব্যতীত কেউ নারীর প্রাণ পায় না।

রঘুরাম। তুমি আমার একটা কথা শোনো, তোমার ঘরে চলো।

বৈষ্ণবী। কথা তো সেই—তুমি ভালবাসো; তা আমার কি? তুমি রাজকুমার, তোমার ধন আছে, আমায় দেবে,—এই না?

রঘুরাম। আমি যথাসর্ব্বস্ব দেব।

ইত্যবসরে যুবাগণের বাঞ্ছিত যুবতীগণের সহিত পরস্পরের কথোপকথন

বৈষ্ণবী। তা আমি জানি। তুমি তা দেবে, তারপর মুসলমানের রাজ্য, যদি কেড়ে নেয়, আমি কি কর্‌বো?

রঘুরাম। তুমি না বলেছ, তোমায় যে ভালবাসে, তারে তুমি ভালবাস্‌বে?

বৈষ্ণব। হ্যাঁ বলেছি।

রঘুরাম। তবে এখন যদি মিথ্যা কথা কও, ধর্ম্মে সবে না।

বৈষ্ণবী। ধর্ম্ম—ধর্ম্ম কি! কোন্‌ ধর্ম্ম? হিন্দুধর্ম্ম, যবনধর্ম্ম না ম্লেচ্ছধর্ম্ম? আমরা হিন্দু, আমরা কি ধর্ম্ম মানি?

রঘুরাম। তা বটে, তুমি পাষাণী, তোমার ধর্ম্ম নাই, কর্ম্ম নাই, প্রাণ নাই—তুমি পাষাণী!

বৈষ্ণবী। তোমার কি ধর্ম্ম-কর্ম্ম আছে? তোমার কি প্রাণ আছে?

রঘুরাম। যদি দেখাবার হতো, বুক চিরে দেখাতেম।

বৈষ্ণবী। প্রাণ বুক চিরে দেখাতে হয় না, কার্য্যে দেখাতে হয়। বিধর্ম্মী যবন, শত শত স্বধর্মীকে দিন দিন হত্যা কর্‌ছে দেখ্‌ছো, তোমার প্রাণ আছে, তোমার ব্যথা লাগে না! শত শত বালক হত্যা, বৃদ্ধ হত্যা, বলাৎকার তোমার চক্ষুর উপর হচ্ছে, তোমার প্রাণ আছে, ব্যথা লাগে না! যবনেরা মন্দির ভঙ্গ করে মসজিদ নির্ম্মাণ কর্‌ছে, তোমার ধর্ম্ম আছে, তোমার ধর্ম্মে এ সকল সহ্য হয়! পুণ্যস্থান তীর্থস্থান কলুষিত হচ্ছে, তোমার কর্ম্ম আছে,

অঙ্গুলী সঞ্চালন ক'রে নিবারণ করো না! বল্‌ছো আমায় ভালবাসো, তুমি কারেও ভালবাসো না, তোমার হৃদয়ে ভালবাসা নাই। তুমি জন্মভূমিকে ভালোবাস না; স্বজাতিকে ভালোবাসো না; তুমি আপনার পরিবারবর্গকে ভালোবাসো না; তুমি আপনার ধর্ম্ম ভালবাসো না, মনুষ্যত্ব ভালবাসো না, ভালবাসো ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি, তাই আমার উপাসনা কচ্ছো। যদি পৃথিবীতে কোন বস্তু তোমায় ভালবাস্‌তে দেখ্‌তেম, তা হ'লে বুঝতেম, একদিন ভালোবাস্‌তে পারো। কিন্তু বুঝলেম, তোমার হৃদয় ভালবাসাহীন,—হিন্দুর হৃদয় ভালবাসাহীন। ধর্ম্ম, কর্ম্ম ভালবাসা—মুখের কথা, অন্তর অসার।

যুবা ও যুবতীগণ পরস্পর পৃথক হইয়া একদিকে যুবাগণের ও অন্যদিকে যুবতীগণের কথোপকথন

রঘুরাম। তুমি কে? তুমি এ স্থানে কেন?

বৈষ্ণবী। তোমারই জন্য।

রঘুরাম। ব্যাঙ্গ রাখো, বল? যদি তোমার ভালবাসার যোগ্য হ'তে পারি, তা হ'লে কি তুমি ভালবাস্‌বে?

বৈষ্ণবী। যখন ভালবাসার যোগ্য হবে, আমি কোন্ ছার, জগতের তুমি আরাধ্য বস্তু হবে।

রঘুরাম। আচ্ছা, পরের কথা পরে। বুঝেছি, প্রাণ বিসর্জ্জনে তোমার ভালবাসা কিন্‌তে হবে। ভালোবাসো আর না বাসো, যদি আমার মৃত্যুসংবাদ পাও, জেনো তোমার ধ্যান ক'রে মরেছি।

[প্রস্থান।

যুবতীগণের বৈষ্ণবীর নিকট আগমন

১ যুবতী। দিদি, তুমি মানুষ নও। বুঝ্‌তে পেরেছি, যে, আম্‌রা যুবাদের নরক-গামীও কর্‌তে পারি, আর মনে কর্‌লে সৎ-কাজেও লওয়াতে পারি। আমরা এই পরস্পরে বলাবলি কচ্ছিলুম,—আমরা যার যার সঙ্গে কথা কয়েছি, সকলেই আমাদের কথা শুনে প্রথমে আশ্চর্য্য হয়ে গেল,—বিলাস-চক্ষে না দেখে উপাসনার চক্ষে আমাদের দেখ্‌লে। আমাদের প্রতি অনুরাগ শতগুণে বৃদ্ধি হয়েছে বলে বোধ হ'ল। তুমি ওদের সঙ্গে কথা কইলে ঠিকটী বুঝতে পার্‌বে।

বৈষ্ণবী। (দূরস্থিত যুবাগণের প্রতি) ওহে এসোই না, এত পরামর্শটা কিসের? এসো না বসো, একটু আমোদ করি।

২ যুবা। দেবী! যদি দিন পাই, আমোদ কর্‌বো, তোম্‌রা প্রকৃত আমোদের বস্তু! আমরা বুঝ্‌তে পেরেছি, আমরা কাপুরুষ। তোম্‌রা বেশ্যা নও—দেবাঙ্গনা, আমাদের মনুষ্যত্ব দান কর্‌তে পৃথিবীতে অবতীর্ণা হয়েছ। পারি যদি মনুষ্য ব'লে পরিচয় দেবো,—নচেৎ অস্থি মাংসের ভার আর বহন কর্‌বো না। জয় সৎনামের জয়!

সকলে। জয় সৎনামের জয়!

সকলে। গীত

ঢালিব রুধির জননী পিপাসিতা,
দানিতে শোণিত সজ্জিতা দুহিতা,
কীর্ত্তিদাত্রী প্রসীদ।
কঠোর নিনাদিনী নারী রণাঙ্গনে,
সনাতন কেতন উড়িবে গগনে,
সন্তান পূজিবে পণ তরবারী,
কুসুম চন্দন অর্পিবে নারী,
প্রজ্জ্বলিত হৃদি আরতি কারণ,
ধূপ দীর্ঘশ্বাস অনল বরিষণ,
অর্ঘ্য-সলিল যবন-রক্ত-হ্রদ,
রঙ্গিনী নর্ত্তন ভীষণ আমোদ,
কীর্ত্তিদাত্রী প্রসীদ॥

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

পরশুরামের গুপ্তমন্ত্রণা-গৃহ

যবনবেশে পরশুরাম ও অন্যান্য সৎনামীগণ

পরশু। ভাই, তোমরা আমায় মার্জ্জনা ক'র। তোমরা জনে জনে বীরপুরুষ, যথার্থ সৎনামের উপাসক, কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছ। তোমাদের পরীক্ষা ক'রে বুঝ্‌লেম, যে নিষ্ঠুর যবন কোন প্রকার যন্ত্রণা দিয়ে তোমাদের নিকট আমাদের গুহ্যমন্ত্রণা জান্‌তে পার্‌বে না। এ বিষম সময়ে পরীক্ষা আবশ্যক বলেই উৎকট পরীক্ষা করেছি। তোমরা মার্জ্জনা কর।

১ সৎ। পরশুরাম, কেন কুণ্ঠিত হ'চ্ছ?

পরস্পরের প্রতি অটল বিশ্বাস ব্যতীত এ কার্য্য কখনোই উদ্ধার হবে না। তোমার পরীক্ষা দ্বারা আমরা বুঝেছি, মৃত্যুভয়ে, যন্ত্রণাভয়ে, সৎনামী-যুবা যবনের অধীন হবে না।

দুইজন যবনপাইকবেশী সৎনামীসহ বন্দী-অবস্থায় যবনবেশী চরণদাসের প্রবেশ

১ য-পাইক। সর্দ্দার, এ ব্যক্তি সৎনামী, রাজদ্রোহী, সৎনামী পরশুরামের অনুসন্ধান কচ্ছে।

পরশু। কে তুমি?

চরণ। মোল্লার ছাওয়াল।

পরশু। তুমি হিন্দু—সৎনামী,—প্রাণভয়ে মিথ্যা কথা ক'চ্ছ; কিন্তু মিথ্যায় কোন ফল হবে না; যদি জীবনে প্রয়াস থাকে, সত্য বল; নচেৎ অগ্নিদ্বারা তোমায় দগ্ধ ক'রে বধ কর্‌বো।

চরণ। মোল্লার ব্যাটা, সাতপুরুষে মিছে জানি নে। করিমবক্স মোর ফুপু, কালুমিঞার বেটী মোর বাপের নিকে। হৈ আল্লা, মুই মিছে জানি নে।

পরশু। তুমি হিন্দু।

চরণ। আরে হিন্দুর বাপের ভিটে চষি।

পরশু। তুমি সৎনাম উপাসক।

চরণ। (কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া) তোবা—তোবা!

পরশু। আমাদের নিকট তোমার প্রতারণা চল্‌বে না; সত্য কথা বলো যদি, নিস্তার পেলেও পেতে পারো। তুমি কোন্ সৎনামীর চর বলো? নচেৎ তোমার মুখে গোমাংস দিয়ে, ধর্ম্মনষ্ট কর্‌বো, তারপর জীবন্ত কবর দেবো। ধর্ম্ম যাবে—প্রাণ যাবে।

চরণ। আরে এ তো জোয়ান ব্যাটার কাজ কর্‌বে। গুগ্‌লির ভার্‌তা খাই, গোমাংস কি খাতি পাই। আর কবর দিতি চাচ্চ', বড় ব্যাটার কাজ কচ্চো।

পরশু। তুমি মুসলমান।

চরণ। তোমার মাসির সাথ নিকে করে দিয়ে পর্‌কে নাও।

পরশু। এখনো ব্যঙ্গ ক'চ্ছ?

চরণ। না—নিকে কর্‌বার মোর বড় সখ! তোমার বুন কি বেটী যে ক'টা জোয়ান থাকে, সকলকে কর্‌তি পারি। মোদের সাতপুরুষে নিকে হয় নি, সাদির ক্ষোভটা মিটিয়ে নি।

পরশু। পাইক, এর দশ আঙ্গুলীতে তৈলাক্ত বস্ত্রখণ্ড বেষ্টন ক'রে অগ্নি দাও।

চরণ। আর কানি খোঁজ্‌বে কনে? আমার এই কাপড় ছিড়ে দশ আঙ্গুলে জড়াও, আর বাতিটে এগিয়ে দাও, আমি দশ আঙ্গুলে রোশনাই করে, তোমাদের মাসিকে নিকে কর্‌তি যাই।

১ সৎ। ম'শায় এ কাফের, অগ্নিতে পোড়ালে এর ধর্ম্মনষ্ট হবে না; এর মুখে গোমাংস দিয়ে, কবর দেওয়া যাক্!

চরণ। এক ঘটী ঠাণ্ডা পাণি এনো, মাংস খেয়ে একটু পাণি খাবো কি না? তারপর কবর দে গিয়ে নরকে উঠে তোমার সাতপুরুষের সাত্ আলাপ কর্‌বো।

পরশু। তুমি সৎনামী নও?

চরণ। আমি চাচার পোলা—সৎনামী হলাম কবে?

পরশু। আচ্ছা, এই কাগজে 'সৎনাম' লেখা আছে, এতে পা দাও।

চরণ। এই তো দেলাম,—তোমার বেটী এনে সাদি দাও।

পরশু। তুমি বড় সয়তান, আচ্ছা তোমার ব্যঙ্গ এখনি দূর হবে, খাও—এই গোমাংস খাও।

চরণ। পেট্‌টা বড় ভার আছে, এই জিবে ঠেকাই, তা'তেই তোমার চৌদ্দপুরুষের কাজ হবে।

২ সৎ। সত্যই তুমি মুসলমান?

চরণ। আরে তোমার তালুই, চিন্‌তি পাচ্ছ না? আহা তোমার দাদী যখন ছ্যালো, কত আস্‌নাই করেছি।

পরশু। এখনো বিদ্রূপ? দাও এরে কবর দাও। দেখো এই কবরে তোমার মতন পাঁচজন সৎনামী আছে, কবরের ভিতর রাজবিরুদ্ধে মন্ত্রণা করগে।

চরণ। আহা তোমার নানীকে পেলে বড় যুৎ হতো, নিরিবিলি কবরের মধ্যে আলাপ কর্‌তাম। ধর্‌ছো ক্যান? মাটী চাপ দেবে? এই আমি উল্‌ছি। (কবরে প্রবেশোদ্যত)

পরশু। এখনো বল?

চরণ। আহা মামু ব্যাশ আছি, দাও না দুমুটো মাটী ফেলে। ব'কে কেন মুখ শুকুচ্ছো, কবর দিয়ে ব্যাটার কাজ ক'রে চলে যাও।

পরশু। দাও—কবর চাপা দাও। (কবর বন্ধকরণ) পরীক্ষা হয়েছে, শীগ্‌গির খোলো, শীগ্‌গির খোলো—বিলম্ব হ'লে মারা যাবে।

চরণকে বাহিরকরণ

চরণ। কি—চাচা—তোল্লে যে?

পরশু। কবরে তোমার উপযুক্ত শাস্তি হবে না। অখেরে চর্ম্ম খুলে নিয়ে বধ করবো।

চরণ। আর এক কাজ কর্‌বা? খুব আমোদ হবে। গজাল ফুটিয়ে ফুটিয়ে মার্‌বা? তা তোমার যেমন সখ, তেম্‌নি করো, আমার মানা নাই, চাম খলি নিতি চাও—খোলো।

পরশু। কে তুমি?

চরণ। তোমার ফুপু।

পরশু। মহাশয়, স্বরূপ পরিচয় দেন, দেখুন আমরা যবন নই। এ অধমের নাম পরশুরাম, আমার তত্ত্ব কেন কচ্চেন? আপনাকে যন্ত্রণা দিয়েছি, মার্জ্জনা কর্‌বেন।

চরণ। পরশুরাম ঠাকুর, ওতে কিছু মনে ক'রো না, কিছু মনে ক'রো না, মরাটা কতক অভ্যাস হলো। রণেন্দ্রঠাকুর তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌তে চান। তুমি সৎনামী না যবনের চর—আমি সন্ধান কর্‌তে এসেছিলেম।

১ সৎ। কে রণেন্দ্র? সেই মহাপুরুষই আমায় এই কার্য্যে ব্রতী করেন।

পরশু। সে মহাত্মার নাম আমি শুনেছি। দাসের প্রতি কি তাঁর আজ্ঞা বলুন?

চরণ। ঠাকুর, সে পরামর্শ তোমরা দু'জনে ক'রো।

পরশু। কোথায় তাঁর দর্শন পাবো?

চরণ। তুমি যেথায় বলো, তিনি তোমার নিকট আস্‌বেন।

পরশু। নগরপ্রান্তে বিকট শ্মশান, সে স্থানে মনুষ্যের সমাগম নাই;—আজ রাত্রি দ্বিপ্রহরে আমরা তথায় উপস্থিত থাক্‌বো, অনুগ্রহ ক'রে তথায় উপস্থিত হ'লে আমার দেখা পাবেন।

১ য-পাইক। মহাশয়, আপনি প্রকৃত সৎনাম-উপাসক আমি বুঝ্‌তে পেরেছি; কিন্তু আপনি 'সৎনামের' উপর পদার্পণ কর্‌লেন? সত্য বটে তাতে সৎনাম লেখা ছিল না, কিন্তু তা তো আপনি অবগত ছিলেন না?

চরণ। মহাশয়, আমার গুরুদেব বলেন, যে, বিধর্ম্মীর কাছে ইষ্টদেবতা গোপন কর্‌বার নিমিত্ত, ইষ্টনামের উপরও পা দেওয়া কর্ত্তব্য। যে পাতক হয়, অগ্নিতে পা দগ্ধ কর্‌লেই প্রায়শ্চিত্ত হয়।

২ য-পাইক। হ্যা—এরূপ নিয়ম আমাদের হিন্দুর মধ্যে বটে; শুনেছি, এরূপ কঠোর প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন নাই।

চরণ। হ্যাঁ নাই বটে, কিন্তু মনটাও খুঁত খুঁত করে।

১ য-পাইক। কিন্তু যদিচ আমরা গো-মাংস দিই নাই, আপনি তো গোমাংসজ্ঞানে জিহ্বায় স্পর্শ কর্‌লেন?

চরণ। গোমাংস মুখে দিয়ে যদি গুরুতর পাপ হয়, সে পাপে আমারই নরক হবে, কিন্তু গুহ্যমন্ত্রণা ব্যক্ত হবে না। কিন্তু আপনি নরকে যাবো, এই ভয়ে বিশ্বাসঘাতকতা কর্‌বো, এরূপ উপদেশ আমার নয়। নরকে কি যন্ত্রণা আছে জানি নে। কিন্তু ধরুন গোমাংস না স্পর্শ কর্‌লে ঘোরতর নরক যন্ত্রণা এড়াতেম। তারপর আত্মগ্লানি! সে নরকের হাতে কি ক'রে বাঁচতেম? আত্মগ্লানির অপেক্ষা নরক শতগুণে শ্রেষ্ঠ।

১ সৎ। দেখ্‌লেম,—আপনার মৃত্যুভয় নাই, যন্ত্রণার ভয় নাই। গোমাংস না স্পর্শ কর্‌লে, ধরুন আমরা না হয় আপনার প্রাণবধ কর্‌তেম। মর্‌তেন বটে, কিন্তু আপনার তো মহাপাপ হতো না।

চরণ। যদি আপনারা সত্য মুসলমান হতেন, আমি গোমাংস না স্পর্শ কর্‌লে তার প্রথম ফল কি হতো জানেন?—আপনারা জান্‌তেন আমি হিন্দু; আরো জান্‌তেন হিন্দুরা চর পাঠায়। আমায় গোমাংস দিয়ে বধ কর্‌লে, আপনারা মনে মনে ধোঁকা খেতেন,—মনে সন্দেহ হতো, আমি বা সত্যই মুসলমান। আর একজন হিন্দু-চরকে বধ কর্‌তে মনে ধোঁকা হত। তারপর আমি তো ধরা দিয়ে মরতে আসি নাই, যে আপনারা মেরে ফেল্‌লে নিশ্চিন্ত হতেম। আমি এসেছি, সৎনামের

কাজে—তোমাদের সন্ধান নিতে—মরে তো ভূত হয়ে সংবাদ দিতে পার্‌তেম না। কাজ কর্‌তে এসেছি, যাতে না মারা পড়ি, সেই চেষ্টাই করেছি।

পরশু। মহাশয়, আপনি প্রকৃত মুক্তাত্মা, কর্ম্মযোগসিদ্ধ মহাপুরুষ। কার্য্যই আপনার উদ্দেশ্য, কার্য্যই আপনার জীবন, আপনি ফলাফল জ্ঞানশূন্য—নরকেরও আপনি ভয় রাখেন না।

চরণ। যখন সৎনামের আশ্রয় অবলম্বন করেছ, তখন তোম্‌রাও জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ, তোমাদেরও নরকের ভয় নাই। আমাদের হিন্দুর মধ্যে বিড়ম্বনা কি জানো? মুসলমানকে আক্রমণ করে না কেন জানো?

১ য-পাইক। মুসলমান বলবান্‌—এই ভয়ে।

চরণ। না। মৃত্যুভয় হিন্দুর নাই। বাঙ্গালী বলে এক জাতি হিন্দু আছে, জগৎ জুড়ে যাদের ভীরু ব'লে জানে, তাদেরও দেখেছি, মৃত্যুকাল উপস্থিত হ'লে, জাহ্নবীতীরে নিয়ে যেতে উৎসাহের সহিত স্বজনকে অনুরোধ করে। হিন্দুর ভয় কি জানো?—যবনের হাতে মরে পাছে অপঘাত মৃত্যু হয়! হায় হায়, যদি এই সংস্কার দূর হয়, যদি গীতার প্রকৃত মর্ম্ম হিন্দুরা হৃদয়ে স্থান দেয়, তা হ'লে বুঝ্‌তে পারে, যে আত্মরক্ষার জন্য, স্বগণ রক্ষার জন্য, দেশের জন্য, ধর্ম্মস্থাপনের জন্য, যবনবিরোধী হ'য়ে প্রাণ দিলে, কোটী জীবন গঙ্গায় সজ্ঞান মৃত্যুর ফল হয়। হায় হায়, এ ধারণা হিন্দুর হৃদয়ে স্থান পেলে, ভারত অজেয় হতো। অযথা শাস্ত্রব্যাখ্যায় দেশ উৎসন্ন গেল।

পরশু। মহাশয়, আপনিই যথার্থ হিন্দু, যথার্থই শাস্ত্রজ্ঞ। জয় সৎনামের জয়!

সকলে। জয় সৎনামের জয়!

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

নগরপ্রান্তস্থ বনসংলগ্ন শ্মশান

সোহিনী ও বৈষ্ণবী

সোহিনী। সঙ্গে লয়ে রঙ্গিণী সঙ্গিণী
করিলে অদ্ভুত রঙ্গ তুমি মা রঙ্গিণী।
ঘরে ঘরে করিয়ে ভ্রমণ,
তব উপদেশ মত কহিয়ে বচন—
মন্ত্রসম শক্তি যে কথার—
উত্তেজিত করিয়াছি হিন্দু-কুলাঙ্গণা;—
ঘরে ঘরে পতি-পুত্রে করে উত্তেজনা
হইতে যবন-বাদী।
নাহি মৃত্যুভয়,
গায় মুখে সৎনামের জয়—
ভয়শূন্য ভীরু-হৃদি নারীর উৎসাহে।
মনে ছিল কাশীধামে ত্যজিব জীবন।
কিন্তু শুনি তোমার বচন,
সে বাসনা নাহি আর,
যথাসাধ্য হব' তব কার্য্যে অনুকূল।
ক্ষুদ্র কার্য্য আমা হ'তে হলে সমাধান,
ভাবিব মা সার্থক জনম।
মরি যদি যবনের করে,
কৈবল্য করিব লাভ জেনেছি নিশ্চয়।
বুঝিয়াছি কথায় তোমার,
যাগ-যজ্ঞ তপ-জপ নাহি কিছু হেন
মাতৃভূমি পূজা সম।
আছে বহু রত্নধন—কর মা গ্রহণ,
অর্জ্জন সফল হবে তব কার্য্য-ব্যয়ে।

বৈষ্ণবী। একা তুমি করেছ মা অসাধ্য সাধন;
তব সজীব বচনে—
কুলাঙ্গনা বীরাঙ্গনা পুনঃ হিন্দুস্থানে।
প্রতি গৃহে গৃহে,
প্রত্যেক কুটীরে দানিয়াছ উপদেশ,
হিন্দুকুল নারী, যেই উপদেশ-বলে
করিয়াছে উত্তেজনা
পিতা-পুত্র-স্বামী-ভ্রাতাগণে।
অদ্ভুত প্রভাব তব;—
আবাল-বণিতা-বৃদ্ধ স্বদেশ বৎসল
তব মহামন্ত্র-দীক্ষা-লাভে মাতঃ!
হ'লে প্রয়োজন অর্থ তব করিব গ্রহণ।

পরশুরাম ও যুবকযুবতীগণের প্রবেশ

বৈষ্ণবী। আসিতেছে বীর্য্যবান সৎনামী সন্তান,
পরশুরাম সনে মন্ত্রণা কারণে।
দিতে হবে মহাত্মায় কার্য্য-পরিচয়,
প্রস্তুত কি আমরা সকলে?

রঘুনাথ। দিব কিবা পরিচয় নাহি জানি।
কিন্তু সৎনামের পূজাহেতু জীবন অর্পণে

সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞ সবে তব উপদেশে;—
দেবী তুমি, সেবক আমরা সবে।
সাধ্যমত তব উপদেশ-বাণী
প্রচার করেছি ঘরে ঘরে।
আবাল-বণিতা-বৃদ্ধ
উত্তেজিত সে মন্ত্রপ্রভাবে।

চরণদাসের প্রবেশ

চরণ। (স্বগত) কে আর এমন ছুঁড়ী আছে যে ছোঁড়া মাতাবে? মহান্তর দিগ্বিজয়ী কন্যা আছেই আছে।

১ যুবা। এ কি!—ইনি কি রণেন্দ্র?

পরশু। না, ইনি একজন সৎনামী মহাপুরুষ, পরিচয় হ'লেই বুঝতে পারবেন। বড় সুরসিক লোক, কথা কয়েই দেখুন না।

১ যুবা। কি হে নাগর, বড় খর যে, কে বট?

চরণ। নাগর বটি।

২ যুবা। নাগর, কোন নাগরীর উপর ঝোঁক ক'রে?

চরণ। দাঁড়াও দোকানে এসেছি, মাল বুঝে-সুঝে নি।

৩ যুবা। (যুবতীগণকে লক্ষ্য করিয়া) ওহে, তোমাদের ভারি খদ্দের জুটেছে।

চরণ। (জনৈক যুবতীকে দেখিয়া) এ স্যাওড়া গাছে চড়বার মত বটে, কিন্তু কই এ না।

২ যুবা। কি নাগর, পছন্দ হলো না?

চরণ। না এর ছোট জান, স্যাওড়া গাছে থাকে। (২য় যুবতীকে দেখিয়া) তোমার তালগাছে জান বটে, কিন্তু তোমার কর্ম্ম নয়, সে দস্যি ছুঁড়ীর পাল্লা দিতে পারবে না।

২ যুবতী। আমায় দেখ না?

চরণ। আমি তো গুয়েপেত্নী খুঁজ্‌তে আসি নি।

৩ যুবা। কি হে, এরেও পছন্দ হলো না?

চরণ। আরে র'সো র'সো—কুৎ কর্‌চি। (বৈষ্ণবীর প্রতি) হ্যাঁ এই বটে, গয়না গাঁটী পরে মাসখেকো চেহারা করেছিস বটে। খুব চটক ফিরিয়েছিস!

বৈষ্ণবী। কি চটক ফিরিয়েছি?

চরণ। গাছকোমর বেঁধে অশথগাছে থাক্‌তিস্ তো?

বৈষ্ণবী। তোর কি চোখ নাই? আমি কি অশথগাছে থাক্‌বার মত?

চরণ। বটে বটে, এখন বাঁশবনে শ্মশানে থাকিস?

বৈষ্ণবী। আমি অট্টালিকায় থাকি, বাঁশবনে থাক্‌বো কেন?

চরণ। তোর স্বভাব, এই যে দিব্যি অট্টালিকায় বসেছ।

বৈষ্ণবী। তা তুই আমার কাছে কেন এসেছিস্?

চরণ। এখনো গাছে চড়িস্ কিনা দেখ্‌তে।

বৈষ্ণবী। তোর এত গরজ কেন?

চরণ। আছে গরজ, নইলে গেছো মেয়ের খোঁজ করি। তোরে ঝোঁপে-ঝাঁপে, খুঁজে খুঁজে দু'শো শ্যাল তাড়িয়েছি, আর বটগাছ, অশথগাছের ডালে বাদর বস্‌তে দিই নাই,—তড়াক্ তড়াক্ ক'রে, রূপি হয়ে ডালে ডালে লাফ্ মেরেছি,—কি ভোলই ফিরিয়েছিস্!

বৈষ্ণবী। এঃ—এ ক্ষ্যাপা!

চরণ। ক্ষ্যাপা বই কি! আমি কি তার দেখি নে, তুই যখন আনাচেকানাচে, ঝোপেঝাপে, ডালেডোলে বেড়াতিস, তখন তোর এক চটক ছিলো,—তোর হাস্যবদন ছিলো, ছুঁড়ী ছুঁড়ীর মত ছিলি; একটু বেতালা ছিলি বটে, কিন্তু এখন যেন কিম্ভূতকিমাকার হয়েছিস্। আমি বুঝতে পাচ্ছি নে, তুই তখন পাগ্‌লি ছিলি, না এখন পাগ্‌লি হয়েছিস?

বৈষ্ণবী। তবে তোমার পছন্দ হয়েছে?

চরণ। আমি তো আর বলদচাপা শিব নই, যে বুক পেতে দেবো, আর রণ-রঙ্গিণী টিপ্ টিপ্ ক'রে নাচবে। তোরা দেখ্‌ছিস্ কি, ও পালে পালে নরবলী খাবে, তবে রণ-রঙ্গিণী ঠাণ্ডা হবে।

পরশু। (চরণের প্রতি) কই মহাশয়, সৎনামশ্রেষ্ঠ রণেন্দ্র কোথায়?

চরণ। এইবার আপনাকে একটু মাপ করতে হচ্ছে। আমার একটু ধোঁকা হয়েছিল, যে, তখন মুসলমান সেজেছিলেন কি হিন্দু সেজেছিলেন? তাই রণু ঠাকুরকে একটু

তফাতে রেখে তত্ত্ব নিতে এসেছি। এখন সে সন্দেহ দূর হয়েছে।

পরশু। কিসে?

চরণ। এই মহিষমর্দ্দিনীকে দেখে। (উচ্চ-কণ্ঠে) জয় সৎনাম!

রণেন্দ্রের প্রবেশ

পরশু। এই কি সে মহামতি রণেন্দ্র সুধীর?
রণেন্দ্র। রণেন্দ্র এ দাস।
পরশু। স্বাগত এ সৎনাম-প্রধান!
পরশুরাম অধমের নাম,
আছি সব তব এ প্রতীক্ষায়,
তব সুমন্ত্রণা মত কার্য্যে হব রত।
রণেন্দ্র। মহাশয়, ঘুচাও সংশয়—
কেবা এ রমণীবৃন্দ হেরি?
মন্ত্রণায় নারী কি কারণ?
কুলাঙ্গনা এ'রা কি সকলে?
বেশে নাহি পাই পরিচয়,
বেশভূষা বেশ্যা সম সবাকার!
বৈষ্ণবী। বারাঙ্গনা, নহে কুলাঙ্গনা,;
কিন্তু সৎনাম-আশ্রিত—
ব্রত সৎনামের সেবা।
উষ্ণ রক্ত-স্রোত বহে ধমনীতে,
বহে যথা পুরুষশরীরে।
ধন, মান, প্রাণদানে প্রস্তুত সকলে,
প্রস্তুত যেমতি—যত
সৎনাম-আশ্রিত কার্য্যব্রত যুবকমণ্ডলী।
রণেন্দ্র। এ কি আঁখির বিভ্রম,
কিম্বা সত্য তুই বৈষ্ণবী সম্মুখে!
কালামুখী, বেশ্যা বলি দিলি পরিচয়,
নাহি হ'ল লজ্জার উদয়?
শত ধিক্ জনমে এবে তোর!
ধরি পিতার চরণ,
পিতৃ-রক্ত স্থাপিয়া মাথায়
প্রতিজ্ঞা করিলি কলঙ্কিনী—
পরিণাম এই কি রে তার?
প্রত্যয় না হয়—সত্য কি বৈষ্ণবী?—
কিম্বা কোন' পিশাচী আসিয়ে,
সে আকার করিয়ে ধারণ—
শেলাঘাত করে বুকে!
বল ভগ্নী, বল—রাখো প্রাণ—
কর বেশ্যাভান বুঝিতে আমার মন!
জন্ম তব গুরুর ঔরসে,
মহাদেবী গুরুপত্নী তোমার জননী,
নহ' বেশ্যা তুমি;
কহ, এসেছ কি উদ্দেশ্য-সাধনে?
প্রতারণা কেন ভ্রাতা সনে?
বৈষ্ণবী। সত্য তব অনুমান,
নহি নহি উদ্দেশ্য-বিহীনা।
কিন্তু জেনো বেশ মম নহে প্রতারণা।
এতদিন বেশ্যাগৃহে হয়েছি পালিতা,
শিখেছি মোহিনী-বিদ্যা বেশ্যার যেমন,
দীক্ষাদাত্রী বৃদ্ধা ঘোপ হের।
রণেন্দ্র। কুল-কলঙ্কিনী দূর হ' পাপিনী!
এই হেতু পরিণয় অস্বীকার তোর?
নিত্য নব যুবা-প্রেম আশে?
এই হেতু,
উদ্বাহের নামে, হয়েছিলি গৃহত্যাগী?
বৃক্ষমূলে, নদীকূলে বসিয়ে বিরলে,
বুঝি তোর এই ছিল ধ্যান?
চাহিয়ে আকাশ পানে,
হ'ত বুঝি সাধ তোর মনে,
পক্ষী সম উড়ি দেশে দেশে—
মজাইবি যুবজনে?
গুরুদেব—গুরুদেব!
প্রতিশোধ হ'ল না তোমার—
অক্ষম সন্তান তব!
কখনো করনি কোন দক্ষিণা গ্রহণ,
নন্দিনীর রক্ষাভার দিয়েছ কেবল।
কিন্তু বিফল জীবন—
নারিলাম গুরু-আজ্ঞা করিতে পালন,
কুলটা দুহিতা তব।
কি হেতু উদ্যম—দিব প্রাণ বিসর্জ্জন!
বৈষ্ণবী। ত্যজ খেদ্ শুন ভ্রাতা স্বরূপ বচন।
বেশ্যাগৃহে হয়েছি পালন,
বেশ্যার মোহিনী-বিদ্যা করেছি অর্জ্জন,
জেনো তব উচ্চ কার্য্য করিতে সাধন,
নহে দেহ দানে ইন্দ্রিয়-তৃষায়।
কার সাধ্য স্পর্শে মম কায়,
কৌমার নন্দিনী আমি!
নেহার সঙ্গিনী—
কৌমারীর অনুচরী ভীষণা যোগিনী!
সত্য বটে কলুষিত কায়;—
কিন্তু উচ্চ কামনায়,

মাতৃভূমি পূজা হেতু উৎসাহ-অনলে,
মহাপাপ দগ্ধ এ সবার।
কার্য্যফলে বুঝিবে এখনি।
কিন্তু ভ্রাতঃ সত্য যদি হই কলঙ্কিনী,
হয়ে থাকো প্রভু-আজ্ঞা পালনে অক্ষম,
প্রায়শ্চিত্ত হবে কিবা জীবন অর্পণে?
যেই মহাকার্য্যে ব্রতী তুমি,
কার তরে করিবারে চাও পরিহার,
গুরুকন্যা হেতু?
সামান্য এ বিঘ্ন তব উচ্চ কার্য্যে বাদী!
শুন ভ্রাতা মমতা না করিলে বর্জ্জন,
অন্য লক্ষ্য রাখিলে জীবনে,
স্বকার্য্য না হইবে উদ্ধার।
মজে যদি মজুক সকলি,
হয় হোক বারাঙ্গনাপূর্ণ মাতৃভূমি,
হয় হোক কাপুরুষ হিন্দুস্থানবাসী,
অসহায়, একা কর, কার্য্যের উদ্দম,
অপেক্ষা রেখো না তুমি কারো।
পরাপেক্ষা সম,
কার্য্যক্ষেত্রে হেন বিঘ্ন নাহিক দ্বিতীয়।
রণেন্দ্র। কথা তোর নির্ম্মলাত্মা প্রবীণা সমান।
শিখেছিস্ বেশ্যার আচার—
বহু বাক্-নিপুণতা।
কিন্তু তোর কুৎসিতা প্রকৃতি—
কুলটার রীতি—
সমাগম যুবাবৃন্দ দিতেছে প্রমাণ।
ধিক্ তোরে—বধ্য নহ গুরুর দুহিতা!
বৈষ্ণবী। স্থির হও কর' অবধান।
সমাগত যুবাবৃন্দ করিবে প্রমাণ,
কিবা কার্য্যে বারাঙ্গনারূপা ভগ্নী তব।
জান কি, কি শিক্ষা মম বেশ্যা-উপদেশে?
প্রেম-আশা মমতায় দিতে বলিদান!
ধনার্জ্জনে বেশ্যা করে প্রেম পরিহার—
মমতা না স্পর্শে বেশ্যা-হৃদে—
ধন লক্ষ্য—লক্ষভ্রষ্ট না হয় কদাপি।
বেশ্যার দীক্ষায় লক্ষ্য প্রতি পূর্ণদৃষ্টি মম।
লবণাক্ত সাগরে ডুবিয়ে,
দৃঢ় পণ—অমূল্যরতন—করেছি অর্জ্জন।
ভার তব গুরুহত্যা প্রতিবিধিৎসার।
হের তোমা সম দৃঢ়ব্রত যুবকমণ্ডলী।
রাজপুত্র নেহার সম্মুখে,
প্রেম-আশে এসেছিল মহাজন,
আত্মতত্ত্ব জানে না তখন,
হের সে কামুক যুবা স্বদেশ-বৎসল!
অধীনস্থ দ্বিসহস্র সৎনামী লইয়ে
যবন বিরুদ্ধে রণে দিব যোগদান।
রঘুরাম। মহাশয়, এই দেবীর দীক্ষায়, সৎনামের সেবায় এ অধম জীবন উৎসর্গ করেছে। পরীক্ষা করুন।
বৈষ্ণবী। হের জনে জনে উচ্চবংশ জাত,
কায়মনোবাক্যে সবে মহাকার্য্যে রত।
বিংশতি সহস্র সেনা যবন বিরোধী,
হবে এ যুবকবৃন্দ ইঙ্গিতে চালিত।
নদীকূলে, বৃক্ষমূলে বসিয়ে বিরলে,
দেখিতাম যেই ছবি অঙ্কিত আকাশে,
বুঝি নাই মর্ম্ম তার কৈশোর যখন।
এবে খুলিয়াছে মম তৃতীয় নয়ন,
পাইয়াছি কৌমারী মাতার দরশন।
রতি-কাম ভৃত্য মম কৌমারী-কৃপায়।
নহি কলঙ্কিনী আমি, নেহার বদনে:—
দেখ স্থির দৃষ্টে—
বেশে কি করেছে আবরণ,
দারুণ শোণিত-তৃষা?
দেখ নাকি কি অগ্নি মম জ্বলে চারপাশে?
ভস্ম হবে প্রেম-আশে আসিলে নিকটে!
আজি হবে কৌমারীর পূজা অবসান,
ভৈরবী পূজায় ভাই কর যোগদান।
দেখ' দেখ' শক্তিকরা শিখি-বিহারিণী—
প্রতিষ্ঠিতা অস্থিবেদী 'পরে;
নেহার পতাকা শিখীপদতলে স্থিত;
ওই জাতীয় কেতন—
নারী করে করিবে ধারণ,
সঙ্গে সঙ্গে ভীষণা সঙ্গিনী
ভেদিতে যবন-ব্যূহ—পথ-প্রদর্শিনী।
ছিল বেশ্যা—দেবী এবে হের যত নারী,
মাতার কিঙ্করী—
জনে জনে মোহিনী-প্রভাবে
ইন্দ্রিয়-আসক্ত-করে দেছে তরবারী।
পরশু। মহাশয়, সন্দেহ দূর করুন। এই দেবীর প্রভাবে যবনের অঙ্গে অস্ত্রচালনে সাহসী হয়েছিলেম। এ তেজস্বিনী দেবী-অঙ্গ অপেক্ষা অনল শীতল, এঁকে কলঙ্কিনী জ্ঞান করবেন না। দেবীলীলা দেবতারাই অবগত,—আমরা কি বুঝবো? কি রঙ্গে বারাঙ্গনা বেশ

ধারণ করেছেন, তা আমাদের জান্‌বার প্রয়োজন নাই। এই সমাগত যুবকমণ্ডলী, আপনার অধীন; আপনি আজ্ঞা করুন,—আজ্ঞানুসারে আমরা কার্য্যসাধনের চেষ্টা পাই।

রণেন্দ্র। কর' মাৰ্জ্জনা ভগিনী,
স্নেহবশে কহিয়াছি কুবচন।

বৈষ্ণবী। মহাত্মন্, গুরুভক্ত, স্বদেশবৎসল,
শতঋণী আশৈশব তোমার নিকটে,
কনিষ্ঠা তোমার।
আগত ত্রিযাম—
পূজার সময় উপস্থিত,
মহাশক্তি পূজার সময়।
কৌমারী মাতার আজ্ঞা ধরি শিরোপরে,
কল্য করি যবন নিধন।
জয় সৎনামের জয়!

রণেন্দ্র। বুঝেছি ভগিনী—
নারীদেহে অবতীর্ণা কৌমারী-জননী!

বৈষ্ণবী। মাতা শিখী-বিহারিণী!
সমাগত নন্দন-নন্দিনী;
অধিষ্ঠাত্রী উরগো হৃদয়ে,
প্রসীদ প্রসন্নময়ী,
নাশিতে যবনে আদেশ' সন্তানে—
বর দেহ বরাননী হই রণজয়ী।

সকলে। গীত

জয় কৌমারী কোমুদীবরণে।
বিকসিত চিত-কোকনদে পদ শরণে॥
শক্তি-সঙ্গিনী, শক্তি স্বরূপা,
সমর-রঙ্গিনী রুধির-লোলুপা;
জয়দে ভীষণা, ময়ুর-আসনা,
জয়কারিণী, ভয়হারিণী,
শক্তিধারিণী অসুর-বাহিনী হরণে॥

বৈষ্ণবী। (ধ্যানস্থ অবস্থায়)
শুন শুন সৎনাম সন্তান
মাতার আদেশ শুন;—
নেতৃ-পদে অধিষ্ঠিত কহ কে হইবে?
কর এই মুকুট গ্রহণ।
কিন্তু সাবধান!—
শিরে যেই ধরিবে কিরীট,
মমতা কদাপি নাহি স্থান পায় হৃদে,
বৃদ্ধ নারী বালক নিধনে
নাহি হয় বিচঞ্চল।
কৌমারী মাতার এই কিরীট-প্রসাদ
ধর শিরে কামজয়ী বীর;—
সাবধান!
রমণী-কটাক্ষ বক্ষে না করে প্রবেশ!
সৎনামের প্রিয় পুত্র পর' শিরোপরে।

রণেন্দ্র। মহাত্মা পরশুরাম, আপনি গ্রহণ করুন।

পরশু। মহাশয়, আমার মস্তকে মুকুট কলুষিত হবে,—আমি বেশ্যার দাস ছিলেম।

রণেন্দ্র। মহাশয়, আপনারা জনে জনে বীর অবতার; আপনাদের মধ্যে যিনি বিবাহ করেন নাই, তিনি এই মুকুট গ্রহণ ক'রে, আমাদের নেতা হোন্। দেবী সম্মুখে আমি শপথ কচ্ছি, দাসভাবে আমি তাঁর অনুগামী হ'ব।

রঘুরাম। হে বীরশ্রেষ্ঠ, আমাদের মধ্যে অনেকেই কুমার আছেন। কিন্তু বেশ্যার প্রেম-লালসায় এসে আমরা দেবী দর্শন পেয়েছি, মনের অবস্থা এখন' আমরা সম্পূর্ণ বুঝতে পারি নাই। কি জানি, যদি পতন হয়, মুকুট কলুষিত হবে, দেবীর অভিশাপগ্রস্ত হ'বো, সৎনাম সম্প্রদায় উৎসন্ন যাবে। আপনি এই মুকুট গ্রহণ করুন।

রণেন্দ্র। ভাল, যদি সকলের অভিমত হয়, আমি গ্রহণ কর্‌লেম। দেবীর সম্মুখে আমার শপথ,—যদি আমার কৌমারব্রত ভঙ্গ হয়, যেন সম্মুখযুদ্ধ পরিত্যাগ ক'রে, যবনের দাস হ'য়ে কাপুরুষের ন্যায় যবনহস্তে নিধন হই। আমি এই মুকুট গ্রহণ কর্‌লেম। (মুকুট ধারণ)

বৈষ্ণবী। কি কর্‌লে—কি কর্‌লে! দেবীর নিকট শক্তি প্রার্থনা কর্‌লে না! দেবীকে প্রণাম ক'রে মুকুট ধারণ কর্‌লে না! ঐ দেখ দেবীর মুখ তমাচ্ছন্ন হ'লো। প্রণাম করো, প্রণাম করো।

রণেন্দ্র। সত্য ভগ্নী, অপরাধ হয়েছে। মা, অপরাধ হয়েছে; অপরাধ মার্জ্জনা করো, প্রণাম গ্রহণ করো।

বৈষ্ণবী। ভগ্নি, রণরঙ্গিনী — তোমরা সকলে প্রসন্না হয়ে অনুমতি দাও, আমি পতাকা গ্রহণ করি। তোমরা কৌমারী কিঙ্করী, তোমরা প্রসন্না হ'লে মা প্রসন্নময়ী প্রসন্না হবেন, আমার নারী-হৃদয়ে শক্তি দেবেন।

১ যুবতী। দেবি, দেবি, ভগবতী তোমার

প্রতি প্রসন্না, তুমি নির্ম্মলা কুমারী, তুমি পতাকা গ্রহণ করো।

বৈষ্ণবী। (সোহিনীর প্রতি) মা দীক্ষাদাত্রী, ধাত্রী-জননী, তুমি আমার হস্তে পতাকা দিলে জান্‌বো, দেবী আমায় নিজ হস্তে দান কর্‌লেন।

সোহিনী। মা, পতাকা গ্রহণ করো। তোমার উপদেশে আমার অপবিত্র করে পতাকা স্পর্শ কর্‌তে ভয় নাই। তোমার উপদেশে আমি বুঝেছি, যে, মার নিকট কন্যার অপরাধ হয় না; তোমার দীক্ষায় আমার ধারণা হয়েছে, যে মার পূজা কর্‌লে মা অন্তরে আবির্ভূতা হন; তোমার প্রভাবে মা আমার অন্তরে আবির্ভূতা; মার নামে তোমায় পতাকা প্রদান কর্চ্ছি। (পতাকা প্রদান)

সকলে। জয় কৌমারীর জয়।

সকলে। গীত

ভৈরব-উৎসব-মগনা নারী,
চঞ্চল বীর-করে তরবারী;
ভীমা শুভঙ্করী, জয় কৌমারী।
স্বদেশবৎসলা-প্রদর্শনী-পথ,
অরি রক্তস্রোত-পান বীর-ব্রত;
ধৃতকেতু মম উড্ডীন কেতন,
অসি উন্মোচন, যবন নিপীড়ন;
হুঙ্কারে গভীর নাদিনী সারি,
উত্থিত ভারত রোদনহারী;
ভীমা রণাঙ্গনা জয় কৌমারী॥

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

শস্যক্ষেত্র

দুইজন মুসলমান-পাইকের প্রবেশ

১ পাইক। হ্যাঁ দেখ চাচা, কারতরফ খাঁ ফৌজদারটা সেকেলে আকবরি আমলের মুসলমানের মত। এটাকে যে কেন ফৌজদার করেছে, কাফের আর মুসলমান সমান এনসাফ্ কর্‌বে।

২ পাইক। সিকদ'রটা জবর আছে।

১ পাইক। মরদ বাচ্ছা মরদ! সেদিন আমি সাথে, একটা কাফেরের বাড়ী গিয়ে উঠ্‌লেম,—টাকা নিলে, মেয়েছেলে বেইজ্জত কর্‌লে, একটা ব্যাটারে লাথ্ ঝাড়্‌লে, মুখ দে লোউ উঠ্‌তে লাগ্‌লো।

২ পাইক। ওর সাথ মনের সাধে দুটো কাফের কেটেছিলুম। সিক্‌দার যাচ্চে, তারা সেলাম দিলে না, অমনি আমায় ঠৌকিয়ে দিলে, গপ্ গপ্ করে তলোয়ারখানা ব'সে গেল;—কাছ্‌ড়াতে লাগ্‌লো, পানি পানি কর্‌তে লাগ্‌লো!

১ পাইক। এ আনাজের ক্ষেতে এসে কেন ঘুস্‌লি?

২ পাইক। আরে বুঝিস্ নে, যারা চষে, তাদের মেরে কি হাতের সুখ? ব্যাঁতে রা সরে না। একটা কেজিয়ে ক'রে যদি পাকা ফসলের ক্ষেতে আগুন ধরানো যায়, মেয়ে, মদ্দ, ছেলে-গুলো পর্য্যন্ত গালে-মুণ্ডে চাপ্‌ড়ায় আর নাচ্‌তে থাকে!

১ পাইক। দেখ্‌ছিস্ সয়তানের ঝাড়, তবু মুসলমান হবে না।

একজন কৃষকের প্রবেশ

কৃষক। পাইক সাহেব—পাইক সাহেব—সেলাম!

১ পাইক। ভাই বড় মক্কা জবর হয়ে রয়েছে! (কৃষকের প্রতি) আরে বেলকুল তড়ে দে তো!

কৃষক। তুলো না—তুলো না, সবে ফুল ধর্‌চে—সবে ফুল ধর্‌চে! ঐগুলিতে সম-বছরের গুজরান।

২ পাইক। চোপরাও কাফের! (চপেটা-ঘাত)

কৃষক। বাপ্‌রে, মারে, ক্ষেত লুট্‌লেরে, বালবাচ্ছা না খেতে পেয়ে মারা যাবেরে! (পলায়ন)

চরণদাসের প্রবেশ

চরণ। পাজি কাফের! প্যায়দা সাহেবকে মক্কা দিতে চাও না! প্যায়দা সাহেব, এ ক্ষেতকে ক্ষেত পুড়িয়ে দাও, রোসনাই করো।

১ পাইক। না না—আচ্ছা মক্কা,—বাড়ী নিয়ে যাবো।

চরণ। তবে দাঁড়াও, তুলে মোট বে'ধে মাথায় ক'রে, তোমার বাড়ী দিয়ে আসি।

১ পাইক। নে তোল, তুই আচ্ছা কাফের।

চরণ। আমি কাল মোল্লা ডেকে কল্‌মা পড়্‌বো।

১ পাইক। হ্যাঁ—হ্যাঁ, তুই আক্কেলমন্দ্।

চরণ। আর দাড়ী যে রাখ্‌বো চাচা, দু'শো শোর ঝোলান চলে।

২ পাইক। তোবা—তোবা!

চরণ। তোবা—তোবা, শোর যে হারাম, তুমি যে খাও না প্যায়দা সাহেব। এই নাও, এই মক্কা তুলি।

১ পাইক। বাঃ বাঃ—মজপুত কাফের।

চরণ। হাতে করা ক'টা তুল্‌বো, তোমার ঐ তলোয়ারখানা দাও, চটিয়ে ক্ষেত সাবাড় করে দি। যে ব্যাটার ক্ষেত সে বড় দুষমন্ কাফের।

২ পাইক। আচ্ছা লে—কাট। (চরণকে তরবারী প্রদান)

চরণ। এই যে কাটি মিঞা সাহেব! (প্রথম পাইককে অস্ত্রাঘাত)

২ পাইক। খুন—খুন! (পলায়নোদ্যত)

চরণ। যাবে কোথায়? বোনাইএর ক্ষেতে দুটো মক্কা খেতে এসেছ, অক্কা হ'য়ে যাও। (২য় পাইককে অস্ত্রাঘাত) সাহেব, তোমার তলোয়ারখানা নি, কিছু মনে করো না, আমি সুবাদে তোমার ফুপু হই।

[চরণের প্রস্থান।

২ পাইক। (উঠিয়া) রও কাফের! হল্লা নিয়ে আসি, জানবাচ্ছা গাড়্‌বো। আজ সব ক্ষেত জ্বালাবো।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাংক

গৃহপ্রাঙ্গণ

গৃহিণী, কন্যা এবং জ্যেষ্ঠ (ভীমদাস), মধ্যম ও কনিষ্ঠ পুত্র

গৃহিণী। (জ্যেষ্ঠপুত্রের প্রতি) আজ তোমার জন্মদিন, ষোল বৎসর পূর্ণ হয়েছে, তোমার কার্য্যকাল উপস্থিত, আজ হ'তে কার্য্যভার গ্রহণ করো। তোমার ভগ্নী বীর-পরিচ্ছদ স্বহস্তে প্রস্তুত করেছে, আমি স্বহস্তে তোমায় বীর-সাজে সাজিয়েছি। এই তলোয়ার লও, মুসলমান বধ করো। মুসলমান পীড়নে তোমার পিতামহ, প্রপিতামহের মৃত্যু হয়েছে। তোমার পিতা প্রতিশোধের নিমিত্ত অস্ত্রধারণ করেছেন, তুমি তাঁর সহায় হও।

জ্যেষ্ঠ। মা, আশীর্ব্বাদ করো।

কন্যা। দাদা, তুমি য'টা যবন বধ কর্‌বে, ত'গাছা মালা গে'থে তোমার তলোয়ারে পরাবো।

জ্যেষ্ঠ। বোন, সৎনাম তোর কল্যাণ করুগ! বীরমাতা হও!

গৃহিণী। আমি স্বহস্তে তোমার কটীতে তলোয়ার বে'ধে দি।

কন্যা। (মধ্যম ভ্রাতার প্রতি) দ্যাখ্, দাদা যুদ্ধে যবন মার্‌তে যাবে। তুই মার্‌তে পার্‌লি নি, ভয়ে পালিয়ে এলি?

মধ্যম। দিদি, তারা চার পাঁচ জন মুসলমান ছিল, এক্‌লা পার্‌বো কেন?

কন্যা। রাস্তায় পাথর ছিল না, ছুঁড়ে মার্‌তে পারিস্ নি? তুই কি দেখিস্ নি, একজন মুসলমান দশজন হিন্দুকে মারে? তারা তো ভয় করে না?

কনিষ্ঠ। আমার লাঠি আছে দিদি, আমি খুব ঠ্যাঙগাবো।

কন্যা। এই দ্যাখ্, এই বালকের যা সাহস আছে তোর তা নাই। আমি পাড়ার সব ছেলে-দের বলে দেব, তুই মুসলমানের ভয়ে পালিয়ে এসেছিস্। কেউ তোর সংগে খেল্‌বে না, ছুঁড়ীরা তোর গায়ে ধুলো দেবে, বল্‌বে,— "ভীরু, মুসলমানেব ভয়ে পালায়!"

মধ্যম। না দিদি, ব'লো না, আমি এখনি তাদের মার্‌বো।

গৃহিণী। (জ্যেষ্ঠপুত্রের কটিতটে তরবারি বাঁধিয়া দিয়া, মধ্যম পুত্রের প্রতি) শোন্—এত তোর দাদা তলোয়ার নিয়ে চল্লো। তইও যুদ্ধ শেখ, তোরও ষোল বছর বয়স হ'লে, আমি তলোয়ার দেবো।

কনিষ্ঠ। আমায় দেবে?

গৃহিণী। দেবো।

জ্যেষ্ঠ। মা বিদায় হই!

গৃহিণী। বৎস, গৌরব অর্জ্জন করো।

(জ্যেষ্ঠের প্রস্থান) (কন্যার প্রতি) দ্যাখ্ সন্তানকে যুদ্ধে পাঠান বড় কঠিন।

কন্যা। মা, সংনামকে ডাকো—তার কার্য্য যেন উদ্ধার হয়।

গৃহ-স্বামীর প্রবেশ

গৃহ-স্বামী। গৃহিণী—গৃহিণী, আজ শুভ দিন! আজ আমরা কারতরফ খাঁর দুর্গ আক্রমণে যাবো। দুরাত্মা আবালবৃদ্ধবনিতা এক সহস্র চাষীকে দুর্গে বন্দী করেছে, কাল তাদের প্রাণ বধ কর্‌বে।

গৃহিণী। এত কৃপা কেন?

গৃহ-স্বামী। আজ শস্যক্ষেত্রে কলহ হয়েছিলো, আগে দুই জন পাইক আহত হয়। তারপর চৌকীর জমাদার পঁচিশজন অস্ত্রধারী ল'য়ে শস্য পোড়াতে আসে, তাদের মধ্যে চার-পাঁচ জন হত আর সকলে পলায়ন করেছে। সেই রাগে ফৌজদার সহস্র নির্ব্বিরোধী প্রজা ধ'রে নিয়ে গেছে।

গৃহিণী। কেবল বন্দী ক'রে বুঝি শাস্তি হবে না, তাই প্রাণবধ কর্‌বেন।

গৃহ-স্বামী। হ্যাঁ—যারা যবন বধ করেছে, যদি তাদের সন্ধান না দিতে পারে, তা হ'লে এই সহস্র ব্যক্তিকে যন্ত্রণা দিয়ে মার্‌বে।

গৃহিণী। উদ্ধারের জন্য ক'জন প্রস্তুত?

গৃহ-স্বামী। একশত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সৎনামী।

গৃহিণী। আর সৈন্য কোথায়? শুনেছিলাম, প্রায় বিশ সহস্র সংনামী সজ্জিত?

গৃহস্বামী। নানাস্থান হ'তে তারা আস্‌ছে, তাদের আসতে বিলম্ব হবে। নিকটস্থ সৈন্য যদি দুনো কুচে আসে, কাল সন্ধ্যার আগে উপস্থিত হ'তে পার্‌বে না। কিন্তু প্রাতেই বন্দী চাষীদের প্রাণবধ হবে। আজ রাত্রে তাদের উদ্ধার না হ'লে আর উপায় নাই।

গৃহিণী। দুর্গে কত সেনা আছে?

গৃহ-স্বামী। সেই কথাই বল্‌তে এসেছি, —প্রায় দুই সহস্র। দুর্গের মধ্যে একশত লোক থাক্‌লে দুই সহস্র আক্রমণকারীকে রোধ কর্‌তে পারে। কি জানি যুদ্ধে কি হয়। ভীমদাস আমার সঙ্গে যুদ্ধে যেতে চাচ্ছে। আমার ইচ্ছা—সে ষোড়শবর্ষীয় বালক—সে তোমাদের রক্ষার জন্য থাকুক।

গৃহিণী। তোমরা যাও, আমরা আত্মরক্ষা কর্‌তে পারবো। বালক উদ্যম করেছে, সে উদ্যমে বাধা দিও না।

গৃহ-স্বামী। তোমার যুবতী কন্যার উপায়?

কন্যা। পিতা, যবন স্পর্শ কর্‌বার আগে বিষপান কর্‌তে পার্‌বো।

মধ্যম। পিতা, যবন এলে আমি যুদ্ধ কর্‌বো।

কনিষ্ঠ। আমি খুব ঠেঙ্গিয়ে দেব।

গৃহ-স্বামী। তোমাদের উচ্চকামনা সৎনাম পূর্ণ করুন্! বিদায় হলেম।

সকলে। জয় সংনামের জয়!

[গৃহস্বামীর প্রস্থান।

গৃহিণী। (স্বগতঃ) পতি-পুত্র যুদ্ধে পাঠালেম। (কন্যার প্রতি) কাঁদিস্ নে, চল আমরা সংনামের পূজা করিগে।

কন্যা। না মা, আর কাঁদ্‌বো না, পিতা-ভ্রাতার অকল্যাণ হবে, সংনামের কাছে অপরাধী হবো! [সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

দুর্গস্থ উদ্যান

গুলসানা ও সখিগণ

সখিগণ। গীত

ফুলের কলি আপ্‌নি ফোটে
ফুল তা জানে না।
আপ্‌নি বুকে যোগায় মধু
কিনে আনে না॥
গোপনে ফোটে হৃদ্-কমল,
গোপনে যোগায় মধু কমল ঢল ঢল;
সরস কমল উথ্‌লে মধু খায়,
মধু বিলাতে সে চায়,
আপন ভাবে ব্যাকুল কমল,
বিকিয়ে যেতে বাসনা।
আবেগে মানা মানে না॥

১ সখি। বিবি, আজ তুমি আমোদ ক'চ্ছ না কেন? বাদসাজাদার সঙ্গে তোমার সাদী হবে—তুমি বিমর্ষ কেন?

গুল। ভাই, কাল প্রাতে সহস্র হিন্দুর প্রাণবধ হবে, তারা নির্দ্দোষী।

১ সখি। কেন?

গুল। দুষ্টলোক শস্যক্ষেত্রে রাজদূতকে বধ করেছে। পিতা ফৌজ পাঠিয়ে সেই দুষ্ট-লোকের সন্ধান করেন। কিন্তু নিরীহ কৃষীরা সেই দুষ্টলোক যে কে, তা জানে না। এই জন্য পিতার আদেশে এক সহস্র প্রজা দুর্গে আবদ্ধ হয়েছে, কাল প্রাতে তাদের প্রাণবধ হবে।

২ সখি। হ্যাঁ,—কাফের মার্‌বে তা'তে কি? মুসলমানের হাতে মরে বেহেস্তে যাবে।

গুল। ছিঃ ছিঃ, আমরা নারী, আমাদের এ নির্দয়তা ভাল নয়, কোমলতা নারীর পরিচয়।

১ সখি। সে আজ নয় তো, এখন চাঁদ-বদনে একটু হাস দেখি?

সখিগণ। গীত

দেখ্‌তে গালে লালী আভা গোলাপ-কলি চায়।
ঢ'লে তাই তোরে বলে তুলে দে খোঁপায়
গরব আর করে না লো গুল,
তোর সৌরভে আকুল,
সাদ ক'রে গুল হ'তে চায়,
দুল্‌বে তোর গলায়,
তোর সুবাস যদি পায়॥
মিঠি মিঠি চিড়িয়া ফুকাবে,
কথা কও কয় বারে বারে,
সাধ করে স্বর শিখ্‌তে যদি পায়,
—হৃদয় খুলে গায়—গায় তোয় মাতায়॥

কারতরফ খাঁর প্রবেশ

কারতরফ। মা, তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চেয়েছ? কি, বলো, আমায় এখনি দরবারে যেতে হবে। বাছা, তোম্‌রা যাও তো।

[সখিগণের প্রস্থান।

গুল। পিতা, দেহ ভিক্ষা তনয়ায়,
গোলাপ সমান তব প্রস্ফুটিত হৃদি
স্নেহমধু পরিপূর্ণ তায়।
কেন তবে নিদারুণ পণ?
বালক-বনিতা-বৃদ্ধ করিবে নিধন?
বিরোধী নহে তো সে সকলে,
বিনা অপরাধে কেন করিবে সংহার?

কারতরফ। বৎসে, রাজকার্য্যে নিষ্ঠুরতা প্রয়োজন।
নহে রাজ্য হ'বে অশাসিত,
প্রবল হইবে হিন্দু সৎনামীর দল।
যথা তথা করে বাদ মুসলমান সনে,
হইয়াছে তাহে স্বজাতি সংহার।
ঐক্য হ'য়ে অপরাধী রেখেছে গোপনে,
না হয় সন্ধান,
দোষীগণে পায় পরিত্রাণ।
বধি যদি এ সবার প্রাণ,
ভয়ে গ্রামবাসীগণে দিবে সমাচার,
অংকুরে বিনাশ হবে বিদ্রোহ-মন্ত্রণা।
উপস্থিত নিষ্ঠুরতা ভাব যাহা মনে,
নহে নিষ্ঠুরতা, দয়া তাহা;
নিষ্ঠুরতা বহু প্রাণ রক্ষার কারণ।

গুল। নারীর ক্রন্দন, বালকের আর্ত্তনাদ,
বৃদ্ধের বিলাপ তীব্র মৃত্যু-যন্ত্রণায়,
সহিতে নারিব;
বন্দী ক'রে রাখ' সবে—বধ' না জীবন।
কর যদি প্রাণবধ ফিরিব না আর।
শুনেছি শ্রীমুখে তব পিতা,
মানবের হিত,
মুসলমান ধর্ম্মের প্রধান উপদেশ।
বিপরীত অনুষ্ঠান তবে কি কারণ?

কারতরফ। দিল্লীশ্বর সনে বাদ করে হিন্দুগণ।
জেনো স্থির, হিন্দুকুল হইবে নির্ম্মূল।
সম্রাট-আজ্ঞায়,
কোটী কোটী হিন্দুবধ হইবে ভারতে।
বিদ্রোহের এই মাত্র ফল।
নির্ব্বোধ সৎনামীগণে হয়েছে বিদ্রোহী,
পরিণাম করেনি গণনা।
বধি যদি বন্দীগণে, ভয় পাবে মনে,
পরিণাম ভাবি সবে নিরস্ত হইবে।

করিমের প্রবেশ

করিম। বিশেষ প্রয়োজনে মীরসাহেব আপনার দর্শন যাচ্ঞা কচ্চেন।

কারতরফ। মীরসাহেবকে সেলাম দাও! মা, তুমি একটু অন্তরালে যাও।

[গুলসানার প্রস্থান।

(স্বগতঃ) বিশেষ প্রয়োজন না হ'লে মীর-সাহেব অন্তঃপুরে খপর দিও না।

মীরসাহেবের প্রবেশ

মীরসাহেব, আজ রাত্রে খুব সতর্ক হ'য়ে দুর্গ-দ্বার রক্ষা কর্‌বেন। সম্ভবতঃ নবোৎসাহে সৎনামীগণ বন্দীদের উদ্ধারের চেষ্টা পাবে। প্রহরীদের আজ্ঞা দেবেন, যে, আজকের সংকেত কথা—"আকব্বর"। এ কথা তিনবার জিজ্ঞাসার পর যে না বল্‌তে পার্‌বে, তারে তৎক্ষণাৎ বধ কর্‌বে। যদি কোন হিন্দু গুলি বা তীরের আয়ত্ব মধ্যে আসে, তা হ'লে তখনই যেন তার প্রতি আয়ুধ নিক্ষিপ্ত হয়। এই নেন, ফৌজদারী মোহর অঙ্কিত হুকুম নেন। দরবারে সকলকে উপস্থিত হ'তে বলুন।

মীর। ফৌজদারের যেরূপ হুকুম।

কারতরফ। আপ্‌নার কি প্রয়োজন?

মীর। সাহেব, একজন হিন্দু এইমাত্র সংবাদ দিলে, যে, এক সহস্র সৎনামী আজ একত্রিত হবে। যে স্থানে সকলে মিলিত হবে, সে স্থান সে জানে। গোপনে সৈন্য ল'য়ে তা'দের কি আক্রমণ আবশ্যক মনে করেন?

কারতরফ। কে সে? সে তো সৎনামীর চর নয়?

মীর। তাঁবেদার স্থির বল্‌তে পারে না। কিন্তু সে ব্যক্তি বল্‌লে যে, তার প্রতি আর তার পরিবারবর্গের প্রতি সৎনামীরা বিশেষ অত্যাচার করেছে। তার কারণ, সে বিদ্রোহে যোগদান কর্‌তে অসম্মত ছিল।

কারতরফ। সে কোথায়?

মীর। এই খানেই আছে। আজ্ঞা হলে, সম্মুখে উপস্থিত করি।

কারতরফ। আসুন, পরীক্ষা ক'রে দেখা যাক্‌।

[মীরসাহেবের প্রস্থান।

(স্বগত) যদি দুরভিসন্ধি থাকে, যন্ত্রণায় অবশ্য প্রকাশ কর্‌বে। হিন্দুদের মধ্যে বিশ্বাস-ঘাতকতা অসম্ভব নয়। অনেক হিন্দুই রাজ-প্রসাদ লোভে স্বজাতির মন্ত্রণা ব্যক্ত করেছে, নতুবা ভারত জয় এত সুলভে হতো না।

চরণদাসকে লইয়া মীরসাহেবের পুনঃপ্রবেশ

আরে কাফের, তুই মিথ্যা বলিস্‌ নে, তুই সৎ-নামীর চর।

চরণ। হ্যাঁ জনাব।

কারতরফ। (স্বগতঃ) এ বাতুল না কি। (প্রকাশ্যে) তুই সন্ধান জান্‌তে এসেছিস?

চরণ। হ্যাঁ জনাব।

কারতরফ। তুই নিজ মুখে স্বীকার পাচ্ছিস্‌, তুই সৎনামীর চর?

চরণ। হুজুর, তাঁবেদার কি হুজুরের সাক্ষাতে মিথ্যা বল্‌তে পারে?

মীর। তুমি কি বল্‌ছো? তুমি সৎনামীর চর হ'য়ে এসেছ?

চরণ। নইলে কি হুজুর, আপনার সাম্‌নে আস্‌তে পার্‌তেম,—যমরাজের সাম্‌নে হাজির হতেম। কিসে তাদের হাত ছাড়াতেম?

কারতরফ। তোমায় কে পাঠিয়েছে?

চরণ। ঐ আবাগের ব্যাটা রেণো।

মীর। তুমি বল্‌লে যে তুমি রাজদ্রোহী হ'তে চাও নাই, এজন্য তোমায় পীড়ন করেছে। তবে আবার সৎনামীর চর হয়ে এসেছ কেন?

চরণ। হুজুর বাগের মুখে আর কা'রে পাঠাবে? যদি ধরা পড়ি, আমি ম'র্‌বো, তাতে তাদের কি?

মীর। আর যদি ফিরে সংবাদ দিতে পারো, তা হ'লে কি পুরস্কার পাবে?

চরণ। এমনি আর কোথাও গর্দ্দান দিতে পাঠাবেন।

কারতরফ। তুমি বিদ্রোহে যোগদান দিতে অস্বীকার করেছিলে কেন?

চরণ। জনাব, প্রাণের দায়ে। বাপ-পিতাম'র যে সব টাকাকড়ি ছিল, সে সব তো লুট্‌লে, মাগ-ছেলেকে তো পথে বসা'লে,—তার পর বাদসাহি ফৌজের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে গর্দ্দান দিতে বলে। আমি গরীব মানুষ, অতটা সখ কি আমার জোটে।

কারতরফ। আচ্ছা, তোমায় যদি তারা বিরোধী জানে, তা হ'লে তোমার কাছে মন্ত্রণা ব্যক্ত কর্‌লে কেন?

চরণ। ওঃ বল্‌তে তাদের গরজ কে'দেছে!

কারতরফ। তবে তুমি কি করে জান্‌লে?

চরণ। আমি রাণোকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেম,—"যদি কেল্লার খপর আন্‌তে পারি, কোথায় তোমার দেখা পাবো।" সে বল্লে,—"দক্ষিণের ময়দানে।" ভাব্‌লেম রাণো ব্যাটাকে ধরিয়ে দেবো। এই ধান্দায় আস্‌ছি, দু'জন সৎনামীর সঙ্গে দেখা হ'লো। তাদের বল্লেম,—"আমি কেল্লায় যাচ্ছি, খপর আন্‌তে।" তারা' বল্লে,—"বেশ—বেশ! আমরাও আজ রাত্রে কেল্লায় যাবো। মাঠে জমায়েৎ হতে যাচ্ছি। হাজার জোয়ান জুটে, আজ কেল্লা নেব।" আমি বল্লেম,—"ভ্যালা মোর বাপ, তবে আমি ফিরে আসি, যাতে কেল্লার মধ্যে যেতে পারো, তার যোগাড় কচ্চি।"

কারতরফ। তোমার কথা যদি মিথ্যা হয়?

চরণ। কাল যে জল্লাদ হাজার লোক কাট্‌বে, তার আমায় একটা চোট দিতে বেশী ব্যথা লাগ্‌বে না।

কারতরফ। যদি তোমার সংবাদ সত্য হয়, তুমি জায়গীর পাবে।

চরণ। হুজুর, জায়গীর চাই নে, মাগছেলে ফিরে পেলে বাঁচি। তাদের সব মুসলমানদের সঙ্গে কয়েদ রেখেছে।

কারতরফ। মীরসাহেব, দশ জন সতর্ক আসোয়ার সেনা এর সঙ্গে পাঠাও। একজন সুদক্ষ সেনানায়ক তাদের চালনা ক'রে নিয়ে যাক্‌। যে মুহূর্ত্তে এর মন্দ অভিপ্রায় বুঝ্‌বে, তৎক্ষণাৎ এরে বধ কর্‌বে। স্বরূপ অবস্থা জেনে আমায় সংবাদ দিও।

চরণ। হুজুর, জয় জয়কার হোক্‌! জয় জয়কার হোক্‌!

মীর। হুকুম পেলে তাঁবেদার যেতে প্রস্তুত।

কারতরফ। যেরূপ আপনার অভিরুচি।

[চরণকে লইয়া সেনানায়কের প্রস্থান।

গুলসানার প্রবেশ

মা তুমি বুঝ্‌তে পেরেছ কি—এ দয়ার সময় নয়?

গুল। দয়ার সময়—অসময় কি পিতা?

কারতরফ। বালিকা! রাজকার্য্য বড় কঠিন।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

বনমধ্যস্থ কুটীর

চরণদাস ও দশজন সৈন্যের সহিত মীরসাহেবের প্রবেশ

চরণ। হুজুর, ঘোড়ার খুরের আওয়াজ পেলে সব চম্পট দেবে।

মীর। ঠিক! কোন্‌ সময়ে জমায়েৎ হবে?

চরণ। হুজুর, রাত্রি দশ ঘড়ির সময় জমায়েতের বাৎ। আমরা এই কুটীরের ভিতর থাকি, এখনো জমায়েত হ'তে দেরী আছে। ঐ বুঝি কে আস্‌ছে, এর মধ্যে সেঁদুন।

কুটীর মধ্যে অগ্রে চরণদাস, পশ্চাতে মীরসাহেব ও দশজন সৈনিকের প্রবেশ, দুইজন সৎনামী কুটীরের অপর পার্শ্বে প্রবেশ

১ সৎ। যেমন ব্যাটা পাজী, আমাদের সঙ্গে যোগদান কর্‌তে চায় নি, তেমনি রণ্‌দু ঠাকুর কেল্লায় পাঠিয়েছেন। খবর আনতে পারে ভালো, ধরা পড়ে, কারতরফ খাঁ খুন কর্‌বে।

চরণ। (কুটীর মধ্যে মীরসাহেব প্রতি) শুন্‌ছেন—শুন্‌ছেন।

২ সৎ। আমরা ময়দানে যাই না কেন?

১ সৎ। না রণ্‌দু ঠাকুর আর পরশুরাম ঠাকুর এই খানে পরামর্শ কর্‌তে আস্‌ছেন। এখানে ভূতের ভয়ে কেউ আসে না, পরামর্শ কর্‌বার উপযুক্ত জায়গা।

চরণ। (কুটীর মধ্যে মীরসাহেবের প্রতি) এলো বলে, ব্যাটাকে পিছমোড়া ক'রে বেঁধো।

মীর।। ঠাণ্ডা হও—ঠাণ্ডা হও! কাফেরের কি হাল দেখ্‌বে।

চরণ। খুব রদ্দা দিও, আমার প্রাণটা জুড়ুবে।

মীর। সবুর—সবুর!

১ সৎ। দেখ সময় অতীত হয়ে গেছে। তাঁরা বোধ হয় এদিক দিয়ে আস্‌বেন না, একেবারেই ময়দানে যাবেন?

তৃতীয় সৎনামীর প্রবেশ

৩ সৎ। ওহে এখানে দাঁড়িয়ে কেন?—চলো—চলো, ময়দানে চলো—জমায়েৎ হইগে! রণ্‌দু ঠাকুর হুকুম দিলেন—তাঁরা আস্‌ছেন।

১ সৎ। তবে চলো।

চরণ। হায় হায়, সব ফ'স্‌কে গেল, এদিকে আস্‌বে না।

নেপথ্যে পদশব্দ

ঐ বুঝি আস্‌ছে। মিঞা সাহেব, কারেও হুকুম দাও না, এগিয়ে দেখুক। ওঃ গাটা নিস্‌-পিস্‌ কচ্ছে। যদি কেউ ধরতে পারে। যেমন কীল মেরেছিল, তেম্‌নি কিল ঝাড়ি।

মীর। আমার লোক তো তাদের চেনে না।

চরণ। তা আমায় তো একা ছাড়্‌বে না, আমার সঙ্গে একজন লোক দাও।

মীর। না না, তুমি মুসলমানের খয়ের খাঁ, তুমি একাই এগিয়ে দেখে এসো।

চরণ। যদি দু' একজন থাকে, ভুলিয়ে এদিকে নিয়ে আস্‌বো?

মীর। হ্যাঁ!

চরণ। ঐ এক ব্যাটা মশাল নিয়ে আস্‌ছে, দোরটা চেপে দেন, কেউ যেন দেখ্‌তে না পায়।

মীরসাহেবের দোর বন্ধ করণ ও চরণের বাহিরে আসিয়া শিকলি দেওন

মীর। এ কি, তুমি দোর দিচ্ছ কেন?

চরণ। রোসনাই কর্‌বো ব'লে।

মীর। কি—কি?

চরণ। এই তোমার বুনির সাদি হবে, তাই রোসনাই কর্‌বো।

মীর। নিমকহারামী — নিমকহারামী — দরজা ভাঙ্গো।

চরণ। না, মিঞাসাহেব, তা' তো পার্‌বে না, কাবাব হবে। দোর দিয়ে তো দু'জনার বেশী বেরুতে পার্‌বে না। আমরা অনেকেই আছি।

মশাল হস্তে সৎনামীগণের প্রবেশ

সকলে। জয় সৎনাম!

চরণ। শুন্‌লে মিঞাসাহেব! এই দেখ সব মশাল জেব্‌লেছি। তা কাবাব হবে, না একটা কথা শুন্‌বে?

মীর। নেমকহারাম, তুই সৎনামীর চর!

চরণ। হ্যাঁ মিঞাসাহেব, সে তো কারতরফ খাঁকে বলেছি।

মীর। বেইমানি!

চরণ। না ইমানের মতনই কাজ কচ্ছি। এস ভাই, রোসনাই করো,—এই শুক্‌নো জনার ডালে আগুন দাও। (কুটীরস্থ মীর সাহেবের প্রতি) আর দেয়াল ঠ্যালাঠেলি ক'চ্ছ কেন মিঞা সাহেব! বেশ শক্ত দেয়াল, শীগ্‌গীর ভাঙ্গ্‌বে না। অত ক'চ্ছ কেন? একটা কথা শোন না। অস্ত্রগুলি দাও, উর্দ্দিগুলি দাও, তা হ'লে অবিশ্যি এখনই ছেড়ে দেবো না,—এইখানেই পাহারাবন্দী রাখ্‌বো, তবে কাবাবটা কর্‌বো না। কেল্লা দখল হ'লে ছেড়ে দেবো, মামানির কোলে ব'সে আমানি খেও।

মীর। আচ্ছা, এই অস্ত্র লও ছেড়ে দাও।

জানালা গলাইয়া অস্ত্র দেওন

চরণ। মিঞাসাহেব, অস্ত্র তো দিলে, উর্দ্দিগুলিও দিতে হবে। ঐ ঘরের কোণে কতকগুলি ন্যাকড়া গদি করা আছে—তোমাদের দৌরাত্মিতে প্রজাগুলি যা পরে,—সেইগুলি পর', উর্দ্দিগুলি দাও।

মীর। উর্দ্দি কি কর্‌বে? অস্ত্র তো দিয়েছি।

চরণ। কাজ আছে বই কি,—নৈলে খামকা কি নেড়ের উর্দ্দি চাই। এই সব উর্দ্দি প'রে কেল্লার ভেতর সেঁদুবো, কেউ কিছু বল্‌বে না।

কুটীরস্থ ১ সৈনিক। (জনান্তিকে) মিঞা-সাহেব, যা বল্‌ছে তা করুন, কেল্লার দোরে গিয়ে সঙ্কেত কথা তো বলতে পার্‌বে না, তা হ'লেই সেপাইরা গুলি কর্‌বে।

মীর। আচ্ছা ভাই, কায়দায় পেয়েছো, কি কর্‌বো।

চরণ। তলোয়ার ক'খানি গুণে পেলুম। আর দেখ মিঞাসাহেব, পিস্তলগুলি আর ছোরাগুলি যা তোমাদের কোমরে বাঁধা আছে, তা দিতে হবে। কি কি অস্ত্র নিয়েছ, তা তো আমি দেখেছি।

মীর। নাও ভাই নাও, তোমার ধর্ম্ম তোমার ঠেঙ্গে।

চরণ। আমার ধর্ম্ম তো আমার কাছেই বটে, তা নইলে কি নেড়ের কাছে জিম্মা রেখেছি। মিঞাসাহেব, তুমি বড় দিলের লোক, তোমার বেটীকে আমি সাদী কর্‌বো।

মীর। (স্বগতঃ) শালা কাফের!

চরণ। এইবার ঐ কোণে ন্যাকড়াগুলি প'রে উর্দ্দিগুলি দাও।

মীর। ভাই বেইজ্জত করো না—বেইজ্জত করো না!

চরণ। মিঞাসাহেব, আমি যে মুসলমান হবো। বেইজ্জতি ক'রে মুসলমানী শিখ্‌বো। দাও—পিস্তল, ছোরা আর উর্দ্দিগুলি বা'র করে দাও; এই কাটা দোর খুলে দিয়েছি।

পিস্তল, ছোরা ও উর্দ্দি লইয়া চরণের কাটা দোর পুনরায় বন্ধকরণ

মীর। আবার দরজা বন্ধ ক'চ্ছ কেন ভাই? আবার দরজা বন্ধ ক'চ্ছ কেন?

চরণ। একটা কথা আছে যে চাচা? আজ একটা কথার সঙ্কেত আছে, তা নৈলে কেল্লার দোর খুল্‌বে না,—আমি দোরের পাশ হ'তে শুনেছিলেম্—খাঁ সাহেব বলেছিলেন,—"আকব্বর"। তা সে কি ঠিক কথা?

মীর। না—না—"সাতায়র"।

চরণ। না মিঞাসাহেব,—"আকব্বর"ই—আমার বোধ হচ্চে। তা একজন সৎনামী যাচ্ছে, —"আকব্বর" ব'লে যদি দুর্গের দোর খোলা না পায়, তা হ'লে তোমাদের কাবাব হ'তে হচ্ছে। মিঞাসাহেব বোঝ', তোমার নানীকে সাদী কর্‌বার জন্য কি এতটা আর কচ্ছি!—কারতরফ খাঁ মেয়ে, ছেলে, বুড়ো, জোয়ান এক হাজার লোককে কাল কাট্‌বেন—তাদের তো কাল বাঁচাতে হবে!

মীর। "আকব্বর"ই বটে!

চরণ। কিসে বিশ্বাস কর্‌বো মিঞা-সাহেব?

মীর। এই নাও, খাঁ সাহেবের সই-মোহর করা হুকুম নাও।

চরণ। বাঃ বাঃ, তুমি বেশ লোক, নইলে তোমার নানীকে এত পছন্দ!

১ সৈনিক। আমাদের তো জান খোলোসা দেবে?

চরণ। ভেবো না, আমরা হিন্দু, বিশ্বাস-ঘাতকতা করি না। যদি হিন্দুরাজগণ বিশ্বাস-ঘাতক হতো, তা হ'লে কি তোমাদের রাজ্য হতো? রাজপুতের হাতে তোমাদের বাপ-দাদা কবরে যেতো, আর তোমার নানী কবরের পাশে ব'সে কাঁদ্‌তো।

রণেন্দ্র ও পরশুরামের প্রবেশ

পরশু। চরণ, তুমি সাধু! এই সকল পরিচ্ছদ ধারণ ক'রে, আমি দশজন সৎনামীকে নিয়ে কেল্লায় প্রবেশ করি।

চরণ। যেতে চাও যাও, কিন্তু দু' একটা সত্যি মিছে চরণের মত তোমাদের আস্‌বে না।

রণেন্দ্র। চরণ, তুমিই আমাদের নেতা। তোমার যেরূপ পরামর্শ, আমরা সেইরূপ কার্য্য করবো।

চরণ। ঐ বনে এদেরই ঘোড়া বাঁধা আছে। এই পোষাক প'রে এগার জন কেল্লার দিকে আসুক, এরাই ফিরেছে মনে ক'রে, কেল্লার দোর ছেড়ে দেবে। আমি আতসবাজী ছেড়ে দেবো,—জান্‌বেন কেল্লার দোর খোলা;—তার-পর যা বোঝেন কর্‌বেন। এদের সকলকে জোড়া জোড়া পায়ে বেড়ী দিয়ে বন্দী করে রাখুন, কেউ না সংবাদ নিয়ে যায়।

মীর। পোড়াবে না তো বাপু?

চরণ। না আমার জোয়ানপুত,—পোড়ালে তা এখনই পোড়াতে পার্‌তেম, মল পায়ে দিয়ে জেনানা হ'য়ে ইজ্জত বাঁচিয়ে থাক।

দুইজন সৎনামী কর্ত্তৃক সকলকে শৃঙ্খলাবন্ধকরণ

চরণ। (কয়েকজন সৎনামীর প্রতি) এসো ভাই কে যাবে, উর্দ্দি প'র্‌তে প'র্‌তে এসো। বটতলায় ঘোড়া বাঁধা আছে, আমি এগোই।

সকলে। জয় সৎনাম!

চরণ। ভাই চেঁ'চিও না। ফটকে চার-পাঁচ-জন প্রহরী আছে, নিঃশব্দে তাদের মার্‌তে হবে। তারপর অস্ত্রঘরের প্রহরীদের অমনি চুপি চুপি কবরে সরাতে হবে। সেই অস্ত্রগুলি নিয়ে, কয়েদখানার সেপাইকেও তার বাপদাদার কোলে পাঠাতে হবে। যুবা-বন্দীদের হাতে সেই সব অস্ত্র দিয়ে, এই আতসবাজী ছাড়লে, যখন দেখ্‌বো, "জয় সৎনাম" বলে, সৎনামী কেল্লায় সেঁধুলো, তখন আমাদের কাজের আসান। চিল্লো না—চুপি চুপি চলো।

[চরণদাস ও কতিপয় সৎনামীর প্রস্থান।

ফকীররামের প্রবেশ

পরশু। ফকীররাম প্রভু কোথায়?

ফকীর। এই যে বাবা, এইখানেই আছি।

পরশু। মহাশয়, লুক্কায়িত হয়েছিলেন কেন?

ফকীর। বাপু, আমি এলে কি চরণের মুখে কথা সর্‌তো। আমি যে কথা কইতেম, তাতেই বল্‌তো—'হ্যাঁ তো বটে—তাই তো বটে!'

রণেন্দ্র। প্রভু, এর কারণ কি? এমন কার্য্য-কুশল ব্যক্তি তো আর দ্বিতীয় নাই। কিন্তু আপনার সহিত এ'র প্রথম দর্শনে, আমার একে নির্ব্বোধ ব'লে বোধ হয়েছিল। মহাশয় যা বলেন, বুঝুন আর না বুঝুন, যা তা একটা সায় দেয়।

ফকীর। চরণদাস একজন মহাপুরুষ। কি জানি, কেন আমায় গুরু জ্ঞান করে, আমি ওর শিষ্যানুশিষ্যের উপযুক্ত নই। আমায় গুরু-জ্ঞানে দাসভাবসিদ্ধ মহাপুরুষ, আমি যা বলি, বেদবাক্য জ্ঞান করে। বহু জন্ম সাধনে এরূপ দাস্যপ্রেম উদয় হয়। কিন্তু চরণদাস যথার্থ ভগবানের চরণদাস,—ভ্রান্তিশূন্য মুক্তপুরুষ! বাবা, আমিও এগোই, রামচন্দ্রের সাগর বন্ধনের সময় কাঠবিড়ালী বালি মেখে গা ছাড়া দিয়েছিল, আমিও সেতুতে দুটি বালি ফেলি।

পরশু। মহাশয়, আপনি আমাদের রুদ্র অবতার হনুমান।

ফকীর। হাঁ বাবা, বলে না হোক্, বাঁদুরে আক্কেলটা আছে বটে।

[ফকীররামের প্রস্থান।

রণেন্দ্র। অস্ত্রধারী শতজন আছি উপস্থিত।
দুর্গ রক্ষা করে দুই সহস্র যবন,
বিংশতি বিধর্ম্মী এক বীরের বিরোধী।
হই অগ্রসর—
অন্য সৈন্য প্রতিক্ষায় নাই প্রয়োজন—
কি জানি বিলম্বে যদি কার্য্য নষ্ট হয়।
পঞ্চজন আইস মোর সনে;
রজনীর আবরণে
প্রাচীর করিব উল্লঙ্ঘন।
রহ দুইজন বন্দীগণ রক্ষার কারণ।
অবশিষ্ট সৈন্য ল'য়ে ভ্রাতঃ পরশুরাম,
দেহ হানা দুর্গের দুয়ারে।

পরশু। সুরক্ষিত উন্নত প্রাচীর,
পঞ্চজনে কেমনে করিবে আক্রমণ?
অমূল্য জীবন তব,
পতনে তোমার, সম্প্রদায় যাবে ছারখার।
প্রাচীর লঙ্ঘন যদি প্রয়োজন রণে,
দেহ আজ্ঞা দাসেরে তোমার,
যদ্যপি নিধন হই যবন-সমরে,
ক্ষতি মাত্র না হইবে এ অধম বিনা।

রণেন্দ্র। চিন্তা দূর কর ধীর আমার কারণ।
আক্রমণে—দৈব-বিড়ম্বনে—এ দেহ পতনে,
সেনা সৃষ্টি হইবে শোণিতে,
মম পঞ্চ সঙ্গী হবে পঞ্চশত জন;
জানিহ নিশ্চয়
প্রাকার হইবে অধিকার।

যুবতীগণসহ পতাকা-হস্তে বৈষ্ণবীর প্রবেশ

যুবতীগণ। গীত

নীরবে বহিছে যামিনী।
দূর দুর্গে অরি, চল লো ত্বরান্বরি,
দামিনী-গামিনী কামিনী॥
গর্ব্বভরে উড়ে যবন-ধ্বজা,
প্রাণভয়ে কাঁদে বন্দী প্রজা;
চলো মুক্ত করি, স্মরি শক্তিভুজা;
রক্তধারে হবে মাতৃপূজা;
বিধর্ম্মী কেতন চূর্ণীত চরণে,
উদিবে জাতীয় পতাকা গগনে;
আসন্ন আহব, গৌরব-উৎসব,
রণ-উন্মাদিনী, মত্ত অমোদিনী,
ভৈরবী-সহচরী ভারত-ভাবিনী॥

বৈষ্ণবী। শুভকার্য্যে বিলম্ব কি হেতু!
চলো দুর্গ অধিকার এখনি হইবে।
কার সাধ্য নিবারিবে সৎনামী প্রভাব।
এসো এসো!

[যুবতীগণসহ বৈষ্ণবীর প্রস্থান।

রণেন্দ্র। নিঃশব্দে এ বনপথে হও অগ্রসর,
আগে আগে যায় ভীমা সংহাররূপিণী,
হও অনুগামী,
কর' সৈন্য চালিত হে ভ্রাতঃ!
আইস কেবা যাবে মোর সাথে।

[দুইজন সৎনামী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

১ সৎ। আমরা যুদ্ধে যেতে পেলেম না।

২ সৎ। চল্ না, ঐ ক' ব্যাটাকে কেটে ফেলে চলে যাই।

১ সং। না না, রণেন্দ্র ঠাকুর তা হ'লে প্রাণবধ কর্‌বেন।

২ সং। আরে বুঝিস্‌ নে, বৈষ্ণবী দেবী খুব খুসী হবেন।

১ সং। দ্যাখ, হিন্দু হ'য়ে কথা দিয়েছে, হিন্দুর কথা মিথ্যা হবে। হাতে হাতকড়ি পায়ে বেড়ি তো আছেই। আমার বউ আর মেয়ের হাতে দু'খানা তলোয়ার দিয়ে আমরা যুদ্ধে যাই চল। তুই থাক্‌ আমি ডেকে আনিগে।

[প্রথম সংনামীর প্রস্থান।

২ সং। একটু লুকিয়ে থাকি; আমরা চলে গেছি মনে ক'রে যদি পালাবার চেষ্টা ক'রে, তখনই কোপাবো, কিছু দোষ হবে না।

[দ্বিতীয় সংনামীর প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

দুর্গস্থ কারতরফ খাঁর গৃহ-সম্মুখ

গুলসানা ও কারতরফ খাঁ

গুল। পিতা, দেখো—দেখো
দুর্গের মাঝারে উঠেছে আতসবাজী,
অগ্নিবর্ণে 'সংনাম' লিখিত।

কারতরফ। দুর্গ মাঝে শত্রু আসি পশেছে নিশ্চিত।

গুল। পিতা পিতা,
দুর্গদ্বারে নেহার অনল শিখা।

কারতরফ। দেহ তরবারি,
বিপক্ষ করেছে আক্রমণ।

গুল। (তরবারি প্রদান করিয়া) এসো পিতা,
করি পলায়ন,
নহে সুলক্ষণ—চৌদিকে অনল!
হত যত প্রহরী নিশ্চয়,
কৌশলে করেছে রিপু দুর্গ করগত।
রাখ মিনতি কন্যার,
এসো গুপ্তপথে দুর্গ হ'তে করি পলায়ন।

কারতরফ। দুর্গে অরি পশেছে নিশ্চয়।
গুপ্তপথে করহ প্রস্থান।

গুল। পিতা পিতা, তুমি এসো সাথে!

কারতরফ। মুসলমান ধর্ম্ম পরিহার
করিবে কি জনক তোমার?
পলাইবে হিন্দু ভয়ে?
যাও, পিতৃবাক্য করো না হেলন।

রণেন্দ্র, ফকীররাম ও একজন সংনামীর প্রবেশ

রণেন্দ্র। ত্যজ অস্ত্র, নহে যাবে প্রাণ।

কারতরফ। তিনজন কাফেরে, না ডরে মুসলমান।
দেখ, ইসলাম-আশ্রিত প্রাণ
ত্যাজে কি প্রকারে?

রণেন্দ্র। কেহ অস্ত্র করো না আঘাত,
শুন মুসলমান,
হয় যদি মম পরাজয়,
রহিবে তোমার এই দুর্গ অধিকার।
শুন হে সংনামীগণে,
পরাস্ত যদ্যপি করে মুসলমান বীর,
জানাইও পরশুরামে মিনতি আমার,
উদ্ধার করিয়ে বন্দীগণে,
যান সবে দুর্গ ত্যজি।
পণ মম—
সংনামী ত্যজিবে দুর্গ মম পরাজয়ে।

কারতরফ। আপনি আমার অস্ত্রের যোগ্য বটেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আপনার ন্যায় সংনামী কয় জন আছে?

রণেন্দ্র। অনেক! আমি সর্ব্বাপেক্ষা অধম।

কারতরফ। বীরবর যদি সত্য হয়, মুসলমানের বিপদ বটে। আসুন, আমি প্রস্তুত।

উভয়ের যুদ্ধ, কারতরফ খাঁর নিরস্ত্র হওন ও রিক্তহস্তে আক্রমণোদ্যোগ

রণেন্দ্র। বীর, তব যৌবন অতীত,
বলহীন বাহু তব বার্দ্ধক্যবশতঃ;
মুষ্ট্যাঘাতে অস্ত্র নাহি হবে নিবারণ,
বন্দী হও, ক্ষমা দেহ রণে।

কারতরফ। বন্দী হ'বে
মুসলমান কাফেরের করে?

ফকীর। সত্য, মরো তবে।

রণেন্দ্র। কে তুই পামর?

ফকীরের অস্ত্রাঘাত ও কারতরফ খাঁর পতন

ফকীর। বাবা, আমি ফকীররাম।

গুল। হা পিতঃ! (মৃত-পিতৃদেহ কোলে করিয়া উপবেশন)

রণেন্দ্র। প্রভু, এরূপ অন্যায় কার্য্য আপনার দ্বারা সম্ভব, তা আমি জান্‌তেম না।

ফকীর। বাবা, তুমি নেতা, অন্যায় কার্য্য ক'রে থাকি, আমার প্রাণ বধ করো। আমাদের

ন্যায়-অন্যায় আর এক রকম। যদি তোমার এক্‌লার চেষ্টায় দুর্গ অধিকার হতো, তা হ'লে বীরত্ব জানিয়ে যদি প্রতিজ্ঞা কর্‌তে, যে, তোমার পতনে মুসলমানের দুর্গ অধিকার থাক্‌বে, তথাপি সৎনামের কার্য্য হতো না। চরণদাস দোর খুলে রাখ্‌লে, অস্ত্রাগার অধিকার কর্‌লে, বন্দী যুবাগণকে মুক্ত ক'রে, যুদ্ধে যোগ দিতে অস্ত্র দিলে, পরশুরাম স্বদলে প্রাণপণে যুদ্ধ কর্‌লে,—তুমি এসে বীরত্ব জানালে যে, তোমায় পরাস্ত কর্‌লেই দুর্গ ছেড়ে দিতে হবে! দেখ বাবা, এই অহঙ্কারেই ভারতের পতন হ'য়েছে। বীরত্ব ক'রে রাজপুতেরা বারুদ ব্যবহার কর্‌তে চান নাই; দূর হ'তে শত্রু বধ কর্‌লে বীরত্বের পরিচয় দেওয়া হবে না। আর মুসলমানেরা ঘুমন্ত লোকের বুকে ছুরিও চালালে, আর বীরত্বের গর্ব্ব না ক'রে কামানও চালালে। হিন্দুরা বীরত্ব ধুয়ে খেলেন! রাজ্য দিলেন, ভগ্নী দিলেন, কন্যা দিলেন। কিন্তু যবনেরা আর একরকম বোঝে। এই যে দুর্গ-অধিকারী, একে কি ভীরু দেখ্‌লে? যদি পিস্তল সঙ্গে থাক্‌তো, তোমায় গুলি চালাতো। মুসলমানের গুণ কি জানো? তারা কার্য্য চায়, আত্মগৌরব খোঁজে না! ছলে-বলে-কৌশলে বাদশার কার্য্য হ'লেই হলো। তোমার মত বীরত্বের পরিচয় দেয় না। তোমার যদি নিজের বাহুবল পরীক্ষা কর্‌তে সাধ থাকে, তা অতি সহজ;—রাজ্য জয় ক'রে, দশ-বিশ জন মুসলমানকে একা আক্রমণ কর্‌লেই হ'ল।

রণেন্দ্র। মহাশয়, আপনার কি আজ্ঞা, মুসলমানের আদর্শ গ্রহণ কর্‌তে হবে?

ফকীর। না,—হিন্দুর কর্ত্তব্য সাধন কর্‌তে হবে। বাঙ্গলায় একবার কৃত্তিবাস পণ্ডিতের রামায়ণ শুনেছিলেম। তা'তে রাম-ভক্ত হনুমান কৌশলে রাবণের মৃত্যুবান হরণ করেছিলেন। কৃত্তিবাস কবির সার্থক কল্পনা। রামভক্ত কপীশ্বর হিন্দুর আদর্শ হওয়া উচিত। রামকার্য্যে, ধর্ম্মের কার্য্যে এইরূপ আত্মাভিমান ত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। বাপু, আমরা বুড়ো-হাবড়া, এই রকমই বুঝি। আর একটা মনের পাপ তোমায় বলি, আমি তলোয়ার খুলে প্রস্তুত ছিলেম। যে মুহূর্ত্তে বুঝ্‌তেম যে, দুর্গাধিকারী যখন তোমা অপেক্ষা প্রবল হয়েছে, তৎক্ষণাৎ তার শিরশ্ছেদ কর্‌তেম। তোমার পণে সৎনামীর কার্য্যের ব্যাঘাত কর্‌তে দিতেম না।

বৈষ্ণবীর প্রবেশ

বৈষ্ণবী। এসো এসো,—
সহস্র যবন বন্দী সৎনামী-সমরে।
আছি সবে আজ্ঞা প্রতীক্ষায়
বিধর্ম্মীর বধিতে জীবনে।
আজ্ঞা দেহ দহিতে অনলে,
হিন্দু-মনস্তাপ হবে কিঞ্চিৎ শীতল।
এ কি! কে এ যবনী?
(ফকীররামের প্রতি)
প্রভু অস্ত্র করে তুমি উপস্থিত,
মুক্ত অসি রণেন্দ্রের করে,
এই বুঝি যবন দুহিতা,
পিতৃশোক যবনীর কর' নিবারণ।

রণেন্দ্র। বৈষ্ণবী, ভগিনী,
প্রফুল্ল কমল সম তুমি।
বন্দী মুসলমানগণে করিলে নিধন,
হিন্দু সনে যবনের প্রভেদ কি রবে?
শুন পুনঃ—যুক্তিসিদ্ধ নহে এ নিষ্ঠুরতা।
হয় যদি যবনের এ রূপ ধারণা,
অস্ত্র ত্যাগে নাহি পরিত্রাণ,
এক প্রাণী জীবিত থাকিতে
রণ না করিবে পরিহার।

বৈষ্ণবী। শুন শুন ইতিহাস করহ স্মরণ।
অভয় প্রদানি পুনঃ মুসলমানগণ,
বন্দী করি বধিয়াছে হিন্দুর জীবন।
যেই অস্ত্রধারী করে অস্ত্র পরিহার,
ধিক্ জীবনে তাহার!
ভীরু জন রাখিতে জীবন,
অস্ত্র ত্যাগ করিবে নিশ্চয়।
শতবার যবনের শঠতা আশ্বাসে,
প্রাণভয়ে অস্ত্র ত্যজি লইয়ে শরণ,
কাপুরুষ সম হত বন্দী হিন্দুগণ।
ভীরু ত্যজে অস্ত্র তার প্রকৃতি-প্রভাবে!
কৌমারী মাতার আজ্ঞা কর' না লঙ্ঘন,
শোণিত-পিয়াসী ভীমা!
কর' ভাই মমতা বর্জ্জন,

দেহ আজ্ঞা যবন নিধনে:
কহ কা'রে বধিতে এ যবনীরে।
রণেন্দ্র। দেখ' দেখ' বিমলিনী বালা।
উন্মত্তা জনক-শোকে।
হের বিবশা কামিনী,
মুকুতার শ্রেণী ঝরিতেছে দু' নয়নে।
ক্ষান্ত হও, চল' ভগিনি,—
বন্দীর সম্বন্ধে আজ্ঞা দিব যুক্তিমত।
বৈষ্ণবী। ভ্রাতা, মমতা নিষেধ জননীর।
করিলে যখন তুমি মুকুট গ্রহণ,
মেঘাবৃত হয়েছিল জননী-বদন:
আজি দূর দৃষ্টে নেহারি সে মেঘ-ছায়া।
কে জানে কি অংকুরিত হয় কোন বীজে।
সৎনামের কাজে,
নারী-হত্যা-ঘৃণা ত্যাগ কর' বীরবর!
রণেন্দ্র। ভগিনী—ভগিনী,
অবলা নিধন নাহি প্রয়োজন।
বন্দী রবে,
অনিষ্ট কি হবে এই যবনী হইতে?
চলো। [বৈষ্ণবী ও গুলসানা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।
বৈষ্ণবী। (স্বগতঃ) নারী হ'তে অনিষ্ট কি হ'বে?
রণ তবে কাহার সৃজন?
বীর হয় ভীরু নর কার প্রেম-আশে?
শত যোধে একা রোধে কার রক্ষা হেতু?
কার প্রেমে সন্তানের মায়া,
পুত্রে করে জীবনের সম্পত্তি অর্পণ?
ফেরে নর কাহার ইঙ্গিতে?
ভাই রমণীরে ক'র ঘৃণা!
[গুলসানার প্রস্থান।
নেতা-বাক্য করি অতিক্রম—
বধিব এ নারীর জীবন।
(চমকিত হইয়া) চতুরা কুমারী,
পলায়েছে শোক পরিহরি।
অতি সুচতুরা, বুঝিয়াছে মনোভাব।
প্রাণভয়ে যবনী করেনি পলায়ন।
তা' হইলে যুদ্ধকালে,
পিতার পশ্চাতে রহিত না কদাচিৎ:
বসিত না মৃত পিতা ল'য়ে কোলে।
প্রতিহিংসার হেতু করেছে প্রস্থান!
প্রতিহিংসার অগ্নি রমণী-হৃদয়ে!
যবনীরে না করি নিধন,
কৌমারী মাতার আজ্ঞা হয়েছে লঙ্ঘন:—
বীজ হ'তে শত্রু নাশ আদেশ ভীমার।
হে রণেন্দ্র, সংশয় জন্মায় হৃদে মমতায় তব;
মমতায় প্রেমের সঞ্চার।
প্রেমের সঞ্চার হ'লে সৎনামী-হৃদয়ে,
সৎনামী-আশ্রয়দাত্রী কৌমারী জননী,
নিজ বল করিবেন হরণ অভয়া।
অল্প সৈন্য কি করিবে যবনবিগ্রহে,
সৎনামীর হইবে সংহার।
হে রণেন্দ্র, বীর তুমি,
কিন্তু হেরি, হৃদয় মমতাপূর্ণ তব।
কোমলতা, প্রেমে পাছে হয় পরিণত,
আশংকায় হয় মম চিত বিচলিত!
[প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাংক

নিভৃত স্থান

গুলসানা ও করিম

গুল। করিম, বাদশার ধনাগারে নাহি সে রতন,
সমতুল হয় যাহে প্রভুভক্তি তব!
যবে দুর্গের চৌদিকে
অগ্নি জ্বালিল কাফের,
প্রভুকন্যা রক্ষার কারণ—
উপেক্ষি জীবন—
অনলের মুখে মোরে করিয়াছ ত্রাণ,
নহে গুপ্তপথে ভস্ম হতো কায়া।
বহু রত্ন আনিয়াছি আসিবার কালে,
লক্ষ মুদ্রা মূল্য হবে তার,
করহ গ্রহণ।
করিম। বিবি,
নফর করেছে নিজ কর্ত্তব্য সাধন,
পুরস্কার কিবা তার আর?
তোমারে লইয়ে যবে দিল্লীতে পেঁৗছিব,
তবে হব নিশ্চিত-হৃদয়;
সে সময় দিও পুরস্কার।
হেথায় অপেক্ষা নহে কদাচ উচিত।
মুসলমান বলি কেহ পারিলে জানিতে
তখনি বধিবে প্রাণ।
হিন্দু সম পরিচ্ছদ করেছ ধারণ,
কিন্তু অতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি কাফের দুষমন

গুল। করিম,
আমি তব প্রভুর কুমারী:
কর্ত্তব্য তোমার মম আদেশ পালন।
যাও লও এ রতন,
চিন্তা ত্যজ আমার কারণ।
মহম্মদীয় ধর্ম্ম-অনুবর্ত্তী এ অধীনী,
দেখে যাব পিতৃহত্যা কাফেরের করে,
বিনা প্রতিশোধ দানে?
করিম। সাহেবজাদী,
গোলাম কদাপি নাহি যাবে তোমা ছাড়ি।
ছিল মনে, নিরাপদে রাখিয়ে তোমারে,
যত্নবান হ'ব দুষ্ট কাফের নিধনে।
অর্থ তব প্রয়োজন,
বহু কার্য্য সিদ্ধ হয় অর্থের প্রভাবে।
রহিল এ রত্ন মম পাশে,
হবে ব্যয় প্রতিবিধিৎসার প্রয়োজনে।
গুল। সত্য তব বাণী।
দুর্গ হ'তে করি পলায়ন,
জনশূন্য যে কুটীরে লইনু আশ্রয়,
রহ তথা।
আজি হ'তে পরিচয় তব
বিদেশী জনেক হিন্দু তুমি।
আমি করিব কি ভাণ,
পরে জানাবো তোমায়।
করিম। বিবি, সেলাম।
[করিমের প্রস্থান।
গুল। হেরিলাম পতাকাধারিণী—
রমণী সে বীরবালা!
শুনিলাম দুর্গ-মাঝে অগ্রে পশিয়াছে,
রমণী হিন্দুর নেতা!
কাফের-কামিনী যদি হেন শক্তি ধরে,
আমিও রমণী,
লভিয়াছি মুসলমান-ঔরসে জনম,
তবে কেন না করিব বৈরী-নির্য্যাতন?
কে যুবা কে জানে,
দেখিলাম কোমলতা আছে প্রাণে।
পারি যদি
কটাক্ষ-সন্ধানে বিদ্ধ করি তার হৃদি।
বন্দী করি প্রেমের বন্ধনে,
ল'য়ে যা'ব সম্রাট্ সদনে,
পিতৃহত্যা প্রতিশোধ করিব প্রদান।
মুসলমান-নারী
পরিচ্ছেদে কেহ না বুঝিবে।
আসে কারা এ নির্জ্জন স্থানে?
রহি গুল্ম-অন্তরালে।
লুক্কায়িত হওন

রণেন্দ্র ও ফকীরের প্রবেশ

রণেন্দ্র। প্রভু, নেতাপদে অন্যজনে
করুন প্রদান,
আমি হই অধীন তাহার।
আবাল-বনিতা-বৃদ্ধ করিতে নিপাত,
অধম, অক্ষম হেন আদেশ প্রদানে।
বন্দীগণে আশ্বাসবচনে
অস্ত্র ত্যজিয়াছে করি হিন্দুরে প্রত্যয়;
হিন্দু হ'য়ে নিজ বাক্য কিরূপে ফিরাব?
ফকীর। বাপু, তোমর মনে কি ধারণা, যে ধর্ম্মবিপ্লবের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ অবতার হয়েছিলেন? অশ্বত্থমা পাণ্ডবের গুরুপুত্র, অমর, তার প্রাণবধ হবে না, তাই বধ করেন নাই, কিন্তু নিষ্ঠুর আজ্ঞা প্রদানে তার শিরোমণি ছেদ করেছেন। এ দারুণ যন্ত্রণা অপেক্ষা মৃত্যু সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়ঃ। ধর্ম্মাশ্রিত পাণ্ডব এ কঠিন কার্য্য ক'রে কি ধর্ম্মভ্রষ্ট হয়েছিল? তুমি কি ভাব যে, যবনেরা যদি কোন হিন্দুকে বন্দী করতে পারে, তা হ'লে কি নিষ্কৃতি দান করবে? কখনো করেছে?
রণেন্দ্র। হিন্দুর আদর্শ নহে যবন কখনো।
মহাপাপ শরণাগতের প্রাণনাশে!
দয়া প্রদর্শন—কার্য্যে প্রয়োজন।
জানে যদি নিশ্চয় মরণ,
অস্ত্র ত্যাগে নাহি অব্যাহতি,
মরণ সংকল্প করি করিবে সংগ্রাম।
দুর্দ্দম হইবে সবে।
ফকীর। বন্দী যবনেরা কি শরণাগত? অস্ত্র দিলে কি যবন বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে? কৃপা করলে কি তারা বন্ধু হবে? কায়মনোপ্রাণ অর্পণ ক'রে যে শরণাগত হয়, হিন্দুর সে অবধ্য বটে। আর একটা যুক্তি বড় বা'র করেছো। মরণ সংকল্প ক'রে যুদ্ধ করবে, এ এক রকম বোঝান বটে। কিন্তু আর এক রকম বুঝে দেখ দেখি।—যদি বোঝে যে পরাজয় হ'লে অস্ত্রত্যাগেও প্রাণরক্ষা হবে না, একটু জোর আক্রমণ দেখ্‌লে তো বিনা যুদ্ধে পালাতে

পারে। যেমন যবন-ভয়ে হিন্দুরা তলোয়ার ভেঙ্গে ফেলে ছুট দেয়। আরও বোঝ'—যবন অসংখ্য। কৌমারীর প্রসাদে বার বার যদি তোমার জয়লাভ হয়, সহস্র সহস্র যবন বন্দী কর্‌তে পারো, তা'দের কোথায় স্থান দেবে? যে অর্থ সঞ্চয় হয়েছে, তা' দ্বারা সৎনামী-সৈন্যের কষ্টে আহার দিতে পার্‌বে, বন্দীদের কি দেবে? রণব্যায়ের অর্থে কি যবনের ভোজ হবে? বন্দীর রক্ষার জন্য কত সৎনামী রেখে যাবে? যবন-সমরে এক ব্যক্তিকেও গৃহে রাখ্‌লে চল্‌বে না। কৌমারীর প্রসাদমুকুট গ্রহণ করেছো;—যবনের মমতায় সৎনামীর সর্ব্বনাশ ক'রে সে মুকুট পরিত্যাগ করো না।

রণেন্দ্র। প্রভু, আপনার বাক্য শিরোধার্য্য। আমি আদেশ দিলেম। কৃপা ক'রে এই আজ্ঞা দেন, আমি এই স্থানেই থাকি। মার্জ্জনা করুন, সে দৃশ্য আমি দেখ্‌তে পার্‌বো না।

ফকীর। দয়া অতি উচ্চ গুণ। কিন্তু জেনো, নির্ম্মম মুক্তপুরুষ ব্যতীত দয়ার প্রকৃত অধিকারী কেহ হয় না। সামান্য হৃদয়ে কাম-বৃত্তিও কখনো দয়ার আকার ধারণ করে। তোমার মনোতৃপ্তির জন্য, তোমার কথা রক্ষা ক'রে, একাদশজন যারা প্রথমে অস্ত্রত্যাগ করে-ছিলো, তাদের প্রাণদণ্ড হ'তে নিষ্কৃতি দেবো। [প্রস্থান।

রণেন্দ্র। ঘোরতর নিষ্ঠুর আচার,
হৃদিকম্প হয় মম।
পিশাচের সম আচরণ—
মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন—
অস্ত্রহীন অরাতির নাহিক নিষ্কৃতি!
অন্যজন এ মুকুট করিলে ধারণ,
না করিতে হ'ত—হত্যাকার্য্যে আজ্ঞা দান।

গুলসানার প্রবেশ

গুল। প্রভু, প্রভু, বোধ হয় আপনি কোন সৎনামী বীরপুরুষ। দাসীকে বলুন আত্ম-হত্যায় কি সৎনামের পাপ আছে?
রণেন্দ্র। কে তুমি?
গুল। দাসী অতি অভাগিনী!
বিমলা, অমলা নামে যমজ ভগিনী
প্রসবি জননী মৃত সূতিকা-আগারে।
কত যত্নে পিতা দোঁহে করিলে পালন।
আমি অগ্রে ভূমিষ্ঠা অমলা জন্মে পরে,
সে কারণ 'দিদি' ব'লে করে সম্ভাষণ।
একক্ষণে যদিও জনম,
তথাপি বালিকা বলি জ্ঞান হয় তারে।
যদ্‌বধি জ্ঞানোদয় মম,
জ্যেষ্ঠা সম করিয়াছি ভগ্নীরে যতন।
পিতৃদেব লোকান্তর গমন সময়,
সঁপিলেন হাতে হাতে ভগ্নীরে আমার।
নন্দিনী সমান সেই ভগিনী আমার,
সনাতন হিন্দুধর্ম্ম করিয়ে বর্জ্জন,
মহম্মদীয় ধর্ম্মে চাহে হইতে দীক্ষিতা।
কহে, 'হিন্দুধর্ম্ম প্রেত-উপাসনা,
মহম্মদীয় ধর্ম্ম মাত্র সার।'
বুঝি মতিগতি, কহিলাম করিয়া মিনতি,—
'নহে তো বিধান, নিজ ধর্ম্ম সহসা বর্জ্জন!
তর্ক কর, পণ্ডিতের সনে।
মহম্মদীয় ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ করিতে স্থাপন,
পার যদি পণ্ডিতগণেরে পরাজয়,
মুসলমানধর্ম্ম দীক্ষা করিও গ্রহণ,
নিবারণ করিব না আর।'
বাক্য মম অমলা মানিল;
সগর্ব্বে কহিল,—
'ভাল ছয়মাস অপেক্ষা করিব,
আন কেবা শাস্ত্র-সুপণ্ডিত,
ঈশ্বরের বাণী, বেদ অথবা কোরাণ,
সিদ্ধান্ত যা হবে, তাহা করিব গ্রহণ।'
রমেন্দ্র। অদ্ভুত রমণী! কোথা ভগ্নী তব?
গুল। নানা দেশ করি পর্য্যটন,
না পাইনু এমন শাস্ত্রজ্ঞ
এমন পরাজিতে অমলারে।
আসিয়াছি শেষে এ প্রদেশে।
সপ্তাহে হইবে সে সময় অতীত।
ইতিমধ্যে না হইলে তার পরাজয়
প্রাণসমা সহোদরা যবনী হইবে।
হায় হায়, কলঙ্কিত হইবেন পিতৃদেবগণে।
বৃথা স্নেহময় পিতা করিলে পালন,
নারিলাম অনুরোধ রাখিতে তাঁহার।
শ্রেয়ঃ এ জীবন বিসর্জ্জন!
অন্য কিবা প্রায়শ্চিত্ত কহ মহামতি?
রণেন্দ্র। অবলারে বুঝাইতে কেহ না পারিল?
সোদরা তোমার হেন তর্ক-সুনিপুণা?
বিচার কি করিয়াছে সৎনামীর সনে?

গুল। না, পোড়া অদৃষ্টের দোষে
পাই নাই সৎনামী পণ্ডিত দরশন।
রণেন্দ্র। ত্যজহ বিষাদ,
শাস্ত্রজ্ঞ সৎনামী তারে বুঝা'বে নিশ্চিত।
গুল। দেব, তব আশ্বাসবচনে
মৃতদেহে হয় মম জীবন সঞ্চার।
বহুগুণসম্পন্না ভগিনী।
রূপবতী গুণবতী দোসর তাহার
নাহি কোন সম্রাট্-ভবনে।
দেব, রহে যেন দয়া এ দাসীর প্রতি;
কার্য্যে ব্যাপ্ত রহি যেন না হও বিস্মৃত।
রণেন্দ্র। গৃহে যাও, ভেবো না সুন্দরী।
গুল। প্রণাম চরণে। [রণেন্দ্রের প্রস্থান।
গুল। বিস্তার করেছি মায়াজাল।
দুর্ভেদ্য নারীর মায়া জান না সৈনিক!
শাস্ত্রজ্ঞ কাহারে পাঠাইবে?
আপনি আসিবে!
মুখে হাসি, চোখে জল বিবশা ব্যথায়,
রুক্ষকেশা দয়া-আকাঙ্ক্ষিনী,
জানুপাতি কর জোড়ে করিয়ে মিনতি,
মুখ তুলি চাহিব বদন পানে!
সে মোহিনী ছবি যদি না স্পর্শে হৃদয়,
মুক্তকণ্ঠে কব' আমি সৎনামীর জয়—
দাসী হব প্রতিহিংসা-তৃষা ত্যজি।
বিকসিত কানন-কুসুম,
সৌরভ প্রদান' অঙ্গে মম:
চন্দ্রমা, জোৎস্না কর' দান;
পাপিয়া বুল বুল, রবে যার হয় প্রাণাকুল,
ঋণ দেহ সে স্বরলহরী;
নবীন নীরদ, ধারা দেহ দু' নয়নে;
হাস, বসি গোলাপ অধরে;
এসো স্বর্গ হ'তে হাউরিমণ্ডল,
দেহ দেবদূতে ভুলাবার ছল,
ধর্ম্মাত্মা পিতার মৃত্যু, দিব প্রতিশোধ!
[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

রণস্থল

রণেন্দ্র, পরশুরাম ও সৎনামীগণ

রণেন্দ্র। শত শত্রু-দুর্গ করগত সৎনামীর।
এ প্রদেশে উঠিয়াছে যবন-আবাস।
এতদিন করিলাম যত শ্রম সবে,
বাল্যখেলা সে সকলি জেনো বন্ধুগণ,
উপস্থিত কার্য্য-তুলনায়।
হের দূরে সম্রাটের সেনা
সাগরলহরীসম অগ্রসর রণে।
জমীদারগণ সবে নিজ দলবলে
সম্মিলিত সম্রাট্‌বাহিনী সনে।
বিষণ সিং কুলাঙ্গার রাজপুতবেষ্টিত
চালিছে যবন-অনীকীনী।
দক্ষতায় নির্ম্মিয়াছে ব্যূহ।
মধ্যস্থল দৃঢ়ীকৃত গোলন্দাজগণে,
দক্ষিণে পদাতি চমূ, বামে আসোয়ার।
পঞ্চাশৎ সহস্র অধিক এ অরাতি,
হিন্দু দশ সহস্র আমরা,
এস, বীরদম্ভে করি আক্রমণ।
শতজন সহ রণ করি জনে জনে,
বার বার জিনেছি সমর।
এবে পঞ্চগুণ মাত্র শত্রুসেনা,
কিন্তু সুশিক্ষিত—
বহু রণে পরীক্ষিত সবে—
বহু আয়াসের প্রয়োজন।
হের ঐ উড্ডীন পতাকা;
ধূমকেতু সম ভাতে গগনমণ্ডলে,
আসিতেছে বৈষ্ণবীর সেনা।
রাজপুত্রগণ, সংহতি স্বগন,
আগুয়ান বৈষ্ণবী পশ্চাতে,
আক্রমিবে অরি মধ্যশ্রেণী।
ভ্রাতঃ পরশুরাম,
যাও তুমি রোধ আসোয়ারে,
বৈষ্ণবীর পার্শ্ব নাহি করে আক্রমণ।
রোধি আমি পদাতিকগণে।
পরশু। ভাই,
সহস্র আসোয়ার আছে অধীনে আমার,
রোধিব বিপক্ষগণে পঞ্চশত জনে।
পদাতিক আক্রমণে
বহু সৈন্য হবে প্রয়োজন;—
মম অর্দ্ধ সেনা তব রহুক সংহতি।
রণেন্দ্র। অরি সমাবেশ ভাই কর নিরীক্ষণ।
বৈষ্ণবীর সেনা
মধ্যভাগ ভেদিবারে করিছে উদ্যম।
পার্শ্ব যদি আসোয়ার করে আক্রমণ,
হিন্দুসেনা পরাস্ত হইবে।

প্রাণপণে রোধ' আসোয়ারে।
পার যদি বিমুখিতে বিপক্ষ সোয়ার,
পার্শ্ব হ'তে মধ্যভাগে দিও হানা।
তখনি হইবে রণজয়,
অর্পিত তোমার করে জয় পরাজয়।

পরশু। যাই বীর,
সম্মানিতে তোমার আদেশে।

[প্রস্থান।

রণেন্দ্র। হের বীরগণ,
দুরাত্মা বিষণ
অশ্বপৃষ্ঠে পদাতিক করে উত্তেজিত,
বৈষ্ণবীর পার্শ্বদেশ আক্রমণ হেতু।
উপস্থিত হেতা মোরা পঞ্চশত জন,
পঞ্চ-সহস্রেক মাত্র চলিছে বিষণ,—
উড়াইব বাতে তুলা সম।

সকলে। জয় জয় সৎনামের জয়!

[সকলের প্রস্থান।

যুবতীগণসহ বৈষ্ণবীর প্রবেশ

বৈষ্ণবী। দেখ দেখ রণ-উন্মাদিনী
কৌমারী-সঙ্গিনী!
ভেদি মধ্যদেশ
দুর্দ্দম সৎনামী শ্রেণী করিছে প্রবেশ।
পথ-প্রদর্শিনী সমর-অঙ্গনা তোরা সবে,
ছারখার এখনি হইবে মধ্যদেশ।
হের দূরে প্রায় পরাজিত
হিন্দু অশ্বারোহী;
চল' করি আদর্শ প্রদান,
দিতে হয় যবনে কিরূপে বলিদান।

যুবতীগণ। জয় কৌমারীর জয়!

[সকলের প্রস্থান।

রণেন্দ্রের প্রবেশ

রণেন্দ্র। বৈষ্ণবীর ধরি অবয়ব,
সাক্ষাৎ কি সমরে কৌমারী!
যথা রণ-সন্ধি তথা ভীমার উদয়;
সূর্য্যোদয়ে তমঃ নাশ প্রায়
যবন নিহত তথা।
ধাইছে ভীষণা,
নদী অতিক্রমি আক্রমিতে বিষণের দল।
চল শীঘ্র ভীমার পশ্চাতে।

[সকলের প্রস্থান।

একজন সৈন্যের সহায়ে আহত অবস্থায় পরশুরামের প্রবেশ

সৈন্য। বীরবর, হও স্থির হয়েছে সমর জয়।

পরশু। ত্যজ মোরে বন্ধু যদি তুমি,
দেহ প্রাণ ত্যজিতে আহবে।
লয়ে মহাভার, আমি কুলাঙ্গার,
পড়িলাম অস্ত্রাঘাতে মুমূর্ষু হইয়ে।
পশিয়াছে বৈষ্ণবী সমরে,
একাকিনী যুঝে বামা যবন মাঝারে!
দেহ মোরে যাইতে সাহায্যে তার।

গমনোদ্যত ও পতন

রণেন্দ্রের প্রবেশ

রণেন্দ্র। শত শত জনে বধিনু বিষণ জ্ঞানে,
কিন্তু সে দুর্জ্জন, মম অস্ত্রে পাইয়াছে
ত্রাণ।
ঐ পুনঃ বাহিনী করিছে সমাবেশ।

[প্রস্থান।

পরশু। (উত্থিত হইয়া) কোথা আমি—
বৈষ্ণবী কোথায়?
ঐ শুনি সৎনামীর সিংহনাদ!
ঐ দূরে বৈষ্ণবীর করে উড়িছে পতাকা।

[পরশুরাম ও পশ্চাতে
সৈন্যের প্রস্থান।

ফকীররাম ও চরণের প্রবেশ

ফকীর। বাবা চরণ, বুড়ো হাবড়া আমি, —ম'লে কি এলো গেলো বল? যাও বাবা তুমি যুদ্ধে যাও। রণেন্দ্রের পাশে পাশে থেকো। ও প্রাণের মমতা বিসর্জ্জন দিয়ে বিষণকে আক্রমণ ক'চ্চে। বাবা, ওর শত্রুর অস্ত্রের মাঝে বুক দাও গে। বাবা, কুণ্ঠিত হয়ো না, তোমার গুরুর আজ্ঞা।

চরণ। যে আজ্ঞে।

[চরণের প্রস্থান।

একজন আহত সৈন্যের প্রবেশ

সৈন্য। জয় সৎনামীর জয়!

ফকীর। বাবা তোমার এত স্ফূর্ত্তি কেন? তোমার তো সাংঘাতিক অস্ত্রের আঘাত দেখ্‌ছি।

সৈন্য। তেমন সাংঘাতিক আঘাত নয়,

যুদ্ধে জয় হয়েছে, সংনামী বিজয়ী হয়েছে। সে যুদ্ধে যদি যবনের অস্ত্রাঘাতে মৃত্যু হয়, এ অপেক্ষা আর বাঞ্ছনীয় মৃত্যু কি হবে।

[প্রস্থান।

রণেন্দ্র, চরণ ও পরশুরামের প্রবেশ

পরশু। ভাই, আমার মত অকর্ম্মণ্যকে আর কার্য্য ভার দিও না।

রণেন্দ্র। বীরবর, বোধহয় সুরাসুর তোমার অমোঘ বীর্য্যে ঈর্ষিত। একা তুমি অসাধ্য সাধন করেছ, শত অস্ত্রাঘাতে যুদ্ধে নিরস্ত হওনি।

ফকীর। পরশুরাম, তোমার বীরকার্য্য আমি স্বচক্ষে দেখেছি, তুমি কেন ক্ষুব্ধ হও?

পরশু। বৈষ্ণবী কোথায়?

চরণ। কোথায় কে আহত যবন জীবিত আছে, ছুঁড়ি বুঝি তাই মরা উট্‌কে দেখ্‌ছে, একটা খোঁচা দেবে।

বৈষ্ণবীর প্রবেশ

এই যে।

বৈষ্ণবী। ভাই রণেন্দ্র, এখনও আমাদের কার্য্য সিদ্ধি হয় নাই, আজ রাত্রেই আমরা অগ্রসর হই। যখন এই সম্রাট্‌-সৈন্য পরাজিত হয়েছে, তখন আগ্রার পথ মুক্ত। সম্রাট্‌-শিবিরে ভগ্নপাইক উপস্থিত হ'বার আগেই আমরা আগ্রা আক্রমণ করি।

রণেন্দ্র। যথার্থ বলেছ। চলো সৈন্যদের আদেশ দি, কিঞ্চিৎ বিশ্রাম ক'রেই অগ্রসর হোক্।

সকলে। জয় সংনামের জয়!

[রণেন্দ্র ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

রণেন্দ্রের গমনোদ্যোগ, এমন সময়ে পশ্চাতে করিমের প্রবেশ

করিম। মহাশয়, বিমলাদেবী আপনার অপেক্ষায় রয়েছেন। আপনি আজ যদি তাঁর ভগ্নীর সহিত দেখা না করেন, তা' হলে সর্ব্বনাশ, কাল তাঁর ভগ্নী মহম্মদীয় ধর্ম্ম গ্রহণ কর্‌বেন।

রণেন্দ্র। (স্বগতঃ) কি করি, প্রতিশ্রুত আছি যাবো। সৈন্যদের অগ্রসর হ'তে আজ্ঞা দিয়ে, একবার দেখা কর্‌বো। তারপর দ্রুত-গমনে সৈন্যের সহিত মিলিত হবো। কি কর্‌বো, বিশ্রাম করা হলো না। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা তুমি যাও, দেবী যে বনমধ্যস্থ শিবির দেখিয়েছিলেন, সেইখানেই তো আছেন?

করিম। আজ্ঞে হাঁ।

[করিমের একদিকে ও রণেন্দ্রের অন্যদিকে প্রস্থান।

ফকীররাম ও চরণের পুনঃপ্রবেশ

ফকীর। বাবা চরণ, আমার কিছু মনটা উচাটন হয়েছে।

চরণ। আজ্ঞে তা হয়েছে।

ফকীর। ও লোকটা কে? রণেন্দ্রের সঙ্গে কথা কইলে, চেনো?

চরণ। আজ্ঞে যেন চেনো চেনো কচ্ছি।

ফকীর। সন্ধান নিতে পারো? চুপি চুপি পত্র দেয়, একটা ছুঁড়ি ফুঁড়ি কোথায় পেছুতে ঘাপ্‌টি মেরে আছে, নইলে ফুস্‌ফুসনি খালি মরদে মরদে হয় না।

চরণ। আজ্ঞে হাঁ, বড় চুপিসাড়ে কথা।

ফকীর। তোমার বোধহয় এ কি জাত?

চরণ। আজ্ঞে তাই তো', কি জাত?

ফকীর। দেখ' হিন্দু তো নয়ই। একটু বাঁকা ধরনের চালচুল দেখেছ? ছেলাম কর্‌তে গিয়ে যেন নমস্কার কর্‌লে।

চরণ। আজ্ঞে হাঁ, ছেলাম কর্‌তে রুকে ছিল।

ফকীর। যাও বাবা, তুমি সন্ধান নাও।

চরণ। যে আজ্ঞে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

সোহিনীর বাটীর সম্মুখ

দ্বারদেশে গুলসানা দণ্ডায়মানা

সংনামী বালকগণের প্রবেশ

গীত

ডন্ ফেলে খুব জোর করি আয় ভাই।
না হ'লে জোর, বেঁধে কোমর,
কি ক'রে কর্‌বো লড়াই॥
জোর না হ'লে গায়,
লড়াই দেখে ছুটে সে পালায়,
সে দুও খেয়ে যায়;

খেলে না কেউ তারে নিয়ে,
তারে নিয়ে খেল্‌তে নাই॥
সে খালি করে ভয়,
মিছি মিছি মিছে কথা কয়,
সে ভাল ছেলে নয়;
ছি ছি এ মিথ্যেবাদী তালি দে বলে সবাই॥
[বালকগণের প্রস্থান।

সোহিনীর বাটীর ভিতর হইতে আগমন

সোহিনী। নিষেধ মা, অন্যের পশিতে
এই পুরে,
সেই হেতু ভৃত্যগণে করেছে নিষেধ।
দেবস্থান—
অজানিত নর-নারী প্রবেশে মা মানা।
কে তুমি?
কি কার্য্য মা মোর সনে?
গুল। মাগো, বৈশ্যজাতি,
আগ্‌রায় আবাস আমার।
বাদ্‌সার অত্যাচার শুনেছ জননী।
রাজদূত আসি,
বন্দী করি পতিরে আমার—
লয়ে গেল বিনা অপরাধে।
জাতি রক্ষা হেতু, আসিয়াছি সৎনামী
আশ্রয়ে।
পতির বন্ধুর বাস আছিল নাড়োলে,
রহিলাম কয় দিন আশ্রয়ে তাঁহার।
অধীনীরে দয়া করি বান্ধব সুজন,
স্বামীর আনিতে তত্ত্ব করেন গমন।
মাগো,
নিদারুণ পত্র তাঁর পাইলাম কালি;
দুই জনে রাজদ্রোহী করিল প্রমাণ,
প্রাণবধ হয়েছে তাঁহার।
শুনি গো জননী,
যবন নিধন হেতু সৎনামী সজ্জিত।
আছে গো কিঞ্চিৎ অর্থ পতির অর্জ্জিত,
সৎনামীর সৎকার্য্যে করিব সমর্পণ
বড় আকিঞ্চন মনে।
কৃতার্থ কর গো দুহিতায়,
যৎকিঞ্চিৎ অর্থ এই করিয়ে গ্রহণ।
সোহিনী। অর্থ দান যদি বৎসে বাসনা
তোমার,
আছে নেতাগণ,
বাসনা জানাও তব তাঁদের নিকটে।
গুল। কেবা নেতা জানিনে জননী।
করিয়াছি পণ গৃহে নাহি করিব প্রবেশ—
পতির বিয়োগ—সন্ন্যাসিনী,
বিধবার আচরণ করিতে কামনা।
বহুমূল্য রত্ন এ সকল কোথায় রাখিব।
কৃপা করি রাখ মাতা তোমার নিকটে।
সোহিনী। সত্য হেরি মহার্ঘ রতন এ সকল।
ভাল রাখি আমি তব তুষ্টি হেতু।
কিন্তু যুবতী মা তুমি,
নিরাশ্রয়ে কোথায় রহিবে?
গুল। মাগো, এ সংসারে স্থান আর নাহি
বহুদিন।
পতির পাদুকা হেতু অপেক্ষা আমার।
পাইলে পাদুকা,
বুকে ধরি অগ্নি মাঝে করিব প্রবেশ।
ছিল সাধ, যবন বিনাশ দরশন।
কিন্তু নারী, নহি অস্ত্রধারী,
প্রতিবিধিৎসার সাধে দিয়ে জলাঞ্জলি,
অনলে তাপিত দেহ ঢালি,
জুড়াব গো দারুন সন্তাপ।
হায় হায়, মনে সাধ হয়,
পারিতাম যদি অস্ত্র করিতে ধারণ,
যবনশোণিতে করিতাম পতির তর্পন।
সোহিনী। তবে কেন অস্ত্র নাহি ধর?
কি হইবে অনলে শরীর বিসর্জ্জনে?
তোমা সম সৎনামী যুবতীগণে,
পতাকা ধরিয়ে করে,
অসুরসংহারে যথা দেবী রণাঙ্গনা,
বিপক্ষশ্রেণীর মুখে হয় অগ্রসর।
জন্মভূমি-জননী কারণ,
বীর-ব্রতে কেন ব্রতী না হও যুবতী?
গুল। মাতা, জানি না নিয়ম।
কেবা দেবে দীক্ষা মহাব্রতে,
কেমনে মিলিব যত বীরাঙ্গণা সনে?
সোহিনী। দেখি বৎসে পতিব্রতা তুমি।
নাহি অপর নিয়ম।
যতদিন মহাকার্য্য না হয় উদ্ধার,
প্রণয় না পরশে অন্তরে।
যে রমণী ভুক্তা হবে সৎনামী সম্প্রদা'
প্রেম কথা নাহি আনে মুখে।

গুল। কহ মাতা অদ্ভুত কাহিনী।
একত্র মিলিত রহে যুবক-যুবতী,
প্রণয় সঞ্চার মনে অসম্ভব নয়।
কিন্তু দৃঢ়পণ যার,
প্রেমালাপে বিরত হইতে
নহে বটে অসম্ভব তার।
কিন্তু মনে মনে জন্মিলে প্রণয়,
মন নয় বশীভূত,
অমঙ্গল ঘটিবে কি? কহ গুণবতী।
সোহিনী। কৌমারী-আশ্রিত এই সৎনামী-
বাহিনী;
কৌমারীর প্রণয় নিষেধ।
কাহার' যদ্যপি দেখে প্রণয় লক্ষণ,
তখনি বর্জ্জন করে তারে।
দৈব-বিড়ম্বনে, সাধারণ জনে
প্রেমে মুগ্ধ হ'লে ক্ষতি নাহিক অধিক।
কিন্তু যেই নেতা সৎনামীর,
হয় যদি মন্মথ-পীড়িত,
ভঙ্গ হবে সৎনামীর ব্রত;—
সর্ব্বনাশ হইবে নিশ্চয়!
করি কৌমারীর পুজা,
নেতা করিয়াছে শিরে মুকুট ধারণ।
কলঙ্কিত যদি নাহি হয় সে হৃদয়,
ত্রিভুবনে নাহি পরাজয়।
শক্তিকরে আগে আগে ময়ূর-বাহিনী,
ছারখার করিবেন বিপক্ষের শ্রেণী।
গুল। মাতা,
কোন মহাজন এই কার্য্যে নেতা?
সোহিনী। রণেন্দ্র—কুমার মম নির্ম্মল- হৃদয়।
গুল। দাসীরে কি করিবে গ্রহণ?
সোহিনী। কালি বৎসে, এসো এই স্থানে,
বুঝ নিজ মন,
দৃঢ় যদি হয় তব পণ,
দীক্ষা তবে করিও গ্রহণ।
দীক্ষিতা বিহনে মানা প্রবেশিতে পুরে;
যাও তুমি অদ্য নিজ স্থানে।
[সোহিনীর প্রস্থান।
গুল। বুঝেছি বুঝেছি—কৃতকার্য্য হব:
অরিকুল নিশ্চয় নাশিব।
প্রেতিনী কৌমারী, মুকুট তাহার
চূর্ণ হ'বে নারী-পদাঘাতে।
আরে মূঢ়, আরে হীন পুরুষ দাম্ভিক,
ফিরিতেছ নারীর ইঙ্গিতে,
নারী নেতা তোর পতাকাধারিণী,
তবু অহঙ্কার মনে,
রমণীর প্রেম না স্পর্শিবে!
আরে বুঝেও বোঝ না,
প্রতিহিংসা নারীর কেমন!
অঘটন ঘটায়েছে নারী,
করিয়াছে অস্ত্রধারী ভীরু হিন্দুগণে,
তবু পণ—রমণীর প্রেম বিসর্জ্জন!
নহ স্বদেশ-বৎসল,
উত্তেজিত নহ সবে মাতৃভূমি হেতু!
ধিক্ ধিক্ ঘৃণিত কাফের,
ধাও রমণীর পাছু পাছু,
ঘৃণা লজ্জা না হয় উদয়।
আরে হীন-প্রাণ হিন্দুগণ,
দলিবারে চাহ মুসলমান—
কোরাণ জীবন যার!
যেই মুসলমান ধর্ম্মবিস্তারের তরে,
চন্দ্রকলা-অঙ্কিত-পতাকা ধরি করে,
পৃথিবীর কাফের করেছে পদানত,
দ্বন্দ্ব তার সনে, রমণীর অঞ্চল ধরিয়ে!
ধিক তোর আস্পর্দ্ধায় সৎনামী-বর্ব্বর!
[প্রস্থান।

করিমের প্রবেশ

করিম। এই বাড়ীতে ভূতের পুজো হয়, গোউ কেটে লোউ দিতে পার্‌তেম্।

চরণের প্রবেশ

চরণ। আরে বাপধন, মুই কেনে যাবো—মুই কেনে যাবো?

করিম। কে তুই?

চরণ। হ্যাদে মুই চাটগাঁ হ'তে আইচি, মুনিবের সাথে এইএ এলাম। হ'দুতে মুনিব-ডারে খুন কর্‌ছে, মুই পেলেইচি, দই বাবা।

করিম। তুই মুসলমান?

চরণ। হ্যাদে তুই কেডা? তুমি মুসলমান নও?

করিম। না আমি হিন্দু।

চরণ। দোই আল্লা, পরাণটা বধিস্ না চাচা,—পরাণটা বধিস্ নে। মুইও হ'দু—মুইও হ'দু! ঝুট বল্‌চি, মুই মুসলমান নয়, —মুই মুসলমান নয়।

করিম। তুই কে ঠিক বল্, যদি বাঁচতে চাস্; নৈলে আমি হিন্দু তোরে এখনই কেটে ফেল্‌বো।

চরণ। বাপধন, তোর চরণ ধরি, পরাণ বধিস্ নে, পরাণ বধিস্ নে! মুই হ'দু—মুই রাবায়ণ শুন্‌চি। দই আল্লা—না না, দই দুগ্‌গি দই দুগ্‌গি—মই হ'দু!

করিম। তুই হিন্দু, মুসলমান সেজেছিস্।

চরণ। হাঁ চাচা, মুই হ'দু—মুই হ'দু, মুই গাঙ্গের জলে নমাজ করি।

করিম। আমি হিন্দু, আমার কাছে কেন মিছে কথা কচ্ছিস্?

চরণ। না চাচা—না চাচা, মুই হ'দু, মোর গলায় সুতি ছ্যাল চাচা, মুই মোল্লা ছ্যালুম চাচা, ঐ হালার পুত নেড়ে ছিঁড়ে দিয়েছে চাচা!

করিম। তুই মুসলমান।

চরণ। এই তাল্লাক দিচ্ছি চাচা, মুই হ'দু চাচা! মুই মেটির দেবতা ক'রে পুজো করি চাচা!

করিম। তুই হিন্দু, আমি বুঝতে পেরেছি। আমার কাছে ভাঁড়াচ্ছিস্।

চরণ। হায় চাচা—ভাড়াচ্চি বটে চাচা, তোমায় বুঝে নিয়েছি চাচা, হ'দু সাজ্‌চো চাচা। যাবা ক'নে চাচা, মোর সাথে আস্‌তি হবে চাচা, মুই কাবাব আঁদ্‌চি চাচা, দু' গরাস খাতি হবে চাচা!

করিম। তুই মুসলমান আমি বুঝেছি, তোর কাছে আমি থাক্‌বো না।

চরণ। না চাচা, মুই হ'দু চাচা, তোমায় ধর্‌তি আইচি চাচা! (পদদ্বয় বন্ধন)

করিম। ছাড়।

চরণ। যাবা কনে চাচা, চরণ ধর্‌ছি চাচা!

করিম। কেন বাপু, আমি বিদেশী হিন্দু, আমায় কেন তাড়না ক'চ্ছ?

চরণ। হ্যাদে কুটুম্বিতা কর্‌বো চাচা, হাতে দরি দেবো চাচা, সাথে সাথে আস্‌তি হচ্চে চাচা! (হস্তদ্বয় বন্ধন)

করিম। আচ্ছা চলো—কোথা নিয়ে যাবে চলো।

চরণ। হ্যাদে এখন ঠাওর হলো চাচা! তোমায় দেখ্‌ছি চাচা, তুমি কারতরফ খাঁর নোকর চাচা!

করিম। তুমি কি বল্‌ছো আমি জানি নি। চল না, কোথায় নিয়ে যাবে।

চরণ। তোমায় মুনিবের কাছে পাঠাবো চাচা। পা দুটো বাঁদ্‌চি, ধীরে ধীরে আসো চাচা!

করিম। চলো—বিনাদোষে হিন্দুর উপর অত্যাচার ক'চ্ছ। (স্বগতঃ) এ সেই সৎনামীর চর, আমি বুঝেছি।

চরণ। ভাবতিছ কি চাচা, আমি সেই বটে চাচা।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

গুলসানার শিবিরাভ্যন্তর

পালঙ্কোপরি অর্দ্ধশয়নাবস্থায় অসতর্কভাবে গুলসানা

গুল। গীত

কে জানে হায় ভেসেছি কোথায়।
আঁধারে নাই ধ্রুবতারা, ভাসি ধ'রে বাসনায়॥
আতঙ্ক-উল্লাস মনে, বিপরীত ভাব মনে,
মগন আপন ধ্যানে,
কুলে ফিরে নাহি চায়॥
নিরাশায় আশা ধরি, বিবাদে যতন করি,
পারি হারি নাহি ডরি,
জানিনে যাই কি আশায়॥

রণেন্দ্রের প্রবেশ

রণেন্দ্র। (স্বগতঃ) কি আশ্চর্য্য, এরূপ অবয়বের সাদৃশ্য তো দেখি নাই। কেবল বেশ-ভূষার প্রভেদ। বিমলা মৃত্তিকাজড়িত হীরকখণ্ড, অমলা যেন সেই হীরকখণ্ড শিল্পীর কৌশলে মার্জ্জিত। মলিনবেশা বিমলা বা সুসজ্জিতা অমলা, কে অধিক লাবণ্যবতী, তা স্থির করা যায় না। গানটির মর্ম্মে অনুভব হয়, যেন বালা হৃদয়ের আবেগ ঢেলে দিচ্ছে;—ভয়জড়িত আকাঙ্ক্ষা স্বর-লহরীতে প্রকাশ পাচ্ছে। মুগ্ধকারিণী কে এ? আহা এ নির্ম্মলা বালা যবনী হবে? সৈন্যশ্রেণী পরিত্যাগ ক'রে রমণীর কাছে আস্‌তে কুণ্ঠিত হচ্ছিলেম,

কিন্তু আমার দ্বিধা দূর হয়েছে। এমন সুন্দরী আমি কখনও দেখি নাই। চন্দ্রের কলঙ্ক কার প্রাণে সয়?—কে জানে সুন্দরীর যবনধর্ম্মে কেন অনুরাগ!

গুল। (যেন চমকিতভাবে উঠিয়া) আপনি এসেছেন? রণকার্য্য ত্যাগ ক'রে, আপনি যে পদাশ্রয় দেবেন, এতদূর সাহস দাসীর হয় নাই।

রণেন্দ্র। কেন, আমি তো তোমার ভগ্নীকে বলে পাঠিয়েছিলেম।

গুল। সত্য, তথাপি আমার মনের আশঙ্কা দূর হয় নাই। বসুন।

রণেন্দ্র। আমি অধিক বিলম্ব কর্‌তে পার্‌বো না। তুমি হিন্দু-কুমারী;—কি নিমিত্ত মহম্মদীয় ধর্ম্ম গ্রহণ কর্‌তে চাও? তুমি কি জান না, কোরাণ বেদের অন্তর্গত? কোরাণ এমন কিছুই নাই, যাহা বেদে নাই। বেদ পুরাতন, মহম্মদীয় ধর্ম্ম আধুনিক। পুরাতন আপ্তবাক্য পরিত্যাগ ক'রে কোরাণে তোমার কেন শ্রদ্ধা?

গুল। মহাশয়, আমার একটি কথার উত্তর দিলে আমি বুঝ্‌তে পার্‌বো, যে হিন্দুধর্ম্ম সনাতন কি মহম্মদীয় ধর্ম্ম সনাতন ধর্ম্ম। কোরাণ বেদের অন্তর্গত কি বেদ কোরাণের অন্তর্গত আমার উপলব্ধি হবে।

রণেন্দ্র। কি বল।

গুল। বেদে কি এমন বিধি আছে, যে মুসলমানীকে হিন্দু করা যায়?

রণেন্দ্র। অবশ্য আছে।

গুল। লিপিবদ্ধ থাক্‌লে থাক্‌তে পারে। কিন্তু কার্য্যে তো দেখি, রন্ধনগৃহে কুক্কুর, বিড়াল প্রবেশ কর্‌লে ভোজ্যবস্তু নষ্ট হয় না, কিন্তু মুসলমান প্রবেশে সে সকল আহার্য্য দ্রব্য পরিত্যাগ কর্‌তে হয়। দেখ্‌তে পাই সামান্য পশুকে হিন্দু আদর করে, কিন্তু মুসলমান স্পর্শে হিন্দু আপনাকে অপবিত্র জ্ঞান করে। যদি বেদে বিধি থাকে, তবে কার্য্যে সে পরিচয় কই? কিন্তু মুসলমানকে নির্দ্দয় বলেন, বিধর্ম্মী বলেন। মুসলমানের নির্দ্দয়তার কারণ কি? ধর্ম্ম প্রচার—মানবের হিত। মুসলমান কায়মনোবাক্যে জানে, যে মহম্মদীয় ধর্ম্ম গ্রহণে মনুষ্যের পরমার্থ লাভ হয়। সেই নিমিত্ত অসি মোচন ক'রে বলে যে, কোরাণ গ্রহণ করো নয় মরো। উদ্দেশ্য এই, শত ব্যক্তির মধ্যে ভয়ে হোক্, যা'তে হোক্—একজনকেও যদি মুসলমান-ধর্ম্মে দীক্ষিত করা যায়, তা হ'লে সে স্বর্গে যাবে। মানবের স্বর্গ কামনায় মুসলমানের নিষ্ঠুরতা। এই মহাকার্য্যে মুসলমান নদীর স্রোতের ন্যায় শোণিতপ্রবাহ দানে মানবের হিত সাধন চেষ্টা করেছে। কিন্তু হিন্দুর বেদান্তে কি বলে? অপর জাতি দূরে থাক, নিজ সমাজ পরিত্যাগ ক'রে, পর্ব্বত-গুহায় বাস করো,—আপন মুক্তি সাধন করো। স্বার্থপরতা!—এর অধিক স্বার্থপরতা আমার কল্পনায় আসে না! তবে হিন্দুধর্ম্ম সনাতন ধর্ম্ম কেন বলেন?

রণেন্দ্র। তুমি দেবী, তুমি অসাধারণ রমণী, তুমি যথার্থই বলেছ। কিন্তু জেনো, হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্ম তা নয়। ধূর্ত্ত শঠ, নিশাচর, কপট, অর্থলোভী ব্যক্তিরা হিন্দুধর্ম্মের এইরূপ ধর্ম্ম প্রচার করেছে। তা'রা প্রকৃত ব্রাহ্মণ নয়। ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্ম, এই নিমিত্ত ব্রাহ্মণ বলে। কিন্তু দেখ', চৈতন্য, নানক প্রভৃতি মহাপুরুষ আবির্ভাব হ'য়ে যবনকেও সনাতন ধর্ম্ম প্রদান করেছেন। মুসলমান দরাফ্ খাঁ রচিত গঙ্গাস্তোত্র, স্নানান্তে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণে পাঠ করে। ধর্ম্মবিপ্লবেই ভারতের দুর্গতি হয়েছে। সৎনামীর সেই কুসংস্কার দূর কর্‌বার জন্য অস্ত্রধারণ।

গুল। আপনি ত' সৎনামী।

রণেন্দ্র। হাঁ, অধম সৎনামীর দাস!

গুল। আপনি কি মুসলমানীকে হিন্দু-ধর্ম্মে দীক্ষা দিতে পারেন? আপনি কি মুসলমানীকে হিন্দু করতে পারেন?

রণেন্দ্র। অবশ্য পারি। প্রকৃত যে ধর্ম্ম-পিপাসু, সে হিন্দুর আদরণীয়।

গুল। প্রকৃত অপ্রকৃত ধর্ম্মপিপাসু মুসলমানের সে কথা নাই। প্রকৃত হোক, অপ্রকৃত হোক, ভয়ে হোক, মৈত্রতায় হোক্, প্রলোভনে হোক্, ধর্ম্মতৃষ্ণায় হোক্,—ধর্ম্মদীক্ষা দানে মুসলমান সর্ব্বদা প্রস্তুত।

রণেন্দ্র। সুন্দরী, তুমি জান না, দয়াল নিতাই দ্বারে দ্বারে হরিনাম দিয়েছেন। দেশে দেশে সংকীর্ত্তন করে বলেছেন,—জান্‌তে

অজান্তে, ভ্রান্তে, অভ্রান্তে যে হরি বলে, সেই ধন্য। তুমি সংশয় দূর কর'।

গুল। মহাশয়, নিত্যানন্দ, চৈতন্য, এখন নাই, নানকও অন্তর্হিত, এখন কে যবনীকে হিন্দু করতে পারে বলুন;—আপনি পারেন?

রণেন্দ্র। সৎনামের দোহাই দিয়ে পারি।

গুল। কার্য্যে পরিচয় দিতে পারেন?

রণেন্দ্র। অবশ্য।

গুল। দেখো দেখো বাক্য নাহি নড়ে,
বুঝি তব সৎনাম প্রভাব!
শুন গুণমণি, যবনী অধিনী—
মৃত দুর্গাধিপ কারতরফ খাঁর সুতা।
রাখ' বাক্য তব,
হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষা দেহ পদাশ্রিতে:—
হিন্দু বলি সমাজে হে করহ গ্রহণ,
তা' হইলে মানিব বচন,
নহে বাক্য আড়ম্বর বুঝিব কেবল।

রণেন্দ্র। এসো, করিব তোমারে
সনাতনধর্ম্ম দীক্ষা দান।

গুল। যাব? কোথা' যাব?
কহ কি নাম করিব উচ্চারণ?
যে নামে পবিত্র হয় যবনী-জনম,
সেই নাম উচ্চারণ করি শতবার।
সনাতন ধর্ম্ম যদি হিন্দু ধর্ম্ম হয়,
শুন মহাশয়,
দেহ তবে যবনীরে স্থান:
এই দণ্ডে—এই ক্ষণে
নহে অস্ত্রধারী—বধ' যবনীর প্রাণ।
করেছি শ্রবণ,
রমণীর উপদেশে সৎনামীর পণ
আবাল-বণিতা-বৃদ্ধ বধিতে যবনে।
বধ'—বধ' তবে মোরে।

রণেন্দ্র। শুন লো সুন্দরী,
দীক্ষাদান করিব এখনি
কিন্তু কহ সুবদনী
হিন্দুধর্ম্মে কি হেতু তোমার অনুরাগ?
সুশিক্ষিতা শাস্ত্রে তুমি বুঝেছ নিশ্চয়।
শাস্ত্রমর্ম্ম বুঝি মনে মনে,
শাস্ত্র সত্য জ্ঞানে—
কর কি সুন্দরী তুমি দীক্ষা আকিঞ্চন?

গুল। জিজ্ঞাসায় কিবা প্রয়োজন?
সনাতন হিন্দুধর্ম্ম কহিলে এখনি:
কহিলে এখনি—
ভ্রান্তে বা অভ্রান্তে ধর্ম্ম করিলে গ্রহণ,
উচ্চগতি হইবে তাহার;
কহিলে এখনি—
তব দেবতার নাম করি উচ্চারণ,
হিন্দু হবে যবন-যবনী।
তবে কেন চাহ শুনিবারে,
হিন্দুধর্ম্ম কি কারণ করিব গ্রহণ?
বুঝিবে কি, করি যদি স্বরূপ বর্ণন?
অন্তর আমার তুমি, কিরূপে দেখিবে?
দেহ দীক্ষা এই ভিক্ষা চাহি।

রণেন্দ্র। শুন সুকেশিনী,
আছে হিন্দুধর্ম্মের নিয়ম,
যাহার নিকটে দীক্ষা করিবে গ্রহণ,
মনোভাব গোপন নিষেধ তাঁর ঠাঁই।

গুল। কহি শুন স্বরূপ বচন।
পিতৃশোকে বিহ্বলা কামিনী,
কাঁদিল বিবশা পিতৃশির লয়ে কোলে।
জনেক রমণী চাহিল বধিতে তারে।
তুমি মতিমান, হ'য়ে কৃপাবান
প্রাণরক্ষা করেছিলে অবলার।
পরুষ হৃদয় তব, যোদ্ধা অস্ত্রধারী,
রমণীর মনোভাব বুঝিবে কেমনে?
সেইক্ষণে যবননন্দিনী
করেছে তোমায় বীর পতিত্বে বরণ।
তুমি ধ্যান-জ্ঞান, তুমি মনোপ্রাণ,
যবনী মাগিছে পদ-সেবা অধিকার।
সেই হেতু করিয়ে ছলনা
আনিয়াছি তোমারে এ স্থানে।
অমলা-বিমলা নহে যমজ ভগিনী।
ছিন্নবেশা রুক্ষ্মকেশা বিবশা বিমলা,
সুবেশা অমলা এই শিবিরবাসিনী,
নহে ভিন্ন দুইজন।
হের রুক্ষ্মকেশ—এই ছদ্মবেশ—
দেখ' দেখ' অমলা-বিমলা!

রণেন্দ্র। প্রেমবাক্য শুনিতে নিষেধ।

গুল। সনাতন হিন্দুধর্ম্ম করহ প্রমাণ।
নহে রাখ' সৎনামীর পণ,
বধ এই যবনীর প্রাণ।
চাহি নাই প্রেম-কথা কহিতে তোমায়।
কিন্তু করিয়াছি পতিত্বে বরণ,
শুনি হিন্দুরমণীর আছে এ নিয়ম,

কদাচিৎ না করিবে অন্তর গোপন
প্রাণপতি করিলে জিজ্ঞাসা।
তাই ব্যক্ত করিয়াছি প্রেম-কথা
জিজ্ঞাসিলে তুমি।
দিই নাই পরিচয় জানা'তে সোহাগ।
দাসী মাত্র, চাহি তব সেবিতে চরণ:
নাহি চাই আলিংগনে বদন-চুম্বন।
প্রেম-কথা—প্রেম-ভাষে কে সম্ভাষে তোমা?
গুরু তুমি, দীক্ষা দাও, শিষ্যা আমি তব।
শুন ধনরত্ন যা ছিল দাসীর,
সৎনামীর কার্য্যে তাহা করেছে অর্পণ।
কালি কৌমারীব্রতের দীক্ষা করিয়া গ্রহণ,
পতি কার্য্যে মিলিব সৎনামী-নারী সনে।
দেহ হিন্দু, যবনীরে দেহ তব ধর্ম্ম
সনাতন।

রণেন্দ্র। লহ সৎনামের নাম পবিত্র হইবে।

গুল। জয় সৎনাম! হয়েছে কি নাম উচ্চারণ?
হিন্দু আমি আজি হ'তে?

রণেন্দ্র। হাঁ

গুল। দেখ' অস্ত্রধারী,
হিন্দু বলি দিও পরিচয়,
কথা তব মিথ্যা নাহি হয়।
তব সহধর্ম্মিণী অধিনী,
বিশ্বাসে তাহার যেন করো না আঘাত।

রণেন্দ্র। না—না।

গুল। সমস্বরে বলো তবে সৎনামের জয়!
জয় সৎনাম!

উভয়ে। জয় সৎনাম! [রণেন্দ্রের প্রস্থান।

গুল। সত্য স্বামী তুমি মম,
মিথ্যা নাহি বলেছে যবনী।
কিন্তু কি করিব,
পিতৃহত্যা-প্রতিশোধ করিয়াছি পণ!
স্পর্শিয়াছি তোমার অন্তর।
যাও যাও—বোঝনি আঘাত,
তীক্ষ্ম তীর পশেছে হৃদয়ে,
বুঝিবে দারুণ ব্যাথা নির্জ্জনে বসিয়ে।
ব্রত ভঙ্গ করেছি সৎনামী!
মহাব্রতে ব্রতী জেনো তব প্রেমাধিনী:
জীবনের ব্রত সাঙ্গ হবে তব পায়!
নাহিক উপায়,
চলেছি যে পথে আর ফিরিবারে নারি।
[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

সৎনামী-শিবির-সম্মুখ

সোহিনী ও চরণদাস

সোহিনী। চরণ—চরণ! তোমার প্রভুকে ব'লো, এখন আর পুরুষ মানুষকে গায়ে হাতটী দিতে দিই না।

চরণ। হাতে হাড় ফোট্‌বার ভয়ে কেউ গায়ে হাত দেয় না। তা বেশ করো। এখন আমায় ডেকেছ কেন বলো?

সোহিনী। তোমার প্রভুরও তো আর নব-যৌবন নাই।

চরণ। তবু হোক্‌ বাছা, অত নয়। আয়না-টায়না তো ঢের আছে, মুখখানি পোড়া দোকো বেগুন হয়েছে, তা কি বোঝ' না?

সোহিনী। নাও নাও, গুমোর করো না, তোমার প্রভুর রূপের ছটায় তো বিদ্যুৎ চম্‌-কাচ্ছে।

চরণ। বিদ্যুৎ না চম্‌কাক্‌—মাথায় শকুনি উড়ে না।

সোহিনী। চরণ, তুমি আমার একটী কথা শুন্‌বে বলেছিলে।

চরণ। সেই ইস্তক তো লাখ্‌ কথার উপর শুনেছি।

সোহিনী। তার জন্যই তো বল্‌ছিলেম, লাখ্‌ কথা হ'য়ে গেছে, আমাদের বে দিয়ে দাও।

চরণ। প্রভুর ঘরে এক্‌টী মিট্‌মিটে প্রদীপ জ্বলে। তুমি গিন্নী হ'য়ে ঘরে নড়্‌লে চড়্‌লে পেত্নির ভয়ে, সে পথে আর মানুষ চল্‌বে না।

সোহিনী। শোনো চরণ, আমার একটী মিনতি রাখ', এই রত্নগুলি লও, এ কোন সাধিব্র সম্পত্তি, আমার রোজগারের নয়। তোমার প্রভুর কাছে যেতে আমার সাহস হয় না। তুমি এই রত্নগুলি রাখো, তাঁরে দিও। এই লও, আমি চল্লেম, ঐ কে আস্‌চে।

চরণ। আমি প্রভুকে সব গুছিয়ে বল্‌তে পার্‌বো না। তুমি নিজে বল্‌বে এসো। ভয় নাই, প্রভু বলেন, যে সোহিনী তা'র বাল্য-চপলতার সম্পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত করেছে।

সোহিনী। চরণ, সৎনাম তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।
[উভয়ের প্রস্থান।

রণেন্দ্র, বৈষ্ণবী ও পরশুরামের প্রবেশ

রণেন্দ্র। বাদ্‌সা অতি সতর্ক। ভেবেছিলেম যুদ্ধের সংবাদ তার নিকট না যেতে যেতে আম্‌রা আগ্রা আক্রমণ কর্‌তে পার্‌বো। কিন্তু তাহির খাঁ দুই ক্রোশ অন্তরে লক্ষ সৈন্য লয়ে, আমাদের গতি রোধ ক'চ্ছে। আমার ইচ্ছা, অদ্য রাত্রে বিশ্রাম ক'রে কল্য প্রাতে তা'রে আক্রমণ কর্‌বো।

ফকীররামের প্রবেশ

বৈষ্ণবী। আমার ইচ্ছা ছিল, অদ্য রাত্রেই যুদ্ধ দান করি।

পরশু। সমস্ত দিন ঘোরতর যুদ্ধে সকলে ক্লান্ত, কিঞ্চিৎ বিশ্রাম আবশ্যক। কাল সূর্যোদয় না হ'তে হ'তে আক্রমণ করা যাবে। (রণেন্দ্রের প্রতি) শত্রুশিবির কিরূপে সংস্থাপিত, সে সংবাদ কি পাওয়া গেছে?

বৈষ্ণবী। হাঁ, আমি এইমাত্র তথা হ'তে আস্‌ছি। আমাদের অল্প সংখ্যা জ্ঞানে নদী পার হ'য়ে বাদ্‌সা-সৈন্য এসেছে। বোধ হয় তাহির খাঁর কল্পনা, যে, কল্য প্রাতে সেই-ই আক্রমণ কর্‌বে। সৈন্য-সমাবেশ আমি চিত্রিত করেছি; এই মানচিত্র দেখ।

ফকীর। অবশ্য সকলেই পরিশ্রান্ত, কিন্তু এক প্রহর বিশ্রাম ক'রে কি সৎনামীর ক্লান্তি দূর হবে না?

রণেন্দ্র। ভগ্নি, তুমি প্রকৃত সৎনামী নেতা, আমায় সেনাপতি সাজিয়েছ মাত্র। (ফকীররামের প্রতি) মহাশয়, আপনি বামে আর আমি মধ্যদেশ আক্রমণ করি; ভ্রাতঃ পরশুরাম তুমি দক্ষিণে। শত্রু অসতর্কভাবে অবস্থান ক'চ্ছে, এ সুযোগ উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নয়;—এসো নেতাদের আদেশ দিই।

বৈষ্ণবী। আমি একবার মহামায়ীর পূজা ক'রে আসি। ভ্রাতা পরশুরাম, সেনাপতি তোমার উপর গুরুতর ভার অর্পণ কর্‌লেন। যুদ্ধকালে তোমার নিজ সৈন্য সঞ্চালন দিকে দৃষ্টি রেখো। আমার ন্যায় শত শত রমণীর মৃত্যুতে সৎনামীর কার্য্যের বিঘ্ন হবে না; আমার মিনতি তুমি আমার উপর লক্ষ্য রেখো না।

[বৈষ্ণবীর প্রস্থান।

পরশু। (স্বগতঃ) তোমার শত্রুর অস্ত্র যদি তোমার রক্ষার্থে বুকে ধারণ কর্‌তে পারি, এ হ'তে উচ্চ আশা আমার আর নাই, জান না তুমি আমার হৃদয়েশ্বরী!

[পরশুরামের প্রস্থান।

ফকীর। রণেন্দ্র যেও না, তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।

রণেন্দ্র। আজ্ঞা করুন।

ফকীর। তুমি জান কি, তোমার নিকট পত্র লয়ে যে বাহক এসেছিল, সে হিন্দু নয়—সে যবন। তোমায় বিপন্ন করবে, এই তার অভিপ্রায়। নিশ্চয় জেন' সে শত্রুর চর।

রণেন্দ্র। প্রভু, যবন হওয়াই সম্ভব, কিন্তু শত্রুর চর নয়।

ফকীর। সে কি কোন রমণীর দূত? সেই রমণীর সহিত তুমি কি সাক্ষাৎ কর্‌তে গিয়েছিলে?

রণেন্দ্র। প্রভু, যবনী যদি হিন্দু-ধর্ম্ম গ্রহণ কর্‌তে ইচ্ছা করে, তার সহিত সাক্ষাৎ করায় কি দোষ আছে?

ফকীর। কিন্তু যদি সে যবনী, ভান ক'রে তোমায় ডেকে থাকে, তা হ'লে সে শত্রু নিশ্চয়। শোন, সে নারী অতি চতুরা! সে হিন্দু ব'লে পরিচয় দিয়ে, রত্ন দানে সোহিনীকে পরিত্যাগ করেছে। সে সোহিনীর নিকট কৌশলে অবগত হয়েছে, যে সৎনামীর নেতাকে প্রণয়ে আবদ্ধ কর্‌তে পার্‌লে, সৎনামী সম্প্রদায় ধ্বংস প্রাপ্ত হবে। যখন তুমি আমার নিকট তোমার মহৎ উদ্দেশ্য জানাও, আমি তোমায় নারী-সংসর্গ কাল-সর্পের ন্যায় ত্যাগ কর্‌তে বলেছিলেম। যদি তুমি সে বাক্য হেলন কর', তোমার গুরুহত্যার প্রতিশোধ হবে না।

রণেন্দ্র। কিন্তু সকলকেই তো দয়া করা কর্ত্তব্য। নারী দয়ার পাত্রী নয় কেন?

ফকীর। আমার চিরধারণা, যে প্রত্যেক নারী মহামায়ার রূপান্তর। দয়া অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বৃত্তি মানবজীবনে আর নাই। নারী এমনই মায়াবী, সেই বৃত্তি অবলম্বনে পুরুষ হৃদয় মুগ্ধ করে। বৎস শত শত দৃষ্টান্ত পাবে, যে মৃতবন্ধুর পত্নীকে আশ্রয়দান কর্‌তে গিয়ে আশ্রয়দাতার যুবতীসংসর্গে মন বিচলিত হয়েছে। ক্রমে বন্ধুত্ব, মনুষ্যত্ব, কর্ত্তব্য—সকলই

বিস্মৃত হ'য়ে সেই বন্ধু-পত্নীর সহিত নিরয়-গামী হয়েছে। নির্ম্মল দয়ার লক্ষণ শুন। কদাকার বহুপুত্রভারে পীড়িতা রমণী সম্পূর্ণ দয়ার পাত্রী। কিন্তু দেখ, তদপেক্ষা উন্নত অবস্থার সুন্দরী রমণী অনেকের দয়ার ভাজন। তুমি আমায় প্রভু বল, প্রকৃত দয়ার লক্ষণ শুন। যদি সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত, মলাবৃত, কুষ্ঠরোগগ্রস্ত জীবকে পরমাসুন্দরী রমণীর ন্যায় বিমলচক্ষে দর্শন করে, সমভাবে উভয়ের শুশ্রূষা সাধনে নিযুক্ত থাকে, সেই মহাপুরুষই প্রকৃত দয়ার্দ্র-চিত্ত। দয়ার এই লক্ষণ যার হৃদয়ে অঙ্কিত নাই, যার কুষ্ঠগ্রস্ত আর সুন্দরীতে সমদৃষ্টি নাই, আমার সামান্য অনুমানে, সে ব্যক্তি যথার্থ দয়ার অধিকারী নয়। দেখ তুমি উচ্চাশয়, মহামায়ার নিকট প্রার্থনা ক'রো, যে, তিনি দয়ার বেশ-ভূষায় কামকে না সজ্জিত ক'রে, তোমায় প্রতারিত করেন। তোমায় বার বার বলেছি, মহামায়া নারী-রূপা। নারী বল, আর স্বয়ং মহামায়া বল —একই। মহামায়ার নিকট প্রার্থনা ক'রে নারী হ'তে দূরে অবস্থান ক'রো, এই আমার মিনতি। বৎস, উপস্থিত যে প্রস্তাব তোমার নিকট করেছিলেম, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিচ্ছি। অপেক্ষা করো, আমি আস্‌ছি।

[ফকীররামের প্রস্থান।

রণেন্দ্র। ছল সত্য; যবনী অকপটে তা ব্যক্ত করেছে। কিন্তু সে শত্রু কখনই নয়। আমার প্রতি তা'র প্রগাঢ় অনুরাগ নিশ্চিত। নচেৎ কেন সৎনামী-কার্য্যে অর্থ দান কর্‌বে? কেন হিন্দু হবার আকাঙ্ক্ষা কর্‌বে? আমি পরশুরাম ঠাকুরকে সমস্ত বৃত্তান্ত কি ক'রে বল্‌বো। নারী, লজ্জা পরিত্যাগ ক'রে, অন্তরের কথা আমায় স্বরূপ বর্ণনা করেছে। সে কথা অপরের কাছে ব্যক্ত করা কাপুরুষত্ব। ভাল, উনি নিষেধ করেন, আর তার সহিত সাক্ষাৎ কর্‌বো না।

চরণ ও করিমের সহিত ফকীররামের প্রবেশ

ফকীর। তুমি জিজ্ঞাসা করো—এ কে?

রণেন্দ্র। তুমি হিন্দু না মুসলমান?

করিম। আপনার নিকট আমার আত্ম-গোপনের প্রয়োজন নাই, আমি মুসলমান।

রণেন্দ্র। তুমি হিন্দু ব'লে পরিচয় দিয়েছিলে কেন?

করিম। তা না হ'লে হিন্দুরা আমায় বধ কর্‌তো, আমার কর্ত্রীর কার্য্য হতো না।

ফকীর। তোমার কর্ত্রীর কি কাজ?

করিম। কি কাজ তিনিই জানেন, আমি ভৃত্য।

ফকীর। তোম্‌রা শত্রু।

করিম। আমি শত্রু বটে, কিন্তু তিনি কি আমি জানি না।

রণেন্দ্র। তিনি হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেছেন, এখন তিনি হিন্দুর পক্ষ। আমার কথা যদি সত্য হয়, তা হ'লে তুমি কি কর্‌বে?

করিম। আমি মুসলমান, হিন্দুর সেবা কর্‌বো না। আর তাঁর নুণরুটীর প্রত্যাশা রাখ্‌বো না।

ফকীর। তোমার যে বেইমানী হবে?

করিম। ইমান ধর্ম্ম নিয়ে; বিধর্ম্মীর দাসত্ব স্বীকার না কর্‌লে আমি বেইমান হবো না।

ফকীর। এর প্রতি কি কর্ত্তব্য?

রণেন্দ্র। আপনি যেরূপ বিবেচনা করেন; আমি সৈন্য সজ্জিত করিগে।

[রণেন্দ্রের প্রস্থান।

ফকীর। তুমি মুক্ত, তোমার যেথায় ইচ্ছা গমন করো। (চরণ কর্ত্তৃক বন্ধন মোচন) যাও, অপেক্ষা ক'চ্ছ কেন?

করিম। আমার ইচ্ছা।

ফকীর। তোমার ভয় নাই। তোমার যথায় ইচ্ছা, আমার লোক তোমায় রেখে আস্‌বে। যাও। চরণ, এর সঙ্গে যাও, বুঝেছ?

[ফকীররামের প্রস্থান।

করিম। তোমার প্রভুর আজ্ঞা বুঝেছ কি? না বুঝে থাকো, আমি বুঝিয়ে দিই। আমার কর্ত্রী কোথায় থাকেন, সেই সন্ধান তোমায় নিতে বলেছেন। কিন্তু বৃথা পরিশ্রম কর্‌বে, সে অভিপ্রায় সিদ্ধ হবে না। আমায় বন্দী ক'রে যদি পশ্চাৎ পশ্চাৎ যেতে, হয় তো সন্ধান পেতে আমার কর্ত্রী কোথায়। কিন্তু তুমি আমার পরম বন্ধু, আমি যথেষ্ট সতর্ক হয়েছি। ইচ্ছা হয় সঙ্গে এসো।

চরণ। নেড়ে ভাই, কাণ মলে দিয়ে যাও,

এমন ঝক্‌মারী আর কখনো কর্‌বো না। যাও দাদা যাও, ছেলাম।

করিম। ছেলাম দাদা, এবার তুমি পেছন পেছন এলে, যদি তোমার পায়ের শব্দ শুন্‌তে না পাই, তা হ'লে তুমি আমার কাণ মলো।

[উভয়ের উভয়দিকে প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

আগ্রা-দুর্গাভ্যন্তর

আরঙ্গজেব, হামিদ খাঁ, বিষণ সিংহ ও পারিষদগণ

আরঙ্গ। সৎনামী—সৎনামী,
আছে মাধ্যি সম্প্রদায়,
অনুমানি সৎনামী তাহারা।
কৃষিকার্য্যে রত,
ত্যজি হ'ল, অস্ত্রধারী বিরুদ্ধে আমার:—
মশক হইল বলবান্।
সৎনামী—সৎনামী—
সত্য এ সংবাদ,
অগ্রসর রণে দিল্লী-সিংহাসন আকিঞ্চন।
সুকৌশলী সবে:
ভুলা'য়েছে দুর্গাধিপগণে
মুসলমান ফকীরের বেশে।
প্রতি দুর্গ-মানচিত্র করিয়ে গ্রহণ
অনায়াসে অসতর্ক সেনা পরাজয়ি,
মুসলমান সুরক্ষিত দৃঢ় দুর্গ শত
হস্তগত হীন-প্রাণী কৃষকের।
হে হামিদ, পৃষ্ঠ দেছ কাফের-সমরে!
রাজন্ বিষণ সিংহ,
শুনেছি রাজপুত-বংশে জনম তোমার
ভিখারীর যুদ্ধে ভঙ্গীয়ান!
অদ্ভুত সকলি—অদ্ভুত সকলি!!

হামিদ। জাঁহাপনা!
সবিনয় করি নিবেদন,
শত্রু অতি সমরকুশল।
অদ্ভুত কাহিনী;
অশ্বপৃষ্ঠে নারীদল পতাকাধারিণী!
সহস্র কামানে নাহি ভাঙ্গে অরিশ্রেণী,
গুলি করি বারিধারা জ্ঞান;
বর্শা, অসি অঙ্গে নাহি পশে।
অসীম সাহসে
শত জনে একজন করে আক্রমণ।
অরি-করে খেলে অসি দামিনীর প্রায়,
শত শত আঘাতে লুটায়।
ভীমকায় সলিল যেমন
মহাবেগে করে আক্রমণ;
প্রবল প্রবাহে তার স্থির কেহ নহে।
সেনানী বিষণ সিংহ অসীম বিক্রমে,
পুনঃ পুনঃ ভগ্নশ্রেণী করে উত্তেজিত,
দিল রণ অরাতিরে;
সকলি বিফল হলো বিপক্ষ-বিগ্রহে।

বিষণ। জাঁহাপনা,
বীরবর হামিদ, লইয়ে আসোয়ার
করিলেন অসাধ্য সাধন;
মনুষ্যের সাধ্য যাহা করেছিল সুর।
কিন্তু সৎনামীর অশ্বারোহী ঝটিকা সমান
দিল হানা হুহুঙ্কারে।
বাদ্‌সার আসোয়ার জীবিত থাকিতে একজন
না ত্যজিল রণ।
সমরান্তে দেখিলাম, শব মাঝে মুমূর্ষুর প্রায়,
পতিত হামিদ মহাবীর।
যাদু এ নিশ্চয়!
মুসলমান রাজপুত অসংখ্য বাহিনী,
মাত্র দশ সহস্র সৎনামী বিমুখিল মুহূর্ত্তেকে।

আরঙ্গ। হাঁ—হামিদ খাঁ বল্লেন,—'আপনি মহাবীর', আপনার মুখে শুন্‌লেম,—'হামিদ খাঁ মহাবীর। উভয়েই স্থির করেছেন, যাদু। কিন্তু যাদুতে আমার সৈন্য নষ্ট হয়েছে। আপনারাও বোধ হয় যাদু-বিদ্যা জানেন নচেৎ কিরূপে পরিত্রাণ পেলেন?

একজন প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী। জাঁহাপনা, রণস্থল হ'তে দূত এসেছে

আরঙ্গ। আনো।

[প্রহরীর প্রস্থান।

(পরিষদগণের প্রতি) জ্ঞান হয় দূত মহাশয় আপনাদের মত কোন সুন্দর গল্প শোনাবেন।

দূতের প্রবেশ

বুঝেছি পরাজয় হয়েছে।

দূত। সরমে না জুয়ায় বচন,

দুৰ্জ্জয় অরাতি, হত সমস্ত বাহিনী,
জীবিত নফর মাত্র ভীষণ সমরে।
রাজ্যময় বিদ্রোহ উদয়।
একা নাহি যুঝে আর সংনামী বৰ্ব্বর;—
জমীদার, তালুকদার, বহু রাজাগণ,
মিলিত বিপক্ষ সনে রণে।
কেবা নাহি জানি,
শুনি এক কাফের কামিনী, বৈষ্ণবী তাহার নাম,
কুহকিনী সেই নারী;
কুহকে তাহার,
ভুলেছে নিৰ্ব্বোধ হিন্দুগণে।
জাঁহাপনা, করুন মাৰ্জ্জনা,
দেখেছি সে ভীষণারে।
পতাকা লইয়া করে,
অশ্ব' পরে, অরি-সেনা-অগ্রগামী;
জ্ঞান হয় সয়তানের নারী।
অসি হস্তে শত শত কাফের-কামিনী,
সহচরী সম সঙ্গে তার,
হুঙ্কারে প্রবেশে রণে।
উজ্জ্বল মুকুট শিরে বীর একজন,
ঝলসে নয়ন সেই মুকুট-প্রভাবে,
উপস্থিত হয় সে যেথায়,
অস্ত্রধারী নিস্তার না পায়।
সেনাগণে উৎসাহ প্রদানে
নায়ক ফিরাতে নারে।
অগ্রসর শত্রু আশুগতি;
হেন লয় মন
অদ্য রাত্রে নগর করিবে আক্রমণ।

আরঙ্গ। যাদু — যাদু — সয়তানি! শত সমরজয়ী ক্ষত্রঃপুত্র ও মুসলমান বীর উপস্থিত আছ, কে যুদ্ধে যাবে? এখানে লক্ষ সৈন্য আছে, দিল্লী হ'তে লক্ষ সৈন্য আগতপ্রায়, এই সমস্ত সৈন্য লয়ে কোন্ বীর কাফের যুদ্ধে যাবে? সকলেই নীরব; ভাল স্বয়ং বাদ্সা-ই যাবে। বাদ্সা দর্শনে স্বয়ং সয়তানও অসি কোষমুক্ত কর্তে অক্ষম হবে। বাদ্সার পশ্চাতে যেতে কেহ কি সাহস করেন?

১ পারিষদ। জাঁহাপনা.
যাদু এ নিশ্চয়।
অমূল্য জীবন বাদ্সার।
প্রাণপণ করিব আমরা;
জানু পাতি মিনতি চরণে.
আজ্ঞা দেহ নফর সকলে।

আরঙ্গ। হাঁ—আর আমি দিল্লী প্রত্যাগমন ক'রে, অন্তপুরে লুক্কাইত হইগে: এই তো আপনাদের মন্ত্রণা? উপদেশের অপেক্ষা কর্তেম না। হামিদ খাঁ বাহাদুর ও রাজা বিষণ সিংহের পরাজয় সংবাদ অগ্রেই এসে পেঁৗছেছিল। আমি তাহির খাঁকে শত্রুর গতিরোধ কর্বার আজ্ঞা প্রদান ক'রে নিশ্চিত ছিলেম না: কেবলমাত্র রাজ্যে ঘোষণা দিয়ে অপেক্ষা কর্চি, যে কয়জন যথার্থ ইস্লামধৰ্ম্মে দীক্ষিত বাদ্সার কাৰ্য্যভার গ্রহণ করেছে; কয়জন কোরাণ বলে, সয়তান উপাসক, ভূতের উপাসক কাফেরকে ভয় করে না, তাই পরীক্ষা কচ্ছি। কিন্তু দেখ্ছি, কোরাণে বিশ্বাস আছে, পাঁচবার নমাজ করে, বোধ হয়, এরূপ মহম্মদীয় বীর-পুরুষ রাজকার্য্যে নিযুক্ত নাই। তিন দিবস বাদ্সার আজ্ঞা প্রচার হয়েছে, যে কেহ শত্রুদমনে প্রস্তুত, তাকে বাদ্সা আলিঙ্গনদানে বাদসাই তরবারী অর্পণ কর্বেন; সমর জয় হ'লে বাদসার দক্ষিণ-পার্শ্বে তার আসন হবে। কিন্তু উপর্য্যুপরি দূত এসে সংবাদ দিচ্চে যে, ভূতের আশঙ্কায়, সয়তানের আশঙ্কায়, কোন মুসলমান বাদ্সার প্রসাদলাভে প্রস্তুত নয়। অতএব ইসলামধৰ্ম্মের সম্মান স্বয়ং বাদ্সাই রক্ষা কর্বে। যদি কেহ বাদসার পশ্চাতে যেতে সাহসী থাকেন, তিনি শীঘ্র প্রস্তুত হোন্। তাহির খাঁকে আমি ধন্যবাদ দিই। যদিচ তিনি বাদ্সার আজ্ঞা লঙ্ঘন ক'রে শত্রুকে সম্মুখ যুদ্ধ দিয়েছেন,—তাঁর প্রতি আদেশ ছিল, কেবলমাত্র পথ রোধ কর্বেন, যুদ্ধ দেবেন না, শত্রু যাতে না আহার পায়, তার চেষ্টা পাবেন,—তথাপি যে তিনি পরাজিত হ'য়ে আমার নিকট সংবাদ আনেন নাই, জীবনসত্বে রণস্থল ত্যাগ করেন নাই, এইজন্য তাঁকে ধন্যবাদ দিই।

দূত। জাঁহাপনা, তাহির খাঁ বিপক্ষ সৈন্য অল্প দেখে, নিশ্চয় যুদ্ধে জয় হবে অনুমানে, আক্রমণ করেছিলেন।

আরঙ্গ। বাদ্সা অপেক্ষা স্বয়ং অধিক জ্ঞানী বিবেচনা করা তাঁর সম্পূর্ণ ভ্রান্তি, বোধহয় মৃত্যুকালে তার হৃদয়ঙ্গম হয়ে থাক্‌বে।

সকলে যান। বাদ্‌সা কিরূপ যুদ্ধ করে যদি দেখ্‌বার সাধ থাকে, প্রস্তুত হোন।

সকলে। জাঁহাপনা, আমরা প্রাণদানে প্রস্তুত।

আরঙ্গ। কার্য্যে পরিচয় পাবো।

[আরঙ্গজেব ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

অন্যদূতের প্রবেশ

আরঙ্গ। কি সংবাদ? কোন' কি মুসলমান-কুলতিলক বাদসাহের প্রসাদ লাভে প্রস্তুত?

দূত। জাঁহাপনা, নিবেদন করতে শংকা হয়, সমস্ত রাজ্য ঘোর আশংকায় পরিপূর্ণ। সকলের ধারণা যে, সয়তানচালিত সংনামী অগ্রসর হ'লে নিশ্চয় পরাজয়। কেবল একটী মুসলমান রমণী শিবিরদ্বারে উপস্থিত আছে।

আরঙ্গ। তারে সত্বর লয়ে এসো।

[দূতের প্রস্থান।

পুনঃ পুনঃ পরাজয়ে সৈন্যগণ ভীত। এ ভয় না দূর কর্‌লে জয়লাভের আশা নাই। যেমন হিন্দুরা শশীকলা-অঙ্কিত মোগল-পতাকা দৃষ্টে হীনবল হয়, সংনামী-যুদ্ধে আমার সেনাদেরও সেইরূপ অবস্থা। কোরাণ হ'তে বয়েৎ উদ্ধৃত ক'রে পতাকায় দেবো; প্রচার কর্‌বো, আমার প্রতি স্বপ্নে মহম্মদের আজ্ঞা হয়েছে,—'কোরাণের বয়েৎ কেতনে থাক্‌লে যাদু দূর হবে'। যাদুই স্বীকার পাবো। সকলেরই কুহক ব'লে বিশ্বাস হয়েছে, সে বিশ্বাস কথায় দূর হবে না। সকলের ধারণা, আমি প্যাগম্বরের প্রিয়; তার আদেশে আমি স্বয়ং অগ্রসর হচ্ছি, এ কথা জান্‌লে যাদুর ভয় দূর হবে।

গুলসানার প্রবেশ

কে তুমি?

গুল। মৃত দুর্গাধিপ কারতরফ খাঁর কন্যা।

আরঙ্গ। যে কার্য্যে শত-রণজয়ী মহা মহা বীরগণ প্রবৃত্ত হ'তে সাহস করে না, সে কার্য্যে তুমি বালিকা, কিরূপে অগ্রসর হ'চ্ছ?

গুল। স্বচক্ষে দেখেছে বাঁদী পিতার নিধন।
নিরস্ত্র যখন, কাফের করিল অস্ত্রাঘাত,
বজ্রপাত হইল হৃদয়ে,
শত্রুর শোণিত-তৃষা দহে নিরন্তর;—
তৃষা বলবতী—তৃপ্ত না হইব
শত্রুর শোণিত-স্রোত বিনা।

আরঙ্গ। শুন লো যুবতী, তুমি কুলবতী,
দেখ নাই সমর কেমন।
জান না কেমনে করে সৈন্য সঞ্চালন।
তব' পর গুরুভার করিব অর্পণ,
যুক্তিযুক্ত কথা নহে বালা।
বিশেষতঃ যে শত্রু-প্রভাবে,
বার বার পরাজয় পাইয়া আহবে,
যাদু জ্ঞানে সৈন্যগণে নাহি হয় স্থির,
কেমনে করিবে তুমি উৎসাহ প্রদান?

গুল। জাঁহাপনা, দেখি নাই সংগ্রাম কেমন?
যত যত হইল সমর,
উপেক্ষি গুলির শ্রেণী, কামান গর্জ্জন,
প্রতি রণে উপস্থিত ছিল এ অধীনী।
বুঝিয়াছি কি কৌশলে করে আক্রমণ,
কি উপায় আক্রমণ নিবারণ হেতু;
কোন স্থানে কেমনে সৈন্যের সমাবেশ,
সবিশেষ অবগত বাদ্‌সা-কিঙ্করী।
কোন্ দীক্ষা বলে রণস্থলে দুর্দ্দম সংনামী,
সবিশেষ বাঁদী অবগত।
কি কুহকে চালিত সংনামী-অনাকিনী,
জানিয়াছে ইসলাম-কামিনী,
নারীজ্ঞানে কর ঘৃণা জাঁহাপনা!
সংবাদ কি দানে নাই আসি দূতগণে,
বিপক্ষ কেতন করে অগ্রগামী নারী?
নারী-মন্ত্রে সংনামী দীক্ষিত?

আরঙ্গ। কহ বালা, নারী-মন্ত্রে সংনামী দীক্ষিত?

গুল। সংনামী-শ্রেণীর নেত্রী জনেক রমণী।
পিতৃ-বৈরী প্রতিবিধিৎসার হেতু বালা,
রমণীর মোহিনী প্রভাবে
উৎসাহিত করিয়াছে হল-জীবিগণে।
শুন শুন জাঁহাপনা, কিবা মন্ত্রবলে
হীন কৃষিগণ এবে মোগলবিজয়ী।
হিন্দু মাঝে হয় এক দানবীর পূজা;
শক্তিধরা ময়ূর-বাহিনী সে আকার।
পূজা করি তার,
করিয়াছে অঙ্গীকার সংনামী সকলে,

যতদিন নাহি হয় মোগল পতন,
করিবে অরাতিগণ প্রণয় বর্জ্জন।
কিন্তু যবে প্রণয় স্পর্শিবে সৎনামী-নেতার হৃদে,
সৎনামী-উপাস্য, নাম কৌমারী রাক্ষসী,
নিজ বল করিবে হরণ;
সমূলে নির্ম্মূল হবে সৎনামী-সম্প্রদা।'
বিস্তারিয়া নারীর চাতুরী,
সৎনামী-নেতারে মুগ্ধ করেছে কিঙ্করী।
হইয়াছে প্রেমের সঞ্চার;
কিন্তু সে প্রণয় পায় নাই সম্পূর্ণ বিকাশ।
মজাইতে তারে, পুনঃ করিব কৌশল,
চাতুরী না হইবে বিফল,
অসংশয়ে অরিদল হবে ছারখার।
জাঁহাপনা,
যদি ধর্ম্মের স্থাপনে, মাতৃভূমি উদ্ধার কারণে,
হিন্দুগণে হ'ত উত্তেজিত,
দেশ হিতে রত,
ধর্ম্ম-মর্ম্ম বুঝে হ'ত ভারত জাগ্রত,
মোগলের সিংহাসন নিশ্চয় টলিত।
রাজপুত প্রতাপ রাণা প্রমাণ তাহার;
অটল স্বদেশভক্ত আকবর প্রভাবে।
শিবাজী, মারহাট্টা দস্যু, দ্বিতীয় প্রমাণ;
শিক সেনা তৃতীয় দৃষ্টান্ত নরনাথ!
মনুষ্যত্ব হেতু নহে হিন্দু অস্ত্রধারী;
মনুষ্যত্ব হেতু কেহ অস্ত্র নাহি ধরে;
নিজ মনুষ্যত্ব পরে নাহিক নির্ভর।
হবে জয় কৌমারীর বরে,
এ বিশ্বাস রাখিয়া অন্তরে,
শত অরি জনে জনে করে আক্রমণ;
বিশ্বাস প্রভাবে জয় লভে অনায়াসে,
হইলে বিশ্বাস ভঙ্গ নিধন নিশ্চয়।

আরঙ্গ। বয়সে নবীনা, কিন্তু প্রবীণা সমান
ভারতের অবস্থা সম্পূর্ণ অবগত।
কিন্তু আমি বুঝিতে না পারি,
কিরূপে প্রবল অরি বিশ্বাস-প্রভাবে?
জয়ী শত্রু বিশ্বাসের বলে
এই কি তোমার অনুমান?
শুনি অস্ত্র নাহি পশে শত্রুকায়,
কামান গর্জ্জন, গুলির বর্ষণ
বিফল অরাতি রণে।
এ সংবাদ সত্য যদি হয়,
বিনা সয়তান আশ্রয়,
কহ বালা কিরূপে সম্ভব?

গুল। জাঁহাপনা, করহ মার্জ্জনা, অবোধ কিঙ্করী,
বুঝাও ভারতস্বামী,
কি কুহক করিয়ে আশ্রয়,
কোন সয়তানের দীক্ষা বলে,
বন্দী ক'রে জনকে বসেছে সিংহাসনে?
অগ্রজ তব ভুবন বিখ্যাত দারা;
কোন মন্ত্রবলে জয়ী তার রণে?
সহায়-সম্পত্তিহীন একলা যুবক,
কার মন্ত্রে করিল মন্ত্রণা,
ভারতের রাজছত্র ধরাইবে শিরে?
হৃদয়ের বিশ্বাস তোমার!
ঘোর রণসন্ধি মাঝে করিয়ে প্রবেশ,
অরি-অস্ত্র স্পর্শেনি শরীরে;
বিপক্ষের গুলি বরিষণ, কামান গর্জ্জন,
বিশ্বাস-প্রভাবে তব সকলি বিফল।
বুঝিয়াছ আপন জীবন পরীক্ষায়,
অসম্ভব সম্ভব বিশ্বাসে!
তবে কেন নাহি মান বিশ্বাস-প্রভাব?

আরঙ্গ। বৎসে, আজি হ'তে কন্যা তুমি বাদসার।
মনে মনে অবশ্য মা করেছ বিচার,
বাদসার প্রকৃতি কেমন।
নহে তুমি হেতায় না হ'তে উপস্থিত।
জানো তুমি বিধিমতে,
আরঙ্গজেব প্রত্যয় না করে কোন জনে।
সুত, সুতা, জায়া
অবিশ্বাস সকলের পরে।
কিন্তু কহি স্বরূপ তোমারে,
চাহ যদি লয়ে যেতে সয়তান সম্মুখে,
না হ'ব পশ্চাৎপদ জানাই নিশ্চয়।
এস মাতা, নহে ইহা মন্ত্রণার স্থান,
প্রতি ইষ্টকের আছে কাণ।
মন্ত্রণা করিব বৎসে মৃত্তিকা-গহ্বরে,
যথা করি দেব-উপাসনা
ময়ূর-আসন ত্যজি,
ধার্ম্মিক জানা'তে মুসলমানে
অন্তরের কথা ব্যক্ত করিনু তোমায়,
না জানে দ্বিতীয় প্রাণী এ মনে ভাব।

গুল। আছে কার্য্য বহুতর, যাইব সত্বর,
রেখেছি ঘোটকশ্রেণী পথে।
না হইতে চন্দ্রমা উদয়,
অরাতি সৈন্যের পার্শ্বে যাইতে হইবে।
শিবিরে আসিয়ে পুনঃ জানাব সেলাম!
আরঙ্গ। বৎসে তবে যথা অভিরুচি।
[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

গুলসানার শিবির

রণেন্দ্রের প্রবেশ

রণেন্দ্র। এই তো শিবির, কিন্তু কাহারে না হেরি।
পত্রে বামা করিয়াছে অঙ্গীকার,
বারেক যদ্যপি মম পায় দরশন,
দেখা দিতে অনুরোধ না করিবে আর।
লিখিয়াছে,—'এই শেষ দেখা',
অর্থ কিবা?
মনোখেদে যাইবে কি বিদায় লইয়ে?
কিম্বা আত্ম-বিসর্জ্জন পণ,
প্রেমের সন্তাপে কিছু নহে অসম্ভব।
দ্রুত অশ্ব চালনে কে আসে?
আসিয়াছি বহুক্ষণ,
আসে কি সৎনামী কেহ কোন বার্ত্তা লয়ে?
অধীর হৃদয়, ফলাফল বুঝিতে না পারি।
চিত বিচলিত,
নিজ চিত্তে স্থাপিতে প্রত্যয় সাহস না হয়।
মনে জাগে যবনীর মুখ,
জাগে মনে রুক্ষ-কেশা মলিন-বসনা,
জাগে মনে নয়নে নীরদধারা,
জাগে মনে জানুপাতি তুলিয়ে বদন,
যোড়করে মিনতি আমায়।
পশিয়াছে প্রেম কি হৃদয়ে?
অন্তর কি করে প্রতারণা?
ধরি দয়ার আকার
প্রেম কি করেছে ছার হৃদি অধিকার?
এই শেষ, আর না আসিব:—
যত দিন শত্রু নাহি নাশি,
আর দেখা নাহি দিব।

গুলসানার প্রবেশ

এ কি!
শ্রমবারি বহে তব কায়,
দৃষ্টি তব উন্মাদিনী প্রায়,
কোথা ছিলে?—বহুক্ষণ আছি প্রতীক্ষায়।
গুল। দেখি বিলম্ব তোমার,
মনে মনে করিনু বিচার
তুমি না আসিবে, মম শেষ আশা না পুরিবে,
দরশন আর না পাইব।
সে কারণ করেছি যে পণ,
কতদূর সে সংকল্প শাস্ত্রের সঙ্গত,
চিন্তা করিলাম বসি বিজন প্রদেশে।
পুনঃ হলো মনে, নিদয় নহতো তুমি—
অধীনীরে করিয়ে স্মরণ,
বুঝিবা দানিবে দরশন।
দেখি মিথ্যা বলে নি হৃদয়।
রণেন্দ্র। শীঘ্র কহ তব প্রয়োজন।
সুসজ্জিত সম্রাট স্বয়ং,
আসিয়াছি বহু কার্য্য ত্যজি।
গুল। ওহে মহাজন, কিছু আর নাহি প্রয়োজন,
পেয়েছি দর্শন, সফল জীবন মম।
বড় সাধ ছিল মনে বারেক হেরিব,
পূর্ণ আশা বীরবর কৃপায় তোমার।
যাও ফিরে, হ'লে রণজয়,
কভু মনে করো অভাগীরে।
নিষেধ তোমার—প্রেম নাহি চাই।
যদি দয়া গুণে, তিলমাত্র স্থান পাই তব মনে,
প্রেম-আত্মা তৃপ্ত হবে এ দাসীর।
যাও বীর, পূর্ণ সাধ তোমার প্রসাদে।
রণেন্দ্র। বাক্য তব বুঝিতে না পারি,
কহ লো সুন্দরী,
শেষ সাধ—প্রেত-আত্মা—একি কথা শুনি?
গুল। মহাব্রতে ব্রতী মহাশয়,
ছার রমণীর পণ কে শুনিবে আর।
সিদ্ধ মনোস্কাম, গুণধাম, নিজ কার্য্যে করহ গমন।
রণেন্দ্র। কহ কি কারণ,
করিয়াছ কি কঠিন পণ?
কহ কেন শেষ সাধ পূর্ণ তব?
গুল। শুন বীরমণি,
হৃদি দহে প্রবল অনলে;
কে জানে মরণে বহ্নি হবে কি শীতল!

প্রাণ বিসর্জ্জন বিনা নাহিক উপায়।
তুমি হে কুমার, আশ্রয় কৌমার-ব্রত,
দৃঢ়পণ তুমি গুণধাম,
তব মনে না পাইব স্থান,
তবে কেন সহি দারুণ যন্ত্রণা!
নরকে নাহিক অগ্নি হেন,
তাপ যার প্রেমাগ্নি হইতে।
শাস্ত্রে কয়,—'নিশ্চয় নিরয়গামী
আত্মঘাতী প্রাণী!'
খেদ নাহি তায়,
শীতল নরক-বহ্নি এ বহ্নি হইতে!
স্বামী, পতি, প্রাণেশ্বর! প্রণাম চরণে।
[প্রস্থান।

রণেন্দ্র। শুন, শুন, কোথা যাও?
[প্রস্থান।

পট-পরিবর্ত্তন

বনপথ

রণেন্দ্রের প্রবেশ

রণেন্দ্র। কোথা গেল? মিশা'ল অনিলে!
হইলাম রমণীর নিধন কারণ।
অহো বুঝেছি হৃদয়,
সর্ব্বনাশ, ভালবাসি যবনীরে!
হায় কেন করিলাম মুকুট গ্রহণ।
স্বজাতি ধ্বংসের কারণ,
জনম কি অভাগার?
গুরুদেব, গুরুদেব! দেখা দাও,
অন্তরের কলুষ করহ দূর।
মজিল, মজিল, ব্রত ভঙ্গ হলো,
ছিঃ ছিঃ কোন মতে মন নাহি বুঝে।
ধন, প্রাণ, মন, করি সমর্পণ,
নিজ ধর্ম্ম করিয়ে বর্জ্জন,
হিন্দু-ধর্ম্মে হইল দীক্ষিতা
আমার প্রণয় আশে।
রাখিবারে সৎনামীর পণ,
সযতনে মনোভাব করেছে গোপন,
দিল শেষে আত্ম-বিসর্জ্জন
দারুণ প্রেমের দায়!
ফুলশর! তব শর তীক্ষ্ন অতিশয়,
অস্থির পুরুষ-হৃদি!
কোমল নারীর প্রাণ সহিবে কেমনে!

বৈষ্ণবীর প্রবেশ

বৈষ্ণবী। কহ ভাই বিজনে বসিয়ে কি কারণ?
সজ্জিত সম্রাট্ রণে।
উৎসাহিত সৎনামী-বাহিনী,
উল্লসিত আসন্ন বিগ্রহে,
আছে তব আজ্ঞা-প্রতীক্ষায়।
নেতাবৃন্দ অধীর সকলে,
দিতে হানা করিছে মন্ত্রণা।
এসো এসো, নিশ্চেষ্ট কি হেতু ভ্রাতঃ?

রণেন্দ্র। ভগ্নি, হেরি তরবারী আছে তব করে,
বিদরি হৃদয় যন্ত্রণা করহ অবসান।
যোগ্য নহি সৎনামীর নামে আর:
কৌমারী মাতার অভিশাপগ্রস্ত এ অভাগা,
পশিয়াছে প্রণয় অন্তরে।
অক্ষম অধম।
বিমল সৎনামী-অনীকিনী—
চালিবার নাহি শক্তি আর।
হৃদয়ে হতাশ, নাহি প্রতিহিংসা-আশ,
ধর্ম্ম, কর্ম্ম, উচ্চ-ব্রত দিছি বিসর্জ্জন:
যবনী-প্রণয়-মুগ্ধ, বধ পাপীষ্ঠেরে।

বৈষ্ণবী। মিথ্যা কথা!
দয়া-মধু-পূর্ণ তব হৃদি,
তাই ভাই প্রণয়-আসক্ত তুমি।
শুন বাণী, কুটিলা যবনী।
তোমারে মজা'তে,
উচ্চ-ব্রত ভঙ্গের কারণ,
পাপীয়সী করিয়াছে ভাণ।
অন্তরের দুর্ব্বলতা করি পরিহার,
যাও ভ্রাতা যাও।
মার্জ্জনা মাগিয়া দেবী কৌমারীর পায়,
বীরমণি সাজা'য়ে বাহিনী,
বিনাশ সম্রাট-চমূ।
ময়ূর-আসনে—
তব শিরোমুকুট করহ সংস্থাপন।
পাপিষ্ঠ যবন নাশ এখনি হইবে।
মুগ্ধ প্রায় নাহি রহ আর;
রণনাদে হৃদি-দুর্ব্বলতা যাবে দূরে।
যাও শীঘ্র বাহিনী-মাঝারে,
নহি সবে হবে ভগ্নোদ্যম।
যাও যাও, বিলম্ব করহ কি কারণ?

রণেন্দ্র। শুন ভগ্নি,
তব বাক্যে যাইব সমরে।

কিন্তু শুন, অন্যে করো মুকুট অর্পণ।
আমি অভাজন;
ভার লাগে বীর-পরিচ্ছদ,
অসিভার বহিতে অক্ষম ভুজ।
কহিছে অন্তর, আমি মহা অপরাধী!
তুমি কৌমারীর প্রধান কিঙ্করী,
তব বাক্যে হয় যদি কলুষ মোচন,
তবে শ্রেয়, নহে হায় সর্ব্বকাল মজিবে।
বৈষ্ণবী। যাও যাও, বিলম্ব না কর,
নির্ম্মল কুমার সম তুমি,
বিধর্ম্মী যবন নাশ এখনি হইবে।
কহি সত্য, প্রেমে মুগ্ধ নহে তব চিত।
রণেন্দ্র। দেবী তুমি, যাই তব বাক্য অনুসারে।
[রণেন্দ্রের প্রস্থান।
বৈষ্ণবী। মাতা কৌমারী জননী,
বিচঞ্চল দাসীর অন্তর।
বুঝেছি গো বুঝেছি মা শক্তি-সঞ্চারিণী!
কলুষিত রণেন্দ্র-হৃদয়।
প্রায়শ্চিত্ত হেতু তার উর শুভঙ্করী!
কোটী জন্ম তব পায় করি মা অর্পণ।
যেই শাস্তি নাহিক নরকে,
কোটী জন্ম সেই শাস্তি দেহ দুহিতায়।
হও মা সদয়,
রণজয় দেহ মাতা সমর-অঙ্গনা!

গুলসানার প্রবেশ

গুল। শুন শুন শুন বীরাঙ্গনা!
কোটী জন্ম করিয়ে অর্পণ,
প্রেম-স্মৃতি হবে না মোচন।
নাহি শক্তি আর দেবীর তোমার,
রোধিবারে মোগলের বল।
চিন্তা কিবা কর' মনে?
কর' তব অসি উন্মোচন,
বধ ক'র যবনীরে।
কার্য্য সিদ্ধি হয়েছে আমার,
জীবনের নাহি সাধ আর।
হয় যদি তব করে আমার সংহার,
আছে দূত মম জানাইতে সেই সমাচার।
শুনি মম মরণ সংবাদ,
সৎনামী-নেতার, শতগুণে বৃদ্ধি হবে
মনের বিকার;
নহে আমি নাই তব অস্ত্রমুখে।
শুন, কিবা হেতু মম আগমন,
জ্বালাইতে তব অনুতাপ।
চিনেছ কি কেবা এ যবনী?
দুর্গ মাঝে, বিবসা পিতার শোকে
দেখেছিলে যারে।
জয় আশা করহ বর্জ্জন,
ফিরাও সৎনামীশ্রেণী,
বহু হত্যা দেখিবে কি হেতু?
যা চাহিব বাদ্‌সা দানিবে,
মার্জ্জনা চাহিব আমি সৎনামীর তরে।
ফিরাও সৎনামীগণে ঘরে।
দারা-পুত্র অনাথ কাঁদিবে,
কোপে মোগল সম্রাট্,
বিভ্রাট ঘটাবে হিন্দুস্থানে।
হিন্দু হবে অধিক পীড়িত।
রণেন্দ্রেরে করেছি বরণ,
হিন্দু আমি, নহিক যবনী,
তাই কহি হিন্দুগণ কল্যাণ কারণ।
যাও ফিরে, সমরে না হবে কভু জয়।
বুঝে দেখ, তব মনে জন্মেছে সংশয়।
প্রেমাসক্ত নেতা,
সন্দিগ্ধ চিত্ত পতাকা-ধারিণী,
বীজহীন-মন্ত্রে আর কি ফলিবে ফল!
বুঝ' মনে সুবদনী।
বৈষ্ণবী। ভগ্নি—ভগ্নি,
যদি হিন্দুধর্ম্ম তুমি করেছ গ্রহণ,
কহ রণেন্দ্রেরে প্রতারণা করেছ তাহারে।
হিন্দু হ'য়ে হিন্দুর করো না সর্ব্বনাশ!
আমি দাসী হব তোমারে সেবিব,
দেবীজ্ঞানে পূজা তব হইবে ভারতে।
ধরি তব পায়,
রক্ষা করো হিন্দুরে কৃপায়,
যাও দেবী রণেন্দ্র সমীপে,
কহ তারে করিয়াছ প্রতারণা,
রণে তারে দেহ উত্তেজনা,
মুক্তিলাভ করিবে যবনী-দেহ ত্যজি।
গুণবতী, রাখ' রাখ' দাসীর মিনতি!
গুল। ভগ্নী বলি সম্ভাষ আমায়
বিচারিয়ে আপন হৃদয়,
বুঝ তুমি অন্যের অন্তর।
আমি তব রণেন্দ্রের প্রেমের অধীনী,
প্রেমের শকতি ভাল জানি।

তব কথামত গেলে রণেন্দ্র সমীপে,
কহি যদি কহিলে যেমত,
বিপরীত হবে তায় হিতে।
জান, কি বুঝিবে নেতা তব?
পূর্ব্বে ছল করিয়াছি যাহা,
তাহা না বুঝিবে,
এবে করি ছল তার কল্যাণ কারণ,
মধুর বচনে বুঝাবে অন্তর তার;—
শতগুণে প্রেম বৃদ্ধি পাবে।
জান না—জান না ভগ্নি, প্রেমের চরিত,
নহে তুমি বুঝিবে নিশ্চিত,
কি হেতু পরশুরাম আসিয়াছে রণে?
তোমার কারণে!
ভগ্নী বলি করে সম্ভাষণ,
প্রত্যয় না কর সে বচন।
কেশ ছিন্ন হইলে তোমার,
দারুণ আঘাত বাজে অন্তরে তাহার।
দেখনি সমরে,
যথা তুমি তথায় পরশুরাম?
তব প্রেমশূন্য হৃদি,
বুঝ নাই সে কারণ।

বৈষ্ণবী। কহ ভগ্নি, আছে কি উপায়।
এ সংকটে করহ উদ্ধার।
হিন্দুস্থান হিন্দুর বসতি,
হিন্দু তুমি গুণবতী,
তবে কেন সাধ ভগ্নী হিন্দুর অহিত?

গুল। শুন ভগ্নি, ছিলে উন্মাদিনী,
সমরে কি হেতু আজ পতাকা-ধারিণী?
প্রতিবিধিৎসার হেতু!
বুঝ' আপন হৃদয়ে পরের অন্তর দাহ।
নাহি কি অন্তর তাপ মম?
অস্ত্রহীন স্নেহময় জনক নিহত,
স্বচক্ষে দেখেছি আমি বিধর্ম্মীর করে;
দেখিয়াছি মরণ-যন্ত্রণা।
মৃতদেহ মাত্র তুমি দেখেছ পিতার;
পিতৃ-মৃত্যু দেখেছি সম্মুখে।
প্রতিবিধিৎসার হেতু করি পলায়ন,
নহে প্রাণভয়ে,
করেছিলে যবে মম বধের কামনা।
কর' নাই পিতার সৎকার;
মৃত-পিতা করি পরিহার,
আমিও করেছি পলায়ন।
করিয়াছি পণ!
জান ভাল রমণীর মন,
সাগর শুষিবে, সুমেরু টলিবে,
নারী-প্রতিহিংসানল না হবে নির্ব্বাণ!

[প্রস্থান।

বৈষ্ণবী। মা কৌমারী—মা কৌমারী! কি হলো!

[বৈষ্ণবীর প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

রণস্থল

রণেন্দ্র ও বৈষ্ণবী

রণেন্দ্র। শুন ভগ্নি, সফল প্রার্থনা,
ক'রেছেন মহাদেবী মাৰ্জ্জনা আমায়,
পুনঃ হৃদে সাহস সঞ্চার।
কিন্তু সত্য কহি,
এখনো হৃদে আছে যবনীর ছবি:—
স্মৃতি মাঝে বিরাজে মূরতি:—
রাখি প্রাণ সুদৃঢ় বন্ধনে।
কিন্তু হলে অন্য মন—
সেই চিন্তা উঠে চিতে।
সেই হেতু মিনতি তোমায়,
পুনঃ যদি হই আকর্ষিত,
যাই যদি যবনী সদন,
উপেক্ষিয়ে ভ্রাতৃ-স্নেহ ব'ধো এ অধমে।
মাতার নিকট চেয়েছি মাৰ্জ্জনা।
স্মরি মায়ের চরণ করিয়াছি পণ,
যদ্যপি সচক্ষে দেখি বধে কেহ তারে,
প্রাণভয়ে যদ্যপি সে ডাকে সকাতরে,
ফিরে নাহি চা'ব,—অন্য পথে যা'ব।
আসন্ন সমরে তুমি বহ মোর সাথে।
তিল মাত্র বিচলিত দেখিবে যখন,
তীক্ষ্ণ অস্ত্রে করিও নিধন।

বৈষ্ণবী। ভাব কেন হে বীরকেশরী?
স্পর্শে নারী সবার হৃদয়,
বীর তায় নাহি হয় বিচলিত।
ফুলশরে কম্পিত শঙ্কর
যোগভঙ্গ হয়েছিল তার:
কিন্তু যোগীশ্বর—
মদন দাহন করিলেন, নয়ন-অনলে;
স্মরহর নাম সে কারণ।

মন্মথের শরাঘাতে না হয় কাতর,
অধিক মাহাত্ম্য জেনো তাঁর।
সুসিদ্ধ-সংকল্প যেই, বীর—দৃঢ়পণ,
হৃদয়দৌর্ব্বল্য—পারে করিতে বর্জ্জন,
তা হ'তে মহৎ কেবা এ তিন ভুবনে?
অস্ত্রাঘাত বিনা কেহ না হয় কাতর;
কিন্তু প্রবল আঘাতে যেই বীর রহে স্থির,
ধন্য বলি মাহাত্ম্য তাঁহার।
কৌমারীর প্রিয়পুত্র তুমি মহামতি,
এস' আশুগতি ভেদ করি বিপক্ষের শ্রেণী।

[উভয়ের প্রস্থান।

পরশুরামের প্রবেশ

পরশু। চারিদিকে অরি।
কোথায় বৈষ্ণবী, পতাকা না হেরি তার?
অসংখ্য বিপক্ষদল সাগরের প্রায়।
অধীর অন্তর মম বৈষ্ণবী কারণ;
একাকী কামিনী, ভেদিয়াছে বিপক্ষের শ্রেণী।
ঐ দূরে নেহারি পতাকা,
চারিদিকে অরাতিবেষ্টিত।
এস'—এস' সবে দ্রুতগতি
পতাকা অরাতি যেন না করে গ্রহণ।

[পরশুরামের প্রস্থান।

স্বদলে বৈষ্ণবীর প্রবেশ

বৈষ্ণবী। হে সঙ্গিনী, সমররঙ্গিণী,
ছারখার বিপক্ষবাহিনী।
বামপক্ষ নেহারি দুর্ব্বল,
অরিদল প্রবল নেহার।
বিদ্যুৎগমনে—অসি-সঞ্চালনে—
এসো বামপার্শ্ব ভেদি অরাতির।

পরশুরামের প্রবেশ

ভীরু, ত্যজি সেনাদল,
আসিয়াছে ধরিবারে নারীর অঞ্চল!
তাই বামপক্ষ হীনবল।
শক্তি যদি নাহি তব ভেটিতে যবন,
কোষে অসি করিয়া স্থাপন, কর দরশন,
বীরাঙ্গনাগণে, কেমনে চরণে,
দলে যত বিধর্ম্মী মোগল।

[স্বদলে বৈষ্ণবীর প্রস্থান।

পরশু। পার্শ্বে তব জীবন ত্যজিব,
এই মাত্র কামনা আমার।

[পরশুরামের প্রস্থান।

চরণ ও ফকীররামের প্রবেশ

ফকীর। বাপু চরণ, বৃদ্ধ হয়েছি, দৃষ্টি ভাল চলে না, ঠাউরে দেখো দেখি, বাদ্‌সার ছত্র কোথায়? ঐ না ঝক্‌মক্ ক'চ্ছে হে?

চরণ। আজ্ঞে ঠাওর কচ্ছি বটে, ঝক্‌চে বটে।

ফকীর। অনেকগুল' যবন চারিদিকে ঘেরে রয়েছে না?

চরণ। আজ্ঞে তাই তো বটে—রয়েছে বটে!

ফকীর। তা দেখ, আমাদের সেনারা যেমন দক্ষিণ-পার্শ্বে লড়ছে লড়ুক। ও যবনগুল তুলোর মত উড়্‌লো বলে। জন পঞ্চাশ এ দিক ও দিক হ'তে টেনে নিয়ে' বাদ্‌সার দেখা পাবো না?

চরণ। আজ্ঞে আমি দেখা ক'রে আস্‌ছি, আপনি দাঁড়ান।

ফকীর। তা বাপধন, দোষ কি? বুড়ো হয়েছি, এক্‌লা থাক্‌তে পারি না,—যাই না তোমার পাছু পাছু। [উভয়ের প্রস্থান।

পট পরিবর্ত্তন

যুদ্ধক্ষেত্রের অপর পার্শ্ব

আরঙ্গজেব

আরঙ্গ। অভয় হৃদয় মোগলনিচয়,
কোরাণ-বয়েত হের অঙ্কিত কেতনে,
কতক্ষণ দেওগণ সহিবে সমর?
সয়তানি-কুহকে কি পতাকা গুঁড়াইবে?
হের ধূমকেতু সম চন্দ্রকলা-অঙ্কিত পতাকা,
করিবে অনল বরিষণ,
হবে শত্রু এখনি নিধন।
প্রাণসম পাতসার তোমরা সকলে,
অসংখ্য সমরে সাথী,
তুচ্ছ এ অরাতি,
দল বীরবৃন্দ বাহুবলে।
হিন্দুস্থানে হিন্দু নাম আর না থাকিবে,
ইসলামের মহিমা রহিবে,
কিবা ভয় হও অগ্রসর।

কিন্তু যদি সমর-কাতর,
অটল মোগল অনীকিনী,
দেখ' একা পাতসা তোমার,—
হস্তী-সঞ্চালনে নাশিবে বিপক্ষগণে।
হে হামিদ, রক্ষা কর' বাহিনী তোমার;
পাতি জানু দৃঢ় করে বন্দুক ধরিয়ে,
সঙ্গীন কণ্টকে
ছিন্ন কর' বিপক্ষের আসোয়ার;
শ্রেণী মাঝে যেন নাহি পশে।
হে বিষণ সিং, সমরে প্রবীণ,
বজ্রের সমান সহস্র কামান
আছে তব আজ্ঞা অপেক্ষায়
ভস্মিবারে অরিগণে অনল জৃম্ভণে।
(স্বগতঃ) মজিল মজিল রণে
নাহি পরিত্রাণ,
অতি বলবান্ এই ভিক্ষুকমণ্ডলী।
দেখিয়াছি অনেক সংগ্রাম;—
সমরে রাজপুত করে প্রাণ তৃণজ্ঞান,
মহারাষ্ট্র মৃত্যু নাহি গণে,
কিন্তু কেহ নহে সৎনামী সোসর;
চূর্ণ সেনা ঘোর আক্রমণে।
অদ্ভুত ঘটনা! সমরে অঙ্গনা
কেতনধারিণী, আয়ুধচালিনী,
মত্ত মাতঙ্গিনী সম দলে দলবল।
হেতায় সেথায়,
কোটী কোটী দামিনীর প্রায়,
নলকি দলকি খেলে বীরবামাশ্রেণী।
কঠোর নাদিনী!
গর্জ্জনে চমকে সম চমূ।
যাই আমি বিপক্ষ সম্মুখে,
নহে শ্রেণীভঙ্গ ভগ্নোৎসাহ সেনা না
ফিরিবে।
জনকে করিয়ে বন্দী, বধি ভ্রাতৃগণে,
করেছি কি দিল্লী সিংহাসন উপার্জ্জন,—
মোগলের ময়ূর আসন—অর্পিতে
সৎনামী-করে?

গুলসানার প্রবেশ

দেখ' সর্ব্বনাশ! বিফল কোশল তব:
মুহূর্ত্তে মজিব, হবে সৎনামী জয়।
গুল। জাঁহাপনা, ক্ষণমাত্র স্থির হয়ে
কর' দরশন।
দেহ পঞ্চজন মোগল আমায়।
হিন্দুবেশ করিয়া ধারণ
যথা আমি করিব গমন,
যায় যেন পাছু পাছু মোর;
যেন বন্দী করিবারে, অথবা লইতে প্রাণ।
হিন্দুগণে ভাবে মোরে সৎনামী রমণী।
হের গুপ্ত সৎনামীর বেশ,
প্রতারিতে মোগল না হয় অরিজ্ঞানে।

মরতরজ খাঁর প্রবেশ

আরঙ্গ। মরতরজখাঁ, হও মোর কন্যার অধীন।
[মরতরজ খাঁসহ গুলসানার প্রস্থান।
নিশ্চিত হইতে নারি নারীর বচনে,
যায় যাবে প্রাণ হই অগ্রসর রণে।
[আরঙ্গজেবের প্রস্থান।

সৈন্যগণসহ রণেন্দ্রের প্রবেশ

রণেন্দ্র। দেখ দেখ, মোগল-রাজপুত
শিবা সম করে পলায়ন।
ধাও পশ্চাতে সবার,
জনেক না ত্যজে রণস্থল।
[দুইজন ব্যতীত সৈন্যগণের প্রস্থান।
সম্রাটের যোগ্য আরঙ্গজেব,
এ বৃদ্ধ বয়সে ধরে অসীম সাহস।
নিজ হস্তী করিল নিধন,
না যাইবে সমর ত্যজিয়ে।
বাদ্সার রক্ষা হেতু
শ্রেণীবদ্ধ মোগল আবার।
দৃঢ় অস্ত্রে করি আক্রমণ
বন্দী করি মোগল-ঈশ্বরে।

হামিদ খাঁ ও বিষণ সিংহের প্রবেশ

উভয়ে। রণ-সাধ দেহ বিসর্জ্জন।
রণেন্দ্র। বাতুলযবন—বাতুল রাজপুত
কুলাঙ্গার!
(স্বপক্ষীয় সৈন্যদ্বয়ের প্রতি)
দেখ, কেহ না হও সহায়,
বুঝুক যবন, কত বল সৎনামীর করে।

যুদ্ধ করিতে করিতে বিষণ সিংহ ও হামিদ খাঁর পতন ও রণেন্দ্রের বিষণ সিংহের বক্ষের উপর উপবেশন

সৎনামী সৈনিকবেশে করিমের প্রবেশ

করিম। প্রভু, হেরিলাম দূর হ'তে—
যুঝে একাকিনী নারী
পঞ্চদশ মোগলের সনে।

রণেন্দ্র। নিশ্চয় শমন করেছে স্মরণ,
সেই পঞ্চদশ জনে।
(রক্ষীদ্বয়ের প্রতি) এস বীরদ্বয়,
রক্ষা করি অবলায়।

[পতিত বিষণ সিংহ ও হামিদ খাঁ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

বিষণ। (উত্থিত হইয়া) মৃত্যু কি ভুলেছে অভাগায়,
হই নাই হত, এখনো জীবিত?
লেপিনু কলঙ্ক-কালি রাজপুত নামে!

[প্রস্থান।

হামিদ। (উত্থিত হইয়া) দৃঢ়করে ধরে অসি অরি।
ঘৃণিত বদন পাতসায় আর না দেখা'ব।
ঐ সেই বীর, কোথা গেল! করি অন্বেষণ।

[হামিদ খাঁর প্রস্থান।

পট পরিবর্ত্তন

যুদ্ধক্ষেত্র

পঞ্চজন মোগলসহ কপট যুদ্ধ করিতে করিতে গুলসানার প্রবেশ ও পতন

রণেন্দ্রের প্রবেশ ও মোগল সৈন্যগণকে পরাস্তকরণ

রণেন্দ্র। উঠ উঠ সুবদনী,
পতিত যবন হের তব পদতলে।

গুল। কে রণেন্দ্র, তবে ধর্ম্ম ভঙ্গ হবে;
যাও যাও—থেকো না হেতায়,
শত্রু আমি কহে তব বন্ধুগণে।
শত্রু—শত্রু, নাহি রহ শত্রুর নিকটে।
যাও—যাও,
ত্যজি প্রাণ জয় জয় সংগ্রাম বলিয়ে।

রণেন্দ্র। নহে শত্রু!
একাকিনী রণস্থলে রাখিয়া তোমারে
কেমনে যাইব?
এস' এস' সুবদনী,
শত্রু জ্ঞান আর না করিবে,
মহা সমাদরে, বৈষ্ণবী তোমারে দিবে স্থান।

গুল। জর জর অঙ্গ মম অস্ত্রের আঘাতে,
উঠিবার নাহিক শকতি।

রণেন্দ্র। এস' চন্দ্রাননী করি তোমারে বহন।

গুলসানাকে উত্তোলন, দুর্ব্বলতা ভাণে গুলসানা রণেন্দ্রকে আলিঙ্গন

এ কি, বিদ্যুৎ-ঝলক সম উত্থিত প্রবাহ শিরে;
কণ্টকিত সর্ব্ব অঙ্গ বামার পরশে,
যায় যাক্ প্রাণ,—করি বদন চুম্বন!

চুম্বন ও মস্তক হইতে মুকুট স্খলিত হওন

হামিদ খাঁ, বিষণ সিংহ ও করিমের প্রবেশ

করিম। আর তব নাহিক নিস্তার।

রণেন্দ্র। এ কি জীবিত কি মৃত!
সকলি সম্ভব, খসেছে মুকুট শিরে!
বলহীন বাহু পুনঃ আয়ুধ ধারণে!

গুল। ত্যজ অস্ত্র, নাহি আর কৌমারী সহায়।
নহে প্রতারণা,
সত্য কহি পতি তুমি মম,
সত্য মুসলমান ধর্ম্ম করিয়ে বর্জ্জন,
তব ধর্ম্ম করেছি গ্রহণ।
বধ' মোরে নিজ করে।
জানি তব শাস্ত্রের বচন,
মরিলে পতির করে হয় ঊর্দ্ধগতি!

রণেন্দ্র। শুন শুন, যে হও সে হও,
তব মুখচন্দ্র হেরি আঘাতিতে নারি,
তব ছবি পূর্ণ মম আপাদ মস্তক!
ধর্ম্ম, কর্ম্ম, গৌরব সকলি পরিহরি
হৃদি মাঝে স্থান দান করেছি তোমায়;
নাহিক উপায়,
তুমি মোর হৃদয়-ঈশ্বরী!

গুল। (স্বগণের প্রতি) কর বাদ্সার কার্য্য,
নিরস্ত কি হেতু?

করিম। (রণেন্দ্রের অস্ত্র কাড়িয়া লইয়া)
ম'শায়, আসুন।

[রণেন্দ্রকে লইয়া গুলসানা, বিষণ সিংহ, হামিদ খাঁ ও করিমের প্রস্থান।

বৈষ্ণবী। গেল গেল, সকলি মজিল,
ছিন্ন ভিন্ন সৎনামীর শ্রেণী!
আরে ভীরা সেনাগণ,
পলায়ন কর কি কারণ?

নেপথ্যে। পালাও, পালাও,
নহে ত যবন,—সাক্ষাৎ শমন।
বৈষ্ণবী। হায় বুঝিলাম এতক্ষণে,
কৌমারীর প্রসাদ-মুকুট
লুণ্ঠিত ধরণীতলে! (মূর্চ্ছা)

ফকীররামকে ধরিয়া চরণের প্রবেশ

ফকীর। ছাড় পামর, গুরু-আজ্ঞা লঙ্ঘন করিস নে, তোর নরক হবে। ছাড় বর্ব্বর! চরণ —চরণ, তোরে মিনতি কচ্ছি, আমায় বোঝা, এ ছার প্রাণের প্রয়োজন কি? চরণ, তোর হাতে অস্ত্র আছে, আমায় বধ কর। আর যন্ত্রণা সয় না—আর যন্ত্রণা সয় না! (মূর্চ্ছা)
বৈষ্ণবী। (উত্থিত হইয়া) পিতা—পিতা,
আছে এখনও উপায়,—
ধরি মুকুট মাথায়, আমি যাব রণে।

পরশুরামের প্রবেশ

পরশু। (স্বগতঃ) নহে একা,
আমি যাব পার্শ্বে তব!
[বৈষ্ণবীর পশ্চাতে পরশুরামের প্রস্থান।

ফকীর। (উঠিয়া) চরণ—চরণ, কি আনন্দের দিন! জয়লাভ হয়েছে, স্বহস্তে বিধর্ম্মীর বাদ্‌সার মুণ্ড ছেদন কর্‌বো!!
[বেগে প্রস্থান।

চরণ। (স্বগতঃ) ভয় কি চরণ, আপনার মাথা আপনি কাট্‌বি।
[প্রস্থান।

কয়েকজন যবন সৈনিকের প্রবেশ

১ সৈনিক। পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হও, যারে পাও বধ কর', আহতকে বধ করতে ঘৃণা ক'রো না।

ফকীর ও পশ্চাতে চরণের প্রবেশ

ফকীর। তবে আপনি মরো।
যবনকে অস্ত্রাঘাত, যবনের মৃত্যু, ফকীরের মূর্চ্ছা

২ সৈনিক। তবে রে কাফের।
চরণ। ওঃ তোমাদের বাপ-দাদা ডেকেছে।
[চরণের সহিত যুদ্ধে সৈন্যগণের পলায়ন।
চতুর্দ্দিকে যবন, কোথায় নিরাপদ স্থান? প্রভুকে কোথায় লয়ে যাই? সৎনাম! তোমার চরণে ভিক্ষা, গুরুহত্যা না দেখ্‌তে হয়! দোহাই সৎনাম!—দোহাই সৎনাম!—ভিক্ষা দাও —ভিক্ষা দাও!!

ফকীররামকে উত্তোলন

ফকীর। চরণ—চরণ, আমি বন্দী হয়েছি?
চরণ। আজ্ঞে, আজ্ঞে—
ফকীর। দে'খ চরণ, তুমি সরে যাও, আমায় নরকে লয়ে যাবে, দেখে তোমার প্রাণে আঘাত লাগ্‌বে।

চরণ। প্রভু—প্রভু, দাসের বুকে বজ্রাঘাত কর্‌বেন না। ইন্দ্রের আসন আপনার জন্য প্রস্তুত, ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার আসন আপনার জন্য শূন্য, প্রভু, এরূপ দুর্নীতি-বাক্য কেন আপনি বল্‌ছেন?

ফকীর। চরণ—চরণ, তুমি তো একদিনের জন্যও আমায় ব্যথা দাও নাই! তবে কেন ব্যথা দিচ্চ, নরকে যেতে কেন আমায় বাধা দিচ্চ? বলো—বলো, কোথা গেলে আমি শান্তি পাবো বল? নরকে যেতে কেন নিষেধ কচ্ছ? দেখ'—বিষে বিষক্ষয় হয়, তাপে তাপ হরণ হয়, নরকের অগ্নিকুণ্ডে বোধহয় কিছু শীতল হব'। চরণ, তুমি তো সঙ্গে ছিলে; দেখেছ, সৎনামী-শ্রেণী ভঙ্গ, মুসলমান সৎনামীর পৃষ্ঠে আঘাত কর্‌ছে, হাহাকার রবে ভূতলে পতিত হচ্ছে! তুমি দেখেছ, আমার হাতে অস্ত্র ছিল, সৎনামীর নেতা যবনীর প্রণয়ের অনুরাগী দেখেও বধ করি নাই—নারকীয় স্নেহে আমায় বদ্ধ করে-ছিল। চরণ! কৌমারী দেবীর প্রসাদ-মুকুট কেন তোমার শিরে স্থাপন করি নাই। দেখো, বিবেচনা করো, রণেন্দ্রকে বধ করি নাই, নারী বোধে ঘৃণা ক'রে সেই যবনীকে বধ করি নাই, তোমার শিরে মুকুট দিই নাই;—এ মহা-পাতকীর স্থান নরক বই আর কোথায়? ভেবো না, নরকে আমার যন্ত্রণা হবে না, কথঞ্চিৎ শান্তি হবে। গেল—গেল—স্বপ্নের ন্যায় ফুরুলো! চরণ চরণ, আমি কি জাগ্রত? তুমি সত্যবাদী, তোমার কথায় আমার প্রত্যয় হবে। আমি স্বপ্ন দেখ্‌ছি নয়?

চরণ। প্রভু, সন্তান আবক্ষ দাসকে স্নেহ করেন, দাসের মুখ চেয়ে স্থির হোন্‌।
ফকীর। চরণ, তোমার কাছে অস্ত্র আছে? আছে—আছে,—তুমি হীন নও, আমার মত

ভীরু নও, বিধর্ম্মীর অস্ত্রাঘাতে তোমার অস্ত্র ভঙ্গ হয় না; বিধর্ম্মীর অস্ত্রাঘাতে তুমি মুমূর্ষু হও না। আছে—আছে—তোমার নিকট অস্ত্র আছে।

চরণ। প্রভু, চরণের আর অস্ত্রের প্রয়োজন নাই প্রভু! তুমি ধ্যান জ্ঞান, তুমি অস্ত্র ধরিছিলে বলে অস্ত্র ধরেছিলেম। প্রভু, যতক্ষণ না তোমায় নিরাপদ স্থানে লয়ে যাই, ততক্ষণ অস্ত্রের প্রয়োজন।

ফকীর। তবে মূঢ়! তবে পামর! কেন তুই আমায় যবন হাত হ'তে উদ্ধার কর্‌লি? কেন তুই বিংশতি নরহত্যা ক'রে আমায় নরক যন্ত্রণা দিলি? তুই দূর হ। চরণ, তোর মনে কি এই ছিল,—এই নিদারুণ যন্ত্রণা দিবি? চরণ, তোর বাহুতে শত হস্তীর বল, আমায় অস্ত্রাঘাত না করিস্‌, গলা টিপে বধ কর। আমার হাতে অস্ত্র নাই, আমি আত্মহত্যা কর্‌তে পাচ্ছি না। চরণ —চরণ, সমর জয় হয়েছে—সমর জয় হয়েছে! এসো—এসো, মহা উল্লাসের দিন!

[বেগে ফকীররামের প্রস্থান, পশ্চাতে চরণের দ্রুতগমন।

বৈষ্ণবীর প্রবেশ

বৈষ্ণবী। এসো পুনঃ বিস্মৃতি হৃদয়ে:
অমৃতের ধারা বরিষণে
স্মৃতি-অগ্নি করহ নির্ব্বাণ!
দারুণ অনল,
তুলনায় চিতানল সুশীতল!
বৃথা নারী-করে ধরিলাম অসি,
স্রোতস্বতী সম বৃথা বহিল শোণিত,
বৃথা উচ্চ কুলোদ্ভব নিরীহ যুবক,
উত্তেজিত পাপ মন্ত্রে মম
প্রাণ দিল এ কাল সমরে।
পিতা, মাতা, স্বদেশী,
স্বধর্ম্মী, বন্ধু-আত্মীয় স্বজন,
ভাসিল এ রণস্রোতে!
বৃথা এ বিদ্রোহ।
রাজ-রোষানল উদ্দীপনা হেতু,
ছারখার করিতে ভারত,
নারীরূপা ভারতের কণ্টক পাপিনী!
করিলাম মাতৃ-অপমান,
প্রসাদ-মুকুট তাঁর দানি হীনজনে।
ধিক্ ধিক্-শত ধিক্ জীবনে আমার,
না হইলে পিতার তর্পণ!
এসো মমতা হৃদয়ে,
যাহে অরি-অস্ত্রাঘাতে হয় প্রাণনাশ।
কোথা মা কোমারী,
এ কি দণ্ড দাও নন্দিনীরে?
শত্রু-অস্ত্র ভঙ্গ হয় কায়,
মৃত্যুরূপী কামান-অনল
বিফল নাশিতে অভাগীরে!
নাহি হেন যন্ত্রণা নরকে,
যাহে সমুচিত শাস্তি হয় মম।
যাই যাই—ধরি গিয়ে বাদ্‌সার পায়:
ভিক্ষা মাগি করিয়া মিনতি,
নিদারুণ দণ্ডে যাহে তনু হয় নাশ।
এসো এসো এসো হে যবন,
শত্রু আমি—শত্রু আমি—
বধ' বধ' শীঘ্র—কেন কর পলায়ন?
এসো ত্বরা নাহি ভয়,
নির্ভয়ে করহ অস্ত্রাঘাত,
না করিব অসি-সঞ্চালন।
এসো এসো এসো রে যবন—
ধৃত কর—বধহ আমায়।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

সম্রাট্-সভা

আরঙ্গজেব ও মন্ত্রী

আরঙ্গ। কি কি আজ্ঞা দিয়েছ? হিন্দু-মন্দির নির্ম্মাণের আজ্ঞা দিয়েছ? শুনেছি লক্ষ নরশির ব্যতীত কাফেরের দেবীর বেদী প্রস্তুত হয় না। লক্ষ লক্ষ কাফেরের শিরশ্ছেদ ক'রে যত পার' মন্দির রচনা করো, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা বধ করো' মুসলমানের নিষ্টিবন ত্যাগের স্থান তো চাই। বধ করো—বধ করো, কত হত্যা হলো, তার তালিকা দাও।

মন্ত্রী। নফরে অভয়-আজ্ঞা দেহ জাঁহাপনা।
তব কঠিন শাসনে,
উত্থিত বিদ্রোহী-শির এ ভারত ভূমে।
রাজনীতি-বিশারদ স্বর্গীয় আকবর,
করিলেন সুনীতি-সঙ্গত যে নিয়ম,
কেন প্রভু কর ব্যতিক্রম?

রাজকার্য্য-সুদক্ষ আকবর মহামতি,
হিন্দুসনে করিয়ে সম্প্রীতি
ক'রেছেন সাম্রাজ্য বিস্তার।
করি তার বিরুদ্ধ আচার,
কুফল ফলেছে জাঁহাপনা।

আরঙ্গ। কি—কি মন্ত্রী, তুমি কি মনে স্থান দিয়েছ, আকবরসার হিন্দু-মুসলমানের প্রতি পক্ষপাতহীন দৃষ্টি ছিল? আশ্চর্য্য। তাঁর রাজনীতি কোনও মুসলমানের হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। শুন মন্ত্রী, স্থির চিত্তে বিবেচনা করো,—মহামতি আকবরসা দেখেছিলেন, যে, তখনও হিন্দুজাতি মহাবলশালী। সেই জন্য সদ্ভাব করে তাঁদের বশতাপন্ন করেছিলেন। তুমি যা বলেছ, তা সত্য। হিন্দুদের ভূতের ধর্ম্মের প্রতি বড় অনুরাগ; হিন্দুরা সর্ব্বি সহ্য কর্‌তে পারে, কিন্তু ধর্ম্মের প্রতি আঘাত করলে অস্ত্র-ধারণ করে। দেখ' আকবরসার কি সুকৌশল। রাজপুত কামিনীগণকে বেগম ক'রে, রাজপুত মানসিংহের দ্বারা বাঙ্গালা হ'তে কাবুল পরাজয় করেছেন। সেই জাতি-ভ্রষ্ট রাজপুত কামিনীগণ, মুসলমানকে আলিঙ্গন দান করেও বেগম-মহলে তুলসী বৃক্ষ স্থাপন ক'রে ভেবেছে, তথাপি তা'রা হিন্দু। যদি তিনি কাফের-কামিনী না গ্রহণ করতেন, তা হ'লে রাজপুতনায় জাতীয়বিদ্বেষ জন্মা'ত না; তা হ'লে হয়তো কাফের রাণা প্রতাপ, রাজদণ্ড মোগলকর হ'তে বলপূর্ব্বক গ্রহণ কর্‌তো। কিন্তু দেখ, রাজপুতনায় গৃহবিচ্ছেদ হলো, হল্‌দীঘাটের যুদ্ধে রাণা একা, আর সকল রাজপুতই আকবরের পক্ষ হ'য়ে অস্ত্রধারণ কর্‌লে। মন্ত্রী, তোমার ধারণা হিন্দুর প্রতি আকবরের স্নেহ ছিল। হিন্দুরা পত্র লেখে দেখেছ কি? পত্র মোড়ক ক'রে ৭৪৷৷০ লেখে, তার অর্থ কি জানো? জান না। চিতোর-যুদ্ধে হিন্দুর উপবীত তৌল ক'রে ৭৪৷৷০ মন হয়। সেই জন্য হিন্দুরা ইঙ্গিতে তাল্লাক দেয়, মালিক ভিন্ন যে পত্র খুল্‌বে, চিতোর-যুদ্ধে যত হিন্দু নিহত হয়েছে, সেই সমস্ত হিন্দু-হত্যার পাতকী হবে। ঐ সমস্ত হিন্দুই আকবরের আজ্ঞায় নিহত হয়েছিল। আকবর মিছরির ছুরী; তিনি শঠ। আমার সে শঠতা অবলম্বনের প্রয়োজন নাই;—আমি কাফের ধর্ম্মের প্রকাশ্য শত্রু। রাজকার্য্যে তাঁকে শঠতা অবলম্বন কর্‌তে হয়েছিল। এখন অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন, সমস্ত কাফেরই পদানত, আমার সে শঠতা অবলম্বনের প্রয়োজন নাই। তিনি যে হিন্দুদের উচ্চপদ প্রদান কর্‌তেন, তার অর্থ—হিন্দুরা বশীভূত হোক্‌, তাঁর সে কার্য্য সিদ্ধ হয়েছে। তার সে রাজনিয়ম যদি পিতা বুঝ্‌তেন, তা হ'লে আমি তাঁরে সিংহাসনচ্যুত কর্‌তেম না, ভ্রাতৃবর্গ হত্যা ক'রে রাজদণ্ড গ্রহণ কর্‌তেম না। সাজিহান সা আকবরের রাজনীতি বোঝেন নাই, তাই হিন্দু-মুসলমানকে সমান করেছিলেন। যাও, কুণ্ঠিত হয়ো না, প্রকৃত মুসলমানের যা কর্ত্তব্য, তোমার বাদ্‌সা তাই কচ্চে। নতুবা মহম্মদ তাঁর দাসকে সিংহাসনচ্যুত কর্‌তেন।

মন্ত্রী। বাদ্‌সার আজ্ঞা অখণ্ডনীয়।

[মন্ত্রীর প্রস্থান।

বন্দী অবস্থায় রণেন্দ্রকে লইয়া বিষণ সিংহ, হামিদ খাঁ, করিম ও গুলসানার প্রবেশ

আরঙ্গ। ইনি সৎনামীর সেনাপতি? বসবার স্থান দাও। (গুলসানার প্রতি) বেটী, তুমি সিংহাসনের পার্শ্বে এসো। আপনারাও আসন গ্রহণ করুন। বন্দী করেছেন? এ'র নাম রণেন্দ্র?

হামিদ খাঁ। হাঁ জাঁহাপনা, এ'রই নাম রণেন্দ্র।

আরঙ্গ। হামিদ খাঁ, বিষণ সিং, বুঝ্‌লেম তোমরা কার্য্যদক্ষ। (করিমের প্রতি) তুমি কে?

করিম। জাঁহাপনা, আমি গুলসানার ভৃত্য।

আরঙ্গ। ভৃত্য নও, তুমি ওমরাও, তোমার বাদ্‌সার আজ্ঞা।

করিম। (মৃত্তিকা চুম্বন করিয়া) জাঁহাপনা, বাদ্‌সার প্রসাদে মহা গৌরবান্বিত। কিন্তু মিনতি, জাঁহাপনা প্যাগম্বরের প্রিয়পাত্র! আমার এই প্রভুকন্যা হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করেছেন, পুনর্ব্বার এ'রে ইস্‌লামধর্ম্ম প্রদান করুন, তা হ'লেই দাস কৃতার্থ হবে, নচেৎ প্রভু আমায় স্বর্গ হ'তে তিরস্কার কর্‌বেন!

আরঙ্গ। স্থির হও, আর তোমার প্রভুকন্যা নয়, বাদ্‌সার দুহিতা। তার বাদ্‌সা-পিতার ন্যায় কৌশলনিপুণা; তুমি চিন্তা দূর কর;—

ওমরাও, তুমি চিন্তা দূর কর। (গুলসানার প্রতি) বসো মা।

গুল। ময়ূর-সিংহাসন দাসীর যোগ্য নয়।

আরঙ্গ। হুঁ। তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় নাই, তোমার পিতৃ-হত্যার প্রতিশোধ হয় নাই, কেমন—না?

গুল। হাঁ জাঁহাপনা। (স্বগতঃ) হৃদয়, স্থির হও! উপায় নাই, আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। প্রাণ-বিসর্জ্জনে তোমায় শান্তি দান কর্‌বো!

আরঙ্গ। হুঁ। মর্‌বে—মর্‌বে, কে মর্‌বে? রণেন্দ্র। হুঁ! এসো হামিদ, এসো বিষণ। মর্‌বে, মর্‌বে—সৎনামীর সেনাপতি মর্‌বে; কেমন? যোদ্ধা—আমি যোদ্ধা ভালবাসি। তোমাদের নিকট পিস্তল আছে। দেখ', নিরস্ত্র বীরপুরুষকে বধ করা ভাল নয়, কি বলো? এসো আমরা তিনজনেই এক সময়ে গুলি নিক্ষেপ করি, তা' হ'লে কার গুলিতে প্রাণত্যাগ করেছে, তা নির্ণয় হবে না, সুতরাং নিরস্ত্র যোদ্ধৃহত্যা আমাদের কারো দ্বারা হবে না। কি আজ্ঞা করেন সৎনামীর সেনাপতি? নীরব কেন? আপনি তো ভীরু নন!

রণেন্দ্র। (গুলসানার প্রতি) শোন' তুমি যে হও, আমার মৃত্যু দেখো এই আমার প্রার্থনা। যদিচ বারবার ফকীররাম প্রভু আমায় সতর্ক করেছেন, যদিচ বারবার তিনি তোমায় শত্রু বলে, আমায় তোমা হ'তে দূরে অবস্থান কর্‌তে আদেশ ক'রেছেন, তথাপিও মৃত্যুকালে আমার ধারণা হচ্ছে না, তুমি আমার প্রণয়াকাঙ্খিনী নও। দেখ, এখনও তোমার বদনে, নয়নে, হাব-ভাবে আমার প্রতি তোমার সম্পূর্ণ আসক্তি বোধ হচ্ছে। কি জানি কেন? এখনও আমার মনে হয় যে, তুমি সত্য সত্যই হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেছ, এখনও মনে হয়, তুমি আমার সহধর্ম্মিণী—তুমি আমার পত্নী। কি জানি কেন? ছিঃ ছিঃ মনের এ কি বিষম ভ্রম!

গুল। ভ্রম নয়, সত্য, স্বর্গে তোমার চরণে নিবেদন কর্‌বো।

রণেন্দ্র। (বাদসার প্তি) যবন, আমি প্রস্তুত।

আরঙ্গ। যবন-যবন! (সেনাপতিদ্বয়ের প্রতি) আমার পিস্তলে গুলি আছে, আপনারা প্রস্তুত?

বিষণ। জাঁহাপনা, এরে বন্দী করে রাখুন, বধ কর্‌বেন না।

আরঙ্গ। রাজপুতবীর, পার্ব্বতীয়-মূষিক শিবাজীর ন্যায় তা হ'লে কাফের পলায়ন কর্‌বে। ইনি পুনর্ব্বার হিন্দুসৈন্যের নেতা হ'লে, বোধ হয় নিরস্ত্র আর এ'রে বন্দী কর্‌তে পার্‌বেন না। শত্রু-সংহারই প্রয়োজন, কি বলেন? হিন্দু সেনাপতির কি আজ্ঞা?

রণেন্দ্র। যবন, তোমার নারকীয় হৃদয়ে পরিহাস আসে, এ আমার ধারণা ছিল না।

আরঙ্গ। আজ্ঞে না, পরিহাস নয়। ভারতবর্ষের সম্রাট বীরত্বের গৌরব জানে, নচেৎ স্বহস্তে তোমার প্রতি গুলি নিক্ষেপ কর্‌তে সঙ্কল্প কর্‌তো না। বিষণ সিং, হামিদ খাঁ, আমি প্রস্তুত, তোমরাও প্রস্তুত হও। তিনবার বাদ্‌সা পদশব্দ কর্‌লে, শত্রুর প্রতি গুলি নিক্ষিপ্ত হবে। এক—দুই—তিন—

আরঙ্গজেব, বিষণসিংহ ও হামিদ খাঁ তিনজনের একসঙ্গে গুলি নিক্ষেপ ও রণেন্দ্রের পতন ও মৃত্যু

গুল। প্রাণনাথ, মার্জ্জনা করো, আমি সত্যে আবদ্ধ। সত্যভঙ্গ তোমারই শাস্ত্রে নিষেধ। সত্য পালন করেছি, স্বর্গে তোমার পদ-সেবায় অধিকার দিও।

(আরঙ্গজেবের প্রতি)

প্রতিশ্রুত জাঁহাপনা, দাসীর নিকটে,—
যা চাহিব করিবে প্রদান।
দেহ মোরে স্বামী-সৎকারে অধিকার।
হে বিষণ সিং, হিন্দু তুমি,
আছে তব হিন্দু-ভৃত্যগণ,—
লইতে শ্মশানভূমে স্বামীরে আমার
আজ্ঞা দেহ তব ভৃত্যগণে।
জাঁহাপনা, বিদায় মাগিছে তব দুহিতা চরণে:
হিন্দুর নিয়মে হ'ব স্বামী-সহগামী।
জাঁহাপনা, দুহিতা বিদায় মাগে পায়।

আরঙ্গ। সত্যই প্রতিশ্রুত—সত্যই প্রতিশ্রুত, কপটতা ছিল না, কপটতা ছিল না। যাহা ভাল অভিরুচি! নারী চরিত্র—নারী চরিত্র! সকলি বিপরীত-ভাবপূর্ণ! বোধ হয় সমস্ত হিন্দুললনা কৃতসংকল্প হ'লে ভারত-সিংহাসনে হিন্দু উপবেশন করে। রমণীর সকলি বিচিত্র, আরঙ্গজেবের জ্ঞানবুদ্ধির

অতীত! মর্‌বে—কাফেরের সঙ্গে মর্‌বে। (করিমের প্রতি) দেখ ওমরাও, তোমার প্রভু-কন্যাকে বধ করবার ইচ্ছা হচ্ছে? বাদ্‌সার হুকুমে নিরস্ত হও। দেখ—দেখ, নারীচরিত্র শেষ পর্যন্ত দেখ, একটা জ্ঞান লাভ হবে। নারীচরিত্র দুর্জ্ঞেয়, কোরাণের বাক্য, সে বাক্য সফল হবে।

গুল। জাঁহাপনা, বিদায়! প্রাণেশ্বর, স্থান দাও পায়।

রণেন্দ্রের চরণতলে গুলসানার পতন ও মৃত্যু

আরঙ্গ। (করিমের প্রতি) ওমরাও, তোমার অস্ত্রাঘাতের অপেক্ষা করে নাই, প্রাণত্যাগ করেছে।

করিম। হা, কারতরফ খাঁ, তোমার কন্যার ভার কেন এ অধমকে দিয়েছিলে? স্বর্গ হ'তে দেখ, আমি তার প্রায়শ্চিত্ত করি।

বক্ষে অস্ত্রাঘাত করিয়া করিমের মৃত্যু

বৈষ্ণবীর প্রবেশ

বৈষ্ণবী। যবন! আমিই প্রধান বিদ্রোহী। কারে ইঙ্গিত কচ্ছ? আমার প্রেমশূন্য হৃদয়, কেউ আমার নিকট আস্‌তে সাহসী হবে না। আমার হৃদয়-তাপ, কামানল সম আমার লোম-কূপ হতে বহির্গত হচ্ছে। আমার চতুর্দ্দিকে অনল, আমায় কেউ আবদ্ধ কর্‌বে না। ভয় করো না, আমি দণ্ড গ্রহণ কর্‌তে তোমার নিকট এসেছি।

আরঙ্গ। আমি ইঙ্গিত করি নাই। তোমার মনোভাব আমি সকলই বুঝেছি। তোমার সম্প্রদায় ছিন্ন, তুমি আশাশূন্য, হৃদয়ের শান্তির জন্য যবনের শাস্তি গ্রহণ কর্‌তে এসেছ। আমি বুঝেছি, নৈলে ভারতবর্ষের সিংহাসন কিরূপে বা আমার অধিকৃত! অবশ্যই তোমাকে গুরুতর দণ্ড দেবো। আমার বৃত্তিভোজী অনেক বৈজ্ঞানিক, মহাকষ্টকর মৃত্যু কিরূপে হয়, তা আবিষ্কারে প্রবৃত্ত। কিয়ৎ পরিমাণে তারা কৃত-কার্য্যও হয়েছে। অনাহারে মৃত্যু, দেহ হ'তে চর্ম্ম ছিন্ন দ্বারা মৃত্যু, চীন প্রথামত পাকস্থলী ছিন্ন ক'রে যন্ত্রণা প্রদান, অনিদ্রায় জীবন নাশ-করণ, এ অপেক্ষা দ্বিগুণ কষ্টকর মৃত্যু তারা আবিষ্কার করেছে। কিন্তু তোমার প্রতি কষ্ট-কর মৃত্যুআজ্ঞা দেব না। তুমি সত্যবাদিনী, আমি তোমার প্রাণদণ্ড আজ্ঞা দিলে, বল—সত্য কথা বল, যারে যবন বল—সে ভারতবর্ষ শাসনের উপযুক্ত কিনা? আমার আজ্ঞায় তুমি যথা-তথা ভ্রমণ কর। তোমার নিমিত্ত অট্টালিকা প্রস্তুত, তোমার ব্যয়ের নিমিত্ত রাজকোষ মুক্ত, যত বিলাস ইচ্ছা তুমি ভোগ কর, কেবল হিন্দুদের উত্তেজনাকারিণীশক্তি তোমার হরণ কর্‌লেম। দেখ', তোমার বাহুতে বল নাই। তুমি যথায় যাবে, বাদ্‌সার দূত তোমার সঙ্গে থাক্‌বে, কোন হিন্দুকে আর তুমি জাতীয়-স্বাধীনতার জন্য উত্তেজিত কর্‌তে পার্‌বে না।

বৈষ্ণবী। যবন, তোমায় সেলাম কচ্ছি, জানু পেতে তোমায় জাঁহাপনা স্বীকার কচ্ছি, আমার প্রাণদণ্ড করো। স্বহস্তে আত্মহত্যা করবার চেষ্টা করেছি, অসি হস্তচ্যুত হয়। যবন, বাদ্‌সা, জাঁহাপনা, আমার মৃত্যুর আজ্ঞা দাও।

আরঙ্গ। না সুন্দরী। যদি সম্ভব হতো, যদি তুমি মহম্মদীয় ধর্ম্ম গ্রহণ কর্‌তে, তুমি আমার প্রধানা বেগম হ'তে; কিন্তু তা সম্ভব নয়। তোমার কি দণ্ড, তা আমি আপনার প্রাণ দিয়ে বুঝেছি। শুন্‌বে?—যখন পিতাকে বন্দী কর্‌বার কল্পনা করি, যখন জ্যেষ্ঠ দারাকে পরাজয় করবার মানস করি, তখন একবার মনে হলো, যদি কৃতকার্য্য না হই! ভাব্‌লেম, তা'তে ক্ষতি কি? যদি বন্দী হই, আমার মৃত্যুর আজ্ঞা হবে; তাতে ভয় কি? তুমি হিন্দু, জানো—আত্মা দেহ নয়, দেহ মৃত্তিকা মাত্র। কোরাণের উক্তিও তদ্রূপ। জেনেছিলেম আমি দেহ হ'তে স্বতন্ত্র। যখন দেহ পীড়িত হবে, আমি স্বতন্ত্র হ'য়ে অবস্থান কর্‌বো, আমার আঘাত লাগ্‌বে না। সুন্দরী, দেহ আত্মায় প্রভেদ তোমারও অনুভূত। যতদিন দেহ-পিঞ্জরে আবদ্ধ থাকো ততদিনই তোমার যন্ত্রণা; দেহনাশে তুমি যন্ত্রণা হ'তে মুক্ত হবে। অতুল ঐশ্বর্য্যশালিনী হ'য়ে, স্বচক্ষে স্বদেশী, স্বধর্ম্মীর পীড়ন দেখ, তোমার এই শাস্তি। "জিজিয়া" কর পুনর্ব্বার সংস্থাপিত দেখ।

বৈষ্ণবী। ওই ওই বিমানচারিণী,

ময়ূরবাহিনী,

শক্তি-সঞ্চারিণী আবাহন করেন কন্যায়;

ওই অট্টহাস্য, দিক সুপ্রকাশ,

ওই ভীমা রণাঙ্গণা, ওই পরাৎপরা,
ওই হাস্যাধরা, ওই ওই মধুরভাষিণী
আবির্ভাব নন্দিনীর তরে।
লহ মাতা, তাপিতা দুহিতা।
শুন শুন জননীর ভবিষ্যৎ বাণী;—
আরে হিন্দু-পীড়ক যবন,
তোমা হ'তে যে জাতি অধম,
বংশ নাশ হ'বে তব সেই শ্বেত-করে।
ওই মাতার সঙ্গিনী,
ওই মহাপ্রভাবশালিনী,
ভুবনমোহিনী মিতাধরা,
সাগরতরঙ্গ মাঝে বিরাজিতা বামা,
শ্বেতপুত্রগণে সুবেষ্টিতা!
নেহার যবন, ওই তব বংশহন্তা
শ্বেত বীরগণ,
মাতার সঙ্গিনী শ্বেতাম্বুজা
সরোজ-অঙ্গিনী,
বীর্য্যবলে ভারত করিবে অধিকার।
যতদিন কামিনী-কাঞ্চন,
হিন্দুগণ করিয়ে বর্জ্জন,
না করিবে দীন ভ্রাতৃসেবা,—
ততদিন কামিনীকাঞ্চন-সঞ্চালিত
স্বার্থপর বর্ব্বর নিকর
রবে সবে পরাধীন—বিধর্ম্মী-কিঙ্কর!
যাই, যাই, যাই গো জননী!

পতন ও মৃত্যু

আরঙ্গ। বিষণ সিংহ, তুমি হিন্দু-প্রথামত এদের সৎকার করো। যে হিন্দু এ কার্য্যে যোগদান কর্‌বে, সে বিদ্রোহী হ'লেও কেউ না তারে ধৃত করে। এই আমার মোহরাঙ্কিত হুকুমনামা গ্রহণ করো। আমি স্বয়ং মন্ত্রীকে রাজ্যে ঘোষণা দিতে আজ্ঞা দিচ্ছি। (হামিদ খাঁর প্রতি) হামিদ, এই ওমরাওর অন্তিমকার্য্য তোমার উপর ভার। (স্বগতঃ) শ্বেতনারী ভারতের ভবিষ্যৎ অধিকারিণী। সত্য—সত্য,—আমার প্রাণ বল্‌ছে সত্য; কাফের-নন্দিনী সত্যবাদিনী।

[আরঙ্গজেবের প্রস্থান।

হামিদ। নারীচরিত্র অতি অদ্ভুত!

বিষণ। হাঁ খাঁ সাহেব, নারীচরিত্র দেবতারাও অবগত নন।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

শ্মশানের পথ

সোহিনী ও যুবতীগণ

গীত

যুবতীগণ। রবি শশী তারকা উঠ' না গগনে,
আঁধার আবর পুণ্য-নিকেতনে,
মগনা অধীনা রোদনে।
কৌমারী চিরসঙ্গিনী, ধরাতলে হেমাঙ্গিনী,
রণশ্রান্ত রণ-রঙ্গিণী;
পতিত বিজয়-ধ্বজা পতাকাধারিণী সনে॥
বিফল এ বীরব্রত, বিফল শোণিতস্রোত,
ঘোর নিশা, গৌরব বিগত;
শ্মশান এ পুণ্যধাম, বিলুণ্ঠিত বীরগণে॥

১ যুবতী। (সোহিনীর প্রতি) কোথায় যাও—কোথায় যাও?

সোহিনী। আমার যা'বার জায়গা আছে, আমার মনের মানুষ আছে;—কোথায় যাই, দেখ্‌বি আয়। এ দারুণ জ্বালা, এ দারুণ জ্বালা! তার কাছে না গেলে এ জ্বালা নিভ্‌বে না!

[প্রস্থান।

২ যুবতী। ভাই আম্‌রা এখন কি ক'র্‌বো?

১ যুবতী। কেন? যে কাজ কচ্ছি! যতদিন দেহে প্রাণ থাক্‌বে, ততদিন যবনের অনিষ্ট কর্‌তে নিরস্ত হবো না।

২ যুবতী। চলো, দেখি বৈষ্ণবী কোথায়? বীরবালা আবার সৈন্য সৃজন কর্‌বে।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

শ্মশান

রণেন্দ্র ও গুলসানা এক চিতায় শায়িত ও অপর চিতায় বৈষ্ণবী

বিষণ সিংহ ও হিন্দু-সৈন্যগণ

বিষণ। হায় হায়! স্বজাতীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ কর্‌লেম! হায় মাতৃভূমি, আমার কি পরিত্রাণ আছে?

জনৈক সৈন্য। মা ভারতভূমি, সামান্য

বেতনের জন্য বিধর্ম্মীর পক্ষ হ'য়ে অস্ত্রধারণ করি। স্বজাতি, স্বধর্ম্মী, পিতা, ভ্রাতার প্রতি গুলি নিক্ষেপ ক'রে যবনকে জয় সংবাদ প্রদান করি। সে সময়ে জয়োল্লাসে মত্ত বিধর্ম্মীরা হয় তো হিন্দু-মাতা, হিন্দু-পত্নী, হিন্দু-দুহিতার বলাৎকারে প্রবৃত্ত। সে সময়ে জয় হয়েছে ব'লে উল্লাস করি, আপনাকে বীর ব'লে গণ্য করি। মাগো, এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি ব্যতীত সজল সফলা ভারতভূমি দীনহীনা কেন হবে!!

পরশুরামের প্রবেশ

পরশু। শুন শুন,
মমতা-বিহীন এই শ্মশান-প্রান্তরে
হিন্দুপুত্র যেইজন আছ উপস্থিত,
শুন মম কলুষিত চিত্তের আখ্যান।
যেই বিমলা বৈষ্ণবী,
হের চিতায় শায়িত,
ভগ্নি বলি সম্ভাষণ করিতাম তারে;
কিন্তু কলুষ-অন্তরে কামতৃষ্ণা আছিল প্রবল,
সে চারু বদন বারেক চুম্বন,
শয়নে স্বপনে মম ধ্যান।
শায়িত চিতায়, তবু প্রাণ চায়—
দৃঢ় পাশে করি আলিঙ্গন।
প্রায়শ্চিত্ত জান কেহ এ হিন্দুসমাজে?
প্রায়শ্চিত্ত নাহি মম।
কিন্তু তবু নরকের ডরে,
বাসনা হয় দূর পিপাসী-অন্তরে।
কর' বৈষ্ণবীর চিতা প্রজ্জ্বলিত,
প্রায়শ্চিত্ত করিবে অধম।
অগ্নিদেব, প্রজ্জ্বলিত তুমি,
পার যদি কর' তুমি বাসনা হরণ!
মৃতদেহে দানি আলিঙ্গন
করি বদন চুম্বন,
হয় যদি হয় হোক তৃপ্ত বাসনা!!

বৈষ্ণবীর চিতায় ঝম্প প্রদান

ফকীররাম, চরণদাস, রঘুরাম, সোহিনী ও সৎনামী যুবা ও যুবতীগণের প্রবেশ

ফকীর। চরণ চরণ, দেখ দেখ, সৎনামী পুড়ছে নয়? দেখ, যদি মরতে হয় ম'রো, গুরুর সৎকার ক'রে মরো। এই দুটো চিতা জ্বলছে, যেখানে হোক্ একটায় আমায় টেনে ফেলে দিও,—সকলেই আমার সন্তান। শ্মশান বড় মায়াশূন্য স্থান, এখানে লজ্জা-ঘৃণা নাই, আমায় এক পার্শ্বে স্থান দেবে। চরণ, কুণ্ঠিত হয়ো না, তোমার গুরু আত্মহত্যা করে নাই। সৎনাম, আমায় নরক-যন্ত্রণা হ'তে পরিত্রাণ দিচ্ছেন। চরণ, বিদায় দাও।

পতন ও মৃত্যু

সোহিনী। তোমায় আমি চিরদিন ভালবাসতেম; কিন্তু ধনের লোভে তোমার কথা না শুনে কুপথগামিনী হয়েছিলেম, সেই হ'তে তুমি আমার পানে ফিরে চাও নাই। তুমি বলেছ, আমার প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে, তবে আর পায়ে ঠেলো না, সঙ্গে লও।

পতন ও মৃত্যু

চরণ। প্রভু, আমি রোদন কর্‌বো না, তোমার সৎকার ক'রে আমি শিখ-সম্প্রদায়ে মিলিত হবো। যদি একজনও বিধর্ম্মী বধ করতে পারি, আমার বিশ্বাস, তুমি আমায় স্বর্গ হতে আশীর্ব্বাদ কর্‌বে। যবন অনুগত হিন্দু, কেউ আমার গুরুদেবের পবিত্র অঙ্গ স্পর্শ করো না, আমি স্বহস্তে আমার গুরুদেবের সৎকার কর্‌বো।

২ যুবতী। সই, আম্‌রা কেন আর বিলম্ব করি। রাজপুতবালারা চিতারোহণ করে, এসো বৈষ্ণবীর সাথী হই।

১ যুবতী। না, তাতে বৈষ্ণবী ক্রুদ্ধা হবে। প্রভুভক্ত বীরবর চরণ আজ হ'তে আমাদের নেতা। যবন হত্যা সংকল্প ক'রে অস্ত্র ধরেছি, প্রাণত্যাগে সে অস্ত্র ত্যাগ কর্‌বো। আমরাও শিখ-সম্প্রদায়ে মিলিত হবো।

রঘুরাম। বৈষ্ণবী, তোমার উপদেশে আমি প্রেম বর্জ্জন করেছি; যুদ্ধক্ষেত্রে দেখেছ, আমার মৃত্যু-ভয় নাই। আমি চরণের অনুগামী হ'লে, অন্তকালে তুমি আমার সঙ্গে হেসে কথা কইবে!

১ যুবতী। যুবকবৃন্দ, মাতৃভূমির নিমিত্ত সকলে সর্ব্বস্ব অর্পণ করেছ। শোনো এখনও ভারতের আশা আছে;—পাঞ্জাবে শিখ-সৈন্য মাতৃভূমির উদ্ধারে ব্রতী, আমরা তাদের সহিত

মিলিত হই, সৎনামের কথঞ্চিৎ কার্য্য হবে। হায় মহারাষ্ট্র, যদি বর্গী নামে না বিখ্যাত হ'তে, যদি হিন্দু-সন্তান-সন্ততি তোমার আগমনে দস্যু ব'লে না পলায়ন করতো, যদি রাজপুত বিরোধী না হ'তে, শিখসৈন্যে সম্মিলিত হ'য়ে যবন-বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ কর্‌তে, যদি এই সৎনামীর-বিগ্রহে সহায় হ'তে,—হিন্দুস্থান হিন্দুর হ'ত!!

সমবেত সঙ্গীত

জ্বলে সোনার কায়া বিমল সুকোমল,
সোনার বরণ তাইতে চিতানল,
বিমল শিখায় দিশা সমুজ্জ্বল।
জন্মদা মাতার, নাই তো কিছু আর,
মরমের সুসার, চিতানলে দিছি উপহার;
নিভেছে সকল, নিভ্‌বে চিতানল,
অনলে খোদা গাথা হৃদয়ে রবে কেবল।

যবনিকা পতন

রাণা প্রতাপ

[ঐতিহাসিক নাটক]

[১৯০৪ সালের শেষভাগে, গিরিশচন্দ্র 'রাণাপ্রতাপ' লিখিতে প্রবৃত্ত হন। প্রথম অঙ্ক শেষ করিয়া দ্বিতীয় অঙ্ক লিখিবার সময় কোনও কারণ বশতঃ উহার লেখা বন্ধ রাখিয়া তিনি 'সিরাজদ্দৌলা' লিখিতে আরম্ভ করেন। পরে 'অর্চ্চনা' পত্রিকার সভ্যবৃন্দের আগ্রহাতিশয্যে রাণাপ্রতাপের ঐ লেখাটুকু 'অর্চ্চনা'য় প্রকাশ-জন্য তিনি তাঁহার স্নেহভাজন সুপ্রসিদ্ধ সমালোচক শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ রায়ের হস্তে অর্পণ করেন। ১৩১৪ সালে উহা অর্চ্চনায় প্রকাশিত হয়। অমরেন্দ্রনাবুর যত্নে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি হইতেই ইহা পুনর্মুদ্রিত হইল।]

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

রাজপথ

শনিগুরু ও কৃষ্ণসিংহ

শনিগুরু। রায়ৎ কৃষ্ণসিংহ! কি শুনছি, মৃত রাণার জ্যেষ্ঠপুত্র প্রতাপের অভিষেক আয়োজন না হ'য়ে কনিষ্ঠ জগমল্লের অভিষেক-আয়োজন কি নিমিত্ত দামামা ঘোষণা ক'রছে?

কৃষ্ণ। মহাশয় কি শ্রুত নন যে, জগমল্ল-কেই রাণা উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচন ক'রেছেন?

শনি। কথা শুনে থাক্‌বো; কিন্তু আমার বিস্ময় উপস্থিত হ'চ্চে। বংশাবলীক্রমে রায়ৎ-কুল মিবারের মন্ত্রীপদে প্রতিষ্ঠিত, সেই উচ্চ-বংশের বংশধর রায়ৎ কৃষ্ণসিংহ স্বয়ং বিদ্যমান, —মিবারে এরূপ অনিয়ম কার্য্য কেন? রাণা-বংশের চিরপ্রথা কি নিমিত্ত পরিবর্ত্তিত হ'চ্চে?

কৃষ্ণ। রোগী আসন্নকালে একটু দুগ্ধপান ক'রতে ইচ্ছা ক'রেছে, তাতে আমাদের ক্ষতি কি? কেনই বা তাতে আমরা অসম্মত হব?

শনি। মহাশয়ের মনোভাব আমার হৃদয়ঙ্গম হ'চ্চে না।

কৃষ্ণ। ঝালোয়ার-অধিপতি! আপনার ভাগিনেয়ই সমস্ত সর্দ্দারের একান্ত মনো-নীত, আমরা সেই পরামর্শই মৃত রাণার চিতা-বেদিকার পার্শ্বে ব'সে স্থির ক'রেছি, আমরা প্রতাপের পক্ষই অবলম্বন ক'র্‌বো। আপনি নিশ্চিন্ত হোন। আসুন, তাদের মন্তব্য শ্রবণ ক'র্‌বেন। মিবার-সর্দ্দারগণ অন্যায় কার্য্য কখন' অনুমোদন করে না।

[উভয়ের প্রস্থান।

প্রতাপসিংহ ও প্রতাপ-মহিষীর প্রবেশ

প্রতাপ। দেবি, তুমি একান্তই আমার সঙ্গে যাবে? আমি কোথায় যাচ্ছি, অবগত আছ কি?

মহিষী। প্রভু, সূর্য্যবংশের কুল-নারীর প্রথা স্বামীর অনুবর্ত্তী হওয়া,—এ প্রথা জানকীদেবী স্থাপন ক'রেছেন, দাসী সেই প্রথা-অনুসারে স্বামীর অনুবর্ত্তিনী, বৃক্ষতল তার অট্টালিকা। যে স্থানে স্বামী, সূর্য্যবংশের কুলবধূও সেই স্থানে অবস্থান করে;—সে প্রথা এ দাসী হ'তে লঙ্ঘন হবে না।

প্রতাপ। দেবি, অতি দূর দেশে গমন ক'র্‌বো, যথায় রাজপুত নাম কেউ শ্রবণ করে নাই। এমন স্থানে গিয়ে বাস ক'র্‌বো, যথায় আরাবলী পর্ব্বত নয়ন-পথে পতিত হবে না। সেই স্থানে যাবো, যথায় মোগলের সিংহনাদ কর্ণপথে প্রবেশ ক'র্‌বে না;—সেই আমার বাসস্থান। অতি দূরে—অতি দূরদেশে গমন ক'র্‌বো।

মহিষী। চলুন।

প্রতাপ। হে জননি, মাতৃভূমি সুন্দরী মিবার,
হতভাগ্য পুত্র তব হবে নির্ব্বাসিত—
তব অঙ্কে নাহি স্থান তার!
যেই স্নেহময়-অঙ্কে ক'রেছ লালন—
প্রতি শিলাখণ্ড যথা করিছে প্রচার
শিশোদীয় বংশের গৌরব,
সেই বীরভূমে নাহি প্রতাপের স্থান!

ছিল সাধ মনে, স্মরি পিতৃদেবগণে,
হে বীর-জননি,
তব যশোরাশি করিব বিস্তার।
বিফল সে সাধ,
পিতা মম সাধিলেন বাদ,—
সিংহাসন অর্পি জগমলে।
শত্রু-নিপীড়িত ওই শ্রীহীনা চিতোর!
তব উদ্ধার কারণ,
বক্ষের শোণিত দানে ছিলাম উৎসুক,
নিষ্ফল সে আলোচনা আজি!
ওই দুন্দুভি-নিনাদ—
অভিষেক-উৎসব-কল্লোল—
প্রতাপের নির্ব্বাসন করিছে জ্ঞাপন—

শনিগুরু, কৃষ্ণসিংহ, সর্দ্দারগণ, পুরোহিত ও চারণের প্রবেশ

কৃষ্ণসিংহ। মহারাণা, বন্দে দাস,
রাজপুরী পরিহরি কোথায় গমন?
আজি অভিষেক-দিন তব।

প্রতাপ। রাওয়ৎ প্রধান, পিতৃ আজ্ঞা-অনুসারে
মম কনিষ্ঠের অভিষেক হয় আয়োজন,
রাণাপুরে স্থান কোথা মম?

কৃষ্ণ। মহারাণা, মিবার-সর্দ্দারগণে
জানে মাত্র মিবারের প্রাচীন নিয়ম,
সে নিয়ম অনুগামী সবে।
বদ্ধমূল যে নিয়ম রাজপুত হৃদয়ে—
শিখায় নীচত্বে ঘৃণা, মনুষ্যত্ব করে
উত্তেজিত,
যার বলে তুচ্ছ জ্ঞান বিপদ মরণ,
সে নিয়মে সিংহাসন প্রতাপসিংহের।
সে নিয়ম করি অতিক্রম,—
শত্রু-করগত হেরি চিতোর নগরী—
কোথা যাও রাজপুত-প্রধান,
মাতৃ-ভূমি ক্রন্দনে না করি কর্ণপাত?

প্রতাপ। পুরোহিত, নহে তো বিহিত—
সূর্য্যবংশে পিতৃ-আজ্ঞা করিতে লঙ্ঘন!

পুরো। সূর্য্যবংশের নিয়ম—পিতৃদেবগণের কৃপায় এ ব্রাহ্মণ অবগত। সূর্য্যবংশের নিয়ম—ধর্ম্মরক্ষা, সূর্য্যবংশে অপর নিয়ম নাই। যদি সে নিয়ম পালন বাপ্পারাওয়ের বংশধরের বাঞ্ছনীয় হয়, তাহ'লে প্রতাপসিংহের সিংহাসন গ্রহণ করা উচিত, তাঁর মিবার পরিত্যাগ করা কাপুরুষত্ব হবে। শত্রু-সম্মুখীন হ'লে এরূপ কাপুরুষজনিত ভাব বীরবর অর্জ্জুনের হৃদয়ে উদয় হ'য়েছিল। যদি প্রতাপসিংহ মিবার পরিত্যাগ করেন, তা'হলে সকলে অবজ্ঞা ক'রে ব'ল্বে যে, বাপ্পারাওএর বংশধর তুর্কীর ভয়ে রাজ্য পরিত্যাগ ক'রলে। আমি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাক্য উদ্ধৃত ক'রে বংশের হিতার্থে ব'ল্‌ছি,—"ক্ষুদ্র হৃদয়-দৌর্ব্বল্যং ত্যক্তোত্তিষ্ঠ পরন্তপ!"

চারণ। আরে ঠাকুর, তুমি কি ব'ল্‌ছ? কৃষ্ণ-অর্জ্জুনের ঘটে এক তিল বুদ্ধি নেই। মহারাণা রামলীলা ক'র্‌বেন, তারই জোগাড় ক'র্‌তে পার—দেখ! মহারাজ, ঘ'রো হনুমান এই চারণ আছে, এই হনুমানেই এক রকম চ'ল্‌বে! এদিকে তো মহারাণীকে এনে গাছ-তলাতে দাঁড় করিয়েছেন, পিতৃসত্য পালনে বনে যাচ্চেন, রাণী সঙ্গে আছেন, এখন একটা রাবণ ঠাউরে দেখুন!

প্রতাপ। বর্ব্বর!

চারণ। বর্ব্বর কে মহারাজ?

প্রতাপ। তুমি রাবণের কথা কি ব'ল্‌ছ?

চারণ। আপনি সূর্য্যবংশের রাণার বনে যাবার কথা কি ব'ল্‌ছেন?

প্রতাপ। আমি পুরোহিত মহাশয়ের নিকট হিত-কথা জিজ্ঞাসা ক'চ্ছি।

চারণ। আমি মহারাণার নিকট মিবারের হিত-কথা ব'ল্‌ছি।

প্রতাপ। চারণ, তুমি কি এ গুরুতর অবস্থা বুঝ্‌তে পাচ্চ না?

চারণ। গুরুতর অবস্থা না বুঝে কি এই গানটী রচনা ক'রেছি?

গীত

জয় জয় আকবর বাদ্‌সার জয়,
পালায় প্রতাপসিংহ পেয়ে মহাভয়,
উচ্চ রবে গাও সবে মিবার-বিজয়!

প্রতাপ। কি চারণ, তোমার এতদূর স্পর্দ্ধা!

চারণ। মহারাণা, অরাজক রাজ্যে তো লোকের স্পর্দ্ধা বৃদ্ধিই হয়! বাপ্পারাওএর সিংহাসন পরিত্যাগ ক'চ্চেন, মিবারকে তুর্কীর ক'রে অর্পণ ক'চ্চেন, সর্দ্দারের উপরোধ অব-

হেলা ক'চ্চেন, ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম, রাজ-ধর্ম্ম পরিত্যাগ ক'চ্চেন, প্রজার মুখ চাচ্চেন না,—যখন স্বয়ং মহারাণার এই অবস্থা, তখন মহারাণার আশ্রিত লোকের যে অবস্থা হওয়া উচিত, তাই আমার হ'য়েছে। মহারাণা তুর্কীকে রাজ্য দান ক'চ্চেন, আমিও তুর্কীর জয় গান ক'চ্চি। মনে মনে সংকল্প, যে সকল বীরগাথা, কুলগৌরব কথা—মহারাণা এই আশ্রিতের মুখে শ্রবণ ক'র্‌তেন, সেগুলো পুড়িয়ে ফেলে, প্রতি প্রস্তরে এই নূতন গাথা খোদিত ক'রে আরাবলী শিখর হ'তে ঝাঁপ দেব।

প্রতাপ। পুরোহিত, যদি আমার সিংহাসন গ্রহণ করা সকলের অভিমত হয়, আমি সিংহাসন গ্রহণ ক'র্‌বো, কিন্তু জগমল্ল অযোগ্য —কেন আপনারা স্থির ক'রেছেন? জগমল্লও ক্ষত্রিয়, বাপ্পার শোণিত তার ধমনীতেও প্রবাহিত। জগমল্ল যদি অযোগ্য না হন, তবে কেন পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন কর্‌বো?

পুরো। মহারাণার বিবেচনায় যদি তিনি যোগ্য হন, তবে কি নিমিত্ত মিবার পরিত্যাগ ক'র্‌বেন? চণ্ডের ন্যায় কনিষ্ঠকে সিংহাসন দিয়ে আপনি রাজকার্য্য কি নিমিত্ত ক'র্‌বেন না?

প্রতাপ। পুরোহিত, মার্জ্জনা করুন। বাল্যকাল হ'তে মনে মনে আশা, চিতোর উদ্ধার ক'র্‌বো, পিতৃদেবগণের নাম রক্ষা ক'র্‌বো, কিন্তু সে আশা আমার সাগর-জলে নিক্ষিপ্ত হ'য়েছে।

চারণ। না, আপনার বীর-বাসনা পূর্ণ হবে, এই আশ্রিত চারণ চিতোর-জয়গান ক'র্‌বে। জয় মহারাণা প্রতাপসিংহের জয়!

সকলে। জয় মহারাণা প্রতাপসিংহের জয়!

কৃষ্ণ। রাজনীতি-সুপণ্ডিত রাজেন্দ্র প্রতাপ,
নহে কভু অগোচর তব,
প্রজা করে রাজা নিরূপণ।
সেই রাজা—প্রজা যার মানিবে শাসন,
কর্ত্তব্য প্রজার—রাজ-আজ্ঞা করিতে পালন।
প্রজা যারে করে নির্ব্বাচন,—
রাজসিংহাসন করিতে গ্রহণ—
নহে কি কর্ত্তব্য কার্য্য তাঁর?
মিবার-সর্দ্দারগণে করে নির্ব্বাচন—
সিংহাসনে ছত্রধারী তুমি হে রাজন্‌!
শূন্য সিংহাসন বহুক্ষণ রাখা অনুচিত—
আগমন হোক সভাস্থলে।

প্রতাপ। চল তবে অভিমত যদি সবাকার।

সকলে। জয় মহারাণা প্রতাপসিংহের জয়!

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজসভা

সিংহাসনে জগমল্ল আসীন

সর্দ্দারগণ

জগমল্ল। আমি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, চারণগণ কোথায়? কি নিমিত্ত আমাকে অভিবাদন ক'চ্চে না? প্রধান সর্দ্দারেরা কোথায়? তাঁরা কি নিমিত্ত উপস্থিত নাই? স্বর্গীয় মহারাণা উদয়সিংহ আমায় গদী প্রদান ক'রেছেন, যে সকল সর্দ্দারেরা অনুপস্থিত—তাঁহারা বোধ হয়, কর্ত্তব্য বিস্মৃত হ'য়েছেন; তাঁদের স্মৃতি জাগরিত করা আমাদের অচিরে কর্ত্তব্য হবে,—যাতে তাঁরা রাজ-সম্মান দানে বিস্মৃত না হন।

শনিগুরু, কৃষ্ণসিংহ, গোয়ালিয়ার-রাজকুমার ও প্রতাপসিংহের প্রবেশ

কৃষ্ণ। মিবারের সর্দ্দারগণ কেহই কর্ত্তব্য বিস্মৃত হন নাই, এইক্ষণেই তাহা প্রতীয়মান হবে। আপাততঃ আপনার ভ্রম হ'য়েছে।

গোয়ালিয়ার। এ আসন আপনার নয়, মহারাণা প্রতাপসিংহের আসন—আপনার আসন এই। (কৃষ্ণসিংহ ও গোয়ালিয়ার-রাজকুমার উভয়ে জগমল্লের উভয় হস্ত ধরিয়া সিংহাসন হইতে নামাইল)

কৃষ্ণ। (প্রতাপসিংহের প্রতি) মহারাণা, দেবী-দত্ত খড়্গ গ্রহণ করুন। (কটিদেশে বাঁধিয়া দেওন) রাণার কটিতটে এই খড়্গ বন্ধন—রাওয়ৎ-বংশের পুরুষানুক্রমে অধিকার।

শনি। মহারাণা, আসন গ্রহণ করুন।

সকলে। (প্রতাপসিংহকে অভিবাদন করিয়া) জয় মহারাণা প্রতাপসিংহের জয়!

প্রতাপ। (জগমল্লের প্রতি) শুন ভ্রাতা,
সাধ যদি হয় সিংহাসন, করহ গ্রহণ।
কিন্তু নীতিবাণী করহ শ্রবণ,
কণ্টক-বিকীর্ণ এই কনক আসন,—

ক্ষুধিত শার্দ্দূল প্রায় মোগল সেনানী,
সুযোগ করিছে অন্বেষণ—
পদতলে দলিতে মিবারে।
আত্মীয় বান্ধবগণ তুর্কী-প্রলোভিত—
তুর্কীর আশ্রিত,
তুর্কীর প্রসাদ-আশে তুর্কী-পদানত!
এক-মাত্র মিবার ব্যতীত—
স্বাধীনতা-ধ্বজা অবনত রাজস্থানে।
দিবাকর-অঙ্কিত কেতন
একমাত্র উড্ডীন মিবারে,—
মুষ্টিমেয় মাত্র সেনা সে পতাকা-তলে,
কিন্তু অটলপ্রতিজ্ঞা সবে।
রাজকোষ শূন্য, প্রজাবৃন্দে দৈন্য,
বিধবা চিতোর শত্রু-কর-কবলিত।
ইচ্ছা যদি লহ সিংহাসন,
কিন্তু কর' দৃঢ় পণ—
বাপ্পারাও-সিংহাসন স্পর্শ করি,—
এক বিন্দু বক্ষে রক্ত থাকিবে যাবৎ,
না হইবে তুর্কী-পদানত;
করি বিলাস-বর্জ্জন—
দেশ-শত্রু করিবে দমন,
স্বাধীনতা একমাত্র আকিঞ্চন জীবনের!
করহ প্রতিজ্ঞা বীরবর,
আমি তব হইব দোসর,
তব শিরে নিজ করে ছত্রদণ্ড করিয়া ধারণ
কটিতে তোমার রাজ-খড়্গ দিব বাঁধি,—
করহ প্রতিজ্ঞা বীর, বীরেন্দ্র-সমাজে।

জগমল্ল। জ্যেষ্ঠ—শ্রেষ্ঠ তুমি মতিমান,
এ প্রতিজ্ঞা সাজে মাত্র তোমায় কেবল।
জননীর দাসীত্ব-মোচন অঙ্গীকার,
শোভা পায় খগপতি গরুড়ের।
কর দেব আসন গ্রহণ।
সাগর-বন্ধনে যথা সে কাষ্ঠবিড়ালী,
সেই মত দাস তব হইবে সহায়।
জয় জয় মহারাণা প্রতাপের জয়!

সকলে। জয় জয় মহারাণা প্রতাপের জয়!
জয় জয় জগমল্ল রাজ-সহোদর!

প্রতাপ। সুভ্রাতৃবৎসল তুমি ভরত সমান,
লভি পিতৃ সিংহাসন করিলে প্রদান,—
ভ্রাতৃপ্রেমে গুণধাম!
সূর্য্যবংশে দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত মহীতলে।

সকলে। জয় রাণা প্রতাপের জয়!
জয় রাজ-ভ্রাতা জগমল্লের জয়!

প্রতাপ। (সিংহাসনে উপবেশন করতঃ পুনরায় উঠিয়া)
হে সর্দ্দারগণ,
মাতৃভূমি মিবারের দাস মাত্র আমি—
গুরু-ভার অর্পিলে মস্তকে।
ফাটে বুক কথা উচ্চারণে—
বাপ্পারাও রাজধানী তুর্কী-করগত,
বাপ্পা-বংশোদ্ভূত দুর্ম্মতি সাগরজিউ
তুর্কীর কিঙ্কর আজি—
তুর্কী-প্রতিনিধি-রূপে আজি চিতোর-ঈশ্বর।
দেছ ভার, যথাসাধ্য করিব বহন,
সহায় যদ্যপি রহ—হে বীর-সমাজ!
জানে মাত্র মিবারের সর্দ্দার-মণ্ডলী,—
মহারাণা মহাভার বহনে সক্ষম।
তাই সবে সমস্বরে দেয় জয়বাদ—
জয় জয় মহারাণা মিবার-ঈশ্বর!

প্রতাপ। গুরুভার বহনে নহেক পরাঙ্মুখ
সমর সিংহের বংশধর।
আশৈশব বীর-গাথা করি অধ্যয়ন
অবগত মিবারের বীর-কীর্ত্তি যত;
আজি সেই বীরশ্রেষ্ঠ পিতৃদেবগণ
উত্তেজনা করেন প্রদান—
'বিধর্ম্মী বিরুদ্ধে অসি কর সঞ্চালন,
রাজপুতের অস্ত্র ঝন্‌ঝনা
আরাবল্লী-শিখরে হউক প্রতিধ্বনি।'

সকলে। (অস্ত্র ঝন্ ঝন্ করিয়া)
জয় জয় মহারাণা প্রতাপের জয়!

প্রতাপ। হের বীরবৃন্দ,
মহাযুদ্ধে অবশিষ্ট মুষ্টিমেয় সেনা,
রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন, অর্থশূন্য ধনাগার,
আত্মীয়-স্বজন তুর্কী-অর্থে প্রলোভিত—
করিয়াছে তুর্কীর দাসত্ব স্বীকার!
কেহ ভগ্নীদানে—তনয়া প্রদানে কেহ—
হইয়াছে আকবরের প্রসাদভাজন!
রাজস্থানে রাজপুত অরাতি,
একমাত্র মিবারের বীরত্ব সম্বল—
সে বীরত্ব অর্পিত হে তোমা সবা' পরে।

১ সর্দ্দার। বিজাতি সম্মুখে কভু মিবারের বীর
জীবন থাকিতে না হইবে নতশির।

সকলে। জয় জয় মহারাণা প্রতাপের জয়!
প্রতাপ। মহাব্রতে ব্রতী ওহে বীরেন্দ্র সমাজ,
মহাব্রত-উপযোগী নিয়ম পালন,
অদ্য হ'তে কর্ত্তব্য সবার।
হে সর্দ্দারনিচয়,
চিতোর বৈধব্য-গান শুনিয়াছ ভট্ট-মুখে সবে;
বিধবা চিতোর—
তবে কেন শোক-চিহ্ন না করি ধারণ।
যতদিন চিতোর না হইবে উদ্ধার,
মম পণ—শ্মশ্রুজটা করিব ধারণ,
অট্টালিকা-মাঝে—
স্থান নাহি আর শোকার্ত্ত রাণার—
বাসযোগ্য পল্লব-কুটীর;
শোকার্ত্তের কাঞ্চন না হয় সুশোভন—
তৃণ সিংহাসন, তৃণ শয্যা,
ভোজ্য-পাত্র—বৃক্ষপত্র আজি হ'তে;
অগ্নিবৎ অন্য ধাতু স্পর্শ করি' জ্ঞান,
লৌহ স্পর্শে রব নিশিদিন,
লৌহ সংস্পর্শ অশুচির বিধি—
বিলাস-বর্জ্জন মহাব্রত গ্রহণের প্রথম নিয়ম।
শত্রু-হস্তে বিজিত চিতোর,—
অনুকূল জয়লক্ষ্মী নহে যতদিন,
অগ্রগামী নাহি হয় সংগ্রাম-দামামা,
দামামা বিলাপ-নাদ করিবে পশ্চাতে।
সকলে। জয় জয় মহারাণা প্রতাপের জয়!
প্রতাপ। অল্পসংখ্যা সৈন্য মাত্র মিবার সহায়ে,
অগণিত তুর্কী-সেনা—
তাহে যত কুলাঙ্গার রাজপুত সহায়,
নিম্নভূমি—অল্প সৈন্যে না হবে রক্ষিত
সে কারণ যুক্তি এই শুন—
বীরগ্রাম নিম্ন-স্থল করি পরিহার—
করি শিখর আশ্রয়—
পতিত রহুক নিম্নভূমি,—
কণ্টক-আকীর্ণ জনশূন্য নিম্নস্থলে
শত্রু যেন না পায় আশ্রয়।
হোক্ রাজ্য বনে পরিণত—
পদক্ষেপ তুর্কী নাহি করে কদাচিৎ।
কৃষ্ণ। মহারাণা-যোগ্য এ মন্ত্রণা!
প্রতাপ। আজ্ঞা তবে হউক ঘোষণা।
কৃষ্ণ। অচিরাৎ হইবে পালন।

প্রতাপ। হে সর্দ্দারগণ,
আজি আহিরিয়া-উৎসবের দিন,—
এস সবে মিলি যাই মৃগয়া কারণে,
বরাহ নিধনে করি তৃপ্তি গৌরী মার,
রাজপুরকুলে এই প্রথা চিরন্তন—
আহেরিয়া ফলে বর্ষফল নিরূপণ।
সকলে। জয় জয় মহারাণা প্রতাপের জয়!

তৃতীয় দৃশ্য

অরণ্য

প্রতাপসিংহ ও শক্তসিংহ

প্রতাপ। আমার অস্ত্রে বরাহ বধ হ'য়েছে। সেই বরাহের প্রতি তুমি অস্ত্র নিক্ষেপ ক'রে মৃগয়ার নিয়মবিরুদ্ধ কার্য্য ক'রেছ।

শক্ত। মহারাণার আতপ-তাপে পরিভ্রমণ ক'রে ভ্রম হ'য়েছে, আমার অব্যর্থ লক্ষ্যে বরাহ বধ হ'য়েছে। মহারাণা মৃত বরাহের প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ ক'রেছেন। যদি মৃগয়ার নিয়ম ভঙ্গ হ'য়ে থাকে, সে আমা কর্ত্তৃক হয় নাই।

প্রতাপ। তুমি বার বার আমার সহিত বিতণ্ডা ক'রছ, ভ্রাতৃ-স্নেহে পুনঃ পুনঃ মার্জ্জনা ক'রেছি।

শক্ত। মহারাণা বোধ হয় কখনো মার্জ্জনা-প্রার্থী দেখেন নাই। সত্য সংস্থাপনের নিমিত্ত, ভ্রম সংশোধনার্থ পুনঃ পুনঃ তর্ক ক'রেছি। এখনো তর্কে প্রস্তুত, মার্জ্জনাকাঙ্ক্ষী নই।

প্রতাপ। বোধ হয়, আমার অব্যর্থ লক্ষ্যের পরিচয় তুমি পাও নাই, সেই নিমিত্ত তোমার এই দম্ভসূচক বাক্য।

শক্ত। দাসের লক্ষ্যের পরিচয়ও মহারাণা পান নাই, তা'হলে বোধ হয় স্বীকার ক'রতেন যে, তাঁর ভ্রাতা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। বোধ হয় মহারাণার ধারণা—জ্যেষ্ঠ হ'লেই শ্রেষ্ঠ হয়। অনেক স্থলেই তা অপ্রমাণ হ'তে দেখা গিয়েছে। প্রত্যক্ষ প্রমাণ মহারাণা যদি ইচ্ছা করেন, পেতে পারেন।

প্রতাপ। বুঝ্লেম, তুমি দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ প্রয়াসী। তোমার বাসনা পূর্ণ ক'রতে আমি প্রস্তুত।

শক্ত। কৃপায় মহারাণা দাসের অভিপ্রায় গ্রহণ ক'রেছেন, তজ্জন্য আমি মহারাণার নিকট

কৃতজ্ঞ। কিন্তু এক বাধা, জ্যেষ্ঠ রাণা-পদে অভিষিক্ত—রাণার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা রাজপুত-নিয়ম-বিরুদ্ধ।

প্রতাপ। তোমার আমায় রাণা জ্ঞান ক'র্‌বার প্রয়োজন নাই। অস্ত্রধারী রাজপুত তোমার সম্মুখে বিবেচনা করো।

শক্ত। যে আজ্ঞা, কনিষ্ঠকে পদধূলি দানে উৎসাহ প্রদান করুন।

প্রতাপ। বিজয় লাভ করো।

শক্ত। আশীর্ব্বাদ শিরোধার্য্য: দাস প্রস্তুত.—

উভয়ে যুদ্ধোন্মুখ

পুরোহিতের প্রবেশ

পুরো। কি সর্ব্বনাশ করেন—কি সর্ব্বনাশ করেন! ক্ষান্ত হোন—ক্ষান্ত হোন।

শক্ত। ব্রাহ্মণ, অস্ত্রধারী ক্ষত্রিয়দ্বয়ের মধ্যস্থান পরিত্যাগ করো।

পুরো। রাণাকুল-পুরোহিত-পদস্থ ব্রাহ্মণ
হিতাকাঙ্ক্ষী ব্রাহ্মণের ধরহ বচন,
দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ কর সম্বরণ!
জন্মভূমি-স্বাধীনতা—রাজপুত-আশা
সমর্পিত তোমা দোঁহা করে!
হে রাণা-কুমার!
কহ, একি ভ্রাতৃ-দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের সময়?
মহাশত্রু তুর্কী সুসজ্জিত,
উচ্চবংশ রাজস্থান শত্রু পদানত,
স্বাধীনতা-ধ্বজা মাত্র মিবারে উড্ডীন—
সূর্য্যাঙ্কিত পতাকার তলে,
দুই ভ্রাতা মিলে,
শত্রু সংহারের কোথা হবে আয়োজন.—
একি ভ্রাতৃদ্বয়ে দ্বন্দ্ব-রণ!
ক্ষান্ত হোন মহারাণা!
রাজ-ভ্রাতা! রাখ অসি শত্রু বক্ষ-হেতু।
কুল-পুরোহিত আমি,
হিতবাণী করহ শ্রবণ।

শক্ত। দূরে কর অবস্থান অর্ব্বাচীন দ্বিজ!

পুরো। ক্ষান্ত হও রাজভ্রাতা!

প্রতাপ। সমরে আহূত ক্ষত্র,—
দ্বিজোত্তম, বৃথা আকিঞ্চন!
একের না রক্তে সিক্ত হইলে মেদিনী
অসি নাহি পশিবে পিধানে।

পুরো। হোক তবে রণ-অবসান,
হের, বক্ষ-রক্তে তিতে বসুমতী।

বক্ষে অস্ত্রাঘাত

উভয়ে। একি, একি—ব্রহ্মহত্যা হ'লো!

পুরো। হিত সাধে পুরোহিত হে ক্ষত্রিয়দ্বয়,
শান্তি দান করো এই মুমূর্ষু ব্রাহ্মণে—
নিজ নিজ অস্ত্র দোঁহে রাখিয়া পিধানে।

মৃত্যু

প্রতাপ। রাজ্য মম কর পরিত্যাগ,
ব্রহ্মহত্যা তোমার কারণ!

শক্ত। ত্যজি রাজ্য রাজ্যেশ্বর অগ্রজ-আদেশে,
কিন্তু প্রতিহিংসা-তৃষা অতৃপ্ত রহিল,
তৃষা শান্তি অবশ্য হইবে।

[শক্তসিংহের প্রস্থান।

প্রতাপ। হউক সৎকারের আয়োজন।
হউক স্মারক-স্তম্ভ নির্ম্মিত এস্থলে—
পুরোহিত-হিতগাথা করিতে প্রচার।
রাজবংশ দ্বিজবংশ যতদিন রবে,
দ্বিজোত্তম বংশধর রাজ-বৃত্তি পাবে।

[প্রতাপসিংহের প্রস্থান।

শনিগুরু ও কৃষ্ণসিংহের প্রবেশ

শনি। আজ আহেরিয়ার ফল অশুভ।

কৃষ্ণ। শুভাশুভ বিচারের ভার আমাদের উপর স্থাপিত নয়, রাজ-অনুসরণ আমাদের কার্য্য। আমরা কখন' কর্ত্তব্য সাধনে পরাঙ্মুখ হবো না।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

উদয়সাগর

প্রতাপসিংহ, অমরসিংহ ও কৃষ্ণসিংহ

কৃষ্ণসিংহ। অনুমান হয় মহারাণা,
নিশ্চয় এ গৃহভেদী তুর্কীর মন্ত্রণা,
নহে রাজা মান—
আগুয়ান কি হেতু মিবারে?
স্বেচ্ছায় কি হেতু তা'র আতিথ্য স্বীকার?
রাণা-শত্রু আক্‌বরের অনুগত তিনি,
স্ব ইচ্ছায় মান দান করিতে রাণায়—
আগমন সম্ভব না হয় অনুমান।

প্রতাপ। যে হয় অতিথি-সেবা কর্ত্তব্য
নিশ্চয়,—
তাই, আগুবাড়ি আসিয়াছি উদয়সাগরে।
কিন্তু এক মহা বিঘ্ন হেরি,—
করি ধর্ম্ম বিসর্জ্জন
তাঁর সনে একত্রে ভোজন—
আমা হ'তে না হইবে।
অভ্যর্থনা করিবেন কুমার তাঁহার।
অমর। শুনি দামামা-নিনাদ—
বুঝিবা আগত রাজা মান।
প্রতাপ। আগুবাড়ি অভ্যর্থনা করো গিয়ে তাঁর,
জানায়ো তাঁহায়—
শয্যাগত শিরঃপীড়া হেতু,
নারিলাম অভ্যর্থনা করিতে তাঁহার,
শিষ্টাচার উচিত, কি কহ বীরভাগ!
কৃষ্ণ। রাণা হ'তে বিচক্ষণ কেবা?
প্রতাপ। যাও, করো গিয়ে অভ্যর্থনা।
[অমরসিংহের প্রস্থান।
প্রতাপ। ভাবি মন্ত্রীবর, একি কপট-আচার?
না—না—শিষ্টাচার প্রয়োজন।
বুঝিবেন রাজা মান—মর্ম্ম কিবা মম;
সত্য মিথ্যা মর্ম্ম-অনুসার
মর্ম্ম মম হইবে প্রকাশ।
"প্রিয়ং ব্রুয়াৎ" নীতিযুক্ত কহে সুধীগণে।

দূতের প্রবেশ

দূত। মহারাণা, সমাগত রাজা মান।
কন রাজা, ক্ষুধায় কাতর তিনি,
ভোজ্যবস্তু আয়োজন করিতে সত্বর।
প্রতাপ। মর্ম্ম তার বুঝিলে কি
অমাত্য সকলে?
কৃষ্ণ। অভিলাষ—রাণা সনে একত্র ভোজন।
প্রতাপ। বিষম সংকট—রাজা মান
অতিথি এ পুরে!
কিন্তু ধর্ম্ম সবার উপর—
সুনির্ম্মল শিশোদীয়কুলে কলঙ্ক অর্পণ
উচিত নহে তো কদাচন।
মুসলমান-সংস্পর্শে পতিত যে জন,
তার সনে একত্র ভোজন,
অন্তরে আমার—
নিবারণ করিছেন কুলদেবগণে।
দেখ গিয়ে—
যথাযোগ্য অভ্যর্থনা হয় বা না হয়।
[মন্ত্রিগণের প্রস্থান।
আত্মা হ'তে উৎপত্তি আত্মজ—
অতিথি-সৎকারে ত্রুটি হয় নাই কভু,
আত্মজ আমার উপস্থিত।
[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

প্রাসাদ-কক্ষ

অমরসিংহ ও মানসিংহ

অমরসিংহ। স্বাগত রাজন্‌—প্রস্তুত আসন।
মানসিংহ। অতি ক্লান্ত ক্ষুধার্ত্ত অতিথি
উপযুক্ত আয়োজন ক'রেছ কুমার।

আহারে উপবেশন

কিন্তু কোথা মহারাণা?
অমর। মহারাজ, শিরঃপীড়া-ব্যথিত ভূপাল।
মানসিংহ। যে কারণে শিরঃপীড়া
বুঝেছি কুমার,
উপায় নাহিক' কিছু আর,
গত দিন আর না ফিরিবে—
যা হ'য়েছে নহে ফিরিবার!
জানাও রাণায়,
আমা সনে তিনি নাহি বসিলে অশনে,
অম্বর-ঈশ্বর—
করিবে কাহার সনে একত্রে আহার!
কহ তাঁরে—
স্বেচ্ছায় আতিথ্য আমি ক'রেছি স্বীকার,
সম্মান-প্রদান হেতু তাঁর;
সে কারণে মান হত নাহি হয় মম;—
অতিথি-সৎকার উচিত রাণার।

প্রতাপসিংহ, চারণ ও সর্দ্দারগণের প্রবেশ

প্রতাপ। অম্বর-অধিপ,
সম্মানিত অনুগ্রহে তব আমি,
কিন্তু মতিমান, করহ বিধান,
মুসলমান-সংস্পর্শ নাহি এই কুলে,
অনুপায়—কৃপায় মার্জ্জনা করো
মানসিংহ। মহারাণা,

মুসলমান সংস্পর্শিত সমস্ত ভারত।
করিছে স্বীকার, সংস্পর্শ নাহিক মিবারে,
বাসনা কি ক'রেছ রাজন্,
সমস্ত এ হিন্দুকুল করিতে বর্জ্জন?
দুর্দ্দম অরাতি,—
আত্মীয় বান্ধবগণে করি পরিহার,
উচ্চ শিরে রবে রাণা সম্মুখীন তাঁর?
কুমন্ত্রণা ত্যজ মহারাজ!
একতা-বন্ধনে বাঁধ ক্ষত্রিয়-সমাজ—
রাজলক্ষ্মী রহিবে অচলা।

প্রতাপ। নির্ম্মল এ-কুলে কালী করিতে অর্পণ
নারিব রাজন্!
তুর্কীরে ক'রেছ ভগ্নী দান,
সম্ভবতঃ হইয়াছে একত্রে ভোজন,
পানপাত্র একত্রে গ্রহণ!
কর ক্ষমা—এ স্থলে উপায়হীন আমি।

মানসিংহ। জান কি রাজন্,
কি কারণ আগমন ক'রেছি মিবারে?
রাণা-বংশে সম্মান প্রদান হেতু।
বীরভূমি রাজস্থান—
অংশে অংশে পরাজিত মুসলমান-করে।
অসহায় লইয়াছে অরাতি-আশ্রয়,
কিন্তু ক্ষুব্ধ-চিত্ত যত হিন্দু নরপতি—
অনিচ্ছায় সম্মান প্রদান করে
বিজাতি রাজারে।
একমাত্র মিবার অজিত।
হিন্দুরাজ্য রক্ষার আশায়—
সবে চায় মিবারের স্বাধীনতা,
কিন্তু যদি মিবার অধিপ,
বংশ-গরিমায় না চান সহায়,
মুসলমান-জ্ঞানে ত্যজেন আত্মীয়গণে,
বিদলিত হিন্দু-সনে না করি সম্প্রীতি,
মুসলমান-জ্ঞানে নেহারেন ঘৃণার নয়নে,
তবে তাঁরে হিন্দু বলি কি হেতু মানিবে?
মুসলমান—মুসলমান সহযোগী হবে,
কতদিন মিবার-প্রভাব রবে?
কুলহীন সাগর-তরঙ্গ-মাঝে
ক্ষীণ তরি কতদিন রবে স্থির?
বৃথা দম্ভ ত্যজ মহারাণা!
করি আত্মীয়-বর্জ্জন
বিপদ না কর আবাহন,—
বন্ধুগণে শত্রু নাহি করো।

প্রতাপ। কদাচ না করি আমি বান্ধব বর্জ্জন,
কিন্তু অনাচার নহিবে সম্ভব এই কুলে,
বারবার মার্জ্জনার প্রার্থী নরবর
তোমার সমীপে আমি—
কৃতার্থ করহ ভোজ্য করিয়ে গ্রহণ।

মানসিংহ। যা হ'বার হইয়াছে বিধির বিধানে,
কিন্তু ক্ষত্রিয়-শোণিত বহে এখন' শিরায়,
অপমান অধিক না সয়;
ভাল, পণ যদি তব রাণা আত্মীয় বর্জ্জন,
দেখিব, কেমনে কর' আচার রক্ষণ,
কতদিন রহে শির উন্নত তোমার—
মিবার না হয় মুসলমান-ক্রীড়াভূমি!
তর্ক পুনঃ করিব রাজন্—
পুনঃ হবে সম্মিলন।
ইষ্টদেবে করিয়াছি নিবেদন,
সেই হেতু অন্ন করি মস্তকে ধারণ।
দাম্ভিক প্রতাপ,
অতি দর্প নহে শ্রেয়ঃ শাস্ত্রে হেন কয়।

প্রতাপ। কহিলে কৃপায় ওহে অম্বর-অধিপ,
কৃপায় দানিবে দরশন,—
কতদিনে হবে সম্মিলন?—
রহিলাম প্রতীক্ষায়।
ধর্ম্ম লক্ষ্য—ধর্ম্ম মম প্রাণ,
ধর্ম্ম বলে ধর্ম্ম রক্ষা আপনি হইবে;
মুসলমান-সাহায্যে নাহিক প্রয়োজন।

চারণ। পুনঃ যবে হবে আগমন—
আকবর ফুপুরে সাথে আনিহ রাজন।
শুনি রাজা, তুর্কীর দক্ষিণ হস্ত তুমি,
তাঁর পাশে দাঁড়াইলে শোভা বৃদ্ধি হবে।

মানসিংহ। নাহি যদি দর্প খর্ব্ব
করিতে তোমার,
বৃথা মানসিংহ নাম ধরি।

প্রতাপ। সুখী হব যুদ্ধক্ষেত্রে দিলে দরশন।

চারণ। ফুপুরে আনিতে রাজা
হয়ো না বিস্মৃত।

[মানসিংহের প্রস্থান।

প্রতাপ। পরিধেয় বস্ত্র ত্যাগ কর স্নান করি,
গঙ্গাজলে ধৌত হোক কলুষিত স্থান—
কলুষিত অন্ন হোক সলিলে অর্পিত।

সকলে। জয় হিন্দুকুলশেখর
মহারাণা প্রতাপসিংহের জয়!

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

দিল্লী—মন্ত্রণা-গৃহ

আকবর ও মানসিংহ

আকবর। স্বাগত হে অম্বর-ঈশ্বর!
তব বলে মম বল অজেয় ভারতে,
বাদ্সার দক্ষিণ বাহু তুমি,
সোলাপুর জয়-বার্ত্তা শুনি দূতমুখে
দানিলাম শত ধন্যবাদ আপনারে—
তোমা সম বন্ধু মিলে বহু ভাগ্যফলে,
কিন্তু কি হেতু বিষণ্ণ বীরবর?
ঈশ্বর-কৃপায়,
অশুভ না হয় যেন অম্বর-আলয়।
মানসিংহ। জাঁহাপনা, কৃতঘ্ন এ দাস—
আকবর। একি কথা কহ মহারাজ!
সিংহাসনে দৃঢ় স্তম্ভ তুমি।
মানসিংহ। জাঁহাপনা, কৃতঘ্ন নিশ্চয়,
নহে কেন দুর্ম্মতি এমন,
নহে কেন হ'ল মম মিবারে গমন,
নহে কেন করিলাম আতিথ্য গ্রহণ
স্বেচ্ছায় বাদ্সা-দ্বেষী প্রতাপ রাণার?
অবনত যার পদে সমস্ত ভারত,
প্রয়োগ তাঁহার প্রতি পরুষ বচন,
কি হেতু বা করিব শ্রবণ?
ঘৃণা হয় জীবনে আমার,
বাদ্সা-বিদ্বেষী জনে দণ্ডিতে নারিনু—
তনু মম দহে অনুতাপে।
আকবর। অদ্ভুত এ কথা মহারাজ!
হিন্দু-মুসলমান-প্রথা আছে চিরদিন—
যথাসাধ্য করিবারে অতিথির সেবা,
অতিথি যদ্যপি হয় অতি হীন জন,
করি আপন-বঞ্চন—
শুশ্রূষা উচিত অতিথির।
কিন্তু, একি বিপরীত—
ভদ্রজন-অনুচিত এ হেন আচার
উচ্চ মিবারের পতি সেই প্রতাপ রাণার!
একত্রে ভোজন-পান সম্মান প্রদান
তাহাতেও হ'য়েছে কি ত্রুটি?
মানসিংহ। লজ্জায় না সরে বাক্ মুখে
জাঁহাপনা,
করি ঘৃণা মুসলমান-জ্ঞানে
সম্মত নহিল রাণা একত্র ভোজনে।
নাহি রাখে বাদ্সার ডর,
বাদ্সার কিঙ্করে না করিল সম্মান।
আকবর। যেবা হয় উচিত বিধান
কর মতিমান্!
ইচ্ছামত করো রাজা প্রতিশোধ দান—
দিল্লী-সেনা সুসজ্জিত,
অবারিত দিল্লীর ভাণ্ডার—
আজ্ঞায় তোমার হবে বান্ধব-প্রধান!
কিন্তু এক বিঘ্ন ভাবি মনে—
শুনি নৃপমণি
রাজপুত-ভূপাল যত সহায় বাদ্সার,
রাণা প্রতি মহা ভক্তি সে সবার;
হয় যদি রণ-আয়োজন,
অসন্তোষভাজন সম্ভব হইব তাহে।
মিবারের রাজছত্র উচ্চ সবা হ'তে—
রাজপুতগণের শুনি ধারণা অন্তরে।
এই যে ভূপালগণ আগত সবায়,
সোলাপুর জয় হেতু উৎসব-কারণ—
প্রেরি মন্ত্রীবরে, আবাহন ক'রেছি সবারে।

পৃথ্বীসিংহ ও রাজাগণের প্রবেশ

স্বাগত হে মহীপালগণ!
সকলে। জয় 'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা'!
আকবর। আসন গ্রহণ করুন সকলে।
দানিলেন রাজা মান অদ্ভুত সংবাদ,
ছিল জ্ঞান, মিবার-প্রধান—
সুবিজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ, ধীর, অতি উচ্চাশয়;
কিন্তু শুনি যে আচার তাঁর—
নাহি তাহে এ সকল গুণ-পরিচয়;
অতিথির অসম্মান শুনি তাঁ'র পুরে!
রাজা মান না দিলে সংবাদ—
প্রত্যয় না হ'ত মম এ হেন বারতা!
মিবারে অতিথি হ'ল অম্বর-ঈশ্বর,
মুসলমান-জ্ঞানে তাঁরে করি অনাদর,
কটু-উক্তি করিলেন কত!
কহ রাজা, বন্ধুগণে মিবার-বারতা।
মানসিংহ। শুন শুন ভূপতিমণ্ডল,
কেহ কন্যা, কেহ ভগ্নী করিয়া প্রদান,
করিয়াছি মোরা সবে বাদ্সা-সম্মান,
রাণার বিদ্বেষ তে'ই আমা সবা প্রতি।

অতিথি হ'লেম তার পুরে,
শুন প্রতিদান—
দম্ভভরে সমাদর না করিল রাণা,
কহিল কর্কশ ভাষে লক্ষিয়ে আমায়,
'কুটুম্বিতা বাদ্‌সার সনে আছে যার,—
স্বজাতি সে নহেক আমার।'

১ রাজা। এত দম্ভ মিবারপতির?

মানসিংহ। কন তিনি,—'হিন্দু নহি আমরা সকলে!'

আকবর। মম এ ধারণা—
যোগ্য মন্ত্রী নাহি বুঝি তাঁর,
স্বজাতির প্রতি তাঁর দ্বেষ সেই হেতু।
অতি বিজ্ঞ শাস্ত্রজ্ঞ হে তোমরা সকলে,
শাস্ত্র-মর্ম্ম বুঝি জান। সম্রাট-সম্মান,—
শুনিয়াছি গীতার প্রচার।
বিষ্ণু যিনি হিন্দুর ঈশ্বর,
নর-মাঝে নরপতি তিনি,—
তাঁর ধর্ম্ম-মতে করি সম্রাট-সম্মান
শাস্ত্র-আজ্ঞা অক্ষুণ্ণ রেখেছ তোমা সবে।
কিন্তু একি, মিবার-ঈশ্বর,
দৃঢ় তাঁর পণ—
করিতে বর্জ্জন আত্মীয় স্বজনগণে।
অশাস্ত্রীয় মন্ত্রণা-চালিত
কন তিনি,—
'বাদ্‌সার সনে, কুটুম্বিতা করিয়া স্থাপন
পতিত তোমরা সবে।'
নাহি বুঝি কেমন মন্ত্রণা—
অশাস্ত্রীয় ঘৃণা!
হৃদ-বন্ধু বাদ্‌সার তোমরা সকলে,
হেন ঘৃণা উচিত নহে তো তাঁর কভু!

মানসিংহ। কহ বন্ধুগণ,
অপমান নীরবে কি সহিবে সকলে?

২ রাজা। কিবা আজ্ঞা বাদ্‌সার?
করি ঘৃণা আমা সবাকারে,
ক'রেছেন অবজ্ঞা রাণা স্বয়ং বাদ্‌সারে।

আকবর। তাহা নাহি গণি,—
শুন বন্ধুগণ, আছিল মনন,
আক্রমণ মিবার না করিব কদাপি।
আছিল উদয়সিংহ পিতার বিদ্বেষী
দুঃসময় যখন পিতার,
তাঁরে বন্দী করিবার
ক'রেছিল আয়োজন যেই মালদেব,
সেই পিতৃ অরাতি আমার—
পেয়েছিল স্থান সে মিবারে,
ক্রোধে ধ্বংস করিলাম চিতোর নগরী।
উন্মুখ যৌবন—
মহা রোষে করি বহু ক্ষত্রিয় নিধন
উপজিল অনুতাপ তাহে,
সেই হেতু ভাবিতাম মনে—
রাণা-রাজ্য আক্রমণ নাহি প্রয়োজন।
কিন্তু এবে হে অমাত্যগণ,
অপমান তোমা সবাকার—
অনুতাপ নাহি মম আর।
এই মাত্র কহিলাম অম্বর-অধিপে,—
হবে বাহিনী সজ্জিত অচিরাৎ,
ভাণ্ডার রহিবে মুক্ত দ্বার,
প্রতিবিধিৎসার সাধ—
হয় যদি তোমা সবাকার।
কিবা ইচ্ছা জানাইও প্রাতে।
সোলাপুর বিজয়ে আনন্দ করো সবে,
বিশেষ নরোজা আজি আনন্দের দিন,
রাজোদ্যানে হোক আজি উৎসব ধ্বনিত,
সে উৎসবে আপনি মিলিব—
নরোজা বাজার হ'তে ফিরি।
চিরপ্রথা বাদ্‌সার জান তো সকলে,—
ছদ্মবেশে সমাচার গ্রহণ কারণ—
প্রজার অভাব কিবা স্বকর্ণে শুনিতে
হয় মম বাজারে গমন।
এসো বন্ধুগণ, হব আমি সুসজ্জিত।
রাজা মান,
ভগ্নী তব দরশন-প্রতীক্ষায়—
যাও অন্তঃপুরে।

[আকবর ও মানসিংহের প্রস্থান।

১ রাজা। মিথ্যা ইহা নয়—
দাম্ভিক প্রতাপ রাণা এ কথা-নিশ্চয়।
শাস্ত্রে কয়—রাজ্যেশ্বর ধর্ম্ম-অবতার,
ঈশ্বরের প্রতিনিধি ধরাধামে,—
কুটুম্বিতা স্থাপনে সে রাজ্যেশ্বর সনে,
পতিত কদাচ নহি মোরা।
বিধর্ম্মী কহেন যদি মিবার-অধিপ,
সমধর্ম্মী মো সবার কভু তিনি নন,
কিসের সম্মান তাঁর?

পৃথ্বীসিংহ। সে কথার বৃথা আন্দোলন এই স্থানে।

চল সবে যাই রাজোদ্যানে—
রাজ-আজ্ঞা লঙ্ঘনীয় নয়,
সোলাপুর জয় তাহে নরোজার দিন,
উৎসব করিব সবে বাদ্‌সার সনে।

। সকলের প্রস্থান।

আকবর ও সেলিমের প্রবেশ

আকবর। সেলিম, তোমার মন-সাধ পূর্ণ হবে। তুমি স্বয়ং মিবার জয় করো। মানসিংহ মিবারে স্ব-ইচ্ছায় অতিথি হ'য়েছিলেন, তুমি আমায় সংবাদ দিয়েছিলে। যদি তিনি মিবারে সম্মানিত হ'য়ে আস্‌তেন, আমি তাঁরে বিশেষ দণ্ডবিধান ক'র্‌তেম, কিন্তু তাঁর মিবার গমনে আমার মিবার জয়ের সুযোগ উপস্থিত হ'য়েছে।

সেলিম। সামান্য মিবার জয়ের সুযোগ-অসুযোগ কি পিতা?

আকবর। তুমি বালক, জাননা,—সময়ে রাজপুতদের দেখ নাই, বিশেষ এই প্রতাপ রাণা মহা কর্ম্মক্ষম, সে আপনার রাজ্যের নিম্নভূমি দগ্ধ ক'রে সমস্ত প্রজাগণকে পর্ব্বত-প্রদেশে নিয়ে গিয়েছে, সহজে কখনো দিল্লীর আধিপত্য স্বীকার ক'র্‌বে না। বিশেষতঃ সকল রাজপুতই মিবার রাণার সম্মান করে, তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ ক'রতে সম্মত হ'তো না। মিবার আক্রমণে নিশ্চয় রাজস্থানে রাজ-বিপ্লব হতো, রাজপুত রাজাগণ প্রতাপ রাণার পতাকা-তলে একত্রিত হ'তো, সমস্ত রাজস্থান একত্র হ'লে, তথায় মুসলমান আধিপত্য থাকে না।

সেলিম। পিতা, মার্জ্জনা করুন, রাজপুতদিগের সহিত যুদ্ধে মুসলমান তো কখনো পরাজিত হয় নাই।

আকবর। বালক, তাহার কারণ হিন্দুর ভেদ-বুদ্ধি, হিন্দুর দম্ভ! হিন্দুদের শাস্ত্র-মর্ম্ম আমি বুঝ্‌তে পারলুম না! মুসলমান যেরূপ কোরাণ অভ্রান্ত ব'লে গ্রহণ করে, হিন্দুরা সেইরূপ বেদ অভ্রান্ত স্বীকার করে। কিন্তু হিন্দুর ধর্ম্মযাজকেরা বোধ হয় ঘোরতর স্বার্থ-প্রভাবে হিন্দুদের মধ্যে পরস্পর ধর্ম্ম-বিরোধ এতদূর প্রবল ক'রেছে, যে, তাতে এক মতাবলম্বী হিন্দু অপর মতাবলম্বী হিন্দুকে নারকী ব'লে ঘৃণা করে। যদি হিন্দুস্থানে কখনো কোন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন, যাঁর দ্বারা এই ভেদ-বুদ্ধি দূর হয়, তাহ'লে জানবে, যে, হিন্দুর সমকক্ষ জাতি সসাগরা পৃথিবীতে আর কেউ থাকবে না। হিন্দুর দাঢ্য, হিন্দুর ধর্ম্মানুরাগ অতুলনীয়। আমি চিতোর আক্রমণের সময়, রাজপুত-রমণীগণের জহর-ব্রতে অগ্নিকুণ্ডে ঝম্পপ্রদান শুনে, প্রথমে বিশ্বাস স্থাপন ক'র্‌তে পারি নাই; রাজপুত-পুরুষেরা বর্ম্ম-চর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রে পীতধড়া আচ্ছাদনে যখন মরণসংকল্পে আক্রমণ ক'রলে, সে দৃশ্য যে না দেখেছে, তার প্রত্যয় হয় না। সেই রাজপুত মিবার-যুদ্ধে একত্রিত হবার সম্ভাবনা ছিল, এই নিমিত্ত তোমার বার বার উত্তেজনাতেও আমি মিবারের প্রতি লক্ষ্য করি নাই। এখন সময় উপস্থিত, তুমি যুদ্ধযাত্রা ক'রতে প্রস্তুত হও।

সেলিম। পিতা, এখন সুযোগ উপস্থিত কেন?

আকবর। রাণার কার্য্যের যতই সংবাদ পাই, ততই আমার রাণাকে একজন অদ্বিতীয় পুরুষ ব'লে ধারণা হয়। আমি যদি রাণার অবস্থাগত হ'তেম, রাজ্য রক্ষার জন্য রাণা যে যে উপায় অবলম্বন ক'চ্চে, আমিও ঠিক সেই সকল উপায় অবলম্বন ক'র্‌তেম। কিন্তু এক-স্থানে রাণার দুর্ব্বলতা দেখ্‌ছি, সেই দুর্ব্বলতার কারণও রাণার ধর্ম্ম—যে ধর্ম্ম-বলে রাণা আমার আনুগত্য স্বীকারে প্রস্তুত নয়—সেই ধর্ম্মই তাঁর নিধনের কারণ হবে। তাঁর সহধর্ম্মী হ'তেই তাঁর সর্ব্বনাশ হবে।

সেলিম। পিতা, আপনি রাজনীতি-বিশারদ, সন্তানকে উপদেশ দেন।

আকবর। মানসিংহ মুসলমানের সঙ্গে কুটুম্বিতা স্থাপন ক'রে আপনাকে মর্য্যাদাহীন বিবেচনা ক'রেছিলেন; সমস্ত রাজপুত রাজা, যাঁরা ভয়ে আমাদের সঙ্গে কুটুম্বিতা ক'রেছেন, তাঁরাও মনে মনে এইরূপ হীনতা স্বীকার ক'র্‌তেন। মানসিংহ, মিবারের সহিত সৌহার্দ্দ্য ক'রে সেই হীনতা দূর ক'রবার মানস ক'রেছিলেন। যদি তিনি মিবারে আদর পেতেন, দিল্লীতে প্রত্যাগমন মাত্রেই আমি তাঁরে কারাগারে স্থান দিয়ে কঠিন দৃষ্টান্ত

স্থাপন ক'র্‌তেম; কিন্তু কি ফল হ'তো জানি না। হয়তো রাজপুতেরা আমাদের প্রতি আরো বিরক্ত হ'য়ে, রাণার সহিত মিলিত হবার চেষ্টা ক'রতো। কিন্তু রাণা মূর্খ, একটী প্রধান সুযোগ পরিত্যাগ ক'রেছে।

সেলিম। পিতা, মহাসুযোগ প্রাপ্তেও রাণা কখনো মুসলমান-সৈন্যের সম্মুখীন হ'তে পারতো না। স্বগীয় বাবর সা গয়াভূমি আক্রমণ ক'রে তা প্রমাণ ক'রেছেন। সমস্ত হিন্দুই তাদের পুণ্যভূমি রক্ষা ক'রবার জন্যে আক্রমণ ক'রেছিল, কিন্তু চন্দ্রাঙ্কিত মুসলমান কেতন সে সময়ে তো ভারতবর্ষে প্রবল দম্ভে উড্ডীয়মান ছিল।

আকবর। বালক, হিন্দুর দম্ভই সে পরাজয়ের কারণ। মূর্খ হিন্দু, বীরদম্ভে আগ্নেয় অস্ত্র ব্যবহার ক'র্‌তে অসম্মত, বাবর সা কামান ব্যবহার ক'রলেন, হিন্দুরা বাহু-বলের উপর নির্ভর ক'র্‌লে। চিতোর বিজয়ের সময় বীরবর জয়মল্ল আমার বন্দুকে হত হ'য়েছিল, বাহুবলে সেই বীরশ্রেষ্ঠ কদাচ পরাজিত হ'তো না, সেই বীরত্বের সম্মানের জন্য আমি তাঁর প্রতিমূর্ত্তি দিল্লীর সিংহদ্বার-পার্শ্বে স্থাপন ক'রেছি।

সেলিম। রাণা প্রতাপের কি কর্ত্তব্য ছিল, আজ্ঞা ক'চ্চেন?

আকবর। যদি রাণার অবস্থায় আমি পতিত হ'তেম, যদি দিল্লীর সিংহাসনে হিন্দু স্থাপিত হ'তো, আর আরাবলী পর্ব্বত প্রদেশ শুধু আমার অধিকারে থাক্‌তো, সে সময়, যদি ভয়ে অন্য অন্য মুসলমানেরা হিন্দুর বশতাপন্ন হ'তো, এমন কি হিন্দুর ন্যায় তাদের আচরণ হ'তো, তা'হ'লেও আমি তাদের হিন্দু ব'লে ঘৃণা ক'রতেম না, স্বজাতি বলে গ্রহণ ক'রে উচ্চ সম্মান প্রদান ক'রতেম—সকলকে বন্ধু ক'রতেম, তাতে যে পাতক হ'তো, তাদের সাহায্যে সমস্ত হিন্দু-বিজয় ক'রে, রাজ-সিংহাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক মক্কায় গিয়ে ফকীর-বেশ ধারণ ক'রে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'রতেম। কিন্তু রাণা মূর্খ, মান-সিংহকে অপমান ক'রে কেবল আত্মীয়দের পর ক'রেছে, তা নয়—মুসলমান অপেক্ষা প্রবল শত্রু ক'রেছে। তাদের বিদ্বেষ, মুসল-মান অপেক্ষা রাণার প্রতি শতগুণে তীব্র হ'য়েছে। রাজনীতি-অনভিজ্ঞ রাণা তার এই দারুণ বুদ্ধি-ভ্রমের সম্পূর্ণ প্রতিফল পাবে, অচিরে মিবার তোমার পদানত হবে।

সেলিম। পিতা, আমায় যুদ্ধে প্রেরণ ক'রে, দাসকে অতিশয় সম্মানিত ক'র্‌চেন। বাদ্‌সার চরণে শত শত সেলাম।

আকবর। বালক, দম্ভ পরিত্যাগ কর। মিবার-যুদ্ধে মুসলমান-সৈন্য ক্ষয় ক'রো না। রাজপুত-সৈন্যের দ্বারা তোমার কার্য্যসিদ্ধি হবে। পিতৃ-আদেশ লঙ্ঘন ক'রো না। যুদ্ধ-ক্ষেত্রে সাবধানে অবস্থান ক'রো, রাণার সম্মুখীন হ'য়ো না। যাও, প্রস্তুত হও।

সেলিম। বাদ্‌সার আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

[সেলিমের প্রস্থান।

দূতের প্রবেশ

দূত। সাহানসা, মিবার হ'তে শক্তসিংহ—

আকবর। কি, প্রতাপের ভ্রাতা উপস্থিত?

দূত। বাদ্‌সাকে সম্মান প্রদানে উৎসুক।

আকবর। শীঘ্র ল'য়ে এসো।

[দূতের প্রস্থান।

মূর্খ হিন্দু, মুসলমানকে ঘৃণা করো—আর ভ্রাতৃবিচ্ছেদ তোমাদের কুল-প্রথা! মিবার আমার করে অর্পণ করবার নিমিত্ত স্বয়ং আল্লা প্রতাপের ভাইকে আমার নিকট প্রেরণ ক'রে-ছেন। গৃহভেদী শত্রু ভিন্ন হিন্দুকে পরাজয় করা কঠিন, কিন্তু হিন্দুর গৃহভেদী শত্রুর অভাব নাই।

শক্তসিংহের প্রবেশ

শক্ত। দিল্লীশ্বরের জয় হোক!

আকবর। শিশোদীয় বীরবর!
তব আগমনে সম্মানিত দিল্লীশ্বর!
এ সম্মানে প্রতিদান করিব প্রদান—
রাণা-সিংহাসনে যোগ্য জন সংস্থাপনে।
অগ্রজের তব বিদ্বেষ মোগল প্রতি,
তব নির্ব্বাসনে—
যোগ্যজনে বিদ্বেষ প্রমাণ তাঁর!
কিন্তু ফলভোগী বিদ্বেষের হন বা
সম্প্রতি!
নাহি বাদ্‌সার শিশোদীয় রাজ্যের লালসা,
বাদ্‌সার অনুরোধ মাত্র মহামতি,

আপনি করুন নির্ব্বাসন-প্রতিদান—
মিবারের রাজছত্র ধরি নিজশিরে!
শক্ত। অতি সম্মানিত দাস বাদ্‌সা-কৃপায়।
আক। অদ্য উৎসবের দিন, মম সনে—
মিলিবে অমাত্যগণে নরোজা-উৎসবে,
তৃপ্ত হব তব দরশনে।
শক্ত। অতি সম্মানিত দাস।
আক। বহুকার্য্যে ব্যস্ত এইক্ষণে,
গুরু ভার প্রজার রক্ষণ।
ল'য়ে যাও বীরবরে উৎসব-উদ্যানে।
শক্ত। দিল্লীশ্বরের জয়! [শক্তসিংহের প্রস্থান।
আক। দেখি, আজ নরোজায় কি নূতন রত্ন লাভ হয়। [প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

দিল্লী—পৃথ্বীরাজের মন্ত্রণা-কক্ষ
পৃথ্বীরাজ ও রাজপুতরাজাগণ

পৃথ্বীরাজ। রাণা-পদে অভিষিক্ত বীরেন্দ্র প্রতাপ,
কিন্তু বাদ্‌সার কৃতদাস আমরা সকলে!
প্রকাশ্য সম্মান দান করিলে রাণায়,
হব সবে বাদ্‌সার বিদ্বেষ-ভাজন।
জন্মি রাজপুত-কুলে এ হেন দুর্দ্দশা!
২ রাজা। ধন, মান, কুলশীল বিক্রীত সকলি,
আত্মভেদ একমাত্র হীনতা কারণ,
রহিতাম বদ্ধ যদি একতা-বন্ধনে,
রাজস্থান পদানত হ'ত কি তুর্কীর?
বিফল শোচনা!
পত্র-লিপি সংগোপনে করিয়া প্রেরণ,
রাণায় সম্মান দান অবশ্য উচিত।
৩ রাজা। কিন্তু রাণা অতীব দাম্ভিক।
স্বজাতিরে করে ঘৃণা!
না করে বিচার, উপায় বিহনে—
পরিহার মাগিয়াছি বাদ্‌সার স্থানে।

পার্ব্বতীর প্রবেশ

পৃথ্বী। একি—কোন্ কার্য্যে হেথা আগমন?
অনিয়ম কার্য্য আজি কি হেতু সুন্দরি?
রমণীর আগমন পুরুষ-সমাজে
রীতি-বিপর্য্যয়—ন্যায্য কভু নয়,
অবৈধিক কার্য্য তবে কি হেতু ললনে?
রাজপুত কুল-নারী—
অনিয়ম কার্য্য তব নহে সুশোভন।
পার্ব্বতী। অনিয়ম! নিয়ম কাহার?
কোথায় নিয়ম?
হের সুসজ্জিত রাজপুত-নারী—
যেতে হবে ন'রোজা বাজারে!
নরোজা বাজার—সখের বিপনী বাদ্‌সার।
রমণীর হাট, রমণীর ঠাট,
ক্রয়-বিক্রয়ের বিলাস সেথায়,
বাদ্‌সার সখ, বাদ্‌সা নায়ক—
নব তুর্কী শ্যাম নব হিন্দু অঙ্গনার মাঝে!
হেথা কোথা রাজপুত-নিয়ম?
তুর্কী রাজধানী-মাঝে
নিয়ম-নিয়ন্তা তুর্কী যথা,
সেথা কেন এ হেন বিভ্রম!
কি হেতু বিস্মৃত প্রভু,
দিল্লী ইহা—নহে রাজস্থান!
হেথা বিজাতীয় নিয়ম চলিত—
রবি, শশী, তারকা না হেরিয়াছে যারে,
ব্যবসা-বাজারে রাজপুত-কুল-নারী!
আসিয়া স্বজাতি-মাঝে কহ মহাশয়—
কি নিয়ম ভঙ্গ আজি করিল কিঙ্করী?
২ রাজা। সত্য, অপমান-অগ্নি প্রজ্বলিত হৃদিস্থলে!
পার্ব্বতী। নাহি কি উপায় কিছু অনল-নির্ব্বাণে?
শোণিত-সলিলে অগ্নি হয় কি নির্ব্বাণ?
স্বাধীনতা-ধ্বজা আজো উড্ডীন মিবারে,
সন্তপ্ত ক্ষত্রিয় তথা পায় না কি স্থান?
২ রাজা। বিফল গঞ্জনা সুলোচনা—
কে করিবে প্রতিরোধ সম্রাট-প্রভাব?
বার বার পরীক্ষায় জানে রাজস্থান,—
দুর্দ্দম মোগল চমূ,
তাহে ভেদ-মন্ত্র-সিদ্ধ দিল্লীশ্বর,
অগোচর কিছু তব নহে কৃশোদরি!
বিচ্ছিন্ন একতা-ডুরি।
লো সুন্দরি, বৃথা কেন কর' উত্তেজনা?
পার্ব্বতী। কহ মহাশয়, ঘুচাও সংশয়,
আত্মভেদ কি হেতু এ হিন্দুস্থানে?
করি স্বার্থ পরিহার,
স্বধর্ম্মী ভ্রাতার
অধীনতা অঙ্গীকারে লজ্জা কি অধিক—
বিধর্ম্মীর পদানত হ'তে?
বিধর্ম্মীরে কন্যা ভগ্নী দান—

তাহে বাড়ে মান;
কুলনারী প্রেরিয়া বাজারে,
একি শ্লাঘা জ্ঞান?
শত্রু যদি অজেয় এমন—অসম্ভব রণ,—
অসম্ভব নহে ছার প্রাণ বিসর্জ্জন!
তুচ্ছ করো বিজাতীয় কপট সম্মান,
রাজস্থান হউক শ্মশান,
ক্ষত্র-কীর্ত্তি রহুক অটল,
সূর্য্যবংশে সূর্য্যসম প্রবল প্রতাপে—
মিবারের সিংহাসনে আরূঢ় প্রতাপ,
সাহায্যে তাহার করি অসি উন্মোচন,
ক্ষত্রিয়-বিক্রম কেন না হয় প্রচার?
রাণায় সম্মান দান সাধ যদি হয়,
হে বীরনিচয়, পত্র দাও দাসী করে—
আমি হবো বাহক সবার,—
বীর-ইচ্ছা করিব প্রচার—
মিবার হইবে উল্লাসিত।
যাই এবে নরোজা বাজারে
যে হয় বিধান, মতিমান, কর সবে মিলে।
মহাকার্য্যে কিঙ্করী প্রস্তুত।

[পার্ব্বতীর প্রস্থান।

২ রাজা। কি হীনতা—
রাজপুত-কুলনারী ন'রোজা-বাজারে!
পৃথ্বী। একি! বাদ্‌সার মন্ত্রীর কি হে আগমন?
হিন্দুর মন্ত্রণা-স্থান নাহি এ দিল্লীতে!

মন্ত্রীর প্রবেশ

স্বাগত হে মন্ত্রীবর!
মন্ত্রী। সোলাপুর হ'য়েছে বিজয়,
এই হেতু ইচ্ছা বাদ্‌সার—
হোক মহা আনন্দ তাঁর পুরে;
বিশেষত নরোজার দিন আজি,
আনন্দের দিন এ নগরে,
তাহে এই বিজয় সংবাদ,
সেই হেতু বাদ্‌সার সাধ—
হবেন উৎসব-রত অমাত্য লইয়ে।
আজ্ঞা মম প্রতি—জনে জনে দিতে নিমন্ত্রণ,
শুভ আগমন হোক, সভায় সবার।
রাজাগণ। সৌভাগ্য সবার, উৎসব বাদ্‌সা সনে,—
এ হ'তে সম্মান কিবা আছে হিন্দুস্থানে।

আকবরের প্রবেশ

সকলে। সাহানসা, অভিবাদন গ্রহণ করুন।
আক। আপনি এসেছি শুভ সংবাদ প্রদানে,
দূত আসি দিল সমাচার—
জয়ী মহারাজা মান সোলাপুর রণে।
তোমা সবে বল, বীর্য্য ভরসা আমার,
বাদ্‌সাহ-আসন স্থাপিত ক্ষত্র বলে!
হিন্দু-মুসলমান সমান আমার প্রিয়,
ভারতের হিত-চিন্তা মম দিবানিশি,
তোমা সবে যোগ্য সহকারী—
ভারতের কল্যাণ সাধন
অবশ্য সাধিত হবে সাহায্যে সবার।
সোলাপুর-বিজয়ে আনন্দ করো সবে;
বিশেষ নরোজা আজি আনন্দের দিন—
রাজপুরে হোক আজ উৎসব ধ্বনিত।
সে উৎসবে আপনি মিলিব—
নরোজা বাজার হ'তে ফিরি।
চিরপ্রথা বাদ্‌সার জানতো সকলে,—
ছদ্মবেশে সমাচার গ্রহণ কারণ,
প্রজার অভাব কিবা স্বকর্ণে শুনিতে,
বাজারে গমন মম।—
হ'য়েছে সময়, যাই বন্ধুগণ।
সকলে। জয় দিল্লীশ্বরের জয়!

[আকবর ও মন্ত্রীর প্রস্থান।

১ রাজা। মিথ্যা ইহা নয়,
দাম্ভিক প্রতাপ রাণা এ কথা নিশ্চয়।
শাস্ত্রে কয় রাজ্যেশ্বর ধর্ম্ম-অবতার,
ঈশ্বরের প্রতিনিধি ধরাধামে,—
কুটুম্বিতা স্থাপনে সে রাজ্যেশ্বর সনে—
পতিত কদাচ নহি মোরা।
বিধর্ম্মী কহেন যদি মিবার-অধিপ,
সমধর্ম্মী কভু তিনি নন।
পৃথ্বী। সে কথার বৃথা আন্দোলন এই স্থলে।
হও সবে প্রস্তুত হে রাজগণ,
পরিধান কর সবে উৎসবের বেশ—
সম্রাট-আদেশ কভু লঙ্ঘনীয় নহে!

[সকলের প্রস্থান।

[অসম্পূর্ণ]

মায়াবসান

[সামাজিক নাটক]

(৪ঠা পৌষ, ১৩০৪ সাল, ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ-চরিত্র

কালীকিঙ্কর বসু (প্রবীণ ভদ্রলোক)। মাধব (কালীকিঙ্করের ভ্রাতুষ্পুত্র)। যাদব (ঐ)। হলধর (ঐ ভাগিনেয়)। সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায় (ঐ প্রতিবেশী)। শান্তিরাম (ঐ ভৃত্য)। গণপতি শর্ম্মা (গণক)। কৃষ্ণধন বসু, সিদ্ধেশ্বর দাস (অ্যাটর্ণি)। টি. রে. (ব্যারিষ্টার)। মিষ্টার ডি, মিষ্টার গুই (ডাক্তার)। দীননাথ চক্রবর্ত্তী (সাব্-ইন্স্পেক্টর)। ম্যাজিষ্ট্রেট, মাংস-বিক্রেতা, পাচক, প্রতিবেশিগণ, চাপরাশী, পাহারাওয়ালাগণ, সন্ন্যাসী ইত্যাদি।

স্ত্রী-চরিত্র

অন্নপূর্ণা (কালীকিঙ্করের বিধবা ভ্রাতুষ্পুত্র-বধূ)। মন্দাকিনী (মাধবের স্ত্রী)। নিস্তারিণী (যাদবের স্ত্রী)। বিন্দু (বৈষ্ণবী)। রঙ্গিণী (বিন্দুর কন্যা)। ম্যাজিষ্ট্রেট-পত্নী ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বারাকপুর—কালীকিঙ্করের বহির্ব্বাটী

যাদব, মাধব ও হলধর

যাদব। শোন্, খালি অ্যাজিটেসন্—(Agitation) অ্যাজিটেসন্—অ্যাজিটেসন্—বিলাতে পার্লামেন্টে খালি অ্যাজিটেসন্—বুঝ্লি হলা?

হল। না।

মাধব। ও ওতে বুঝ্তে পার্বে না, আমি বোঝাচ্ছি।

যাদব। তুমি থামো। কেন বুঝ্বে না? অবিশ্যি বুঝবে। শোন্ হলা, এখান থেকে টাকা পাঠাব, বিলাতে বক্তৃতা হবে, বড় বড় সাহেবের বক্তৃতা হবে।

মাধব। তা হ'লে হবে কি জানিস্?

যাদব। আঃ থামো না,—তুমি কথার উপর কথা কও কেন? আমি ব'ল্ছি, কি হবে জানিস্ হলা?

হল। না।

যাদব। ক্রমে বাঙ্গালী বড়লাট হবে, ছোট-লাট হবে, কমিশনর হবে, ম্যাজিষ্ট্রেট হবে, সাহেবেরা সব এ দেশ থেকে চ'লে যাবে।

মাধব। যদি থাকে তো দু'চারজন গোরা, দুই এক জন কাপ্তেন, কর্ণেল, কমাণ্ডার-ইন্-চিফ্, খুব কম মাইনেয়, মাসে জোর দশ হাজার টাকা।

যাদব। তোমার কথা ও কিছুই বুঝ্তে পারলে না, কেমন হলা, বুঝ্লি?

হল। না।

যাদব। এই দ্যাখ, আমরা লাটসাহেব হ'বো, বুঝেছিস্?

হল। হ্যাঁ, ঠাট্টা ক'র্‌চো, আমি আর বুঝি নি?

মাধব। এই দ্যাখ, ছাই বুঝেছ, তোর কথা ঠাট্টা ব'লে উড়িয়ে দিলে।

যাদব। আচ্ছা, তুমি বোঝাও, আমি চুপ ক'রে আছি; ঘড়ী ধ'রে আধ ঘণ্টা চুপ ক'রে থাক্‌বো, দেখি তুমি কি বোঝাও, তারপর আমি বোঝাতে আরম্ভ ক'র্‌বো, তখন যদি তুমি একটী কথা কও, তা হ'লে আমি আন্‌পার্‌লা-মেণ্টারী (Un-Parliamentary) ব'লে মুখ চেপে ধ'র্‌বো।

মাধব। আচ্ছা, তুই বল্, আমি চুপ ক'রে আছি।

যাদব। শোন্ হলা, এই সোজা কথা বুঝতে পাচ্ছিস্‌নে কেন?

হল। কি, তোমরা লাটসাহেব হবে?

যাদব। হ্যাঁ, অবিশ্যি হবো, তা না হ'লে আর অ্যাজিটেসন্ কিসের জন্যে!

হল। লাটসাহেব হবে কে? মেজ দা,—না তুমি?

যাদব। এই দ্যাখ, অনেকটা বুঝে এসেছে।

মাধব। আমি কোন কথা কচ্ছি নি, তুই বোঝা।

যাদব। মনে কর, লাটসাহেব হব আমি।

হল। কোথায় থাক্‌বে?

যাদব। গভর্ণমেণ্ট হাউসে!

হল। তোমায় ঢুকতে দেবে?

যাদব। দেবে না? লাটসাহেব হ'লে দেবে না?

হল। ছাই দেবে, তোপে উড়িয়ে দেবে।

মাধব। এই দ্যাখ্, তুই কি কচু বোঝালি।

যাদব। খবরদার, তুমি কথা কও না, এখনো আধঘণ্টা হয় নি। শোন্, তোপে উড়িয়ে দেবে কি,—আমাদের সব ভয় ক'র্‌বে।

হল। ছোটদা, খেপেছ, একটা গোরা যদি আস্তিন গুটিয়ে দাঁড়ায়, এখনি তা হ'লে দাঁত-কপাটি যাবে।

যাদব। না দাদা, তুমি বোঝাও, এ ষ্টুপিড্‌কে আমি পার্‌লেম না; ও এত বড় ষ্টুপিড্, তা আমি জান্‌তেম না।

মাধব। হলধর, বুঝ্‌ছিস্‌নে, আমাদের ভয় ক'র্‌বে কেন জানিস্? আমাদের যে সব একতা হবে। মুসলমান, হিন্দুস্থানী, মারহাট্টা, পার্শী, মান্দ্রাজী—সব এক হ'য়ে পলিটিক্যাল ব্রাদার্স —অর্থাৎ রাজকীয় ভ্রাতা হবো।

হল। তবে যে তুমি কাল দেওয়ানজীকে নবাব সাহেবের কাছারী লুঠ ক'র্‌বার জন্য লেঠেল পাঠাতে ব'ল্‌লে?

মাধব। তুই তো ভারী ষ্টুপিড্! আরে, এ হ'লো বিষয় কর্ম্ম, আর সে হ'চ্ছে রাজনৈতিক ভ্রাতৃভাব। আমি মিটিং (Meeting)য়ে নবাব সাহেবকে সেকহ্যান্ড (shakehand) ক'রে রিসিভ ক'রেছিলেম, তুই তা জানিস্।

হল। আচ্ছা, তুমি লাটসাহেব হবে?

মাধব। আশ্চর্য্য কি?

হল। খুব আশ্চর্য্য, আমি চ'ল্লেম।

মাধব। শোন্ শোন্।

হল। আর শুন্‌বো কি, এ কথা যে বলে—পাগল, শোনে—পাগল, যে মনে করে—সে পাগল।

[হলধরের প্রস্থান।

মাধব। মিষ্টার মুখার্জ্জি ঠিক ব'লেছে, যে বাঙ্গালীর পলিটিক্যাল এডুকেশন কোনকালে হবে না।

যাদব। মিষ্টার মুখার্জ্জি বলেনি, মিষ্টার ডি ব'লেছে।

মাধব। না না, ভুলে গেছিস্, মিষ্টার মুখার্জ্জিই ব'লেছে।

যাদব। তোমার সব কথায় একটু তর্ক করা রোগ।

মাধব। দ্যাখ্ যেদো, ভুল্‌বি আর স্বীকার কর্‌বিনে,—তোর ভারী দোষ।

যাদব। মুখ সাম্‌লে কথা কও, আমি নেহাত ষ্টুপিড, তাই তোমায় দাদা ব'লে মান্য করি; না হ'লে তুমি কিসের দাদা? এক বছরের ছোট বড় আবার দাদা কিসের? আমি এখন মেন্‌টেইন্ (maintain) ক'র্‌বো যে, মিষ্টার ডি ব'লেছে।

মাধব। চোপ যেদো!

যাদব। চোপ মেধো!

মাধব। হোল্‌ড ইয়োর টং। (Hold your tongue)

যাদব। হোল্‌ড ইয়োর টং।

মাধব। ঘুষি লড়্‌বো!

যাদব। ঘুষি লড়্‌বো!

মাধব। আয়!

যাদব। আয়!

মাধব। যা, তোর সঙ্গে আমি কথা ক'বো না।

যাদব। আমিও কথা ক'বো না।

[উভয়ের উভয় দিকে প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

বাজারের সম্মুখ

শান্তিরাম ও হলধর

শান্তি। ও কন্‌থে আবার বামুন্‌ডা আস্‌তিছে, খোকাবাবু! আজ বাজার ক'র্‌ছো, ব্যাটার মুখ দ্যাখ্‌লে হাঁড়ী ফাটে, ভাব্‌তিছ, ভাল মাছ পাবা, আঁসটিও পাবা না।

হল। কে রে, কে রে, চাটুয্যে বুঝি? দাঁড়া দাঁড়া, ওর আজ কিছু খরচ করাই।

শান্তি। ও তেমন ঠাকুর পাইছ, ওর্ হাতি জল গ'ল্‌বে না, ও মা'রে খাতি দেয় না।

হল। দ্যাখ্ না বেটা! কি ঠাকুরদা মশাই, প্রণাম।

সাতকড়ি চাটুয্যের প্রবেশ

সাত। কল্যাণ হউক।

হল। কোথা চ'লেছেন?

সাত। আর দাদা, সকাল থেকে ঘুর্‌ছি, গিন্নীর আজ সাত দিন জ্বর, ভোরে উঠে ডাক্তারের বাড়ী ছুটেছিলুম, আবার এখন ওষুধ আন্‌তে ছুটেছি। ডাক্তার বাবু ব'ল্‌লেন, শীগ্‌গির নিয়ে এস, জ্বর না আস্‌তে আস্‌তে খাইয়ে দাও। তুমি কোথায়? ভায়ারা বাজারে পাঠিয়েছেন বুঝি? তা বেশ ক'রেছেন, বাজার-সরকারের মাইনেটা বাঁচিয়েছেন।

হল। না ঠাকুরদা মশাই, বড় বিপদে প'ড়েছি।

সাত। কি? কি?

হল। ঐ নেতা ছুতোর ব্যাটাকে দশটা টাকা ধার দিয়েছিলেম, তা ব'ল্‌বো কি ঠাকুরদা, জল-পানির পয়সা বাঁচিয়ে টাকা জমিয়েছিলেম, ব্যাটা ছ'মাস আজ ভাঁড়া-ভাঁড়ি ক'র্‌ছে, দিতে চায় না, তাই ভাব্‌ছি, ব্যাটার নামে ছোট আদালতে নালিশ্ ক'রে দেবো।

সাত। আমি জানি, ও নেতা ব্যাটা ভারী পাজী। তা চল চল, আমি সমন বার ক'রে দিই গে।

হল। আর আপনি অত কষ্ট ক'র্‌বেন?

সাত। না না, ছেলেমানুষ, তুমি অত বোঝ না, তুমি সমন বার ক'র্‌তে পারবে না। ও নেতা ব্যাটা—ভারী পাজী, টাকাগুলো ফাঁকি দেবে।

হল। তবে চলুন, আমি বাজারটা ক'রে দিয়ে যাই।

সাত। ঐ শান্তে ক'র্‌বে এখন,—শান্তে ক'র্‌বে এখন।

হল। না ঠাকুরদা, কে আবার বকুনি খাবে বল? সের চার মাংস নিতে হবে।

সাত। তা নাও নাও, শীগ্‌গির শীগ্‌গির নাও; ওহে, মাংসের কি দর?

মাংসওয়ালা। আজ্ঞে ছ'আনা সের।

হল। হ্যাঁ, পাঁচ আনায় হীরেলাল নিয়ে গেল।

সাত। দাও দাও, দর ক'রো না,—দর ক'রো না, বেলা হ'য়ে গেল, সমন বেরুবে না।

হল। তা আজ না বেরোয়, কি ক'র্‌বো বলুন, ছ'আনা সের নিলে আমার জলপানি থেকে কাটা যাবে।

সাত। দাও হে দাও, বাবু পাঁচসিকে দিচ্ছেন, আর এই নাও চার আনা, আর ওজন ক'রতে হবে না, ওজন ক'র্‌তে হবে না; নে—খানকতক মাংস দে, আর চারটে পয়সা নে।

হল। তা ঠাকুরদা, তুমি ওজন কর, আমি মাছ দর করি গে।

সাত। দাঁড়াও দাঁড়াও, দরের জন্যে কচ'কচি ক'রো না,—দরের জন্যে কচ'কচি করো না।

[উভয়ের প্রস্থান।

শান্তি। হ্যাদে দোকানি, দ্যাহ দ্যাহ, ও পাই-পয়সায় পারা মাথাইছে, ও বামুনডা সিকি দেবে!

মাংস-ও। পাই-পয়সা কেন? সত্যি সিকি।

শান্তি। হ্যাদে, গঙ্গামায়ী যাব কনে? আজ কি পিথিমি ওলোট-পালট খাতি থাক্‌বে নাকি?

বাজার-হাতে হলধর ও সাতকড়ির পুনঃ প্রবেশ

হল। ঠাকুরদা মশাই, আপনার টাকা দুই মিছি মিছি খরচ হ'য়ে গেল, আপনি গাঁট থেকে টাকা খরচ ক'রে কেন দর বাড়িয়ে দিলেন?

সাত। আর ভায়া, তোমরা নাতি, তোমাদের সঙ্গে কেবল পাত-পৈতে ভেদ বৈ তো নয়, তোমারও পয়সা যা—আমারও পয়সা তা।

হল। ঐ যা ঠাকুরদা মশাই, দু'গোছ ছাঁচি-পান নিতে ভু'লে গেছি।

সাত। দাঁড়াও, চট ক'রে এনে দিচ্ছি।

[সাতকড়ির প্রস্থান।

শান্তি। হ্যাদে খোকাবাবু, এ বামুনডা খ্যাপ্‌ছে না কি?

হল। খেপ্‌বে কেন, আমি নেতা ছুতোরের নামে নালিশ ক'র্‌বো যে।

শান্তি। তা কর্‌বা কর্‌বা—ওনার কি?

হল। তুই ব্যাটা, অ্যাদ্দিন এখানে আছিস্,

চাটুয্যে মশাইকে চিন্‌লি নে? পাছে আমি নালিশ না করি, তাই স্ত্রীর ওষুধ আনা ফেলে, গাঁটের পয়সা খরচ ক'রে বাজার ক'রে দিয়ে আমার সঙ্গে যাবে।

শান্তি। তা তুমি কি ছুতোরডার নামে সত্যি নালিশ কর্‌বা?

হল। আঃ, দূর ব্যাটা, আমি কি সত্যি টাকা পাই যে, নালিশ ক'র্‌বো?

শান্তি। তবে কি ব'ল্‌তিছ?

হল। আমি ওরে ঘোরাচ্ছি, ও মোকদ্দমা বাদিয়ে দিতে পারলেই বাঁচে।

শান্তি। ওঃ! এখন বোঝ্‌লাম, সিকিটে কেন ঝনাৎ ক'রে ফ্যাল্‌লে। কাণে জল দে জল বার কর্‌বার চায়। মোকদ্দমা বেঁদিয়ে কিছু হাত কর্‌বা—না?

হল। ওরে না, বুঝতে পারিস্‌নে, কিছু পা'ক আর না পা'ক, মোকদ্দমা বাদাতে পার্‌লেই ওর আমোদ, তাতে বরং ঘর থেকে খরচা দিতে রাজী।

শান্তি। ওঃ! মান্‌ষির ভাল দ্যাখবার পারে না, বোঝ্‌লাম—বোঝ্‌লাম!

হল। চুপ, ঐ আস্‌ছে।

পান লইয়া সাতকড়ির পুনঃ প্রবেশ

সাত। এই নে শান্তে, চল দাদা!

হল। ঠাকুরদা, আর যাওয়া হ'লো না।

সাত। সে কি দাদা, টাকা ক'টা জলে দেবে?

হল। বাড়ীতে মহা বিপদ্‌! মামা বাবু ডেকে পাঠিয়েছেন, ছোটদাতে মেজদাতে ভারী ঝগ্‌ড়া, ঘুষোঘুষি পর্যন্ত হ'য়ে গেছে।

শান্তি। হ্যাদে খোকা বাবু, এতটা মিছে শিখ্‌লে কন্‌থে?

সাত। মিছে কথা,—না? ঠাট্টা ক'র্‌ছ, দু'ভায়ে গলাগলি ভাব।

হল। মিছে কথা,—তবে আমি চ'ল্‌লুম।

প্রস্থানোদ্যত

সাত। আরে দাঁড়াও দাঁড়াও, শোন না।

হল। আর কি শুন্‌বো, কথা বিশ্বাস ক'র্‌বে না। শান্তে, ঠিক বল, ছোটদাতে মেজদাতে ঝগড়া হ'য়েছে কি না, ঠিক বল?

শান্তি। হঃ, বকাবকি হইছিল, ঘর ক'র্‌তি কার ঘরে না হয়?

হল। দু'জনে পৃথক্‌ হ'তে চেয়েছে কি না বল?

শান্তি। ও গোস্মা ক'রে ব'ল্‌ছিল।

সাত। সত্যি?

শান্তি। হঃ!

হল। তবে চল ঠাকুরদা, সমনটা বার ক'রে দেবে।

সাত। দেখ দাদা, তোমার ছোট মামা আমায় ডেকেছিলেন, আমি ভুলে গেছি; আজ থাক, কাল তোমার সমন বার ক'রে দেব, আমি চ'ল্‌লেম।

হল। ঠাকুরদা, ঠাকুরদা, একটা কথা শোন, আমার প্রাণ তো যায়,—ঐ বিন্দী বৈষ্ণবীর মেয়ের জন্যে তো গেলুম, আমার প্রাণ যায়, তুমি না উপায় ক'র্‌লে তো নয়।

সাত। আচ্ছা হবে হবে, (গমনোদ্যত) কিছু খরচ ক'র্‌তে হবে, বেশী নয়, দু'দশ টাকা।

হল। আচ্ছা, দেখো ঠাকুরদা, তোমার হাতে প্রাণ।

সাত। বেশ কথা, আমি তোমার সঙ্গে দেখা ক'র্‌বো, এখন চ'ল্লেম।

হল। দেখুন ঠাকুরদা, ও ঝগড়া থাক্‌বে না, বৈকালে আবার দু'ভায়ে ভাব হ'য়ে যাবে।

সাত। বল কি, আমি চ'ল্‌লেম,—চ'ল্‌লেম।

হল। আঃ! শুনুন না—শুনুন না।

সাত। শুন্‌বো এখন—শুন্‌বো এখন; বাড়ী এস—বাড়ী এস।

[সাতকড়ির দ্রুত প্রস্থান।

শান্তি। খিচে রড় দিলে কনে?

হল। আমাদের বাড়ী ছুট্‌লো, পাছে দু'ভায়ে ভাব হ'য়ে যায়, পৃথক না হয়।

শান্তি। খোকাবাবু, ও বামুনডা ঘর ভাঙ্‌বে, ও ব্যাটা কলির চেলা, তুমি আবার খবর দিতে গেলে; কেজিয়াটা ভারী রকম হইছে; কি জানি, কি ক'র্‌তে কি হয়, ভাগ-বখ্‌রা হ'য়ে না ছন্নছাড়া হয়।

হল। দূর ব্যাটা, ছোট মামা মাথার উপর র'য়েছেন।

শান্তি। খোকাবাবু, তুমি মানুষডারে

বুঝিতিছ না, ইস্ত্রী ছ্যাড়ে ঝগড়া বাদাইতে চ'ল্‌লো। তুমি এই নীচু ছেইলে, তোমার নটী জোটাবার চায়; খোকাবাবু, আমি বল্‌তিছি, কাঙ্গালের কথা বাসি হলি মান্‌বা, ওডার সাতে আলাপ রেখো না।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

চাটুয্যের বাটীর প্রাঙ্গণ

অ্যাটর্ণী কৃষ্ণধন বসু ও সাতকড়ি চাটুয্যে

কৃষ্ণ। তুমি পাগল, ওর খুড়ো র'য়েছে, বিবাদ কি হবে? আর হয়ও যদি তো ঘরোয়া পার্টিসন হবে, খুড়োই ক'রে দেবে, যদি পায়, ইঞ্জিনিয়ারে কিছু পাবে।

সাত। আরে মশাই, দেখুন না, চেষ্টার অসাধ্য কাজ কি আছে; আপনাকে আর অধিক কি শেখাব,—বাপ-ব্যাটায় বাদ্‌ছে, মায়ে-ব্যাটায় বাদ্‌ছে। যাদব বাবু ও'র বাপ থাক্‌তে ব্রহ্ম-জ্ঞানী হ'তে গেছেলো, তাতে বুড়ো রেগে ব'লেছিল যে, ত্যজ্যপুত্র ক'র্‌বো; এ সূত্রে যদি কিছু ক'র্‌তে পারেন, দেখুন না; উকীলের বুদ্ধি কুমারের চাক্‌, যত ঘুর্‌বেন, ততই ঘুর্‌বে।

কৃষ্ণ। ওর বাপ উইল ক'রে যায় নি?

সাত। কোথায় কি, যাকে যা দেবার, ভাইকে মুখে ব'লে গেছেলেন। আর একটা এর ভিতর সূক্ষ্ম আছে, আপনি আইনের সঙ্গে ঐক্য ক'রে দেখুন, ওর বড় ভাই অ্যাডমিনিস্‌-ট্রেসন নিয়েছিল, ছোট তখন নাবালক।

কৃষ্ণ। ওদের খুড়োর বিষয় নাই?

সাত। থাক্‌বে না কেন? রোজগারপাতি যা ক'রেছিলেন, বড় ভাইকে দিয়েছিলেন; বে'থাও নাই, ছেলেপুলেও নাই, সেটা একটা খ্যাপা পাগলের মধ্যে। ব'য়ে মুখ দিয়েই পড়ে থাকে। লোকে বিদ্বান্‌ বিদ্বান্‌ করে, আমি তো দেখি একটা উল্লুক; মানুষের মধ্যেই ধরি নি।

কৃষ্ণ। তোমার হেড বড় ক্লিয়ার (clear) দেখ্‌ছি, যদি বোঝাতে পারা যায়, কেস্‌ চ'ল্‌তে পারে।

সাত। আপনি একেবারেই হাল ছেড়ে দিচ্ছিলেন; কথায় বলে "ডুবু ডুবু লা, তো ডুবে ডুবে বা।"

কৃষ্ণ। আপনি কি করেন, মোক্তারী না ল' ব্রোকারী?

সাত। আমি কিছুর মধ্যেই নই; অমনি পাগল-ছাগল একটা প'ড়ে থাকি। একটু তেজারতি আছে, আর এই আপনাদের পাঁচ-জনের কাজকর্ম্ম ক'রে বেড়াই, শুধু বাড়ীতে প'ড়ে ঘুমিয়ে আর কি ক'র্‌বো; আদালতটা আস্‌টা ঘুরে বেড়াই।

কৃষ্ণ। আপনার লাভ?

সাত। কিছু কেউ হাতে তুলে দিলে পেলুম, নইলে ভাত হজম করা। আপনাদের দশজনের সঙ্গে আলাপ হয়, উৎসাহ থাকে, নইলে মনমরা হ'য়ে প'ড়ে থাক্‌তে হয়। এই মনমরা হ'য়ে স্ত্রীর ওষুধ আন্‌তে যাচ্ছিলেম, পথে এই বিবাদের কথাটা শুন্‌লেম, তাই আমোদ ক'রে আপনাদের পাঁচজনের দোরে ঘুরে বেড়াচ্ছি; আমি মশাই আমুদে মানুষ, টাকা যত হ'ক আর না হ'ক, আমার আমোদ হ'লেই হ'লো।

কৃষ্ণ। আপনি অদ্বিতীয় ব্যক্তি। মিস্‌চিপ ফর মিসচিপস্‌ সেক, (Mischief for Mischief's sake) আপনার জোড়া নাই; আপনি হামেসা আমার বাড়ী যাবেন, আপনার সব কাজ আমি উইদাউট্‌ ফি (without fee) ক'র্‌বো। উই আর ফ্রেণ্ডস্‌, আজ থেকে আপনি আমার বন্ধু।

সাত। আমরা আশীর্ব্বাদক ব্রাহ্মণ।

কৃষ্ণ। আপনার বাজে আশীর্ব্বাদ নয়, কাজের আশীর্ব্বাদ। আমি আপনার কথা শু'নে মোহিত হ'য়েছি।

মাধবের প্রবেশ

গুড্‌ মর্‌নিং (Good morning)।

মাধব। গুড্‌ মর্‌নিং।

সাত। আস্‌তে আজ্ঞা হয় মেজবাবু, আস্‌তে আজ্ঞা হয়; আমি শুনে অবধি আর স্থির থাক্‌তে পাচ্ছিনে, তাই ছুটে এসে অ্যাটর্ণী বাবুকে ডেকে এনে আপনাকে ডাক্‌তে পাঠিয়েছিলেম। আমরা সেকেলে মানুষ, বোঝাতে পারি না পারি, উনি আপনাদের

উভয়ের বন্ধু, একটা ঝগড়া ক'রে কি বিষয়টা বরবাদ দেবেন? তা আপনারা কথাবার্ত্তা ক'ন, আমি চট্ ক'রে স্নানটা ক'রে নিই, সকাল থেকে ভাবনায় মুখে জল দিই নে।

কৃষ্ণ। না, না, মশাই বসুন। ইনি বড় চমৎকার লোক, আপনাদের ফ্যামিলির (family) পরম বন্ধু। কি ব্যাপারটা কি?

মাধব। যেদো বোঝে না সোঝে না, মিছে তর্ক ক'রবে।

সাত। বড় ভাই, যা মুখে বেরুবে, তাই ব'লবে, হক কথা ব'লতে হবে, মেজোবাবুর বড় ঠাণ্ডা মেজাজ, তাই অ্যাদ্দিন ঘরটা বজায় আছে; অন্য ভাই হ'লে বিষয়ের বখ্‌রা দিতে চাইতো না, ছোটবাবুর গুণে ঘাট নেই; ব্রহ্মজ্ঞানী হ'তে গেছেলেন, তাই কর্ত্তা রেগে ত্যজ্যপুত্র ক'রে ছিলেন।

কৃষ্ণ। ঠিক ব'লেছ,—ঠিক ব'লেছ। আমার কাছে এমনি একটা কেস্ এসেছিল; তারা দু-ভাই,—ছোট ব্রাহ্ম হ'তে যায়, তাতে তার বাপ ত্যজ্যপুত্র করে। যদিচ উইল ক'রে যায় নি যে ত্যজ্যপুত্র; উইল হয় নি, কোর্ট ত্যজ্যপুত্র প্রমাণ ব'লে ডিগ্রী দিলে।

মাধব। ছোটকাকা যে মিটিয়ে দিলেন, তা নইলে—বাবা তো ত্যজ্যপুত্র ক'রেই ছিলেন।

সাত। একটি কেসও হ'য়ে গিয়েছে; তারাও দুই ভাই; এক ভাইকে ত্যজ্যপুত্র ক'রে, খুড়ো সাক্ষী দেয় যে রেগে একবার ব'লেছিলেন মাত্র, ত্যজ্যপুত্র করেন নাই, বিষয় দিয়ে গিয়েছে। খুড়ো পাগল, প্রমাণ হ'লো,—খুড়োর সাক্ষী মঞ্জুর হ'লো না; সেটা পাগলও ছিল বটে, ডাক্তারী শিখেছিল, ব'লতো—ইলেক্‌ট্রীক্‌ট্রীকিতে মানুষ বাঁচাব; আরে এও কখনও হয়, এর সাক্ষী কি জজে নেয়!

কৃষ্ণ। আপনার ফাদার (father) যদি ত্যজ্যপুত্র ক'রে থাকেন, তা হ'লে আপনি সেয়ার দিতে বাউন্ড নন; তবে আমি বলি, ঝগড়াঝাটি না ক'রে যেমন আছেন, তেমনি থাকাই ভাল।

মাধব। না, যেমন আছি, তেমনি থাকা আর চ'ল্‌ছে না, পার্টিসন ক'র্‌বো।

কৃষ্ণ। না না, আর আদালতে যাবেন না, আপনি সরল লোক, মোকদ্দমা ক'র্‌বার লোক অন্য রকম; তারা ক'র্‌তো কি জানেন,—ডাক্তারকে টাকা খাইয়ে খুড়োকে পাগল ক'রে দিত, নয় খাবারের সঙ্গে বিষ দিত, নয় টাকা দিয়ে বাই আপ (Buy up) ক'রে নিত।

সাত। যিস্‌কা হাতমে দৈ, উস্‌কা হাতমে সব কই। যা ব'লেছেন, টাকায় কি না হয়, সাক্ষীও হয়, ত্যজ্যপুত্র করা দলিলও বেরোয়, খুড়োও পাগল হয়; আর এ'র খুড়ো তো পাগলই, রাতদিন কি করেন জানেন?—চেষ্টা ক'র্‌ছেন, আলো জ্বালাবেন না, রাত্রে সূর্য্যের আলো ধ'রে রাখ্‌বেন, সূর্য্যের তাতে ভাত রাঁধবেন, এম্‌নি আলো তৈয়ার ক'র্‌বেন যে, ঘরে ব'সে পৃথিবীর সমস্ত জিনিস দেখ্‌বেন, শূন্যে জাহাজ চালাবেন, আর পাগল কাকে বলে বলুন?

কৃষ্ণ। মিটিয়ে ফেলুন—মিটিয়ে ফেলুন, আপনারা দুই ভাই-ই কংগ্রেসের মেম্বর। আপনাদের ভিতর ঝগড়া থাকা কিছু নয়।

সাত। অন্যায় ক'রেছে বটে, কটু-কাটব্যও ব'লেছে, এমন কি, উকীল-বাবু, ঘুসি পর্য্যন্ত মার্‌তে উদ্যত; মেজবাবুর সহ্য বড় তাই—আমি এখন চ'ল্‌লেম, স্নান করি গে, বেলাও গেল, আপনি বুঝিয়ে ঠাণ্ডা ক'রে দু'ভাইকে নিয়ে হাওয়া খেতে বেরুবেন।

[সাতকড়ির প্রস্থান।

কৃষ্ণ। লোকটা একটি জুয়েল—রত্নবিশেষ।

মাধব। কৃষ্ণধন বাবু, আমি মেটাব না, আপনি আমার কেস হাতে নিন, যা ক'র্‌তে হয় করুন, আমি আর কিছু জানিনে, কিন্তু মেটাব না।

কৃষ্ণ। দেখুন, দু'রকম উপায় আছে; এক সিম্পল্ (simple) পার্টিসন, আর এক ত্যজ্যপুত্র প্রমাণ; আপনি ঐ চাটুয্যের সঙ্গে পরামর্শ করুন; আমি যা শুন্‌লেম, তাতে আমার বোধ হ'চ্চে, আপনার খুড়োর মনোমানিয়া (Monomania) আছে; আমার ফ্রেন্ড ডাক্তার গুঁই, তাঁকে আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি, আপনার খুড়োর সম্বন্ধে একটা অপিনিয়ন নিন; আর যখন আপনার বাপ একবার রেগেছিলেন, হয় তো কাগজপত্র খুঁজ্‌লে ত্যজ্যপুত্র সম্বন্ধে আপনার বাপের হাতের একটা লেখাও পেতে পারেন। মিটিয়ে ফেলুন, মিটিয়ে ফেলুন

—আমি বলি, মিটিয়ে ফেলুন; চাটুয্যের সঙ্গে পরামর্শ করুন, ও আপনাদের ষ্টঞ্চ (staunch) ফ্রেন্ড, তাড়াতাড়ির কাজ নয়। একটা ঠাওরান, আমরা প্রফেসনাল্ ম্যান, আমরা ইন্‌ষ্ট্রাক্‌সন (instruction) মাফিক চলি, নাউ (now) গুড্ ডে।

মাধব। মশাই, ভুল্‌বেন না, ডাক্তার গুঁইকে পাঠিয়ে দেবেন।

কৃষ্ণ। অল রাইট (All Right)।

[কৃষ্ণধনের প্রস্থান।

মাধব। আমার হেড পজল্ (puzzle) হ'য়ে যাচ্ছে, সব কথা বুঝতে পার্‌লেন না.—কি ব'ল্লে, ডাক্তার পাগল ক'রে দেবে? এ কি হয়—না না, বাপ রে—খুন! বাবা ত্যজ্যপুত্র লিখে গেছেন কি! কৈ না—কাগজ খুঁজ্‌তে ব'ল্‌লে কি! ভাল, না না, পার্‌বো না—জাল—খুন—সর্ব্বনেশে কথা, কে কর্‌বে, ঐ চাটুয্যে করে করুক: কিন্তু যেদোকে পথে দাঁড় করাতে পারি, তবে গা'র জ্বালা যায়। পাগল—জাল—সর্ব্বনেশে কথা, চাটুয্যেকে ডাক্‌তে পাঠাই গে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

অন্তঃপুর

মাধব ও যাদব

মাধব। দেখ্ যেদো, কে লিড (lead) নেয়।

যাদব। তুই দেখ্, কে লিড নেয়।

মাধব। মন্দাকিনি!

যাদব। নিস্তারিণি!

মন্দাকিনীর প্রবেশ

মাধব। যে কথা ব'লেছি, তার কি?

মন্দা। ও মা, বিবির পোষাক প'রে ফেটিংয়ে চড়ে' বেড়াতে পার্‌বো না, কাকাবাবু শুন্‌লে কি ব'ল্‌বেন?

মাধব। যা বলুক, তুই পার্‌বি কি না বল্?

মন্দা। না।

যাদব। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খালি দেখ্‌ছি, কিছু ব'ল্‌ছি নে, ফিমেল ইমান-সিপেসনে (Female emancipation) লিড্ নেওয়া তোর হাড়ে হবে না।

মাধব। খবরদার! আমার বিষয় ইন্‌টার-ফিয়ার (Interfere) করিস্ নে।

যাদব। আমি কিছু ব'ল্‌ছি নে, চুপ ক'রে হাস্‌ছি।

মাধব। দেখ টিট্‌কিরি দিচ্ছে, শীগগির বল্, বিবি হ'তে পার্‌বি কি না?

মন্দা। না।

মাধব। তবে তোকে লাথি মেরে দূর ক'রে দেবো।

মন্দা। হ্যাঁগো, বৌ মানুষ, বিবি হ'য়ে হাওয়া খাবো কি? তুমি মার, কাট, আমি কিছুতেই পার্‌বো না; তবে ঘরে রাত্রে বিবির পোষাক প'র্‌তে বল—তা বরং পারি।

মাধব। কালই তবে বাপের বাড়ী যাস্।

মন্দা। তা যাব। (গমনোদ্যত)

মাধব। কোথা যাস্?

মন্দা। আমার অতিথদের কুট্‌নো কোটা পড়ে র'য়েছে।

[প্রস্থান।

যাদব। হা—হা—হা—হা ব্রাভো! ব্রাভো!

মাধব। আমি দূর ক'রে দেব।

গমনোদ্যত

যাদব। দাঁড়িয়ে যা, দাঁড়িয়ে যা,—আমি কি করি, একবার দে'খে যা?

মাধব। আচ্ছা দেখি।

যাদব। নিস্তারিণি! এদিকে আয়।

নিস্তারিণীর প্রবেশ

নিস্তা। ও মা! বড়্‌ঠাকুর র'য়েছেন, কি ক'রে যাব?

যাদব। আয় ব'ল্‌ছি!

মাধব। ব্রাভো! ব্রাভো!

যাদব। আয়! আয়!

মাধব। আমি কিছু ব'ল্‌ছি নে, আমি খালি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাস্‌ছি।

যাদব। ঘোম্‌টা খোল্ ব'ল্‌ছি!

নিস্তা। আমি চ'ল্‌লেম, আমার অতিথ-দের পাতা ধু'তে হবে।

মাধব। ব্রাভো! ব্রাভো!

যাদব। দাঁড়া, ঘুষিয়ে মুখ ভেঙ্গে দেব।

[প্রস্থান।

মাধব। কাকাবাবু না থাক্‌লে আজই গলাধাক্কা দিয়ে বের ক'রে দিতেম।

[প্রস্থান।

অন্নপূর্ণা, বিন্দুবৈষ্ণবী ও হলধরের প্রবেশ

অন্নপূর্ণা। হ্যাঁ খোকা ঠাকুর-পো, চিরকাল বাউণ্ডুলেগিরি ক'বে বেড়াবে?

বিন্দু। কেন বৌঠাক্‌রুণ, তোমার দেওর যে সব বিদ্যে শিখেছে; তুবড়ীওয়ালাদের সঙ্গে বাণ খেলে, আমায় ডাইনীর মন্ত্র দিতে আসে; একটা বৈরাগীকে তোমাদের খিড়কীর পুকুরে দশরথ ক'রে রেখেছে, আমায় ব'লে বৈষ্ণব ক'র্‌বি।

অন্ন। হ্যাঁরে, তুই বাণ খেলিস্‌? কালামুখো, ঐ ক'রে কোন্‌ দিন মর্‌বি, তার ঠিক নাই। লেখাপড়া শিখ্‌লিনে, একটা কাজকর্ম্ম কর, তা নইলে বেটাছেলে বাড়ীতে ব'সে থাক্‌লে মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। ধর্‌, মামা যদি কিছু দিয়েই যায়, তাও তো রাখ্‌তে পার্‌বি নি! আমি কতদিন ব'লেছি,—জান গো বৈষ্ণবদিদি, বাড়ীতে তো ব'সে আছিস্‌, আমার অতিথ-সেবাটির তদারক করিস্‌; দশজন কাঙ্গাল-গরিব আসে, কি পায়, কি না পায়, একবার দেখিস্‌। কাকাবাবু কত বলেন, যদি তাঁর কাছে গিয়ে দু'দণ্ড বসে, তাহ'লেও মানুষ হয়। হ্যাঁগা, অত বড় ছেলে হ'ল, ও বয়সে লোক সংসারধর্ম্ম করে, দশজনকে প্রতিপালন করে, তা হতাক্কেল ছোঁড়া—এ কাণ দিয়ে শোনে, ও কাণ দিয়ে কথা বেরিয়ে যায়।

হল। বৌদিদি, তুমি আর ব'লো না, আমার ভারী আক্কেল জন্মেছে, তুমি ছোটমামা বাবুকে জিজ্ঞাসা কর, আমি একটা কারবার ক'র্‌বো।

অন্ন। কি কারবার ক'র্‌বি শুনি?

হল। চেলের কারবার, এই পূর্ণিমা, না হয় প্রতিপদের দিন চাল আন্‌তে যাব। আকাল প'ড়েছে, চেলের ব্যবসা ক'র্‌লেই ফেঁপে উঠ্‌ব; মামাবাবু কাল দূর্পিণ ক'সে দেখিয়েছে, বিস্তর চা'ল জ'ন্মেছে।

অন্ন। দুর্‌পিণ ক'সে দেখিয়েছে কি রে!

হল। সে তুমি বুঝ্‌তে পার্‌বে না, সে তুমি বুঝ্‌তে পার্‌বে না। সায়েন্স (Science) না জান্‌লে বোঝা যায় না।

অন্ন। তা কোথা যাবি?

হল। চাঁদে। সেখানে এ বছর ভারী ফসল হ'য়েছে।

অন্ন। চাঁদ-সহর, কোথায় রে?

হল। আকাশে চাঁদ ওঠে, দেখ্‌তে পাও না?

অন্ন। বৈষ্ণবদিদি, কালামুখোর কথা শুন্‌লে?

বিন্দু। বৌদিদি, বে' দাও, তা হ'লে মেজাজ ঠাণ্ডা হবে।

হল। আচ্ছা, বিশ্বাস ক'র্‌ছো না, যখন উঠানে ঢিপ্‌ ঢিপ্‌ ক'রে চেলের বস্তা ফেল্‌তে থাক্‌বো, তখন টের পাবে।

বিন্দু। খোকাবাবু, আমায় নিয়ে যাবে গো?

হল। তুই হাউই চ'ড়তে পার্‌বি?

বিন্দু। হাউই কি গো?

হল। হাউইবাজী, হাউইবাজী, জানিস্‌ নে? ছোটমামা বাবু হাউই তৈয়ার ক'রেছেন, মস্ত হাউই তৈয়ার ক'রেছেন, হাউয়ের মুখে ব'স্‌বো, ছোটমামা বাবু প'ল্‌তের মুখে আগুন দেবে, আর সোঁ ক'রে গে চাঁদে উঠ্‌বো।

বিন্দু। বৌঠাক্‌রুণ, ছোটকর্ত্তাবাবুর কথাগুলো কেমন কেমন হ'য়েছে।

অন্ন। আমিও শুনেছি বৈষ্ণবদিদি।

হল। শান্তে ব্যাটা এখন পার্‌লে হয়। পাঁচ সাত দিনের মধ্যে একটা পুকুর কেটে জল ছেঁচে রাখ্‌তে পারে, তবে তো। হাজার বিশ ত্রিশ ঘড়া চাঁদের আলো পুকুর বোঝাই ক'রে রাখ্‌তে হবে। আমরা টেলিগ্রাফ ক'রেছি, তারা সেখানে জালা বোঝাই ক'রে রেখেছে, আমি গিয়ে হড়্‌ হড়্‌ ক'রে ঢেলে দেব।

অন্ন। হ্যাঁ খোকা ঠাকুরপো, কাকাবাবু এ সব বলেন না কি?

হল। তুমি মনে ক'র্‌ছো মিছে কথা না কি? বিজ্ঞান পড়—বিজ্ঞান পড়। ছোটমামাবাবু আর আলো জ্বাল্‌বেন না; দু'বোতল রৌদ্রের নমুনা লাটসাহেবের কাছে পাঠিয়েছেন, লাটসাহেব লাইসেন্স দিলেই দেখ্‌বে, রাত্তিরে আর

আলো জ্ব'ল্‌বে না, সূর্য্যের আলোয় বাড়ী আলো হবে।

অন্ন। শুন্‌ছো বৈষ্ণবীদিদি, শান্তে বলে যে, —বড় মা, ছোট কর্ত্তা সূর্য্যির আলো ধর্‌বার চেষ্টা ক'র্‌ছে।

হল। বড় ঠাট্টার কথা হ'য়ে উঠ্‌লো মনে ক'রেছ—না? দাঁড়াও, আমার ঠেঁয়ে দু'শিশি সূর্য্যির তাপ ধরা আছে। তুমি যে আমার হাতে খাও না, তা না হ'লে তোমায় সেই তাপের জ্বালে লাউ ছেঁচ্‌কী রেঁধে খাওয়াতেম।

অন্ন। হ্যাঁ খোকাঠাকুরপো, কাকাবাবুর কি মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে?

হল। বিজ্ঞান পড়—বিজ্ঞান পড়। রেলের গাড়ী উঠে যাবে, আলোয় চ'ড়ে লোক কাশী যাবে।

বিন্দু। হ্যাঁ বৌঠাক্‌রুণ, তোমার কি কাজ নেই গা, এই আইবুড়ো কার্ত্তিকের কথা শুন্‌ছো?

অন্ন। বৈষ্ণবীদিদি, তুমি জান না, শুনতে পাই, কাকাবাবু অম্‌নি বলেন। আমার মা ছিল না, বাপ ছিল না, ভাই ছিল না, ছ'বছরের মেয়ে—এ বাড়ীতে এসেছি; কাকাবাবু কোলে ক'রে মানুষ ক'রেছেন! আমার এই দশা হ'তে কাকাবাবু তিন দিন অন্ন মুখে দেন নাই। ভাইপোদের অন্ত প্রাণ, ভাইপোদের মুখ চেয়ে বে' করেন নি; আমি যদি কখনও ব'লতেম,—"হ্যাঁগা কাকাবাবু, বে' কর না," তা ব'লতেন, "আমার এমন সোণার চাঁদ ছেলে-মেয়ে র'য়েছে, আর আমি বে ক'র্‌বো কেন?"

বিন্দু। বৌঠাক্‌রুণ, তুমি অত ভাব্‌ছো কেন? বিদ্যের জোরে যা ব'লছে, তা তো ক'র্‌ছে। একদিনে কাশী যাওয়া—সেকালে গল্প ছিল,—তারের খবর, তার দিয়ে কথা শোনা, এও তো হ'লো, সূর্য্যির আলোয় আতসী কাঁচ ধ'র্‌লে টীকে ধরে। সেই আতসীর কাঁচ দিয়েই যদি রাঁদে। আমাদের রঙ্গি ছোটকর্ত্তার কাছে শিখে শিখে যেত; একদিন জলে একটা কি ফেলে দিলে, দাউ দাউ ক'রে আগুন জ্ব'লে উঠলো। রঙ্গি বলে, 'ছোটকর্ত্তা দেবতা,' দেবতাই বটে; তুমি ওর জন্যে ভেব না; কারুর কথা শুনে যেন লুকিয়ে ওষুধপালা ক'রে বোস না; কি হয় না হয়, আমরা মেয়েমানুষ, কি জানি বল!

অন্ন। তুমি ভাই একটু দাঁড়াও, ঠাকুরপোর ঘি-ভাতটা বামুন চড়িয়েছে, আমি একটু দে'খে আসি। চাটুয্যে ঠাকুরদাদা একজন গণককার আন্‌বেন ব'লে গেছেন, তাঁরা যদি আসেন, তুমি তাঁদের আসন পেতে বসিও, আমি এলেম ব'লে।

বিন্দু। বৌঠাক্‌রুণ! তোমাদের খেয়ে আমরা মানুষ, আমার একটা কথা শোন, যোড় হাত ক'রে ব'ল্‌ছি, চাটুয্যে ঠাকুর আমার মাথায় থাকুন, ওঁর কথা শুনে যেন হঠাৎ কিছু ক'রে ব'সো না! আমি জানি, ও বামুন বড় মিথ্যে কথা কয়। [অন্নপূর্ণার প্রস্থান।

হল। বিন্দি, তুই চাটুয্যেকে ঠিক চিনেচিস্‌, ঐ চাটুয্যে তোকে পাহারাওয়ালা ধরিয়ে দেবার চেষ্টায় ফির্‌ছে।

বিন্দু। তা তুমি ঠাট্টাই কর, আর যাই কর, ও সব পারে।

হল। ঠাট্টা ক'র্‌ছি না, শোন্‌ না; এই আকাল প'ড়েছে কি না, চার্‌দিকে চুরি-ডাকাতি হ'চ্ছে, চাটুয্যে গিয়ে থানায় জমাদারকে খবর দিয়েছে কি জানিস্‌, যত চোরের আড্ডা তোর ঘরে। পুলিস তো একে পায় আরে চায়, তারা তক্কে তক্কে ফির্‌ছে; ও একদিন একখানা গয়না তোর বাড়ীতে লুকিয়ে রেখে এসে, তোকে ধরিয়ে দেবে। আমি কি জান্‌তেম,—জমাদার আমায় খুলে ব'ল্লে।

বিন্দু। ও তা পারে।

হল। তুই ওকে জব্দ ক'র্‌তে পারিস্‌? এক ফিকির তোকে ব'লে দি শোন্‌। আজকালের ভিতর ও তোকে কিছু ব'ল্‌বে, তোর সঙ্গে ভাব না ক'র্‌লে তো বাড়ী সেঁধুতে পার্‌বে না; ও যা বলে, তাতেই তুই রাজী হ'স্‌; যে দিন ও তোর বাড়ী যেতে চাইবে, সে দিন তোর মেয়েকে নিয়ে আমাদের বাড়ী থাকিস্‌; আমি আমাদের দরওয়ান টরওয়ান নে গে তোদের বাড়ী থাক্‌বো, আর ও সেঁধুলেই চোর ব'লে ধ'র্‌বো।

বিন্দু। না খোকাবাবু, বামুনের মুনিত্যে প'ড়্‌তে হবে।

হল। আ মর্‌ মাগী, আমি নাকি পুলিসে

ধরিয়ে দিচ্ছি, একটু জব্দ ক'রে দেব, আর অমন কাজ না করে।

বিন্দু। যা ব'লেছ খোকাবাবু, একটু জব্দ করা উচিত; ও ব'ল্‌ছিল কি জান, যে মেজ'-বাবু তোর মেয়ের জন্যে মরে, তোর মেয়ে যদি রাজী হয় তো আমীর হ'য়ে যাস্‌। কি ব'ল্‌বো, বামুন, তা নইলে খেংরে বিষ ঝেড়ে দিতুম। আমার কি সেই মেয়ে,—ছোটকর্ত্তা ব'লেছেন, ভাল বৈরিগীর ঘরের ছেলে পেলে বে' দেবেন।

হল। দ্যাখ্‌ ঠিক হ'য়েছে, তোকে আর কিছু ক'র্‌তে হবে না, আজ রঙ্গিতে আর তোতে এসে বৌদিদির ঘরে শুস্‌। আমি আর কিছু ক'র্‌বো না, ওঁর চরিত্তিরটা পাঁচজনকে জানিয়ে দেব। কি রকম মানুষটা, এবার দশ জনে দেখুক।

বিন্দু। তুমি কি ক'র্‌বে?

হল। তা ছোটমামাবাবু আমায় শিখিয়ে দিয়েছেন, ধ'রে এনে ওঁর কাছে খাড়া ক'র্‌বো।

বিন্দু। অ্যাঁ! ছোটকর্ত্তা জানেন নাকি?

হল। আরে, তিনিই তো আমায় শিখিয়ে দিলেন। চুপ, ঐ আস্‌ছে।

গণপতি ও সাতকড়ির প্রবেশ

গণ। মশাই, বিবেক করুন, আমাদের পাঁচ পুরুষ এই জ্যোতিষের কাজ; গণনা-বিদ্যা বিবেক করুন গে, আমাদের বাড়ীতেই আছে।

সাত। ভট্‌চায্‌, আমি কি আর জানিনে, আমায় পরিচয় দিচ্ছ তুমি,—তা নইলে কি এ বাড়ীতে তোমায় আনি? কি ভায়া, এই যে, বৃন্দে যে! একটা কথা আছে, শুনে যেও।

গণ। বিবেক করুন গে, আমার পিতামহ-ঠাকুরের সঙ্গে গ্রহদেবতাদিগের দেখা হ'তো।

হল। কি হনুমন্ত ভট্টাচার্য্য!

গণ। বিবেক করুন গে, কিরূপ আজ্ঞা ক'র্‌ছেন, আমার নাম গণপতি শর্ম্মা।

হল। জানিস্‌ বিন্দি, এ ভট্টাচায্যি মশাই স্বস্ত্যয়নে অদ্বিতীয়।

গণ। তা বিবেক করুন গে, আপনার কল্যাণে বিবেক করুন গে, তা সকলেই অনু-গ্রহ করেন, বিবেক করুন গে।

হল। তা আমি জানি—জানি; জানিস্‌ বিন্দি, উনি সে দিন এই মুখুয্যেদের বাড়ীতে চণ্ডী প'ড়লেন, দুরূপ না চণ্ডী প'ড়তে প'ড়তে,—

গণ। তা বিবেক করুন গে, চণ্ডী যেখানে পাঠ ক'র্‌বো, সে অব্যর্থ।

হল। তাই তো ব'লছি, চণ্ডীটিও পড়া—আর বড় ছেলেটিও মরা।

গণ। তা বিবেক করুন গে, মরণ-বাঁচনের কথা কি কেউ ব'ল্‌তে পারে, বিবেক করুন গে,—

হল। তা তো বটেই, ওঁরা বড় বংশ, কথায় আছে,—

"যথা করেন চণ্ডীপাঠ
ভিটে বেচে বসান হাট॥"

সাত। ভট্‌চায্‌, কিছু মনে ক'রো না, আমাদের নাতি সুবাদ হয়, দুটো তামাসা ক'র্‌ছে।

গণ। তা আর বুঝিনে, বিবেক করুন গে, কৌতূহলাক্রান্ত ক'র্‌ছেন। আমাদের সিদ্ধ-বংশ, তা কি উনি জানেন না, খোকাবাবু কি না জানেন?

হল। হ্যাঁ ভট্‌চায্‌, শুনেছি নাকি অমা-বস্যার দিন তোমার বাপ মড়ার উপর ব'সতেন, মড়া খেতেন?

গণ। খোকাবাবু সবই জানেন, সবই জানেন; তিনি শবসাধন ক'রেছিলেন।

হল। আর জানিস্‌ বিন্দি, ওঁর বাপ মড়া চ'ড়তেন, মড়া খেতেন; আর উনি শকুনি চড়েন, শকুনি খান।

গণ। কৌতূহলাক্রান্ত ক'র্‌ছেন—কৌতূ-হলাক্রান্ত ক'র্‌ছেন।

হল। বিন্দি, ওঁর বাড়ীতে একদিন প্রসাদ পেতে যাবি? আমিও যাব,—ওঁর ব্রাহ্মণী যে হাড়্‌গিলের ঝোল আর শিয়াল চড়্‌চড়ি রাঁধেন, তা তোরে আর কি ব'ল্‌বো!

অন্নপূর্ণার পুনঃ প্রবেশ

সাত। এই নেও দিদি, তোমার গণক-ঠাকুর।

অন্ন। ঠাকুর দাদা, প্রণাম হই, গণককার ঠাকুর প্রণাম! বৈষ্ণবদিদি, আসন পেতে দাও নি? গণককার ঠাকুর, বসুন, দাদামশাই বসুন।

বিন্দু। বৌঠাক্‌রুণ, এ গণককারকে ডেকেছ কেন?

অন্ন। এই খোকা ঠাকুরপো ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, তা শুনেছি যে, উনি মধুসূদনকে তুলসী দিলে বুদ্ধি ধীর হয়, তাই ওঁরে ডাকিয়েছি।

বিন্দু। বৌঠাক্‌রুণ, দেখ্‌বেন, ও জোচ্চোর!

অন্ন। না না, তুমি জান না, উনি স্বস্ত্যয়ন ক'রে বেড়ান।

সাত। বৃন্দে, যাচ্ছ না কি? একটা কথা ছিল, তা যাও, তোমার বাড়ী গিয়েই ব'লবো এখন।

বিন্দু। না ঠাকুর, তোমায় আর আমার বাড়ী যেতে হবে না। [বিন্দুর প্রস্থান।

অন্ন। ঠাকুরপো, একবার যাও তো, গণক-ঠাকুরের সঙ্গে একটা কথা কইবো।

হল। গোঁ—গোঁ—গোঁ, তবে রে ভট্‌চায্‌, তুই আমাকে তাড়াবি? আমি এমন বেলগাছের ব্রহ্মদত্যি নই যে, তুই আমায় তাড়াস, গোঁ—গোঁ—গোঁ!—

অন্ন। ও মা, কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! আহা, তাই বাছা আবল-তাবল বকে গা!

গণ। বিবেক করুন গে, জল আনুন মা,—জল আনুন, ইষ্টমন্ত্রটি জপেছি, আর বক্তার হ'য়েছে।

অন্ন। এই জল নিন,—এই জল নিন, ওরে ঠাণ্ডা করুন—ওরে ঠাণ্ডা করুন।

গণ। দাঁড়ান, উঠে একটা মন্ত্র কাণে বলি, (অন্তরালে) হলধরবাবু, 'আধা আধি বখ্‌রা—আধা আধি বখ্‌রা'।

হল। বেশ কথা। (প্রকাশ্যে) দেখি ব্যাটা তুই কেমন তাড়াস, এই আমি চুপ ক'রে ব'স্‌লেম।

গণ। বস্‌বি নি তো যাবি কোথা? তুই কে?

হল। ব'ল্‌বো না,—গোঁ—গোঁ—গোঁ—

গণ। ব'ল্‌বি নি, স'র্‌ষে-বাণের চোটে ব'ল্‌বি, বল্‌ বল্‌ছি—তুই কে?

হল। কৃষ্ণধন ঘোষাল, তোর ঠাকুরদাদা।

গণ। অ্যাঁ! আপনার এমন দশা হ'লো কিসে?

হল। জানিস্‌ নে, গোঁ—গোঁ—গোঁ!—হাড়ীর বাড়ী শোর চুরি ক'র্‌তে গেছেলেম, ঠেঙিয়ে মেরেছিল; তোর বাপকে ব'লে-ছিলেম, গয়ায় গিয়ে পিণ্ডি দিতে, তা দেয়নি, তাই এদের বেলগাছে দশ বচ্ছর ব'সে আছি—গোঁ—গোঁ—গোঁ—

গণ। তবেরে, আবার মস্‌করামো, এই তোর ঠাকুরদাদাগিরী বা'র ক'র্‌ছি।

হল। তবে রে, আমায় তাড়াবি?

গণপতির ঘাড়ে কিল মারিয়া স্কন্ধে চড়ন ও সাতকড়ির পলায়ন

গণ। ও বাপ রে—বাপ রে, এ বড় দস্যি ভূত গো—দস্যি ভূত!—

অন্ন। ও মা গো, ও মা গো!

[অন্নপূর্ণার প্রস্থান।

গণ। ও হলধরবাবু, নামুন, নামুন—মারা যাব, মারা যাব!

হল। আমার একটা কাজ ক'র্‌তে পার্‌বি?

গণ। যা ব'ল্‌বেন, তাই ক'র্‌বো—যা ব'ল্‌বেন, তাই ক'র্‌বো। মা আসুন, দেখুন এসে, দুই উড়োন বাণে তাড়িয়েছি।

অন্নপূর্ণা ও সাতকড়ির পুনঃ প্রবেশ

অন্ন। হ্যাঁ গণকঠাকুর, ভাল হ'য়েছে তো? ঠাকুরপো ভাল হ'য়েছে—ঠাকুরপো ভাল হ'য়েছে?

হল। বৌদিদি, আমি কোথায় ছিলেম?

গণ। এই নাও খোকাবাবু, এই বিল্বপত্র নাও, আর তোমায় কেউ স্পর্শাতে পার্‌বে না।

অন্ন। ঠাকুরদাদা, আমার ঘরে নিয়ে খোকাঠাকুরপোকে শোয়াও তো; আর একজন ঝিকে ডেকে, বাতাস ক'র্‌তে বল; আমি গণক-কার ঠাকুরের সঙ্গে একটা কথা ক'য়ে যাচ্ছি।

হল। গা-টা কেমন ঝিম্‌ ঝিম্‌ ক'র্‌ছে।

[সাতকড়ির সহিত হলধরের প্রস্থান।

গণ। মা, এর জন্যে ভাব্‌বেন না। বিবেক করুন গে, আমি কবজ প'ড়ে শরীর শুদ্ধ ক'রে দিয়েছি। বিবেক করুন গে, আর কি এ'র কাছে আসে? বিবেক করুন গে, আমি তেমন বামুন নই।

অন্ন। গণককার ঠাকুর, কাকাবাবুর মেজাজ কেমন খারাপ হ'য়েছে। ওঁর বাচ-বিচার নাই,

মড়া ঘাঁটেন, মরা ছেলে শিশি পুরে পুরে রাখেন। হ্যাঁগা, আইবুড়ো মানুষ, কিছু তো দৃষ্টি-ফিষ্টি লাগে নি?

গণ। বিবেক করুন গে, আমি গুণে চাটুয্যেকে ব'লেছি, কিন্তু বিবেক করুন গে, ওঁর কাছে তো আমরা ঘেঁস্‌তে পারিনে; তা বিবেক করুন গে, উনি কবজও ধারণ কর্‌বেন না; তা বিবেক করুন, আমি একটা দ্রব্য পাঠিয়ে দেব, যদি কোন রকমে সোঁকাতে পারেন; সামান্য দ্রব্য বা কোন সরবতে মিশিয়ে খাওয়াতে পারেন, তা হ'লে যার যেখানে দৃষ্টি থাকুক, একেবারে জন্মের মত ছুটে যাবে।

অন্ন। না, আমি খাওয়াতে দাওয়াতে পার্‌বো না, আপনি একটা বেলপাতা প'ড়ে দিন।

গণ। মা, বিবেক করুন, বেল-পাতায় ব্রহ্মদৈত্য ছাড়ে, শাঁকচুর্ণির দৃষ্টি কি ছাড়ে?

অন্ন। আচ্ছা, আজ আপনি আসুন, আমি ঠাকুরপোদের সঙ্গে একটা পরামর্শ ক'রে যা হয় ক'র্‌বো।

গণ। বেশ তো, বেশ তো—আপনারা পাঁচজনে বিবেক করুন—বিবেক করুন; চাটুয্যে, চ'ল্লুম হে।

(নেপথ্যে) সাত। —দাঁড়াও, দাঁড়াও, কথা আছে—কথা আছে।

গণ। আমি বাইরে আছি।

[গণপতির প্রস্থান।

চাটুয্যে ও হলধরের পুনঃ প্রবেশ

অন্ন। খোকাঠাকুপো, একটু শুতে পার্‌লে না?

হল। বড় পেট কাম্‌ড়াচ্ছে।

অন্ন। দোরগোড়ায় শান্তেকে দাঁড়াতে বল।

[অন্নপূর্ণার প্রস্থান।

হল। শোন ঠাকুরদা, ও বিন্দি তোমার জন্যে মরে। ওর বেশ দশটাকা আছে, সব তোমায় দিয়ে যাবে, বাড়ীখানা শুদ্ধ তোমার নামে ক'রে দেবে; তবে লোকলজ্জায় কিছু ব'ল্‌তে পারে না।

সাত। হ্যাঁ,—তোমার সব মস্করামো—তোমার সব মস্করামো।

হল। বটে,—তবে যা তোমার মনে আছে কর।

সাত। বলি রকমখানা কি—রকমখানা কি? কি?

হল। তুমি ঠাট্টাই মনে ক'র্‌ছো; তবে আর কি, আমি চ'ল্লুম।

[হলধরের প্রস্থান।

সাত। দাঁড়াও না হে।—দাঁড়াও না, আমিও যাচ্ছি।

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

কালীকিঙ্করের বৈজ্ঞানিক কার্য্যগৃহ

কালীকিঙ্কর ও রঙ্গিণী

কালী। রঙ্গিণি! তুমি আর আমার কাছে এস না, আমি তোমায় প্রতিপালন ক'রেছি, এ কথা লোকে বুঝবে না, আমি তোমার বে-থা দেব মনে ক'রেছি। ঐ চাটুয্যে বলে, পাঁচ জনে পাঁচ কথা কয়, কাজ কি? তোমার প'ড়্‌তে ইচ্ছা হয়, আমি একজন বিবি ঠিক ক'রে দেব, তিনি তোমায় পড়াবেন। যে দিন কোন নূতন এক্সপেরিমেণ্ট (experiment) ক'র্‌বো, পাঁচজনের সঙ্গে এসে দেখো। আর তোমার যদি কোন ইনষ্ট্রুমেণ্টের (Instrument) প্রয়োজন হয়, লিখে পাঠিও, আমি পাঠিয়ে দেব।

রঙ্গিণী। ছোটবাবু, আমি আস্‌বো।

কালী। না, আর ভাল দেখায় না। বুঝ্‌তে পাচ্ছ না, তুমি এখন যুবতী, একটা অপবাদ র'ট্‌লে আর ভাল পাত্র পাওয়া যাবে না।

রঙ্গিণী। আমি বে' ক'র্‌বো না।

কালী। আচ্ছা, যদি কুমারী থেকে লেখা-পড়া শিখ্‌তে চাও, আমি আপত্তি করি না; কিন্তু বোঝ, সংসারে বিস্তর প্রলোভন, মন স্থির রাখা অতি কঠিন; তুমি কাঁদ্‌ছো কেন?

রঙ্গিণী। আর আমায় আপনার কাছে আস্‌তে দেবেন না!

কালী। পাগল, তোমার ইচ্ছা হয়, তুমি বৌমার কাছে রোজ এস, আমি যখন খেতে যাব, তোমার সঙ্গে কথা কইবো; তোমার যে সন্দেহ হয়, তখন জিজ্ঞাসা ক'রো।

রুক্মিণী। আমি আর আসবো না।

কালী। কেন বল দেখি, তোমার মনে কি হ'ল? তুমি কি মনে ক'র্‌ছো, তোমার উপর আমি রাগ ক'রেছি?

রুক্মিণী। আপনি আমায় ত্যাগ ক'র্‌লেন।

কালী। ছি ছি! তুমি অমন কথা মনে ক'রো না; তুমি আমার চ'ক্ষের উপর নির্ম্মল ফুলের মত ফুটেছ, তোমার গায়ে কেউ দাগ দেবে, এ আমার অসহ্য হবে। তুমি কি এ কথা বুঝ্‌তে পার না? তুমি তো জান,—আমি তোমায় ভালবাসি।

রুক্মিণী। আপনি কি বোঝেন না যে, আজ ছ'বছর সকাল হলেই কতক্ষণে আপনার কাছে প'ড়্‌তে আস্‌বো, কতক্ষণে আপনাকে দেখ্‌বো, এই আমার চিন্তা; যখন বাড়ী পাঠিয়ে দেন, আমার মনে হয়, কারাগারে যাচ্ছি; রাত্রে শুয়ে শুয়ে মনে করি, সূর্য্যদেব, শীঘ্র উদয় হও, দিন হ'লে আমি পড়্‌তে যাব। আমি চ'ল্‌লেম, আর আস্‌বো না।

[রুক্মিণীর প্রস্থান।

কালী। রুক্মিণি—রুক্মিণি— রুক্মিণি—সেই বালিকাই আছে।

হলধরের প্রবেশ

কালী। শুন্‌লেম না কি, তুমি চাটুয্যের কাছে টাকা নিয়ে বাজার ক'রে এনেছ? এ সব তোমার ভাল নয়, চাটুয্যে দুর্জ্জন হ'তে পারে, কিন্তু দুর্জ্জন দমন ক'র্‌বার তুমি কে? আর তুমি দুর্জ্জন নও কেন, চোরের টাকা চুরি করা কি চুরি নয়?

হল। আজ্ঞা, আমি যা নিয়েছি, ফিরিয়ে দেব।

কালী। আমি ফিরিয়ে দিয়েছি। তুমি লেখাপড়া শেখ নি, তাতে আমি দুঃখিত নই; তুমি লোকের উপকার ক'রে বেড়াও শুন্‌তে পাই, তাতে আমার আনন্দের সীমা নাই। একটী কথা আমার স্মরণ রাখ, পরোপকারী লোকমাত্রেই পরের অপকারীর উপর রাগ ক'রে শাস্তি দেবার চেষ্টা পায়, এমন কি, শাস্তি দেবার জন্যে কুকাজও করে, যেমন তুমি ক'রেছ; কিন্তু তুমি নিশ্চিত জেনো, যদি ব্রহ্মাণ্ডের নিয়মের পরিবর্ত্তন হয়, তথাপি কুকাজ দ্বারা কখনও সুফল ফলে না। প্রথমতঃ কুচিন্তা দ্বারা মন কলুষিত হয়, দ্বিতীয়তঃ কুকার্য্যের দ্বারা কুফল ফলে, আজকার তোমার এই কাজের যদি অপর কোন কুফল না ফলে থাকে, অন্ততঃ তোমার চাকর শান্তেকে শিখিয়েছ, কি ক'রে লোককে ঠকাতে হয়। আজ থেকে মনে রেখো যে, কারুর শাস্তি দেবার ভার তোমার উপর নয়; তোমায় দেখে লোক যেন কুশিক্ষা না পায়, সুশিক্ষাই পায়। জেনো, একজন বিশ্বের শাসনকর্ত্তা আছেন, তিনি সৎ, অসৎকার্য্য তাঁর অপ্রিয়। যাও, দু'জন ভিজিটার এসেছেন, হেথা পাঠিয়ে দাও।

[হলধরের প্রস্থান।

ডাক্তার গুঁই ও কৃষ্ণধন বাবুকে লইয়া মাধবের প্রবেশ

মাধব। ডাক্তার গুঁই, কৃষ্ণধন বাবু! মাই অংকল (uncle) বাবু কালীকিঙ্কর বসু। (উভয়ে সেকহ্যাণ্ড ও উপবেশন)

ডাক্তার গুঁই। শুনতে পাই, আপনি কংগ্রেস-বিরোধী, আপনার ন্যায় বিজ্ঞ ব্যক্তির এ বিরোধ উচিত নয়।

কালী। আমি বিরোধী নই, আমি উদ্দেশ্য বুঝ্‌তে পারি না।

কৃষ্ণ। আপনি হিউম সাহেবের লেক্‌চার প'ড়েন নি?

কালী। তাঁর মতের সহিত আমার ঐক্য নাই। তিনি রাজাদের গোপনে অর্থ দিয়ে কংগ্রেসের সাহায্য ক'র্‌তে বলেন।

ডাক্তার। প্রকাশ্য সাহায্যে গভর্ণমেণ্ট বিরূপ হবেন।

কালী। আমি বুঝেছি; আপনারা কি বিবেচনা করেন, গভর্ণমেণ্টকে লুকুনো সহজ? আর যদিও সহজ হয়, যে কাজে গভর্ণমেণ্টের বিদ্বেষ, সে কাজ গোপনে করা কখনও যুক্তি-সিদ্ধ নয়।

কৃষ্ণ। আরে মশাই, সব লুট্‌লে—লুট্‌লে।

কালী। সে লুট কি আপনি নিবারণ ক'র্‌বেন? নিশ্চিত জানবেন, ভারত-অধিকারে

ইংলণ্ডের স্বার্থ আছে, সে স্বার্থ কি ত্যাগ ক'র্‌বেন? হিউম সাহেব যদি ভারতবর্ষের দুঃখে দুঃখিত হ'য়ে থাকেন, তিনি সমস্ত অবস্থা তাঁর স্বদেশীকে বোঝান; যিনি যথার্থ লোকহিতকারী, তিনি একাই সহস্র, তাঁর কার্য্য কখনই বিফল হয় না।

ডাক্তার। অ্যাজিটেসন আবশ্যক, ভারতবাসীর অভাব, ভারতবাসীর রিপ্রেজেণ্ট (represent) করা উচিত।

কালী। কি রিপ্রেজেণ্ট ক'র্‌বেন?

কৃষ্ণ। আরে মশাই, বুঝ্‌ছেন না, কোটি কোটি টাকা খাজনা উঠ্‌ছে; আমাদের দেশ, সাহেবেরা বিলাত থেকে এসে বড় বড় চাক্‌রী নিয়ে সেই টাকা খাচ্ছে, কোটি কোটি টাকা সৈন্যের ব্যয়ে যাচ্ছে, এই সকল টাকা কমাতে পার্‌লে, ভারত ওভারট্যাক্সট্‌ (over-taxed) হয় না, ভারতে এত গরীব থাকে না।

ডাক্তার। আর দেখুন, কংগ্রেসে অন্য কিছু হ'ক না হ'ক, একটা পলিটিক্যাল (Political) ভ্রাতৃভাব জ'ন্মেছে।

কালী। আমার মতে ভারতে রিলিজাস্‌ ইউনিটী (Religious unity)-ভিন্ন অপর কোন ইউনিটী হ'তে পারে না। আপনারা ব'লছেন, পলিটিক্যাল ইউনিটী হ'য়েছে, আর রাজ্যশাসনের ব্যয় কমাতে চান; ভাল, যে ব্যয় কমান আপনাদের হাতে আছে, সেইটে আগে করুন। গ্রাম, পল্লী, সহর—মকদ্দমায় উৎসন্ন যাচ্ছে, সব বড়লোক একত্র হ'য়েছেন, পঞ্চায়েত ক'রে মকদ্দমার সর্ব্বনাশ নিবারণ করুন; তাতে বিস্তর জজের মাইনে কমে যাবে, কোর্ট-ফি বেঁচে যাবে, কৌন্সুলীরা কাঁড়ী কাঁড়ী টাকা নিয়ে যাচ্চে, সে টাকা দেশে থাক্‌বে। চরক বলেন, যে দেশে উকীল প্রধান, সে দেশ ত্বরায় উৎসন্ন যায়। তাঁর মতে ব্যবহারজীবীর সংখ্যা-বৃদ্ধি—মারীভয়ের অন্যতম কারণ।

কৃষ্ণ। ডাক্তার, নোট ডাউন (Note down),—আদালত তুলে দিতে চান।

কালী। মোড়ে মোড়ে মদের দোকান তুলে দিন। বড়লোক একত্র হ'য়েছেন, যে মদ খাবে, তাকে সামাজিক শাসন করুন,—নিজ নিজ দৃষ্টান্ত দ্বারা সাধারণকে শিক্ষা দিন। চক্ষের উপর দেখ্‌ছেন, দীনদরিদ্র প্রভৃতি ইংরাজী চালে চলে, আয় অনুসারে ব্যয় ক'র্‌তে পারে না,—তাতে যে কি সর্ব্বনাশ হ'চ্ছে, একটু চিন্তা ক'র্‌লেই বুঝতে পারেন। এমন কুটীর নাই, যেখানে মদের বোতল, শিলপ বোতাম, সাবান সেঁধুন নাই। যদি বড়লোক একত্র হ'য়ে থাকেন, সাধারণকে সুনীতি শিক্ষা দিন, পরিমিতাচারী হ'তে বলুন, বিলাতে টাকা না পাঠিয়ে, সেই টাকায় দীন-দরিদ্রের সাহায্য করুন।

কৃষ্ণ। ডাক্তার, নোট ডাউন, সিভিলিজেসন্‌ (Civilization) তুলে দিতে চান।

কালী। না, আপনি আমার কথার মর্ম্ম বুঝ্‌ছেন না, আমি ইংরাজের অনুকরণের বিরোধী। ইংরাজের আচার ব্যবহার—ইংরাজের উপযোগী,—ভারতের অহিতকর।

কৃষ্ণ। ডাক্তার, নোট ডাউন, ইংরাজ-বিরোধী হ'তে বলেন।

ডাক্তার। গুড্‌বাই, আমরা চ'ল্লেম।

কালী। আমি যা বল্লুম, আপনারা কি অসংগত বিবেচনা করেন?

ডাক্তার। ও নো, ও নো, গুড্‌ বাই গুড্‌ বাই (Oh! no, oh no, good bye, good bye)।

[ডাক্তার গুঁই ও কৃষ্ণধন বসুর প্রস্থান।

কালী। মাধব, এদের এনেছিলি কেন?

মাধব। ওঁরা দেখা ক'র্‌তে চাইলেন।

কালী। আমার কথা সব পাগ্‌লামো মনে ক'র্‌লে, না?

মাধব। আজ্ঞে, না না।

কালী। ওদের দলে মিশিস্‌ নে, যথাসাধ্য পরের উপকার কর্‌; এই ফেমিন্‌ (Famine) হ'য়েছে, গরীবের উপকার ক'র্‌বার সুযোগ সম্পূর্ণ উপস্থিত। আর দেখ, আমি কাগজ-পত্র দেখেছি, কতকগুলো অন্যায় ক'রে বিষয় নেওয়া হ'য়েছে, ও সব ভাল নয়। নাবালক, বিধবা, দরিদ্র,—সে সব ফিরিয়ে দে; যদি আমায় সাক্ষী দিতে হয়, সত্য ব'ল্‌তে হবে; ফিরিয়ে দে, আমার বখরা থেকে যাবে, আমি লিখে দিচ্ছি।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

অন্তঃপুর

অন্নপূর্ণা, ডাক্তার গুঁই ও মাধব

অন্ন। ডাক্তার সাহেব, তবে কি হবে?

ডাক্তার। লিউন্যাটিক অ্যাসাইলামে (Lunatic Asylum) দেওয়া ভিন্ন তো আমি কিছু উপায় দেখ্‌ছি না।

অন্ন। সে আবার কি?

ডাক্তার। পাগলা গারদ।

অন্ন। ও মা, কি হবে! না ঠাকুরপো, পাগ্‌লা গারদে পাঠাতে পার্‌ব না; তুমি ঘরে রেখে চিকিৎসাপত্র কর।

মাধব। তোমার যেমন মেয়েমানুষের বুদ্ধি, কোন্ দিন উলঙ্গ হ'য়ে নাচুন, নয় ইংরেজে ধ'রে নিয়ে গে ফাঁসী দি'ক, উনি পাগলামোর চোটে যে কি বলেন, কি না বলেন, তার তো আর ঠিকানা নাই। বলেন, "সাহেব তাড়াবো, বিলাত ডুবিয়ে দেব।"

অন্ন। তবে ঠাকুরপো, কি হবে! আহা, অমন মানুষ, এমন হ'ল কেন গা!

মাধব। পাগলাগারদ ভিন্ন উপায় নাই। তুমি ব'ল্‌ছো, ঘরে রেখে চিকিৎসা ক'র্‌বে, তা উনি ওষুধপত্র খাবেন কি? এই ডাক্তারে দু'তিনবার স্নান ক'র্‌তে ব'ল্‌ছে, তাই যার স্নান ক'রতে চান না, এই সকালে চা খান, তা বৌদিদি, তুমি এক দিন মিছরির সরবৎ খাওয়াও দেখি।

অন্ন। হ্যাঁ, তা আমি অনেক ব'লে দেখেছি, তিনি খেতে চান না, বলেন ঠাণ্ডা হবে।

ডাক্তার। পাগলের লক্ষণই ঐ, ঠাণ্ডা ক'র্‌তে, স্নান ক'র্‌তে নারাজ হয়।

অন্ন। তা কিন্তু ওঁর কফের ধাত, উনি কখনই ঠাণ্ডা ক'র্‌তে চান না।

মাধব। বৌদিদি, তুমি ওঁর হাতে হাতকড়ী, পায়ে বেড়ী না দিয়ে বুঝি ছাড়্‌বে না?

অন্ন। ঠাকুরপো, বেজার হোয়ো না,—বেজার হোয়ো না, আমি মেয়েমানুষ কি অত শত বুঝি?

মাধব। পাগ্‌লাগারদে যেতে দেবে না, ঘরেও চিকিৎসা ক'র্‌তে পার্‌বে না, তবে উপায়?

অন্ন। দেখ ঠাকুরপো, গণককার ঠাকুর আমায় একটী ভস্ম দিয়েছেন; উনি খাবার আগে যে পোর্ট খান, তাতে একটু দিয়ে, সে খাওয়াতে বলে,—আমি ভয়ে খাওয়াতে পারি নি।

মাধব। তাতে কি হবে?

ডাক্তার। না, না, আপনি বোঝেন না, ও দু'একটা ওষুধ ওদের খুব ভাল আছে, আপনি আনুন দেখি।

[অন্নপূর্ণার প্রস্থান।

ওষুধের কথা চাটুয্যে আমায় ব'লেছে, সেই যোগাড় ক'রে দিয়েছে, "যা শত্রু পরে পরে," আমাদের উপর ঝুঁকি আস্‌বে না।

অন্নপূর্ণার পুনঃ প্রবেশ

অন্ন। ডাক্তার সাহেব, এই দেখুন।

ডাক্তার। ওষুধ ভাল হ'তে পারে, কিন্তু আমার মতে পাগ্‌লা গারদে দেওয়া উচিত; আপনাদের যা বিবেচনা হয় ক'র্‌বেন; আমার একটা আরজেণ্ট কল (urgent call) আছে, আমি চ'ল্লেম।

অন্ন। ডাক্তার সাহেব, আমি কি ক'র্‌বো, ব'লে যান।

ডাক্তার। আমি তো ব'লেছি অ্যাসাইলামে পাঠান; আপনারা পরামর্শ করুন, আমি বিকালে আস্‌ছি।

[ডাক্তারের প্রস্থান।

অন্ন। ঠাকুরপো, কি বল, খাইয়ে দেখ্‌বো কি?

মাধব। যদি পাগ্‌লা-গারদে না পাঠাতে চাও, তা হ'লে একটা উপায় ক'র্‌তে হবে তো।

অন্ন। যা থাকে অদৃষ্টে, আমি ওষুধ খাওয়াই, কি বল?

মাধব। আমিও ভাব্‌ছি। গারদে পাঠানোটা উচিত নয় বটে, সেখানে মার-ধর করে,—পায়ে বেড়ী দেয়।

অন্ন। মারে! ও মা, তা আমি কখনো পাঠাতে পার্‌ব না! অদৃষ্টে যা থাকে, আমি এই ওষুধ খাইয়ে দেখি।

মাধব। মেয়েমানুষ, কিছু বুঝবে না, শুনবে না, যা বোঝ কর।

[মাধবের প্রস্থান।

অন্ন। ও মা, আমি পাগলা-গারদে পাঠাব না।

কালীকিংকরের প্রবেশ

কালী। মা, আমার ভাত হ'য়েছে?

অন্ন। বামুনঠাকুর, ভাত আনো ত গা।

কালী। আমার সে ওষুধটা কোথা গা?

অন্ন। ও ঘরে তুলে রেখেছি, আন্‌ছি।

[অন্নপূর্ণার প্রস্থান।

কালী। প্রকারান্তরে এটা মিছে কথা হয়। যদিচ ওষুধের জন্য এটা ব্যবহার করি, পোর্টকে ওষুধ বলা ঠিক নয়।

বোতল ও গেলাস হস্তে অন্নপূর্ণার পুনঃ প্রবেশ

মা, এ কি জান?

অন্ন। অ্যাঁ! কই! কি! কি!

কালী। এ কি জান, এ অনেকের জীবন রক্ষা ক'রেছে, আর অনেক অট্টালিকা মাঠ ক'রেছে। দেবাসুর উভয়েই এ পান করে। এ পোর্ট, মদ, আমি ডাক্তারী প্রেস্‌ক্রিপসন্‌ মত ব্যবহার করি। কিন্তু মা! তোমার সংগে আমার এই কথা, যে দিন এই দাগের বেশী ঢেলে খাব, সে দিন যেমন ছেলের হাত থেকে বিষ ফেলে দেয়, তেমনি করে ফেলে দিও।

পাচকের অন্ন-ব্যঞ্জন লইয়া প্রবেশ এবং যথাস্থানে রাখিয়া প্রস্থান ও কালীকিঙ্করের আহার করিতে বসিয়া পোর্ট পান

মা, কি ক'র্‌লে! সর্ব্বনাশ ক'র্‌লে! সর্ব্বনাশ ক'র্‌লে! মেরে ফেল্‌লে! বুঝেছি, বুঝেছি, তোমায় পরামর্শ দিয়েছে, তুমি বুঝতে পারনি। (পতন)

অন্ন। ও গো, কি হলো গো! কি সর্ব্বনাশ ক'র্‌লেম!

কালী। মা, চেঁচিও না, চেঁচিও না, আমার জ্ঞান থাক্‌তে থাক্‌তে লিখে দিই যে, আমি আপনি খেয়েছি। না, মিছে হবে, তুমি ওষুধ মনে ক'রে দিয়েছ। শত্রু! শত্রু! আমায় মেরেছে, তোমায় বাঁধাবে! আন আন,—ও হোলি এনার্জি (Oh! Holy Energy)! (মূর্চ্ছা)

অন্ন। ওগো, কি হ'লো! কি সর্ব্বনাশ কর্‌লুম গো! পিতৃহত্যা ক'র্‌লুম।

বিন্দুর প্রবেশ

বিন্দু। কি গো, কি গো!—

অন্ন। ও বিন্দু! সর্ব্বনাশ ক'রেছি! কাকাবাবুকে বিষ খাইয়েছি, কাকাবাবু মরেন!

রঙ্গিণীর প্রবেশ

রঙ্গিণী। না না ছোটবাবু, তুমি মরো না, আমি কোথায় যাবো—আমি কোথায় দাঁড়াবো! ছোটবাবু, ছোটবাবু, ওঠো, ছোটবাবু—ছোটবাবু!—

কালী। উঃ উঃ—

বিন্দু। আমি ডাক্তার আন্‌তে পাঠাই, তোমরা ধরাধরি ক'রে ঘরে নিয়ে গিয়ে তোল'।

রঙ্গিণী। ছোটবাবু, ছোটবাবু, তুমি চোখ চাও, আমি তোমায় কখনও ম'র্‌তে দেবো না! কখনও ম'র্‌তে দেবো না! ছোটবাবু, ছোটবাবু, তোমার পায় পড়ি, তুমি ম'রো না, আমি বড় কাঁদ্‌বো, আমি তোমায় না দেখ্‌তে পেলে বাঁচ্‌বো না।

কালী। উঃ!

দ্বিতীয় অংক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কালীকিঙ্করের বহির্ব্বাটী

যাদব, অ্যাটর্ণি সিদ্ধেশ্বর দাস ও সাতকড়ি

সিদ্ধে। ইউ সো এ বোল্‌ড ফ্রণ্ট (You show a bold front), আপনি সাহস করুন, প্রথমতঃ একটা ক্রিমিন্যাল কেস ইনিষ্টিটিউট (institute) করুন, আপনাদের বৌয়ের নামে আর আপনার দাদার নামে অ্যাটেম্‌ট অ্যাট মার্ডার (Attempt at murder) চার্জ্জ, এই চাটুয্যে মশাই ব'ল্‌ছেন, প্রমাণ হবে যে, আপনার দাদা আর বৌ দু'জনে শলা ক'রে আপনার খুড়োকে বিষ খাইয়েছেন। ক্রিমিন্যাল্‌

সমনস্ (Summons) পেলেই জিব বেরিয়ে প'ড়বে।

সাত। না উকীল বাবু, ও ফৌজদারীতে আর কাজ নাই, আপনি সিভিল সুটে (Civil suit) যান।

সিদ্ধে। কেন, এ ক্লিয়ার কেস, আপনি তো প্রমাণ দেবেন যে, একজন গণককারের কাছে বিষ নিয়েছেন, সেই বিষ দু'জনে পরামর্শ ক'রে খাইয়েছেন।

সাত। আর দেখুন, সিদ্ধেশ্বর বাবু, এই বামুনের ছেলেকে এ বুড়ো-বয়সে আর ফৌজ-দারীতে টানাটানি ক'র্‌বেন না; ও আপনি দেওয়ানীই করুন। আপনি এই দেওয়ানী কেস্‌টা সুরু করুন, আপনাকে কত কেস্ দেব।

সিদ্ধে। হুঁ।

সাত। কি বলেন ছোটবাবু, ফৌজদারীতে কি সুবিধা হবে?

যাদব। সিদ্ধেশ্বর বাবু, ও ফৌজদারীতে কাজ নেই, ঘরের বৌকে নিয়ে টানাটানি!

সিদ্ধে। তা আপনি যেমন ইনষ্ট্রাক্‌ট (instruct) ক'র্‌বেন।

সাত। আর ফৌজদারী ক'র্‌তে চান, তাও হবে, ঐ যে ত্যজ্যপুত্র করা একখানা জাল দলিল বা'র ক'রেছেন, জালিয়াৎ মকদ্দমায় ফেল্‌বো।

সিদ্ধে। দেখুন, আমার মাথা থেকে ক্রিমিন্যাল সুট (Suit)টা যাচ্ছে না, ডক্‌টর ডি, যিনি আপনার খুড়োর ষ্টমাকের কণ্টেণ্টস্ (Contents) অ্যানালাইজ (analize) করেন, তাঁর ঠেঙে কেস্‌টা শুনেছি। আপনার ভাইয়ের ইচ্ছা, আর পুলিসে সেইরূপ রিপোর্টও ক'রেছেন যে, প্রমাণ হয়, আপনার খুড়ো আত্মহত্যা ক'র্‌তে গিয়েছিলেন। কিন্তু এই চাটুয্যে মশাই সাক্ষী দিলেই সব উল্টে যাবে। এই যে মিষ্টার ডি!

মিষ্টার ডি, ডাক্তারের প্রবেশ

যাদব। গুড মর্ণিং!

মিঃ ডি। হা ডুডু (How do you do)? এই যে, মিষ্টার সিদ্ধেশ্বর আছেন, এবার কংগ্রেসের কি ক'র্‌ছেন?

সিদ্ধে। ওহে, সে কথা পরে হবে, ইনি এখন আমাকে অ্যাটর্ণি এন্‌গেজ (engage) ক'র্‌ছেন।

সিদ্ধে। ইনি ক্রিমিন্যাল কেস্ ক'র্‌তে চান না।

মিঃ ডি। সে কি! এ ক্লিয়ার কেস্ অফ পয়েজনিং (Clear case of poisoning)। আপনার দাদা ডাক্তার গুঁইকে দিয়ে প্রমাণ ক'র্‌তে চান যে, আপনার খুড়ো আত্মহত্যা ক'র্‌তে বিষ খেয়েছেন। পারেন ভাল, আমরা মেডিক্যাল ম্যান, আমরা উকীল নই, কিন্তু আমায় যদি সফিনা করা হয়, তা' হলে আমি ব'ল্‌বো যে, আপনাদের বৌঠাক্‌রুণ আমার কাছে কন্‌ফেস্ (confess) ক'রেছেন, তিনি আপনার দাদার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে বিষ দিয়েছেন। আর অবস্থা বুঝুন না, যে আত্ম-হত্যা ক'র্‌বে, সে ঘরে দোর দে ক'র্‌বে, ভাত খেতে এসে পোর্টের সঙ্গে বিষ খাবে কেন?

সাত। দেখুন, ও কথাটা ছেড়ে দিন, ও নানান্ হ্যাঙ্গামা—নানান্ উৎপাত।

সিদ্ধে। আপনার ভয় কি, যদি এতে আপনি জড়ানো থাকেন, তা' আপনাকে কুইন্স এভিডেন্স (Queen's Evidence) ক'রে দেবো।

টি, রে, কৌন্সুলীর প্রবেশ

টি, রে। হ্যালো (Hallo)! আপনারা কি কংগ্রেস ছেড়ে দিয়েছেন না কি? কিছু উদ্যোগ দেখ্‌তে পাচ্ছিনে, ঢেউ দেখে হাল ছেড়ে দিলেন না কি?

সিদ্ধে। সে তো এখন দিন আছে, আপাততঃ এই উপস্থিত মকদ্দমায়—কি বলেন?

টি, রে। আমি তো আপনাকে ওপিনিয়ন দিয়েছি যে, ক্রিমিন্যাল সুট করুন।

মিঃ ডি। দ্যাটস্ ইট (That's it)।

সিদ্ধে। ঐ শোনেন, সকলেই আপনাকে এই অ্যাড্‌ভাইস (advice) ক'র্‌বে।

সাত। (স্বগত) ইস্! ফ্যাঁসাদে ফেল্‌লে! নালা কেটে জল আন্‌লুম! আমিই তো গণকের কাছ থেকে বিষ এনে দিই।

কালীকিঙ্করের প্রবেশ

কালী। এরা কে?

সাত। ইনি কৌন্সুলী সাহেব, ইনি উকীলবাবু, ইনি ডাক্তার সাহেব।

কালী। হুঁ, উপযুক্ত ভাইপো! কৌন্সুলী সাহেব, উকীলবাবু, ডাক্তার সাহেব, চাটুয্যে মশাইও আছেন; কাজ খুব শীগ্‌গির এগোচ্ছে —খুব শীগ্‌গির এগোচ্ছে; মাঠ হ'য়ে যাবে—মাঠ হ'য়ে যাবে! ঠিক ঠাক্ রেওয়া, রেওয়ার মুহুরী বড় মজপুত—বড় মজপুত! দাদা ম'র্‌বার পর থেকে ঘর জ্বালান, গ্রাম লুঠ, নাবালকী বিষয়, বিধবার সম্পত্তি ঘরে আনা, কড়ায় গণ্ডায় হিসাব—রেওয়ার মুহুরী বড় মজপুত—বড় মজপুত!

যাদব। কাকামশাই, যান্ যান্, ঘরে যান।

কালী। ঘরে! না, না,—আজ মাঠে শোব, মাঠে শোব, অভ্যাসটা চাই—অভ্যাসটা চাই! আজ এক ঘণ্টা, কাল দু'ঘণ্টা, ক্রমে ক্রমে অভ্যাস ক'র্‌তে হবে, বড়বৌকে ধর্ম্মডাক দেব, যায়—সঙ্গে যাবে।

টি, রে। (যাদবের প্রতি) ইনি কি ক্র্যাক্‌ট্ (Cracked)?

কালী। কৌন্সুলী সাহেব কি ব'ল্‌ছেন —পাগল, পাগল; পাগলের হাটবাজার,—এই আমি পাগল, তুমি পাগল, ইনি পাগল; দেখাও দেখি পাগল কে নয়? তবে কেউ ধরা পড়ে, আর কেউ পাঁচ পাগলের সঙ্গে চ'লে যায়। চাটুয্যে, চাটুয্যে, দিনকতক বেঁচে থেকো, এখনও বাংলায় বড় ঘর আট দশটা আছে, সব মাঠ ক'রে ফেল—মাঠ ক'রে ফেল! ঘাস হোক, ছেলেরা ফুটবল খেলুক, রাজনৈতিক সভা হ'য়ে দেশ-হিতৈষীদের বক্তৃতা হোক্।

টি, রে। ইনি কি আপনার কাকা? কই, কংগ্রেসে তো এঁ'র নামে চাঁদা দেখি না?

কালী। কি—কি!

টি, রে। মশাই, কংগ্রেসে চাঁদা দেন না কেন?

কালী। ওহো হো, বুঝেছি—বুঝেছি—একতা! ভ্রাতৃভাব! সেখ, সায়েদ, মোগল, পাঠান, মারহাট্টা, তৈলঙ্গি, ভোট্টা, খোট্টা, বোম্বাই, মান্দ্রাজী, বাঙালী—গলাগলি ক'রে ভ্রাতৃভাব; উকীল, কৌন্সুলী, প্লিডার, মোক্তার—ভ্রাতৃ-ভাবের পাণ্ডা।

টি, রে। আপনি কি বলেন, কংগ্রেস ভাল না?

কালী। ভাল নয়, এ কথা আমার মুখ দিয়ে বেরুবে না; উকীল কৌন্সুলী না কর্ত্তা হ'লে, ভ্রাতৃভাব না ঘরে ঘরে সেঁধুলে—দেশটা মাঠ হবে কি ক'রে! ভ্রাতৃভাব! ভ্রাতৃভাব! উকীল, কৌন্সুলী, প্লিডার, মোক্তার,—সোজায় কি হিসেব নিকেশ মেটে?

টি, রে। আপনি তো বড় নির্ব্বোধ।

মিঃ ডি। মিষ্টার রে, কার সঙ্গে কথা ক'চ্ছেন?

কালী। ভ্রাতৃভাব! ভ্রাতৃভাব!

টি, রে। মিষ্টার ডি, আপনি ব'ল্‌ছেন উনি পাগল? দুষ্ট। লিগ্যাল (Legal) প্রোফেসনের উপর ভারি হেট্রেড্ (Hatred)।

টি, রে। আপনি জানেন? সাহেবরা দেশের সর্ব্বনাশ ক'র্‌ছে; আমাদের দেশ, আমরা খাজনা দিই, বড় বড় চাকরী সব সাহেবরা পাচ্ছে। ক্রোর, ক্রোর টাকা সৈন্যের জন্য ব্যয় হ'চ্ছে; এ সব দাব্‌তে হবে—দাব্‌তে হবে, তা নইলে দেশ উচ্ছন্ন যাবে।

যাদব। মিষ্টার রে, আপনি ওঁকে কি বোঝাচ্ছেন?

টি, রে। আপনি জানেন না, আপনাদের একে বোঝান' উচিত; পাগলামো ক'র্‌তে হয়, অন্য বিষয় নিয়ে করুন। দেশের লোক সব আহাম্মক, পাগলই হোক আর যাই হোক, ওঁর কথা শুনে ব'ল্‌বে কি জান—যে ঠিক কথা ব'ল্‌ছে। আর পাগল হয়, পাগ্‌লা-গারদে দিন। আপনি জানেন, কৌন্সুলীরা দেশের মাথা?

কালী। জানি—জানি—খুব জানি! ছেলে-বেলা থেকে জানি। এ'রা না থাক্‌লে বড় বাড়ী হতো না, ঘর হতো না, পরের বিষয় ঘরে আস্‌তো না, ঘর জ্বালান, গ্রাম লুঠ চ'ল্‌তো না, প্রজায় জমীদারে ঝগড়া বাধ্‌তো না, ভায়ে ভায়ে কাটাকাটি হতো না, ভাইপো বিষ খাওয়াত না। এরা নূতন সাহেব, কালা সাহেব, লাল-সাহেব ভাল লাগে না। সাহেবী কোট, সাহেবী

হ্যাট, সাহেবী খাওয়া, সাহেবী চাল, সাহেবী ছেলের বাপ, সাহেবী দেশে বাড়ী;—সাহেব ধ্যান, সাহেব জ্ঞান, সাহেব মন, সাহেবী প্রাণ, সব সাহেবী,—শুদ্ধ কালা রংটুকু ঢাক্‌তে পারেন নি; এঁরা নতুন সাহেব, পূজা খাবার জন্য প্রচার হ'চ্ছেন। সব সাহেব চ'লে যাক্, শুধু জজ সাহেব থাকুক। গ্রামে গ্রামে হাইকোর্ট হোক, মায়-ব্যাটায় মকদ্দমা হোক; সুবিচার হোক—সুবিচার হোক; ওঁরা বক্তৃতা দিন, বাড়ী-ঘর-দোর বেচে ওঁদের পূজা দাও। ভ্রাতৃভাব—প্রেমভাব—দেশের উন্নতি হ'তে দাও!

টি, রে। একে লিউন্যাটীক অ্যাসাইলামে পাঠান না কেন?

কালী। ব'ল্‌তে হবে না, ব'ল্‌তে হবে না; আপনার আগে পরামর্শদার ছিল, পরামর্শ দিয়ে গেছে। আপনার আগে উকীল এসেছে, ডাক্তার এসেছে, পাগল সাব্যস্ত ক'রেছে; পরামর্শ দিয়েছে,—বই প'ড়ে মাথা খারাপ হ'য়েছে, ডাক্তারে অপিনিয়ন দিয়েছে, উকীল-কৌন্সুলী লড়াই ক'র্‌বে,—যাতে বিচারে সাব্যস্ত হয়, আমি পাগল। কেন জান? আমার উপযুক্ত ভাইপো জানে, আমি মিথ্যা কথা কব না, চাটুয্যে মশাই জানেন, আমি মিথ্যা কথা কব না; সত্য কথা কই, ছেলেবেলা থেকে অভ্যাস হ'য়েছে, কি ক'র্‌বো বল! যখন আপনারা আনাগোনা ক'র্‌ছেন, মামলা বাধবেই, আমি সত্য কথা ব'ল্‌লে ভাই বঞ্চিত হবে না, ভাজ বঞ্চিত হবে না। আমি পাগল হ'লে সব ল্যাঠা মিটে যায়; আমার অর্দ্ধেক বখ্‌রা শুদ্ধ হাতে আসে। পাছে কারুকে দিয়ে যাই, পাছে অতিথিশালা ক'রে যাই, পাছে পিস্‌তুতো ভাই কিছু পায়, আমি ম'লে পরে সব আপদ্ চুকে যায়; তাই বিষ দিয়েছিল—তাই বিষ দিয়েছিল, পাগ্‌লা গারদের তোয়াক্কা করে নাই। বুঝলে কৌন্সুলী সাহেব, আপনাদের উপরও মৎলববাজ আছে। দৈবি বেঁচে গেলুম— বেঁচে গেলুম, কিন্তু কাজ হ'য়েছে, পাগল সাব্যস্ত হ'য়েছে।

যাদব। চলুন চলুন মশাই, উনি একেবারেই উন্মাদ হ'য়েছেন।

কালী। উন্মাদ! উন্মাদ! উন্মাদ ভিন্ন এ সংসারে সত্য কথা কে ব'ল্‌তে চায়! মিথ্যা সাক্ষী দিতে কে নারাজ হয়! ব'য়ে লেখা আছে, —সত্য কথা ব'ল্‌তে হয়, পরামর্শ দিতে হয়—সত্য কথা ব'ল্‌তে হয়; ছেলেদের শেখাতে হয় —সত্যকথা ব'ল্‌তে হয়; বড় হ'লে সত্যকথা ব'ল্‌তে নেই, বিষয়-কর্ম্মে সত্যকথা ব'ল্‌তে নেই, পাগল বলে—পাগল বলে, বুঝ্‌লে?

[কালীকিঙ্করের প্রস্থান।

যাদব। চাটুয্যে মশাই, সঙ্গে যান—সঙ্গে যান, ঘরে রেখে আসুন, নইলে আবার এখনই ফির্‌বেন।

[সাতকড়ির প্রস্থান।

যাদব। বৌ একেবারে বদ্ধ পাগল ক'রে ছেড়ে দিয়েছে। কথাটা কি জানেন মিষ্টার রে, গঙ্গাধর মুখুয্যের একটি তালুক ছিল, দেনার জ্বালায় তিনি বাবাকে বিক্রী করেন; তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ছেলেরা মামলা-মকদ্দমা ক'রে তালুক ছাড়িয়ে নিতে আসে;—কাকা মশায়ের ধারণা যে, তালুকটি ফাঁকি দিয়ে নেওয়া হ'য়েছে। ভাগ্যিস্ উনি ব্যামোয় প'ড়লেন, তা নৈলে মেজদাকে জেলে দিয়েছিলেন আর কি! কিন্তু সে এক রকম হ'তো মন্দ নয়, "যা শত্রু পরে পরে।" কি বুঝ্‌তে কি বুঝ্‌লেন। ওঁর ছেলে-বেলা থেকে বাইয়ের ছিট আছে।

সিদ্ধে। যাক্, আপনি ক্রিমিন্যাল সুট করুন, চাটুয্যের কথা বিশ্বাস ক'র্‌বেন না, ও আপনার ভাইয়ের পক্ষ; আমার বোধ হ'চ্ছে, ও এতে জড়ান' আছে ব'লে মকদ্দমায় ভাংচি দিচ্ছে। লড়াই জেতা চাই, তোপের মুখে যে উড়ুক। বৌ জেলে যাক্, চাটুয্যেই জেলে যাক্ বা আপনার মেজ-দাদাই যান, তাতে আপনার কি? কার্য্যোদ্ধার চাই।

যাদব। তা যে রকম আপনারা অ্যাডভাইস (advice) দেবেন, সেই রকমই আমি ক'র্‌বো। ভাল কথা মনে, পাগলা শুন্‌তে পাই নাকি, একখানা উইল ক'রেছে, তাতে নাকি যাদের যাদের বিষয়, মকদ্দমা ক'রে বেচে নেওয়া গিয়েছে, শুন্‌তে পাই, ওঁর সেয়ার থেকে কি সব দিয়ে যাবেন।

সিদ্ধে। উনি লিউন্যাটীক্ (Lunatic), ওঁর আবার সেয়ার কি? সে সব কিছু ভাব্‌বেন না, গুড ডে (Good day)।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাংক

কক্ষ

কালীকিঙ্কর, শান্তিরাম ও বিন্দু

কালী। বিন্দি, তোর মেয়ে কোথায়?

বিন্দু। বড় বৌঠাকরুণকে কীর্ত্তন শোনাচ্ছে।

কালী। বেশ, তুই নাটক ক'রতে পারবি?

শান্তি। (জনান্তিকে) বল্—হঃ।

বিন্দু। হঃ!

কালী। আচ্ছা, ইংরাজী নাটক ক'র্‌বি, না বাংলা নাটক ক'রবি বল্?

শান্তি। (জনান্তিকে) ক—ইঞ্জিরি, ক—ইঞ্জিরি।

বিন্দু। ইঞ্জিরি।

কালী। তবে ওঠ্, এই ঘড়াঞ্চির উপর ওঠ্।

বিন্দু। আজ্ঞে আমি উঠ্‌তে পার্‌বো না।

কালী। শান্তে, কাঁধে ক'রে তুলে দে।

শান্তি। আজ্ঞা, এই চাটুয্যে মশাই আস্‌তিছেন, উনি ঘড়াঞ্চায় উঠ্‌বে অ্যানে।

কালী। বিন্দি, তবে কি তুই মেল পার্ট (Male part) অ্যাক্ট (act) কর্‌বি?

শান্তি। (জনান্তিকে) বল্—হঃ, বল্—হঃ।

বিন্দু। আজ্ঞে।

কালী। বেশ কথা, এই কোট (coat) পর।

বিন্দু। আজ্ঞে, ও আমি মেয়েমানুষ, কি প'রতে পারি?

কালী। দাঁড়া দাঁড়া,—তুই টুপি পর্।

সাতকড়ির প্রবেশ

সাত। কি ছোট কর্ত্তা!

কালী। এস, এই গাউন আছে, পর।

সাত। হাঃ—হাঃ—হাঃ—আজ আবার এ কি ক'চ্ছো?

শান্তি। (জনান্তিকে) চাটুয্যে মশাই, পরেন—পরেন, নইলে কেম্‌ড়ে দেবে, আজ বড় খ্যাপ্‌ছে।

সাত। ছোটকর্ত্তা, একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে এলুম, আপনার তো সে বেনামীর কথা সব মনে আছে, দেখ্‌তে পাই।

কালী। তুমি গাউন পর, আমায় পাগল মনে ক'রো না, আমি আগাগোড়া কথা ব'ল্‌ছি,—আমি বেনামী কাগজখানি লুকিয়ে রেখেছি, তোমায় দেব, এই গাউন পর।

শান্তি। পরেন, পরেন।

কালী। পর, নৈলে কাগজ দিচ্ছি নি।

সাত। এ এক তামাসা। শান্তে, দে তো পরিয়ে।

শান্তি। (গাউন পরাইয়া দিয়া) ঘড়াঞ্চির ওপরে ওঠেন।

কালী। না, না, সে অভিনয় নয়,—এই থলের ভেতর সেঁধোও।

সাত। ছোটকর্ত্তা, আজ বড় রং ক'র্‌ছো।

বিন্দু। হাঁ।

কালী। সেঁধোও, তা নৈলে উপায় নাই! আমার এই পরিবারের ঘরে সেঁধিয়েছ, আমি টের পেয়েছি, লাঠিহাতে ক'রে দোরের বাইরে দাঁড়িয়ে দোরে ধাক্কা দিচ্ছি, ঘরে এসে দেখ্‌লেই লাঠিয়ে মাথা ভেঙ্গে দেব; তাই তুমি থলের ভেতর লুকিয়েছ। লুকোও, লুকোও—তা নইলে লাঠিয়ে মাথা ভেঙ্গে দেব। এই দেখ, আমি দোরে লাথি মার্‌ছি, লাঠি ঠুক্‌ছি, আবার লাঠি ঠুক্‌ছি, এখনও ঘরে আসি নি; তোমার থলেয় সেঁধোবার সময় আছে; তা নইলে উপায় নাই, আমায় মাথা ভাংগ্‌তে হবে, নৈলে নাটকত্ব থাক্‌বে না!

শান্তি। আরে সেঁধেন—সেঁধেন।

চাটুয্যের থলের ভিতর প্রবেশ

কালী। বিন্দি, এই চুপড়ীটা মাথায় দিয়ে দে, আর এই গুণটে ঢাকা দে।

বিন্দু কর্ত্তৃক তথাকরণ

সাত। ওরে বাবা রে, গেলুম রে!

কালী। চুপ, এখনই কথা শুন্‌তে পেলেই মাথা ভাংগবো, রেগে লাঠি ঠুক্‌ছি। বুঝ্‌তে পাচ্ছ না, আমার পরিবারের ঘরে সেঁধিয়েছ। নে বিন্দি, দড়ী জড়া।

শান্তি। জড়া—জড়া।

কালী। (বলপূর্ব্বক) এই এম্‌নি ক'রে—এম্‌নি ক'রে বাঁধ। শোন্ বিন্দি, তোর পার্ট (part) বুঝতে পেরেছিস্?

শান্তি। (জনান্তিকে) বল্—হঃ।

বিন্দু। আজ্ঞে।

কালী। পেরেছিস্, বেশ কথা। তুই সতী, তোর সঙ্গে ইসেরা ক'রেছিল, তুই আমায় ব'লে দিয়েছিস, আমি তোরে ঘরে ডাক্‌তে ব'লেছি; আমাদের দু'জ'নে ষড় আছে, বুঝেছিস্? ও ঘরে এসেছে, আমি লাঠি নিয়ে মার্‌তে এসেছি। কেমন, বুঝলি? "মেরি ওয়াইভস্ অফ উইন্‌ডসর" (Merry Wives of Windsor)—সেক্সপিয়ার, বুঝেছিস্?

শান্তি। (জনান্তিকে) বল—হঃ।

বিন্দু। আজ্ঞে।

কালী। আমার ঠিক মনে প'ড়ছে না, আগে একে দীঘিতে ফেলে দেব, কি স্পীচ (Speech) দেব,—শান্তে, তোর মনে আছে?

শান্তি। হঃ।

কালী। তবে তোল, তুই এক দিকে ধর্, আমি এক দিকে ধরি, তোল্—তোল্। (উভয়ে চাটুয্যেকে উত্তোলন)।

সাত। উঃ! বাবা রে—গেলুম রে!

কালী। তোমার চেঁচাবার যো নাই, এখনি মারা যাবে।

বিন্দু। ছোটকর্ত্তা, ছোটকর্ত্তা, বামুনকে ছেড়ে দিন—বামুনকে ছেড়ে দিন।

কালী। না প্রিয়ে, ছাড়্‌বার যো নাই।

সাত। ছেড়ে দাও, ছোটবাবু, ছেড়ে দাও।

শান্তি। ছাড়েন—ছাড়েন, এই বিন্দি ঘড়াগুায় উঠ্‌বে অ্যাহন।

কালী। না, রসভঙ্গ হবে—রসভঙ্গ হবে, পুকুরে ফেলা ভিন্ন আর উপায় নাই।

শান্তি। (জনান্তিকে) বিন্দি, বিন্দি,—মেজবাবুকে খবর দে—মেজবাবুকে খবর দে।

কালী। শান্তে, তোর মনে আছে কি, দুটো একটা আছাড় দিতে হয়, না?

শান্তি। আজ্ঞা না কর্ত্তা—আজ্ঞা না কর্ত্তা!

কালী। দাঁড়া, আমি লাইব্রেরী থেকে বইখানা দেখে আসি।

শান্তি। হঃ হঃ, দ্যাহেন যাইয়ে—দ্যাহেন যাইয়ে।

[কালীকিঙ্করের প্রস্থান।

সাত। শান্তে, বাবা, প্রাণটা বাঁচা।

শান্তি। আরে—পালাও ঠাকুর, পালাও।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

অন্তঃপুর

সাতকড়ি ও অন্নপূর্ণা

সাত। বড় বৌঠাক্‌রুণ! রক্ষা করুন্, রক্ষা করুন্, ছোটকর্ত্তা খুন ক'র্‌বে।

অন্ন। কি গো, কি গো, কি হ'য়েছে ঠাকুর-দাদা? একি সং সেজেছ!

(নেপথ্যে — কালীকিংকর)। প্রিয়ে—প্রাণেশ্বরি!—

সাত। ঐ এলো—ঐ এলো! লাঠি ঠুক্‌ছে, ঐ লাঠি ঠুক্‌ছে!—

অন্ন। যাও যাও—ঘরের ভেতর সেঁধোও—ঘরের ভেতর সেঁধোও।

[সাতকড়ির গৃহাভ্যন্তরে প্রস্থান।

কালীকিংকরের প্রবেশ

কালী। ঠিক মনে প'ড়েছে, পুকুরেই ফেল্‌তে হবে। কে ও, বড়বৌমা! ঘরের ভেতর মানুষ লুকিয়েছ বাছা, ভাল কর নাই—ভাল কর নাই। তুমি আমার মা, মেয়ে, বৌ, ব্যাটা,—তোমার জন্যেই বেঁচে আছি, তোমার কাছেই এসেছি; চল, বাপ-বেটীতে বেরিয়ে যাই; আজ না যাও, কাল যেতে হবে, চুল চিরে ভাগ হবে—চুল চিরে ভাগ হবে। আলোয় আলোয় বেরিয়ে পড়া ভাল।

অন্ন। কাকাবাবু, চল, ভাত খাবে চল।

কালী। হুঁ! বুঝেছি, ঘরের ভেতর মানুষ লুকোন আছে, বড় ভাল কর নাই—বড় ভাল কর নাই; সাক্ষী আছে, সাক্ষী আছে, উকীল কৌন্‌সুলী আনাগোনা ক'র্‌ছে; খোরাকী বন্ধ হবে—খোরাকী বন্ধ হবে, এ বাড়ীতে ভাল ভাল সাক্ষী আছে।

রঙ্গিণীর প্রবেশ

রঙ্গিণী। ছোট বাবু, কি ক'র্‌ছেন?

কালী। হুঁ; কি ক'র্‌ছি? কেন ক'র্‌বো না, অবশ্য ক'র্‌বো; বুঝতে পাচ্ছ না, আমি যে পাগল! পাগল না হ'লে বৌমাকে বলি—ঘরে

মানুষ আছে! পাগল না হ'লে এমন ক'রে বেড়াই! বুঝতে পাচ্ছ না, আমি পাগল—পাগল! ওহোঃ—হোঃ—হোঃ!

রঙ্গিণী। না ছোটবাবু, আপনি পাগল নন।

কালী। নই, কে ব'ল্‌লে তোমায়? সবাই বলে পাগল, আমি আপনি বলি পাগল; পাগল নই কে ব'ল্‌লে তোমায়? রঙ্গিণি! তোমায় কি ব'লেছিলুম, মনে আছে? যেখানে দুর্জ্জন থাকে, সে গ্রাম ত্যাগ ক'র্‌তে হয়, আমি ব'লে-ছিলুম, কথায় ব'লেছিলুম, কাজে করি নাই, পাগল না তো কি, খুসি।

রঙ্গিণী। না, না ছোটবাবু, তুমি পাগল নও,—তুমি পাগল হ'লে আমি কোথায় যাব? আমি কার কাছে দাঁড়াব! আমি কি ক'রে বাঁচ্‌বো? আমি যে পাগল হ'ব! ছোটবাবু, না, —তুমি পাগল নও।

কালী। ইস্‌, তোমার যে ভারি জেদ, অত জেদ ভাল নয়; ম'র্‌ছিলুম, তুমি মানা ক'র্‌লে, মলুম না, জোর ক'রে মলুম না; তুমি কি জান না, ধুতুরার বীচি, তাতে আর্শেনিক দেওয়া। এতে কি মানুষ বাঁচে! তবে তুমি আমার কাছে কি প'ড়েছ? কি শিখেছ? এতে কি মানুষ বাঁচে? অজ্ঞান হ'য়েছিলেম; দেখনি, যম নিতে এসেছিল, তুমি ম'র্‌তে মানা ক'র্‌লে, আমি একটু শুন্‌তে পেলুম, ব'ল্‌লুম, 'না,—ম'র্‌বো না,' তোমার অনুরোধ রাখ্‌লুম; একটা রাখ্‌লুম, ফি বার কেন? কি গরজ! পাগল হব না, পাগল হব না তো কি, তোমাব কি,—তুমি কে আমার যে, তোমার কথা শুন্‌তে হবে?

রঙ্গিণী। ছোটবাবু, ছোটবাবু, তুমি কি ব'ল্‌ছো? অমন কথা বোলো না, আমি তোমার কে! এ কথা তুমি ব'ল্‌লেও আমি বিশ্বাস ক'র্‌বো না, আমি তোমার কে! আমি যদি তোমার কেউ না হই, তা হ'লে আমার সব শূন্য! সংসার শূন্য! জীবন শূন্য! প্রাণ শূন্য! মৃত্যু! নরক! অন্ধকার! যন্ত্রণা! আমি তোমার কে?—ছোটবাবাবু, এ কথা আর ব'লো না।

কালী। চুপ, চুপ, চুপ।

অন্ন। কাকাবাবু, কাকাবাবু!

কালী। বৌমা, বৌমা, পালিয়ে এস; উকীল আস্‌ছে, ডাক্তার আস্‌ছে, কৌন্‌সুলী আস্‌ছে, চাটুয্যে আস্‌ছে, চল চল, বেরিয়ে পড়ি, গ্রাম ত্যাগ করি, গঙ্গা পেরিয়ে যাই, অনেক দূর—অনেক দূর চ'লে যাই, চুপি চুপি রাতারাতি চ'লে যাই, কেউ না টের পায়,—কোথায় যাচ্ছি। কে ও, রঙ্গিণি! কাঁদ্‌ছো? কি ক'র্‌বো বল! কাঁদ্‌তে পাচ্ছিনি—কাঁদ্‌তে পাচ্ছিনি! মাথার ভেতর জ্বাল দিয়েছে—জ্বাল দিয়েছে! মাথায় ঘি চড়্‌ চড়্‌ ক'রে ফুট্‌ছে! কাঁদতে পাচ্ছিনি—কাঁদ্‌তে পাচ্ছিনি!

রঙ্গিণী। ছোটবাবু, কে ব'ল্‌লে আমি কাঁদ্‌ছি? আমার কি কাঁদ্‌বার সময় যে, আমি কাঁদ্‌বো? যে দিন তুমি আমাকে আস্‌তে বারণ ক'রেছিলে, সে দিন বাড়ীতে কেঁদেছি! এখন কি আমার কাঁদ্‌বার সময় যে আমি কাঁদ্‌বো? তুমি আমার কথা শুন্‌ছো না—তুমি আমার কথা রাখ্‌ছ না; ছোটবাবু, তুমি বিষ কি ব'ল্‌ছো?—তুমিই তো আমায় শিখিয়েছ,—"বিষ, অমৃত, মনের ভ্রম"। তুমি যা ব'লেছ, তাই শিখেছি, শুধু কথায় নয়,—কাজে শিখেছি; তুমি দাও, কোথায় কি বিষ আছে, আমায় দাও, আমি খাচ্ছি। তুমি যদি মানা কর, ম'র্‌বো না, পাগল হবো না, তবে তুমি কেন অমন ক'র্‌ছো? তুমি ভাল হও।

কালী। কেন, কেন, কি গরজ; তোমার কথায় ভাল হব, বয়েই গেছে।

[কালীকিঙ্করের প্রস্থান।

রঙ্গিণী। বড় বৌঠাকরুণ, আপনি ভাত বেড়ে আনুন, আমি নিয়ে এসে খাওয়াচ্ছি।

[রঙ্গিণীর প্রস্থান।

সাত। (ঘর হইতে বাহির হইয়া) দাঁড়াও দিদি—দাঁড়াও দিদি! আমি পালাই, আমায় দেখ্‌তে পেলেই খুন ক'র্‌বে—আমায় দেখতে পেলেই খুন ক'র্‌বে। [সাতকড়ির প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

বহির্ব্বাটী

কৃষ্ণধন বসু, মাধব ও ডাক্তার গুঁই

কৃষ্ণ। আপনি কেন ভয় পাচ্ছেন, আপনা-দের বৌ সে সময় মনের দুঃখে বলেছিলেন যে,

আমি আপনি বিষ দিয়েছি, আদালতে ব'ল্‌তে পার্‌বেন না; সে বড় শক্ত জায়গা। ছোটবাবু আপনিই ফ্যাঁসাদে প'ড়বেন, ক্রিমিন্যাল কেস্‌ বড় শক্ত ব্যাপার, দু' দিক্‌ কাটে, প্রমাণ না হ'লে ওঁকেই জেলে যেতে হবে।

মাধব। আর যদি প্রমাণ হয়?

কৃষ্ণ। আপনার কথা কেমন জানেন—যদি আকাশ ভেঙেগ পড়ে; কি ক'রে প্রমাণ হবে? যদি চাটুয্যে গণককারের কাছ থেকেই এনে থাকে, তা হ'লে প্রসিকিউসনের তরফ গণককার সাক্ষী দেবে, না চাটুয্যে সাক্ষী দেবে? সাক্ষী দিয়ে কি তারা জেলে যাবে?

মাধব। বৌ কখন' মিছে কথা কইবে না।

কৃষ্ণ। নন্‌সেন্‌স, আমি ঢের সত্যবাদী দেখেছি, আপনি জানেন না; অনেকে থানায় গে বলে, আমি খুন ক'রেছি, আদালতে গে অস্বীকার করে। আপনাদের বউও তাই ক'র্‌বেন।

ডাঃ গুঁই। আর যদি তিনিই বলেন যে, আমি বিষ দিয়েছি, তা আপনার কি?

মাধব। বৌ যদি সব কথা ঠিকঠাক্‌ বলে, তা হ'লেই তো আমার হাতে হাতকড়ী, পায়ে বেড়ী; বৌ আমায় ওষুধ দেখিয়েছিল, আপনাকেও দেখিয়েছিল।

ডাঃ গুঁই। আমি তো পাগলাগারদে দিতে ব'লেছিলেম, আপনিও তো ব'লেছিলেন, আমার স্মরণ আছে, অবিশ্যি আমি চ'লে এলে আপনি কি ব'লেছিলেন, তা আমি জানি নে।

কৃষ্ণ। বৌ আপনাদের কথার অবাধ্য হ'লে, বোধ করি, আপনি রাগ ক'রে ব'লে থাক্‌বেন যে,—তোমরা যা জান—কর, আমি তোমাদের কথায় নাই।

মাধব। আর আমি যে চাটুয্যেকে ব'লে ওষুধ আনিয়েছিলুম!

কৃষ্ণ। কখনই আনান নাই; যে সাক্ষীর মুখে প্রমাণ নয়, আইনমতে তাকে প্রমাণ ব'লে গ্রাহ্য করা যেতে পারে? সে কথা কখনই ঠিক নয়। হয় তো চাটুয্যে বিজ্ঞ লোক, আপনাদের ফ্যামিলির ফ্রেন্ড, ওষুধের বিষয় চাটুয্যের সঙেগ কন্‌সালট্‌ ক'রে থাক্‌বেন; সে যে বিষ এনে আপনাদের বৌকে দেবে, তা তো আপনি জানেন না? আপনি জানেন,—আর চাটুয্যে, সে ভদ্রলোক, সে এ কাজ ক'র্‌বে কেন? হয় তো আপনার ভাই, না হয় হলধর, না হয় শান্তে চাকর, এরা—বিষ এনে দিয়েছে,—আপনার খুড়োকে পাগল ক'র্‌বার আপনার কোন মোটিভ (motive) নাই, বরঞ্চ ঠিক বিপরীত; আপনার খুড়ো সজ্ঞানে থাক্‌লে সাক্ষী দিতে পার্‌তেন, যে, আপনার বাপ, আপনার ভাইকে যে দলিলে ত্যাজ্যপুত্র ক'রেছেন, সে দলিল আপনার বাপের লেখা।

কৃষ্ণ। চাটুয্যেকে বলুন-চাটুয্যেকে বলুন; রঙিগ, না কে, একটী স্ত্রীলোক আছে, আপনার খুড়োর চাবী তার ঠেঙেই থাকে, সেই বা'র ক'রে দেবে।

মাধব। আর সে দলিল নেই ত, থাকে যদি, রঙিগণী কখনও বার ক'রে দেবে না।

কৃষ্ণ। আমি তো ব'লেছি, মকদ্দমা করা তোমার কাজ নয়; থাকুক, না থাকুক, সে অবিশ্যি বা'র ক'রে দেবে। সে সাক্ষী দেবে যে, আমি বার ক'রে দিয়েছি। কমন (common) বৈষ্ণবীর মেয়ে—এ কাজ ক'র্‌বে না? নন্‌সেন্স, চাটুয্যের সঙেগ পরামর্শ করুন—চাটুয্যের সঙেগ পরামর্শ করুন, আপনার খুড়োর চাকরের নাম কি? শান্তে না কি, তাকে দিয়ে রঙিগণীকে একদিন বাগানে নিয়ে যান, কি আপনার ঐ হলধর ভাইটাকে, শুন্‌তে পাই, তার সঙেগ রঙিগণীর আলাপ আছে, যেমন ক'রে হয়, কাজ আদায় ক'রে নিন।

মাধব। মশাই বোঝেন না, এক চাটুয্যে যদি পারে; ওরা এসব কাজ ক'র্‌তে চাইবে না।

কৃষ্ণ। ইস্‌! আপনি যে সত্যযুগ ক'রে তুল্‌লেন,—আপনার বৌ মিছে কথা কইবে না, রঙিগ দলিল দেবে না, শান্তে বাগানে নিয়ে যাবে না, হলধর রঙিগকে ভোলাবে না—এ সব নভেল-নাটকে চলে। সত্য কথা কইতে হয়, সৎপথে চ'ল্‌তে হয়, এ সব কথা স্কুলের ছেলেদের পড়্‌বার; জ্ঞান হ'লে সব্বাই জানে, ও কথার কথা। মুখে ব'লে বেড়াতে হয় বটে, —কাজের সময় রাজা যুধিষ্ঠিরও মিথ্যা কথা কন। চাটুয্যের সঙেগ পরামর্শ করুন—চাটুয্যের সঙেগ পরামর্শ করুন।

মাধব। মশাই, বড় শক্ত কথা।

কৃষ্ণ। শক্ত হয়, আমি কি ক'র্‌বো,—কিন্তু আমার মটো (motto) হ'চ্ছে,—নথিং ইজ ইম্পসিবল্‌ আণ্ডার দি সান্‌ (Nothing is impossible under the Sun) সূর্য্যের নীচে কিছুই অসম্ভব নয়।

মাধব। আপনি টাকা দিয়ে বশ ক'র্‌তে ব'ল্‌ছেন?

কৃষ্ণ। আমি কিছুই ব'ল্‌ছি না—কিছুই ব'ল্‌ছি না, আমরা প্রোফেসন্যাল ম্যান্‌, যেমন ইন্‌ষ্ট্রাক্‌ট (instruct) ক'র্‌বেন, তেমনি কাজ ক'র্‌বো; দলিল না বেরোয়, রঙ্গিণ না সাক্ষী দেয়, অন্য কোন সাক্ষী না পান, মকদ্দমা হার্‌বেন; মকদ্দমা জান্‌বেন, জোগাড়, আর কিছু নয়! চাটুয্যের সঙ্গে পরামর্শ করুন—চাটুয্যের সঙ্গে পরামর্শ করুন, গুড ডে।

ডাঃ গুঁই। মাধববাবু, গুড ডে—আমিও চ'ল্লুম, আমার একটা অ্যাডভাইস্‌ (advice) শুনুন, মকদ্দমার যোগাড় হ'চ্ছে টাকা।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

বিন্দুর বাটীর সম্মুখ

হলধর

হল। দিই দু'ব্যাটাকে চোর ব'লে বাঁধিয়ে, কতকটা গায়ের ঝাল মিটুক, আমাদের অদৃষ্টে যা আছে, তাই হবে। বামুন—গণককার আবার বামুন। "চর্ম্মকারস্য দেবৌ পুত্রৌ গণকো বাদ্যকারকঃ।" মুচি বরং ভাল,—মুচিতে গরু মারে, এ ব্যাটা মানুষ মারে। আর চাটুয্যে যদি বামুন হয়, তা হ'লে বামুনবংশ নির্ব্বংশ হওয়াই ভাল। খুনে, জোচ্চোর, বাট্‌পাড়, দাগাবাজ, লোচ্চা, ভেড়ুয়া—ব্রহ্মণ্যদেব বাবা ব'লে ছেড়ে পালিয়েছেন।

গণপতির প্রবেশ

কি ভট্‌চায্‌! এত দেরী ক'র্‌লে কেন?

গণ। তা বিবেক করুন গে, আমাদের এই ব্যবসায়, সকলের সঙ্গে তো কৌশলাপ্রণয় ক'রে চল্‌তে হয়, কারু সঙ্গে তো আক্‌শলা ক'র্‌তে পারি নে। বিবেক করুন গে; কাশীপুরের মুন্‌সীদের বাড়ী স্বস্ত্যয়নের অনুরোধ ক'র্‌লে, তাই সংকল্প ক'রে একরূপ চণ্ডী প'ড়ে এলুম।

হল। আঁ মুন্সীদের বাড়ী চণ্ডী প'ড়েছ! চুপ্‌—চুপ্‌, কারুকে বলো না, ওরা যে মুচি!

গণ। অ্যাঁ!—মুচি! তা বিবেক করুন গে, চাটুয্যেই এই কাজ ঘটালে।

হল। আমি তো তোমায় ব'লেছি, ও তোমায় ধনেপ্রাণে মার্‌বার চেষ্টা ক'র্‌বে। সে দিন ছিরে কামারকে তোমার বাসা দেখিয়ে দিয়েছিল, ঘরে সিঁধ দেবে, আর এই জাত মার্‌বার জোগাড় ক'রেছে।

গণ। তা বিবেক করুন গে—সেইরূপই তো দেখ্‌ছি।

হল। তা আজ শোধ দাও। যাও, ঐ বাড়ীর ভেতর দোরে খিল দিয়ে ওপরে গে ওঠো, ওই তোমারই কাপড়খানা ঘোম্‌টা দিয়ে প'রো; ও যেই আস্‌বে, আমি যেমনটি ব'লেছি, তাই ক'র্‌বে।

গণ। এ যে বিন্দি বৈষ্ণবীর বাড়ী, পরের বাড়ী কি ক'রে সেঁধুব?

হল। তোমার ভয় নাই—ভয় নাই! তারা আজ আমাদের বাড়ী নেমন্তন্ন খেতে গেছে, আজ রাত্রে আর ফির্‌বে না; আমার ঠেঙে চাবী দে, এই বাড়ীতে শুতে ব'লেছে।

গণ। বিবেক করুন গে, তা দড়ী-দঁড়ি সব ঠিক আছে?

হল। ওপরের ঘরে সব ঠিক ক'রে রেখেছি।

গণ। বিবেক করুন গে, তবে আমি প্রত্যাগমন ক'চ্ছি।

বাড়ীর ভিতর যাইয়া দরজা বন্ধকরণ

হল। (স্বগত) এ এখনও আস্‌ছে না যে? রঙ্গির ঠেঙে চাবীর থোলো ভুলিয়ে এনেছি, যদি বিন্দিবেটী টের পায়, তা হ'লে এখনি রায়বাঘিনীর মত ছুটে আস্‌বে।

সাতকড়ির প্রবেশ

সাত। কি দাদা, কি দাদা, সব ঠিক্‌ তো?

হল। সব ঠিক। দম্‌ ফেটে ম'র্‌ছে, ছট্‌ফট্‌ ক'র্‌ছে, এই দেখ, এই দশ টাকার নোটখানা আমায় দিয়ে তোমায় ডাক্‌তে পাঠাচ্ছিল।

সাত। তা বাড়ীতে দোর দেওয়া যে,—যাব কি ক'রে বল?

হল। দেখ না মজা, ঝুড়ি ঝুলিয়ে দেবে এখন, যেন আরব্য উপন্যাস।

সাত। অ্যাঁ! ঝুড়ি ক'রে তুল্‌বে! ভায়া, আমি ঝুড়িতে উঠ্‌তে পার্‌বো না,—মেয়েমানুষ, যদি টেনে না তুল্‌তে পারে!

হল। তুল্‌তে পার্‌বে না! ফুলের মতন তুল্‌বে। ও ছেলেবেলা কুস্তি ক'র্‌তো, আজও সকাল-বিকেল পঁচিশ ত্রিশটে ডন্ ফেলে। দাদা, ওঠো, ওঠো—শীগ্‌গির ওঠো, ঝুড়ি সাজিয়েছে দেখ—যেন বাসর-ঘর।

সাত। আচ্ছা ভাই, তবে তাই উঠি, আর কি ক'র্‌বো।

গণপতি কর্ত্তৃক উপর হইতে ঝুড়ি ঝোলাইয়া দেওন, চাটুয্যের ঝুড়িতে উপবেশন ও ঝুড়ির সহিত উত্থিত হইয়া

ও বৃন্দে, তোল তোল—

গণ। বৃন্দে তোর বাবা রে শালা! বিবেক করুন গে, আমার ঘরে সিঁধ দেওয়াবে, আমি কি আর ছিরে কামারকে চিনি নি, আমার বাড়ী দেখিয়ে দাও?

সাত। আরে সর্ব্বনাশ হবে, এখনি ধরা প'ড়ে যাব! তোল—তোল ঐ কে আস্‌ছে।

বিন্দুর প্রবেশ

বিন্দু। খোকাবাবু, তুমি রঙ্গির ঠেঙে বাক্‌স খোল্‌বার নাম ক'রে চাবীর থোলো ভুলিয়ে এনেছ কেন গা? ও তামাসা ভাল লাগে না।

হল। আ মর্, ভাল ক'র্‌তে গেলেম, মন্দ হ'লো? তোর ঘরে চোর সেঁধিয়েছে, তাই সন্ধান পেয়ে ধ'র্‌তে এসেছি: ঐ দ্যাখ, দোরে খিল দিয়ে ওপরে গিয়ে উঠেছে।

বিন্দু। (দেখিয়া) ও মা, সত্যি ত! ও মা, কি হবে! চোর—চোর।

সাত। বৃন্দে, বৃন্দে চেঁচাচেঁচি করো না, চেঁচাচেঁচি করো না, আমিই ঝুল্‌ছি।

বিন্দু। ও মা, এ কে? চাটুয্যে ঠাকুর? ম'র্‌তে আমার বাড়ীতে ঝুল্‌ছো কেন?

সাত। ঝুল্‌তে হ'য়েছে, আর ঝুল্‌ছো কেন? ভট্‌চায ঝুলিয়েছে।

বিন্দু। ঐ যে গো—ঘরের ভেতর আবার কে ঢুকেছে?

গণ। বৃন্দে, বিবেক করুন গে, আমিই আছি।

হল। ভট্‌চায, ভট্‌চায, দড়ী ছেড়ে দিয়ে দোর খুলে বেরিয়ে পড়, পাহারাওয়ালার হল্লা বেরিয়েছে।

গণ। অ্যাঁ! বলেন কি! বিবেক করুন গে, দড়ী ছাড়লুম। (দড়ী ছাড়িয়া দেওন, সাতকড়ির ঝুড়ির সহিত পতন)

সাত। বাবা! ও বৃন্দে, তোমার সঙ্গে হাড়গোড় ভাঙ্গা পীরিত ক'ল্লুম।

বিন্দু। তবে রে মুখপোড়া বামুন, তুমি পীরিত ক'র্‌তে এসেছিলে? ছিঃ ছিঃ! ঘেন্নার কথা—ঘেন্নার কথা, তোমার গলায় দড়ী জোটে না ঠাকুর?

সাত। এই যে বৃন্দে, এই যে দড়ী জুটেছে।

বিন্দু। তবে ঐ দড়ী গলায় দিয়ে ঝোলো। আমি তিনকেলে মাগী, আর তুমি তিনকেলে মিন্‌ষে, তুমি আমার সঙ্গে পীরিত ক'র্‌তে এসেছ?

সাত। পীরিতের আর বাকী কি বৃন্দে! পীরিতের আর বাকী কি? ঝুলনযাত্রা পর্য্যন্ত হ'য়ে গেল।

প্রতিবাসিগণের প্রবেশ

১ প্র। কি রে, কি রে বৃন্দে, চোর চোর ক'র্‌ছিলি কেন?

বিন্দু। আমার মনোচোর এই ড্যাক্‌রা বামুন বলে কি না—আমার সঙ্গে পীরিত ক'র্‌তে এসেছে। আর বাড়ীর ভেতর ঐ মুখপোড়া গণককার খিল দিয়েছে।

গণ। আজ্ঞা, বিবেক করুন গে—এই খিল খুলে বেরুলেম।

১ প্র। তুই কে?

গণ। বিবেক করুন গে, ছিলেম গণককার ভট্টাচার্য্য, এক্ষণে বৃন্দে, ঐ চাটুয্যের প্রেমে মগ্ন হ'য়েছি।

বিন্দু। কি ব'ল্‌বো—তোরা বামুন, নৈলে খেংরে বিষ ঝেড়ে দিতুম।

গণ। তা বিবেক করুন গে -বৃন্দে, যখন

ধরা প'ড়েছি, তখন বাবুরাই তা ক'র্‌বে এখন।

২ প্র। হলধর বাবু, এ সব কি?

হল। আজ্ঞে, চাটুয্যে মশাই রোজ রোজ একজন পীরিতের মানুষ চান, তা কাকে পাই বলুন? তাই এই ভট্‌চাযকে জুটিয়েছি।

গণ। তা ভালই ক'রেছেন, এখন বিবেক করুন গে, গৃহে প্রত্যাগমন করি।

২ প্রতি। চাটুয্যে মশাই, কি এ?

সাত। আর কি, প্রেমে হাড়গোড় ভেঙেগ, এই বিছুটীর ঝুড়ির বাসরে ব'সে, এখন গা চুল্‌ক'চ্ছি।

বিন্দু। ছিঃ খোকাবাবু, তোমার ছেলেমানুষি গেল না! ওঠো ঠাকুর,--ওঠো, বাড়ী যাও।

সাত। যাবার যো কি বৃন্দে, প্রেমে জ্বর জ্বর, ওঠ্‌বার শক্তি আর নাই। ঝুলন-যাত্রায় পতন-যাত্রা হ'য়ে এখন ত্রিভঙ্গ হ'য়েছি।

হল। এস ঠাকুরদা, এস, তোমায় বাড়ী রেখে আসি।

সাত। না দাদা, তুমি ঘরে যাও, আমি হামাগুড়ি দিয়ে যাচ্ছি।

গণ। বিবেক করুন গে, আমিও শুভ করি?

১ প্র। বিন্দু, বুঝ্‌তে পাচ্ছ না, এ পীরিত ফিরিত নয়, চুরি ক'র্‌তেই এসেছিল; চুরির দাবী দিয়ে পুলিসে দাও।

হল। বিন্দু, পাহারাওয়ালা ডেকে আনি, কি বলিস্‌?

২ প্র। আ ছিঃ! হলধর বাবু ছিঃ, ও কি ব'ল্‌ছো?

৩ প্র। আরে মশাই, বোঝেন না, এই গণককার ব্যাটা, সে দিন আমার ভগ্নীর ঠেঙে হোম ক'র্‌বার নাম ক'রে পাঁচটা টাকা ঠকিয়ে এনেছে। আর ওঁর গুণের কথা কি ব'ল্‌বো, খালি কার ঘর ভাঙ্‌বেন, কার বৌ-ঝি বা'র ক'র্‌বেন, এই চেষ্টাতেই ফির্‌ছেন; ও পুলিসে দেওয়াই উচিত।

রঙ্গিণীর প্রবেশ

রঙ্গিণী। হলধর বাবু, আমায় শান্তিরাম ব'ল্‌লে,—তুমি কেন চাবী এনেছ, এই কি খেলার সময়?

হল। খেলা নয় রঙ্গিণি—খেলা নয়, এই দু'ব্যাটা খুনেকে বাঁধিয়ে দিই।

রঙ্গিণী। সে কি! মিথ্যা অপবাদ দিয়ে? ছোটবাবুর কথা হেলন কোরো না, তা হলে বিপদে প'ড়্‌বে। ছোটবাবু দেবতা, তা কি তুমি জান না? ছোটবাবু তোমায় বার বার উপদেশ দিয়েছেন যে, তুমি কারুর সাজা দেবার কর্ত্তা নও। তুমি চোর ব'লে বাঁধিয়ে দিতে চাচ্ছ, কিন্তু আদালতে প্রমাণ হবে না যে, তুমি আমার ঠেঙে ভুলিয়ে চাবীর থোলো এনে এই কাজ ক'রেছ? আমি কখনও মিথ্যা ব'ল্‌বো না, ছোটবাবুর ঠেঙে শুনেছি, মিথ্যা ব'ল্‌তে নেই। বিনা অপরাধে কেউ সাজা পাবে, এ আমি কখনও দেখ্‌বো না। ছোটবাবুর মানা,—ছোটবাবু আমার ইষ্ট, আমি তাঁর কথা কখনও ঠেলবো না, তুমি যদি বাঁধিয়ে দাও, আমি আদালতে গে সত্য ব'লে খালাস ক'র্‌বো।

হল। রঙ্গিণি, রঙ্গিণি, তুমি কি জান না, এরাই সর্ব্বনাশ ক'রেছে?

রঙ্গিণী। আমি জানিনে? সব জানি। কিন্তু এ কি?

হল। তুমি সব কথা জান না, শোন নি, আরও কি সর্ব্বনাশের চেষ্টায় ফির্‌ছে, তা তুমি জান না।

রঙ্গিণী। কি, আমি জানি না! বৌঠাকরুণ, যিনি আমায় মুখ থেকে খাইয়ে মানুষ ক'রেছেন, যিনি আমায় নীচজাতি ব'লে ঘৃণা না ক'রে বুকে ক'রে নিয়ে মানুষ ক'রেছেন, যিনি আমার মার অপেক্ষাও বড়, তাঁর বিপদের কথা আমি জানি না? ছোটবাবুর বিপদের কথা জানি না, এ কি কথা ব'ল্‌ছো? ভাল, আমি জানি আর না জানি, তুমি জেনেছ ত? তুমি জেনে কি উপায় ক'র্‌ছো?

হল। কি ক'র্‌বো, এ বিপদ সাগর, আমি কি ক'র্‌বো।

রঙ্গিণী। তুমি কি ক'র্‌বে? আশ্চর্য্য! এ তোমার উপযুক্ত কথা নয়, তুমি না পার—দেখ, আমি উপায় ক'র্‌বো।

হল। অ্যাঁ!

রঙ্গিণী। ভাব্‌ছো, আমি স্ত্রীলোক—কি ক'র্‌বো, আমার বল কত তুমি জান না,—আমার ধর্ম্ম বল, সত্য বল, কৃতজ্ঞতা বল, আমার ইষ্ট-

সেবা, মাতৃ-সেবা বল, এ সামান্য বিপদ্‌কে আমি ভয় করি না; আমার অন্তরে ভগবান্ ব'ল্‌ছেন —ভয় কি, আমার অন্তরে ভগবান ব'ল্‌ছেন,— কৃতজ্ঞতা-বলে সুমেরু হেলে যাবে, সাগর জল-হীন হবে। তুমি ব'ল্‌ছো—বিপদ-সাগর—আমি গোস্পদ জ্ঞান ক'র্‌ছি। এস, যদি সাহস থাকে —আমার সঙ্গে এস, আমার বল দেখ্‌বে এস। যাও ঠাকুর, তোমরা বাড়ী যাও, পার যদি, কুপ্রবৃত্তি ছেড়ো; এস হলধর বাবু, যদি সাহস থাকে—এস। [রঙ্গিণী ও হলধরের প্রস্থান।

গণ। আরে শোন্ শোন্—ও বেটী শোন্, আজ থেকে তুই আমার মা, তুই যা ব'ল্‌বি— আমি তাই শুনবো, দেখিস্!

[গণপতির প্রস্থান।

১ প্র। অদ্ভুত বালিকা!

২ প্র। ও দেবী-অংশ, ও সব ক'র্‌তে পারে। [সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

দরদালান

অন্নপূর্ণা ও শান্তিরাম

শান্তি। বড় মা দেখ্‌সে, মোদের বৌ আইছে।

অন্ন। কবে রে? আমাদের বাড়ী আনিস্‌নে কেন? সে বৌমানুষ, কোথায় রেখেছিস?

শান্তি। লায়ের মধ্যি আছে, তোমাগার নিতে আইছে, ছোটকর্ত্তা আর তোমারে মোদের ঘরে নিয়ে রাখ্‌বো, এখানে থাক্‌তি দেব না, ই ভিটেয় থাক্‌লি বেজ্জতি হবা; আমি দেশে চিঠি লেখে ছ্যালাম, আমার ছোট ভাইটে আর দুটো ছ্যালে লা বেয়ে বৌরে আন্‌ছে, তারা ব'ল্‌ছে, ছারবা না, না গেলি খুনো খুনি হবা।

অন্ন। আচ্ছা, এখন তাদের বাড়ীতে নিয়ে আয়, তখন যাব তার আর কি।

শান্তি। কাটান কথা কইছো, ই ভিটেয় তোমাদের থাক্‌তি দ্যাব না, এখনি চল। কি ল্যাবে ল্যাও। আর কি ল্যাবে—হরিনামের ঝুলিটে ল্যাও।

অন্ন। শান্তিরাম, তা আমি মেয়েমানুষ, ঠাকুরপোদের না ব'লে কি আমি যেতে পারি?

শান্তি। কেনাদের বল্‌বা? তেনারা তোমারে পুলিসে দেবার যোগাড় করছে, আর ছোটকর্ত্তারে পাগলাগারদে ঠেল্‌তি চায়। ল্যাও —শীগ্‌গির যোগাড় ক'রে ল্যাও, আমি ছোট-কর্ত্তারে ভুলায়ে ভালায়ে সাথে লিই, বৌ খিড়কীদোরে আছে, তোমারে সাথে লে যাবে।

অন্ন। আরে শান্তিরাম, কি ব'ল্‌ছিস্?

শান্তি। আর বল্‌ছি মোর মাথা! এই যে বিন্দি বৈষ্ণবীর ভিক্ষে ছেলে, যে এখন সারজন হইছে, সে বল্‌ছিল গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাইরাবে, আজ বোলে গেল, বাইরেছে। তারই হাতেই আইছে, ব'ল্‌ছে যে বৌঠাকরণেরে সরায়ে রাখ, আমি সাঁজের বেলা ধর্‌তি যাব।

অন্ন। অ্যাঁ, সে কি রে! ঠাকুরপোকে বল গে।

শান্তি। আরে এডা হেব্‌লোর মেয়ে হেব্‌লো দেখ্‌তি পাই, পরোয়ানা বার করছে কেডা? ছোটবাবু হাকিম সাহেবেরে জানাইছিল যে, ম্যাজবাবু আর তুমি, দু'জনে মিলে জুলে ছোটকর্ত্তারে বিষ দেছ; ম্যাজবাবুর উকীল সেইখানে ছ্যাল, সে আবার দরখাস্ত কর্‌লে যে, ছোটবাবুতে আর তোমাতে বিষ দিয়েছ, দু'জন দু'জনারে সাঁসাবার চায়, আর দু'জনেই তোমারে ফাঁসাবার চায়। এখন বুঝ্‌ছো, ল্যাও —চল চল।

অন্ন। শান্তিরাম, যদি আমি সতী হই, আশীর্ব্বাদ করি, সপরিবারে তোমারা সুখে-স্বচ্ছন্দে কাটাবে; তোমার দুটী ছেলেকে, ভাইকে, আর বৌমাকে একবার আমার কাছে আন, আমি একবার দেখ্‌বো। আমি ইষ্টপূজার সময় তোমাদের সপরিবারের মুখ মনে ক'র্‌বো, আর আশীর্ব্বাদ ক'র্‌বো; কিন্তু বাবা, আমার জন্য ভেব না, আমি মহাপাতকী! আমার পুলিস হওয়াই উচিত! বাপের অধিক খুড়-শ্বশুরকে স্বহস্তে বিষ খাইয়েছি।

শান্তি। তুমিও খ্যাপছো না কি? পুলিসে যাবার চাও?

অন্ন। অ্যাঁ! এক মহাপাপ ক'রেছি, আবার পাপ ক'র্‌তে আমায় ব'লো না! যে শত্রুকে বিষ দেয়, রাজার সুনিয়মে তার দণ্ড হয়; আমি আমার পরম মিত্রকে স্বহস্তে বিষ দিয়েছি! যে পেটের ছেলের মতন আমি ছাড়া কেউ এনে দিলে খেতো না, যে খিদে পেলে মা ব'লে

আমার কাছে খেতে আস্‌তো, তাকে আমি বিষ দিয়েছি; হরির কৃপায় প্রাণবধ হয় নি, কিন্তু সাধুকে আমি পাগল ক'রেছি! এ মহাপাপের যদি এখানে সাজা হ'য়ে ফুরোয়, তা' হলেও আমি মঙ্গল জান্‌বো।

শান্তি। বড় মা, তোমার পায়ে ধর্‌ছি, এ কি বল্‌ছো—বেভ্রম হবে! তোমার কি দোষ, তুমি কি বিষ ব'লে জানছিলে, তুমি তো দাউই খাওয়াতে গেছেলে। হ্যাদে, কত মায়ে যে ছ্যালেরে ভুলে বিষ দ্যাছে, তুমি পাপী হলি কিসে? চল বড় মা, চল।

অন্ন। শান্তিরাম! পাপে মতি দিও না, যদি আমার দোষ না থাকে, রাজার কাছে অবিচার হবে না। রাজা দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন, বিচারকর্ত্তা, পরমেশ্বরের প্রতিনিধি। রাজা যদি আমায় পুলিসে নিয়ে যাবার অনুমতি দিয়ে থাকেন, তা হ'লে আমি পালিয়ে থেকে অনুমতিলঙ্ঘনের চেষ্টা ক'র্‌বো না। রাজার উপর ভগবান্‌ বিচারের ভার দিয়েছেন। শান্তিরাম, আমি তোমার সঙ্গে পালিয়ে যেতুম, রাজার অনুমতি হেলন ক'র্‌তুম, যদি ধর্ম্ম-রাজের কাছ থেকে পালিয়ে থাক্‌তে পার্‌তুম। তাঁর চর সঙ্গে সঙ্গে র'য়েছে, তাঁর কাছ থেকে তো পালিয়ে থাক্‌তে পার্‌বো না। আজ বাদে কাল ম'র্‌তে হবে, তবে দু'দিনের জন্যে পালিয়ে থেকে কি হবে?

হলধর ও বিন্দুর প্রবেশ

বিন্দু। বৌঠাকরুণ, পালাও—পালাও।

হল। বৌদিদি, খিড়কীর বাগানে লুকিয়ে থাক গে।

অন্ন। কেন খোকা ঠাকুরপো?

বিন্দু। ও গো ব'লবো কি, পুলিসে ধ'র্‌তে আস্‌ছে!

বিন্দু। ঐ এলো, তুমি একটু লুকোও, তা হ'লেই সে চ'লে যাবে। সে আমার ভিক্ষে পুত্র, যার স্কুলের মাইনে তুমি দিতে, সে পারতপক্ষে ধ'র্‌বে না।

দিনু ইন্‌স্পেক্টার ও চাটুয্যের প্রবেশ

সাত। ও গো বৌঠাকরুণ, সর্ব্বনাশ হ'লো গো।

দিনু। ঠাকুর, তোমার সনাক্ত আমি নেব না, তোমার বাবুদের ডাক, তাঁরা দু'জনেই বাড়ী আছেন, আমি দেখেছি। যাও, তাঁদের ডেকে আন, তাঁরা না সনাক্ত ক'র্‌লে আমি ধ'র্‌বো না, আমি ফিরে চ'লে যাব। তুমি জালিয়াৎ, তোমার সনাক্ত আমি নেব না; দু'জন স্ত্রীলোক র'য়েছে—কাকে ধ'র্‌বো?

সাত। হ্যাঁ—হ্যাঁ—আমি যাচ্ছি—যাচ্ছি।

[সাতকড়ির প্রস্থান।

দিনু। হলধর বাবু, কি ক'রেছ? এখনও আমি ফিরে দাঁড়াই, সরিয়ে দাও।

অন্ন। দিনু, তুমি কি ব'লছো? তুমি তো আমায় চেনো?

দিনু। কে আসামী চিনি না, কার নামে পরোয়ানা বেরিয়েছে, আমি জানি না।

অন্ন। দিনু, তোমাকে আমি বরাবর সচ্চরিত্র জানি, যার নেমক খাও, তার কাজ কেন ক'চ্ছো না? তুমি মনে জ্ঞানে জানো, আমায় ধ'র্‌তে এসেছ, তবে কেন ঠাকুরপোদের ডাকছো? আমি ভগবানের সাক্ষাতে মুক্তকণ্ঠে ব'ল্‌ছি যে, আমি জ্ঞানস্বরূপ কখনও পাপ করি নাই, এই এক মহাপাপ ক'রেছি, তার শাস্তি হোক! আমি বিষ জানতুম না, ওষুধ জেনে দিয়েছি বটে, কিন্তু কেন আমি প্রবঞ্চনা ক'র্‌লুম, আমি সত্য কথা ব'ল্‌তে ভয় পেলুম কেন? যদি সেই মহাজ্ঞানী মহাপুরুষের মনের বৈলক্ষণ্য হ'য়েছে ঠাউরেছিলুম, কেন আমি তাঁরে ব'ল্‌লুম না? কেন ডাক্তার ডেকে তাঁর চিকিৎসার উপায় ক'র্‌লুম না। তিনি আমায় বারবার বারণ ক'রেছিলেন যে, বৌমা, যার তার ঠেঙে ওষুধ পালা নিও না, যার তার কাছে গোণাগাঁথা ক'রো না। আমি যদি তাঁর কথা না অবহেলা ক'র্‌তুম্‌, তা' হলে এ মহাপাতকে ম'জ্‌তুম না। দিনু, দেখ তাঁর কথা ঠেলে পাপের বীচি পুঁতেছিলুম, ফল-ফুল কত বড় গাছ হ'য়েছে দেখ। তুমি মনে-জ্ঞানে জান, আমায় ধ'র্‌তে এসেছ, তবে কেন নেমকের কাজ ক'র্‌ছো না?

দিনু। মা, আমরা পুলিস; আমাদের মনে-জ্ঞানে কিছু জান্‌বার যো নেই, জান্‌বার হুকুম নেই, জান্‌বার আইন্‌ নেই, চুরি ডাকাতি খুন হ'লে ধ'র্‌তে হবে, নৈলে দুর্নাম

হবে, কর্ম্ম যাবে, মনে-জ্ঞানে আমাদের কিছু জানবার অধিকার নাই। আসুন, আসুন, আপনার ভায়া কোথা? দু'জনে সনাক্ত করুন, কাকে ধ'র্‌বো। এই যে এসেছেন, চাটুয্যে মশাই, এগিয়ে নিয়ে আসুন, ওদিকে ওঁরা লুকোচুরি খেল্‌ছেন কেন? দেখিয়ে দিন, কে ওঁদের বৌ।

অন্ন। ঠাকুরপো, তোমরা এস, আমি তোমাদের দু'ভাইকে আশীর্ব্বাদ ক'রে যাই।

যাদব, মাধব ও চাটুয্যের প্রবেশ

তোমরা কিছু মনে কোরো না, তোমরা আমার ভাল ক'রেছ, মন্দ কর নাই। এ জন্য যদি আমার সাজা হয়, অন্তে ভগবান্ মার্জ্জনা ক'র্‌লেও ক'র্‌তে পারেন। আমি তোমাদের কোলে-পিঠে ক'রে মানুষ ক'রেছি, আমার পেটের সন্তান নাই, তোমরা আমার পেটের সন্তান তুল্য, আমার একটি অনুরোধ রেখো, আমি ম'লে বেড়া-আগুনে পুড়্‌তে দিও না, তোমরা এক ভাই আমার মুখে আগুন দিও; তা নৈলে তোমাদের অকল্যাণ হবে। মেজবৌ, ছোটবৌয়ের সঙ্গে দেখা হ'লো না। তাদের ব'লো, আমি আশীর্বাদ ক'রে যাচ্ছি, যেন পাকা চুলে সিন্দূর প'রে নাতির সঙ্গে খেলা করে। আর আমার গহনাগুলি দু'বৌয়ে বখ্‌রা ক'রে নিতে ব'লো; আর যা আছে, তিন ভাগ ক'রে, দু'ভাগ তোমরা দু'ভায়ে নিও, একভাগ খোকা-ঠাকুরপোকে দিও।

হল। বৌদিদি, বৌদিদি, তুমি ভাব্‌ছো কেন? আমি যেমন ক'রে পারি, তোমাকে খোলসা ক'রে আন্‌বো।

অন্ন। খোকাঠাকুরপো, তুমি কি মনে ক'রেছ, আর আমি এ ভিটেয় ফির্‌বো? কুলের কুলবধূ হ'য়ে পুলিসে যাচ্ছি, আর এ প্রাণ রাখ্‌বো? আমি অনেক দিন তাঁরে ভুলে সংসার নিয়ে আছি, তিনি কি মনে ক'র্‌ছেন,—আমি তাঁর কাছে যাব।

দিনু। মশাই, মশাই, আপনারা কেউ সনাক্ত ক'র্‌বেন তো করুন, নয় আমি ফিরে গে রিপোর্ট লিখ্‌বো যে, কেউ সনাক্ত ক'র্‌লে না।

যাদব। ইনিই আমাদের বড় বৌ।

দিনু। মাধববাবু! আপনিও তো সনাক্ত ক'র্‌তে এসেছেন যে, ইনি আপনাদের বড়বৌ? আপনাদের ছেলাম মশাই,—পুলিসের কাজে অনেক দেখ্‌ছি, কিন্তু এমন দেখি নাই; আর চাটুয্যে মশাই, আপনি যদি পরামর্শদার হন, তা হ'লে আপনার মত মানুষ জেলে নেই।

কালীকিঙ্কর ও রঙ্গিণীর প্রবেশ

রঙ্গিণী। ছোটবাবু, ছোটবাবু, এই দেখ, বড় বৌঠাক্‌রুণকে পুলিসে ধ'র্‌তে এসেছে, এখনও তুমি পাগল র'য়েছ?

কালী। রঙ্গিণী! তবে কি হ'ব, পাগল হব না তো কি হব? তুমি বুঝ্‌ছ না? পাগল হওয়াই ভাল—পাগল হওয়াই ভাল। রঙ্গিণি, আমি কাঁদ্‌তে পাচ্ছি না—কাঁদ্‌তে পাচ্ছি না, বুকটা আমার চে'পে ধর—চে'পে ধর—খুব চে'পে ধর; চে'পে ধ'রে একটু চোখ দিয়ে জল বার ক'রে দাও।

রঙ্গিণী। ছোটবাবু, তুমি দেখ্‌ছ না, ইন্‌স্পেক্টার এসেছে!

কালী। উঁহু, জ্ঞান হওয়া ভাল না—জ্ঞান হওয়া ভাল না। সত্য বিষ—সত্য বিষ!—পোর্টে মিশিয়ে দেছে। জ্ঞান হ'লে প্রমাণ হবে, পাগল হওয়া ভাল—পাগল হওয়া ভাল! মরা আরও ভাল—মরা আরও ভাল, এস, এস!

রঙ্গিণী। ছোটবাবু, স্থির হও, কি সর্ব্বনাশ, বুঝ্‌তে পাচ্ছ না? তোমার কুলের কামিনীকে ধ'রে নিয়ে যাবে।

কালী। আমার কি! আমি কুল ছাড়া! আমি পাগল! তুমিই বা কি উপায় ক'র্‌বে, আমিই বা কি উপায় ক'র্‌বো? দেখ্‌ছো না—যাদববাবু এসেছে, মাধববাবু এসেছে, চাটুয্যে মশাই পেছনে আছেন; আমায় যে এখনও বাড়ীতে স্থান দিয়েছে, পাগ্‌লাগারদে দেয় নাই—এই ঢের। মাধব, মাধব, এগিয়ে এস, কি কর্‌বে কর, ওদিকে কেন? দু'ভায়ে ঠাউরে দেখ, কে কোন কাজ ক'র্‌বে; আমাকেই বা কে গারদে দেবে, আর বৌমাকে কে পুলিসে দেবে! এস এস, একটা শলা ক'রে মিটিয়ে ফেল, আপনারা না বুঝতে পার—চাটুয্যে মশাইকে জিজ্ঞাসা কর।

[যাদব, মাধব ও চাটুয্যের প্রস্থান।

দিন্ন। মশাই, আপনারা যাচ্ছেন যে?—মশাই, আপনারা যাচ্ছেন যে? তবে আমিও চ'ল্লুম, সনাক্ত না ক'ল্লে আমি গ্রেপ্তার ক'র্‌তে পার্‌বো না। আপনারা সাক্ষী, কেউ সনাক্ত ক'র্‌লেন না।

[ইন্‌স্পেক্টারের প্রস্থান।

কালী। রঙ্গিণি, রঙ্গিণি! পালাই চল'—পালাই চল! আজ কাট্‌লো, কাল কাট্‌বে কি না জানি না! "আপনি বাঁচ্‌লে বাপের নাম," পালাই চল পালাই চল!

[কালীকিঙ্করের প্রস্থান।

বিন্দু। বড়বৌঠাকরুণ, মুখে অন্ন দাও বা না দাও, এস, স্নান করে ইষ্টদেবতার নাম ক'র্‌বে এস।

[বিন্দু ও অন্নপূর্ণার প্রস্থান।

হল। রঙ্গিণি, আজ তো কাট্‌লো, কাল কি হবে?

রঙ্গিণী। আজ যে কাটালে, কালও সে কাটাবে, মানীর মান ভগবান্ রাখ্‌বেন।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অংক

প্রথম গর্ভাংক

ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলার সম্মুখস্থ উদ্যান

ম্যাজিস্ট্রেট, মেম (ম্যাজিস্ট্রেট-পত্নী) ও রঙ্গিণী

ম্যাজি। তুমি কি নিমিত্ত আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহ?

রঙ্গিণী। মে ইট প্লিজ ইওর ওয়ারসিপ (May it please your Worship.)

ম্যাজি। তুমি বাংলা বোলো, আমি বাঙ্গালা পাঠ করিয়াছি।

রঙ্গিণী। ধর্ম্মাবতার, আমি জামিন হ'তে এসেছি।

ম্যাজি। কাহার জামিন?

রঙ্গিণী। অন্নপূর্ণা দাসীর, যাঁর নামে আপনি গ্রেপ্তারী পরোয়ানা দিয়েছেন।

ম্যাজি। যে ব্যক্তি শ্বশুরে পোর্ট ওয়াইনের সহিত বিষ দিয়াছিল?

রঙ্গিণী। ধর্ম্মাবতার, তিনি ওষুধ দিয়েছিলেন।

ম্যাজি। তাহা বিচারের পয়েন্ট (point) বিন্দু, তুমি জামিন হইতে চাহ, তোমার বাড়ী আছে?

রঙ্গিণী। না, আমি মা'র বাড়ীতে থাকি।

ম্যাজি। তোমার সম্পত্তি আছে? দশ হাজার টাকার কম এ দাবির জামিন হইতে পারে না।

রঙ্গিণী। ধর্ম্মাবতার, আমার অর্থ-সম্পত্তি নাই।

ম্যাজি। স্থলসম্পত্তি আছে?

রঙ্গিণী। না, আমার একমাত্র সম্পত্তি সত্য, আমি আজীবন কখনও মিথ্যাকথা বলি নাই, আমার প্রার্থনা, তাঁর পরিবর্ত্তে আমায় বন্দী ক'রে রাখুন।

মেম। এ লেখা তোমার?

রঙ্গিণী। হ্যাঁ মেম সাহেব।

মেম। এ কি সত্য ঘটনা লিখিয়াছ?

রঙ্গিণী। সমস্ত সত্য।

মেম। আমায় এ পত্র লিখিয়াছিলে কেন?

রঙ্গিণী। আপনি স্ত্রীলোক—স্ত্রীলোকের ব্যথা বুঝ্‌বেন, বুঝে আপনার স্বামীকে বুঝাবেন, এই জন্যই লিখেছিলেম।

ম্যাজি। অন্নপূর্ণা দাসী তোমার কে?

রঙ্গিণী। জাতি সুবাদে তিনি আমার কেউ নন, কিন্তু স্নেহ সুবাদে তিনি আমার মা, তিনি দেবী,—আমার জীবনের আদর্শ।

ম্যাজি। তুমি স্নেহবশত তাহার পক্ষে মিথ্যা কথা বলিতেছ না?

রঙ্গিণী। ধর্ম্মাবতার! আমি একজন দেবতার নিকট উপদিষ্ট, এই দেবী আমার নিয়ত চক্ষের উপর আদর্শ; আমি মিথ্যা শিখিনি, আমি শিখেছি সত্য—ভগবানের স্বরূপ, মিথ্যাবাদী—ভগবানের বিরোধী; আমি শয়নে, স্বপনে, রাত্রি দিনে গুরু উপদেশে তাঁরে সকল স্থানে বর্ত্তমান দেখি। সত্য বলা আমার বাল্যাবধি অভ্যাস।

ম্যাজি। আমি দেখিয়াছি, মিথ্যাবাদীরাও এইরূপ বলিয়া থাকে; পরমেশ্বর প্রত্যক্ষ বলিয়া হলপ করে, আবার তৎক্ষণাৎ মিথ্যা বলে।

রঙ্গিণী। বিচারপতি! আমার মুখের পানে চেয়ে দেখুন, এতে মিথ্যার চিহ্ন নাই! আপনি ঈশ্বরের প্রতিনিধি, দুর্জ্জন শাসনের ভার

আপনাকে ভগবান দিয়েছেন, নয়ন-পথে আমার অন্তর্দৃষ্টি করুন, মিথ্যার ছায়া মাত্র তথায় নাই। সত্য আমার সম্বল, সত্য আমার সাহস, সেই সত্যবলে আপনার কাছে আবেদন ক'রতে এসেছি; নিরপরাধীর মানরক্ষা করুন, অবলাকে আশ্রয় দিন, দুর্ব্বলের মনোভীষ্ট ভঙ্গ করুন, সত্যের গৌরব রক্ষা করুন।

মেম। তিনি কবে বন্দী হইয়াছেন?

রঙ্গিণী। তিনি বন্দী হন নাই, পরোয়ানা বেরিয়েছে, বোধ হয়, কাল বন্দী হবেন।

ম্যাজি। তবে তুমি জামিন হইতে আসিয়াছ কাহার?

রঙ্গিণী। হুজুর, আমার প্রার্থনা, তাঁর পরিবর্তে আমায় বন্দী রাখুন, তাঁকে বন্দী ক'র্‌বার অগ্রে সুযোগ্য ব্যক্তি দ্বারা এ বিষয় অনুসন্ধান করুন; যদি মিথ্যা হয়, শাস্তি দেবেন।

চাপরাসীর প্রবেশ

চাপ। খোদাবন্দ, এক আদ্‌মী হু সামনে আওনে মাঙতা, ও বোলাতা হ্যায়, এ মকদ্দমাকা ও গাওয়া।

ম্যাজি। লে আও। তুমি কি সাক্ষী আনিয়াছ?

রঙ্গিণী। হুজুর, না।

চাপরাসীর সহিত গণপতির প্রবেশ

ম্যাজি। এ ব্যক্তিকে চেনো?

রঙ্গিণী। ধর্ম্মাবতার, ইনি গণক ব'লে পরিচিত।

গণ। আজ্ঞে বিবেক করুন গে, আর আমি গণক নই, ইনি আমার মা—এ'র আমি ছেলে, বেটী তোর মনে নাই, সে দিন তোকে মা ব'লেছি।

ম্যাজি। তুমি বিষ বিক্রয় করিয়াছিলে?

গণ। বিবেক করুন গে সেইরূপই বটে।

ম্যাজি। আমি হাকিম, আমার সামনে সতর্ক হইয়া কথা কও, তোমার বিরুদ্ধে যাইবে।

গণ। আজ্ঞা হুজুর, বিবেক করুন গে, আমাদের পল্লীগ্রামে ঘর, কিঞ্চিৎ জমীজারাতও রাখি, ফৌজদারী প্রভৃতি জানা আছে; বিবেক করুন গে, স্বীকার ক'র্‌লে মেয়াদ হয়, তাও জানা আছে।

ম্যাজি। তবে তুমি স্বীকার করিতেছ কেন?

গণ। আজ্ঞে, বিবেক করুন গে, একটা মিথ্যাদায়ে এই বেটীই আমায় বাঁচায়, বিবেক করুন—সোজা নয়, চুরির দাবি, দোর ভেঙ্গে গৃহপ্রবেশ; পুলিস সাহেবেরা ডাকাতি ব'লে সাজাতে পার্‌তেন। ভাবলেম, মিথ্যাদায়ে বেঁচে গেলেম, সত্যি দায়ে ঠেকে যদি একজন নিরপরাধীকে রক্ষা ক'র্‌তে পারি, অন্ততঃ এ অধম জীবনে একটা ভাল কাজ করা হবে। যে কাজে ব্রতী হ'য়েছি, বিবেক করুন গে, তাতে তো বংশাবলীতে জেল খরিদ করা আছে, বিবেক করুন গে, প্রপিতামহঠাকুর কাজীর কোড়া খেয়ে প্রাণত্যাগ করেন, পিতামহঠাকুর নদী সাঁত্‌রে পালাতে গে জলমগ্ন হন, পিতা-ঠাকুরের দ্বীপান্তরে মৃত্যু; বিবেক করুন গে, বিষপ্রয়োগটা পূর্ব্বপুরুষ হ'তে চ'লে আস্‌ছে কি না, তা আমারও ঐরূপ সদ্গতিলাভের বিশেষ সম্ভাবনা; ভাব্‌লেম, একটা স্ত্রীলোকের মানরক্ষা হোক।

ম্যাজি। আচ্ছা, তোমায় যদি বেকসুর খালাস দিই, তা হ'লে তুমি পুনর্ব্বার ঐরূপ ব্যবসা কর?

গণ। হুজুর, না। আমি যে দণ্ডের ভয়ে ব'ল্‌ছি, এ কথা অনুমান ক'র্‌বেন না, এই বেটীই আমার মাথা বিগ্‌ড়ে দিয়েছে।

মেম। সে কিরূপ?

গণ। আজ্ঞা মেম সাহেব, পূর্ব্বে আমার জানা ছিল, মিথ্যাতেই সংসার চলে, সত্য একটা কথার কথা, কিন্তু প্রত্যক্ষ গোটাকতক উল্‌টো-পাল্‌টা প্রমাণ পেলুম; এই বেটীর কথা শুনে আমার মনে একটা গোলমাল জন্মে গেল; ভাব্‌লেম, মিথ্যা ছাড়া আর একটা পথ বুঝি আছে, সেই পথ একবার দেখ্‌বো। এ পথে দিবারাত্রি কাঁটার উপর বাস, সর্ব্বদাই ভয়, আর সে পথের আভ্যাস দেখ্‌ছি, জেলে যাই আর দ্বীপান্তরে যাই—ততটা ভয় নেই, দিবারাত্রি খোঁচার উপর চ'ল্‌তে হয় না।

ম্যাজি। অদ্য তোমরা গমন কর, আমি যেরূপ হয় করিব।

রঙ্গিণী। ধর্ম্মাবতার, আমার আর এক প্রার্থনা, যে ব্যক্তিকে বিষ খাওয়ান হ'য়েছিল, সে বিষের শক্তিতে তাঁর মস্তিষ্ক কিছু চঞ্চল হ'য়েছে। তিনি দেবতা, তিনি শীঘ্র আরোগ্য লাভ ক'র্‌বেন। তাঁর ভাইপোরা তাঁকে পাগ্‌লা-গারদে দেবার ষড়্‌যন্ত্র ক'র্‌ছেন, আমার প্রার্থনা, যেন গারদে তাঁরে দেওয়া না হয়।

ম্যাজি। ইহাতে তুমি আপত্তি করিতেছ কেন? যদি মস্তিষ্ক বিকল হইয়া থাকে, তিনি গারদে গেলে আরোগ্যলাভ করিবেন।

রঙ্গিণী। আমি ব্যতীত কেউ তাঁকে প্রকৃতিস্থ ক'র্‌তে পার্‌বে না।

ম্যাজি। তুমি কি চিকিৎসাবিদ্যা শিখিয়াছ?

রঙ্গিণী। না।

ম্যাজি। তবে কিরূপে আরোগ্য করিবে?

রঙ্গিণী। যত্নে। আমি তাঁরে ভালবাসি, তিনি আমার গুরু, ইষ্টদেবতা; তিনি আমার কথা শুন্‌বেন, তিনি আমার কথা শুনে আপনার অবস্থা বুঝ্‌বেন, আরোগ্য হ'তে চেষ্টা ক'র্‌বেন, আরোগ্য হবেন। আমি তাঁরে বিনয় ক'র্‌বো, তিনি আমার কথা ঠেল্‌বেন না, তিনি আমায় ভালবাসেন।

ম্যাজি। কিন্তু অন্নপূর্ণা দাসীর নিমিত্ত ত তুমি স্বয়ং আবদ্ধ হইতে আসিয়াছ, যদি আবদ্ধ করি, কিরূপে তাঁর শুশ্রূষা করিবে?

রঙ্গিণী। আমি তাঁকে পত্র লিখিব, আমি আবদ্ধ হ'য়েছি, তিনি জান্‌লে তাঁর মস্তিষ্কের চঞ্চলতা দূর হবে, কিরূপে আমায় উদ্ধার ক'র্‌বেন, তার চেষ্টা পাবেন, তা হ'লেই তিনি প্রকৃতিস্থ হবেন।

মেম। তুমি এরূপ আশা কর, বালিকা? মিথ্যা আশায় নিরাশ হইতে হয়, তা কি তুমি জান না?

রঙ্গিণী। মেম সাহেব, আমার আশা নয়, আমার প্রত্যক্ষ বিশ্বাস। আমি সত্যাশ্রয়ী, সত্যের উপাসনা করি, মিথ্যা বিশ্বাস কখনও আমার হৃদয়ে স্থান পেতো না; আমি বারবার পরীক্ষা ক'রে দেখেছি, সরল অন্তঃকরণে সরল বিশ্বাস—কখনও মিথ্যা হয় না।

মেম। তুমি তাঁহাকে ভালবাস,—কিন্তু কিরূপে জানিলে, তিনি তোমায় ভালবাসেন?

রঙ্গিণী। আমি ভালবাসা তাঁর নিকট শিক্ষা করেছি; আমার নীরস অন্তঃকরণ কে সরস ক'রেছে, কে ভালবাসার বীজ বপন ক'রেছে, তিনি। আমার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নয়, তিনি ভিন্ন আমার কিছুই নয়; আমার মন নয় —তাঁর মন,—তাঁর মন দিয়েই তাঁর মন সম্পূর্ণ বুঝেছি; আমার ভালবাসা—তাঁর ভালবাসার একটি ক্ষুদ্র বীজমাত্র, সেই বীজ তাঁর যত্নে অংকুরিত হ'য়ে হৃদয়ে অমৃত-ফল ফ'লেছে।

ম্যাজি। শুনিতেছি—বিষের শক্তিতে তাঁর এরূপ হইয়াছে, অপর ঔষধ দ্বারা সে বিষ না হরণ করিতে পারিলে কখনই তিনি আরোগ্য লাভ করিতে পারিবেন না।

রঙ্গিণী। সাহেব, যে মনে চৈতন্য উদয় হ'য়েছে, সে মন জড়—বিষে কতক্ষণ আচ্ছন্ন রাখ্‌তে পারে? এ আমার আনুমানিক কথা নয়—শাস্ত্রের উক্তি, পণ্ডিতের উক্তি, প্রত্যক্ষ, প্রমাণসংগত। সাহেব কি শোনেন নি যে, আপনাদের ভিতর অনেক মহাত্মা কথায় রোগ আরাম ক'রেছেন?

ম্যাজি। ওঃ! হিপ্‌নোটিজ্‌ম (Oh! Hypnotism)।

মেম। ডিয়ার, গ্র্যাণ্ট হার প্রেয়ার; লভ্‌ উইল কিওর ম্যাড্‌নেস। (Dear, grant her prayer; love will cure madness.)

ম্যাজি। তোমরা যাও, দেখি কিরূপ তোমার সাহায্য করিতে পারি। তোমার নাম ধাম আমার চাপরাসীকে বলিয়া দাও। ট্রুথ্‌ ইজ্‌ ষ্ট্রেন্‌জার দ্যান ফিকসন। (Truth is stranger than fiction.)

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

গোয়াল বাড়ী

সাতকড়ি ও হলধর

সাত। দাদা, তোমার উপর সে দিন থেকে যে আমার কি ভক্তি হ'য়েছে, তা তোমায় কি ব'ল্‌বো, তা বল্লুম,—হাঁ কায়েতের ছেলে বটে, কথায় বলে—বুদ্ধিমান শত্রুও ভাল।

হল। দাদামশাই, আমি ত মামার ভাতে আছি, আমার উপর এত অনুগ্রহ কেন?

সাত। দাদা, তুমি আমায় বিশ্বাস ক'রছো না, আমার প্রকৃতি অতি সরল, আমি আমুদে লোক।

হল। তা এ বছর খুব আমোদে আছে—কি বল? এই আকাল প'ড়েছে, ভুঁইকম্প, মারীভয়!

সাত। ওতে কি আমোদ হবে বল? পল্লীগ্রামে কোথায় কি হ'চ্ছে—আমার ও রকমে আমোদ নাই।

হল। এতেও বুঝি মন উঠ্‌ছে না দাদা!

সাত। আমার যাতে হাত নেই, তাতে আমার আমোদ নাই। একটা কৌশল ক'র্‌লুম্‌ সরিকান বিবাদ বাধ্‌লো, ঝমাঝম্‌ মকদ্দমা মাম্‌লা চ'ল্‌তে লাগ্‌লো,—দু'পক্ষ ওস্কাতে লাগ্‌লেম—আমোদ হ'লো। কারুর বৌ-ঝি বেরুল, একটা দলাদলি বাধলো—আমোদ হ'লো। এই বুকের ছাতি ফুলিয়ে গাড়ী চ'ড়ে আফিস চ'লেছে, সাহেবের কাছে চুক্‌লি ক'রে বেনামী চিঠি লেখা গেল—চাক্‌রি জবাব দিলে মুখ চূণ ক'রে বাড়ী এল, ছুটে গে আত্মীয়তা ক'র্‌লুম, গাড়ী-ঘোড়া বেচে দিলুম, বাড়ী বন্ধক দেওয়ালেম—একটু আমোদ হ'লো। দাদা, তুমিও তো আমার রীতের মানুষ, তুমি ত বুঝ্‌তেই পাচ্ছ, এই সে দিন আমাদের বাঁধিয়ে দেবার যোগাড় ক'রেছিলে, দেখ দেখি—কতটা আমোদ!

হল। হ্যাঁ, তা খুব আমোদ বটে—খুব আমোদ বটে। দুঃখ রইল,—বাঁধাতে পার্‌লুম না।

সাত। তা দেখ দাদা, তুমি যে রাগ ক'রে এ কাজটা ক'রেছিলে, তা বুঝেছি; কিন্তু দুটো একটা এমনি ক'র্‌তে ক'র্‌তে ও আমোদের জন্যই ক'র্‌বে; ও রাগ-টাগের বড় ধার ধার্‌বে না। আমি তোমায় পৈতে ছুঁয়ে ব'ল্‌তে পারি, দুনিয়ার কারুর উপর আমার রাগ নাই, তবে কি জান—একটু আমোদ করা। আর দাদা, কোন্‌ দিন ম'র্‌তে হবে, যে কটা দিন আমোদ ক'রে কেটে যায়।

হল। দাদার এ দিকে তত্ত্বজ্ঞানটুকু আছে দেখ্‌তে পাচ্ছি।

সাত। আর দাদা, বুড়ো হ'য়েছি, হবে না! ভাগবত শুন্‌তে যাই, রামায়ণ শুন্‌তে যাই,—আমার গায়েনদের আর কথকদের বলা আছে—ঠিক খবর দেবে।

হল। যেখানে হয়—শুন্‌তে যাও না কি?

সাত। তা যাই বই কি, কিন্তু সব দিন পারি না—আর ভালও লাগে না, তবে যে দিন সীতাহরণ, লক্ষ্মণের শক্তিশেল, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, পাশাখেলা, অভিমন্যু-বধ হবে—এ একদিন মকদ্দমা ফেলেও যাব।

হল। দেখ দাদা, তুমি ক্ষণজন্মা পুরুষ।

সাত। তুমিও ক্ষণজন্মা, তোমার যা কৌশল,—আমি তোমার কাছে কোথায় লাগি!

হল। দোহাই দাদা, ও গালটি দিও না।

সাত। গাল কি—এ ত সুখ্যাতি, ফন্দীবাজ না হ'লে—ব্যাটা-ছেলে!

হল। আর পরের সর্ব্বনাশ নইলে—আমোদ!

সাত। বটে ত, বটে ত—তুমি সুবোধ আছ—ক্রমে বুঝ্‌তে পাব্‌বে; ভায়া, বিবেচনা ক'রে দেখ, পরের ভালতে—কার ভাল বল? পরের ভাল ক'রে—কার বিষয় হ'য়েছে, কারে দশজনে মেনে চ'লেছে,—ভয় ক'রেছে? পরের ভাল—শুন্‌তে ভাল, আপনার ভালই ভাল।

হল। তবে দাদা, তুমি যে আমার ভাল খুঁজ্‌ছো দেখতে পাচ্ছি, আশীর্ব্বাদ ক'র্‌ছ—ক্ষণজন্মা ব'ল্‌ছো!

সাত। এই তো তোমায় ব'ললুম, আমি আমুদে লোক, তুমিও আমুদে লোক, তোমার কৌশল কত, তুমি আমার চ'খে ধুলো দিয়েছ; ব'ল্‌বো কি দাদা, সে দিন শুয়ে শুয়ে তোমায় কত আশীর্ব্বাদ ক'রেছি, একবার ভাব্‌লেম, তোমায় ডাক্‌তে পাঠাই, ডেকে একবার কোলাকুলি করি, সে দিন থেকে তুমি আমায় কিনে রেখেছ।

হল। তা ঠাকুরদাদা, অনেকক্ষণ গৌরচন্দ্রিকা তো ক'র্‌ছো, এখন পালাটা কি—সুরু কর।

সাত। পালা আর কি—এই সর্ব্বস্ব তোমার।

হল। এমন?

সাত। উপহাস ক'চ্ছো, কথাটা শোন,—তোমার বড় মামা বুঝেছিলেন যে, দুটো ছেলে বাঁদর হ'লো, তাই ভাইয়ের নামে সর্ব্বস্ব

ক'র্‌তে চান, তোমার ছোটমামা রাজী হন না, কিন্তু তিনি তা না শুনে তাঁর উকীলের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে উইল ক'রে যান যে, আমার ভাইয়ের সর্ব্বস্ব; আর সেই উইল রেজেষ্টারি আফিসে ডিপোজিট্ রাখেন।

হল। আর দাদা, এ মৎলবটা বার ক'র্‌ছো কেন? ছোট মামার ত এই দশা, বৌদিদিকে কোন্ দিন বেঁধে নে যায়, আর আমি তো পথে দাঁড়িয়েছি, তা দাদা, আমোদটা কাকে নিয়ে ক'র্‌বে?

সাত। তুমি আমার কথা মিথ্যা বিবেচনা ক'র্‌ছো, আমার কথাটা কি, একবার স্থির হ'য়ে শোনো; তার পর যে রকম বোঝ, কর। সে উকীল তার ছেলেকে আফিস দিয়ে দেশে চ'লে যায়; তার পর তোমার বড় মামার মৃত্যু হ'লো, উকীলের ছেলে উইলের কথা জান্‌তো না, আর ভাল ক'রে পুরাণো কাগজপত্রও দেখেনি, রেজেষ্টারি আফিসে রসিদ খানাও পায়নি, উকীলও শোনেন নি যে, তোমার মামা ম'রেছে। উকীল ফিরে এসেছে, উইলের রসিদও বার ক'রেছে, তোমার মামাদের বড় বন্ধু ছিল, সে ব'ল্‌লে, বিষয়টা বরবাদ যায়, এই উইলের বলে রক্ষা হ'তে পারে।

হল। তা যদি ছোট মামারই বিষয় হয় তো আমার কি?

সাত। তোমার কি! ভাইপো দুটো বওয়াটে, তোমার নামে দানপত্র ক'রেছেন।

হল। বুঝেছি ঠাকুরদাদা—বুঝেছি, তোমায় জেলে দিতে গিয়েছিলুম, তুমি আমায় কালা-পানি পাঠাবে, একখানা জাল দানপত্র ক'র্‌তে তো ব'ল্‌ছো?

সাত। আরে, তুমি ভাব্‌ছো কেন, আমি তাতে সাক্ষী।

হল। সে দানপত্র কোথায়?

সাত। তোমার ছোটমামা দানপত্র ক'রে দেবেন।

হল। উনি পাগল, ওঁর দানপত্র মঞ্জুর হবে কেন?

সাত। এক মাস আগে ত পাগল ছিলেন না, ভাইপোরা কংগ্রেস ক'র্‌তে গেল, বার বার বারণ ক'র্‌লেন, শুন্‌লেন না; এই রেগে ভাগ্‌নের নামে সম্পত্তি ক'র্‌লেন্।

হল। ঠাকুরদাদা, সাক্‌রেদ ক'র্‌বে ত একটু একটু ক'রে বুঝিয়ে দাও, একেবারে ভারি পড়া দিলে পার্‌বো কেন বল?

সাত। আজ কি তারিখ, দোস্‌রা শ্রাবণ। পাঁচুই জ্যৈষ্ঠিতে তোমার মামা পাগল হন নাই, তারও মস্ত প্রমাণ আছে, সাতুই জ্যৈষ্ঠিতে দু'জন মস্ত সাহেব তোমার মামার সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে আসে, তারাও ইলেক্‌টিক্‌টিকি কি করে;—ইলেক্‌টিক্‌টিকির কথা কইতে এসে-ছিল, তারা সাক্ষী দেবে যে, তোমার ছোটমামা প্রকৃতিস্থ ছিলেন; আর এ তো জানা কথা, যে ওষুধ ব'লে বড় বৌঠাক্‌রুণ বিষ দিয়েছিল, তাইতে মাথা খারাপ হ'য়েছে।

হল। তা দাদা, সাক্ষী সমেত ঠিক ক'রে রেখেছ, খালি দলিল খানি জাল ক'র্‌তে হবে—কি বল?

সাত। কিছু না, শুধু রঙ্গিকে হাত ক'র্‌লেই হলো। চৌঠা তারিখের ষ্ট্যাম্প কাগজ একখানা হাজার টাকা খরচ ক'র্‌লেই পাওয়া যায়, সে টাকা আমিই গাঁট থেকে খরচ ক'র্‌বো। মনে ক'রো না যে, তোমার ঠাকুর-দাদা ছেঁড়াপোঁদা; সুদে টুদে খাটিয়ে কিছু ক'রেছি, এ কথা কাউকে বলি নি, তুমি আমার হৃদ্‌বন্ধু, তাই তোমার কাছে ফুট্‌লুম;—আর ষ্ট্যাম্প না পাওয়া যায়, একখানা উইল লিখিয়ে নে আপাততঃ তো সম্পত্তি আটক কর।

হল। তোমায় কি দিতে হবে?

সাত। একটী পয়সা না, আমি তো তোমায় ব'ল্লুম, আমি আমুদে মানুষ; আমোদ হ'লেই হ'লো। বিশেষ তোমার টাকা—গোরক্ত ব্রহ্মরক্ত! তবে বিন্দিকে কিছু দিতে হবে, বেশী না, শ পাঁচেক লাগে ত ঢের,—তা হলেই রঙ্গি হাত হ'লো।

হল। রঙ্গি কি ক'র্‌বে?

সাত। তবে আর উইল লেখাবে কে? রঙ্গি ভিন্ন কি এ কাজ হয়? রঙ্গি যা ব'ল্‌বে, ছোটবাবু তাই ক'র্‌বে।

শান্তিরামের প্রবেশ

শান্তি। খোকাবাবু, খোকাবাবু, বিন্দির ভিক্ষে ছেলে খবর আন্‌ছে না কি, পরোয়ানা

তুলে নেছে, ধর্ম্ম কি নাই, এখনও রাত-দিন হ'তিছে, চন্দ্র-সূর্য্য উঠ্‌তিছে, জুয়ার ভাঁটা খেল্‌তিছে।

হল। দিনু কোথা? দিনু কোথা?

শান্তি। সদোরে আছে, তোমায় ডাক্‌তিছে, যাও। [হলধরের প্রস্থান।

সাত। হুঁ! রঙ্গি বেটী সব পারে—বুঝেছি।

শান্তি। বুঝেছ কচু, আর বুঝবা কি? যা বুঝবার তা ত বুঝে নিয়েছ, বামুনের ঘরেও কি এমন চাঁড়াল পয়দা হয়।

সাত। শান্তিরাম, তোমার বরাত খুলেছে।

শান্তি। তা ঠাকুর, তোমার দর্শনেই বুঝলাম; বোধ হয়, এতক্ষণ ঘরকে চিঠি আসতিছে, যে, ধানের গোলায় আগুন লাগিছে।

সাত। তুমি ডান হাত পাত—টাকা, বাঁ হাত পাত—টাকা।

শান্তি। আর দু'হাত জুড়ে হাত কড়ি!

সাত। মেজবাবুর কাছে হাত পাত—সেথায় টাকা, ছোটবাবুর কাছে হাত পাত—সেথাও টাকা।

শান্তি। আর তোমার কাছে—গর্দ্দনা বাড়ায়ে ছুরি।

সাত। তুমি ত বড় বোকা হে!

শান্তি। দেবতা! দেবতা! বামুনের আশীর্ব্বাদে যেন বোকাই থাকি, তোমার মতন শেয়ান না হই। ঠাকুর, এ ভিটের যা কর্‌বার, তা ত ক'র্‌ছ, এখন দোসর ভিটেয় যাতায়াত কর, সহুরির মধ্যে ত আরও বড় মানুষের ভিটে আছে।

সাত। শান্তিরাম, আমি তোমায় ভাল কথা ব'লছিলেম, মনে ক'র্‌ছো, গ্রেপ্তারী পরোয়ানা কেটেছে,—তোমাদের বড় বৌর আর ভয় নাই, আর এ দিকে যে খোরাকী রদের নালিস হ'চ্ছে, তার খবর রাখ?

শান্তি। কিসের খোরাকী! ও যায় যাক্‌! ভিটে বেচে বড়মারে খাওয়াব। আমি আছি, বৌ আছে, দুটো ছ্যালে আছে, ভাইডে আছে, ক'জনে ভিক্ষা ম্যাগে অ্যানেও ছোটকর্ত্তারে আর বড়মাকে খাওয়াতে পার্‌বো না? মোরা দুজনারে দ্যাশে নে যাব, তোমার মুখ না আর দেখ্‌তি হয়, কর্ত্তারা স্বর্গে গ্যাছে, তাদের কের্‌পায় আমার কিছু কমি আছে কি?

সাত। আর বদনামের কি ঠাওরালে?

শান্তি। কিসের বদ্‌নাম? সবাই জান্‌ছে তুমি ভুলায়ে ওষুধ ব'লে বিষ দেছ।

সাত। শান্তিরাম, তোমায় দুঃখের কথা ব'ল্‌বো কি, আমার ত নাত-বৌয়ের ওখানে আসা যাওয়া আছে—

শান্তি। তা নইলে আর এতটা ঘটাবে কিসে?

সাত। কথাটাই শোন।

শান্তি। আর শুন্‌তি চাইনে, তুমি যাও।

সাত। তোমার বাবুরা বড়বৌঠাক্‌রুণের নামে এমন দাগ দেবে যে, তিনি গলায় দড়ি দেবেন, তা তুমি শুন্‌তে না চাও, আমি চ'ল্‌লুম।

শান্তি। তা কি শুনি শুনি,—কও দিনি?

সাত। সে দিন তো তুমি জান, ছোটবাবু তাড়া ক'র্‌লেন, আমি ভয়ে গিয়ে বড়বৌ-ঠাক্‌রুণের ঘরে লুকুলেম, এই নানান কথা উঠেছে; ছোটকর্ত্তাই তুলেছেন যে, বড়বৌমা ঘরে মানুষ লুকিয়ে রাখে।

শান্তি। দাঁড়া তো বামুন, তোর জিহ্বাটা মুই ছিঁড়ে বার কচ্ছি।

সাত। দোহাই বাবা! আমার দোষ নেই বাবা! [সাতকড়ির প্রস্থান।

শান্তি। বারো কুত্তো, যদি ফের এ বাড়ী আস্‌বি তো বেম্মহত্যা মান্‌বো না!

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

দরদালান

অন্নপূর্ণা, রঙ্গিণী ও বিন্দু

অন্ন। রঙ্গিণি, চিঠি প'ড়েছ?

বিন্দু। কিসের চিঠি জান গা, তোমার দেওরেরা ব'ল্‌ছে যে, আর খোরাকি দেব না।

অন্ন। রঙ্গিণি, এই কি? আর কিছু না, চুপ ক'রে র'য়েছ যে; সত্যি বল, তুমি কেন কথা ক'চ্ছ না? আগুনে কাপড় চাপা দিলে ত আগুন নিব্‌বে না মা! কি হ'য়েছে, আমায় বল?

রঙ্গিণী। মা, তুমি বল, আমি ও কথা মুখে আন্‌তে পার্‌ব না।

অন্ন। বোষ্টমদিদি, তুমি ব'ল্‌তে ভয় ক'চ্ছো কেন? কাকাবাবুকে কি ধরিয়ে দেছে?

বিন্দু। না দিদি, কি শুন্‌বে বল, চাটুয্যে ছোট কর্ত্তার ভয়ে তোমার ঘরে লুকিয়ে ছিল।

অন্ন। বোষ্টমদিদি, বুঝ্‌লুম, ভগবান্ ফলদাতা, আমার পাপের ফল ফ'লেছে!

রঙ্গিণী। মা, তুমি অমন কথা মুখে এনো না, তোমার পাপ! তোমার দেবদৃষ্টিতে পাপ ভস্ম হয়, তোমার দর্শনে মহাপাপীর পাপ যায়, দরিদ্রের অন্ন হয়, মৃত্যুশয্যায় প্রাণ পায়; তোমার পাপ! এ কথা শুন্‌লে আমার প্রাণ ফেটে যায়, আমার রাত্রি দিন প্রার্থনা, তোমার মত নির্ম্মল প্রকৃতি আমার হয়।

অন্ন। রঙ্গিণি, তুমি বালিকা, শিশির-ধোয়া পদ্মফুলের মত ফুটে র'য়েছ, তুমি নির্ম্মল, তাই সকলকে নির্ম্মল দেখ। আমি বিধবা হ'য়ে বিধবার আচার করিনে, এত দিনে আমার শাস্তির সময় উপস্থিত হ'য়েছে।

রঙ্গিণি। মা! মা!

অন্ন। তুমি বুঝ্‌তে পাচ্ছ না; আমি বিধবা, ভুঁয়ে শুইনে কেন, গো-গ্রাসে হবিষ্যান্ন খাইনে কেন, দেবসেবায়, পতির ধ্যানে দিবা-রাত্রি থাকিনে কেন, যে ঘরে তিনি থাক্‌তেন, সে ঘরে পরপুরুষকে যেতে দিয়েছি কেন, পরপুরুষের সঙ্গে কথা ক'য়েছি কেন; পর-পুরুষকে দেখেছি কেন? আমার স্বামী নাই, তথাচ আমার ব'ল্‌বার জিনিষ আছে; আমার গহনা আমাদের বাড়ী, আমার খোরাকী, আমা-দের ঘর;—আমার আমার ক'রেই দিন কাটাচ্ছি, তাঁর ধ্যান তো করি নাই।

বিন্দু। বৌঠাক্‌রুণ, তুমি অমন ক'র্‌ছো কেন? উকীল মড়াদের যা ব'ল্‌বে, তাই লিখে দেয়। তোমার কুলাঙ্গার দেওরেরা তোমার গায়ে দাগ দিতে চায় ব'লে কি তোমার গায়ে দাগ লাগ্‌বে? চাঁদের গায়ে কেউ কি থুতু দিতে পারে? তোমার শ্বশুর তোমার খোরাকী দিয়ে গেছে, ওরা না ব'ল্‌লেই না? আমরা ব'ল্‌বো না? আমরা জানিনে যে, ছোটকর্ত্তা তাড়া দিয়েছিল, তাই প্রাণ-ভয়ে এসে মড়া তোমার ঘরে লুকিয়ে ছিল? জজসাহেব তো তোমার দেওরদের মত ঘাস খায় না, তারা সাহেব, তাদের সূক্ষ্ম বিচার।

অন্ন। বোষ্টমদিদি, তুমি কি মনে কর, এ কালা মুখ আমি হাকিমকে দেখাব, কি এই কথা আদালতে গে ঘোঁট ক'র্‌বো? তাঁর নামে অনেক দাগ দিয়েছি, আর কেন?

গমনোদ্যত

বিন্দু। বৌঠাক্‌রুণ, তুমি যাচ্ছ কোথায়?

অন্ন। এক জায়গায় তো যেতে হবে, এখানে তো আর আমার জায়গা নেই!

বিন্দু। চল, আমাদের বাড়ীতে চল।

অন্ন। না বোষ্টমদিদি, এ অনুরোধ আমায় কোর' না, আর আমি লোকালয়ে থাক্‌বো না!

রঙ্গিণী। যাবে যাও, কিন্তু মা, তুমি কুল-বধূ।

অন্ন। কই মা, কুলবধূ আর আমায় কে ব'ল্‌বে, আমার দেশ জুড়ে কলঙ্ক হ'লো।

রঙ্গিণী। মা, তোমায় কি ব'ল্‌বো; কলঙ্কের ভয়ে কি তুমি কুলবধূর আচার ছাড়্‌তে চাও? মা, আমি বেশী সংসার দেখি নি, কিন্তু যা দেখেছি, যা শুনেছি, যা প'ড়েছি, তাতে আমার স্থির ধারণা হ'য়েছে, যে সুকাজ ক'র্‌বে, সে কলঙ্কে না ভয় পায়। মা, দুর্জ্জনের কলঙ্ক নাই, সজ্জনেরই কলঙ্ক।

বিন্দু। রঙ্গি, তুই ঠিক ব'লেছিস, চাটুয্যে মড়াকে লোক বাড়ী ঢুক্‌তে দেয়! ওর নিন্দে করা চুলোয় থাকুক, লোক ভয়ে ভয়ে স্তব-স্তুতি করে; মনে করে, পঞ্চানন্দ, কোন্ দিন ঘাড় ভাঙ্গবে! আর ছোটকর্ত্তাকে কি না ব'ল্‌তো,—আর কি না বলে।

রঙ্গিণী। মা, তুমি আমায় মার্জ্জনা কর; পৃথিবীতে কলঙ্ক কার, যে মন্দ, তার কথা কে আন্দোলন করে? যে বলে, তাকেই লোকে গাল দেয়, তাকেই লোকে মন্দ বলে, মন্দবুদ্ধি সংসার সরলতা বোঝে না, ধর্ম্ম বোঝে না, সজ্জন বোঝে না। মা, তুমি তো সব জান, যখন কোন মহাপুরুষ জন্মায়, সকলে তাঁর শত্রু হয়; তাঁরে তাড়না করে, দেশ থেকে তাড়ায়, তাঁর নামে কলঙ্কের বোঝা চাপায়ে চোর ডাকাতের সঙ্গে দিয়ে শাস্তি দেয়। মা, কেউ কখন কলঙ্কের ভয় ক'রে সত্যের উপাসনা

ক'র্‌তে পারে নি, কর্ত্তব্য-সাধন ক'র্‌তে পারে নি, ভগবানের কার্য্যে আত্মসমর্পণ ক'র্‌তে পারে নি; মা, তুমি কলঙ্কের ভয়ে কুলবধূর আচার ত্যাগ করো না; আমি তাঁকে ডেকে আনি, তুমি তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে তাঁকে প্রণাম ক'রে যেখানে যেতে ইচ্ছা হয়, যাও।

কালীকিঙ্করের প্রবেশ

কালী। রঙ্গিণি! রঙ্গিণি! আমি ক'টা বল্ দেখি?

রঙ্গিণী। ছোটবাবু, ছোটবাবু, শোন, এখানে সর্ব্বনাশ!

কালী। সর্ব্বনাশ তো হ'য়েইছে, তা কি আমি জানি নি, ও আর কি শুন্‌বো; তুমি শোন, বল দেখি, বল দেখি? পার্‌লে না,— ব'ল্‌তে পার্‌লে না, আমি দুটো।

রঙ্গিণী। ছোটবাবু, বড় বৌঠাক্‌রুণ কি ব'ল্‌ছেন।

কালী। আমায় ব'লে কি ক'র্‌বেন,— আমায় ব'লে কি হবে, সে আসুক, তাকে ব'ল্‌বেন সেও আমি,—আমিও আমি; কিন্তু তার কি হ'য়ে গিয়েছে, সে পাগল আমি নই, সে আর এক রকম আমি,—আগেকার মত আমি, সে আমি আমার কাছে এসে বোঝায়, সে আমি আমার কথা শুন্‌তে বলে; রঙ্গিণি! এ আমির কাছে এস না, সে আমি তোমায় পড়াবে, তোমায় আদর ক'র্‌বে, তোমায় ভাল-বাস্‌বে, তোমার ভালর চেষ্টায় থাক্‌বে, আর এ আমি ভাল না—ভাল না!

অন্ন। কাকাবাবু, আমায় বিদায় দিন; আমি আপনার চরণে বিদায় নিয়ে ইষ্টদেবতার পূজা করি গে।

কালী। বিদায়, পালাবে? বেশ তো, বেশ তো, চল চল,—পালাই চল,—পালাই চল, শীঘ্র চল, সে আমি না আস্‌তে আস্‌তে চল, সে এল বলে, ঐ আস্‌ছে, ঐ ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে আস্‌ছে, ঐ শোন, ঐ ব'ল্‌ছে,—আমার বৌমা, আমার মা, আমার ছ' বছরের মেয়ে, আমার গোকুলচন্দ্র, আমি কোলে ক'রে মানুষ ক'রেছি, আমার বুকের ধন, আমার কোলের ছেলে, ও মা ও মা,—কি হ'লো!

রঙ্গিণী। ছোটবাবু, কি কর্‌ছো?

কালী। বৌমা, বৌমা, যাবেন—কোথায় যাবেন, ওর যে কেউ নেই, গোকুলকে যমকে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়েছি, একে কাকে দিয়ে নিশ্চিন্ত হব; রঙ্গিণি, তুমি পাগল হ'তে মানা ক'রো না, বড় যন্ত্রণা!—বড় যন্ত্রণা! পাগল না হ'লে সাম্‌লাতে পাত্তুম না। সে আমি গেছে, কেঁদে পালিয়েছে, দুয়ো,—কেঁদে পালিয়েছে, এস—এস, পালাই চল,—পালাই চল।

[কালীকিঙ্করের প্রস্থান।

বিন্দু। রঙ্গি, রঙ্গি, যা সঙ্গে যা,—সঙ্গে যা। [রঙ্গিণীর প্রস্থান।

অন্ন। বোষ্টমদিদি, তুমি যাও, আমার জন্য ভেবো না, তুমি কাকাবাবুকে ব'লো, আমার আপনার লোক আছে, আমি আপনার লোক দেখ্‌তে পেয়েছি, কাকাবাবু যেন নিশ্চিন্ত হন, আমার জন্য না ভাবেন, বোষ্টম-দিদি, তোমায় আর অধিক কি ব'ল্‌বো কাকা-বাবুকে দেখো, তোমরা ছাড়া কাকাবাবুর আর কেউ নেই।

বিন্দু। বৌঠাক্‌রুণ, আমি যাচ্ছি, কিন্তু মনের ঘৃণায় হঠাৎ একটা কিছু কোরো না, আমি তোমার মুখেই শুনেছি যে, কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্ম ক'র্‌বার জন্যেই ভগবান্ পাঠিয়েছেন, যে দিন কর্ম্ম ফুরুবে, সে দিন ডেকে নেবেন। সোণা আগুনে গলিয়ে খাঁটি করে, এ কলঙ্ক আগুনে পুড়িয়ে তোমায় উজ্জ্বল ক'র্‌বে; হরি লজ্জা-নিবারণ, আমি কায়মনোবাক্যে ব'ল্‌ছি, হরি তোমার লজ্জা-নিবারণ ক'র্‌বেন। তুমি সাধ্বী, কলঙ্ক-ভঞ্জন তোমার কলঙ্ক রাখ্‌বেন না।

অন্ন। সকল কথাই মনে প'ড়েছে, যখন তিনি আস্‌তেন, যেখানে তিনি ব'স্‌তেন, যেখানে ব'সে খেতেন, যেখানে আমার সঙ্গে কথা কইতেন, সব আজ আমার চক্ষের উপর আস্‌ছে! না, আর এখানে থাক্‌বো না, এ স্থান আমার নয়, আমি বিধবা, আমি গৃহিণী নহি,—তপস্বিনী। তবে গৃহে কেন বাস ক'র্‌বো, তপস্বিনীর বনে স্থান, আমার স্বস্থানে যাই, তপস্যায় তনুত্যাগ ক'রে স্বামীর সঙ্গিনী হব।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

মাধবের বৈঠকখানা

শান্তিরাম ও মাধব

শান্তি। মেজবাবু, সর্ব্বনাশ হলো, সর্ব্বনাশ হলো, বড়মা গোস্বা ক'রে বেরোলেন?

মাধব। তা তোর কি?

শান্তি। কুলের বৌ চলি যাতিছে, আর বল্‌তিছ আমার কি!

মাধব। যে বেরিয়ে যাবে, তারে কে কি ক'র্‌বে, আর মানে মানে আপনি বেরুচ্ছেন,—এই ভাল, না হ'লে পেয়াদায় হাত ধ'রে টেনে বার ক'র্‌তো।

শান্তি। মেজবাবু, যোড়হাত ক'রে একটী কথা আপনাকে নিবেদন কচ্ছি, শুনতি পাই, আপনারা কি বারোয়ারী ক'রে সভা করেন, দ্যাশের লোক খাতি পায় না—খাতি দ্যান, খাজনা কমাবার চাও, আর ঘরের মধ্যি মকদ্দমা বোঁদিয়ে ভাইয়ে ভাইয়ে কাটাকাটি কর্‌তিছ, ভাজেরে গলাধাক্কান দেবে, খুড়োরেও গলাধাক্কান দেবার যোগাড় কর্‌তিছ, এটা কি তোমাদের গুণ, না তোমাদের লেখাপড়ার গুণ? আমরা মুরুখ্যু মানুষ, আমাদের মধ্যি এডা হতি পায় না; ঘরোয়া কেজিয়া বার কর্‌তে দিই? পাঁচ জন মুরুব্বি ধ'রে মেটাত। মার পেটের ভাই, কি খুড়ো জ্যাঠা, এক কাঠা জমী যাস্‌তি যাচ্ছে, মুরুব্বিরে ব'লে 'ছাড়ান দে', —আমরাও ছাড়ান দিই। পাঁচ বিঘা বেচে এক কাঠা বাঁচাবার যোগাড় করি না। আমরা বুঝি কি জান? ভাইডে খেলে, কি খুড়োয় খেলে—আপনার রক্তের সামগ্রীই ভোগ ক'ল্লে।

মাধব। দ্যাখ ব্যাটা, মুখ সাম্‌লে কথা ক, আমায় লেক্‌চার দিতে এসেছিস্‌, জুতো খেয়ে দূর হবি—জানিস্‌?

শান্তি। এখানে থাক্‌বে কেডা, যে আপনি দূর কর্‌বেন? ছোটকর্ত্তার মায়ায় পড়ি যাতি পারি নে,—তাই তেনারি যখন জায়গা নাই, তখন মোরা কোথায় থাক্‌বো, আমুও আলোয় আলোয় পথ দেখি।

মাধব। আরে শোন্‌ না,—রাগ করিস্‌ কেন?

শান্তি। রাগ কর্‌ছে কেডা, কোন্‌ চাঁড়াল, রাগ ক'র্‌তাম বড়কর্ত্তার কাছে, রাগ কর্‌তাম গিন্নির কাছে, রাগ কর্‌তাম বৌমার কাছে, রাগ কর্‌তাম ছোটকর্ত্তার কাছে, রাগ কর্‌লি এরা মোরে না খেবিয়ে খেতো না? মেজবাবু, তোমার উপর রাগ কর্‌বো কি, কোলে কাঁধে নিয়ে মানুষ করেছেলাম,—তা মানুষ হলি না,—কর্‌বো কি? মোদের বরাত!

মাধব। এই নে, এই নে,—এই নোটখানা নে।

শান্তি। আচ্ছা নিতেছি, কি বল্‌তিছ—শুনি।

মাধব। হাঁ রে, রঙ্গিণ কি করে রে?

শান্তি। বল্‌তিছি,—বল্‌তিছি, আর কি সুধাবে—সুধাও।

মাধব। আমার সংগে একবার দেখা করিয়ে দিতে পারিস্‌? আমার তারে বিশেষ দরকার আছে।

শান্তি। ও কাজটা আমা হতি বড় পাবা না। মেজবাবু, রঙ্গিণকে তুমি চেন না, ও মৎলব করো না, ভাব্‌তিছ, ছোটঘরের মেয়ে, ছোটকর্ত্তা আপনার বিটীর মত মানুষ করেছে, রঙ্গিণর যদি নিশ্বাস পড়ে, যেমন সোণার লংকা ছারকার হয়েছিল, তেম্‌নি তোমরা ছারখার হবা।

[শান্তিরামের প্রস্থান।

মাধব। আরে শোন্‌ না,—শোন্‌ না,—এই হাজার টাকা নগদ নে, অ্যাঁ, চ'লে গেল! আমি ত আগেই বলেছিলাম, শান্তে ব্যাটা ভারি পাজী, কৃষ্ণধন বাবু ব'ল্লে, টাকায় কি না হয়?

সাতকড়ির প্রবেশ

সাত। আরে মশাই, তোমার শান্তেরও খোসামোদ ক'র্‌তে হবে না; রঙ্গিণকে চাও—রঙ্গিণ এই তোমার টিনের বাক্সের ভেতর।

মাধব। সে কি! সে কি!

সাত। এই চাবীটি নাও।

মাধব। তুমি কোথা পেলে?

সাত। তোমার বড় ভাজ খিড়কী দে বেরুলেন, আমিও তাঁর ঘরে ঢুক্‌লুম, দেখলুম চাবীর থোলো ভূঁয়ে প'ড়ে আছে; এই চাবীটি খুলে নিয়ে আর এই বাক্সটি নিয়ে স'রে এসেছি।

মাধব। এ বাক্স বৌয়ের ঘরে কি ক'রে এল?

সাত। আরে, বাড়ী কেন্‌বার সময় বিন্দী ঐ দলিল বাঁধা রেখে দুশো টাকা ধার করে না? আমিই সে টাকাটা দিইয়ে দিই; টাকা শোধ ক'রেছে, কিন্তু বিশ্বাস ক'রে দলিল আর ফিরিয়ে নেয় নি, এইবার জোর ক'রে গে বাড়ী দখল করুন। তা হ'লে আর যাবে কোথা, ঐ বিন্দিই মেয়েকে নে গে একেবারে বাগানে পেঁছুবে।

মাধব। তুমি যে ব'ল্‌ছো, টাকা দিয়েছে।

সাত। আরে দখল তো এখন করুন, তার পর মকদ্দমা ক'রে হেরে হারাব। ও বিন্দি খুব ঘাগী আছে, ও মামলা-মকদ্দমার দিকে যাবে না।

মাধব। তুমি যা জান—কর, আমি তো তোমায় ব'লেছি যে, তোমার উপর সব ভার।

সাত। আসুন, একবার উকীলের সঙ্গে পরামর্শটা ক'রে আসি।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

বিন্দুর বাটীর প্রাঙ্গণ

বিন্দু ও রঙ্গিণী

বিন্দু। রঙ্গিণি, মা, আমি হরির কাছে মানত ক'রেছি যে, বড় বৌঠাকরুণের কাজে প্রাণ দেব, আমার সে মানসিক শোধবার সময় হ'য়েছে, বড়বৌঠাকরুণ আর ছোট কর্ত্তা যে কে, তা তুমি কতক জান—ঠিক জান না। আমাদের বাড়ী ছিল হরিপাল, তুমি কোলে, সে দেড় বছর ভুগে ম'রে গেল, চালে খড় নাই, ঘরে চাল নাই, তার সৎকার ক'র্‌বার পয়সা নাই,—আমাদের গ্রামে একজন স্ত্রীলোক ব'ল্‌লে, কল্‌কাতায় চল, সে পথখরচ দিয়ে নিয়ে এল, এনে তুল্‌লে কোথায় জান? সোণা-গাছী এক বাড়ীওয়ালীর বাড়ীতে।

রঙ্গিণী। মা, তুমি এ সব পরিচয় আমায় দিচ্ছ কেন? ছোটবাবু আর বড় বৌমা আমাদের কে, তা কি আমি জানি নে?

বিন্দু। না, তুমি জান না, স্থির হ'য়ে শোন, তার পর আমি রাত হ'তে বুঝতে পার্‌লুম যে, কি কালসাপের গর্ত্তে এসে বাসা নিয়েছি। আমায় কাপড় ছাড়িয়ে ভাল কাপড় পরিয়েছে, ফুলের মালা দিয়েছে, সাবান মাখিয়েছে, চুল বেঁধে দেছে, আমি যত বারণ করি যে, আমি বিধবা মানুষ, এ সব বেশ-ভূষা কেন? ততই বলে—এ ক'ল্‌কাতা, নোংরা থাক্‌লে পুলিসে ধ'রে নে যাবে; যে মাগী আমায় সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছিল, সে ঐ বাড়ীওয়ালীর দাসী, তারে দেশে দেখেছিলুম, থান কাপড় পরন, এখানে দেখলুম, পাড়ওয়ালা কাপড়, চুল বেঁধেছে, চুড়ী হাতে দেছে; আমি মনে ক'র্‌লেম যে, সত্যই বুঝি ক'ল্‌কাতায় এই চাল। সে রাত্রি আমি তোমায় কোলে ক'রে কি ক'রে বেরিয়ে এসেছিলেম, তা আমিই জানি, আর ভগবান জানেন। পরপুরুষ ছুঁয়েছে, মেরেছে, কামড়েছে, আঁচড়েছে—কিন্তু সূর্য্যদেব সাক্ষী, আমি বহুকষ্টে ধর্ম্মরক্ষা ক'রে পালিয়ে এসেছি। তোমার সঙ্গে আর আমার দেখা হয় কি না, জানি না; কিন্তু এ কথা তুমি বিশ্বাস ক'রো যে, তুমি অসতীর গর্ভে জন্মাও নি।

রঙ্গিণী। মা, আমিও সূর্য্যদেবকে সাক্ষী ক'রে ব'ল্‌ছি যে, আমার মা অসতী, এ কথা আমার ধারণা হয় না, আমার কথা ফুট্‌তে ফুট্‌তে কে আমায় দেবতার স্তব শিখিয়েছিল, কে আমায় সদুপদেশ দিয়েছিল, কে আমায় ছোটবাবুর কাছে নিয়ে গিয়েছিল, বড় বৌমাকে কে দেখিয়েছিল?

বিন্দু। আমি সে বাড়ী থেকে কোথায় যাচ্ছি, জানি না, যতক্ষণ জ্ঞান ছিল চ'লেছি, রাত পুইয়েছে, ফর্শা হ'য়েছে, কে যেন ব'ল্লে, এটা চাণক, মনে আছে। তার পর জ্ঞান হ'য়ে দেখি, তোমায় কোলে ক'রে একটী দেবী আমার বিছানায় ব'সে। তাঁর মুখ দেখেই আমার ভয় দূর হ'লো; সে দেবী এই বড় বৌঠাকরুণ। তার পর ছোটকর্ত্তাকে দেখ্‌লেম, তাঁর দেবমূর্ত্তি দে'খে আমার মনে হ'লো যে, আমার বাপ, তিনি আমায় মা ব'লে ডাকেন।

রঙ্গিণী। মা, মা, সেই ছোটবাবু পাগল হ'লো! সেই বড় মা চ'লে গেল! আমরা কিছু ক'র্‌তে পাল্লেম না।

বিন্দু। আমি ছ'মাস শয্যাগত থাকি, বৌঠাক্‌রুণ শুচি অশুচি না জ্ঞান ক'রে আমায় সেবা ক'রেছেন, সাহেব ডাক্তার দিয়ে ছোটকর্ত্তা আমার চিকিৎসা করিয়েছেন, যেমন মেয়ের ব্যামো হ'লে খরচ করে সেইরূপ অকাতরে ব্যয় ক'রেছেন, ভাল হ'লে একটী আমায় বাসা ক'রে দেন, তিনি দোতালা বাড়ী ভাড়া ক'রেছিলেন, আমি তাঁকে প্রণাম ক'রে এসে খোলার ঘরে রইলেম, তিনি টাকা দিতে চেয়েছিলেন, আমি নিই নে; বড় বৌঠাক্‌রুণের কাছে দশটী টাকা ধার ক'রে মুড়ি ভাজতুম, চিঁড়ে কুট্‌তুম, চাল-ছোলা ভাজতুম। ওঁরা কি ক'র্‌তেন জান? চাকর-দাসী দিয়ে আমি টের পেতুম না, দোকানকে দোকান কিনে নিতেন। তার পর এই ক'রে কিছু টাকা হাতে হ'লো, ছোটবাবু কাপড়ের দোকান ক'রে দিলেন,—তাইতে বাড়ী ঘর দোর ক'র্‌লুম, আরও দশ টাকা হাতে ক'র্‌লুম, দুঃখে সুখে তাই থেকেই চ'লে যাচ্ছে।

রঙ্গিণী। মা, তুমি আমায় কি ব'ল্‌ছো?

বিন্দু। ছোটকর্ত্তাকে তোমার হাতে দিয়ে গেলুম, আমি বৌঠাক্‌রুণকে খুঁজে তাঁর কাছেই থাক্‌বো, আমি চ'ল্‌লুম, আর দেখা হয় কি না!

রঙ্গিণী। মা, তুমি সঙ্গে তো কিছুই নিলে না, এক কাপড়ে চ'ল্লে?

বিন্দু। বড় বৌঠাক্‌রুণ এক কাপড়ে বেরিয়েছেন, আমিও এক কাপড়ে চ'ল্‌লুম। বাড়ীখানি রইলো, তুমি খুঁটে খেতে পার্‌বে, আমার যা রইলো, এই আকাল প'ড়েছে, কাঙ্গাল-গরীবদের খাইও।

রঙ্গিণী। মা, আর কি তোমার সঙ্গে দেখা হবে না?

বিন্দু। তুমি প্রাতর্ব্বাক্যে বেঁচে থাক, যদি বড় বৌঠাক্‌রুণকে ফিরিয়ে আন্‌তে পারি, তা হ'লে ফির্‌বো, নইলে এই শেষ।

রঙ্গিণী। মা, তোমার কথা আমি মাথায় ক'রে নিলুম। আশীর্ব্বাদ কর, যেন ছোট-বাবুকে ভাল ক'র্‌তে পারি।

বিন্দু। আসি মা?

রঙ্গিণী। এস মা।

[বিন্দুর প্রস্থান।

সূর্য্যদেব, আমারও প্রতিজ্ঞা শোন, যদি ছোট-বাবুকে ভাল ক'র্‌তে পারি, তবেই অন্নজল মুখে দেব, নচেৎ আজ থেকে আমি অনশনে প্রাণত্যাগ ক'র্‌বো।

গণপতির প্রবেশ

গণ। ওরে বেটী, দিদি মা কোথা গেল রে?

রঙ্গিণী। কেন?

গণ। আরে তোদের বাড়ী দখল ক'র্‌বে।

রঙ্গিণী। করুক, আমার বাড়ী-ঘরের দর-কার নেই।

গণ। দরকার নেই তো আমায় দে।

রঙ্গিণী। নাও, তুমি একটু দাঁড়াও, মার বাক্সটা বার ক'রে নিয়ে আসি।

গণ। আরে শোন—শোন।

রঙ্গিণী। আমি আস্‌ছি।

[রঙ্গিণীর প্রস্থান।

দিনুর প্রবেশ

গণ। ও ইনিস্পেক্টর-বাবু, ও ইনিস্পেক্টর-বাবু, কিছু খবর রাখেন না কি?

দিনু। ঠাকুর, তোমার ব্যাপারখানা কি বল দেখি? ম্যাজিস্ট্রেট ভাল, তা নইলে তোমাকে শ্রীঘর দেখিয়েছিল, তুমি যে কবুল দিতে গেলে কি সাহসে?

গণ। ও একটা অমন আছে।

দিনু। ব'ল্‌লে না? আমার ওপর তদা-রকের ভার আছে, তোমায় যদি গ্রেপ্তার করি?

গণ। তা বিবেক করুন গে, এ পথ ফাঁসী কাষ্ঠ ধ্যান ক'রেই হ'য়েছে। ওতে আমি ভয় পাইনে। তবে শনি মঙ্গলবারের মড়া, আর আমি আচার্য্য-বামুন, দোসর নেব, বৌটা বেঁচে যায়, এই আমার মনন।

দিনু। তোমার ভয় নাই, ও মামলা এক-রকম গুলিয়ে যাবে।

[দিনুর প্রস্থান।

বাক্স হস্তে লইয়া রঙ্গিণী ও হলধরের প্রবেশ

রঙ্গিণী। হলধর-বাবু, আমার একটী কাজ ক'র্‌বে? এই বাক্সতে কিছু টাকা আছে, তুমি যদি এই টাকাগুলিতে চাল কিনে যারা খেতে না পায়, তাদের দাও।

হল। এ কার টাকা?

রঙ্গিণী। আমার মা'র টাকা, তিনি গরীবদের খাওয়াতে ব'লেছেন। (গমনোদ্যত)

হল। রঙ্গিণি, কোথা যাও। মেজদা তোমাদের বাড়ী দখল ক'র্‌বে।

রঙ্গিণী। আমি গণক মহাশয়ের কাছে শুনেছি।

হল। এতে কত টাকা আছে?

রঙ্গিণী। তা আমি জানিনে, এই চাবী লাগান আছে, খুলে দেখো, আমার মার যা ছিল, তাই।

হল। আমি কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছি নে, তোমার মা কোথায়?

রঙ্গিণী। যদি দিন পাই, তোমায় সব ব'ল্‌বো, আমার এখন অবকাশ নেই। আমি অনেকক্ষণ ছোটবাবুকে ছেড়ে এসেছি, আমি তাঁর কাছে চ'ল্লুম।

গণ। বলি, টাকা ত অতিথি-সেবায় দিলি, আর বাড়ীখানা কি সত্যি সত্যি আমায় দিলি না কি?

রঙ্গিণী। হ্যাঁ, হলধর বাবু, তুমি শুনে রাখ, আমি বাড়ী ওঁকে দিয়েছি। এই চাবী নাও।

[চাবী দেওন ও প্রস্থান।

হল। হ্যাঁ ভট্‌চায, ব্যাপারটা কি?

গণ। রসো রসো, বিবেক করুন গে, ঘোর রজনী!

হল। আরে ঠাকুর, কি ভণ্ডামো ক'র্‌ছো?

গণ। এই চক্ষু দুটো রগ্‌ড়ালেম, স্বপ্নই হোক আর জাগ্রতই হোক, দিন ব'ল্‌তে হয়, আর একেও বিবেক করুন গে, হলধরবাবু ব'ল্‌তে হয়।

হল। ও ঠাকুর, কি গাঁজাখুরি ক'চ্ছ? বল না কি হ'য়েছে?

গণ। তা বিবেক কর যে, আপনি ত হলধরবাবু?

হল। হ্যাঁ হ্যাঁ, ন্যাকরা রাখ না ঠাকুর, আমি ও সব বুঝি।

গণ। বোঝেন যদি তো—বোঝেন, আমি খবর দিতে এলুম যে, তোমাদের বাড়ী মেজোবাবু দখল ক'র্‌বে; ও বেটী ব'ল্‌লে তোমায় বাড়ী দিলুম, তারপর বাড়ীর ভেতর গেল, টাকার বাক্স নিয়ে এল, তা ত প্রত্যক্ষ জানেন, আপনাকে দিলে, আমায় বোঝাতে ব'লছিলেন, আপনি এখন বোঝান।

হল। তাই ত, এ ব্যাপারখানা কি!

গণ। এর মীমাংসা দু'তিন রকমে হয়। এক আপনি পাগল, আমি পাগল, ও বেটী পাগল। আর এক আপনি স্বপ্ন দেখছেন, আমি স্বপ্ন দেখছি,—এ দিক্ দিয়ে এক রকম হয়। আর যা হয়, তা স্বপ্নেরও বাবা, পাগলেরও বাবা।

হল। সে কি!

গণ। শান্তিরামের ঠেঙে শুনলুম, তোমাদের বড় বৌঠাক্‌রুণ বিবাগী হ'য়ে চলে গেছেন, এর মা বেটী যদি খামোকা খামোকা তার পেছু পেছু বিবাগী হ'য়ে ছুটে থাকে, আর এ তো শুনলেন; আপনার ছোটমামার কাছে গেল। এক আপনার ছোটমামা সার, আর স্বর্ব্বস্ব ত্যাগ ক'র্‌লে।

হল। তাই তো ভট্‌চায এমন কি হয়?

গণ। আর তো এই হ'লো; হলধরবাবু, আমার একটা প্রতিজ্ঞা শুনুন, আপনার দাদাই হোন আর পীরই হোন, এ বাড়ী যে কেউ দখল ক'র্‌বেন, তা তো আমার প্রাণ থাক্‌তে হ'চ্ছে না।

হল। তুমি কি ক'র্‌বে?

গণ। ও আমার মা'র বাড়ী, মাকে ফিরিয়ে দেব।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

কালীকিঙ্করের বৈজ্ঞানিক গৃহ

কালীকিঙ্কর ও রঙ্গিণী

কালী। সব তো শুনলুম, এখন তুমি বাড়ী যাও।

রঙ্গিণী। তোমায় কার কাছে রেখে যাব?

কালী। তবে থাক। তুমি কতদিন পাগল হ'য়েছ?

রঙ্গিণী। আমি পাগল হই নি।

কালী। আমার একটী কথা শোন, আমার ব্যথা লাগে না; তলোয়ারের চোট মার—ব্যথা লাগবে না, কোলের ছেলে না খেতে পেলে

সাম্‌নে মার—ব্যথা লাগবে না, পৃথিবী শ্মশান হ'লে—ব্যথা লাগবে না, এক জায়গায় ব্যথা আছে, এক জায়গায় ভাবনা আছে, আমি আর কিছু ভাবিনে—কিছু ভাবিনে, তোর জন্য ভাবি, কেন ব'লতে পার—এ ভাবনা যায় কিসে ব'লতে পার? তুমি চ'খের উপর থাক্‌তে যাবে না, তুমি দূর হও।

রঙ্গিণী। ছোটবাবু, মনুষ্যত্ব হারিও না, তুমি একটু চেষ্টা কর, এখনি আরাম হবে।

কালী। মিথ্যাবাদী নও জানি, মিথ্যা ব'ল্‌ছো না জানি, বুঝতেও পারি, আরামও হয়, তবে পাগল আরাম হয় না কেন জান?

রঙ্গিণী। তবে তুমি আরাম হ'চ্ছো না কেন? ছোট বাবু, আমার এই অনুরোধটি রাখ, তুমি আরাম হও।

কালী। আরাম হই নি কেন জান? আগে কেন পাগল হয় শোন, পুত্রশোকে পাগল হয়, ভাল হ'লে তার ছেলেকে মনে পড়বে—যন্ত্রণায় প্রাণ বেরুবে—তাই পাগল থাকে; সর্ব্বস্বান্ত হ'য়ে পাগল হয়, ভাল হ'য়ে দেখ্‌বে—আশ্রয় হীন, প্রাণের মমতা থাক্‌বে না, পেটের ছেলে খুন ক'র্‌তে এসেছে,—ভাতের সঙ্গে বিষ দিয়েছে,—ভাল হ'লে মনে প'ড়্‌বে,—আবার পাগল হবে, ম'র্‌তে চাইবে না, যন্ত্রণা সঙ্গে থাক্‌বে, অকৃতজ্ঞতা, বিষ, রাবণের চুলীর মত জ্বলে—ম'লেও চুলী জ্ব'ল্‌তে থাকে, জ্বালা নেবে না।

রঙ্গিণী। ছোটবাবু, সংসারে যদি অকৃতজ্ঞতা না থাক্‌তো—তা হ'লে কৃতজ্ঞতার আদর কিসের? অধর্ম্ম যদি না থাক্‌তো—তবে ধর্ম্মের আদর কিসের? অসত্য যদি না থাক্‌তো—তা হলে সত্যের আদর কিসের? ছোটবাবু, আমার কায়মনোবাক্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা, যদি আপনি একদিন ভাল হ'য়ে তার পরদিনেই মৃত্যু হয়—সেও ভাল; অচৈতন্যাবস্থায় ম'র্‌বে,- এই কি তোমার ইচ্ছা? পাগল হ'য়ে ম'র্‌বে—এই কি তোমার ইচ্ছা? পশুমৃত্যু ম'র্‌বে—এই কি তোমার ইচ্ছা?

কালী। যা যা, কালকের ছুঁড়ী আমায় লেক্‌চার দিতে এসেছে; দূর হ—কেন আর যন্ত্রণা বাড়াস্‌!

রঙ্গিণী। আমি তো তোমায় ব'লেছি, আমি যাব না।

কালী। আচ্ছা, তুমি খেয়ে এলেই আমি ভাল হ'ব।

রঙ্গিণী। ছোটবাবু, তুমি মনে ক'রেছো, আমি গেলেই তুমি স'রে যাবে—না? আমার মা ডেকে ছিলেন, তাই একবার গিয়েছিলুম, আর তোমার কাছ থেকে যাব না; যাতে তুমি ভাল হও—আমার আহার নাই, নিদ্রা নাই, ব্যারাম নাই, মৃত্যু নাই, তোমার সঙ্গে সঙ্গেই থাক্‌বো; বড় যন্ত্রণা পাচ্ছি, ছোটবাবু, ব'ল্‌তে পারিনে, তোমার যন্ত্রণা এর চেয়ে বেশী কি না; আমারও বড় যন্ত্রণা, কিন্তু দেখ, আমি পাগল হব না, তুমি না যদি ভাল হও, তা হ'লে আমার এ যন্ত্রণা রাবণের চিতার মত জ্বলুক, আমি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি। তোমার যন্ত্রণায় ভয়, তাই তুমি আরাম হ'চ্ছ না, কিন্তু তোমার শিক্ষায়—আমার যন্ত্রণার ভয় নাই,- যন্ত্রণাই আমার আনন্দ।

কালী। ভাল হ'য়ে কি ক'র্‌বো?

রঙ্গিণী। অনেক কাজ আছে, পৃথিবীর অনেকের উপকার হবে।

কালী। তাতে আমার কি?

রঙ্গিণী। ছোটবাবু, এ কথার উত্তর তুমি আমায় শিখাও নি, পরোপকারে কি লাভ, তা তুমি আমায় শিক্ষা দাও নি! সত্য ব'ল্‌তে, ধর্ম্মপথে চ'ল্‌তে, পরোপকার ক'র্‌তে তুমি ব'লেছ, তাই করি; আর তুমি ব'লেছ, যে লাভালাভ বিবেচনা করে—সে ধর্ম্মপথে চ'ল্‌তে পারে না, সত্য ব'ল্‌তে পারে না, পরোপকার ক'র্‌তে পারে না; আমি তাই শিখেছি,—এর লাভালাভ আমি শিখিনে, লাভালাভ আমি জানিনে।

কালী। ভাল হব?

রঙ্গিণী। হ্যাঁ।

কালী। তুমি সত্যি সত্যি বল, আমি ভাল হ'য়েছি।

রঙ্গিণী। আমি সত্যি ব'ল্‌ছি, তুমি ভাল হ'য়েছ।

কালী। আমি ভাল হ'য়েছি, আর আমি পাগল নই।

রঙ্গিণী। ভগবান্‌ আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ

ক'রলেন, এতদিনে আমার কাজ ফুরুল, আমায় রাঙগাপদে স্থান দাও! (মূর্চ্ছা)

কালী। রঙ্গিণি, রঙ্গিণি, কি ক'রলে? এই জন্য আমায় ভাল ক'রলে?

রঙ্গিণী। (উঠিয়া) না না, এখনও কাজ র'য়েছে, ছোটবাবু, তুমি ভেবো না, আমি মরিনে।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কৃষ্ণধন বসুর বাটীর বারান্দা

কৃষ্ণধন বসু ও সিদ্ধেশ্বর দাস

কৃষ্ণ। আমিও চিঠি পেয়েছি; উইল সত্যি হলেই তো দুজনে ফাঁকে পড়্‌লেম।

সিদ্ধে। আর সত্যি হ'লে কি ব'ল্‌ছো! রেজেষ্ট্রারের কাছে ডিপোজিট ছিল, তিন বৎসর হ'য়ে গেলেও একটা আপত্তি হ'তে পার্‌তো, কদ্দুর টিক্‌তো, বলা যায় না, এই সবে দু বচ্ছর দশমাস হ'য়েছে।

কৃষ্ণ। এখন উপায় কি?

সিদ্ধে। তোমার তো উপায় যা হোক এক রকম ক'রেছ, আমি যে অর্দ্ধেক সেয়ার বাঁধা রেখে, ঘর থেকে খরচা দিয়েছি।

কৃষ্ণ। আর আমিই বুঝি খরচা পেয়েছি? তুমিই তো ইন্‌জংসন (Injunction) বার ক'রে নগদ টাকা আটক করেছ; তোমারও যে দশা, আমারও সে দশা।

সিদ্ধে। আচ্ছা, ডোকে কিছু কব্‌লালে হয় না?

কৃষ্ণ। ভাই, তোমার আমার মত কটা এ্যাটর্ণী পাবে? তা হ'লে ভাবনা কি ছিল বল, আমাদের মতন হ'লে উকীল কৌন্সুলীর অন্ন খায় কে!

সিদ্ধে। একবার চেষ্টা ক'র্‌লে হয় না?

কৃষ্ণ। তুমি কি মনে কর, আমি কসুর ক'রেছি? তোমার সঙ্গে না পরামর্শ ক'রেই অর্দ্ধেক দিতে চেয়েছি।

সিদ্ধে। তা কি ব'ল্‌লে?

কৃষ্ণ। ঐ চাটুয্যে আস্‌ছে, চাটুয্যের কাছে শোন।

সাতকড়ির প্রবেশ

চাটুয্যে মশাই, ডো কি ব'লেছে, বল।

সাত। আরে মশাই, ডো ব্যাটা ভারি পাজী, ব'ল্‌লে সমস্ত ভারতবর্ষের টাকা দিলেও অন্যায় কার্য্য ক'র্‌তে পার্‌বো না।

কৃষ্ণ। ব্যাটা কি হিপক্রীট (hypocrite) দেখেছ!

সাত। মশাই, একা ওঁকেই দুষ্‌ছো কেন, ঠক বাছ্‌তে গাঁ উজোড়। মিষ্টার টি,রের মতন কৌন্সুলী, আপনাদের মতন উকীল, অমন সরল অন্তঃকরণের লোক ক'জন পাবেন বলুন? দেখেছেন ক'ব্যাটা কৌন্সুলী দু'পক্ষ খায়? আর উকীল ব্যাটাদের চুয়ো হ'য়েছে কি জানেন, যে আমরা জুচ্চুরী নিবারণ ক'রবো হলপ ক'রেছি। বিচারের সহায়তা করা আমাদের কাজ; রাণীর আইন রক্ষা করা আমাদের ধর্ম্ম। এই অমন সব বেকুবদের আপনি কি বোঝাবেন?

সিদ্ধে। বেকুব নয় হে—বেকুব নয়; বেশী খাঁই, বুঝ্‌তে পার না?

সাত। আজ্ঞে না, বেকুবই বটে। অনেকে মিথ্যা মকদ্দমা জান্‌লে নেয় না; না হ'লে আপনাদের অনুগত হ'য়েছে কিসে, আপনাদের গুণে না?

কৃষ্ণ। আচ্ছা চাটুয্যে, তুমি একটা মৎলব বার কর, এখন কি করা যায়; যথাসর্ব্বস্ব বাঁধা দিয়ে, ঘর থেকে টাকা বার ক'রে, আউট-পকেট দেওয়া গেছে।

সাত। বড় শক্ত ব্যাপার! বড় শক্ত সমিস্যা। ডো ব্যাটা কি কম পাজী, মেডিক্যাল বোর্ডেতে একজামিন করিয়ে সার্টিফিকেট নিয়েছে, যে, ছোটকর্ত্তা পাগল নয়। আর আপনাদের ঘরের ঢেঁকি কুমীর, মিষ্টার গুঁই আর ডি, দু'জনে তার যোগাড় ক'রেছে।

সিদ্ধে। ওহে, তখন তোমায় ব'ল্লুম যে, দু'টোকে কিছু কাঁটাপোঁটা খেতে দাও।

কৃষ্ণ। তা' হ'লে কি হ'তো, মেডিক্যাল বোর্ড আর ডো বসাতে পার্‌তো না?

সাত। তবু দুটো বিলেতফেরা ডাক্তার হাতে থাক্‌তো। তা দেখুন, একটা ভাব্‌ছি যদি হয়।

উভয়ে। কি, কি?

সাত। ওই কালীকিঙ্কর আদালতে আনা-গোনা ক'র্‌তে পার্‌বে না ব'লে, ওই হলধরটার নামে মোক্তারনামা দিয়েছে, তাকে যদি বাগিয়ে কিছু ক'র্‌তে পারেন।

কৃষ্ণ। সে তোমায় ক'র্‌তে হবে।

সিদ্ধে। চাটুয্যে, তোমার হাতেই আমাদের মরণ বাঁচন।

কৃষ্ণ। কিন্তু ডো থাক্‌তে হলধরকে দিয়ে যে কিছু হয়, এমন তো আমি বুঝি না।

সাত। আর ব্রহ্ম-অস্ত্র, যদি রঙ্গিণীকে হাত ক'র্‌তে পার; তা হ'লে ডোই বলুন, আর সোই বলুন, কালীকিঙ্করকে ওঠাবে বসাবে।

সিদ্ধে। শুন্‌তে পাই, বুড়োর ওর উপর ভারি আস্‌ নাই।

কৃষ্ণ। আমাদের মিছে ব'ল্‌ছো, সব তোমায়ই ক'র্‌তে হবে।

সাত। উটি আমার কর্ম্ম নয়। ও ছুঁড়ী যে কে, আমি কিছু বুঝলুম না; তবে হলধরকে দিয়ে যদি আপনারা পারেন।

যাদব ও মাধবের প্রবেশ

মাধব। মশাই, মশাই, সর্ব্বনাশ হ'লো!

কৃষ্ণ। তোমরা জোচ্চোর, জোচ্চোরের সর্ব্ব-নাশ হবে না তো কি? বিষয় নাই, আশয় নাই, পার্টিসন সুট ক'রতে গেলেন; দু'জন অ্যাটর্ণীর সর্ব্বনাশ ক'রেছ, তা জান?

যাদব। মশাই, শুন্‌তে পাচ্ছি, আমাদের নামে ক্রিমিন্যাল ওয়ারেণ্ট বেরুবে।

সিদ্ধে। তোমাদের ক্রিমিন্যাল জেল হওয়াই উচিত।

কৃষ্ণ। যাও, তোমরা দু'জনেই শ্বশুরবাড়ী যাও, স্ত্রীর গহনা সব নিয়ে এস, আর নোর সিন্ধুক খু'লে দেখ গে, জহরৎ ফহরৎ কি আছে।

মাধব। মশাই, নোর সিন্ধুক খুলে যা ছিল, সব তো এনে দিয়েছি।

যাদব। বড়বৌর গহনার বাক্‌সো শুদ্ধ তো আপনারা নিয়েছেন। একটা রুপোর ঘড়ি পোকরাজের আংটি পর্য্যন্ত বাড়ীতে নেই।

কৃষ্ণ। দেখ, রঙ্গিদের বাড়ীটে ছেড়ে দাও গে যাও।

মাধব। আজ্ঞে, সেও তো আপনার কাছে বাঁধা।

কৃষ্ণ। আমি সে ছে'ড়ে দিচ্ছি। আমি তার সঙ্গে একবার দেখা ক'র্‌তে চাই, তুমি দেখা করিয়ে দিতে পার?

মাধব। আজ্ঞে, সে আমি কি ক'রে দেখা করিয়ে দেব?

সিদ্ধে। তুমি পার?

যাদব। আজ্ঞে না।

কৃষ্ণ। তবে তোমরা দুভাই দূর হ'য়ে যাও।

মাধব। মশাই, ওয়ারেণ্ট হবে শুন্‌ছি, জেলে নিয়ে যাবে।

সিদ্ধে। যাও, তোমরা শ্বশুরবাড়ী যাও; স্ত্রীর গহনা টহনা নিয়ে এস, আর শ্বশুরকে বলে যা খরচপত্র পাও, নিয়ে এস।

যাদব। আজ্ঞে, সে কিছুই পাব না, আমার শ্বশুর দেবেন না। জানানার বার হ'তে চায় নি ব'লে আমাদের পরিবারদের মেরে তাড়িয়ে দিয়েছিলুম, তাইতে শ্বশুর বড় রেগেছেন; মকদ্দমা হওয়া অবধি দু'বার তিনবার আন্‌তে পাটিয়েছি, পাঠান নি।

কৃষ্ণ। ফুল (fool)! তোমার?

মাধব। আজ্ঞে, আমার শ্বশুরও যে, ওরও সে, তাদের দু'বনের সঙ্গে আমাদের দু'জনের বে হ'য়েছে।

কৃষ্ণ। তাহ'লে গহনাগাঁটি খরচাপাতি কিছুই আন্‌তে পার্‌বে না?

মাধব। কোথায় পাব বলুন।

কৃষ্ণ। রঙ্গির সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতে পার্‌বে না?

মাধব। কাকাবাবু তাকে বাগানে রেখেছেন, ডাক্তারে চিকিৎসা ক'চ্ছে, আমাদের সেথা যাবার যো নেই।

কৃষ্ণ। দূর হও এখান থেকে।

মাধব। মশাই, জেলে গেলে আর বাঁচ্‌বো না, পাথর ভেঙ্গেই ম'রে যাব।

কৃষ্ণ। ত্যক্ত করো না, বেরিয়ে যাও।

যাদব। মেজ দা, চক্ষু খুলেছে কি?

মাধব। খুলেছে।—এখন আর কি হবে?

সিদ্ধে। বেরিয়ে যাও,—বাইরে গিয়ে চোখ ফুটোফুটী খেল গে।

মাধব। মশাই, রক্ষা করুন।

যাদব। মেজ দা, আর ইজ্জৎ খোয়াচ্ছ কেন?

মাধব। যাদব, কোথায় যাব—কি ক'র্‌বো?

যাদব। কাকাবাবুর পায়ে পড়ি গে চল।

মাধব। যেদো, ঠিক ব'লেছিস।

[যাদব ও মাধবের প্রস্থান।

সিদ্ধে। ওহে, ওদের রিভারসনেরি রাইট (Reversionary Rightটে) লিখে নিলে হ'তো না?

কৃষ্ণ। মন্দ বল নাই।

সাত। আরে মশাই, আপনিও যেমন, ওদের খুড়ো মুখ দেখে না, বিষয় দিয়ে যাবে?

কৃষ্ণ। অত ক'র্‌তেও হবে না, সম্পত্তিই না হয় ছাড়িয়ে নেবে, আমাদের পাওনা তো ঘুচ্‌বে না।

সিদ্ধে। আর একটা বাঁধন দিয়ে রাখলে হ'তো।

কৃষ্ণ। তাও কোন্ হাতছাড়া হ'য়েছে? ক'র্‌লেই হবে। চাটুয্যে, রঙ্গির উপায় কি বল?

সাত। সে আপনাদের হাত।

কৃষ্ণ। ডিনার রেডি (Dinner ready), ওঠো।

সাত। আমিও আসি।

কৃষ্ণ। আচ্ছা।

[সিদ্ধেশ্বর ও কৃষ্ণধনের প্রস্থান।

সাত। আমার ইচ্ছা হ'চ্ছে, ভট্‌চায যেমন কবুল দিয়েছে, তেমনি গে কবুল দিই। আমায় ছাড়্‌বে না; না ছাড়ে, আর ক'দিনই বা বাঁচবো? না হয় আমায় শুদ্ধ জেলে দেবে। চক্ষের সুখ তো ক'র্‌বো, আহা, বেশ হয়, রোজার ঘাড়ে বোঝা, উকীলের জেল।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কালীকিঙ্করের উদ্যান-সম্মুখ

কালীকিঙ্কর, যাদব, মাধব ও শান্তিরাম

মাধব। কাকাবাবু, রক্ষা করুন।

কালী। তোমার কি কথা? ভায়ে ভায়ে মিল হ'য়েছে যে দেখ্‌ছি।

মাধব। কাকাবাবু মাফ করুন। পরের পরামর্শে ক'রে ফেলেছি, দু'ভায়ে বুঝ্‌তে পারি নি।

কালী। পরের পরামর্শে ভাইকে বঞ্চিত ক'র্‌বার চেষ্টা ক'রেছ, খুড়োকে বিষ দিয়েছ, বড় ভাজকে বাড়ী থেকে তাড়িয়েছ, আর আপনার লোকের পরামর্শ বালককাল থেকে শুনেও বোঝনি যে, এ সব কু-কাজ। পরের পরামর্শ শোন নি, আপনাদের পরামর্শে এই সব কাজ ক'রেছ; পরকে দুষো না, তোমাদের স্বার্থপর মনের পরামর্শ শুনেছ। ভেবেছিলে, সকলকে বঞ্চিত ক'র্‌বে। যে মরুক, যে চলে যাক, যে পাগল হোক,—তা তোমাদের কি, আত্মসুখই সুখ।

যাদব। কাকাবাবু, কাকাবাবু,—বুঝ্‌তে পারি নি।

কালী। বুঝতে পার নি কেন, সমস্তই বুঝ্‌তে পেরেছিলে। আপনার পায়ে কাঁটা ফুট্‌লে অস্থির হও, আর বুঝ্‌তে পার নি যে, পরকে বিষ খাওয়ালে তার যন্ত্রণা হ'বে? বুঝ্‌তে পার নি, অনাথা বিধবা অন্নাভাবে পথে পথে বেড়াবে?—রাজরাণী থেকে ভিখারিণী হবে? তাতে তার কষ্ট আছে, এ কথা বুঝতে পার নি? জেলের ভয়ে অস্থির হ'য়ে আমার পায়ে ধ'র্‌তে এসেছে, সেই জেলে মাতৃবৎ বড় ভাজকে পাঠাবার চেষ্টা ক'রেছিলে! বুঝ্‌তে পার নি যে, জেলে কষ্ট আছে—গেলে তাঁর ক্লেশ হবে? সতীর নামে কলঙ্ক দিয়েছ, অপকলঙ্ক দিয়েছ—যে অপকলঙ্কে আত্মহত্যা করে, বুঝ্‌তে পার নি, অবলা পতিহীনার কি যন্ত্রণা? নির্ম্মল বালিকা—পদ্মফুলের ন্যায় ফুটেছে, তাকে কলঙ্কিত ক'র্‌বার ইচ্ছায় তোমার চাকর শান্তিরামকে টাকা কবুলেছিলে; বুঝ্‌তে পার নি যে, কি দুর্নীতি কাজ? সমস্তই বুঝেছিলে, কিন্তু পশুবৎ মনের দাস হ'য়ে, আত্মসুখের বশবর্ত্তী হ'য়ে, পরের বেদনা উপেক্ষা ক'রেছ। তোমাদের সাহায্য করা মহাপাপ,—সমাজবিরুদ্ধ পাপ, ন্যায়বিরুদ্ধ পাপ, নীতিবিরুদ্ধ পাপ।

শান্তি। তুমিও বুদ্ধিহারা হ'য়েছ? তা বেশ হয়েছে।

কালী। কি বল্‌ছিস্ শান্তে?

শান্তি। ব'ল্‌ছি আমার মাথা আর মুণ্ডু!

প্যাটের ছেলে ডরিয়ে অ্যাসে পায়ে ধর্‌তিছে, আর পা ঝিন্‌কুটে ফেল্‌তিছো? আক্কেল থাক্‌লে এগ্‌লো করে!

কালী। তুই কি ব'ল্‌ছিস, দুর্জ্জনের সাজা হওয়াই উচিত।

শান্তি। তুমি বাপের ভাই, তাই ব'ল্‌তিছ, বাপ হলি আর এ কথা বল্‌তি না। এরা দুর্জ্জন, এদের সাজা দিতি চাও, আর এদের যে বে দিয়ে এনেছ, সেডা মনে রাখ? সে দুডা বৌরি জ্যান্ত মরা ক'র্‌বা! বাপ-দাদার নামডা ডোবাবা! মনের পচা পাঁক উট্‌কে দেখ্‌লে কেউ কারুকে দুর্জ্জন ব'ল্‌তো নি, তা আমরা মুরুখু, আমরা আর তোমাদের কি ব'ল্‌বো!

কালী। তা আমারে কি ক'র্‌তে বলিস্‌?

শান্তি। সে জুদো কথা, সেটা শলা কর, কিসে বাঁচে, তার একটা যোগাড় কর। দিনু সারজন কেস্‌ সাজাইছে যে, ছোটবাবু মিথ্যা-মিথ্যি বৌঠাক্‌রণেরে জেলে দেবার যোগাড় করেছিল, আর ম্যাজবাবু, উনি যোগাড় ক'রে বৌঠাক্‌রুণেরে দাওয়াই ব'লে বিষ দেওয়ায়েছেল; দিনুরে ডেকে চুপি চুপি কিছু দিয়ে থামায়ে দিলে থেমে যাবে এখন।

কালী। তোমরা কি ক'র্‌তে বল?

যাদব। আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি দিনুকে ডাক্‌লেই সব চুকে যায়।

মাধব। তা হলে আর কোন ভয় থাক্‌বে না।

কালী। তোমাদের মন্তব্য এই যে, ঘুষ দেব, মিথ্যা ব'ল্‌ব, মিথ্যা শেখাব। বালককাল থেকে অতটা শিক্ষা হয় নি, বৃদ্ধকালে পার্‌বো না। আমার চিরদিন ধারণা, মিথ্যায় কখনও সুফল ফলে না; সত্যের সংসার—সত্যপথই নিরাপদ্‌ পথ। তোমরা ব'ল্‌ছো, তোমরা শিখেছ, কিন্তু এখনও মিথ্যার আশ্রয় ক'র্‌ছো, কিছুই শেখ নি, এখনও বালির উপর বনেদ ক'র্‌ছো। শিক্ষা কার নাম জান?—যে পথে অধঃপতিত হ'য়েছ, সে পথ থেকে ফেরা; যে কুকাজ ক'রেছ, তার সংশোধন করার চেষ্টা পাওয়া—অনুতাপ করা। দণ্ডের ভয়ে না, পুলিসের ভয়ে না। ব'ল্‌ছো শিক্ষা হ'য়েছে, কিন্তু দেখ্‌ছি, আপনাদের জন্যই তো ব্যতি-ব্যস্ত হ'য়েছ। সে যে অবলা, একবস্ত্রে চ'লে গেছে, তার কি কোন সন্ধান নিয়েছ? তাকে কি ঘরে আন্‌বার চেষ্টা পেয়েছ? শান্তিরাম, তুমি আমায় তিরস্কার ক'র্‌লে যে, আমি বাপ হ'লে এরূপ ক'র্‌তেম না; কিন্তু বাপ হ'লে যদি সন্তানকে বাঁচাবার জন্য মিথ্যা অবলম্বন ক'র্‌তে হয়, তা হ'লে ভগবানকে শত সহস্র ধন্যবাদ দিই যে, তিনি আমায় সন্তান দেন নি। বাপ-দাদার নাম!—যদি মিথ্যা কথায় বাপ-দাদার নাম রক্ষা ক'র্‌তে হয়, সে নাম লোপ হওয়াই ভাল। আমার কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা যে, মান, ধন, মমতা, প্রাণ, যে কোন প্রলোভনে মিথ্যার পথ অবলম্বন না করি। মিথ্যায় যেন আমার চিরদিন দ্বেষ থাকে। মাধব, যাদব, যদি তোমাদের নিজ নিজ দুষ্কর্ম্ম আদালতে স্বীকার পাও, তা' হ'লে আমি ভাল কৌন্‌সুলী দিয়ে তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করাব। তাতে না হয়, লাট সাহেবকে ধর্‌বো; আমি স্বীকার পাচ্ছি—অর্থ, পরিশ্রম, সৎপরামর্শে যতদূর হয়, তোমাদের দণ্ডনিবারণের জন্য ক'র্‌বো; কিন্তু মিথ্যার সাহায্য আমা দ্বারা হবে না, মিথ্যায় আমার ঘৃণা, সে ঘৃণা বৃদ্ধ বয়সে ত্যাগ ক'র্‌বো না।

[কালীকিঙ্করের প্রস্থান।

মাধব। শান্তিরাম, সর্ব্বনাশ হ'লো! কাকা-বাবু তো কিছু ক'র্‌লেন না।

দিনু ইন্‌স্পেক্টরের প্রবেশ

দিনু। মশায়দের আমার সঙ্গে আস্‌তে হ'য়েছে।

শান্তি। এ্যাঁ, ধ'র্‌তি আইছো নাকি! হ্যাঁ, দেখ সারজনবাবু, আমি ঘরদরজা ব্যাচে অ্যানে তোমারে পান খাতি দিচ্ছি, এ দুডো ছোঁরারে ছারান দ্যাও।

দিনু। শান্তিরাম, আমার হাত নেই; ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ডিটেক্‌টিভকে দিয়ে স্বয়ং তদারক করিয়েছেন, এ'দের গ্রেপ্তার ক'র্‌তে স্বয়ং এসেছেন।

মাধব। যেদো, এই তো জেলে নিয়ে চ'ল্‌লো।—আমাদের কি কেউ নেই রে, যে রক্ষা করে?

যাদব। দাদা, আমি আছি; তুমি ভেবো না, আমি তোমায় বাঁচাব। আমি ব'ল্‌বো যে, আমি

তোমার নামে মিথ্যা মকদ্দমা করেছিলুম। আমি বিষ দিয়েছি।

মাধব। না যেদো, চল্, দুজনেই সত্যি কথা ব'ল্‌বো, অদৃষ্টে যা থাকে হবে। কিন্তু একটি অমূল্যধন আমি পেলুম, সম্পদে ভাই খুইয়েছিলেম, বিপদে ভাই খুঁজে পেলেম।

যাদব। দাদা, জীবনে মরণে আর আমাদের কেউ তফাৎ ক'র্‌তে পার্‌বে না।

দিনু। পুলিসের চাকরীতে রকম রকম দেখ্‌তে হয়! গোড়ায় ভাল বীজ প'ড়েছে, বোধ হয়, এ্যাদ্দিনে কাঁটাবন ঠেলে তাই গজাচ্ছে। বিপদের কোদালে বড় কাঁটাগাছ চেঁচে ফেলে।

রঙ্গিণীর প্রবেশ

রঙ্গিণী। দিনু দাদা, এদের কোথায় নিয়ে যাও?

দিনু। ওয়ারেন্টে ধরেছি।

রঙ্গিণী। এদের বাঁচাবার কোন উপায় আছে?

দিনু। আমি তো দেখ্‌ছিনে। ম্যাজিষ্ট্রেট যে রেগেছে, বোধ হয়, আগে থাক্‌তেই রায় লিখে ব'সে আছে। আমি আর দাঁড়াতে পাচ্ছিনে, আমি চল্লুম, এর পর দেখা ক'রে সব কথা ব'ল্‌বো। [দিনু, যাদব ও মাধবের প্রস্থান।

শান্তি। হা অদৃষ্ট! কি হলো! কি হলো! সংসারটা খানে খারাপ হলো।

[শান্তিরামের প্রস্থান।

রঙ্গিণী। নিশ্চিত মায়া! এমন ভোজবাজী আর নেই। এই সুন্দর সংসার মৃত্যুর আগার, সমস্তই বিপরীত! বিপরীত বস্তু এক স্থানে বর্ত্তমান, অবিচ্ছিন্নরূপে সংলিপ্ত। আলোর সঙ্গে অন্ধকার, ভালর সঙ্গে মন্দ, সুখের সঙ্গে দুঃখ, দুধ জলের সঙ্গে যেমন মিশ্রিত। কোথায় সুখের শেষ, কোথায় দুঃখের আরম্ভ,—কোথায় আলোর শেষ, কোথায় অন্ধকার আরম্ভ,—এ কার সাধ্য নির্ণয় করে? কার্য্যকারণ অনন্তকাল শৃঙ্খলাবদ্ধ; আজ যেটা কার্য্য, কাল সেটা কারণ; আবার কালকার কার্য্য, পরশ্বর কারণ; কার্য্য কারণ স্থির করা, কার্য্যফল বিচার করা, মানবশক্তির অতীত। চক্ষের উপর আমার কার্য্যের ফল দেখ্‌লুম, বৌমাকে বাঁচাতে গেলুম,—সেই ফলে এ'দের বাঁধালুম এ'দের পরিবারদের অনাথা ক'র্‌লুম! ভাল করেছি, কি মন্দ করেছি, ভগবান তুমি জান! প্রভু, যত দিন দেহে প্রাণ আছে, কার্য্যের স্রোত নিবারণ হবে না; কিন্তু হে সর্ব্বমঙ্গলাকর, হে জ্ঞানদাতা, রাজীব-পদে অবলার কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা, আর যেন কার্য্যগরিমা মনে স্থান না পায়। তুমি সর্ব্বনিয়ন্তা, ভাল মন্দ তোমার পদে অর্পণ ক'র্‌লেম।

কালীকিঙ্করের পুনঃ প্রবেশ

কালী। তুমি হেথায় উঠে এলে কেন? তোমায় ডাক্তার বাইরে আস্‌তে বারণ ক'রেছে।

রঙ্গিণী। ছোট বাবু, কে চেঁচিয়ে ব'ল্‌লে,—"আমাদের রক্ষা করে, এমন কেউ নেই?" কথাটা শেলের মতন অন্তরে বাজ্‌লো তাই চলে এসেছিলেম। এসে দেখ্‌লেম কি জান? তোমার দুই ভাইপোকে পুলিসে ধ'রে নিয়ে যাচ্ছে।

কালী। পাপের দণ্ড হ'য়েছে, তুমি কি ক'র্‌বে?

রঙ্গিণী। পাপের দণ্ড! মার্জ্জনা নাই? তবে তো মানব দেহধারণ মহাবিপদ! যদি মার্জ্জনা না থাকে, কোথায় যাব,—কোথায় দাঁড়াব! আমি অন্তর্দৃষ্টিতে দেখ্‌ছি, এজীবন কেবল কার্যপ্রবাহ, সকল কার্য্যই কলুষিত; এর যদি দণ্ড হয়, যদি মার্জ্জনা না থাকে, এ কার্য্যফল যদি ভোগ হয়, তা হলে তো অনন্তকালেও নিস্তার নাই।

কালী। ও সব তর্কের সময় এখন নয়, তোমার শরীর বড় অসুস্থ, এ সব চিন্তায় তোমার পীড়া বৃদ্ধি হবে।

রঙ্গিণী। ছোটবাবু, তুমি সামান্য রোগকে ভয় ক'র্‌তে ব'ল্‌ছো, কিন্তু মহারোগের কি উপায়! এ রোগে দেহ নাশ ক'র্‌বে, এই আশঙ্কা; কিন্তু দেহনাশেও ত সে রোগের নিষ্কৃতি নাই—মার্জ্জনা নাই! অতি ভয়ানক কথা, অকূল পাথার! আমার প্রাণ আকুল হ'চ্ছে!

কালী। কে ব'ল্‌লে মার্জ্জনা নেই? ভগবান অপরাধভঞ্জন, তিনি মার্জ্জনা করেন।

রঙ্গিণী। তবে কি মার্জ্জনা কেবল মানুষের নিষেধ? তা হ'লে মানুষ অপেক্ষা

হিংস্রক জন্তু হওয়া ভাল; আমি কুকুরকেও মার্জ্জনা ক'র্‌তে দেখেছি। যদি মানুষের মার্জ্জনা নিষেধ হয়, তা' হ'লে এমন হীনজন্ম আর নাই।

কালী। তুমি আমায় কি ব'ল্‌ছো?

রঙ্গিণী। আমি তোমায় কিছু বলি নি, আমি আপনাকে ব'ল্‌ছি। যে দিন তুমি বলেছিলে, তুমি আর পাগল নও, তুমি ভাল হ'য়েছ, আমার মনে হয়েছিল যে, আমার কার্য্য শেষ হ'য়েছে। দেহ অবস হ'ল, ভাবলুম, আমার চরমকাল! কিন্তু কে যেন আমায় ব'ল্‌লে, "তোর এখন সময় নয়, তোর কাজ বাকী আছে।" আমার সেই কথায় দেহ সবল হ'য়ে আবার কার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মাল; কিন্তু আজ দেখ্‌ছি, সকল কার্য্যই কলুষিত—ঘোর অন্ধকার! কেবল দূরে একটি ক্ষীণ আলো,—দয়া! সর্ব্বত্র অন্ধকার! কেবল দয়ারই উজ্জ্বল শিখা দেখ্‌তে পাচ্ছি। ছোটবাবু, ছোটবাবু, পথ দেখ্‌তে পাচ্ছি, এই যে আমার সম্মুখে রাজপথ। সুন্দরস্বরে গান হ'চ্ছে—মার্জ্জনা, মার্জ্জনা! দেবদূতে গান ক'র্‌ছে—মার্জ্জনা, মার্জ্জনা! সকলকে মার্জ্জনা — শত্রুকেও মার্জ্জনা। দূরে মনুষ্যত্বের সুন্দর মন্দির, আমি চ'ল্‌লেম।

কালী। কোথায় যাবে?

রঙ্গিণী। তুমি ভেবো না, বাধা দিও না; আমার অনেক কাজ আছে, কাজ থাক্‌তে দেহ যাবে না, আমি চ'ল্লেম। [প্রস্থান।

কালী। বালিকা আমার শিক্ষাদাত্রী,—বালিকা আমার গুরু। ক্রোধ আমার হৃদয় অধিকার ক'রেছে, প্রতিহিংসা আসন গ্রহণ ক'রেছে, তাই সত্যের দোহাই দিয়ে—ভয়ার্ত্ত বালকদের মার্জ্জনা করি নাই। কিন্তু আজ হ'তে মার্জ্জনা—মার্জ্জনা? মার্জ্জনাই—মনুষ্যত্ব, দেবত্ব, ঈশ্বরত্ব। [প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

পথ

পাহারাওয়ালা, দিনু, যাদব, মাধব, ম্যাজিষ্ট্রেট, মন্দাকিনী, নিস্তারিণী

মন্দা। কোথায় যাচ্ছ? কোথায় যাও? এ যে সাহেব, সার্জ্জন, পাহারাওয়ালা, এই নাও, আমাদের গহনা নাও। আমরা তোমাদের পত্র পেয়েই বাপমাকে না ব'লে রাতারাতি বেরিয়ে এসেছি। এই নাও নাও, সাহেবদের দিয়ে চ'লে এস।

ম্যাজি। ঐ স্ত্রীলোকদ্বয় কে, কি বলিতেছে?

মন্দা। সাহেব, ইনি আমার স্বামী, আর ইনি আমার ভগ্নীর স্বামী। এই নাও, আমাদের গহনা নাও, এঁদের ছেড়ে দাও।

ম্যাজি। দিনু, উহাদিগকে এ কথা বলিতে বারণ কর, ইহাতে আমাকে ঘুষ্‌ নিতে বলা হয়, তাহা হইলে উহাদের সাজা হইতে পারে।

নিস্তা। সাহেব, যে সাজা হয় দাও, আমাদের প্রাণদণ্ড কর, এঁদের ছেড়ে দাও।

মন্দা। সাহেব, তোমার পায়ে পড়ি, এঁদের ছেড়ে দাও।

যাদব। দাদা, দাদা, দেখেছ,—অতি সুবিচার—অতি সুবিচার! মার মতন বড় ভাজকে তাড়িয়ে দিয়েছি, স্ত্রী এসে পথে দাঁড়িয়েছে, অতি সুবিচার! অতি সুবিচার! আর সাজাতে আমার ভয় নাই।

মাধব। মন্দাকিনী, বৌমা,—তোমরা ঘরে যাও।

মন্দা। ঘর! কোথায়? কোথায় যাব! যেখানে তুমি, সেই খানে আমার ঘর; যেখানে ঠাকুরপো, সেখানে নিস্তারিণীর ঘর; আর তো আমাদের ঘর নেই! বাপের বাড়ী ছে'ড়ে এসেছি—আর কোথায় যাব! যদি তোমাদের নিয়ে যায়, তা হ'লে আমরা পথের কাঙ্গালিনী—পথে পথেই ফির্‌বো।

নিস্তা। সাহেব, দয়া কর; যদি ওঁরা দোষী হন, আমরা নির্দ্দোষী, আমাদের সাজা দেবেন না। সাহেব, সকলের মুখে শুনি, তোমাদের সুবিচার; তবে একের দোষে অন্যের সাজা কেন দেন? আর যদি নিতান্তই সাজা দেবেন, তবে আমাদের সাজা দিয়ে এঁদের নিষ্কৃতি দিন। সাহেব, আমরা কুলস্ত্রী, আমাদের কিছুই নাই, আমাদের স্বামীই সর্ব্বস্ব; স্বামীই দেবতা, স্বামীই পূজা, স্বামীই উপাসনা, স্বামীই ধ্যান, স্বামীই জ্ঞান, একমাত্র স্বামীর মুখ চেয়ে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করি। স্বামীধনে, যে স্ত্রী বঞ্চিতা, সে রাজরাণী হ'লেও কাঙ্গালিনী,—

হীনের হীন, দীনের দীন—জীবন্মৃত। সাহেব, বিনা অপরাধে অবলাম্বয়কে এ কঠিন সাজা দেবেন না।

ম্যাজি। তোম্‌রা কি আমায় সাজা লইতে বল? দোষী ছাড়ান দিলে আমি সাজা পাইব।

মন্দা। সাহেবেরা সকলি পারে। যদি এ'দের খালাস দিলে তোমায় সাজা পেতে হয়, আমি প্রাণ থাক্‌তে এ কথা কখনও মুখে আন্‌বো না; কিন্তু আমাদের উপায় করুন, আমরা আপনার চরণে প্রাণভিক্ষা চাচ্ছি—আমাদের প্রাণভিক্ষা দিন। আর যদি নিতান্তই সাজা দেবেন, তবে এ'দের সঙ্গে আমাদেরও সাজা দিন! স্বামীর কাছে থাক্‌তে দিন, স্বামীর সেবা ক'র্‌তে দিন, অবলাকে ভিক্ষা দিন—বঞ্চিত ক'র্‌বেন না।

ম্যাজি। দিনু, দেখিতেছি কর্ত্তব্যের অপেক্ষা বড় কর্ত্তব্য আছে। দিনু, ইহাদের কেহ জামিন হইতে পারে?

রঙ্গিণীর প্রবেশ

রঙ্গিণী। ধর্ম্মাবতার, সেলাম, আমি জামিন।

ম্যাজি। তুমি জামিন! তোমারি কথায় আমি তদারক করাইয়া ইহাদিগকে দোষী জানিয়া ধরিয়াছি। আমি জানিতাম যে, ইহারাই তোমার শত্রু।

রঙ্গিণী। ধর্ম্মাবতার, আমার শত্রু আমি, আর আমার শত্রু নাই। তবে আমার কথা শুনে হুজুর এ বিষয় যে অনুসন্ধান ক'রেছেন, তা আমি বুঝ্‌তে পেরেছি। আমি বুঝ্‌তে পেরেছি যে, আমা হ'তে একটা সংসার উচ্ছন্ন যাচ্ছে,—দু'জন নির্দ্দোষী স্ত্রীলোক পথে দাঁড়িয়েছে, অধিক কি হয় জানি না,—চিরদিন সুখে লালিত, কারাগারে কষ্টে হয় তো প্রাণ-বিয়োগ হ'তে পারে। ভাব্‌ছি, ভগবান্ কি ক'র্‌বেন, আমায় কি নরহত্যা স্ত্রীহত্যার ভাগী ক'র্‌বেন!

ম্যাজি। জামিন হইয়া অদ্য খালাস করিতে পার, কিন্তু ইহারা দোষী, দণ্ড নিবারণ কিরূপে করিবে?

রঙ্গিণী। আমি মহারাণীর কাছে যাব, তাঁর জুবিলির দিন উপস্থিত।

ম্যাজি। শুনিয়াছি, তুমি ইহাদের খুড়োকে ভাল করিয়াছ। তিনি কোথায়?

কালীকিঙ্করের প্রবেশ

কালী। হুজুর, আমি উপস্থিত।

ম্যাজি। কি নিমিত্ত?

কালী। অভাগাদের জামিন হব, পুত্রবধু-দের ঘরে নিয়ে যাব।

ম্যাজি। এই স্ত্রীলোকটি আপনার কে?

কালী। আমার শিক্ষাদাত্রী দেবী—ধ্যানের মূর্ত্তি।

ম্যাজি। আপনি আমার সহিত আসুন। তুমি এই স্ত্রীলোক দুইটিকে লইয়া যাও। আপনারা ভাবিবেন না, ভগবান্ আপনাদিগের সাহায্য করিতে পারেন। আমি জামিন লইয়া ইহাদিগকে খোলসা দিব, প্রতিজ্ঞা করিতেছি।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

রঙ্গিণীর গৃহ

সাতকড়ি, গণপতি ও হলধর

গণ। হলধরবাবু, আপনি যে এক নারী-বিদ্যা আমায় দিয়েছেন, তাইতেই বশ আছে।

হল। তারা আস্‌বে তো?

সাত। আজ্ঞে, এই আমাদের বাড়ীতে এসেছিল। আমি একজনকে ব'লেছি, আট্‌টার সময় আস্‌তে,—আর একজনকে ব'ল্লুম, সাড়ে আট্‌টার সময় আস্‌তে।

হল। অবিশ্বাস ক'র্‌বে না তো?

সাত। আজ্ঞে না, তারা দু'জনেই সন্ধান নিয়েছে যে, এ রঙ্গিণীর বাড়ী; আর সিদ্ধেশ্বরবাবু তো সদর দোরের চাবী পেয়েই আহ্লাদে আটখানা।

হল। ব্যাটারা কি জোচ্চোর, কি পাজী! আপনাদের ভেতরেও মিল নাই।

সাত। আরে মশাই, কৃষ্ণধন বাবু বলে,—"সিদ্ধেশ্বরকে বোলো না", সিদ্ধেশ্বরবাবু বলে,—"কৃষ্ণধনকে বোলো না।" দিনু বাবুকে ঠিক ক'রেছেন তো?

হল। সে, সকল কথা শুনে—রেগে লাল হ'য়ে আছে।

(নেপথ্যে)—কৃষ্ণ। চাটুয্যে, চাটুয্যে—

সাত। দোর খোলা আছে, আসুন,—আমি হলধর বাবুকে ডেকে আন্‌ছি।

[সাতকড়ি ও হলধরের প্রস্থান।

গণ। এই কাজটি আমার শেষ। এইটি আমার বংশের শেষকীর্ত্তি। মা বেটী রাগ ক'র্‌বে, তা করুক!

কৃষ্ণধনের প্রবেশ

গণ। মশাই, মশাই, এ ঘরে ব'স্‌বেন না—এ ঘরে ব'স্‌বেন না।

কৃষ্ণ। কেন? আমি এ বাড়ী দখল ক'রেছি।

গণ। আজ্ঞে, এ পাগ্‌লাঘর।

কৃষ্ণ। পাগ্‌লাঘর কি?

গণ। ডাক্তার বাবু, বিবেক করুন গে, আমার মাথাটা কেমন খারাপ হ'য়ে যাচ্ছে।

কৃষ্ণ। ডাক্তার কে, আমি কৃষ্ণধন বসু, অ্যাটর্ণি এ্যাট্‌ল।

গণ। তা ভট্‌চায্যি মশাই, সরে আসুন, সরে আসুন, এখনি উন্মাদ ক্ষেপে উঠ্‌বেন।

কৃষ্ণ। পাগল না কি!

গণ। আজ্ঞে হ্যাঁ, এ ঘরেরি গুণ; পোদ্দারের পো, পালাই চল—পালাই চল।

কৃষ্ণ। তুমি সরে যাও, তা না হ'লে আমি তোমায় বাঁধিয়ে দেব।

[গণপতির প্রস্থান।

সাতকড়ি ও হলধরের পুনঃ প্রবেশ

সাত। মশাই, হলধর বাবু বলে হেদিয়ে ছিলেন, এই দেখুন।

কৃষ্ণ। হলধরবাবু, আপনি এ রকম ক'রে বেড়ান কেন? আপনি অত বড় বিষয়ের আম্‌-মোক্তার, আপনার মামা চক্ষু বুজ্‌লেই শুনেছি, আপনাকে সব দিয়ে যাবেন, আপনার কি ধুতি-চাদর প'রে বেড়ান ভাল দেখায়?

হল। মশাই, আর লজ্জা দেবেন না,—লজ্জা দেবেন না। এই মেলটা এলেই ঠিক আপনাদের মত কালা সাহেব হ'য়ে বেড়াচ্ছি।

কৃষ্ণ। না, আমি আজই আপনার সুট্‌ কিনে দেবো, আপনার টাকা না থাকে, আমি টাকা দিচ্ছি।

হল। মশাই, টাকার অভাব কি! এই সে দিন ছোটমার বাকি খাজনার দু'ক্রোর টাকা এল, আমার নামেই ব্যাঙ্কে জমা দিলেন;—এই কাল প'চিশ লাখ টাকা সুদ এল, আমায় জলপানি দিলেন;—এই পাঁচক্রোর টাকা আবাদ কিন্‌তে দিয়েছেন।

সাত। ডাক্তার বাবু, ডাক্তার বাবু, এ কথা মিথ্যা বিবেচনা ক'র্‌বেন না।

কৃষ্ণ। ডাক্তার কে, বাবু কে, চাটুয্যে কি গাঁজা খেয়েছ?

হল। উনি পাগল, ওঁর কথা ধ'র্‌বেন না—ওঁর কথা ধ'র্‌বেন না।

কৃষ্ণ। উঃ—

হল। কি ব'ল্‌ছেন?

কৃষ্ণ। আপনার আমাদের সঙ্গে মেশা ভারি উচিত; কংগ্রেস প্রভৃতি বড় বড় কাজে আপনার হাত দেওয়া উচিত।

হল। ব'ল্‌তে হবে না মশাই,—ব'ল্‌তে হবে না; এই মেলটা আসুক।

কৃষ্ণ। মেলটা আসুক কি?

হল। আমি বিলেতি পোষাক অর্ডার দিয়েছি, এই মেলে প'হুছিবে; আমার এ দিশী পোষাক পছন্দ হয় না।

কৃষ্ণ। কি অর্ডার দিয়েছেন?

হল। দেড়শ ডজন সার্ট, পৌনে দু'শ ডজন পেণ্টুলেন,—

কৃষ্ণ। ঠাট্টা ক'র্‌ছেন!

হল। আজ্ঞে না,—আর পৌনে চারশ ডজন নেকটাই,—স'পাঁচশ ডজন ষ্টিক,—আর সাড়ে পাঁচশ ডজন ফ্ল্যাগ।

কৃষ্ণ। কি পাগ্‌লামো ক'রছেন!

সাত। আজ্ঞে না মশাই, সত্যি সত্যি দিয়ে-ছেন।

কৃষ্ণ। চাটুয্যে, কি তুমি ব'ক্‌ছো?

সাত। আজ্ঞে হ্যাঁ, দিয়েছেন।

কৃষ্ণ। ফ্ল্যাগ ফরমাস দিয়েছেন কেন?

হল। আজ্ঞে, আপনাদের সঙ্গে মিশ্‌লে লাট সাহেব হব তো? তখন বাড়ীর উপর দেব।

কৃষ্ণ। কি ব'ল্‌ছে! চাটুয্যে ব্যাটাও তো সায় দিচ্ছে; ওরা মদ খেয়ে এল নাকি! এই তো বেশ ছিল।

হল। আর ধরুন গে—ঘোড়া ফরমাস

দিয়েছি বাইশ কাহন, গাড়ী ফরমাস দিয়েছি দশ পোণ, সইস ফরমাস দিয়েছি ন' গণ্ডা, কোচম্যান ফরমাস দিয়েছি আড়াই গণ্ডা।

সাত। আজ্ঞে হ্যাঁ, দিয়েছেন।

কৃষ্ণ। অ্যাঁ! এ কি সত্যি পাগ্‌লা ঘর নাকি?

সাত। আজ্ঞে।

হল। আর উকীল ফরমাস দিয়েছি তিনটে,—কৌন্‌সুলী ফরমাস দিয়েছি সাতটা।

কৃষ্ণ। চাটুয্যে, এও ফরমাস দিয়েছেন নাকি?

সাত। আজ্ঞে হ্যাঁ, দিয়েছেন।

কৃষ্ণ। না বাবা, পালাতে হ'লো,—এদের কি বদ্‌মায়েসি মতলব আছে।

(নেপথ্যে)—শান্তি। দীন্‌ দীন্‌, কেডা, দোর খোল, এর মধ্যে সাহেব আছে—খুন ক'র্‌বো। দীন্‌, দীন্‌—দোঁর খোল।

গণপতির পুনঃ প্রবেশ

গণ। সর্ব্বনাশ ক'র্‌লেন্‌—সর্ব্বনাশ ক'র-লেন্‌। এই রায়টের দিনে আপনি সাহেবের পোষাকে বাড়ী সেঁধিয়েছেন, মুসলমানেরা টের পেয়েছে; এই খুন ক'র্‌তে এসেছে, আর পালাবেন কোথা? এই সাড়ীখানা নিন্‌, সেই হাত-পা ধোবার ঘরে গিয়ে লুকুন, পোষাকটা ছেড়ে—ফুকোর গলিয়ে ফেলে দেবেন।

(নেপথ্যে)—শান্তি। দীন্‌ দীন্‌।

কৃষ্ণ। আর তো উপায় নাই।

[কৃষ্ণধনের প্রস্থান।

গণ। তারে কিছু বিশেষ চাই, তার রঙ্গিণীর সতীত্ব-ভঞ্জনের প্রয়াস।

(নেপথ্যে)—সিদ্ধে। চাটুয্যে, চাটুয্যে!

সাত। আজ্ঞে যাই।

[সাতকড়ির প্রস্থান।

হল। ঐ তিনি আস্‌ছেন।

সিদ্ধেশ্বর ও সাতকড়ির পুনঃপ্রবেশ

গণ। হলধরবাবু, আসুন আমরা সরে যাই।

[হলধর ও গণপতির প্রস্থান।

সিদ্ধে। তিনি কোথায়?

সাত। এইখানেই আছেন, আপনি বসুন।

সিদ্ধে। তাঁরে ডাকুন!

সাত। আসুন।

(নেপথ্যে)—গণ। আমি আলো থাক্‌তে যেতে পার্‌বো না।

সাত। মশাই, উনি ব'ল্‌ছেন, আলো থাক্‌লে যেতে পার্‌বো না।

সিদ্ধে। আচ্ছা, আলোটা না হয় কম করেই দিন না।

সাত। সেই ভাল,—সেই ভাল।

সাতকড়ির আলো কম করণ ও স্ত্রীলোকের বেশে গণপতির প্রবেশ

গণ। বিবেক করুন গে, আপনি এসেছেন, আমার বড় সৌভাগ্য! চাটুয্যে, তুমি স'রে যাও, তুমি স'রে যাও।

সিদ্ধে। ও বাবা,—এ যে ভরাট্‌ মরদানা আওয়াজ! আপনার নাম রঙ্গিণী?

গণ। আজ্ঞে না, মাতঙ্গিনী।

সিদ্ধে। ও বাবা, এ কে রে! এ ত মদমত্ত মাতঙ্গিনীই বটে! আপনি কে?

গণ। আজ্ঞে, আমি আমার মা'র জ্যেষ্ঠা কন্যা।

সিদ্ধে। এ কি! আপনার এই বাড়ী?

গণ। আজ্ঞে, আমার মা'র বাড়ী, মা আমায় দিয়েছেন।

সিদ্ধে। কালীকিঙ্করবাবুর উইল আপ-নার ঠেঁয়ে আছে?

গণ। আজ্ঞে, হ্যাঁ।

সিদ্ধে। আপনি আমায় সেখানা দিন।

গণ। যে আজ্ঞে, দেব, চাবীটা হারিয়ে গেছে।

সিদ্ধে। তা ভেঙ্গে ফেল্‌লেই হবে।

গণ। আচ্ছা, আপনি যেমন ব'লেন, যখন আপনি আমার সঙ্গে আস্‌নাই ক'র্‌বেন ব'ল্‌ছেন।

সিদ্ধে। হুঁ, হুঁ,—তা তো বটেই—তা তো বটেই।

গণ। চাটুয্যে মশাই ব'ল্‌লেন, আপনি আমায় রাস্তায় দেখেই মোহিত হ'য়েছেন।

সিদ্ধে। তা তো বটেই,—তা তো বটেই।

গণ। তা আমি কি এতই সুন্দরী?

সিদ্ধে। আহা, চমৎকার—চমৎকার!

গণ। আপনি যে মোগলের পোষাকে এসেছেন, ও পোষাক আমি বড় ভালবাসি; আমার মুখখানি দেখ্‌বেন?

সিদ্ধে। তা তো বটেই—তা তো বটেই।

গণ। তবে আলোটা ভাল ক'রে জ্বালি?

গণপতির তথাকরণ, সিদ্ধেশ্বর গণপতির মুখ দেখিয়া

সিদ্ধে। ও বাবা! এ কে!

গণ। আমার মুখ দে'খে আপনি মূর্চ্ছা যাবেন না কি?

সিদ্ধে। তা বটে তো—তা বটে তো, উইল কোথায়? উইলখানা দিন।

গণ। এই বাক্‌সো নিন, আর এই দা দিয়ে বাক্‌সোটি ভাঙ্গুন।

সিদ্ধে। (বাক্‌সো ভাঙ্গন)

গণ। (স্ত্রীলোকের বস্ত্র ফেলিয়া দেওন) ও বাবা রে,—গেলুম রে, পাহারোলা, পাহারোলা, চোর—চোর।

শান্তিরামের প্রবেশ

শান্তি। আরে চোর চোর,—হালারপুত শ্যাল ফাঁদে পড়ছে!—হালার পুত শ্যাল ফাঁদে পড়ছে, মার—মার! (প্রহার)

সিদ্ধে। ও বাবা,—ও বাবা!

শান্তি। হালারপুত, তোবা ব'ল্।

সিদ্ধে। ও বাবা, আর এমন কাজ ক'র্‌বো না বাবা।

শান্তি। ভট্‌চায, চিৎ ক'রে ফ্যাল—ওর মুণ্ডে দুটো লাথি মারি।

গণ। শান্তিরাম, আমার নাগর বাসরঘরে এসেছেন, দু'পাশ থেকে দুটো কাণ মল!

শান্তি। তুমি মল্‌তে থাক, আমি গোটা দুই কিল মারি।

সিদ্ধে। পাহারোলা—পাহারোলা, খুন ক'র্‌লে—খুন ক'র্‌লে।

শান্তি। চোর—চোর, পাহারোলা, চোর—চোর।

দিনু ইন্‌স্পেক্টর ও পাহারাওয়ালাগণের প্রবেশ

দিনু। কি হ'য়েছে? কি হ'য়েছে?

গণ। ও বাবা, এই মোগল ব্যাটা এই বাড়ীতে সেঁধিয়ে বাক্‌সো ভাঙ্গছে।

দিনু। বাঁধো।

গণ। আর বাবা, এ দিকে এক ব্যাটা ছুটে গেছে।

দিনু। বটে, আচ্ছা দেখ্‌ছি।

[দিনুর প্রস্থান।

গণ। প্রাণনাথ, যেন বিদ্যাসুন্দরের পালা, বিদ্যার মন্দিরে প্রবেশ ও কোটাল কর্ত্তৃক চোর ধরণ। এখন মালিনী মাসীর সঙ্গে রাজদরবারে বেগে হাজির হওন।

কৃষ্ণধন বসুকে লইয়া দিনুর পুনঃপ্রবেশ

কৃষ্ণ। আমরা উকীল, জান? বেইজ্জত করো না। আমাদের এই বাড়ী, আমাদের কাছে বাঁধা ছিল, আমরা পজেশন্ নিয়েছি।

দিনু। তা মশাই, আমায় অপরাধী ক'র্‌ছেন কেন? রেতের বেলায় একজন মোগলের পোষাক প'রে, একজন মেয়েমানুষ সেজে এসে, আপনারা বাক্‌সো ভাঙ্গছেন।

সিদ্ধে। মিষ্টার বসু, বড় ফল্‌স্ পোজিসনে ফেলেছে!

গণ। আজ্ঞে, হ্যাঁ।

কালীকিঙ্করের প্রবেশ

কালী। দিনু বাবু, এ কি?

দিনু। আজ্ঞে—

কৃষ্ণ। মশাই, শুনেছি আপনি মহৎ লোক, আমাদের এই বিপদ্ থেকে উদ্ধার করুন। আমি মাধব বাবুর ও ইনি যাদব বাবুর অ্যাটর্ণি; সমস্ত সম্পত্তি অল্প টাকায় মর্টগেজ লিখে নিয়েছি। তারপর আপনার অ্যাটর্ণি আপনার বড় দাদার উইল বার করেন, চাটুয্যে সংবাদ দিলে, সেই উইল রুক্মিণীর কাছে আছে। ওই চাটুয্যেই বলেছিল যে, কিছু টাকা খরচ ক'র্‌লে রুক্মিণীই সে উইল দেবে। তার পর এ'দেরই কৌশলে এখন এই স্ত্রীলোকের বেশে পুলিসে ধরা পড়েছি। উনি কেন এসেছেন, তা আমি জানি না।

সিদ্ধে। মশাই, আমায়ও রক্ষা করুন। আমিও ঐরূপ প্রতারিত হ'য়েছি; আমার এই বেশী বেকুবি যে, রুক্মিণীকে টাকা দিয়ে বশ ক'র্‌তে আসি নি—প্রেমে বশ ক'র্‌তে এসেছি। শুনেছিলেম, রুক্মিণীর মোগলের

পোষাকে বড় সখ, তাই আমি মোগলের পোষাকে এসেছিলেম।

কৃষ্ণ। মশাই, আমি সে সমস্ত কাগজপত্র ফিরিয়ে দিতে প্রস্তুত আছি। একরার দিতে রাজী আছি যে, মিথ্যা করে ভুলিয়ে নিয়েছি, আমাকে রক্ষা করুন।

সিদ্ধে। মশাই, আপনি যা ব'ল্‌বেন, আমি তাই ক'র্‌তে প্রস্তুত আছি।

কালী। দিনু বাবু, যদি চোর গ্রেপ্তার করে থাকেন, তা' হ'লে সকলকে গ্রেপ্তার করুন। আমি চার্জ্জ দিচ্ছি যে, এরা চোর ডে'কে এনে ধরিয়ে দেছেন; যদি চুরি হ'য়ে থাকে ত এরা তার অংশী।

দিনু। মশাই, আমায় মার্জ্জনা ক'র্‌বেন। রঙ্গিণীকে আমি ভগ্নী অপেক্ষা স্নেহ করি, তার প্রতি অত্যাচার হবে শুনলেম্, বড়-মা পথে পথে বেড়াচ্ছেন, তাঁর অনুসন্ধানে আমার ভিক্ষা-মাও পথে পথে বেড়াচ্ছেন—এ'রা আপনাদের সর্ব্বনাশ ক'রেছেন, এই ক্রোধে আমিও এই কাজে সহকারী হ'য়েছি। যদি কৃপা করে মার্জ্জনা করেন, করুন; নচেৎ অপর ইন্‌স্পেক্‌টার ডেকে আমায় শুদ্ধ বাঁধিয়ে দিন। আমিও এ'দের সহকারী।

কালী। রঙ্গিণী যদি তোমার ভগ্নীর অধিক হয়, তা হ'লে আদালতে তার নামে কলঙ্ক ক'র্‌তে কিরূপে প্রস্তুত হ'য়েছিলে? সকল কথাই আদালতে প্রকাশ হ'তো, তা হ'লে লোকে মন্দই বিশ্বাস ক'র্‌তো। নীরব হ'য়ে আছ যে? মনে স্থান দিও না যে, কখনও কুকাজে সুফল ফলে। তোমরা লোকরক্ষক, মহারাণী তোমাদিগকে লোকের রক্ষার জন্য নিযুক্ত ক'রেছেন। যদি কায়মনোবাক্যে কর্ত্তব্য সাধন ক'র্‌তে, যদি যমের ন্যায় লোকে তোমাদের না ভয় ক'র্‌তো, রক্ষক ব'লে জ্ঞান ক'র্‌তো, তা হ'লে কি চুরি, ডাকাতি, খুন চাপা থাকে? যদি পদবৃদ্ধি উপেক্ষা ক'র্‌তে, যদি কর্ত্তব্য একমাত্র অবলম্বন ক'র্‌তে, তা হ'লে হ'তে পারে যে, তোমার উপরস্থ লোক তোমায় অকর্ম্মণ্য ভাব্‌তো; কিন্তু নিরপেক্ষ ভগবান্ তোমার কার্য্য দেখ্‌তেন। কর্ত্তব্য-সাধনে উপস্থিত ত্যাগস্বীকার ক'র্‌তে হয় সত্য, কিন্তু পরিণাম অতি উজ্জ্বল। এরূপ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তোমাদের পুলিসে অনেক পাবে। তাঁহারাই যথার্থ শান্তিরক্ষক,—শান্তিময় ভগবান্ তাঁহাদের হৃদয়ে বিরাজিত।

দিনু। মশাই, আমি বড় আক্ষেপ ক'র্‌তেম যে আমি ক্ষমতাশালী হইনে কেন? কিন্তু আজ আমি বুঝ্‌তে পার্‌লুম যে, তা হ'লে আমি কত মহাপাপে লিপ্ত হ'তুম, তার আর সংখ্যা নাই। আমি আজই ডিপুটি কমিশনারের কাছে যে'য়ে কাজে জবাব দেব। আমি আপনাদের ছে'ড়ে দিলুম, আপনাদের যথা ইচ্ছা যেতে পারেন; মশাই, আমি ব্রাহ্মণ, আপনাকে নমস্কার ক'র্‌তে পারি না, কিন্তু অন্তরের কথা কি ব'ল্‌বো, আপনি আমার শ্রদ্ধাস্পদ দেবতা।

[দিনুর প্রস্থান।

কৃষ্ণ। মশাই, মশাই, আমার সঙ্গে আসুন, —আপনাব ভাইপোর বিষয় আমি রি-কন্‌ভে ক'রে দিচ্ছি।

সিদ্ধে। মশাই, আমিও প্রস্তুত।

কালী। কর্ত্তব্য বিবেচনা করেন—ক'র্‌বেন, আমায় ডাক্‌ছেন কেন?

কৃষ্ণ। যে আজ্ঞে।

কালী। হলধর, শান্তিরাম, তোমাদের কার্য্যের ফল কি জান? আমাকে সাজা দেবে; তোমরা সাজার যোগ্য, কিন্তু রঙ্গিণী ব'লেছে, —মার্জ্জনা, আমি শিখেছি—মার্জ্জনা, তোমাদের মার্জ্জনা ক'র্‌লুম। দু'জন নিরপরাধীকে চোর ব'লে বাঁধিয়েছিলে, এতে তোমরা পুলিসে দণ্ডনীয়, আমি এ সকল জেনে তোমাদের পুলিসে ধরাচ্ছি না, এতে আমি দণ্ডনীয়; আমি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে গে দণ্ড নেবো, তোমাদের নাম ক'র্‌বো না। রঙ্গিণী মার্জ্জনা ক'র্‌তে ব'লেছে, মার্জ্জনা ক'র্‌লুম।

রঙ্গিণীর প্রবেশ

রঙ্গিণী। ছোটবাবু, ছোটবাবু, আমি বিদায় হ'তে এসেছি, আমার কাজ আছে, আমি চ'ল্লুম। বড়মা, মা পথে পথে বেড়াচ্ছেন, আমার মন ব'ল্‌ছে—অনাহারে বেড়াচ্ছেন, হয় তো কোথায় মুমূর্ষু হ'য়ে প'ড়ে আছেন, আমি আর থাক্‌তে পাচ্ছি নে; আমায় টান্‌ছে—আমি চ'ল্‌লুম্।

[রঙ্গিণীর প্রস্থান।

কালী। যাও, রঙ্গিণী—যাও! আমারও কাজ আছে, আমিও চ'ল্‌লুম।

[কালীকিঙ্করের প্রস্থান।

সাত। ছিঃ ছিঃ ছিঃ, আমোদ হ'লো না, আমোদ হ'লো না। [সাতকড়ির প্রস্থান।

কৃষ্ণ। হ্যাঁ হে, সত্যকথা তো, সত্য দেখ্‌তে পাই,—সজ্জন সত্য আছে।

সিদ্ধে। তাই ত দেখ্‌ছি,—এ পথ দেখ্‌লে হয় না?

কৃষ্ণ। তাই ভাব্‌ছি।

গণ। বিবেক করুন গে, আমিও ঐরূপ ভেবেছিলাম; কিন্তু আল্‌কাতরা ধুলে যায় না।

কৃষ্ণ। দেখ, কতকগুলো পাগ্‌লামো মনে উঠ্‌ছে—অন্যায় নিবারণ ক'র্‌বো, দুর্ব্বলের পক্ষ হব, অত্যাচারীর বিপক্ষ হব, ল'র গৌরব রাখ্‌বো, জাষ্টিসের সাহায্য ক'র্‌বো, প্রোফে-সনের কলঙ্ক ওঠাবো।

[কৃষ্ণধনের প্রস্থান।

সিদ্ধে। ঠিক, অম্‌নি আমার মাথাও গুলিয়ে উঠ্‌ছে।

[সিদ্ধেশ্বরের প্রস্থান।

গণ। আমারও গুলিয়ে উঠেছিল, কিন্তু শেষটা রাখাই ভার।

[গণপতির প্রস্থান।

শান্তি। খোকাবাবু, কি কর্‌লাম—সর্ব্ব-নাশ কর্‌লাম!

হল। শান্তিরাম, আমার নরকেও কি স্থান আছে? আমার পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত, ছোট-মামাবাবুকে জিজ্ঞাসা করি; যদি তুষানল হয়, তাও ক'র্‌বো। [উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

বারাকপুর—গঙ্গাতীর

ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালীকিঙ্কর

ম্যাজি। আচ্ছা, আপনার সাজা এই—আপনি আমার সহিত নদীর কূলে ভ্রমণ করুন। এক ঘণ্টা আমার নজরবন্দী হইলেন, এই আপনার সাজা হইল। দিনুর কি হইয়াছে জানেন? কমিশনার সাহেব তাহাকে রে-প্রিম্যাণ্ড (reprimand) করিয়া বলিয়াছেন যে, এমন কার্য্য আর করিও না, আর তাহার পদবৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন; এইমাত্র তাহাকে টম্‌টমে লইয়া সাহেব গিয়াছেন। মিলের পরি-শ্রমীরা ক্ষেপিয়াছে, তাদের দমন করিতে হইবে। আমি উপস্থিত আছিল, আপনার নাম শুনিয়া সমস্ত বুঝিল ও কমিশনার সাহেবকে বুঝাইয়া দিল। আপনি কয়লাকে হীরা করিতে পারেন, আপনি সর্ব্বদা আমাকে বন্ধু বলিয়া লইবেন।

কালী। সাহেব, আপনি মহাশয় ব্যক্তি, আপনার এ দীনতায় আমি আপ্যায়িত।

ম্যাজি। আপনার ভাইপোদের কি হইয়াছে, শোনেন নাই? ছোটলাট সাহেবের সহিত আমাদের ফ্রিমেসন্ লজে (Freemason Lodge) সাক্ষাৎ হয়,—কথাবার্ত্তাও হইয়াছিল। আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি—বুঝিয়াছেন, তাহাদিগের উভয়ের ছয় ছয় মাস মেয়াদ হয়; কিন্তু কারাগারে একদিন মাত্র থাকিয়া খোলসা পাইয়াছেন; ছোটলাট সাহেব জুবিলি উপলক্ষে মুক্তি দিয়াছেন। বোধ করি, তাঁহারা আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছেন। আমি চলিলাম, আপনি তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করুন। গুড্ ডে। [ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রস্থান।

মাধব ও যাদবের প্রবেশ

মাধব। হলধর ঠিক ব'লেছে, এই যে কাকা-বাবু; কাকাবাবু, কাকাবাবু, আমাদের খোলসা দিয়েছেন।

যাদব। একদিন জেলে ছিলুম, কিন্তু খাট্‌তে হয় নি। জেলের ডাক্তার তার বাড়ী নে রেখেছিল।

কালী। আমি সব জানি, তোমরা ম্যাজি-ষ্ট্রেটের কৃপায় খোলসা পেয়েছ। তিনি লাট সাহেবকে অনুরোধ করেছিলেন।

মাধব। কাকাবাবু, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে আমাদের শত সহস্র সেলাম দেবেন। এই দুখানা রেজেষ্টরী আফিসের রসিদ নিন। শান্তিরাম ব'ল্‌লে, কৃষ্ণধন বাবুর আফিস থেকে আর সিদ্ধেশ্বর বাবুর আফিস থেকে এসেছে; তাঁরা না কি আমাদের মর্টগেজ রি কন্‌ভেয়েন্স (Re-conveyance) ক'রে দিয়ে-ছেন।

কালী। আমার প্রয়োজন নাই, তোমরা রাখ।

মাধব। কাকাবাবু, আপনার চরণে আমরা বিদায় নিতে এসেছি।

কালী। কোথায় যাবে?

মাধব। কোথায় যাব জানি নে। বৌদিদিকে খুঁজ্‌বো; যদি ঘরের লক্ষ্মী ঘরে আন্‌তে পারি, তা হ'লে ঘরে ফির্‌বো; নচেৎ এ অকর্ম্মণ্য দেহ পাত হওয়াই ভাল; যত শীগ্‌গির পাত হয়, ততই মঙ্গল।

কালী। নিঃস্বার্থ উদ্দেশ্য প্রায়ই বিফল হয় না। যদি কখনও বিফল হয়,—তাতে নিশ্চয় সুফল ফলে। তোমাদের বাধা দেবো না, যাও—আমি চ'ল্লেম।

[কালীকিঙ্করের প্রস্থান।

মাধব। ভাই!

যাদব। দাদা!

মাধব। আয়, একবার কোলাকুলি করি, আর কখনও দেখা হবে কি না, জানি না! (কোলাকুলিকরণ)

যাদব। দাদা, তুমি কোন্ দিকে যাবে?

মাধব। চল, দুজন দু'দিকে বেরিয়ে পড়ি। তুমি যদি দেখা পাও, কাগজে এড্‌ভার্টাইস্‌মেন্ট দিও, আমিও দেখা পেলে কাগজে এড্‌ভার্টাইসমেন্ট দেবো।

যাদব। দেখা কি পাব?

মাধব। ভাগ্যে কি আছে জানি না।

যাদব। দাদা, তুমি কি সঙ্গে টাকাকড়ি নিয়েছ?

মাধব। না, বড় বৌঠাক্‌রুণ নিঃসম্বল, আমি টাকা কেমন ক'রে নেবো?

যাদব। তুমি সুখী মানুষ, নিঃসম্বলে কি ক'রে পথ চ'ল্‌বে?

মাধব। ভাই, আর পৃথক্ ফল কেন? তুমি যদি নিঃসম্বল পথে যেতে পার, আমিও পার্‌বো।

যাদব। তবে চল; শুনেছি, ভগবান্ রক্ষা কর্ত্তা।

মাধব। ভাই ভাই টাকার জন্যে পর হ'য়েছিলুম।

যাদব। আবার তো ভগবান্ আপনার ক'রেছেন, জয় জগদীশ্বর! [উভয়ের প্রস্থান।

মন্দাকিনী ও নিস্তারিণীর বালক-বেশে প্রবেশ

নিস্তা। দিদি! দেখ্‌লি তো, ওঁরা দুজনে দু'দিকে চ'লে গেলেন, চল্, আমরাও দু'জন দু'দিকে যাই।

মন্দা। ওঁরা ফিরে এসে যদি রাগ করেন?

নিস্তা। ঘরে ফিরে এসে না দেখ্‌তে পেলে তবে তো রাগ ক'র্‌বেন! ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর, যেন বড় দিদিকে নিয়ে ওঁরা ফেরেন। রাগ ক'র্‌বেন, দুটো মন্দ ব'ল্‌বেন, মার্‌বেন—না হয় ত্যাগ কর্‌বেন, তাতে কি এসে গেল? স্বামী পথে পথে ফির্‌বেন, আর আমরা কি সুখে অট্টালিকায় থাক্‌বো? স্বামী নিঃসম্বল, দিনান্তে ভিক্ষান্ন জুট্‌বে কি না, জানি না, কি সুখে মুখে অন্ন দেবো? স্বামীর তরুতলে শয়ন, কি ক'রে শয্যায় শোবো?

মন্দা। ঠিক ব'লেছিস্—যদি ত্যাগ করেন, প্রাণত্যাগ ক'র্‌বো। মনে মনে জান্‌বো, স্বামী সুখে আছেন। আমরা ম'লেম বা, তাতে ক্ষতি কি? আমাদের মত কত লোক ওঁদের পদসেবা ক'র্‌বে। এক ভয়—লোকনিন্দা!

নিস্তা। কিসের লোকনিন্দা? স্বামীর পিছু পিছু গিয়েছি, তাতে লোকনিন্দা কি? স্বামীর সেবার জন্য গিয়েছি, তাতে লোকনিন্দা কি? স্বামীর সাহায্যের জন্য যাচ্ছি, তাতে লোকনিন্দা কি? আর নিন্দা তো আমাদের আভরণ হ'য়েছে। বাপের বাড়ী থেকে চ'লে এসেছি—কুলোকে কতই কুকথা ব'ল্‌ছে, যদি যথার্থ স্বামীভক্তি থাকে, লোকের কথায় কিছু এসে যাবে না।

মন্দা। তবে চল ভাই, আমরা পেছু পেছু যাই, আর বিলম্ব ক'র্‌বো না। এখনো ওঁদের খাওয়া হয় নি। দেখি, যদি ভিক্ষা ক'রে দু'টি চাউল পাই, রেঁধে খাওয়াব।

নিস্তা। কি ক'রে খাওয়াবি?

মন্দা। এ বেশে আমাদের চিন্‌তে পারবেন না, অন্ন নিয়ে এসে ব'ল্‌বো যে, আমি ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ-বালক। স্ত্রীলোকের পতি ইষ্টদেবতা, পতিসেবার কখনও বিঘ্ন হবে না।

নিস্তা। তবে চল ভাই, আর বিলম্ব ক'র্‌বো না।

মন্দা। যদি দেখা হয় ভাল, না হ'লে এই শেষ দেখা।

নিস্তা। দিদি, ভগবানের মনে যা আছে, তাই হবে। চল যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

ট্রাঙ্করোড

বিন্দ্ন বৈষ্ণবী

বিন্দ্ন। হায়, কোথাও তো অভাগিনীর সন্ধান পেলন্ম না। রুক্মিণীর কাছে শন্নেছি, মরন্ভূমে দ্নরে মায়া-সরোবর দেখা যায়; পথিক বারি-আশায় যত আগে যায়, সরোবর ততই পেছোয়। আমারও সেইরূপ হ'লো! ঐ একজন পাগ্‌লী যাচ্ছে'—ঐ একজন পাগ্‌লী যাচ্ছে, এই কথাই তো বার বার শন্‌তে পাচ্ছি; কিন্তু কই, দর্শন তো পেলন্ম না। কি ক'র্‌বো, কোথায় যাব? পা আর চলে না, পিপাসায় কণ্ঠ শন্ষ্ক হ'চ্ছে, কিন্তু কোন্‌ প্রাণে মন্খে জল দেবো? সে অভাগী অনশনে চ'লেছে, সে মন্খে জল দেয় নি, যদি তার না দেখা পাই, তা হ'লে আমারও অনশনব্রত। মরি, তায় ক্ষতি নাই, কিন্তু এই খেদ—চক্ষের উপর রাজরাণী ভিখারিণী দেখ্‌লন্ম। আমায় রাস্তার ভিখারিণী জেনে কুড়িয়ে নিয়ে প্রাণ-দান দিয়েছেন; হীন ব'লে কখনও ঘৃণা করেন নি, পরিচারিকার মত সেবা ক'রেছেন, আমি তাঁর কিছন্ ক'র্‌তে পার্‌লন্ম না। সে ঋণের এক কণাও শন্ধ্‌তে পার্‌লন্ম না; দেহ কাতর হ'য়ো না; যাঁর অন্নে পালিত হ'য়েছ, এখন তাঁরই কার্য্যে আত্মসমর্পণ কর, বিরামের সময় নয়—চল।

অন্নপন্র্ণার প্রবেশ

অন্ন। হা প্রভু! কোথায় তুমি?

বিন্দ্ন। ঐ যে, ঐ যে, ঐ যে আস্‌ছেন। ভগবান্‌ বন্ঝি দাসীর মনস্কামনা পন্র্ণ ক'র্‌লেন; বড় বৌঠাক্‌রন্ণ! বড় বৌঠাক্‌রন্ণ!

অন্ন। কে তুমি! কাকে ডাক্‌ছো? কে তুমি, বিন্দ্ন? তাঁর দেখা পেয়েছ কি? তিনি আস্‌ছেন কি?

বিন্দ্ন। কি ব'ল্‌ছো দিদি! কেন মিছে ব্যাকুল হ'চ্ছো তোমার কপাল ভেঙেছে, তা ত তুমি জান। যম কি কারন্কে ফিরিয়ে দেয়?

অন্ন। সে কি ব'ল্‌ছো? পতিপ্রাণা পতি পাবে! যদি যমরাজ না ফিরে দেন, আমি যম-রাজার কাছে যাব; এতদিন যাই নি, মহাপাপ ক'রেছি, তাই এ যন্ত্রণা। আর যন্ত্রণা সইবো না?

বিন্দ্ন। কোথায় যাবে?

অন্ন। তাঁর উদ্দেশে—তাঁর উদ্দেশে!

বিন্দ্ন। কি ক'র্‌বো, কি ক'রে ফেরাবো? তুমি কি আর ফির্‌বে না?

অন্ন। মহাপথে চ'লেছি, মহাপ্রস্থান ক'রেছি, আর ফিরবো কেন? আর ফির্‌বো না।

বিন্দ্ন। আচ্ছা, আমিও তোমার সঙ্গে চ'ল্লন্ম, আমারও মহাপ্রস্থান। তুমি আমার জীবনদাত্রী—তোমারও যে দশা, আমারও সে দশা।

অন্ন। কই প্রভু, কোথায় তুমি? কোথায় তুমি? বড় ব্যাকুল হ'য়েছি—দেখা দাও।

বিন্দ্ন। অভাগিনীর আর অধিক বিলম্ব নাই। দেখা পেলন্ম বটে, কিন্তু কোন ফল হ'লো না। আমারই বা প্রাণের এত মমতা কেন? আমারও তো সংসারের কোন কাজ বাকি নেই। আমিও তো স্বামীহারা আমিও তাঁর উদ্দেশে অনশনে প্রাণত্যাগ করি। আমি আমার নির্ম্মল কন্যার নামে কলঙ্ক দিয়েছি, লোকে তারে বেশ্যার দন্হিতা বলে; আমিও মহাব্রত ক'রে জন-সমাজে পরিচয় দিই যে, আমি বেশ্যা নই। বড় বৌঠাক্‌রন্ণ আমার শিক্ষাদাত্রী—আমার গন্রন্। ওঁরও যে পথ, আমারও সে পথ। আমার হৃদয়ে অনেক দিনের পর আনন্দ উদয় হচ্ছে; আবার যেন তাঁর সঙ্গে দেখা হবে আশা হ'চ্ছে; কে আমার অন্তরে ব'ল্‌ছে, তোরও এ পথ—তবে আর মমতা কেন? কিন্তু এখনও মনে হ'চ্ছে—কাজ। এখনও মনে হ'চ্ছে—অভাগিনীকে ফেরাব, নইলে সংসার ছারেখারে যাবে। আমি কে? ছারেখারে যাক্‌, আমার কি? না, না, কাজ—কাজ! এখনও কাজ আছে। এ কি আমার প্রাণের মমতা? না, না, বৌঠাক্‌রন্ণকে ফেরাব;—না পারি, ম'র্‌বার জন্যে তো প্রস্তুত—দন্'জনেই ম'র্‌বো।

অন্ন। পথ আর নির্ণয় ক'র্‌তে পাচ্ছি নে,

দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হ'য়েছি, দেহ আর চ'লে না। অতিশয় ক্লান্ত, আমার জীবনের ভার আর বইতে পাচ্ছে না। চক্ষু, দৃষ্টিহারা হ'য়ো না, তাঁরে দেখে মহানিদ্রায় মুদ্রিত হ'য়ো। দেহ, তোমায় বহু যত্নে চিরদিন রেখেছি, রাজভোগে পুষ্ট ক'রেছি, আমার শেষ এই কাজ ক'র। তাঁর দেখা পেলেই তোমাকে ছেড়ে তাঁর সঙ্গে যাব, তুমি চিরদিন বিশ্রাম কোরো। চল চল, নতুবা আমায় ছেড়ে দাও—আমি বিদ্যুদ্বেগে তাঁর কাছে যাই। চল, চল, ঐ আলো দেখতে পাচ্ছি ঐখানে তিনি আছেন, চল চল।

বিন্দু। বৌঠাক্‌রুণ, বৌঠাক্‌রুণ! কি ক'র্‌ছো? আত্মহত্যা ক'র্‌বে? অনশনে প্রাণ দেবে?

অন্ন। কে ও, বোষ্টমদিদি! তুমি এখনও আমার সঙ্গে আছ?

বিন্দু। আমি তোমায় ছেড়ে কোথায় যাব? কিন্তু তুমি আমায় ছেড়ে যাচ্ছ। আক্ষেপ এই, তুমি আমায় মৃত্যুশয্যা থেকে তুলেছিলে, আর আমি তোমায় মৃত্যুশয্যায় দে'খে জীবিত থাক্‌বো?

অন্ন। না, না, আমার মৃত্যুশয্যা না, এখন ম'র্‌বার সময় হয় নি; আমি তাঁর কাছে যাব ব'লে চ'লেছি; তিনি আস্‌বেন, আমায় সঙ্গে নেবেন। বোষ্টমদিদি! ব'ল্‌তে পার, কেন তিনি আস্‌ছেন না? বোধহয়, কলঙ্কের ভয়ে তিনি এখনও আস্‌ছেন না; পাপিনী ব'লে ঘৃণা ক'রে আস্‌ছেন না। ঐ দেখ, ঐ দেখ, ঐ বুঝি আস্‌ছেন—ঐ আলো!

বিন্দু। কোথায় আলো, এ বনপথ, নিবিড় অন্ধকার, কোথায় যাচ্ছ?

অন্ন। না, না, ঐ যে আলো—ঐ যে আলো! দেখ্‌তে পাচ্ছনা, দেখ্‌তে পাচ্ছ না? ঐ শোন, তিনি আস্‌ছেন, তাঁর গলার স্বর শুন্‌তে পাচ্ছি, ঐ যে, ঐ যে, ঐ!

পতন ও মূর্চ্ছা—বিন্দু কর্তৃক ধৃত

একজন সন্ন্যাসীর প্রবেশ

সন্ন্যাসী। মা, ইনি কে? এ'র এই অবস্থা, তুমি একা স্ত্রীলোক, তোমাদের সঙ্গে লোক দেখ্‌ছি না তো?

বিন্দু। বাবা, বিস্তর দুঃখের কাহিনী, কি শুন্‌বে? একটু জল দাও, মুখে দিই।

সন্ন্যাসী। এই আমার কমণ্ডলুতে গঙ্গা-জল আছে দাও। (জলদান)।

অন্ন। আবার অন্ধকার—কই, কোথা গেলে? প্রভু, দেখা দাও!

সন্ন্যাসী। উনি কি ব'ল্‌ছেন?

বিন্দু। বাবা, কি শুন্‌বে? ইনি বিধবা, পতির উদ্দেশে অনশনে বেরিয়েছেন।

সন্ন্যাসী। বুঝেছি, আতুর। সন্ন্যাস! সন্ন্যাসীর মায়া-মমতা নিষেধ, দয়া যদি নিষেধ হয়, তা হ'লে সন্ন্যাস-ধর্ম্ম ত্যাগ করাই ভাল। এ কি! মনের ছলনা! হয় হোক, অনেকবার মনের ছলনায় প্রতারিত হ'য়েছি, এবারেও না হয় হব।

বিন্দু। (পুনর্ব্বার জল প্রদান)

অন্ন। মুখে জল দিও না, জল দিও না। কে ও? কে ও? আমার ব্রতভঙ্গ কোরো না, আমি স্বামীর উদ্দেশে ব্রত ক'রেছি। ঐ যে! ঐ যে! ঐ পথে দাঁড়িয়ে আছেন!

পতন

বিন্দু। কি সর্ব্বনাশ হ'লো!

সন্ন্যাসী। অভাগিনী এখনও জীবিতা, এ পতিপ্রাণার যদি প্রাণরক্ষা হয়, সংসারের বিস্তর উপকার। ধর্ম্ম ভিন্ন মুক্তি নাই, দয়া অপেক্ষা ধর্ম্ম নাই। আহার র'য়েছে, নিদ্রা র'য়েছে, শরীরে বোধ র'য়েছে, তবে কেন দয়া ত্যাগ ক'র্‌বো? চক্ষের উপর স্ত্রী হত্যা দেখা উচিত নয়। (পুনর্ব্বার জল দান।)

গণপতির প্রবেশ

গণ। বিবেক কর গে—ঠিক্ ঠাক্।

বিন্দু। ভট্‌চায, ভট্‌চায, শুনেছি, তুমি ওষুধ জান; বড় বৌঠাক্‌রুণকে বাঁচাও। ভট্‌চায, তোমার পায়ে পড়ি, রক্ষা কর!

(পতন ও মূর্চ্ছা)

গণ। আমার বিষ নয়, অশ্বত্থামার ব্রহ্ম-অস্ত্র! অর্জ্জুনকে মেরেছিলুম, উত্তরার গর্ভ-পাত হ'লো।

সন্ন্যাসী। ঠাকুর, এ'কে চেন না কি?

গণ। বিবেক করুন গে, আপনার আশ্রম কি এই নিকটে?

সন্ন্যাসী। হ্যাঁ, আমি লোক ডেকে আন্‌ছি।

গণ। বিবেক করুন, লোকের দরকার নাই। অপর্য্যাপ্ত আতপ চাউল ভক্ষণ ক'রে থাকি—উভয়কেই উভয় স্কন্ধে আমি নিয়ে যাচ্ছি; আপনি মুখে জল দিতে দিতে চলুন।

অন্ন। হায়—কোথায় তুমি! এখনও দেখা দিলে না?

বিন্দু। ঐ যে—ঐ যে! বৌঠাকুরুণ বেঁচে আছেন।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বন-পথ

মাধব ও বালকবেশে মন্দাকিনী

মাধব। তুমি ক'দিন আমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরছো, আমার হ'য়ে ভিক্ষে ক'রে আন্‌ছো, রেঁধে ভাত দিচ্ছো, তুমি কে ভাই?

মন্দা। ও মা, কতবার ব'ল্‌বো গো, আমি ভিখারী বামুনের ছেলে, ভিক্ষা ক'রে খাই।

মাধব। তা তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে চ'লেছ কেন? তোমার কি কেউ নেই?

মন্দা। আমি ভিখারী, আমার আর কে আছে? বিধাতা তোমায় মিলিয়ে দেছেন, তোমার সঙ্গেই আছি, আর কোথায় যাব বল?

মাধব। দেখ, তুমি আমার সঙ্গে থেকো না।

মন্দা। কেন?

মাধব। আমি কে তা জান?

মন্দা। জানি—জানি, তোমার পরিচয় দিতে হবে না।

মাধব। না, তুমি জান না। আমি চণ্ডাল! মাতৃঘাতী! দুষ্ট, নষ্ট, পাপিষ্ঠ!

মন্দা। তুমি যে হও,—আমার কি?

মাধব। তুমি আমার সঙ্গে কেন আছ?

মন্দা। কেন আছি? আমার আপনার কাজে আছি, আমার বুকে বড় আঘাত লেগেছে; আমায় দেবতা ব'লে দেছেন, তোমার সেবা ক'র্‌লে ভাল থাক্‌বো। তোমার সেবা ক'রে ভাল আছি, তাই তোমার সেবা ক'র্‌ছি।

মাধব। কে তুমি?

মন্দা। কতবার ব'ল্‌বো।

মাধব। তোমায় যেন কোথায় দেখেছি। তোমার স্বর যেন পূর্ব্বে শুনেছি।

মন্দা। হবে, আশ্চর্য্য কি!

মাধব। তুমি আমায় প্রতারণা কোরো না। সত্য বল, তুমি কে?

মন্দা। আমি কে, শুনে তোমার কি হবে?

মাধব। জানি নে। আমার প্রাণ কেন ব্যাকুল হ'চ্ছে, ব'ল্‌তে পারি নে। আমি তোমার মতন স্বর শুনেছি, তোমার মতন মূর্ত্তি দেখেছি।

মন্দা। কে সে?

মাধব। সে কোন অভাগিনী!

মন্দা। না, না, সে অভাগিনী নয়, সে ভাগ্যবতী।

মাধব। কি ব'ল্‌ছো?

মন্দা। আমি তাকে জানি, সে তোমার স্ত্রী।

মাধব। তবে তারে ভাগ্যবতী ব'ল্‌ছো যে?

মন্দা। যে স্বামী সেবা ক'র্‌তে পায়, সে ভাগ্যবতী,—আর ভাগ্যবতী কে?

মাধব। কি, কি! কি ব'ল্‌লে?

মন্দা। আমিই তোমার দাসী।

মাধব। মন্দাকিনি! ভগবান্ আমায় নানা রত্ন দিয়েছিলেন, আমি অভাগা—চিন্‌লুম না।

মন্দা। ঐ বুঝি ঠাকুরপো আস্‌ছে, পরিচয় দিও না।

যাদবের প্রবেশ

যাদব। দাদা! দাদা! সংবাদ পেয়েছ কি? শুনেছি, এইখানে কোন সন্ন্যাসীর কুটীরে তিনি আছেন।

মাধব। তা জানি না, অনেক খোঁজা হ'য়েছে—খুঁজে পাচ্ছি নে। তুমি ব'সো, একটু বিশ্রাম কর। কুটীর কোথায়, আমি অনুসন্ধান ক'রে দে'খে আস্‌ছি।

যাদব। দাদা, এ কে?

মাধব। ও আমার সঙ্গে সঙ্গে আস্‌ছে।

যাদব। অম্‌নি বালায়ে আমি প'ড়েছি।

ভিক্ষা ক'রে আনে, রেঁধে খাওয়ায়, আমি এত পালাবার চেষ্টা ক'রেছি, কিছুতেই পারি নাই। সে বলে কি জান? তার বুকে ব্যথা, আমার সেবা ক'র্‌লে তার ব্যথা ভাল হবে।

মাধব। সত্যিই তার বুকে ব্যথা, আমি তারে জানি, তুমি আর তারে তাড়িও না। সে কোথায় গেল?

যাদব। সে এল ব'লে, ভাব্‌তে হবে না; ঐ দেখ।

মাধব। তুমি ওরে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এস। আমি বড় ভাই, আমার কথাটা ঠেলো না, আমার আজ্ঞা পালন কর। বৌদিদিকে খুঁজে পাই ভাল; না পাই, এইখানেই ফিরে এসে যেরূপ কর্ত্তব্য, করা যাবে।

[মাধব ও মন্দাকিনীর প্রস্থান।

যাদব। কথাটা কি? কিছু তো বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে! এ ছোঁড়া কে? দাদা কি ক'রে চিন্‌লে? যেন চেনো চেনো ক'র্‌ছি, কোথায় দেখেছি বটে।

নিস্তারিণীর প্রবেশ

তুই ছোঁড়া কে রে?

নিস্তা। যে হই, তোমার কি?

যাদব। আচ্ছা, তুই আমায় চিনিস্‌?

নিস্তা। চিনি, তোমায় জানি নে, আর তোমার সঙ্গে ঘুর্‌ছি?

যাদব। বড় বৌদিদিকে জানিস্‌?

নিস্তা। খুব জানি। তিনি আমায় সন্তানের মতন ভালবাসেন।

যাদব। দেখ্‌ দেখ্‌, এই বনে কোন্‌ কুটীরে আছেন, সন্ধান ক'র্‌তে পারিস্‌?

নিস্তা। পারি।

যাদব। তা যদি পারিস্‌, তা হ'লে আমি তোর গোলাম হ'য়ে থাকি!

নিস্তা। ছিঃ ছিঃ ছিঃ! দাসীকে ও কথা বোলো না। এস, দিদির কাছেই নিয়ে যেতে তোমায় এসেছি।

যাদব। উঃ! নিস্তারিণী! তুমি নিস্তারিণীর মতনই পবিত্র। আমি তোমায় বিবি সাজ্‌তে ব'লেছিলেম, আমার প্রায়শ্চিত্ত হ'য়েছে, তা বুঝ্‌তে পেরেছ?

নিস্তা। আর ও সব কথা মনে কোরো না। এস, শীগ্‌গির এস, দিদি তোমাদের অপেক্ষা ক'র্‌ছেন।

(নেপথ্যে)—মাধব। যাদব, যাদব, এ দিকে এস; সন্ধান পেয়েছি, ঐ কুটীর।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কালীকিঙ্করের কক্ষ

হলধর

হল। পাপের বিচি, বটগাছের বিচের বাবা! চাটুয্যেকে ধোঁকা দিতে পাপের বিচি পুঁতলুম, দিব্যি ফল-ফুলে দিগ্‌ব্যাপী সাজন্ত গাছটি হ'য়ে উঠেছে! বটগাছ বাড়ী ভাঙে, আমি গাছ পুঁতে সংসার ভাঙ্গলুম! ছোট মামার নাওয়া নাই, খাওয়া নাই, শোয়া নাই—দিন-রাত পাগলের মতন বেড়াচ্ছেন, বড় বৌদিদি হয় তো রাস্তায় প'ড়ে ম'রেছেন। দুই ভাই বিবাগী, সঙ্গে সঙ্গে দুটো বৌও স'রেছে! বেশ হ'য়েছে! দিব্যি অট্টালিকায় আমোদ ক'রে বেড়াও! আবার মজা দেখ, বিন্দীবৈষ্ণবীও মায়ে ঝিয়ে নিরুদ্দেশ! গাছের শেকড় ডুব দিয়ে গে তাদের বাড়ী ঠেলে উঠেছে। তা বেশ!

শান্তিরামের প্রবেশ

শান্তি। হ্যাদে খোকাবাবু, কার সাথি বক্‌তিছ?

হল। চুপ, দেখ্‌ছিস্‌নে—বাড়ীর নক্সা নিয়ে এসেছে।

শান্তি। হ্যাদে, কেডা?

হল। ইন্দ্রের ইঞ্জিনিয়ার সাহেব। আমার জায়গাও পছন্দ হ'চ্ছে না, বাড়ীর নক্সাও পছন্দ হচ্ছে না—তাই ভাব্‌ছি।

শান্তি। হ্যাদে, কি বক্‌তিছ? খ্যাপ্‌বার যোগাড় যে দ্যাখ্‌তিছি।

হল। আরে না না, বুঝিস্‌নে—ঝগ্‌ড়া চ'ল্‌ছে। ইন্দ্র ব'ল্‌ছে যে, চাটুয্যের বাড়ী সেই পাড়ায় ক'র্‌বে, আমি ব'ল্‌ছি, কখন না,—তাতে আমার অপমান হবে। অন্ততঃ স্বর্গের নিচে চাটুয্যের থাকা উচিত। সে থাক্‌বে পঞ্চম

স্বর্গে, আর আমি থাক্‌বো—সপ্তম স্বর্গের উপর।

শান্তি। খোকাবাবু, আর খেদ ক'রে কর্‌বা কি?

হল। না, খেদ নয়—ঠিক কথা। আমার শ্রীকৃষ্ণঅংশে জন্ম, মাতুলবংশ নির্ম্মূল ক'র্‌লুম!

শান্তি। খোকাবাবু, তুমি তো যা কর্‌বার, তা কর্‌তিছ—তেনাদের সন্ধানে লোক পেঠিয়েছ, আপনি ঘুর্‌তিছ, ছোটমামার সেবা কর্‌তিছ, আর কি কর্‌বা?

হল। কি আর ক'র্‌বো, সশরীরে স্বর্গে যাব।

শান্তি। অমনডা কর্‌তি থেকো না, মেজাজ খারাপ হয়ে যাবে। তুমি আর করেছ কি? ছ্যালা বুদ্ধিতে চাটুয্যের সাথে দুটো মস্করা করেছ।

হল। কি ক'রেছি? নালা কেটে ঘরে কুমীর এনেছি, কি শুভক্ষণে জন্ম হ'য়েছিল! ছেলেবয়সে বাপ-মা খেলুম, এ বাড়ীতে পদার্পণ করেই বড়মামার, বড়দাদার ঘাড় ভাঙ্গলুম, আর জ্ঞান হ'য়ে যা ক'র্‌বার নয়, তাই ক'র্‌লুম। বুদ্ধির দৌড়ে চাটুয্যে সেলাম দিয়েছে। শান্তে, তুই ছোটমামাকে দেখিস্, আমি আর একবার খুঁজ্‌তে বেরুই।

শান্তি। হ্যাদে, ছোটকর্ত্তা থানায় থানায় খপর দেছে, কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ঢ্যালে চারিদিকে লোক ছুটায়েছে, তুমি আর কনে খুজ্‌তি যাবা, কও?

হল। ছোটমামা কোথায়?

শান্তি। তিনি সারাটা বাড়ী বেড়িয়ে দুরপীন-ঘরে গে উঠেছেন, এই যে আস্‌তিছেন।

কালীকিঙ্করের প্রবেশ

কালী। চিন্তা! চিন্তা'! চিন্তা!!! চিন্তা-স্রোত কালস্রোতের মতন চ'লেছে—অনিবার্য্য, অবিরাম গতি! এই স্রোতের নাম জীবন।

শান্তি। ছোটকর্ত্তা, শুতি যাবা না? তোমার বাইয়ের ধাত, না ঘুমুলে অসুখ কর্‌বে।

কালী। শান্তে, অনেক চেষ্টা ক'র্‌ছি, আমার বাঁচবার সাধ বেড়েছে। জীবনের চরম সীমা কি বুঝ্‌তে পাচ্ছি নি—মানব-জীবনের পরিণাম কি?

শান্তি। দেখ, ছোটকর্ত্তা, অমন যক্কট-মক্কট ভেবো না, বরাত ছাড়া ত পথ কর্‌তি পার্‌বা না। যার চারা নাই, তার সঙ্গে দাঙ্গা করে কি কর্‌বা?

কালী। আমি ভাব্‌তে চাই নে, ভাবায়; আমি স্থির হ'তে চাই, শান্তি চাই, কিন্তু অশান্তির সাগর উথ্‌লে উঠে। অদ্ভুত ব্যাপার!

শান্তি। ছোটকর্ত্তা, একটু বুক বাঁধো।

কালী। হলধর, জান কি? এইখানে মাঠ ছিল, আমি বাড়ীর নক্‌সা করি, দাদার সঙ্গে ঝগ্‌ড়া ক'রে সাতমহল বাড়ী ক'রেছি। তিন-জন ভাইপো, এক একজন এক এক মহলে থাক্‌বে; পূজার বাড়ী, অতিথিশালা, আমার আলাদা মহল, দাদার আলাদা মহল, দেখে এস —প'ড়ে র'য়েছে—কেউ নাই! কেউ নাই! একা আমি দাঁড়িয়ে র'য়েছি। আর কেউ নাই—কেউ নাই!

শান্তি। তেনারা কনে যাবে, ভাব্‌তিছ কেন?

কালী। আমার বিবাহ নিয়ে বড় বৌঠাক্‌রুণের সঙ্গে ঝক্‌ড়া হয়। তিনি সম্বন্ধ ক'রেছিলেন ব'লে আমি তাঁর কাছে সাতদিন খেতে যাই নি; আমি মনে মনে ভেবেছিলেম, আমার ইন্দ্রের মতন তিন ভাইপো র'য়েছে, আমার জ্বলজ্বলাট সংসার—আবার বে ক'রে কেন সংসারী হব? সে কথা আমার স্মরণ র'য়েছে! স্মৃতির ভেতর জ্বল্‌ছে।

শান্তি। ছোটকর্ত্তা, কেন আর চাপা আগুন উট্‌কে তুল্‌তিছ—একে তোমার চার দিকে জ্বালা।

কালী। হলধর, কাঁদ্‌ছো—কাঁদ। যত দিন কাঁদতে পার—কাঁদ। গোকুল ম'লে আমিও কেঁদেছিলেম। যে দিন গোকুল মরে, সে দিন বারিধারার ন্যায় চক্ষে জল প'ড়েছে, বুক ভেসে গেছে, মাটী ভেসে গেছে। বৌঠাক্‌রুণ ম'লে ভেবেছিলুম যে, আবার মাতৃহারা হ'লুম, গঙ্গাতীরে দুফোঁটা চক্ষের জল ফেলেছিলুম—গঙ্গার জলে শিশিরের মত মিশিয়ে গেল। দাদা ম'লো—ইন্দ্রপাত হ'লো; আর চখে জল পড়ে-

ছিল কি না স্মরণ হয় না। এখন আর চখে জল নাই, শুষ্ক, নীরস! শাখাশূন্য বজ্রাহত তরুর ন্যায় হ'য়েছি। তোমরা যাও, আমি একটু ঘুমুবার চেষ্টা করি।

[হলধর ও শান্তিরামের প্রস্থান।

মমতা, তুমি দূর হও—আর তোমায় হৃদয়ে স্থান দেব না। যদি না যাও, আর আমায় আলোড়িত ক'র্‌তে পার্‌বে না। এখনও মনে হ'চ্ছে, আমার বাড়ী, আমার ধন, আমার বৌ, আমার ভাইপো, আমার রঙ্গিণী; আজ থেকে সে আমার দূর হ'লো! যারে আমার ভাবি, সেই থাকে না, এই দণ্ডে—আমার বলা শেষ হ'লো। বিদ্যার গৌরব, ধর্ম্মের গৌরব, চরিত্রের গৌরব, কথার গৌরব মাত্র! নিষ্ফল, কার্কবিষ্ঠা! জীবনের দুঃখই সার্থক, ভূমিষ্ঠ হয়ে দুঃখ, আজীবন দুঃখ—মরণে দুঃখ! (শয্যায় শয়ন)

সাতকড়ির প্রবেশ

সাত। ঘুমিয়েছে, বেশ সুযোগ! বিলেতি কল, এ সব চাবীতে কি খুল্‌বে? বরাত দেখ—এই যে চাবীর থোলো প'ড়ে। এইটিই বটে, এই যে ঠিক লেগেছে! (বাক্স উদ্ঘাটন)

কালী। কে ও, চাটুয্যে?

সাত। আজ্ঞে—আজ্ঞে।

কালী। ভয় ক'র্‌ছো কেন? কি চাও, নাও। আমি কিছু ব'ল্‌বো না, আমি মিথ্যাবাদী নই,—জান? নাও, যা ইচ্ছা নাও।

সাত। আজ্ঞে না, আমি টাকা-কড়ি চাই নে।

কালী। তবে, তবে কি চাও? যা চাও বল, আমি এখনি দিচ্ছি; একটি কথা আমায় সত্য বল। তোমারও তো বয়েস হ'য়েছে, মানবজীবন কি দেখ্‌লে—লাভালাভ কিছু বুঝ্‌লে? কি চাও—নাও, আমার কথার উত্তর দাও।

সাত। আজ্ঞে, আমি টাকা-কড়ি নিতে আসি নি।

কালী। ভাল, আমার কথার উত্তর দাও।

সাত। আজ্ঞে, সেই কথারই উত্তর দিচ্ছি। এতে যে টাকাকড়ি নাই, তা আমি জানি। এটা কেবল আপনার হাতের টোকা কাগজে ভরাট, সেই কাগজগুলি নিয়ে পুড়িয়ে ফেলবো মনে করেছিলেম।

কালী। তাতে তোমার লাভ?

সাত। আজ্ঞে, আপনার টাকায় দরদ নাই, স্ত্রীলোকে দরদ নাই, মান-সম্ভ্রমের খাতির করেন না—দরদের ভেতর এক ভাইপো, ভাইপো-বৌ, আর রঙ্গিণী। আর বলেন তো এক ভাগ্‌নে। তা তাঁরা তো নিরুদ্দেশ হ'য়েছেন, ভাগ্‌নেটিও, ভাবে বুঝ্‌ছি—কোন্‌ দিন চম্পট দেন। তা হ'লেই এদিক্‌ এক রকম ফর্‌সা; আর দরদের ভেতর দেখেছি, আপনার বিদ্যার, আর ঐ কাগজগুলির। কাগজগুলিতে বোধ হয়, আপনি যা প'ড়েছেন, দেখেছেন, তাই টুকে রেখেছেন। ঐগুলি আপনার খুব দরদের। তাই ভেবেছিলাম, ঐগুলি নিয়ে পুড়িয়ে ফেল্‌বো।

কালী। তোমার লাভ তো বুঝ্‌তে পার্‌লেম না।

সাত। আজ্ঞে, ছেলেবেলায় মাষ্টার গল্প করেছিলেন—"কে একজন ফরাসীর পণ্ডিত, রুকো ফুকো তাঁর নাম, তাঁর মতে পরের দুঃখই মানুষের আনন্দ।" আমি কথাটি শুনে আমার মনের কথা বুঝ্‌তে পার্‌লেম, জীবনে দুঃখ আছে, দুঃখের হাত এড়াবার যো নাই। তার পর দেখ্‌লেম, আর একজন দুঃখ পাচ্ছে, প্রাণটা একটু ঠাণ্ডা হ'লো, তাই দুঃখে সুখে এই আনন্দে বেড়াই।

কালী। তুমি সত্যই ভেবেছিলে, ঐ কাগজগুলি আমার অতি যত্নের সামগ্রী ছিল। সমস্ত রাত্রি জাগরণ ক'রে দূরবীক্ষণে আকাশে তারার গতি লক্ষ্য ক'রেছি, অণুবীক্ষণে কীটাণুর ব্যাভার দেখেছি, বিজ্ঞান-চর্চ্চা, জীবন উপেক্ষা ক'রে তাড়িত পরীক্ষা, রাসায়নিক পরীক্ষা, নিজ দেহের দ্রব্যগুণ পরীক্ষা ক'রেছি। যা যা দেখেছি, যা যা ভেবেছি, সব ওতে টুকে রেখেছি—কেন জান? ভেবেছিলেম, এ প্রকাশ ক'র্‌লে মানুষের উপকার হবে; কিন্তু আজ বুঝেছি যে, মানব-দুঃখের এক কণাও ক'ম্‌বে না।

সাত। আজ্ঞে, অনুমতি হয় ত আমি চ'ল্লেম।

কালী। কই, এ কাগজ নিলে না?

সাত। আজ্ঞে, আর ও কি ক'র্‌বো? ওতে তো আপনার আর কোন মমতা নাই।

কালী। তুমি কি মনে কর, যারা পরোপকার করে, তারা আহাম্মক?

সাত। মহাভারত! তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, অমন কথা মুখে আন্‌তে পারি? তবে কি জানেন? যার যে সখ, যার যে সখ! কেউ বিশ ক্রোশ রাস্তা ছুটে বনে সেঁধিয়ে বাঘ মার্‌তে যায়, আর কেউ তাকিয়ায় হেলে প'ড়ে নল মুখে দিয়ে ঝিমোয়। যার যে সখ,—যার যে সখ।

কালী। আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—জীবনে সুখ বেশী, কি দুঃখ বেশী?

সাত। জলের ঢেউ; ওঠেও যত, ডোবেও তত। তবে খতালে দুঃখ বেশী। কি জানেন? আমি আমুদে লোক, আমোদ ক'রেই বেড়াই। কার কি হবে, কার কি হ'লো, অত ধার ধারি নে। [প্রস্থান।

কালী। পরের অনিষ্ট জীবনের ব্রত; কিন্তু আশ্চর্য্য! একে তো আমি একদিনও বিমর্ষ দেখি না। প'ড়েছি, শুনেছি, লোককে উপদেশ দিয়েছি যে, দুঃখের পর সুখ, সুখের পর দুঃখ। কিন্তু এর যথার্থ মর্ম্ম একদিনও বুঝি নি। সুখের প্রত্যাশায়, দুঃখের ভয়ে দুঃখ শতগুণে বৃদ্ধি ক'রেছি। পরের জন্য অনেক স'য়েছি, অনেক ভেবেছি, আর কেন? আজ থেকে আমি আমার! আর আমার কেউ নাই! যা হবার হবে।

রঙ্গিণীর প্রবেশ

রঙ্গিণী। ছোটবাবু, ছোটবাবু, ওঠো, শীগ্‌গির চল, বড়মা মৃত্যু-শয্যায়।

কালী। সম্ভব।

রঙ্গিণী। সম্ভব কি ব'ল্‌ছো? আমি দেখে এসেছি। মেজবাবু, ছোটবাবু, মেজবৌমা, ছোটবৌমা, মা, সকলে সেখানে আছেন। শীগ্‌গির চল, নচেৎ দেখা হবে কি না, বল্‌তে পারি না।

কালী। তোমার ইচ্ছা হয়, ফিরে যাও, আমি যাব না।

রঙ্গিণী। কি ব'ল্‌লে? এ কথা তোমার মুখে কখনও শুনি নি, শুন্‌বো ব'লে মনে করি নি। কি নিষ্ঠুর কথা ব'ল্‌লে। তুমি কি আমার কথা বুঝ্‌তে পার নি?

কালী। বড় বৌমা মৃত্যুশয্যায়, এই তো ব'ল্‌ছো? তোমার কথা বুঝেছি,—তুমি আমার কথা বোঝ নি। আত্মীয়ের মৃত্যুশয্যায় অনেকবার ব'সেছি, অনেকবার মৃত্যুযন্ত্রণা দেখেছি, অনেক সয়েছি, অনেক দেখেছি, আর দেখ্‌বার সাধ নাই।

রঙ্গিণী। কি ব'ল্‌ছো, কি কথা ব'ল্‌ছো ছোটবাবু? হয় তো তিনি তোমায় দেখবার জন্য ব্যাকুল হ'য়েছেন, চক্ষের জ্যোতি র'য়েছে, কি যেন খুঁজ্‌ছেন, কি যেন দেখ্‌ছেন, কার যেন আস্‌বার প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে আছেন; শীগ্‌গির এস, বিলম্ব ক'রো না।

কালী। আমার শক্তি নাই, মন নাই, সে মানুষ আর আমি নই। আমার কেউ নাই, আমি কারুর নই।

রঙ্গিণী। সত্যই তোমার কথা আমি বুঝ্‌লেম না। মারীভয় উপস্থিত হ'লে, কুটীরে কুটীরে মুমূর্ষুব্যক্তির সেবা ক'র্‌তে তোমায় দেখেছি, পরের দুঃখে প্রাণ দিতে তোমায় উদ্যত দেখেছি, সামান্য জীব-জন্তুর দুঃখে ব্যাকুল হ'তে দেখেছি—আজ এ কি বিপরীত! যে বড় বৌমার দুঃখে তুমি আজীবন দুঃখিত, যাঁরে তুমি তোমার কন্যা অপেক্ষা স্নেহ ক'র্‌তে, যিনি এক বেলার জন্যে দেবালয়ে গেলে তুমি অস্থির হ'য়ে বেড়াতে, তিনি মৃত্যুশয্যায়—আর তুমি স্থির আছ! একি বিপরীত! আমার ধারণা ছিল, যদি সাগর জলশূন্য হয়, আকাশ চন্দ্রশূন্য হয়, অগ্নি তাপশূন্য হয়, তথাপি দেবতা দয়াশূন্য হন না। অনেক স'য়েছ, তাই দুঃখে ভয়? এ তোমার যোগ্য কথা নয়। আমিও স'য়েছি, আমি তোমার উপদেশে ভয়শূন্য হ'য়েছি, আমি তোমার মুখেই শুনেছি যে, এ ক্ষণভঙ্গুর পাঞ্চভৌতিক দেহ দুঃখের আগার, তবে আজ কি ব'লছ? জীবন দুঃখময়, কতবার ব'লেছ, জীবন সুখের জন্য নয়—সাধনের জন্য! তুমি তোমার কথা ভুলেছ, আমি তোমার উপদেশ ভুলি নি—আমি চ'ল্‌লেম।

[রঙ্গিণীর প্রস্থান।

কালী। নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় মন! শুনেছি সেই আনন্দের অবস্থা। কিন্তু একি সম্ভব? কখন না—কল্পনামাত্র! প্রলোভনবাক্য! সুখ দুঃখ প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী, বায়ুসঙ্ঘর্ষণে ঘোরতর ঘূর্ণবায়ু উপস্থিত হয়।

দীপনির্ব্বাণ সম্ভব। নিষ্কম্প দীপ অসম্ভব! স্বভাবে অসম্ভব। ঐ যে দীপ কম্পিত হ'চ্ছে, প্রবল বায়ুতে নির্ব্বাণ হবে, বায়ু হীন হ'লেও নির্ব্বাণ হবে। এ দীপ নির্ব্বাণ হবে—মৃত্যুতে কি জ্ঞানদীপ নির্ব্বাণ হবে? অসম্ভব! জড়েরই পরিবর্ত্তন—জড়েরই ধ্বংস। চৈতন্যের বিনাশ! কল্পনা করা যায় না। বিপদ্—ঘোর বিপদ—অনন্ত বিপদ্! এ কি? এ কি আভাষ? আত্মত্যাগ। সে কি? সে কি? নূতন কথা, নূতন কথা! আপনার জন্যেই সব, আপনার জন্যই যন্ত্রণা। আত্মত্যাগ সম্ভব! সম্ভব!! সম্ভব? রঙ্গিণি, রঙ্গিণি! শোন, শোন! পেয়েছি, পেয়েছি।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

গঙ্গাতীর—শ্মশান

বিন্দু, অন্নপূর্ণা, মাধব, যাদব, হলধর, গণপতি, মন্দাকিনী ও নিস্তারিণী

বিন্দু। বৌঠাক্‌রুণ, বৌঠাক্‌রুণ! আমি গাচ্ছি—শোন।

গীত

গহনে স্বজনি বাঁশরী-ধ্বনি
ব্যাকুল ঘন বোলে।
এস ত্বরাত্বরি ডাকিছে বাঁশরী,
করুণ রোল দোলে॥ (স্বজনি)
ধারা নয়নে, ভ্রমে বনে বনে,
পথপানে চাহে সই,
নাজানি কেমনে আছি সে বিহনে,
সে জানে না আমা বই;
রব গৃহ-কাজে, আর কি লো সাজে,
বেদনা কতই সবে,
সে কত সেধেছে, সে কত কেঁদেছে,
যতন ক'রেছি কবে;
রব না রব না, বেদনা দেব না,
ছি ছি আছি তারে ভুলে।
সখি, মম আশে অকূলে সে ভাসে,
কেন আর রব কূলে॥

বৌঠাক্‌রুণ—বৌঠাক্‌রুণ, আমি গান গাইলেম, শুন্‌লে না?

অন্ন। শুনেছি, উনি শুন্‌তে এসেছেন; তোমার গান বড় ভালবাসেন! তোমার গান শুনে আমায় নিতে এসেছেন, ক্লান্ত হ'য়ে বসেছেন। ঐ দেখ, ঐ দেখ, বড় মলিন হ'য়েছেন। একটু বিশ্রাম করুন, তার পর দু'জনে যাব। অরুণ-উদয় হোক, ভাগীরথী পট্টবসনে নৃত্য করুন, ভাগীরথীর ধারা ধ'রে হিমাচলে উঠ্‌বো; যে পথে দুন্দুভি-ধ্বনি, সে পথে যাব, ধারা ধ'রে যাব, বিষ্ণুপাদপদ্মে বিশ্রাম ক'র্‌বো।

মাধব। বৌদিদি!

অন্ন। আর আমায় ডেকো না, আর আমায় ফিরিও না। আমি তোমাদের আশীর্ব্বাদ ক'রে এসেছি, মনে মনে বিদায় নিয়ে এসেছি। আমি মহাপথে চ'লেছি, একটু বিশ্রাম ক'চ্ছি, এখানে তোমরা কেন? যাও, ফিরে যাও। অনেকদিন তোমায় ভুলেছিলুম,—অনেকদিন তোমায় ভুলেছিলুম।

যাদব। দাদা, কি ক'র্‌বো? কি হবে? পবিত্রা কুল-লক্ষ্মী হত্যা ক'র্‌লেম।

মাধব। যাদব, ভাবিস্ নে, কাঁদিস্ নে। বৌদিদি ব'ল্লেন, আমাদের আশীর্ব্বাদ ক'রেছেন, আমরা মহাপাপী বটে, কিন্তু সতীর আশীর্ব্বাদে আমাদের পাপ দূরে যাবে।

অন্ন। বোষ্টমীদিদি, শোন, শোন, ঐ মৃদঙ্গ বাজিয়ে গান ক'র্‌তে ক'র্‌তে আস্‌ছেন, ঐ নাম ক'চ্ছেন, শুন্‌তে পাচ্ছ? আমার ও নাম মুখে আন্‌তে নেই, পাছে হৃদয় থেকে বেরিয়ে যায়! স্ত্রীলোকের স্বামীর নাম ক'র্‌তে নেই; হৃদয়ে চেপে রাখ্‌তে হয়।

মাধব। বিন্দু, উনি কি ব'ল্‌ছেন?

বিন্দু। ব'ল্‌ছেন, খোল বাজিয়ে গান ক'র্‌ছেন,—গোকুলচন্দ্র, গোকুলচন্দ্র।

অন্ন। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঐ নাম—ঐ নাম—বৈষ্ণবেরা আস্‌ছেন, গান ক'র্‌তে ক'র্‌তে আস্‌ছেন—তরঙ্গে তরঙ্গে নৃত্য ক'র্‌তে ক'র্‌তে আস্‌ছেন, আমায় নিয়ে যেতে আস্‌ছেন।

যাদব। কই, কই, কিছু ত শুন্‌তে পাচ্ছি নে, কে আস্‌ছে? কে গান ক'র্‌ছে?

বিন্দু। আমরা কি শুন্‌বো—আমরা কি দেখ্‌বো? উনি দিব্যকর্ণে শুন্‌ছেন, দিব্য-দৃষ্টিতে দেখ্‌ছেন, বিষ্ণুদূত গান ক'র্‌তে

ক'র্‌তে আস্‌ছেন, স্বয়ং বিষ্ণু ওঁর পতিরূপে শিয়রে এসে ব'সেছেন।

অন্ন। না, না, বিষ্ণু নন, তিনি—তিনি। ঐ—দেখ্‌তে পাচ্ছ না?

বিন্দু। বৌঠাক্‌রুণ, বৌঠাক্‌রুণ, তুমি চ'ল্‌লে, কিন্তু দাসীকে কেন ফেলে গেলে? সঙ্গে নাও, পথে সেবা ক'র্‌বে।

অন্ন। এখন নয়—এখন নয়। তুমি অপেক্ষা ক'রে থেকো, আমি নিতে আস্‌বো। ঐ দেখ, ঐ দেখ, তিনি! বিষ্ণু নন। তিনি আমার হাত ধ'রেছেন, ঐ দেখ, অরুণ উদয় হ'য়েছে, আমায় উঠ্‌তে ব'ল্‌ছেন, দেখ্‌তে পাচ্ছ না? দেখ্‌তে পাচ্ছনা? বিষ্ণু নন—তিনি, যে নাম ব'ল্‌লে, যে নাম বৈষ্ণবেরা গাচ্ছে, তিনি! আমার হৃদয়চন্দ্র! (মৃত্যু)

নিস্তা। দিদি, সব ফুরুল।

মন্দা। আয়, পায়ের ধুলো নি—পতিভক্তি শিখি।

হল। বৌদিদি! বৌদিদি! আমায় কার কাছে দিয়ে গেলে! আমায় কে দেখ্‌বে? আমি কার কাছে জোর ক'র্‌ব? ওঠো, ওঠো, অভাগার মুখ চেয়ে ওঠো!—

মাধব। হলধর, কাঁদিস নে, আমরা র'য়েছি, ভয় কি?

হল। দাদা, আমিই এ সর্ব্বনাশ ক'রেছি।

যাদব। আর লজ্জা দিস্‌নে হলধর! আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই, তবে বৌদিদি আশীর্ব্বাদ ক'রেছেন, এই ভরসা।

বিন্দু। বৌঠাক্‌রুণ, গেলে? যাও; কিন্তু ভুলে থেকো না। গঙ্গাতীরে প্রতিজ্ঞা ক'রেছ, আমি তোমার অপেক্ষায় রইলেম। মা গঙ্গা, এখন না সময় হ'য়ে থাকে, এখন আমি তোমার কূলে আশ্রয় নিলেম; যারা তোমার জলে জীবন অর্পণ ক'র্‌তে আস্‌বে, আজ থেকে তাদের আমি দাসী হ'লেম। মা, আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার ভক্তের সেবা কায়মনে ক'র্‌তে পারি; তা হ'লেই তোমার কৃপা হবে, রাঙ্গা-চরণে স্থান পাব। বৌঠাক্‌রুণ, বৌঠাক্‌রুণ, গেলে—আহা হা হা!

শান্তি। আর কাঁদাকাটি ক'রে কি ক'র্‌বা? ভাগ্যধরী স্বর্গে গিয়েছে, তোমাদের কাজ তোমরা কর্‌তি থাহ।

গণ। এই দুটো পেটে যাও, আর এই থলে শুদ্ধ মা গঙ্গা নাও।

ঔষধের থলি ফেলিয়া দেওন

হল। ভট্‌চায, কি ক'র্‌লে—কি ক'র্‌লে?

গণ। বিবেক করুন গে, বিষের থলেটা গঙ্গায় দিলেম, আর দুটো উদরে দিলেম, এই স্ত্রী-হত্যাটা আমা হ'তেই হ'য়েছে। রাজায় সাজা দিলেন না, আপনিই সাজাটা নিলেম।

সকলে। কি সর্ব্বনাশ ক'র্‌লে—কি সর্ব্বনাশ ক'র্‌লে!

গণ। বিবেক করুন গে,—সর্ব্বনাশ নয়—সর্ব্ব রক্ষা। বিবেক করুন গে, যে থলিটা মা গঙ্গা নিলেন, ওতে অন্ততঃ হাজার ঘর উৎসন্ন যেতো, আর এ জড় থাক্‌লে হাজার থলি সৃষ্টি হ'তো,—বংশ পরম্পরা বিদ্যাটা চ'ল্‌তো।

মাধব। হলধর—হলধর, এখানে কোথায় ডাক্তার আছে দেখ, শীগ্‌গির ডাক।

গণ। আর কাকে ডাক্‌বে? আমি নিজে যম ডেকেছি। বিবেক ক'র গে—খুব চড়া বিষ এর মধ্যে গর্‌মে তুলেছে! এই গঙ্গা জলে প'ড়্‌লেম।

রঙ্গিণীর প্রবেশ

কিরে, তুই বেটী এসেছিস? তোরে দেখ্‌বার সাধটাই ছিল, মা গঙ্গা তা পুরালেন। এই মা গঙ্গা—আমি ম'লেম—ম'লেম—ম'লেম! (মৃত্যু)

রঙ্গিণী। কঠোর প্রায়শ্চিত্ত।

কালীকিঙ্করের প্রবেশ

ছোটবাবু, দেখ, কনকপদ্ম ধুলোয় প'ড়ে।

কালী। দেখেছি, তোমায় একটা কথা ব'ল্‌তে এসেছি, এই আমার শেষ কথা। তুমি কথাটি বুঝ্‌লে আমার বন্ধন কাটে। শুনেছিলে কি?—আত্মত্যাগ! মনে ক'রেছিলেম—একটা কথার কথা চ'লে আস্‌ছে, তা নয়; সত্যই আত্ম-ত্যাগ আছে, মরণে আত্মত্যাগ হবে না, আত্মা সঙ্গে যাবে; এইখানে আপনাকে বিলিয়ে দিলে তবে আত্মত্যাগ হবে।

রঙ্গিণী। ছোটবাবু, কি ব'ল্‌ছ? আমি তোমার কথা কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছি নে।

কালী। তোমায় এতদিন উপদেশ দিয়েছি—পরের উপকার করো; আমিও পরহিতে জীবন উৎসর্গ ক'রেছিলেম। কিন্তু শান্তি পাই নি কেন জানো? মুখে ব'ল্‌তেম—নিষ্কাম ধর্ম্ম—নিষ্কাম ধর্ম্ম; কিন্তু অভিমান ফল-কামনা ছাড়ে না। সুখ-আশায় পরহিত ক'রেছি, ধর্ম্ম উপার্জ্জন ক'র্‌তে পরহিত ক'রেছি, আত্মোন্নতির জন্যে পরহিত ক'রেছি,—ফল-কামনায় পরহিত ক'রেছি। আজ গঙ্গা-জলে ফল বিসর্জ্জন দিয়ে পর-কার্য্যে রইলেম; রইলেম কি—জগতে মিশ্‌লেম!

রঙ্গিণী। আমিও আভাস পাচ্চি—আমিও মিলিয়ে যাচ্ছি!

কালী। বেশ! আমাদের এই অপূর্ব্ব মিলনে আর বিচ্ছেদ হবে না।

রঙ্গিণী। সত্য—অবিচ্ছিন্ন মিলন—প্রতি পরমাণুতে মিলন—অনন্ত মিলন।

রঙ্গিণীর গীত

মেদিনী মিশিল তরল সলিলে,
তপন শুষিল বারি।
তপন নিভিল—অনিল বহিল—
বিপুল ব্যোমচারী॥
নীরব রব শূন্য শরীরে,
শূন্যে শূন্য মিশিল ধীরে,
নিবিড় তিমিরে চেতন ঝলসে—
মায়া-কায়াহারী॥

য ব নি কা-প ত ন

ম্যাকবেথ

[মহাকবি সেক্ষপীয়র-প্রণীত ম্যাক্‌বেথ নাটকের বঙ্গানুবাদ]

(১৬ই মাঘ, ১২৯১ সাল, মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ-চরিত্র

ডন্‌ক্যান (Duncan), স্কট্‌ল্যাণ্ডের রাজা। ম্যাকম্‌ (Malcolm), ডনাল্‌বেন (Donalbain), ঐ পুত্রদ্বয়। ম্যাক্‌বেথ (Macbeth), ব্যাঙ্কো (Banquo), ঐ সেনাপতিদ্বয়। ম্যাক্‌ডফ (Macduff), লেনক্স্‌ (Lenox), রস্‌ (Rosse), মেন্‌টেথ (Menteth), অ্যাঙ্গাস্‌ (Angus), কেথনেস্‌ (Carthness) ঐ অমাত্যগণ। ফ্লিয়েন্স (Fleance) ব্যাঙ্কোর পুত্র। বৃদ্ধ সিউয়ার্ড (Old Siward) ইংল্যাণ্ডের সেনাপতি। যুবা সিউয়ার্ড (Young Siward) ঐ পুত্র। সিটন (Seyton) ম্যাক্‌বেথের অনুচর। রক্তাক্ত সৈনিক, দ্বারপাল, বৃদ্ধ, দূত, লর্ডগণ, ডাক্তার, হত্যাকারী-গণ, সেনাগণ, ম্যাক্‌ডফের পুত্র, ব্যাঙ্কোর প্রেতাত্মা, ছায়ামূর্ত্তি সমূহ, খানসামাগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী-চরিত্র

লেডী ম্যাক্‌বেথ (Lady Macbeth) ম্যাক্‌বেথের স্ত্রী। লেডী ম্যাক্‌ডফ (Lady Macduff) ম্যাক্‌ডফের স্ত্রী। হিকেট (Hecate) ডাকিনীগণের ইষ্টদেবী। ডাকিনীত্রয় ও অন্যান্য ডাকিনীগণ, লেডীগণ, পরিচারিকাগণ ইত্যাদি।

প্রস্তাবনা

ভাবুক সুধীর জনে, আসি এই রঙ্গাঙ্গনে,
কাব্যের বিকাশমাত্র করে আকিঞ্চন।
কটাক্ষের ভঙ্গি যার, ক্ষুদ্র প্রাণে অধিকার,
হেরে মাত্র কামিনীর কটাক্ষ-ঈক্ষণ॥
চিত-হারা চিত্রকর, ধ্যান-মুগ্ধ কবিবর,
রঙ্গালয় তাহার জীবনে প্রয়োজন।
ভ্রমিছে কল্পনা-পথে, পুরাইতে মনোরথে,
উচ্চআশে জনমের সুখ বিসর্জ্জন॥
কেবল কলঙ্ক ভার, জীবনের সার তার,
অলীক সম্পদ আশা বাসা কল্পনায়।
হ'লে প্রাণ অবসান, কেহ করে গুণগান,
মহাকবি সেক্ষপীয়র আদর্শ হেথায়॥
মগন অনন্ত ঘুমে, শান্তির শ্মশান-ভূমে,
নিন্দা বা আদরে তার কে জানে কি হয়।
চিত্রিয়ে স্বভাব-ছবি, বুঝি বা ভাবিত কবি,
চিত্রের আদর তার হবে ধরাময়॥
জীবন বিফল আশ, এবে পূর্ণ অভিলাষ,
নাহি শ্বাস, সে প্রয়াস নাহি এবে তার।
অভিনেতামাত্র আমি, কবিবর অনুগামী,
আলোচনা বিফল কি হেতু করি তার॥
কি জানি কি প্রাণে গায়,
কে জানে কি হেতু হায়,
নাট্যাগারে কবিবরে করিব সম্মান।
হারি যদি সুধীব্রজ কর শিক্ষাদান॥

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মরুভূমি

বজ্রনাদ ও বিদ্যুৎ-চমক

তিনজন ডাকিনীর প্রবেশ

১ ডা। দিদি লো, বল্‌ না আবার
মিল্‌ব কবে তিন বোনে?
যখন ঝর্‌বে মেঘা ঝুপুর ঝুপুর,
চক্‌ চকাচক্‌ হান্‌বে চিকুর,
কড়্‌ কড়াকড়্‌ কড়াৎ কড়াৎ
ডাক্‌বে যখন ঝন্‌ঝনে?
২ ডা। যখন বাধ্‌বে, মাত্‌বে, হারবে,
জিন্‌বে, থাম্‌বে লড়াই রন্‌রণে।
৩ ডা। চিকি চিকি ঝিকিমিকি,
ডুবু ডুবু হ'বে চাকি,

লড়াই কি আর থাক্‌বে বাকী।
১ ডা। কোন্ খানে, বোন্ কোন্ খানে,
বোন কোন খানে?
ঠিক্ ঠাক্ ব'লে দেলো,
যেতে হবে কোন্ খানে?
২ ডা। ঢুষণো রাঁড়ীর মাঠে যাব।
৩ ডা। ম্যাক্‌বেথেরে দেখা দেব,
ঘাপ্‌টি মেরে এক কোণে।
১ ডা। যাই যাই যাই লো দিদি,
ডাক্‌ছে মেনী ন্যাল্‌নেলে;
২ ডা। পাঁদার থেকে ডাক্‌ছে বোড়া,
কোলা ঐ ফ্যার্‌কা জিব্‌টা মেলে।
৩ ডা। আয়্ যাই চ'লে, আয়্ যাই চ'লে,
আয়্ যাই চলে।
সকলে। ভাল মোদের কালো, মন্দ মোদের
ভাল।
আঁদাড় পাঁদাড় আনাচ কানাচ
ঘুরে বেড়াই চল।

অপর ডাকিনীগণের প্রবেশ

সকলে। গীত
চল্ যাই চল্ যাই,
চল্ চল্ চল্ চল্ যাই লো যাই,
ওই লো ওই, ওই লো ওই,
ওই ওই ওই ওই, ওই ওই ওই ওই,
নিদিলি দেয় ঝিঁঝি'র ঝাঁই।
হাতে হাতে ধরাধরি,
হেলা দোলা, চাতর মেলা,
বাদার জলে দলে দলে খেলা,—
কিলি কিলি খিলি খিলি হেসে ভেসে,
কুয়াশায় চল্ সেথায়,
হিলি হিলি হিলি হিলি, সাঁই সাঁই সাঁই।
[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

ফরেসের নিকটস্থ শিবির

নেপথ্যে রণডঙ্কা—ডন্‌ক্যান, ম্যাকম, ডনাল্‌বেন, লেনক্স ও অনুচরবর্গ,—জনৈক শোণিতাক্ত সৈনিকের সহিত সাক্ষাৎ

ডন্‌ক্যা। সর্ব্বাঙ্গে রুধির-ধারা আসে কোন্ জন?
জ্ঞান হয় হেরিয়া উহায়,
উপস্থিত বিদ্রোহ-বারতা পারে করিতে
বর্ণন।
ম্যাকম। এই বীরবর,
শত্রুকরে করিতে উদ্ধার মোরে,
যথাসাধ্য করিল সমর।
(সৈনিকের প্রতি)
এস এস স্বপক্ষ ধীমান্,
নরপাল-সমীপে করহ নিবেদন—
সমর-অবস্থা কিবা,
যবে তুমি রণভূমি আইলে ত্যজিয়ে।
সৈনিক। জয় পরাজয়, বহুক্ষণ না হ'ল
নির্ণয়,—
যেন সন্তরিত দুইজনে ক্লান্ত পরিশ্রমে,
ধরে পরস্পরে,
যাহে হয় বিফল কৌশল দোঁহে।
দয়াহীন ম্যাক্‌ডোনাল বিদ্রোহী-প্রধান—
বিদ্রোহী নামের বটে যোগ্য দুরাচার!
পশ্চিম দ্বীপের যত পাপাশয়গণে,
পদাতিক ভল্লধারী,
আর আর বর্ম্মাবৃত যতেক দুর্জ্জন,
মক্ষিকার সম লিপ্ত হ'ল সে আধারে।
সৌভাগ্য সহায় তার হ'ল ক্ষণকাল,
বারনারী সম হাসিল প্রসন্ন মুখে,
কিন্তু বিফল সকলি!
মহামতি ম্যাক্‌বেথ অসীম সাহস—
বীর নামে যোগ্য সে ধীমান্,
উপেক্ষিয়া বিপক্ষের সৌভাগ্যের হাসি,
করে ধরি সুশাণিত অসি—
উষ্ণ শোণিতের ধূম খেলিছে ফলকে
রণদেব-বরপুত্র সম,
শ্রেণী ভেদি পশিল সমরে,
ভেটিল সে ক্রীতদাসে;
না করিল বাক্যব্যয় মিষ্ট সম্ভাষণ—
স্কন্ধ হ'তে নাভিদেশ দ্বিখণ্ড করিয়ে,
দুর্গের প্রাচীরে মুণ্ড করিল স্থাপন।
ডন্‌ক্যা। ধন্য ধন্য বীরবর! ধন্য তুমি ভ্রাতঃ!
সৈনিক। কিন্তু হায় নরনাথ!
ভেদিয়া তুষার মালা দিনকর খরকর যবে,
সে সময়ে বহে ঝঞ্ঝাবাত জলপোত-
নাশকারী;
সেইরূপ সমরে ভূপাল,

আনন্দে হইল মহা নিরানন্দোদয়।
দৃঢ় অস্ত্রে ন্যায়পক্ষ স্বপক্ষ তোমার,
মথিল সমরে যবে দুরন্ত নিকরে,
পৃষ্ঠ দিল দ্রুতগামী বিপক্ষ বিগ্রহে;
সুযোগ সন্ধানে ছিল নরওয়ে-প্রধান,
সুসজ্জিত নব সৈন্যে কৈল আক্রমণ।
ডন্‌ক্যা। নাহি চমকিল তাহে সেনাপতিদ্বয়,
ব্যাঙ্কো আর ম্যাক্‌বেথ?
সৈনিক। হাঁ, গরুড় চমকে যথা চটকে হেরিয়া,
শশক দর্শনে যথা শিহরে কেশরী।
শুন রাজা করি আমি স্বরূপ বর্ণন,—
দ্বিগুণ বারুদপূর্ণ কামান যেমন,
অধ্যক্ষ দুজন, পুনঃ পুনঃ আঘাতিল
অরিদলে,
উষ্ণ রক্তে করিবারে স্নান—
কিম্বা অস্থির ময়দান করিতে নির্ম্মাণ,
বাসনা দোঁহার;
কি জানি কি অভিপ্রায়ে যুঝে দুই বীর।
বাক্য নাহি সরে,
ক্লান্ত তনু, ক্ষতমুখ করিতেছে
শুশ্রূষা প্রার্থনা।
ডন্‌ক্যা। তব বীর অঙ্গে অস্ত্র-লেখাসম
বাক্য তব গৌরব-ব্যঞ্জক।

অনুচরগণের প্রতি

লয়ে যাও ভিষক্‌ নিকটে।
[সৈনিককে লইয়া অনুচরগণের প্রস্থান।
এ কে আসে?
ম্যাকম। রস্‌ প্রদেশ-প্রধান।
লেনক্স। হেরি নয়নের ভাব, হয় অনুভব—
অদ্ভুত ঘটনা কিছু করিবে বর্ণন।

রসের প্রবেশ

রস্‌। ঈশ্বর করুন নর-বরের কল্যাণ।
ডন্‌ক্যা। কোথা হ'তে আগমন
অমাত্য-প্রধান?
রস্‌। রণস্থল হ'তে নরোত্তম!
বিপক্ষ-পতাকা যথা করিছে ব্যজন—
শ্রমযুক্ত কলেবর, স্বপক্ষ সেনার।
বহু সৈন্যে সুসজ্জিত নরওয়ে-প্রধান,
দুরাচার কুলাঙ্গার কদরের পতি,
রাজপক্ষ ত্যজিয়া দুর্ম্মতি,
সম্মিলিত বিদ্রোহী সংহতি,
আরম্ভিল ঘোর রণ, অরি।
সমর-দেবীর প্রিয় সামন্ত-প্রধান—
সৈন্যাধ্যক্ষ তব,
দৃঢ় বর্ম্মে সাজি মহাশূর
ভেটিল সে বিপক্ষ প্রধানে:
প্রতিদ্বন্দ্বী আয়ুধ চালনে,
অস্ত্রমুখে অস্ত্রমুখ করিল বারণ—
অস্ত্রে করি অস্ত্রাঘাত,
দুর্জ্জনের দুঃসাহস দমি;
রণ অবসান—হইয়াছে জয়লাভ।
ডন্‌ক্যা। অতি সুখের সংবাদ!
রস্‌। বিপক্ষ-প্রধান করে সন্ধির প্রার্থনা,
সন্ধির কথায় কেবা করে কর্ণপাত!
চাহে দুষ্ট, হত সৈন্যে করিতে সংকার;
তব পক্ষ হ'তে আজ্ঞা হ'য়েছে প্রচার—
দেবের মন্দিরে দান দিলে দুরাচার,
তবে পূর্ণ মনস্কাম হইবে তাহার।
ডন্‌ক্যা। অতঃপর কদর-ঈশ্বর,
আর না করিবে প্রতারণা,
আর না করিবে মম অন্তরে আঘাত।
যাও, তার মৃত্যু-আজ্ঞা করহ প্রচার;
তার পদ সৈন্যাধ্যক্ষে করহ অর্পণ।
রস্‌। হেরিয়া আসিব প্রভু, আজ্ঞা সমাধান।
ডন্‌ক্যা। কর্ম্মদোষে যেই পদ হারা'ল দুর্জ্জন,
নিজগুণে সেনাপতি করিল অর্জ্জন।
[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

ফরেসের নিকটস্থ ঊষর

বজ্রনাদ

ডাকিনীত্রয়ের প্রবেশ

১ ডা। বোন্‌, কোথায় ছিলি ব'সে?
২ ডা। কচি কচি শোরের ছানা
চিবুচ্ছিলেম ক'সে।
৩ ডা। তুই কোথায় ছিলি বোন্‌?
১ ডা। শোন, বলি তবে শোন্‌,—
এলো চুলে মালার মেয়ে, ব'সে উদোম গায়,
ভোর কোঁচড়ে ছে'চা বাদাম,
চাকুম চাকুম খায়;

চাইতে গেলুম একটী মুঠো,
পাড়াকুঁদুলী মাগী,—
নাক্‌টা নেড়ে দিলে তেড়ে,
ব'ল্লে "দূর হ ঘাগী"!
তার ভাতার গ্যাছে বিদেশ ভূঁয়ে,
নৌকা টেনে মরে,
সেই খানে তার কাছে যাব, চালুনীটা ধরে:
হ'য়ে ইঁদুর বেঁড়ে, নৌকা দেবো ফেড়ে,
আমি দেখ্‌ব তারে, দেখ্‌ব তারে, দেখ্‌ব।
২ ডা। বাতাস ফুর্ ফুরে, পূবে বেড়ায়
ঘুরে,
এনে দেব তোরে।
১ ডা। ওলো, তুই আপন গুণে
রাখ্‌লি আমায় কিনে।
৩ ডা। ঝট্‌কী ব্যাটার দেখা পেলে
আন্‌ব জটে ধ'রে।
১ ডা। এ দিক্ ও দিক্ ঘুরে বেড়ায়,
আর যত সব বায়,—
এখান ওখান হেথায় সেথায়,
যেথায় তারা যায়,
সকল আমার হাতে, এড়াবে কি তাতে?
ক'র্‌ব তারে খড়ের আঁটি, স্বত্ব শুষে খেয়ে,
বুজ্‌বে না চোখ দিনে রেতে,
থাক্‌বে ব্যাটা চেয়ে।
ভেকো ভ্যাকা থাক্‌বে একা, জবু থবু হ'য়ে।
জ্বল্‌বে দ্বিগুণ নয় নবগুণ,
সাত সতর রাত,
ডুব্‌বে না তার নৌকাখানা,
ঝড়ে ক'র্‌বো কাত।
দ্যাখ্ দ্যাখ্ কি এনেছি!
২ ডা। কৈ দেখি, কৈ দেখি।
১ ডা। চাঁড়াল নেয়ের ভূতো পুতো,
নৌকা টেনে যেতে,
ঝট্‌কী উঠে ম'লো ব্যাটা,
ডুব্‌লো আঁধার রেতে:
ওৎ পেতে গে ভিড়ে,
নিছি বুড়ো আঙ্গুলটা ছিঁড়ে।
নেপথ্যে ভেরি ধ্বনি
৩ ডা। গুম্ গুম্ ওই জয়ঢাক বলে,
ম্যাক্‌বেথ এলো চ'লে।
সকলে। এলো চুলে তিন বোনে আয়,
হাত ধ'রে আয়, যাই ঘুরে,
আকাশ পাতাল জলে স্থলে,
সমান ভাবে যাই লো চলে।
মনের কথা ঘ'ট্‌বে যেটা,
ব'লতে পারি সট্ ক'রে;
আয়, যাই ঘুরে।
তিন পাক তোর, তিন পাক মোর,—
তিন তিরিখ্যে ন' পাক হবে,
আর তিন পাক ঘোর;
থাম্ থাম্ থাম্ নাচোন কোঁদন,
পূরলো কুহক ঘোর।

ম্যাক্‌বেথ ও ব্যাঙ্কোর প্রবেশ

ম্যাক্। এই ঝঞ্ঝাবাতে কাঁপিল অবনী—
তখনি অমনি দিনমণি প্রকাশিল হেমকর,
দুর্দ্দিন সুদিন হেন হেরিনি কখন।
ব্যাঙ্কো। আর কত দূর ফরেস হইতে?
একি! জীর্ণ শীর্ণ কায় বিকট বসন
নহে যেন ধরাবাসী—
কিন্তু হের ধরা' পরে!
জীবিত কি তোরা?
পার কি মানব-ভাষে দানিতে উত্তর?
জ্ঞান হয় বোঝে বাক্য মম,
তুলিতেছে শুষ্ক ওষ্ঠে
অতি ক্ষীণ বিকট অঙ্গুলি।
নারী সম আকার সবার,
কিন্তু হেরি শ্মশ্রু মুখে—
যাহে, নারী নাম দিতে নারি।
ম্যাক্। কে তোরা, প্রকাশ ত্বরা,
যদি থাকে ভাষা?
১ ডা। জয় জয় জয়, ম্যাক্‌বেথের জয়!
গ্লামিসের পতি যারে সর্ব্বলোকে কয়।
২ ডা। কদরের পতি আজ, জয় জয় জয়।
জয় জয় ম্যাক্‌বেথের জয় জয় জয়!
৩ ডা। জয় জয় জয়, ম্যাক্‌বেথের জয়!
রাজরাজেশ্বর যেই হইবে নিশ্চয়।
ব্যাঙ্কো। শুনি ভাবি শুভ বিবরণ,—
কহ, কি কারণ শিহরিলে মহাশয়?
অশুভ শঙ্কায় যেন!
(ডাকিনীগণের প্রতি)
শুধাই সত্যের নামে,
তোরা কি রে কল্পনা-সৃজিত—
কিম্বা দেখি যেই মত

সেই মত বিকট আকারধারী?
সম্ভাষিলে সদাশয় বন্ধুরে আমার, জয় রবে,
রাজ্য-অধিকার তাঁর হবে ভবিষ্যতে;
বাক্যের ছটায় তো সবার,
অভিভূত হের তাঁরে।
নাহি সম্ভাষিলে মোরে,—
থাকে যদি দৃষ্টি তব সময়ের বীজে,
কিবা হ'বে অঙ্কুরিত কি যাবে শুকায়ে,
সম্ভাষ' আমায়;
নহি অনুগ্রহপ্রার্থী তো সবার,
নিগ্রহে না ডরি।

সকলে। জয় জয় জয়!

১ ডা। ম্যাক্‌বেথ হইতে ক্ষুদ্র কিন্তু উচ্চতর।

২ ডা। নহে সম সুখী,
সুখী তা হ'তে বিস্তর।

৩ ডা। নহে রাজা, পুত্র তব হ'বে রাজ্যেশ্বর।
জয় জয় জয়!
ম্যাক্‌বেথ ব্যাঙ্কো উভয়ের জয়!

১ ডা। জয় জয় ম্যাক্‌বেথ ব্যাঙ্কোর জয়!

ম্যাক্‌বেথ। রহ রহ রে অস্ফুটবাদি!
বিস্তারি কহরে মোরে,
জানি আমি হইয়াছি গ্লামিস ঈশ্বর;
কিন্তু কদরের পতি বলি সম্ভাষ' কেমনে?
জীবিত, সৌভাগ্যশালী সেই মহাজন।
আর রাজা, রাজ্যলাভ হইবে আমার?
প্রত্যয়ের সীমার অতীত কথা!
কদরের পতি হ'ব সেইরূপ অসম্ভব!
বল বল, কোথায় পাইলে হেন
অদ্ভুত বারতা?
কিবা হেতু, তৃণশূন্য দুস্তর প্রান্তরে,
নিবারিছ গতি দোঁহাকার,
কহি ভবিষ্যৎ-বাণী?
সত্য কহ, জিজ্ঞাসি তোদের।
[ডাকিনীগণের অন্তর্ধান।

ব্যাঙ্কো। ওঠে বুদ্‌বুদ্‌ সলিলে,
ধরায় নেহারি সেই মত,
মৃত্তিকার বুদ্‌বুদ্‌ এ সব;
অকস্মাৎ কোথায় মিশা'ল?

ম্যাক্‌। মিশা'ল অনিলে,
স্থূলকায়া শ্বাসবায়ু সম
মিশাইল বায়ুসনে:
হ'ত ভাল রহিত যদ্যপি।

ব্যাঙ্কো। সত্য কিবা ছায়া,
যাহা প্রত্যক্ষ হেরিনু?
কিম্বা কোন ঔষধ-প্রভাবে
জ্ঞানবুদ্ধি হরেছে দোঁহার?

ম্যাক্‌। রাজ্যেশ্বর হ'বে তব বংশধরগণে!

ব্যাঙ্কো। তুমি হ'বে রাজা!

ম্যাক্‌। কদরের অধিপতি আর—
হইল না এইরূপ বাণী?

ব্যাঙ্কো। অবিকল ওই কথা।
কে আসিছে হেথা?

রস্‌ ও অ্যাঙ্গাসের প্রবেশ

রস্‌। সুখী নরনাথ তব বিজয়-সংবাদে,
বিদ্রোহ-বিবাদে শুনি বীরত্ব আখ্যান,
যেইরূপ চমৎকার লাগিয়াছে তাঁর:
ততোধিক্‌ প্রশংসা তোমার, উঠিছে হৃদয়ে,
হৃদি-দ্বন্দ্বে নীরব ভূপাল।
যেন প্রতিক্ষণে তোমারে করেন দরশন—
যুদ্ধক্ষেত্রে বিপক্ষের শ্রেণী মাঝে,
অভীত হৃদয়,
চারিদিকে রচিতেছ অদ্ভুত মৃত্যুর ছবি;
শিলাবৃষ্টি হয় যেই মত:
এলো দূত যুদ্ধবার্ত্তা ল'য়ে,
প্রতি জনে ঢালিল সংবাদ,
অবসাদহীন তব বিক্রম বিশাল—
প্রকাশিলে যাহা বীর, রাজ্যের রক্ষণে।

অ্যাঙ্গাস। প্রেরিলেন নরনাথ আমা দোঁহে,
জানাইতে ধন্যবাদ তাঁর;
পাইয়াছি অনুমতি
ল'য়ে যেতে সসম্ভ্রমে ভূপতি সদনে,
আসি নাই দিতে পুরস্কার।

রস্‌। দানিবেন উচ্চ-মান ভূপাল আপনি,
নিদর্শন তার, তাঁরই আজ্ঞামতে আজি,
সম্ভাষি তোমায় কদরের অধিপতি নামে;
সেই উচ্চ পদ আজি তব।

ব্যাঙ্কো। এ কি, প্রেতে কহে সত্য কথা!

ম্যাক্‌। জীবিত সে মহাজন,
পর-পরিচ্ছদে কেন সাজাও আমায়?

অ্যাঙ্গাস। সত্য বটে জীবিত দুর্জ্জন,
কিন্তু গুরুতর রাজ-আজ্ঞা তার প্রতি;

কিম্বা গুপ্তভাবে সাহায্য করিল
যে আজ্ঞায় জীবন সংশয় তার।
অযোগ্য জীবন,
বিদ্রোহীর সনে যোগ দিল রণে,
স্বদেশের অহিত সাধনে, নাহি জানি।
নিজমুখে নিজ দোষ করিল স্বীকার;
রাজদ্রোহী, পদচ্যুত সেই হেতু।

ম্যাক্। (স্বগত) গ্লামিস ঈশ্বর—
কদর-ঈশ্বর,
উচ্চতর-সম্মান এখনও বাকী!
(প্রকাশ্যে) আপ্যায়িত হইলাম আমি,
এত ক্লেশ করিয়াছ দিতে সমাচার!
(ব্যাঙ্কোর প্রতি) হয় কি হে আশা
তব মনে,
তব বংশধরগণে, হ'বে রাজ্যেশ্বর
জনে জনে?
দেখ না, দেখ না, কদর-ঈশ্বর কহিল আমায়,
সত্যে পরিণত হ'ল ভবিষ্যত-বাণী।

ব্যাঙ্কো। সে কথায় করিলে প্রত্যয়,
উত্তেজিত করিবে তোমায়
ধরিতে মুকুট শিরে!
কিন্তু অতি আশ্চর্য্য ঘটনা,
শুনিয়াছি, তমাচ্ছন্ন নরকের অনুচরগণে
কহে সত্য বাণী, ল'য়ে যেতে পাপ-পথে,
ক্ষুদ্র দানে ভুলায় মানব-মতি,
করে প্রতারিত পরে গুরু আশা ভঙ্গ করি।
(রস্ ও অ্যাঙ্গাসের প্রতি) ভাই, শোন।

ম্যাক্। (স্বগত) দুই ভবিষ্যৎ-বাণী
সত্যে পরিণত,—
রাজ-অভিনয়ে সুন্দর সূচনা গান যেন!
(রস্ ও অ্যাঙ্গাসের প্রতি)
আপ্যায়িত হইলাম মহোদয়গণ!
(স্বগত) অমানুষী ভবিষ্যৎ-বাণী
নহে ত অশুভ,
কিন্তু নহে শুভ;
অশুভ যদ্যপি, কেন তবে সফল বচন—
ভাবী শুভ নিদর্শন সম?
আজি ত কদর-পতি আমি।
কিন্তু যদ্যপি মঙ্গলকর,
পাপচিন্তা কেন উঠে মনে?
যে ভীষণ ছবি কণ্টকিত করে অঙ্গ মম;
বার বার অন্তর আমার
আঘাতিছে বক্ষঃস্থলে।
অন্তরে কি হেতু হেন অস্বভাব-ক্রিয়া?
কল্পনা-চিত্রিত ঘোর আতঙ্কের ছবি,
বর্ত্তমান ভয় হ'তে অতীব ভীষণ।
হত্যার কল্পনা হয়েছে উদয় মাত্র এবে,
কিন্তু তায় বিশৃঙ্খল মনোরাজ্য মম,
চিত্ত, মতি, বুদ্ধি আচ্ছাদিত—
বর্ত্তমান দৃষ্টিহীন আমি,
দূর ভবিষ্যৎ দৃশ্য হয় সত্যজ্ঞান।

ব্যাঙ্কো। হের, বন্ধু মম চিন্তায় মগন।

ম্যাক্। (স্বগত) ভাগ্য যদি করে মোরে রাজা,
ভাগ্য দেবে মুকুট আমায় চেষ্টা বিনা।

ব্যাঙ্কো। নূতন সম্মান যেন নব পরিচ্ছদ,
ব্যবহার বিনা ভাল অঙ্গে নাহি বসে।

ম্যাক্। (স্বগত) যা হ'বার হয় হোক,
চিন্তা কিবা তায়;
হোরা মিলি গড়িবে সময়,
দুর্দ্দিন না রয়, ব'য়ে যায়।

ব্যাঙ্কো। মহাশয়, আছি অপেক্ষায়।

ম্যাক্। কর ক্ষমা, অতি জড় মস্তিষ্ক আমার,
ভুলিয়াছি, কোন কথা
নাহি আর আসে স্মৃতিপথে।
সদাশয় মহোদয়গণ,
আমা হেতু করেছ যে ক্লেশ,
রহিল অঙ্কিত মম অন্তরে অন্তরে
পুস্তকে অক্ষর যথা,
প্রতিদিন করিব স্মরণ।
চল যাই, ভূপাল সদন।
(ব্যাঙ্কোর প্রতি)
দেখ বীর, বিচারিয়া মনে—
ঘটিল যে অদ্ভুত ঘটন,
পার যদি নির্ণয় করিতে কিছু;
পরে সময় অন্তে, ক'ব কথা পরস্পরে—
অকপটে জানা'ব অন্তর দোঁহে।

ব্যাঙ্কো। ভাল ভাল, ভাল মহাশয়!
সুখী হ'ব এ বিষয় আন্দোলনে।

ম্যাক্। তদবধি এ কথা না কর উত্থাপন।
চল বন্ধুগণ।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

ফরেসের রাজবাটী

বিজয়-বাদ্যরব

ডন্‌ক্যান্, ম্যাকম, ডনাল্‌বেন্, লেনক্স ও অনুচরবর্গের প্রবেশ

ডন্‌ক্যা। কদরপতির জীবন-দণ্ড হ'লো কি? যাদের প্রতি সে কার্য্যের ভার ছিল, তারা কি ফিরেছে?

ম্যাক্‌ম। আর্য্য, তারা প্রত্যাগমন করে নাই, কিন্তু আমার সহিত এক ব্যক্তির সাক্ষাৎ হ'য়েছিল, যিনি বধ্যভূমে তার প্রাণদণ্ড দেখেছেন। তাঁর মুখে সংবাদ পেলেম, নিজ দোষ সে নিজমুখে স্বীকার পেয়েছে; মহারাজের নিকট মার্জ্জনা প্রার্থনা ও বিস্তর অনুতাপ ক'রেছে; তার জীবন অপেক্ষা মৃত্যু তার গৌরবকর। শুনলেম, লোকে যেমন তুচ্ছ বস্তু ত্যাগ করে, সেইরূপ অনায়াসে অমূল্য-জীবন ত্যাগ ক'র্‌লে, যেন মৃত্যু তার অভ্যস্ত ছিল।

ডন্‌ক্যা। মানব-মুখে মানব-মনের গঠন দেখ্‌বার কোন কৌশলই নাই; এই ব্যক্তির উপর আমি বিস্তর বিশ্বাস স্থাপন করেছিলাম।

ম্যাক্‌বেথ, ব্যাঙ্কো, রস্ ও অ্যাঙ্গাসের প্রবেশ

হে বীরবর, হে ভ্রাতঃ! অকৃতজ্ঞতা-পাপভার আমার অন্তঃকরণকে নিপীড়িত ক'রেছে; গৌরব-রথে তুমি এরূপ দ্রুতগামী যে পুরস্কার তোমার নিকটবর্ত্তী হ'তে অসমর্থ হয়। তুমি যেরূপ যোগ্য, তা' অপেক্ষা যদি ন্যূন হ'তে, তা হ'লে তোমার যোগ্য পুরস্কার দান ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ক'রতে পার্‌তেম। কেবল মাত্র বক্তব্য, কেহ তোমার যোগ্য পুরস্কার প্রদান ক'র্‌তে পারে না।

ম্যাক্। নরনাথ, রাজকার্য্যে রাজভক্ত প্রজার যা কর্ত্তব্য, সেই আমার পুরস্কার; আমরা কেবল কর্ত্তব্য সাধনে সক্ষম। মহারাজ সমস্ত কার্য্যের অধিকারী, এতে আর পুরস্কার কি? রাজার সহিত—রাজ্যের সহিত আমাদিগের সন্তান ও ভৃত্য সম্বন্ধ; আমাদিগের কার্য্য কর্ত্তব্যসাধন মাত্র। সেই শ্রেয়ঃ—যাহা আমাদের প্রীতি ও সম্মানভাজন—মহারাজের কল্যাণকর।

ডন্‌ক্যা। হে মহাত্মন্! তোমায় আমি যত্নে রোপণ ক'রেছি; এবং দিন দিন সুন্দর বৃক্ষের ন্যায় যা'তে বর্দ্ধিত হও, সে নিমিত্ত আমি বিশেষ যত্ন ক'র্‌ব। হে সদাশয় ব্যাঙ্কো! তুমি যোগ্যতায় কিছুমাত্র ন্যূন নও, যোগ্যতা প্রকাশে কিছুমাত্র ত্রুটি কর নাই। এস, তোমাকে আলিঙ্গন ক'রে হৃদয়ে আবদ্ধ ক'রে রাখি।

ব্যাঙ্কো। যদি মহারাজের অন্তঃকরণে আমি বর্দ্ধিত হই, ফলাফল সমস্ত মহারাজের।

ডন্‌ক্যা। আমার হৃদয়ে আর আনন্দ ধরে না,—যেন, আমার চক্ষের জলে সেই আনন্দ লুক্কায়িত হ'তে চাচ্চে। পুত্র, অমাত্য, বন্ধুগণ! আজ আমরা আমাদের জ্যেষ্ঠপুত্র ম্যাকম্‌কে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত কল্লেম; সম্মান কেবল একা তার প্রতি অর্পিত হবে না, রাজসম্মানে সকল যোগ্য ব্যক্তিই তারকার ন্যায় উজ্জ্বল বিভায় ভূষিত হবে। (ম্যাক্‌বেথের প্রতি) তোমার নিকট অধিকতর ঋণে আবদ্ধ হ'বার জন্য তোমার গৃহে অতিথি হ'ব।

ম্যাক্। মহারাজের কার্য্য অবহেলা ক'রে যে বিশ্রাম লাভ, তাহা কঠিন শ্রম অপেক্ষা ক্লেশকর। আমি স্বয়ং আমার গৃহে দূত হ'ব, আনন্দ সংবাদে আমার পরিবারের কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত ক'র্‌ব, বিদায় প্রার্থনা করি।

ডন্‌ক্যা। তোমার যেরূপ অভিরুচি, ধীমান্!

ম্যাক্। (স্বগত) যুবরাজ,—

মম উচ্চপথ-মাঝে র'য়েছে এ বাধা,
লম্ফে এই অবরোধ করিতে হইবে অতিক্রম,
অথবা পতন হ'বে তাহে।
হে তারকামালা, নিভাও হে আলোক নিচয়,
তমোময় গভীর বাসনা-কূপ মম,
আলোক না করে ভেদ;
চক্ষু নাহি নেহারে হস্তের ক্রিয়া,
পলক পড়িয়ে ঢাকে যেন আঁখি;
কিন্তু কার্য্য হোক সমাধান—
আতঙ্কে শিহরে আঁখি যে কার্য্য হেরিলে।
[প্রস্থান।

ডন্‌ক্যা। হে ধীমান্ ব্যাঙ্কো, সেনাপতির বীরত্ব তোমার বর্ণনা-অনুরূপ! তাঁর প্রশংসা আমাদের তৃপ্তিকর রাজভোগ, অতি আনন্দকর ভোগ; চল, আমরা ওঁর পশ্চাৎ গমন করি।

আমাদের অভ্যর্থনার জন্য ব্যগ্র হ'য়ে চ'লে গেলেন; এ মহাত্মার আর তুলনা নাই।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

ইনভারনেসস্থ ম্যাক্‌বেথের দুর্গের কক্ষ

পত্রহস্তে লেডী ম্যাক্‌বেথের প্রবেশ

লে-ম্যাক্। (পত্রপাঠ) "এই জয়লাভের দিনই আমি তাহাদের দেখা পাই এবং বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হ'লেম, তাহারা মানবাতীত শক্তি-সম্পন্ন। যখন আমার অধিক জানিবার জন্য প্রবল তৃষ্ণা জন্মিল, তখন যেন হাওয়ার শরীর হাওয়ায় মিশাইয়া গেল; আমি বিস্ময়ে মগ্ন! এমন সময় রাজার নিকট হইতে দূত আসিয়া আমাকে 'কদরপতি' বলিয়া সম্ভাষণ করিল। ঐ বিকটা ভগিনীত্রয়, আমাকে পূর্ব্বে ঐ নামে সম্বোধন করিয়াছিল এবং ভাবী রাজা বলিয়া অভিবাদন করে। তুমি আমার উচ্চপদের সঙ্গিনী, তোমায় এ সংবাদ না দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিলাম না। আমার আনন্দে তোমার যে অংশ, তাহাতে যেন তুমি না বঞ্চিত হও। আমার পদ-বৃদ্ধিতে তোমার পদবৃদ্ধি; তুমিও আপন পদ অবগত হও এবং ভবিষ্যৎ-বাণীতে তুমি যে পদ অধিকারিণী, এই পত্রে তোমায় জানাইলাম। নিজ অন্তঃকরণে এ কথা গোপন রাখিবে।" ইতি—

গ্লামিস কদর-পতি হ'য়েছ এখন,
হ'বে পরে শুনেছ যা ভবিষ্যৎ-বাণী;
কিন্তু ডরি আমি স্বভাব তোমার,
পরিপূর্ণ দয়াধারে—
পাছে ঋজুপথ কর অবহেলা।
উচ্চপদ ইচ্ছা তব, উচ্চ আশ নহ ত বিহীন;
কিন্তু বিনা পাপে সাধিবারে চাহ প্রয়োজন।
যে পদ বাসনা তব হৃদয়ে প্রবল,
ধর্ম্মপথে অর্জ্জন করিতে তাহা সাধ।
প্রতারণা কর ঘৃণা, কিন্তু পরস্ব
লালসা তব।
যেই উচ্চাসন লাভ প্রয়াস তোমার,
চাহ যদি সে আসন,
অবশ্য দুষ্কর কার্য্য হইবে সাধিতে;
ভয় চিতে, যে কার্য্য করিতে—
সেই কার্য্য হো'ক সমাধান ইচ্ছা তব।
এস ত্বরা, অন্তরের অনুরাগ মম
ঢালি তব কর্ণপথে,
সবল জিহ্বায় করি তাড়না তোমায়;
দূর করি অন্তরের বাধা,
প্রতিরোধ করে যাহা মুকুট পরিতে,
যে মুকুট ভাগ্যসনে শক্তি অমানুষী
চাহে তোমা করিতে ভূষিত।

দূতের প্রবেশ

কি সংবাদ?

দূত। অদ্য রাত্রে মহারাজ এ পুরে অতিথি হবেন।

লে-ম্যাক্। ক্ষিপ্ত তুমি, তাই কহ হেন বাণী।
প্রভু তব নাহি কি রাজার সাথে?
রাজসমীপে রহিলে,
অবশ্য আসিত হেথা সংবাদ লইয়ে,
ব্যস্ত চিত্তে রাজ-অভ্যর্থনা হেতু।

দূত। দেবি, অবধান করুন, সত্য কথা, প্রভু আস্‌ছেন, আমার একজন সহযোগী তাঁ হ'তে ত্বরান্বিত হ'য়ে পেঁ'ছেছে, দ্রুত আগমনে তার শ্বাসরুদ্ধ। কেবল এই সংবাদ মাত্র দিতে পেরেছে।

লে-ম্যাক্। সমাদর কর দূতে,
আনিয়াছে উচ্চ সমাচার।

[দূতের প্রস্থান।

শ্বাসরুদ্ধ দূত, কর্কশ বায়স,
হ'বে শ্বাসরুদ্ধ তার,
জানাইতে রাজ-আগমন,
এই পুরে যমের দুয়ারে!
আয়্ আয়্ আয়্ রে নরক-বাসি পিশাচ
নিচয়!
ডাকিছে জিঘাংসা তোরে আয়্ ত্বরা করি,
হর নারী-কোমলতা হৃদি হ'তে মম,
আপাত মস্তক কর কঠিনতাময়,
কর ঘন শোণিত-প্রবাহ,
রুদ্ধ রাখ হৃদয়ের দ্বার,
মানব-স্বভাব-জাত অনুতাপ যেন নাহি
পশে,
না টলায় উদ্দেশ্য ভীষণ, দ্বন্দ্ব নাহি
উঠে মনে,

যদবধি কার্য্য নাহি হয় সমাধান।
এস হত্যা-উত্তেজনাকারি!
ভ্রম যারা অদৃশ্য শরীরে,
মানব-স্বভাবে পাপ-উত্তেজনা হেতু,
এস এস নারীর হৃদয়ে,
পয়ঃ পরিবর্ত্তে বিষ দেহ পয়োধরে!
আয়্ আয়্ ঘোররূপা তামসী ত্রিযামা!
ভীষণ নরক-ধূমে আবরিয়া কায়;
যেন তীক্ষ্ণ ছুরী না হেরে আঘাত,
তমাচ্ছন্ন আবরণ ভেদিয়া গগন
"কি কর, কি কর!" নাহি বলে।

ম্যাক্‌বেথের প্রবেশ

গ্লামিসের পতি, কদরের পতি!
উচ্চতর পদ যারে দিবে ভবিষ্যতে,
গাইল ডাকিনীগণ যাহা।
তব পত্রপাঠে ভ্রমি আমি ভবিষ্যতে,
ভাবীবার্ত্তা-অজ্ঞ,—
এই বর্ত্তমান ত্যজি ভবিষ্যৎ উদয় এখন।

ম্যাক্। প্রিয়ে, রাজ আগমন হ'বে পুরে।

লে-ম্যাক্। কবে তাঁর ফিরিতে বাসনা?

ম্যাক্। কল্য, এই মত বুঝিলাম অভিপ্রায়।

লে-ম্যাক্। ওঃ! দিনকর,—সেই কল্য কভু না হেরিবে।

সরল হে মুখ-ছবি তব,
যাহে নরে পুস্তকে যেমতি—
পাঠ করে হৃদয়ের অদ্ভুত সংবাদ।
ভুলাও সকলে, সময়-উচিত আবরণে;
চক্ষু, হস্ত, জিহ্বায় ধর হে অভ্যর্থনা।
হও প্রস্ফুটিত যেন নির্ম্মল কুসুম,
কিন্তু ফণী হ'য়ে বস' মাঝে তার,
উদ্যোগের প্রয়োজন অভ্যর্থনা হেতু তার।
নিশার ভীষণ কার্য্য সমর্পণ কর মম করে,
যেই কার্য্য ফলে, নিশি দিন—
করিব স্থাপন আধিপত্য সর্ব্বোপরি,
হ'ব দোঁহে প্রভু সবাকার।

ম্যাক্। এ সকল আলোচনা করিব পশ্চাৎ।

লে-ম্যাক্। রহ মাত্র প্রসন্ন বদনে,
বিকৃত বদন ভাব ভয়ের লক্ষণ;
অন্য কার্য্য ভার মম প্রতি।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

ম্যাক্‌বেথের দুর্গতোরণ

ডন্‌ক্যান, ম্যাকম, ডনাল্‌বেন, ব্যাঙ্কো, লেনক্স, ম্যাক্‌ডফ, রস্, অ্যাঙ্গাস, বাদ্যযন্ত্রকারক, মশালধারক ও অনুচরবর্গের প্রবেশ

ডন্‌কা। এ অতি সুন্দর পুরী,
বায়ু মৃদুমন্দ-গতি মধুর পরশে কায়।

ব্যাঙ্কো। বসন্তের অতিথি এ বিহঙ্গ সুন্দর
উচ্চ-গৃহচূড়বাসী, করিছে প্রচার
এই স্থানে বহে চির বসন্ত অনিল,
গৃহচূড়ে সুযোগ যথায়—
ঝুলায় তথায় সুন্দর আপন নীড়,
রহে যথা বহে তথা বায়ু মন্দগতি।

লেডী ম্যাক্‌বেথের প্রবেশ

ডন্‌ক্যা। দেখ, গৃহিণী আমাদের অভ্যর্থনা হেতু আগমন কচ্ছেন। সুন্দরি, প্রজাগণে রাজ-ভক্তি প্রদর্শন ক'রে কখন কখন আমাদিগকে বিরক্ত করে সত্য; কিন্তু তাদের প্রীতি দর্শনে আমি পরম প্রীত হই, প্রীতিভরে আমরা অদ্য তোমার আবাসে এসেছি; দেখ, অনাদর ক'র না। আমার, তোমাদের প্রতি অপার স্নেহ, তাই বিরক্ত ক'র্‌তে এলেম। আমার প্রীতির পরিবর্ত্তে প্রীতিদান ক'রে ঈশ্বরের নিকট আমার মঙ্গল প্রার্থনা কর। তোম্‌রা আমার নিতান্ত প্রীতির ভাজন।

লেডী-ম্যাক্। মহারাজ, আম্‌রা রাজসেবায় যে সকল কার্য্যে সক্ষম, যদি তার দ্বিগুণের দ্বিগুণ সমর্থ হ'তেম, তা হ'লেও মহারাজের কৃপার নিকট অতি ক্ষুদ্র হ'ত। রাজ-আগমনে এ পুরী যেরূপ সম্মানিত, তার আংশিক কৃতজ্ঞতা প্রদানে আমরা অপটু। পূর্ব্বকৃপা ও বর্ত্তমান কৃপার কি আর পরিশোধ দেব?—কেবল দিবারাত্র ঈশ্বরের নিকট মহারাজের মঙ্গল বাসনা ক'র্‌ব।

ডন্‌ক্যা। কোথায়, স্বামী তোমার কোথায়? আমরা তাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎই আস্‌ছি, ভেবে-ছিলাম তাঁর অগ্রে এসে পোঁছিব; কিন্তু তিনি বেগগামী, রাজভক্তিতে অধিকতর দ্রুতগমনে তোমার নিকট উপনীত হয়েছেন। হে সুন্দরী, অদ্য আমরা তোমার অতিথি।

লেডী-ম্যাক্। মহারাজ! ভৃত্যের যা আছে, তা সকলই মহারাজের; কেবল আমরা তার রক্ষক। যা মহারাজের, তাই দিয়ে মহারাজের পূজা ক'র্‌ব, আর ত আমাদের কিছুই নাই।

ডন্‌ক্যা। আমায় তোমার কোমল হস্ত প্রদান কর, তোমার স্বামীর নিকট লয়ে চল; আমি তাঁকে অতিশয় ভালবাসি, আমাদের স্নেহ চিরস্থায়ী। [সকলের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

ম্যাক্‌বেথের দুর্গের কক্ষ

বাদ্যযন্ত্রকারক ও মশালধারকগণ পরে থালা হস্তে খান্‌সামাগণের প্রবেশ ও প্রস্থান, পরে ম্যাক্‌বেথের প্রবেশ

ম্যাক্। এ কঠিন ব্রত যদি উদ্যাপনে হ'ত উদ্যাপন,
শ্রেয়ঃ তবে শীঘ্র সমাধান;
লব্ধকাম হত্যা যদি বারিতে পারিত পরিণাম,
অস্ত্রাঘাতে ফুরা'ত সকলি,
ভুঞ্জিতে না হ'ত ফলাফল ইহকালে।
সংকীর্ণ এ ভব-কুলে দাঁড়ায়ে নির্ভয়ে,
করিতাম অবহেলা পরলোকে।
কিন্তু এই গুরু পাপে দণ্ড ইহলোকে!
অন্যে শিখে এ শোণিত খেলা,
শিক্ষকে দেখায় সেই খেলা প্রাণনাশী।
বিষম অপক্ষপাতী বিধির নিয়ম!
যার বিষপাত্র, আনি ধরে তার মুখে।
দ্বিগুণ বিশ্বাসভঙ্গ বধিলে ভূপালে,
জ্ঞাতিত্ব প্রথমে, তাহে প্রজা আমি তাঁর,
উভয়ে প্রবল রোধ এ কার্য্য সাধনে।
দ্বিতীয়তঃ, মমাশ্রয়ে অতিথি সে জন,
ঘাতকে রোধিতে দ্বার উচিত আমার,
আপনি ধরিব ছুরি,
এ হ'তে সম্ভবে পাপ কিবা?
বিশেষ এ নরপতি মাৎসর্য্য বিহীন,
সদাশয় অতি, রাজ-কার্য্য অমল তাঁহার:
গুণগ্রাম তাঁর,
বাজায়ে ধর্ম্মের ভেরী নিদারুণ রোলে,
কহিবে সকলে নিদারুণ হত্যাকাণ্ড,
দয়া, পবন বাহনে—
প্রাণনাশ-উপন্যাস ক'বে ঘরে ঘরে,—
জন-মন দ্রবিবে শুনিয়া,
নবশিশু নিরাশ্রয় হেরি যথা দেবদূতগণ,
অশরীরি অশ্বপৃষ্ঠে করি আরোহণ,
করিবে ভ্রমণ,
উঠিবে তুমুল ঝড় তাহে।
খর বালুকা সমান, নর-চক্ষে বাজিবে সংবাদ
আঁখিজল বহিবে প্রবল, নিবিড় নীরদধারা সম,
দেবক্রোধ তুষ্টি হেতু।
নাহি অন্য উত্তেজনা মম,
একমাত্র উচ্চাশায় মাতায় আমায়,
লম্ফ দিতে চায় প্রাণ, উচ্চাসন 'পরে,
উঠিতে না পারে, লক্ষ্যভ্রষ্ট পড়ে অন্য পারে।

লেডী-ম্যাক্‌বেথের প্রবেশ

কি কি, কি সংবাদ?

লেডী-ম্যাক্। তাঁর ভোজন শেষ হ'য়েছে, তুমি কি নিমিত্ত চলে এলে?

ম্যাক্। আমি কোথায়, জিজ্ঞাসা ক'রেছে না কি?

লেডী-ম্যাক্। জান না কি, জিজ্ঞাসা ক'রবে?

ম্যাক্। এ কার্য্যে না হ'ব অগ্রসর।
অশেষ সম্মান দান ক'রেছে আমায়,
রাজ্যময় প্রজাগণ গাহিছে সুযশ,
হেন সম্মান-ভূষণ,
যুক্তি নহে ত্বরা করি করিতে বর্জ্জন।

লেডী-ম্যাক্। মদ্যপায়ী আশা কি তোমায়
ক'রেছিল উত্তেজিত?
ঘোর মাদকের ভরে নিদ্রিত হইল আশা পরে;
ঘুমঘোর এক্ষণে টুটিল, মত্ততা ছুটিল,
রুগ্ন-প্রায় পাণ্ডুগণ্ড এবে আশা তব,
চায় চারিভিতে,
হেরে সচকিতে নিজ কার্য্য প্রতি,—
করেছিল পূর্ব্বে যাহা উন্মত্ততাবশে।
বুঝি প্রেম তব, মম প্রতি উন্মত্ত সে মত;
এবে কি সভীত তুমি পুরা'তে বাসনা?
নিজ পুরুষার্থ বলে, চায় কি লভিতে
জীবনের সাররত্ন মুকুট-ভূষণ?
কিন্তু সভীত অন্তরে ক'হ,
সাহসে না আঁটে সাধিতে ভীষণ কার্য্য।

মৎস্যাপ্রিয় বিড়াল যেমতি,
ডরে নাহি নামে জলে।
ম্যাক্। হও স্থির, ক'র না ভর্ৎসনা;
মনুষ্যের যোগ্য কার্য্য সাধনে না ডরি;
অযোগ্য কার্য্যেতে ব্রতী, হেয় সেই জন।
লেডী-ম্যাক্। কোন্ পশু তবে আমার নিকটে,
করেছিল উত্থাপন এ কঠিন পণ?
মানব নামের যোগ্য আছিলে তখন,
সাহস বাঁধিলে যবে এই উচ্চব্রতে।
উচ্চতর পদ যদি করহ গ্রহণ,
মনুষ্যত্ব পুরুষার্থ অধিক তাহায়;
সময় সুযোগ স্থান আছিল অভাব,
করেছিল পণ সুযোগ খুঁজিয়া ল'বে,
সে সুযোগ এবে উপস্থিত;
সুযোগ হেরিয়ে তুমি পুরুষার্থ হারা!
স্তন্যপায়ী শিশুরে দিয়েছি স্তন,
সস্নেহে ধরেছি তারে বুকের উপরে,—
হেন শিশু এবে যদি হাসে মম বুকে,
দন্তহীন মুখ হ'তে স্তনাগ্র ছিনায়ে,
আছাড়িয়া মস্তিষ্ক বিদারি তার—
প্রতিজ্ঞা যদ্যপি করি তোমার সমান।
ম্যাক্। কার্য্য যদি হয় হে বিফল?
লেডী-ম্যাক্। বিফল!
বাঁধ সাহসের তার বুকে উচ্চে সুরে,—
কভু হ'ব না বিফল;
পথশ্রান্তে, ঘুমঘোরে হ'লে অচেতন,
আছে যেই রক্ষক দু'জন—
মদ্যপানে উন্মত্ত করিব হেন মতে,
যেন স্মৃতি, বুদ্ধির প্রহরী,—
হ'বে ধূমাকার ধূমে আবরিত;
হিতাহিত জ্ঞানের আধার, মস্তক দোঁহার—
তপ্তধূমপাত্র প্রায় রবে;
মদমত্ত শূকর যেমতি,
প'ড়ে রবে মৃত প্রায়।
সেই কালে,
কি কার্য্য অসাধ্য হবে আমা দোঁহাকার,
অরক্ষিত ডন্‌ক্যানের প্রতি?
হত্যাদোষ—মদ্যপায়ী রক্ষকের পরে
অর্পিতে কি হবে ভার।
ম্যাক্। নির্ভীক, নির্ভীক তুমি কোমলতা
হীন!
কঠিন জঠরে প্রসব' কঠিন নরে,
কাঠিন্য ব্যতীত,
কি আর সম্ভবে তোমা হ'তে?
প্রহরীর অস্ত্রে হত্যা হইলে সাধন,
রক্তাক্ত যদ্যপি করি সেই দুই জনে,
ক'বে না কি সবে,
হত্যাকাণ্ড ক'রেছে তাহার?
লেডী-ম্যাক্। কার সাধ্য কহে অন্যমত,—
যবে উচ্চ শোকধ্বনি তুলিব গগনে
তার মৃত্যু-বার্ত্তা শুনে?
ম্যাক্। স্থির মম পণ এবে,
দৃঢ় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আমার,
গুণবদ্ধ ধনুসম, সাধিতে ভীষণ কাজ;
যাও, অতিক্রম করহ সময়,
সৌজন্যের করি ভাণ;
চাতুরীর আবরণ, ধর হাস্যানন,
স্বরূপ অন্তর ভাব করিতে গোপন।
[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অংক

প্রথম দৃশ্য

ম্যাক্‌বেথের দুর্গ-প্রাঙ্গণ

ব্যাঙ্কো ও মশালহস্তে ফ্লিয়েন্সের প্রবেশ

ব্যাঙ্কো। বৎস, কত রাত?

ফ্লিয়ে। চন্দ্র অস্ত গিয়েছে, আমি ঘড়ি বাজা শুনি নি।

ব্যাঙ্কো। আজ্ দ্বিপ্রহরে চন্দ্র অস্ত।

ফ্লিয়ে। আমার বোধ হয়, আরও অধিক রাত্রি।

ব্যাঙ্কো। আমার তরবারি ধর, আকাশ যেন ব্যয়কুণ্ঠ হ'য়ে তারামালার আলোক নির্ব্বাণ করেছে। এটাও ধর, আমার চক্ষের পাতায় যেন সীসে ঢেলে দিয়েছে, কিন্তু আমার নিদ্রা যেতে ইচ্ছে হ'চ্ছে না; যে সকল দুশ্চিন্তা, স্বপ্নে উত্তেজিত হয়, কৃপাময়ী মহাশক্তি আমার অন্তর হ'তে দূর করুন। তরবারি দাও,—কেও?

ভৃত্যসহ ম্যাক্‌বেথের প্রবেশ

ম্যাক্। বন্ধু।

ব্যাঙ্কো। কি ম'শায়, এখনও নিদ্রা যান নি? মহারাজ শয্যায়,—অতিশয় আনন্দ করেছেন, আপনার ভৃত্যগণকে নানাপ্রকার রাজ-

প্রসাদ দিয়েছেন। এই হীরাটি আপনার স্ত্রীর। তিনি পুনঃ পুনঃ তাঁর অতিথি সৎকারের প্রশংসা করেছেন; তিনি পরম সন্তোষে মগ্ন।

ম্যাক্। রাজ-অভ্যর্থনার নিমিত্ত প্রস্তুত ছিলেম না, ইচ্ছা স্বত্বে কত শত ত্রুটি হ'য়েছে; প্রস্তুত থাক্‌লে এরূপ অপ্রতিভ হ'তে হ'ত না।

ব্যাঙ্কো। অতি সুচারুরূপ হয়েছে। দেখুন কল্য রাত্রে আমি সেই বিকটাত্রয়কে স্বপ্নে দেখেছিলেম; তা'দের ভবিষ্যৎবাণী, আপনার সম্বন্ধে কতকটা সত্য হ'য়েছে।

ম্যাক্। আমি আর তা'দের বিষয় চিন্তা করি না; কিন্তু সাবকাশ মত, যদ্যপি আপনি হানি বিবেচনা না করেন, সে বিষয় আন্দোলন ক'ল্লে ক্ষতি কি?

ব্যাঙ্কো। আপনার সাবকাশেই আমার সাবকাশ।

ম্যাক্। যদ্যপি, আপনি আমার মতাবলম্বী হন, তা হ'লে বোধ হয়, আমার দ্বারা আপনার সম্মান বৃদ্ধি হ'তে পারে।

ব্যাঙ্কো। আমার তায় ক্ষতি কি? রাজ-ভক্তি সহকারে যদি মান বৃদ্ধি হয়, আপনার উপদেশ মতে চল্‌ব'।

ম্যাক্। এখনকার কথা নয়, বিরাম লাভ করুন। [ব্যাঙ্কো ও ফ্লিয়েন্সের প্রস্থান।

ম্যাক্। (ভৃত্যের প্রতি) কর্ত্রীকে বল গে, আমার পানপাত্র প্রস্তুত হ'লে, ঘণ্টা নিনাদ করেন। তুই শুগে যা। [ভৃত্যের প্রস্থান।

এ কি, তরবারি নেহারি সম্মুখে!
মুষ্টি মম হস্ত অভিমুখে,
আয় অসি, করিরে ধারণ!
ধরিতে না পারি, তথাপি নেহারি,—
আরে আরে বিভীষিকা ছবি!
অনুভূত নহ কি পরশে,—নয়নে যেমতি!
কিম্বা তুমি অন্তরের ছুরী,
উত্তপ্ত মস্তিষ্ক মম, সৃজিয়াছে তোর
ছায়া-কায়া
এখনও নেহারি, কোষ মুক্ত করি যেই
অসি—
অবিকল তার সম প্রত্যক্ষ আকার তোর,
দেখাইয়া চলিতেছে পথ;
তোমা সম অস্ত্র মম হ'বে প্রয়োজন।
প্রতারিত নয়ন কি মম?
কিবা প্রতারিত অপর ইন্দ্রিয়গণে?
আঁখি করে সত্য নিরূপণ!
এখনও নেহারি,—
হেরি শোণিতের চিহ্ন মুষ্টিফলকে তোমার,
নাহি ছিল পূর্ব্বে যাহা;
ভ্রম দৃষ্টি, কিছু নহে আর,—
এ মম শোণিত-ব্রত,
প্রতারিত করিছে নয়নে।
স্বভাব সুষুপ্ত এবে অর্দ্ধ ধরা প'রে—
মৃতবৎ;
বিকট স্বপন কেহ দেখে থেকে থেকে,
বিকটা ডাকিনীগণে মাতিয়া শ্মশানে,
দেয় বলি ইষ্টদেবে তুষ্টি হেতু যেন,
প্রেত সম,
শুষ্ক কায় হত্যা যায় নাশিতে
নিদ্রিত জনে—
ব্যভিচারী বলাৎকারী যথা ধীরপদে,
কভু বা চমকে নিশির প্রহরী,
বৃকের বিকট রব শুনি।
দৃঢ়কায় কঠিনা মেদিনী, পদশব্দ নাহি শুন,
যেন প্রতি শিলাখণ্ড তব,
ভাষে না প্রকাশে কোথায় গমন মম!
যেন নাহি হরে,
ভয়ঙ্কর সময় উচিত নিশির নীরব ভাব!
হেথা করি ভয় প্রদর্শন,
জীবিত সে র'য়েছে এখন,
বাক্যব্যয়ে করে মাত্র উৎসাহ শিথিল।

নেপথ্যে ঘণ্টাশব্দ

গমনে আমার, কার্য্য হ'বে সমাধান,
ঘণ্টার নিনাদে মোরে করে আবাহন।
ডন্‌ক্যান,—
শুন না এ রব, মৃত্যু ঘণ্টা রব এ তোমার,
স্বর্গ তোরে ডাকে কিম্বা নরক দুস্তর।
[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

পূর্ব্ব দৃশ্যপট

লেডী ম্যাক্‌বেথের প্রবেশ

লেডী-ম্যাক্। যে মদিরা উন্মত্ত করেছে সবে—
করিয়াছে সাহস প্রদান মোরে;
জ্ঞান-জ্যোতি নির্ব্বান সবার যে প্রভাবে—

উদ্দীপিত ক'রেছে আমায়।
এ কি? না, পেচক ঘুৎকার,
ভয়ঙ্কর রজনীর ঘণ্টা-নিনাদক,
কঠিন আরাবে দেয় বিদায় সবায়।
এতক্ষণ নিয়োগ হয়েছে বুঝি কাজে;
উৎঘাটিত দ্বার, মদমত্ত ভৃত্যগণে,
নিজ কার্য্য করে উপহাস—
নাসিকার ধ্বনি করি;
পানপাত্রে করিয়াছি ঔষধ প্রদান,
যাহে প্রকৃতির সনে, মৃত্যু করে বাদ—
জীবিত কি মৃত বলি।
নেপথ্যে ম্যাক্‌বে। কেও? কি, অ্যাঁ!
লেডী-ম্যাক্‌। বুঝি সর্ব্বনাশ হয়,
কাঁপিছে হৃদয়,
জেগেছে সকলে, কার্য্য নহে সমাধান।
উদ্যম বিফল, কার্য্য নাশ, মজাইল—
মজাইল!
এ কি!
কোষমুক্ত করি রাখিয়াছি রক্ষকের অসি,
ভ্রম নাহি হ'বে দেখে নিতে।
আকারে না হ'ত যদি পিতার সমান,
আমি সাধিতাম কাজ;—

ম্যাক্‌বেথের প্রবেশ

স্বামী মম!
ম্যাক্‌বে। করিয়াছি কার্য্য সমাধান,
শুনেছ কি কিছু?
লেডী-ম্যাক্‌। মাত্র পেচকের নাদ,
আর ঝিল্লির ঝঙ্কার।
কয়েছিলে কোন কথা?
ম্যাক্‌বে। কখন?
লেডী-ম্যাক্‌। এখন।
ম্যাক্‌বে। নামিতে নামিতে?
লেডী-ম্যাক্‌। হাঁ।
ম্যাক্‌বে। শুন, দ্বিতীয় কক্ষেতে কেবা?
লেডী-ম্যাক্‌। ডনাল্‌বেন।
ম্যাক্‌বে। (হস্ত দেখিয়া) দৃশ্য অতি
দুঃখকর!
লেডী-ম্যাক্‌। পাগলের কথা,—দুঃখকর।
ম্যাক্‌বে। নিদ্রাঘোরে জনেক হাসিল;
জনেক কহিল—'হত্যা'
জাগাইল পরস্পরে;
শুনিলাম দাঁড়ায়ে সে সব—
প্রার্থনা করিয়া পুনঃ নিদ্রা গেল সবে।
লেডী-ম্যাক্‌। এক কক্ষে আছে দুই জন।
ম্যাক্‌বে। জনেক কহিল,—
'রক্ষা কর ভগবান্‌!'
'শান্তি, শান্তি' জনেক কহিল,
হত্যাকারী হস্ত যেন দেখিল আমার।
শুনিয়া সভয় উক্তি সে সবার,
নারিলাম 'শান্তি' উচ্চারিতে,
যবে দোঁহে ডাকিল কাতরে,—
'রক্ষা কর ভগবান্‌!'
লেডী-ম্যাক্‌। এন না এ ঘোর দুর্ভাবনা!
ম্যাক্‌বে। কেন নারিলাম 'শান্তি' উচ্চারিতে
ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ মম, প্রয়োজন সমধিক;
'শান্তি' উচ্চারিতে কণ্ঠরোধ হ'ল মম।
লেডী-ম্যাক্‌। এরূপে এ সব চিন্তা
নাহি দেহ স্থান,
উন্মত্ততা হ'বে তাহে।
ম্যাক্‌বে। যেন করিনু শ্রবণ,
'ঘুমাওনা আর',
'হত্যাকারী নিদ্রা করে নাশ'।
নিদ্রা অবিরোধি—
চিন্তায় বিক্ষিপ্ত মন সংযত যাহাতে,
শান্তি প্রদায়ক, দিনগত শ্রম বিনাশক,
ক্ষত মনে মহৌষধি,
প্রকৃতির দ্বিতীয় প্রবাহ,
জীবনের ক্ষয় নিদ্রা করে সংপূরণ।
লেডী-ম্যাক্‌। এ কি ভাব তব?
ম্যাক্‌বে। কহিল আবার—
'ঘুমাওনা' আর নিদ্রাগত গৃহবাসীগণে;
'গ্লামিসের অধিপতি নিদ্রা করে নাশ,
কদর না ঘুমাইবে আর'
ম্যাক্‌বেথ না ঘুমাইবে আর।'
লেডী-ম্যাক্‌। কে করিল এরূপ চীৎকার?
এ কি, বীর তুমি, নত করে হৃদয়ের বল,
হেন ক্ষিপ্ত চিন্তা করি আন্দোলন!
বারি ল'য়ে ধৌত কর
কুৎসিত এ হস্তের প্রমাণ।
কি হেতু আনিলে অস্ত্র তথা হ'তে?
অস্ত্র তথায় রহিবে;
ল'য়ে যাও,
করহ লস্করগণে রক্তাক্ত শরীর।

ম্যাক্‌বে। যাইতে নারিব,
ক'রেছি যে কাজ, ভয় হয় চিন্তায় আমার;
নাহি হেন সাধ্য, পুনঃ বিলোকন
করি তাহা।

লেডী-ম্যাক্‌। অদৃঢ়-প্রতিজ্ঞ,
অস্ত্র দাও মোরে;
মৃত বা নিদ্রিত চিত্রপটের সমান,
ভয় পায় বালকের আঁখি
চিত্রিত প্রেতের ছবি হেরি।
এখন' যদ্যপি বহে শোণিত প্রবাহ,
আরক্ত করিব তাহে উভয় লস্করে;
অপরাধ সে দোঁহার দেখে যেন সবে।
[প্রস্থান।

নেপথ্যে দ্বারে আঘাত

ম্যাক্‌বে। কোথা হ'তে দুয়ারে আঘাত?
একি, প্রতি শব্দে কি হেতু
এ আতঙ্ক আমার?
একি বিভীষিকা করদ্বয়—
চক্ষু মম করে উৎপাটন।
বরুণের অধিকারে আছে যে সাগর
ধৌত তাহে হ'বে কি এ হস্তের শোণিত?
করার্পণে রঞ্জিত করিবে সিন্ধু জল,
নীলাম্বু হইবে রক্তাকার।

লেডী ম্যাক্‌বেথের পুনঃ প্রবেশ

লেডী-ম্যাক্‌। হের, মম তোমা সম
হস্তের বরণ!
কিন্তু পাণ্ডুবর্ণ সভয় অন্তর তোমার
যেমন,—
লজ্জা হয় দিতে স্থান হৃদাগারে।

নেপথ্যে দ্বারে করাঘাত

শুনি আঘাত দক্ষিণ দ্বারে;
কক্ষে চল
কিঞ্চিৎ সলিল, দোষ মুক্ত করিবে দোঁহার;
দেখ, কত তুচ্ছ, সহজ কেমন;
দৃঢ়তা তোমারে করিয়াছে পরিত্যাগ।

নেপথ্যে দ্বারে করাঘাত

শুন পুনঃ পুনঃ দুয়ারে আঘাত।
চল, রাত্রিবাস বস্ত্র করিগে গ্রহণ;
কি জানি যদ্যপি হয় প্রয়োজন,
কেহ নাহি বোঝে আছি জাগ্রত উভয়ে।
অযোগ্য চিন্তায় মগ্ন হ'ওনা এমন।

ম্যাক্‌বে। হোক মম আত্ম-স্মৃতি লোপ,
কার্য্য-স্মৃতি লোপ হোক তাহে।

নেপথ্যে দ্বারে করাঘাত

উঠ হে ডন্‌ক্যান্‌! শুন, ডাকিছে তোমায়,
হায়, যদি জাগিবার থাকিত উপায়।
[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

পূর্ব্ব দৃশ্যপট

দ্বারপালের প্রবেশ

দ্বার। (নেপথ্যে দ্বারে আঘাত) সত্যই তো দোরে ঠক্‌ঠকাচ্ছে, যদি কোন মিঞাকে নরকের দোরে দরওয়ান হ'তে হয়, তবে দেদার চাবি ঘোরায়। (নেপথ্যে দ্বারে আঘাত) ঠক্‌ ঠক্‌ ঠক্‌—কেও? বল বাবা ছোট সয়তানের দোহাই! এ যে চাষা ভায়া, ফসলের দর কমে গেল, গলায় দড়ি দে ঝুল্লে। এস, সকাল সকাল চ'লে এস; রুমাল সঙ্গে এনো, এখানে ঘাম্‌তে হবে। (নেপথ্যে দ্বারে আঘাত) ঠক্‌ ঠক্‌ ঠক্‌, বুড় শয়তানের নামে কেও? ওঃ! এ যে সেই বব্বুলে; বাবা, দু দিক্‌ গিয়েছ, খোদার নাম নিয়ে বদিয়াতি! ভেবেছিলে স্বর্গে যাবে, তা হ'ল না; এস বব্বুলে চাঁদ! (নেপথ্যে দ্বারে আঘাত) ঠক্‌ ঠক্‌ ঠক্‌—কেও? এ যে দর্জ্জি ভায়া! কি বাবা, জাঙ্গিয়ার ছাঁট্‌ চুরি ক'রে-ছিলে? খুব সাফাই হাত বাবা! এস এখানে ইস্তিরি তাতাবে এস! (নেপথ্যে দ্বারে আঘাত) ঠক্‌ ঠক্‌ কচ্ছেই! থামে না। কেও? এ বড় ঠাণ্ডা নরক যে বাবা, এখানে আর দরওয়ানী চলে না, ভেবেছিলেম—সকল রকম পেশার লোক কিছু কিছু ছেড়ে দেব; যারা বেশ ফুলের উপর দে চ'লে যাচ্ছেন, আখেরী নরকের আগুনে গা তাতাবেন। যাই যাই, ভুলবেন না মশাই! (দ্বারমুক্ত করণ)

ম্যাক্‌ডফ ও লেনক্‌সের প্রবেশ

ম্যাক্‌ড। কাল্‌ কি রাত্তির ঢের হ'য়েছিল শুতে? এখনও ঘুম ভাঙ্গে নি?

দ্বার। দু'বার মোরগ ডেকে গেল, তখনও আমোদ কচ্ছি।

ম্যাক্‌ড। এত ঘুম মদেরই দেখ্‌ছি।

দ্বারপা। হাঁ ম'শায়, গলায় গলায় হ'য়েছিল; আমায় যেমন কাত্ ক'রে ফেলেছিল, আমিও তেম্‌নি জব্দ ক'রে ছেড়েছি। আমার ত মজবুতী কম নয়, এক একবার ঠ্যাং ধ'রে টানাটানি করে তুলেছিল, আমিও তেম্‌নি উগ্‌রে ঝেড়ে দিয়েছি।

ম্যাক্‌ড। তোমার প্রভু উঠেছেন কি? এই যে, ডাকাডাকিতে উঠেছেন, এই দিকেই আস্‌ছেন।

ম্যাক্‌বেথের প্রবেশ

লেনক্। মহাশয়, সুপ্রভাত!

ম্যাক্‌বে। সুপ্রভাত, সুপ্রভাত!

ম্যাক্‌ড। মহারাজের নিদ্রা ভঙ্গ হ'য়েছে?

ম্যাক্‌বে। এখনও উঠেন নি।

ম্যাক্‌ড। আমার প্রতি খুব প্রত্যুষেই ডাক্‌বার আজ্ঞা ছিল, একটু যা দেরি হ'য়ে প'ড়েছে।

ম্যাক্‌বে। আমি আপনাকে নিয়ে যাই চলুন।

ম্যাক্‌ড। ম'শায় কষ্ট কর্‌বেন, এ কষ্টে আপনার আনন্দ আমি জানি।

ম্যাক্‌বে। যে কার্য্যে আমাদের অনুরাগ, সেই কার্য্যই আমাদের শান্তিপ্রদায়ক। এই দোর।

ম্যাক্‌ড। যখন আমার প্রতি ভার দিয়েছেন, সাহস ক'রে প্রবেশ করি। [প্রস্থান।

লেনক্। মহারাজ বুঝি অদ্যই প্রস্থান ক'র্‌বেন?

ম্যাক্‌বে। হাঁ, এইরূপ তো তাঁর আজ্ঞা।

লেনক্। কাল বড় অশান্ত রাত্রি। আমাদের শয়নাগারের ধূমপথ সকল খ'সে পড়েছে, হাওয়ায় যেন রোদনধ্বনি, অদ্ভুত মুমূর্ষের আর্ত্তনাদ! শুনেছি না কি এরূপ অপ্রাকৃতিক শব্দ ঘোরতর সমাজ-বিপ্লবের পূর্ব্বলক্ষণ; সময়ে দুর্দ্দিন পরিপুষ্ট হবে! তিমির-সহচর পেচক সমস্ত রাত্রিই ঘূৎকার ধ্বনি ক'রেছে। শুনুলুম, পৃথিবী যেন জ্বরাক্রান্ত হ'য়ে কম্পিত হ'য়েছিল।

ম্যাক্‌বে। অতি দুর্নিশা!

লেনক্। আমার স্মৃতিতে তো এর তুলনা নাই।

ম্যাক্‌ডফের পুনঃ প্রবেশ

ম্যাক্‌ড। বিভীষিকা! বিভীষিকা! বিভীষিকা! অন্তঃকরণে নয়,—জিহ্বায় নয়! ধারণা হয় না,—ব্যক্ত করা যায় না!

ম্যাক্‌বে। } কি, কি হ'য়েচে?
লেনক্। }

ম্যাক্‌ড। সর্ব্বনাশের চরম কার্য্য সম্পন্ন হ'য়েছে! অপবিত্র হত্যা, প্রভুর অভিষিক্ত মন্দির ভগ্ন ক'রে প্রবেশ ক'রেছে,—জীবনরত্ন অপহরণ ক'রেছে!

ম্যাক্‌বে। কি ব'ল্‌ছেন?—জীবন?

লেনক্। মহারাজের?

ম্যাক্‌ড। কক্ষে প্রবেশ করুন, প্রস্তরকারিণী ভয়ঙ্করী নবরাক্ষসী দর্শনে চক্ষের দৃষ্টি বিনাশ করুন। আমায় কিছু জিজ্ঞাসা ক'র্‌বেন না, দেখে এসে আপনার যা ব'ল্‌বার হয় বলুন।

[লেনক্‌স ও ম্যাক্‌বেথের প্রস্থান।

ওঠ, জাগ, ঘোর রবে ঘণ্টা নিনাদ কর। হত্যা, রাজদ্রোহ! ব্যাঙ্কো, ডনাল্‌বেন, ম্যাকম, জাগ! মৃত্যুর প্রতিরূপ এ অঘোর নিদ্রা পরিত্যাগ কর; মৃত্যু দেখ্‌বে এস। ওঠ ওঠ, প্রলয়ের ছবি দেখ এসে! ম্যাক্‌ম্, ব্যাঙ্কো, যদি সমাধিস্থ হ'য়ে থাক, প্রেতের ন্যায় এসে এ ভয়ঙ্কর দৃশ্য দর্শন কর, ঘণ্টা নিনাদ কর।

ঘণ্টানিনাদন

লেডী ম্যাক্‌বেথের প্রবেশ

লেডী-ম্যাক্। কি কার্য্যে এ ভয়ঙ্কর নিনাদে, নিদ্রিত ব্যক্তিদিগকে একত্রিত করা হ'চ্ছে?

ম্যাক্‌ড। আঃ সুশীলা! আমার সংবাদ আপনার শোন্‌বার উপযুক্ত নয়, স্ত্রীলোকের কর্ণে এ সংবাদ প্রবেশ ক'ল্লেই সংহার ক'র্‌বে।

ব্যাঙ্কোর প্রবেশ

হায় ব্যাঙ্কো! আমাদের প্রভুকে হত্যা করেছে।

লেডী-ম্যাক্। ওঃ কি দুঃখ! আমাদের বাড়ীতে?

ব্যাঙ্কো। স্থান অস্থান কি, অতি নিদারুণ! বন্ধুত্তম, তোমার সংবাদ পরিবর্ত্তন কর, বল 'না'।

লেনক্স ও ম্যাক্‌বেথের পুনঃ প্রবেশ

ম্যাক্‌বে। যদি এক ঘণ্টা পূর্ব্বে আমার মৃত্যু হ'ত, জীবন সুখকর বিবেচনা কর্ত্তেম। এখন হ'তে ভঙ্গুর জীবন সারহীন, সকলই ক্রীড়ার বস্তু, যশ মান মৃত, সুরারূপ জীবনের সুসার নির্গত হ'য়েছে; যা অসার, ভাণ্ডারে তাই আছে।

ম্যাক্‌ম ও ডনাল্‌বেনের প্রবেশ

ডনাল্‌। কি অমঙ্গল উপস্থিত?
ম্যাক্‌বে। নাহি জান' হায়!
বিদ্যমান তোমা দোঁহে,
কিন্তু জীবন-আকর উৎস—
অন্তরের শোণিত নির্ঝর রুদ্ধ এবে,
রুদ্ধ সেই মূল প্রস্রবণ।

ম্যাক্‌ড। তোমাদের মুকুটধারী পিতা হত।

ম্যাক্‌ম। অ্যাঁ! কে ক'র্‌লে?

লেনক্‌। বোধ হ'লো, তাঁর কক্ষস্থিত ভৃত্যেরা; তাদের হস্ত, দেহ শোণিতাক্ত দেখ্‌লুম্‌; শোণিতাক্ত অস্ত্র সকল তাদের শিরঃস্থানে পাওয়া গেল: তারা হতবুদ্ধি হ'য়ে ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ ক'রে চেয়ে রইল। এইরূপ দুর্ম্মতি ব্যক্তির হস্তে জীবন অর্পণ অতি অবিবেচনার কার্য্য।

ম্যাক্‌বে। কিন্তু এখন আমার অনুতাপ হ'চ্ছে, কেন তাদের বধ কল্লুম!

ম্যাক্‌ড। কেন ক'ল্লেন?

ম্যাক্‌বে। স্থির বুদ্ধি, অভিভূত, ধীর, রোষান্বিত,
রাজভক্ত অথচ উদাস এককালে—
হ'তে পারে কেবা? নাহি হেন জন।
প্রভুভক্তি অবশ করিল ক্রোধে,
অধীরতা টলাইল স্থির মতি মম।
ডন্‌ক্যান শায়িত, রুধিরাক্ত শ্বেতকায়—
সুবর্ণের কারুকার্য্য রজতে যেমতি,
অঙ্গে ক্ষত—ভগ্নদ্বার প্রকৃতির
সর্ব্বহন্তা ধ্বংসের বিমুক্ত পথ।
উপস্থিত ঘাতক তথায়,
লোহিত বরণ দুর্নীতি বৃত্তির ভূষা;
অস্ত্র অঙ্গে রক্তছড়া বিভীষিকা!
কেবা রহে স্থির, অন্তরে যে রাজভক্তি ধরে?
আছে যার সাহস সে হৃদে—
সেই ভক্তি করিতে প্রকাশ!

লেডী-ম্যাক্‌। আমায় ধর, এখান থেকে নিয়ে যাও!

ম্যাকড্‌। কর্ত্রীকে কেউ দেখ।

ম্যাক্‌ম। (জনান্তিকে) আমরা কি নিমিত্ত নীরব র'য়েছি? এত' আমাদেরই সর্ব্বনাশ!

ডনাল্‌। (জনান্তিকে) এখানে কি কথা ক'বে? কোথায় কোন্‌ বিবরে কোন্‌ ফণী লুক্কায়িত আছে, ধাবমান হ'য়ে আমাদের আক্রমণ ক'রবে। চল, পলায়ন করি: অন্যের অশ্রু যেমন সহজে নির্য্যাসিত হ'য়েছে, আমাদের তো সেরূপ নয়।

ম্যাকম। (জনান্তিকে) সত্য, এ বিষম অন্তর্দাহ দেখাবার নয়।

ব্যাঙ্কো। কর্ত্রীকে স্থানান্তরিত কর।

[লেডী-ম্যাক্‌বেথকে লইয়া প্রস্থান।

চলুন, আর অর্দ্ধাবরিত অঙ্গে হিমে অবস্থান ক'রে কি হবে? আমরা একত্রিত হ'য়ে হত্যা বিষয়ের অনুসন্ধান ক'রব। নানা প্রকার আশংকা ও সন্দেহ আমাদের বিচঞ্চল করেছে, আমার ঈশ্বরের উপর নির্ভর। এ দুর্নীতি, রাজদ্রোহীর জিঘাংসার কারণ জান্‌তে পাল্লে, আমি প্রতিশোধ প্রদানে যত্নবান হ'ব।

ম্যাক্‌ড। আমারও ঐ পণ।

সকলে। সকলেরই এই কর্ত্তব্য।

ম্যাক্‌বে। চলুন, ত্বরান্বিত হ'য়ে প্রস্তুত হওয়া যাক্‌, মন্ত্রণা-গৃহে একত্রিত হ'ব।

সকলে। সেই উত্তম।

[ম্যাকম ও ডনাল্‌বেন ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

ম্যাকম। কিবা অভিপ্রায় তব?
মন্ত্রণায় নাহি কার্য্য আর;
প্রতারক—সুনিপুণ শোক প্রকাশিতে।
ইংলণ্ডে যাইব আমি।

ডনাল্‌। আয়র্লণ্ডে করিব গমন,
ভিন্ন স্থানে ভ্রমি নিজ ভাগ্যের পশ্চাৎ,

সম্ভবত রব তাহে নিরাপদে।
র'য়েছি যথায়, নাহিক প্রত্যয় কা'রে,
হাসিমুখে রেখেছে লুকায়ে ছুরী,
শোণিত সম্বন্ধে যেবা আত্মীয় অধিক,
অন্তরে রুধির-লিপ্সা তত বলবান।
ম্যাকম। ছুটিয়াছে ঘাতকের তীর,
হয় নাই এখনও পতন,
লক্ষ্য মুখ পরিহার—নিরাপদ পথ
দোঁহাকার।
চল যাই অশ্বপৃষ্ঠে করি আরোহণ;
শিষ্টাচার, বিদায় গ্রহণ নাহি প্রয়োজন।
চল দ্রুত হই বহির্গত, দয়া মায়া নাহিক
যথায়,
গুপ্তভাবে পলায়ন সুবিধি তথায়।
[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

ম্যাক্‌বেথের দুর্গের বহির্দ্দেশ

রস্‌ ও জনৈক বৃদ্ধের প্রবেশ

বৃদ্ধ। তিনকুড়ি দশ বৎসরের কথা আমার স্মরণ হয়, অনেক দুর্দ্দিন, নানাবিধ দুর্ঘটনা দর্শন করেছি, কিন্তু এ ভয়ঙ্কর রাত্রির তুলনায় সকলই তুচ্ছ।

রস্‌। আর্য্য, দেখুন, স্বর্গ যেন মানবের কার্য্যে কুপিত হ'য়ে রুধিরাক্ত রঙ্গভূমির প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন ক'র্‌চে। সময় নিরূপণে এক্ষণে দিনমান, কিন্তু রজনী আলোকময় একচক্র-রথকে আবরণ করেছে, নিশা প্রাধান্য পেয়েছে বা দিনমণি প্রকাশ হ'তে লজ্জিত হ'চ্ছেন, সেই নিমিত্তই বুঝি মেদিনী অন্ধকারাচ্ছন্ন, উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্মালায় এখনও চুম্বিত হচ্ছে না।

বৃদ্ধ। যে অস্বাভাবিক হত্যাকাণ্ড ঘট্‌ল, সেই মত এই ব্যাপারও অস্বাভাবিক। গত মঙ্গলবারে একটি বাজপক্ষী অতি দূর আকাশে ভ্রমণ কচ্ছিল, সহসা একটি পেচক তার প্রতি ধাবমান হয়ে সংহার ক'ল্লে।

রস্‌। বেগবান সুন্দর রাজ-অশ্ব সকল অশ্বজাতির শ্রেষ্ঠ, অকস্মাৎ উন্মত্ত হ'য়ে, মন্দুরা ভগ্ন ক'রে পলায়ন কর্‌লে, কোনরূপ বাধা মান্‌লে না; যেন তারা মনুষ্যের সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হ'ল। অতি আশ্চর্য্য, এ সত্য কথা।

বৃদ্ধ। শুন্‌লেম নাকি তারা পরস্পর পরস্পরকে ক্ষতবিক্ষত ক'রে মাংস ভক্ষণ ক'র্‌লে।

রস্‌। আমি বিস্মিত নেত্রে দেখ্‌লেম্‌, তাই বটে! ম্যাকডফ্‌ মহাশয় আস্‌ছেন।

ম্যাক্‌ডফের প্রবেশ

মহাশয়, সংবাদ কি?

ম্যাক্‌ড। সকলই তো অবগত আছ।

রস্‌। মহাশয়, অবগত হ'লেন, এ দুর্নীত কাজ কে ক'র্‌লে?

ম্যাক্‌ড। যাদের ম্যাক্‌বেথ বধ ক'রেছে।

রস্‌। আহা কি দুর্দ্দৈব! এ কার্য্যে তাদের ফল কি?

ম্যাক্‌ড। তারাই নিয়োজিত হ'য়েছিল; ম্যাক্‌ম, ডনাল্‌বেন গুপ্তভাবে পলায়ন ক'রেছে, সকলে তাদেরই সন্দেহ ক'র্‌ছে।

রস্‌। অস্বাভাবিক কার্য্য! এ রাজ্যলোভে ফল? আপনার উন্নতির পন্থা রোধ ক'র্‌লে। বোধ হয়, এখন রাজ্যভার ম্যাক্‌বেথের উপর অর্পিত হবে।

ম্যাক্‌ড। হাঁ, সকলে তাঁরে রাজা নির্দ্ধারিত ক'রেছে; তিনি অভিষিক্ত হ'তে গিয়েছেন।

রস্‌। রাজসৎকার কি হ'য়েছে?

ম্যাক্‌ড। হাঁ, তাঁর পূর্ব্ব-পুরুষদের সমাধিস্থলে, তাঁর দেহ ল'য়ে যাওয়া হ'য়েছে।

রস্‌। মহাশয়, অভিষেক দেখ্‌তে যাবেন না?

ম্যাক্‌ড। না ভাই, আমি গৃহে চল্লুম।

রস্‌। আমি অভিষেক দেখ্‌তে যাই।

ম্যাক্‌ড। সব যেন সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, বিদায় হই। ভয় হ'চ্ছে, পুরাতন পরিচ্ছদ যেমন অঙ্গ-সুখকর, নূতন কতদূর কি হ'বে!

রস্‌। আর্য্য, নমস্কার করি।

বৃদ্ধ। ঈশ্বর-কৃপা যেন তোমার সাথী হয়। অমঙ্গল হ'তে মঙ্গল উদ্ভাবনা করা ও শত্রুকে বন্ধু করা যাদের স্বভাব, তাদের যেন করুণাময় মঙ্গল করেন।

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রাজভবনের কক্ষ

ব্যাঙ্কোর প্রবেশ

ব্যাঙ্কো। সকলি পেয়েছ এবে,
রাজ্য আদি সমুদয়,—
যেই মত কহিল বিকটাত্রয়।
ভাবি মনে সে কারণে খেলেছ বিষম খেলা!
কিন্তু সেই ডাকিনী বচনে,
তব বংশে সিংহাসন নহে স্থায়ী।
আমি মূল, ক্ষিতিধর-শ্রেণীর জনক,
তব ভাগ্যে সত্য যদি ভবিষ্যত-বাণী—
উজ্জ্বল প্রভায়, হ'বে নাকি তাহে মম
প্রারব্ধ নির্ণয়,
আশে উত্তেজিত নাহি হ'ব কি কারণ?
কিন্তু স্থির হও অন্তর আমার,
আন্দোলন অধিক নাহিক প্রয়োজন।

রাজবেশে ম্যাক্‌বেথ, রাণীবেশে লেডী-ম্যাক্‌বেথ, লেন্‌ক্স, রস্, লর্ডগণ, লেডীগণ ও অনুচরগণের প্রবেশ

ম্যাক্‌বে। এই যে আমাদের প্রধান আহূত ব্যক্তি!

লেডী-ম্যাক্। এ'কে ভুল হ'লে, আমাদের আয়োজন সকলই বিফল।

ম্যাক্‌বে। অদ্য রাত্রে শুভ কার্য্য উপলক্ষে ভোজ হবে, আমাদিগের আকিঞ্চন, মহাশয় উপস্থিত থাক্‌বেন।

ব্যাঙ্কো। কেবল মাত্র মহারাজ আজ্ঞা করুন, কর্ত্তব্যডোরে, রাজ-আজ্ঞায় আমি চির আবদ্ধ।

ম্যাক্‌বে। অদ্য অপরাহ্ণে, আপনি স্থানান্তরে গমন ক'র্‌বেন?

ব্যাঙ্কো। হাঁ মহারাজ!

ম্যাক্‌বে। অদ্য সভাস্থলে রাজকার্য্যে, মহাশয়ের সুবিজ্ঞ ও হিতকর পরামর্শ গ্রহণ ক'র্‌তেম। থাক্, কল্যই হ'বে। বহুদূর কি গমন ক'র্‌বেন?

ব্যাঙ্কো। প্রত্যাগমন ক'র্‌তে প্রায় ভোজনের সময় হবে; আমার অশ্ব যদি কিঞ্চিৎ মন্থরগতি হয়, দু'চার দণ্ড বিলম্ব হ'তে পারে।

ম্যাক্‌বে। উপস্থিত হবেনই, আমায় বঞ্চিত ক'র্‌বেন না।

ব্যাঙ্কো। মহারাজ, কদাচ নয়।

ম্যাক্‌বে। পিতৃহন্তা রাজপুত্রদ্বয়, ইংলণ্ড ও আয়র্লণ্ডে অবস্থান ক'চ্ছেন, আপনাদিগের হত্যাকাণ্ড গোপনপূর্ব্বক নানাবিধ গল্প রচনায়, শ্রোতাদিগের কর্ণ পরিপূর্ণ কর্‌ছেন: কল্য সে সকল কথা হ'বে। আর আর বহুবিধ রাজকার্য্য আমরা উভয়ে একত্রিত হ'য়ে কল্যই সমাধান ক'র্‌ব। আপনি অশ্বারোহণ করুন গে। আপনি ফিরে আসা পর্য্যন্ত বিদায়। আপনার পুত্র কি আপনার সাথী?

ব্যাঙ্কো। হাঁ মহারাজ! আমাদের বিদায়ের সময় উপস্থিত।

ম্যাক্‌বে। আপনার অশ্ব দৃঢ়-পদ ও দ্রুতগামী হ'ক, এই আমাদের ইচ্ছা; এক্ষণে বিদায়। [ব্যাঙ্কো ও ফ্লিয়েন্সের প্রস্থান।
রাত্রি সাত ঘটিকা অবধি আপনারা, যথা ইচ্ছা কার্য্যে নিযুক্ত হ'ন; আমরা উৎসবকালীন আনন্দবর্দ্ধনের নিমিত্ত এইক্ষণে নিঃসঙ্গ হ'ব। আপনারা আসুন, ঈশ্বর মঙ্গল করুন।

[ম্যাক্‌বেথ ও জনৈক ভৃত্য ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

(ভৃত্যের প্রতি) যাদের আমরা আজ্ঞা ক'রেছিলেম, তারা উপস্থিত আছে?

ভৃত্য। হাঁ মহারাজ, দ্বারে উপস্থিত আছে।

ম্যাক্‌বে। তাদের নিয়ে আয়।

[ভৃত্যের প্রস্থান।

নিরাপদে সিংহাসনে না হ'লে স্থাপন,
বিড়ম্বনা মাত্র শিরে মুকুট ধারণ;
অন্তঃস্থল সভয় ব্যাঙ্কোর ডরে,
ভূপাল সদৃশ উচ্চ প্রকৃতি তাহার,
বিরাজিত তাহে হেন ভাব—
যাহে হয় শঙ্কার উদয়;
অভীত অন্তর বীর মহাকার্য্যক্ষম,
সম্মিলিত বিজ্ঞতা সে সাহসের সনে—
প্রভাবে যাহার, কৃতকার্য্য হয় নিরাপদে।
জীবিত নাহিক হেন জন,
যার জীবনে সভীত মম চিত;
ভাগ্য মম, মলিন সম্মুখে তার—

অ্যাণ্টনির ভাগ্য যথা সিজার সম্মুখে।
যবে রাজা বলি, সম্বোধন করিল আমায়
ভীষণা ডাকিনীগণে,
নিবারিল সেই, ভাগ্য তার বর্ণিতে কহিল;
ভবিষ্যত-বাণী অমনি ফুটিল
ডাকিনীত্রয়ের মুখে,—
জয় জয় রবে সম্বোধন, রাজবংশ-আকর
বলিয়ে।
নিষ্ফল মুকুট পরাইল মম শিরে;
বীজহীন রাজদণ্ড দিল করে,
যেই দণ্ড কাড়ি ল'বে, শোণিত-সম্বন্ধহীন
পরে,
তনয় আমার নহে তার অধিকারী।
প্রদানিতে সিংহাসন ব্যাঙ্কোর তনয়ে,
করেছি কি কলুষিত মন?
সদাশয় ডন্‌ক্যানে করিনু হত,—
শান্তিপাত্রে গরল ঢালিনু ব্যাঙ্কো-
বংশধর হেতু?
নর-অরি পাতকের করে,
অর্পিলাম নিত্য আত্মা মম,
তা সবারে করিবারে রাজা?
রাজা—ব্যাঙ্কোর নন্দন!
প্রতিকূল ভাগ্য সনে করিব সংগ্রাম,
মৃত্যু পণ মম তাহে।
কে ও?

দুই জন হত্যাকারীকে লইয়া ভৃত্যের পুনঃ প্রবেশ

যাও, রক্ষা কর দ্বার,
যদবধি না ডাকি তোমায়।
[ভৃত্যের প্রস্থান।

গত কল্য না আমরা পরস্পর কথাবার্ত্তা কয়েছিলেম?

১ হত্যা। হাঁ মহারাজ, সেইরূপই রাজ-কৃপা হ'য়েছিল।

ম্যাক্‌বে। আমার বাক্যের মর্ম্ম তোমরা বুঝেছ কি? স্থির জেনো, সে সময়ে ব্যাঙ্কোই তোমাদের অবনতির কারণ। তোমরা ভেবেছিলে—আমি; তা নয়, আমি নির্দ্দোষী। এ সব কথা তোমাদের নিকট সম্পূর্ণ প্রতীয়মান করেছি। আমি তন্ন তন্ন প্রমাণ করেছি, কিরূপ তোমাদের আশা দিয়ে প্রতারিত করেছে, কিরূপ তোমাদের বিরুদ্ধে কার্য্য করেছে, কি রূপ কা'দের দ্বারায় কে তোমাদের পীড়ন করেছে, এবং অন্য সমস্ত বিষয় বিবৃত করেছি;—যা'র দ্বারা অপ্রস্ফুটিত-আত্মা, অতি হীনবুদ্ধি ব্যক্তিরও প্রতীতি হবে, সমস্ত ব্যাঙ্কোরই কার্য্য।

১ হত্যা। আপনি সমুদয়ই জানাইয়াছেন।

ম্যাক্‌বে। হাঁ আমি সমস্তই বলেছি, আরও অধিক ব'লেছি; সেই সম্বন্ধেই আমাদের এই দ্বিতীয় পরামর্শ। তোমাদের প্রকৃতিতে কি ধৈর্য্যশক্তি এতই প্রবল যে, এই সকল দুর্ব্যবহার উপেক্ষা কর্‌তে পার? যে তোমাদের এই চরম সীমায় এনেছে, যে তোমাদের সন্তান-সন্ততিকে ভিক্ষুক করেছে, তা'র মঙ্গল, তা'র সন্তানের মঙ্গল কামনা ক'রে প্রার্থনা কর্ত্তে পার, এতদূর কি তোমাদের নীতিজ্ঞান?

১ হত্যা। মহারাজ, আমাদের রক্তমাংসের শরীর, আমরা মানুষ!

ম্যাক্‌বে। হাঁ, মনুষ্যের তালিকায় তোমাদের নাম বটে; যেমন নানাজাতি কুক্কুর; যথা—তীব্রঘ্রাণ, তীব্রগতি, ক্ষুদ্র খেঁকি, লোমশ জল-কুক্কুর, ব্যাঘ্রাকার প্রভৃতি কুক্কুরকে, কুক্কুর বলিয়া থাকে; কুক্কুরেরাও যেরূপ গুণের দ্বারা খ্যাত, যথা—বেগগামী, ঘ্রাণানুসারী, তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি, গৃহরক্ষক, শিকারী; মনুষ্যেরাও সেই-রূপ। যদি তোমরা মনুষ্যের তালিকায় নিম্ন-শ্রেণীস্থ না হও, আমি তোমাদের কোন কার্য্য-ভার অর্পণ ক'র্‌ব,—যাতে তোমরা শত্রুহীন হ'বে, প্রীতিডোরে আমাদের অন্তরে তোমরা আবদ্ধ হ'বে। সে জীবিত থাকায় আমাদের জীবন সন্তপ্ত, সে সন্তাপ তার মৃত্যুতে দূর হ'বে।

২-হত্যা। মহারাজ, আমায় দেখ্‌ছেন, সংসারে বার বার আঘাত খেয়ে এতদূর সন্তাপিত হ'য়েছি যে, সংসারকে প্রতিশোধ দিতে কোন কার্য্যে আমার বাধা নাই।

১-হত্যা। আমায়ও দেখ্‌ছেন, বিপদের সহিত বার বার যুদ্ধে এত কঠিন হ'য়েছি, দুর্ঘটনায় এত ক্লান্ত যে, প্রাণ নিয়ে সুরতি খেল্‌তে আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত। হয়, জীবন ফিরুক—নয় যা'ক্‌।

ম্যাক্‌বে। উভয়েই বুঝ্‌তে পেরেছ, ব্যাঙ্কো তোমাদের শত্রু।

উভয়ে। হাঁ, প্রভু।

ম্যাক্‌বে। আমাদেরও শত্রু। এরূপ ভয়ঙ্কর শত্রুতা যে, সে জীবিত থাকায়, প্রতি মুহূর্ত্তে মর্ম্মাহত হব আশঙ্কা করি। যদিচ আমরা প্রকাশ্যে সে চক্ষের কণ্টক মোচনে সম্পূর্ণ সক্ষম এবং আমাদের আজ্ঞামত, লোকে কার্য্য সঙ্গত বিবেচনা কর্‌বে; কিন্তু আমরা সেরূপ ক'র্‌ব না। কারণ, আমাদের সাধারণ বন্ধু কতক-গুলি আছেন, তাঁদের আমরা উপেক্ষা ক'র্ত্তে পাচ্ছিনে। আমাদের দ্বারা এ কার্য্য সমাধা হ'লে, তাঁরা তার পতনে শোকার্ত্ত হবেন। তোমাদের সহিত আলাপ ক'রে, এই জন্যই সাহায্য চাচ্ছি। এ কার্য্য সাধারণ চক্ষু হ'তে আবরিত কর্‌বার, নানাবিধ গুরুতর কারণ আছে।

২-হত্যা। প্রভু, আমরা আপনার আজ্ঞা সমাধান ক'র্‌ব।

১-হত্যা। যদিচ আমাদের জীবন,—

ম্যাক্‌বে। তোমাদের হৃদয় ভাব তোমাদের চক্ষের জ্যোতিতে প্রকাশ পাচ্ছে। আমরা, তোমাদের এক ঘণ্টা মধ্যে ব'লে দেব, কোন্‌ খানে তোমরা লুকিয়ে থাক্‌বে, ঠিক সময়ও নির্দ্ধারিত ক'রে দেব, ঠিক মুহূর্ত্ত,—অদ্য রাত্রেই কার্য্য নিষ্পন্ন ক'র্ত্তে হ'বে; রাজবাটী হ'তে কিঞ্চিৎ দূরে। সাবধান, যেন আমাদের উপর কোন সন্দেহ না আরোপিত হয়। তার পুত্র ফ্লিয়েন্‌স তার সাথী; সেই অন্ধকারে যেন পিতা-পুত্রে মৃত্যু আলিঙ্গন করে। তার অন্তর্দ্ধান হওয়া কোনও অংশে অপ্রয়োজনীয় নয়। দেখ', দক্ষতার সহিত সমস্ত কণ্টক আমাদের নির্ম্মূল ক'র, যেন কোন রূপ আর বাধা না থাকে। বিরলে তোমরা কৃতসঙ্কল্প হও, আমি পশ্চাৎ আস্‌ছি।

উভয়ে। আমরা দৃঢ়সঙ্কল্প।

ম্যাক্‌বে। আমি তোমাদের নিকট শীঘ্রই আস্‌ব, গৃহান্তরে অবস্থান কর।

আন্দোলন সমাপ্ত এখন।

[হত্যাকারীদ্বয়ের প্রস্থান।

শুন ব্যাঙ্কো! তব আত্মা আজ নিশাকালে
স্বর্গপ্রাপ্ত হ'বে, যদি স্বর্গ থাকে ভালে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজভবনের অপর কক্ষ

লেডী-ম্যাক্‌বেথ ও জনৈক অনুচরের প্রবেশ

লেডী-ম্যাক্‌। ব্যাঙ্কো কি প্রস্থান ক'রে-ছেন?

অনুচর। হাঁ দেবি, কিন্তু অদ্য রাত্রেই প্রত্যাগমন ক'র্‌বেন।

লেডী-ম্যাক্‌। মহারাজকে বলগে, আমি তাঁর সাবকাশ মত তাঁর সহিত দুই চারটি কথা কইব।

অনুচর। যথা আজ্ঞা দেবি।

[প্রস্থান।

লেডী-ম্যাক্‌। শান্তিহীন বাসনা পূরণে কিবা ফল?
লাভ মাত্র নাই, ক্ষতি সম্পূর্ণ কেবল।
যে সুখের হেতু চিত সদা সশঙ্কিত,
বিষম আনন্দ যাহা হত্যায় অর্জ্জিত,
এ ভোগ হইতে শ্রেয়ঃ মরণ নিশ্চিত,
হত জন নিরুদ্বেগ সঙ্কোচ রহিত।

ম্যাক্‌বেথের প্রবেশ

বিকট কল্পনা-ছবি সনে, কেন নাথ,
বঞ্চহ বিজনে?
সযতনে কি হেতু দুশ্চিন্তা পাল'?
মৃত ব্যক্তি ল'য়ে আন্দোলন, কর্ত্তব্য
করিতে নয়:
যে বিষয় বিহীন উপায়, আলোচনা
উচিত বর্জ্জন,
হ'য়ে গেছে, গিয়াছে ফুরায়ে।

ম্যাক্‌বে। অস্ত্রাঘাত করিয়াছি ভুজঙ্গের কায়,
হয় নাই নিধন সাধন, ক্ষত পুনঃ হইবে
পূরণ:
সবল হইবে অহি, ঘাঁটা'য়েছি তায়,
রহি আশঙ্কায়, বিষদন্ত বসাইবে ক'বে।
হয় হোক এ বিশাল বিশ্ব গ্রন্থিহীন,
ভূলোক দ্যুলোক যদি যায় রসাতলে,
শয়নে ভোজনে সশঙ্কিত প্রাণে,
রব না—রব না পুনঃ।
দুঃস্বপনে, প্রতি নিশাযোগে,
কম্পিত হ'ব না আর;
বরঞ্চ এ দেহ বিসর্জ্জনে, র'ব মৃত সনে,

সুখ আশে করি যার নিধন সাধন,—
চিরশান্তি ক'রেছি বর্জ্জন।
নিদারুণ অন্তর পীড়ন,
নিয়ত এ ঘোর অধীরতা,
শ্রেয়ঃ মৃত্যু ইহা হ'তে।
ভূতপূর্ব্ব রাজা এবে মহা নিদ্রাগত,
নশ্বর জীবন তাপ সহি কয় দিন,
সুনিদ্রা-মগনে এবে;
নাহি আর বিদ্রোহের ডর,
অতিক্রম করিয়াছে সীমা তার।
অস্ত্র বা গরল কিম্বা গৃহভেদ,
বিপক্ষ বিগ্রহ কিবা,
স্পর্শিতে না পারে তারে আর।

লেডী-ম্যাক্। এস এস,
কঠোর এ মুখকান্তি কর পরিহার;
অদ্য নিশাযোগে আহূত সমাজে,
বিকাশ' হে উজ্জ্বল আনন্দ-ছবি।

ম্যাক্‌বে। হ'বে কার্য্য তব কথা মত প্রিয়ে,
মম সম তুমি হও আমোদিনী।
ভুল না, ভুল না,
মহা সমাদরে ব্যাঙ্কোরে করিতে পরিতোষ;
ভাষে, নয়নের ভাবে প্রকাশিবে অভ্যর্থনা,
উচ্চ মান করি দান।
বিড়ম্বনা অধিক এ হ'তে কিবা আর,—
চাটুকারী আলম্বন মুকুট করিতে স্থায়ী
হাসিমুখে মনোভাব গোপন ব্যতীত,
উপায় নাহিক কিছু।

লেডী-ম্যাক্। কেন এ দুশ্চিন্তা প্রাণনাথ!

ম্যাক্। প্রাণপ্রিয়ে, হৃদয় আমার বৃশ্চিক-
আগার,
সপুত্র জীবিত ব্যাঙ্কো দেখ না অদ্যাপি।

লেডী-ম্যাক্। নহে তো অমর,
দেহস্বত্ত্ব চিরস্থায়ী নহে তো দোঁহার।

ম্যাক্‌বে। ঐ ত সান্ত্বনা।
অভেদ্য নহে তো দোঁহে,
কর তবে চিন্তা দূর, হও প্রফুল্লিত;
পাকে পাকে মন্দির ভিতরে প্রদোষ-ভ্রমণ
না হইতে অবসান বাতুলীর;
ডাকিনীর আবাহনে গোময়োত্থাগণে
করি অবিচ্ছিন্ন আচ্ছন্নকারিণী ধ্বনি—
তন্দ্রান্বিত যামিনী ব্যাপিয়ে,
শল্কাবৃত পক্ষভরে না হ'তে উড্ডীন,
হ'বে ভয়ঙ্কর কার্য্য সমাধান।

লেডী-ম্যাক্। কি কার্য্য সাধন?

ম্যাক্। শ্রবণে তোমার নাহি প্রয়োজন
আদরিণি।
অগ্রে কার্য্য হউক সাধন, প্রীতিকর
কার্য্য তব।
আয় রে যামিনী আঁখি-আবরণকারি!
আবরণ কর আসি,
কোমলতা উদ্দীপনী দিবার নয়ন;
অদৃশ্য শোণিত-সিক্ত-করে,
খণ্ড খণ্ড কর সে জীবনলিপি,
পাণ্ডুগণ্ড সভয় অন্তর যাহে আমি!
অমল আলোক ক্রমে সমল এখন,
বায়স নিচয় ধায় নীড় অভিমুখে—
তমাচ্ছন্ন বন্যশাখিচূড়ে।
দিবার মঙ্গলকর প্রকৃতি মলিন,
নিদ্রায় আচ্ছন্ন যেন;
ভয়ঙ্কর নিশা-অনুচর আমিষ-লোলুপ,
চলে ভক্ষ্য অন্বেষণে।
হইতেছ চমৎকৃত বচনে আমার,—
হও স্থির, ধৈর্য্যে বাঁধ মন;
পাপকার্য্য পাপ বিনা না হয় পোষণ;
হও প্রিয়ে, মম সহগামী।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

রাজভবনের নিকটস্থ উপবন

তিনজন হত্যাকারীর প্রবেশ

১-হত্যা। আমাদের সঙ্গে থাক্‌তে তোমায় কে ব'ল্লে?

৩-হত্যা। ম্যাক্‌বেথ।

২-হত্যা। এ যখন সব কথা ঠিক্ ঠাক্ জানে, ঠিক্ ঠাক্ যখন খবর এনেছে, একে অবিশ্বাস কর্‌বার দর্‌কার নাই।

১-হত্যা। তবে দাঁড়াও, আলোর ছড়া এখনও একটু একটু পশ্চিমে চিক্ চিকুচ্ছে, মোসাফেরেরা এখন খুব ঘোড়া চালিয়ে দিয়েছে, চটিতে পেঁছুন চাই। আর যাঁর প্রত্যাশাপন্ন হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছি, তিনিও এলেন ব'লে।

৩-হত্যা। শোন, ঘোড়ার পা'র শব্দ শোনা যাচ্ছে।

ব্যাঙ্কো। (নেপথ্যে) ওহে একটা আলো দেও তো।

২-হত্যা। সেই বটে! আর যাদের নেমন্তন্ন ছেল, তারা সব পেঁাছে গ্যাছে।

১-হত্যা। ঘোড়া ছেড়ে দিলে যে।

৩-হত্যা। প্রায় আধক্রোশ; ও বরাবরই এখান থেকে হেঁটে যায়, সকলেই তাই করে।

২-হত্যা। ওই আলো! ও আলো!

ব্যাঙ্কো ও আলো হস্তে ফ্লিয়েন্সের প্রবেশ

৩-হত্যা। সেই বটে।

১-হত্যা। ওৎ পেতে দাঁড়া।

ব্যাঙ্কো। আজ্ বৃষ্টি নাব্‌বে।

১-হত্যা। তবে আসুক নেবে।

ব্যাঙ্কোকে প্রহার করণ

ব্যাঙ্কো। বিশ্বাসঘাতকতা! ফ্লিয়েন্স, পালাও, পালাও, পালাও! প্রতিশোধ দিও! আরে নরকের ক্রীতদাস!

ব্যাঙ্কোর মৃত্যু ও ফ্লিয়েন্সের পলায়ন

৩-হত্যা। কে,—আলো নিবিয়ে দিলে কে?

১-হত্যা। আলো না নেবালে চলে?

৩-হত্যা। এটা তো পড়েছে, ছেলেটা পালাল।

২-হত্যা। কাজটা আধা খেঁচড়া হ'য়ে পড়্‌লো, ভাল কাজটাই হাতছাড়া হয়ে গেল।

১-হত্যা। তবে চল যাই, যদ্দুর হ'য়েছে বলা যাক্‌গে।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

রাজভবনের সজ্জিত কক্ষ

খানা—প্রস্তুত

ম্যাক্‌বেথ, লেডী-ম্যাক্‌বেথ, রস্, লেনক্স, লর্ডগণ ও অনুচরগণের প্রবেশ

ম্যাক্‌বে। যথাযোগ্য আসন গ্রহণ করুন। সকলেই আমার আহূত, সকলকেই আমি সমভাবে অভ্যর্থনা ক'র্‌ছি।

লর্ডগণ। মহারাজের সৌজন্যে আপ্যায়িত হ'লেম।

ম্যাক্‌বে। অতিথি-সৎকারে আমি ব্রতী, আমি আপনাদের সহিত রইলেম; রাণী সিংহাসনে থাকুন, ওঁকেও আমাদের দেখ্‌তে শুন্‌তে হবে।

লেডী-ম্যাক্। মহারাজ, আমার হ'য়ে বলুন, ওঁদের আগমনে আমার অন্তঃকরণ আনন্দে পরিপূর্ণ।

১ম হত্যাকারীর দ্বারে আগমন

ম্যাক্‌বে। এঁ'রাও কৃতজ্ঞতার সহিত রাজ্ঞীকে অভিবাদন ক'চ্ছেন। দু'দিকেই সমান, এই মধ্যস্থলে আমি ব'স্‌ছি। সকলে আনন্দ করুন, পান-পাত্র গ্রহণ করুন, আস্‌ছি। (দ্বারের নিকট আসিয়া) তোমার মুখে শোণিতের চিহ্ন।

হত্যা। তবে এ ব্যাঙ্কোর রক্ত।

ম্যাক্‌বে। এ শোণিত তার ধমনীতে প্রবাহিত হওয়া অপেক্ষা তোমার অঙ্গে ভাল, তাকে সেরেছ কি?

হত্যা। প্রভু, তার গলা কাটা গিয়েছে, আমি কেটেছি।

ম্যাক্‌বে। তুমি খুনীর শিরোমণি! আর যে ফ্লিয়েন্সকে বধ করেছে, সেও খুব যোগ্য। তুমি যদি ক'রে থাক, তোমার তুলনা নাই।

হত্যা। মহারাজ, ফ্লিয়েন্স পালিয়েছে।

ম্যাক্‌বে। তবে আবার আমার পীড়া উপস্থিত হ'ল; নতুবা আমি আরোগ্য লাভ কর্‌তেম, প্রস্তরের ন্যায় অটুট হতেম, পর্ব্বতের ন্যায় অচল হ'তেম, ধরাব্যাপী বায়ুর ন্যায় স্বাধীন হ'তেম; এক্ষণে আমি ক্ষুদ্র, ক্ষীণ কারাগারে সন্দেহপাশে আবদ্ধ। কিন্তু, এর সম্বন্ধে ত নিশ্চিত?

হত্যা। হাঁ মহারাজ, সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হোন, তার আর কোন উদ্বেগ নাই; খানায় প'ড়ে আছেন কুড়িটী ঘা মাথায়, তার ভেতর যে ছোট ঘা'টী, তাতেই মানুষের প্রাণ বেরোয়।

ম্যাক্‌বে। ভাল, ভাল,—উত্তম করেছ।

(স্বগত) বৃদ্ধ সর্প হ'য়েছে নিধন,
যে কীট ক'রেছে পলায়ন—
কালে তাহে জন্মিবে গরল,
বিষদন্ত হীন এবে।

(প্রকাশ্যে) যাও, কল্য পুনঃ দেখা হ'বে।
[হত্যাকারীর প্রস্থান।

লেডী-ম্যাক্। মহারাজ, আপনার অভ্যর্থনার ত্রুটী হ'চ্ছে। আদ্যোপান্ত নিমন্ত্রিতগণের সমাদর না হ'লে, পান্থনিবাসে অর্থদানে ভোজনের সদৃশ হয়। যদি ভোজনের আবশ্যক হ'ত, গৃহে ভোজন ক'রলেই হ'ত। এরূপ সমারোহে অভ্যর্থনা, নিতান্ত প্রয়োজন।

ম্যাক্বে। প্রিয়ে, যথার্থ বলেছ: সকলেই আহার করুন, পান করুন, আহার সুজীর্ণ হউক, স্বাস্থ্য বর্দ্ধন করুক।

লেনক্। মহারাজ, অনুগ্রহ ক'রে আসন গ্রহণ করুন।

ব্যাঙ্কোর প্রেতাত্মার প্রবেশ ও ম্যাক্বেথের আসনে উপবেশন

ম্যাক্বে। উদারস্বভাব ব্যাঙ্কো এ স্থলে উপস্থিত থাক্লে, আমাদের গৃহে স্বদেশগৌরব সমস্ত ব্যক্তি একত্রিত হ'তেন। কোন দুর্দ্দৈব আশঙ্কা অপেক্ষা তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর স্নেহের অভাবই অনুভূত হ'চ্ছে।

রস্। তিনি উপস্থিত না হ'য়ে সম্পূর্ণ অঙ্গীকার ভঙ্গ ক'রেছেন। মহারাজ আসুন, সভার গৌরব বর্দ্ধন করুন।

ম্যাক্বে। সমস্ত আসনই পরিপূর্ণ দেখ্ছি।

লেনক্। এই তো মহারাজের আসন শূন্য রয়েছে।

ম্যাকবে। কোথায়?

লেনক্। মহারাজ, এই যে। আর্য্য, কি নিমিত্ত এরূপ চঞ্চল হ'চ্ছেন?

ম্যাক্বে। এ কাজ কার?

সকলে। মহারাজ, কি আজ্ঞা ক'রছেন?

ম্যাক্বে। আমি করেছি ব'ল না, শোণিতাক্ত কেশ আমায় কেন প্রদর্শন ক'রছ?

রস্। মহাশয়েরা গাত্রোত্থান করুন, মহারাজকে অসুস্থ দেখ্ছি।

লেডী-ম্যাক্। হে অমাত্য মহোদয়গণ! বসুন, আমার স্বামী যৌবনকাল হ'তে কখন কখন এইরূপ অবস্থাপন্ন হন, মুহূর্ত্ত মধ্যেই সুস্থ হবেন, উঠ্বেন না, আপনারা ওঁর প্রতি লক্ষ্য রাখ্বেন না, তা'তে উত্তেজনা করা হ'বে, উন্মত্ততা বৃদ্ধি পাবে। আহার করুন, ওঁর প্রতি লক্ষ্য রাখ্বেন না। (ম্যাক্বেথের প্রতি) এই কি তোমার মহত্ত্ব? তুমি কি মানুষ?

ম্যাক্বে। অতি নির্ভীক চিত্ত মনুষ্য। দেখ, যে দৃশ্যে দানবপতি ভীত হয়, আমি সাহসপূর্ব্বক দর্শন ক'র্ছি।

লেডী-ম্যাক্। (জনান্তিকে) দিব্য সারহীন কথা!

আতঙ্ক-চিত্রিত ছবি: শূন্যগামী তরবারি সম,
কহ যাহা পথ প্রদর্শিল ডন্ক্যানের হত্যাকালে।
থেকে থেকে বিভীষিকা অঙ্গ শিহরণ,
কল্পিত আতঙ্কে দিয়ে স্থান,
শোভা পায় স্ত্রীলোকের,—
হিমানী নিশিতে অগ্নিসেবা কালে,
পিতামহী-মুখশ্রুত গল্প আন্দোলনে।
লজ্জার এ প্রতিরূপ কি হেতু এ বিকৃত বদন?
বার্ত্তা এই,
চেয়ে আছ একদৃষ্টে আসনের পানে।

ম্যাক্বে। করি হে মিনতি দেখ চেয়ে,
দেখ দেখ,—কি বল, কি বল?
কি,—কি চিন্তা আমার?
সক্ষম যদ্যপি তুমি মস্তক চালনে,
কর বাক্য উচ্চারণ!
যদ্যপি শ্মশানভূমি, সমাধি-মন্দির
উদ্গীরণ করে পুনঃ সমাধিস্থ জনে,
তবে ত কবর-ভূমি, নহে ত কবর
পাকস্থলী গৃধ্রের কেবল।
[প্রেতাত্মার অন্তর্দ্ধান।

লেডী-ম্যাক্। এ কি! মতিভ্রংশে মনুষ্যত্ব দিলে বিসর্জ্জন?

ম্যাক্বে। মিথ্যা যদি নাহি হয়—
মম অবস্থান এই স্থানে,
নিশ্চয় দেখেছি তারে।

লেডী-ম্যা। ছিঃ ছিঃ, কি ঘৃণা!

ম্যাক্বে। হইতেছে রক্তপাত পূর্ব্বকাল হ'তে
যে কালে সমাজবদ্ধ ছিল না মানব
নীতিধারা অনুসারে,
হইয়াছে হত্যাকাণ্ড শ্রবণ-ভীষণ
পূর্ব্বাপর আছে এ নিয়ম;

মস্তক টুটিল, মস্তিষ্ক ছুটিল,
মৃত হ'ল নর, তাহে ফুরা'ল সকলি।
কিন্তু এবে,
পুনঃ ওঠে শিরে ল'য়ে বিংশতি আঘাত;
বলে করে আসন হইতে চ্যুত।
এবে দেখি হত্যাকাণ্ড অতীব অদ্ভুত!

লেডী-ম্যা। হে প্রভু,
অমাত্য সকলে হের অপেক্ষায় তব।

ম্যাক্‌বে। হই বিস্মৃত সকলি,
না হও বিস্মিত—ওহে অমাত্য নিচয়!
আছে এ অদ্ভুত পীড়া মম,
যারা জানে নাহি গণে;
এস পান করি সবার কল্যাণে—
করি আসন গ্রহণ,
দেহ সুরা পান-পাত্র ভরি,
করি পান সবাকার আনন্দ বর্দ্ধনে।
অনাগত বন্ধু মম ব্যাঙ্কোর উদ্দেশে
বিশেষতঃ,
উপস্থিত থাকিলে সে জন,
কত হ'ত আনন্দ বর্দ্ধন;
তাঁর—আর অন্য সবাকার,
মঙ্গল উদ্দেশে করি পান।

সকলে। ভূপতির মঙ্গল উদ্দেশে করি পান,
সম্মান প্রদান কার্য্য আমা সবাকার।

ব্যাঙ্কোর প্রেতাত্মার পুনরাবির্ভাব

ম্যাক্‌বে। দূর হ', দৃষ্টির বাহিরে যা, পৃথিবী তোরে আচ্ছাদন করুক। তোর অস্থি মজ্জা-বিহীন, তোর শোণিত উষ্ণতাহীন, দৃষ্টি-হীন চক্ষে কেন চেয়ে আছিস্?

লেডী-ম্যা। হে বন্ধুগণ, এরূপ বরাবরই হয়; আর কিছু নয়, তবে আজ্‌কের আনন্দ নষ্ট হ'ল।

ম্যাক্‌বে। ধরি হৃদে অদ্ভুত সাহস,
যতদূর ধরে নর-হৃদি।
আয়, আয়, হ' রে সম্মুখীন
ভয়ঙ্কর, লোমশ ভল্লুক কায়া ধরি,
খড়্গী কিম্বা ব্যাঘ্রের শরীরে,—
এ মূর্ত্তি করিয়ে পরিহার,
ধর যে আকার অভিপ্রায়;
দৃঢ়স্নায়ু মম কম্পিত না হ'বে কভু,
কিম্বা পুনঃ হও রে জীবিত—
রণে কর আবাহন মরুভূমি মাঝে;
ভয়ে যদি গৃহে রই লুকাইয়ে,
বালিকার পুতলী আখ্যান দিও মোরে।
দূর্ হ' ভীষণ ছায়া, দূর্ হ' অলীক
অভিনয়!

[প্রেতাত্মার অন্তর্দ্ধান।

আঃ! গেল চলে,
দেহে প্রাণ ফিরিল আবার!
স্থির হ'ন বসুন সকলে।

লেডী-ম্যা। আনন্দের সম্পূর্ণ ব্যাঘাত ক'র্‌লে, সমারোহ ভঙ্গ ক'র্‌লে; চমৎকার, চমৎকার বটে!

ম্যাক্‌বে। নহে ত সম্ভব এ হেন ঘটনা,
চ'লে যাবে নিদাঘ নীরদ সম,
ক্ষণমাত্র আচ্ছন্ন করিয়ে, অন্তরে আঘাত
বিনা;
বুঝিতে না পারি,—
আপনা পাসরি, হেন দৃশ্য হেরি,
না মিলায় বদনে আরক্ত আভা কার?
যাহে পাণ্ডু গণ্ড আশঙ্কায় মম।

রস্। কিবা দৃশ্য মহারাজ?

লেডী-ম্যা। না জিজ্ঞাস কোন কথা
মিনতি আমার,
বাড়িতেছে ব্যাধি,—
জিজ্ঞাসিলে বাড়িবে অধিক।
হ'ন বিদায় সকলে,
ধারাবাহী গমনে নাহিক প্রয়োজন,
যান সবে।

লেনক্। বিদায় এখন,
মহারাজ করুন আরোগ্য লাভ।

লেডী-ম্যা। মাগি হে বিদায় আমি সবার
নিকটে।

[ম্যাক্‌বেথ ও লেডী-ম্যাক্‌বেথ ব্যতীত
সকলের প্রস্থান।

ম্যাক্‌বে। শোণিত,—শোণিত চাহে;
কহে সবে,
শোণিতের পরিবর্ত্তে শোণিত মোক্ষণ।
শুনেছি সচল হয় অচল প্রস্তর,
বৃক্ষগণে কহে ভাষা, কাক তোতা,
কুৎসিৎ বিহঙ্গ-রবে হ'য়েছে গণনা,

তরবারি করে,
কার্য্য-কারণের গুপ্ত সম্বন্ধ-শৃঙ্খল
প্রকাশিত—
যাহে অতি গুহ্য হত্যা হয়েছে প্রমাণ।
কত রাত্রি?

লেডী-ম্যা। ঊষা সনে দ্বন্দ্ব করে নিশা
আধিপত্য হেতু যেন।

ম্যাক্‌বে। অনুমান কিবা তব তাহে,
রাজ-আজ্ঞা করি অবহেলা, কি হেতু
ম্যাক্‌ডফ—
নিমন্ত্রণ কৈল অস্বীকার?

লেডী-ম্যা। তত্ত্ব কিছু নে'ছ তার?

ম্যাক্‌বে। ল'ব তত্ত্ব,
জানিয়াছি পরম্পরা কিছু।
এ রাজ্যে যতেক আছে অমাত্য-প্রধান,
প্রতি ঘরে আছে মম গুপ্তচর বৃত্তি-ভোজী।
কালি যাব ভেটিতে ডাকিনীগণে,
যাইব ত্বরায়,
করিব শ্রবণ অধিক কি বলে আর;
ভাগ্য যাহা জানিব নিশ্চিত—
এ সংকল্প দৃঢ় মম।
হয় হোক অমঙ্গল ভাগ্যে লেখা যত,
কুৎসিত পন্থায়, তাহা হ'ব অবগত;
পথের কণ্টক যত করিয়া মোচন
নিজ কার্য্য করিব সাধন,
এতদূর চলিয়াছি রুধির-আপ্লুত পথে—
অগ্রসর যদি নাহি হই সে কর্দ্দমে
সম ক্লেশ পুনরাগমনে।
বিভীষিকা কল্পনা ক'রেছি যত—
করে তাহা করিব সাধন;
মন্তব্য, করিব অগ্রে কার্য্যে পরিণত,—
অভিপ্রায় কেহ না হইতে অবগত।

লেডী-ম্যা। প্রকৃতি রক্ষণে তব নিদ্রা
প্রয়োজন।

ম্যাক্‌বে। চল যাই করি গে বিশ্রাম।
হ'য়েছি সম্প্রতি ব্রতী,
সেই হেতু আতঙ্কে নেহারি
কল্পনার বিভীষিকা ছবি;
অভ্যাসে কঠিন হ'ব,
আপাততঃ এই কার্য্যে নহি ত প্রবীণ।
[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

ঊষর-ক্ষেত্র

বজ্রনাদ—হিকেটের প্রবেশ ও তিনজন
ডাকিনীর সহিত সাক্ষাৎ

১ ডা। কেন বল্ ডাইনী ধাড়ী,
চোখ দুটো তোর রাগা রাগা?

হিকেট। থাক্ থাক্ থাক্! আবাগী!
সাধে রাগি-
জানিস্ নি কি দিছিস্ দাগা?
বুকের পাটা এম্‌নি আঁটা
খেল্ খেলালি মিলে জুলে।
হে'য়ালি ঝাড়্‌লি যত,
খুন খারাপীর ব্যাসাৎ তত
পুছ্‌লি না তো আমায় মূলে।
কুহকের আমি রাণী,
লুকিয়ে ক'রে কাণাকাণি,
শিখিয়ে দিছি বদিয়াতি।
দিলি নি কোন সাড়া,
কারদানি না হ'ল ঝাড়া,
ভাগ দিলি নি আমায় তোরা,
নই কি আমি তোদের সাথী?
বাড়ালি কা'কে এত,
নয় তো সেটা মনের মত,
ঘেন্না করে দেখ্‌তে নারে,
কাজ গোছালে কে পায় তারে।
যদি সব চাস্ লো ভালাই,
বলি যেমন ক'র্ গে যা তাই,
যা নরকের নদীর ধারে।
কাল সকালে ক'র্‌বে দেখা,
সকালে সে আস্‌বে একা,
আপন বরাত যাবে জেনে।
আনিস্ কুহকের কড়া,
পড়িস্ কুহকের ছড়া,
কুড়িয়ে কুহক আন্‌বি টেনে।
হাওয়ায় ঘুরে রাত দুপুরে,
থাক্‌ব খুন'খুনী কাজে।
না হ'তে দুপুর বেলা,
হবে লো বিষম খেলা,
হবে লো ডাইনী মেলা,
ডাইনী জুটে বিষম ধাঁজে।
চাঁদের কোণে আছে মাথা,
এক ফোঁটা জল ধোঁওয়া ঢাকা,

ফোঁটা টুকু কুহক ভরা;
ছুঁয়ে না প'ড়তে ফোঁটা,
নেব গোটা,
তাই নিয়ে কাল চাতর করা।
হাওয়ায় গড়া দত্যি দানা,
উঠ্‌বে কত নাই ঠিকানা,
ক'র্‌বে তারা ভেল্‌কী কত,
খাবে ছোঁড়া থতমত.
আপন বক্‌তে মেরে লাথি,
মরণকে সে ক'র্‌বে সাথী,
থাকবে না তার ঠাঁই ঠিকানা,
বাঁধ্‌বে আশা ষোল আনা,
মান্‌বে না ভয়ের মানা,
ধর্ম্মের গালে দেবে ঠোঁনা।
কত আর ব'ল্‌ব লো ছাই,
জানিস্‌ তো তোরা সবাই,
নিশ্চিন্দীর মতন লোকের,
অমন কি আর আছে বালাই?
শোন্‌ শোন্‌ ডাক্‌ছে আমায়,
খুদে ভূতের ছাঁই,
কুয়াসার মেঘে ব'সে,
চাচ্ছে আমায়—যাই।

১ ডা। চল্‌ চল্‌ চল্‌লো চ'লে,
ফিরে ও এলো বলে।

অবশিষ্ট ডাকিনীগণের আবির্ভাব ও গীত

ইমন্‌-ভূপালী—পটতাল

তর্‌ তর্‌ তর্‌ তর্‌ ফর্‌ ফর্‌ ফর্‌ ফর্‌
ঘুট্‌ ঘুট্‌ ঘুট্‌ ঘুট্‌ নিশি যায়!
কোঁ কোঁ কোঁ কোঁ, শোঁ শোঁ শোঁ শোঁ
কাঁদুনী ওই ওই লো বায়।
গর্‌ গর্‌ গর্‌ গর্‌ ফর্‌ ফর্‌ ফর্‌ ফর্‌
চ'লে চল।
ফিস্‌ ফিস্‌ ফিস্‌ ফুস্‌ ফুস্‌ ফুস্‌
খুনের কাণে কথা বল্‌।
চক্‌ চক্‌ চক্‌ চক্‌ ঝক্‌ মক্‌ ঝক্‌ মক্‌
কেলে মেঘে বিজলী আয় খেলি,
দ্যাখ্‌ দ্যাখ্‌ দ্যাখ্‌ দ্যাখ্‌
খোঁজে মোরে কে কোথায় যাই সেথায়,
জুটে পুটে মিঠে মিঠে শোনাই তায়,
মাতে যায়, আয় আয় আয়।

[অন্তর্দ্ধান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

ফরেসের রাজবাটী

লেনক্স ও জনৈক লর্ডের প্রবেশ

লেনক্‌। মহাশয়কে আর অধিক নিবেদন ক'র্‌ব কি, মহাশয় তো মনে মনে বুঝতে পাচ্ছেন; কেবল আমার বক্তব্য এই যে, ঘটনা-প্রণালী বড় আশ্চর্য্য। উদারচরিত ভূতপূর্ব্ব রাজা, ম্যাক্‌বেথের হস্তে আত্মসমর্পণ ক'র্‌লেন, কি সংবাদ? তিনি খুন হলেন। বীরপ্রধান ব্যাঙ্কো, পথে আস্‌তে সন্ধ্যা হয়েছিল,—মহাশয় ইচ্ছা করেন—বল্‌তে পারেন, তাঁর পুত্র তাঁরে হত্যা করেছে; কেননা তাঁর পুত্র পলায়ন করেছে। এখন সন্ধ্যার পর চলা বিপদ্‌। ম্যাকম, ডনালবেন রাজপুত্রদ্বয় কি নৃশংসের ন্যায় ব্যবহার কল্লেন, কে না এ কথা বলেছেন? কি বলেন, কি অত্যাচার! ম্যাক্‌বেথ কত দুঃখ কল্লেন। আহা! তিনি ধর্ম্ম-উত্তেজিত রোষভরে তৎক্ষণাৎ গিয়ে দু'জন হত্যাকারীকে বধ ক'ল্লেন, যারা মদ্যপানে সুখে অচেতন হ'য়েছিল। ওঃ! কত বড় উচ্চাশয়ের ন্যায় কার্য্য! খুব সুবুদ্ধির কার্য্য বটে, কারণ কার না অন্তঃকরণে ক্রোধের সঞ্চার হ'ত,—যখন তারা অস্বীকার ক'র্‌ত 'আমরা হত্যা করি নি'; তাইতে ব'ল্‌ছি, বেশ সুচারুরূপে কার্য্য সম্পন্ন ক'রে আস্‌ছেন। আমার বিবেচনা হয়, ডন্‌ক্যানের পুত্রদ্বয়কে যদি একবার চাবিতালার ভেতর পেতেন, ভগবানের ইচ্ছায় তা হ'ল না,—পিতৃহত্যা যে কেমন, তা টের পাইয়ে দিতেন; ব্যাঙ্কোর পুত্র ফ্লিয়েন্স তিনিও টের পেতেন। রসুন, শুন্‌ছি স্পষ্টবক্তা ম্যাক্‌ডফ্‌ নিমন্ত্রণে যান নাই, সেই নিমিত্ত তাঁর পদচ্যুতি হ'য়েছে। মহাশয়, ব'ল্‌তে পারেন, তিনি এক্ষণে কোথায়?

লর্ড। ডন্‌ক্যানের এক পুত্র—যাকে পৈতৃক সম্পত্তি হ'তে এই নিষ্ঠুর বঞ্চিত ক'রেছে, ইংলণ্ডের রাজসভায় আছেন। ধর্ম্মাত্মা ইংলণ্ডের ঈশ্বর তাঁর দুর্দ্দশায় অবজ্ঞা না ক'রে, যথেষ্ট সম্মানের সহিত তাঁকে স্থান দিয়েছেন; ম্যাক্‌ডফ্‌ সেই স্থানেই গেছেন। তাঁর অভিপ্রায়, পুণ্যাত্মা রাজসমীপে আবেদন জানান যে, তিনি সৈন্য সামন্ত দিয়ে সাহায্য

করেন। তাঁর সেই সাহায্যে ও ঈশ্বর-কৃপায় যেন আমাদের নিরুদ্বেগে ভোজন আর নিশিতে নিদ্রা হয়। রুধির-প্রয়াসী ছুরী যেন ভোজন সমারোহে না চলে, যেন ভক্তিসহকারে রাজপূজা করা যায়, আর চাটুবচন-প্রয়োগ ব্যতীত যথা-যোগ্য সম্মান পাওয়া যায়। আমাদের যে সকল মর্ম্মপীড়া, তা যেন মোচন হয়। এই সংবাদে রাজা এত ক্রুদ্ধ যে, তিনি যুদ্ধ ক'র্‌তে প্রস্তুত হ'চ্ছেন।

লেনক্‌। তিনি ম্যাক্‌ডফ্‌কে নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠান নি?

লর্ড। হাঁ, তার উত্তর এই যে, 'আর্য্য! আমা হ'তে হবে না'; এই কথা নিয়ে দূত ফিরে এল, যেন বিকৃত মুখভাবে ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে এল,—'এই উত্তর দিলে, সময়ে টের পাবে!'

লেনক্‌। হাঁ, তাঁর সাবধান থাকা উচিত, যত দূর তফাতে থাক্‌তে পারেন, থাকা কর্ত্তব্য। কোন দেবদূত, দ্রুত পক্ষভরে তাঁর পূর্ব্বে ইংলণ্ডে উপস্থিত হ'য়ে, তাঁর আবেদন রাজসমীপে জ্ঞাপন করেন, যেন ভারাক্রান্ত জন্মভূমি পাপহস্তে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হ'য়ে, অচিরে ভগবানের দয়ালাভ করে।

লর্ড। আমি ঈশ্বরের কাছে তাঁর মঙ্গল প্রার্থনা করি।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পর্ব্বত-গহ্বর মধ্যে কুহক-কটাহ
বজ্রনাদ—ডাকিনীত্রয়ের প্রবেশ

১ ডা। তিনবার চিতে মেনি,
ডাক দিয়েছে মিউ মিউ মিউ।
২ ডা। রেতো শোর কানাচ থেকে তিনটে,
ডেকে কল্লে আবার কিঁউ কিঁউ কিঁউ।
৩ ডা। ভুকো দানা ডেকে গেল,
সময় হ'লো সময় হ'লো।
১ ডা। চল্‌ চল্‌ ঘুরে ফিরে,
চল্‌ ঘুরে চল্‌ কড়া বেড়ে,
বিষ মাখান আঁতি ভুঁতি,
কড়ার মাঝে দেত ছেড়ে।
কন্‌কনে পাথর চাপা,
বোড়া কোলা থাক্‌ত গেবে,
ঠিক্‌ ঠাক্‌ একত্রিশ দিন,
দিনে রেতে গুণ্‌লে হবে।
বিষের ঘোরে ঘুমিয়ে পড়ে,
বিষ গেছে তার গায়ে বেড়ে,
দে লো দে কুহক কড়ায়,
দে লো সে'টা আগে ছেড়ে।
সকলে। খাট্‌ খাটুনী দ্বিগুণ দ্বিগুণ,
ফুটুক কড়া জ্বলুক আগুন।
২ ডা। জলার সাপের ডুমোখানা,
সেদ্ধ ক'রে সেঁকে নেনা,
আঞ্জুনীর চোখ্‌টা নিয়ে,
কোলা ব্যাঙের আঙ্গুল দিয়ে,
বাদুড়ের পর কেটে নে,
কুকুরের জিব্‌ তাতে দে,
বোড়া সাপের জিব্‌ খানা দুশুল,
ছিঁড়ে নে কাণা মাছির হুল,
গির্‌গিটীর ঠ্যাংটা নেনা,
দে না প্যাঁচার ছানার ডানা,
লাগ্‌বে যাতে ঘোর কুহকের গোল;
ঘেঁটে ঘেঁটে ফুটিয়ে নেনা,
হোক নরকের ঝোল।
সকলে। খাট্‌ খাটুনী দ্বিগুণ দ্বিগুণ,
ফুটুক কড়া জ্বলুক আগুন।
৩ ডা। ছেড়ে দে নেক্‌ড়ে বাঘের দাঁত,
সাপের এঁসো মিশিয়ে নে তার সাথ।
শুঁট্‌কী করা ডাইনী মরা,
নোনা হাঙ্গর ক্ষিধেয় জ্বরা,
টুঁটীটে নে না ছিঁড়ে,
বা'র ক'রে নে ভুঁড়ি ফেঁড়ে;
বিষের চারার শেকড় খানা,
আঁধার রেতে খুঁড়ে আনা;
দেব্‌তাকে গাল দেছে সেঁটে,
নে এ য়ীহুদীর মেটে;
ছাগলের পিত্তি থোবা,
নিয়ে লো কড়ায় চোবা;
কবর ভুঁইয়ের ঝাউয়ের ডাঁটা,
গেরণের রেতে কাটা;
তুরকীর নাকের বোঁটা,
তাতারের ঠোঁট্টা মোটা;
বিয়িয়ে ছেলে খানার ধারে,

মুখ টিপে তার দেছে সেরে,
ন্যাল্‌নেলে আঙুল চেলে,
এনে দে লো কড়ায় ফেলে,
থক্‌ থকে ঘন ঘন,
কর ঝোল কথা শোন;
বাঘের ভুঁড়ি তার উপরে,
মসলা রাখ কড়া ভ'রে।
সকলে। খাট্‌ খাটুনী দ্বিগুণ দ্বিগুণ,
ফুটুক কড়া জ্বলুক আগুন।
২ ডা। হুনোর রক্ত ঢাল্‌লে ঝোলে,
থাক্‌বে কড়া সম শীতলে,
যাবে খুব কুহক ফ'লে,
যাবে খুব কুহক ফ'লে।

হিকেটের প্রবেশ

হিকেট। বেশ্‌ বেশ্‌ বেশ্‌ লো,
তোরা কল্লি ভাল খেটে খুটে;
পা'বি যা নিবি তোরা, সবাই মিলে
জুটে পুটে।
মোহিনী মন্তরে সব, ঢেলে দে যাদু ক'রে,
দত্যি দানা পরীর মত ফুর্‌ফুরে, সুর ক'রে,
হাত ধ'রে—
আয় আয় কড়া বেড়ে যাই ঘুরে।

অবশিষ্ট ডাকিনীগণের আবির্ভাব ও গীত

মিশ্র—পটতাল

ধলা কালী কটা লালী, মিলে জুলে চ'লে আয়,
ঝুন্‌ ঝুন্‌ ঝুন্‌ ঝুন্‌ ঝুন্‌ ঝুন্‌ ঝুন্‌
টম্‌ টম্‌ ঝম্‌ ঝম্‌ বাদ্‌বে মাত্‌বে
রণারণি হানাহানি খুন।
মেঘের কোলে নোণা জলে,
যে যেখানে চলে বলে আয় আয় আয়।
আয় আয় কুয়াসায়, আয় আয় ঘূর্ণীবায়,
ঘুরে ফিরে সুরে সারে আয় আয় গাই,
ডাকি তাই—আয় সবাই, কর গান—তোল তান,
গুন্‌ গুন্‌ গুন্‌ গুন্‌ গুন্‌ গুন্‌ গুন্‌।
[হিকেট ও তৎসঙ্গিনী ডাকিনীগণের অন্তর্দ্ধান।

২ ডা। আমার বুড়ো আঙুল
চুল্‌কুলোলো চুল্‌কুলো,
কু-আকারে দেখ্‌ লো বুঝি কে এল?
ওই কে ঠ্যালে, ওই কে ঠ্যালে, ওই কে
ঠ্যালে,
তালা যা খুলে, তুই যা খুলে, তুই যা খুলে।

ম্যাক্‌বেথের প্রবেশ

ম্যাক্‌বে। তমাচ্ছন্ন ঘোরা নিশা সহচরী,
বিভীষণা গুহ্য কুহকিনী বিকটা ডাকিনী,
সবে মিলি কি কাজে র'য়েছ রত?
সকলে। নাই কো তার নাম,
কি ব'ল্‌ব বল তা?
ম্যাক্‌বে। কুহকের দোহাই তোদের,
সুধাই কহ রে সত্য ভাষা।
কে জানে, কিরূপে জান বার্ত্তা ভবিষ্যৎ!
দেহ প্রশ্নের উত্তর মম, দেহ প্রশ্নের উত্তর।
খুলে যদি বায়ুর মণ্ডল,
তাহে ভাঙ্গিতে মন্দির চূড়া,
নাচে যদি ফেনিল তরঙ্গরাশি—
গ্রাসিতে অর্ণবপোতচয়,
শস্যশীর্ষ যদি হয় নাশ,
মূলচ্যুত হয় তরুরাজি,
দুর্গ-শির পড়ে খ'সে রক্ষকের মাথে,
ভিত্তি হ'তে খ'সে পড়ে স্তম্ভ বা প্রাসাদ,
লণ্ড ভণ্ড হয় যদি প্রকৃতি আকারে,
সৃষ্টির অংকুর যত,
বিশ্বগ্রাসী সর্ব্বনাশী প্রলয় যদ্যপি
হয় তায় মন্দানল,
দেহ উত্তর আমার,—
সুধাই যে বার্ত্তা, দেহ উত্তর তাহার।
১ ডা। বল, বল।
২ ডা। কি চাও, কি চাও?
৩ ডা। বলি, বলি; নাও শুনে নাও:—
নাও শুনে নাও।
১ ডা। শুন্‌বে কি মোদের মুখে?
না হয় আনি মুনিব ডেকে।
ম্যাক্‌বে। ডাক, ডাক,—দেখা দিক আসি সবে।
১ ডা। যেটা তার ন'টা ছানা খেলে,
সেই মাদী শোরটার রক্ত দেত ঢেলে।
ফাঁসিকাটের গায়, চর্ব্বি টস্‌ টসায়,
আন্‌ চেলে, আগুনে দে ঢেলে।
সকলে। ওঠ ওঠ, বড় ছোট, কাজ কর সাফাই,
ডাকি তোদের তাই।

বজ্রনাদ—কাটামুণ্ডের উত্থান

ম্যাক্‌বে। বল মোরে অজানিত কেবা
শক্তিমান্‌?
১ ডা। জানে তোমার মন,
কোন কথা ক'ও না এখন।
কাটামুণ্ড। ম্যাক্‌বেথ! ম্যাক্‌বেথ! ম্যাক্‌-
বেথ!
সাবধান! সাবধান! সাবধান!
ম্যাক্‌ডফ! ছেড়ে দে, ছেড়ে দে!
ঢের হ'য়েছে! ঢের হ'য়েছে! (অধোগমন)
ম্যাক্‌বে। যে হও সে হও,
সতর্ক করিলে, আমি বাধিত তাহায়।
মম আশঙ্কা যথায়,
লক্ষ্য তুমি ক'রেছ সে স্থান;
এক কথা সুধাই তোমায় আর।
১ ডা। তোর কথাতে কি থাকে?
ওর-ও চেয়ে আস্‌বে বড়—
জিজ্ঞাসা কর তাকে।

বজ্রবাদ—শোণিতাক্ত শিশুর উত্থান

শো-শিশু। ম্যাক্‌বেথ! ম্যাক্‌বেথ!
ম্যাক্‌বেথ!
ম্যাক্‌বে। যদ্যপি শ্রবণত্রয় থাকিত আমার,
শুনিতাম তোর বাণী।
শো-শিশু। কর হত্যা, রহ সদা অটল অভয়,
নারী-পুত্র হ'তে তব নাহি কিছু ভয়।

(অধোগমন)

ম্যাক্‌বে। রহ তবে জীবিত ম্যাক্‌ডফ!
তোমারে নাহিক ভয় আর;
তথাপি নিশ্চিততর করিতে নিশ্চিত,
ভবিতব্য করিতে পূরণ,
জীবিত না র'বে তুমি আর।
অন্তরে হইবে যবে পাণ্ডুমুখ আশঙ্কা
উদয়—
কহিব তাহায়, মিথ্যাবাদী তুই।
গর্জ্জে যদি গর্জ্জুক ঝঞ্জনা,
ঘুমাইব নিশ্চিন্ত হইয়ে।

বজ্রনাদ—শাখা করে মুকুটধারী শিশুর উত্থান

একি দেখি—উঠে যেন নৃপতি-নন্দন,
করিয়াছে শিশু শিরে মুকুট ধারণ।
সকলে। শোন, শোন, ক'ও না কথা কোন।
মু-শিশু। মদে মত্ত রহ সদা,
সিংহের প্রতাপে, কর উপেক্ষা সকল।
কে কোথায় রোষে, কে কোথায় দোষে,
ষড়্‌যন্ত্রে রত কে কোথায়,
মনে নাহি দেহ স্থান।
বিরুদ্ধে তোমার—
ডান্‌সিনান শিখরেতে বার্ণাম কানন,
না উঠিলে তব নাহি হইবে পতন।

অধোগমন

ম্যাক্‌বে। এ ত নহে সম্ভব কখন,
শক্তি কার অটবী চালনে!
বদ্ধমূল তরু কার শুনিয়ে বচন
ত্যজিবে আপন স্থান?
অতি শুভ মঙ্গলসূচক এ গণনা।
বিদ্রোহ না তোল শির কভু,
যত দিন কানন না চলে।
বসি উচ্চস্থানে—
করিব প্রকৃতিদত্ত জীবন যাপন
সময়ে এ প্রাণবায়ু যাবে দেহ ছাড়ি,
রীতি যথা শরীর ধারণে;
তথাপিও অধীর অন্তর মম জানিতে বারতা,
বল মোরে, জান যদি সমাচার গণনা
প্রভাবে—
ব্যাঙ্কোর সন্তানগণে ভূপাল কি হ'বে
এই ধামে?
সকলে। আর শুন্‌তে মানা,
আর কিছু চেও না।
ম্যাক্‌বে। পুরাব বাসনা।
বঞ্চিত যদ্যপি কর ইথে,
শাপভ্রষ্ট রহ চিরদিন।
দেহ বার্ত্তা,—(কটাহ নিমজ্জন)
অকস্মাৎ নাবিল কটাহ কি কারণ,
কোথা হ'তে উঠে যন্ত্রধ্বনি?
১ ডা। দেখাও!
২ ডা। দেখাও!
৩ ডা। দেখাও!
সকলে। দেখিয়ে দেত আঁতে ঘা,
ছায়ার মতন এসে যা।

ধারাবাহীরূপে অষ্ট রাজ-মূর্ত্তির প্রবেশ ও প্রস্থান, অষ্টমের হস্তে দর্পণ, সর্ব্বশেষে ব্যাঙ্কোর প্রবেশ ও প্রস্থান

ম্যাক্‌বে। মৃত ব্যাঙ্কোর সদৃশ আকার রে
তোর,

প্রবেশ পাতালে, মুকুটে ঝলসে আঁখি মম।
সুবর্ণ-মণ্ডিত ভাল, রে দ্বিতীয় ছবি,
কেশ তোর প্রথমের মত।
আকারে সদৃশ একি তৃতীয় উদয়;
বীভৎসা প্রেতিনি!
কোন্ হেতু এ দৃশ্য করিস্ প্রদর্শন?
একি চতুর্থ আবার, চক্ষু হ'ক কক্ষচ্যুত,—
প্রলয় অবধি চলিবে কি এই স্রোত?
একি, আর? পুনঃ অপর মূরতি!
নেহারি সপ্তম, আর না দেখিব!
অষ্টম প্রকাশ, করে ধ'রে মোহিনী দর্পণ।
প্রতিবিম্বে প্রদর্শিছে আরও কত জন—
দুই মুকুট কাহার, তিন রাজদণ্ড কার করে,
দৃশ্য ভয়ঙ্কর!
সত্য ইহা বুঝেছি এখন,
শোণিতাক্ত ব্যাঙ্কো হাসে,
দেখায় সকলে আপন নন্দন বলি—
সত্য এ সকল?

[ছায়ামূর্ত্তির তিরোধান।

১ ডা। সত্যি বটে, সত্যি বটে,
ফ্যাল্ ফেলিয়ে আছে চেয়ে,
বুদ্ধি তো ওর নাইক ঘটে।
আয় বোন্, সবাই মিলে,
এর ডুবু মন দিই লো তুলে,
আমাদের আমোদ দেখাই,
যাদু হাওয়ার বাজ্না শোনাই—
ঘুরে নাচ্ তোরা সবাই।
আদর কত্ ক'র্লুম রাজায়,
রাজা যেন গুণ গেয়ে যায়।

অবশিষ্ট ডাকিনীগণের আবির্ভাব ও গীত

বেহাগ মিশ্রিত—পটতাল

কড়্ কড়্ কড়াৎ, পড়্ পড়্, ঝন্ ঝনা।
থর্ থর্ মাটী কাঁপ, খানা খানা খানা খানা,
পাহাড় হ' খানা খানা।
মড়্ মড়্ মড়্ গাছের মাথা ভাঙ্গরে ঝড়
তড়্ তড়্ শিলে পড়্;
লাখে লাখে পাকে পাকে,
নেচে নেচে ঝাঁকে ঝাঁকে দে হানা॥

[ডাকিনীগণের অন্তর্দ্ধান।

ম্যাক্‌বে। কোথা গেল? লুকা'ল সকলে,
যেন পঞ্জিকায়, আজিকার দিনে এ সময়,
কুক্ষণ লক্ষিত রহে।
এস, কে আছ হোথায়?

লেনক্‌সের প্রবেশ

লেনক্। কি আজ্ঞা মহাশয়?
ম্যাক্‌বে। বিকটা ডাকিনীত্রয়ে ক'রেছ দর্শন?
লেনক্। কই, না প্রভু?
ম্যাক্‌বে। যায় নাই তোমাদের পথে?
লেনক্। কই, কোথা? দেখি নাই প্রভু!
ম্যাক্‌বে। হোক সেই বায়ু কলুষিত—
যাহে তারা করে আরোহণ,
তা সবারে যে করে প্রত্যয়—
তার হোক অধোগতি।
শুনিলাম অশ্ব পদ-ধ্বনি,
আইল হেথা কোন্ জন?
লেনক্। আইল দূত দুই তিন জন
বার্ত্তা দিতে নৃপতি সমীপে,
ইংলণ্ড প্রদেশে পলায়ন ক'রেছে ম্যাক্‌ডফ।
ম্যাক্‌বে। ইংলণ্ডে ক'রেছে পলায়ন?
লেনক্। হাঁ মহারাজ!
ম্যাক্‌বে। সময় বিরোধী তুমি,
কার্য্যে মম হও প্রতিবাদী।
অস্থির মন্তব্য কভু না হয় সাধন,
মন্ত্রণার পার্শ্বগামী কার্য্য না হইলে।
যে ভাব যখন হ'বে অন্তরে উদয়,
সেই ক্ষণে হস্ত মম করিবে সমাধা,
এ নিয়ম এই দণ্ড হ'তে—
এবে উদয় হয়েছে মনে,
কার্য্যে এইক্ষণে পূরণ করিব তাহা।
অকস্মাৎ হানা দিয়ে ম্যাক্‌ডফের গৃহে,
অসিধারে করিব অর্পণ দারা পুত্র তার,
আর অন্য যেবা তার উত্তরাধিকারী।
বাতুলের মত নহে বাক্যব্যয় আর,
না হতে শিথিল মন্তব্য, কার্য্য হবে।
কিন্তু না চাই এ ভীষণ দর্শন;
চল কোথা দূতগণ।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

ফাইফ্—ম্যাক্‌ডফের দুর্গ

লেডী-ম্যাক্‌ডফ, ম্যাক্‌ডফ-পুত্র ও রস্‌

লেডী-ম্যাক্‌ড। কি এমন গর্হিত কাজ করেছিলেন, যা'তে তাঁরে পলাতে হ'ল?

রস্‌। দেবি, ধৈর্য্য ধরুন।

লেডী-ম্যাক্‌ড। কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ অধীর, পলায়ন করা অতি অবিবেচনার কার্য্য হয়েছে। আমরা রাজদ্রোহী নই, কিন্তু আশঙ্কায় যেন রাজদ্রোহীর ন্যায় ব্যবহার হলো।

রস্‌। সুবিবেচনা বা ভয়ের কার্য্য আপনি বুঝ্‌তে পাচ্ছেন না।

লেডী-ম্যাক্‌ড। বিবেচনার কার্য্য! যেখান হ'তে তিনি পলায়ন করেছেন, সেখানে স্ত্রী-পুত্র, গৃহ-সম্পত্তি সমস্ত রেখে গিয়েছেন। আমাদের তিনি ভালবাসেন না, তাঁর হৃদয় স্বভাবপ্রসূত স্নেহহীন। অতি ক্ষুদ্র টুন্টুনি পক্ষীও নীড়ে শাবক-রক্ষণের নিমিত্ত পেচকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। তাঁর সকলই ভয়, ভালবাসা নাই, বিবেচনাও সেইরূপ ক্ষুদ্র, যুক্তি-বিরুদ্ধ, পলায়নেই তা প্রকাশ।

রস্‌। হে সুশীলা! আমার মিনতি, আপনি স্থির হোন্‌। আপনার স্বামীর মঙ্গলের নিমিত্ত স্থির হোন। তিনি উচ্চাশয়, সুবোধ, জ্ঞানী এবং সময়ের অবস্থা তিনি সম্পূর্ণ অবগত; আমি সাহস ক'রে অধিক ব'ল্‌তে পাচ্ছি না। এ অতি নিষ্ঠুর কাল উপস্থিত, আমরা রাজদ্রোহী ব'লে পরিগণিত, কিন্তু কেন—আর কখন হলেম, তা আমরা জানি না। জনশ্রুতি শুনে ভয় পাই, কিন্তু কিসের আশঙ্কা তা জানি না। আমরা উত্তাল তরঙ্গ অর্ণবে ভাসমান, দুলে দুলে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমি এক্ষণে বিদায় হই, শীঘ্র ফিরে আস্‌ব। মন্দ অবস্থা চরম সীমা প্রাপ্ত হ'লে হয় নিঃশেষ হয়, নয় পুনর্ব্বার পূর্ব্ব-অবস্থা প্রাপ্ত হয়। বৎস, ঈশ্বর মঙ্গল করুন, আমি আসি।

লেডী-ম্যাক্‌ড। আহা! পিতা থেকেও পিতৃহীন!

রস্‌। আমার অধিকক্ষণ বিলম্ব করা বাতুলের কার্য্য হবে, নিজ অপমান ও আপনার দুঃখের কারণ হব; আমি এখনিই বিদায় লই।
[প্রস্থান।

লেডী-ম্যাক্‌ড। ওরে, তোর বাপ মরেছে। কি ক'রে খাবি এখন?

পুত্র। পাখীতে যে করে খায় মা।

লেডী-ম্যাক্‌ড। কি রে, পোকা মাকড় খেয়ে থাক্‌বি না কি?

পুত্র। কেন, পাখীরা যা পায় তাই খেয়ে থাকে, আমিও যা পাব তাই খেয়ে থাক্‌ব।

লেডী-ম্যাক্‌ড। আ অবোধ শাবক! তুই কখনও ব্যাধের জালে ভয় পাবি না।

পুত্র। কেন ভয় পাব মা? খারাপ পাখীর জন্যে তো জাল পাতে না? তুমি যতই বল না, আমার বাপ ত মরে নি।

লেডী-ম্যাক্‌ড। হাঁ মরেছে, তুই বাপ কোথা থেকে আন্‌বি?

পুত্র। তুমি স্বামী কোথায় পাবে?

লেডী-ম্যাক্‌ড। কেন, আমি বাজার থেকে গোটা কুড়ি কিনে আন্‌ব।

পুত্র। তা হ'লে তুমি তক্ষুণি আবার বাজারে বেচে ফেল্‌বে।

লেডী-ম্যাক্‌ড। তোর যত টুকু বুদ্ধি, তত টুকু ব'লেছিস্‌ কিন্তু ঠিক ব'লেছিস্‌।

পুত্র। হাঁ মা, আমার বাপ কি বিশ্বাস-ঘাতক?

লেডী-ম্যাক্‌ড। হাঁ, বিশ্বাসঘাতক বৈ কি।

পুত্র। বিশ্বাসঘাতক কাকে বলে মা?

লেডী-ম্যাক্‌ড। কেন রে, যে দিব্যি গেলে মিথ্যা কথা বলে।

পুত্র। যারা মিথ্যা কথা বলে, তারাই বিশ্বাসঘাতক?

লেডী-ম্যাক্‌ড। হাঁ, তারাই বিশ্বাসঘাতক, আর তারা ফাঁসী যায়।

পুত্র। যারা মিথ্যে কথা বলে, তারাই ফাঁসী যাবে?

লেডী-ম্যাক্‌ড। হাঁ, সব্বাই যাবে।

পুত্র। কারা ফাঁসী দেবে?

লেডী-ম্যাক্‌ড। কেন, যারা ভালমানুষ।

পুত্র। তবে তো মিথ্যেবাদী গুলো বড় বোকা, মিথ্যেবাদীই তো ঢের, তারা সবাই মিলে ভালমানুষদের কেন ফাঁসী দেয় না?

লেডী-ম্যাক্‌ড। আ বাঁদর! ভগবান তোকে রক্ষা করুন! এখন তোর বাপের জন্য কি ক'র্‌বি· বল?

পুত্র। বাবা মরে নি, তা হ'লে তুমি কাঁদতে। আর ম'রে থাকেন তুমি না কাঁদ, নূতন বাবা হ'বে।

লেডী-ম্যাক্‌ড। আহা, কি মিষ্টি কথা!

জনৈক দূতের প্রবেশ

দূত। দেবি, আপনাকে ঈশ্বর রক্ষা করুন! আমি আপনার নিকট অপরিচিত, আপনি অতি পুণ্যাত্মা আমি জানি, এই নিমিত্ত সংবাদ দিতে এসেছি। আমার আশঙ্কা হচ্ছে বিপদ্‌ নিকট, যদি আমার মত হীন ব্যক্তির উপদেশ গ্রহণ করেন, এখানে থাক্‌বেন না, আপনার ছেলে পুলে নিয়ে পালান। আমি নরাধম, আপনার নিকট ভয়ের কথা উত্থাপন কল্লেম, কিন্তু আপনার আসন্ন বিপদ জেনে যদি সংবাদ না দিই, সে অতি নির্দ্দয়ের কার্য্য হবে। আমার আর এখানে অধিকক্ষণ থাক্‌তে সাহস হ'চ্ছে না। ভগবান্‌ আপনাকে রক্ষা করুন।

[প্রস্থান।

লেডী-ম্যাক্‌ড। কোথায় যাব? আমি তো কোন দোষ করি নাই। এখন বুঝ্‌তে পেরেছি, যে পৃথিবীতে আছি, সেথায় কুকাজ প্রশংসনীয়, সুকাজ প্রায়ই বাতুলতা ও বিপদকর, তবে আমি দোষ করি নি ব'লে কেন আর নারীসূচক প্রতিবাদ করি। এরা কারা?

হত্যাকারীগণের প্রবেশ

১ হত্যা। তোর স্বামী কোথা?

লেডী-ম্যাকড। ভরসা করি, এমন অপবিত্র স্থানে নাই, যেখানে তুই তাকে দেখ্‌তে পাবি।

১ হত্যা। সে রাজার শত্রু।

পুত্র। মিথ্যেবাদী, ঝুম্‌ড়ো চুলো নরাধম!

১ হত্যা। হুঁ, ডিমে এত ঝাঁজ! (ছোরার আঘাত) বিশ্বাসঘাতকের ছানা!

পুত্র। মা, পালাও—মা, পালাও! আমায় খুন করেছে! মিনতি করি মা,—পালাও!

লেডী-ম্যাক্‌ড। খুন ক'রলে! খুন ক'র্‌লে!

[লেডী-ম্যাক্‌ডফের পলায়ন ও হত্যাকারগণের তদনুসরণ।

তৃতীয় দৃশ্য

ইংলণ্ড রাজপ্রাসাদের সম্মুখ

ম্যাকম ও ম্যাক্‌ডফের প্রবেশ

ম্যাকম। চল, যাই কোন জনহীন
লতিকা-মণ্ডপে,
রোদনে হৃদয়-ভার করি গে মোচন।
ম্যাক্‌ড। একি কথা?
সংহারিণী অসি দৃঢ় করিয়া ধারণ,
বীরের মতন,
রক্ষিব এ পীড়িত শায়িত জন্মভূমি।
নিত্য নিত্য বিধবা রোদন,
নিত্য নব অনাথের হা হা রোল,
নিত্য শোকধ্বনি পরশে গগন কায়—
প্রতিধ্বনি শোকাকুলা যাহে
কাঁদিতেছে মাতৃভূমি সহ সমস্বরে।
ম্যাকম। শুনি যাহা, প্রতীতি জন্মায় তাহে,
সে প্রতীতি করে শোকাকুল।
সময় যদ্যাপি কভু হয় অনুকূল,
পারি যদি উপায় করিব;
কহিলে যেমত, হ'তে পারে সম্ভব সকল।
এই অত্যাচারী, নামে যার দগ্ধ করে জিহ্বা,
সাধু বলি গণ্য ছিল এক দিন,
ভক্তি তুমি করিতে বিশেষ তারে,
স্পর্শে নাহি অদ্যাপি তোমারে।
এবে হের নিরীহ আমায়,
জান কি, কি হ'বে পরে?
কেমনে জানিলে, এই দুষ্ট সম—
নাহি হব আমিও অহিতে রত?
আর কেবা জানে,
নিরাশ্রয় মেষ নাহি হবে বলিদান
ক্রুদ্ধ দেব তুষ্টির কারণে?
ম্যাক্‌ড। নহি আমি বিশ্বাসঘাতক।
ম্যাকম। নহ তুমি,
কিন্তু সে ত বিশ্বাসঘাতক, ম্যাক্‌বেথ?
রাজ-আজ্ঞা করিতে পালন,
কভু সাধুজন হয় কদাচারী।
করি মার্জ্জনা প্রার্থনা,
প্রকৃতি কখন তব না হ'বে বর্ত্তন—
অন্য মত ভাবি যদি আমি;
শুনেছি যদিও,
ভূষিত উজ্জ্বলতম বিমল বিভায়

দেবদূত হ'য়েছে পতিত,
তথাপিও অন্য অন্য বিভুচরগণে,
সুবিমল উজ্জ্বল অদ্যাপি।
বাহ্য আবরণে, হয় কভু কুৎসিত সুন্দর;
সুন্দর—সুন্দর চিরদিন।
ম্যাক্‌ড। ফুরাল সকল আশা মম।
ম্যাকম। দারা, পুত্র কি ভাবে ত্যজিলে,
আসিবার কালে বিদায় না করিলে গ্রহণ?
মমতায় দিয়ে বিসর্জ্জন, দৃঢ় প্রেমের বন্ধন
কিরূপে বা করিলে ছেদন?
এ সকল করি আন্দোলন,
হয় সন্দেহ বর্দ্ধন মম।
ক্ষমুন আমায়, আত্মরক্ষার কারণে—
হেন চিন্তা স্থান দিই মনে;
তব অসম্মান নহে ত বাসনা মম।
ক্রিয়া তব ন্যায়পর অবশ্য সম্ভব,
হয় হো'ক যে ভাব উদয় মম।
ম্যাক্‌ড। হে জন্মদে!
বক্ষে তব বহুক শোণিত-ধারা।
অত্যাচার হও বদ্ধমূল,
ধর্ম্ম ডরে দমিতে তোমারে,
পর' চির পীড়ন ভূষণ;
দুরাচার স্থাপিয়াছে পূর্ণ অধিকার।
বিদায় এক্ষণে মহাশয়!
রাজ্য সনে ভারতের ঐশ্বর্য্য পাইলে,
হেন দুনীতি ব্যাভার,
আমা হ'তে কভু না সম্ভবে।
ম্যাকম। হ'ও না ক্ষোভিত,
নহে দৃঢ়ীভূত আশঙ্কা আমার।
আছে অপর কারণ, যাহে অসম্মত আমি।
জানিয়াছি জন্মভূমি ভার নিপীড়িত—
বহিছে শোণিত-ধারা করিছে রোদন,
নূতন আঘাতে ক্ষত বৃদ্ধি দিন দিন।
মম অধিকার স্থাপন কারণ,
বহু হস্ত হ'বে উত্তোলন লয় মনে।
হেথা সদাশয় ইংলণ্ড-ঈশ্বর,
সহস্র সহস্র সেনা করিতে প্রদান,
অঙ্গীকৃত মম ঠাঁই।
কিন্তু যবে—
অত্যাচারী শির দলিত হইবে পদে,
কিম্বা অসি-অগ্র যবে করিবে ভূষিত,
দুখিনী জনমভূমি—
এ হ'তে অধিক পাপে হইবে তাপিত,
বিধিমতে সহিবে অধিকতর।
যারে তুমি বসাইতে চাহ সিংহাসনে,
অধিক অনর্থ হেতু হ'বে সেই জন।
ম্যাক্‌ড। কার কথা ক'ন মহাশয়?
কে বসিবে সিংহাসনে?
ম্যাকম। কহি আমি, আপনারে লক্ষ্য করি,
নানা পাপশাখা সংযোজিত হৃদে,
সে সকল হ'লে বিকশিত
তুলনায় মসীময় বর্ত্তমান রাজা—
হ'বে যেন বিমল তুষার,
মেষ সম নির্দ্দোষী কহিবে লোকে তারে,
অসীম এ পাপরাশি করি আন্দোলন।
ম্যাক্‌ড। ঘোর নারকীয় চমূমাঝে নাহি হেন কেহ,
পাপকার্য্যে উচ্চ হ'বে সে হ'তে অধিক।
ম্যাকম। হত্যাকারী সেই, নাহি করি অস্বীকার,—
অর্থপ্রিয়, বিলাসী, বঞ্চক, শঠ, উগ্র, পরিপূর্ণ দ্বেষে,
যত দোষ নাম আছে যার—
মানি আমি আছে সে আধারে।
কিন্তু ব্যভিচার অগাধ আমার,
দারা, কন্যা, কর্ত্রী বা কুমারী
প্রজাদের আছে যত,
তাহে মম কামপাত্র পূর্ণ না হইবে;
বাসনা আমার,
লঙ্ঘন করিবে যত সতীত্বের বাধা।
ম্যাক্‌বেথ অবশ্য শ্রেষ্ঠ হেনজন হতে!
ম্যাক্‌ড। অতিরিক্ত অসংযম, ঘৃণাকর অত্যাচার,—
করিয়াছে তায়, শূন্য কত সুখ-সিংহাসন,
হইয়াছে কত শত রাজার পতন;
কিন্তু সে কারণে,
কুণ্ঠিত না হও নিজ সম্পত্তি গ্রহণে।
বহু সঙ্গে ভোগ-ক্রিয়া,
অনায়াসে গোপনে সাধন হ'বে,
সময় উচিত আবরণে,
লোকে না প্রকাশ পাবে,—
জিতেন্দ্রিয় দেখিবে সকলে।
আছে বহু উৎসুক রমণী,
বুঝি প্রকৃতির গতি—

উচ্চ জনে, আত্ম সমর্পণ করে যত নারীগণে।
সে সবারে করিতে ভক্ষণ,
নাহি হেন গৃধিনী অন্তরে তব।
ম্যাকম। কাম সনে পাপরাশি গঠিত অন্তরে,
বাড়িয়াছে ধনতৃষা এতাদৃশ মম—
হইলে ভূপাল,
বিনাশিব আছে যত ভূমি-অধিকারী।
হ'বে অলঙ্কার লালসা ইহার,
আবাস উহার; রুচিকর-জারক সদৃশ—
অর্জ্জনে বাড়াবে ক্ষুধা সমধিক।
ধন হেতু বিবাদিব ধার্ম্মিক সুজন সনে,
সে সবারে করিব বিনাশ।
ম্যাক্‌ড। হেন ধনলিপ্সা বহুদূর তলগামী,
দূষিত এ মূল যৌবনসুলভ কাম হ'তে,
বহুভূপ-হন্তা তরবারি ইহা,
কিন্তু চিন্তা স্থান নাহি দেহ মনে।
তব ইচ্ছামত ধন, অভাব নাহিক জন্মভূমে,
তব তৃপ্তি অনায়াসে হইবে সাধন।
অর্থ-লিপ্সা করি তুল, অন্য নানা সদ্‌
গুণের সনে
অসহ্য নাহিক হ'বে।
ম্যাকম। হেন কিছু নাহি মম—
ন্যায়, সত্য, বদান্যতা, অক্রোধী স্বভাব,
দৃঢ়তা, তিতীক্ষা, দয়া, অমায়িক ভাব,
দেবভক্তি, সহিষ্ণুতা, অথবা সাহস,
স্থিরতা বিপদে, ভূপতি-ভূষণ-গুণগ্রাম,
রতি মম নাহি সে সকলে,
কিন্তু পরিপূর্ণ নানা দোষে নানা পথ
বাহী।
শক্তি যদি থাকিত আমার,
ঢালিতাম সম্ভাব মধুর-পয়ঃ নরক মাঝারে,
নাশিতাম শান্তি রণনাদে,
লণ্ড ভণ্ড করিতাম একতা ধরায়।
ম্যাক্‌ড। হা জন্মভূমি—হা জন্মভূমি!
ম্যাকম। হেন জন যোগ্য কভু রাজ্যের শাসনে?
বর্ণনার অনুরূপ জানিবে আমায়।
ম্যাক্‌ড। রাজ্যের শাসনে যোগ্য?
যোগ্য নহে জীবিত থাকিতে!
হায়রে অভাগা জাতি, শোণিতাক্ত রাজদণ্ড—
দুরাচারী অনধিকারীর করে!
কত দিনে সুদিন উদয় হ'বে পুনঃ?
রাজার নন্দন, সিংহাসন অধিকার যার—
নিজমুখে কুলাঙ্গার করিল প্রচার,
জন্মে করি কলঙ্ক অর্পণ।
পিতার তোমার, ঋষিতুল্য আছিল আচার;
রাজরাণী,—যাঁর গর্ভে জন্ম তব,
ত্যজি বিলাস ভ্রমণ—
নিয়ত ছিলেন রত ঈশ্বর-সাধনে জানু
পাতি,
প্রস্তুত হইতে নিত্য চরম কালের হেতু।
বিদায় এক্ষণে, যেই পাপরাশি
অর্পণ করিলে তুমি আপনার পরে,
আশঙ্কায় তার,
দূরিত ক'রেছে মোরে জন্মভূমি হ'তে।
হা হৃদয়! যত আশা ফুরা'ল হেথায়।
ম্যাকম। মহাত্মন্‌! সততা-সম্ভূত,
মাহাত্ম্য-ব্যঞ্জক
এই বাক্যেতে তোমার, ধৌত করিয়াছে
সংশয়-মালিন্য মম অন্তর হইতে;
অকপট সাধুভাবে তব, প্রত্যয় স্থাপনে—
আর নহে অসম্মত মম মন।
প্রেতাচার ম্যাক্‌বেথ দুর্জ্জন,
করগত করিতে আমায়, করিল শঠতা কত;
বিবেচনা করে মানা প্রত্যয় স্থাপনে
অকস্মাৎ,
কিন্তু ঈশ্বর মস্তকোপরি—
হোন আজ মধ্যস্থ দোঁহার,
এইক্ষণ হ'তে পরামর্শ-অনুগামী
আমি তব।
আত্মকুৎসা শুনিলে হে যত,
করি তার প্রতিবাদ;—
যত দোষ নিজ' প'রে করেছি গ্রহণ
করি পরিহার, জানিহ নিশ্চিত
অজানিত সে সকল প্রকৃতিতে মম!
রমণীর আলিঙ্গন—অদ্যাবধি জানি না
কেমন,
করি নাই প্রতিজ্ঞা ভঞ্জন কভু;
দূরে থাক পরস্ব গ্রহণ—
আপন সম্পত্তি লাভে, লালসা-বর্জ্জিত
আমি।
করি নাই বিশ্বাসঘাতন প্রতারণা সহকারে,
দুর্জ্জনে দুর্জ্জন-করে করিতে অর্পণ—
নাহিক বাসনা মম।
সত্য প্রতি আসক্তি আমার নহে ন্যূন—

জীবন আসক্তি হ'তে।
কহিলাম আপন বিরুদ্ধে যাহা—
মিথ্যা কথা প্রথম এ মম।
যে রূপ স্বরূপ মম,
জন্মভূমি, আর তুমি তার অধিকারী।
না হইতে তব আগমন,
সেনাপতি সিউয়ার্ড প্রবীণ—
সুসজ্জিত সেনা দশ সহস্র সংহতি,
প্রস্তুত, করিতে যাত্রা দেশ-অভিমুখে।
চল, হই অগ্রসর,
যেইরূপ ন্যায়যুদ্ধে প্রবৃত্ত আমরা,
বিজয় সম্ভব যেন হয় সেই মত।
কি হেতু নীরব তুমি?

ম্যাক্‌ড। এ প্রিয় সংবাদ, অপ্রিয় সংবাদ সনে—
সামঞ্জস্য অতি সুকঠিন।

জনৈক ডাক্তারের প্রবেশ

ম্যাকম। এ সকল কথা পরে হ'বে। (ডাক্তারের প্রতি) মহারাজ কি আস্‌বেন?

ডাক্তার। হাঁ মহাশয়, কতকগুলি পীড়িত আত্মা, আরোগ্যলাভ ইচ্ছায় অপেক্ষা কচ্ছিল, তাদের পীড়ায় বৈদ্য-শাস্ত্র পরাজিত। কিন্তু ঈশ্বর-কৃপায় মহারাজের স্পর্শে এরূপ শক্তি বিরাজিত যে, তারা বিশেষ উপশম লাভ করেছে।

ম্যাকম। আপনার সংবাদে বাধিত হ'লেম।
[ডাক্তারের প্রস্থান।

ম্যাক্‌ড। কি পীড়ার কথা উনি বল্লেন?

ম্যাকম। দুষ্ট ক্ষত;—দৈব-শক্তি আশ্চর্য্য রাজার!
কত দিন প্রত্যক্ষ দেখেছি,
আরোগ্য করিতে তাঁরে;
কে জানে, কিরূপ তিনি করেন সাধন।
শোথযুক্ত, কদাকার ক্ষতপূর্ণ কায়,
আসে কতজন, দুঃখকর দৃশ্য সে সকল,
হতাশ চিকিৎসা-শাস্ত্র উপায় সাধনে,—
আরোগ্য করেন তিনি।
মন্ত্র বলি ঈশ্বর উদ্দেশে,
সুবর্ণ কবচ কণ্ঠে করেন প্রদান।
শুনি লোকমুখে,—
মঙ্গল সূচক এই শক্তি ঐশ্বরিক—
করিবেন সন্তানে প্রদান।
এ শক্তি সহিত, ভবিষ্যত গণনা নিপুণ তিনি।
ঈশ্বর-কৃপায়, আরও নানা গুণে—
রাজাসন বিভূষিত তাঁর,—
ঈশ্বরের কৃপাপাত্র প্রকাশ যাহায়।

রসের প্রবেশ

ম্যাক্‌ড। দেখুন, কে আসে।

ম্যাকম। মম স্বদেশী জনেক, কিন্তু নহে পরিচিত।

ম্যাক্‌ড। স্বাগত হে ভ্রাতঃ!

ম্যাকম। চিনেছি এক্ষণে; ঈশ্বর-কৃপায়—
অচিরে হউক দূর সেই বাধা,
পর সম বঞ্চি যাহে দোঁহে।

রস্‌। সেই মত প্রার্থনা আমার, প্রভু!

ম্যাক্‌ড। অদ্যাবধি স্বদেশ-অবস্থা সেইরূপ?

রস্‌। হায় রে! দুঃখিনী—
সভীতা জানিতে আপনারে,
জন্মভূমি নহে ত জননী আর,
কবর সবার এবে।
কিবা হয়, নির্ণয়-অক্ষম সবে;
হাস্যমুখ নাহি আর কার,—
দীর্ঘশ্বাস, আর্ত্তনাদ, রোদনের ধ্বনি,
ছিন্ন ভিন্ন যাহে সমীরণ, হইতেছে অহরহ,
কেহ নাহি লক্ষ্য করে তায়!
ঘোর শোক নিত্য নৈমিত্তিক ভাব,
হয় ঘন মৃত্যু-ঘণ্টা নাদ,—
কে মরিল কেহ না জিজ্ঞাসে।
মস্তকে কুসুম মালা নাহি শুকাইতে
সাধুজন হত কত,
মৃত্যু অগ্রে পীড়া না জন্মা'তে।

ম্যাক্‌ড। পুঙ্খ-অনুপুঙ্খ ইহা স্বরূপ বর্ণনা।

ম্যাকম। কিবা নূতন সংবাদ এবে?

রস্‌। পলে পলে হয় হেন নব বিবর্ত্তন,
পূর্ব্ব-দণ্ড-অবস্থা যে করিবে বর্ণন,
হবে সেই হাস্যের ভাজন—
পুরাতন সংবাদ দানিয়ে।
যেন হোরায় হোরায়,
ঘটনা নিচয় বক্তায় উপেক্ষা করে।

ম্যাক্‌ড। কিরূপ অবস্থাগত পরিবার মম?

রস্‌। কেন, আছেন কুশলে।

ম্যাক্ডু। মম সন্ততি সকল?
রস্। কুশলে সকলে।
ম্যাক্ডু। সে সবার, শান্তিভঙ্গ করে নাই দুরাচার?
রস্। না, বিদায়ের কালে—
দেখিলাম কুশলে সকলে।
ম্যাক্ডু। কিরূপ অবস্থা সমুদয়,
কহ সে সকল অসঙ্কোচে।
রস্। প্রদানিতে দুঃখকর এ সব সংবাদ,
আসিবার কালে শুনিলাম জনশ্রুতি—
বহু যোগ্য জন সেজেছে বিগ্রহে,
প্রতীতি জন্মিল মম তায়,
অত্যাচারী দলবল আগুয়ান হেরে—
উপায়ের কাল উপস্থিত।
দৃষ্টিতে তোমার সৈন্য হইবে সৃজন,
নারীগণে প্রবেশিবে রণে—
নিদারুণ দুঃখভার ত্যজিবার হেতু।
ম্যাকম। হোক এ সান্ত্বনা সবার,
অচিরে হইব অগ্রসর;
সদাশয় ইংলণ্ডের পতি,
ধীর সিউয়ার্ড চালিত দশ সহস্র বাহিনী,
ক'রেছেন প্রদান আমায়,
রণদক্ষ বীরশ্রেষ্ঠ সিউয়ার্ড যেমতি,
সমকক্ষ নাহি আর তার—
খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বী সমস্ত প্রদেশে।
রস্। হায়! যদি হ'তেম সক্ষম,
শুভবাদে এ শুভ সংবাদে
করিবারে প্রত্যুত্তর,—
যোগ্য মম সমাচার, উচ্চনাদে মরুভূমে
সমীরণে করিতে প্রচার,
নরকর্ণে যেন নাহি পশে।
ম্যাক্ডু। সাধারণ সম্বন্ধে কি এরূপ বারতা,
কিম্বা কোন অভাগা-হৃদয়
এ সংবাদ অধিকারী?
রস্। নাহি এ হেন সুজন—
ভাগী যেবা নহে এ দুঃখের,
কিন্তু, অধিকাংশ আপনার সম্বন্ধে কেবল।
ম্যাক্ডু। আমার সম্বন্ধে যদি,
শীঘ্র কহ—কিবা হেতু না দাও বারতা?
রস্। জন্মের মতন যদি শ্রবণ তোমার—
মম রসনায় নাহি করে ঘৃণা,
হায়! এ হেন কঠিন বাক্য নিঃসৃত হইবে তায়,—
যাহা কভু কর্ণে তব করে নি প্রবেশ।
ম্যাক্ডু। হুঁ, বুঝিয়াছি।
রস্। পুরী আক্রমিত নির্দ্দয়তা সহকারে,
হত্যা করিয়াছে তব দারা পুত্রগণে;
আহা! শাবক-বেষ্টিত সেই বন্য কুরঙ্গিণী,
শুনিলে বর্ণনা—মৃত্যু হ'বে আপনার।
ম্যাকম। হা করুণাময়!
শিরস্ত্রাণে মুখ আবরণে, কি হেতু নীরবে রহ?
ভাষে—দুঃখ করহ প্রকাশ;
গোপনে ধরিলে দুঃখ হৃদে,
ভগ্ন হ'বে হৃদাগার।
ম্যাক্ডু। হত সন্ততি সকল?
রস্। দারা, পুত্র, দাস, দাসী, পাইল যাহারে।
ম্যাক্ডু। আর হেথা আমি
আইনু পলা'য়ে!
প্রিয়ায় ক'রেছে হত?
রস্। কি আর কহিব!
ম্যাকম। ধৈর্য্য ধর, জীবন-বিনাশকারী—
এ দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ হেতু,
এস করি প্রতিহিংসা-ঔষধ সেবন।
ম্যাক্ডু। নাহি সন্ততি ইহার;
আহা, সুন্দর সন্ততিগণ মম!
সকলে—সকলে কি হয়েছে নিহত?
আরে নারকী আ'তায়ী!
আহা! শাবক সহিত কপোতীরে—
ল'য়ে গেলি বিদরি দারুণ নখে!
ম্যাকম। কর শোক জয়, দেহ নরত্বের পরিচয়।
ম্যাক্ডু। শোকে নাহি দিব স্থান,
কিন্তু, বেজেছে আঘাত,—মানব হৃদয় মম!
আহা! অতি যতনের ধন—
অবশ্য স্মরণ হ'বে।
হা ঈশ্বর! হত্যাকাণ্ড দেখিলে সকলি?
নিরাশ্রয়ে আশ্রয় না করিলে প্রদান?
এবে হত জনে করহ গ্রহণ!
আরে পাতকী ম্যাক্ডফ্,
হত সবে তোর দোষে।
অতি হেয় আমি,—
নিহত, নির্দ্দোষীগণে আমার কারণে।
ভগবান, রাখ হে কল্যাণে সে সবারে।

ম্যাকম। শাণিত করহ অসি শোকের প্রস্তরে,
দুঃখ হোক রোষে পরিণত;
হ'ক উত্তেজিত অন্তর তোমার,
কদাপি শিথিল নাহি হয়।
ম্যাক্‌ড। ওঃ! রমণীর মত চোখে ধারা বরিষণ,
বিফল গর্জ্জন মুখে, না সম্ভবে আমা
হ'তে।
কিন্তু ভগবান্! বিলম্ব করহ দূর,
দুরাচারে দাও হে সম্মুখে মোর,—
অসি-দৈর্ঘ্য মাঝে ব্যবধান,
যদ্যপি সে পায় পরিত্রাণ,
হে ঈশ্বর, তুমিও মার্জ্জনা ক'রো তায়।
ম্যাকম। বীর সম এ ভাব তোমার,
এস যাই রাজার সমীপে।
দলবল প্রস্তুত সকল,
আছে বাকী বিদায় গ্রহণ।
পতন-উন্মুখ এবে,
পক্কফল সম সেই দুরাচার।
পাপে দণ্ড করিতে বিধান,
উত্তেজিত করিতেছে ঐশ্বরিক বল,—
সে শক্তির—নিমিত্ত আমরা সবে;
ধৈর্য্য ধর, বাঁধ বুক, শোক কর দূর।
নাহি হেন তমাচ্ছন্ন অনন্ত রজনী,
অন্তে যার প্রকাশ না পায় দিনমণি।
[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ডান্‌সিনান দুর্গের কক্ষ

ডাক্তার ও পরিচারিকার প্রবেশ

ডাক্তার। আমি দুই রাত্রি তোমার সহিত জাগরণ ক'রেছি, কিন্তু তুমি যেরূপ ব'ল্লে, তার ত কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছি না, রাজ্ঞী কবে শেষ বেড়িয়েছেন?

পরি। মহারাজ যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়া অবধি আমি দেখেছি, তিনি গাত্রবস্ত্র ধারণ ক'রে শয্যা পরিত্যাগ করেন, পেটিকা খুলে কাগজ বাহির ক'রে লন, ভাঁজ ক'রে তাতে লেখেন, প'ড়ে মোড়ক করেন, তার পর আবার শয্যায় যান; কিন্তু সমস্ত সময় গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত।

ডাক্তার। এ প্রকৃতির অতিশয় বিকৃত ভাব। নিদ্রিত অথচ জাগ্রতের ন্যায় কার্য্য; এই রূপ বিকৃত নিদ্রাবস্থায় ভ্রমণ ও অপরাপর কার্য্য ব্যতীত কখন কোন কথা ব'ল্‌তে শুনেছ?

পরি। সে ম'শায়, আমি বল্‌তে পার্‌ব না।

ডাক্তার। তুমি আমায় বল, আমায় বলা উচিত।

পরি। যখন আমার কথার সাক্ষ্য নাই, ম'শায় হোন আর অন্য কোন ব্যক্তি হোন, আমি কা'কেও ব'ল্‌ব না। দেখুন, তিনি আস্‌ছেন।

আলো হস্তে লেডী-ম্যাক্‌বেথের প্রবেশ

ঠিক এইরূপ অবস্থাই হয়; সম্পূর্ণ নিদ্রিত লক্ষ্য করুন:—স'রে দাঁড়ান।

ডাক্তার। ও আলো কোথায় পেলেন?

পরি। কেন? তাঁর কাছে ছিল, আলো সর্ব্বদাই তাঁর কাছে থাকে; এইরূপ তাঁর আজ্ঞা।

ডাক্তার। চক্ষু খোলা রয়েছে।

পরি। হাঁ, কিন্তু দৃষ্টি আবদ্ধ।

ডাক্তার। এ কি করেন? হাত রগড়াচ্ছেন দেখ।

পরি। ঐ রূপই ক'রে থাকেন, যেন হস্ত ধৌত ক'চ্ছেন; প্রায় অর্দ্ধ দণ্ডকাল ক্রমান্বয়ে এইরূপ ক'র্‌তে দেখেছি।

লেডী-ম্যাক্। এখনও এখানে দাগ র'য়েছে।

ডাক্তার। শোন, কথা ক'চ্ছেন, আমি টুকে নিই, নইলে ঠিক স্মরণ থাক্‌বে না।

লেডী-ম্যাক্। দূর হ নরকের কালি, দূর হ! এক—দুই; এই তো কাজের সময় হ'য়েছে; নরক কি অন্ধকার! ছি—প্রভু, ছি! তুমি যোদ্ধা হ'য়ে ভয় পাও? যে জানে জানুক, কিসের ভয়? আমাদের শক্তির বিরোধী হ'য়ে কে দায়ী ক'র্‌তে সাহসী হবে? কিন্তু কে ভেবেছিল, বুড়োর শরীরে এত রক্ত!

ডাক্তার। লক্ষ্য ক'রছ!

লেডী-ম্যাক্। ফাইপের অধিপতির এক স্ত্রী ছিল, সে এখন কোথায়? কি, এ হাত কি পরিষ্কার হ'বে না? আর ও কথা কেন প্রভু,

আর ও কথা কেন? তোমার এই আতঙ্কেই সমস্ত পন্ড ক'র্‌লে!

ডাক্তার। ছিঃ ছিঃ! যা ক'রেছ, যা জেনেছ, তা না জান্‌লেই ভাল ছিল।

পরি। উনি যা ব'ল্লেন, আমি নিশ্চয় বুঝ্‌তে পাচ্ছি, সে সব বল্‌বার উপযুক্ত নয়। এ যে কি ভাব, তা কেবল ঈশ্বরই জানেন।

লেডী-ম্যাক্। এখনও শোণিতের গন্ধ র'য়েছে। সমস্ত আরব্য-সুগন্ধিতে আমার এই ক্ষুদ্র হস্ত দুর্গন্ধহীন হ'বে না? ওঃ হো হো!

ডাক্তার। কি দীর্ঘশ্বাস! অন্তঃকরণ অতি ভারাক্রান্ত!

পরি। রাজদেহ, রাজসম্মান পেলেও আমি, এরূপ অন্তঃকরণ হৃদয়ে ধারণ ক'র্‌তে সম্মত নই।

ডাক্তার। সত্য, সত্য, সত্য—

পরি। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করুন, যেন আরোগ্যলাভ করেন।

ডাক্তার। এ পীড়া আমার চিকিৎসার বাইরে। কিন্তু আমি জানি, অনেকেই এরূপ বেড়া'ত,—যারা সজ্ঞান মৃত্যুলাভ ক'রেছে।

লেডী-ম্যাক্। হাত ধুয়ে ফেল',—রাত্রি-বাস পরিধান ক'র। ওরূপ মলিন হ'ও না, আমি তোমায় ব'ল্‌ছি,—ব্যাঙ্কো কবরে, গোর থেকে উঠে আস্‌তে পার্‌বে না।

ডাক্তার। ওঃ এতদূর?

লেডী-ম্যাক্। শয্যায় চল—শয্যায় চল; ঐ বহির্দ্বারে আঘাত। এস—এস—এস! আমার হস্ত ধারণ কর! যা হ'য়েছে, তা আর ফির্‌বে না! শয্যায় চল—শয্যায় চল—শয্যায় চল—

[প্রস্থান।

ডাক্তার। এখন কি শয্যাতেই যাবেন?

পরি। বরাবর।

ডাক্তার। লুক্কায়িত অন্তরের পাপ প্রচারিত।
অস্বভাব কার্য্যে হয় অস্বভাব দুঃখের
উদয়।
কলুষিত মন,
কর্ণহীন উপাধানে কহিবে গোপন কথা।
বৈদ্যের অপেক্ষা এ'র দৈব প্রয়োজন।
জগদীশ্বর—জগদীশ্বর!
মার্জ্জনা করুন আমা সবে।
যাও, পশ্চাতে উহাঁর,
সর্ব্বদা রাখিবে দৃষ্টি,
দূর কর উদ্বিগ্নের কারণ সকল।
হোক্ মঙ্গল তোমার, বিদায় এক্ষণে।
মুগ্ধ আঁখি, স্তম্ভিত অন্তর মম—
বহে তাহে চিন্তাস্রোত খর,
বাক্য উচ্চারণে হয় ভয়।

পরি। নমস্কার—বৈদ্যরাজ, বিদায় এখন।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

ডান্‌সিনান নিকটস্থ প্রদেশ

রণ-বাদ্য—মেন্‌টেথ, কেথনেস্, অ্যাঙ্গাস্, লেনক্স্ ও সৈন্যগণ

মেন্‌টেথ। অদূরে ইংরাজ দলবল;
চালে সেনা ম্যাকম—
মাতুল তাহার আর ম্যাক্‌ডফ ধীমান।
প্রতিহিংসা-তৃষা জ্বলে সে সবার;
যেই প্রয়োজনে আসিয়াছে রণে,
ঋষি তায় হয় উত্তেজিত,
ঘোর রণ-কোলাহল রুধির ক্রিয়ায়।

অ্যাঙ্গাস্। আসিতেছে বার্ণাম-কানন
অভিমুখে,
ভেটিব তথায় সে সবায়।

কেথনেস্। হয় তো ডনাল্‌বেন রাজার তনয়,
মিলিয়াছে সহোদর সনে?

লেনক্স্। নিশ্চয় নাহিক তিনি সাথে।
সমাগত বীর যত, জানি সে সবারে।
সাজিয়াছে সিউয়ার্ড তনয়,—
শ্মশ্রুহীন অন্য যুবাগণ,
পদার্পণ প্রথম যৌবনে যে সবার।

মেন্‌টেথ। অত্যাচারী কি করে এখন?

কেথনেস্। ডান্‌সিনান মহাদুর্গ করে
সুসজ্জিত।
কেহ ব'লে হয়েছে উন্মাদ;
অন্যে যারা, ঘৃণা তদধিক নাহি করে,
রোষান্ধ বলিয়া তারে করিছে বর্ণন।
কিন্তু নিশ্চয় এ কথা,
বিকৃত সকল কার্য্য তার
নহে কোন নিয়ম-অধীন।

অ্যাঙ্গাস। অনুভব করে এবে
হস্তে লেপিত জড়িত গুপ্ত হত্যা যত।
প্রতিক্ষণে বিদ্রোহ বিশ্বাস ভঙ্গ করে
তিরস্কার।
সৈন্যগণে, মানে মাত্র ডরে,
প্রেমে বাঁধা নহে কেহ;
এবে রাজ্য, ভার হয় জ্ঞান—
বীর-পরিচ্ছদ যথা বামন তস্কর-কায়।
মেন্‌টেথ। চমকে শিহরে ঘন ঘন,
বিচিত্র নহে ত তাহা।
আত্মগ্লানি করে সদা মন,
পাপদেহে করিয়া বসতি।
কেথনেস্‌। প্রকৃত অধীনে যাঁর আমরা সকলে,
চল যাই হই গিয়ে তাঁহার অধীন;
রোগগ্রস্ত রাজ্যের মঙ্গল, চল ভেটিব
ভিষকে।
মিলি তাঁর সনে,
শেষ বিন্দু অঙ্গের শোণিত করি দান—
জন্মভূমি ধৌতের কারণে।
লেনক্স্‌। ডুবাতে কণ্টক বৃক্ষ,
প্রস্ফুটিত করিবারে এ রাজ-কুসুম,
শোণিত মোক্ষণ,
প্রয়োজন মত আনন্দে করিব সবে।
অগ্রসর হই মোরা বন-অভিমুখে।
[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

ডান্‌সিনান দুর্গ-কক্ষ

ম্যাক্‌বেথ, ডাক্তার ও অনুচরগণ

ম্যাক্‌বে। নাহি চাহি সমাচার;
রাজ্য ত্যজি যাক্‌ যেবা যায়।
বর্ণাম কানন না আসিলে ডান্‌সিনানে
শঙ্কা নাহি স্পর্শিবে আমায়।
কেবা সেই বালক ম্যাকম,
নহে সে কি রমণী-প্রসূত?
মানব প্রারব্ধ অবগত—
যেই উপদেবীগণে ব'লেছে আমায়,—
'নাহি ডর, রমণীর গর্ভজাত আছে যত জন,
শক্তি নাহি ধরে তব'পরে।'
তবে দূর হ'রে বিশ্বাসঘাতক যত
সরদার সকল;
ইংরাজের ভোগী সৈন্যে হ'গে সম্মিলিত।
যে মনে চালিত আমি, যে অন্তর ধরি
হৃদি-মাঝে
সন্দেহের ভারে তাহা কভু না ডুবিবে,—
আশঙ্কায় কভু তার কম্প না ধরিবে।

জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ

আরে ভীরু! প্রেত তোর কালি দিক মুখে!
সভীত এ ভঙ্গী তুই পাইলি কোথায়?
ভৃত্য। দশ সহস্র—
ম্যাক্‌বে। ক্ষীণ মরালের পাল, ভীরু?
ভৃত্য। সৈন্যগণ মহাশয়!
ম্যাক্‌বে। নখাঘাতে রক্তপাত কর মুখে-
পাণ্ডু গণ্ড ঢাকে যাহে তোর।
আরে কর্ম্মহন্তা চর!
কোন সৈন্য আরে রে নির্ব্বোধ?
ধ্বংস হোক আত্মা তোর!
শ্বেতগণ্ডে করে আশঙ্কার আবির্ভাব।
কোন্‌ সৈন্য, আরে বিকৃতবদন?
ভৃত্য। ইংরাজের দল বল অবধান মহারাজ!
ম্যাক্‌বে। দূর হ'রে কুৎসিৎ বদন।
[ভৃত্যের প্রস্থান।
সিটন! হৃদি ভঙ্গ হয় মোর এ দৃশ্য—
আরে রে সিটন! এই আক্রমণ
হয় তো দানিবে শান্তি চিরদিন তরে
নতুবা করিবে মোরে সিংহাসনচ্যুত।
বহুদিন গত এ জীবনে;
শুষ্ক এ জীবনতরু এবে—
নীলপত্র তার ধরিয়াছে হরিদ্রা বরণ;
মান, প্রেম, প্রভুত্ব বা বান্ধবমণ্ডল,
বার্দ্ধক্যের সাথী যে সকল—আমার না হবে
কভু;
কিন্তু পরিবর্ত্তে তার, গাঢ় অভিশাপ,
উচ্চভাষে নহে প্রকাশিত;
মুখের সম্মান, ডরে করে দান—
অসম্মত চিত যেই সম্মান প্রদানে।
সিটন!

সিটনের প্রবেশ

সিটন। কিবা আজ্ঞা মহারাজ?
ম্যাক্‌বে। আরও কিবা নূতন সংবাদ?
সিটন। নিশ্চিত হ'য়েছে এবে সকল বারতা।

ম্যাক্‌বে। করিব সংগ্রাম—
যতদিন মাংস নাহি খ'সে পড়ে
অস্থি হ'তে খণ্ড খণ্ড হ'য়ে,
যুদ্ধে নাহি দিব ক্ষমা।
বর্ম্ম দেহ মম।

সিটন। প্রয়োজন নাহি তার এবে।

ম্যাক্‌বে। করিব ধারণ।
প্রের' অশ্বারোহী চারিভিতে;
যে কেহ ভয়ের কথা কহে,
ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলাও তাহারে।
দেহ বর্ম্ম।
কহ বৈদ্য, রোগীর অবস্থা কিবা?

ডাক্তার। এ তো পীড়া নহে, মহারাজ,
কল্পনা-সম্ভূত ছবি আবির্ভূত হ'য়ে
অবিরত,
করিয়াছে বিরাম-বর্জ্জিত তাঁরে।

ম্যাক্‌বে। কর আরোগ্য প্রদান এ পীড়ায়!
পার না কি মনোব্যাধি করিতে মোচন;
স্মৃতি হ'তে উখাড়িতে নার কি হে তুমি
দুরন্ত সন্তাপ বদ্ধমূল;
অগ্নি বর্ণে থরে থরে মস্তিষ্ক-মাঝারে
লেখা অনুতাপ-লিপি—
আছে কি কৌশল তব মুছিবারে তায়;
অন্তর গরল যার প্রবল পীড়নে,
ব্যথিত হৃদয়াগার, বিস্মৃতি অমৃতবারি
করি দান
ধৌত কর—পার যদি?

ডাক্তার। এ ভীষণ রোগে মাত্র রোগীই
ভিষক্।

ম্যাক্‌বে। কুক্কুরে ঔষধ কর দান, নাহি মম
প্রয়োজন।
"দেহ সাঁজোয়া পরায়ে;
দেহ দণ্ড; প্রের' অশ্বারোহী।"
বৈদ্য, পলায় সরদারগণে।—
"আরে, হও ত্বরান্বিত।"
মূত্র হেরি করে যথা রোগের নির্ণয়,
পার কি করিতে স্থির কি পীড়ায়,
আক্রান্ত এ স্থান?
আছে কি রেচক, যাহে পূর্ব্ববৎ স্বাস্থ্য
করে লাভ?
পার যদি, হেন উচ্চরবে প্রশংসি তোমায়—
যাহে প্রতিধ্বনি, পুনঃ কহে সে
প্রশংসাবাণী।
"লহ ছিন্ন করি।"
সোণামুখী প্রভৃতি সারক কিছু আছে,
নির্গত করিতে এই ইংরাজের সেনা?
শোন কিছু তা'দের সংবাদ?

ডাক্তার। হেরি রণ-সমাবেশ, নানা কথা হয়
আন্দোলন।

ম্যাক্‌বে। (সিটনের প্রতি) নিয়ে এস আমার
পশ্চাতে,
পরাজয়, মৃত্যু-ভয় করি কি কারণ,
যতদিন নাহি আসে বার্ণাম কানন।

ডাক্তার। (জনান্তিকে) এ স্থান ত্যজিতে যদি
পারি একবার,
অর্জ্জন আশায় পুনঃ না আসিব আর!
[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

বার্ণাম কাননের নিকটস্থ প্রদেশ

ম্যাকম, বৃদ্ধ-সিউয়ার্ড, যুবা-সিউয়ার্ড, ম্যাক্‌ডফ, মেন্‌টেথ, কেথনেস্, অ্যাঙ্গাস, লেনক্স্, রস্ ও সৈন্যগণের প্রবেশ

ম্যাকম। বন্ধুগণ, অনুমান করি, সুদিনের আর বিলম্ব নাই, নিজ নিজ গৃহ আর বোধ হয় ভয়ময় হ'বে না।

মেন্‌টেথ। তার আর সন্দেহ কি!

বৃদ্ধ-সিউ। সম্মুখে কি বন?

মেন্‌টেথ। এর নাম বার্ণাম কানন।

ম্যাকম। সেনাগণ, এক একটা বৃক্ষশাখা সকলে ছেদন ক'রে ধারণ কর। শাখা-অন্তরালে আমাদের সৈন্যের সংখ্যা নির্ণীত হবে না, যথার্থ সংবাদ কেউ পাবে না।

সৈন্যগণ। যথা আজ্ঞা।

বৃদ্ধ-সিউ। কেবল এই সংবাদই পাওয়া গিয়েছে যে, দুরাত্মা নিশ্চিন্ত হ'য়ে দুর্গ মধ্যে আমাদের আক্রমণ প্রতীক্ষায় আছে। মনে মনে ধারণা, শীঘ্র আমরা দুর্গ অধিকার ক'র্‌তে পার্‌ব না।

ম্যাকম। ঐ তার প্রধান ভরসা। কারণ, যারাই সুযোগ পেয়েছে, তারাই তা'কে পরিত্যাগ ক'রেছে। ছোট বড় সকলেই এ বিদ্রোহে

মিলিত হ'য়েছে; ভয়ে যা হোক, অন্তরের সহিত কেহ তার স্বপক্ষ নয়।

ম্যাক্‌ড। এক্ষণে এ বিষয়ে আমাদের মতামত আন্দোলনের প্রয়োজন নাই; যখন সত্য দেখ্‌ব, তখন আমরা ব'লব। আপাতত শ্রমসহকারে যুদ্ধ-কার্য্যে নিযুক্ত থাকি।

বৃদ্ধ-সিউ। আমাদের লাভালাভ গণনার সময় উপস্থিত, সম্মুখ সংগ্রামে তাহা নির্ণীত হ'বে।

অনিশ্চিত আশা, মনে নানা কথা কয়;
অস্ত্রে অস্ত্রাঘাতে হবে সত্যের নির্ণয়,
উপস্থিত রণে চল লই পরিচয়।

সৈন্যগণ। গীত*

গৌড়—ত্রিতাল

ঘোর রোলে ভেরী বাজে।
বীর ব্যাকুল রণসাজে!
ফলক ঝক্‌ ঝক্‌, চুম্বিত রবিকর,
নীরব বীরব্রজ প্রফুল্ল অন্তর;
উথলে বীরমদ, চঞ্চল দ্রুতপদ,
অধীর গভীর ভেরী গাজে, হৃদে বাজে॥

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

ডান্‌সিনান দুর্গাভ্যন্তর

ম্যাক্‌বেথ, সিটন ও সৈন্যগণ

ম্যাক্‌বে। প্রাচীর উপরে কর পতাকা উড্ডীন।
আসে তারা, শব্দ চারিদিকে,
দৃঢ় দুর্গ, আক্রমণ উপেক্ষা করিবে।
বেড়িয়া রহুক অরি
কম্পজ্বর, দুর্ভিক্ষে না গ্রাসে যত দিন।
স্বপক্ষ বাহিনী যদি না হইত শত্রুর সহায়,
রণক্ষেত্রে হ'য়ে সম্মুখীন,
খেদাইয়া দিতাম সকলে গৃহমুখে।

নেপথ্যে স্ত্রী-কণ্ঠধ্বনি

কিসের এ ধ্বনি?

সিটন। স্ত্রীলোকের কণ্ঠধ্বনি শুনি, মহারাজ!

[প্রস্থান।

ম্যাক্‌বে। ভুলিয়াছি শঙ্কার আস্বাদ।
ছিল হেন দিন, শুনি নিশীথ-রোদন-ধ্বনি
শিথিল হইত যত ইন্দ্রিয় আমার;
দুর্ঘটনা বর্ণনা শুনিয়ে, কণ্টকিত—
উত্থিত হইত কেশ মম জীবিত সমান;
এবে বিভীষিকা সনে করিয়াছি পূর্ণপাত্র পান;
হত্যাকারী, চিন্তায় আমার অন্তরঙ্গ বিভীষিকা,
আর না শিহরি তারে হেরি।

সিটনের পুনঃ প্রবেশ

কিসের রোদন ধ্বনি?

সিটন্‌। রাজ্ঞী মৃত মহারাজ।

ম্যাক্‌বে। মরণ আছিল শ্রেয়ঃ পরে।
রাজ্ঞী মৃত—
হেন কথার সময় সঙ্গত হইত কোন দিন।
কল্য—কল্য—কল্য
চলে ধীর পদে দিন দিন,
হয় লয় নির্ণীত সময়ে
প্রারব্ধ লিপির শেষাক্ষরে;
গত কল্য একত্র হইয়ে,
ল'য়ে যায় পথ দেখাইয়ে,
মিশাইতে শ্মশান ধূলায়।
নিভে যা, নিভে যা, ওরে ক্ষণস্থায়ী দীপ!
চলচ্ছায়া মাত্র এ জীবন;
ক্ষুদ্র অভিনেতা, নিজ অভিনয় সময়ে যেমন,
মদগর্ব্বে চলে রঙ্গস্থলে,
হস্ত-পদ সঞ্চালিয়ে গর্জ্জন করিয়ে;
পরে তার তত্ত্ব নাহি জানে কেহ।
বাতুলের গল্প এ জীবন,—
অর্থহীন মাত্র—বহু বাক্য আড়ম্বর।

দূতের প্রবেশ

আসিয়াছ রসনা চালনা হেতু;
শীঘ্র কহ কিবা উপন্যাস।

দূত। অবধান প্রভু, দেখিয়াছি যাহা,—
নাহি জানি বর্ণিব কেমনে।

ম্যাক্‌বে। ভাল, কহ মহাশয়।

*ইংরাজী ম্যাক্‌বেথে, এই পুস্তকে সংযোজিত গীতগুলি নাই। প্রথম গীতখানি,—"মালকোষ—পটতাল" এ গীত হইয়া থাকে।

দূত। আছিলাম প্রহরী শিখরে,
বার্ণাম-কানন অভিমুখে,
মনে হ'ল, ক্রমে যেন বন অগ্রগামী।
ম্যাক্‌বে। মিথ্যাবাদী, ক্রীতদাস!
দূত। মিথ্যা যদি হয়, শাস্তি দিও মহাশয়।
এক আর অর্দ্ধ ক্রোশ মাত্র ব্যবধান,
প্রত্যক্ষ হইবে তব; সচল কানন—মহারাজ।
ম্যাক্‌বে। মিথ্যা যদি হয় তোর বাণী,
ঝুলাইব প্রথম তরুতে তোরে,—
যতদিন অনাহারে শুষ্ক নাহি হও।
কিন্তু যদি সত্য হয় তোর ভাষ,
মম প্রতি কর যদি সেরূপ ব্যাভার,
তাহা আর নাহি আমি গণি।
প্রতিহত হইতেছে প্রতিজ্ঞা আমার;
জন্মিল সংশয়, প্রেতিনীর দ্বি-অর্থ ভাষায়,
সত্য সম কহে মিথ্যা বাণী।
"ভয় নাই, যত দিন বার্ণাম কানন
ডান্‌সিনানে না করে গমন।"
এক্ষণে কানন আসে চলি।
অস্ত্র ধর, অস্ত্র ধর, চল রণে!
সত্য যদি হয় এর বাণী
নহে পলায়ন,—
নহে অলসে এ স্থানে অবস্থান।
অনাসক্তি জন্মিতেছে সূর্য্যের আলোকে,
ইচ্ছা হয় মেদিনীর হউক পতন।—
কর রণঘণ্টা নাদ!—
ব'য়ে যাক ঝঞ্ঝা, হোক প্রলয় উদয়!
বীর সাজে অন্ততঃ করিব তনুক্ষয়।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

ডান্‌সিনান দুর্গের সম্মুখস্থ প্রান্তর

ম্যাকম, বৃদ্ধ-সিউয়ার্ড, ম্যাক্‌ডফ ও শাখাহস্তে তাহাদের সৈন্যগণ

ম্যাকম। এবে উপস্থিত মোরা সবে;
দূর কর শাখা আবরণ,
স্বরূপ প্রকাশ হোক তোমা সবাকার।
হে মাতুল সুধীর,
পুত্র সনে প্রথম সংগ্রামে,
আজ আরতি তোমার।
আমি আর বীর ম্যাকডফ,
ক্রমান্বয়ে পশি রণে—
পরিশিষ্ট কার্য্য সাঙ্গ করি।
বৃদ্ধ-সিউ। বিদায় এক্ষণে।
অদ্য রাত্রে বিপক্ষ হইলে সম্মুখীন,
সমরে যদ্যপি হই ঊন,
করে যেন বিমুখ আমায়।
ম্যাক্‌ড। পূর্ণশ্বাসে কর তূর্য্যধ্বনি—
অগ্রগামী সমরে গভীর নিনাদিনী।

[প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

রণ-ক্ষেত্রের অপর প্রান্ত

ম্যাক্‌বেথের প্রবেশ

ম্যাক্‌বে। বান্ধিয়াছে দণ্ড সনে মোরে যেন;
পলাইতে নাহি পারি, করিব সংগ্রাম—
বদ্ধ ঋক্ষ, কুক্কুরের সনে যথা যুঝে।
কেবা হেন, রমণীর গর্ভজাত নহে?
হেন জনে ডর মম, নহে অন্য কারে।

যুবা-সিউয়ার্ডের প্রবেশ

যুবা-সিউ। কিবা তব নাম?
ম্যাক্‌বে। শুনিলে সভীত চিত হইবে
তোমার।
যুবা-সিউ। না; নরক-নিবাসী হ'তে উগ্রতর
নাম যদি ধর।
ম্যাক্‌বে। ম্যাক্‌বেথ আমার নাম।
যুবা-সিউ। কর্ণে মম এ হ'তে ঘৃণিত নাম,
প্রেত-পতি উচ্চারিতে নারে।
ম্যাক্‌বে। না, আর এ হেন ভীষণ।
যুবা-সিউ। মিথ্যাবাদী, ঘৃণিত নারকী;
অসিমুখে প্রকাশিব মিথ্যা কথা তোর।

পরস্পর যুদ্ধ ও যুবা-সিউয়ার্ডের মৃত্যু

ম্যাক্‌বে। রমণী-সম্ভূত তুমি;—
রমণী-সম্ভূত নরে যত অস্ত্র ধরে,
উপেক্ষি সে সবে, আমি হাস্য সহকারে।

[প্রস্থান।

রণনাদ—ম্যাক্‌ডফের প্রবেশ

ম্যাক্‌ড। শব্দ ঐ দিকে।
দুরাচার, দেখি রে বদন তোর!
মম অস্ত্রে যদি হত না হ'স্ পামর,

মম মৃত দারাপুত্রগণে,
নিত্য আসি দাঁড়াবে সম্মুখে।
অর্থলোভী অস্ত্রধারী হীন প্রাণিগণে,
আঘাতিতে নারি আমি।
না পাইলে তোরে, তীক্ষ্ণধার তরবারি মম
রাখিব পিধানে কার্য্যহীন।
বুঝি আছে ওই স্থানে,—
ঐ উচ্চ কাড়ার নিনাদ,
সর্ব্ব উচ্চ ধ্বনি শুনি হয় অনুমান।
দেখি যদি পাই তারে,
ভাগ্যদেবী, নাহি আর অধিক প্রার্থনা মম।
[প্রস্থান।

ম্যাকম ও বৃদ্ধ-সিউয়ার্ডের প্রবেশ

বৃদ্ধ-সিউ। এই পথে—এই পথে মহাশয়:—
বিনাযুদ্ধে দুর্গ করগত।
বিপক্ষ স্বপক্ষ হেরি অরির বাহিনী:
বীরদম্ভে যুঝিছে সরদারগণে;
বিজয় উদয় আজ আপনা হইতে,
স্বল্প কার্য্য আমা সবাকার।
ম্যাকম। স্বপক্ষ এ অরি,
ইচ্ছা করি না করে আঘাত।
বৃদ্ধ-সিউ। প্রবেশ করুন দুর্গে মহাশয়।
[উভয়ের প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য*

যুদ্ধক্ষেত্রের অপর ভাগ

ম্যাক্‌বেথের প্রবেশ

ম্যাক্‌বে। বাতুলের মত—
পূর্ব্বতন রাজগণে, রাখিতে সম্মান
নিজ অস্ত্রে ত্যজিত জীবন;
আমি নাহি খেলিব সে খেলা,
নিজ অস্ত্রে না হ'ব নিধন;
দেখিতেছি জীবিত সকলে,
অস্ত্রের আঘাত উত্তম শোভিবে দেহে।

ম্যাক্‌ডফের প্রবেশ

ম্যাক্‌ড। ফের, ওরে নারকী কুক্কুর!
ম্যাক্‌বে। অন্যের অপেক্ষা আমি—
পরিহার করিয়াছি তোরে।
যাও ফিরে;
হইয়াছে আত্মা মম ভারাক্রান্ত অতি,
তোর আত্মীয়-শোণিতে।
ম্যাক্‌ড। নাহি বাক্য মোর, মম বাক্য তরবারে;
আরে শোণিত-পিপাসী মূঢ়,
ভাষা নাই নাম দিতে তোর!

পরস্পর যুদ্ধ

ম্যাক্‌বে। মিথ্যা পরিশ্রম।
অচ্ছেদ্য বায়ুর অঙ্গে—
তীক্ষ্ণধার অসির আঘাত, বরঞ্চ সহজ হ'বে,
শোণিত মোক্ষণ—
তুই মম দেহ হ'তে, নারিবি করিতে কভু।
হান্ অস্ত্র ভেদ্য শিরোপরে;
মোহিনী জীবনধারী আমি,
নারীগর্ভজাত নাহি করিবে হরণ।
ম্যাক্‌ড। হ'রে নিরাশ্বাস, যাদু না ফলিবে আর;
ক'রেছিস্ এত দিন যার সেবা তুই,
কবে সে দেবতা তোরে—
"অসময়ে ম্যাক্‌ডফ,
বহিষ্কৃত জননী-জঠর হ'তে
ভিষকের অস্ত্রের প্রভাবে।"
ম্যাক্‌বে। ক্ষয় হোক জিহ্বা,
যাহে কহে হেন ভাষা,
মনুষ্যত্ব আমার কুণ্ঠিত যে কথায়!
বাজীকরী এ ডাকিনীগণে,
প্রত্যয়ের উপযুক্ত নহে আর,
দুই ভাবে কহে কথা;—
কর্ণে কহে প্রবোধ বচন,—
আশা ভঙ্গ করে অবশেষে।
যুদ্ধ না করিব তোর সনে।
ম্যাক্‌ড। হও তবে অধীন আমার ভীরু,
দৃশ্য বস্তু হ'য়ে কর জীবন যাপন।
অপ্রাপ্য জন্তুর সম রাখিব রে তোরে,
তুলি ধ্বজা লিখিব তাহায়,—
"দেখে যাও, এই স্থানে অত্যাচারী মূঢ়।"
ম্যাক্‌বে। না মানিব পরাজয়,
বালক ম্যাকম, তার পদানত হ'য়ে—

*ইংরাজী ম্যাক্‌বেথে সপ্তম দৃশ্যে নাটক সমাপ্ত হইয়াছে। গিরিশ চন্দ্র অভিনয়-সৌকর্য্যার্থে এই দৃশ্যটী সপ্তম, অষ্টম ও নবম দৃশ্যে বিভক্ত করিয়া লইয়াছেন।

সাষ্টাঙ্গে চুম্বিব ভূমি?
কুবচনে উত্যক্ত করিবে হীনজন।
বার্ণাম কানন যদি এসেছে চলিয়ে,
তুই রে বিপক্ষ, ন'স্ নারীগর্ভজাত,
তথাপিও পরীক্ষিব কিবা হয় শেষ।
বিশাল এ রণচর্ম্মে
করিয়াছি দেহ আবরণ।
কর আক্রমণ, হ'বে সে নিরয়গামী,
প্রথমে যে ক'বে—"হইয়াছে, সম্বর, সম্বর!"

[যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

নবম দৃশ্য

দুর্গাভ্যন্তর

রণবাদ্য—ম্যাকম, বৃদ্ধ-সিউয়ার্ড, রস্, অমাত্যগণ ও সৈন্যগণের প্রবেশ

ম্যাকম। যে সকল বন্ধুগণ নহে উপস্থিত,
ফেরে যেন নিরাপদে সবে।
বৃদ্ধ-সিউ। সমর-তরঙ্গে যাবে কেহ কেহ ভাসি;
বিদ্যমান এ সকলে হেরি, ভাবি মনে—
সুলভে হ'য়েছে আজ বিজয় অর্জ্জন।
ম্যাকম। সদাশয় পুত্র তব আর ম্যাক্‌ডফ
উপস্থিত নাহি হেথা।
রস্। মহাশয়, পুত্র তব বীর-ব্যবহারে
শুধিয়াছে বীরত্বের ধার।
যৌবনে করিয়ে পদার্পণ—
বীর্য্যবলে নরত্বের দিয়ে পরিচয়,
পশি রণে অসীম সাহসে,
অটল অচল যোদ্ধার মতন
দিয়াছেন দেহ বিসর্জ্জন।
বৃদ্ধ-সিউ। প'ড়েছে সমরে?
রস্। কি কহিব মহাশয়!
আনিয়াছি রণস্থল হ'তে।
অসীম হইবে শোক তব,
যোগ্যতার সনে তার করিলে তুলনা।
বৃদ্ধ-সিউ। অস্ত্রলেখা সম্মুখে দেখিলে?
রস্। বক্ষে অস্ত্রাঘাত।
বৃদ্ধ-সিউ। দেবসেনা হোক পুত্র মম।
কেশ যত পুত্র তত থাকিলে আমার,
শ্রেয়ঃ মৃত্যু এ হতে না বাঞ্ছিতাম তা সবার।
হেন বাঞ্ছিত মরণে, বাজিয়াছে মৃত্যু-ঘণ্টা তার।
ম্যাকম। স্মরি গুণগ্রাম তার—
শোক-অশ্রু বরিষণ অধিক উচিত,
সে শোক-সলিল আমি করিব প্রদান।
বৃদ্ধ-সিউ। শোক কিবা আর।
শোধি জীবনের ধার, গেছে চলি সুমঙ্গলে;
করুণায় ঈশ্বর দিবেন স্থান।—
করিবারে অভিনব আনন্দ বিধান,
হের বীর আগুয়ান।

ম্যাক্‌বেথের কাটামুণ্ড লইয়া ম্যাক্‌ডফের প্রবেশ

ম্যাক্‌ড। জয় জয় মহারাজ!
এবে রাজ্যেশ্বর তুমি।
দেখ দেখ,—
রাজ্য-অপহারকের ঘৃণিত মস্তক।
গেছে দাসত্বের দিন সুদিন উদয়।
রাজ্যের ভূষণ,
বেষ্টিত অমাত্যগণে এবে তুমি,
যারা মনে মনে করিতেছে
এ অভিবাদনে যোগদান;
সাধ মম, উচ্চ সমস্বরে,
মম সনে করুন বন্দনা,—
জয় জয় মহারাজ!
সকলে। জয় জয় মহারাজ!

ভেরীবাদন

ম্যাকম। আমা প্রতি যত স্নেহ তোমা সবাকার,
অচিরে করিব সেই ঋণ পরিশোধ।
অমাত্য কুটুম্ব সবে,
আজি হ'তে মহাপাত্র নামে হও খ্যাত।
এই পদে অভিষিক্ত—
অদ্যাবধি হয় নাই এ প্রদেশে কেহ।
বাকী এবে স্থাপন করিতে পুনঃ
নির্ব্বাসিত বন্ধুগণে—
সতর্ক দুষ্টের জাল হ'তে পলা'য়েছে যে সকলে।
সে নরহন্তার,—আর প্রেতিনী সদৃশ
নর-অরি রাজ্ঞীর তাহার—
যেই দুষ্টা,
শুনি, করিয়াছে নিজ করে আত্মনাশ;—

অন্‌চর এ দোঁহার আছে যে যথায়
আছে কার্য্য—
আনিবারে সে সবারে বিচারের দ্বারে।
কৃপাময়ের কৃপায়
অন্য অন্য কর্ত্তব্য সাধিব বিধিমত,
যথাকালে যথাযোগ্য স্থানে।
জনে জনে সবার নিকটে—
বদ্ধ আমি কৃতজ্ঞতা-পাশে—
ধন্যবাদ দিই সবে করি নিমন্ত্রণ,
মম অভিষেক আসি কর দরশন।

যবনিকা পতন

শাস্তি কি শান্তি

[সামাজিক নাটক]

(২২শে কার্ত্তিক, ১৩১৫ সাল, মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)

উৎসর্গ

নাট্যগুরু স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় শ্রীচরণেষু—

বঙ্গে রঙ্গালয় স্থাপনের জন্য মহাশয় কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন। আমি সেই রঙ্গালয় আশ্রয় করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি, মহাশয় আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতাভাজন। শুনিয়াছি, শ্রদ্ধা—সকল উচ্চ স্থানেই যায়। মহাশয় যে উচ্চ স্থানে যেরূপ উচ্চ কার্য্যেই থাকুন, আমার শ্রদ্ধা আপনার চরণ স্পর্শ করিবে—এই আমার বিশ্বাস। যে সময়ে 'সধবার একাদশী'র অভিনয় হয়, সে সময় ধনাঢ্য ব্যক্তির সাহায্য ব্যতীত নাটকাভিনয় করা একপ্রকার অসম্ভব হইত; কারণ পরিচ্ছদ প্রভৃতিতে যেরূপ বিপুল ব্যয় হইত, তাহা নির্ব্বাহ করা সাধারণের সাধ্যাতীত ছিল। কিন্তু আপনার সমাজচিত্র 'সধবার একাদশী'তে অর্থ-ব্যয়ের প্রয়োজন হয় নাই। সেই জন্য সম্পত্তিহীন যুবকবৃন্দ মিলিয়া 'সধবার একাদশী' অভিনয় করিতে সক্ষম হয়। মহাশয়ের নাটক যদি না থাকিত, এই সকল যুবক মিলিয়া "ন্যাসান্যাল থিয়েটার" স্থাপন করিতে সাহস করিত না। সেই নিমিত্ত আপনাকে রঙ্গালয়-স্রষ্টা বলিয়া নমস্কার করি।

আপনাকে আমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রদান করিবার ইচ্ছা চিরদিনই ছিল, কিন্তু উপহার দিবার যোগ্য নাটক লিখিতে পারি নাই, এইজন্য বিরত ছিলাম। এক্ষণে দেখিতেছি, জীবনের শেষ সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। তবে আর কবে আশা পূর্ণ করিব! সেই নিমিত্ত এই নাটকখানি অযোগ্য হইলেও আপনার পুণ্য-স্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গ করিলাম। ভাবিলাম, ক্ষুদ্র ফুলেও দেবপূজা হইয়া থাকে। ইতি—

বাগবাজার, কলিকাতা।
৩রা পৌষ, ১৩১৫।

চিরকৃতজ্ঞ,
শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ।

পুরুষ-চরিত্র

প্রসন্নকুমার (ধনাঢ্য ভদ্রলোক)। প্রবোধ (ঐ পুত্র)। বেণীমাধব (ঐ জ্যেষ্ঠ জামাতা)। শ্যামাদাস (ঐ বৈবাহিক, নির্ম্মলার পিতা)। প্রকাশ (বেণীমাধবের বন্ধু)। পাগল (ছদ্মবেশী পরোপকারী সদাগর, হরমণির অপরিজ্ঞাত স্বামী)। সর্ব্বেশ্বর (প্রকাশের দুষ্টবুদ্ধি কর্ম্মচারী)। ঘেঁচী (ঐ পুত্র)। বটকৃষ্ণ (নিষ্কর্ম্মা নেশাখোর)। হেবো (ঐ পুত্র)। শুভঙ্কর (মূর্খ গ্রহাচার্য্য)। মিঃ বাসু (ধনাঢ্য চরিত্রহীন যুবা)। মিঃ মল্লিক, মিঃ বড়াল (বিলাত-ফেরত ঘেঁচীর ইয়ারদ্বয়)। ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিস-ইনস্পেক্টার, জমাদার, ডাক্তার, ঘটক, স্বর্ণকার, শুঁড়ী, বেসো, কোচম্যান, কন্যাযাত্রীগণ, পাহারাওয়ালাগণ, ভৃত্য ও বেহারাগণ, বৃদ্ধ ও বালকগণ, দোকানদারগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী-চরিত্র

পার্ব্বতী (প্রসন্নকুমারের স্ত্রী)। ভুবনমোহিনী (ঐ জ্যেষ্ঠা কন্যা)। প্রমদা (ঐ কনিষ্ঠা কন্যা)। নির্ম্মলা (ঐ বিধবা পুত্রবধূ)। হরমণি (ভিখারিণী)। চিত্তেশ্বরী (শুভঙ্করের ভগ্নী)। দাই, হরমণির পালিতাকন্যাগণ, দাসীগণ ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

প্রসন্নকুমারের শয়নকক্ষের সম্মুখস্থ দরদালান

প্রসন্নকুমার ও পার্ব্বতী

প্রসন্ন। কান্না তো চিরদিনই রইলো, কান্না তো আর ফুরোবার নয়। আমরা চিতেয় না পুড়ে আর সুশীলকে ভুলবো না; কিন্তু পরের মেয়ের কি ভাব্‌ছ?

পার্ব্বতী। আহা—এমন বউ কি কারো হয়! ভগবতি, তার কপালে এই লিখে-ছিলে!

প্রসন্ন। বউমা এই ক' বছর ঘরে এসে আপনার বাপ-মাকে ভুলেছে। আমায় বাপ জানে, তোমায় মা জানে। তিন দিন বাপের

বাড়ী গে' থাক্‌তে পারে না। এখন বিপদ কি বুঝেছ?

পার্ব্বতী। সে ভেবে আর এখন থেকে কি ক'র্‌বো?

প্রসন্ন। এখন থেকেই ভাবনা;—মেয়ে আমাদের ব'লে ঘরে এনেছি, সুশীল থাক্‌লে আমাদেরই, কিন্তু আমাদের হ'য়েও আমাদের জোর নাই। বউমার বাপ নিতে পাঠিয়েছে, বউমা তোমায় কি ব'লেছে জানি না, আমার পা দুটো জড়িয়ে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্‌লে, "বাবা, আমায় বাপের বাড়ী পাঠিও না"। এদিকে ওর বাপের একেবারে জেদাজিদি।

পার্ব্বতী। আহা! মাগী সেথায় শুন্‌তে পাই, জামাইয়ের শোকে একেবারে অন্নজল ত্যাগ ক'রেছে, একবার ঘুরে আসুক।

প্রসন্ন। ঘুরে আসুক ব'ল্‌ছ, এলে রা'খ্‌তে পা'র্‌বে?

পার্ব্বতী। সে বউমার মন।

প্রসন্ন। বউমার ষোল আনা মন। কিন্তু তুমি রাখ্‌তে পা'র্‌বে কি?

পার্ব্বতী। কেন গা,—আমি কি মেয়ে মানুষ করি নি? আর বাছার কি কোন ঝক্‌কি আছে? আট দিনের দিন বাছা ঘর ক'র্‌তে এসে আমার সঙ্গে গুড়্‌ গুড়্‌ ক'রে কাজকর্ম্ম ক'রে ফির্‌চে। যে কাজ পড়ে, বলে,—"মা, তুমি এখন জিরোও, আমরা কাজ শিখি"। এই এতদিন যেদিকে ফিরিয়েছি, সে দিকে ফিরেছে। একে রাখ্‌তে পা'র্‌বো না, কেন ভা'ব্‌ছ? আমার পেমার চেয়ে আদর ক'রে রা'খ্‌বো।

প্রসন্ন। আমি কি ব'ল্‌ছি বুঝ্‌তে পাচ্চ না। মেয়ে মানুষ ক'রেছ, এই তে মনে ক'চ্চ—রাখা সোজা। মেয়ে পরের বাড়ী যাবে, যত দিন থাকে, খাইয়ে দাইয়ে আদর ক'রে রাখা; কিন্তু এ রাখা এক সর্ব্বনেশে রাখা। দেখ্‌ছ কি, সেই সর্ব্বনাশের দিন থেকে ব্রহ্মচারিণী সেজেছে! আমাদের গৃহীর সংসারে ব্রহ্মচারিণীকে রাখা বড় কঠিন, তা কি বুঝ্‌তে পাচ্ছ না?

নির্ম্মলার প্রবেশ

নির্ম্মলা। কেন বাবা, কেন কঠিন মনে ক'চ্চ? আমি যে পাঁচ বছর মায়ের শিক্ষায় কুলবধূর আচার শিখেছি, স্বামী—ইষ্টদেবতা বুঝেছি। তাঁর প্রত্যক্ষ এক সেবা, আর মনে মনে সেবা,—দুই সেবাই তোমাদের ঘরে এসে শিখেছি। আমার স্বামী প্রত্যক্ষ নন,—কিন্তু আমার অন্তরে আছেন। আমি আমার ইষ্ট-দেবতার সেবা কি ক'রে ক'র্‌তে হয়, তাঁর ধ্যান ক'রে জান্‌বো।

প্রসন্ন। মা, তুমি যদিচ বালিকা, কিন্তু দেখ্‌ছি, বুদ্ধিতে আমার মায়ের মত। আমার ভাবনার কথা কি, তা তো তুমি বুঝ্‌তে পাচ্চ; তোমায় সকল বিলাস থেকে বঞ্চিত ক'রে, কি ক'রে আমি সংসার ক'র্‌বো? তুমি মা মালসা পোড়াবে, আর বাড়ীতে নানাবিধ সামগ্রী আস্‌বে, নানা ভোগের জিনিস—ছেলের জন্য মেয়ের জন্য আন্‌বো, কিন্তু তোমায় দিতে পা'র্‌বো না; বরং তোমার কোন দ্রব্যে প্রয়াস হ'লে বঞ্চিত কর্‌বো। নচেৎ আমার কর্ত্তব্য করা হবে না। মাগো, এই ভাবনায় আমি আকুল হয়েছি।

নির্ম্মলা। কেন বাবা, কেন তুমি আকুল হয়েছ? মা, তুমি বাবাকে বোঝাও, আমার জন্য যেন উনি কিছু ভাবেন না। আমি বাড়ীর বড় বউ,—আমার সংসার,—তুমি কি বারো মাস পা'র্‌বে? আমি এখন সংসার ক'রবো, আমি ঘরকন্না বজায় ক'রবো, দেওরকে দেখ্‌বো, আইবুড়ো ননদকে দেখ্‌বো, তোমাদের দেখ্‌বো, এখন আমি তোমাদের বেটাবউ একত্রে। চাকরলোকজনকে দেখ্‌বো, এই কাজ আমার ইষ্টদেবতা আমায় দিয়ে গিয়েছেন। আমায় তিনি পরখ্‌ ক'র্‌তে লুকিয়ে আছেন—দেখা দিচ্ছেন না, দেখছেন—আমি তাঁর মনের মতন কাজ ক'র্‌তে পারি কি না। যে দিন আমার কাজ ফুরোবে, যেদিন আমি ক্লান্ত হবো,—সেই দিন তিনি আমায় আদর ক'রে সঙ্গে নিয়ে যাবেন। মা—তুমি বাবাকে বুঝিয়ে বলো—বাবাকে ভাব্‌তে বারণ করো।

প্রসন্ন। ভগবান! কি বজ্রাঘাত বুকে করেছ! এ রাজলক্ষ্মীকে রাজসিংহাসনে বসাতে দিলে না!

পার্ব্বতী। আ পোড়া কপাল—আ পোড়া কপাল!—এমন ক'রে আমার ঘর মজ্‌লো!

নিৰ্ম্মলা। না বাবা—না মা—আমি তোমাদের কাঁদ্‌তে দেবো না, তোমরা আমার মুখ চেয়ে স্থির হ'য়ে থাকো। আমি ঠাকুরপোর বেটা কোলে ক'রে তোমাদের দেবো, তোমরা কে'দো না, তোমাদের ঘর আমি বজায় ক'র্‌বো।

নেপথ্যে হরমণির গীত

"হা কৃষ্ণ করুণাসিন্ধু দীনবন্ধু জগৎপতে।
গোপেষু গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমোঽস্তু তে॥"

প্রসন্ন। গিন্নি, তুমি এ ভিখিরীর গান শুনেছ? ওকে ডাক্‌তে পাঠাও, শোন, শুনে প্রাণ ঠাণ্ডা হবে।

নিৰ্ম্মলা। আমি ঝিকে বলি, বাড়ীর ভেতর ডেকে আনুক্।

প্রসন্ন। না, এই ঘরেই ডেকে আন্‌তে বলো। [নিৰ্ম্মলার প্রস্থান।

পাৰ্ব্বতী। ঘরের ভেতর ভিখিরী মাগীকে ডাক্‌বে?

প্রসন্ন। তুমি ওকে দেখো নি, ও কে—আমি বুঝ্‌তে পারি নি। যে দিন ছোঁড়াকে বা'র ক'রে নিয়ে গেল, আমি বৈঠকখানায় প'ড়ে আছি,—ও রাস্তায় গাচ্চে—আমার প্রাণ শীতল হ'য়ে গেল। আমি ওকে দু'টি টাকা দিতে গেলুম, তা ব'ল্‌লে,—"বাবা, আর এক দিন এসে গান শুনিয়ে যাবো আর নিয়ে যাবো।" আমার বোধ হ'লো—যেন আমার শোক-শান্তির জন্যই গাচ্ছিল।

নিৰ্ম্মলার পশ্চাৎ হরমণির গান করিতে করিতে প্রবেশ

হরমণির গীত

কেন দিবানিশি ভাসি আঁখিজলে।
মৃদু মৃদু ভাষে হৃদি পরশে,
কে বলে,—"তাপিত তনয়, আয় রে কোলে!
ব্যথা পেয়েছ, ব্যথা পেয়েছি,
যত কে'দেছ, তত কে'দেছি,
আমি সাথে সাথে সদা রয়েছি;
কেন পান্থবাসে, ভ্রম নিরাশে, এসো আবাসে,—
দূরে থেকো না, পাবে যাতনা,
জ্বালা সবে না—হৃদি-কমলে"।

পাৰ্ব্বতী। ব'সো বাছা, ব'সো।

হর। মা, আমায় ব'স্‌তে বল্‌ছ? আমি কে জানো?

প্রসন্ন। তুমি কে বাছা?

হর। বাবু, আর তো আমার পরিচয় নাই, কি পরিচয় দেবো? তবে আগে কি ছিলুম,—ব'ল্‌তে পারি।

প্রসন্ন। তুমি কাদের মেয়ে?

হর। আমি ব্রাহ্মণের মেয়ে, বাড়ী নবদ্বীপ, কোলকাতায় বে হ'য়েছিল। বিবাহের পর আমার স্বামী বিদেশে চাক্‌রী ক'র্‌তে গেলো, বাপের বাড়ী এসে রইলুম। কিছুদিন পরে আমার বাপ খবর পেলে, আমার স্বামী জাহাজ-ডুবি হ'য়ে হাঁসপাতালে মারা গিয়েছে।

পাৰ্ব্বতী। আহা বাছারে—এ সৰ্ব্বনাশ যেন শত্রুরও হয় না।

নিৰ্ম্মলা। কি ক'রে খবর পেলে?

হর। আমাদের পল্লীতে একঘর জমীদার আছেন, তাঁর ছেলে বেড়াতে গিয়েছিল, সেই খবর দিলে।

পাৰ্ব্বতী। তার পর মা—তারপর?

হর। আমি বাপের বাড়ীই রইলুম—

প্রসন্ন। শ্বশুর বাড়ী রইলে না কেন?

হর। আমার শ্বশুরদের তো কেউ ছিল না—আমার স্বামী তার বিমাতার ভায়ের কাছে মানুষ হয়েছিল।

প্রসন্ন। তোমার বাপ-মা আছে?

হর। না বাবু, আমিই তাদের কাল হ'য়েছিলুম। আমি বিধবা হবার পর আমার বাপ-মা বিধবার অপেক্ষা কঠোর আচারে রইলেন। আমার বাবার খাবার সময়ে একবার মার সঙ্গে দেখা হতো, আমাকেও বালিকা ব'লে মায়িক স্নেহ ক'র্‌তেন না, শাস্ত্রমত বিধবার আচারেই রেখেছিলেন।

পাৰ্ব্বতী। তবে মা, তুমি কাল হ'লে কিসে?

হর। আমাদের পল্লীর সেই জমীদারের ছেলে, আমার প্রতি কুদৃষ্টি দেয়, আমার বাপের উপর তাড়না করে। মকদ্দমা-মামলায় সৰ্ব্বস্ব যায়, তিনি কোল্‌কাতায় পালিয়ে এলেন। নানা দুঃখে কোল্‌কাতাতেই আমার মা-বাপ মারা গেলেন। আমি নিরুপায় হ'য়ে

এক বাড়ীতে রাঁধুনী হলুম। তখন মা—জানিনি যে, সে বাড়ী আমাদের জমীদারের ছেলের শ্বশুরবাড়ী। একদিন রাত্রে সেই জমীদারের ছেলে শ্বশুরবাড়ীতে এসে আমাকে আক্রমণ করে, ধরা প'ড়ে লোকের কাছে আমার অপবাদ দেয়। তারা আমায় বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলে। আমার নামে নানান্ কথা উঠ্‌লো,—গর্ভপাত ক'রেছি পর্য্যন্ত অপবাদ হ'লো,—কোথাও আর চাক্‌রী পেলুম না। তিনদিন অনাহারে থেকে গঙ্গার ঘাটে শুয়ে মনের খেদে ডুবে ম'র্‌তে যাচ্ছি, এমন সময় নিরাশ্রয় দেখে দীনবন্ধু আমায় আশ্রয় দিলেন। একজন দেখ্‌তে পাগলের মতন, সে যেন আমায় জান্‌তো, সে যেন আমার মনের কথা বুঝেছিল। সে আমায় ধমক দিয়ে ব'ল্লে, "কেন আত্মহত্যা ক'র্‌বি? তোর সর্ব্বস্ব গিয়েছে—গিয়েছে, এখনো তোর দেহ-মন রয়েছে, দীনবন্ধুকে দে, দীনবন্ধু তোরে দেখ্‌বে"। তার কথায় মনে হ'লো, যেন দীনবন্ধু আমায় আশ্বাস দিচ্চেন। তাঁর সঙ্গে গেলুম, একখানি কুঁড়ে ঘরে নিয়ে আমায় রা'খ্‌লেন। সেই ইস্তক সেই পাগ্‌লার কাজ করি, আর ভিক্ষে ক'রে খাই।

ঝির প্রবেশ

ঝি। বাবু, বউঠাক্‌রুণের বাপ এসেছেন।

[ঝির প্রস্থান।

প্রসন্ন। বুঝি বউমাকে নিয়ে যাবার কথা ব'ল্‌তে এসেছেন। এই দু'টি টাকা নাও বাছা।

[হরমণিকে টাকা দিয়া প্রস্থান।

পার্ব্বতী। বউ মা, এই টাকাটি দাও। (হরমণির প্রতি) তুমি একদিন এসো, গান শুন্‌বো।

নির্ম্মলা। (হরমণিকে টাকা দিয়া) একটু দাঁড়াও। (পার্ব্বতীর প্রতি) মা, আমি এর সঙ্গে কথা কইলে দোষ হবে?

পার্ব্বতী। না, দোষ কি হবে। শীগ্‌গির এসো, বেলা নাই, গা-টা ধুয়ে শীতলের সামগ্রী বা'র ক'রে দেবে।

[পার্ব্বতীর প্রস্থান।

নির্ম্মলা। হ্যাঁগা সে পাগ্‌লা কে? পাগলা কি তোমার স্বামী—তোমায় নিরাশ্রয় দেখে স্বর্গ থেকে এসে তোমায় দেখা দিয়েছিলেন?

হর। আমি মা এত কি তপস্যা ক'রেছি, যে তিনি স্বর্গ থেকে এসে আমায় দেখা দেবেন? কিন্তু আমার সে পাগ্‌লাকে দেখে স্বপ্নের মতন আমার স্বামীকে মনে পড়ে।

নির্ম্মলা। হ্যাঁগা, তুমি সেই পাগ্‌লার কি কাজ করো?

হর। নবদ্বীপে কীর্ত্তন হয়, আমি শুনে শুনে কীর্ত্তন গাইতে শিখেছিলুম। সন্ধ্যার পর বাবা-মা ব'সে মালা ফেরাতেন আর আমার কীর্ত্তন শুনতেন। এখন আমায় কীর্ত্তন গাইতে অনেকে নিয়ে যায়। কীর্ত্তন গেয়ে যা রোজগার করি, তাইতে অনাথা কুড়িয়ে এনে প্রতিপালন করি,—এই পাগ্‌লার কাজ। আর ভিক্ষা ক'রে যা পাই, পেটের মত রেখে পাগ্‌লার কাজেই দিই।

নির্ম্মলা। সেই অনাথাগুলি কোথা? আমায় একদিন দেখাবে?

হর। তোমার শ্বশুর-শাশুড়ীকে বলো, যদি ওঁরা আন্‌তে বলেন, একদিন সঙ্গে ক'রে এনে দেখাব। আজ চল্লুম মা, আমি ভিখারী, আমায় চেনো না,—আহা তোমার যে দশা—অচেনা মানুষের সঙ্গে কথা ক'য়ো না, সে পুরুষ মানুষ হোক্, মেয়ে মানুষ হোক্। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে বলে মা—

"পুরানো বসন, ভাতি, অবলা জনের জাতি,
রক্ষা পায় অনেক যতনে।"

ভিখারিণীর এই কথাটি মনে রেখো,—"অবলা জনের জাতি, রক্ষা পায় অনেক যতনে।" আমি এখন আসি, তোমাদের ঝিকে বলো, আমায় বার ক'রে দেয়।

নির্ম্মলা। চল, ব'ল্‌চি।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

বটকৃষ্ণের বহির্ব্বাটি

চণ্ডুপানরত বটকৃষ্ণ ও শুভঙ্কর
সর্ব্বেশ্বরের প্রবেশ

সর্ব্বে। জলেই জল বাধে,—ওঃ প্রসন্ন বাঁড়ুজ্যের কি জোর বরাত! এক দফা ছেলের বে দিয়ে মার্‌লে, তারপর বিধবা হ'য়ে বউটো

বাড়ী রইলো, সে সব গয়না খুলে দিয়েছে, কম নয়, যেমন ক'রে হোক দশ বার হাজার টাকার। আর আজ শুনুছি—ওর জামাইটে টম্‌টম্ হাঁকিয়ে যাচ্ছিল, ট্রামে টক্কর লেগে প'ড়ে গিয়ে উরুতের হাড় ভেঙ্গে গিয়েছে। বাঁচে কি না, বড়মানুষ জামাই—ব্যস্—জামাই চক্ষু বুজ্‌লে সমস্ত বিষয় ঘরে চ'লে এলো!

বট। তুমি কোথায় শুন্‌লে—তুমি কোথায় শুন্‌লে?

সর্ব্বে। আমি প্রকাশ বাবুর কাছে কাজ করি কি না, ওর জামাইয়ের বড় বন্ধু, ব'ল্‌-ছিলো বাঁচে কি না!

বট। না—বাঁচ্‌বে না! প্রসন্নর এখন তেজ বরাত, জামাইয়ের বিষয় ঘরে এলো ব'লে!

সর্ব্বে। আর আমার বরাত দেখ না, দু'দুটো মেয়ের বে দিলুম, একটা দোজপক্ষে, একটা তেজপক্ষে; তেজপক্ষেটার কাস রোগ দেখেই দিয়েছিলুম, তা দুটোই যেন তালের খুঁটি, মর্‌বার নাম করে না, যা'হোক ম'লে বাড়ীখানা ঘরখানা বেচে নিতে পারতুম। তেজ-পক্ষেরটা এখনও তিন সের ক'রে খাঁটি দুধ খায়।

ঘে'চীর প্রবেশ

ঘে'চী। বাবা শীগ্‌গির এসো—তোমার ছোট জামাই খাবি খাচ্চে, খাট এয়েছে।

সর্ব্বে। সত্যি নাকি? তুই বাড়ী থেকে গোটা দুই তালা নিয়ে আয়, ঐ বুড়ো ব্যাটার আবার দোজপক্ষের মেয়ে আছে, ঘর-দোর সব বন্ধ ক'র্‌তে হবে।

ঘে'চী। সে তোমায় শেখাতে হবে না—সে তোমায় শেখাতে হবে না,—তবে আর তোমার থান কাপড় প'রে সরকার সেজেছিলুম কি ক'র্‌তে? আমি দাসকোম্পানীর কাছ থেকে কনট্রাক্‌টারের সরকার ব'লে তিনটে তালা নমুনা এনেছি।

শুভ। (ঝিমাইতে ঝিমাইতে) কেমন গুণে ব'লেছিলুম—জামাইয়ের বিষয় মার্‌বে?

সর্ব্বে। আরে র'সো, খাবি খেয়ে না ঝেড়ে ওঠে!

[ঘে'চী ও সর্ব্বেশ্বরের প্রস্থান।

বট। হীরের টুকরো ছেলে!

শুভ। দেখ না—শীগ্‌গির কোথায় কি দাঁও মারে।

বট। কই আমার তো গ্রহ কাট্‌লো না? একটা মেয়ে নেই, যে বরাত ঠুকে তেজপক্ষে দেবো।

শুভ। এইবার কাট্‌বে, শনি গিয়েছেন রাহুর ঘরে, রাহু গিয়েছেন শনির ঘরে, কেতুতে মঙ্গলে লেগেছে জাপটাজাপটি, এই বাগ পেয়ে বৃহস্পতি মাথা কাড়া দিচ্চে। ঐ তোমার হেবো, হেবোতেই তোমাকে নেওয়াল ক'রে দেবে।

বট। আরে কই, দুটো তিনটে সম্বন্ধ তো ছেলে দেখ্‌তে এসেই ভেঙ্গে গেল। বে দিতে পাল্লেও কিছু পেতুম।

শুভ। ও হেবো, হেবো তোমার বড় ক্ষণ-জন্মা ছেলে,—

বাঁয়ে শেয়াল ডাইনে ষাঁড়।
খেজুর গাছে ঝোলায় ভাঁড়॥
তিন প্রহরে জন্মে ছেলে।
একেবারে ওঠে মট্‌কায় ঠেলে॥

ঐ বুধটে সম্বন্ধ ভাঙ্গ্‌ছে, বৃহস্পতিটে খাড়া হ'তে দাও, হয় তোমার হেবো কোন জমীদারের মেয়ে বিয়ে ক'র্‌বে, নয় কেউ পুষ্যিপুত্র নিলে বলে! চাই কি ওর মামার বিষয় মা'র্‌তে পারে।

বট। আরে যাও, চণ্ডুর ঝোঁকে কি ব'ক্‌চ, —ওর মামাদের রাবণের গুষ্টি, একটা ক'রে মর্‌তে পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে যাবে।

শুভ। কেউ টে'ক্‌বে না—কেউ টে'ক্‌বে না, তোমার কুমড়ো ভাগ্যিতেই সব ঠিক ক'র্‌বে, তোমার চালে কেমন কুমড়ো ফলেছে। খনার বচন আছে,—

চালে যদি কুমড়ো ফলে।
মামার বংশ রাহুই গেলে॥

হেবোর প্রবেশ

হেবো। বাবা—বাবা, বেণীবাবু ব'লেছে, এইবারে খুব বড়মানুষ হব।

শুভ। হবেই তো বাবা—হ'বেই তো—

দেবো। ও তোমার বিদ্যেয় নয়, তুমি খাঁটি খেয়ে ছাই গুণেছ। বাবা, বেণীবাবু ব'লেছে, আমি ইংরিজি শিখ্‌লেই সাহেব ক'রে দেবে। চাঁদ্‌নি থেকে পোষাক কিনে দিয়েছে।

চিত্তেশ্বরীর প্রবেশ

চিত্তে। (শুভংকরের প্রতি) ওরে শীগ্‌গির আয়—শীগ্গির আয়! বড় একটা স্বস্ত্যয়ন হাতে লেগেছে, ঐ প্রসন্ন বাঁড়ুজ্যের জামাই গাড়ী থেকে প'ড়ে মর মর হ'য়েছে, চল্ চল্ স্বস্ত্যয়ন ক'র্‌তে হবে।

শুভ। ওর ছেলের বেলা ওর বেয়াইয়ের বাড়ীতে স্বস্ত্যয়ন ক'রেছিলুম, দক্ষিণেটিও হাতে করা—আর ওর মেয়েটিরও হাতের খাড়ু খোলা! আমি যার নৈবিদ্যি গুছিয়ে আন্‌তে পার্‌লুম না। প্রসন্ন বাঁড়ুজ্যে আমায় চেনে।

চিত্তে। ও মিন্সে গেছে জামাই দেখ্‌তে, একবার দু'টি বাড়ীতে খেতে আসে, জামাইয়ের বাগানেই থাকে। শীগ্গির আয়—

[চিত্তেশ্বরী ও শুভংকরের প্রস্থান।

বট। হ্যাঁরে হেবো, তুই হরমণির কাছে যাস্ শুন্‌তে পাই, তার টাকা কড়ি এদিক ওদিক প'ড়ে থাকে, কিছু সরাতে পারিস্ নি?

হেবো। তোমার ও বুদ্ধি আমি ক'র্‌বো না। আমি সাহেব হবো, একটা সিগারেট দিতে পা'র্‌তে তো দেখাতুম—কেমন সাহেবের মত সিগারেট খাই, আমি ঠিক সাহেবের মত দৌড়ুতে শিখেছি। হরমণি ওষুধ আন্‌তে পাঠিয়েছিল, আমি একদৌড়ে এনে দিলুম। হরমণি ব'ল্লে—"তুই সাহেব হ'তে পা'র্‌বি"। আমি বেণীবাবুকে দেখ্‌তে চল্লুম, যদি ডাক্তার ডাক্‌তে বলে—এক দৌড়ে ডেকে আনবো।

বট। আর তোর বেণীবাবু—সে যেতে ব'সেছে।

হেবো। না—অমন কথা ব'লো না বল্‌ছি!

[প্রস্থান।

বট। না—যেমন বরাত—তেমনি ছেলে—মানুষ হ'লো না। অমন বড় মানুষের বাড়ী যাতায়াত কচ্ছে, একদিন একটা সোণা-রুপোর জিনিস লুকিয়ে আন্‌তে পারলে না।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রসন্নকুমারের অন্তঃপুরস্থ দরদালান

নির্ম্মলা ও পার্ব্বতী

নির্ম্মলা। মা, আমি শুনেছি, আমার বাবাকে বলেছিল, যে এখন ঠিক লোক পাওয়া যায় না, স্বস্ত্যয়ন-শান্তি ঠিক হয় না; দুর্গা নাম ক'র্‌লে আপদ কাটে। এসো মা, আমরা ঠাকুর ঘরে গিয়ে আপনারা দুর্গা নাম করি।

পার্ব্বতী। স্বস্ত্যয়ন-শান্তিতে হয় না মা, তবে লোক করে কেন?

নির্ম্মলা। কই মা—আমার বেলা তো কিছু হলো না, বাবা তো ঢের খুঁজেছিলেন, ঠিক লোক তো পাওয়া যায় না।

পার্ব্বতী। না, এ খুব ভাল লোক পেয়েছি, এ শুভংকর আচার্য্যি, গ্রহ ফাঁড়া কাটাতে অমন আর নাই।

নির্ম্মলা। শুভংকর আচার্য্যি — কোন্ শুভংকর? শুভংকরের তো আমাদের বাড়ীতে স্বস্ত্যয়ন ক'রেছিল।

পার্ব্বতী। সে মা—পরমায়ু কি কেউ দিতে পারে।

শুভংকর ও চিত্তেশ্বরীর প্রবেশ

চিত্তে। এই নাও, এ কি আস্‌তে চায়! বলে, 'আমায় শ্মশানে গিয়ে সাধন ক'র্‌তে হবে। এখন আর আমি কারো স্বস্ত্যয়ন-শান্তি ক'র্‌তে পা'র্‌বো না।' আমি ঢের বুঝিয়ে সুজিয়ে এনেছি।

শুভ। (জনান্তিকে কথা কহিবার ভাণ করিয়া) দিদি, তুই আমায় খাবি, এই স্বস্ত্যয়ন-শান্তি ক'রেই আমার শরীর গ'লে যাচ্ছে।

চিত্তে। না না—এ বাড়ী তোরে স্বস্ত্যেন ক'র্‌তেই হবে। নে—ফর্দ্দ ধর্—আমি দপ্তরখানা থেকে দোত-কলম কাগজ এনেছি, নে ধর।

দোয়াত, কাগজ ও কলম প্রদান

শুভ। ধ'র্‌বো আর কি,—শনির শান্তি ক'র্‌তে হবে, পশুতে অশুভ ক'রেছে।—

যেখানে অশুভ করেছে পশু।
শনির শান্তি ক'র্‌বে আশু॥

বচন প'ড়ে র'য়েছে। তবে রাহু-কেতুরও দুটো হোম ক'রতে হবে, মঙ্গলেরও দুটো জবা দিতে হবে, আর শুক্রের অর্ঘ্য, আর রবির গোরোচনা। এই—

চিত্তে। আর বুধের যে কি করিস্?

শুভ। বুধের একখানা কাঁচা নৈবেদ্য. আর বৃহস্পতির মুণ্ডি তোলা সন্দেশ।

চিত্তে। আর চন্দ্রের রূপোর থালা. ভুলে যাস্ সব। এখন ধর—মূল-স্বস্ত্যেনের ফর্দ্দ ধর।

শুভ। শনির দোষ-শান্তির বচন পড়েই রয়েছে.—

মাষকলাইঞ্চ তৈলঞ্চ মহিষাশ্চ লোহাং
চণকশ্চ বস্ত্রং তণ্ডুলস্য গাদা।
বেদাগঞ্চ পান্না সুবর্ণস্য থালা
সদক্ষিণা দানে শনিদেব তুষ্টঃ॥

চিত্তে। নে নে বচন রাখ,—শুনচো গা গিন্নি, বলনা. ও এখন সমস্ত রাত শ্লোক আওড়াবে। নে ধর—কি কি চাই।

শুভ। এই ধর না কেন—মাষকলাইঞ্চ—

চিত্তে। মাষকলাই—এই এক মন ধর—তার পর কি বল?

শুভ। তৈলঞ্চ—

চিত্তে। নে তিন ঘড়া খাঁটি সর্ষের তেল। জানো গা গিন্নি, আমার ওর সঙ্গে থেকে থেকে সব মুখস্থ হ'য়ে গিয়েছে। তার পর বল?—

শুভ। মহিষাশ্চ—

চিত্তে। মোষ নিয়ে কি কর্‌বি? ওর বদলে একটা বাছুরওয়ালা গাই ধর।

শুভ। লোহাং—

চিত্তে। লোহা ব'ল্‌তে হবে না—লোহা বল্‌তে হবে না,—ও খানচারেক ব'টী আর খান চার পাঁচসেরি কড়া হ'লেই চল্‌বে।

শুভ। চণকশ্চ—

চিত্তে। ছোলা—দু'মন ধরি?—ও শুক্‌নোই ভাল, ভিজে ছোলা হ'লে বেশী লাগ্‌বে. সংক্ষেপে সেরে দে।

শুভ। বস্ত্রং—

চিত্তে। কাপড় প'চিশ জোড়া—ঐতেই সেরে নিতে হবে।

শুভ। তণ্ডুলস্য গাদা—

চিত্তে। হাঁ মন কতক চাল লাগ্‌বে।

শুভ। বেদাগঞ্চ পান্না—

চিত্তে। পান্নাটি একটু বেদাগ চাই, আর সোণার দু'খানা থালা আর দক্ষিণে যা দিতে পারো—এই তো? আমি তোর চেয়ে ফর্দ্দ ক'র্‌তে পারি। কলসী দুই ঘি আর ফুল দুর্ব্বো তুলসী—এই গুলো তো চাই—কেমন রে?

শুভ। আর বেল কাষ্ঠ।

চিত্তে। নে হবে হবে। গিন্নি, টাকা ধ'রে দেবে না কিনে দেবে?

পার্ব্বতী। ফর্দ্দ খানা রেখে যান, আমি সরকার মশাইকে দিয়ে কিনে আনাবো।

চিত্তে। গিন্নি, তুমি বুক বেঁধে ঘুমোও. কাল শান্তি হ'য়ে যাক, পরশু তোমার জামাই হেঁটে তোমার বাড়ী আস্‌বে. তখন যা বিদেয় ক'র্‌তে হয়, করো। আমি ব'লে ক'য়ে অল্পে সল্পে সেরে দিলুম। নে চল্—আমি হবিষ্যির টাকা নিয়ে তোরে ডাক্‌তে গিয়েছি।

[শুভঙ্কর ও চিত্তেশ্বরীর প্রস্থান।

নির্ম্মলা। মা, এরা জোচ্চর—ও তো হাজার টাকার ফর্দ্দ ক'র্‌লে!

পার্ব্বতী। না মা না, গ্রহ-শান্তিতে করণ-কস্যি ক'রেই লোকে ফল পায় না।

নির্ম্মলা। তুমি এসো মা, আমরা দুর্গা নাম করিগে।

পার্ব্বতী। ও বাছা, আমার কি মনস্থির আছে যে দুর্গা নাম ক'র্‌বো!

নির্ম্মলা। তুমি যেমন পারো, চলো।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

বেণীমাধবের উদ্যানবাটীস্থ কক্ষ

ব্যাণ্ডেজ বাঁধা পা বালিসের উপর রাখিয়া অর্দ্ধশায়িত-অবস্থায় বেণীমাধব, শয্যা-পার্শ্বে শুশ্রূষারত-ভুবনমোহিনী ও কক্ষদ্বার-সন্নিকটে পাগল উপবিষ্ট

বেণী। ভুবন, বাবাকে বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছ?

ভুবন। বাবা কি যেতে চান?

বেণী। ওঁদের বড় ক্লেশ হবে। ওঁদের আমি

জামাই নই, ওঁদের আমি ছেলের অধিক। আমার মুখ চেয়ে ওঁরা ছেলের শোক ভুলেছেন। যাকে তাকে "এই আমার জামাই" ব'লে দেখিয়েছেন, শতমুখে সুখ্যাতি করেন। আমার শোক পুত্র-শোকের অধিক লাগ্‌বে।

ভুবন। তুমি কেন অমন ক'চ্চ? সবাই ব'লচে—ভাল হবে।

বেণী। ভাল হই ভাল, আমার তো অসাধ নাই। কিন্তু ঊরুত কেটে কেউ বাঁচে না।

ভুবন। ওই তোমার এক কথা, ডাক্তাররা ব'লে গেল, আর তুমি এমন ক'চ্চ! প্রকাশবাবু বলে, এমন হাজার হাজার লোক ভাল হয়।

বেণী। সে বেশ তো, আমি যা ব'লচি—শোনো,—আমার বাপ ছিলেন না, আমার মা বে দিয়েই কাশীবাসী হয়েছেন। তিনি শ্বশুর ম'শায়কে ব'লে গিয়েছেন—"আমার ছেলে আজ থেকে তোমার।" সেই ইস্তক তিনি আমায় ছেলের অধিক দেখেন। তোমার মা আমায় মায়ের মতন যত্ন করেন। তুমি তাদের দেখো, তাদের দে'খ্‌বার আর কেউ নাই। তোমার ছোট বোন বালিকা, আর তোমার ছোট ভাইটে তো অল্‌বড্ডে, আর বিধবা জা,—তারা ছেলেমানুষ, কিছু জানে না। আমার ভাল মন্দ হ'লে আমার শ্বশুর-শাশুড়ী অন্নজল পরিত্যাগ ক'র্‌বেন।

ভুবন। ওগো তুমি একটু ঘুমোবার চেষ্টা করো, অমন বক্‌বে তো আমি উঠে যাবো।

বেণী। আমি ঘুমুবো—খুব ঘুমুবো, তুমি রেগো না, সে ঘুম আর ভাঙ্গাতে পা'র্‌বে না। যতক্ষণ জেগে থাকি, শোনো—তোমার নামে আমি উইল ক'রেছি, ব'লেছিত—পৈতৃক সম্পত্তি ছেড়ে এসে ব্যবসাবাণিজ্য ক'রে যৎকিঞ্চিৎ হয়েছে, তাই থেকে আমি অনেক পৈতৃক সম্পত্তি কিন্‌তে পেরেছি, এতে আমার বৈমাত্র ভাইপো, খুড়তুতো ভাই—এদের কোন অংশ নাই। তোমার নামে আমি সব উইল ক'রে দিয়েছি, প্রকাশ তার এক্‌জিকিউটার।

পাগল। বাঃ!—

বেণী। তোমার বাপকে এক্‌জিকিউটার ক'র্‌বো মনে ক'রেছিলুম, কিন্তু দেখলুম, তিনি শোকাতাপা, হয়তো দেইজীরা ঝগড়া ক'র্‌বে; তিনি নিরীহ মানুষ, অত জঞ্জাল তাঁর ঘাড়ে দিলুম না।

পাগল। বেশ!—

ভুবন। হ্যাঁগা, কা'ল সকালে ব'লো না।

বেণী। কা'ল সময় পাবো কখন? সকালে ডাক্তাররা এসে পা কাট্‌বে; আর সময় পাই কি না জানি না। প্রকাশ আমার কে—শোনো,—প্রকাশ আমার বন্ধু নয়, ভাইয়ের অধিক, তোমাকে সে ভগ্নীর চেয়ে স্নেহ করে।

ভুবন। হ্যাঁগা, প্রকাশ বাবুর পরিচয় আমায় কি দিচ্চ? আমাদের পাড়ার,—ছেলেবেলা থেকে আমাদের বাড়ী আসে, কত আদর ক'র্‌তো,—কতদিন আমার সঙ্গে খেলা ক'রেছে,—আমি প্রকাশ বাবুকে জানি নে!

বেণী। না—জানো না, আমি দু'তিন বার বিপদে পড়ি, প্রকাশ বাড়ী বাঁধা দিয়ে আমায় সাহায্য ক'রেছে; দু'বার কঠিন ব্যায়রাম হয়, প্রাণ উৎসর্গ ক'রে আমার সেবা ক'রেছে। তুমি জেনো, তোমার মুখপানে যদি কেউ চায়—আমার রাগ হয়; কিন্তু প্রকাশকে তোমার কাছে এক্‌লা রেখে আমি কাজে বেরিয়ে যাই। সে তোমার হ'য়ে আমার সঙ্গে ঝগড়া করে। ভাল গয়না কোথাও দেখ্‌লে জোর ক'রে কিনে আনে। প্রকাশকে তুমি আপনার জেনো, কারুর কথা শুনে তাকে পর ক'রো না। প্রকাশের যদি স্ত্রী না থাক্‌তো, আমি সমাজ মান্‌তুম না, আমি প্রকাশকে অনুরোধ ক'র্‌তুম, তোমায় বিবাহ করে। যাক্ সে কথা—আমি তোমায় প্রকাশকে দিয়ে নিশ্চিন্ত।

পাগল। মরি মরি!—

বেণী। কে ও?

ভুবন। সেই পাগ্‌লা, ও যা'ক্ না—ব'সে থেকে আর কি ক'র্‌বে?

বেণী। না না, ও থাক্, আমি হৃদয়হীন কোল্‌কাতার রাস্তায় পড়েছিলুম, এ আমায় না তুলে আন্‌লে সেইখানেই ম'রে পড়ে থাক্‌তুম। ভাই, এদিকে এসো,—তুমি আমার কে ছিলে জানি না, তোমার কৃপায় আমি ভুবনকে দেখ্‌তে পেয়েছি।

পাগল। আর বন্ধুর হাতে হাতে স'পে দিতেও পা'র্‌বে।

বেণী। তুমি হৃদয়বান্—পাগল নও, তোমার কথার ভাব আমি বুঝেছি, কিন্তু তুমি জানো না, আমার সে বন্ধু নয়।

ভুবন। ওর সঙ্গে কি ব'ক্‌ছ?

বেণী। ওকে তুমি চেনো না; কি যত্নে আমায় রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনেছে জান না; ওর ঋণ আমার জন্মান্তরেও শোধ হবে না। ও যদি কখনো আসে, পাগল ব'লে তাচ্ছিল্য ক'রো না।

[পাগলের প্রস্থান।

প্রসন্নকুমারের প্রবেশ

ম'শায়, আবার কেন এত রাত্রে এসেছেন? আমি বেশ আছি, আপনি বাড়ী যান, নইলে আমার ঘুম হবে না।

প্রসন্ন। কই বাবা, এখন' তো ঘুমুতে পা'চ্ছ না?

বেণী। এই ওষুধ খেয়ে এইবার ঘুমুবো, —আপনি আসুন।

প্রসন্ন। হ্যাঁ এই যাই বাবা। একবার দেখে যাচ্ছি।

বেণী। তা বেশ ক'রেছেন, কা'ল আর আপনি আ'সবেন না, opearation হবে, আপনি দেখ্‌তে পা'র্‌বেন না।

প্রসন্ন। না না—তা আস্‌বো না—তা আস্‌বো না।

বেণী। তা এখন আপনি যান,—আপনি থা'ক্‌লে আমি ঘুমুতে পা'র্‌বো না।

প্রসন্ন। চল্লুম—চল্লুম। তুমি এখন একটু ভাল আছ তো?

বেণী। আজ্ঞে হাঁ, আমি বেশ আছি। আপনি আসুন, বাড়ীতে খবর দেন গে—আমি আছি ভাল, তাঁরা আবার ভাব্‌ছেন।

প্রসন্ন। হ্যাঁ হ্যাঁ—আমি আসি—আমি আসি। [প্রস্থান।

বেণী। দেখ্‌ছ—পাগলের মত হ'য়েছেন, ওঁদের দে'খ্‌বার আর কেউ রইলো না!

প্রকাশের প্রবেশ

প্রকাশ। কি, এখনো বক্‌ বক্‌ ক'চ্ছ? না—আমায় আর বাড়ী যেতে দিলে না। আর ভুবন, তুমিও তো বেশ!

ভুবন। আমি কি ক'র্‌বো বলো? আমি ব'ল্‌ছি ওষুধটো খেয়ে শোও, তা কিছুতেই শুন্‌বে না।

প্রকাশ। নাও, তুমি উঠে যাও, আমি ব'স্‌ছি। তুমিও শোওগে। কিছু তোমার ভাবনা নাই। নাও বেণী, ওষুধ খাও।

বেণী। কেন ঘুমের জন্য ব্যস্ত হ'চ্ছ? পা কাটিয়ে অঘোরে ঘুমুবো, আর ঘুমুতে কাউকে ব'ল্‌তে হবে না।

প্রকাশ। তুমি নেহাৎ ছেলেমানুষ, সৃষ্টির লোক্‌কে কাঁদান কেমন তোমার অভ্যেস! যা হবার তা হবে, তুমি এখন স্থির হও।

বেণী। আমার আর একটী কথা,—ভুবনকে তুমি দেখ্‌বে?

প্রকাশ। গঙ্গাজল ছুঁয়ে দিব্যি ক'র্‌বো না কি বল? ভুবন আমার তোমার দেখ্‌তা নয়। যখন তোমার বে হয় নাই, তখন থেকে আমি ভুবনকে জানি, তা তো জানো? আমি তিনটে সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়ে দিয়ে, তোমার সঙ্গে জোর ক'রে বে দিয়েছিলুম। এ তো তোমায় কতবার ব'লেছি।

বেণী। আমার মতন ক'রে দেখো,—ও কখনো কোন দুঃখ জানে না; একেবারে মাথায় বজ্রাঘাত হবে—একেবারে অনাথা হবে। তুমি দেখো, বল—দেখ্‌বে?

প্রকাশ। হাঁ দে'খ্‌বো। এই ওষুধটা খাও।

বেণী। আমি তোমায় প্রকাশকে স'পে দিয়েছি,—প্রকাশকেও তোমায় স'পে দিচ্ছি। প্রকাশকে ভায়ের মতন দে'খ্‌বে। ওর সম্পদ তোমার সম্পদ, ওর বিপদ তোমার বিপদ, ওর স্ত্রী তোমার ভগ্নী, ওর ছেলে তোমার ছেলে। আমি চোখ বুজ্‌লে প্রকাশ ছাড়া তোমার কেউ নাই। তোমার বাপ-মা তোমায় স্নেহ করেন, কিন্তু তোমার অন্তরের ব্যথা বুঝ্‌বেন না, প্রকাশ বুঝ্‌বে; ওর কাছে কোন কথা গোপন ক'রো না। ও বড় যত্ন জানে—তোমায় বড় যত্ন ক'র্‌বে। ভাই প্রকাশ, তোমায় আমার কিছু ব'ল্‌বার নাই, তুমি আমার মন বোঝো; তুমি যদি না থাক্‌তে, আমার মৃত্যু আরো ক্লেশকর হ'তো! তোমার মুখ দেখে, আমার মনে শান্তি হ'চ্চে—আমার ভুবনকে দে'খ্‌বার লোক রইল'।

প্রকাশ। ভাই, তুমি বড় বিপদ ক'র্‌লে, ওষুধটো খাও!

বেণী। দাও। (ঔষধ সেবন করিয়া) ভুবন,

তুমি আমার এক পাশে ব'সো,—প্রকাশ এক পাশে ব'সো। তোমরা কথা কও ভুবনকে ভরসা দাও, আমি শুনতে শুনতে ঘুমুই।

ভুবন। এই যে আমরা ব'সে আছি। আবার চাইচো কেন? চোখ বোজো। এই যে আমি তোমার গায়ে হাত দিয়ে র'য়েছি।

পাগলের পুনঃ প্রবেশ

পাগল। আহা—আমার অমন বন্ধু নাই।

ভুবন। তুমি আবার কেন এয়েছ?

প্রকাশ। না না, আসুক, ও বড় সেবা করে। (পাগলের প্রতি) কেন ভাই, আমি তোমার বন্ধু। তুমি বেণীকে রাস্তা থেকে এনেছ, আমাকে কিনে রেখেছ।

পাগল। আমার বন্ধু হ'য়ে কি ক'র্‌বে? আমার যুবতী মাগও নাই, টাকাও নাই। এইবার পাগলকে ভাল লাগ্‌বে না। আমি চ'ল্লুম, কিন্তু পাগ্‌লার কথাটা একটু ঠাউরে দেখো।

[পাগলের প্রস্থান।

ভুবন। ও পাগল—ওর কথায় কি ভা'ব্‌ছ?

প্রকাশ। ভাবি নি, বাঁচাতে পারি তবেই,—বড় বেশী দায়িত্ব বটে।

ভুবন। (ইঙ্গিত করিয়া) চুপ!

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

প্রসন্নকুমারের অন্তঃপুরস্থ দরদালান

পার্ব্বতী

চিত্তেশ্বরীর প্রবেশ

চিত্তেশ্বরী। ওগো গিন্নি, দক্ষিণে নিয়ে এসে ব'সো, শান্তিজল নেবে। তোমার ছোট মেয়েকে, ছেলেকে আর বউকে ডাকো, ক'জনে ব'সে শান্তিজল নাও।

পার্ব্বতী। বউমাকে ডাক্‌ছি—ঠাকুরঘরে আছে; ছোট মেয়ে তো বাড়ীতে নেই; এই শোকতাপের সংসার দেখে, সেটা ভায়ের শোকে কে'দে কে'দে সারা হচ্ছিল,—তাই তার মামারা নিয়ে গিয়েছে। ছেলে কোথায় বেরিয়ে গিয়েছে।

চিত্তে। তবে তোমরা এসো, তোমার ছেলে-মেয়ের হ'য়ে তুমিই শান্তি জল নেবে এখন। তোমার কাজ চৌচাপটে হ'য়ে গিয়েছে। হোমের আগুনের শিখে সোণার বর্ণ হ'য়ে একতালা অবধি উঠেছিল; আমি ভাব্‌লুম—কড়ি ধরে। শুভো ব'সে নাগাল পায় নাই,—দাঁড়িয়ে উঠে আহুতি দিয়েছে। এমন শান্তি আর কারো বাড়ীতে হয় নাই।

পার্ব্বতী। হ্যাঁ মা, কাল রাত থেকে যে সবাই বড় ভয় পেয়েছে শুনচি। কর্ত্তা আজ ভোর না হ'তে হ'তে চ'লে গিয়েছে,—তিনটে বাজ্‌তে চ'ল্লো, এখনো ফির্‌লো না,—আমার বুক কাঁপ্‌ছে মা!

চিত্তে। কিছু ভয় নাই—কিছু ভয় নাই, খবর আ'ন্‌তে পাঠাও, এতক্ষণ তোমার জামাই উঠে বসেছে। ওই শান্তিজল দিতে ডেকেছি, সে আস্‌ছে। কা'ল আবার এসে পূর্ণ ঘড়ায় শান্তি ক'র্‌বে। যাও গিন্নি, দক্ষিণে নিয়ে এসো।

পার্ব্বতী। মা, আমার প্রাণের ভেতর কেমন হু হু ক'রে উঠ্‌ছে, মনে হ'চ্চে যেন আমার মাথার উপর আকাশ ভেঙ্গে প'ড়্‌বে। শুভ হ'লে এমন হ'চ্চে কেন মা!

চিত্তে। ও ভয়েই জয়—ভয়েই জয়! তুমি দক্ষিণে আনো। বামুন উপোসী আছে, গিয়ে হবিষ্যি ক'র্‌বে, সন্ধ্যে হ'লে আর হবে না।

পার্ব্বতী। হ্যাঁ মা, শুভ হবে তো?

চিত্তে। শুভ হবে না! ওর এমন শান্তি নয়। ওর নাম শুভঙ্কর, যেখানে শান্তি ক'র্‌বে, সেইখানে শুভ হবে।

শুভঙ্করের প্রবেশ

শুভ। আমি কা'ল এসে দক্ষিণে নেবো আর শান্তিজল দিয়ে যাব। আজ এখন চল্লুম—তোমার জামাই বাড়ী শান্তিজল দিতে।

পার্ব্বতী। দাঁড়াও বাবা দাঁড়াও, আমি দক্ষিণে এনে প্রণাম করি।

[পার্ব্বতীর প্রস্থান।

শুভ। আরে নে স'রে আয়, গতিক বড় খারাপ! চাকর-বাকরেরা কি কাণাকাণি ক'চ্চে।

চিত্তে। দাঁড়ানা—এই আ'ন্‌লে।

শুভ। না—না, ঐ শোন্‌,—বাইরে কি গোল হ'চ্চে শোন্‌,—পালিয়ে আয়—পালিয়ে আয়! যা পেয়েছি সেই ভাল, আমি হরে ভারীকে আট আনা পয়সা ক'ব্‌লে এনেছিলুম, সব সরিয়েছি।

চিত্তে। আর ঘিয়ের কলসী দুটো?

শুভ। আর রাখ্ তোর ঘিয়ের কলসী।

নেপথ্যে প্রসন্ন। গিন্নি—গিন্নি—

শুভ। ঐ দ্যাখ্ মজালে! আজ বুঝি মার খেয়ে বিদেয় হ'তে হয়।

পার্ব্বতীর পুনঃ প্রবেশ

পার্ব্বতী। এই বাবা দক্ষিণে নাও। (দক্ষিণা দিয়া প্রণাম করণ)

প্রসন্নকুমার ও ভুবনমোহিনীর প্রবেশ

প্রসন্ন। গিন্নি, শান্তি ক'চ্চ? এই নাও—সব শান্তি ক'রে তোমার ভুবনকে এনেছি।

পার্ব্বতী। ওমা আমার কি হ'লো গো! (মূর্চ্ছা)

নির্ম্মলার বেগে প্রবেশ

ভুবনমোহিনী ও নির্ম্মলা। মা—মা—

নির্ম্মলা। ঠাকুরঝি, মাথাটা কোলে তুলে নাও, আমি জল আনি। [নির্ম্মলার প্রস্থান।

ভুবন। (পার্ব্বতীকে কোলে টানিয়া) মা—মা—

প্রসন্ন। ডেকো না ভুবন—ডেকো না—মরে যদি ম'রে বাঁচুক!

জল লইয়া নির্ম্মলার পুনঃ প্রবেশ

বউ মা, কেন মুখে জল দিচ্ছ? ম'রে জুড়ুক! এ বড় জ্বালা মা—বড় জ্বালা! আধ পোড়া হ'য়ে আছে, মরে শীতল হোক্! (শুভংকরের প্রতি) কে তোমরা—শান্তি ক'র্‌তে এসেছ না কি? শান্তি হ'য়েছে তো! আর কেন বাবা—আর হেতায় কেন?

শুভ। অ্যাঁ—অ্যাঁ—

প্রসন্ন। ভয় নাই—ভয় নাই—তোমাদের অপরাধ নাই।

[শুভঙ্কর ও চিত্তেশ্বরীর প্রস্থান।

পার্ব্বতী। (মূর্চ্ছান্তে) মা—মা—ওমা—কি হ'লো গো! ভুবন—ভুবন—মা আমার—কি হ'লো! আমার সোণার ভুবনের কি হ'লো গো! ও মা, আমার বাবাকে কোথায় রেখে এলি! ওগো কি রাক্ষসী জন্মেছি গো! সৃষ্টি খাবো না কি গো? কি হ'লো গো—কি হ'লো!

প্রসন্ন। খুব কাঁদো—যত পারো, কাঁদো। চেষ্টা করো—কাঁদ্‌তে পারো দেখ! দেখ' দেখ' কে'দে যদি একটু শীতল হও! আমার চ'খে কান্না নাই—শরীরে জল নাই—আগুনে শুকিয়ে গেছে! কেবল আগুন—কেবল আগুন ধু-ধু জ্বল্‌ছে—কিন্তু পুড়িয়ে ছাই করে না!

পার্ব্বতী। ওগো আমার বেণীকে কোথায় ভাসিয়ে দিলে গো! আমার বড় সাধের জামাই যে গো! আমি যে সুশীলের শোকে প'ড়ে-ছিলুম, বেণী আমার মুখে জল দিয়েছে গো! ওগো কি হ'লো গো—কি হ'লো!

ভুবন। মা মা—আমাকে দেখ'! (ক্রন্দন)

প্রসন্ন। না না চক্ষু বুজে থাকো! তুমি আমার মতন কঠিন নও, চোখ ঠিক্‌রে প'ড়্‌বে! আর চেয়ো না, পৃথিবী দেখো না। যা হবার হোক্, কাণে কিছু শুনো না—কিছু দেখো না—কিছু শুনো না,—বড় জ্বালা—বড় জ্বালা!

পার্ব্বতী। ওগো তুমি যে ব'ল্‌লে—বেণীর চিকিৎসা করা'চ্চ! কি চিকিৎসা করা'লে—আমার বেণীকে এনে দাও! কি চিকিৎসা করা'লে—কি চিকিৎসা করা'লে!

প্রসন্ন। সে কথা শুন্‌বে?—শুন্‌বে? শুন্‌বে? শোনো তবে,—ডাক্তার ডাকিয়ে বাছার পা কাটা'লুম, রক্ত ছুটে বুঝি গঙ্গার তীরে গেল!—সেই রক্তে বেণীকে ভাসিয়ে দিলুম! চক্ষে দাঁড়িয়ে দেখেছি,—মূর্চ্ছা যাই নাই,—মৃত্যু হয় নাই! মরণ নাই, পাষাণ—পাষাণ—বুক আমার পাষাণ! এই দেখ—এই দেখ—

[বক্ষে করাঘাত করণ।

নির্ম্মলা। বাবা, বাবা—কি করো—কি করো?

প্রসন্ন। কেন মা, ভয় পাচ্ছো? এই দেখ না পাষাণ—পাষাণ! নইলে তোমার এই দশা, ভুবনের এই দশা,—আমি তো রয়েছি! (পার্ব্বতীর প্রতি) কি দেখ্‌ছ—কি দেখ্‌ছ? আমার কি ইচ্ছে হ'চ্ছে জানো?—তোমার গলায় পা দিয়ে মেরে ফেলি! এ যন্ত্রণা তোমায় না সইতে হয়!

নির্ম্মলা। মা মা, তুমি ওঠ—বাবাকে ঠাণ্ডা করো,—তোমার শোক ফেলে দাও মা! সর্ব্বনাশ হ'চ্চে দেখ্‌ছ না মা! বাবা, তোমায় কিন্তু ব'ক্‌বো, তুমি অমন ক'রো না।

প্রসন্ন। মা আমার—মা আমার বড় যন্ত্রণা! ওহো হো! বাপ আমার, তোমায় কে'টে মেরে ফেল্‌লুম! আহা হা!—

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বেণীমাধবের উদ্যানবাটীস্থ কক্ষ

প্রকাশ ও ভুবনমোহিনী

প্রকাশ। গরীব-গর্ব্বোদের যেমন দিতেন থুতেন, সমিতি-আশ্রমের যা চাঁদা দিতেন, তা ঠিক আছে। তোমার শাশুড়ী কাশীতে আছেন, তিনি ধর্ম্ম কর্ম্ম করেন, অতিথি-সেবা করেন, তার বন্দোবস্ত উইলে আছে। তবে এইটুকু কাঁচা ক'রে গেছে, আমার বারণ শুনলে না, বেণীর বৈমাত্র ভাইপো আর দেইজীরা বেণী যেমন মাসোহারা দিচ্ছিলেন, সেই রকম পাবে—একথা মুখে রেখে গেলেই হ'তো; উইলের ভেতর রেখেই ওদের বিষয়ের উপর একটা দাবী রেখে গেল। শুনতে পাই, এই সূত্র ধ'রে তারা একান্নভুক্ত ব'লে নালিস ক'র্‌বার উদ্যোগ ক'চ্চে; তা করুগ্‌—আমি ভাবি নে। কিন্তু ভাব্‌চি—

ভুবন। আর কি ভাব্‌ছ?

প্রকাশ। কি ভাব্‌ছি? বেণী তো তোমার ভার আমার উপর দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়েছে।

ভুবন। আর কে আমায় দে'খ্‌বে? বাবা তো পুত্রশোকে, জামাইয়ের শোকে একেবারে পাগলের মতন হ'য়েছেন।

প্রকাশ। কি ভাব্‌ছি—বুঝ্‌তে পা'চ্ছ না। মকদ্দমা-মামলা নিয়ে, বিষয় বন্দোবস্ত নিয়ে, তোমার সঙ্গে হামেসা দেখা ক'র্‌তে হবে। তুমি যুবতী, আমারও বয়েস ঢ'লে পড়েনি। আমি নিন্দুক লোককে বড় ভয় করি।

ভুবন। তুমি সে ভয় ক'রো না, যে যা বলে বলুক।

প্রকাশ। আমি আমার জন্য ভাবি নে। তোমার নামে যদি কলঙ্ক রটে, আমার বজ্রের মত বা'জ্‌বে।

ভুবন। প্রকাশ বাবু ঠিক ব'লো, আমার ভার কি তোমার বেশী বোধ হ'চ্চে? তোমার আসা-যাওয়া তো নূতন নয়? তোমার স্ত্রীর সঙ্গে—তোমার সঙ্গে এক গাড়ীতে গিয়ে থিয়েটার দেখে এসেছি। সে কাজে যেতো, তোমাতে আমাতে সমস্ত দিন দু'জনে ব'সে কথাবার্ত্তা ক'য়েছি।—তুমি হার্‌মোনিয়াম বাজিয়েছ, আমি গান ক'রেছি; আজ কেন তুমি আমায় কলঙ্কের ভয় দেখাচ্চ?

প্রকাশ। তোমার ভার নেওয়া আমার অমত, কি বলো ভুবন? আমার অন্তরে তোমার কোথায় স্থান, তা তুমি জানো না! তবে পাছে তোমার নিন্দা হয়—এই ভয় করি।

ভুবন। তুমি সে ভয় ক'রো না।

প্রকাশ। তুমি অভয় দিলে আর আমার ভয় কি।

ভুবন। তুমি অমন গম্ভীর হ'য়ে কথাবার্ত্তা কইচ কেন?

প্রকাশ। যাক্‌, সে কথা তো চুকে গেলো,—আজ আর তো মাথা ধরে নি?

ভুবন। একটু টিপ্‌-টিপুনি সুরু হয়েছে।

প্রকাশ। এই বেলা অডিকলন দাও না? কই শিশিটে কোথায়? (তাক হইতে শিশি লইয়া) নাও, ভাল ক'রে মাথায় দাও। আজ মালীরা ফুল দিয়ে যায় নাই?

ভুবন। না,—আমি বারণ ক'রে দিয়েছি।

প্রকাশ। কেন? ফুলের তোড়ায় দোষ কি? ফুল প্রকৃতির নির্ম্মল আদর্শ।

ভুবন। ফুলটুল ঘরে রাখ্‌লে লোকে নিন্দে ক'র্‌বে।

প্রকাশ। কেন—কি নিন্দে? তুমি কি মনে ক'রেছ—তুমি এক বস্ত্রে হবিষ্যি ক'রে ভূমি-শয্যায় দিন কাটাবে—সেই আমি দে'খ্‌বো? না, তা আমি দে'খ্‌তে পা'র্‌বো না। যতক্ষণ তুমি আছ, আমি জান্‌বো—সেই বেণী আছে। আমি সেই বেণীর ঘর যেমন ছিলো, তেম্‌নি দে'খ্‌তে চাই নইলে আমি তোমার সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে পা'র্‌বো না। তোমায় কুৎসিতা কুরূপা দে'খ্‌লে আমি বেণীর শোক ভুল্‌তে পা'র্‌বো না।

ভুবন। না—না—ছিঃ ছিঃ—আমার কি এখন ও সব সাজে!

প্রকাশ। সাজে না? আমি বন্ধু ব'লে এ কথা ব'ল্‌ছ; তোমার মার কাছে এ কথা ব'ল্‌তে পা'র্‌বে? পবিত্রতা মনে। অনেক কুচরিত্রার বাহ্যিক বিধবার আচার থাকে, সে তাদের কলুষিত মনের আবরণ মাত্র। তুমি ফুলের ন্যায় নির্ম্মল, তোমার সে আবরণের আবশ্যক নাই। তোমায় ফুলের মতন চিরদিন দে'খ্‌বো, এই আমার সাধ; এ সাধে আমায় বঞ্চিত ক'রো না।

মনে ক'রে দেখ,—তুমি যখন বালিকা, তখন আমি তোমায় কুৎসিত সাজে দেখ্‌তে পার্‌তুম না,—আমি নিজে তোমায় সাজিয়ে দিয়েছি। তোমার একদিন বেশভূষার ত্রুটি দে'খ্‌লে বেণীকে ধম্‌কেছি—তোমাকে ধম্‌কেছি। তোমায় কুরূপা দে'খ্‌লে আমার মনের প্রতিমা কুরূপা হবে।

ভুবন। আচ্ছা আচ্ছা, তাই হবে। আমার ছোট ভগ্নীর কাল বে—শুনেছ কি?

প্রকাশ। হ্যাঁ, নিমন্ত্রণ ক'রে গিয়েছে—তোমার বাপ ভালই ক'রেছেন। তবু নূতন জামাই নিয়ে কতকটা ভুলে থা'ক্‌বেন। বড়ই শোক পেয়েছেন। আমায় সেথায় থা'ক্‌তে হবে, দেখ্‌তে শুন্‌তে হবে।

ভুবন। আমি সেখানে গিয়ে কেমন ক'রে কালামুখ দেখাবো, তাই ভাবছি।

প্রকাশ। একবার যেতে তো হবে। তুমি দিবারাত্র ভেবো না, নিশ্বাস ফেলো না। ঐ সব ক'রেই তোমার মাথা ধরে, আমি চল্লুম। কাল তোমার বাপের বাড়ীতেই হয় তো দেখা হবে। তুমি এখন কি ক'র্‌বে?

ভুবন। আমি একজনকে ব'লেছি, তার গান শুন্‌বো।

প্রকাশ। কার—হরমণির? তা শুনো,—সে সব সেকেলে গান। আমি মনে কচ্ছি—তোমায় একটা গ্রামোফোন্ এনে দেবো। অতি চমৎকার গ্রামোফোনের উন্নতি হ'য়েছে। নূতন যে সব গানের রেকর্ড আমদানি হ'য়েছে, সে সব বেশ স্পষ্ট স্পষ্ট বোঝা যায়।

ভুবন। আর গ্রামোফোন কি হবে?

প্রকাশ। কি হবে—এক্‌লা ব'সে ব'সে ভাব্‌বে? তা হবে না। আমার পরিবার ব'লেছে, সে এর ভেতর একদিন এসে তোমায় থিয়েটারে টেনে নিয়ে যাবে। আসি। [প্রস্থান।

ভুবন। ঘরটি মনের মতন ক'রে সাজিয়ে-ছিলুম। আর কার জন্য! না, যেমন সাজানো ছিলো—তেম্‌নি রেখে দেবো। আমি ফুলের তোড়া আ'ন্‌তে ব'লে দেবো।

হরমণির প্রবেশ

হর। মা, এই ঘরটি বুঝি সাজিয়ে-গুজিয়ে বন্ধ ক'রে রেখে দেবে? এক একবার স্নান ক'রে এসে স্বামীর ছবি প্রণাম ক'রে যাবে? তা বেশ—বেশ! স্বামি-পূজার জন্যে বুঝি সুগন্ধ এনেছিলে? কিন্তু বড় ঝাঁজ।

ভুবন। হ্যাঁ হ্যাঁ—

হর। এ ঘরটি যেন তোমার ঠাকুর ঘর হ'লো, এখানে তো কারুকে আ'স্‌তে দেবে না। তুমি তো তোমার আলাদা ঘর ক'রেছ—যখন এখানে আ'স্‌বে—তখন তুমি সধবা, নইলে তুমি অদৃষ্ট-দোষে বিধবা হ'য়েছ—বিধবার মতই তো থা'ক্‌বে? সেই ভাল—সেই ভাল।

ভুবন। কই—তোমার মেয়েগুলি আসে নি?

হর। তারা গাড়ীতে আস্‌ছে, অনেকগুলি সোমত্ত হ'য়েছে, তাদের তো আর হাঁটিয়ে আন্‌তে পারি নি। তাদের বে দিতে পারি নাই। বিধবাকে যেমন সাবধানে রাখ্‌তে হয়, যুবতী কুমারীকেও তেম্‌নি সাবধানে রাখ্‌তে হয়। তুমি তো সব জানো মা, বিলাস তো বিধবার নয়, অবিবাহিতা যুবতীরও নয়। তবে যেখানে গাইতে নিয়ে যাই, সাজিয়ে গুজিয়ে নিয়ে যাই, —যেমন তুমি মা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হ'য়ে তোমার স্বামীর ঘরে এসেছ। বড় সাবধানে রাখি। যার পুরুষের আশ্রয় নেই, তারে সদাই সতর্ক থা'ক্‌তে হয়,—সদাই কাজকর্ম্ম নিয়ে ব্যস্ত থাক্‌তে হয়, শত্রুর মত বিলাস ত্যাগ ক'র্‌তে হয়। পোড়া বিলাসই দুষমন ডেকে আনে মা; তাই মা সদাই সতর্ক থাকি—মেয়ে-গুলিকে কাজকর্ম্মে জোড়া রাখি। রোগীর শুশ্রূষা, অতিথি-সেবা—এই সব শেখাই। আহা, যার স্বামীর আশ্রয় নাই, বিলাস-বর্জ্জিত হ'য়ে অনাথ সেবাই তার আশ্রয়।

ভুবন। কই গো—এখনো যে তোমার মেয়ে-গুলি আ'স্‌ছে না?

হর। এই যে আস্‌ছে।

হরমণির পালিতা কন্যাগণের প্রবেশ ও ভুবনকে নমস্কার করণ

ভুবন। ব'সো—ব'সো, একটু জিরোও।

১ কন্যা। জিরোবো কেন মা? আমরা তো গাড়ীতে এসেছি। আজ্ঞা করুন—গাই। (হর-মণির প্রতি) কি গান গাব মা?

হর। কা'ল যে'টি শিখেছ—গাও।

কন্যাগণের গীত

কুসুমে আমার নাহি অধিকার,
কেন বা কুসুম তুলিব আর,
যতনে কুসুম করিয়ে চয়ন—
সোহাগে সাজিব—সোহাগে কার।
তাম্বুল-রাগ অধরে, রঞ্জিব কার আদরে,
কি কাজ মুকুরে—মিলিবে না তার
নয়নে নয়ন লালসায়।
কি কাজ মোহন বেশে,
উরু-চুম্বিত চারুকেশে,
নাহি তো কান্ত, কেন সীমন্ত
যতনে সরল করি মিছার।
কেন সৌরভ মাখি অঙ্গে,
গেছে গৌরব তার সঙ্গে,
দুগ্ধফেন শয্যা—লজ্জা—
সে বিনা সকলি হেরি অসার।

ভুবন। আজ তোমরা এস মা। আমায় বাপের বাড়ী যেতে হবে। আমার ছোট বোনটির বিয়ে।

হর। শুনছি না কি মা, তোমাদের বউয়ের ভায়ের সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছেন?

ভুবন। হ্যাঁ—তারা মানুষ ভাল। আর বাবা মনে ক'রেছেন, বে দিয়ে বউকে আর মেয়েকে সেখানে রেখে দিনকতক মাকে নিয়ে বেড়িয়ে শোকটা একটু নিবৃত্তি ক'র্‌বেন। আর ভাইটি আমার কাছেই থাকুক আর মামার বাড়ীতেই থাকুক, যেখানে হয় থা'ক্‌বে।

হর। মা, তোমার কাছে কি! তোমার তো শ্বশুর-শাশুড়ী দেখি নাই, তোমায় তো এক-জনের কাছে থা'ক্‌তে হবে। তোমার এই সোমত্ত বয়েস,—এই রূপ,—তোমার তো একা থাকা ভাল দেখায় না। এক্‌লা থেকো না মা, কাঙ্গালের এই কথাটি নিয়ো। জেনো মা, পোড়া কলির দৃষ্টি বিধবার উপরই বেশী। দেবতার মতন সেজে কলির চেলারা বিধবার সর্ব্বনাশ ক'র্‌তে চার্‌দিকে ফেরে। এই মানুষই দেবতা আর এই মানুষই মা কলির চেলা। কাঙ্গালের কথা মনে রেখো মা। তবে মা, আজ আমরা আসি।

ভুবন। এসো বাছা এসো—এই টাকা নাও।

হর। আর একদিন ভাল ক'রে গেয়ে নিয়ে যাবো।

ভুবন। না না, তোমার অতিথি-সেবার জন্য নাও।

হর। দাও মা, মাথায় ক'রে নিয়ে যাই।

[নমস্কার করিয়া হরমণি ও কন্যাগণের প্রস্থান।

ভুবন। বিধবার কি লাঞ্ছনা! ভিখারী মাগীও দু'কথা ব'লে যায়, কান পেতে শুন্‌তে হয়। বিধবা যেন চোর, সদাই ভয়ে ভয়ে থাক্‌তে হবে। এ শাস্ত্র তো কই মাগ ম'লে নাই? প্রকাশ বাবু ঠিক বলে,—যাদের বিধবাকে চিতের আগুনে পুড়িয়ে মা'র্‌বার নিয়ম, তাদের শাস্ত্রে আর কি হবে!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রসন্নকুমারের বহির্ব্বাটীস্থ পূজার দালান

প্রসন্নকুমার, শ্যামাদাস, বটকৃষ্ণ, ঘটক, বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রীগণ

১ বরযাত্রী। বড় চমৎকার সেজেছে—যেমন বর তেমনি ক'নে!

প্রসন্ন। ভাই আশীর্ব্বাদ করো, বেঁচে থাক্। যে বরাত!—

শ্যামাদাস। সত্য ভাই, কি অদৃষ্টই আমরা ক'রেছিলুম, গিন্নী এক হাতে চোখ মুছেছে, এক হাতে বর সাজিয়েছে! আজ বড়ই আনন্দ হ'তো, কিন্তু আনন্দ কি নিরানন্দ, আমি বুঝতে পাচ্চি নে!

প্রসন্ন। ভাই তোমার উপর সব ভার, আমি ফুলশয্যার পরদিনই গিন্নীকে নিয়ে বেরিয়ে যাব। আমি বাড়ীতে আর টিক্‌তে পাচ্ছি নে। তোমার উপর সকল ভার। এখন তোমার মেয়ে, তোমার বউ—তুমি দেখো।

শ্যামাদাস। বেয়াই, দেখ্‌তে শুন্‌তে কি আর ইচ্ছা করে! এমন জা'ন্‌লে কি আর সংসার-ধর্ম্ম ক'র্‌তুম!

প্রসন্ন। যা ব'ল্লে বেয়াই, বড় ঝক্‌মারি হয়েছে—বড় ঝক্‌মারি হয়েছে! যমের যন্ত্রণার চেয়ে আর যন্ত্রণা নাই।

ঘটক। আজকের দিনে ও সব কথা রাখুন।

পাত হ'চ্ছে, দু'বেইয়ে দাঁড়িয়ে খাওয়ান। কই নাপিত কোথা গেল? বরকে আনুক, পঙ্‌ক্তিতে ব'সে খাবে।

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। বাবু! গিন্নীমা শীগ্‌গির ডাক্‌ছেন। জামাইবাবু হাত-পা ধু'তে গিয়ে আর উঠতে পা'চ্চেন না। হাতে মাটি ক'র্‌তে পারেন নাই,—সেখানেই শুয়ে প'ড়েছেন—হাতে পায়ে খাল ধ'র্‌ছে।

প্রসন্ন ও শ্যামাদাস। অ্যাঁ অ্যাঁ—কি সর্ব্বনাশ!

[উভয়ের দ্রুত প্রস্থান।

১ বরযাত্রী। তাই তো হে—কি বিভ্রাট! ওহে স'রে পাড়ি এসো।

২ বরযাত্রী। একখানা গাড়ী যোগাড় হবে তো?

[বরযাত্রীগণের প্রস্থান।

ঘটক। দেখ'—ওলাউঠো হ'বার আর সময় পেলে না! আমার বিদেয়ের দফা গয়া।

বট। আঃ—খাওয়া-দাওয়াটা দেখ্‌ছি ভেস্তে গেল!

প্রকাশ ও ডাক্তারের প্রবেশ

প্রকাশ। ডাক্তার, তোমায় আজ আর আমি বাড়ী যেতে দেবো না।

ডাক্তার। আমি কি ক'র্‌বো বল? True Asiatic Cholera, এক ভেদে যখন নাড়ী ছেড়ে গেছে, তখন চিকিৎসায় কি ক'র্‌বে! আমি তো এরকম Case একটাও ভাল হ'তে দেখি নাই।

প্রবোধের প্রবেশ

প্রবোধ। প্রকাশবাবু—প্রকাশবাবু, ডাক্তারবাবুকে শীগ্‌গির নিয়ে আসুন, জামাইবাবু কি রকম ক'চ্চেন।

ডাক্তার। তবেই হ'য়েছে।

প্রকাশ। চল, চল—

ডাক্তার। আর চ'লে কি ক'র্‌বো!

[ডাক্তারের অন্তঃপুরের দিকে প্রস্থান।

প্রকাশ। (জনান্তিকে প্রবোধের প্রতি) প্রবোধ, তোমার বড়দিদিকে ওখান থেকে সরিয়ে দিয়ো; ব'লো—প্রকাশবাবু রোগীর কাছে থা'কতে বারণ ক'রেছে। তার বড় অসুখ যাচ্চে জানো। আমি বারণ ক'রেছি ব'লো—সেখানে থাক্‌তে দিয়ো না।

[প্রকাশ ও প্রবোধের প্রস্থান।

বট। আর খাওন-দাওন ক'র্‌বে না। পাতা হ'চ্ছিল!

ঘটক। আরে নাও নাও, আমার বিদেয়টা মাটি হ'লো।

বট। আঃ—ম'রবার আর সময় পেলে না! আরে ছ্যাঃ ছ্যাঃ! নেসা হ'য়েছে, ভেবেছিলুম—খানিকটা ক্ষীর খাবো।

নেপথ্যে ডাক্তার। আর কি ওষুধ লিখ্‌বো, gasp ক'চ্চে, দু'মিনিটের ভেতর মারা যাবে।

ঘটক। ক্ষীর খেয়ো এখন—ঐ শোনো,—লক্ষ্মীছাড়া বাড়ী!

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাংক

সর্ব্বেশ্বরের বহির্ব্বাটীস্থ ঘে'চীর কক্ষ

সর্ব্বেশ্বর ও ঘে'চী

ঘে'চী। বাবা, তুমি খুব কুলীন বামুন আছ, যদি চার ফেল্‌তে পারো দেখো।

সর্ব্বে। আর চার ফেল্‌ব কোথা? জামাইয়ের খাট এলো, তবু ম'রেও ম'লো না।

ঘে'চী। ওদিকে কিছু হবে না, ওদিকে কিছু হবে না। ও, কে'শে কে'শে এখনও বিশ বছর বাঁচ্‌বে। তুমি দেখ'—প্রসন্ন বাঁড়ুজ্যের ছোট মেয়েটা বের রাত্রেই রাঁড় হ'য়েছে, তুমি তদ্‌বির করো, যদি ওর মেয়েটাকে আমার সঙ্গে বে দেয়।

সর্ব্বে। হাঁ হাঁ শুন্‌চি শুন্‌চি, প্রকাশ বাবুকেও নাকি ব'লেছে।

ঘে'চী। তুমি শুন্‌বে আর কি, তোমায় আমি ঠিক খবর দিচ্চি। মনের খেদে ব'লেছে, যদি সাত বার বিধবা হয়, সাত বার বে দেবো।

সর্ব্বে। বটে—বটে—ঘটক পাঠাব না কি?

ঘে'চী। না—না, যা ফন্দী ব'ল্‌ছি শোনো; —প্রকাশ বাবুর কাজ ক'রো, তোমার প্রসন্ন বাঁড়ুজ্যের সঙ্গে তো আলাপ আছে, গিয়ে খুব দুঃখ ক'রো। ব'ল্‌বে—"আহা এমন মেয়েটিও

বিধবা হ'লো। আমার যদি মেয়ে হতো, আমি কিছু মান্‌তুম না, ফের বিয়ে দিতুম। যদি ভাল বর পাও, কারুর কথা শুনো না, ফের মেয়ের বে দাও।" আরও ব'ল্‌বে "আমার ছেলেটা ভাল যে লেখাপড়া জানে না, তা হ'লে জোর ক'রে তোমার মেয়ের সঙ্গে বে দিতুম। দেখ্‌তুম কে কি বলে।" বুঝেছ? এই কথাগুলি পাখীপড়ার মত শিখে যাও।

সর্ব্বে। কেন—তুই তো খুব ইংরেজি শিখেছিস্?

ঘেঁচী। ঐ এদিকে ওদিকে সিগারেট মুখে দিয়ে দুটো বোল ঝাড়ি, তাই বুঝি মনে ক'রেছ—ছেলে লায়েক। ছেলের বিদ্যে জাহির ক'রো না, মুর্খ ছেলে ব'লো; তাহ'লে সে আপনা হ'তে ব'ল্‌বে—বিলেত পাঠাব, বিলেতে লেখাপড়া শেখাবো।

সর্ব্বে। দাঁও লা'গ্‌লে হয়—দাঁও লা'গ্‌লে হয়।

ঘেঁচী। তুমি লাগাতে পা'র্‌লে ঠিক্ লা'গ্‌বে। সে এক রকম পাগলের মত হয়েছে শুন্‌ছি। মিথ্যে কথা ক'য়ো না। ঐ রোগটি চাপ্‌তে হবে। সে বড় খাঁটি লোক—খুব দরদ জানাবে। পা'র্‌বে তো? না,—আমি নিজেই যাচ্ছি। তোমার নাম ক'রেই ব'ল্‌বো—"বাবা জান্‌তে পাঠালেন—আপনি কেমন আছেন?" আমি ঠিক জমি চ'সে আ'স্‌বো, তারপর তুমি না ভড়কাও।

সর্ব্বে। আচ্ছা—আচ্ছা—তাই তুই যা, তাই তুই যা।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

প্রসন্নকুমারের ভোজন-কক্ষ

প্রসন্নকুমার, নির্ম্মলা ও পার্ব্বতী

প্রসন্ন। এত কে খাবে?

নির্ম্মলা। বাবা যা পার খাও, ক'দিন তো ভাত মুখে ক'র্‌তে পাচ্ছ না। মাছ ছেড়ে দিয়েছ, মাছ খাওয়া অভ্যেস, পেটের অসুখ না হ'লে হয়।

প্রসন্ন। তোমরা মাছ খাবার আর যো রাখ্‌লে কৈ বাছা? এই যে রাক্ষসের মত খাচ্ছি—এই ঢের। প্রমদা কি খায়? রাত্রে সেও নাকি তোমার মতন লুচি টুচি খেতে চায় না?

নির্ম্মলা। আমি বলি—তুই ছেলেমানুষ, খা; তা লুচি পাতে দিলে উঠে যায়, ফলটল খেয়েই থাকে।

প্রসন্ন। সে কোথায়?

পার্ব্বতী। সে শুয়েছে।

প্রসন্ন। এত সকাল সকাল শুয়েছে কেন, অসুখ বিসুখ হয়নি ত?

পার্ব্বতী। না।

প্রসন্ন। প্রমদা—প্রমদা—

পার্ব্বতী। আস্‌চে।

প্রমদার ধীরে ধীরে প্রবেশ

প্রসন্ন। আয়, এইখানে বোস,—আমি হাতে ক'রে লুচি দিচ্ছি খা। (দুর্ব্বলতা বশতঃ প্রমদার বসিয়া পড়ন) কি, অমন ক'চ্ছিস কেন? তোর যে একেবারে মুখ-চোখ চুপ্‌সে গেছে। কিছু খাস্‌নি নাকি? ও—আজ একাদশী!—(উঠিয়া পড়ন)

পার্ব্বতী। উঠো না—উঠো না!

প্রসন্ন। না, দুধের মেয়ে—এক ফোঁটা জল খেতে দাও নি। নেতিয়ে প'ড়েছে, চ'ল্‌তে পা'চ্চে না, ব'সে প'ড়লো, আর আমি খাব বৈ কি।

নির্ম্মলা। বাবা, অদৃষ্টের লেখা তুমি কেমন ক'রে মুছ্‌বে?

প্রসন্ন। এ কি যন্ত্রণা! আগে চিতেয় চেপে ধ'রে যে পুড়িয়ে মা'র্‌তো, সে যে ছিলো ভাল! দিন দিন একি যন্ত্রণা! সন্তানের দিন দিন এ কষ্ট কি ক'রে দেখ্‌বো! এই কি হিন্দুর সনাতন ধর্ম্ম! এই কি লোকাচার, এই কি হিন্দুর কোমলতা! এ অধর্ম্ম,—এ নারী-হত্যা,—এ বালিকা-হত্যা!

নির্ম্মলা। বাবা, কি ক'র্‌বে, এর তো উপায় নেই।

প্রমদা। বাবা, তুমি খেতে ব'সো।

প্রসন্ন। দেখ দেখ—জিব শুকিয়ে গিয়েছে, কথা কইতে পাচ্চে না; একটু জলও ত মুখে দেবে না! ধন্য দেশাচার!

[প্রসন্নকুমারের প্রস্থান।

প্রমদা। মা, তুমি বাবাকে খাওয়ালে না?

নির্ম্মলা। উনি খাবেন এখন;—চল্ তোর মুখে-চ'খে একটু জল দিয়ে বাতাস করিগে, শুবি আয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

পার্ব্বতী। মধুসূদন! এমন ক'রেই কি লোকের কপাল পোড়ে!

প্রসন্নকুমারের পুনঃ প্রবেশ

প্রসন্ন। তুমি ত স্থির আছ দেখ্‌ছি! কি ক'রে স্থির আছ, আমায় ব'লে দাও,—আমি স্থির হ'তে পাচ্ছিনে।

পার্ব্বতী। কি উপায় আছে,—কি ক'র্‌বো!

প্রসন্ন। কি ক'র্‌বে কি! ছুটে পালাও,—কাপড় ফেলে দাও,—ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দাও,—মেয়েটাকে ব'টী দিয়ে কাটো,—বউটাকে ব'টী দিয়ে কাটো।

নির্ম্মলার পুনঃ প্রবেশ

পার্ব্বতী। তুমি স্থির হও। আমার যন্ত্রণা বুঝে স্থির হও, আমি তোমার ভয়ে স্থির আছি, আমার প্রাণ জ্ব'ল্‌ছে, তা কি তুমি বুঝ্‌ছ না! তুমি অমন ক'র্‌লে আমি কোথায় দাঁড়াব? কি ক'র্‌বে, বিধাতার সঙ্গে তো বাদ চলে না।

প্রসন্ন। কেন চলে না? আমি বাদ ক'র্‌বো,—আমি আবার মেয়ের বে দেবো। দেখ্‌বো যম ক'টা নেয়। আমি যমের সঙ্গে বিবাদ ক'র্‌বো—বিধাতার সঙ্গে বিবাদ ক'র্‌বো।

নির্ম্মলা। বাবা!

প্রসন্ন। কি ব'ল্‌তে চাও—কি উপদেশ দেবে? বিধাতার নির্ব্বন্ধ জেনে মনকে বোঝাবো? এতদিন বুঝিয়েছি, আর বোঝাতে পারি না। তুমি যদি পুত্রশোক পেতে,—বালিকা পুত্রবধূকে হবিষ্যি ক'র্‌তে দেখ্‌তে,—যদি বড় মেয়ের সাজান ঘর শ্মশান দেখ্‌তে,—বের রাত্রে যদি বালিকার মাথায় বজ্রাঘাত দেখ্‌তে,—তুমি স্থির থা'ক্‌তে পা'র্‌তে না। তবে তোমার শাশুড়ী! বোধ হয় লোহা দিয়ে কে ওকে ফিরে গড়েছে, নইলে বুকে পাথর বেঁধে কি ক'রে দাঁড়িয়ে আছে!

পার্ব্বতী। ঘর-সংসার কি ভাসিয়ে দেবে! এখনও ত ছেলেটি রয়েছে! যারা যাবার গেছে,—যারা রয়েছে, তাদের তো তোমায় দেখ্‌তে হবে?

প্রসন্ন। বেশ কথা, এসো দেখি এসো। আর ধর্ম্মের মুখ চেয়ো না, লোকনিন্দা ভেবো না, আবার মেয়ের বে দিই এসো।

নির্ম্মলা। বাবা, তোমার নির্ম্মল হৃদয়ে কেন এ কালো মেঘ উদয় হ'য়েছে? বিধবার কি সংসারে কাজ নাই? ব্রহ্মচারিণীর কি প্রয়োজন নাই? এ কর্ম্মক্ষেত্রে বিধবার মত কার মহৎ কার্য্য ক'র্‌বার সুযোগ হয়? কে স্বার্থশূন্য হ'য়ে পরের ছেলে মানুষ ক'র্‌তে পারে? বিধবা অপেক্ষা কে ব্রতধর্ম্মপরায়ণা? কে নির্লিপ্ত সংসারী? কার স্বার্থশূন্য সেবা সংসারে আদর্শ? কেন পাপকথা তোমার পবিত্র জিহ্বায় উচ্চারণ ক'চ্চ?

প্রসন্ন। কেন, কি পাপ? বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসঙ্গত—নীতিসঙ্গত। তবে নিষ্ঠুর লোকাচার?—যা হবার হবে। লোকনিন্দা গ্রাহ্য ক'র্‌বো না।

নির্ম্মলা। বাবা, বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসঙ্গত হ'তে পারে, নীতিসঙ্গত হ'তে পারে, কিন্তু বিধবাবিবাহ অন্যের বোঝ্‌বার নয়, বিধবাই বুঝুক। যদি শাস্ত্রসঙ্গত হয়,—নীতিসঙ্গত হয়, সে বিধবা আপনি বুঝে, ইচ্ছা হয়, বিবাহ করুক,—অন্যে তার দরদী হ'য়ে বিবাহ দিলে পাপগ্রস্ত হবে। বাবা, আমার বাপ-মা যদি দরদী হ'য়ে আমার আবার বিবাহ দিতেন, তা হ'লে কি আমি সুখী হতুম?

প্রসন্ন। তুমি যোগিনী—তুমি ব্রহ্মচারিণী, তোমায় দেখে সংসার চলে না।

নির্ম্মলা। বাবা, তোমায় মিনতি কচ্চি,—বিধবাবিবাহ প্রচলিত হ'লে ব্রহ্মচারিণী থাক্‌বে না, হিন্দুসমাজের এ গঠন থাক্‌বে না, আর এক গঠন হবে,—হিন্দু-সংসারের অন্য অবস্থা হবে। বাবা, যে দেশে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত, সে দেশেও যে বিধবা, চির-বৈধব্য-ব্রত গ্রহণ করে, সেই প্রকৃত সতী ব'লে গণ্য। বাবা, বিধবা-বিবাহ শুন্‌লে আমার হৃৎকম্প হয়! মনে হয় বুঝি হিন্দুসমাজে সতীত্ব লোপ হবে। বাবা, আপনার কন্যাকে মমতাবশে হিন্দুরমণীর উচ্চ সতীত্ব-গৌরব হ'তে বঞ্চিত ক'রো না।

প্রসন্ন। তুমি তোমার শাশুড়ীর মত নিষ্ঠুর! চক্ষের উপর দুধের মেয়ের অবস্থা দেখ্‌লে! যদি টাক্‌রা লেগে মরে, তোমাদের ধর্ম্ম, এক ফোঁটা জল দিতে নিষেধ, এই তোমার শাশুড়ীর মাতৃস্নেহ! বেশ, তোমাদের ধর্ম্ম তোমরা নিয়ে থাকো, এ জ্যান্তে মরা আমি রোজ, রোজ দেখ্‌তে পা'র্‌বো না! যেদিকে হয়, চ'লে যাই। [প্রস্থান।

নির্ম্মলা। মা, সঙ্গে যাও। খেতে ব'সেছিলেন, আর তো খাওয়াতে পা'র্‌বে না। শোয়াওগে। [উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

বেণীমাধবের উদ্যানবাটীস্থ কক্ষ

প্রকাশ ও ভুবনমোহিনী

ভুবন। প্রকাশবাবু, তুমি আজ তিন দিন এসো নাই কেন?

প্রকাশ। বড় কাজের ঝঞ্ঝাট প'ড়েছে।

ভুবন। আমিও তো তোমার কাজের ভেতর। তুমি একবার এসো, তাই কতক ভুলে থাকি, তোমার কতক্ষণে আ'স্‌বার সময় হবে, আমি ঘড়ি দেখি। তুমি তিন দিন আসো নাই, আমার কি ক'রে কেটেছে, তা আমিই জানি। আজ যদি তুমি না আস্‌তে, এ সাজান ঘর দেখতে পেতে না; আমি ফুলদান, ছবি, আসবাব, সব ঘর থেকে বা'র ক'রে দিতুম। তুমি আসো বলে সাজিয়ে রেখেছি, তুমি মানা করো ব'লে সরাই নি তুমি যদি না এসো, তাহ'লে এ সব আর কেন?

প্রকাশ। আমার অপরাধ হয়েছে, আমি বড় বিপদে পড়েই আসি নাই।

ভুবন। কেন—কি বিপদ?

প্রকাশ। আমার হুণ্ডি ফিরে এসেছে, লাখ টাকা জোগাড় না ক'র্‌তে পা'র্‌লে কারবার থাক্‌বে না।

ভুবন। কেন—কেন—এর জন্যে বিপদ কিসের? তুমি আপনার বাড়ী বাঁধা দিয়ে আমার স্বামীর উপকার ক'রেছ, তুমি আমার সর্ব্বস্ব নিয়ে তোমার কারবার বাঁচাও।

প্রকাশ। কি ব'ল্‌ছ?

ভুবন। কি ব'ল্‌ছি কি? আমার বিষয় থাক্‌তে তুমি বিপদগ্রস্ত হবে, সে কখনই হ'তে পারে না।

প্রকাশ। বেণী থাক্‌তো—সে আলাদা কথা; আমি তোমার বিষয় থেকে কি ক'রে দেনা শোধ ক'র্‌বো?

ভুবন। প্রকাশবাবু, তুমি কি মনে করো, তোমার বিপদ আমার বিপদ নয়? আমি কার মুখ চেয়ে আছি? আমার যদি সর্ব্বস্ব যায়, তুমি যদি বে'চে থাকো, আমার কি ক্ষতি হবে? বোধ হয় তুমি মনে কচ্ছিলে, আমি মিছে কথা বলি যে, তোমার পথ চেয়ে থাকি। না, আমার মিছে কথা নয়। তুমি যতক্ষণ আমার কাছে থাকো, আমার মনে হয়—আমি বিধবা নই, মনে হয়—তোমায় আমার কাছে রেখে, সে কাজে বেরিয়ে গেছে। আমি যেমন আমোদ ক'র্‌তুম, তেম্‌নি আমোদ করি। আমার মনে অসুখ থাক্‌লেও তোমার সাম্‌নে প্রকাশ করি না, পাছে তুমি অসুখী হও। আমার ছোট বোন যখন বিধবা হয়, পাছে ওলাউঠো রোগীর কাছে থেকে আমার অসুখ হয়, সে বিপদের সময় তুমি আমায় মনে ক'রেছ! আমার ভাইকে দিয়ে ব'লে পাঠিয়েছ যে, আমি যেন সেথা থেকে স'রে থাকি।

প্রকাশ। একি বেশী ক'রেছি ভুবন?

ভুবন। তবে আমি যদি তোমায় লাখ টাকা দিই, সেইটেই কি বেশী ক'র্‌বো?

প্রকাশ। ভুবন,—

ভুবন। নাও—আর ভুবন নয়! তুমি আমায় জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে নয়—আমি কেমন আছি?

প্রকাশ। ভুবন, তুমি আমার কে—আমি আজ বুঝ্‌তে পা'র্‌লুম। আমি আজ বুঝ্‌তে পা'র্‌লুম, কেন আমি কাজ-কর্ম্মে অলস, কেন আমার বাড়ী ভাল লাগে না, কেন তোমায় রাত্রে স্বপ্নে দেখি! যতক্ষণ তোমার কাছে থাকি, কেন মনে হয়—আমি অন্য পৃথিবীতে আছি, কেন মনে হয়, তোমার কাছেই থাকা স্বর্গ—আর অপর স্বর্গ নাই!

ভুবন। ইস্‌ ইস্‌, প্রকাশবাবু খুব বক্তা!

প্রকাশ। না ভুবন, বাধা দিয়ো না, আমার হৃদয়-আবেগ আগে প্রকাশ ক'র্‌তে দাও। আমার আবেগ ক্ষুদ্র বুকে ধরে না। আমার আক্ষেপ হয়, কেন দিবারাত্র তোমার কাছে থা'ক্‌তে পারি

না, কেন দিনরাত তোমায় যত্ন ক'র্‌তে পারি না। বিধাতার বিড়ম্বনায় কেন আমরা প্রভেদ। যদি আমি স্ত্রীলোক হ'তেম বা তুমি পুরুষ হ'তে, তা হ'লে তো এক মুহূর্ত্ত বিচ্ছেদ হ'তো না। বিধাতার বিড়ম্বনা! আর অধিক কি ব'ল্‌বো।

ভুবন। আমার কি মনে হয়—তা তুমি ব'ল্‌তে পারো?

প্রকাশ। কি ব'ল্‌বো, তুমি সর্ব্বস্ব দিতে প্রস্তুত।

ভুবন। তোমার কি বোধ হয়—আমার মনে হয় না, যে তুমি আমার কাছে সর্ব্বদা থাকো? তুমি যে আক্ষেপ ক'র্‌লে, আমার সে আক্ষেপ হয় না—এই কি তোমার ধারণা?

প্রকাশ। না—না, তোমার অকপট ভালবাসা—এর প্রতিদান নাই। আমি অতি ক্ষুদ্র, আমা হ'তে এর প্রতিদান হয় না।

ভুবন। নাও—ও কথা রাখো; আমি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না থাক্‌লে তুমি বেজার হও; আজ আমিও বেজার হয়েছি, তুমি অমন অপরিষ্কার হ'য়ে এসেছ যে? নাও, এই ফুলটি নাও। (ফুলদান হইতে একটি ফুল লইয়া প্রকাশকে প্রদান ও ফুলটি প্রকাশের বক্ষে ধারণ)

প্রকাশ। আমার অপরাধ হ'য়েছে, মাপ ক'রো।

ভুবন। থাক্‌ থাক্‌, ও কথা রাখো—অন্য কথা কও।

প্রকাশ। কি কথা কব? যদি দিবারাত্র তোমার কথা কইতে পেতুম, তা হ'লে আমার তৃপ্তি হ'তো।

ভুবন। আচ্ছা, আমার কথাই কও। আচ্ছা—আজ আমায় কেমন দেখ্‌ছ' বলো?

প্রকাশ। কথায় কি বোঝাবো। যদি আমার চোখ তোমায় দিতে পা'র্‌তুম—তাহ'লে তুমি বুঝ্‌তে পা'র্‌তে আমার ইচ্ছা হয় কি জানো? তোমার পা'র তলায় ব'সে আমি তোমার মুখ-পানে চেয়ে থাকি! (তদ্রূপ করণ)

ভুবন। (চেয়ার সরাইয়া লইয়া) ও কি ছেলে-মানুষি করো—

প্রকাশ। কে আস্‌ছে। (ত্রস্তভাবে উত্থান)

প্রসন্নকুমারের প্রবেশ

প্রসন্ন। ভুবন, তোমার মত কি? কে ও—প্রকাশ!

প্রকাশ। আজ্ঞে হাঁ। অসুখ ক'রেছে শুনলুম,—তাই দেখ্‌তে এসেছি কেমন আছে। রোজ বিকেলে মাথা ধরে ব'ল্‌ছেন—তাই ডাক্তার একটা ওষুধ দিয়েছিল, তাই দিতে এসেছি। আমি চল্লুম, অফিস থেকে এসেছি এখনো বাড়ী যাই নাই—

[প্রকাশের প্রস্থান।

প্রসন্ন। তোমার অসুখ হয়েছে, আমায় ব'লে পাঠাও নি কেন? কে ডাক্তার এসেছিল?

ভুবন। সামান্য অসুখ, বিকেলে একটু মাথা ধরে, উনি কোন্‌ ডাক্তারকে এনেছিলেন।

প্রসন্ন। নাম জানো না! মাথায় অডিকলন দিতে ব'লেছে! প্রকাশ অডিকলন এনে দিয়েছে!

ভুবন। কি জিজ্ঞাসা কচ্ছিলে?

প্রসন্ন। ব'ল্‌ছিলুম চল, তুমি আমাদের বাড়ীতে থাক্‌বে। এখানে থাকা ভাল নয়, অন্ততঃ লোকের চক্ষে ভাল নয়।

ভুবন। আচ্ছা প্রকাশবাবুকে জিজ্ঞাসা করি।

প্রসন্ন। আমি তোমায় নিয়ে যাবো, প্রকাশ কি ব'ল্‌বে?

ভুবন। তিনি বলেন, অনেক ঝঞ্ঝাট, দেইজীরা সব নালিসপত্র ক'চ্চে; আর সেই-ই গিয়েছে, যেমন সংসার পাতা, তেমনি তো রয়েছে। জিনিষপত্র সব গুছিয়ে গাছিয়ে তো যেতে হবে।

প্রসন্ন। আচ্ছা, আমি বউমাকে পাঠিয়ে দিচ্চি, দু'জনে গুছিয়ে গাছিয়ে নিয়ে চলো। আর সংসার যেমন পাতা আছে থাক্‌ না, তুমি একা থাকো—তাতে আমার নিন্দা হয়।

ভুবন। আমি একা থা'ক্‌লে যদি দোষ হয়, প্রবোধ আমার কাছে থাকুক্‌ না?

প্রসন্ন। না না—সে ছেলেমানুষ থেকে কি হবে?

ভুবন। বাবা, আমার সেখানে থাকা অসুবিধে। তোমার বউ মাল্‌সা পোড়াবে, এক কাপড়ে থাক্‌বে, আমার অত সয় না। তার মতন না থা'ক্‌তে পা'র্‌লে লোকে কথা তুলবে।

প্রসন্ন। তোমার গর্ব্ভধারিণী অনুরোধ ক'রেছিল, বউ মা অনুরোধ ক'রেছিলো, তুমি অনুরোধ রক্ষা কর নি, আজ আমার কথা অপেক্ষা ক'র্‌লে। যা ভাল বোঝ কর, তুমি স্বাধীন, আমার তো জোর নাই! (যাইতে যাইতে ফিরিয়া) আমি তোমায় কি জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে এসেছিলুম জানো? প্রমদার আবার বে দেবো কি না?—আমি উত্তর পেয়েছি চল্লুম।

[প্রস্থান।

ভুবন। প্রকাশ বাবুকে দেখে বুঝি ওঁর মনে কি হয়েছে, তাই রাগ ক'রে গেলেন। আমার ওঁদের হোথা পাঁচজনের সঙ্গে চ'ল্‌বে না। আর প্রকাশবাবু যেন বাবাকে দেখে থতিয়ে গেল। আসুক, আমি ব'ল্‌বো—ও কি স্বভাব! যখন মনে দোষ নাই—একত্রে ব'স্‌তেই দোষ।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

পথ

অগ্রে প্রসন্নকুমার তৎপশ্চাৎ চিত্তেশ্বরী, বটকৃষ্ণ, শুভঙ্কর, সর্ব্বেশ্বর ও হেবোর প্রবেশ

চিত্তেশ্বরী। বাবু, পুরুত না পাও, আমার ভাই তোমার পুরুত হবে। এই বটকৃষ্ণ সর্ব্বেশ্বরের পুরুত হবে, আর আমি জনকতক মেয়ে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এয়ো হব।

হেবো। আর আমি নিত্‌ বর।

সর্ব্বে। আমি কি প্রস্তুত থাক্‌বো?

প্রসন্ন। আমি এখন ঠিক ব'ল্‌তে পারি নে, আমি খবর পাঠাবো।

চিত্তে। গিন্নীর মত ক'রো বাবা, দুধের মেয়ে একাদশী ক'রে যে মারা যাবে।

প্রসন্ন। আচ্ছা—আচ্ছা, তোম্‌রা যাও।

চিত্তে। (জনান্তিকে) দেখ বটকৃষ্ণ, যদি নাপিত না পাওয়া যায়, হেবোকে নাপিত ক'র্‌তে হবে।

হেবো। অ্যাঁ জুচ্চুরী! তবে আমি নিত্‌ বরও হব না।

[প্রস্থান।

সর্ব্বে। আর কথায় কাজ নাই, চল চল—ঐ পাগ্‌লা ব্যাটা আস্‌ছে, না ভাংচি দেয়।

[প্রসন্নকুমার ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

পাগলের প্রবেশ

প্রসন্ন। কি হে পাগল?

পাগল। মেয়ে জবাই করা মাংস কখন খাইনি, যদি কোথাও পাই, তারই চেষ্টা দেখ্‌ছি।

প্রসন্ন। আমি খেয়ে যদি থাকি, তোমায় দেবো।

শ্যামাদাসের প্রবেশ

শ্যামা। বেয়াই, আমি তোমার কাছেই যাচ্ছিলুম।

প্রসন্ন। দাঁড়াও বেয়াই, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। (পাগলের প্রতি) আচ্ছা, তোমায় তো সকলের দুঃখে দুঃখিত দেখি। রাস্তায় মানুষ প'ড়ে থাকে, তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে সেবা ক'রো, অনাথ-অনাথিনীকে আশ্রয় দাও; কিন্তু বালিকা পতিহারা—তাদের শোচনীয় অবস্থা কেন ভাব না? তাদের দুঃখে দুঃখিত নও কেন?

পাগল। পাগ্‌লামো শুন্‌বে তো শোনো,—যে যে দেশে বিধবাবিবাহ প্রচলিত, আমি সেই সেই দেশে গিয়েছিলুম। দেখেছি, অনেককে কুমারী অবস্থায় জীবন অতিবাহিত ক'র্‌তে হয়। এ দেশে কন্যাভার এক মহা ভার। অবলার দুঃখমোচন করা যে কোন্‌ মহাপুরুষের সাধ্য, তা আমি জানি না। বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হ'লে হিন্দুসমাজের দাম্পত্য-বন্ধন অন্যরূপ হবে, সতীত্বের উচ্চ মর্য্যাদা কতক পরিমাণে লাঘব হবে। অর্থলোভে সমাজভয়বর্জ্জিত ব্যক্তি ব্যতীত বিধবাবিবাহ ক'র্‌তে কেউ সম্মত হবে কি না—সন্দেহ স্থল। এরূপ অবস্থায় বিধবাবিবাহের পরিণাম অশুভ হওয়াই সম্ভব। বা রে আমি! এই যে পণ্ডিতের মত বক্তা হ'য়েছি!

প্রসন্ন। যাও—তুমি পাগল, তোমার কথা কে শোনে।

শ্যামা। বেয়াই, তোমায় ব'ল্‌তে যাচ্ছিলুম, ব্যস্ত হ'য়ে কোন কাজ করা উচিত নয়। তোমারও অর্থ আছে, আমারও অর্থ আছে, আমাদের মত অবস্থার লোকও অন্যান্য আছে। সমস্ত পণ্ডিত একত্র ক'রে সমাজ একত্র ক'রে

—একটা বিরাট সভা হোক্; যদি সকলে স্থির করেন, বিধবাবিবাহ প্রচলিত হোক।

প্রসন্ন। পণ্ডিতেরা তো বিদ্যাসাগরের সময় থেকে মত দিয়ে আস্ছে যে, শাস্ত্রমত বিধবার বিবাহ হ'তেই পারে না।

শ্যামা। কিন্তু যদি সমাজের প্রয়োজন হয়, শাস্ত্রেই বিধি আছে—দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনা ক'রে নিয়ম পরিবর্ত্তন ক'র্বে। সমাজের সম্মতি ব্যতীত দেশাচার-বিরুদ্ধ কার্য্য করা স্বেচ্ছাচারিতা হয়।

প্রসন্ন। সমাজ কই? সমাজ কুৎসা জানে—অবস্থা দেখে না।

[প্রসন্নকুমারের প্রস্থান।

শ্যামা। এক রকম প্রস্তুতই হ'য়েছে বোধ হ'লো।

[শ্যামাদাসের প্রস্থান।

হরমণির প্রবেশ

হর। পাগল, তুমি অমন ক'রে বেড়াও কেন?

পাগল। পাগল—পাগলই, পাগল আবার কবে মদনমোহন হয়।

হর। তুমি পাগল কেন হ'লে?

পাগল। হব না, আমার মাগ বিধবা হ'য়েছে।

হর। মাগ বিধবা হ'য়েছে কি?

পাগল। ও অমন হয়, সে তোমায় একদিন ব'ল্বো।

হর। না—তুমি বলো।

পাগল। রাস্তায় পেড়াপীড়ি ক'র্ছ কেন? লোকে যে তোমায়ও পাগল ব'ল্বে। ব'ল্বে—বুড়ো মাগী রাস্তায় পাগলকে টানাটানি ক'চ্চে।

হর। (স্বগত) কে এ!

পাগল। ইস্—তুমি যে বড় ভাবিকা! তোমার নাম হরমণি না হ'য়ে রাধারাণী হ'লে ভাল হ'ত।

হর। কেন?

পাগল। তোমাকে রাজা ক'রে তোমার মতন কোন ভাবুক তোমার কোটালি ক'র্তো।

হর। ব'ল্লে না—তুমি কে?

পাগল। ও পাগ্লামোর ঝোঁকে একদিন বেরিয়ে যাবে।

হর। যাবে তো?

পাগল। যাবে বই কি।

[পাগলের প্রস্থান।

হর। (স্বগত) একে দেখে আমার মনে নানা ভাবের উদয় হয় কেন? কে—এ? এ কি কোন ছদ্মবেশী দেবতা!

হরমণির গীত

ধরি ধরি যেন মনে হয় হেন,
ধরিতে তাহারে নারি।
দেখা দিয়ে যায়, অমনি লুকায়,
আঁখি ভ'রে আসে বারি॥
বাসনা কত মানসে ভাসে,
দিবানিশি ফিরি তাহারই আশে,
অবশে হৃদি-আবেশে—
পদে বিকাইতে চাহি তারি॥
তারি পানে প্রাণ টানে,
ধ্যানে-জ্ঞানে—তারে আপন বলিয়ে জানে,
ফিরিতে সে নারে, আপন পাসরে,
কেঁদে বলে আমারি॥

[হরমণির প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

প্রসন্নকুমারের অন্তঃপুরস্থ বসিবার ঘর

প্রসন্নকুমার ও পার্ব্বতী

প্রসন্ন। এসো, তুমি আমায় স্থির হ'তে ব'লোনা?

পার্ব্বতী। আর উপায় কি আছে।

প্রসন্ন। ভাল, তুমি স্থির হ'য়ে শোনো,—আমি তোমার বড় মেয়ের বাড়ী গিয়েছিলুম,—তার মত জানতে গিয়েছিলুম।

পার্ব্বতী। সে কি ব'ল্লে?

প্রসন্ন। ব্যস্ত হ'য়ো না; শোনো—সমস্ত স্থির হ'য়ে শোনো। আমি গাড়ী থেকে নেমে দেখি—একখানা টম্‌টম্ র'য়েছে। খেয়াল ক'রলুম না, ভাব্লুম—কে কোথায় এসেছে। বাড়ী ঢুকে দেখি যেন চাকরবাকরেরা কেমন হ'লো। ভাবলুম আমায় দেখে জড়সড় হ'য়েছে। বোধ হ'লো—পুরোণ খানসামার ইচ্ছে, আমায় বৈঠকখানায় বসিয়ে ভুবনকে খবর দেয়। সে সব এখন বুঝ্ছি—তখন বুঝি নাই।

পার্ব্বতী। কি—কি—ভুবনের কিছু হ'য়েছে নাকি?

প্রসন্ন। শোনো—আমায় স্থির হ'তে বলো, তুমি স্থির হ'য়ে শোনো। প্রতি কথা শোনো,—তার পর ভুবনের ঘরে গেলুম, দেখ্‌লুম কি জানো?—বড় বড় ফুলদানে বড় বড় ফুলের তোড়া র'য়েছে, যেমন সাজান ঘর—তেম্‌নি সাজান র'য়েছে, যেন তোমার জামাই কোথায় বেড়াতে গিয়েছে। তোমার ভুবনের, তোমার জামাই থাক্‌তে যেমন সাজগোজ, তেমনি সাজগোজ—বরং বেশী। হাতে গয়না নাই, কিন্তু হাতের শোভা কম নয়, বিবিয়ানা শোভা; মাথায় অডিকলন দিয়েছে—চুল এক-গাছিও এ পাশ ওপাশ নাই। শেমিজ পরা, ফিন্‌ফিনে সাদা ধুতি পরা—এ আর এক রকমের শোভা! বুঝেছ কি—কি রকম?

পার্ব্বতী। অ্যাঁ!

প্রসন্ন। বুঝ্‌তে পারোনি,—না দেখ্‌লে বুঝ্‌তে পা'র্‌বে না। এই বেশ ভূষা, মাথায় সিন্দুর নাই, বোধ হয় সিঁথের শোভা নষ্ট করে ব'লে নাই। তোমার জামাই নাই, কিন্তু তোমার মেয়েকে এক্‌লা দেখ্‌লুম না। একটি সুন্দর যুবা, যে গোলাপফুল ফুলদানে আছে, সেই গোলাপেরই একটি ছোট ফুল তার বুকে। দু'জনে এমনি ক'রে র'য়েছে, যে পেছন থেকে তোমার আমার ভুল হবে, বুঝি জামাই মরে নাই। এ কে জানো?

পার্ব্বতী। প্রকাশ।

প্রসন্ন। হ্যাঁ প্রকাশ; আমায় দেখে থমমত খেলে। আমায় দেখে মিথ্যা কথা ব'ল্লে,—বল্লে তোমার মেয়ের ব্যামো হ'য়েছে—ওষুধ দিতে এসেছে। সমস্ত মিথ্যা, চোরের মত চ'লে গেল। কিছু ব'ল্‌ছনা যে?

পার্ব্বতী। ও তো বেণী থাক্‌তে যাওয়া-আসা ক'র্‌তো শুন্‌তে পাই; আর বেণীর বিষয়-আসয় ঐ তো দেখ্‌ছে-শুন্‌ছে; তাতেও তো যাওয়া-আসা ক'র্‌তে হয়।

প্রসন্ন। হুঁ!—অমন ক'রে ঘর সাজিয়ে বসে না,—অমন ক'রে মুখোমুখি ক'রে থাকে না,—অমন ক'রে মিথ্যা কথা বলে না,—অমন ক'রে পালিয়ে যায় না। তুমি দেখে এসো, দেখ্‌লেই বুঝ্‌বে। তুমি ঘর দেখ্‌লে বুঝ্‌বে,—মেয়ের সাজ দেখ্‌লে বুঝ্‌বে,—মেয়ের কথা শুনে আরও বুঝ্‌বে।

পার্ব্বতী। বুঝে কি ক'রবো। যা ব'ল্‌চ—যদি সত্যি হয়—

প্রসন্ন। ভাল বোঝনি। এখনো ভাব্‌ছ—আমার ভ্রম হ'য়েছে; তাই ব'ল্‌ছ, যদি সত্যি হয়। শোনো—আমি বাড়ীতে আন্‌তে চাইলুম, আমার মুখের উপর বল্লে, প্রকাশকে জিজ্ঞাসা করি! আমার কাছে থাক্‌বে কি না, প্রকাশকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌বে! হেথায় বউমার সঙ্গে থাকা তার সুবিধা হবে না; তবে তার ভাই সেখানে থাকে, আপত্তি নাই; সে প্রকাশকে ডেকে আন্‌তে পা'র্‌বে, সে ছেলে মানুষ, তারে দু'জনে ভুলিয়ে রাখ্‌বে। তারে আদর ক'র্‌বে, সে কাছে থাক্‌লে কতক লোকের মুখ বন্ধ হবে। এই তো অবস্থা, এখন কি বল?

প্রমদার প্রবেশ

প্রমদা। মা, বউদিদি জিজ্ঞাসা ক'চ্ছে, বাবা খান নি, বাবার খাবার গরম ক'রে আন্‌বে?

প্রসন্ন। (প্রমদার হাত ধরিয়া) দেখ, মেয়ের মুখপানে চেয়ে দেখ, যেন ফুলের কলির মত দিন দিন প্রস্ফুটিত হ'তে চ'ল্লো, এর বৈধব্য-যন্ত্রণা! দেখ, ভাল ক'রে চেয়ে দেখ।

পার্ব্বতী। আমায় আর কেন দেখাচ্চ, আমি দিন-রাত দেখ্‌চি।

প্রসন্ন। যা, খাবার গরম ক'র্‌তে ব'ল্‌গে—আমি যাচ্ছি।

[প্রমদার প্রস্থান।

ঐ যে পদ্মের মত নির্ম্মল মুখখানি দেখ্‌লে,—ঐ যে সরলতার আবাসভূমি দেখ্‌লে,—যে নির্ম্মলমুখ তোমার ভুবনের দেখেছিলে—যদি এখনো না বোঝো—ঐ নির্ম্মল মুখ কপটতা-পূর্ণ দেখ্‌বে, কলঙ্কের চিহ্ন ঐ মুখে দেখ্‌তে হবে, স্পর্শ ক'র্‌লে ঘৃণা হবে,—বলো এখনো বলো—তোমার কি মত?

পার্ব্বতী। কি ব'ল্‌বো! মা হ'য়ে কেমন ক'রে পরপুরুষকে দিতে ব'ল্‌বো! তুমি যন্ত্রণায় বল্‌চ—বড় যন্ত্রণা; তুমি ভাল ক'রে বুঝে দেখ,—যা শাস্ত্রসঙ্গত নয়, যা লোকাচার-বিরুদ্ধ, এমন কাজ কেন ক'র্‌তে চা'চ্চ? শুনেছি, এতে দ্বিচারিণী হয়। আমরা আপনার

পেটের মেয়েকে কেমন ক'রে দ্বিচারিণী ক'র্‌বো?

প্রসন্ন। শাস্ত্রবিরুদ্ধ, দেশাচারবিরুদ্ধ—এই ভাব্‌ছ? ভয় পাচ্ছ, কন্যাকে দ্বিচারিণী ব'ল্‌বে? হোক্ শাস্ত্রবিরুদ্ধ,—হোক্ দেশাচারবিরুদ্ধ; বিবাহ দিলে তবু একটা নিয়মাধীন থাক্‌বে ভ্রূণহত্যা হবে না, কন্যা স্বেচ্ছাচারিণী হবে না, একেবারে লোক-ধর্ম্মে ঘৃণিত হবে না। বলো—সম্মতি দাও।

পার্ব্বতী। এমন অন্যায় কার্য্যে কি ক'রে সম্মতি দেবো? মেয়ের অদৃষ্টে যা আছে হবে, —আমরা কেন মহাপাপ ক'র্‌বো,—মেয়েকে কেন মহাপাপে লিপ্ত ক'র্‌বো?

প্রসন্ন। এখনো ব'ল্‌ছ মহাপাপ! ভ্রূণ-হত্যা—মহাপাপ নয়! স্বেচ্ছাচারিণী হওয়া মহাপাপ নয়! নীতিবিরোধী কাজ মহাপাপ নয়! উপায় থাক্‌তে উপায় না করা মহাপাপ নয়! চক্ষের উপর অনাচার দেখবে,—চক্ষের উপর মেয়ে ভ্রষ্টা হবে দেখবে,—চক্ষের উপর উপপতির আনাগোনা দেখ্‌বে? বোঝো, এখনো বোঝো।

পার্ব্বতী। কেন, বিধবাতে কি সতী নাই? ইন্দ্রিয় কি এতই দুর্দ্দম, যে নিষ্ঠাচার—ধর্ম্মাচরণে দমিত হয় না?

প্রসন্ন। তোমার বউমার আদর্শ দেখাচ্চ? শিবপূজার যোগ্যা নির্ম্মল ধুতুরা, বিলাস-সজ্জিত সংসার উপবনে সর্ব্বদা ফোটে না। স্বপ্নে দেবীদর্শন জাগ্রত অবস্থার উদাহরণ নয়। আর ইন্দ্রিয় দুর্দ্দম কি না—তোমার সন্দেহ আছে? পুত্রশোকাতুরা নারী, বৎসর ফেরে না—আবার পুত্র প্রসব করে। ইন্দ্রিয়-তাড়নায় উপপতির দাসী হয়, শোনিত-সম্বন্ধে বিচার থাকে না।

প্রমদার পুনঃ প্রবেশ

প্রমদা। বাবা!

প্রসন্ন। যাচ্ছি—যাও।

[প্রমদার প্রস্থান।

এখনও মেয়ের মুখ চাও,—নিষ্কলঙ্ক মেয়েকে কলঙ্ক-সাগরে ফে'লো না,—ব্যভিচার হ'তে রক্ষা করো—সম্মত হও। তুমি কঠোর জননী, তুমি সর্পিণীর ন্যায় নিজ সন্তান নষ্ট ক'র্‌তে পারো; তুমি সন্তানের দুঃখে কাতর নও, তুমি প্রস্তরনির্ম্মিত, তোমার মমতা নাই। এখনো বল্‌ছি,—নিষ্ঠুর হ'য়ে কঠোর যন্ত্রণা দেখ' না। বিবাহ দিতে সম্মত হও, দাও—সম্মতি দাও, কন্যাকে কঠোর যন্ত্রণা হ'তে ত্রাণ করো। সম্মুখস্থ টেবিল হইতে ছুরিকা গ্রহণ করিয়া) নচেৎ পতি হত্যা দেখ—স্বয়ং বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ করো, তা হ'লে বুঝ্‌বে—কি যন্ত্রণা! (বক্ষে ছুরিকাঘাত করিবার উদ্যম)

পার্ব্বতী। ও কি—ও কি! কি করো—কি করো! আমি সম্মত—আমি সম্মত! তুমি স্থির হও।

প্রসন্ন। সম্মত—সম্মত? আমার পা ছুঁয়ে বলো—সম্মত?

পার্ব্বতী। হ্যাঁ—তোমার পা ছুঁয়ে বল্‌ছি।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

ঘেঁচী সাহেবের বাটীর কক্ষ

ঘেঁচী ও প্রমদা

প্রমদা। হ্যাঁ গা, আবার সব চাকর-বাকরকে মাইনের জন্য আমার কাছে ঠেকিয়ে দিয়েছ কেন?

ঘেঁচী। ওরা তো পাঁচ মাসের মাইনে পায় নেই শুন্‌লে, আর নীচেয় দেখে এসো, সারি সারি পাওনাদার বিল হাতে ক'রে ব'সে আছে। টাকা চাই—বুঝ্‌লে?

প্রমদা। আমি মেয়েমানুষ, টাকা কোথায় পাব? বাবা বাড়ীখানা আমার নামে দিয়েছিলেন, তা তো উড়িয়েছ; গয়নাগাঁটি যা ছিল, সবই তো বেচেছ।

ঘেঁচী। না বেচ্‌বো না; তুমি আমার sweet-heart তোমায় গয়না কিনে দেবো! যাও; তোমার বাপের কাছ থেকে টাকা নিয়ে এসো।

প্রমদা। তিনি কতবার টাকা দেবেন? বিলেতে তো দু'তিনবার টাকা পাঠালেন, সেখানে কোন্ ভদ্রলোকের মেয়ের সঙ্গে কি ক'রে জেলে যাও, বাবা টাকা পাঠিয়ে জেল বাঁচালেন; জাহাজ ভাড়া দিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে

এলেন, আর এখানে এসেও তিনবার টাকা নিয়েছ। বাবা আর টাকা দেবেন না।

ঘে'চী। দেবেন না কি, টাকা নিয়ে এসো। বাপের কাছ থেকে পারো, মায়ের কাছ থেকে পারো, বোনের কাছ থেকে পারো, তোমাদের বউয়ের কাছ থেকে পারো, যেমন ক'রে পারো, —টাকা আনো, নইলে চ'ল্‌বে কি ক'রে? খরচ পাতিতো দেখ্‌ছ? এখন তো আর বাঙ্গালী নেই যে চিংড়ি মাছ দিয়ে পুঁইশাক খেয়ে চ'ল্‌বে আর একটা পিরাণ গায়ে দিয়ে বেরোবো।

প্রমদা। আমি কোন্ মুখ নিয়ে তাদের কাছে টাকা চাইতে যাব?

ঘে'চী। এই মুখে। আর না পারো, সোজা উপায় তো ব'ল্‌চি,—মিঃ বাসু এখনি তোমায় নিয়ে যেতে আ'স্‌বে, তার বাগানে আজ পার্টি —'বল' হবে, তুমি তার সঙ্গে নাচ্‌বে চলো, টাকা এসে যাবে।

প্রমদা। আমি বাগানে নাচ্‌তে যাবো? তুমি কি একেবারে মনুষ্যত্বহীন? আপনার স্ত্রীকে এই কথা বল্‌ছ? আপনার স্ত্রীকে বাগানে নাচ্‌তে নিয়ে যাবে?

ঘে'চী। কেন দোষ কি? দেখ্‌ছ তো সব gentlemen স্ত্রী নিয়ে আসে, তাদের সঙ্গে নাচ্‌লে কি হয়?

প্রমদা। ওদের সঙ্গে বেহায়াগিরি ক'র্‌তে বল? ওরা তো সব বেশ্যা!

ঘে'চী। তা'হলে তুমিও বেশ্যা। তোমার যেমন দোজপক্ষে বে, ওদেরও তেমনি। তবে তফাৎ এই—ওরা সভ্য, তুমি জানোয়ার। তোমায় ছুঁতে ঘেন্না করে।

প্রমদা। আমি তোমার ভয়ে তোমার বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আলাপ ক'রেছি, মদ ঢেলে দিয়েছি, তুমি কি না আমার ঘরে মাতাল ছেড়ে দিয়ে স'রে যাও; আজ কি না নাচ্‌তে যেতে ব'ল্‌চ? স্বামী হ'য়ে এই সব কথা মুখে আনো?

ঘে'চী। তোমার স্বামী! তাই বের দিন পরপুরুষ ব'লে শিউরে উঠেছিলে—মূর্চ্ছা গিয়েছিলে। স্বামী কে! টাকা পেয়েছিলুম, তোমায় নিয়েছিলুম। টাকা চাই—জোগাড় কর। বাপের কাছ থেকে পারো আর বাগানে গিয়ে মিঃ বাসুর কাছ থেকেই আদায় করো, একটা ঠিক করো। (ঘড়ি দেখিয়া) এখনি তারা আ'স্‌বে।—বাপের কাছে না যাও; বাগানে যেতে হবে—আমি টেনে তোমায় গাড়ীতে তুলে নিয়ে যাব। গাড়ীর শব্দ হ'চ্চে—ঐ বুঝি তারা এলো, কি ক'র্‌বে বল?

নেপথ্যে বড়াল। সাব উপর হ্যায়?

নেপথ্যে বেহারা। হ্যায় খোদাবন্দ।

প্রমদা। আমি যাচ্চি যাচ্চি—বাপের বাড়ী যাচ্চি।

ঘে'চী। আচ্ছা যাও, টাকা আন্‌তে পারো —ফিরে এসো; আর বাগান যেতে চাও—বহুৎ আচ্ছা; নইলে তোমার যেথায় ইচ্ছে—চ'লে যাও।

প্রমদা। আচ্ছা—আমি যাচ্চি যাচ্চি।

[প্রমদা ও তৎপশ্চাৎ ঘে'চীর প্রস্থান।

মিঃ বাসু, মিঃ মল্লিক ও মিঃ বড়ালের প্রবেশ

বড়াল। মিঃ বাসু, আপনি যদি বিলেত যেতেন, তা হ'লে দেখতেন—কি আমোদের জায়গা।

বাসু। মা যে রাজী হ'চ্চে না, টাকা দিতে চাচ্চে না, ব'ল্‌ছে, এইখানে আমোদ কর।

ঘে'চীর পুনঃ প্রবেশ

ঘে'চী। Hallo Mr, Basu, how do you do?

বাসু। তোমার মাগ কোথা?

ঘে'চী। সে তার বাপের সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে গিয়েছে, directly বাগানে যাবে।

বাসু। (মল্লিকের প্রতি) আমি তোমায় ব'লেছি, ঘে'চীর সব দম্‌বাজী। আর আমি এক পয়সাও বা'র ক'র্‌বো না। চলো চলো— বাগানে চলো, সেখানে সব ব'সে আছে।

মল্লিক। আমার wife আপ্‌নার partner হবে। আর বলেন Mrs. বড়ালও আপনার সঙ্গে নাচ্‌তে পারে।

বাসু। না—না—আমি যার জন্যে party দিলুম, তাই-ই হ'লো না। মাগ কোথায় সরিয়ে দিয়ে ব'ল্‌ছে, বাপের বাড়ী গিয়েছে।

ঘে'চী। Oh no—Oh no—

[মিঃ বাসুর পশ্চাৎ সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

বেণীমাধবের বাগানের পুষ্করিণীর ঘাট

ভুবনমোহিনী

ভুবন। না—না—আমার বাপের বাড়ী থাকাই উচিত। না—সেথায় টে'ক্‌তে পা'র্‌বো না। কাশী যাই, আমার শাশুড়ীর কাছে গিয়ে থাকি। প্রকাশ কি আমার মনের ভাব বুঝেছে, সে কি তাই আসে না? ভালই! সে এলে, তার সঙ্গে হাসি-কৌতুক ক'র্‌লে, যেমন একত্রে বসি—তেমন একত্রে ব'স্‌লে,—আমি আর মন বে'ধে রা'খ্‌তে পা'র্‌বো না। সে বোধ হয় আমার মনের কথা বুঝেই আসে না। না, আমি তারে না দেখে থা'ক্‌তে পা'র্‌বো না। এই যে প্রকাশ—

প্রকাশের প্রবেশ

প্রকাশ বাবু, তুমি এসো না কেন? এসো যদি তো দু'দণ্ড বসো না। তোমার কি হ'য়েছে? কেউ বুঝি তোমায় আ'স্‌তে মানা করে?

প্রকাশ। হাঁ মানা করে, আমার মন মানা করে!

ভুবন। কেন—কেন—আমি কি কিছু ব'লেছি? তুমি কি অভিমান ক'রেছ? তুমি কি লোকাপবাদ ভয় ক'রে এসো না?

প্রকাশ। ভুবন, তুমি জানো কি, আমি কে?

ভুবন। আমার স্বামীর বন্ধু, আমার আশ্রয়।

প্রকাশ। না, জানো না; আমি তোমার শত্রু,—আমার এই দেহে তোমার শত্রু প্রচ্ছন্নভাবে লুকিয়ে রয়েছে। তুমি নিৰ্ম্মল-আত্মা, তাই আমার পাপ-ইচ্ছা তুমি বুঝ্‌তে পারো নাই। আমি নিজেই বুঝ্‌তে পারি নাই। যেদিন হঠাৎ তোমার বাপ এসেছিল, সেইদিন আভাস পেয়েছিলুম। তোমার পায়ের কাছে ব'সে, তোমার মুখের পানে চেয়ে আমার চক্ষু দিয়ে দুষমন প্রবেশ করেছে; তাই তোমার বাপের কাছে মিথ্যা কথা ব'লেছিলুম। তুমি যখন সেই মিথ্যা কথার জন্য তিরস্কার ক'র্‌লে, আমি তোমায় বোঝাতে পারি নি—কেন মিথ্যা কথা ক'য়েছি:—আমিই সম্পূর্ণ বুঝি নাই; কিন্তু ক্রমে আমার সেই পাপ-ছবি আমার সম্মুখে উদয় হ'য়েছে। তুমি আমায় তিরস্কার করো, তিরস্কার ক'রে বিদায় দাও। আর আমার মুখ দর্শন ক'র্‌বে না প্রতিজ্ঞা করো।

ভুবন। তুমি না আসো না আস্‌বে; আমি তোমায় বিদায় দিতে পা'র্‌বো না। তুমি কি ব'ল্‌ছ—আমি বুঝেছি: আমি জানি নি—আমি কোথায় দাঁড়িয়েছি, আমি জানি নি—আমি কি করি, আমি জানি নি—তুমি না এলে আমার কি হবে—আমি কি ক'রে থা'ক্‌বো! তোমায় না দেখ্‌লে আমি চার্‌দিক শূন্য দেখি! আমি বুঝেছি, বুঝেও আমার উপায় নাই।

প্রকাশ। এখনও উপায় আছে,—এখনও আমরা পরস্পরের সঙ্গ পরিত্যাগ করি এসো। তোমায় না দেখ্‌লে আমিও দশ দিক্ শূন্য দেখি, কিন্তু তোমায় দেখ্‌লে দাবানল জ্বলে উঠে, আত্মহারা হই—সংযমহারা হই! আমার কি দুৰ্দ্দম লালসা—তুমি জানো না। আমি অস্থির—দিবারাত্রি আমার পাপ চিন্তা! তুমি আমায় ঘৃণা ক'রে বিদায় দাও।

ভুবন। তোমায় আবার ব'ল্‌চি, তুমি আমার কাছে বিদায় চেও না। আমি সৰ্ব্বনাশ বুঝেছি, তবু আমায় ভয় নাই, তবু আমি ব'ল্‌তে পা'র্‌বো না—তুমি এসো না! এখনো মনে হ'চ্চে—যা হবার হবে, তুমি এসো।

প্রকাশ। না—আমি আর আস্‌বো না। কিন্তু আমি জড়িয়ে প'ড়েছি, তোমার সঙ্গে না দেখা ক'রেও উপায় নাই। তোমার বিষয় বাঁধা দিয়ে টাকা নিয়ে আমার দেনা শুধেছি। উপস্থিত পরিশোধের উপায় দেখ্‌ছি না। আমার কাজকৰ্ম্ম বিশৃঙ্খল হ'য়েছে; আমি আস্‌বো না মনে করি, থাক্‌তে পারি নে। বাড়ী থেকে বেরুই, আবার ফিরে যাই। আমি কত রাত্রি তোমার বাগানের দোর দিয়ে ফিরে গেছি।

ভুবন। তুমি এ কথা কাকে ব'ল্‌ছ—কাকে শোনাচ্চ? আমি রাত্রে ছাদে উঠে তোমার বাড়ীর দিকে চাই, তুমি আস্‌বে না জানি, তবু মনে করি—যদি এসো। না—না—তুমি ঠিক ব'লেছ—আমাদের আর একত্রে থাকা নয়। এত যন্ত্রণা—আমি স্বপ্নেও জা'ন্‌তুম না।

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। বাবু, সর্ব্বেশ্বরবাবু এসেছেন। তিনি ব'ল্‌ছেন—বড় দরকার।

প্রকাশ। আমি চল্লুম।

ভুবন। না এই খানেই ব'সো, এই খানেই তারে ডাকাও। (ভৃত্যের প্রতি) বাবুকে ডেকে আন।

[ভৃত্যের প্রস্থান।

তুমি যা ব'ল্‌ছ—ঠিক, আর আমাদের দেখা হওয়া উচিত নয়। কিন্তু অপেক্ষা করো, তুমি কথা কও—আমি আ'স্‌ছি। না—আর অপেক্ষা কেন? তোমার সংগে আর দেখা করা উচিত নয়—সর্ব্বনাশ হবে।

[ভুবনমোহিনীর প্রস্থান।

প্রকাশ। আর হেথায় আসবো না—আর দেখ্‌তে পাবো না, ওঃ—কি দুর্দ্দম হৃদয়-স্পন্দন!

সর্ব্বেশ্বরের প্রবেশ

সর্ব্বে। বাবু, সর্ব্বনাশ হয়েছে! আপনি বেণীবাবুর বিষয়-আসয় বাঁধা দিয়েছেন—প্রকাশ হয়েছে। বেণীবাবুর জ্ঞাতিরা কা'ল আপনার নামে নালিস ক'র্‌বে। তাদের খোরাকি প'ড়ে গিয়েছে—আপনি এক্‌জিকিউটার হ'য়ে বিষয় নষ্ট ক'চ্চেন, তারা ভুবনমোহিনীর উত্তরাধিকারী—এই অভিযোগ ক'রেছে। উকীল বল্লেন—চাই কি ফৌজদারী হ'তে পারে। বেণীবাবুর শ্বশুরও শুন্‌ছি—তাঁদের পক্ষ হ'য়েছেন। মহাজনদের 'ডিউ' প'ড়ে গিয়েছে, সে না হয় ইন্‌সলভেণ্ট নিয়ে সাম্‌লাবেন; কিন্তু দেইজীদের মাম্‌লা, উকীল ব'লেছে, ভুবনমোহিনী বিরূপ হ'লে সর্ব্বনাশ। ভুবনমোহিনীর দেনায় বিষয় বাঁধা প'ড়েছে না দেখালে, আপনার নিস্তার নাই।

প্রকাশ। আচ্ছা—যাও।

সর্ব্বে। ম'শায়, যাও ব'ল্‌ছেন কি?—সর্ব্বনাশ হবে। ভুবনমোহিনীকে হাত ক'র্‌তে না পা'র্‌লে ফৌজদারী সোপরদ্দ হবেন। বেণীবাবুর শ্বশুরেরও আপনার উপর ভারি রাগ। তিনি আপনাকে সন্দেহ করেন, তিনি আপনাকে মজাতে পা'র্‌লে ছা'ড়্‌বেন না।

প্রকাশ। যাও—যাও।

সর্ব্বে। যে আজ্ঞে চ'ল্লেম্‌; আমি—চাকর, আর কি ব'ল্‌বো? আপনি উপায় থাক্‌তে না উপায় করেন, অপবাদ যা হবার হ'য়েছে, শেষটা ম'জ্‌বেন।

[প্রস্থান।

প্রকাশ। ধর্ম্মপথ অতি কঠিন পথ—কণ্টকময় পথ! এ পথে পদে পদে নরক-যন্ত্রণা! সত্য, উপায় তো রয়েছে। ভুবন আমায় ভালবাসে, সাফাই দেবে। না—দেবে না! আমি পর, আমা হ'তে সর্ব্বস্বান্ত হ'য়েছে; আমায় বিদায় দিলে, এসো না ব'ল্লে। মনের ঝোঁক দু'দিনে চ'লে যাবে, ভালবাসা থাক্‌বে না। তবে কেন যন্ত্রণা পাই,—কেন আসামী হ'য়ে দাঁড়াই,—কেন স্ত্রী-পুত্রকে পথে বসাই,—কেন লোকের চক্ষে ঘৃণিত হই! কিসের পাপ—কিসের চিন্তা? কেন, ভালবাসায় পাপ কি—এ তো হ'য়ে থাকে; আমরা স্ত্রী-পুরুষের মত থাক্‌বো, আমি ইন্‌সলভেণ্ট নিয়ে আবার কর্ম্মকাজ ক'র্‌বো। ভুবনকে কিছু জান্‌তে দেবো না, সে যেমন আমার মাথার মণি আছে, তেম্‌নি থাকবে। অকপট প্রণয়ে দোষ কি!

ভুবনমোহিনীর পুনঃ প্রবেশ

ভুবন। এখনো ব'সে কেন?—কি ভাব্‌ছ?

প্রকাশ। ভা'ব্‌ছি—আমরা কি চিরদিন জ্বলবার জন্য সৃষ্ট হয়েছি? অকপট ভালবাসা কি কিছুই নয়! সমাজবন্ধন কি সর্ব্বস্ব! তুমি আমায় ভালবাসো, আমি তোমায় ভালবাসি; কেন চিরদিন পর হ'য়ে থা'কবো? আমি দেখ্‌ছি, জগতে তুমিই আমার আপনার আছ, আর কেউ নাই; তবে কেন তোমায় চিরদিনের জন্য পর ক'র্‌বো! অকপট প্রণয় যদি দোষের হ'তো, তবে রাধাকৃষ্ণের প্রণয় গৌরবের কেন? তাতে তো লোক-অপবাদ ছিল, কলঙ্ক ছিল। প্রেমই—গৌরবের! বিবাহবন্ধন—ক্ষুদ্র হৃদয়ের ক্ষুদ্র সমাজ বন্ধন।

ভুবন। কি ব'ল্‌ছ? আমায় কেন উন্মত্ত ক'চ্ছ? আমার শিরায় শিরায় অগ্নিময় রক্তস্রোত ধাবিত! সর্ব্বনাশ হয়—নরক হয়—যা হয়—যা হয়—আমি এই মুহূর্ত্তে ঝম্প দিতে প্রস্তুত! তুমি আমায় মানা করো, তুমি ব্যাকুল-চিত্তে আমার মুখপানে চেয়ে র'য়েছ, আমার

আনন্দ হ'চ্ছে। আমায় মানা করো, তোমার পায়ে ধ'রে ব'ল্‌চি—মানা করো।

প্রকাশ। চলো—চলো, এখানে কে দেখ্‌বে।

ভুবন। না তুমি যাও, বিদায় হও, তোমার কাছে থা'ক্‌বো না, তুমি আর এসো না।

[প্রস্থান।

প্রকাশ। ভুবন—ভুবন—

[পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রসন্নকুমারের অন্তঃপুর-সংলগ্ন বিশ্রাম-কক্ষ

প্রসন্নকুমার ও ঘেঁচী

প্রসন্ন। বেরোও আমার বাড়ী থেকে।

ঘেঁচী। কুচ্‌পরোয়া নেই, আমি তোমার কাছে আসিনি, আমি আমার স্ত্রীকে নিতে এসেছি। আমার স্ত্রীকে আটক ক'রে রেখেছ কেন?

প্রসন্ন। দূর হ!

ঘেঁচী। আচ্ছা, আমি কা'ল পুলিসে নালিস ক'র্‌বো।

ঘেঁচী। হাঃ হাঃ!—আমার টুপীটে শীল ক'রে খোরাকি আদায় ক'রো! সোজায় মিটিয়ে ফেলো না, কিছু টাকা দাও, চ'লে যাচ্ছি। নইলে বাবা কেন পুলিসে কেলেঙ্কার ক'র্‌বে? বেশী নয়—টাকা শো পাঁচেক হ'লে, এখন এক রকম চালা'তে পা'র্‌বো। দুটো ছোট আদালতের ডিগ্রী আছে,—না meet কর্‌তে পা'র্‌লে দাঁড়া'তে পা'র্‌বো না।

প্রসন্ন। যা জেলে যা। আমি অনেক দিয়েছি—আর এক পয়সাও দেবো না।

ঘেঁচী। জামাই জেলে যাবে—সে কি ভাল দেখাবে?

প্রসন্ন। আমার কাছে তুমি আর এক পয়সা পাবে না—বিলেত থেকে তো খুব লেখাপড়া শিখে এলে, তোমায় সেথা টাকা পাঠিয়ে জেল থেকে খালাস ক'রেছি, passage money দিয়ে ফিরিয়ে এনেছি। ফিরে এসেও তিনবার টাকা নিয়েছ, বাড়ীখানা দিয়েছিলুম—বেচে মেরে দিয়েছ।

ঘেঁচী। কত টাকা দিয়েছেন? সব শুদ্ধ জোর পনের হাজার টাকা হোক্‌। তোমার বড় জামাই প্রকাশ যা পেয়েছে, তার এক পাই নয়, তোমার বড় মেয়ের সব বিষয় মেরেছে।

প্রসন্ন। কি ব'ল্‌লি Rascal!

ঘেঁচী। সত্য কথা ব'ল্‌ছি, আমি যদি তোমার জামাই হই, প্রকাশ বাবু তোমার বড় জামাই নয়? ঐ বটকৃষ্ণ আর শুভঙ্কর একটা নুড়ি এনে মালা বদল ক'রে দিয়েছে—তাই বুঝি ধরা প'ড়েছি? আমিও তোমার যেমন জামাই, প্রকাশ বাবুও তোমার তেম্‌নি জামাই। তবে মাঝে এই বে দেওয়া Hypocrisyটা নাই।

প্রসন্ন। বেরো—দূর হ! বেয়ারা—বেয়ারা!

ঘেঁচী। আচ্ছা বাবা! তোমার মেয়ে বেচে টাকা আদায় ক'র্‌বো, কাল পুলিসের শমন পাবে।

বেহারার প্রবেশ

প্রসন্ন। গলাধাক্কা দে বা'র ক'রে দে!

[ঘেঁচী ও পশ্চাৎ বেহারার প্রস্থান।

পার্ব্বতী ও নির্ম্মলার প্রবেশ

পার্ব্বতী। কি গো—কি গো—

প্রসন্ন। প্রমদা এয়েছে না কি?

পার্ব্বতী। হ্যাঁ, একটু আগে এয়েছে, খায় নাই—খেতে বসিয়েছি।

প্রসন্ন। বিষ খেতে দাও, আপদ চুকে যাক্‌!

নির্ম্মলা। বাবা, রাগের কথা নয়।

প্রসন্ন। রাগের কথা নয়! প্রমদাকে হেথায় পাঠিয়ে দিয়ে আমায় শাসাতে এসেছিল, টাকা দাও—নইলে পুলিসে নালিস ক'র্‌বো। এখন কি মেয়ের হাত ধ'রে পুলিসে গিয়ে দাঁড়াবো? লজ্জায় কারো সঙ্গে মুখ তুলে কথা কইতে পারি না;—পুলিসে দাঁড়ালে বাড়ীতে এসে মুখে চুনকালি দেবে। এ বিপদ কি মানুষের হয়!

নির্ম্মলা। বাবা, ও ভেবে আর কি ক'র্‌বে? জামাইয়ের উপর রাগ ক'রে মেয়েকে কোথায় ভাসিয়ে দেবে? ঠাকুরঝি হেতায় থাকুক, সে যা করে ক'র্‌বে।

প্রসন্ন। কি যন্ত্রণা—কি যন্ত্রণা!

নির্ম্মলা। যন্ত্রণা ব'লে আর কি হবে—আমাদের হ'য়ে কর্ম্মভোগ কে ক'র্‌বে! ও যা'

হবার হবে; পুলিসে কাটানছিটেন হ'য়ে যায়, সে ভাল। ঠাকুরঝি প্রায়শ্চিত্ত ক'রে এখানে থাকুক।

প্রসন্ন। আমার কি প্রায়শ্চিত্ত ক'র্‌বে? আমি মুখ দেখাব কেমন ক'রে? পাড়ায় নাম উঠেছে—ক্রিশ্চান প্রসন্ন। ঘটক সাবধান ক'রে গেছে, মেয়ে বাড়ীতে থাক্‌লে ছেলের সঙ্গে কেউ বে দেবে না।

পার্ব্বতী। না হয় ছেলে আইবুড়ো থাক্‌বে। এখানে জায়গা দেবে না, শ্বশুর-বাড়ীতে জায়গা পাবে না, স্বামী যন্ত্রণা দেবে—তবে সত্যি সত্যি কি মেয়ের গলায় পা তুলে দেবো?

প্রসন্ন। বউ মা, শুভক্ষণে মেয়ের দুঃখে দুঃখী হ'য়ে আবার বে দিয়েছিলুম। ওঃ—এত অপমান—এত অপমান!

নির্ম্মলা। বাবা, এ তো রাগের সময় নয়।

প্রসন্ন। কে রাগ ক'চ্চে—কার উপর রাগ ক'র্‌বো? কারো কথা শুনি নি,—কারো কথা মানি নি,—জাত যাবার ভয় করি নি,—একঘরে হ'বার ভয় করি নি। ভেবেছিলুম—আবার মেয়ের ঘর বর হবে, তা বেশ ঘর ক'রে দিয়েছি—বেশ বর ক'রে দিয়েছি। এখন আর যাবে কোথায়? আমার দায় আর কে ঘাড়ে ক'র্‌বে? লোকে ঘৃণা করে করুক,—মুখ দেখাতে না পারি না পার্‌বো, এই খানেই থাক। যত্ন ক'রে বিষ কিনে এনে গুলেছি, এখন গিল্‌তে হবে। না ম'লে তো জুড়োবো না!

[প্রসন্নকুমারের প্রস্থান।

নির্ম্মলা। মা, বাবা রাগ ক'রে গেলেন। ঠাকুরঝি বোধ হচ্ছে আড়ালে দাঁড়িয়ে সব শুনেছে। [নির্ম্মলার প্রস্থান।

পার্ব্বতী। কর্ত্তাকে দুষ্‌বো কি, আমারই ছুটে পালাতে ইচ্ছে হ'চ্চে। [প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

প্রসন্নকুমারের অন্তঃপুরস্থ দরদালান

নির্ম্মলা ও প্রমদা

প্রমদা। জানি নে বউদিদি, আমার এমন ক'রে কতদিন যাবে। জানি নি—কি ক'রে দিন কাটে! এক একবার মনে হয়, আমি কি এই জন্যে জন্মেছিলুম! দিন দিন যেন ঘোর দুঃস্বপ্নে আচ্ছন্ন রয়েছি! ঘুম থেকে উঠে দেখি, আমার পাশে যেন একটা কি ভয়ঙ্কর জন্তু প'ড়ে আছে, তার নিঃশ্বেসের ঘড়্‌ ঘড়্‌ শব্দে হৃৎকম্প হয়,—দুর্গন্ধে ঘর পরিপূর্ণ! মনে হয়—এই কি আমার স্বামী! একে শ্রদ্ধা ক'র্‌বো কেমন ক'রে,—ভক্তি কর্‌বো—সেবা ক'র্‌বো কেমন ক'রে! কিছু পরে রক্তচক্ষে আমার পানে চায়, কি বিকট দৃষ্টি—আতঙ্ক হয়!

নির্ম্মলা। তুই কিছু ব'ল্‌তে পারিস্‌ নি?

প্রমদা। কাকে ব'ল্‌বো—কে শুন্‌বে? কথার মধ্যে কথা, "যা—বাপের কাছে যা, টাকা নিয়ে আয়; আর গয়না থাকে দে। যেথায় পাস্‌—টাকা আন।" যদি বলি, "টাকা কোথায় পাবো?" তার উত্তর তোমার কাছে ব'ল্‌তে আমার ঘৃণা হ'চ্চে,—তুমি শুন্‌লে প্রত্যয় ক'র্‌বে না যে স্বামী, স্ত্রীকে এ কথা ব'ল্‌তে পারে।

নির্ম্মলা। ছিঃ ছিঃ—বাবা কি সর্ব্বনাশই ক'রেছেন।

প্রমদা। তারপর পাওনাদারের কিচি কিচি, লোকজন মাইনের জন্যে কুকথা বলে, আমায় দেখিয়ে দেয়, বলে ওর ঠেঙে আদায় কর। দিন এক রকমে কাটে, সন্ধ্যা হ'লে পিশাচের নৃত্য। যারা সব সঙ্গী, তারা গাউন পরিয়ে কাদের নিয়ে আসে, কে জানে। তারা কুলবধূ কি কে—তাদের আচারে বোঝা যায় না, কার কে স্বামী বোঝা যায় না। সেইখানে আমায় যেতে বলে, তাদের সঙ্গে মিশ্‌তে বলে, না গেলে গা'ল দেয় মারে! কতদিন উপোস যায়, একবার জিজ্ঞাসা করে না—আমার খাওয়া হয়েছে কি—না। মদ খেতে বলে, অন্য পুরুষের কাছে ব'সতে বলে। আমি কুণ্ঠিত হ'লে বলে, অসভ্য—জঙ্গ্‌লা—সভ্যতা জানে না। বউদিদি, আমার অদৃষ্টে এত ছিল!

নির্ম্মলা। ছিঃ ছিঃ কুলাঙ্গার, এ কি মানুষ! আহা দিদি তুই বড় দুঃখিনী!

প্রমদা। তারপর শোনো, তারা চ'লে গেল, ঝগড়া সুরু হ'লো, গাল মন্দ তিরস্কার। হয়তো তাদের সঙ্গে চ'লে গেল। একা রইলুম—চাকর বাকরেরা তার কুৎসা ক'চ্চে—আমার কুৎসা

ক'চ্চে, একা ঘরে ব'সে শুনি। যখন বাড়ী ফিরে এলো, হয় তো বেয়ারা কোচমানে ধরে আনচে, মুদ্দরের মত বিছানায় এসে প'ড়্লো। এই আমার জীবন, এই সুখের জন্য বিবাহ হ'য়েছে। এই আমার স্বামী—এই আমার সংসার! তবু তো দিদি ম'র্‌তে পারি নে—ম'র্‌তে তো ভয় হয়!

নির্ম্মলা। বালাই ম'র্‌বি কেন? তুই হেথা থাক্, আর সেথা যাস্ নি।

প্রমদা। দিদি, কেমন ক'রে থা'ক্‌বো? শুন্‌লে তো, আমি থাক্‌লে প্রবোধের বে ভেঙ্গে যাবে; বাবা লোকের কাছে মুখ দেখাতে পা'র্‌বেন না বল্লেন।

নির্ম্মলা। ঠাকুর্‌ঝি তুই দুঃখ করিস্ নে, বাবা জামাইয়ের উপর রাগ ক'রে ব'লেছেন।

১ দাসীর প্রবেশ

১ দাসী। হ্যাঁগা বউ ঠাক্‌রুণ, দিদি বিবি যে খেয়ে গেলেন, ওঁর বাসন মাজ্‌বে কে? আমি ছোঁবো না, চাকরীর জন্যে জাত হারাবে কে?

নির্ম্মলা। নে নে, আমি বাসন মাজ্‌বো এখন।

২ দাসীর প্রবেশ

২ দাসী। আমাদের সব মাইনে চুকিয়ে বিদেয় ক'রে দাও। বিবি দিদি থাক্‌লে আমরা এখানে থাক্‌বো না।

নির্ম্মলা। এখন যা না—তা তখন যাস।

দাসী। তা বাছা—তোমরা লোকজন দেখো।

[দাসীদ্বয়ের প্রস্থান।

প্রমদা। বউ দিদি, আমি হেথায় থাক্‌বো কেমন ক'রে? প্রবোধের সম্বন্ধ ভেঙ্গে যাবে; লোকে একঘরে ক'রেছিল,—তোমার বাপ কত ক'রে লোক্‌কে বুঝিয়ে-সুজিয়ে বাবাকে সমাজে চলন ক'রেছেন। যদি আমার স্বামীর হিন্দুয়ানী আচার ব্যবহার থাক্‌তো, তা' হলে বাবাকে সমাজভ্রষ্ট হ'তে হতো না। আমাদের ক্রিশ্চান ব'লে জানে; আমি হেতা থাক্‌লে আবার বাবাকে সমাজে ঠেল্‌বে। আর দাসীরা তো আমার সাম্‌নেই জবাব দিয়ে গেল।

নির্ম্মলা। কেন—কি হয়েছে? দাসী চাকর আর পাওয়া যাবে না,—তুই কাঁদিস্ নি, কোথায় যাচ্ছিস্?

প্রমদা। সগ্‌ড়িখানা মাজিগে।

নির্ম্মলা। (হাত ধরিয়া) না—না, মাথা খাবি, আমি সগ্‌ড়ি নেব এখন।

পার্ব্বতীর প্রবেশ

পার্ব্বতী। ও মা. ভাতে হাতে ক'রে উঠে এসেছিস্? নে—আমি খাবার আন্‌চি, খাবি আয়।

প্রমদা। হ্যাঁ মা, আমি যদি এ বাড়ীতে দাসীর মতন হ'য়ে থাকি, যদি দাসীদের একটা ঘরে শুই,—আলাদা খাই,—আলাদা থাকি, তা'হলেও কি জা'ত যাবে? হ্যাঁ মা, তবে আমি কোথায় দাঁড়াবো? আমার কি হ'লো মা!

পার্ব্বতী। নে তুই কাঁদিস্ নে, তুই হেথায় থাক্‌বি নি তো কোথায় যাবি? নে—খাবি আয়।

প্রমদা। না মা—আর আমি খেতে পা'র্‌বো না।

নির্ম্মলা। থাক্ — থাক্ — ও বাজারে খাবারগুলো খেয়ে কাজ নাই,—আমি খাবার তৈরি ক'চ্চি।

হরমণির প্রবেশ

পার্ব্বতী। এসো মা!

নির্ম্মলা। (প্রমদার প্রতি) ঠাকুর্‌ঝি, তোরা কথাবার্ত্তা ক, আমি আস্‌ছি। মা এসো। (গমন-কালীন পার্ব্বতীর প্রতি জনান্তিকে) বাবার কথা আড়াল থেকে শুনেছে।

[পার্ব্বতী ও নির্ম্মলার প্রস্থান।

হর। হ্যাঁ মা, তুমি কি তোমার বোনের বাড়ী গিয়েছিলে?

প্রমদা। হ্যাঁ অনেক দিন দেখি নাই, একবার দেখ্‌তে গিয়েছিলুম।

হর। তোমায় সেথা রা'খ্‌তে চাইলে না? হাস্‌ছ যে? বুঝি ধুলো পায়ে বিদেয় দিয়েছে? খেতে টেতে ব'লেছিল?

প্রমদা। আমি বাড়ীতে এসে খেয়েছি।

হর। হ্যাঁ বুঝেছি,—এখন আর তাঁরা কারো ঝক্কি সইবে না। তা বেশ হ'য়েছে, তোমায় সেথা রাখ্‌লে আমি থাক্‌তে বারণ ক'র্‌তুম। এখন কি তুমি এখানেই থাক্‌বে?

প্রমদা। মা, আমি একদিন এয়েছি, এইতেই চাকর দাসী শুদ্ধ থাক্‌তে চাচ্চে না। আমি থাক্‌লে ভায়ের সম্বন্ধ ভেঙ্গে যাবে—আমার স্বামী এসে উপদ্রব ক'রেছিল, বাবা রাগ ক'রে বেরিয়ে গেলেন।

হর। তবে কোথায় থাক্‌বে?

প্রমদা। আমার স্বামীর কাছে যাবো।

হর। সে যে তোমায় যন্ত্রণা দেয় শুনেছি?

প্রমদা। আর কোথায় যাব মা!

হর। আমার ছোট মুখে বড় কথা হবে,—কিন্তু মা তুমি বড় দুঃখী, তোমার স্বামী তো নয় মা, স্বামী ব'লে কার কাছে থাক্‌বে? সে তো তোমায় স্ত্রী ব'লে নেয় নি।

প্রমদা। তুমি তবে সব শুনেছ?

হর। না মা, আমার শোন্‌বার দরকার নেই, যারা সমাজ মানে না, তারা টাকার জন্যে বিধবা-বিবাহ করে। তোমার শ্বশুরকে জানি,—তোমার স্বামীকে জানি,—তোমার স্বামীর ইয়ার্‌দের জানি,—কি সব ভূতের কীর্ত্তি হয়, তাও আমি জানি। নির্ম্মলা কুলস্ত্রীর এদের হাতে পড়ে যে কি যমযন্ত্রণা, তা আমি বেশ বুঝ্‌তে পারি। এদের লোকভয় নাই, ধর্ম্মভয় নাই, তাই মা তোমায় ব'ল্‌তে এসেছি, যদি মা কোথাও স্থান না পাও, তুমি আমার কাছে এসো।

প্রমদা। কেন মা—তোমায় মজাবো কেন? আমার স্বামী উপদ্রব ক'র্‌বে, আমার বাবার নামে নালিস ক'র্‌তে চায়।

হর। পারে—আমার নামে ক'র্‌বে; তাতে আমার ভয় নাই; এমন অনেকে ক'রেছে। অনেকে বুঝে গিয়েছে,—আমি অনাথা, আমি অনাথাকে আশ্রয় দিতে ভয় পাই নে। তুমি কিছু মনে ক'রো না মা।

প্রমদা। আমি তোমার কাছে থাক্‌লে, লোকে কি ব'ল্‌বে?

হর। লোকের সঙ্গে আর তোমার আমার সুবাদ কি? লোকের সঙ্গে সুবাদ—তারা অনাথাকে পীড়ন ক'র্‌বে, ঘৃণা ক'র্‌বে, শাস্তি দিতে চাইবে—লোকের সঙ্গে এই সুবাদ! তবে আর লোকের কথায় কি এসে যায়! তুমি তো বোঝো মা, জাত যাবার ভয়ে তোমার বাপ তোমায় জায়গা দিতে কুণ্ঠিত? তোমার মা জোর ক'রে কিছু ব'ল্‌তে পারেন না। তুমি মা লোকের কথা ভেবো না। তুমি আমার সঙ্গে চল।

প্রমদা। মা, আমার মরণই ভাল।

হর। কেন মা ম'র্‌বে? আমিও ভেবেছিলুম ম'র্‌বো, তার পর বুঝ্‌লুম—ম'রে কি হবে, ম'র্‌বো কেন? যত দিন বাঁচ্‌বো, আমাদের মত অনাথার সেবা ক'র্‌বো।

হরমণির বালিকাগণের প্রবেশ

হর। এস। আমি তোমায় গান শোনাবার জন্যে এদের ডেকেছি। গাও মা, তোম্‌রা অনাথ-নাথের গানটি গাও তো।

বালিকাগণের গীত

ভবে কাজ র'য়েছে, কাজ ফেলে গেলে,—
তাঁর কাছে যাব কি ব'লে,
সুধান যদি গুণনিধি, 'কাজ কারে দিয়ে এলে'?
বোঝাতে অনাথের ব্যথা, ক'রেছেন কৃপায় অনাথা
না বুঝ্‌লে ব্যথা হয় না মমতা;
নেব কোলে আপন ব'লে,
শ্রীনাথের অনাথ পেলে।
প্রভুর সেবা—অনাথা সেবায়,
সে সেবায় হেলায়—হব অপরাধী পায়,
কায়মনে রই সেবায় রত, ঘৃণালজ্জাভয় ঠেলে।

হর। তোমরা বাড়ী যাও, আমি যাচ্ছি।

[বালিকাগণের প্রস্থান।

(প্রমদার প্রতি) কি ভাব্‌ছ মা?

প্রমদা। আচ্ছা মা, আমি বউকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌বো।

হর। তাই ক'রো; সে সতীলক্ষ্মী, কখনো তোমাকে মন্দ পরামর্শ দেবে না। আমি চল্লুম মা, রোগীদের রাত্রের খাবার ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে আস্‌ছি। [প্রস্থান।

প্রমদা। না, আমি আমার স্বামীর কাছেই যাবো। আমি ম'জ্‌তে ব'সেছি—আমিই মজি, আমি কেন এ কাঙ্গালকে মজাবো? বাবা এখানে রাখ্‌বার চেষ্টা ক'র্‌বেন, কিন্তু আমার স্বামীর উপদ্রবে দিন দিন জ্বালাতন হবেন; হয় তো সত্যি পুলিসে নালিস ক'র্‌বে। আর বাবার মুখ হেঁট ক'র্‌বো না। প্রবোধের বে হবে না, সমাজে ঠেলা থা'ক্‌তে হবে। কেন—আমার জন্যে সকলের কষ্ট কেন? আমার অদৃষ্টে যা

আছে—তাই হবে। আমি কাকেও না ব'লে চুপি চুপি ঝিদের কিছু ক'ব্‌লে, পাল্কী আনিয়ে খিড়্‌কি দোর দে চ'লে যাই!

নেপথ্যে নির্ম্মলা। ঠাকুরঝি—

প্রমদা। যাই। [প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

বেণীমাধবের উদ্যানবাটীস্থ কক্ষ

প্রকাশ ও ভুবনমোহিনী

ভুবন। গাউন-পরা একেবারে বিবি সেজে এসে উপস্থিত। বল্লেন, কাপড় প'র্‌তে দেয় না, তাই এই সং সেজে এসেছি।

প্রকাশ। কি মনে ক'রে এসেছিলেন?

ভুবন। মতলব ভাঙ্গেন নাই, দেখা করার অছিলেয় এসেছেন, ইচ্ছেটা আমি হেথায় রাখি। আমি ধুলো পায়েই বিদেয় করেছি; বল্লুম, 'তুমি যাও ভাই' বাবা আবার রাগ ক'র্‌বেন, আমার কাছে কারুকে আস্‌তে দেন না'।

প্রকাশ। অম্‌নি খাইয়ে-দাইয়ে বিদায় দিলে বুঝি?

ভুবন। বোধ হয় খেয়েই এসেছিল; তোমার আস্‌বার সময় দেখে আমি আর খাবার কথা তুল্লুম না।

প্রকাশ। কেন রা'খ্‌লে না? বোনাই আস্‌বে, আমোদ-আহ্লাদ চ'ল্‌বে, আমি পুরোন হ'তে চল্লুম, নূতন মানুষ পাবে।

ভুবন। বেইমান তো এক রকম নয়। এখন বাবুকে সাতবার ডাক্‌তে পাঠাতে হয়, আবার কত ভির্‌কুটী হ'চ্চে!

প্রকাশ। ভির্‌কুটী আর কি, বোনাই আসা যাওয়া ক'র্‌বে, এতো ভাল কথাই ব'ল্‌ছি। শ্যাম্পেন চ'ল্‌বে, নাচ চ'ল্‌বে, বিবি হবে; আমরা বাঙ্গালী মানুষ অতদূর তো পা'র্‌বো না।

ভুবন। আহা ঠসক দেখ!

পাগলের প্রবেশ

পাগল। হুকুম!

ভুবন। ও আবার কি ক'র্‌তে এয়েছে?

প্রকাশ। আমিই ডেকেছি, মজা দেখ না। (পাগলের প্রতি) তুমি এখন কি হ'য়েছ, শুনিয়ে দাও।

পাগল। গণৎকার হ'য়েছি।

প্রকাশ। কি ক'রে গণৎকার হ'লে?

পাগল। তোমায় তো ব'লেছি, একদিন রাস্তার ধারে ঘুমিয়ে প'ড়েছি, উঠে দেখি যে ম'রে গণৎকার হ'য়েছি।

প্রকাশ। ঘুম থেকে উঠেই বুঝি ম'রে জন্মালে?

পাগল। হ্যাঁ—এই দেখ না, তুমি সাধু ছিলে, এই একে দেখে ভয়ে সাধুটা গেল মরে, —এখন ঘুম থেকে উঠে ফিট্‌বাবু হ'য়েছ।

প্রকাশ। এর হাত দেখ্‌তে পার?

পাগল। হাত দেখ্‌তে আর হবে না, চিনি মেখে বিষ খেয়েছে; আগে টের পায় নি, ক্রমে বিষ ধ'র্‌বে।

ভুবন। তুমি বল পাগল, দেখ্‌ছ না বদ্‌মাইসি, আমায় ঠেস্‌ ক'রে কথা ক'চ্চে।

প্রকাশ। আরে না না—শোনো না। তুমি প্রথম কি জন্মেছিলে?

পাগল। তোমার মতন ঘরজামাই।

ভুবন। কথার ছিরি শুনেছ? আমি গা ধুইগে! [প্রস্থান।

প্রকাশ। তারপর ম'রে?

পাগল। মরেই দেখি, মাগ বিধবা হ'য়েছে, কাজেই সদাগর হ'য়ে গেলুম।

প্রকাশ। তারপর বুঝি গণৎকার হ'য়েছ?

পাগল। না, মাঝে পাগল হই; পরশু ম'রে গণৎকার হ'য়েছি।

প্রকাশ। ঘুমিয়ে ম'লে বুঝি?

পাগল। না জেগে জেগেই মলুম।

প্রকাশ। এবার আবার কতদিনে ম'র্‌বে?

পাগল। তার ঠিক নাই। ঠাওরাচ্চি, মাস দুই তিনে ম'র্‌বো।

প্রকাশ। ম'রে কি হবে?

পাগল। পুলিস-ইন্‌স্পেক্‌টার।

প্রকাশ। পুলিস-ইন্‌স্পেক্‌টার হবে কেন?

পাগল। তবে আর গণৎকার হ'য়েছি কি ক'র্‌তে? গণৎকার হ'য়ে দেখ্‌ছি, কে কোথায় সদাশিব-চায়েনরূপের রোক্‌রী গদীতে বাটা বাদ দিয়ে জাল হ্যান্ডনোটের টাকা নিচ্চে; এ সব গুণে নিচ্চি তারপর পুলিস-ইন্‌স্পেক্‌টার হ'য়ে তারে বাঁধ্‌বো।

প্রকাশ। কাকে বাঁধ্‌বে?

পাগল। এই ধরো না কেন, তোমায় বাঁধ্‌তে পারি।

প্রকাশ। তুমি পুলিস-ইন্‌স্পেক্‌টার হবে?

পাগল। গোয়েন্দাও হ'তে পারি,—না ম'লে কি ক'রে ব'ল্‌বো। এই দেখ না কেন, তুমি কি ঠাওর পেয়েছিলে যে সাধু ম'রে জোচ্চোর লুচ্চ হয়?

প্রকাশ। তুমি কে? সদাশিব-চায়েনরূপ বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী, ভারতবর্ষের সকল স্থানে তাদের কুঠি আছে, জজ-ম্যাজিস্ট্রেট এমন কি ছোটলাট, বড়লাট প্রভৃতি তাদের খাতির করে, তুমি সামান্য ব্যক্তি, তাদের গদীর খবর কেমন ক'রে জান্‌লে?

পাগল। কেন গণৎকার হ'য়ে?

প্রকাশ। না, তুমি ঠিক বলো, তুমি টাকা কোথা পাও? অনেক সংকার্য্য করো দেখ্‌তে পাই। হরমণি তোমার কে? আচ্ছা গুণে বল দেখি—আমার কি হবে?

পাগল। তুমি রাস্তার তেমাথায় এসে পড়েছ; যে দিকে এসেছ, সে দিকে আর ফের্‌বার যো নাই, তবে এখন তোমার এক পথ সোজা আর এক পথ আঁকাবাঁকা। সোজা পথে গেলে এ বাড়ীর দিকে পেছু ফিরতে হয়, বরাবর সদাশিব-চায়েনরূপের গদীতে উঠ্‌তে হয়।

প্রকাশ। আর তুমি যদি ম'রে ইন্‌স্পেক্টার হ'য়ে বাঁধো?

পাগল। ম'রে না ইন্‌স্পেক্টার হ'লে তো বাঁধ্‌বো না, চাই কি তোমার বন্ধু হ'তে পারি।

প্রকাশ। গদীতে গিয়ে কি ক'র্‌বো?

পাগল। আঁতের ময়লা ধুয়ে জাল হ্যান্ড-নোটের কথা ব'ল্‌তে হবে। নাকে কানে খৎ দিলে চাই কি তারা দায়-দখল কাটিয়ে দিতে পারে। এই বেণীবাবুর বিষয় যার যার কাছে বাঁধা রেখেছ, আমি গুণে দেখেছি, সদাশিব-চায়েনরূপ সব মর্টগেজ কিনে নিয়েছে। বেণীবাবুর দেইজীরে যে ফৌজদারী মোকদ্দমা ক'চ্চে, তা থেকেও বেঁচে যেতে পারো। তবে কি জানো—আবার ম'র্‌তে হবে। যেমন সাধু ম'রে লোচ্চা-জোচ্চর হ'য়েছ, তেম্‌নি লোচ্চা-জোচ্চর ম'রে আর এক জন্ম নিতে হবে।

প্রকাশ। আর বাঁকা পথে?

পাগল। এইবার পাগলের সঙ্গে পাগ্‌লামো ক'চ্ছ? মাকড়সা সুতো বুনে আরো জাল বাড়ায়—জাল কমে না। বাঁকাপথ থেকে ফিরে সোজা পথে চ'ল্লে একটু সোজা হয়, তবে সোজা বোঝা সোজা নয়। বোঝ না কেন, সেই যে বেণীর কাছে ব'সেছিলে, পাগল পাগ্‌লাম ক'র্‌লে, সোজা পথ দেখ্‌তে পেলে—কিন্তু সে পথে যেতে পা'র্‌লে না। তা তুমি এক্‌লা নও, সোজাপথ দেখ্‌তে জগৎ শুদ্ধই পায়, কিন্তু সোজা পথের পথিক হাজারে একটা হয় কি না সন্দেহ। [প্রস্থান।

প্রকাশ। আর কিছু নয়—বেটা প্রসন্নবাবুর কাছে যায়, সব শুনেছে। কিন্তু আমি সদাশিবচায়েনরূপের গদীতে জাল হ্যান্ডনোট discount ক'রেছি, কি ক'রে জান্‌লে! সর্ব্বেশ্বর কি ব'লেছে? না, সে তো সর্ব্বেশ্বরও জানে না। এ বেটা কে? এ বেটা কি গোয়েন্দা! চারদিকে জড়িয়ে প'ড়েছি, সবদিক সাম্‌লাই কি ক'রে? [প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

ঘেঁচীসাহেবের বাটীর ফটক

ঘেঁচীর বাটী হইতে বাহির হওন ও প্রমদার প্রবেশ

ঘেঁচী। কি, টাকা এনেছ?

প্রমদা। না, বাবা আর টাকা দেবেন না।

ঘেঁচী। দূর হও, হাজার টাকা হাতে লাগ্‌তো, বাগানে গেলে না। ভাব্‌লুম আচ্ছা সতীগিরি ফলাতে চাচ্চ, বাপের কাছ থেকেই টাকা আনো—আপত্তি নাই। টাকাকে টাকা হাতছাড়া হ'লো, partyতে নিমন্ত্রণ হবে না, সব দিক মাটী। বেরোও!

প্রমদা। কোথায় যাব?

ঘেঁচী। যেখানে খুসী—যাও—বেরোও!

প্রমদা। আমি রাস্তায় বেরোবো কোথায়?

ঘেঁচী। সে তুমি জানো, যাও চ'লে যাও—তোমার বাপের বাড়ী যাও। আমায় যেমন হাঁকিয়ে দিয়েছে, আমি কা'ল তার নামে নালিস ক'র্‌বো—সমন পেলে টাকা দেয় কি না দেখ্‌বো; তুমি হেথায় থা'ক্‌লে নালিস হবে না। যাও যাও—অনেক মাথা খাটিয়ে মতলব বা'র ক'র্‌তে হয়, মতলব ফাঁসিও না। যাও—যাও, দাঁড়িয়ে রইলে যে?

প্রমদা। আমায় বা'র ক'রে দিও না—আমায় বা'র ক'রে দিও না; আজকের রাত্তিরের মত থা'ক্‌তে দাও, কাল সকালে চ'লে যাবো।

ঘে'চী। বেরোও!

গলাধাক্কা প্রদান, প্রমদার বাহিরে পতন ও ঘে'চীর ফটক বন্ধ করণ

প্রমদা। ওগো তোমার পায়ে পড়ি গো—দোর খ্‌লে দাও গো! ওগো বড্ড মেঘ ক'রেছে, ঝড় আসছে, আমি কোথায় যাবো? আমার বাপের বাড়ী জায়গা নাই, বোনের বাড়ী জায়গা নাই, আমি রাত্তির থেকে, কাল সকালবেলা যেখানে হয় চ'লে যাব। দাও গো দাও—দোর খ্‌লে দাও।

ঘে'চী। কোথাও জায়গা না পাস, যা গঙ্গায় ডুবে ম'র্‌গে।

প্রমদা। ওগো, আমি নীচের এক কোণে প'ড়ে থা'ক্‌বো, দোর খ্‌লে দাও।

ঘে'চী। (চাব্‌ক হস্তে ফটক খ্‌লিয়া) বেরোও—বেরোও! (প্রহার)

প্রমদা। মেরো না—মেরো না—ম'রে যাব—ম'রে যাব; প'ড়ে গিয়ে বড্ড লেগেছে। মেরো না—মেরো না—আমি একা মেয়েমান্‌ষ, রাত্রে কোথায় যাব?

ঘে'চী। চ'লে যাও—চ'লে যাও, বাপের বাড়ী চ'লে যাও, নইলে সব মতলব মাটী ক'র্‌বে। (প্রহার)

প্রমদা। ওগো ম'রে যাব—ম'রে যাব। ও বাবা—গো—ও বাবা গো—

ঘে'চী। যাও—(প্রহার)

প্রমদা। ও মাগো—ও মাগো—

[দৌড়িয়া পলায়ন।

ঘে'চী। গঙ্গার দিকে ছ্‌টে গেল না? ডুবে মরে তো শ্বশ্‌র বেটার নামে মস্ত carge দেওয়া যায়। বেহারা!

বেহারার প্রবেশ

বেহারা। হ্‌জ্‌র!

ঘে'চী। হামি club মে যাতা, বিবি আওয়ে ঘ্‌স্‌নে মাৎ দেও। [প্রস্থান।

কোচম্যানের প্রবেশ

বেহারা। দেখ ভাই, এ শালা সাব, আপ্‌না জর্‌কি চাব্‌ক দেকি নিকাল দিয়া।

কোচ। আওরাৎকি মারা! শালাকা গর্দ্দানা নেই পাক্‌ড়ো কে'ও! তেরা ক মাহিনাকা তলপ বাকী?

বেহারা। ওহি পাঁচ মাহিনা।

কোচ। চল্‌ তলপ নেই মিলেগা, কাম ছোড়কে চলা যাই, নালিস কর্‌কে তলব লে গা।

বেহারা। পিছে শালা ফ্যাসাদ করে?

কোচ। ক্যা ফ্যাসাদ্‌! সয়তানকো পাশ নেই রহা না। লেও কাপড়াওপড়া লেকে চলো। খানসামাভি কাম ছোড় দেগা।

[উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

পথ

আর্দ্রবসনা প্রমদা

প্রমদা। তুমি বের রাত্রিতে ফেলে চ'লে গিয়েছ,—আমি অনাথা, আমায় দয়া করো। তুমি দেখা দিয়ে কেন আবার নির্দ্দয় হ'য়ে চ'লে গেলে? আমায় সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাও; আমি কোন্‌ দিকে যাবো—পথ জানি না! আমি তোমার কথায় যাচ্ছি। কোথায় গঙ্গা জানিনি,—তুমি না নিয়ে গেলে কে পথ ব'লে দেবে? দেখা দিয়ে ব'লে দাও কোথায় গঙ্গা! মা গঙ্গা, তুমি কোথায়? আমি কতক্ষণে পে'ছিব? কতক্ষণে আমি তোমার কোলে স্থান পেয়ে পবিত্র হবো! আমি পবিত্র হ'লে, আমার স্বামী স্বর্গ থেকে এসে ব'লেছেন, আমার অপরাধ মার্জ্জনা ক'রে আমায় তাঁর সঙ্গে নিয়ে যাবেন। কোথায় গঙ্গা —কতক্ষণে পে'ছিব! আর যে চ'ল্‌তে পারি নে, —আবার কোন মাতাল রাস্তায় ধ'র্‌বে। তা হ'লে ম'রে যাবো, আর পালাতে পার্‌বো না—এই আড়ালে একট্‌ বসি।

পথিপার্শ্বস্থ দোকানের অন্তরালে উপবেশন এবং দরজা খ্‌লিয়া স্বর্ণকারের বাহির হওন

স্বর্ণকার। কে রে—এত রাত্রে দোকান ঘরের পাশে? চোর বেটী—সেদিন অম্‌নি এসে-ছিলি! হারামজাদী, হাড়্‌গুড়িপেটা ক'র্‌বো।

প্রমদা। আমি চোর নই বাবা! আমি গঙ্গায় যাচ্ছিল্‌ম!

স্বর্ণকার। বেটী, প্‌র্ব্বম্‌খো গঙ্গায় যাচ্ছিলে? পাহারাওয়ালা—পাহারাওয়ালা!

পাহারাওয়ালাদ্বয়ের প্রবেশ

১ পাহা। কেয়া হল্লা রে?

স্বর্ণকার। পাহারাওয়ালা সাহেব, এই বেটী সেদিন দোকানে সেঁদিয়েছিল, আমি পাহারাওয়ালা ডাক্‌তে ছুটে পালালো।

২ পাহা। তু—কোন্‌ হ্যায় রে?

প্রমদা। আমি বাবা ভালমানুষের মেয়ে, আমাদের বাড়ী ওদিকে, আমি গঙ্গাতীরে যাচ্ছিলুম।

১ পাহা। ইধার গঙ্গাজী যাতিথি?

প্রমদা। সত্য ব'ল্‌ছি, আমি গঙ্গায় ডুবে ম'র্‌তে যাচ্ছিলুম, আমার আর কোথাও স্থান নাই।

১ পাহা। আরে জেহালমে বহুৎ জায়গা হ্যায়, চল্‌ শ্বশুরী। (প্রহার)

প্রমদা। ও মাগো—মলুম গো!

২ পাহা। আরে থানামে যাকে মরো।

মিঃ বাসু, মিঃ মল্লিক ও মিঃ বড়াল প্রভৃতির প্রবেশ

বড়াল। দেখ দেখ মজা দেখ,—হেঁটে আস্‌তে চাচ্ছিলে না বাবা!

প্রমদা। দোহাই বাবা—আমায় গঙ্গাতীরে নিয়ে চলো। আমি ডুবে ম'র্‌বো—দেখ্‌বে! এখানে মেরে ফেলো না, আমার গতি হবে না! আমার স্বামী গঙ্গায় পবিত্র হ'তে ব'লেছেন, আমি সত্যি ম'র্‌বো! গঙ্গায় না ম'লে আমায় তিনি নেবেন না!

১ পাহা। চল্‌—তোম্‌কো কুয়ামে গাড়েগা।

বাসু। আরে বাঃ বাঃ—ঘেঁচীর মাগ—ঘেঁচীর মাগ! বিবিসাহেব—এখানে কেন? পাহারাওয়ালা, এ চোর নয়, ছেড়ে দাও।

১ পাহা। আপ্‌লোক্‌কো আদ্‌মি? নেহি পছাঁনা! কসুর মাপ কিজিয়ে।

[পাহারাওয়ালাদ্বয়ের প্রস্থান।

স্বর্ণকার। ও বাবা, গোরা ক্ষেপে বেরিয়েছে। (দ্বারবন্ধ করণ)

বাসু। এস বিবিসাহেব, এই কাছেই বাগান, আমোদ করিগে।

প্রমদা। আমায় ছুঁয়ো না—আমায় ছুঁয়ো না।

বড়াল। কেন বাবা! রাত্রে বেরিয়ে প'ড়েছ,—আর সতীগিরি নাড়্‌ছ কেন? চল না, মিঃ বাসু পাঁচশো টাকা দেবে। (হস্তধারণ)

প্রমদা। ছেড়ে দাও—তোমার পায়ে পড়ি, ছেড়ে দাও!

বাসু। আর কেন চাঁদ, রাস্তায় হাত পাগ্‌ড়া-পাগ্‌ড়ি!

প্রমদা। পাহারাওয়ালা — পাহারাওয়ালা, আমি চোর, আমায় থানায় নিয়ে যাও।

বাসু। প্রাণ চুরি ক'রেছ।

প্রমদা। পাহারাওয়ালা — পাহারাওয়ালা—

মল্লিক। চলো পাঁজা-কোলা ক'রে নিয়ে যাই।

মল্লিক। চলো পাঁজা-কোলা ক'রে নিয়ে যাই।

বড়াল। না, কিছু ক'র্‌তে হবে না—কিছু ক'র্‌তে হবে না। তুমি এমন কেন ক'চ্ছ? ঘেঁচী রাজী আছে। ভাব্‌ছ কেন—চল না—তোমার উপর খুব খুসী হবে।

প্রমদা। দোহাই তোমাদের — দোহাই তোমাদের! আমি ডুবে ম'র্‌বো—ডুবে ম'র্‌বো—

বাসু। প্রেমে ডুবিয়ে রাখ্‌বো! চলো, তুলে নিয়ে চলো—তুলে নিয়ে চলো।

সকলের বলপূর্ব্বক লইয়া যাইবার চেষ্টা
বেহারা ও কোচম্যানের প্রবেশ

বেহারা। আরে কোচোয়ানজি—বিবি!

কোচ। আরে ফিন্‌, শালালোক বদিয়াদি কর্‌তা। (প্রহার)

বড়াল। এই বেয়ারা—এই কোচম্যান—

বেহারা। ফিন্‌ শালা, বেয়ারা বোলাইত!

কোচ। মারো শালা লোক্‌কো—মারো শালা লোক্‌কো—

[প্রমদা ব্যতীত সকলের মারামারি করিতে করিতে প্রস্থান।

প্রমদা। আর তো চ'ল্‌তে পাচ্ছিনে, মা গঙ্গা কোথায় তুমি! (মূর্চ্ছা)

হেবো ও হরমণির প্রবেশ

হেবো। হরমণি—হরমণি—এই যে!

হর। বেয়ারা, কোচোয়ান ঠিক বলেছে,—এ দিকেই এসেছে। মা—মা—(কোলে লইয়া) ইস্‌ ভারি জ্বর—গা পুড়ে যাচ্ছে!

হেবো। নেকা বেটী! রাস্তায় ভিজ্‌তে ভিজ্‌তে এয়েছে কি না! বেটী হরমণির বাড়ী যেতে পাল্লে না! আমি যদি চাবুক মার্‌তে দেখ্‌তে পেতুম, তা হ'লে ঘেঁটীকে এক থাবড়ায় ঘুরিয়ে দিতুম!

প্রমদা। আর মেরো না—মেরো না! আমি ম'রে যাব।

হর। ভয় নাই মা—ভয় নাই; আমি হরমণি, চিন্‌তে পাচ্ছো না?

প্রমদা। মা হরমণি! তুমি আমায় গঙ্গায় নিয়ে চলো, আমি ডুবে ম'র্‌বো।

হর। কেন মা ডুবে ম'র্‌বে? আমি তোমায় বাড়ী নিয়ে যাচ্চি।

প্রমদা। না মা,—বাড়ী নিয়ে যেয়ো না—গঙ্গায় নিয়ে চলো। আমি বাঁচ্‌বো না মা! আমি গঙ্গায় ম'লে আমার পাপ দেহ শুদ্ধ হবে, আমার স্বামী আমায় ব'লেছে—আমায় নিয়ে যাবে। আমার অপরাধ মার্জ্জনা ক'র্‌বে।

হেব্যো। কে তোকে নিয়ে যাবে? আমরা তোকে নিয়ে যেতে এসেছি।

হরমণি। হেবো, বাবা একখানা পাল্কী দেখ।

হেবো। এত রাত্রে পাল্কী কোথায় পাবো? বলিস্ তো আমি ওকে কোলে ক'রে নিয়ে যাই। ও বক্‌ছে, তুই কি শুন্‌ছিস্? আমার মা অমনি মর্‌বার সময় মিছে ব'কেছিল।
শাস্তি কি শান্তি?

প্রমদা। না বাবা—মিছে নয়! সে আমায় ব'লে গিয়েছে, গঙ্গায় ম'রে শুদ্ধ হবো, তবে সে আমায় স্পর্শ ক'র্‌বে।

হর। হেবো, দেখ্ বাবা দেখ্, একখানা পাল্কী দেখ্।

হেবো। আমি দেখ্‌ছি, এত রাত্রে পাল্কী পাব না। যদি পাল্কী না পাই, এসে কিন্তু আমি কোলে ক'রে নিয়ে যাবো।

প্রমদা। মা, সে এসেছিল,—আজ আবার ব'লে গেল! আমি রাস্তায় ছুট্‌ছি,—সে ব'ল্‌লে, "যা গঙ্গায় ডুবে মর্; তার পর আমি যেখানে আছি, তোকে নিয়ে যাবো।" তখন ঝম্ ঝম্ ক'রে বৃষ্টি প'ড়্‌ছে, কড় কড় ক'রে বাজ ডাক্‌ছে, চেঁচিয়ে বল্লে—আমি শুন্‌তে পেলুম। ব'ল্লে, "চল্ চল্, ম'র্‌বি চল্, নইলে তোরে নেব না।"

হর। পাল্কী আসুক, আমি তোমায় গঙ্গায় নিয়ে যাবো মা! আহা! বাছা নিরাশ্রয় হ'য়ে আপনার স্বামীকে স্মরণ ক'রেছে, তাই খেয়াল দেখ্‌ছে।

প্রমদা। দেখ' দেখ'—ওই এসেছে,—ওই টোপর মাথায় দিয়ে এসেছে,—ওই আমায় ডাক্‌ছে,—দেখ্‌তে পাচ্ছ না—দেখ্‌তে পাচ্ছ না!

হর। এ যে পূর্ণবিকার! না নিয়ে যেতে পা'র্‌লে যে এখনি মারা যাবে। হেবো ফির্‌লে যে দুজনে নিয়ে যাবার চেষ্টা পেতুম। আহা কি নিষ্ঠুর রে—চাবুক মেরেছে, গায়ে রক্ত জমে র'য়েছে।

প্রমদা। মা, মা, ওই দেখ এসেছে—ওই দেখ এসেছে, দেখ' দেখ'—ওই ডাক্‌ছে!

[বেগে প্রস্থান।

হর। এখনি কোথায় প'ড়ে মারা যাবে।

[পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

প্রকাশের বহির্ব্বাটীস্থ কক্ষ

প্রকাশ ও সর্ব্বেশ্বর

সর্ব্বে। তা ম'শায়, আমার অপরাধ কি?

প্রকাশ। না না, তোমার অপরাধ নাই, আমারই সম্পূর্ণ অপরাধ! নইলে তোমার মত ব্যক্তি আমার পরামর্শদাতা হবে কেমন ক'রে? আমারই দুর্ব্বুদ্ধি,—নইলে বন্ধুর স্ত্রীকে মজাবো কেন, বন্ধু-বান্ধব খোয়াব কেন, যে ছেলের মতন ভালবাস্‌তো—তাকে শত্রু ক'র্‌বো কেন! প্রসন্ন বাবুকে একবার ব'ল্লেই হ'তো যে আমি প্যাঁচে প'ড়ে ভুবনের সম্পত্তি বাঁধা দিয়েছি, তিনি নিশ্চয় আমার সাহায্য ক'র্‌তেন। ব্যবসায়ে অবিশ্বাসী হ'তুম না,—বন্ধুর স্ত্রীর ধর্ম্মনষ্ট হ'তো না, এখন উপায় কি? দশহাজার টাকার জন্যে তো ফোর্‌জারি চার্জ্জে চোদ্দ বৎসর যেতে হয়। সদাশিব-

চায়েনরূপের গদীতে জাল হ্যাণ্ডনোট ডিস্-কাউণ্ট ক'রেছি।

সর্ব্বে। আমিই তো আপনার সঙ্গে গিয়ে সে টাকা আনি, জাল-জালিয়াতের কথা তো কিছু বলেন নাই।

প্রকাশ। তুমি জান না? রমণীমোহন বাবুতো কাশ্মীরে বেড়াতে গিয়ে মরেন,—জাল না ক'র্লে তাঁর হ্যাণ্ডনোট কোথায় পাব? হুণ্ডির চাপাচাপির সময় তুমিই তো পরামর্শ দিয়েছিলে, যে একখানা হ্যাণ্ডনোট ফ্যাণ্ডনোট জাল ক'রে এখন তো 'ডিউ' সামলান, তারপর দেখা যাবে। দশ হাজার টাকার জন্যে হাতে দাঁড় প'ড়্‌তে চ'ল্লো।

ঘে'চীর প্রবেশ

ঘে'চী। কি পরামর্শ হ'চ্ছে? সেকেলে পরামর্শ চ'ল্‌বে না,—ও তামাদি হ'য়ে গিয়েছে। বিলিতি পরামর্শ নাও, দশ হাজার টাকা তো আজ রাত্রেই দিইয়ে দিচ্ছি।

প্রকাশ। হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি চারা গাছে ফলেছ, কি পরামর্শ শুনি?

ঘে'চী। সে পাঁচ সাত রকম দিচ্ছি, তুমি ভুবনের কাছ থেকে একখানা চিঠি বা'র করো দেখি, সে তার ভা'জকে লিখ্‌ছে—"আমি মরণাপন্ন, একবার শেষ দেখা দেখে যাও।" মিঃ বাসু আজই তোমাকে দশ হাজার টাকা দিচ্ছে।

মিঃ বাসু ও চিত্তেশ্বরীর প্রবেশ

কেমন চিতি পিসী, তুমি চিঠি পেলে তো নির্ম্মলাকে এনে মিঃ বাসুকে দিতে পা'র্‌বে?

চিত্তে। তোমার পিসী কি না পারে বাছা? তুমি চিঠি দাও না, আমি এখনি দম্‌সম দিয়ে এনে দিচ্ছি।

বাসু। পিসী, যদি পারো, আমি এখনই তোমায় নগদ দু'হাজার টাকা দিই। গঙ্গার ঘাটে দেখে অবধি আমার প্রাণ জ্ব'লে যাচ্ছে! আমি বিবি চাই না, কিছু চাই না। আমি তাকে না পেলে ইয়ারকি আর দেবো না, বাড়ীতে গিয়ে ব'স্‌বো। প্রকাশ বাবু, আমি দশ হাজার টাকা এখনই এনে দিচ্ছি,—তুমি ভুবনের কাছ থেকে চিঠি নিয়ে এসো। আমি চল্লুম, টাকা আন্‌চি।

[প্রস্থান।

ঘে'চী। চিতি পিসী, চিঠি আনাচ্ছি, পা'র্‌বে তো? বোঝো, নইলে বেটা হাতছাড়া হ'য়ে যায়।

চিত্তে। এ কাজ আর পা'র্‌বো না! নইলে গলায় দাঁড় দিই না!

ঘে'চী। (প্রকাশের প্রতি) যান যান, চিঠি নিয়ে আসুন, দশ হাজার টাকা তো মোফ্‌ত পাচ্ছেন।

সর্ব্বে। অম্‌নি আপনি একখানা ভুবনের কাছ থেকে সাফাইনামা লিখে নেন, তা'হলে তো আর বেণীবাবুর দেইজীদের আপনার উপর মাম্‌লা চ'ল্‌বে না। বিষয় খুইয়েছে ব'লে নালিসপত্র যা ক'র্‌তে হয়, ভুবনের নামে ক'র্‌বে। আপনি এক্‌জিকিউটার হ'য়ে বিষয় বাঁধা দিয়েছেন, সে দায় তো কেটে যায়।

প্রকাশ। তুমি ওই কথাই একশো বার ব'ল্‌ছ। সে বলে—'আমায় বে করো'—চার মাস গর্ভ্ভশুদ্ধ বে করি কি ক'রে?

চিত্তে। সাফাইনামা চাও, আমার পরামর্শ নাও। আমি একরকম ভুবনকে ব'লে এসেছি যে, পেটের কাঁটা খসিয়ে ফেলো। তুমি চিঠি আনো, আমি ঠিক রাজী ক'র্‌বো। এক মাগী দাইকেও ঠিক ক'রেছি, সে এ কাজ ক'র্‌বে। সে মাগীকে আমার জব্দ ক'র্‌বার মন আছে। এ কাজ হ'য়ে গেলেই পুলিস সাজিয়ে নিয়ে যেও। দাড়িগোঁপ প'রে শুভংকর জমাদার সাজ্‌বে,—ঘে'চী ইন্‌স্পেক্টার সাজ্‌বে,—আর বটকৃষ্ণ, সর্ব্বেশ্বর পাহারাওয়ালা সেজে গিয়ে, যা লিখে নিতে চাইবে, লিখে দিতে পথ পাবে না।

ঘে'চী। Bravo পিসী—Bravo খুব মতলব বার ক'রেছ। (প্রকাশের প্রতি) সাফাই-নামা পেয়ে সত্যি পুলিসে ধরিয়ে দেবে। তা হ'লে তোমারও শত্রু ঘুচ্‌বে, প্রসন্নবেটাও জব্দ হবে। তুমি শত্রু দাঁড়ালে সাফাইনামা যে সাজস, তা প্রমাণ হবে না। কেমন পিসী?

চিত্তে। তাই তো বাবা—তাই তো।

ঘে'চী। আর আমিও প্রসন্নবেটার নামে নালিস ক'চ্চি, যে আমার মাগকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলেছে। প্রকাশ বাবু, তুমিও প্রসন্নর

বাড়ীতে যাও—এসো, তোমায়ও সাক্ষী দিতে হবে যে লাস পাচার ক'রেছে—দেখেছ। আর চিতি পিসী ওদের বাড়ীর এক ঝিকে জোগাড় ক'রেছে, সে সাক্ষী দেবে যে প্রসন্ন তার স্ত্রীকে ব'লেছে—"মেয়েকে বিষ দাও।"

চিত্তে। বউটো যদি আসে, কোথায় আন্‌বো?

সর্ব্বে। কেন? বেণীবাবু বাগানের পেছনে যে বাড়ী আস্তাবল ক'র্‌তে নিয়েছিলেন, বেমেরামৎ হ'য়ে প'ড়ে আছে—সেইখানে। কি বলিস্, ঘে'চী?

ঘে'চী। বহুৎ আচ্ছা বাবা, তুমি বাড়ীখানা সাফ সুৎরো করগে; আমি মিঃ বাসুর বাড়ী থেকে furniture পাঠিয়ে দিচ্চি। ভাব্‌ছেন কি, দশ হাজার টাকা হাতে হাতে মা'র্‌বেন, চিঠিখানা নিয়ে আসুন। চলো পিসী, আমরা সব কাজে যাই, ব'সে থাক্‌লে হবে না।

[প্রকাশ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

প্রকাশ। কি ছিলুম—কি হলুম! অতি হীন কাজ, না ক'র্‌লেও তো উপায় নাই। দু'দিন পরেই ব্যাটারা ফোর্‌জারির ওয়ারেন্ট বা'র ক'র্‌বে,—উপায় তো নাই। একজন মেয়ে-মানুষকে মজিয়েছি আবার একজনকে মজাতে হবে। এখন আর ভেবে কি ক'র্‌বো, অন্য পথ তো নাই!

পাগলের প্রবেশ

পাগল। কি ভাব্‌ছ? জাল দিয়ে তো জাল ঢাকা যায় না, ফাঁক দিয়ে দেখা যায়। সদাশিব-চায়েনরূপের তো চোখ ঢাকা যাবে না দাদু! তারা তো বিধবা নয়—যে তোমার ভিরকুটিতে ভুল্‌বে! এখনো আঁতের ময়লা ওগ্‌রাতে পা'র্‌লে বে'চে যাও। তা তো পার্‌বে না—সোজা পথ দেখ্‌তে পেলে না! তা যাও, বাঁকা পথে গিয়ে দ'কে পড়ো।

প্রকাশ। তুই এখানে কি ক'র্‌তে এসেছিস্—বেরো।

পাগল। গোয়েন্দা হ'য়ে খবর নিতে এসেছি, খবর পেয়েছি—চল্লুম।

[পাগলের প্রস্থান।

প্রকাশ। বেটা নিশ্চয়ই গোয়েন্দা, নইলে জাল হ্যান্ডনোটের কথা জান্‌লে কি ক'রে? ব্যাটা শাসিয়ে গেল, বোধ হয় কালই ওয়ারেন্ট বেরুবে। যে মজে মজুক, আমি আপনি বাঁচ্‌বার তো চেষ্টা পাই।

ভুবনমোহিনীর প্রবেশ

একি, তুমি এখানে কি ক'রতে এসেছ? লোকে কি ব'ল্‌বে?

ভুবন। আর লোকে কি ব'ল্‌বে? লোক বলাবলির আর কি বাকী আছে? আমায় দেখে চাকর দাসী শুদ্ধ কানাকানি ক'চ্চে।

প্রকাশ। সে তোমার আপনার দোষ। চিতি তো তোমায় গোড়ায় ব'লেছিলো, তুমি পেটের কাঁটা খসিয়ে ফেলো। তুমি কারো কথা শুন্‌লে না, তা আমি কি ক'র্‌বো?

ভুবন। তোমার কি আর মনুষ্যত্ব নাই? একে তো এই মহাপাপ ক'রেছি, তার উপর জীবহত্যা ক'র্‌বো—ভ্রূণহত্যা ক'র্‌বো!

প্রকাশ। কেন দোষ কি? এমন আকচার তো হ'চ্চে। তুমি কথা না শুন্‌লে, তোমার কাছে আমি যেতে পা'র্‌বো না।

ভুবন। প্রকাশ, তুমি কি আর সত্যি সত্যি সে মানুষ নও? তোমার কি সব গিয়েছে? তুমি আমার এই সর্ব্বনাশ ক'রে আর দেখা দাও না। আমি অবলা, নিরাশ্রয়, তোমার জন্য বাপ ত্যাগ ক'রেছি, মা ত্যাগ ক'রেছি, আশ্রয়হীনা ভগ্নীকে বাড়ীতে জায়গা দিই নাই,—ভাইকে আসতে দিই নাই! তুমি আমার এই দশা ক'রে ব'ল্‌ছ কি না—ভ্রূণহত্যা না ক'র্‌লে আমার কাছে আস্‌বে না।

প্রকাশ। তুমিই তো আমায় কুপথগামী ক'র্‌লে। আমার দেবতার মত চরিত্র ছিল,—আমি তোমার সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে চাইনি,—তুমি বারণ শোনো নাই। আমি লোকনিন্দার ভয়ে আস্‌তে চাইতুম না,—তুমি লোকনিন্দা উপেক্ষা ক'র্‌তে ব'লেছ।

ভুবন। হ্যাঁ সত্যই ব'লেছি, আমি সহস্রবার দোষী; কিন্তু কে আমায় বিধবার আচারে থাক্‌তে নিষেধ ক'রেছিল? আমি সধবার আচারে যেরূপ ছিলুম, তা অপেক্ষা শতগুণে বিলাসী কে ক'রেছিল? কে আমায় ফুল প'র্‌তে ব'লে দর্পণে মুখ দেখ্‌তে ব'ল্‌তো? কে আমায় সকলের উপদেশ উপেক্ষা ক'র্‌তে

ব'লে সুস্বাদু উদ্দীপক আহারে প্রবৃত্তি দিয়েছিল? যদি আমিই অপরাধী হই, অপরাধের কি মার্জ্জনা নাই? সম্পূর্ণ শাস্তি কি এখনো হয় নি? তোমার বন্ধুকে স্মরণ ক'রেও কি মার্জ্জনা ক'র্‌তে পারো না? অবলা আশ্রিতা ব'লেও কি মার্জ্জনা ক'র্‌তে পার না? আমায় রক্ষা করো, আমায় আত্মঘাতিনী ক'রো না।

প্রকাশ। আমি তোমায় গর্ভশুদ্ধ বিবাহ ক'র্‌তে পার্‌বো না। তুমি ছেলে কোলে ক'রে বেড়াবে, ছেলের মা হবে—সখ হ'য়েছে। তুমি দোষ মনে ক'চ্চ, তোমাদের বউকে জিজ্ঞাসা ক'রো দেখি, সে কেমন দোষ বলে! সে যদি দোষ না বলে, তাহ'লে তো রাজী আছ? ভুবন, এ কেন দোষ মনে ক'চ্চ, এ সকল ঘরেই আছে; তবে তোমার মতন কেউ ঢলাঢলি ক'র্‌তে চায় না। আমি যা ব'ল্‌চি করো, তারপর তোমার কথা আমি রা'খ্‌বো।

ভুবন। আমাদের বউ আমার আর মুখ-দর্শনও ক'র্‌বে না।

প্রকাশ। কেন ক'র্‌বে না, তুমি মিনতি ক'রে চিঠি লিখে দেখ দেখি? সে মুখদর্শন ক'র্‌তে চায় না সাধে? চিতিকে ব'লেছে, গর্ভবতী বিধবার কাছে যাব কেমন ক'রে? আমার যে নিন্দা হবে।

ভুবন। সে দেবী, সে কখনো আমায় পাপে মতি দেবে না।

প্রকাশ। না দেবে না! সে কি আমার মত তোমায় স্পষ্ট ক'রে ব'ল্‌বে? তোমায় আর ব'লে গিয়েছিল কি? বলেছিল না—কাশীতে গিয়ে থাকো, তার মানে কি? তুমি তারে ডেকে স্পষ্ট ক'রে জিজ্ঞাসা করো, স্পষ্ট কথা সে ব'ল্‌বে।

ভুবন। না—না, আর তুমি আমায় লাঞ্ছনা ক'রো না, সে কখন' ব'ল্‌বে না।

প্রকাশ। সে ব'ল্‌বে—নিশ্চয় ব'ল্‌বে। এই তারই কথায় তো চিতি তোমায় ব'লেছিল। শোনো,—কথা কাটাকাটি ক'রো না,—পত্র লিখে পাঠাও। সে ব'ল্লে তো রাজী আছ? আমি যা ব'ল্‌ছি তা করো, তারপর তোমায় বে ক'র্‌বো।

ভুবন। কি লিখ্‌বো?

প্রকাশ। জন্মের শোধ একবার দেখা ক'রে যাও। এই চিতি আস্‌চে, চিতিকে দে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

ভুবন। আচ্ছা আমি লিখ্‌ছি। সে যদি না বলে?

প্রকাশ। সে না বলে, আমি তোমায় বিবাহ ক'র্‌বো। নাও কাগজ-কলম নাও, চিঠি লেখো। লেখো—"দিদি, জন্মের শোধ আমার সঙ্গে একবার দেখা ক'রে যাও"।

চিত্তেশ্বরীর প্রবেশ

কেমন, চিত্তেশ্বরী তোমায় বলে নাই যে ঠাকুর্‌ঝিকে পেটের কাঁটা সরাতে ব'লো?

চিত্তে। ওমা—বলে নাই, মাথার দিব্যি দিয়ে ব'ল্লে। বলে, ওষুধপত্র না খেতে চায়, গলায় পা দিয়ে খাইও।

ভুবন। (পত্র লিখিয়া) এই লিখ্‌লুম—হবে?

প্রকাশ। হবে—হবে—দাও। (পত্র গ্রহণ করিয়া) তুমি যাও, এখনই সব লোক আস্‌বে। আমার একই কথা, আমি যা ব'ল্‌ছি—তা করো; আমায় সাফাই লিখে দিও যে, তোমার কাছে আমার আর দায়িত্ব নাই, তোমার দেনায় আমি বাঁধা দিয়েছি। আমায় অবিশ্বাস করো,—আমি বে কর্‌বো আর কাগজখানি আমায় তুমি দেবে। ঐ বুঝি কে আ'স্‌ছে, আমি অন্য ঘরে বসাই, তুমি শীগ্‌গির চ'লে যেও।

[প্রস্থানোদ্যোগ।

ভুবন। (পদধারণ করিয়া) প্রকাশ, আমায় এ যন্ত্রণা থেকে উদ্ধার করো। আমার যথা-সর্ব্বস্ব নিয়েছ, তাতে আমি দুঃখিত নই! তুমি সাফাই লিখে নিতে চাও, আমি রাজী আছি,—আমায় কলঙ্ক থেকে মুক্তি দাও—তুমি আমায় বিবাহ করো। আমি তোমার গলগ্রহ হব না, আমি কুঁড়ে ঘরে গিয়ে থাক্‌বো, ভিক্ষা ক'রে খাব। কিন্তু লোকে বেশ্যা ব'লে ঘৃণা ক'র্‌বে, —ভিক্ষা ক'র্‌তেও বাড়ী ঢুক্‌তে দেবে না। বাপ-ভাই কাছে আ'স্‌বে না—আমায় এ বিপদ থেকে উদ্ধার করো।

প্রকাশ। যাও যাও, আর ঢলাঢলি ক'রো না, যা বল্লুম—করো।

[প্রস্থান।

চিত্তে। বাছা, আমি যা ব'ল্‌ছি শোনো,—ও সব ন'টো লোকের কথায় বিশ্বাস ক'রো না। বে করে তখন ক'র্‌বে, তুমি তো এখন ঝাড়া-

ঝাপ্‌টা হও। ও সব বাড়ীতেই হ'চ্চে। খুব সোজা,—আমি একটা মাগী ঠিক ক'রেছি, সে রাত্রে এসে তোমায় খালাস ক'রে যাবে। কাকে-কোকিলে টের পাবে না, ভোরে উঠে দেখ্‌বে, তুমি যেমন ছিলে—তেম্‌নি, আর কারু কাছে তোমার মুখ নীচু হবে না। আর তোমাদের বউকে ডাকাডাকি কিসের? সে তো আমায় ব'লেই দিয়েছিল,—এখন কি জীব হ'য়েছে যে জীবহত্যা হবে? আহা বাছা, কেঁদো না, ন'টো মানুষের দমে প'ড়ে বাছার এই দশা! তুমি এসো, আমি সেই মাগীকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে তোমার কাছে যাচ্চি (স্বগত) ছুঁড়ি অংখারে দেখ্‌তে পেতো না,—আমি স্বস্ত্যেন ক'র্‌তে ব'লেছিলুম, আমায় দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছিল, একবার পেলে হয়।

[প্রস্থান।

ভুবন। কি বল্লে,—মাকে খবর দেবে? মার সঙ্গে একবার দেখা হ'লে হতো। ঝিকে দিয়ে প্রবোধকে ডাক্‌তে পাঠাই। কি হবে—কি ক'র্‌বো? মার কাছে যাবো? কি হ'লো—কোথায় যাবো?

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রসন্নকুমারের অন্তঃপুরস্থ প্রাঙ্গণ

পার্ব্বতী ও নির্ম্মলা

পার্ব্বতী। আমি হেথায় থাক্‌বো না—থাক্‌বো না! ও, মেয়েকে বিষ খাইয়েছে,—গলায় পা তুলে দে মেরেছে। আমায় গলা টিপে মার্‌বে,—তোর গলা টিপে মার্‌বে,—পালাই চল—পালাই চল, পরের বাছা—কেন অপঘাতে মর্‌বি!

নির্ম্মলা। মা, তুমি অমন হ'লে কেন? আমি তোমায় ব'ল্‌ছি, ঠাকুরঝি বেঁচে আছে, আজই দেখ্‌তে পাবে।

পার্ব্বতী। দেখ্‌তে পাব কি—দেখেছি, অপঘাতে ম'রে পেত্নী হ'য়েছে। সে এসেছিল—আমায় বলেছে—'দেখ মা, আমার গলায় পা দিয়ে মেরে ফেলেছে'।

নির্ম্মলা। মা, আমি তো তোমার সঙ্গে কখনো মিথ্যা কথা বলি না, তুমি কেন অবিশ্বাস ক'চ্চ? হরমণি, ঠাকুরঝিকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আ'সচে। সত্যি, তোমার পা ছুঁয়ে ব'ল্‌ছি—সত্যি।

প্রমদা, হরমণি ও প্রসন্নকুমারের প্রবেশ

প্রসন্ন। এই নাও, তোমার মেয়ে নাও, আর আমার কলঙ্ক ক'রো না। আর আমায় আত্ম-গ্লানিতে পুড়িয়ে মেরো না। আমি নিষ্ঠুর বাপ্‌, তাই ব'লেছিলুম—গলায় পা দিয়ে মেরে ফেল্‌বো, তাই ব'লেছিলুম—বিষ দাও।

পার্ব্বতী। দেখ দেখ—পেত্নী হ'য়েছে দেখ, আমার কথা সত্যি কি না দেখ!

প্রমদা। মা—মা—দেখ না মা—আমি বেঁচে আছি।

পার্ব্বতী। বউ মা—বউ মা, পালিয়ে এসো—পালিয়ে এসো, পেত্নী ছুঁলে পেত্নী হ'তে হবে।

পার্ব্বতীর প্রস্থান ও প্রমদার পশ্চাৎ গমনোদ্যোগ

হরমণি। যেও না, ওঁর এখন চৈতন্য নাই। যে দিন থেকে তুমি নিরুদ্দেশ, সেই দিন থেকে ওঁর এই দশা হ'য়েছে।

প্রসন্ন। হরমণি—হরমণি, এর আগে খবর পেলে বুঝি এ সর্ব্বনাশ হ'তো না।

হর। বাবু, ডাক্তার মানা ক'রেছিল, ব'লে-ছিল—এই কাহিল অবস্থায় হঠাৎ আপনার জনকে দেখ্‌লে মারা যাবে। তাই বাবু খবর দিই নাই। একটু সাম্‌লাতেই খবর দিয়েছি। আর বাঁচ্‌বার আশা ছিল না, সেজন্যও খবর দিতে কুণ্ঠিত হ'য়েছিলুম।

প্রসন্ন। মা, মা, আমার উপর অভিমান ক'রে গিয়েছিলে মা! আমি বড় জ্বালাতন হ'য়ে নিষ্ঠুর কথা মুখে এনেছিলুম, তুমি তাই কি আমার বাড়ী ফিরে এসো নাই?

প্রমদা। বাবা, আমি ভালই ক'রেছি। ভগবান্ আমায় পথ দিয়েছেন; আমি নিরাশ্রয় হ'য়েছিলুম, আমি এই দেবীর কৃপায় নিরা-শ্রয়ের আশ্রয় হ'য়েছি,—আমার জীবন বিফল নয় বুঝেছি।

প্রসন্ন। মা, তুমি কেন নিষ্ঠুর হ'য়েছ, আমার কাছে কেন থাক্‌বে না? আমার সর্ব্বস্ব যাক্—লোকে ঘৃণা করুক্,—আমার অন্তরের

নিধি,—আর তুমি আমায় ছেড়ে যেও না! তোমার গর্ভধারিণীর দশা চক্ষে দেখ্‌লে, ওকে কে দেখ্‌বে? বউমা একা, একা তো বাছা সেবা ক'র্‌তে পা'র্‌বে না,—তুমি থাক মা, আমার কথা ঠেলো না।

প্রমদা। বাবা, আমি আস্‌বো, সেবা ক'র্‌বো, কিন্তু হেতা থাক্‌বো না। আমার জন্যে অনেক স'য়েছ, আর যন্ত্রণা দেবো না। যেমন আমাকে নিয়ে তোমার কলঙ্ক হ'য়েছে, আমি ভগবানের কার্য্যে দেহ দিয়েছি, তোমার সে কলঙ্ক দূর হবে; তোমার মেয়ের গৌরব অনাথা ক'র্‌বে—নিরাশ্রয় বালক ক'র্‌বে। বাবা, আমি এত দিনে আমার জীবনের সঙ্গী পেয়েছি,—এত দিনে আমি ভগবানের ঘরে আশ্রয় পেয়েছি,—ভগবানের সংসারে ভগবানের কার্য্যে নিযুক্ত আছি। সে শান্তিময় সংসার,—সে সংসার থেকে আমায় এনো না। আমার জন্যে অনেক ভেবেছ, অনেক স'য়েছ—নিশ্চিন্ত হও।

নির্ম্মলার পুনঃ প্রবেশ

নির্ম্মলা। বাবা—বাবা, মা কেমন নিঃঝুম হ'য়ে প'ড়েছেন,—মাথা দিয়ে আগুন বেরুচ্চে, --ছোট ঠাকুরঝির নাম ক'চ্চেন,—ব'ল্‌ছেন,—"কই রে আমার প্রমদা কইরে"!

প্রসন্ন। এ্যাঁ—এ্যাঁ--

নির্ম্মলা। বাবা, ব্যস্ত হ'য়ো না, আমি ডাক্তার ডাক্‌তে পাঠিয়েছি। ঠাকুরঝি, তুমি যাও, তুমি মাথার কাছে গিয়ে দাঁড়াও গে; হয় তো তোমায় চিন্‌তে পা'র্‌বেন। আমি হরমণিকে একটা কথা ব'লে যাচ্চি।

[হরমণি ও নির্ম্মলা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

হর। কি মা কি?

নির্ম্মলা। মা, আমি যোগে গঙ্গাস্নান ক'র্‌তে গিয়েছিলুম, কে আমার পাল্কীতে কতকগুলো ফুল, একটা তোড়া, একটা হাতীর দাঁতের বাক্স, তার উপর লাল ফিতে দে বাঁধা একখানা চিঠি দিলে। দরোয়ানেরা ভিড়ে ঠাওর পেলে না—কে। চিঠিতে লেখা, বাক্সোতে কুড়ি টাকা ক'রে দশ হাজার টাকার নোট আছে, আরও দশ হাজার টাকা দেবে, যদি আমি তার বাগানে যেতে রাজী হই। ছোট্‌ ঠাকুরজামায়ের বাড়ীর ঠিকানা দিয়ে লিখেছে যে, এই ঠিকানায় পত্র দিলেই আমি পাবো। এ কে তো বুঝ্‌তে পাচ্চি নে,—বাক্স ফিরিয়ে দেব কি ক'রে?

হর। সে ছোঁড়া আর কেউ নয়, বোস সাহেব না কি বলে। তার বাপ নাকি ম'রে গিয়েছে—কতকগুলো টাকা হাতে প'ড়েছে, তাই এই কীর্ত্তিগুলো ক'চ্চে। তুমি মা এ সব কথা গোপন ক'রো না। অনেক বিধবা লোকনিন্দার ভয়ে এই সব কথা গোপন করে,—তাতে বদ্‌মাইস লোক প্রশ্রয় পায়,—বিধবাকেও লোকে সন্দেহ করে। লোকনিন্দা আর বিনা অপরাধে বাড়ীর তাড়নায় সে মনে করে, অপবাদ তো হয়েইছে, একটা অন্যায় কাজ ক'রে ফেলে।

নির্ম্মলা। না মা, আমি এ কথা গোপন ক'র্‌বো? আমার শ্বশুর এক রকম হ'য়ে আছেন, তাই বাবাকে ডাক্‌তে পাঠিয়েছি।

হর। বেশ ক'রেছ মা, তোমার বাবা যা হয় ক'র্‌বেন। আমি আস্‌ছি,—তোমরা ছেলে মানুষ, তোমার শাশুড়ীর কাছে রাত্রে থাক্‌বো।

[প্রস্থান।

নির্ম্মলা। বাবা এখনও আ'স্‌ছেন না কেন? তিনি কি খবর পান নি? ডাক্তারও তো এলো না।

চিত্তেশ্বরীর প্রবেশ

কেন গা, তুমি কি ক'র্‌তে এসেছ?

চিত্তে। এই চিঠিখানা দিতে এসেছি, তোমার বড় ননদ দিয়েছে।

পত্র প্রদান ও নির্ম্মলার পাঠ

আমার উপর রাগ ক'রো না মা, আমরা শান্তি স্বস্ত্যেন ক'রে খাই,—ওই আমাদের রোজগার।

নির্ম্মলা। (পত্র পাঠ করিয়া) তার কি হয়েছে?

চিত্তে। মা, কুকাজ ক'রে ফেলেছে, ঘর-দোর সব ভেসে গিয়েছে; নাড়ী নাই, ম'র্‌বার সময় তোমার সঙ্গে দেখা ক'রে কি ব'ল্‌বে। দুর্ব্বুদ্ধি দেখো মা, ক'র্‌লি—ক'র্‌লি, নিজের বাড়ীতে কর—তা নয়, আস্তাবল বাড়ীতে গে উঠেছে।

নির্ম্মলা। সে না ভূতের বাড়ী বলে?

চিত্তে। প'ড়ে ঝ'ড়ে যাচ্চে, তাই বলে। ঠিক বাগানের পেছনে। আজ যদি যাও, দেখা হবে;

নইলে যে অবস্থায় দেখে এসেছি, আড়াই প্রহর পেরোয় কি না।

নির্ম্মলা। আচ্ছা তুমি যাও, এখানে বড় বিপদ; দেখি কি হয়—তার পর যাবো।

চিত্তে। তা আমি বলিগে, তুমি আস্‌চো; শুনে একটু ঠাণ্ডা হবে। আমার সঙ্গে এলেই হ'তো, ওই গাড়ীতেই রেখে যেতুম। আমায় গাড়ী ক'রে তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে কি না।

নেপথ্যে শ্যামাদাসের গলাখাঁকারি দেওন

(স্বগত) কোন্ মড়া আবার গলা খাঁকারি দিয়ে আস্‌চে; দুটো ভুজং দিতে পা'র্‌লুম না। (প্রকাশ্যে) তবে যেও মা,—লজ্জার কথা,—থানা-পুলিসের কথা,—পাঁচজনকে ব'লো না। আমি বলিগে, তুমি আস্‌ছ।

[প্রস্থান।

নেপথ্যে পুনরায় গলাখাঁকারি দেওন

নির্ম্মলা। কে ও বাবা? এসো না—

শ্যামাদাসের প্রবেশ

বাবা অনেক কথা,—আমার ঘরে এসো; মা কেমন হ'য়ে প'ড়েছেন, ছোট ঠাকুরঝিকে দেখে পেত্নী মনে ক'রেছেন। তুমি এই চিঠি দেখো।

শ্যামা। বারণ ক'র্‌লুম শুন্‌লে না; নিজের দোষে সংসারটা ছারেখারে দিলে। (পত্র গ্রহণ)

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

মদের দোকানের সম্মুখস্থ বাজারের পথ

সর্ব্বেশ্বর ও ঘেঁচীর প্রবেশ

সর্ব্বে। আমি বাড়ী সাজাচ্চি,—দেখি হেবো ব্যাটা এদিক ওদিক ঘুর্‌চে। বোধ হয় মিঃ বাসু চিতিকে যা ব'ল্‌ছিলো—সব শুনেছে। আমাকে দেখে ছুটে পালিয়ে এলো। ব্যাটা তো খবর দেবে না?

ঘেঁচী। শুনে থাকে শুনেছে, আমি আটক ক'রে রাখ্‌বো এখন। তোমরা সব জমাদার, পাহারাওয়ালা সেজে, প্রকাশকে নিয়ে ভুবনের বাড়ীতে গিয়ে ওঠো; চিতি খবর পেয়েছে, কাজ রফা হ'য়েছে। কিন্তু প্রকাশের ঠেঙে আগে লিখিয়ে নিয়ো যে, সে দেখেছে,—প্রসন্ন বাঁড়ুজ্যে আমার স্ত্রীর লাস চালান দিয়েছে। একটা এফিডেভিট ক'রে নিলেই হ'তো ভাল, তা থাক, আমাদের হাত ছাড়িয়ে যাবে কোথায়? ওই যে হেবো আস্‌ছে, দাও দাও—আমার ইনস্পেক্টার সাজবার দাড়ি-গোঁপটা দাও, তুমি স'রে পড়ো।

[ঘেঁচীকে দাড়িগোঁপ দিয়া সর্ব্বেশ্বরের প্রস্থান।

হেবোর প্রবেশ

হেবো। বেটারা সব কি বলাবলি ক'র্‌লে। হরমণি বুঝে নেবে এখন। হ্যাঁ—চিতি প্রসন্ন-বাবুর বউকে নিয়ে আস্‌বে।

ঘেঁচী। ভাই হাবু, আমি গোঁপ-দাড়ি রেখেছি ব'লে চিন্‌তে পাচ্চনা?

হেবো। তুই ঘেঁচী! তোকে মার্‌বো, আমি তোরে খুঁজ্‌চি।

ঘেঁচী। মারো ভাই, আমি আর ঘেঁচী নই, —আমি দাড়ী রেখেছি আর নাম রেখেছি—পরোপকারী।

হেবো। সত্যি?

ঘেঁচী। আর আমি মিথ্যা কথা বলি নি।

হেবো। তুই এখানে কি ক'চ্চিস্?

ঘেঁচী। যেমন বেণীবাবু রাস্তায় প'ড়ে পা ভেঙ্গেছিলেন, মুখে মদ দিয়ে পাগল বাঁচিয়ে-ছিল,—টাকা আন্‌তে ভুলে গিয়েছি, কি ক'রে মদ কিন্‌বো ভাব্‌চি—মদ না নিয়ে গেলে তো সে বাঁচ্‌বে না; তবে তুই যদি ভাই একটি কাজ করিস, তবে মানুষটা বাঁচে।

হেবো। কি বল্—কি বল্—আমি ক'র্‌বো।

ঘেঁচী। আচ্ছা—তুই এই মদের দোকানে ব'স, আমি মদ নিয়ে যাই; টাকা এনে তোকে নিয়ে যাবো। তুই ঘোড়া চ'ড়্‌তে চেয়েছিলি, ঘোড়া এনে তোকে চড়িয়ে নিয়ে যাব। তুই ব'স্‌বি তো?

হেবো। তা পা'র্‌বো।

ঘেঁচী। দাঁড়া, আমি ডাক্‌লে আসিস্। (শুঁড়ীর দোকানের সম্মুখে গিয়া) "এই, দু' বোটল ভালা হুইস্কি ডেও। হামারা আড্‌মি হি'য়া রহেগা,—হাম্ কুছ চিজ খরিড কর্‌কে জল্‌দি আতা।" হাবু!—(হেবোর নিকটে

আগমন)—ব'স। (শ‍ুঁড়ির প্রতি) হামি জল্‌ডি আতা।

[মদ লইয়া প্রস্থান।

শ‍ুঁড়ী। তুমি সাহেবের কি কাজ করো?

হেবো। কোন্ সাহেব?

শ‍ুঁড়ী। কোন্ সাহেব কি? ওই যে তোমায় বসিয়ে রেখে চ'লে গেল?

হেবো। ও পরোপকারী. টাকা আন্‌তে গেল, আমায় ঘোড়ায় চড়িয়ে নিয়ে যাবে।

শ‍ুঁড়ী। পরোপকারী কি? ওর নাম কি?

হেবো। ও ঘে'চী সাহেব ছিল, এখন দাড়ি-গোঁপ রেখে পরোপকারী হ'য়েছে।

শ‍ুঁড়ী। অ্যাঁ—ঘে'চী! সে ত জোচ্চর—তুমিও জোচ্চর!—টাকা দাও।

হেবো। আমি টাকা কোথায় পাবো?

শ‍ুঁড়ী। পাবে কোথায় কি!—প‍ুলিসে ধরিয়ে দেবো। তুমি ওর সঙ্গে বেড়াও, আমি দেখেছি।

হেবো। না—না, আমি ওর সঙ্গে বেড়াই নি।

শ‍ুঁড়ী। এই এক সঙ্গে ছিলে. আর ব'ল্‌ছ, বেড়াও নি।

হরমণির প্রবেশ

হেবো। ও হরমণি—হরমণি—

হর। কি রে হেবো!

হেবো। হ্যাঁ. আমি তোর কাছে যাচ্ছিল‍ুম। ঘে'চী আমায় বসিয়ে মদ নিয়ে গেছে। এরা টাকার জন্যে প‍ুলিসে দেবে ব'ল্‌চে।

হর। দাও বাবা ছেড়ে দাও, কত টাকা?

শ‍ুঁড়ী। না মা. ওরে ছেড়ে দিচ্চি. তোমার টাকা চাই নে। আমি শালার ঠেঙে টাকা আদায় ক'র্‌বো. দাড়ি-গোঁপ প'রে আমায় ঠকিয়ে নে গেল!

হর। তুই আমার কাছে কেন যাচ্ছিলি?

হেবো। আমি ব'ল্‌তে যাচ্ছিল‍ুম, ওরা ভূতের বাড়ী কি পরামর্শ ক'র্‌লে। চিতি. প্রসন্নবাব‍ুর বউকে নিয়ে যাবে। বাস‍ু সাহেব টাকা দেবে।

শ‍ুঁড়ী। কি ব'ল্‌চে মা—কি ব'ল্‌চে! ওই বাস‍ু সাহেব ব'ল্লে না? দ‍ু'তিন বেটা জড়িয়ে মদ নিতে এসেছিল। বলাবলি ক'চ্ছিল বটে। চিত্তেশ্বরী বেটী কার বউ বা'র ক'র্‌বে। তা বলতো মা, ব্যাটাদের খ‍ুব জব্দ ক'রে দিই। এ বাজারে আরো সব লোক আছে,—তাদের সব টাকা পাওনা,—ওদের উপর খ‍ুব রাগ। ব্যাটারা রাস্তায় মেয়েছেলে চ'ল্লে বেইজ্জ‍ৎ করে। সেদিন যে ব্যাটারা পালালো। হাব‍ু বাব‍ু, প্রসন্ন-বাব‍ুর বউ না—কি ব'ল্লে?

হর। হাঁ বাছা—সে সতীলক্ষ্মী, তারে বেইজ্জত ক'র্‌বার চেষ্টা পা'চ্চে।

শ‍ুঁড়ী। মা. তুমি কিছ‍ু ব'লো না,—আমরা ব্যাটাদের ঢিট ক'রে দিচ্চি। বাড়ীটে দেখিয়ে দিয়ো তো হাব‍ু বাব‍ু!

হর। না বাছা, মারামারি ক'রো না. আমি প্রসন্নবাব‍ুর বাড়ী গিয়ে সাবধান ক'চ্চি।

[হরমণির প্রস্থান।

হেবো। শ‍ুঁড়ী ভাই. তুমি জব্দ ক'রে দাও। কার‍ু কথা শ‍ুনো না।

শ‍ুঁড়ী। বেসো. যা তো—আক্‌ড়ায় খবর দে তো। হাঁরে—সেই ম‍ুখোস ট‍ুখোসগ‍ুলো আছে না?

বেসো। হাঁ।

শ‍ুঁড়ী। এসো ত হাব‍ু বাব‍ু।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

বেণীমাধবের ভগ্ন আস্তাবল
বাড়ীর উপরিস্থ হলঘর

ঘে'চী, মিঃ বাস‍ু, মিঃ বড়াল,
মিঃ মল্লিক ও চিত্তেশ্বরী

বাস‍ু। কই—এখনো যে আ'স্‌ছে না। আমার কিছ‍ু ভাল লাগ্‌চে না। আমি তাকে সর্ব্বস্ব দিতে রাজী আছি, তাকে বে ক'র্‌তে রাজী আছি। আমি প্রকাশকে দশ হাজার টাকা দিয়েছি. তার পাল্‌কীর ভেতর দশ হাজার টাকা দিয়েছি। (চিত্তেশ্বরীর প্রতি) চিতি, যদি না আসে. তাহ'লে আর আমি তোর ম‍ুখ দেখ্‌বো না।

চিত্তে। কেন ব্যস্ত হ'চ্চ? আমার কাঁচা কাজ নয়,—এই এলো ব'লে, তোমরা মদটদ খাও। আমি চাকরের কাছে খবর নিয়েছি, খাল পারের গাড়ী ডাক্‌তে ব'লেছে। আমি মিছে

টাকা খাই নি, আমায় বেধর্ম্মে পাবে না। কা'ল তোমার বাড়ী গিয়ে বখ্‌সিস্‌ নেবো।

বাসু। তুমি যা বখ্‌সিস্‌ চাও দেবো। আমার প্রাণ ঠাণ্ডা হোক, তোমারও প্রাণ ঠাণ্ডা ক'র্‌বো।

চিত্তে। আচ্ছা—দাঁড়াও, আমি এগিয়ে দেখ্‌ছি! আমি যে দম্‌ লাগিয়েছি, এসে প'ড়্‌লো ব'লে। ঘেঁচী, বাবা তুমি ইনস্পেক্‌টার সেজে থেকো। দাই মাগী আমায় খবর দিয়েছে যে সব ঠিক হ'য়ে গিয়েছে। আমি প্রকাশ-ট্রকাশকে নিয়ে আসিগে।

বাসু। না, তুমি আগে দে'খ।

চিত্তে। কেন ভাব্‌ছ, আমি তো তাই যাচ্ছি। [চিত্তেশ্বরীর প্রস্থান।

বাসু। আঃ কতক্ষণে আস্‌বে,—আমি তারে ভুলিয়ে আমার ক'র্‌বো! টাকা দিয়ে হোক, পায়ে ধ'রে হোক, সে যদি আমার হয়, আমি কিছু চাই না।

ঘেঁচী। এসে প'ড়্‌লে আর যাবে কোথা।

বাসু। ঘেঁচী, দেখ'—দেখ'—এগিয়ে দেখ'। একখানা গাড়ীর শব্দ পাচ্ছি।

ঘেঁচী। হ্যাঁ হ্যাঁ—বটে বটে। তুমি মেয়ে কাপড়খানা মুড়ি দিয়ে থাকো, আমরা সব স'রে যাচ্ছি।

মিঃ বাসু ব্যতীত সকলের প্রস্থান এবং বাসুর কাপড়ের আবরণ দিয়া উপবেশন

হেবো, শুঁড়ী ও বেসোর নীরবে প্রবেশ এবং বাসুকে বন্ধন করণ

বাসু। ও বাপ্‌রে—কে রে! ঘেঁচী—ঘেঁচী —আমায় বাঁধ্‌চে!

ঘেঁচী, মিঃ মল্লিক ও মিঃ বড়ালের পুনঃ প্রবেশ

ঘেঁচী, মল্লিক ও বড়াল। কি হে—কি হে?

দোকানদারগণের নীরবে প্রবেশ এবং সকলে মিলিয়া ঘেঁচী, মিঃ মল্লিক ও মিঃ বড়ালকে বন্ধন

হেবো। শালা ঘেঁচী, আমায় বাঁধা দিয়ে মদ খাবে? শালাকে ঘোড়ার মুখোসটা পরিয়ে দাও। আমি টগাবগ্‌ হাঁকাবো।

ঘেঁচী। ওরে ছাড়্‌—ছাড়্‌—

হেবো। (মুখে লাগাম দিয়া) এই ডাইনে চলো—বাঁয়ে রাখ্‌খো—

ঘেঁচী। ওরে ছাড়্‌—ছাড়্‌—

হেবো। ছাড়্‌বো কেন! শুঁড়ী ভাই, ঘোড়ার মুখোসটা এই ব্যাটার মুখে দাও। ডাক শালা—চিঁহিঁহিঁ কর।

প্রহার

বাসু। বাবা, আমার মুখে দিয়ো না, আমি হাঁপিয়ে ম'রে যাবো।

শুঁড়ী। সাহেব, দাড়ি কামা'লে কখন?

ঘেঁচী। দোহাই বাবা, আমায় ছাড়িয়ে দাও বাবা, আমি তোমায় টাকা দিচ্ছি।

হেবো। শুঁড়ী ভাই, তুমি আগে টাকা নিয়োনা,—মুখোসটা পরিয়ে দাও,—আমি আগে খানিক ঘোড়া হাঁকাই।

১ দোকানী। দাওতো—দাওতো, ভাল্লুকের আর বাঁদরের মুখোস দু'টো দাওতো,—আমি দু'শালাকে নাচিয়ে টাকা আদায় করি। আর এই ব্যাটাকে গাধার মুখোস দাও,—ব্যাটা গাধা, এই ব্যাটাদের পরামর্শে বাপের বিষয় ওড়াচ্চে।

বাসু। না বাবা, আর মুখোস দিতে হবে না, আমার আক্কেল হ'য়েছে। যার যা পাওনা, আমি সব দিচ্ছি, আমায় ছেড়ে দাও।

১ দোকানী। না সাহেব, একটু নাচো—তাহ'লে মনে থা'ক্‌বে।

ঘেঁচী, মিঃ মল্লিক, মিঃ বড়াল ও মিঃ বাসুকে যথাক্রমে ঘোড়া, ভাল্লুক, বাঁদর ও গাধার মুখোস পরাইয়া দিয়া সকলের গীত

গীত

এরা বাছা বাছা সাঁচ্চা জানোয়ার।
দিশী কি বিলিতী ছাঁচে, আঁচে বুঝে ওঠা ভার॥
এ ঘোড়া নিজেই জোড়া,
নিখুঁত গড়ন আগাগোড়া,
খায় বিলিতী কচুর গোড়া,
দৌড়টা খুব চটকদার॥
মুলুকজাদা ভালুকটা ধেড়ে,
বেড়িয়ে এলো জাহাজ চড়ে,
কে জানে কে শেখালে,
খেলা খেলে খুব চমৎকার॥
ইটী ঠিক বাঁদর খাঁটী, ভিরকুটীতে পরিপাটী,
এক ধরণের জন্তু ক'টী,
এর নাচের বেশ বাহার॥

গাধা কিন্তু ছিল হেতায়,
ধাত্‌ পেয়েছে গা ঘ'সে গায়,
এখন আর ওরে কে পায়,
গাধার হ'য়েছে সরদার॥
আধ্‌ বিলিতী আধ্‌ দিশী ঢং,
দো আঁস্‌লা নাচন কোঁদন,
ভাবি তাই ল্যাজ কেন নাই,
এইটি তো ভুল বিধাতার॥

শ্যামাদাসের প্রবেশ

শ্যামা। এ সব কি ক'চ্চ? ছেড়ে দাও—

শুঁড়ী। বাবু, সাহেবদের সব একটু আক্কেল দিচ্চি।

শ্যামা। দাও—দাও—খুলে দাও—

শুঁড়ী ও দোকানদারগণ কর্ত্তৃক সাহেবদের বন্ধন ও মুখোস মোচন

মিঃ বাসু, তোমার টাকা নাও। তুমি একজন মান্যগণ্য লোকের ছেলে,—একেবারে অধঃপাতে গিয়েছ? এই অসৎ কার্য্যে যে সব টাকা খরচ ক'চ্চ, এতে সহস্র সহস্র লোকের জীবন রক্ষা ক'র্‌তে পা'র্‌তে। কিন্তু তোমার অপরাধ কি দেবো—দেশের দুর্দ্দশা—বড়মানুষের ছেলের এ সৎপ্রবৃত্তি হ'লে অনাথা বিধবা খেতে পায়,—দরিদ্র বালক স্কুলে প'ড়তে পায়,—দেশে বাণিজ্য বিস্তারে অনেক বেকার লোকের অন্নের সংস্থান হয়। কিন্তু কি বিড়ম্বনা, এ সৎপ্রবৃত্তি বিরল! সৎপ্রবৃত্তির পরিবর্ত্তে তোমার মত অনেকেরই পশুবৃত্তি প্রবল হয়।

বাসু। না ম'শায়, দেখ্‌বেন — আমি শোধ্‌রাবো, আমি আর এদের সঙ্গে বেড়াবো না। ম'শায়, আমার বাপ নাই,—আপনি আমার বাপ,— আমায় মাপ ক'র্‌বেন। ভাই, তোমাদের সকলের টাকা চুকিয়ে দিচ্চি।

হেবো। আমি ঘে'চী ব্যাটাকে, আর গোটা দুই কিল ঝাড়্‌বো।

শ্যামা। না বাবা—যেতে দাও।

ঘে'চী। আচ্ছা বাবা, এ দাঁও ফস্‌কালো, আমি দেখে নিচ্চি। [ঘে'চীর প্রস্থান।

শুঁড়ী। ম'শায় শুন্‌লেন? হাবু বাবু যা ব'লেছিলেন, তাই ঠিক হ'তো।

শ্যামা। যাক্‌ গে—চলো।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

বেণীমাধবের উদ্যানবাটীস্থ কক্ষ

ভুবনমোহিনী ও দাই

দাই। মা, আমি চিত্তেশ্বরীকে ব'লেছি, তুমি এ কাজ ক'রেছ; নইলে সে আবার তোমায় ভুজং দিতে আস্‌তো। সে কি মতলবে ফির্‌চে, আমার উপরও হারামজাদীর রাগ আছে। বোধ করি, তোমাকে আমাকে জব্দ ক'র্‌বার জন্যে এই সব কুবুদ্ধি দিয়েছে। তুমি ভেবো না, আমি তোমায় খালাস ক'রে দিয়ে যাবো; আর ছেলে হোক, মেয়ে হোক্‌, আমি নিয়ে যাব। এমন আমরা করি,—হরমণি আমার ঠেঁয়ে কত ছেলে নিয়েছে। এমন কুকাজ আগে ক'রেছি,—ফ্যাঁসাদে প'ড়্‌তে প'ড়্‌তে র'য়ে গেছি। হরমণি আমায় বাঁচিয়েছে, আমি তার কথাতে শুধ্‌রেছি। আমি চল্লুম মা, কারো পরামর্শ শুনো না—বিপদে প'ড়্‌বে, হয় তো মারাও যেতে পারো, অনেকে মারা গিয়েছে। আমি আসি।

ভুবন। আচ্ছা মা, এসো।

[দাইয়ের প্রস্থান।

প্রবোধ এখনো ফির্‌লো না কেন? ছেলেমানুষ, কারুকে কি ব'লে দিলে।

প্রবোধের প্রবেশ

প্রবোধ। দিদি, আমায় যে বড় তাড়িয়ে দিয়েছিলি? তুই না ডাক্‌লে আমি আর আস্‌তুম না। রাগ ক'রে গিয়েছিলুম,—তোর কে কাজ ক'রতো দেখ্‌তুম। এই আফিং এনেছি নে। আমি কেমন সেয়ানা—এত আফিং কি দেয়? চার দোকান থেকে কিনেছি।

ভুবন। দেখ্‌, আমি যদি কোথাও যাই, তুই বাবার পায়ে ধ'রে বলিস,—আমায় যেন মাপ করেন। বউকে বলিস,—আমি বড় হতভাগিনী, আমার বাক্‌সোতে খান দুই চার গয়না আছে, তুই নিস্‌। বউয়ের কথা শুনিস্‌, তোর ভাল হবে। আর অমন ক'রে ছোঁড়াদের সঙ্গে বেড়াস নি,—প্রকাশের কাছে যাস নি। ওরা আমায় বলেছে, তোকে মেরে ফেল্‌বে।

প্রবোধ। তুই কোথায় যাবি?

ভুবন। সে তোকে ব'ল্‌বো; এই বিল্বপত্রটা

নিয়ে যা,—মার পায়ে ঠেকিয়ে নিয়ে আয়,—আমি তোরে পাঁচ্‌টা টাকা দেব।

প্রবোধ। তুই কবে আস্‌বি?

ভুবন। সে সবাই জান্‌বে—কবে আস্‌বো।

প্রবোধ। তুই কাঁদ্‌ছিস কেন?

ভুবন। আমার চোখে বালি প'ড়েছে। যা, এই বিল্বপত্রটা নিয়ে যা।

[প্রবোধের প্রস্থান।

প্রভু, এ অসতীকে কি মাপ ক'র্‌বে! বড় হত-ভাগিনী ব'লে যদি মাপ ক'রো! যে আমার জঠরে এসেছ, তুমিও আমায় মাপ ক'রো! আমিও তোমার সঙ্গে ম'র্‌চি, তুমি অভাগা, তাই অভাগিনীর জঠরে এসেছ! আমি যখন সধবা, তখন কেন এসো নি—তাহ'লে কি আদর, তা দেখ্‌তে! অন্তর্য্যামি,—তুমি অন্তর জানো,—তুমি আমার মনের ব্যথা বোঝো। আর কি—আর আমার বাকী কি! আর কেন প্রাণের মমতা করি,—আফিং গুলে খেয়ে ফেলি—ড্যালাটা তো গিল্‌তে পা'র্‌বো না।

হরমণির প্রবেশ

হর। এ কি! কি সর্ব্বনাশ ক'র্‌তে ব'সেছ?

ভুবন। কেন মা, আর সর্ব্বনাশ কি!

হর। আত্মহত্যা ক'র্‌বে? কেন—কার জন্যে? পাপ ক'রে থাক, পাপকার্য্যে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় না। আত্মহত্যা, ভ্রূণহত্যা দুই মহাপাতক ক'রো না! যা ক'রেছ, ভগবান্ কৃপাসিন্ধু,—তাঁর কাছে মাপ চাও। মানুষ দুর্ব্বল, তিনি জানেন, তিনি মাপ ক'র্‌বেন। তুমি আজীবন তাঁর কার্য্য করো। সন্তান হয়, ক্ষতি কি? আমি নিয়ে লালনপালন ক'র্‌বো। তুমি কিছু ভেবো না, তুমি সৎকার্য্য ক'রে কুকার্য্যের প্রায়শ্চিত্ত করো। এখনো দেহ আছে, অনেক কাজ ক'র্‌তে পা'র্‌বে। আপনার অবস্থায় অন্য অভাগিনীর অবস্থা বুঝ্‌বে। তাদের তুমি আশ্রয় হবে, তুমি ভয় ক'রো না, ভগবানের কৃপায় তোমার অশান্ত হৃদয় শান্ত হবে। আমি মা, তোমায় মিথ্যা কথা ব'ল্‌ছি নে। যে নিরাশ্রয়, তাঁরে তিনি আশ্রয় দেন; যে তাপিত, তার তিনি তাপ হরণ করেন।

ভুবন। কেন মা, আমায় বারণ ক'চ্চ? আমার দাঁড়াবার স্থান কোথায়? রাজরাণী ছিলুম,—সর্ব্বস্ব খুইয়ে ভিখারিণী হ'য়েছি! শুনেছি, যাদের কাছে এ বাগান বন্ধক আছে, তারা বাগান দখল ক'রে আমায় তাড়িয়ে দেবে। বাপ আমার মুখ দেখেন না,—মা আমার নাম ক'র্‌তে সাহস করেন না। এই পেটের কণ্টক র'য়েছে,—কলঙ্কিনী ব'লে কেউ স্থান দেবে না।

হর। মা, ভগবানের রাজ্যে তাঁর জীবের স্থান নাই, এ কথা তুমি মনে করো? কায়মনো-বাক্যে যে ভগবানের আশ্রিত, তার জায়গা নাই? তারে লোকে ঘৃণা ক'র্‌বে? এই তো আমায় লোকে ঘৃণা ক'র্‌তো,—আর তো এখন ঘৃণা করে না। ভগবানের কৃপায় আমার তো স্থান আছে, আমি তাঁর নিমিত্ত হ'য়ে অনেককে তো স্থান দিতে পেরেছি। কলঙ্কিনী হ'য়েছ,—কলঙ্কভঞ্জনকে ডাকো। তাঁর শরণাপন্ন হ'লে সকল কলঙ্ক দূর হবে। এই গানটি শোনো,—

গীত

যদি শরণ নিতে পারি রাঙ্গা পায়।
নাম নিলে তাঁর হৃদয় ভরে,
কলঙ্ক কোথায় পালায়॥
নাম কলঙ্কভঞ্জন, ডাক্‌লে নিরঞ্জন,
থাকে কি অঞ্জন,
লাঞ্ছনা গঞ্জনা কি রয়, ভেসে যায় তাঁর করুণায়॥
যে করুণা যাচে, আসেন তাঁর কাছে,
অভয় চরণ তার তরে আছে;
ডাক পতিত, পতিতপাবন,
ত'র্‌বে নামের মহিমায়॥

ভুবন। মা, সত্যই কি তিনি কলঙ্কভঞ্জন?

হর। হ্যাঁ সত্য—সত্য—সত্য; সাধুর মুখে শুনেছি সত্য, জীবনে দেখেছি সত্য,—এখনো দেখ্‌ছি সত্য! তোমার কোথাও স্থান না থাকে, আমি তোমায় স্থান দেবো। জে'নো, তাঁর কৃপা হ'লে পৃথিবীতে কারো অকৃপা থাকে না; তুমি তাঁরে ডাকো।

ভুবন। আচ্ছা মা, আমি তাঁরে ডা'ক্‌বো।

হর। বল,—'কলঙ্কভঞ্জন, কলঙ্ক ভঞ্জন করো'।

ভুবন। কলঙ্কভঞ্জন, কলঙ্ক ভঞ্জন করো।

হর। আমি চল্লুম, তুমি এ বাড়ীতেই থাক্‌তে পাবে, তার উপায় হ'য়েছে।

ভুবন। মা, এক একবার, দেখা দিয়ো তা'হলে আমার ভরসা হবে।

হর। আমি দ্বুবেলা আস্‌বো, তুমি কিছু ভেবো না।

[প্রস্থান।

ভুবন। দয়াময়, প্রভু, তুমি কোথায়? পতিতপাবন, পতিতাকে পায়ে রাখো। আমি অজ্ঞান,—তোমায় ডাক্‌তে জানি না। আমি কলঙ্কিনী,—তোমার কাছে যেতে সাহস পাই না। আমি জগতে ঘৃণ্য,—আমি নারীকুলে কলঙ্ক,—পবিত্র পিতৃমাতৃকুলে কলঙ্ক,—দেবতুল্য স্বামীর কলঙ্ক। আমার অশান্ত হৃদয়ে শান্তি দাও,—আমায় মহাপাপ হ'তে উদ্ধার করো! তুমি কলঙ্কভঞ্জন, তোমার নামের সার্থকতা করো! (নেপথ্যে কলরব শুনিয়া) এ কি, এ কারা আস্‌ছে!

চিত্তেশ্বরী, প্রকাশ এবং পুলিসের বেশে সর্ব্বেশ্বর, শুভঙ্কর ও প্রকাশের দরোয়ানের প্রবেশ

প্রকাশ বাবু, এ সব কি?

প্রকাশ। শোনো ভুবন, ভাল চাও, এই কাগজখানায় সই ক'রে দাও, আমায় জেল থেকে বাঁচাও। নইলে গর্ভনষ্ট ক'রেছ, তুমিও জেল খাটো, আমিও জেল খাটি।

ভুবন। প্রকাশ বাবু, তোমাদের কুমন্ত্রণা সিদ্ধ হয় নাই, আমি মহাপাপ করি নাই। তুমি এখনও মানুষের সমাজে বেড়াও,—আপনাকে মানুষ ব'লে পরিচয় দাও? আমার সর্ব্বনাশ ক'রে ক্ষান্ত হও নাই, কুমতলব দিয়ে আমায় জেল খাটাবার চেষ্টা ক'রেছ! চিত্তেশ্বরি, তোমার মতলব আমি শুনি নাই; তুমি যে দাই পাঠিয়েছিলে, সে তোমায় মিথ্যা খবর্ দিয়েছে।

শুভ। আচ্ছা—আচ্ছা, যাবে কোথা? এই বাটীতে আফিং গুলেছ,—পাতায় আফিং লেগে রয়েছে,—আমাদের সাড়া পেয়ে আফিং ফেলে দিয়েছ। এই আমি কুড়িয়ে এনেছি। তোমার ভাই যখন আফিং কেনে, আমি রোঁদে বেড়িয়ে আফিংয়ের দোকানের কাছে ছিলুম—দেখেছি। আমি তাকে শুদ্ধ বেঁধে নিয়ে যাবো।

প্রকাশ। বা—বা—বাঃ জমাদার সাহেব! আস্‌বার সময় তুমি কি কুড়ুচ্চ, আমি বুঝ্‌তে পারি নি; এখন আর যাবে কোথা! (ভুবনের প্রতি) তোমায় থানায় যেতে হবে, তোমার ভাইকে ধ'রে নিয়ে যাবে, তোমার বাপের গালে আরও চুণকালি প'ড়বে।

ভুবন। এ্যাঁ—এ্যাঁ! দাও, কি কাগজ দেবে—আমি সই ক'চ্চি।

প্রকাশ। এই নাও সই করো। (কাগজ প্রদান)

ভুবন। (পাঠ করিয়া) কি! আমি সব উপপতি আন্‌তুম, তাদের জন্যে ধার ক'রে বিষয় বাঁধা প'ড়েছে লিখেছ; আমি সই ক'রবো, তুমি আদালতে দেখাবে। এক কলঙ্কে আমার বাপের মাথা হেঁট হ'য়েছে, আরও সহস্র কলঙ্ক দেবে! যাও, আমি সই ক'র্‌বো না।

চিত্তে। তবে জমাদার সাহেব, বাঁধো—হাতে হাতকড়ি দাও।

সর্ব্বেশ্বর। জমাদার সাহেব, হাতকড়ি লাগায়কে চালান দিজিয়ে।

হাতকড়ি দিবার উদ্যোগ

ভুবন। অনাথনাথ, কোথায় তুমি! নিরাশ্রয় অবলাকে আশ্রয় দাও! দয়াময়, বিপদভঞ্জন, লজ্জা-নিবারণ—কুলবালার লজ্জা রাখো দয়াময়! দয়াময়—আমার কেউ নাই! তুমি অনাথনাথ—অনাথের আশ্রয়। প্রভু, শরণাগতকে পায়ে স্থান দাও। (মূর্চ্ছা)

পুলিস-ইন্‌স্পেক্টার, জমাদার ও পাহারাওয়ালাগণ সহ পাগলের প্রবেশ

পাগল। এই যে মা—অনাথনাথ তাঁর ভৃত্যকে পাঠিয়েছেন। (প্রকাশের প্রতি) প্রকাশ বাবু, এবার ম'রে সদাশিব-চায়েনরূপের কর্ম্মচারী হ'য়েছি। জাল হ্যাণ্ডনোটের জন্য ওয়ারিণ ধ'র্‌তে এসেছি।

প্রকাশ। কিসের জাল?

পাগল। কেন ভুলে যাচ্ছেন প্রকাশ বাবু? অনেকবার তো স্মরণ ক'রে দিয়েছি, আপনি রমণীমোহন বাবুর নামে জাল হ্যাণ্ডনোট সদাশিব-চায়েনরূপের গদীতে বাটা বাদ দিয়ে টাকা এনেছেন,—আমি এখন সদাশিব-চায়েনরূপের কর্ম্মচারী কি না,—সেই জাল হ্যাণ্ডনোটের দরুণ আজ পুলিস থেকে ওয়ারেণ্ট বার ক'রে ধ'র্‌তে এসেছি,—বুঝ্‌লেন?

প্রকাশ। দশ হাজার টাকা বইতো নয়, আমি সে টাকা ফেলে দিচ্ছি।

ইন্। বাবু, ফোর্জারি চার্জ্জ, টাকা দিলে তো কাট্‌বে না; তবে আদালতে টাকাটা জমা দেবেন, কিছু সাজা কম হ'তে পারে।

শুভঙ্কর, সর্ব্বেশ্বর প্রভৃতির পলায়নের উদ্যোগ

ইন্। তোমরা যেও না—তোমারা যেও না, —যাবার তো যো নাই,—জাল পুলিস সেজেছ। (চিত্তেশ্বরীর প্রতি) ঠাক্‌রুণ, তোমাকেও যে যেতে হ'চ্চে, জেলের কয়েদীরা তোমায় দর্শন ক'র্‌বে।

চিত্তে। কেন—কেন—আমি কি ক'রেছি?

ইন্। এই ভদ্রলোকের মেয়েকে মজাবার জন্যে সব পুলিস সাজিয়ে এনেছ। (শুভঙ্করের প্রতি) শুভঙ্কর ঠাকুর, চলো—জেলে হোম ক'র্‌তে হবে।

ছদ্ম-পাহারাওয়ালা। হামলোক প্রকাশ-বাবুকা দরোয়ান, বাবু উর্দ্দি দেকে হাম-লোক্‌কা লে আয়া।

ইন্। এন লোক্‌'কা জানে দেও। যাও, ইসি কাম মাৎ করো।

ছদ্ম-পাহা। নেহি খোদাবন্দ! নাক ডল্‌তা, কান ডল্‌তা। (প্রকাশের প্রতি) শালা, হাম-লোক্‌কো ফ্যাঁসাদ মে গিরানে লেয়া।

[প্রস্থান।

হেবো। পাগলা, বেটী ওঠে না! এখনো দাঁতকপাটী মেরে র'য়েছে।

পাগল। (মুখে জল দিয়া) ওঠো মা ওঠো, ভয় কি?

ভুবন। ভগবান্, কোথায় তুমি!

পাগল। দেখ্‌ছ না মা, তিনি তাঁর ভৃত্যদের পাঠিয়ে দিয়েছেন।

সর্ব্বে। আচ্ছা, এই মেয়েমানুষকেও নিয়ে চলো। আমি চার্জ্জ দিচ্চি, এই আফিং গুলে আত্মহত্যা ক'রতে গিয়েছিল।

শুভ। এই আফিংয়ের ড্যালা। আমাদের সাড়া পেয়ে এই বাটীতে গুল্‌তে গুল্‌তে ফেলে দিয়েছে,—শালপাতে এখনো আফিংয়ের দাগ র'য়েছে। ওর ভাই আফিং কিনে এনেছে।

সর্ব্বে। নিয়ে চলো, নইলে তুমি ঘুষ খেয়েছ, তোমার উপরওয়ালাকে ব'ল্‌বো।

ইন্। আপনাদের কথায় বিশ্বাস ক'রে ভদ্রলোকের মেয়ের অপমান ক'র্‌তে পারিনি। উনি চণ্ডুখোর, আফিং নিয়ে এসে গুলেছেন। আমি যখন উপরওয়ালার হুকুম পাবো, তখন ধ'র্‌বো। আমি জালজোচ্চরের কথায় কোন কাজ ক'র্‌তে বাধ্য নই! যা ব'ল্‌তে হয়, থানায় গিয়ে ব'লবেন।

প্রকাশ। আমি charge দিচ্ছি—attempt at suicide.

ইন্। আপনি চোর-ডাকাতের অধম। আফিং গুল্‌লে কিছু হয় না,—খাওয়া চাই. তবে attempt at suicide হবে। (পাহারা-ওয়ালাগণের প্রতি) চল, ই-সব লোক্‌কো থানামে লে চলো।

বটকৃষ্ণের প্রবেশ

বট। পাগল, কেমন তোমায় সন্ধান ব'লে দিয়েছি? বাঁধো, প্রকাশে ব্যাটাকে বাঁধো, বেটার বৈঠকখানায় দশ টাকার নোট প'ড়েছিল, তাই নিয়েছিলুম ব'লে ব্যাটা পুলিসে দিতে চায়,—আর ব্যাটার সাফাইয়ের সাক্ষী হও, পুলিস সাজো;—পাজী ব্যাটা!

পাগল। আহা! তোমায় নিরপরাধে বাঁধিয়ে দিচ্ছিল হে? তুমি আর অমন সঙ্গে মিশো না।

বট। আবার! হেবো আমায় সাবধান ক'রে দিয়েছে। (পুলিস-ইনস্পেক্টারের প্রতি) হাত-কড়ি দে লে যাও, কেমন ব্যাটা, আমায় বাঁধিয়ে দেবে?

[অপরাধীগণকে লইয়া পুলিসের ও তৎপশ্চাৎ বটকৃষ্ণের প্রস্থান।

ভুবন। বাবা, কে তুমি মহাপুরুষ! এ ঘোর সঙ্কটে আমায় উদ্ধার ক'র্‌লে? আমি অজ্ঞান, আমি তোমায় অনেক কুকথা ব'লেছি। বাবা, কে তুমি আমায় পরিচয় দাও!

পাগল। মা, আমি ভগবানের দাস। তুমি ভয় ক'রো না,—ভগবান তোমায় দয়া ক'রেছেন।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

প্রসন্নকুমারের অন্তঃপুরস্থ নির্ম্মলার কক্ষ

শ্যামাদাস ও নির্ম্মলা

নির্ম্মলা। বাবা, ডাক্তার কি ব'লে গেল?

শ্যামা। আর ব'ল্‌বে কি—আমার মাথা আর মুণ্ডু!

নির্ম্মলা। কিন্তু বাবা, আজ সকাল থেকে তো একটু একটু জ্ঞান দেখ্‌তে পাচ্চি।

শ্যামা। ও কিছু নয়—শোকের উপর শোক পেয়ে শরীর জীর্ণ হ'য়ে প'ড়েছিল,—ওই প্রমদাকে দেখে যেদিন কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে চ'লে এলো,—তুমি বিছানায় শুইয়ে দিলে,—সেই দিনই ডাক্তার দেখে ব'লেছিল যে বাঁচবার উপায় নাই। আমরা টের পাইনি, বিকারের খেয়ালে উঠে হেঁটে বেড়াতো। আমরা মনে ক'রেছিলুম বাই! বাই নয়—ঘোর বিকার।

নির্ম্মলা। বাবা, আমি একটি কাজ ক'রে ফেলেছি; উনি বট্‌ঠাকুরঝির নাম ক'চ্ছেন, আমি তাকে আনিয়েছি।

শ্যামা। তা বেশ ক'রেছিস্।

নির্ম্মলা। আমার শ্বশুর যদি কিছু বলেন?

শ্যামা। সে না দেখ্‌তে পেলেই হ'লো। তুই এখনো স্নান-টান করিস্ নি?

নির্ম্মলা। কেমন ক'রে ক'র্‌বো,—ঠাক্‌রুণ ঘুমুচ্ছেন, ঘুম থেকে উঠে যদি শৌচ-টৌচ যান।

শ্যামা। অম্‌নি ক'রে তুমিও যাবে আর কি! না খাওয়া না দাওয়া, সমস্ত রাত জাগরণ! তিন জন লোক রাখিয়ে দিয়েছি, তাতেও তোমার হয় না।

নির্ম্মলা। বাবা, তারা কি ঠিক যত্ন ক'রে ধ'র্‌তে পারে। আর উনি মাঝে মাঝে শিউরে ওঠেন,—একজন আপনার লোক কাছে না থাক্‌লে হঠাৎ যদি কিছু হ'য়ে পড়ে।

শ্যামা। তোর ছোট্ ঠাকুরঝি কোথায়?

নির্ম্মলা। সেও তো সবে এই যমে-মানুষে টানাটানি ক'রে বেঁচে উঠেছে, সেও তো অষ্ট-প্রহর র'য়েছে। আমি মাঝে মাঝে জোর ক'রে খেতে পাঠিয়ে দিই, একটু শুতে পাঠিয়ে দিই।

শ্যামা। আর তুই যে আপ্‌নার শরীর দেখ্‌ছিস্ নে, তুই যদি পড়িস, তা'হলে কি হবে?

নির্ম্মলা। না বাবা—একি আমায় প'ড়্‌বার সময়? আমি প'ড়্‌লে এখন চ'ল্‌বে কেন?

শ্যামা। হ্যাঁ—অসুখ তোমার সময় বুঝে আস্‌বে কি না? পাগ্‌লামো করিস্ নে, ওরই ভেতর শরীর বাঁচিয়ে চল্। যা নাইগে, একটু গড়িয়েও নিস্। তোমার বিপদ হ'য়েছে, শরীর তো তা মান্‌বে না।

নির্ম্মলা। বাবা, তোমার আশীর্ব্বাদে কেন মান্‌বে না! নইলে লোকে কর্ত্তব্য কর্ম্ম ক'র্‌বে কি ক'রে! বাবা, তুমি কি বিশ্বাস করো না যে রাম-সীতা যখন বনে, লক্ষ্মণ পাহারা দেবার জন্যে চোদ্দ বৎসর ঘুমোন্ নি?—আমি খুব বিশ্বাস করি। শরীর তো মনের দাস,—আমি আমার শাশুড়ীর সেবা না ক'রে অসুখে প'ড়্‌বো!—কখন' না।

শ্যামা। তা না পড়ো বেশ তো, ঘুমুচ্ছে ব'ল্‌ছ—এখন তৃতীয় প্রহর হ'তে চল্লো, মাথায় একটু জল দাওগে না।

নির্ম্মলা। ছোট্‌ঠাকুরঝিকে খেতে পাঠিয়েছি, সে এলেই যাব। তুমি কিছু ভেবো না, আমি ঠিক শরীর বাঁচিয়ে চলি।

শ্যামা। দেখ্, খেয়ে দেয়ে নে,—ডাক্তার বড় ভয় দেখিয়ে গিয়েছে। ও ঘুম নয়, মাঝে মাঝে অঘোর হ'য়ে থাক্‌চে। কেমন হ'য়ে আছে জানিস?—যেন ঘড়ীর দম নাই, হঠাৎ কখন বন্ধ হ'য়ে যাবে।

নির্ম্মলা। তবে আমার শ্বশুর কেমন হ'য়ে রয়েছেন, তুমি একটু সতর্ক থেকো।

শ্যামা। নে নে—তোর অত ভাব্‌তে হবে না, তুই দু'টি খেয়ে নিগে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রসন্নকুমারের অন্তঃপুরস্থ কক্ষ

শয্যাশায়িতা পার্ব্বতী, পার্শ্বে নির্ম্মলা ও হরমণি

নির্ম্মলা। এই আবার কথা কইতে কইতে অঘোর হ'য়ে পড়্‌লেন,—কিন্তু যখন উঠ্‌ছেন, তখন তো বেশ জ্ঞান দেখ্‌ছি।

হর। মা, মৃত্যুর আগে অমন হয়,—যেমন প্রদীপ নেব্‌বার আগে সল্‌তেটা একবার জ্ব'লে ওঠে। আমরা বৃথা আশা কচ্চি, অমন হয়—আমি অনেক দেখেছি।

নির্ম্মলা। ওই আবার চেতন হ'য়েছে।

পার্ব্বতী। মা হরমণি, ভুবন আমাকে মার্জ্জনা ক'র্‌তে বলেছে; তুমি তারে ব'লো সে আমার কাছে অপরাধী নয়; আমি কঠিন

মা, আমিই তার কাছে অপরাধী; ব'লো আমি পাগল,—আমার জ্ঞান ছিলো না। আমার অঞ্চলের নিধি প্রমদাকে চিনতে পারি নাই,—পেত্নী ব'লেছি,—তার কাছ থেকে পালিয়ে এসেছি। আমি মা নই, মা হ'লে এ তো পারতুম না,—মা হ'লে আমার বাছাকে চিন্‌-তুম। ভুবন গায়ে ধুলো মেখেছে ব'লে তাকে তফাতে রাখ্‌তুম না। মা হ'লে সন্তানকে ভুলে থাক্‌তুম্‌ না। আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি, আমার চরমকাল উপস্থিত। ব'লো মা—ব'লো, আমি তারে আশীর্ব্বাদ করে মরেছি। সে যেন আমার উপর অভিমান করে না, সে যেন মা ব'লে আমায় এক একবার মনে করে।

হর। তবে মা—তোমার ভুবন পা'র ধুলো নিতে এসেছে, পা'র ধুলো দাও।

পার্ব্বতী। কই মা কই—আমার ভুবন কই?

ভুবনমোহিনীর প্রবেশ

ভুবন। এই যে মা! মা, আমি বৃথা জন্ম জন্মেছিলুম,—তোমাদের কলঙ্কের জন্য জন্মে-ছিলুম; মার কাছে সন্তানের অপরাধ নাই,—এই ভরসায় এসেছি। সতীলক্ষ্মী বউদিদির কৃপায় তোমার দর্শন পেয়েছি।—পা'র ধুলো দাও মা—আমি কলঙ্কিনী—তোমার পা ছুঁতে আমার সাহস হয় না।

পার্ব্বতী। এসো মা, মার কাছে তোমার অপরাধ কি? আমি তোমায় দেখি নাই, তাই তো মা তুমি গায়ে কালি মাখ্‌তে পেরেছ। আমি তোমায় জোর ক'রে এনে কেন কাছে রাখিনি!—তুমি নিরাশ্রয় হ'য়ে পথ ভুলেছ, ধর্ম্মে তোমার মতি হোক্‌।

নির্ম্মলা। ঠাকুরঝি, বাবার গলা পাচ্ছি,—তিনি কেমন হ'য়ে আছেন, তুমি স'রে এসো।

ভুবন। মা! আসি।

পার্ব্বতী। এসো মা,—তোমায় যত দেখ্‌বো, আমার দেখ্‌বার সাধ তো ফুরোবে না! কিন্তু আর আমার দেখ্‌বার সময় নাই, এই মা আমার শেষ দেখা।

[পদধূলি লইয়া ভুবনমোহিনীর প্রস্থান।

হরমণি, তুমি আমার কে ছিলে মা! দুখিনীর দুঃখে তাপিত হ'য়ে কোন স্বর্গ থেকে দেবী এসেছ!

হর। আমি যে তোমার দাসী।

প্রমদার প্রবেশ

পার্ব্বতী। আহা বাছা, আমি তোমায় পেত্নী ব'লেছিলুম! তুমি ছোঁবে, এই ভয়ে পালিয়ে এসেছি! আমার মুখে গঙ্গাজল দাও; তুমি গঙ্গাজল মুখে দিলে, মা জাহ্নবী আমায় কোল দেবেন। (প্রমদার তথা করণ) আর মা, আমি কর্ত্তার কাছে যতক্ষণ না বিদায় ল'য়ে যাই, তুমি যেও না।

প্রমদা। আমি কোথায় যাব মা?

পার্ব্বতী। তুমি নিরাশ্রয় হ'য়ে এসেছিলে, তোমায় যত্ন করি নাই,—তাই তুমি অভিমান ক'রে আমার কাছে থাক্‌তে চাও না। তোমায় বিদায় দিয়েছিলুম ব'লে থাকো না। দুখিনী মা মনে ক'রে আর অভিমান ক'রো না।

প্রমদা। মা, মা—ভগবতি, স্নেহময়ী জননি! তুমি কেন মা এ কথা ব'ল্‌ছ? তোমার স্নেহের কণামাত্র অন্যকে দেওয়ায় আমায় লোকে স্নেহময়ী বলে। করুণাময়ি, তোমার অপার করুণা কি তোমার সন্তান জন্ম-জন্মান্তরে ভুল্‌বে!

প্রসন্নকুমার ও পাগলের প্রবেশ

প্রসন্ন। পাগ্‌লা আয়, না এলে আমি তোরে মা'র্‌বো,—আমি তোর চেয়েও পাগল, তা জানিস্‌? দেখ্‌ বড় দুখিনী, জনমদুখিনী, আমি জ্বালার উপর জ্বালা দিয়েছি। আয় আয়, তোকে দেখে যদি অভাগিনী জুড়োয়!

পার্ব্বতী। (পাগলের প্রতি) বাবা এসেছ? তোমায় আমি ডেকেছি। তুমি আমার মৃত্যুর সময় সাম্‌নে দাঁড়াবে। তোমার কৃপা হ'লে, ভগবান আমায় কৃপা ক'র্‌বেন।

পাগল। আরে মাগী কি বকে! আমি ওর ছেলে, তা ভুলে গিয়েছে!

পার্ব্বতী। তবে বাবা—এসো; তোমার হাতে আমার পাগল স্বামীকে স'পে দিই। ও বড় জ্ব'ল্‌ছে, ওকে দে'খ্‌বার আর কেউ নাই।

প্রবোধের প্রবেশ

প্রবোধ। বাবা—বাবা, আমি তোমার পা ছুঁয়ে ব'ল্‌ছি, আমি বাড়ী থেকে বেরুবো না—যা ব'ল্‌বে, শুন্‌বো। তুমি রাগ ক'রো না, মাকে ভাল ক'রে দাও। সবাই ব'ল্‌চে, মা মরে যাবে, তুমি ভাল ক'রে দাও।

প্রসন্ন। পাগ্‌লা—শুন্‌ছিস্‌—চুপ ক'রে র'য়েছিস্‌ যে? এ সময় কি ব'ল্‌তে এসেছে শোন্‌। আমি কত সইবো—কত সয়!

পাগল। বাবু তুমি কি ব'লছ? এ সংসারে তো স'য়াসয়ির কথা নয়,—কাজ করবার কথা, —কাজ করো। কাপুরুষে পরের জ্বালা ভুলে, আপনার জ্বালা নিয়ে বিব্রত হয়।

পার্ব্বতী। এসো এসো—আমার মাথায় পা দিয়ে বিদায় দাও,—আমায় এখনি যেতে হবে; বেণী এসেছে—সুশীল এসেছে, দাও—দাও আমার মাথায় পা দাও! আমি তোমায় অনেক কুকথা ব'লেছি, আমি অজ্ঞান—অজ্ঞানের অপরাধ নিয়ো না!

পাগল। বাবু, মাথায় পা দাও।

নির্ম্মলা। ঠাকুরপো, গঙ্গাজল মুখে দাও।

প্রবোধের তদ্রূপ করণ

পার্ব্বতী। দীনবন্ধু! (মৃত্যু)

প্রবোধ। ওমা—মা!—

প্রসন্ন। পাগল, ফুরুলো,—আর হেথায় কি ক'র্‌বো! [প্রস্থান।

নির্ম্মলা। (হরমণির প্রতি) মা, যা ক'র্‌বার তুমিই করো,—আমার বাবাকে খবর পাঠাও।

হর। কিছু ভেবো'না মা, তিনি লোকজন নিয়ে বাইরে আছেন।

প্রবোধ। বউদিদি—বউদিদি, মা কি ম'রে গেল? আর কি আ'সবে না! মা মা—

নির্ম্মলা। মা—মা, কাঁদ্‌তে রেখে গেলে,—কাঁদ্‌বো, কিন্তু এখন নয়। তোমার ছেলে অবোধ, আমার উপর ভার, (পাদস্পর্শ করিয়া) মা আশীর্ব্বাদ করো, সে ভার বইতে আমি কাতর না হই।

প্রমদা। বউদিদি, আমি মাকে ছোঁব না,——আমার জাত নাই। আমরা মার সন্তান নই, তুমিই মার সন্তান। তুমি দেবী, তোমায় তো ব'ল্‌বার কিছুই নাই যে ব'ল্‌বো।

নেপথ্যে পদশব্দ

নির্ম্মলা। ঠাকুরপো ওঠো,—কেঁদো না; এতদিন খেলিয়ে বেড়িয়েছ, এখন তোমার কাজ। মার কাজ করো,—মা স্বর্গে যাচ্ছেন, তুমি পথে ফুল ছড়িয়ে দেবে।

প্রবোধ। (নির্ম্মলার গলা ধরিয়া) কি ক'র্‌বো বউদিদি?

লোকজন লইয়া শ্যামাদাসের প্রবেশ

শ্যামা। চল, আমরা নিয়ে যাই। নির্ম্মলা, প্রবোধকে সরকার মশাই নিয়ে যাবে এখন, তোমার কাছে এখন থাক্‌। (লোকজনের প্রতি) চলো চলো, বিছানা শুদ্ধ নিয়ে যাই।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রকাশের বহির্ব্বাটী-সংলগ্ন পুষ্পোদ্যান

সর্ব্বেশ্বর, ঘেঁচী, শুভঙ্কর ও চিত্তেশ্বরী

চিত্তে। এই আর বুঝ্‌তে পারো না? আমার বোধ হয় ও একটা মাড়োয়ারী,—হরমণি ওর আগেকার মেয়েমানুষ,—এখন বিধবা জুটিয়ে দেয়। প্রসন্নর বউটোর উপর ওর টাঁক আছে, তাইতে ওদের দিকে এত হ'য়েছে।

ঘেঁচী। ঠিক—ও এক চা'ল বটে; ও পরোপকার ব'লে সব ঢাকা যায়।

সর্ব্বে। তা আমাদের ছেড়ে দিলে কেন?

ঘেঁচী। বাবা, তুমি আমার বাবার যোগ্য এক দম্‌ নও। তোমাদের নামে পুলিস কেস চালালে পেট শুদ্ধ ভুবনকে গিয়ে সাক্ষী দিতে হ'তো না? তা নইলে বুঝি তোমাদের উপর দয়া ক'রে ছেড়ে দিয়েছে! প্রকাশকে ডাকালে?

সর্ব্বে। বেয়ারাকে খবর দিতে পাঠিয়েছি।

বেহারার প্রবেশ

বেহারা। বাবুকা অসুখ হয়েছে, বাবু শুইয়েছে।

ঘেঁচী। শুলে হবে না,—বল্‌ ঘেঁচী সাহেব এসে ব'সে আছে।

[বেহারার প্রস্থান।

চিত্তে। ওর মত্‌লব্‌ বুঝ্‌তে পাচ্চিনে। ও হ্যাণ্ডনোট জাল ক'রেছে কি না,—তাই পাগ্‌লা বেটাকে ভয় ক'চ্চে। ওকে আমার বিশ্বাস হয় না। আর ওকে এত দরকারই বা

কি? আমি প্রসন্নবাবুর ঝিকে আর বেয়ারাকে হাত ক'রেছি; তারা ব'ল্‌বে,—তারা শুনেছে, প্রসন্ন তার স্ত্রীকে ব'লেছে যে বিষ দাও।

ঘেঁচী। আর প্রকাশকে দিয়ে বলা'তে হবে সে লাস চালান দিতে দেখেছে।

চিত্তে। কেন—শুভঙ্কর ব'ল্‌বে এখন, যে ঘাটে পোড়া'তে গিয়েছিল—দেখেছে। বটকৃষ্ণটা যে বেহাত হ'লো,—ওরা দুজনে বল্‌লে পাকা হ'তো।

শুভ। দিদি, আমায় জড়াস নে,—আমার বড় ভয় করে। ঐ পাগ্‌লা বেটা কমেন দিয়ে ফ্যাসাদে ফেলে দেবে। এ বয়সে ঘানি টা'ন্‌লে বাঁচ্‌বো না।

চিত্তে। দেখ্‌, অমন ক'র্‌বি তো বেণেদের বাড়ী থেকে হোম্‌ ক'র্‌তে গিয়ে সোণার বাটী চুরি ক'রে এনেছিস্‌, ধরিয়ে দেবো। ব্যাটা ছেলে, কাছা দেয় না—ভয়েই ম'লো!

ঘেঁচী। ভয় কি গণৎকার, গুণে দেখ না, কেতুকে কাম্‌ড়েছে রাহু, আর মঙ্গলটা আমাদের শত্রুর বুকে বাঁশ দিয়েছে। (সর্ব্বে-শ্বরের প্রতি) বাবা, তুমি আজই ওয়ারেন্ট বা'র করো,—'বোমসেলে'র মতন একেবারে ব্যাটাদের ঘাড়ে পড়া যা'ক্‌। পিসী, তুমি বটকৃষ্ণকে হাত ক'র্‌বার চেষ্টা পাও। শুভঙ্কর আর ও তো কু'চ্‌লে খায়? ওকে দিয়ে বলা'তে হবে যে ওর কাছ থেকে প্রসন্ন কু'চ্‌লে নিয়ে গেছে। দেখ না, দশ বিশ টাকা ছাড়্‌লে হবে না?

সর্ব্বে। না, ওর প্রকাশবাবুর উপর বড় রাগ।

ঘেঁচী। হাতে টাকা পেলে, টাকার গর্ম্মিতে রাগের গর্ম্মি কেটে যাবে।

সর্ব্বে। আমার বড় পাগলা বেটাকে ভয় হ'চ্চে।

ঘেঁচী। ছ্যা, ঘেন্না ধরিয়ে দিলে! আমার বাপ ব'লে আর পরিচয় দিও না। তোমায় দিয়ে কোন কাজ হবে না, আমি নিজেই ওয়ারেণ্ট বা'র ক'র্‌বো।

চিত্তে। তাই যাও বাবা—তাই যাও; আর দেরী ক'রো না।

ঘেঁচী। দাঁড়াও না, প্রকাশকে যদি ভুজং-ভাজাং দিয়ে হাত ক'র্‌তে পারি—দেখি। ওকে দিয়ে একটা এফিডেবিট ক'রে নিতে চাই যে, ও লাস চালান দিতে দেখেছে। বলা যা'ক না, বাপ্‌কে বাঁচাতে ভুবন সাফাইনামা লিখে দেবে। বাবা দেখ, বেয়ারা বেটা, প্রকাশকে ডা'ক্‌লে কি না।

প্রকাশের প্রবেশ

প্রকাশ। হাঁ ডেকেছে। যাও, তোম্‌রা আমার বাড়ী থেকে বেরোও। (সর্ব্বেশ্বরের প্রতি) সর্ব্বেশ্বর, আর ত আমার কিছু নাই যে লুঠবে, তবে আর হেথায় কেন? যাও, আর আমার বাড়ী মুখো হ'য়ো না।

ঘেঁচী। প্রকাশবাবু, তুমি এমন আহাম্মুখ কেন? প্রসন্নকে ফাঁসাদে ফেল্‌লে তোমার সব দায় কেটে যাবে।

প্রকাশ। মাপ করো,—তোমাদের ঠেঙে মাপ চাচ্চি—বেরোও। আর কথা নয়, কার সঙ্গে কথা ক'চ্চ জানো না! অনেক পাপ ক'রেছি, আর নরহত্যা করিও না। এখনি না বেরুলে আমি একটা একটা ক'রে খুন ক'র্‌বো।

শুভ। ও দিদি, চল্‌ চল্‌ চল্‌!

সর্ব্বে। যাচ্চি বাবু—যাচ্চি বাবু!

ঘেঁচী। প্রকাশ বাবু!

প্রকাশ। Brute (ধাক্কা প্রদান)

[প্রকাশ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

নেপথ্যে চিত্তেশ্বরী। আমি তো ব'লেছি, ওকে দিয়ে কাজ হবে না।

প্রকাশ। আমি কি সেই!—আমারই কি হাতে হাতে বেণী তার স্ত্রীকে স'পে দিয়ে গিয়েছিল? আমিই কি তার মৃত্যুশয্যায় প্রতিজ্ঞা ক'রেছিলুম, আমার জীবন থাক্‌তে ভুবনের অনিষ্ট হবে না?—আর সেই ভুবনকে পুলিসে ধরিয়ে দেবার জন্যে যত্ন ক'রেছি! অবলার সর্ব্বনাশ ক'রে—নানাপ্রকার উৎপীড়ন ক'রে ক্ষান্ত হই নাই! এ কি দুঃস্বপ্ন দেখ্‌লুম!—না সত্য ঘটনা হ'য়ে গিয়েছে। আমায় কেন পাগলা দয়া ক'র্‌লে! জেল না খাট্‌লে আমার কিসে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে! আমার মহাপাপের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে? বিশ্বাসঘাতক, বিধবার সম্পত্তি-অপহারক, সতীর ধর্ম্মনষ্টকারী, বন্ধুদ্রোহী! শুনেছি না তুষানল ক'রে পুড়ে ম'রে! দেখি, সে জ্বালায় যদি এ যন্ত্রণার উপশম হয়!

পাগলের প্রবেশ

পাগল। প্রকাশবাবু, এই দশ হাজার টাকা তুমি নাও, যার টাকা তাকে ফিরিয়ে দিয়ো।

প্রকাশ। হ্যাঁ হ্যাঁ—দাও দাও,—আমায় মাপ ক'রো না, মিয়াদ দিয়ে দাও। সদাশিব-চায়েনরূপ টাকা নিলে আমার সাজা কম হবে। যাতে সাজা বৃদ্ধি হয়—করো; আমি ভুবনকে গর্ভপাত ক'র্‌তে পরামর্শ দিয়েছি—সে কথা আদালতে ব'লো। আমি আশ্রিতা অনাথা বিধবাকে মজিয়ে তার নামে অপবাদ দিয়ে পীড়ন ক'রে সাফাই লিখিয়ে নিতে গেছি—সব ব'লো। তোমার সাক্ষীর দরকার হবে না, আমি সব স্বীকার ক'র্‌বো। দেখি যদি জেল খেটে আমার অশান্ত হৃদয় কিছু শান্ত হয়। বল' বল'—কি উপায় আছে বল? আমি দাবানলে জ্বল্‌ছি,—মহাপাপের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে বল'? তুমি যে প্রায়শ্চিত্ত আছে ব'ল্‌বে, সেই প্রায়শ্চিত্ত ক'র্‌বো।

পাগল। তুমি স্থির হও।

প্রকাশ। আমায় অবিশ্বাস ক'চ্ছ? আর অবিশ্বাস ক'রো না,—বড় প্রাণের জ্বালা—বড় প্রাণের জ্বালা! তুমি মহাপুরুষ,—মহাপাপের কি যন্ত্রণা—জনো না! আমি ভুবনকে পীড়ন ক'রে লিখিয়ে নিতে গিয়েছিলুম!—তার চক্ষের জল আমার মনে প'ড়্‌ছে—বেণীর মৃত্যুশয্যা মনে প'ড়্‌ছে,—বেণীর অকপট বিশ্বাস মনে প'ড়ছে! আমি অশান্ত, আমার এ জগতে শান্তি নাই,—তুমি আমার বুকে পা দাও,—যদি শান্ত হ'তে পারি।

পাগল। তুমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা ক'রে তাঁর দাস হও,—তোমার অশান্তি দূর হবে।

প্রকাশ। তুমি সত্য তো পাগল নও, কি পাগলের মত কথা ক'চ্চ! কি ক'রে প্রার্থনা ক'র্‌বো? আমার পাপ জিহ্বায় সে পবিত্র নাম আস্‌বে কেন? আমায় তিনি কৃপা ক'র্‌বেন কেন? আমি কি ব'লে কৃপা প্রার্থনা ক'র্‌বো? আমি প্রার্থনা ক'র্‌বার চেষ্টা ক'রেছি,—কই প্রার্থনা তো ক'র্‌তে পারি নাই! আমার ভয় হয়! বিশ্বাসঘাতককে তিনি দয়া ক'র্‌বেন কেন? আমি নিরাশ্রয় অবলাকে কলঙ্ক-সাগরে ডুবিয়েছি,—সংসার ছারেখারে দিয়েছি,—পিতৃতুল্য প্রসন্নবাবুর মাথা হেঁট ক'রেছি! কোথায় যাবো—কি ক'র্‌বো—কি হ'লো! জ্বালা—জ্বালা—দারুণ জ্বালা! পাগল, আমায় পায়ে রাখো! (পদদ্বয় ধারণের উদ্যোগ)

পাগল। (নিবারণ করিয়া) কি করো! ভয় নাই,—ভগবান্‌কে ডাকো,—তিনি করুণাময় জানো না? আমি সামান্য মানুষ—আমার কেন পায়ে ধ'রচ।

প্রকাশ। না না, তোমার চরণস্পর্শ ক'রবো না, আমার স্পর্শে তুমি অপবিত্র হবে। কি যন্ত্রণা—কি যন্ত্রণা!

[প্রস্থান।

হেবো ও বটকৃষ্ণের প্রবেশ

হেবো। পাগলা! বাবা তুই যা ব'ল্‌বি শুনবে, ও আর ঘেঁচীদের সঙ্গে যায় না। তুই যে কাজ দিবি, ক'র্‌বে। (সর্ব্বেশ্বরের প্রতি) কেমন বাবা?

বট। ম'শায়, আপনাকে আমি চিন্‌তে পারি নাই। আমি ভাব্‌তুম, আপনি কি মতলবে পরোপকার করেন। আপনার অসীম দয়া; আমি মুদীর হাতচিঠি ছিঁড়ে ছিলুম,—আমার নিশ্চয়ই জেল হ'তো,—এ বয়সে জেল খাট্‌লে বাঁচতুম্ না,—আপনার কৃপায় রক্ষা পেয়েছি। আপনি আমার ছেলেকে দয়া করেন,—আমাকেও পায়ে রাখুন।

পাগল। হেবো, তোর বাপকে কি কাজ দিবি?

হেবো। বাবা বড় পেটাত্তে,—নেশা করে কি না? কাঙ্গালীদের খাবার চাক্‌তে দে, তা'হলে আর চুরি ক'র্‌বে না।

পাগল। হাঁ হাঁ, বেশ ব'লেছিস্‌ (বটকৃষ্ণের প্রতি) তুমি কা'ল থেকে কাঙ্গালীভোজনের কিরূপ সামগ্রী প্রস্তুত হয় পরীক্ষা ক'রো, আর দাঁড়িয়ে থেকে কাঙ্গালীদের খাওয়ার তদারক ক'রো।

হেবো। কেমন বাবা, বেশ কাজ পেলে তো? যাও।

বট। আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আর দুর্ম্মতি না হয়।

[বটকৃষ্ণের প্রস্থান।

হরমণির প্রবেশ

হর। বাবা হাবু, তুমি দেখগে—যে অনাথা বিধবাকে তুমি গঙ্গাতীর হ'তে এনেছিলে, সে ঘোষ বাবুদের সাবানের বাক্স কেমন সুন্দর তোয়ের ক'র্‌তে শিখেছে।

হেবো। না—আমি যাবো না। আমি হেবো,—নেকা বেটী আমায় ব'ল্‌ছে, হাবু—হাবু!—হাবু তো বোকা।

হর। না না, হেবো—হেবো! (সাদরে পৃষ্ঠে আঘাত করণ)

হেবো। হিঃ হিঃ হিঃ! [প্রস্থান।

হর। পাগল দাঁড়াও, কি ব'ল্‌বে ব'লেছিলে বল?

পাগল। আর কি ব'ল্‌বো,—মাঝে মাঝে মরি আর জন্মাই, তা তো শুনেছ।

হর। তুমি প্রথম কি ক'রে ম'লে?

পাগল। সে হাঁসপাতালে।

হর। বলো—বলো—হাঁসপাতালে কেন গিয়েছিলে?

পাগল। এক গলা জলে দাঁড়িয়েছিলুম,—সাঁতার দিতে গিয়ে ডুবে গেলুম।

হর। একগলা জলে দাঁড়িয়েছিলে কেন?

পাগল। দাঁড়াবো না; বে ক'র্‌লুম যে!

হর। বে ক'র্‌লে কি?

পাগল। কি আর, বে ক'র্‌লুম।

হর। একগলা জল কি?

পাগল। আজকাল যে দিন প'ড়েছে, বে ক'র্‌লেই একগলা জলে দাঁড়াতে হয়।

হর। তোমার স্ত্রী আছে?

পাগল। সে বিধবা হ'য়েছে।

হর। সে কি? বলো, বলো—

পাগল। আমি একগলা জলে দাঁড়িয়েছিলুম,—ভেবেছিলুম, মাঝখানে গিয়ে ডুব দিয়ে তার জন্যে মাণিক তুল্‌বো। মাণিক তুল্‌লুম, তাকে দেবার জন্যে আ'ন্‌ছিলুম,—এমন সময় দেখি—হাঁসপাতালে ম'রেছি; ম'রে পাগল হ'য়ে জন্মালুম।

হর। (পদদ্বয় ধরিয়া) বলো—বলো—তুমি কে?

পাগল। হরমণি, আর বলায় তো ফল নাই,—এখন আর অন্য পথ তো নাই,—আমাদের পথ তো চিনে নিয়েছি, তবে আর কেন জিজ্ঞাসা ক'চ্চ?

হর। প্রভু, ইষ্টদেবতা! (মূর্চ্ছা)

পাগল। হরমণি, হরমণি,—কেন আত্মহারা হ'চ্চ? আমরা যে পথে চ'লেছি, যদি ঠিক যেতে পারি, স্বর্গের উপরে যেথায় স্বার্থশূন্য মহাপুরুষগণের স্থান, সেথায় তাঁদের পদসেবা ক'র্‌বার জন্য ভগবান্ আমাদের নিযুক্ত ক'র্‌বেন। স্থির হও, হেথায় কাজ শেষ করো।

হর। পায়ের ধূলো দাও, আমি পবিত্র হই।

পাগল। তুমি পবিত্রা,—তোমায় পবিত্রা জেনেই গঙ্গার ঘাট থেকে তোমায় এনেছিলুম। তোমার অপকলঙ্ক শরতের মেঘের ন্যায় ভেসে গিয়েছে,—তোমার নির্ম্মল জ্যোতিতে আমার হৃদয় উজ্জ্বল! যাও কাজ করো,—কর্ম্মভূমে অবকাশ তো নাই যে কথাবার্ত্তা কবো।

[পাগলের প্রস্থান।

হর। ভগবান্—ভগবান্, তুমি বাঞ্ছা-কল্পতরু! আমার প্রার্থনা পূর্ণ হ'য়েছে, আমার স্বামীর দর্শন পেয়েছি।

প্রকাশের পুনঃ প্রবেশ

প্রকাশ। হরমণি,—হরমণি, আমি তোমায় খুঁজ্‌তে গিয়েছিলুম। তুমি আমায় ভুবনের কাছে নিয়ে যাও; তার পায়ে ধ'রে মাপ চাইবো। না—না, সেথায় যাবো কেমন ক'রে? সে আমার মুখ দর্শন ক'র্‌বে কেন! আমার মাথায় বজ্রাঘাত হয় না—সর্পদংশন করে না!—কি হ'লো, কোথায় যাবো! [প্রস্থান।

হর। অনুতাপানলে দগ্ধ হ'চ্চে। ভগবান্—পতিতপাবন! তুমি তো অনুতপ্তকে মার্জ্জনা করো!

[প্রণাম করিয়া প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

পথ

রকে বসিয়া ধূমপানরত বৃদ্ধগণ এবং পথে ক্রীড়ারত বালকগণ

১ বৃদ্ধ। ছেলেটা আছে শুন্‌তে পাই।

২ বৃদ্ধ। যেমন দেমাকে চোখে দেখ্‌তে

পেতো না, তেমনি বেটা জব্দ হ'য়েছে! ভগবান্ আছেন কি না, অত দম্ভ সইবেন কেন?

১ বৃদ্ধ। বেটার বউটাও নাকি একটা বড় মানুষের ছেলের সঙ্গে আস্‌নাই ক'রেছিলো, empty house-এ পাল্কী ক'রে যেতো আস্‌তো।

২ বৃদ্ধ। ওরে—ওরে ছোঁড়ারা, ওই প্রসন্ন বাড়ুজ্যে আস্‌ছে—ওই প্রসন্ন বাড়ুজ্যে আস্‌ছে!

বালকগণ। হাঁ তো রে!

প্রসন্নকুমারের প্রবেশ

ও খৃষ্টান প্রসন্ন—ও খৃষ্টান প্রসন্ন, নাতি হ'য়েছে,—সন্দেশ খাওয়ালে না? আমরা অট-কৌড়ে বাজাতে যাবো। আমরা ছড়া শিখেছি,—

আট কৌড়ে বাটকৌড়ে ছেলে আছে ভালো।
কুলো বাজিয়ে নুড়ো জেবলেছে
ভুবন-প্রকাশ আলো॥
খবর দিলুম মাতামহ, ছেলে হয়েছে বেশ।
তে রাত্তিরে পিণ্ডি দেবে,
খাওয়াও না সন্দেশ॥

বৃদ্ধ। এই ছোঁড়ারা কি করিস্—কি করিস্?

সঙ্কেতে উৎসাহ দান

১ বৃদ্ধ। প্রসন্ন বাবু ভাল আছেন তো? বড় যে কাহিল দেখ্‌ছি?

[প্রসন্নকুমারের প্রস্থান ও পশ্চাতে বালকগণের ছড়া বলিতে বলিতে অনুসরণ।

২ বৃদ্ধ। এসো না—এসো না, রগড় দেখা যাক্!

১ বৃদ্ধ। আরে নাও চল্লুম,—খুব জব্দ হ'য়েছে।

২ বৃদ্ধ। এখনো দেমাক কমে নি, কারো সঙ্গে কথা নাই, ঘাড় গুঁজেই চ'লেছে।

[সকলের প্রস্থান।

হরমণি ও পাগলের প্রবেশ

হর। সে কালীঘাটে একটি বিধবাকে খালাস ক'রতে গেছে। আমি তারে সেখানে রেখে আস্‌চি।

পাগল। তুমি শীগ্‌গির যাও, এই গলির মোড়ে আমার জুড়ী তৈরী আছে; তাকে ব'লো, আর তার গোপন থাকা হবে না। সকলকে জানা'তে হবে সে বেঁচে আছে; নইলে তার বাপের মহা বিপদ হবে। একেবারে ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে নিয়ে এসো।

হর। কি হ'য়েছে?

পাগল। যাও যাও—শীগ্‌গির যাও, কথার সময় নাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

প্রসন্নকুমারের বহির্ব্বাটীর কক্ষ

প্রসন্নকুমার

প্রসন্ন। কেন আর প্রাণের মমতা করি! কিসের পাপ? শাস্ত্রের শাসন। আত্মহত্যা পাপ কেন? নিষ্ঠুর শাস্ত্র! শাসন-বাক্য লিখেছে,—যেন দুঃখের না অবসান হয়, ম'রে না জুড়ুতে পারে। আর আমার কিসের শাস্ত্র? হেয় জীবনভার কেন বইবো!—সন্তান-হত্যা ক'র্‌বো না,—পাপিনী অনুতাপে দগ্ধ হোক্—দুঃস্বপ্নে দিবারাত্র আচ্ছন্ন থাকুক। কন্যাহত্যায় ফল নাই,—আমি ম'লেই ফুর্‌বে। এ হেয় দেহভার কেন আর বইবো? শুনেছি হাইড্রোস্যানিক এসিড অতি তীব্র বিষ,—মৃত্যুযন্ত্রণা হয় না। কই—শিশিটে কিনে এনে কোথায় রা'খ্‌লুম? বোধ হয় আল্‌মারীর ভেতর লুকিয়ে রেখেছি। (নেপথ্যে কোলাহল শুনিয়া) কারা আস্‌ছে!

ঘেঁচী, সর্ব্বেশ্বর, মিঃ বড়াল, মিঃ মল্লিক, পাহারা-ওয়ালা, জমাদার, ইন্‌স্পেক্টার প্রভৃতির প্রবেশ

ঘেঁচী। ধরো, খুনে!

প্রসন্ন। (ইনস্পেক্টারের প্রতি) কি আমায় ধ'র্‌বে? ধরো,—নিয়ে চলো,—আমার সম্পূর্ণ হোক। এত চৌকীদার সঙ্গে ক'রে এনেছ কেন? আমি মৃত, তবে যে টুকু দুঃখভোগ ক'র্‌বার জন্য জীবিত থা'ক্‌তে হয়, সেটুকু জীবিত আছি।

ইন। ম'শায় আমার অপরাধ নাই,—এই ওয়ারেণ্ট দেখুন,—আপনার নামে খুনি ওয়ারেণ্ট জারি হ'য়েছে। আপনার জামাই ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দরখাস্ত ক'রেছেন যে,

আপনি আপনার কন্যাকে বিষ দিয়ে মেরেছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট এ'দের জবানবন্দী নিয়ে ওয়ারেণ্ট দিয়েছেন,—আপনাকে যেতে হবে। আপনি মানী লোক, আপনাকে ধ'র্‌তে আসায় আমি দুঃখিত।

নির্ম্মলাকে টানিয়া চিত্তেশ্বরী ও পাহারাওয়ালার প্রবেশ

চিত্তে। ইনস্পেক্টার সাহেব, এই নির্ম্মলা।

প্রসন্ন। হ্যাঁ ইনস্পেক্টার, আমি খুনেই বটে।

চিত্তেশ্বরীর গলা টিপিয়া ধরণ এবং পুলিস কর্ত্তৃক চিত্তেশ্বরীর মুক্তি

ঘেঁচী। খুনে দেখ্‌ছ না? দাও দাও—হাতকড়ি হাতে দাও।

প্রসন্নকুমারের হস্তে পুলিসের হাতকড়ি দেওন

বড়াল। বিধুমুখি, এইবার চলো—তোমার জন্য সেদিন বড় মা'র খেয়েছি! ব'ল্‌তে হয়, দশ হাজার মনে ধরে নি,—আরও দশ হাজার মিঃ বাসু দিতেন। এখন যে যেতে হ'চ্চে।

নির্ম্মলা। ইনস্পেক্টার বাবু, আপনি যে জন্যেই আসুন, আমি জানি নি—এ'রা কি ষড়যন্ত্র ক'রেছেন,—কিন্তু কুলবধূর অপমান কেন শুন্‌ছেন? আমার মিনতি রাখুন,—আমার শ্বশুরের হাতে হাত-কড়ি দেবেন না,—কোথায় নিয়ে যেতে হবে বলুন,—আমি কচি ছেলের মত নিয়ে যাচ্চি।

ইন। মা, কি ক'র্‌বো? তোমার নামে ওয়ারেণ্ট রয়েছে। এ'রা ব'লেছেন যে তুমিও বিষ দেওয়াতে সাহায্য ক'রেছ।

নির্ম্মলা। আচ্ছা, আমাকেও নিয়ে চলুন, হাতকড়ি খুলে দেন।

চিত্তে। না, খুনের হাতে হাতকড়ি দেবেন না! না ধ'র্‌লে আমায় খুন ক'র্‌তো ইনস্পেক্টার বাবু তো চোখের উপর দেখ্‌লে?

নির্ম্মলা। ইনস্পেক্টার বাবু, হাতকড়ি খুলে দেন। আমার অপমান দেখে আমার শ্বশুর রেগেছিলেন। আমায় বিনা কারণে এই চণ্ডালদের সাম্‌নে টেনে এনেছিল,—তাই আমার শ্বশুরের ধৈর্য্যচ্যুতি হ'য়েছিল। রাখুন রাখুন, অবলার মিনতি রাখুন,—হাতকড়ি খুলে দিন।

ইন। —না মা, তা পা'র্‌বো না,—এখনো তোমার শ্বশুরের চক্ষু দেখ—দন্তঘর্ষণ দেখ,—ছেড়ে দিলে এখনি খুন হ'য়ে যাবে।

নির্ম্মলা। এদের সব সরিয়ে দিন,—তা হ'লে তো খুন ক'র্‌তে পার্‌বেন না। তার পর হাতকড়ি খুলে দে নিয়ে যান। দিন—দিন, হাতকড়ি খুলে দিন,—আপনার পায়ে ধ'র্‌চি।

চিত্তে। খুনের হাতে হাতকড়ি দেবে না তো কি? শ্বশুরের জন্যে রস হ'চ্ছে! এও তো খুনে,—একেও হাতকড়ি দাও।

সর্ব্বেশ্বর। (জনান্তিকে ইনস্পেক্টারের প্রতি) ইনস্পেক্টার বাবু, একে থানায় নিয়ে যাবেন না; মিঃ বাসুর বাগানে নিয়ে চলুন,—আপনি যা চান—তাই পাবেন।

ইন। এ'রা খুনে কি না, তা হাকিম বিচার ক'র্‌বেন; কিন্তু প্রকৃত যদি কেউ খুনে থাকে, তা আপনারা।

শ্যামাদাসের প্রবেশ

নির্ম্মলা। বাবা, আমার শ্বশুরের হাতকড়ি খুলিয়ে দাও।

শ্যামা। চুপ কর্‌,—তুই হেথায় কেন?

ইন। আজ্ঞে, ওঁর নামেও abetment of murder-এর charge আছে, এই warrant দেখুন।

শ্যামা। তোমরা এত লোকে এই ভদ্রলোককে নিয়ে যেতে পা'র্‌তে না? হাতকড়ি দিয়েছ কেন?

ইন। উনি এই স্ত্রীলোকের গলা টিপে ধ'রেছিলেন,—উনি উন্মত্তের মতন হ'য়েছেন—কাজেই হাতকড়ি দিতে হ'য়েছে। আমার কর্ত্তব্য ক'রেছি,—রাগ ক'র্‌বেন না।

সদাগরের পরিচ্ছদে পাগলের প্রবেশ

পাগল। ইন্‌স্পেক্টার ছেড়ে দাও; এরা খুনে নয়,—ষড়যন্ত্র ক'রে মিথ্যা খুনের দাবী দিয়েছে।

ঘেঁচী। মিথ্যাকথা! ব্যাটা ভোল ফিরিয়েছে,—এখানে পাগ্‌লামো চ'ল্‌বে না। আমার স্ত্রীকে খুন ক'রেছে।

হরমণি ও প্রমদার প্রবেশ

প্রমদা। তোমার মিথ্যা কথা,—এই আমি জীবিত। তোমায় পরপুরুষ জ্ঞানে বিবাহ-সভায় মূর্চ্ছা গিয়েছিলুম; আমার অদৃষ্টের দোষে তোমার সঙ্গে বিবাহ হয়। তুমি যে নিষ্ঠুরতা ক'রে আমায় তাড়িয়ে দিয়েছিলে, সে ভগবানের কৃপা। তাঁর কৃপায় আমার প্রকৃত স্বামীর চরণ ধ্যান ক'র্‌তে এখন আমি আর কুণ্ঠিত নই।

শ্যামা। ইনস্পেক্টার এই শুন্‌লে? হাতকড়ি খুলে দাও, তুমি চ'লে যাও।

ঘেঁচী। না, এ আমার স্ত্রী নয়; হরমণি একটা ছুক্‌রি সাজিয়ে এনেছে।

ইন। ম'শায় মাপ করুন। আমার উপর ওয়ারেণ্ট জারি ক'র্‌বার হুকুম। ইনি এর কন্যা কি না, সে বিচার আমি এখানে ক'র্‌তে পারি না,—আমি এদের চালান দিতে বাধ্য।

পাগল। আমি ব'ল্‌চি, তোমার কোন আশঙ্কা নাই; সমস্ত দায়িত্ব আমি নিচ্চি, তুমি ছেড়ে দাও। আমি ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্ট থেকে warrant কাটিয়েছি।

ইন। ম'শায়, দেখ্‌ছি আপনি সজ্জন—পরোপকারী; কিন্তু আপনি কে তা আমি জানি নি; আপনার দায়িত্বের উপর নির্ভর ক'রে খুনী আসামী ছেড়ে যেতে পারি না।

পাগল। আমি সদাশিব-চায়েনরুপের প্রধান অংশীদার। আমার নাম সদাশিব; আমি এর কন্যাকে ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে নিয়ে গিয়ে ওয়ারেন্ট cancel করিয়েছি।

ইন। অ্যাঁ আপনি! ম'শায় ম্যাজিষ্ট্রেটের order আনুন,—আমি অপেক্ষা ক'চ্চি।

বড়াল। (ঘেঁচীর প্রতি জনান্তিকে) দম দিচ্চে! order cancel কি পাগ্‌লা ব্যাটার কথায় হয়।

ঘেঁচী। অপেক্ষা কি? খুনে আসামী নিয়ে চলো; নইলে তুমি neglect of duty-র charge-এ প'ড়্‌বে।

সর্ব্বে। তুমি কোথাকার আহাম্মুখ! পুলিসে কাজ করো,- এই পাগ্‌লা ব্যাটার দমে ভুল্‌ছ?

ইন। খুব মতলব এ'টেছেন,—শেষটা টিকলে হয়। একি! ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব যে!

ম্যাজিষ্ট্রেট, শুভঙ্কর ও বটকৃষ্ণের প্রবেশ

ম্যাজি। (ঘেঁচী, মল্লিক ও বড়ালের প্রতি) তোম লোক হ্যায়, এই তিন আড্‌মিকো handcuff চড়াও।

পুলিসকর্ত্তৃক ঘেঁচী, মল্লিক ও বড়ালের হস্তে হাতকড়ি প্রদান

(প্রসন্নকুমারের প্রতি) Inspector, take off the handcuff.

পুলিস কর্ত্তৃক প্রসন্নকুমারের হাতকড়ি মোচন

(সদাশিবের প্রতি) Well সদাশিব,—

বড়াল ও মল্লিক। Do not arrest us unlawfully.

ম্যাজি। No—not at all, you are in the conspiracy. (প্রমদার প্রতি) Lady, হামি দুঃখিত, আপনাকে আমার আদালতে যাইতে হইয়াছে। (সদাশিবের প্রতি) Mr. সদাশিব, I came to apoligize to প্রসন্নবাবু, and his daughter-in-law for having issued warrant against them. I came myself with the order; it is with your man suppose. (বটকৃষ্ণের প্রতি) আপনার নিকট order আছে?

বট। হ্যাঁ হুজুর। (অর্ডার-পত্র প্রদান)

ম্যাজি। (প্রমদার প্রতি) Once, more lady, আপনি ক্লেশ করিয়া আমার আদালতে গিয়াছিলেন, আমি ক্ষমা চাহিতেছি। সদাশিব, your testimony alone was sufficient; you could have spared the lady. আমি সকলের নিকট pardon চাহিতেছি।

শ্যামা। সাহেব—সাহেব, আপনার বদান্যতায় আমরা চিরবাধিত। আপনি ভদ্রলোকের আর কুলবধূর মর্য্যাদা রক্ষা ক'রেছেন।

ম্যাজি। Oh—this is the daughter-in-law? Innocence herself! Oh you hell-hounds! (নির্ম্মলার প্রতি) মায়ি, মার্জনা করিবেন; আমি না বুঝিয়া আপনার বিপক্ষে warrant দিয়াছিলাম।

নির্ম্মলার করযোড় করিয়া অভিবাদন

মিঃ বাসুর প্রবেশ

বাসু। বাঁধো ব্যাটাদের—বাঁধো ব্যাটাদের! (ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রতি) কে ইনস্পেক্টার সাহেব,—

তুমি ইনস্পেক্টার সাহেব? এই চিঠি দেখ,—এই ঘেঁচী ব্যাটা আমায় লিখেছিল যে, ভদ্রলোকের মেয়ের নামে খুনি charge দিয়ে আমার বাগানে নিয়ে যাবে, আমি ওকে বিশহাজার টাকা দেবো।

ম্যাজি। Thank you gentleman.

শুভ। আর এই চিঠি দেখুন,—বড়াল সাহেব লিখেছিলেন—মল্লিক সাহেবকে; মল্লিক সাহেব সেই চিঠির পিঠেই জবাব দিয়েছিলেন, প'ড়ে দেখুন। লেখা আছে, কুলবধূকে অপমান ক'র্‌বার সুযোগ হ'য়েছে।

সর্ব্বে। (স্বগত) ইস! পেকে উঠ্‌লো। (গমনোদ্যত)

বাসু। (হস্ত ধরিয়া) তুই ব্যাটা গোড়ার ছে,—তুই যাবি কোথায়?

সর্ব্বে। দোহাই সাহেব—দোহাই সাহেব, আমি প্রকাশ বাবুর কর্ম্মচারী।

বাসু। না, তুই ঘেঁচীর বাবা।

ম্যাজি। Oh yes, take him for aiding and abetting.

সর্ব্বে। (জনান্তিকে) চিত্তেশ্বরী, বেটা ঘানি টানালে।

ম্যাজি। Oh! Is that চিত্তেশ্বরী? Arrest her also.

পুলিস কর্ত্তৃক সর্ব্বেশ্বরের হাতে হাতকড়ি দেওন

সর্ব্বে। (ঘেঁচীর প্রতি) ও নচ্ছার বেটা, আমার হাতেও হাতকড়ি দেওয়ালি!

ঘেঁচী। বাবা চুপ করো, ম্যাজিষ্ট্রেট জুলুম ক'চ্চে।

ম্যাজি। Oh—I see father and son!

পুলিস কর্ত্তৃক চিত্তেশ্বরীকে ধৃত করণ

চিত্তে। আমায় কেন ধ'রচ—আমায় কেন ধ'র্‌চ, আমি কি ক'রেছি?

শুভ। কেন, তুইই তো সব পরামর্শ দিয়েছিস।

বট। আমাকে পঞ্চাশটে টাকা দিতে গিয়েছিলে,—আমি সাক্ষী দেবো,—প্রসন্নবাবু মেয়েকে খাওয়াবার জন্যে আমার কাছে কুঁচ্‌লে আর আফিং নিয়ে গিয়েছিলেন।

চিত্তে। তুই তো ব'লেছিলি। (শুভঙ্করকে দেখাইয়া) আর এ চোর, একেও বাঁধো। বেণেদের বাড়ী হোম ক'র্‌তে গিয়ে সোণার বাটী চুরি ক'রেছে। আমি চোরাই মাল ধরিয়ে দিচ্চি।

পাগল। না সুন্দরি, আমি সে দাম দিয়ে কিনে নিয়ে শুভঙ্করকে দিয়েছি।

ম্যাজি। Take them to the lock-up. সদাশিব, I must go now. I repeat, I am very sorry gentlemen. What is done can not be undone. The Worthies have also put me in a mess. I aught to write a report I suppose. Good day to you all.

শ্যামদাস ও পাগল। Good day—Good day.

[ঘেঁচী প্রভৃতি অপরাধীগণকে লইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিসের প্রস্থান।

শুভ। বাবা, ভাগ্যিস্ হেবোর কথা শুনে, তোমার কাছে গিয়ে প'ড়েছিলুম। নইলে তো বেশ হাত-সাজন্ত গয়না প'র্‌তে হ'তো! এই নাক মোচ্‌ড়া—কাণ মোচ্‌ড়া! তোমার কাঙ্গালীদের পাত কুড়িয়ে খাব, তবু আর আচার্য্যিগিরিতে এগুচ্চি নি।

পাগল। আচ্ছা যাও।

[শুভঙ্করের প্রস্থান।

বাসু। শ্যামাদাস বাবু, আপনি আমার বাপের স্বরূপ। আপনার শিক্ষাতে আমার পরিবর্ত্তন হ'য়েছে, আর আমি মিঃ বাসু নই,—মন্মথ বসু ব'লে পরিচয় দিই। (নির্ম্মলার প্রতি) সতী লক্ষ্মী! আমি অজ্ঞান, আমার অপরাধ নিয়ো না,—আমি তোমায় মাতৃজ্ঞান করি।

শ্যামা। বাবা, তুমি চিরজীবী হও, বংশের গৌরব রক্ষা করো।

[নির্ম্মলা ও প্রমদার প্রস্থান।

পাগল। (গমনোদ্যতা হরমণির প্রতি) হরমণি, যেও না। (সকলের প্রতি) আপনারা আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা ক'রেছিলেন, পরিচয় পেয়েছেন; আরও পরিচয় শুনুন,—হরমণি আমার বিবাহিতা স্ত্রী। (প্রসন্নকুমারের প্রতি) বাবু, দুঃখে কাতর হবেন না; এ পরীক্ষার স্থান, নিরপরাধেও দুঃখভোগ ক'র্‌তে হয়। তার দৃষ্টান্ত এই সাধ্বী হরমণি। আমি ডাক্তার

হ'য়ে জাহাজে যাই, জাহাজডুবি হ'য়ে পীড়িত অবস্থায় হাঁসপাতালে থাকি। শুনে থাক্‌বেন,—একজন জমীদারের ছেলে—আমার মৃত্যু রটনা ক'রেছিল; তারই তাড়নায় হরমণি দ্বিচারিণী-অপবাদে সমাজচ্যুতা হয়। কোথাও আশ্রয় না পেয়ে, তিনদিন অনাহারে থেকে আত্মহত্যা ক'র্‌তে চেয়েছিল। এখন তো ঈশ্বরকৃপায় হরমণির হৃদয় শান্তিপূর্ণ।

সকলকে প্রণাম করিয়া হরমণির প্রস্থানোদ্যোগ

শ্যামা। মা, তুমি নমস্কার ক'রো না. তোমার স্বামীর ন্যায় তুমি সকলের প্রণম্য।

হর। বাবু, অমন কথা ব'ল্‌বেন না,—আমার অপরাধ হবে। আমি ভিখারিণী. আপনাদের দাসী।

[হরমণির প্রস্থান।

পাগল। শ্যামাদাসবাবু, আপনি প্রসন্নবাবুকে বাড়ী নিয়ে যান।

প্রসন্ন। কি, তুমি এখনো আমার দরদ ক'চ্চ? কেন ক'চ্চ? তাতে কি ফল হবে? আমার চরম হ'য়েছে! যেটুকু বাকী ছিল. তাও হ'য়েছে,—খুনে অপবাদে হাতে হাতকড়ি প'ড়েছে।

পাগল। ম'শায়. সংসারে এসে সুখদুঃখ তো সকলেরই হয়।

প্রসন্ন। এতো হয়? ছেলে মরে,—জামাই মরে,—এক মেয়ে কলঙ্কিনী. এক মেয়ে ভিখারীর আবাসে ভিখারিণী—ফৌজদারী আদালতে সাক্ষী হ'য়ে দাঁড়ায়.—হৃদিভঙ্গ হ'য়ে স্ত্রীর মৃত্যু,—রাস্তায় হাততালি দিয়ে ছেলেরা গায়ে ধুলো দেয়,—যারা পদলেহন ক'রেছে. তারা পশু অপেক্ষা হেয় জ্ঞান করে,—সহানুভূতির ছলে ক্ষত হৃদয়ে পুনঃপুনঃ আঘাত করে.—তাপিতের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ ক'রে আপনাদের ধার্ম্মিক ব'লে পরিচয় দেয়.—হাতে হাতকড়ি,—বিমল পুত্রবধূকে বর্ব্বরে টেনে আনে.—খুনে অপবাদ দেয়. -এক জীবনে কি এতো হয়?

পাগল। সত্য, আপনার দুঃখের ভার অতিশয় অধিক। কিন্তু আমিও অনেক সহ্য ক'রেছি। নিরপরাধে সেই জমীদারের তাড়নায় জেল খেটেছি। পাগলের মতন পথে পথে ঘুরেছি। অবশ্য আপনার মত অত দুঃখ পাইনি, কিন্তু বোধ হয়, চেষ্টা ক'র্‌লে অশান্ত হৃদয় শান্ত হয়। আমার হ'য়েছে, হরমণির হ'য়েছে, আপনারও হবে। আমি নিরাশ্রয়—পথে বেড়াতুম. ক্রমে পুষ্করিণী থেকে শাক তুলে বিক্রয় ক'রে ঈশ্বর-কৃপায় আমার এই উন্নতি। ভারতবর্ষের সকল স্থানেই আমার গদী আছে। তাঁর কৃপায় এখন তাঁর দাস,—শান্তিময় চিত্তে তাঁর কার্য্যে নিযুক্ত। আপনি তাঁর দাস হোন্‌. তিনি শান্তিদাতা, শান্তি দেবেন।

শ্যামা। মহাশয়!

পাগল। মহাশয়' ব'ল্‌বেন না। আমি পাগল হ'য়ে বেড়াতুম. পাগল নাম আমার বড় মিষ্টি।

শ্যামা। আচ্ছা পাগল. তুমি সামান্য দীনবেশে বেড়াও কেন?

পাগল। বাবু. দীনবেশে—আমিও যে একদিন দীন ছিলুম, তা আমার সর্ব্বদা মনে প'ড়বে। আর দীন ব্যতীত দীনের দুঃখ কে বুঝ্‌বে? দীন কাকে বিশ্বাস ক'রে তার মনোবেদনা জানাবে। ম'শায়. আমার অপর কার্য্য র'য়েছে। প্রসন্নবাবু. ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করুন। তিনি শান্তিদাতা. অবশ্যই শান্তি দেবেন।

প্রসন্ন। আচ্ছা. যাও যাও!

পাগল। ম'শায়. ওঁর ভাব বুঝ্‌তে পাচ্ছি না. আপনি সতর্ক থা'ক্‌বেন।

[পাগলের প্রস্থান।

প্রসন্ন। বেয়াই, তুমি আমায় চেনো?

শ্যামা। (স্বগত) এঃ! মস্তিষ্ক বিকল হ'লো না কি?

প্রসন্ন। কি ভাব্‌ছ? আমি পাগল হই নি! সত্যই চেনো না,—আমি খুনে. চেনো কি?

শ্যামা। বেয়াই, ও সব আর ভেবো না। এসো. আমরা পাগলের আদর্শ নিই; যতদিন বাঁচি. পরের উপকার করি। চলো আমার বাড়ীতে যাবে।

প্রসন্ন। আচ্ছা আস্‌ছি, বউমাকে চাবিটে দিয়ে যাই।

শ্যামা। শীগ্‌গির এসো. আমি ব'সে রইলুম।

[প্রসন্নকুমারের প্রস্থান।

হা ভগবান্! মানুষটা অস্থির হ'য়েছে! এ কি! এখানে কিসের শিশি? (তুলিয়া লইয়া) এ যে, 'হাইড্রোস্যানিক এসিড' লেখা। ও—আত্মহত্যা ক'র্‌তে এনেছিল!

নির্ম্মলার পুনঃ প্রবেশ

নির্ম্মলা। বাবা, আমার শ্বশুর এক ঘটী গঙ্গাজল নিয়ে খিড়কি দিয়ে কোথায় বেরিয়ে গেলেন।

শ্যামা। কোথায় গেল? (স্বগত) এঃ—উন্মাদ হ'লো!

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

বেণীমাধবের উদ্যানবাটীস্থ কক্ষান্তর

ভুবনমোহিনী ও হরমণি

হর। মা, তোমার বিষয়-আশয় পাগল দেখ্‌ছে,—বন্ধক খালাস ক'রে নিজে রেখেছে। তার আয় থেকে সব মাসোহারা দিয়ে পাঁচ বছরে দেনা শোধ হবে। তোমার বিষয় তুমি পাবে।

ভুবন। না মা, আর আমার বিষয় কাজ নাই, তুমি আমায় একটু স্থান দিয়ো। আমার বোনের সঙ্গে থেকে আমিও তোমার কাজ ক'র্‌বো। আমার বিষয়ের উপস্বত্ব, যতদিন বেঁচে থাকি, তোমাদের কাজে দিয়ো।

হর। মা, আমাদের কাজ নয়,—ভগবানের কাজ।

ভুবন। মা, আমার ছেলের মুখ দেখে মনে হয়,—আত্মহত্যা ক'রে কি মহাপাতকই ক'র্‌তে ব'সেছিলুম। দিনের বেলায় তুমি নিয়ে যাও, আমি কতক্ষণে রাত হবে, কতক্ষণে বাছাকে আবার দেখ্‌বো, ব'সে ব'সে ভাবি।

হর। মা, লোকের মুখে চাপা দেবার জন্যে দিনের বেলা নিয়ে যাই। কেউ দেখে পাঁচ কথা কবে, তোমার বাপ বেঁচে র'য়েছেন।

ভুবন। কি চুণকালিই বাবার গালে দিলুম! আজও প্রকাশের সাজা হ'লো না, পাগ্‌লা বাবা তারে ছেড়ে দিলেন, সাজা দেওয়ালেন না? সে জেল খাট্‌লে না?

হর। মা, সাজা দেবার কর্ত্তা ভগবান্, তুমি আমি নই। হিংসা-দ্বেষ মন থেকে ছেড়ে দাও। পরের অনিষ্ট করা নয় মা—আপনার অনিষ্ট করা। ভগবানের এমন নিয়ম নয় মা,—যে পরের হিংসা করে, অপরে তার হিংসা করে। যে মন থেকে পরহিংসা ছাড়ে,—জগতে তার শত্রু থাকে না, হিংস্রক জন্তুও তারে হিংসা করে না, ক্রূর সর্প তাকে দংশন করে না। তুমি মন থেকে হিংসা-দ্বেষ ছেড়ে দিয়ে ভগবানের মঙ্গলময় রাজ্যে কায়মনোবাক্যে সকলের মঙ্গল প্রার্থনা করো, তাতে মা আপনার মঙ্গল হবে, ভগবানের কৃপায় মহাপাপ নষ্ট হ'য়ে দেহমন নির্ম্মল হবে, তাঁর নির্ম্মল চরণ দর্শন পাবে। গান শোনো মা,—

গীত

প্রাণময় প্রাণনাথ আমার।
ব্যথা কারো দিলে প্রাণে বাজে ব্যথা তাঁর॥
ব্যথা পেয়েছ প্রাণে,
প্রাণে ব'সে প্রাণনাথ জানে,
চাও রে ব্যথিত তাঁর বদন পানে;
প্রেম বিনা কি নেভে জ্বালা,
জ্বালিয়ে জ্বালা জুড়ায় কার॥
নিরমল হৃদয়-কমল, ঢাল্‌লে তায় গরল,
কোমল কমল শুকিয়ে যাবে,
তায় পূজা হবে না আর॥

হর। আমি চল্লুম মা।

[হরমণির প্রস্থান।

ভুবন। ভগবান্, আমায় কৃপা করো! আমি কোন রকমে জ্বালা ভুলতে পাচ্ছি নে। আমার অন্তরের আগুন থেকে থেকে দাবানলের মতন জ্ব'লে ওঠে! তারে আমি ভাইয়ের অধিক জান্‌তুম। তারে আমার স্বামী হাতে হাতে স'পে দিয়ে গেল, সে আমার সর্ব্বস্ব নিলে, কলঙ্কিনী ক'র্‌লে! আমি আমার বাপের কাছে যেতে পারি না, মায়ের মৃত্যুর সময় চ'লে আস্‌তে হ'লো! যে আমার এ দশা ক'রেছে, তাকে ভুল্‌বো কি ক'রে? না না, আমারও তো দোষ;—সে আস্‌তে চায় নি, আমি তারে জোর ক'রে আস্‌তে ব'লেছি। না, সে তার ভাণ, সে তার কপটতা। সে আমার অনুরাগ বাড়াবার জন্যে আস্‌তে চাইতো না। সে অনায়াসে আমায় কলঙ্ক থেকে উদ্ধার ক'র্‌তে পার্‌তো, সে আমায় বিবাহ ক'র্‌লে সমাজে আমার মাথা

হে'ট হ'তো না। লোকের কাছে মুখ দেখাতে পার্‌তুম, আমার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে কেউ উপহাস ক'র্‌তে পার্‌তো না, আমার গর্ভের সন্তানকে পরের কাছে মানুষ ক'র্‌তে দিতে হ'তো না, আমার সন্তানের স্তন-দুগ্ধ গেলে ফেলে দিতে হ'তো না। আমি তার পায়ে ধ'রে সাধ্‌লুম, সে আমায় তাড়িয়ে দিলে। কই প্রভু, কই ভুল্‌তে পাচ্চি? তার যে মুখ মনে হ'লে আমার তাকে তুষানলে পোড়াতে ইচ্ছা হয়।

গঙ্গাজলের ঘটী হস্তে প্রসন্নকুমারের প্রবেশ

প্রসন্ন। এই যে ভুবন! কোলে ছেলে নেই, আদর ক'চ্চ না?

ভুবন। বাবা!

প্রসন্ন। চিন্‌তে পেরেছ—আমায় চেনা যাচ্চে? এখনো আমায় চেনা যায়? এখনো আমায় দেখে সেই মানুষ ব'লে বোধ হয়! এখনো আমার মুখ কালিতে ঢেকে যায় নাই! তবে আর কি হ'লো!

ভুবন। বাবা—বাবা!

প্রসন্ন। ডাকো! আর কি মমতা আছে, যে বাবা ব'ল্লে মমতা হবে! আর কি মমতার স্থান আছে যে মমতা থাক্‌বে! দাবানলে শুকোবে না, তবে আর কিসের তাপ!

ভুবন। বাবা—বাবা, তোমায় দেখে আমার ভয় হ'চ্চে!

প্রসন্ন। ভয় তো হবেই,—তোমার যম যে আমি!

ভুবন। বাবা—বাবা,—আমায় মেরো না।

প্রসন্ন। কলঙ্কিনী, এখনো তোর বাঁচ্‌বার সাধ! এখনো বেঁচে থেকে পৃথিবী কলঙ্কিত ক'র্‌বি? এখনো বেঁচে থাক্‌তে চাস্‌? তোর মনে অনুতাপ হয় না? মনে ক'রে দেখ্‌, তোর আচরণ দেখে গিয়েই প্রমদার বিয়ে দিয়েছি! তোর আচরণেই প্রমদা চণ্ডালের তাড়না স'য়েছে, চণ্ডালের চাবুক খেয়ে রাস্তায় বেরিয়েছে, নিরাশ্রয় হ'য়ে রাস্তায় প'ড়েছিল!—তোর আচারেই তোর মাতৃহত্যা হ'য়েছে, তোর আচারেই তোর বাপের মাথায় কলঙ্কের বোঝা, কলঙ্ক-কালিতে সর্ব্বাঙ্গ ভ'রে গিয়েছে, নীচ লোকে উপহাস করে, ছেলেরা গায়ে ধুলো দেয়, হাততালি দে নেচে নেচে ছড়া কাটায়! তোর আচারেই আজ হাতকড়ি প'রেছি, তোর আচারেই আমার পবিত্র কুলবধূকে চণ্ডালে স্পর্শ ক'রেছে, পিশাচিনীতে টেনে এনেছে!—না, এ পৃথিবীতে তোরও থাকা উচিত নয়, আমারও থাকা উচিত নয়।

ভুবন। বাবা—বাবা,—মার্জ্জনা করো।

প্রসন্ন। হ্যাঁ মার্জ্জনা ক'র্‌তেই এসেছি। দেখ্‌—তাই গঙ্গাজলের ঘটী হাতে; তোর মৃত্যুর সময় তোর মুখে দেবো—তোর গতি হবে! মৃত্যুই তোর মার্জ্জনা।

ভুবন। বাবা—বাবা,—যদি মেরে ফেল্‌বে, পায়ের ধুলো দাও, একবার ভুবন ব'লে ডাকো, মর্‌বার সময় জেনে যাই যে, তুমি আমায় মার্জ্জনা ক'রেছ। তুমি সত্যই ব'লেছ, আর আমার বাঁচ্‌বার সাধ হওয়া উচিত নয়। আমার ভুল হ'য়েছিল, আমার ছেলের মমতায় ম'র্‌তে ভয় হ'য়েছিল,—সে পাপ মমতা! সে আমার স্বামীর ছেলে নয়—প্রকাশের ছেলে! আর তার মমতা কি! বাবা, মারো,—দাও পা'র ধুলো দাও, আমি বুক পেতে দিচ্ছি।

প্রসন্ন। নে—ভগবানকে ডাক! এই ঘটী নে—গঙ্গাজল মুখে দে, মুখ ফিরিয়ে ব'স,—তোর মুখ দেখে আমার কঠোর হাতও কম্পিত হ'চ্চে!

ভুবন। ভগবান্‌!

প্রসন্নকুমারের ভুবনমোহিনীকে পুনঃ পুনঃ ছুরিকাঘাত

প্রসন্ন। গঙ্গাজল মুখে নে, যদি বেঁচে থাকিস্‌—শোন্‌,—আমি তোরে মাপ ক'রেছি। শুনে যা—ভুবন ব'লে ডাক্‌চি শোন,—ভুবন—ভুবন—আমার ভুবন, মা আমার!—না শুন্‌তে পেলি নি! চল্‌, তোর সঙ্গে যাই! তুই ছেলে-মানুষ,—এক্‌লা যেতে পার্‌বি নি!

নিজ বক্ষে ছুরিকাঘাতের উদ্যম ও প্রকাশের আসিয়া ছুরিকা কাড়িয়া লওন

প্রকাশ। একি, কি সর্ব্বনাশ ক'রেছেন! দিন—ছোরা দিন—আমার বুকে দিন।

প্রসন্ন। না, তুমি জীবিত থাকো, তোমার কার্য্যের ফল দেখো। মৃত্যুতে শান্তি হয়, কন্যাকে শান্তি দেবার জন্য হত্যা ক'রেছি। আত্মহত্যা ক'র্‌বার চেষ্টা ক'রেছিলুম, তুমি ছোরা কেড়ে নিয়েছ, কিন্তু আর ছোরার

প্রয়োজন নাই, আমি এই পাপদেহ থেকে অনায়াসে বেরিয়ে যেতে পা'র্‌বো!

প্রকাশ। তবে আমারও মৃত্যু দেখুন! (বক্ষে ছুরিকাঘাত ও পতন)

প্রসন্ন। না না, তোর মৃত্যু দেখ্‌বো না!

পতন ও রক্তবমন

পাগল, হেবো, শ্যামাদাস, শুভঙ্কর ও বটকৃষ্ণের প্রবেশ

হেবো। পাগল, — দেখ্‌ দেখ্‌ — এই তিনটেতে খুন হ'য়েছে!

পাগল। হেবো, শীগ্‌গির ডাক্তার ডেকে আন বাবা!

[হেবোর প্রস্থান।

প্রসন্ন। বেয়াই এসেছ, পাগল এসেছ? আমি মেয়েকে নিয়ে যাচ্চি। ভুবন, মা, চলো!—(মৃত্যু)

প্রকাশ। ভুবন, যদি জীবিত থাকো, শোনো, —আমি তোমার কাছে মাপ চাইতে এসেছিলুম; আমি স্বার্থের জন্য তোমায় কুপথগামী ক'রেছি। বাবা পাগল, তুমি আমায় সতর্ক ক'রেছিলে, আমি মনের দম্ভে বুঝি নাই। ভেবেছিলুম, আমার মনের বল আছে, কুপথ-গামী হবো না, বন্ধুর বিশ্বাসভঙ্গ ক'রবো না। আমার ভ্রম, অবস্থাই বলবান, মানুষের বল নাই। আসন্ন মৃত্যুতেও আমার অনুতাপানল নির্ব্বাণ হ'চ্চে না। তুমি সাধু, আমার মাথায় পা দাও।

পাগল। আমি কে!—দয়াময় জগদীশ্বরকে ডাকো।

প্রকাশ। দয়াময়! (মৃত্যু)

হরমণি, প্রবোধ, নির্ম্মলা ও প্রমদার প্রবেশ

প্রমদা। বাবা — বাবা — কি সর্ব্বনাশ ক'র্‌লে!

নির্ম্মলা। ঠাকুরঝি—ঠাকুরঝি,—এখনো হাঁ ক'চ্চেন। ঠাকুরপো, মুখে গঙ্গাজল দাও, এই ঘটীতে আছে। (প্রসন্নকুমার, ভুবনমোহিনী ও প্রকাশের মৃতদেহে গঙ্গাজল প্রদানপূর্ব্বক নতজানু হইয়া করযোড়ে) দীনবন্ধু, আমার শ্বশুর বড় তাপিত, তোমার চরণে আশ্রয় নিয়েছেন, তুমি নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, আশ্রয় দিও। কলঙ্কিনীও তোমার শরণাগত, করুণানয়নে দেখো। পতিতপাবন, পতিতের ভার তোমার!

পাগল। হরমণি, দু' একটা কাজে সফল হ'য়ে আমরা মনে ক'রেছিলুম, আমাদের পরোপকার কর্‌বার শক্তি আছে, হায়—সে বৃথা দম্ভ!—আমরা কেবল কার্য্যের অধিকারী, ফলাফল তাঁর!

হর। হ্যাঁ প্রভু, হ্যাঁ স্বামী,—তোমার চরণ-কৃপায় বুঝেছি—কার্য্যের ফলাফল তাঁর—আমরা নিমিত্ত মাত্র।

শ্যামা। কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য!

পাগল। শ্যামাদাস বাবু, বিবেচনা করুন, বিধবা সম্বন্ধে ঋষিদের যেরূপ ব্যবস্থা, তা—শাস্তি কি শান্তি?

যবনিকা পতন

গৃহলক্ষ্মী

বা

আদর্শ গৃহিণী

(৫ই আশ্বিন, ১৩১৯ সাল, শনিবার, মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)

পুরুষ-চরিত্র

উপেন্দ্রনাথ। শৈলেন্দ্রনাথ। নীরদ। মন্মথ। বৈদ্যনাথ। নিতাই। হীরু ঘোষাল। শিবু। নকুলানন্দ। শরৎ। সতীশ। প্রমথ। বিহারী। ভৈরবা। শ্যামা। পুলিসের জমাদার। জনৈক ভদ্রলোক। ডাক্তার। রেজিষ্ট্রার। পুলিস ইন্‌স্পেক্টার। পাওনাদার। পিয়াদা। রেজিষ্ট্রারের কর্ম্মচারী। ১ দ্বারবান। ২ দ্বারবান। পাহারাওয়ালা। ১ পাওনাদার। ২ পাওনাদার। পিয়াদা। বেলিফ।

স্ত্রী-চরিত্র

বিরজা। তরঙ্গিণী। সরোজিনী। মণি। কুমুদিনীর মাতা। ফুলী। কুমুদিনী।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

উপেন্দ্রের অন্তঃপুর

উপেন্দ্র ও তরঙ্গিণী

উপেন্দ্র। এবারটা পুজোর ঝগ্‌ড়া আমার সঙ্গে চ'ল্‌বে না,—শৈলেন আছে, নীরদ আছে, তাদের সঙ্গে ক'রো।

তরঙ্গিণী। দিদি, এসো না গো।

নেপথ্যে বিরজা। যাচ্ছি। ক্ষেমা, বামুন-ঠাকুরকে ব'লগে, ছোটবাবুর ময়দা-টয়দা সব ঠিক ক'রে রাখে, তার আস্‌বার সময় হ'লো। আর সব যেন দমে রেখে দেয়, ছোট বউএর উপর ভার দিয়ে যেন তিনি না শুতে চ'লে যান।

বিরজার প্রবেশ

বিরজা। কি রে, কি?

তর। শুনচ' গা, এবার পুজোর খরচের ভার নীরের উপর,—বাঁশের চেয়ে কঞ্চি শক্ত। এক আধখানা লুচী পেতুম, এবার পুজোয় তাও পাব না দেখ্‌ছি।

বিরজা। দাঁড়া দিদি, আমি বুঝি ভাঁড়ার ঘরের চাবিটে ফেলে এসেছি।

[বিরজার প্রস্থান।

নেপথ্যে বিরজা। কোথা ছিল?

নেপথ্যে ঝি। আমায় তেল বা'র ক'র্‌তে দিলে যে গো?

নেপথ্যে বিরজা। মনেরও ঠিক নাই।

বিরজার পুনঃ প্রবেশ

বিরজা। হ্যাঁ, কি ব'ল্‌ছিলি?

তর। দাঁড়াও তোমার সাত পৃথিবী ঘোরা হোক্, বসুমতী স্থির হোন্, তবে তো ব'সে কথা শুনবে।

বিরজা। না রে সব হ'য়েছে, এইবার কাপড় ছেড়ে গায়ে ঘটী দুই জল ঢেলে মালা ফিরিয়েই শোবো।

উপেন্দ্র। এই রাত্রে গায়ে জল ঢাল্‌বে?

বিরজা। ও আমার অভ্যেস আছে। (তরঙ্গিণীর প্রতি) নে—বল্—কি ব'ল্‌ছিলি?

তর। ব'ল্‌ছেন কি জানো দিদি,—এবার ছোট্ ঠাকুরপো আর নীরের হাতে সংসার দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়েছেন। ওঁরে কিছু ব'ল্‌লে, ব'ল্‌বেন,—"যাও নীরদের কাছে যাও।" ছোট্ ঠাকুরপোর তবু চোখের চামড়া আছে, নীরের কাছে চাইতে গেলে ক্যাট্ ক্যাট্ ক'রে শুনিয়ে দেবে! তবে ইনি একেবারে বিবাগী হন নাই। ছোট বউএর আর বউমার পুজোর গয়না গড়ানর ভার উনি রেখেছেন।

বিরজা। হ্যাঁগা, তা ক'দিন হ'তে শুনচি বটে, নীরদ সব ক'চ্চে কম্মাচ্চে,—তা ওরা ছেলেমানুষ—সব গুছিয়ে পা'র্‌বে?

উপেন্দ্র। সব ব্যবস্থা করাই তো আছে, এদিক্‌কার খরচাপাতি সব দাওয়ানজী ক'র্‌বে, ওরা হিসেবপত্র দেখ্‌বে। আর আমিও ওদের হাতে দিয়ে কিছু নিশ্চিন্ত নাই। চিরকালই কি বাঁচ্‌বো, ওরা সব বিষয়-আশয় কোথায় কি আছে, বুঝে নেবে না?

বিরজা। শুন্‌ছি নাকি খুড়ো-ভাইপোয় খরচপাতি নিয়ে খিটিমিটি হয়?

তর। নীরে সাম্‌লে সুম্‌লে টেনে রা'খ্‌তে চায়, আর ঠাকুরপোর দরাজ হাত।

উপেন্দ্র। তোমায় এ খবর কে দিলে?

বিরজা। কেন, মোনা বলে,—"বড় মা, মেশো মশায়কে ব'লো যে দাদাতে, ছোট মেসোতে ব'ন্‌বে না।

উপেন্দ্র। হ্যাঁ—হ্যাঁ—ওদের খুড়ো-ভাইপোয় খরচ নিয়ে তর্ক হ'য়েছিল বটে। তা মোনা কোত্থেকে জান্‌লে,— ওতো ঘরে ব'সে প'ড়্‌ছিল?

বিরজা। কে মোনা? ও জানে না—তোমার সংসারে এমন কিছু কাজ আছে? ও দাসী-চাকর কি দিয়ে ভাত খাচ্চে—জানে। (তরঙ্গিণীর প্রতি) এদিকে তো তোমার বোন্‌পো বোকার মতন বেড়ায় দেখ্‌তে পাও,—ও সব জানে—সব পারে। পড়াশুনোয় তো শুনেছি, ওর সঙ্গে কোন ছেলে পারে না; সে দিন বাগান থেকে সেই কাৎলা মাছটা এসেছিল, —কুট্‌লে। সেদিন দুকুর বেলায় ব'সে আমার সুপুরী কুচিয়ে দিলে। আর এমন সুন্দর তোড়া তোড়া, ও যে খিড়্‌কীতে ফুল বাগান ক'রেছে, সেই বাগান থেকে তোয়ের ক'রে এনে ছোটবউ আর বউমাকে দেয়—তোমায় আর কি ব'ল্‌বো। তোমার কাছে ভয়ে আনে না, পাছে তুমি বকো। আজ ছানার ডাল্‌না খেলে, ও কার রান্না—ঐ মোনার। একটা উনুন কিনে এনেছে, আমার ঠেঙে আনাজ নিয়ে এক একদিন রাঁধে।

উপেন্দ্র। তা তোমায় তোড়া এনে দেয় না?

বিরজা। (হাসিয়া) একদিন এনেছিল, আমি বক্‌লুম, ঠাকুরপুজোর ফুল নষ্ট ক'র্‌লি? সেই ইস্তক ওদের ঘরে দিয়ে আসে।

তর। ও ঠাকুরপুজোর ফুল নষ্ট করে কেন?

উপেন্দ্র। ওঃ—মাসীগিরি ফলান হ'চ্চে!

বিরজা। তাই বটে! ও কি কিছু নষ্ট করে? তোমার বোন ম'রে গেল, পাঁচ বছরের ছেলেটি বাড়ীতে এসেছে। সেই দিন থেকে কখন আব্‌দার ক'রে বলেছে—এই জিনিসটে খাব? বাগান থেকে ঝোড়া ঝোড়া ফুল আস্‌ছে, ও আপনি ফুলগাছ পুঁতে দুটো ফুলে তোড়া বাঁধে, তাই নষ্ট করে। তুমি মাঝে মাঝে ওকে শাসাও শুন্‌তে পাই। ও তোমার বোনপো নয়—আমার বোনপো,—অমন ছেলে হয়!

উপেন্দ্র। ওর মতন ছেলে হাজারে একটা দেখ্‌তে পাই না। দাদা থাক্‌লে এতদিনে ওকে বাড়ী-ঘর-দোর ক'রে দে স্থিতু ক'র্‌তেন।

নীরদের প্রবেশ

নীরদ। বাবা, হিসেবপত্র আমায় যা দেখ্‌তে বলেন, দেখ্‌ছি, খরচের দায়ী আমি হব না।

উপেন্দ্র। কেন?

নীরদ। আমি কাঁহাতক লুকিয়ে রাখ্‌বো? ছোটকাকা দশ পনের হাজার টাকার চেক্‌ কেটেছেন; বলেন, দাদাকে বলিস্‌ নি। সে কাগজে জমাখরচ ক'র্‌তে দেননি। কাল আমার সঙ্গে তর্ক কিসের? উনি পাঁচ হাজার টাকার ফের চেক্‌ কাট্‌তে চান, আমি চেক্‌ বই দিই নাই।

উপেন্দ্র। যা—যা—এখন যা।

নীরদ। আপনি একটা বিলি করুন, রোজ রোজ আমি ঝগড়া ক'র্‌তে পার্‌বো না।

উপেন্দ্র। আচ্ছা—আচ্ছা—তা হবে।

[নীরদের প্রস্থান।

তর। তোমার ভয়ে আমি বলি নাই। ছোট-বাবুর একটু বেচাল হ'য়েছে। নীরে আমায় বল্‌তো, আমি বিশ্বাস করি নাই। কিন্তু এখন দেখ্‌তে পাই, দিন দিন রাত ক'রে আসে। ছোট-বউ সাম্‌লায়, সেইজন্যই বামুনঠাকুরকে বলে, —"চ'লে যাও, আমি খাবার দেব।" বামুন-ঠাকুরের দোষ নাই। আড়মাড় কথা কয়ও শুন্‌তে পাই, বোধ হয় কিছু খায় টায়।

বিরজা। একথাটি কেন মুখে গো দিয়ে চেপে রেখেছ দিদি?

তর। কি ক'র্‌বো, ব'লে কে দোষী হবে বল?

উপেন্দ্র। কিসের দোষ? যদি তুমি এতটাই বুঝেছিলে, আমায় একদিন বলা উচিত ছিল।

তর। ব'ল্‌বো আর কি, তুমি কি জান না, —না দেখ্‌তে পাও না?

উপেন্দ্র। না দেখ্‌তে পাই না,—দেখ্‌তে পেলে তোমার মত চুপ ক'রে থাক্‌তেম না। ব'লে দোষী হবে মনে ক'রে বলোনি—আশ্চর্য্য!

তর। তোমার কাছে আমার সবই আশ্চর্য্য!

উপেন্দ্র। তা হবে।

বিরজা। তা মন্দ কি ব'ল্‌ছে? এদের দু'জনের ভাই-অন্ত প্রাণ! শ্বশুর ম'রে গেলেন, তার ছ'মাস পেরুলো না, শাশুড়ী ঠাক্‌রুণ আট মাসের ছেলে রেখে চ'লে গেলেন,—আমি একদিন ধম্‌কালে আমায় তেড়ে আস্‌তো।

উপেন্দ্র। বড়বউ, যা শুন্‌ছি, এ যদি সত্য হয়, আর সম্ভবও মনে হ'চ্চে, তা না হ'লে ওর এত টাকার দরকার কি? বড়বউ জানো তো, না খাওয়া না দাওয়া—মাম্‌লা-মোকদ্দমা ক'রে তাই কি সব বিষয় পেলুম? দেইজীদের আর বুড়ো মল্লিকের গ্রাস থেকে দাদা বিষয় বা'র ক'রে গেলেন,—আর তিনি পুণ্যাত্মা, ভুগ্‌তে আমায় রেখে গিয়েছেন। বড়বউ, তোমায় বলি নাই, এর মধ্যে দু'বার হ্যাণ্ডনোটের টাকা চুপি চুপি চুকিয়ে দিয়েছি। মনে ক'র্‌লুম, বিষয়-কর্ম্মের ভার দিই, ভার প'ড়্‌লে শুধ্‌রে যাবে। তা এতদূর বাড়াবাড়ি ক'র্‌বে, আমি বুঝ্‌তে পারি নাই। সত্যি কি মদ ধ'রেছে?

তর। সত্যি মিথ্যে আর কি! খেতে ব'সেছিল, মাংস দিতে গিয়েছিলুম, মুখে ভক্ ভক্ ক'রে গন্ধ পেয়েছি।

উপেন্দ্র। তোমার পেটে যে এত কথা চাপা থাকে, তা আমি জান্‌তুম না।

তর। চেপে রাখাই ভাল, অনেকবার ব'লে দোষী হ'য়েছি।

উপেন্দ্র। যদি তোমার নীরে হ'তো, তা'হলে চেপে রাখ্‌তে পা'র্‌তে না। (বিরজার প্রতি) বড়বউ, মিছে আটু পাটু,—সংসার রাখ্‌তে পা'র্‌বে না। যখন মদ সেঁধোলো, তখন আর উপায় নাই,—ও রোগের ওষুধ নাই। ওর যা মন যায় করুগ্‌, আমি কোথাও চ'লে যাই, ওর ভাবনা ঢের ভেবেছি, আর পারি না।

বিরজা। রাগ ক'রো না, ঠাণ্ডা হও, নয় সব খানে খারাপ হবে। মেজো বউ, তোরে ব'ল্‌বো কি, ওকে মাই দিয়ে আমার বাঁজা মাইয়ে দুদ এসেছে। ও এমন অধঃপাতে যেতে ব'স্‌লো! এ আমার পোড়া কপাল—আর কিছু নয়। ঠাকুর যে পরকে বিশ্বাস ক'রে বিষয় খুইয়েছিলেন, সে তো ছিল ভাল। ওরা দু ভায়ে মোট ব'য়ে আন্‌তো নিতো খেতো। এ কি সর্ব্বনাশ হ'লো—এ বাড়ীতে মদ সেঁধোলো!

নেপথ্যে শৈলেন্দ্র। কুচ পরোয়া নাই, আমি কারো এন্‌তাজারির ভেতর নাই। অত হিসেব-কিতেবের ভেতর আমার চ'ল্‌বে না।

শৈলেন্দ্রের প্রবেশ

শৈলেন্দ্র। দাদা, নীরে কি না বলে—চেক বই দেবে না? কেন—তোমার বিষয়ে হাত দিচ্চিনি, তুমি কোণে ব'সে থাক্‌তে পার, আমি যদি না পারি। খরচ ক'র্‌বো না—ভোগ ক'র্‌বো না —তবে বিষয় হ'য়েছে কি ক'র্‌তে?

উপেন্দ্র। নীরে—নীরে—

নেপথ্যে নীরদ। আজ্ঞে—

শৈলেন্দ্র। নীরেকে ডাক্‌ছেন কি,—আমি নীরের কি তোয়াক্কা রাখি?

বিরজা। চল্—চল্ শুবি চল্।

শৈলেন্দ্র। কে বড় বউদিদি, প্রণাম। দেখ —পাঁচশো টাকা মাসোহারায় আমার চলে? কম ক'রে একটা garden party তিন শো টাকার কমে হয় না। এই ধরো না—

বিরজা। নে চল্—চল্—

শৈলেন্দ্র। যাচ্চি, ন্যায্য কথা ব'লো—

[শৈলেন্দ্রকে টানিয়া লইয়া বিরজার প্রস্থান।

উপেন্দ্র। নীরে—

নীরদের প্রবেশ

নীরদ। আজ্ঞে—এই যে আমি।

উপেন্দ্র। তোমারও কি কিছু মাসোহারা বাড়িয়ে দিতে হবে না কি?

নীরদ। আজ্ঞে খাতা দেখুন, দু'মাসের মাসোহারা আমার জমা আছে।

উপেন্দ্র। চল্ বাইরে চল্, দাওয়ানজীর বাসায় লোক পাঠা।

তর। হ্যাঁ গা, এই রাত্রেই—

উপেন্দ্র। নাও নাও—থামো।

[উপেন্দ্র ও নীরদের প্রস্থান।

বিরজার পুনঃ প্রবেশ

বিরজা। মেজ্‌ঠাকুরপো কোথায় গেল?

তর। দাওয়ানজীকে ডাক্‌তে পাঠিয়ে বাপ-বেটায় খাতা দেখ্‌তে চ'ল্লো। আজ আমায় তম্বি হ'চ্চে—বলি নি কেন? ব'ল্লে দোষী হ'তুম, মনে ক'র্‌তেন—ভায়ের নামে লাগাচ্চি। উনি যে হ্যান্ডনোটে টাকা দিয়েছেন বল্লেন—সে হ্যান্ডনোটটা কিসের? নীরে খবর নিয়েছে, হ্যান্ডনোট কেটে ইয়ারবন্ধুদের ধার দিয়েছে। নীরে ব'ল্‌তে গিয়েছিল, তা ব'লেছে কি জানো? তোদের ও সব কথায় থাক্‌বার আবশ্যক নাই। তা কাজ কি বাপু! দিদি, তুমি জানো না, ঢের দিন ঢের কথা হ'য়ে গিয়েছে। তুমি বল্লে আমি মুখে কেন গো দিয়ে ছিলুম, আমি উত্তর ক'র্‌লুম না। ব'ল্লে ব'ল্‌তো, কাণ-ভাঙ্গানি দিচ্চে।

বিরজা। তা তুই আমায় চুপি চুপি বলিস্‌ নি কেন?

তর। শেষটা আমার ঘাড়ে এসেই প'ড়্‌তো। সেবার কাপড় বিলোনর কথা বলি নাই? কত কথা শুনেছি, তা তো জানো?

বিরজা। তা আয়, তুই খাবি আয়।

তর। না দিদি, আমার মুখে আজ কিছু উঠ্‌বে না।

বিরজা। তা তুই না খাস্‌, সমস্ত দিন খেটে মচ্চি, আমায় খাবার দিবি আয়। মোনা আমায় ব'লেছিল যে বড়মা, বড় বড় সব জুড়ী ক'রে ছোট মেসোর কাছে ভাল ভাল সব ঘুঘু আস্‌চে। আমি তারে ধমকে দিয়েছিলুম, ব'লেছিলুম,—"তা তোর কি, তুই ও সব কথায় থাকিস্‌ নি"।

সরোজিনীর প্রবেশ

সরো। ও দিদি, বমি ক'চ্চে। চাপ্‌ চাপ্‌ মাসের মত কি উঠ্‌ছে, বুঝি নাড়ী প'চে বেরুচ্চে।

বিরজা। দূর পোড়াকপালী!

[বিরজা ও সরোজিনীর প্রস্থান।

তর। নীরে ঠিক বলে, ভাইয়ের চরিত্রটা নিজে বুঝুন।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

শৈলেন্দ্রের কক্ষ

শৈলেন্দ্র ও সরোজিনী

শৈলেন্দ্র। দাদা কাল কিছু ব'লেছেন?

সরো। আমি তো তা জানি না।

শৈলেন্দ্র। বড় বউদিদি কিছু ব'লেছেন?

সরো। বড়দিদি কাঁদ্‌লেন, ব'ল্লেন,—পাঁচ-ভূতে খারাপ ক'রেছে।

শৈলেন্দ্র। তুমিও মনে মনে কত গালাগা'ল্‌ দিয়েছ?

সারা। আমি তোমায় গালাগা'ল্‌ দেব?

শৈলেন্দ্র। সমস্ত রাত ঘুমোও নি দেখ্‌ছি।

সরো। না না—

শৈলেন্দ্র। তবে কি কেঁদে কেঁদে চোখ লাল ক'রেছ?

সরো। তুমি আর অমন ক'রো না। তুমি যখন বমি করো, মনে হ'লো, তোমার দম আট্‌কে যাবে।

শৈলেন্দ্র। আচ্ছা, আমি রোজ রাত ক'রে আসি, মুখে একটু মদের গন্ধও পাও, আমায় কিছু জিজ্ঞাসা ক'রো নি কেন?

সরো। আমি কি জিজ্ঞাসা ক'র্‌বো?

শৈলেন্দ্র। আমি উচ্ছন্ন গিয়েছি।

সরো। বালাই—

শৈলেন্দ্র। শোনো, কুমুদিনী ব'লে এক ছুঁড়ী থিয়েটার ক'র্‌তো, তাকে শরৎ, যে আমাদের বাড়ী আস্‌তো, সে রেখেছিল। সেই শরৎ আমাদের ক'জনকে একদিন তার বাড়ীতে গান শুন্‌তে নে যায়।

সরো। সে কথা আমি শুনে আর কি ক'র্‌বো, তুমি আর খেয়ো না।

শৈলেন্দ্র। শোনো, শুন্‌লে বুঝ্‌বে, আমি পায়ে বেড়ি প'রেছি।

সরো। সে কি?

শৈলেন্দ্র। দুই এক দিন অম্‌নি গান শুন্‌তে যাই, শরৎ সঙ্গে থাকে, এক দিন হীরু ঘোষাল আমাকে ব'ল্লে,—"ছোট বাবু, শুন্‌তে

পাই, রোজ তোমরা গান শুনে এসো, আমায় এক দিন শোনাও না।"

সরো। হীরু ঘোষাল শুনেছি, বড় ভাল লোক নয়।

শৈলেন্দ্র। স্থির হ'য়ে শোনো, আমি হীরু ঘোষালকে নিয়ে সেখানে গেলুম; মনে ক'র্লুম, শরৎ এখনি ইয়ার-বন্ধু নিয়ে আস্‌বে, আস্‌তে দেরী দেখে হীরু ঘোষালকে ডাক্‌তে পাঠালুম, সেও ফির্‌লো না। ক্রমে কথায় কথায় রাত হ'য়ে গেল, আমি উঠ্‌বো মনে ক'চ্চি, এমন সময় দেখি শরৎ এক্‌লা এসে উপস্থিত হ'লো,—আমায় দেখে মুখ ভার ক'র্‌লে। আমার কথার ভাল ক'রে জবাব দিলে না।

সরো। কেন, তার সঙ্গে কি ঝগড়া হ'য়েছিল?

শৈলেন্দ্র। না। শরৎ একটু ব'সেই কুমুদকে ডেকে বাইরে গেল। আমি কিছু বুঝ্‌তে পা'র্‌লুম না। মিনিট দশ বাদে ছুঁড়ীর গলা শুন্‌তে পেলুম, ব'ল্‌ছে—"আমি ইয়ার বন্ধুকে ব'স্‌তে দেব না? এতে তুমি না থাকো, যাও, চাইনে।" শরৎ ব'ল্লে, "আচ্ছা তাই।" আমি ব্যাপার কি জান্‌তে উঠ্‌ছি এমন সময় কুমুদ ফিরে এসে আমার হাত ধ'রে বসালে।

সরো। কেন—ওদের কি হ'লো?

শৈলেন্দ্র। ব'ল্‌ছি, শোনো না,—কুমুদ ব'ল্লে—"দেখ ভাই, আমার অন্যায়টা বোঝো, তোমার সঙ্গে আমার আলাপ ছিল না, উনিই তোমায় সঙ্গে ক'রে এনে আলাপ ক'রে দিয়েছেন। তুমি ভদ্রলোক এসেছ, আমি তোমায় খাতির ক'রে বসিয়েছি, এই আমার অপরাধ। বাবু তোমায় সন্দেহ ক'রে, জবাব দিয়ে চ'লে গেলেন।" আমি বল্লুম, "আমায় সন্দেহ ক'রেছে?" কুমুদ ব'ল্লে, "হ্যা, নইলে আর বন্ধুত্ব কি? মনে ক'রেছেন, এক শো টাকা ক'রে আমায় দিতেন, তা না পেলে আমি আর খেতে পাব না। ওঁর বন্ধুবান্ধবের সুখ্যাত গায়ে সয় না। তোমার কথা এক দিন ব'লেছিলুম ব'লে, কত ঠাট্টা! আমার একটা পেট, আর দু'খানা কাপড়, অত ডব্‌ডবানির ধার ধারি নে। ওঁর এক শো টাকা তোমাদের জুতো ফিরিয়ে দে আমি পাব।"

সরো। হ্যাঁগা, এক শো টাকা ক'রে দিত?

শৈলেন্দ্র। ও আর বেশী কি দিত,—গাইতে জানে, নাচ্‌তে জানে, মজ্‌লিসি মেয়েমানুষ।

সরো। তার পর কি হ'লো?

শৈলেন্দ্র। আমারও শরতের উপর মন চ'টে গেল। আমি তারে বল্লুম, "তুমি শরৎকে আর আস্‌তে দিয়ো না, তোমার খরচপাতি আমি দেব।" এই যাতায়াত সুরু হ'লো। পাঁচজন ইয়ারের খাতিরে একটু একটু মদও চ'ল্লো। কা'ল বাগানে বেটক্কর হ'য়ে গিয়ে এই ঢলাঢলি।

সরো। তা বেড়ি পায়ে দিয়েছ কি?

শৈলেন্দ্র। বুঝ্‌তে পাচ্চ না, এক জনের অন্ন মেরেছি।

সরো। তা তুমি তাকে কিছু থোকা দিয়ে দাও, আর সেথায় যেও না।

শৈলেন্দ্র। সে কথা আমি তারে ব'লেছিলুম, সে বলে "আমি তোমায় না দেখ্‌লে গলায় ছুরী দেব।" আর তার আটুপাটু দেখে আমারও কতকটা টান হ'য়েছে।

সরো। তা তুমি তার বাড়ীতে এক আধবার যেও, কিন্তু মদ খেও না।

শৈলেন্দ্র। ওই তো হ'য়েছে মুস্কিল, তার বাড়ী গেলে পাঁচ জন যোটে, উপরোধ এড়ান যায় না, একটু একটু খেতে বেশী হ'য়ে যায়।

সরো। তা তুমি তাকে লুকিয়ে আমাদের বাড়ী এনো।

শৈলেন্দ্র। সে কি হয়?

সরো। কেন হবে না? আমি কাকেও ব'ল্‌বো না, আর আমি দোর বন্ধ ক'রে দেব, কেউ আমাদের মহলে আস্‌তে পার্‌বে না।

শৈলেন্দ্র। আচ্ছা তোমার কি মনে হয়, সে সত্যিই আমায় না দেখ্‌লে ম'র্‌বে? এ ক'দিনেই কি এত ভালবেসেছে?

সরো। তোমায় ভালবাসা তো বিচিত্র নয়, যে দেখ্‌বে, সেই ভালবাস্‌বে।

শৈলেন্দ্র। এখানে আন্‌লে তোমার মনে রিষ হবে না?

সরো। কেন রিষ হবে? তুমি যদি দশটা বিয়ে করো, তাহ'লে কি তুমি আমার পর হবে?

শৈলেন্দ্র। সেও তোমার সঙ্গে আলাপ ক'র্‌তে চায়।

সরো। তা বেশ, তুমি এনো।

শৈলেন্দ্র। তুমি আর একটি কাজ ক'র্‌তে পারো?

সরো। কেন পা'র্‌বো না?

শৈলেন্দ্র। আমি আর এক বিপদে প'ড়েছি, ব্যাঙ্ক থেকে হাজার পনের টাকা বা'র ক'রে নিয়েছি। তা সব আমি নিজে খরচ করি নি, এক জন বন্ধুলোক বিপদে প'ড়েছিল, তারে জেলে নিয়ে যায়, তাইতে বেশীভাগ খরচ হ'য়েছে। আর কুমীর গয়না ছিল না, খান কতক গয়না গড়িয়ে দিয়েছি। আর বন্ধু-বান্ধব নিয়ে বাগান টাগান যেতেও কতক খরচ হ'য়েছে।

সরো। তা এ আর বিপদ কি? মেজ ঠাকুর কি সে টাকা দেবেন না?

শৈলেন্দ্র। দেবেন না কেন? আমি ভাব্‌ছি, যে নীরোর পরামর্শ শুনে আমায় যদি পৃথক্ ক'রে দেন। আমার ব'ল্‌তে ভয় করে, তুমি বড় বউদিদিকে ব'লে যদি এর কোন মীমাংসা ক'রে দিতে পার তো বড় ভাল হয়। আর ব'লো, আমার পাঁচশো টাকায় আঁটে না, হাজার খানেক টাকা যদি আমায় মাসোহারা ক'রে দেন, আর পূজার সময় যদি হাজার চারেক দেন, তাহ'লে আমার চ'লে যায়।

সরো। তা আমি ব'লে ঠিক ক'র্‌তে পারি। তুমি যাও, চানটান ক'রগে, ভেবো না। তোমায় গলায় কাপড় দিয়ে মিনতি ক'চ্চি, আর যা করো, মদটা খেও না।

শৈলেন্দ্র। দেখ—আমি মদ খেতে চাই না, ভালও লাগে না, আর দেখ্‌তেই তো পাচ্চ—বরদাস্থও হয় না। পাঁচ জনে ধরে চক্ষুলজ্জা এড়াতে পারি না।

সরো। এমন কি চক্ষু-লজ্জা? তুমি ব'লো, অমন পেড়াপীড়ি কর তো আমি তোমাদের সঙ্গে মিশ্‌বো না। তুমি ও ছাই ছুঁয়ো না। যাও, তুমি চানটান ক'রে দু'টি খেয়ে একটু শোও।

শৈলেন্দ্র। আচ্ছা কুমুদকে এখানে আন্‌লে, তোমার মনে কিছু হবে না?

সরো। না, তোমার পা ছুঁয়ে বল্‌চি—না। সে তোমায় ভালবাসে, আমি তোমায় ব'ল্‌ছি, আমি তারে বোনের মত ভালবাস্‌বো।

শৈলেন্দ্র। আমি মেজদার কাছে কেমন ক'রে মুখ দেখাব ভাব্‌ছি।

সরো। তুমি ভেবো না, তিনি বাড়ীর ভেতর এলে, তুমি তাঁরে ব'লো, আর অমন কাজ ক'র্‌বো না; তাহ'লে তিনি আর কিছু ব'ল্‌বেন না।

শৈলেন্দ্র। তুমিও স্নানটান কর'গে। তুমি সমস্ত রাত জেগেছ, আমি বুঝ্‌তে পেরেছি।

[শৈলেন্দ্রের প্রস্থান।

সরো। মন্মথ তো মিছে বলে না, ঐ পোড়ার মুখোরা সর্ব্বনাশের গোড়া। [প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

উপেন্দ্রের বহির্ব্বাটী

নীরদ, হীরু ঘোষাল ও মন্মথ

হীরু। ছিঃ ছিঃ, ছোটবাবুর মুখ একেবারেই আল্‌গা হ'য়ে প'ড়েছে, একেবারে যাচ্ছেতাই! বেশ্যাবাড়ী গিয়ে পাঁচ বেটা মাতালের সাম্‌নে মেজো কর্ত্তাকে যা মুখে এলো, তাই বল্লেন! রাম রাম—শুনে কানে হাত দিতে হয়! বলেন কি না, মেজোবাবু ওঁর বিষয়টা ফাঁকী দিয়ে নিতে চান!

মন্মথ। তা ঘোষাল ম'শায় কার ঠেঙে শুন্‌লেন?

হীরু। আরে আমি স্বকর্ণে শুন্‌লুম।

মন্মথ। আপনি সেথায় যান না কি?

হীরু। আরে না না, ছোট বাবুর পাল্লায় তো পড়ো নাই। আমি কি অত জানি, বল্লেন,—"চল ঘোষাল, বেড়িয়ে আসি"। উনি যে হোতায় নে যাবেন, তা কে জানে!

মন্মথ। তার পর বুঝি আপনাকে ঘরে দোর দিয়ে রাখ্‌লেন, আর বেরুতে দিলেন না।

হীরু। সে একরকম দোর দেওয়াই, চাদর কেড়ে নিলেন, কি করি বল?

মন্মথ। কাজেই ম'শায়কে ব'সে শুন্‌তে হ'লো। আমি শুন্‌লুম না কি আপনার নাক টিপে ধ'রে মদ খাইয়ে দিয়েছেন?

নীরদ। আরে চুপ করো না মন্মথ, কি বলেন শোনো না। (হীরু ঘোষালের প্রতি) বাবাকে বুঝি খুব গা'লমন্দ হ'লো? কি ব'ল্লেন?

হীরু। সে আমার মুখে আর শুনে কাজ নাই।

মন্মথ। তা' হ'লে ওঁকে গিয়ে আবার জিব ছুল্‌তে হবে, নইলে মুখ সাফ্ হবে না।

নীরদ। তা আপনি বাবাকে সব ব'ল্‌বেন, বাবা আমাকেই দোষেন, তা ওঁদের টাকা, ওঁরাই খরচ ক'র্‌বেন, আর আমি ওঁদের কথায় থাক্‌বো না। আজ আমি খাতা বুঝিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত।

বৈদ্যনাথের প্রবেশ

বৈদ্য। কি ঘোষাল, খবর কি? কার ব্যাটা ম'লো, কে জেলে গেল, কে বিধবা হ'লো, কার সর্ব্বনাশ হ'লো—তুমি তো ঘুরে ঘুরে পরের ভাল দেখেই বেড়াও।

হীরু। বড় আমুদে লোক, আমায় দেখ্‌লেই ঠাট্টা করেন।

বিরক্তভাবে নীরদের প্রস্থানোদ্যোগ

বৈদ্য। নীরো, বাড়ীর ভেতর যাচ্ছ, তোমার বাবাকে খবর দিও। [নীরদের প্রস্থান।

হীরু। তা তোমায় দেখিনে যে—দেখিনে যে?

বৈদ্য। আর দেখ্‌বে কি ক'রে বল? এ বাড়ীতে কি ঢোক্‌বার যো আছে, ঢুক্‌লে হিংসেয় বুকের ছাতি ফেটে যায়।

মন্মথ। কেন বৈদ্যনাথ বাবু—কেন বৈদ্যনাথ বাবু?

বৈদ্য। ঐ জিজ্ঞাসা করো না ঘোষালকে! ওর বরদাস্ত আছে, আমরা এত বরদাস্ত ক'র্‌তে পারি না। ঘোষাল, তোমার খুব বরদাস্ত,—তুমি শুন্‌তে পাই, দুবেলা এ বাড়ীতে এস।

মন্মথ। তা ওঁর অনুগ্রহ আছে। ছোটবাবুর সঙ্গে গাড়ী ক'রে যাওয়া-আসা আছে।

বৈদ্য। অ্যাঁ! তুমি সব কখন করো ঘোষাল? আর পরোপকারই বা ক'রে বেড়াও কখন?

হীরু। ব'সো না ব'সো না, তামাক খাও না।

বৈদ্য। ব'স্‌বো কি, আগে খবরটা দাও, ভায়ে ভায়ে বাধ্‌বে? কি বুঝ্‌ছ?

হীরু। সেইটে কি ভাল?

বৈদ্য। ভাল নয়?—সংসারটা ছারখারে যাবে;—আমরাও যেমন বাজার করি, গামছা কাঁধে ক'রে এরাও তেম্‌নি বাজার ক'র্‌বে, দেখে চক্ষু জুড়ুবে।

মন্মথ। না ম'শায়, উনি তেমন নন, উনি মেটামিটি ক'র্‌তেই এসেছেন। তাই ব'ল্‌ছিলেন, ছোটবাবু মেজো মেসো ম'শাইকে গালাগালি ক'রেছেন।

হীরু। দোষগুণ সব ব'ল্‌তে হয়—দোষগুন সব ব'ল্‌তে হয়, নইলে মিট্‌বে কিসে? আমি তো আর পরের কাছে ব'ল্‌তে যাই নি।

বৈদ্য। ব'ল্‌ছিলে বই কি! চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে সব পরিচয় দিচ্ছিলে, নইলে আমি আর শুনলুম কোথেকে যে, এদের সব বাধাবাধি হ'য়েছে।

হীরু। সে এ'দের এই পুরুত ব'ল্‌ছিল। আমি তারে ধ'ম্‌কে দিলুম।

বৈদ্য। সে ব'ল্‌বে কেন? তুমি তাকে সাক্ষী মান্‌লে, সে ব'ল্লে, আমি চালকলা বেঁধে খাই, আমি অত খবর রাখিনে।

হীরু। নাও ব'সো, আমি তোমার সঙ্গে ছড়া কাট্‌তে পার্‌বো না। আমি চল্লুম।

বৈদ্য। চ'ল্লে কেন, ছোট বাবু কি ব'লেছে, উপেনকে ব'লে যাও। যা মুখে এসেছে—ব'লেছে, তুমি আর সইতে পার্‌লে না, তাই উঠে চ'লে এসেছ—কি বল?

মন্মথ। উনি যাচ্চেন না, আপনি চ'লে গেলে, মেসো ম'শায়ের কাছে আস্‌বেন এখন। আমি মেসো মশায়কে ব'ল্‌বো—কি বলেন ঘোষাল ম'শায়?

হীরু। আমার আর কি, ভায়ে ভায়ে পীরিত-প্রণয় থাকে, দেখ্‌তে ভাল হয়।

বৈদ্য। কেন, ভায়ে ভায়ে বাদাবাদি ক'রে তোমার অরুচি হ'য়েছে না কি? একটা তোমায় পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি, কোন্ দালালিটে সুবিধা বল' দেখি? মনে ক'চ্চি, পেন্সনটা নিয়ে সেই কাজ সুরু ক'র্‌বো। বেশ্যার দালালি সুবিধা, না হ্যান্ডনোটের দালালি সুবিধা, না মকদ্দমার দালালি সুবিধা? তুমি পাকা লোক, তিন রকমই তো চলাচ্চ?

হীরু। নাও নাও, আমার তোমার মতন বখামো ক'র্‌বার সময় নাই।

প্রস্থানোদ্যোগ

নকুলানন্দ অবধূতের প্রবেশ

অব। (হীরু ঘোষালকে ধরিয়া) কোথা যাও, শোনো—তোমার ভারি বিপদ আমি

দেখ্‌ছি। সে দিন তুমি সন্ধ্যার সময় বটতলা দে' চ'লে যাচ্ছিলে, অম্‌নি তোমায় ভূতো চাঁড়াল পেয়েছে।

হীরু। কি অবধূত—কি অবধূত—ক' ছিলুম উড়্‌লো?

অব। ভূতো ব'স্, তুই আমার হাত এড়াতে পার্‌বি না, আমি তোরে দু' ফুঁয়ে তাড়াব।

বৈদ্য। তুমি তাড়াতে পার্‌বে না—তুমি তাড়াতে পার্‌বে না, ওরে আঁতুড়ে চাঁড়াল ভূতে পেয়েছে।

অব। তা হ'তে পারে, তবে সে ভূতোর বাপ।

হীরু। নাও ছাড়ো—ছাড়ো, আমার কাজ আছে।

বৈদ্য। ছেড়ে দাও অবধূত, ওর এখন ঢের কাজ, ও এখন বিম্‌লির ছুক্‌রীর দালালি ক'র্‌তে যাবে।

হীরু। দেখ, ও রকম ঠাট্টা-তামাসা ক'রো না, ও সব আমার ভাল লাগে না।

অব। না, ও বুদো স্যাক্‌রার মট্‌কা ভাঙ্গ্‌বে।

হীরু। তোমার আজ খুব দোক্তা কম হ'য়েছে, দেখ্‌তে পাচ্ছি।

অব। চাঁড়ালের ভূত কি না, ভারি জোর ক'রেছে। একটা ছাদনদড়ি পেতুম, কেমন চাঁড়ালভূত দেখ্‌তুম, তোমায় আড়কাটায় টাঙ্গাতুম।

মন্মথ। অবধূত ম'শায়, আমি আন্‌চি।

হীরু। না বাবা, ও তামাসা নয়! কি জানি ও গাঁজাখোর বেটা এখনই বেঁধে ফেল্‌তে পারে।

অব। হুঃ হুঃ—ভূতো—(মুখে ফুঁ দেওন)

হীরু। দেখ দেখি, বেটা ফুঁ দিয়ে থুথুতে মুখটা ভরিয়ে দিলে।

অব। ব্যস্ ঘোষাল—বেঁচে গেলে।

মন্মথ। না অবধূত ম'শায়, এখনো বাঁচে নাই, ভূতো ওর মাথায় চেপে আছে।

অব। তবে চট্ ক'রে দু'ঘটি চোনা নিয়ে এসো দেখি, ওকে নাইয়ে দিই।

উপেন্দ্রের প্রবেশ

উপেন্দ্র। এই যে ব'দে, মরিস্ নি?

বৈদ্য। ম'র্‌বো তো তোদের ভায়ে ভায়ে লাঠালাঠি দেখ্‌বে কে?

উপেন্দ্র। মন্মথ, দেখ্‌তো ছোট বাবু কোথায়?

হীরু। তিনি অনেকক্ষণ বেরিয়ে গেছেন।

উপেন্দ্র। বটে! এই যে সকালে পা ছুঁয়ে মাপ চাইলে, ব'ল্‌লে আর বেরুব না।

অব। সে'জো পেত্নীতে টেনেছে—সে'জো পেত্নীতে টেনেছে—

বৈদ্য। অবধূত, সে'জো পেত্নীতে কি ক'রে পেলে?

অব। ঐ ভূতো চাঁড়াল জুটিয়েছে।

বৈদ্য। ঠিক ব'লেছ অবধূত।

উপেন্দ্র। ভূতো চাঁড়ালটা কে?

বৈদ্য। কে হে ঘোষাল?

হীরু। এই দেখ দেখি মেজো বাবু,—এই গাঁজাখোর ব্যাটা ব'ল্‌ছে—আমায় ভূতো চাঁড়ালে পেয়েছে—আমায় ছাদনদড়ী দে' বাঁধ্‌তে চায়—আমার মাথায় চোনা ঢাল্‌তে চায়। আর বৈদ্যনাথ বাবু টৌয়াচ্চেন।

উপেন্দ্র। ছেড়ে দাও অবধূত—ছেড়ে দাও।

অব। যা ভূতো, আজ হাত এড়ালি, তোর মাথা আমি মুড়োবো।

[হীরু ঘোষালের প্রস্থান।

উপেন্দ্র। কি হ'য়েছে বদ্দিনাথ?

বৈদ্য। ও ঠিকঠাক বলে, বলে—ওরে চাঁড়াল ভূতে পেয়েছে।

উপেন্দ্র। কি অবধূত, তুমি সে'জো পেত্নী ছাড়াতে পারো?

অব। বড় শক্ত পেত্নী। কামিক্ষে থেকে ডাকিনী আন্‌তে হয়।

বৈদ্য। কেন—তুমি ঝাড়াও না?

অব। না ও বড় খারাপ—সে আমারও কাঁধে চাপ্‌বে।

উপেন্দ্র। মন্মথ, যা তো।

মন্মথ। আসুন না অবধূত ম'শায়।

উপেন্দ্র। না না—থাক্ থাক্।

[মন্মথের প্রস্থান।

তবে কি অবধূত—তুমি সে'জো পেত্নী ছাড়াতে পারো না!

অব। ও এ পারে ছাড়্‌বে না। গাঙ্গ পারে গিয়ে গণ্ডী দিতে হয়, তবে ছাড়ে।

উপেন্দ্র। (বৈদ্যনাথের প্রতি) কিছু শুনেছ?

বৈদ্য। শুনেছি বই কি।

উপেন্দ্র। কি করি বল দেখি?

বৈদ্য। ফেরাতে হ'লে একেবারে লাগাম ক'ড়্লে ফির্বে না; একটু ছুট্তে দিতে হবে।

উপেন্দ্র। তাই তো আমি কিছু বলিনি। বলি একটু আধটু বেড়ায়-চেড়ায়—বেড়াক্। কিন্তু মদ ধ'রেছে—আর তো রক্ষে নাই! এরই মধ্যে হাজার পঁচিশ টাকা খরচ ক'রে ফেলেছে।

বৈদ্য। Double W—(woman and wine) এতো সোজা নয়?

অব। সোজা!—একেবারে গাছে তুলে আছাড় দেবে।

বৈদ্য। তা তুমি ছাড়াতে পারো না—তবে আর কি তুমি অবধূত?

অব। ও পেত্নী ছাড়ে পেত্নী দিয়ে। ভূত টুত হয়—জলবিছুটীতে যায়।

উপেন্দ্র। কি করা যায়? পাঁচ শো টাকা ক'রে মাসোহারা নিচ্চে, তাতে চলে না, এত কি খরচ?

বৈদ্য। খরচ ক'র্লে খরচ কি? দাও দেখি তোমার বিষয়টা, তিন মাসে না ফুঁকে দিয়ে আবার দেনা ক'রে জেলে যেতে পারি? তোমার মতন তো রাত্রে দু'জনকে ডেকে পোলাও খাওয়া নয়, আর ব্রাহ্মণপণ্ডিত নিয়ে দুটো খোসগল্প ক'রে টাকাটা সিকেটা দেওয়াও নয়? একটা নামজাদা মেয়েমানুষ নিলেমে ডেকে নিতে এক রাত্রে দশ হাজার টাকা খরচ হ'য়ে যায়। খরচ ক'র্বে? তা বল—হীরে ঘোষালের মতন দু' একটা দালাল ধরিয়ে দিচ্ছি।

বৈদ্য। তা তুমি একটা পেত্নী জোগাড় ক'রো?

অব। একটা কুনো পেত্নী মজবুত পাই তবে তো। এ সেঁজো পেত্নীর হাত ছাড়াতে কুনো পেত্নী পারে, আর কারো সাধ্য নাই।

বৈদ্য। ও নেসার ঝোঁকে বলে ঠিক? তা তোমার হাতে ঢের যে পরী-টরী আছে শুন্তে পাই, তারা কিছু ক'র্তে পারে না?

অব। ওরে বাপ্রে—পরীর ঝাঁকে ফেলে, তাহ'লে একেবারে উধাও ক'রে নিয়ে যাবে, ইডেন গার্ডেনে হাওয়া খাওয়াবে।

উপেন্দ্র। দেখ, একবার ভাবি পৃথক ক'রে দিই, আবার ভাবি, আজ পৃথক্ ক'রে দেবো, কাল পথের ভিকিরী হবে।

অব। সেঁজো পেত্নীকে চার খাওয়াতে হয়। না চার খাওয়াতে গেলে ঘাড়ে চাপ্বে। তবে আলোক-লতার বিচি আর কনক ধুত্রোর শেকড়—না—রুগী না গাঙ্গ্ পার ক'র্লে উপায় নেই। বেটী গঙ্গা পেরুতে পার্বে? পারে—পোল হ'য়েছে।

উপেন্দ্র। দেখ—ও কথা বল্ছে মন্দ নয়, কোথাও বেড়াতে নিয়ে যাবো?

বৈদ্য। যাবে কি?

অব। ও কি যেতে চায়—কুপোয় পুরে নে যেতে হয়।

উপেন্দ্র। কে সে বেটী, সন্ধান ক'র্তে পার্লে না হয় কিছু টাকা কড়ি কব্লাই।

বৈদ্য। কি অবধূত—কোন্ গাছের পেত্নী সন্ধান ক'র্তে পারো?

অব। আমার কর্ম্ম নয়, ও ভূতো চাঁড়াল পার্বে। ও পেত্নীকে বাগাতে পার্বে না—ও পেত্নীকে বাগাতে পার্বে না; ও সেঁজো পেত্নীর তিন পুহুরে একটা ভূত থাকে, সেই ভূতটো বেটীকে ঘোরায়, তাকে যদি দুধ-কলা দে' বশ ক'র্তে পারো, তাহ'লে বাগুলে বাগ্তে পারে।

বৈদ্য। এই যে অবধূত সব জানো দেখ্ছি?

অব। জানি বই কি—আর জন্মে যখন রাজপুত্র ছিলুম, ঐ সেঁজো পেত্নীর ঝাঁকে পড়ি, দেখ্লুম তিন প্রহর রাত্রিটিও হয়, সেই ভূত্টো এসে সিস্ দেয়, আর বেটী অম্নি ধড়্মড়িয়ে উঠে "বাবা বাবা" ব'লে ছুটে যায়।

বৈদ্য। দেখ, মাথা খারাপ হ'য়ে এক রকম পাগ্লামো করে, কিন্তু ঠিক বলে। ও বেটীদের একজন ভালবাসার মানুষ থাকে, সেই বেটাকে যদি কিছু দিয়ে বশ ক'র্তে পারো, তাহ'লে, হ'লেও হ'তে পারে।

অব। উঁহু—গাঙ্গ্ পার ক'র্তে হবে—গাঙ্গ্ পার ক'র্তে হবে।

বৈদ্য। আজ চল্লুম।

উপেন্দ্র। যাবে কেন — একত্রে খাইগে এসো না।

বৈদ্য। না হে আমি খেয়েছি।

[প্রস্থান।

উপেন্দ্র। এস অবধূত, তুমি রাজপুত্রের আগের জন্মে কি ছিলে ব'ল্‌বে চল—শুন্‌তে শুন্‌তে যাই।

অব। না সে জন্মে ছিলুম—কাল পেঁচা। যার চালে গিয়ে ব'স্‌তুম, তার ভিটে মাটি চাঁটি হ'তো। না—রাজপুত্রের পরের জন্মে সেটা।

উপেন্দ্র। অবধূত, তোমায় একতাড়া তুরিতানন্দ পাঠিয়েছি, পেয়েছ?

অব। হ্যাঁ—দু'সের গোল্লানন্দও ছিল।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

কুমুদিনীর বাটীর কক্ষ

সতীশ, বিহারী, প্রমথ ও কুমুদিনী

সতীশ। কই, এখনো যে বাবু আসেনি?

কুমু। বাবু আজ আস্‌বেন না, আমায় সেথায় যাবার হুকুম হ'য়েছে।

সতীশ। যাবে না কি?

কুমু। রাম! আমি শরতাকে ব'লে পাঠিয়েছি, সে আস্‌বে।

প্রমথ। অমন কাজ ক'রনা, ধরা প'ড়ে যাবে। সেদিন রাতদুপুরে চাবি ফেলে গেছি ব'লে এসেছিল—জান তো?

কুমু। আমি সব দিক্ না সাম্‌লে কি শরতাকে আনি? সদর দেওয়া থাকে, ওর সাড়া পেলেই শরতাকে ভাড়াটের ঘরে পাঠিয়ে দিই।

প্রমথ। আমার কিছু জুয়েলারি কিনিয়ে দাও, তোমারই তো লাভ।

কুমু। আমি কি চেষ্টা করিনি? আমি তারে রিষ দেখিয়ে ব'লেছিলুম, "শরতার নূতন মেয়েমানুষ আমায় হীরের ঝাপ্‌টা দেখিয়ে গেল।" ও বলে, "আমি টাকা হাতে পাচ্ছিনে, দাদার সঙ্গে গোলমাল যাচ্ছে।"

প্রমথ। তা তোমার কি? টাকার ভাবনা কি? হ্যান্ডনোট কাটুক্ না, দশটা মহাজন মুখিয়ে আছে। এই বেলা কিছু হাতিয়ে নাও, বুঝ্‌লে? হাতে থাক্‌তে থাক্‌তে বাগিয়ে নাও। মণি কীর্ত্তনী তার মেয়ে ফুলীকে জোটাবার চেষ্টায় আছে। সে বেটী আড়্‌চে, ঘরে মানুষ আন্‌তে চায় না, নইলে এতদিন তোমার বেহাত হ'য়ে যেতো।

কুমু। তা হোক্, আমি আর পারি না। রোজ রোজ ঘ্যান্ ঘ্যানানি, ইয়ার-বন্ধু এলে বেজার, মুখোমুখি ক'রে থাকো!

বিহারী। আরে অত কেন? শরতের কাছে তো পেটভাতা, কিছু বাগিয়ে নাও না, আর প্রায় তো দশটার পর চ'লে যাচ্ছে, তোমার তো কোন দিকে আটক নাই।

কুমু। এখন আর দশটা কি? দুপুর, সাড়ে দুপুর—শরৎ ফিরে ফিরে যায়, আর আমার উপর রাগ করে।

বিহারী। তুমি বল্‌তে পার না, মাছটা গেঁথে ছিপ হাতে দিয়েছ, খেলিয়ে তুলি।

সতীশ। শুন্‌ছি নাকি — বাবু মদ ছাড়্‌বেন?

বিহারী। ঢের দেখেছি—যেতে দাও না আপ্‌না আপনি। কুমুদবিবি এক গ্লাস হাতে ক'রে দিলেই তখনই মদ ছাড়া দেখ্‌তে পাবে।

কুমু। না না--ছাড়্‌ব মনে ক'রেছে—ছাড়ুক। মদ খেলেই নানা রকম রিষ করে আর ঝগড়া করে।

প্রমথ। মদ ছাড়্‌বে কি? তাহ'লে কি আর কিছু বাগাতে পার্‌বে? শুঁড়ী মামা আছে ব'লেই ক'রে খাচ্চ, নইলে কি শুধু সাবানে আর ছেঁড়া চুলে খোঁপা বেঁধে চল্‌তো?

কুমু। নে নে কামদেব পুরুষ কি না! চুপ্ কর্—বুঝি আস্‌ছে। এসেই খানিক গজ্‌গজ্ ক'র্‌বে।

শৈলেন্দ্রের প্রবেশ

সতীশ। আস্‌তে আজ্ঞা হয়, এত late কেন, বিবিসাহেব ব'ল্‌চে—হাজ্‌রে কাট্‌বো।

শৈলেন্দ্র। তোমায় গাড়ী পাঠিয়ে দিলুম—গেলে না কেন?

কুমু। তোমার যেমন আক্কেল—কোথায় যাবো? (বন্ধুগণের প্রতি) শোনো ভাই, ওঁর বৈঠকখানায় যাই, আর ওঁর ভাই-ভাইপো আমায় দরোয়ান দিয়ে গলাধাক্কা দিন!

শৈলেন্দ্র। কি! এত ভাই-ভাইপোর তোয়াক্কা রাখি নে।

কুমু। না—ভয়ে খুন হন, আর বলেন—তোয়াক্কা রাখি নে। এত যদি, একটা জিনিস কিনে দিতে ব'ল্লে,—কেন বল "মেজ্ দাদা টাকা আট্‌কেছে?" মুখের সাপট এমন অনেকে করে!

হীরু ঘোষাল ও শিবু উকীলের প্রবেশ

হীরু। ম'শায় বিশ্বাস করেন না, এই শুনুন শিবু বাবুর ঠেঙে।

শিবু। কি বিবি সাহেব, ভাল আছেন তো?

কুমু। যেমন পায়ে রেখেছেন।

শিবু। আমাদের পুঁটীমাছের প্রাণ, আপনাকে কি আমরা রাখ্‌তে পারি? যে রাখ্‌বার, সে রেখেছে।

হীরু। যাক্ ম'শায়—কাজের কথা হোক্। আমি ধ'রে আন্‌লুম্, মক্কেল বসিয়ে রেখে চ'লে এসেছেন।

শিবু। হাঁ হে বিষয়টা পেলে, দাদার হাত-তোলার ভেতর র'য়ে গেলে? আবার যে নিতাই বাবু কি ডিড্ তোয়ের ক'র্‌ছেন শুন্‌চি।

শৈলেন্দ্র। কিসের ডিড্?

শিবু। সে যাই হোক্, আমাদের না দেখিয়ে খপ্ ক'রে একটা সই ক'রে ফেলো না।

হীরু। ম'শায়, অত শতয় কাজ কি? ওঁর বিষয় ওঁকে কেন বার ক'রে দিন্ না?

শৈলেন্দ্র। মেজ্ দাদা তো ব'ল্‌ছেন।

হীরু। সে ব'ল্‌ছেন মুখে, ছোট বাবুর সরল প্রাণ, তাই বুঝে গেছেন; অত বড় বিষয়টা নাড়্‌চেন চাড়্‌চেন—ওতে লাভ কত!

শৈলেন্দ্র। না না, উনি ব'ল্‌চেন—আমিই পেছুচ্চি। নানা ভজকট, আমি ম্যানেজ্ ক'র্‌তে পার্‌বো না।

শিবু। ম্যানেজ্‌টা আর কি? বাঁধা বিষয়, আপনি না পারেন, একটা ম্যানেজার রাখুন, retired Sub Judge ঢের আছে। আর শুন্‌তে পাই, দু তিন লাখ টাকা ব্যাঙ্কে ব'সিয়ে রেখেছেন, ও তো টাকা পুঁতে রাখার সঙ্গে সমান। আপনার কিছু ক'র্‌তে হবে না, সেই টাকা বার ক'রে নিন দেখি, আমি ছত্রিশ পার্সেন্ট সুদে খাটিয়ে দিচ্চি, সেই সুদ থেকেই আপনার আদ্দেক হাতখরচ চ'লে যাবে।

শৈলেন্দ্র। অত সুদ খেতে গেলে সে টাকা আদায় হয় না, মেজ্‌দার কাছে দালাল এসে-ছিল, মেজ্ দাদা ঐজন্যে দেন নাই।

শিবু। পার্টি বুঝে দিতে পার্‌লে আদায় হয় না? আদায় হয় না হয়, সে আমি বুঝ্‌বো, আপনি টাকা বার ক'রে নিন।

শৈলেন্দ্র। মেজ্‌দা ঘরোয়া একটা পার্টিসন ক'র্‌তে চাচ্চেন, তা আমি রাজী হই?

শিবু। না, ঘরোয়া ক'রো না, তাতে ঠক্‌বে।

হীরু। ঠকাবার মতলবেই তো ঘরোয়া ক'র্‌তে যাচ্চেন।

শৈলেন্দ্র। না না, মেজ্‌দাদা সে মানুষ নয়।

শিবু। তাই তোমাদের বড়বউকে হাত-তোলায় রেখেছেন। ওঁর life interestএ যে আয়, তা তোমার বড় দাদা মরা ইস্তক জ'ম্‌লে একটা বিষয় কেনা চ'ল্‌তো। ঘরোয়া পার্টিসনে রাজী হবেন না—ঘরোয়া পার্টিসনে রাজী হবেন না। আর নেহাৎ রাজী হন, আপনার পক্ষে থেকে একজন ল-ইয়ারকে দেখিয়ে নেবেন।

হীরু। আপনিই ল-ইয়ার, আবার কোথায় ল-ইয়ার খুঁজ্‌তে যাবেন?

শিবু। তার জন্যে আট্‌কাবে না। তবে দেখ, কিছুতে সই ক'রে যেন হাত পা বাঁধা দিও না, সালিসিনামাটা বুঝে সুঝে সই ক'রো।

শৈলেন্দ্র। সে আপনাকে দেখিয়ে সই ক'র্‌বো।

শিবু। বেশ কথা, আমি চল্লুম, আমি client বসিয়ে রেখে এসেছি।

[প্রস্থান।

বিহারী। তোমাদের তো মামলা-মকদ্দমা চুক্‌লো, এখন আমাদের কাছারি বসুগ্।

শৈলেন্দ্র। তোম্‌রা ভাই আমোদ করো, আমি ওতে নেই। (কুমুদিনীর প্রতি) চলো—তোয়ের হও।

কুমু। না, আমি গলাধাক্কা খেতে যাব না।

সতীশ। বাঃ! তুমি তো বেশ লোক হে! আপনি থাক্‌বে না, মেয়েমানুষ নিয়ে চ'ল্লে, তবে আমরা কাছারি ক'র্‌বো কাকে নিয়ে?

হীরু। না না—যাও না কুমুদ, ওঁর কি একটা মতলব আছে।

কুমু। মতলব আর ছাই, মাথায় ভূত চেপেছে, আমি যাব না।

শৈলেন্দ্র। যেতেই হবে।

কুমু। আমি চল্লুম—তুমি বকো।

[কুমুদিনীর প্রস্থান।

শৈলেন্দ্র। কোথা যাও?

[পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান।

হীরু। দেখ, ব'লে ক'য়ে এরে পাঠিয়ে দাও, মজা আছে।

সতীশ। ও আজ শরতাকে ব'লে পাঠিয়েছে, ও যাবে না।

হীরু। চলো চলো — বুঝিয়ে-পড়িয়ে পাঠিয়ে দিই। আজ গেলে রগড় বাধ্‌বে।

প্রমথ। দাঁড়াও বাবা—একটু টেনে নিই।

হীরু। নিয়েই এসো না।

[হীরু ঘোষালের প্রস্থান।

বিহারী। হীরে বেটা ওদের পথে না বসিয়ে ছাড়্‌চে না!

সতীশ। আমাদেরই কোন্ পথে ব'স্‌তে বাকী! আর গোটা দুই ডিক্রী জারি হ'লেই ভদ্রাসনখানা গিয়েছে।

বিহারী। তুই যে বুঝে চল্লি নি?

সতীশ। আচ্ছা বাবা, দেখি তুমি কতদিন বুঝে চলো। দেখ্ একটা কথা ভাব্‌চি—আমাদের যা হবার, তা তো হ'য়েছে; এটা কেন আর আমাদের সঙ্গে মাথা মুড়োয়! যা'হোক্, দশদিন টে'কে থাক্‌লে আমাদের চ'ল্‌বে।

প্রমথ। আরে নে নে—কাপ্তেন ঢের মিল্‌বে, ঐ বই আর সহরে কাপ্তেন নাই?

সতীশ। সাদা লোকটা!

প্রমথ। রাঙ্গা সাদায় আমাদের কি এসে যায়! ঝাপ্‌টাটা গচাবো মনে ক'রেছিলুম, তা কাল দেখা যাবে।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

গঙ্গা-তীর

ফুলী

গীত

হে দীনশরণ, বন্ধন-মোচন,
তাপে তাপ বার' ত্রিতাপ-বারণ,
নিঠুরতা নয়, হে করুণাময়,
করুণা তোমার কলুষ-হরণ।
তোমারে পাশরি, ভবে ভ্রমি হরি,
বদ্ধ মায়া-ঘোরে মোহে ডুবে মরি,
ঘোর পাপ-পঙ্কে কেমনে হে তরি,
বিনা পাপহারী পঙ্কজ চরণ॥
ভীষণ পাথার না করি বিচার,
সুখ-সাধে দুখ-সাগরে সাঁতার,
বাসনার ছলে উন্মাদ চীৎকার,
শাসন-মত্ততা দমন কারণ॥
জনম-মরণ নিয়ত ভ্রমণ,
অন্ধের নয়ন নহে নিমীলন,
নিবিড় তিমির তাহে আবরণ,
কভু নাহি পশে বিবেক-কিরণ,
অন্ধ আঁখি পায়—তোমার কৃপায়,
আলোক-ঝলকে আগে ব্যথা পায়,
অন্তর নির্ম্মল আলোক-প্রভায়,
তাপেতে কাঞ্চন উজ্জ্বল বরণ॥

মণি কীর্ত্তনীর প্রবেশ

মণি। এই যে বাড়ী ছেড়ে এখানে এসে মোনা বাবুর বাঁধা গান গাওয়া হ'চ্চে। দ্যাখ্—এখনো বোঝ্,—আজ যেন ঠ্যাকার ক'রে কারুকে ঘরে আস্‌তে দিচ্ছিস্ না, তার পর তোমায় রাজপুত্র এসে বে ক'রে নিয়ে যাবে নয়! ওঃ, সাবিত্রী এসে জন্মেছে কি না, চার কাল সতী থাক্‌বেন!

ফুলী। আচ্ছা আচ্ছা তুই যা—

মণি। আচ্ছা, তুই অমন করিস্ কেন? তোরে মল্লিকবাড়ী কীর্ত্তন ক'র্‌তে নিয়ে গিয়েছিলুম। হীরু ঘোষাল বলে, মল্লিকদের ছেলে তোরে চার হাজার টাকা দিতে চায়, আর দুশো টাকা ক'রে মাসোহারা দিতে চায়। ক'দিন আমাদের বাড়ীর সাম্‌নে জুড়ী ক'রে ঘুরেছে—দেখেছি।

ফুলী। মা, তুমি এই গঙ্গার তীরে কি ব'ল্‌ছ? তুমি কীর্ত্তন গাও, কৃষ্ণনাম করো, আর আপনার পেটের মেয়েকে এই সব কথা ব'ল্‌ছ? তুমি আসরে গাও যে, ব্যাভিচারিণীর উদ্ধার নাই, আর তুমি গঙ্গাতীরে এই সব কথা ব'ল্‌ছ? যাও, আমি দোরে-দোরে গান গেয়ে ভিক্ষা ক'রে খাব। তুমি ও সব কথা যদি বল, তোমার বাড়ীতে আমি থাক্‌বো না।

মণি। ওলো বুঝেছি লো বুঝেছি। আমাদেরও তোদের বয়স ছিল. মোনা বাবুর পীরিতে প'ড়েছ. মোনা বাবুকে বিয়ে ক'র্‌বে —নয়?

ফুলী। সে যে বড় ভাগ্যিমানী, যে মাথা কেটে তপিস্যে ক'রেছে, সে তার গলায় মালা দেবে। আমার যা জন্ম, আমি তার পা ধোয়াতেও পারি না।

মণি। আচ্ছা. তোর মল্লিকদের ছেলে পছন্দ না হয়, আরও তো সব ঘুর্‌ছে. তাদের ঘরে জায়গা দে। আর মোনা বাবুকে আন্‌তে চাস্‌. তাও আন্‌—আমি কিছু ব'ল্‌বো না।

ফুলী। মা, তুমি যদি ফের ওসব কথা ব'ল্‌বে, আমি গঙ্গায় গিয়ে উল্‌বো।

মণি। তবে থাক্‌—এই গঙ্গাতীরে,— আমার আর বাড়ী ঢুকিস্‌নে।

ফুলী। মা, আশীর্ব্বাদ করো. মা গঙ্গা আমায় স্থান দেন।

মণি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, অমন ঢের ঢং আমি জানি, আমায় আর শেখাতে হবে না। আমার এই কথা, যদি আমার মতে চলিস্‌. তবে বাড়ী ফিরিস্‌. নইলে এই গঙ্গাতীরেই থাক্‌—আর ভিক্ষে ক'রে খাস,—আমি তোরে বাড়ী ঢুক্‌তে দেব না। [প্রস্থান।

ফুলী। (গঙ্গার প্রতি) মা, এই পৃথিবীতে কি আশ্রয় পাব না. না পাই—তোমার কোলে আশ্রয় দিও।

জনৈক বৃদ্ধাকে লইয়া মন্মথের প্রবেশ

মন্মথ। এই যে ফুলী!—দ্যাখ্‌—এই বুড়ীটা গাড়ী চাপা প'ড়েছে, ডান হাতটা একেবারে গেছে। একে হস্‌পিটালে নিয়ে যেতে হবে। তুই একে নিয়ে ঐ গাছতলাটায় ব'স্‌. আমি ততক্ষণ একখানা গাড়ী নিয়ে আসি।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

সরোজিনীর কক্ষ

সরোজিনী ও শৈলেন্দ্র

সরোজিনী। তুমি আবার মদ খেয়ে এসেছ?

শৈলেন্দ্র। একটু খেয়েছি, এস হে—

পুরুষবেশী কুমুদিনীর প্রবেশ

দেখ. কেমন আমার ইয়ার এনেছি, এর কাছে একটু ইয়ারকি শেখো, নইলে কি খালি প্যান্ প্যান্ ক'রে কাঁদ্‌লেই আমি বাড়ীতে থাক্‌বো। আমাদের ইয়ারের প্রাণ, ইয়ারকি চাই— বুঝ্‌লে?

সরো। ওমা—কে গো?

শৈলেন্দ্র। চেয়ে দেখ, তোমায় তো খেয়ে ফেল্‌বে না? দেখ দেখি—কেমন ফিট্ ইয়ার ছোক্‌রা! পছন্দ হয়?

সরো। বাড়ীর ভেতর কাকে নিয়ে এয়েছ গো?

কুমু। কেন প্রাণ, পছন্দ হ'চ্চে না? তোমার ভাতার বাড়ী থাকে না, আমি এক্‌টিন থাক্‌বো. তোমায় বুকে তুলে সমস্ত রাত্ রাখ্‌বো।

সরো। ও মা. কাছে আসে যে গো!

[ঘোম্‌টা দিয়া এক পার্শ্বে অবস্থান।

কুমু। আবার ঘোম্‌টা কেন প্রাণ! বদন তুলে দুটো হেসে কথা কও।

কুমুদিনীর নৃত্য-গীত

রমণীর মুখের হাসি. গরল রাশি সুধা ক্ষরে।
সে হাসি প্রেমের ফাঁসি,
সাধ ক'রে প্রাণ গলায় পরে॥
যে বলে মন মজে না,
আপন মন তো সে বোঝে না,
দেখেনি যে—তুচ্ছ করে,
নারী কে চিন্‌তে পারে?
যে বলে পারি—চিন্‌তে নারে।
দেখেছে যে নারীর আঁখি,
জান্‌তে কি তার আছে বাকী,
সুধা-গরল একাধারে,—
জেনে শুনে প্রাণ না মানে, তবু গরল হৃদে ধরে॥

কুমু। মানময়ি! পায়ে ধরি, মান ভিক্ষা দাও! বদন খোলো, একটি চুমো খাই।

আলিঙ্গন করিতে অগ্রসর হওন

সরো। (সরিয়া গিয়া) ও দিদি—ও দিদি—শীগ্‌গির এস গো!—খবরদার ছোঁড়া, কাছে আসিস্‌নি। (উচ্চৈঃস্বরে) ও দিদি—ও দিদি—

শৈলেন্দ্র। চুপ করো না, ও কুমুদ, তুমি তো আন্‌তে ব'লেছ, মেয়েমানুষ দেখ্‌তে পাচ্চ না?

নেপথ্যে বিরজা। কিরে—কিরে—

সরো। তুমি নিয়ে যাও—নিয়ে যাও, ওরা সব আস্‌ছে।

বিরজা ও তরঙ্গিণীর দ্রুত প্রবেশ

শৈলেন্দ্র। (স্বগত) সব ইয়ারকি মাটী ক'র্‌লে!

বিরজা। ও মা—এ কে? কেরে তুই? ঝি, ঝি—মেজো কর্ত্তাকে খবর দে তো। ঝেঁটিয়ে তোর মুখ ভেঙ্গে দেবো, তা জানিস্‌?

শৈলেন্দ্র। বউদিদি, মুখ সাম্‌লে কথা কও ব'ল্‌ছি।

কুমু। দেখি না—দেখি না—ওঁর ঝাঁটা কত দেখি না। আমি এ বাড়ীতে পা ধুতেও আসি না। পায়ে ধ'রে সেধে এনেছে, তবে এসেছি।

বিরজা। এ কে,—মেয়েমানুষ না কি?

শৈলেন্দ্র। মেয়েমানুষ নয় তো পুরুষ মানুষ? আর আমি যদি আমার ইয়ারবন্ধুকে আমার স্ত্রীর কাছে আলাপ ক'রে দিতে আনি, তাতে কার কি?

বিরজা। হতচ্ছাড়া ছোঁড়া, এই কুঁজড়ো খান্‌কিকে বাড়ীর ভেতর বেটাছেলে সাজিয়ে এনেছ? তোর আক্কেল নাই, হায়া নাই, একেবারে উচ্ছন্ন গেলি!

কুমু। কি, আমি কুঁজড়ো খান্‌কি? শৈল, তোর সঙ্গে এই পর্য্যন্ত, আমায় অপমান ক'র্‌তে এনেছিস্‌? এই চা'ল-ঝাড়ুনী মাগীকে দিয়ে আমার অপমান ক'চ্ছিস্‌?

তর। ও মা!—আস্পর্দ্ধা দেখ!

বিরজা। ঝি, ছুঁড়ীকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় ক'রে দে তো।

কুমু। এসো না—এসো না,—চলো না—দেখি কেমন ঝাঁটা। ধুনীর মাকে দিয়ে একবার ঝাঁটা দেখিয়ে দিচ্চি। শৈল, বাড়ীতে পুরে অপমান ক'র্‌লি! এ্যাঁ—আমার কপালে এই ছিল—আমার কপালে এই ছিল! (মাথা খুঁড়িবার ভাণ)

শৈলেন্দ্র। (বাধা দিয়া) থাম্‌ না—থাম্‌ না, —তোর পায়ে পড়ি—থাম্‌ না, আমি অপমান দেখিয়ে দিচ্চি। (বিরজা ও তরঙ্গিণীর প্রতি) আমার ঘর থেকে তোমরা সব বেরোও। উনি পাড়ায় পাড়ায় ঘোরেন, গঙ্গা নাইতে যান, ওঁর এত ইজ্জৎ!

তর। ঠাকুরপো, বড়দিদিকে কি ব'ল্‌ছ?

শৈলেন্দ্র। যাও—যাও, আর ফোড়ন দিয়ে কাজ নাই। মণি কীর্ত্তুনীর মেয়ে ফুলীকে এনে যে ইয়ারকি হয়, তাতে কিছু হয় না? বাড়ীর ভেতর এনে যে দশজনের সাম্‌নে নাচ হয়, গান হয়—তাতে কিছু হয় না?

বিরজা। হতচ্ছাড়া, যা মুখে আ'স্‌ছে—ব'ল্‌ছিস্‌? দূর হ' ছুঁড়ি—দূর হ'।

কুমু। আর অতয় কাজ নাই, দূর্‌ কে হয় —দেখে যাচ্চি,—আমি শেষ না দেখে যাচ্চি নে। আমি তো কারো দাসীবৃত্তি ক'রে বাড়ীতে থাকি নি। গলায় কাপড় দিয়ে সেধে এনেছে, তবে এসেছি।

বিরজা। (শৈলেন্দ্রের প্রতি) এই সব কথাগুলো তুই দাঁড়িয়ে শুন্‌ছিস, মুখে লাথি মার্‌ছিস্‌ নি?

শৈলেন্দ্র। খবরদার—খবরদার বল্‌ছি—বেরোও, আমার ঘর থেকে বেরোও—নইলে হাত ধ'রে বার ক'রে দেবো।

বিরজা। ভগবান্‌, এত অদৃষ্টে ছিল!

উপেন্দ্রের প্রবেশ

উপেন্দ্র। এ কি হ'চ্ছে!

শৈলেন্দ্র। কিছু না, আপনি কেন হেথায় এলেন?

বিরজা। উনি খান্‌কি এনেছেন বাড়ীতে, আর আমাদের সব বা'র ক'রে দিচ্চেন।

উপেন্দ্র। শৈলেন, শেষ এত দূর হ'ল! আমায় না মানো, যে তোমায় মাই দিয়ে মানুষ ক'রেছে, তারে ব'ল্‌ছ—বেরোও? তুমি কি সব ভুলেছ, তোমার বংশ ভুলেছ—মান ভুলেছ,—মর্য্যাদা ভুলেছ—ভ্রাতৃস্নেহ ভুলেছ—মাতৃতুল্য

বড় ভা'জকে ভুলেছ? শৈলেন, তোমাকে বয়াটে ব'ল্লে আর তোমার গা'ল হয় না। আজও এমন বয়াটে নাই যে, তার মার মত বড় ভা'জকে বলে —"বেরোও",—বড় ভাইকে মুখের উপর এম্‌নি জবাব করে,—সাধ্বী স্ত্রীর সঙ্গে কুলটাকে আলাপ ক'রে দিতে আসে! ছিঃ, তোমাকে আর কি ব'ল্‌বো,—আমার মৃত্যু-ইচ্ছা হ'চ্চে।

শৈলেন্দ্র। (অস্ফুট স্বরে) ফুলী বাড়ীতে আস্‌তে পারে, সে বুঝি খড়দর মা-ঠাক্‌রুণ!

[কুমুদিনীর ও তৎপশ্চাৎ শৈলেন্দ্রের প্রস্থান।

নেপথ্যে কুমুদিনী। খবরদার, আমার গায়ে হাত দিস্‌ নি, আমার বাড়ীমুখো হবি, তো জুতো খাবি।

নেপথ্যে শৈলেন্দ্র। দাঁড়া না—দাঁড়া না,—ঘাট মান্‌চি—ঘাট মান্‌চি—

উপেন্দ্র। বড় বউ, কি সর্ব্বনাশ হ'ল! আর এ বাড়ীতে কেন? ঐ হেথায় থাকুক, আমরা চল —কোথাও চ'লে যাই। ভগবান্‌—আমার মৃত্যু নাই! দাদা আমায় এই দেখ্‌তে হাতে হাতে স'পে দিয়ে গিয়েছিল? সব গেল—পিতৃ-পুরুষের কীর্ত্তিকলাপ লোপ হ'লো। ধিক্‌ আমার জীবনে!

বিরজা। ঠাকুরপো, তুমি ও কি ক'চ্চ? আমি স্থির আছি, আর তুমি অমন চঞ্চল হ'চ্চ? তুমি কাকে ব'ল্‌ছ, কার উপর অভিমান ক'চ্চ? ও অধঃপাতে গেছে—যাক্‌, ও আলাদা হ'য়ে যা খুসী তা করুগ্‌। ও ব'য়ে গেছে ব'লে সব ক্রিয়া-কর্ম্ম বন্ধ ক'র্‌বে? তুমি বাড়ী থেকে চ'লে যাবে? কেন—কি হ'য়েছে? ও যাগ্‌—ও অধঃপাতে যাগ্‌—ওর কর্ম্মভোগ—ও করুক; —তুমি কা'ল পাঁচজনকে ডেকে একটা ব্যবস্থা করো।

উপেন্দ্র। আর ব্যবস্থা নয়, আর আমি বরদাস্ত ক'র্‌বো না, সংসার ছারখারে যাগ্‌, কীর্ত্তিকলাপ লোপ হোক্‌, বিষয় ছারখার হোক্‌, পুজোর টাকা নেড়ে-প্যায়দায় খাক্‌—ওর আর আমি মুখ দেখ্‌তে চাই নে। যা অদৃষ্টে থাকে—হবে।

বিরজা। মেজো বউ, ঘরে নিয়ে যা।

উপেন্দ্র। উঃ—এত বড় স্পর্দ্ধা—দুনিয়া দৃক্‌পাত নাই!

তর। মিছে রেগে মাথা গরম ক'চ্ছ কেন,—সমস্ত রাত ঘুম হবে না। শোবে এসো।

উপেন্দ্র। যথেষ্ট হ'লো।

[তরঙ্গিণী ও উপেন্দ্রের প্রস্থান।

সরো। দিদি, আমার দশা কি হবে?

বিরজা। কেন দিদি, তুমি রাজলক্ষ্মী, রাজলক্ষ্মী হ'য়েই থাক্‌বে।

সরো। তোম্‌রা যে ভিন্ন ক'রে দেবে, আমি কোথায় দাঁড়াব?

বিরজা। ছোট বউ, কাকে ভিন্ন ক'র্‌বো? যে দিন আমার দেহ-প্রাণে ভিন্ন হবে, সেদিন শৈল আমার প্রাণ থেকে যাবে কি না জানি না। তুই কি ভাব্‌ছিস্‌, শৈলেনের উপর আমি রেগেছি? ও নেসার ঝোঁকে বেরিয়ে যেতে ব'লেছে, সত্যি সত্যি যদি গলাধাক্কা দেয়, তা' হ'লেও কি আমি ওরে পর ক'র্‌তে পার্‌বো? তুই জানিস্‌ নি, কি ক'রে ওরে মানুষ করেছি! ভগবতী কি ক'র্‌লে, শৈলেন আমার, আমি না খাইয়ে দিলে খেতে পা'র্‌তো না—। দাদা ব'ক্‌লে আমার আঁচলে মুখ লুকিয়ে এসে কাঁদ্‌তো! সেই শৈলেন আমার এমন হ'লো কেন?

সরো। ও দিদি, ওর অপরাধ নাই, আমি না বুঝে আ'ন্‌তে ব'লেছিলুম। রোজ বাড়ী থেকে বেরিয়ে যায়, আমি মনে ক'রেছিলুম, ওকে আ'ন্‌লে ঘরে থা'ক্‌বে। আমায় মাপ করো দিদি! আমি এত হবে জানি নে। পুরুষ মানুষ মনে ক'রে চেঁচিয়ে উঠেছিলুম।

বিরজা। তোমার অপরাধ কি দিদি, তুমি সতীলক্ষ্মী, তুমি বেশ ক'রেছ, কে'দো না।

সরো। কি হবে দিদি?

বিরজা। রাধাবল্লভজী কি এমনই ক'র্‌বেন! শুধ্‌রে যাবে—ভাবিস্‌ নি, আয়, আমার ঘরে আয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

উপেন্দ্রের বহির্ব্বাটী

উপেন্দ্র, নিতাই, শৈলেন্দ্র ও নীরদ

শৈলেন্দ্র। নিতাই বাবু, আপনি মেজ্‌-দাদাকে বলুন, আমায় মাপ করুন; আমি বড়

হ'য়েছি বটে—কিন্তু বুদ্ধিতে বড় হইনি। আমি ছেলেবেলায় যেমন নির্ব্বোধ ছিলুম—তেম্‌নি আছি, ছেলেবেলায় যেমন দুষ্টু ছিলুম, তেমনি আছি। ছেলেবেলায় ওঁরে দুষ্টুমি ক'রে কত গালাগা'ল দিয়েছি, তখন তো মাপ ক'রেছেন,—তবে এখন কেন আমাকে পৃথক ক'রে দিতে চাচ্চেন? বিষয়কর্ম্ম তো আমায় শেখান নি, বিষয় পেলে তো আমি রাখ্‌তে পা'র্‌বো না।

নিতাই। তা বেশ, বিষয় যদি না তুমি manage ক'র্‌তে পারো, তোমার মেজ্‌দার উপর ভার দিও, আর তোমার মেজ্‌দার সঙ্গে সঙ্গে থেকে ক্রমে বুঝ্‌তে শেখো। তোম্‌রা পৃথক হ'চ্চ না, কার কি বিষয়, সেইটে ঠিক ক'রে নিচ্চ। এ ভাল শৈলেন, আমি তোমাদের বন্ধু, আমি সৎ পরামর্শ দিচ্চি, তোমরা যেমন এক সংসারে এক অন্নে আছ, তেমনিই থাক্‌বে।

শৈলেন্দ্র। বিষয় বখ্‌রা না হ'লে কি নয়?

উপেন্দ্র। না, তোমার কি আছে না আছে—জেনে নাও। তুমি খরচ ক'র্‌তে গেলে আমি বাধা দিই, তুমি বুঝ্‌তে পারো না, সে তোমারই ভালর জন্যে। তুমি পাঁচজনের কথায় হয় তো মনে করো, বুঝি আমার কিছু তাতে লাভ আছে।

শৈলেন্দ্র। না মেজ্‌দা, আমি তা কখনো মনে করি না। খরচের টানাটানি হ'লে ছেলেবেলা যেমন কাঁদতুম—ঝগড়া ক'র্‌তুম, সেই রকম করি। তবে মাথা খারাপ হ'য়ে গিয়ে কি ব'লে ফেলিছি, তা আমার মনে নাই। আমি ব'য়ে গেছি, আমায় শুধ্‌রে দাও, তা না হ'লে আমার সর্ব্বনাশ হবে। আমি কিছু জানি নি শুনি নি, আমার হাতে বিষয় প'ড়্‌লে দু'দিনে সব ঠকিয়ে নেবে।

উপেন্দ্র। তুমি যাতে জান্‌তে শুন্‌তে পারো, সেই জন্যে নীরেকে আর তোমাকে বিষয় দেখ্‌তে শুন্‌তে দিয়েছিলুম, তা তুমি বুঝে চ'ল্লে কই?

শৈলেন্দ্র। নিতাই বাবু, আপনি বলুন, উনি আমায় শেখান, ঐ নীরের সঙ্গে আমি পারি নে। ও টিপে টিপে বুড়ো পিতামহর মত কথা কয়, আমার সর্ব্বশরীর জ্ব'লে যায়!

নীরদ। কেন কাকা বাবু, আমি তো আপ্‌নার কখনো অসম্মান করি নি, তবে কেন বাবার কাছে এমন মিছে ব'ল্‌ছেন?

নিতাই। নীরদ, তুমি এখান থেকে যাও।

নীরদ। (উঠিয়া) আমি যাচ্চি, কাকা বাবু অন্যায় ব'ল্‌ছেন।—যেমন নিয়ম বাবা বেঁধে দিয়েছিলেন, সেই নিয়মে আমি চ'ল্‌তে চেয়েছি—এই আমার দোষ। বাবার কাছে হিসেব নিয়ে আমায় যেতে হ'তো, উনি তো যেতেন না।

শৈলেন্দ্র। নীরো ব'স্‌, আমি তোর নামে লাগাই নি; তুই যদি আমার সঙ্গে ঝগড়া ক'র্‌তিস্‌, গালাগা'ল দিতিস্‌, তাতে আমার কিছু হ'তো না। আমি ব'ল্‌তুম—"বাবা, আমার এ খরচটা না হ'লে চ'ল্‌বে না, তুই মেজ্‌দাকে ব'লে এটা পাশ ক'রে দিস্‌। তুই "ন্যায্য—অন্যায্য—উচিত—অনুচিত" এই সব ব'ল্‌তিস্‌—তাইতে আমার—

নীরদ। তাইতে ব'ল্‌তেন,—"তোর তো বাপের বিষয় খরচ ক'চ্চিনে—

শৈলেন্দ্র। সেটা কি আমি সত্যি সত্যি ব'লেছি? তা' হ'লে ভয় ভয় করে, তোর কাছে চাইবো কেন?

নীরদ। সত্যি মিথ্যে আমি জানি নে, সে আপনারা বুঝুন।

[প্রস্থান।

শৈলেন্দ্র। ঐ দেখুন, ওর বাক্যিতে আমার গা জ্ব'লে যায়।

উপেন্দ্র। আমি বুঝ্‌ছি, তোমাদের দু'জনে ব'ন্‌বে না। কিন্তু আমি তো চিরদিন থাক'বো না? তুমি তোমার বিষয় বিভাগ ক'রে নাও।

শৈলেন্দ্র। কি ক'র্‌তে হবে?

নিতাই। এই মথুর বাবু, কুঞ্জবাবু, ভবানী বাবু—এ'দের তিনজনের উপর তোম্‌রা দু'ভায়ে ভার দাও, এ'রা তোমাদের বিষয় বিভাগ ক'রে দেন্‌।

শৈলেন্দ্র। যদি না ক'র্‌লে না হয়—তা দিন্‌।

নিতাই। তা' হ'লে এই মধ্যস্থনামা কাগজখানা তুমি নাও, পড়ে দেখো, এতে কি তোমার আপত্তি আছে ব'লো,—

শৈলেন্দ্র। আমার আর আপত্তি কি? আমি কি বুঝি? দিন্—আমি সই ক'রে দিচ্চি—

সহি করিয়া দেওন

নিতাই। দেখ, আর মত ব'দ্‌লো না। এতে সকল দিক্ ভাল হবে। নইলে, দেখ্‌লুম তো—তোমার ভাইপোর সংগে বনে না, তোমার দাদার শরীরের ভদ্রাভদ্র আছে, আর হাজার হোক্ নীরো ওঁর ছেলে, তোমার একটু বা'র দোষ হ'য়েছে, নীরোর কথাই হয়তো ওঁর বেশী বিশ্বাস হবে,—হয়তো তোমায় কি একটা ব'ল্‌বেন, তুমি সরলপ্রকৃতি, পাঁচজনের কথায় একদিন রাগ ক'রে, কোন' উকিলের হাতে গিয়ে প'ড়্‌বে,— আর বিষয়টা ছন্নছন্ন হ'য়ে যাবে। তুমি জানো না, দশ বেটা ঘুর্‌চে—কিসে তোমাদের সর্ব্বনাশ ক'র্‌তে পারে।

শৈলেন্দ্র। মেজ্‌দা, যা ক'র্‌তে হয় করুন, কিন্তু আমায় পর ক'র্‌বেন না।

উপেন্দ্র। আমি তোমায় পর ক'র্‌বো? তুমি কেন এমন হ'লে? কেন এ ছাই খেতে শিখ্‌লে? কেন তুমি ঘরের লক্ষ্মী ছেড়ে এমন অনাচারী হ'লে? আমি পর ক'র্‌বো—শৈলেন—শৈলেন—তুই জানিস্ নি, তুই আমার কে? আমার স্ত্রীপুত্র একদিকে—সর্ব্বস্ব এক দিকে—তুই এক দিকে! তোর সংগে পৃথক্ হবো—তোর সংগে পৃথক হবো!

নিতাই। ও কি—ও কি উপেন—ঠাণ্ডা হও!

উপেন্দ্র। শৈলেন—শৈলেন—আমার মাথার ভেতর কেমন ক'চ্চে, আমি চল্লুম।—আমার দম আট্‌কে যাচ্ছে। [প্রস্থান।

[শৈলেন্দ্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন।

নেপথ্যে উপেন্দ্রের পতন-শব্দ

নেপথ্যে শৈলেন্দ্র। ওরে শীগ্‌গির জল আন্, শীগ্‌গির জল আন। নিতাই বাবু শীগ্‌গির আসুন—শীগ্‌গির আসুন, মেজ্‌-দাদা প'ড়ে গেছেন। [নিতাইয়ের দ্রুত প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কুমুদিনীর গৃহ

হীরু ঘোষাল, সতীশ ও শিবু উকীল

হীরু। ঐ যা—সব বুঝি ফেঁসে গেল— ফেঁসে গেল! নিতে ব্যাটা সব মাটি ক'র্‌লে!

সতীশ। কি হীরু, গলায় ছুরি দিতে দিলে না?

হীরু। আরে নাও, ঠাট্টা রাখো। ছ'মাস মেহনত ক'রে বাগিয়ে এনেছিলুম, নিতে বেটা সব ভেস্তে দিলে।

শিবু। কি—কি—হ'য়েছে কি—বলনা?

হীরু। ঘরোয়া পার্টিসন হবে!—বেকুবকে এত বোঝালুম যে, নিতের কথায় কান দিস্ নে।

সতীশ। শিব বাবুর হাতে পড়, খাঁড়া শাণিয়ে রেখেছেন।

শিবু। কেন—কি খাঁড়া শাণিয়ে রেখেছি?

সতীশ। তবে কি ছুরি বাগিয়ে রেখেছেন, আমার মত জবাই ক'র্‌বেন?

শিবু। আমি আছি ব'লে এখনো তোমায় ওয়ারেণ্টে ধরে নাই, সাতখানা ওয়ারেণ্ট থামিয়ে রেখেছি।

সতীশ। বল কি—এমন? তোমার খরচায় ওয়ারেণ্ট বার ক'রে একত্রে আমায় ধ'র্‌বে না কি?

হীরু। আরে নাও—নাও—কাজের কথা কইতে দাও। (শিবুর প্রতি) শিবু বাবু, এখন ও কথায় কান দেবেন না, এখন উপায় কি করি বলুন? বল্লুম যে—এখন ওদের ঘরোয়া পার্টিসন হ'তে চ'ল্লো!

শিবু। হুঁ—ছেলেমানুষ পেয়ে ঠকাবে আর কি?

সতীশ। তাইতো শিবু বাবু, আজ তোমার ঘুম হবে কি? তা এক উপায় আছে ঘোষাল! পার্টিসনটা হ'য়ে যাক্, বিষয়টা বাড়াতে শিবু বাবুর হাত ফেলে দিয়ো, আমার মতন বাড়িয়ে দেবেন।

শিবু। তিনটে মর্টগেজ আদায় ক'রে দিলুম কি না!

সতীশ। তা দিয়েছ বই কি? সে টাকা আদায় ক'রে নিয়ে, তোমার খরচা কত হ'লো? এখন ধারধোর ক'রে সে তো আমায় এনে দিতে হবে?

শিবু। তোমার ঠেঙে আদ্দেক খরচাও নিই নে, যা আউট পকেট।

সতীশ। আর শৈলেনের বিষয় পেলে আদ্দেকও নেবেন না, হয় সিকি, নয় দু'আনা।

শিবু। (স্বগত) থাকো, তোমায় দেখে নিচ্চি।

সতীশ। ভাব্‌ছেন কি?—মরার বাড়া গা'ল নাই, আমি ইন্‌সল্‌ভেন্ট নেব।

কুমুদিনীর প্রবেশ

হীরু। কি—কি—চাকর এয়েছিল কেন?

কুমু। দেখ দেখি—আমার মাথামুড় খুঁড়তে ইচ্ছে ক'চ্চে, চিঠি লিখেছেন, আজ আর আস্‌বেন না।

সতীশ। তা কাঁদ্‌বে না কি? চোখে আঙ্গুল দেবো, না শরতাকে খবর দেবো?

কুমু। যাও—মিছে ভাল লাগে না। আজ তিন দিন হীরের ঝাপ্‌টাটা ঘরে রেখেছি, প্রমথ বেচারা তিন দিন দামের জন্যে আনাগোনা ক'চ্চে। বুঝুন না শিবু বাবু, ভদ্রলোকের সঙ্গে কতটা কথার খেলাপ হ'চ্চে!

সতীশ। তাইতো কথার খেলাপ তো তোমাদের জাতে হবার যো নাই, সত্যভঙ্গ হ'লো!

হীরু। কেন—কেন—বাবু আস্‌বেন না কেন?

কুমু। তার মেজো ভাইয়ের কি মাথা গরম হ'য়েছে। তা হ'য়েছে তো কার কি রে বাপু!—টাকা ক'টা তো পাঠিয়ে দিলে হ'তো!

সতীশ। ওঃ! বেজায় অন্যায়—বেজায় অন্যায়!

হীরু। শিবু বাবু, আমি চল্লুম—আমি চল্লুম, দেখি কত দূর হ'লো। যদি ফেরাতে পারি, চেষ্টাটা করি। আর তোমার নিতাইএর কি অক্কেল, সে কোন্ না মেজোর তরফ থাক্‌তো? এই যে আপনি দু'পয়সা পেতেন, সেইটে সইছে না, পরের ভাল দেখ্‌তে পারে না।

শিবু। যে না বুঝ্‌বে—তার আর কি ক'র্‌বে বল? এক্‌লা খেতে চাচ্চেন, তা খান; সুট্‌টা হ'লে যা পেতেন, তার সিকিও পাবেন না।

হীরু। বেকুবি!—

সতীশ। চামার—চামার,—অমন বড় কাৎলা প'ড়েছে, পাঁচ জনে বখ্‌রা ক'রে খেতে চায় না!

হীরু। আমি চল্লুম—চল্লুম, যা খবর হয়, আপনার ওখানে দিচ্চি।

শিবু। এসো না—আমার গাড়ীতে। (জনান্তিকে) ভেবোনা, যখন আগুন ধ'রেছে—ধুঁইয়ে জ্ব'লে উঠ্‌বে। তুমি এই নীরো বাবুকে বাগিয়ে রাখো, সে মজবুত আছে, দু'দিনে চটিয়ে দেবে।

[হীরু ঘোষাল ও শিবু উকিলের প্রস্থান।

সতীশ। আর ভাব্‌না কিসের? আমি যাচ্চি, শরৎকে খবর দি গে।

কুমু। সে আবার ক'দিন ঝগড়া ক'রে গিয়েছে, বাবু অনেক রাত্রি অবধি ব'সেছিল—সে এসে ফিরে গেছে।

সতীশ। সে এখন পাঠিয়ে দিচ্চি; তুমি আমার একটা কথা শুন্‌বে?

কুমু। কি?

সতীশ। শরতাকে আনো আর যাই করো, সে ওর চোখে ধুলো দিয়ে চ'ল্‌বে। কিন্তু কাপ্তেনটা পেয়েছ, বেশ বাগিয়ে নিতে পার্‌বে, পাঁচ বেটাকে দিয়ে ছোঁড়াকে নষ্ট ক'রো না। শিবে উকিল আর হীরের সঙ্গে শৈলেনের চটাচটি ক'রে দাও। তুমি যা দোহাত্তা মেরে নিতে পারো নাও, পাঁচ জনকে খাইয়ে কি হবে?

কুমু। কি ক'রে চটাচটি ক'র্‌বো? এই হীরে ঘোষাল—শরতার কথা সব জানে।

সতীশ। তুমি ব'লো না,—এই হীরে, শিবু উকিলের সঙ্গে তোমায় জোটাতে চায়।

কুমু। ও হীরে সব ব'লে দেবে।

সতীশ। তুমি এ কথা ব'ল্লে হীরের ছায়া দেখ্‌লে, জুতো নিয়ে তাড়া ক'র্‌বে।

কুমু। তুমি যাচ্চ—চলো, আমার নূতন বেহারাকে তোমার সঙ্গে পাঠিয়ে দিই: শরতার বাড়ীটে দেখিয়ে দিয়ো, সে ভারি রাগ ক'রে গিয়েছে। আমি একখানা চিঠি লিখে রেখেছি, সে চিঠিখানা দেবে তোমায়ই চিঠি খানা দিতুম, আমি লোক পাঠালে আর একটু মান ভাঙ্গ্‌বে।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

উপেন্দ্রবাবুর বাটীর সম্মুখ

দ্বারদেশে জমাদার উপবিষ্ট

অদূরে মন্মথ ও তৎপশ্চাৎ ফুলীর প্রবেশ

ফুলী। মোনা বাবু—

মন্মথ। কিরে ফুলী?

ফুলী। কি ক'রে নূতন নূতন ফুল তৈরি করো, আজ যে শেখাবে ব'লেছিলে?

মন্মথ। সে আমি একখানা বই দেবো—পড়িস্,—এখন যা। আর শিখ্‌তে চাস্, আমি শেমোকে অনেক শিখিয়েছি, আমি ব'লে দেব, তার কাছে শিখিস্।

ফুলী। আজ যে একখানা নূতন গান বেঁধে দেবে ব'লেছিলে?

মন্মথ। এখন আমি বড় ব্যস্ত আছি।

ফুলী। আমি আর একটি কথা ব'ল্‌তে এসেছি।

মন্মথ। সে বলিস্ এখন।

[মন্মথের প্রস্থান।

ফুলী। আমি তোমার মনের কথা টের পাই। পাজী হীরে ঘোষালটা সৃষ্টির লোকের সর্ব্বনাশ ক'রে বেড়ায়, এখন তোমাদের সংসার ভাঙ্‌গ্‌বার জন্যে উঠে প'ড়ে লেগেছে। তুমি তারে জব্দ ক'র্‌তে চাও। আমি ওরে এ বাড়ী থেকে ছল ক'রে তাড়াব। আমি ছল শিখেছি; ছল শুনে তুমি রাগ ক'রো না।

জমা। আরে বেটী, তু আয়ি? তেরি ওয়াস্তে রোটি রাখ্‌খাথা, তু যব্ আয়েগি লে যানা। একঠো পদ গা বেটী!

ফুলীর গীত

ঠুমুক্ চলত রামচন্দ্র বাজত পাঁয়জনিয়া,
কিল্ কিলায় উঠত ধায়,
গীরত ভূমি লট্‌পাটায়
ধায় মায় গোধলেত্ দশরথ কি রাণীয়া।
অঞ্চল রজ অঙ্গ ঝাড় বিবিধ ভাঁত সো দুলাড়
তন্ মন্ ধন্ বাড় ডাড় কহত মৃদু বাণীয়া,
ঠুমুক্ চলত রামচন্দ্র বাজত পাঁয়জনিয়া।
মেওয়া মিষ্টান্ হাল ভাউয়ে সো লে হুলাল্
আউর লেহুলাল পান বাঁশি তন্‌মনিয়া,
তুলসীদাস অতি আনন্দ দেখ্‌কে মুখারবিন্দ
রঘুবরকে ছবি সমান রঘুবর ছবি বনিয়া,
ঠুমুক্ চলত রামচন্দ্র বাজত পাঁয়জনিয়।

জমা। বহুৎ মিঠি পদ, দেল তের হো যাতা!

ফুলী। হ্যাঁ বাবা, তোমার মেয়েটির খবর সত্যি?

জমা। আরে বেটী, কিষণজী দিয়া, কিষণজী লিয়া—ক্যা করে॰। দেখ্ বেটী, তু এক এক্ দফে মেরা পাশ আয়া কিয়ো; তেরি মু মেরা বেটীকা মাফিক, দেখ্‌কে জীউ ঠাণ্ডা হোতা!

ফুলী। তা তুমি পুজো ক'র্‌বার ফুল তুল্‌লে না?

জমা। দরোয়ান লোক কই হ্যায় নেই, স্নান্‌মে গিয়া, দেউড়ি ছোড়্‌কে ক্যায়সে যাঁয়?

ফুলী। ওই তারা এলো ব'লে, তুমি ফুল তোলো গে, আমি দাঁড়িয়ে আছি। এই তো বাবুদের বাগানে তুল্‌বে। কেউ এলে আমি তোমায় ডাক্‌বো।

জমা। আচ্ছা বেটী, জিতা রও—জিতা রও। [জমাদারের প্রস্থান।

হীরু ঘোষালের প্রবেশ

হীরু। কি ফুলী, তোর বরাত খারাপ, আমার কথা কানে কচ্চিস্‌নি। শুন্‌লে এত-দিন তে-তোলায় থাক্‌তিস্, জুড়ী চ'ড়ে হাওড়া খেতিস্।

ফুলী। কই তুমি পরখ দেখাও দেখি, একজনের মানুষ জুটিয়ে দাও দেখি? দেখি—তার কি ক'রে দাও?

হীরু। কে—কে—তোর মা ছুকরী এনেছে না কি? কে—কে?

ফুলী। এই জমাদারের মেয়ে!

হীরু। জমাদারের মেয়ে কি?

ফুলী। হ্যাঁ গো—দেশ থেকে এসেছে। রং যেন ফেটে প'ড়্‌ছে,—আমার মতন বয়েস—মাথায়ও ঠিক আমার মত। তার কি নাক, কি মুখ—কি চোখ! আমি তাঁর বাঁদীর যুগ্যিও নই। এই জমাদারের কাছে এসেছিল! জমাদার

ব'ল্লে, তোর মাকে ব'লে এর একটা হিল্লে ক'রে দিতে পারিস্? আমি বল্লুম,—হীরু ঘোষালকে ব'লো।

হীরু। দূর্! তোর মিছে কথা!

ফুলী। তুমি তারে জিজ্ঞেস করো না, মিছে কি সত্যি বুঝ্বে। আমি তারে পাঠিয়ে দিচ্চি, ফুল তুল্‌তে গেছে।

[ফুলীর প্রস্থান।

হীরু। নবীন বাবুর হিন্দুস্থানী মেয়ে মানুষের উপরেই ঝোঁক্!—দেখি, যদি হাতে লাগে!

দূরে ফুলীর সহিত জমাদারের প্রবেশ

ফুলী। আমি আর তোমার কাছে আস্‌বো না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমায়ও গালাগা'ল দিচ্চে, আমায়ও গালাগা'ল দিচ্চে।

জমা। কোন্‌রে?

ফুলী। যাও, দেখ্‌তে পাবে এখন।

[ফুলীর প্রস্থান।

জমা। বেটী থোড়া দেওয়ানাকা মাফিক্! বহুত মিঠি পদ গাহাথি!

হীরু। জমাদারজী, সত্যি না কি?

জমা। হ্যাঁ বাবু—

হীরু। তোমার মেয়ে?

জমা। হাঁ বাবু—

হীরু। বড় চমৎকার দেখ্‌তে?

জমা। হাঁ বাবু—প্রতিমাকা মাফিক্ থি। তা মেরা বক্‌ত!

হীরু। তোমার বক্‌ত তো ভালই! আমি আছি ভয় কি?

জমা। কেয়া ব'ল্‌তে হোঁ বাবু?

হীরু। তুমি তো একটি জামাই জোটাতে চাচ্চ?

জমা। সো তো ঠিক হুয়া থা, মর্ গিয়া—কেয়া করে!

হীরু। সে তোমার ভাবনা নেই—সে তোমার ভাব্‌না নেই! আমি তোমার ভাল জামাই জুটিয়ে দেবো! তোমার বেটীকে খুব বড়মানুষের কাছে রাখিয়ে দেব, তোমার বেটী খুব সুখে থাক্‌বে। তোমার দুঃখ ঘুচে যাবে, তুমি মাসোহারা পাবে। তোমার বেটীকে আমায় দাও।

জমা। কে'ও শালে! মেরা বেটীকা পাশ তোম্‌কো ভেজতা হ্যায়!

হীরু। আচ্ছা আনো—আনো—তোমার বেটীকে আনো।

জমা। এই তোম্‌কো ভেজে হুঁয়া!

হীরু ঘোষালের গলা টিপিয়া ধরণ

হীরু। ওরে বাপ্‌রে—খুন ক'র্‌লে রে—খুন ক'র্‌লে রে—

স্নান করিয়া দরোয়ানদ্বয়ের প্রবেশ

দরোয়ানদ্বয়। আরে কেয়া করো জমাদার—কেয়া করো জমাদার, মর্ যাগা—মর্ যাগা—

হীরু ঘোষালকে ছাড়াইয়া দেওন

নীরদ, মন্মথ ও শ্যামা ভৃত্যের প্রবেশ

সকলে। কি হ'য়েছে—কি হ'য়েছে!—

জমা। শালেকা হাম লউ দেখেঙ্গে—

নীরদ। দরোয়ান, জমাদারকে নিয়ে যাও, ঠাণ্ডা করো।

[হীরুর বেগে বাটীর ভিতর পলায়ন।

১ দরোয়ান। আরে যানে দেও জমাদারজী—যানে দেও।

[জমাদারকে লইয়া দরোয়ানদ্বয়ের প্রস্থান।

[নীরদের বাটীর ভিতর প্রস্থান।

শ্যামা। ছোট দা বাবু, ঐ ফুলী বেটী ব'ল্‌ছিলো, তোর ঐ ঘেউ ঘেউ-এর কি কর্ম্ম, কি ক'রে জব্দ ক'র্‌তে হয়, দ্যাখ্। ছুঁড়ী খুব বাধা'য়ে!

মন্মথ। ও কি ক'রেছে?

শ্যামা। ঐ হীরু বাবুকে দিয়ে জমাদারের বেটী বা'র ক'র্‌তে ব'লেছে।

মন্মথ। বটে!—এখনি খুন হ'য়ে যেতো। ফুলী কোথায়, ডাক্‌তো। [উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

উপেন্দ্র বাবুর বহির্ব্বাটী

নীরদ ও হীরু ঘোষাল

নীরদ। বটে! মোনা—মোনা—

মন্মথের প্রবেশ

মন্মথ। কি ব'ল্‌ছ?

নীরদ। পাজী, ভেতুড়ে, তুই হীরু ঘোষাল ম'শায়ের সঙ্গে লাগিস্?

হীরু। না না নীরো বাবু—যেতে দাও।

নীরদ। দূর ক'রে দেবো—জুতো মেরে দূর ক'রে দেবো!

পত্রহস্তে শৈলেন্দ্রের প্রবেশ

শৈলেন্দ্র। কি ক'চ্ছিস্ নীরো—কি ক'চ্ছিস্?

নীরদ। দেখুন দেখি—সে দিন শেমোকে শিখিয়ে দিলে, শেমো ক্ষেপা কুকুরে কামড়েছে ব'লে ঘেউ ঘেউ ক'র্‌লে, ব্রাহ্মণ ছাতা-চাদর ফেলে পালালো!—আজ বাবার অসুখ শুনে দেখ্‌তে আস্‌ছেন, দরোয়ানকে দিয়ে মা'র খাওয়ালে!

শৈলেন্দ্র। কি, হীরে দেখ্‌তে এসেছে? ঘর ভাঙ্গ্‌তে এসেছে। মোনা বেশ ক'রেছিস্। (হীরু ঘোষালের প্রতি) পাজী বেটা, ফের যদি বাড়ী ঢুক্‌বি—জুতিয়ে তাড়াবো। ছুঁচো বেটা, বেশ্যাবাড়ী ব'সে শিবু উকীলের সঙ্গে পরামর্শ করো, আর যার খাও, তার বুকের উপর ব'সে দাড়ি ওপ্‌ড়াও! আমি মাসোহারা দিই তাই সংসার চলে, আর আমার সঙ্গে লাগো?

হীরু। কেন ছোট বাবু, আমার তো সে ধর্ম্ম নয়, আমি তো আপনাদের হিত বই অহিতে নাই!

শৈলেন্দ্র। ফের পাজী, মোনা—মার্ গালে থাব্‌ড়া।

হীরু। অত রাগ কেন—অত রাগ কেন, আমি নীরো বাবুর কাছে এসেছিলুম, তা আমি যাচ্চি—আমি যাচ্চি। আমি ভালয় বই মন্দে নাই। বিনা অপরাধে অপমান ক'ল্লেন, তা করুন।

শৈলেন্দ্র। তবে রে পাজী! এ চিঠিতে কি লিখ্‌ছে? তুই ঘরের বউ বা'র ক'র্ত্তে পারিস্।

নীরদ। কি—কি—কিসের চিঠি?

হীরু। বুঝি কুমুদ কি চিঠি লিখেছে, তার আমার উপর রাগ, বুঝি আমার নামে কি লাগিয়েছে!

শৈলেন্দ্র। কি লাগিয়েছে? শিবু উকীলের সঙ্গে তারে জোটাতে চাও?

নীরদ। তাই বেশ্যার চিঠি প'ড়ে, আপনি ওঁকে অপমান ক'চ্চেন?

শৈলেন্দ্র। নীরে মুখ সাম্‌লা।

নীরদ। কিসের মুখ সাম্‌লান? বাড়ীতে বেশ্যা আন্‌বেন, বেশ্যার কথায় বাড়ীতে ভদ্র-লোকের অপমান ক'র্‌বেন। যান হীরু বাবু, আপনি আমার ঘরে বসুন গে।

হীরু। না—না—আমাকে নিয়ে গণ্ডগোল কেন, আমাকে নিয়ে গণ্ডগোল কেন?

শৈলেন্দ্র। নীরে, দেখ্, মেজ্‌দার মুখ চেয়ে অনেক সহ্য ক'রেছি, জুতিয়ে তোর মুখ ছিঁড়ে দেবো।

নীরদ। সে পারেন পাঁচশো বার, আপনি গুরুলোক; কিন্তু তাই ব'লে আপনি একজন ভদ্রলোককে অপমান ক'রে তাড়াতে পারেন না, —আপনার এক্‌লার বাড়ী নয়।

শৈলেন্দ্র। এক্‌লার বাড়ী নয়—তোর বাড়ী? দেখি তুই কি ক'রে হীরেকে রাখিস্? মোনা, বেটার হাত ধ'রে বা'র ক'রে দে।

নীরদ। ওঃ! তাইতো বলি—ভেতুড়ের এত আস্পর্দ্ধা হ'লো কি ক'রে? আপনিই সব শিখিয়ে শিখিয়ে দেন?

শৈলেন্দ্র। শিখিয়ে দিই—খুব করি! (হীরু ঘোষালের প্রতি) বেরো শালা—দরোয়ান—দরোয়ান—

নীরদ। দরোয়ান ডাক্‌বেন না, দরোয়ান আমাদেরও মাইনে খায়। হীরু বাবু, বাবার বৈঠকখানায় গিয়ে বসুন।

শৈলেন্দ্র। বেরো বেটা—(হীরু ঘোষালের হস্ত ধরিয়া আকর্ষণ)

নীরদের মাঝে পড়িয়া হাত ছাড়াইয়া দেওন
শৈলেন্দ্রের ক্রোধে নীরদকে প্রহার

মন্মথ। (মাঝখানে পড়িয়া) ছোট বাবু—ছোট বাবু, মেসো ম'শায়ের বড় অসুখ!

[অপ্রতিভ হইয়া শৈলেন্দ্রের প্রস্থান।

হীরু। নীরো বাবু, অপরাধ কি জানেন? উনি পাঁচ হাজার টাকার হীরের ঝাপ্‌টা কিনে দিচ্ছিলেন, তাতে প্রতিবন্ধক হ'য়েছি।

মন্মথ। ঘোষাল ম'শায়, তা কার্য্য সিদ্ধি ক'রেছেন।

নীরদ। কি মন্মথ বাবু, দু'ঘা মার্‌বার

জন্য দাঁড়িয়ে আছ না কি? না তুমিই হীরু ঘোষালকে বাড়ী থেকে বা'র ক'রে দেবে?

মন্মথ। আজ্ঞে না, আমার এত বড় কি আস্পর্দ্ধা, আমি বড় মাকে প্রণাম ক'রে চ'লে যাব।

হীরু। মন্মথ বাবু, কথাটা বেইমানি কথা হয়। আপনি নীরো বাবুর মাস্‌তুতো ভাই, নীরো বাবুর মা আপনার মাসী;—বড় বউ ঠাক্‌রুণ তো আপনার কেউ নন; তবে যদি তাঁর সম্পত্তির লোভ থাকে, খোষামোদ করেন, সে অন্য কথা। ব'ল্‌তে হয় 'মাসীকে ব'লে চ'লে যাবো!' আর যাবেনই বা কোথা? বড় ভাই রাগ ক'রে একটা কথা ব'লেছে, তাতে কি অমন কাটান ছিটেন ক'রে জবাব দিতে হয়?

মন্মথ। ম'শায়, চুপ কল্লেন কেন—আর একটু উপদেশ দিন।

হীরু। না না—তুমি ছেলেমানুষ, উপদেশের কথা ব'ল্‌তে হয় বই কি—উপদেশের কথা ব'ল্‌তে হয় বই কি?

মন্মথ। নীরো দাদা, আপনাদের অন্নে আমি মানুষ, যখন আপনার অপ্রিয় হ'য়েছি, আপনার পা'র ধুলো নিয়ে চ'লে যাবো। কিন্তু একবার বুঝে দেখ্‌বেন, মেজো মেসো ম'শায়ের এই সংকট ব্যামো, ঘোষাল মশা'য় মাঝে থেকে কতদূর হ'য়ে গেল!

নীরদ। হুঁ—তুমি লেখাপড়া শিখেছ, তোমায় লোকে সুবুদ্ধি বলে, তোমার পরামর্শ নেব বই কি,—বলো—আর কি ব'ল্‌বে?

মন্মথ। নীরো দাদা, যদি হেতায় থাক্‌তুম —ব'ল্‌তুম। আপনি জুতো মার্‌লেও নিরস্ত হতুম না। কিন্তু বোধ হয়, আপনার কোন বিশেষ কার্য্যে আমি বাধা দিয়েছি, নইলে অত বিরক্ত আমার উপর হ'তেন না। কিন্তু অনেক স'য়েছেন, এইটি ভিক্ষা চাচ্চি,—মেসো মশা'য়কে দেখ্‌বার জন্য একজন চাকরেরও তো দরকার, যে ক'দিন না উনি আরাম হন, আমি রাত্রে এসে ওঁর কাছে থাক্‌বো।

হীরু। তুমি থাক্‌বে না—তুমি যাবে কোথা? সব দিক্‌ দেখ্‌বে শুন্‌বে কে?

নীরদ। বটে তো? আসুন ঘোষাল মশা'য়, কথাটা কি শুনি।

[উভয়ের প্রস্থান।

মন্মথ। মোনা বাবু, একটু ফ্যাঁসাদে প'ড়েছ? দুনিয়া আছে, খেতে পাবে—ভেবো না। তবে এই,—বড় মাকেই বা কি বলি, আর মেসো মশা'য়ের ব্যামো দেখেই বা কি ক'রে যাই? বড় মাকে বলা হবে না, তা' হ'লে হীরে ঘোষালের বাবা হবো, আমার জন্য বড় মা আপনি পৃথক্‌ হবে। পেটের ছেলে থাক্‌লে এতটা টান হ'তো কি না—জানি নে। ইস্‌, চোখ দিয়ে জল আস্‌তে জানে! কিছু ঠিক হ'লো না।

ফুলীর প্রবেশ

ফুলী। মোনা বাবু, আমায় ডেকেছ?

মন্মথ। হ্যাঁ, তুই হীরু ঘোষালকে দরোয়ান দিয়ে মা'র খাইয়েছিস্‌?

ফুলী। হ্যাঁ।

মন্মথ। দেখ্‌, তোরে ভালমানুষ জান্‌তুম, তুই তো ভারি বজ্জাত। হীরু ঘোষালের সঙ্গে লাগ্‌তে গেলি কেন?

ফুলী। তুমি যে হীরু ঘোষালকে বাড়ী থেকে তাড়াতে চাও?

মন্মথ। তোরে কে ব'লেছে?—শেমো ব'লেছে বুঝি?

ফুলী। না।

মন্মথ। মিছে কথা ক'চ্ছিস্‌?

ফুলী। গলা কাট্‌লেও তোমার কাছে মিছে কথা কইবো না।

মন্মথ। আমি তাড়াতে চাই, তা তোর কি?

ফুলী। তুমি যা চাও, তা আমি ক'র্‌বো, তা বারণই করো, আর যাই করো।

মন্মথ। তোর পেটে পেটে এত, তা আমি জানতুম না; ভাল মানুষটির মতন থাকিস্‌।

ফুলী। জান্‌বে কোত্থেকে—তুমি তো আমাদের ঘরে জন্মাও নি! আমি সাপের ছানা, বিষদাঁতও উঠেছে—টের পেয়েছি। কিন্তু আমি কাম্‌ড়াবো না। পারি যদি, কেউ কাম্‌ড়ালে বিষ তুলে নেবো।

মন্মথ। আ মর্‌ ছুঁড়ি, তোর সব দুর্ব্বুদ্ধি জ'ন্মেছে!

ফুলী। ম'র্‌বো — তা দেখ্‌বে — কেমন ক'রে মরি।

মন্মথ। তুই যে বড় মা'র পায়ে ধ'রে,

আমার সাম্‌নে ধর্ম্ম সাক্ষী ক'রে ব'লেছিস যে, কুপথগামী হবি নি?

ফুলী। তা তো হবোই না। তবে সাপের স্বভাব — ফণা ধরে — ফোঁস্ করে — না কাম্‌ড়ালেই তো হ'লো?

মন্মথ। তুই অমন বুদ্ধি করিস্ তো আমার কাছে আসিস্ নি।

ফুলী। অমন বুদ্ধিও ক'র্‌বো, তোমার কাজ ক'রেও বেড়াবো।

মন্মথ। আর তোকে আমার কাজ ক'র্‌তে হবে না, দূর হ'—

ফুলী। দূর ব'ল্লেই কি দূর হব?—তা হব না।

[ফুলীর প্রস্থান।

মন্মথ। ওর মা ঠিক বলে, ও পাগল বটে! দুর্ব্বুদ্ধি কি ব'ল্লে, ওর কি মন-টন খারাপ হ'য়েছে! এদিকে তো চমৎকার বোঝে, চমৎকার শেখে! বড় মা বলেন—ও ছোটঘরের মেয়ে বটে, কিন্তু ও নির্ম্মল, ও ছেলেবেলা থেকে পাগ্‌লাটে, যা মুখে এলো ব'লে গেল!

ডাক্তারের প্রবেশ

ডাক্তার। ওহে—আর কি ভাব্‌ছ? তোমার মেসো মশা'য় সেরে উঠেছেন। আমি তোমায় ব'লেছিলুম, জোলাপ খুল্‌লে সব ঠিক্ হ'য়ে যাবে।

মন্মথ। মশা'য়, মশা'য়—আর কোন ভয় নাই?

ডাক্তার। না হে না, ও তোমার সাহেব ডাক্তারে বলে, apoplexy হেন-তেন—ও একটু মাথা গরম হ'য়েছিল, আর কিছু নয়। আর তুমিও তো জানো, অন্য অন্য কেসে তো বেশ diagnosis করো, মেসো মশা'য়ের বেলা সাহেবের কথায় ভ'ড়্‌কে গেলে কেন হে? তবে একটু ঠাণ্ডা রেখো, এখনি আবার তেড়ে বিষয়কর্ম্মে না লেগে যান।

মন্মথ। তবে আর কোন ভয় নাই?

ডাক্তার। No—no—no—

[ডাক্তারের প্রস্থান।

মন্মথ। যাক্—একটা সমিস্যে কাট্‌লো, এখন বড় মা'র হাত ছাড়াতে পা'র্‌লে হয়।

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

উপেন্দ্রর অন্তঃপুর

বিরজা ও তরঙ্গিণী

তর। দিদি, তুমি নীরেকেই দোষো, আজ ছোটবাবু নীরেকে মেরে হাড় ভেঙ্গে দিয়েছে। অপরাধ এই, বামুনের ছেলে বাড়ীতে এসেছে, উনি ওঁর মেয়েমানুষ কি চিঠি লিখেছে, সেই রাগে তা'কে জুতো মেরে বাড়ী থেকে বা'র ক'রে দেবেন। নীরে দোষের মধ্যে ব'লেছে, "বাড়ীতে এসেছেন, অপমান ক'চ্চেন কেন?" এই নীরেকে ধ'রে চোরের মার!

বিরজা। চোরের মা'র নয়, আর এক মুখে যা শুনেছ, তাও নয়। হাজার হোক্ খুড়ো, তা'র খাতির বেশী, না ঐ ঘরভাঙ্গা বামুনের খাতির বেশী?

তর। তুমিই এক মুখে শুনে ব'ল্‌ছ,—ঘর-ভাঙ্গা বামুন নয়, ঘরভাঙ্গা মোনা,—ঐ তো সব ভাঙ্গাভাঙ্গি ক'চ্চে।

বিরজা। ঐ ভাঙ্গাভাঙ্গি ক'চ্চে, কথাটা যখন তুল্লে, তখন বলি,—এই নীরে আজ ক'দিন ধ'রে ঠেসিয়ে ঠেসিয়ে কথা ব'ল্‌চে, আজ তো শুন্‌লুম—"ভেতুড়ে টেতুড়ে" যাচ্ছেতাই ব'লে গলাধাক্কা দিয়ে বিদেয় ক'র্‌তে চায়।

তর। তাই এসে তোমায় লাগিয়েছে বুঝি? ও ঝাড়ই এক আলাদা।

বিরজা। ও ঝাড় কি, তা তুমিই জানো, কিন্তু মোনা লাগাবার ছেলে নয়।

তর। নীরে ব'লেছে, ও বাড়ীতে থাক্‌লে আমি বাড়ীতে থাক্‌বো না।

বিরজা। সে নীরে বুঝুক। ওকে যে ভেতুড়ে ব'ল্‌বেন—তাড়াবেন, সে আমি থাক্‌তে হবে না। বড়কর্ত্তা ওকে এনেছিল, ও বড়কর্ত্তার খায়—বড়কর্ত্তার বাড়ীতে থাকে। ও নীরের ভেতুড়ে নয়।

তর। ওঃ!—তোমার যে মার চেয়ে দরদ! আমার বোন্‌পো, আমি এনেছিলুম, আমি যদি এখন না রাখি, তা বড়কর্ত্তারই কি, আর তোমারই কি?

বিরজা। বোন্‌পো তোমার বটে, কিন্তু ছেলেবেলা থেকে তুমি ওকে ন'খে মারো। নীরে পড়া পার্‌তো না, স্কুল পালাতো—ও সব

ব'ল্‌তো ব'লে—সেই ইস্তক তোমাদের রাগ। এই যে মেজঠাকুরপোর অসুখে প্রাণপণ উৎসর্গ ক'রে সমস্ত রাত জাগ্‌লে,—সেটা হ'লো না—আর ও হ'লো ঘরভাঙ্গা!

তর। তুমি বড় কেঁটিয়ে শোনাও।

বিরজা। আমি কেঁটিয়ে শোনাই না—হক্‌ কথা বলি।

তর। হক্‌ কথা নয়—এক-চ'খো কথা কও। ওর টিপ্‌নিতে ছোটবাবু নীরেকে মেরে হাড় ভেঙ্গে দিলে, আর মোনা হ'লো ওঁর সো!

বিরজা। এক-চ'খো কথা ক'য়ে থাকি—ক'য়েছি, আর কথা বাড়াস্‌নে।

তর। কথা বাড়াবাড়ি কি? ছোটবাবু যে মাত্‌লামো ক'র্‌বেন, ধ'রে মার্‌বেন, আর মোনা তারে রোজ রোজ টোয়াবে, আর তুমি মোনাকে আগ্‌লে প'ড়্‌বে, এ কেন সইব' গা?

বিরজা। কি—হ'য়েছে কি, কথাটা কি শুনি? ছোটবাবুর সঙ্গে পৃথক্‌ হবে? তা হও—মোনার কথা নিয়ে থেকো না।

সরোজিনীর প্রবেশ

সরো। ও দিদি—তোমাদের পায়ে পড়ি গো—তোমাদের পায়ে পড়ি গো!

বিরজা। নে নে সর্‌—(তরঙ্গিণীর প্রতি) পৃথক্‌ হ'তে চাও, পৃথক্‌ হও; হাঁড়ি আলাদা হয়, ভেয়ে ভেয়ে মুখ দেখাদেখি না থাকে, সে তোম্‌রা বোঝ'গে,—আমায় সে ভয় দেখিও না, আমার টানাটানি কি?—সংসারটা বজায় থাক্‌তো এই; না থাকে,—আমার হাত কি? ব'ল্‌তে এয়েছ—তোমার নীরেকে মেরে হাড় ভেঙ্গে দিয়েছে,—রাগের মাথায় একটা গায়ে হাত তুলেছে, সেইটেই শুনেছ,—আর নীরে যে চোপা ক'রেছে, নীরে যে আঁক পেড়ে কথা ক'য়েছে, যে হীরে ঘোষাল তোমার ঘরে আসেনি, দরোয়ান একা তোমার মাইনে খায় না,—এ সব দেইজিগির কথা শোনোনি, এ সব দাবোনি, ছেলেকে একটা কথা ধ'ম্‌কে ব'ল্‌তে পারোনি, —মোনাকে তাড়াতে এসেছ—আর বখ্‌রা ক'র্‌তে এসেছ? তা ভাগ বখ্‌রা ক'র্‌তে চাও —ভাগ বখ্‌রা ক'রো, আমারও ভাগ বখ্‌রা ক'রে দিয়ো। তুমি ক'দিন ধ'রে খালি ছোটবাবুর দোষই দেখাচ্চ। জোয়ান্‌কি বয়সে মদ খায়, একটা কাজ ক'রে ফেলেছে, যদি তোমারই ছেলে ক'র্‌তো, তা হ'লে সইতো,—এ দেওর, তাই তোমার সইচে না।

তর। তুমি বড্ড কেঁটিয়ে বলো, কেন গা—কিসের এত কাঁট্‌ক্যাঁটানি? ছোটবাবু না হ'লে সংসার না চলে, না চলুক, তোমার মেজো দেওরকে ব'লে আমাদের মা-পোকে বা'র ক'রে দাও, আর তোমার মোনা আঁটকুড়ো ঘরের পো হ'য়ে থাকুক।

সরো। ও দিদি—ও দিদি—তোমাদের পায়ে পড়ি।

বিরজা। নে—থাম্‌ ছুঁড়ি! (তরঙ্গিণীর প্রতি) কি বল্লি—কি বল্লি—মায়ে-পোয়ে চ'লে যাবে?

তর। যাবো না তো কি? রা'ত্‌দিন কে সইবে? আর তোমারই এত ঠেসিয়ে ঠেসিয়ে কথা কিসের? অত কথার আমি এলেক্কা রাখিনে।

বিরজা। মেজো বউ বুঝ্‌লুম, আর মুখের ঝগড়ার কথা নয়; ঘর ভাঙ্গ্‌লো তো ভাঙ্গুক। তোমার যখন আমার সঙ্গেই বন্‌চে না, আমার আর বনানর দরকার নাই; ওঁদের ভেয়ে ভেয়ে একত্রে থাকুন আর ভিন্ন হোন্‌, আমায় ভিন্ন ক'রে দাও।

তর। বলি সে ভিন্ন ক'র্‌বার কর্ত্তা তো আর আমি নই।

বিরজা। তুমি বই আর কে? ওদের দু'ভেয়ের তো নিতাই উকীল এসে মিট্‌মাট্‌ ক'রে দিচ্ছিল, তোমার তর স'চ্চে না। আমি বকাবকি ক'র্‌তে চাইনে, যা ভাল হয় ভাই—তোমার ভাতারকে ডেকে করো।

তর। এর আর ভাল মন্দ কিসের? ভাই ভাই—ঠাঁই ঠাঁই—আছেই। ছোটবাবু মা'র্‌বেন, মাত্‌লামো ক'র্‌বেন, ভদ্রলোক বাড়ী এলে তারে অপমান ক'রে তাড়াবেন, আমি বলিগে, যে বড়গিন্নীর হুকম, এ সব স'য়ে থাক্‌তে পারো—থাক্‌বে, নইলে যে যার পথ দেখ। ওমা —এত কিসের গা?

বিরজা। যা ক'র্‌তে হয় করিস্‌, একদিনে পালাবে না, সবে ব্যামো থেকে সেরে উঠেছে, একটা কিচিকিচি ক'রে ব্যামোটা বাড়াস্‌নি,—

ভিন্ন হ'তে চা'স্—আমি ব'লে ভিন্ন ক'রে দেবো, দু'দিন সবুর কর্।

তর। উঃ! কত দরদ!

[প্রস্থান।

সরো। হ্যাঁ দিদি—তোমরা ভিন্ন হবে?

বিরজা। না—না—তুই এ সব কথা কিছু ছোটবাবুকে বলিস্‌নি।

সরো। আমি ব'ল্‌বো—আমি তোমাদের দাসী; দিদি! আমি তোমাদের পায়ে পায়ে থাক্‌বো। দিদি, ছোটবাবু সংসারের কিছু জানে না, আমিও কিছু জানিনি; তুমি নীরোকে বোঝাও, আমাদের যেন ভিন্ন ক'রে না দেয়। আমি ছোটবাবুর পায়ে ধ'রে ব'ল্‌বো, নীরোকে কখন আর কিছু ব'ল্‌বে না।

বিরজা। না—না,—যা—আমি নীরেকে ব'ল্‌বো, তুই কাঁদিস্‌নি।

সরো। (পদধূলি গ্রহণ)

বিরজা। জন্ম এয়ো হও, ব্যাটা কোলে ক'রে রাজরাণী হ'য়ে ঘর—ঘরকন্না করো।

[সরোজিনীর প্রস্থান।

ছোঁড়া-ছুঁড়ি দু'জনেই সংসারের ভালমন্দ কিছুই জানে না।

মন্মথের প্রবেশ

হ্যাঁরে মোনা, নীরে না কি তোরে ভেতুড়ে ব'লে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে ব'লেছিল?

মন্মথ। কে বল্লে বড় মা? নীরো'দা রাগ্‌লে অমন কত কি বলে, আমিও কত কি বলি! বড়মা, আমার এই টাকা ক'টা রাখো। (নোট প্রদান)

বিরজা। হ্যাঁরে, তুই টাকা কোথা পাস্? জলপানি থেকে জমাস্ না কি?

মন্মথ। না—না—

বিরজা। এ যে দু'হাজার টাকার দু'খানা নোট দেখ্‌ছি। কোথায় পেলি?

মন্মথ। কেন, বড় মা—আমি যে ফুলের বাগিচা ক'রেছি, ফুল বেচি, সাহেবেরা খুব পছন্দ করে, খুব দাম দিয়ে নেয়।

বিরজা। তা এ টাকা আমার কাছে রাখ্‌ছিস্ কেন? ব্যাঙ্কে জমা না, সুদ পাবি।

মন্মথ। সে এখন ব্যাঙ্কে কোথায় রাখ্‌বো; আমার চাক্‌রী হ'য়েছে, বড় মা!

বিরজা। কোথা?

মন্মথ। বিদেশে,—আমি যাব।

বিরজা। বিদেশে—কোথা যাবি। বুঝিছি—বুঝিছি—নীরের কথায় অভিমান ক'রেছিস্ বুঝি?

মন্মথ। না—বড় মা!

বিরজা। দেখ্ মোনা—আমার সঙ্গে মিছে কথা কোস্ নি। খবরদার, যেতে পাবি নি, তুই কেন অভিমান ক'রেছিস্? তুই কি ওদের খা'স্, না ওদের বাড়ীতে থাকিস্? আমি তোর মা! তুই আমার কাছে থাকিস্! আর রাগ ক'রে যে বেরিয়ে যেতে চাচ্চিস্, আমি বুড়ো মানুষ, যদি ব্যামো স্যামো হয়, কে দেখ্‌বে? ওদের তো সব ভাগ-বখ্‌রা হ'তে চ'ল্লো। আমায় দেখ্‌বে শুন্‌বে কে? নে—নে—তুই—রাগ্ করিস্ নি।

মন্মথ। বড় মা, তুমি যে আমার মা, তা কি আমি আজ জানি, আমার মা বেঁচে থাক্‌লে এত স্নেহ ক'র্‌তেন কি না জানিনে। যেথায় থাকি, এক দণ্ড কি তোমার খোঁজ্ না নিয়ে থা'ক্‌বো আমি? আমার মনে হয়, মা ভগবতীর মূর্ত্তি তোমার মূর্ত্তি; তোমায় প্রণাম ক'রে যে কাজে যাই, সেই কাজ আমার পূর্ণ হয়।

বিরজা। নে নে ছোঁড়া, ট্যাঁপর ট্যাঁপর কথা রাখ্, তোর কিসের অভিমান?

মন্মথ। বড়মা, এদের সংসার ভা'ঙ্‌বে। তুমি আমায় রেখে কেন লোকের কাছে দোষী হবে? তোমার নামে যদি কোন কথা শু'ন্‌তে হয়, আমার বুকে বজ্রাঘাত হবে। তুমি আমায় মানা ক'রো না। তুমি আজই বু'ঝ্‌তে পা'র্‌বে, কতদূর কি হ'য়েছে। তুমি পা'র ধুলা দাও, তুমি ভেবো না, আমি যেখানে থাক্‌বো, তোমার পা'র ধুলোতে আমি রাজরাজেশ্বর হব। (পদধূলি গ্রহণ)

বিরজা। আচ্ছা তুই যা'স্ যাবি। আ'জ কিছু করিস্ নে, আমি কা'ল যা হয় তোকে ব'ল্‌বো।

মন্মথ গমনোদ্যত

দেখিস্ আমার দিব্যি, কোথাও যা'স্‌নি।

[উভয়ের উভয় দিকে প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

পথ

হীর্ব ঘোষাল ও ভৈরবা

হীর্ব। ভৈরবা, তুই এক কাজ কর্‌তে পার্‌বি?

ভৈরবা। খ্ব পার্‌বো, আমি এখন খ্ব সেয়ানা হ'য়েছি।

হীর্ব। আমার মাচার সব লাউ পাড়্‌তে পার্‌বি?

ভৈরবা। খ্ব পার্‌বো, আমার হাত খ্ব সাফাই আছে।

হীর্ব। আমার মাচাটা ভেঙ্গে দিতে পার্‌বি?

ভৈরবা। খ্ব পার্‌বো, তিন লাড়ায় ভাঙ্গ্‌বো।

হীর্ব। পার্‌বি ব'ল্‌ছিস্‌, মেজোবাব্‌ তোরে যে ব'ক্‌বে?

ভৈরবা। তাইতো, তার একটা হ্দিশ্‌ করো।

হীর্ব। সে তুই পার্‌বি নি।

ভৈরবা। খ্ব পা'র্‌বো, তুমি বলো কেন্না।

হীর্ব। তোকে যখন মেজোবাব্‌ ব'ল্‌বে, "মাচা কেন ভাঙ্গ্‌লি?" তুই ব'ল্‌বি "ছোট বাব্‌ হ্কুম দিয়েছে।"

ভৈরবা। কই ছোট বাব্‌ তো হ্কুম দেয় নাই।

হীর্ব। ছোট বাব্‌ হ্কুম দিলে বই কি! শ্নিস্‌ নি? এই বেটা বকুনি খেয়ে ম'র্‌বে!

ভৈরবা। আঁ—ছোট বাব্‌ হ্কুম দিয়েছে?

হীর্ব। দিলে না? তোর সাক্ষাতে এই যে এইমাত্র হ্কুম দিয়ে গেল?

ভৈরবা। ছোট বাব্‌ হ্কুম দিয়েছে, ঠিক্‌ ব'ল্‌ছ?

হীর্ব। ছোট বাব্‌র যে লাউ খেতে ইচ্ছা হ'য়েছে রে?

ভৈরবা। লাও তবে তোমার মাচা ওজড় করি। [উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

উপেন্দ্রের অন্তঃপ্র

উপেন্দ্র। তোমাদের মন্তব্যটা কি—বাড়ী ছেড়ে পালাবো—কি ক্ষেপে গিয়ে ধেই ধেই ক'রে নাচবো—না ভাইকে খ্ন ক'রে ফাঁসী যাব? কি হ'লে ভাল হয় বল'—তাই ক'চ্ছি।

তর। তুমি ভাইকেই বা খ্ন ক'র্‌বে কেন—ন্যাঙ্‌টো হ'য়ে না'চ্‌বেই বা কেন? আমাদের মায়ে-পোয়ের একটা ব্যবস্থা ক'রে দাও। ভাল কথা নেই মন্দ কথা নেই—দিদি ম্খ ঝাম্‌টা দেবেন, আঁত জ্বালিয়ে কথা ক'বেন, যে ভাতারকে নিয়ে ভিন্ন হবি। তোমার ভাই আস্‌বেন হ্ম্‌কে হ্ম্‌কে মার্‌তে, তিনি মদ খাবেন, নাচ্‌বেন, খান্‌কী আন্‌বেন,—আমার এই বউটিকে আজ বাদে কাল আন্‌বো মনে ক'চ্ছ। এর ভেতর আম্‌রা থাক্‌তে পার্‌বো না,—এ তুমি ভালই বল' আর মন্দই বল'।

উপেন্দ্র। নীরো বাব্‌, তোমারও ওকালতী কি তোমার গর্ভধারিণী ক'চ্চেন?

নীরদ। কেন ম'শায়, আমি তো কিছ্ব বলি নাই। মার খেয়েছি, লেগেছে, মার কাছে এসে ব'লেছি, এই অপরাধ আমার,—এতে আপনি যা বলেন। ব্রাহ্মণ আপনাকে দেখ্‌তে এসেছেন, তাঁকে উনি একটা বেশ্যার কথায় অপমান ক'র্‌বেন, দরোয়ানকে দিয়ে বাড়ী থেকে বা'র ক'রে দেবেন, আমি একটা কথা ক'য়েছি—এই অপরাধে মা'র্‌। কোন অপরাধ ক'র্‌তেম, উনি শাসন ক'র্‌তেন, তাতে মাথা তুলে কথা কইতুম,—উনি মা'র্‌তেন ধ'র্‌তেন যা ক'র্‌তেন—আমি সইতুম। এ চাকর-নফরের সাক্ষাতে বিনা দোষে অপমান ক'র্‌বেন?

উপেন্দ্র। এ আর্জ্জি শ্নেছি, এ আর্জ্জি শ্নেছি, এখন আমায় কি ক'র্‌তে হবে, সেইটে বলো। এই তো আমি মরণাপন্ন, তোমাদের দয়া নাই, ধর্ম্ম নাই; তা ভাল কি ক'র্‌তে হবে বল।

তর। তা বেশ তো, তুমি সারো না, আমি না হয় ছেলেকে নিয়ে দ্'দিন বাপের বাড়ী যাই,—এমন কি লোক যায় না। এখানে থেকে রোজ কচ্‌কচি, তুমিও বেজার হও।

উপেন্দ্র। হ্যাঁ, আমায় শান্তিতে রেখে চ'লে যাবে,—সোজা মীমাংসা ক'রেছ, তারপর বাড়ী ঘরদোর বখ্‌রা হ'য়ে, মাঝে পাঁচিল উঠ্‌লে আ'স্‌বে।

তর। ভাগবখ্‌রা হয়, বাড়ীর ভেতর পাঁচিল ওঠে, তার সঙ্গে আমার স্বাদ কি?

আমি যে বারোমাস ত্রিশদিন এই খোঁটা খেয়ে থা'ক্‌বো, তা পা'র্‌বো না।

নীরদ। আপনার অসুখ ব'লে সব কথা বলি নাই।

উপেন্দ্র। খুব অনুগ্রহ, সকল কথা খুলেই বল?

নীরদ। ছোট বাবু ভৈরবাকে হুকুম দিয়ে ঘোষাল ম'শায়ের লাউ মাচা ভেঙ্গে লাউ পেড়ে আনিয়েছেন। ব্রাহ্মণ কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে এসেছিল; আমি আর কি ব'ল্‌বো!

উপেন্দ্র। কেন, পুলিসে ট্রেস্‌পাসের নালিস ক'র্‌তে বলো না।

নীরদ। আপনি আমার উপরেই রাগ ক'চ্চেন, তা কি ব'ল্‌বো।

শৈলেন্দ্রের প্রবেশ

শৈলেন্দ্র। মেজ্‌দা, দেখুন আপনার ব্যামো ব'লে কোন কথা আমি আপনাকে জানাই নাই। নীরো রটাচ্চে, আমি ভৈরবাকে হুকুম দিয়ে হীরু ঘোষালের লাউ মাচা ভাঙ্গিয়েছি; ভৈরবা তার হাঁড়ী নষ্ট ক'রেছে, এ সব কি বলুন?

উপেন্দ্র। আমি আর কি ব'ল্‌বো বল?—আমার বল্‌বার কিছু নাই!

বিরজার প্রবেশ

বিরজা। থাক্‌—থাক্‌, আজ ও সব কথা থাক্‌ না শৈলেন। মাচা ভেঙ্গেছে খুব ক'রেছে, ও যা পারে ক'রুক্‌গে। হীরু ঘোষাল ভৈরবাকে আপনি সঙ্গে ক'রে নে গিয়ে মাচা ভাঙ্গিয়াছে।

তর। দিদি, হাত গোণো না কি? না মোনা ব'লেছে?

উপেন্দ্র। কেন থাক্‌বে কেন—সব মীমাংসা আজই ক'চ্চি। শুন্‌চি না কি তুমিও তোমার সব বুঝেপ'ড়ে নিতে চাও?

বিরজা। তুমি ঠাণ্ডা হও, সে কথার পিঠে কথা একটা হ'য়ে গেছে।

উপেন্দ্র। কেন কথার পিঠে কথা কেন? যখন মিট্‌ছে, তখন সব দিক মিটে যাক্‌।

শৈলেন্দ্র। নীরদ, তোমার কাছে কি অপরাধে অপরাধী আমি, যে এই অপবাদটা রটাচ্চ? কত বড় কথাটা বল দেখি?

নীরদ। বড় ছোট কথা তো আমি জানি নি, যা সত্যি তা ব'লেছি।

শৈলেন্দ্র। তুই ভারি পাজী! আমায় কি ক'র্‌বি মনে ক'রেছিস্‌? পৃথক্‌ ক'রে দিবি—দে। অত ফন্দীফান্দা ক'চ্ছিস কেন?

বিরজা। থাম্‌না শৈলেন।

শৈলেন্দ্র। থাম্‌বো কি গো? শুন্‌চি, হীরু ঘোষালকে ব'লে দিয়েছে পুলিসে নালিশ ক'র্‌তে।

উপেন্দ্র। হ্যাঁ নীরদ?

নীরদ। উনি এখন কত রকম ব'ল্‌বেন! উনি আমার নামে কি না ব'ল্‌ছেন!

শৈলেন্দ্র। কি কি তোর নামে কি কি ব'লেছি বল?

নীরদ। আর কি ব'ল্‌বেন? বাবা কবে ম'র্‌বেন আমি টাঁক্‌ছি; আমি কার সঙ্গে ইসারা করি! আর কি ব'লে সন্তুষ্ট হন—হোন। আমি সত্যপথ ধ'রে আছি, আমি তাতে ভয় করি না।

শৈলেন্দ্র। তোর আগাগোড়া মিছে।

নীরদ। আপনার মত অত শিক্ষা আমার নাই।

শৈলেন্দ্র। দেখ্‌ ছুঁচো, জুতা খাবি।

নীরদ। দেখুন—আমার অপরাধ কি দেখুন।

উপেন্দ্র। দু'জনের কাছেই জোড় হাত ক'চ্চি, স্থির হও। সব বুঝেছি, যাতে তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়—তা ক'চ্চি।

শৈলেন্দ্র। কেন মেজ্‌'দা—আমার কি অপরাধ হ'ল?

উপেন্দ্র। অপরাধ কারো নয়—অপরাধ আমার! এতদিন বুঝ্‌তে পারি নাই, তাই টানা-টানি ক'রেছি; তা দেখ বাবা নীরদ, শৈলেনের সঙ্গে আমি প্রাণ ধ'রে পৃথক্‌ হ'তে পা'র্‌বো না, তুমিও এক ছেলে, স্ত্রী-পুত্রও ত্যাগ ক'র্‌তে পা'র্‌বো না। এতদিন শান্তিতে চ'লে এসেছে—তোমাদের ভাল লাগে নাই;—মারামারি, দাঙ্গা, ফৌজদারী, হাইকোর্ট ক'র্‌তে চাও, তার উপায় ক'রে দিচ্চি, প্রাণভ'রে ক'রো। দু' একদিন সবুর করো, আমার যা আছে, তা তোমার নামে লিখে দিচ্চি, তারপর তোম্‌রা খুড়ো-ভাইপোয় ভাগবখ্‌রা ক'রে নাও, আমায় ছুটী দাও।

বিরজা। কেন—তুমি অত ব্যস্ত হ'চ্ছ কেন? নিতাই তো ব'লে গেল, ভাগ বখ্‌রা ক'রে দিচ্চে। তোমার যে অসুখ বা'ড়্‌বে, স্থির হও না।

উপেন্দ্র। আর আমার কারো দরদ ক'র্‌তে হবে না। দরদের আর দরকার নাই! আমার এ যন্ত্রণা আর সহ্য হবে না। বউদিদি, তোমায়ও ব'ল্‌চি, বিষয় রইলো, আমি সঙ্গে নিয়ে যাচ্চি নে; তোমার আপনার কড়াগণ্ডা বুঝে নাও।

বিরজা। সে আমার যা হয় ক'র্‌বো, যা যা —তোরা যা।

উপেন্দ্র। না—কেউ যেও না। শোনো নীরদ, আমায় ডাক্তারেরা হাওয়া বদ্‌লাতে যেতে ব'ল্‌ছে। বিষয় আমার স্বকৃত রোজগারের নয়, বিষয় পৈতৃক, তুমি ওয়ারিসান, তোমায় লেখা-পড়া ক'রে দিয়ে যাচ্চি। তুমি যা বোঝো তাই ক'রো। আমার খাবার মত আমি রাখ্‌ছি, আর সব তোমায় দিচ্চি। বড়বউদিদি, তোমারও কেয়ালো ক'রে নাও, না ক'রে নাও, তোমায় দিব্যি আছে।

বিরজা। ছিঃ দিব্যি দিও না।

উপেন্দ্র। একশোবার দিব্যি দেবো, নাও সব বুঝে সুজে নিয়ে আমায় ছুটী দাও। দাদা ছুটী নিয়ে গেছে, আমিও ছুটী নিয়ে যাবো। নাও নাও, বুঝে সুজে নাও, এখনি নাও, দেরী ক'রো না। না নাও, সকলকে খুন ক'র্‌বো। আমায় পাগল পেয়েছ—আমায় নাচাবে মনে ক'রেছ? সে জো নাই, আমি শক্ত আছি।

বিরজা। দেখ্‌—দেখ্‌—কি সর্ব্বনাশ হয় দেখ্‌!

উপেন্দ্র। সর্ব্বনাশ হোক—সর্ব্বনাশ হোক, সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক। দাদা আমায় ব'লেছে—উড়িয়ে পুড়িয়ে দে, পথে পথে সব ভিক্ষে করুক্‌। দাদা—দাদা—শৈলেনকে দূর ক'রে দাও, আমার নীরোকে সব দিয়ে যাও। শৈলেন আমার কে? ভাই নইতো নয়,—ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই আছে। নীরে আমার আপনার, স্ত্রীপুত্র আপনার!

বিরজা। তোরা দেখ্‌ছিস্‌ কি—শীগ্‌গির ডাক্তার ডাক্‌তে যা।

উপেন্দ্র। না না—ডাক্তার কেন—ডাক্তার কেন?—উকীল ডাকো—আমি নিজেই যাচ্চি। বাড়ীর মাঝখানে পাঁচিল তোল, পুজোর দালান ভাঙ্গ্‌—ভাঙ্গ্‌ ভাঙ্গ্‌—পাচ্ছিস্‌ নি! (মূর্চ্ছা)

মন্মথের প্রবেশ

মন্মথ। বড় মা, তুমি দাঁড়িয়ে র'য়েছ, এইটে হ'লো!

উপেন্দ্র। (উঠিয়া) বেশ হ'য়েছে—খুব হ'য়েছে—তোর কি—তোর কি!

মন্মথ। মাসীমা, ব্রাণ্ডীর বোতল কোথা? ইস্‌—নাড়ী যে ভারি ক্ষীণ! নীরো দাদা—শীগ্‌গির ডাক্তারকে খবর দিন—শীগ্‌গির ডাক্তারকে খবর দিন—

শৈলেন্দ্র। আমি যাচ্চি—আমি যাচ্চি—

[প্রস্থান।

মন্মথ। মেশো ম'শায় মেশো ম'শায়—একটু জল খান!

উপেন্দ্র। না না জল খাবো না—জল খাবো না—এ বাড়ীতে জল খাওয়া আমার হ'য়েছে!

নীরদ। মন্মথ মন্মথ—মদ দিও না, মদ দিও না—আরো গরম হবে।

মন্মথ। না নীরো দাদা, আমি কি কচ্চি আমি জানি, মেডিকেল কলেজ আমায় সে অধিকার দিয়েছে।

ডাক্তার ও শৈলেন্দ্রের প্রবেশ

বিরজা। ডাক্তার বাবু—ডাক্তার বাবু—সর্ব্বনাশ হ'য়েছে। বুঝি ক'জনে মিলে মানুষটাকে আমরা আ'ছ্‌ড়ে মা'র্‌লুম। আহা সংসার নিয়ে পাগল, আমরা ওরে চিরদিন জ্বালালুম, শেষে প্রাণ নিতে ব'সেছি?

ডাক্তার। ঠাণ্ডা হোন্‌, ঠাণ্ডা হোন্‌ দেখ্‌তে —দিন্‌।

শৈলেন্দ্র। নীরো, বাবা—তোর হাতে ধ'র্‌চি, তুই সব ভুলে যা, দাদা বেঁচে উঠুক, তুই বংশের এক ছেলে, তুই সর্ব্বস্ব নিস্‌, আমায় হাত তোলার উপর রাখিস্‌। বড় বউ দিদি, কি ক'র্‌লুম—কি ক'র্‌লুম—কেন ঝগ্‌ড়া ক'রেছিলুম!

মন্মথ। আমি 30 drops ব্রাণ্ডী দিয়েছি।

ডাক্তার। আর এক ডোজ দাও, you have saved the patient's life. Terrible nervous weakness. একটু stimulent

ক'রে যাও, collapse না হয়ে পড়ে। সকলে ঘর থেকে সরে যান। এ ঘরে আপনাদের কারো অধিকার নাই। মন্মথ থাকবে, আর আমি যে nurse পাঠিয়ে দিচ্চি, সে থা'ক্‌বে।

শৈলেন্দ্র। হ্যাঁ ডাক্তার বাবু, ভয় নাই তো?

ডাক্তার। ভয় নাই আর কেন? রোগের চেয়ে তোমাদের ভয়! এই অবস্থায় খেয়োখেইয়ি ক'রে যেন মানুষটাকে না মারো, একটু ঠাণ্ডায় থাক্‌তে দাও।

বিরজা। বাবা, ব'ল ব'ল—প্রাণটা পাবে তো?

ডাক্তার। উপস্থিত তো বিশেষ ভয়ের কারণ দেখ্‌ছি নে। আর গোলযোগ কিছু না হয়।

উপেন্দ্র। ভয় নাই—ভয় নাই—ম'র্‌বোনা, —ম'লে এত দেখ্‌বে কে? ভয় নাই—ভয় নাই—

ডাক্তার। ঘুমের ওষুধটো দিয়ো হে!

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

উপেন্দ্রের অন্তঃপুর

উপেন্দ্র, বিরজা ও তরঙ্গিণী

বিরজা। ডাক্তার্‌রা ব'ল্‌ছে, তুমি বেড়িয়ে এস। তোমার প্রাণ থাক্‌লে সব বজায় থাক্‌বে। তুমি বেরিয়ে পড়, সংসারের যা হয় হবে।

উপেন্দ্র। ডাক্তার তো ব'ল্‌ছে, কিন্তু আমি তো না নিশ্চিন্ত হ'তে পা'র্‌লে নয়! দাদার উইল মতে তোমার বিষয়ের আমি এক্‌জি-কিউটার। তুমি যেন আমাদের মায়ায় প'ড়ে, আমার হাত তোলার উপর থেকে সংসারে বাঁদীর মতন খাট্‌ছো। কিন্তু আমি তো মনে-জ্ঞানে জানি, তোমার বিষয় তোমার, আমরা তার অধিকারী নই।

বিরজা। তোমার ঐ এক আজ্‌গুবি ভাব্‌না, আমার বিষয়ের আবার অধিকারী কে? আর কার সংসারে বাঁদীগিরি ক'চ্চি? আমি হাতে তুলে দিলে তবে তোমরা খেতে পাও।

উপেন্দ্র। এই বোঝো; আমায় নিশ্চিন্দি হ'তে ব'ল্‌ছো;—তুমি বিধবা মানুষ, তোমার এত টানাটানি কেন? তুমি এ সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে তীর্থধর্ম্ম কেন কর' না?

বিরজা। তা চলো, কোথা বেড়াতে যাবে, আমি তোমায় রেখে আসি।

উপেন্দ্র। আমায় রেখে আ'স্‌বে, আমার মন তো রেখে আ'স্‌তে পা'র্‌বে না। তুমি ঠিক অবস্থা বুঝ্‌তে পাচ্ছ না তাই আমাকে বেড়াতে যেতে ব'ল্‌ছ। আমি দেখ্‌ছি, নীরের বুদ্ধি ভাল নয়। শৈলেনে ওতে বনিয়ে থাক্‌তে পা'র্‌বে না। ও আইন শিখেছে, খালি আইন তোলে। আর হীরু ঘোষালকে যদি সত্যি শৈলেনের নামে নালিশ ক'র্‌তে ব'লে থাকে, এ কি তুমি সহজ কথা মনে ক'চ্চ?

বিরজা। তুমি শৈলেনের জন্যে ভেবো না। ও কুচুটেপনা জানে না; বয়েস-দোষে খারাপ হ'য়ে প'ড়েছে, শুধ্‌রে যাবে, অমন হয়। এই তোমার ব্যামোর ক'দিন একবার বিকেলে ঘুরে আস্‌তো, একদিনও মদভাঙ্গ্‌ ছোঁয় নাই। আমার পায়ে ধ'রে কেঁদে ব'লেছে, দাদা যা ক'র্‌বেন করুন। ওর সরল প্রাণ, ও ব'লেছে—একটা ঝোঁকে পড়েছি, কাটাতে পাচ্চি নি; যখন বুঝেছে, শুধ্‌রে যাবে।

উপেন্দ্র। তা'হলে আমায় বেড়াতে যেতে হয় না, আমি আজই আরাম হই। আমি মনে করি, ওরে তফাৎ করি, কিন্তু আমি দেখ্‌তে পাই, ও সম্পূর্ণ আমার মুখ চেয়ে আছে।

শৈলেন্দ্রের প্রবেশ

বিরজা। ঐ দেখ দেখি, তোর জন্যে তোর দাদা বেড়াতে যেতে পাচ্চে না। বলে, তোতে নীরেতে ঝগ্‌ড়া ক'র্‌বি, ও সেখানে নিশ্চিন্দি থাক্‌বে কি ক'রে?

শৈলেন্দ্র। বড় বউ-দিদি, আমি আর কিছু ক'র্‌বো না; নীরে যা করে করুক, আমি আর কিছু ব'ল্‌বো না।

উপেন্দ্র। তুমি কি বল?—তোমায় যে ভূতে পায়।

শৈলেন্দ্র। না মেজ্‌দা, আমি শোধ্‌রাবার চেষ্টা ক'র্‌বো। তবে আমায় কিছু মাসোহারা বাড়িয়ে দেন, আমার ওতে চলে না।

উপেন্দ্র। শৈলেন, তুমি আমায় বিপদ্‌গ্রস্ত ক'রেছ।

শৈলেন্দ্র। কেন মেজ্‌দা—কেন?

উপেন্দ্র। তোমায় মাসোহারা বাড়িয়ে দেবো,

সে অতি সহজ কথা। সে তোমারই টাকা—তোমায় দেবো। তুমি খরচ ক'রে সর্ব্বস্ব ওড়াও, সে তোমারই যাবে। আমি তোমার বখ্‌রা তোমায় দিয়ে এখনি নিশ্চিন্দি হ'তে পারি। আমি অনেকবার ভেবেছি—নিশ্চিন্দি হই; কিন্তু মনে করি, আর আমার মাথায় আগুন জ্বলে! তুমি কিছুই বোঝো না, সংসারের কিছুই জানো না, বিষয় পেলে তুমি তিন দিনে ওড়াবে। এ অবস্থায় আমি কি ক'র্‌বো—আমি বিষম সংকটে প'ড়েছি। অন্যের যেমন ভাই হয়, তুমি যদি সেই ভাই আমার হ'তে, চিন্তার কোন কারণ ছিল না। আমি বিষয় বাড়িয়েছি বই নষ্ট ক'রিনি। আমি তোমাদের কড়ায়-গণ্ডায় বিষয় বুঝিয়ে দিতে আজই পারি।—তুমি বুঝেছ কি—আমার কি সংকট?

বিরজা। না—না—ও বুঝেছে। বুঝে চ'ল্‌বে বই কি।

উপেন্দ্র। না বড়বউ, তুমি বোঝ না; তুমি মনে ক'চ্চ—যেমন বিজয়া দশমীতে সিদ্ধি খেয়ে নেসা করে, এ সেই রকম, মনে ক'ল্লেই ছাড়া যায়—কিন্তু তা নয়। আমি সন্ধান নিয়েছি, ওঁর সঙ্গ জুটেছে, যারা উচ্ছন্ন দেয়—এমন সব লোকের সঙ্গে ওঁর আলাপ! এ যে কতদূর শৈলেন সাম্‌লে উঠ্‌তে পার্‌বে, তা আমি জানি না। শোনো শৈলেন, যদি এ সব সংসর্গ তুমি ত্যাগ না করো, একেবারে ত্যাগ কা'ল ক'র্‌বো নয়; তা'হলে তুমি সাম্‌লাতে পা'র্‌বে। নচেৎ জেনো, তোমার সাম্‌লাবার আর কোন উপায় নাই।

শৈলেন্দ্র। আপনি যা ব'ল্‌বেন, আমি তা ক'র্‌বো।

উপেন্দ্র। পা'র্‌বে? দেখ—ভাল ক'রে বিবেচনা করো।

বিরজা। হ্যাঁ গা, তুমি অমন ক'চ্চ কেন? শোধ্‌রাবে তো ব'ল্‌ছে।

উপেন্দ্র। বড়বউ, দাদাকে দেখেছিলে—দেব্‌তাকে দেখেছিলে! দাদার সঙ্গীদেরই জানো, বাসুকীর মতন সংসার মাথায় ক'রে আছ, খাওয়াচ্চ দিচ্চ—লোকজনকে প্রতিপালন ক'চ্চ,—এর বাইরে কি যে দৈত্যের সংসার আছে—তা জানো না! কি পিশাচের নৃত্য, তা শুন্‌লে তুমি কানে আঙ্গুল দেবে। বেশ্যা, মাতাল কথায় শুনেছ—তারা কি পদার্থ যদি জান্‌তে, তাদের কি কুহক, তা যদি তোমার ধারণা থাক্‌তো, তাহ'লে তুমি শৈলেনের জন্যে আমার মতনই ব্যাকুল হ'তে! তোমার শৈলেন ঘূর্ণিপাকে প'ড়েছে, তা থেকে তুল্‌তে পার্‌বো কি না—জানি নে।

বিরজা। হ্যাঁরে—কি ক'রেছিস্‌?

উপেন্দ্র। ও জানে না কি ক'রেছে—ও সরলপ্রকৃতি, কালসর্পকে বিশ্বাস ক'রেছে, উচ্চ আমোদের আস্বাদ না পেয়ে, নীচ আমোদে রত হ'য়েছে। সঙ্গগুণে বুঝেছে, জীবনের সার এই কুৎসিত আমোদ! শৈলেন, শোনো—আমি যা বলি শুন্‌বে?

শৈলেন্দ্র। আজ্ঞে হ্যাঁ শুন্‌বো।

উপেন্দ্র। দেখো, পেছোবে না?

শৈলেন্দ্র। আজ্ঞে না, আপনি যা ব'ল্‌বেন—শুন্‌বো।

উপেন্দ্র। তবে প্রস্তুত হও, আজই আমি বেড়াতে যাবো, তুমি আমার সঙ্গে চলো। তুমি এই কোলকাতা সহর দেখেছ, আর তো কিছু দেখ নি,—সংসার কি—দেখ্‌বে চলো। যে অর্থ তুমি ধূলো জ্ঞানে খরচ ক'চ্চ, দেখ্‌বে সেই অর্থে শত শত ব্যক্তির জীবন দান ক'র্‌তে পা'র্‌বে। খরচ ক'র্‌তে চাও, চলো দেখাইগে—কত খরচ ক'র্‌বার জায়গা আছে। দেখ্‌বে, কত দেখ্‌বার সুন্দর জিনিস আছে। প্রস্তুত হও, আমি গাড়ী রিজার্ভ ক'র্‌তে পাঠাচ্চি।

শৈলেন্দ্র। আজই?

উপেন্দ্র। হ্যাঁ—আজই—এখনই।

শৈলেন্দ্র। যে আজ্ঞে।

[শৈলেন্দ্রের প্রস্থান।

বিরজা। কি ভাব্‌ছ?

উপেন্দ্র। আজ তো গাড়ী রিজার্ভ হবে না, একদিন আগে নইলে হয় না। রিজার্ভ গাড়ীতে না গেলে শৈলেনের কষ্ট হবে। কিন্তু ওকে বাড়ীতে রাখ্‌তে আমার ভরসা হয় না, কখন ফ্‌স্‌ ক'রে বেরিয়ে প'ড়্‌বে। রাত হ'লে ওর মন আন্‌চান ক'র্‌বে, লুকিয়ে পালাবে। আর তারা ফিরতে দেবে না।

বিরজা। কাল্‌কের দিনটে ভাল নয়—কাল তেরোস্পর্শ।

উপেন্দ্র। সন্ধ্যের পর দিন ভাল আছে,

আমি পাঁজী দেখেছি। ভাব্‌ছি, সেই সময় যাত্রা ক'রে, সিঁথির বাগানে গিয়ে থাক্‌বো। বন্ধু-বান্ধব নিয়ে খাওয়া-দাওয়া ক'রে, কাল ৮॥টার ট্রেণে বেরিয়ে যাবো।

বিরজা। বেশ পরামর্শ ঠাউরেছ।

উপেন্দ্র। ও যাবে কি? আবার পাঁচজনের পরামর্শে মত বদ্‌লাবে না তো?

তর। মত বদ্‌লিয়েই আছে, দেখ্‌লে না গোঁজ গোঁজ ক'রে চ'লে গেল।

উপেন্দ্র। তা আমি তো চেষ্টা ক'রে দেখি।

বিরজা। এ দিক্‌কার কি বন্দোবস্ত ক'র্‌বে?

উপেন্দ্র। ভাব্‌ছি, নীরোর নামে মোক্তার-নামা দিয়ে যাব, অবিশ্যি নিতাই উকীল সব ক'র্‌বে কম্মাবে ব'লেছে; কিন্তু তবু আমার নাম সই কর্‌বার ভার রইলো, ও কি ক'র্‌তে কি ক'র্‌বে, তাই ভাব্‌ছি।

বিরজা। কি ও টাকাকড়ি নষ্ট ক'র্‌বে—ভাব্‌ছ?

উপেন্দ্র। যাক্‌—যা হবার হবে, আমি তো ওকে নিয়ে বেরিয়ে যাই। [প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কুমুদিনীর গৃহ

কুমুদিনী ও শরৎ

শরৎ। তোমরা যে ব'সে ব'সে রাত দুপুর পর্য্যন্ত ইয়ারকি দেবে, আর আমি ফিরে ফিরে যাবো, তা বাবা পোষাবে না।

কুমু। তুই তো জোটালি, আমি কি জুট্‌তে চেয়েছিলুম?

শরৎ। আমি জুটিয়েছিলুম—বড় মন্দ ক'রেছিলুম? জুটিয়েছিলুম—দু'পয়সা পাবে, —রাত ৯টা ৯॥টার ভেতর বিদেয় ক'র্‌বে। তা নয় গলাগলি ইয়ারকি চালাবে। এক ঘুমের পর যে উঠে আসা, তা আমার পোষাবে না।

কুমু। তা এখন কি তুই ছেড়ে দিতে ব'লিস্‌? তা চল্‌, কোথা নিয়ে যাবি চল্‌—এ বাড়ীতে থাকা চ'ল্‌বে না। আমি ছেড়ে দিলে, মা তুল্‌তামাদি ঝগ্‌ড়া ক'র্‌বে। এই মাসে প্রায় চার পাঁচ হাজার টাকার গয়না দেবার কথা। প্রমথর হীরের ঝাপ্‌টাটা কিনে দেবে ব'লেছে।

শরৎ। চার পাঁচ হাজার! কই আমায় পাঁচ শো টাকা দে দেখি, আমার দেনাপত্তর হ'য়েছে।

কুমু। হ্যাঁ, হাতে টাকা পেলে ভূতীর ঘরে গিয়ে ওঠো, তোমায় কি আমি চিনি নি! পয়সার জন্যে ঝাঁটা মেরেছে, তাই আমার কাছে এসো। আমিই তোমার জন্যে মরি, তোমার কি আমার উপর মন আছে!

শরৎ। তবে কি বাবা আমি রাস্তায় রাস্তায় কার ঝি যাচ্চে, খুঁজ্‌বো, আর তুমি দোতালায় পাঁচ ইয়ার নিয়ে মজা ওড়াবে!

কুমু। তুই এই পুজোটা পর্য্যন্ত সবুর কর্‌, আমি মাকে বুঝিয়ে ওকে ছেড়ে দিচ্চি।

শরৎ। আমি ছাড়্‌তে ব'ল্‌চি নি বাবা! আমার মদভাঙের খরচটা জুটিও। পাঁচশো টাকা না পারো, বড় দেনায় জড়িয়ে পড়েছি, শ'দুই তিন টাকা জোগাড় ক'রে দাও। ধোবারই দেনা পঞ্চাশ টাকা হ'য়ে প'ড়েছে, চার আনা ক'রে কামিজটে কাচ্‌তে নেয়।

কুমু। আচ্ছা দেখি। আমার হাতে টাকা নেই।

শরৎ। তোমার একখানা গয়না দাও না, বাঁধা দিয়ে নিচ্চি। আমার বাবা স্পষ্ট কথা, ফাঁকা পীরিত তোমার সঙ্গে চ'ল্‌বে না। তোমায় কাপ্তেন জুটিয়ে দিয়েছি, আমারও কিছু চাই। তা নইলে বাবা, আমিও আর এক বেটীকে বাগিয়ে সাগিয়ে নেব।

কুমু। তা নেবে বই কি! তুই ভারি বেইমান। আমি ওর জন্যে মরি,—আর আমার মুখের সাম্‌নে কথা শোনো না তা যাস্‌—তোর যেথা ইচ্ছা যাস্‌! উনি না এলে আর আমার মুখে ভাত উঠ্‌বে না!

শরৎ। আচ্ছা বাবা চল্লুম—এই পর্য্যন্ত। ফের যদি ডাক্‌তে পাঠাও, টের পাবে।

কুমু। আচ্ছা যখন ডাক্‌তে পাঠাবো তখন। (বালা খুলিয়া) নে—এই নে, আর যদি কিছু চাইবি তখন দেখ্‌বি।

শরৎ। এ বালা তো আমিই দিয়েছিলুম, এর চৌদ্দ আনা পেতল, এ বেচে আর কি হ'বে।

কুমু। তুই এম্‌নিই বেইমান! আর আমি কোথায় কি পাব, রেখেছিস্‌ কি, এক এক ক'রে তো সবই নিয়েছিস্‌।

হীরু ঘোষালের প্রবেশ

হীরু। কিসের ঝগড়া—কিসের ঝগড়া? এদিকে সর্ব্বনাশ! বাবু ভাই নিয়ে বেড়াতে বেরুলো। দু'তিন মাস ফির্‌চে না। মতলবটা, বেড়িয়ে মন শোধ্‌রাবে, তোমায় ছেড়ে দেবে। এখন ঝগড়া রাখ, যদি রাখ্‌তে পারো ত' তার উপায় দেখ'।

শরৎ। কি! কি! ব্যাপার কি?

কুমু। এই তোরই নিশ্বেসে নিশ্বেসে তো আমার বাবুটি যেতে ব'স্‌লো!

শরৎ। আরে থাম্‌—জোটালে কে? কি হীরু, ব্যাপারটা কি?

হীরু। আরে সে ব্যাপার ঢের। কোন রকমে যদি যাওয়াটা ভণ্ডুল ক'র্‌তে পারো—দেখ। গাড়ী রিজার্ভ হইনি ব'লে আজ রাতটে সিঁথির বাগানে থাক্‌বে, কা'ল রেলে চ'ড়্‌বে,—তা'-হলেই ফাঁকে প'ড়্‌লে।

কুমু। তা আমি কি ক'র্‌বো?

হীরু। একখানা পত্র লেখ' যে তিন দিন যদি না দেখা পাই, বিষ খাবো।

কুমু। কি ক'রে পাঠাবো, তুমি তো ব'ল্‌ছ বাগানে গিয়েছে?

হীরু। তুমি শীগ্‌গির লেখো। ওদের শেমো চাকর কাপড় চোপড় নিয়ে বাগান যাবে, তারই হাতে দেব। তুমি চিঠি লেখ, নীরোবাবু ঠিক পেঁছে দেবে।

শরৎ। লেখ্‌ লেখ্‌।

কুমু। কেন ছেড়ে যাক্‌ না, ব'ল্‌ছিলি যে?

শরৎ। সোনার চাঁদ, তুমি ঝগড়া করো, আমি তোমার ভালই খুঁজি। তুমি দু'একশো টাকা দিতে আমার সঙ্গে খিচিমিচি ক'রো, আর আমি তোমায় গাদা গাদা পাইয়ে দিচ্ছি। নে—লেখ্‌ লেখ্‌, হাত ছাড়া হ'লে অমন একটা কাপ্তেন বাগানো ভার হবে।

কুমু। দোয়াত কলমটা আবার কোথায় ফেলেছি, ও ঘরে বুঝি।

[প্রস্থান।

হীরু। ওহে নীরদ তোমায় ডেকেছে।

শরৎ। কেন বল দেখি, কেন বল দেখি? সে আমায় চেনে না কি?

হীরু। সে সব জানে, সে বিচ্ছু ছেলে।

শরৎ। তা চল্‌না যাই, মতলবটা দেখি।

হীরু। সে বাড়ীতে দেখা ক'র্‌তে চায় না, বলে মোনা দেখ্‌বে। সে তোমাদের ক্লাসে প'ড়্‌তো, তোমায় চেনে।

শরৎ। বাড়ীতে দেখা করাটা ঠিক নয় বটে, শৈলেন আমার উপর চটা, তবে কোথায় দেখা করি?

হীরু। তার বাড়ীর সাম্‌নে এক বেটা গাঁজাখোর আছে।

শরৎ। সে আবার কে?

হীরু। সে এক বেটা পাগল, ওর বড় দাদার ইয়ার ছিলো, তারপর শব সাধন না কি ক'র্‌তে গিয়ে ক্ষেপে গিয়েছে। সেই ইস্তক ওর বাড়ীর সাম্‌নে শিবের মন্দিরে একটা ঘর ক'রে দিয়েছে, আর ওর খরচপাতিও সব দেয়।

কুমুদিনীর প্রবেশ

কুমু। ও আমি পার্‌লুম না।

শরৎ। কি লিখ্‌লি?

কুমু। শৈলেন, যদি না দেখা করিস্‌ তো বিষ খাব।

হীরু। ঐ হবে, ঐ হবে—দাও। এসো—যাবে?

শরৎ। চলো।

কুমু। যাবি কেন আজ থাক্‌ না। এখানে খাওয়া দাওয়া কর্‌ না, আজ এখন তো সে আ'স্‌তে পা'র্‌বে না।

শরৎ। তোমার মুখ দেখে প'ড়ে থাক্‌লে কি হবে চাঁদ, পয়সা কড়ির তো চেষ্টা ক'র্‌তে হবে?

কুমু। ম'র্‌গে যা, তোর মুখ দেখ্‌তে নাই।

[শরৎ ও হীরু ঘোষালের প্রস্থান।

আমায় কি গুণ ক'রেছে! মা তো বলে মিছে নয়, ও হ'তেই আমি ম'জ্‌বো। এত মনে করি, আর দেখা ক'র্‌বো না, ও ডেকে গিয়েছে—এক আধ দিন ফিরিয়েও দিয়েছি, আবার বিছানায় মুখ গুঁজে সমস্ত রাত কেঁদেচি। ও চ'লে গেল, আমার যেন নাওয়া-খাওয়া ভাল লাগ্‌চে না।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

সরোজিনীর কক্ষ

শৈলেন ও সরোজিনী

শৈলেন্দ্র। তুমি কেঁদো না, বেড়াতে যাচ্ছি, তার জন্য তোমার ভয় নাই, আমি বেশ ভালই থাক্‌বো। কিন্তু আমি থাক্‌তে পার্‌বো না; আমার প্রাণ কেমন ক'চ্চে!

সরো। আচ্ছা তাহ'লে বড়্‌ঠাকুরকে ব'লে তুমি থাক না, তুমি যাবে কেন?

শৈলেন্দ্র। না না, তুমি বুঝ্‌তে পাচ্চ না, আমার কি হ'য়েছে। এখানে থাক্‌লে আরো অধঃপাতে যাবো। কি ক'র্‌বো, তুমি আমায় বশ ক'র্‌বার জন্য গুণগান ক'র্‌তে পারো?

সরো। সে কি?

শৈলেন্দ্র। স্বামী গুণগান করা আছে, আমি শুনেছি, ও কেউ কেউ জানে। তুমি সন্ধান করো। আমার বোধ হয় কি ক'রেছে, নইলে আমি এমন হলুম কেন? তুমি বউ-দিদিকে ব'লে লোক খোঁজো, যদি কেউ গুণগান ক'র্‌তে পারে, কেউ যদি কিছু খাইয়ে আমায় তোমার বশ করিয়ে দিতে পারে।

সরো। ওমা, না না, এমন কথা মুখে এন না। আমি মার কাছে শুনেছিলুম, কার কথায় কি খাইয়ে, তার স্বামীকে মেরে ফেলেছিল।

শৈলেন্দ্র। সেও ভাল, এ ভারি যাতনা। আমার মনে হ'চ্চে—মেজ'দা রাগে রাগুক, আমি ছুটে সেই খানে চ'লে যাই। সেখানে গেলেও জ্বলি, এখানেও জ্বলি, আমি এক দণ্ড স্থির থাক্‌তে পারি না।

নীরদের প্রবেশ

নীরদ। কাকাবাবু, আপনার সেই রিভল্‌-ভারটা ফের পাশ করাতে হবে।

শৈলেন্দ্র। তা তুমি পাশ করিও।

নীরদ। তাতে একটা নম্বর থাকে, আমি নম্বর জানি না, সে নম্বর না হ'লে তো পাশ হবে না।

শৈলেন্দ্র। সে কি—কই—নম্বর টম্বর তো দেখি নাই। এই চাবি নাও, আমার বৈঠকখানার আলমারিতে আছে, দেখে নাও গে। আর আমাকে দিয়ে পাঁচ হাজার টাকার চেক কাটালে কেন?

নীরদ। টাকার তো দরকার হবে। আমার নামে মোক্তারনামা তো আজ সবে রেজিষ্টারী আফিসে গিয়েছে, পেতে দেরী হবে, তা না হ'লে তো আমি চেক কাট্‌তে পা'র্‌বো না। ওঁর কাছে চেক কাটাতে গেলে এখনই ব'ল্‌বেন —"কি হিসেব—কি কিতেব"—এখন তাড়া-তাড়িতে কি ক'রে হিসেব করি।

শৈলেন্দ্র। তা বেশ ক'রেছ।

[চাবি লইয়া নীরদের প্রস্থান।

শোন'—তুমি না হয় সঙ্গে চলো। আমি এক-দিনও দাদার সঙ্গে থা'ক্‌তে পা'র্‌বো না। আমার এখন থেকে মন হু হু ক'চ্চে। কেন তার জন্যে এমন করি—বুঝ্‌তে পারি নে। সে পাজী, সে আমায় ভালবাসে না, সে ঝগড়া করে, তবু তারে না দেখ্‌লে থাক্‌তে পারি না! কি হ'লো —এ আমার কি হ'লো!

সরো। তোমার যদি অমন প্রাণ কেমন করে, তাহ'লে তুমি বেড়াতে যেও না, আমি বড় দিদির পায়ে ধ'রে ব'ল্‌চি।

শৈলেন্দ্র। তুমি কিছু বোঝ' না, তুমি বোকা, আমার সর্ব্বনাশ হ'য়েছে বুঝ্‌তে পাচ্চ না? আমায় গুণ ক'রেছে।

নীরদের পুনঃ প্রবেশ

নীরদ। কাকাবাবু, সে আলমারী খোলা র'য়েছে, তাতে তো রিভল্‌বার নাই। খালি গোটাকতক ডিকেন্‌টার র'য়েছে আর বোতল আছে। আপনি আর কোথায় রেখেছেন—মনে করুন। একদিন আপনি হাতে ক'রে নিয়ে গিয়েছিলেন, আমি দেখেছি। মন্মথ জিজ্ঞেস ক'রেছিল, আপনি ব'লেছিলেন—কাকে দেখাবেন।

শৈলেন্দ্র। উঁ—সেখানে কি ফেলে এসেছি! না, হাতে ক'রে এনেছি আমার মনে হ'চ্চে।

নীরদ। তা থাক্‌—আমি এক রকম পাশ করাবো এখন। কাকীমা, দেখেছ—উনি কোথায় কি রাখেন, তার ঠিক রাখ্‌তে পারেন না। দেখ্‌লে তো—দেখ্‌লে তো?

[প্রস্থান।

শৈলেন্দ্র। সত্যি আমার ভুলো মন, সব

ভুলি। কিন্তু একবারও তো তাকে ভুলি নি। কি সর্ব্বনাশ হ'লো—কি সর্ব্বনাশ হ'লো!

বিরজা ও তরঙ্গিণীর প্রবেশ

মেজ বউদিদি, আমি পাগল, আমি তোমায় কত কি ব'লেছি,—কিছু মনে ক'রো না, তোমার নীরোও যেমন, আমিও তেমন।

তর। মনে কি ক'র্‌বো—মনে কি ক'র্‌বো? তুমি নেশার ঝোঁকে কি ব'লেছ—তা কি ধরি?

শৈলেন্দ্র। বড় বউদিদি, তুমি দাদাকে ব'লো, আমি একেবারে দু'মাস বেড়াতে পা'র্‌বো না।

বিরজা। তা না পারিস্ নেই পার্‌বি, তোর মেজ্‌দাদাকে এক জায়গায় রেখে ব্যবস্থা ট্যাবস্থা ক'রে চ'লে আস্‌বি। আর তোদের বাসা-টাসা ঠিক হ'লে, হয়তো আমিও ছোট বউকে নিয়ে যাবো।

শৈলেন্দ্র। মেজ বউদিদি, তুমি একে দেখো; ও ভারি বোকা, কিছু জানে না। ও আমায় একটা কথা ব'ল্‌তে জানে না, রাগ ক'র্‌তে জানে না, আমি চ'লে গেলে কেঁদে কেঁদে ম'র্‌বে। তুমি ওকে দেখো, বড় বউদিদি সংসার নিয়ে থাকেন। ও বড় দুঃখী, মেজো বউদিদি, ও বড় দুঃখী।

তর। দেখ্‌বো না তো কি ভাসিয়ে দেবো?

শৈলেন্দ্র। তুমি কেঁদো না, তোমার কান্না দেখ্‌লে আমার রাগ হয়, বেড়াতে যাচ্ছি ভালই তো হ'চ্চে। ও কিছু বোঝে না—কিছু বোঝে না!

বিরজা। তোমার দাদা গাড়ী জুত্‌তে ব'লেছেন, তুমি তোয়ের হ'য়ে এসো। সময় ব'য়ে যায়, যাত্রা ক'ত্তে হবে।

শৈলেন্দ্র। তা আজ তো যাওয়া হ'লো না, আজ বাড়ীতে থাক'লে কি হয়?

বিরজা। কাল দিনটে খারাপ, আজ ভাল দিন আছে, যাত্রা ক'রে ঠাঁই নাড়া হ'য়ে বাগানে গিয়ে থাকো গে। আমরাও সব যাচ্ছি।

শৈলেন্দ্র। আমি চল্লুম।

[বিরজা ও তরঙ্গিণীর পদধূলি গ্রহণ করিয়া শৈলেন্দ্রের প্রস্থান।

তরঙ্গিণী ও বিরজার প্রস্থান, পশ্চাৎ, সরোজিনীর বিরজার অঞ্চল ধরিয়া আকর্ষণ

বিরজা। কি রে?

সরো। ও দিদি, আমার মন কেমন হ'য়ে গেল, তুমি ওরে যেতে দিও না।

বিরজা। হ্যাঁরে তুই এমন অলবক্তে কেন? ভাইএর সঙ্গে বেড়াতে যাচ্চে যাক্ না কেন—শ্বশুরে যাবে।

সরো। ও দিদি—আমার সর্ব্বনাশ হবে,—আমার এমনি মন হ'য়েছিল, সেইদিন হঠাৎ বাবা মলেন।

বিরজা। দেখ্ আবাগী, মুখে গোবর টিপে দেবো।

সরো। না দিদি—তুমি ব'কো না, আমার মন হু হু ক'রে কাঁদ্‌চে। কি হবে—কি হবে মনে হ'চ্চে, সর্ব্বনাশ হ'বে কে ব'ল্‌ছে!

বিরজা। চোপ্ বেহায়া, অমঙ্গল কথা মুখে আনিস্ নি! ওরা ঠাকুর প্রণাম ক'র্‌তে যাচ্চে, আয়—ঠাকুর প্রণাম ক'র্‌বি আয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

শিবমন্দিরের সম্মুখ

নকুলানন্দ অবধূত

খাবার লইয়া ফুলীর প্রবেশ

অব। কেরে বেটী, কেরে বেটী—

ফুলী। বাবা, বড় গিন্নী তোমায় এই রসগোল্লা পাঠিয়েছেন।

অব। খবরদার বেটী, মুখ সাম্‌লে কথা ক'স।

ফুলী। কেন বাবা, কি হ'লো?

অব। আবার বেটী "বাবা"! তোমার মা গচাবে?

ফুলী। তবে তোমায় কি ব'ল্‌বো?

অব। বল্‌বি—ভৈরব। না, তাহ'লে ভৈরবীর ঝাঁক এসে ঘাড়ে প'ড়্‌বে।

ফুলী। তা প'ড়্‌লেই বা বাবা!

অব। বেটী প'ড়লেই বা, সাম্‌লায় কেরে বেটী—সাম্‌লায় কে? আমি নন্দের গোপাল, হামা দিয়ে বেড়াব। বুঝ্‌লি?

ফুলী। হ্যাঁ বুঝ্‌লুম বই কি বাবা—তুমি নন্দের গোপাল!

অব। না, তাতেও প্যাঁচ আছে। বৃন্দাবনে

বাঁশী বাজাতে হবে, গোপিনী বেটীরা ধড়া-খানাও কেড়ে নেবে।

ফুলী। তবে কি হবে?

অব। আমি কার্ত্তিক হব, ময়ূর চ'ড়ে উড়্‌বো।

ফুলী। সেও তো বিধবারা নিয়ে গিয়ে পূজো ক'র্‌বে।

অব। তাকে পার্‌বো। পূজো খেয়ে "মা" বলে ফুরুক উড়্‌বো।

ফুলী। বাবা—

অব। ফের্ বেটী বাবা—

ফুলী। খাবার কি ঘরে রাখ্‌বো?

অব। (গ্রহণ করিয়া) নে, গোটাকতক তুলে নে, কুমারী সেবা হোক্।

ফুলী। না বাবা, সে তখন এসে প্রসাদ পাব।

অব। তবে বেটী তোর সেই নবমীর গান-খানা শুনিয়ে যা।

ফুলীর গীত

শিহরি মা মনে হ'লে, কাল সকালে নিয়ে যাবে।
মরি ত্রাসে কৈলাসে গে,
কেমনে মা দিন কাটাবে॥
রবিশশী নাহি হেরে, ঘন মেঘে রাখে ঘেরে,
ভূতদানা তার সদাই ফেরে,
মুখপানে তার কেবা চাবে॥
ভিক্ষে ক'রে আন্‌লে পরে,
তবে হাঁড়ী চড়্‌বে ঘরে,
মন বোঝাব কেমন ক'রে,
কপাল পোড়া কে ঘোচাবে।
আপন ঝোঁকে ক্ষেপা থাকে,
মানুষ নয় বোঝাব কাকে,
সে দেখ্‌বে কি দেখ্‌বি তাকে,
নিত্যি ভাং ধুতুরা খাবে॥

ফুলী। (স্বগত) ঐ হীরে ঘোষাল কাকে সঙ্গে ক'রে আনছে। কি মতলব আছে—লুকিয়ে শুন্‌বো। (প্রকাশ্যে) বাবা, এই মন্দিরটে সাফ্ করি, বিল্বিপত্র টত্র গুলো ফেলে দিই।

ফুলীর মন্দির মধ্যে প্রবেশ

অব। বেটীর ডাকিনী অংশে জন্ম, না যোগিনী অংশে—না নায়িকা অংশে!

শরৎ ও হীরু ঘোষালের প্রবেশ

হীরু। তুমি এইখানে ব'সে আলাপ ক'রো না, গাঁজাটাজা খাও না।

[হীরু ঘোষালের প্রস্থান।

অব। কে তুমি?

শরৎ। আমায় চেনেন না—আমায় চেনেন না অবধূত ম'শায়?

অব। চিনেছি তুমি মুচী ভূতের বাচ্ছা—

শরৎ। অবধূত ম'শায়, একটা টিপ তৈরি করি দাও।

অব। ও, টিপ তৈরি ক'র্‌বি? তুই নন্দীর নাতি দেখ্‌ছি, দেখি কেমন তুই মজপুত ভূত! তুই তৈরি কর্, আমি বেলগাছের বেহ্মদত্যির সঙ্গে আলাপ ক'রে আসি, সে এক আধ টান টানে।

[প্রস্থান।

নীরদ ও হীরু ঘোষালের প্রবেশ

হীরু। এই শরৎবাবু।

নীরদ। আচ্ছা আচ্ছা তুমি দেখ, মোনা কোথায়? সে যেন এদিকে না আসে।

হীরু। (স্বগত) বাবা, এত কি পরামর্শ আমায় ছাপিয়ে! আমি শরতা বেটার কাছে ঠিক বার ক'চ্চি।

নীরদ। যাও না যাও না—দাঁড়িয়ে রইলে কেন? মোনা খালি আমার তক্কে ফির্‌চে জানো?

হীরু। (স্বগত) আমিও তক্কে রইলুম।

[প্রস্থান।

নীরদ। (সমীপবর্ত্তী হইয়া) শরৎ বাবু?

শরৎ। কি নীরদ বাবু, আপনি আমায় ডেকেছেন?

নীরদ। হ্যাঁ, আপনি আমার একটি কাজ ক'র্‌তে পারেন? আমি আপনাকে একশো টাকা দিই।

শরৎ। কথাটা কি ভেঙ্গে বলুন?

নীরদ। আজ যদি কাকাবাবু কুমুদের বাড়ী ফেরেন, সেখানে একটা ঝগড়া ক'রে ফৌজদারী বাধাতে পার্‌বেন?

শরৎ। বাবা, বড় মানুষের সঙ্গে কে লাগ্‌বে বল? শেষটা কি জেলে যাব?

নীরদ। তা যদি না যেতে হয়, আর উল্‌টে কিছু আদায় ক'র্‌তে পারেন, তা'হলে?

শরৎ। সে সব না বুঝে জবাব ক'র্‌তে পাচ্চি নে।

নীরদ। এমন যদি কাজ হয়, আপনি যদি প্যাঁচে পড়েন, আমিও প্যাঁচে প'ড়্‌বো—তাহ'লে পারেন?

শরৎ। বাবা, যে রকম আঁচ দিচ্চ, এতো একশো টাকার কাজ নয়। একটা গুরুতর রকম মতলব ক'রেছ।

নীরদ। আপনি ঠিক ঠাওরেছেন—একশো টাকা বায়না।

শরৎ। বাবা, বেশী রকম উঠ্‌তে পার্‌বো না, চড় চাপড়টার উপর যদি চলে তো হয়।

নীরদ। পাঁচ হাজার টাকা পেলেও নয়?

শরৎ। কি—খুন খারাপি রকম না কি?

নীরদ। তা যদি হয়?

শরৎ। না—ইয়ারকিটা আস্‌টা দিয়ে বেড়াই, অতদূর উঠ্‌তে পা'র্‌বো না।

নীরদ। কাজ খুব সোজা, আমি যা দেবার তা দেবো, আর আপনিও কাকাবাবুর ঠেঙে কিছু আদায় ক'র্‌তে পা'র্‌বেন।

শরৎ। আচ্ছা রকমটা কি শুনি?

নীরদ। আপনাকে তো দেখ্‌লেই কাকা-বাবু ঝগড়া ক'র্‌বেন। আপনি তাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে, একটা রিভল্‌বার দিচ্চি, দু'বার দেয়ালের গায়ে ছুড়্‌বেন। আর আপনি পালিয়ে গিয়ে থানায় জানাবেন, আপনাকে খুন ক'র্‌তে এসেছিল।

শরৎ। এ অবধি এক রকম হ'তে পারে। এর কত দাম?

নীরদ। কি চান?

শরৎ। দু' হাজার।

নীরদ। আর যদি বারাণ্ডা থেকে ফেলে দেন, তাহ'লে ক'হাজার?

শরৎ। ও বাবা, খুন হবে যে? সুখী লোক —যদি মারা যায়?

নীরদ। আচ্ছা, একটা লাঠি-টাটি মেরে জখম করা?

শরৎ। কত টাকা?

নীরদ। পাঁচ হাজার?

শরৎ। টাকা না নোট?

নীরদ। নোট।

শরৎ। যদি নম্বর আটক করো? যে বিচ্চু দেখ্‌চি, পারো বাবা।

নীরদ। আমি নগদ টাকা দিয়ে নোট নিয়ে নেব। নইলে নোট পুড়িয়ে ফেল্‌বেন। আমি তো পাঁচ হাজার টাকা পোড়াতে দিচ্চিনি, কাজের জন্যই দিচ্চি।

শরৎ। আছে বাবা, দেখি।

নীরদ। আপনার কোন ভয় নাই, এই রিভল্‌বারের গায়ে দেখ্‌বেন, কাকাবাবুর নাম লেখা। কথাটা বুঝুন, উনি বেড়াতে যাচ্চেন, আপনারা সুযোগ পেয়ে আমোদ ক'চ্চেন। উনি সন্ধান পেয়ে রেগে রিভল্‌বার নিয়ে খুন ক'র্‌তে গেছেন। দু'বার রিভল্‌বার ছুঁড়েও-ছেন। আপনি প্রাণের দায়ে পালাবার উপায় না পেয়ে ওঁরে মেরে পালিয়েছেন। তার পর attempt at murderএর নালিশ ক'র্‌বেন, মানের দায়ে আমাদের টাকা দিয়ে মেটাতেই হবে।

শরৎ। বড় প্যাঁচোয়া কাজ বাবা! এতদূর কখন' এগুই নি।

নীরদ। আমি আপনার পেছনে আছি, মামলা-মকদ্দমায় কখন' আপনার টাকার অভাব হবে না।

শরৎ। আচ্ছা, দেখি দাও।

নীরদ। এই নিন, আর এই পাঁচ কেতায় পাঁচ হাজার টাকার নোট।

[নোট দিয়া নীরদের প্রস্থান।

শরৎ। গাঁজাটা টেনে যাই—বড় ফ্যাসাদের কাজ। (প্রস্থানোদ্যত)

ফুলী। (স্বগত) কিছু তো বুঝ্‌তে পার্‌লুম না, একে ভোলাতে পার্‌বো না।

ফুলীর মন্দির হইতে বাহির হইয়া কতকগুলি বিল্বপত্র শরতের গাত্রে নিক্ষেপ

শরৎ। কে বাবা? কামিজ খারাপ ক'রে দিলে?

ফুলী। কেন ম'শায়, ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যান না কি?

শরৎ। কি কি রকমখানা কি?

ফুলী। আর আপনার সঙ্গে রকম কি বলুন—একটা ফুলের ঘা সয় না।

শরৎ। বাসি বেলপাতার ঝুরি কি সয়? কামিজটায় দাগ লেগে গেলো। টাট্‌কা ফুল হয়, হৃদয়ে রাখি।

ফুলী। ইস্—আপনি রসিক বটে!

শরৎ। কোথায় থাকো চাঁদ?

ফুলী। আপনার সঙ্গে থাক্‌বো মনে ক'চ্চি।

শরৎ। আমি কোন্ নারাজ?

ফুলী। ও বাবুটি কে—কার সঙ্গে কথা ক'চ্ছিলেন?

শরৎ। কে—কোন্ বাবু? তোমার অত খোঁজে কাজ কি?

ফুলী। তবে বাবু ভেয়ের খোঁজ কারা ক'র্‌বে?

শরৎ। কেন—আমায় পছন্দ নাই?

ফুলী। আপনি তো আর যেচে কথা কন্ নি।

শরৎ। বাড়ী কোথায়?

ফুলী। সঙ্গে আসুন—দেখ্‌বেন।

শরৎ। এখানে কি ক'চ্ছিলে?

ফুলী। এই বাবার কাছে হাত দেখাতে এসেছিলুম, উনি বড় গণৎকার।

শরৎ। সত্যি নাকি?

ফুলী। পরখ ক'রে দেখুন না, উনি ঠিক ব'লে দেবেন, আপনি কি ক'র্‌তে এসেছেন,—ভাল হবে কি মন্দ হবে?

অবধূতের প্রবেশ

ফুলী। বাবা, এ'র হাতটা দেখ তো।

অব। ও নন্দীর বাচ্ছা, এই যে রক্তচন্দন বিল্বিপত্র গায়ে প'ড়েছে। একবার চোখোচোখি চা তো। ইস্! একটা ঝন্‌ঝনে ভূত তোর পেটের ভেতর সেঁদিয়েছে। কটমটিয়ে চা, আমি এক টানে বা'র করি।

ইত্যবসরে ফুলীর শরতের পকেট হইতে রিভল্‌বার তুলিয়া দেখন

শরৎ। (চমকিত হইয়া) ইস্—তুই চোর না কি? পাহারাওয়ালা ধরিয়ে দেব জানিস্?

ফুলী। চক্‌চক্ কচ্ছিল, কিও—তাই দেখ্‌ছিলুম।

শরৎ। ছেলেদের জন্যে পুতুল কিনেছি।

[প্রস্থান।

ফুলী। (স্বগত) কিছু বুঝ্‌তে পার্‌লুম না, শৈলেন বাবুর পিস্তল দেখ্‌লুম। কি ফন্দী ক'র্‌লে, ভাল বুঝ্‌তে পার্‌লুম না। পেছু পেছু যাই, দেখি কোথায় চ'ল্লো।

অব। কিরে বেটী উড়্‌তে চল্লি? তা যা, আমিও ওড়াই।

[পশ্চাৎ প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

সিঁথির বাগান বাড়ী

উপেন্দ্র

উপেন্দ্র। ওঃ—উদ্বেগে সমস্ত রাত ঘুম হ'লো না। গাড়ীতে তুল্‌তে পার্‌লে তবে নিশ্চিন্ত! ও আমোদ আহ্লাদ কিছু করে নাই, ছট্‌ফট ক'রেছে। আমার খালি মনে হ'চ্ছে, কখন উঠে পালাবে! রাত আর নেই—

শৈলেন্দ্রের প্রবেশ

কেও—শৈলেন? কোথায় যাচ্ছিস্?

শৈলেন্দ্র। আমি আস্‌ছি।

উপেন্দ্র। আস্‌ছি কি—৮টার সময় গাড়ীতে উঠ্‌তে হবে, আস্‌ছিস্ কি?

শৈলেন্দ্র। আমি এখনি আস্‌ছি, নৈলে সর্ব্বনাশ হবে।

উপেন্দ্র। সর্ব্বনাশ হবে কিরে?

শৈলেন্দ্র। সত্যি ব'ল্‌ছি—সর্ব্বনাশ হবে।

উপেন্দ্র। তোর হাতে ও কি?

শৈলেন্দ্র। চিঠি। মেজ দাদা, আমি এখনি আস্‌বো।

উপেন্দ্র। দেখ্ বুঝেছি সে বেটী চিঠি লিখেছে। তাই তুই যাচ্ছিস্। যেতে পাবি নে।

শৈলেন্দ্র। আমি যাব, নইলে স্ত্রীহত্যা হবে। তুমি জানো না মেজ দা, সে বড় এক গুঁয়ে। সর্ব্বনাশ হবে, আফিং খাবে, নয় গলায় দড়ি দেবে।

উপেন্দ্র। হতভাগা, তোর লজ্জা সরম কিছুই নাই।

শৈলেন্দ্র। মেজ্‌দা, সত্যি ব'ল্‌ছি, আমি মদ খাই নি। আমায় না দেখ্‌তে পেলে সে ম'র্‌বে, নিশ্চয় ম'র্‌বে। একদিন ঝগড়া ক'রে

আমার সাম্‌নে আফিং মুখে পুরেছিল, মুখ থেকে আঙ্গুল দিয়ে আফিং বা'র ক'রে নিয়েছি, আঙ্গুলে এখনো দাঁতের দাগ দেখ।

উপেন্দ্র। শোন্ শৈলেন, তুই বেড়াতে যাবি, তোকে বাধা দেবার জন্যে ছল ক'রে এই চিঠি লিখেছে। তুই যেতে পাবি নে, তাহ'লে তোর বেড়াতে যাওয়া হবে না।

শৈলেন্দ্র। আমি একবার যাবো, এখনি ফিরে আস্‌বো।

উপেন্দ্র। আমি তোরে যেতে দেবো না।

শৈলেন্দ্র। আমি যাবই, আমি কারো কথা শুন্‌বো না।

উপেন্দ্র। তুই পাগল হয়েছিস্, আমি তোরে বেঁধে গাড়ীতে তুল্‌বো।

শৈলেন্দ্র। না মেজ্‌দা, স্ত্রীহত্যা হবে, বাড়াবাড়ি ক'রো না। তোমার মান থাক্‌বে না, আমি যাবই।

উপেন্দ্র। শোন্, যদি যাস্ তাহ'লে এই পর্য্যন্ত, আজ থেকে তোর্ মুখ দেখ্‌বো না।

শৈলেন্দ্র। আমি তোমার পা ছুঁয়ে ব'লে যাচ্চি, আমি এখনি ফিরে আস্‌বো।

উপেন্দ্র। না তুমি যেতে পাবে না। তুমি বুড়ো মদ্দ হ'য়েছ, আজও তুমি বেশ্যার ছল বোঝো না! যদি আমার মুখ চাও তো আমার কথা ঠেলো না শৈলেন! লজ্জা, ঘৃণা ত্যাগ ক'রে অনেক স'য়েছি, আর সইবো না। যদি যাও, আর তুমি আমার ভাই নও।

শৈলেন্দ্র। না হয় নাই হ'বো, আমি যাবই।

উপেন্দ্র। আমি তোরে কিছুতেই যেতে দোবো না।

শৈলেন্দ্র। ছেড়ে দাও মেজদা—ছেড়ে দাও মেজদা, কেন অপমান হবে? আমি গোল্লায় যাই —মরি, তাতে তোমার কি! আমি তোমার কথায় থা'ক্‌বো না, তুমি আমার কথায় থেকো না—

উপেন্দ্র। ছুঁচো, যা মুখে আসে ব'ল্‌ছিস্? নীরে নীরে—

নীরদ। (প্রবেশ করিয়া) আজ্ঞে আজ্ঞে—

উপেন্দ্র। দোর বন্ধ ক'রে দে তো।

শৈলেন্দ্র। খবরদার—খুন ক'র্‌বো—ছেড়ে দাও—

[লাঠী তুলিয়া উপেন্দ্রকে ধাক্কা দিয়া বেগে প্রস্থান।

তরঙ্গিণীর প্রবেশ

উপেন্দ্র। অ্যাঁ—অ্যাঁ—কি মনের ভ্রম!

তরঙ্গিণীর কথা কহিবার উদ্যোগ ও নীরদের ইঙ্গিতে নীরব হওন

বিরজার প্রবেশ

বিরজা। কিগো—কিগো—হ'লো কি?

উপেন্দ্র। শৈলেন আমায় ধাক্কা মেরে চ'লে গেল।

বিরজা। তা যাক্—মরুক্ গে। তুমি বেরিয়ে পড়ো।

উপেন্দ্র। আর আমায় দুষো না—আর আমার অপরাধ নাই। আর আমার কারুকে কিছু ব'ল্‌বার মুখ নাই। ও সত্যি সত্যিই খুন ক'র্‌তে পারে।

বিরজা। যাক্—যাক্—উচ্ছন্ন গিয়েছে—যাক্।

তর। লাঠি তুলেছিল?

উপেন্দ্র। যথেষ্ট হ'লো, হদ্দমুদ্দ হ'লো! আমি কি নির্ব্বোধ, কি বোকা, আমি কার জন্য টানাটানি করি? আমি ম'র্‌তে ব'সেছি, তবু ভাই ভাই ক'চ্চি! ছিঃ ধিক্ আমায়! বড় বউ, সব আলাদা হওয়াই ঠিক। আমি কাশী যাচ্চি, নীরের নামে মোক্তারনামা দিয়েছি। নিতাই একটা ভাগ বাঁটরা ক'রে দিক, সহমানে হয় ভালো, নৈলে যা হয় হবে।

বিরজা। সে যা হয় হবে—তুমি এসো। তুমি ও সব কিছু ভেবো না, আপনার শরীর রাখ'—বেড়াতে যাও। ভাব্‌ছ কি—তুমিই বা কি ক'র্‌বে—আমিই বা কি ক'র্‌বো? ওর অদৃষ্টে যা আছে—হবে। ও কি না—খুন ক'র্‌বো বলে! আমি বলি—কাকে ব'ল্‌চে। দেখ, তুমি মন থেকে ওকে কুটো ছিঁড়ে ফেলে দাও। ও তোমার কুলাঙ্গার ভাই। ও তোমায় প্রাণে মা'র্‌তে ব'সেছে।

উপেন্দ্র। আশ্চর্য্য—এমন ক'রে ব'য়ে যায়!

[প্রস্থান।

নীরদ। জেঠাই মা, কাকাবাবু পাগল হ'য়েছেন। আমি শুন্‌চি, ওঁকে কি খাইয়ে এমন ক'রেছে। ও ভাগ বখ্‌রা ক'রে দেওয়া নয়—ভাগ বখ্‌রা ক'রে দেওয়া নয়, ওঁকে মদ খাইয়ে সর্ব্বস্ব লিখে নিয়ে হাত পা বন্ধ করা উচিত।

বাবাকে বুঝিয়ে বলগে—ভাইএর খাতিরে আর না কোল্‌কাতায় থাকেন। ডাক্তার ব'লেছে—তাহ'লে আর বাঁচ্‌বেন না, আজ আর বেড়াতে যাওয়া না বন্ধ হয়।

বিরজা। বেড়াতে যাবে বই কি, তুই সব ঠিক্‌ঠাক্ কর্।

নীরদ। উনি আবার না বেঁকেন।

বিরজা। না—আমি বেঁক্‌তে দেবো না। আহা! ভাই ভাই ক'রে প্রাণটা দিতে ব'সেছে। মেজবউ, বামুনকে বল্—খানকতক লুচী-টুচি ভেজে দিক্, আমি ওর কাছে যাই। ৮টার ভেতর ভাত খেয়ে যেতে পা'র্‌বে না। [প্রস্থান।

নীরদ। মা, তুমি ও সময় কথা কইতে যাচ্ছিলে? তাহ'লে ঐ ভেয়ের রাগ আমাদের উপর প'ড়্‌তো। তুমি কোন কথা ক'য়ো না, ওঁরা দেওর-ভেজে যা হয় করুন। এবার আর ঠিক হ'চ্চে না। খুব বাড়াবাড়িই হ'য়ে গিয়েছে, লাঠি তুলেছিল।

তর। ওর কি হায়া আছে, লাঠি মার্‌লে হায়া হ'তো? হতচ্ছাড়া মিন্‌সে, ভাই ওর পিণ্ডি দেবে!

নীরদ। তুমি দেখো না মা—কি হয়।

[তরঙ্গিণীর প্রস্থান।

শ্যামার প্রবেশ

শেমো—এত দেরীতে চিঠি পেলে যে?

শেমো। আদ্দেক রাত্রি অর্বাধ খাওয়া দাওয়া হ'লো, তার পর ঘুমিয়ে প'ড়্‌লো। বড় মা—ছোট মা—কাছে কাছে ছিলো, আমি দিতে বাগ পাইনি।

নীরদ। তা তুই ঠিক সময়ে দিয়েছিস্।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

পথ

মন্মথ ও ফুলী

ফুলী। মোনা বাবু—মোনা বাবু—সর্ব্বনাশ হ'য়েছে!—

মন্মথ। তোর গায়ে রক্ত কিসের? কি হ'য়েছে?

ফুলী। ও কিছু নয়—প'ড়ে গিয়েছি। শীগ্‌গির এসো, ছোটবাবুকে বাঁচাও।

মন্মথ। কোথা যাবো?

ফুলী। এসো—এসো—কুমুদের বাড়ী, সেখানে এতক্ষণ খুন ক'রেছে।

মন্মথ। খুন ক'রেছে কি?

ফুলী। এসো—এসো—ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে যাচ্চি।

মন্মথ। তুই যে চ'ল্‌তে পাচ্ছিস্ নি, ধুঁক্‌ছিস্?

ফুলী। চ'ল্‌তে পা'র্‌বো — চ'ল্‌তে পা'র্‌বো—এসো, গাড়ী ক'রে যাই এসো।

মন্মথ। আমি তো সে বাড়ী জানি নি।

ফুলী। আমি সে বাড়ী দেখে এসেছি, ঘর দেখে এসেছি, পরামর্শ কতক শুনে এসেছি,—চিঠি দিয়ে ছোটবাবুকে নিয়ে যাবে, ছোটবাবুকে রাস্তায় দেখেছি, ছোটবাবুর রিভল্‌ভার নিয়ে গেছে, যে নিয়ে গেছে তারে চিনেছি, বুঝি খুন ক'র্‌বে। এসো—এসো— [উভয়ের দ্রুত প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

কুমুদিনীর কক্ষ

কুমুদিনী ও শরৎ

নেপথ্যে শৈলেন্দ্র। দোর খোল', দোর খোল'—

কুমু। কি—কি—ভোরের বেলায় এসে ডাকাত প'ড়েছ কেন?

শৈলেন্দ্রের প্রবেশ

শৈলেন্দ্র। কে তোর ঘরে? তোমার বাবাকে ঘরে পুরে রেখে আমাকে চিঠি লিখেছ?

কুমু। যে হোক্ না—তোর্ কি?

শরৎ। হ্যাঁ হ্যাঁ শৈলেনবাবু, আমার মেয়েমানুষ কেড়ে নিয়েছে, আমাকে ব'ল্‌ছ—কে তোর্ ঘরে?

শৈলেন্দ্র। তবে রে শালা!

শরৎ। তাইতো রে শালা! আমার মেয়েমানুষের সঙ্গে ইয়ারকি?

শৈলেন। খুন ক'র্‌বি নাকি—খুন ক'র্‌বি নাকি?

শরতের পিস্তলের দুইবার আওয়াজ করিয়া লাঠি লইয়া শৈলেন্দ্রের মস্তকে আঘাত করণ

খুন ক'র্‌লে—খুন ক'র্‌লে—

শরৎ। খুন ক'র্‌লে—খুন ক'র্‌লে—

কুমু। কি ক'র্‌লি—মেরে ফেল্লি!

[শরতের শৈলেন্দ্রের বাম হস্তে পিস্তল দিয়া দ্রুত প্রস্থান।

কুমুদিনীর মা ও অন্যান্য বারাঙ্গনার প্রবেশ

কুমু-মা। ওরে কি সর্ব্বনাশ ক'র্‌লি!

কুমু। শর্‌তাকে গুলি ক'রেছিল, শরতা লাঠি মেরে পালিয়েছে।

কুমু-মা। অ্যাঁ খুন হ'লো না কি?—মুখে জল দে—মুখে জল দে!

ফুলী ও মন্মথর বেগে প্রবেশ

ফুলী। এই দেখ—সর্ব্বনাশ!

মন্মথর সত্বর শৈলেন্দ্রের ক্ষতস্থানে চাদর দিয়া ব্যাণ্ডেজ করণ

মন্মথ। কে মা'র্‌লে?

কুমু। ওগো—আমি কিছু জানি নি! মারামারি হ'য়েছে, আমার ঘরে মানুষ ছিল দেখে, বাবু পিস্তল ছুড়েছিল, সে লাঠি মেরে পালিয়েছে। এই দেখ—দ্যালে গুলির দাগ দেখ।

ফুলী। দেখ্‌বে বই কি—কাকে দেখাচ্চ? চুপ করো, তোমারও যে ঘরে জন্ম, আমারও সেই ঘরে জন্ম। চুপ ক'রে থাকো, সব শুনেছি। শরৎ বাবু জিজ্ঞেস ক'রেছিল—"দোরের পাশে কে?" তুমি ব'লেছিলে—"মা বুঝি!" সে তোমার মা নয়—আমি।

পুলিস লইয়া শরতের প্রবেশ

শরৎ। আমি প্রাণের দায়ে মেরেছি—আমি প্রাণের দায়ে মেরেছি।

জমাদার। তা বাবু, যখন খুনখারাপি হ'য়েছে, তোমাকে তো ছা'ড়্‌বে না। আর মেয়েমানুষ তো ঠিক আছে, ওকে তো গুলি করে নাই। লাঠিটে বড় জোর লাঠি মারিয়াছেন। হাকিম যেমন ব'ল্‌বে, তেম্‌নি হবে, আপনাকে আজ থানায় থাক্‌তে হ'বে, খুনটা বুঝ্‌ছেন না।

ফুলী। হ্যাঁ ম'শায়, আপনি খুনটা বুঝ্‌ছেন না!

জমা। এ কি পাগ্‌লীটে এখানে কেন? তোর গায়ে লউ কিসের?

ফুলী। আমি ছুটে আস্‌তে প'ড়ে গিয়েছি।

জমা। এই পিস্তল ছুড়িয়াছিল? বাঁ হাতে ছুড়িয়াছে দেখ্‌ছি।

মন্মথ। জমাদার সাহেব, হাঁস্‌পাতালে নিয়ে চলো। হ্যাঁ বাছা, তোমাদের ঘরে একটু মদ আছে?

জমা। আছে বই কি।—ঐ তো লট্‌খটি বাধাইয়াছে। ঐ যে বোতল।

মন্মথর মদ লইয়া শৈলেন্দ্রের মুখে দেওন

শৈলেন্দ্র। ও মা!

জমা। (শরতের প্রতি) বাবু, ফের থানায় চলিতে হইবে।

মন্মথ। জমাদার সাহেব, তোমার পাহারাওয়ালাকে ধ'র্‌তে বলো।

ফুলী। জমাদার সাহেব, ও জামাতে কি আছে দেখ, জামাটা সঙ্গে নাও।

শরৎ। জামা কাচ্‌তে দিতে হ'বে—জামা কাচ্‌তে দিতে হবে, জামা কি হবে?

জমা। দেখি বাবু, কি আছে? (জামার পকেট হইতে নোট বাহির করিয়া) এ যে তাজা নোট—পাঁচ হাজার টাকা! বাবু আপনাকে টাকা দিয়া খুন করিতে আসিয়াছিল না কি? আপনাকে তো আমি জানি, এ নোট কোথায় পাইলেন? কিছু ব'ল্‌ছেন না,—আচ্ছা চলেন —হাকিমের কাছে বলিবেন।

ফুলী। শরৎ বাবু, ছেলের জন্যে পুতুল কিনেছিলেন—নিয়ে যাবেন না?

জমা। পুতুল কি রে ক্ষেপি?

ফুলী। ঐ যে পুতুলটো!

মন্মথ। ফুলী, কি ব'ক্‌ছিস্‌?

জমা। (পিস্তল তুলিয়া লইয়া) এইটা পুতুল—এইটা পুতুল! এই পুতুলটা কি বাবু কিনিয়াছিল না কি?

মন্মথ। জমাদার সাহেব, ও পাগল—ওর কথা কি শুন্‌ছ!

জমা। কেন বাবু, এর বিচে বাৎ আছে না কি? আপনি তো এমন কাজের নন, তবে ধমক দিচ্চেন কেন?

মন্মথ। ম'শায় ওসব কথা কইবেন এখন—হাঁস্‌পাতালে নিয়ে চলুন।

জমা। চলেন—চলেন। (কুমুদিনীর প্রতি) বিবি, সিধেয় মিট্‌বে না।

কুমু। ও মা কি খুনে লোক সব বাড়ী আ'স্‌তে দিয়েছিলুম গো!

জমা। টেকা বাজিয়ে নিয়েছ, তবে আসিতে দিয়াছ, সব এর বিচে আছে!—চলো।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

উপেন্দ্রের বহির্ব্বাটী

মন্মথ ও বৈদ্যনাথ

মন্মথ। উনি তো লাঠি খেয়ে অজ্ঞান, এদিকে ওঁর নামে charge এলো, উনি রিভল্‌বার নিয়ে খুন ক'র্‌তে গেছেন।

বৈদ্য। তবে তুমি মেটালে কি ক'রে?

মন্মথ। ফুলী দেখেছিল, নীরো দাদা শরৎকে রিভল্‌বার আর পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছিলেন। সে টাকা শরতের পকেটে পাওয়া গেল। এদিকে নীরো দাদা কি ক'রেছেন জানেন? ঐ পাঁচ হাজার টাকার নোটের নম্বর আটক ক'রেছেন।

বৈদ্য। সে যাক্‌—সে যাক্‌—তার পর মিট্‌লো কিসে?

মন্মথ। আমি নিতাই বাবুকে সমস্ত ব'ল্লুম। শরৎও বে'ক্‌লো, সে ব'ল্লে আমি জেলে যাই আর যা হই, আমি সব খোলসা কথা ব'ল্‌বো; এইতে নীরো দাদা ভয় পেলে, আর সেই পাঁচ হাজার টাকা ছেড়ে দিয়ে আর কিছু ঘুষ ঘাষ্‌ দিয়ে এক রকম তো মিটিয়ে রেখেছি। সে মিটে গিয়েছে।

বৈদ্য। তবে।

মন্মথ। এই সব খবর পেয়ে মেসো ম'শায় কাশী থেকে এলেন, ভায়ের উপরেই রাগ ক'ল্লেন। নীরো দাদার উপর সমস্ত দানপত্র ক'রে দিয়ে পার্টিসন্‌ সুট্‌ ক'র্‌তে ব'লে চ'লে গেলেন। সেই পার্টিসন্‌ সুট্‌ চ'লেছে।

বৈদ্য। আর নীরো যে শৈলেনের কাছে হ্যাণ্ডনোট্‌ কিনে নিয়েছে, সে কথাটা কি?

মন্মথ। ছোট বাবু যখন শয্যাগত, তখন নীরো দাদার দরদ্‌ দেখে কে? আমি রাত্‌ জাগি, আমায় উঠিয়ে দিয়ে উনি রাত্‌ জাগ্‌তে বসেন। সেই সময় ছোট বাবুর প্রিয় হ'য়ে, ছোট বাবু যে সব উনপাঁজুরে লোককে টাকা ধার দিয়েছিলেন, সেই সব হ্যাণ্ডনোট্‌ এন্‌ডোর্স ক'রে নিয়েছেন। আর এ সওয়ায়, কতকগুলো ভুয়ো হ্যাণ্ডনোটও নীরো দাদা ক'রেছিলেন, সে গুলোও এন্‌ডোর্স ক'রে নিয়েছেন। সব জড়িয়ে প্রায় লাখ্‌ টাকা; ছোট বাবুকে তার দায়ী ক'চ্ছেন।

বৈদ্য। নিতাই কি বলে?

মন্মথ। বলেন—শিবু উকীলকে দিয়ে সব ঠিকঠাক্‌ ক'রে নিয়েছে, এখন আর উপায় কি? এদিকে সব টাকাকড়ি আটক ক'রেছে, পার্টিসন্‌ সুটের খরচায় সর্ব্বস্ব যেতে ব'সেছে, এখনো ছোট বাবুর শিবু উকীলকে বিশ্বাস। লাগিয়ে ভাঙ্গিয়ে আমার উপর আর বড় মা'র উপর নীরো দাদা, ছোট বাবুর মন ভাঙ্গিয়েছে। তাঁর ধারণা যে, আমরাই সব ভাঙ্গ্‌চি দিয়ে মেসো ম'শাইকে খারাপ ক'রেছি, নীরো দাদাকে খারাপ ক'রেছি। এ ষড়যন্ত্র যা—আমরা সব মিলে জুলে ক'চ্চি।

বৈদ্য। বড় বউ ঠাক্‌রুণ কোথায়?

মন্মথ। তিনি মেসো ম'শায়ের সঙ্গে কাশীতে দেখা ক'র্‌তে গেছেন।

বৈদ্য। ইস্‌ এতটা হ'য়ে গিয়েছে! আমি যখন ওয়াল্‌টীয়ার্‌ বেড়াতে গেলেম, তখন বুঝি এর সুত্রপাত কিছু হয় নাই?

মন্মথ। না, তার পরেই এই হ্যাঙ্গাম।

বৈদ্য। এ সব খবর তুমি আমায় লেখ নাই কেন?

মন্মথ। আপনি মরণাপন্ন, শরীর সার্‌তে গিয়েছেন, আর তখন আমিও এত ফন্দিবাজী বুঝে উঠ্‌তে পারি নাই।

বৈদ্য। ওহে, তুমি এ বাড়ীর সঙ্গে আমার সুবাদ জানো না, তাই পত্র লেখো নাই। আমি মানুষ হ'য়েছি কার হ'তে? বড় বাবু আমায় মানুষ ক'রেছেন। তোমার বড় মা যে চোখে উপেনকে দেখেন, সেই চোখে আমায় দেখেন। যাক্‌—যা হ'বার হ'য়েছে। কি করি বল দেখি?

মন্মথ। আপনি ছোট বাবুর সঙ্গে দেখা করুন, ক'রে ওঁর চোখ ফুটিয়ে দেন।

বৈদ্য। ছোক্‌রা এততেও বোঝে নাই। আচ্ছা দেখি।

মন্মথ। ম'শায়, একটা কথা বলি, আমাকেও বিশ্বাস ক'র্‌বেন না।

বৈদ্য। কেন রে মূর্খ?

মন্মথ। আপনি যে মোনা দেখে গিয়েছিলেন, আমি আর সে মোনা নেই—আমি আর সত্যবাদী নাই, আমি জালিয়াত—জোচ্চোর; হীরু ঘোষাল প্রভৃতি যত অসৎ লোক—আমার বন্ধু। আমার সম্বন্ধে যে অপবাদ শুন্‌বেন—বিশ্বাস ক'র্‌বেন। আমি সকল কাজ ক'র্‌তে প্রস্তুত।

বৈদ্য। সে কি রে—কি ব'ল্‌ছিস্‌? তোর কথা শুনেও আমি বিশ্বাস ক'র্‌তে পাচ্ছি নে।

মন্মথ। বিশ্বাস করুন।

বৈদ্য। এ দুর্ম্মতি তোর কেন হ'লো?

মন্মথ। কেন হ'লো? বড় বাবু আমায় অনাথ অবস্থায় কুড়িয়ে এনেছিলেন। বড় মা'র স্নেহে আমি রাজপুত্রের ন্যায় কাটিয়েছি—লেখাপড়া শিখেছি। আপনারা সকলে আমায় স্নেহ করেন, প্রশংসা করেন। আমি বড় বাবুর মৃত্যুশয্যার কাছে ছিলুম। যদিচ আমি তখনও বালক, তথাচ আমি তাঁর আন্তরিক মনোভাব বুঝ্‌তে পেরেছিলুম। তাঁর কায়মনোবাক্যে ইচ্ছা ছিলো—যেন পিতৃপুরুষের গৌরব বজায় থাকে। তিনি সেইজন্য বড় মাকে তাঁর অংশ দিয়ে গিয়েছেন। তাঁর মনে আশঙ্কা ছিল যে, পাছে ভেয়ে ভেয়ে ঝগড়া হ'য়ে সমস্ত নষ্ট হয়, বড় মা'র অংশ থাক্‌লে ঠাকুরসেবা চ'ল্‌বে। বড় মাও স্বামীর আজ্ঞা পালনের জন্য—সংসার বজায় রা'খ্‌বার জন্য আত্মসুখে জলাঞ্জলি দিয়ে, সংসারকার্য্য নির্ব্বাহ ক'রে আস্‌ছিলেন। সেই সংসার নীরো দাদা জুচ্চুরি ক'রে ভাঙ্গ্‌ছেন। আমি প্রতিজ্ঞা ক'রেছি, দেখ্‌বো ওঁর কতদূর জুচ্চুরি।

বৈদ্য। তুই খেপেছিস্‌—খেপেছিস্‌! ছোঁড়া—ঠাণ্ডা হ'।

মন্মথ আজ্ঞে না, আমি খেপি নি। অনেক রাত্রি জেগে চিন্তা ক'রেছি। আপনি জানেন, অসৎ মতি হৃদয়ে স্থান দেওয়া কি যন্ত্রণা—সেই দারুণ যন্ত্রণা ভোগ ক'রেছি। সত্যে জলাঞ্জলি দিয়েছি—সদিচ্ছায় জলাঞ্জলি দিয়েছি। আমার এখন দিবারাত্র চিন্তা, কিসে নীরো দাদার সর্ব্বনাশ ক'র্ব্বো।

বৈদ্য। মন্মথ, তুমি কি মনে ক'রেছ, কোন কুকার্য্যের দ্বারা সৎকার্য্য হয়? আমি তোমার মনের অবস্থা বুঝ্‌তে পেরেছি। আমারও তোমার কথা শুন্‌তে শুন্‌তে ইচ্ছা হ'য়েছিল, নীরোর মাথা কেটে ফেলি। তুমি স্থির হও. অধর্ম্ম পথে চ'লো না।

মন্মথ। অধর্ম্ম পথে চ'ল্লে কি হবে? হয় তো আমার দুর্নাম হবে, হয় তো আমি বিপদ্‌গ্রস্ত হবো, হয়তো আমার এ জীবন বৃথা হবে! কিন্তু ম'শায়, বড় মা আমার গলা ধ'রে কেঁদেছেন, চক্ষের জল ফেলেছেন,—বলেছেন—"মোনো কি হবে!" আমি দেখ্‌বো—কি হয়, আমায় বারণ ক'র্‌বেন না।

বৈদ্য। ওরে শোন্‌ শোন্‌—

মন্মথ। না আমি আর শুন্‌বো না। আপনি ছোট বাবুকে শিবু উকীলের হাত থেকে ছাড়িয়ে নেন।

বৈদ্য। আচ্ছা আচ্ছা, আমি নিতাইয়ের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে যা হয় ক'চ্চি, ব'ল্লি যে—সব টাকাকড়ি আটক হ'য়েছে; আমি কিছু টাকা দিচ্চি—নে, যদি কিছু সচ্ছল হয় দেখ্‌।

মন্মথ। না ম'শায়, আমি উপস্থিত সংসার এক রকম চালাচ্চি। আমার nursery থেকে প্রায় হাজার দশেক টাকা জ'মেছে, তা থেকে এখন চ'ল্‌বে। শেষ যা ব্যবস্থা হয় ক'র্‌বেন।

[প্রস্থান।

বৈদ্য। ছোক্‌রা ভারি রেগেছে, রাগ হ'তেই পারে। আমি কাশীতে একবার উপেনের সঙ্গে দেখা করি।

নিতাই উকিলের প্রবেশ

হ্যাঁরে নিতে, তুই কো'ল্‌কাতায় ব'সে—এই সব দেখ্‌লি বুঝি?

নিতাই। দেখ্‌লুম বই কি—কি ক'র্‌বো বল?—আমায় কি ঘেঁস্‌তে দিলে? পুলিস কেস্‌ কাটিয়ে দিলুম। নীরে—শৈলেনকে বোঝালে কি জানিস্‌? যে, আমি শৈলেনের বিপক্ষ হ'য়ে শৈলেনকে যে ব্যাটা লাথি মেরে-

ছিলো—ঐ শরৎ না কি,—তারে বাঁচিয়ে দিলুম। আর এখন তার ধারণা যে, আমি পরামর্শ দিয়ে এই পার্টিসন্ সুট্‌টা ক'রিয়েছি।

বৈদ্য। তা এখন উপায় কি?

নিতাই। বড় বউঠাকুরুণের বিষয় কেয়ালো ক'রে নেওয়া—আর কোন উপায় নাই। তিনি এখন রাজী হ'লে হয়।

বৈদ্য। এখন শিবে ব্যাটার হাত থেকে শৈলেনকে বার ক'র্‌বার কি?

নিতাই। শৈলেন বোঝে তবে তো? আর শুধু বুঝ্‌লে হবে না, ওর cost না দিলে উকীল change হবে না।

বৈদ্য। তা দেখ্—যা লাগে—আমি দিচ্চি।

নিতাই। ওরে, সে তোর কেরাণীগিরি ক'রে টাকা জমিয়ে পার্টিসন্ সুটের খরচা দিতে পা'র্‌বি নি। দেখ্,—শৈলেনকে যদি বোঝাতে পারিস্, তার পর যা ক'র্‌তে হয়, আমি ক'র্‌বো।

বৈদ্য। আচ্ছা, আমি যাচ্চি।

নিতাই। সেই দিক্ ঠিক কর, আর বড় বউকেও বুঝিয়ে সুঝিয়ে দেখা যাক্—কত দূর হয়। [উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কাশীধাম—উপেন্দ্রের বাসা-বাটী

উপেন্দ্র ও বিরজা

উপেন্দ্র। এ কি—বড় বউদিদি এসেছ—ব'সো।

বিরজা। না এসে কি করি বল?—সর্ব্বনাশ হ'লো যে? এ যে মাম্‌লা মোকদ্দমায় সব যেতে ব'সেছে।

উপেন্দ্র। যাওয়া কি ভাল নয়? থেকে কি হবে? মানুষকে বেশ্যার জন্য গুলি ক'র্‌বে, ছেলে টাকার জন্যে বাপের কথা শুন্‌বে না, কাকাকে বাঁধিয়ে দেবে,—স্ত্রী স্বামীকে দেখ্‌বে না, কিসে ছেলের সর্ব্বস্ব হবে—এই নিয়ে দিবারাত্র বিব্রত থাক্‌বে! বেশ হ'চ্চে, এ টাকা যাওয়াই ভাল। সর্ব্বস্ব ফাঁকী দিয়ে নিয়েছিলো, সে তো বেশ ছিলুম, চিন্তা ছিল না; স্ত্রী বশ ছিল, ছেলে বশ ছিল—ভাই বশ ছিল—

বিরজা। তা এখন কি মনে ক'রেছ, এইখানে ব'সে থাক্‌বে, আর সর্ব্বস্ব যাবে?

উপেন্দ্র। তা যাক্ না—আমার কি!—সর্ব্বস্ব তো আর আমার নয়? যে দিন শুন্‌লুম—বাড়ীতে ফৌজদারী—খুনে মকদ্দমা,—সেই দিন তো ছেলেকে দানপত্র লিখে সর্ব্বস্ব দিয়েছি, আর আমার কি আছে যে দেখ্‌বো?

বিরজা। কি হ'য়েছে—সব শুনেছ? শুন্‌তে পাই তো, তুমি বাড়ী থেকে চিঠি এলে খোলো না—পড়ো না—অম্‌নি ফেলে দাও।

উপেন্দ্র। শুন্‌তে হবে না, শোন্‌বার কিছু নাই। তবে রেল ভাড়া ক'রে এসেছ, না শুনিয়ে নিশ্চিন্ত হবে না; শোনাও—শোনাবে তো এই—মকদ্দমা রুজু হ'য়েছে, বিষয় বখ্‌রা হ'চ্চে, টাকাকড়ি পাঁচ ভূতে লুটে খাচ্চে, শৈলেন আবার কোন্ মাগীর কাছে যাচ্চে, আর একটা খুনো খুনি হ্যাঙ্গাম বেধেছে, নীরো কাকাকে ফাঁসাবার চেষ্টায় আছে,—এই তো—না আর কিছু? এ সব তো আমি শুনে এসেছি, কতক দেখে এসেছি—আর নূতন কি শোনাবে?

বিরজা। তুমি রাগ ক'রেই সর্ব্বনাশ ক'র্‌লে, তোমার দোষেই সব গেল!

উপেন্দ্র। রাগ ক'র্‌বো না, স্থির থাক্‌বো, বিষয় আশয় বন্দোবস্ত ক'র্‌বো—এই ব'ল্‌ছ? রাগ ক'রে আসিনি, আপনার ইজ্জৎ বাঁচাতে এসেছি। সেখানে থাক্‌লে হয় তো অপঘাতে ম'র্‌তে হ'তো। হয় ছেলে মা'র্‌তো, নয় ভাই মা'র্‌তো! নয় তো কলঙ্কের ভয়ে আত্মহত্যা ক'র্‌তে হ'তো।

বিরজা। কেন গো কিসের কলঙ্ক—কিসের আত্মহত্যা?

উপেন্দ্র। কি—কি ব'ল্লে—কিসের কলঙ্ক? তুমি কি দাদার স্ত্রী নও? তুমি কি সেই বড় বউদিদি নও? আর কি কেউ সেই রকম সেজে এসেছ? তুমি ব'ল্‌ছ—কিসের কলঙ্ক? বেশ্যালয়ে খুনোখুনির মকদ্দমা আমাদের গুষ্টিতে হ'লো,—আর ব'ল্‌ছ — কিসের কল্‌ঙ্ক?

বিরজা। তুমি সব শোনো নি, তুমি শৈলেনের উপর রাগ ক'রে নীরেব নামে সব লিখে দিয়েছ। এ সব তোমার নীরের জোটা-জোট—তা জানো?

উপেন্দ্র। জান্‌তুম না—তাই শৈলেনের উপর রাগ ক'রে নীরের নামে সব লিখে দিয়েছি—সত্য, কিন্তু এখন দেখ্‌চি—খুব ভাল ক'রেছি। যদি সত্য হয়—নীরে কাকাকে ফাঁসাবার জন্যে এত মতলব খাটিয়েছে, তা'হ'লে বাপ্‌কে বিষ দিয়ে কর্ত্তা হ'তে চাইবে—এটা বড় বিচিত্র নয়! তাইতে তোমায় বল্লুম—কেন অপঘাতে ম'র্‌বো, যা'র যা ইচ্ছে কর্‌ক্‌—আমি নিশ্চিন্দি হ'য়ে কাশীবাস ক'রতে এসেছি।

বিরজা। আমি বুড়ো মানুষ—কোথায় যাই?

উপেন্দ্র। কেন—তোমার তো সর্ব্বস্ব র'য়েছে, তুমি মাম্‌লা মকদ্দমা ক'রে কেয়ালো ক'রে নাও।

বিরজা। আমি বুড়ো বয়সে আদালতে দাঁড়াবো—কেয়ালো ক'রে নেব?

উপেন্দ্র। সে তোমার ইচ্ছে। আমি কিছু সঙ্গে নিয়ে আসিনি, বিষয় প'ড়ে র'য়েছে। তুমি আপ্‌নার সম্পত্তি রক্ষা করো। পারো—কিছু থাক্‌বে—ঠাকুর-সেবাটা চ'ল্‌বে। আমায় ব'ল্‌তে এসেছ—মিথ্যে, আমার তো হাত নাই। যদি আর একদিন দেরীতে আস্‌তে, তা'হ'লে আমায় হেতা আর দেখ্‌তে না, আমি এখান থেকে চ'লে যেতেম; কোথায় যেতেম—খবর পেতে না,—আর যাবও, নইলে তো জ্বালাতনের হাত থেকে বাঁচ্‌বো না।

বিরজা। কেন—আমি এসেছি ব'লে—তুমি জ্বালাতন হ'য়েছ?

উপেন্দ্র। তুমি একা নও, নীরদের গর্ভ-ধারিণী কা'ল এসেছেন। কেন—জানো? আমি নীরদকে বিষয় আশয় সব দিয়েছি, আমার নামে কিছু কোম্পানির কাগজ আছে, আমার খরচ চল্‌বার জন্য সে আলাদা ক'রে রেখেছি, নীরদবাবুর মকদ্দমা-খরচার টানাটানি হ'চ্চে, সেই কাগজ ভাঙ্গাতে চান, — সেইজন্য এসেছেন। কা'ল ঝগড়া ক'রে মাথা ধ'রে প'ড়ে আছেন, তাই এতক্ষণ উঠে এসে তোমায় গলা-ধাক্কা দেন নাই। তোমার কথা বলা হ'য়েছে, শুনেছি,—ভালয় ভালয় চ'লে যাও। ভাল চাও—দেশে ফিরে যাও, কারুর মুখ চেয়ো না, নিতাইকে ব'লে আপ্‌নার বিষয় কেয়ালো ক'রে নাও, নইলে ওদের সঙ্গে জড়িয়ে থেকে পথে দাঁড়াবে।

বিরজা। তুমি তো আপ্‌নি নিশ্চিন্ত হ'য়েছ, আমার ব্যবস্থা ক'রে দাও নি কেন? চলো—আমার ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে আস্‌বে।

উপেন্দ্র। তোমার ব্যবস্থা ঠিক আছে। দাদা তোমায় তাঁর অংশ দিয়ে গেছেন, তুমি নিতাইকে ডেকে চুপি চুপি আমায় সজ্জন বিবেচনা ক'রে দানপত্র ক'রে দিয়েছিলে। তাতে লেখা ছিল যে, শৈলেন যদি আমার বশে থাকে, তাকে আমি তোমার অংশের অর্দ্ধেক দেবো।

বিরজা। তবে আমি এখন কোথায় দাঁড়াই?

উপেন্দ্র। আমি নীরেকে যে দিন সর্ব্বস্ব দানপত্রে লিখে দিই, তার আগের দিন তোমার দানপত্রের পিঠে লিখে দিয়ে রেজিষ্টারী ক'রে দিয়েছি যে,—দানপত্র নামঞ্জুর, দানপত্র স্থির-মস্তিষ্কে লেখেন নাই, স্বামীর শোকে বিবাগী হবেন মনে ক'রে অস্থির মস্তিষ্কের তাড়নায় দানপত্র লিখে দিয়েছেন, স্থির মেজাজে লেখেন নাই, সুতরাং তা নামঞ্জুর। তুমি যাও, তোমার বিষয় আশয় দেখে নাও'গে।

বিরজা। আমি অত পা'র্‌বো না, আমারও খান কতক কাগজ বার ক'রে দাও, তার সুদ থেকে আমি বৃন্দাবনে ব'সে খাই, ঠাকুর দর্শন করি।

উপেন্দ্র। এই না—তুমি বিষয় রক্ষা ক'র্‌বার জন্যে আমায় অনুরোধ ক'চ্ছিলে? আমার আর হাত নেই, তুমি যা পারো, টেনে-টুনে রাখো, যদি কিছু থাকে, ঠাকুরসেবা চ'ল্‌বে। ওরাও যখন মারামারি কাটাকাটি ক'রে ফতুর হবে, তাই থেকে দু'মুটো যদি দাও—খেতে পাবে। নইলে সব যাবে। এখন দেখো—তোমার যা খুসী করো।

দুই রগে পান দিয়া তরঙ্গিণীর প্রবেশ

তর। হ্যাঁগা—তোমাদের জ্বালায় মানুষ কাশীবাসী হ'য়েছে, এখানে গাড়ী ভাড়া ক'রে এসেছ—জ্বালাতন ক'র্‌তে?

বিরজা। জ্বালাতন ক'র্‌বো কেমন ক'রে?—তুমি আগে এসে যে আগ্‌লেছ? মেজো বউ, তোর লজ্জা নাই—সরম নাই —ছেলেকে

ফস্‌লে ফাস্‌লে সংসারটা ছারখারে দিতে ব'সেছিস্‌?

তর। আর তুমি সব বজায় রাখ্‌তে ব'সেছ? তুমিই তো লাগানিভাঙ্গানি ক'রে দেশত্যাগী ক'রিয়েছ। "ভাই ভাই" ক'রে তো ম'র্‌তে ব'সেছিলো, এখনো মনস্কামনা পূর্ণ হয় নাই—তাই এখানে এসেছ।

বিরজা। মনস্কাম পূর্ণ আমার হবে না কেন—তোমার হয় নাই। এখনো তোমার দেওর মরে নি, এখনো আমি বেঁচে আছি,—আমার বিষয়ে ভাগ আছে, এখনো যাহোক্‌ উপেনের হাড় ক'খানা খাড়া আছে, এখনো তো তোমার পুরো গিন্নীত্ব হয় নি।

তর। তোমার মুখে আগুন লাগুক—মুখ পুড়ে যাক্‌—অকথা কুকথা ব'লে গা'ল দিতে এসেছ? আলালের ঘরের দুলাল মোনাকে সর্ব্বস্ব দিতে পারো নি ব'লে হিংসেয় ফেটে ম'চ্চ? বাড়ীর গিন্নী—বাড়ীর কল্যাণ করেন!

উপেন্দ্র। তুমি দাঁড়িয়ে কি শুন্‌ছ? আমি তোমায় না যেতে ব'ল্লে যাবে না। তা থাকো—দুজনায় ঝগড়া করো। মেজো বউ, শোনো, যদি এখান থেকে তুমি বিদেয় না হও, আমি বিদেয় হ'লুম। হয় তোম্‌রা দু'জনে বিদেয় হও, নয়—আমি চ'ল্লুম।

তর। বিদেয় আর কি—বিদেয় তো হ'য়েই আছি। ভাল কথা ব'ল্‌তে এয়েছিলুম—মন্দ হ'লো। তা কি পরামর্শ ক'র্‌বে ক'রো দেওর ভেজে—আমি চ'লে যাচ্চি। আমার নীরে বেঁচে থাকুক্‌, এক মুটো অন্ন দেবে, কারো পিত্যেশী আর আমি নই যে, "বড় দিদি—বড় দিদি"—ক'রে বাঁদীগিরি ক'র্‌বো।

বিরজা। না, তোমার সে দিন কেটে গিয়েছে। তাই রগে পান দিয়ে ঝগ্‌ড়া ক'র্‌তে এয়েছ। এখন মনোবাঞ্ছা যা আছে, তা মায়ে-বেটায় পূর্ণ ক'রো। তবে তোমার বেটাকে ব'লে আমার বখ্‌রা আমায় দিইয়ে দাও। আমি ঠাকুরবাড়ীতে প'ড়ে থাক্‌বো, তোমাদের ছায়া মাড়াতে আস্‌বো না।

তর। ইস্‌—তা হ'লে তো সব হেজে যাবে —ম'জে যাবে! গিন্নী—গিন্নীত্ব ক'র্‌বেন না! তোমার আবার বিষয় কি, তুমি তো সব দিয়েছ। বিধবা মেয়ে মানুষের আবার বিষয় কিসের? শূর্পণখা হ'য়ে তো সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খেয়েছ।

বিরজা। উপেন, আমি চ'ল্লুম।

উপেন্দ্র আমিও চ'ল্লুম।

তর। কেন গো—কেন গো—তোমাদের যেতে হবে কেন?—আমি যাচ্চি, পরামর্শ আঁটো।

[তরঙ্গিণীর প্রস্থান।

উপেন্দ্র। দেখ্‌লে, এখন যা ইচ্ছা হয় ক'রো।

[উপেন্দ্রের প্রস্থান।

বিরজা। কাশীনাথ, অপরাধ নিও না, আমি আর কারো মুখ চাইবো না।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কুমুদিনীর কক্ষ

শরৎ ও কুমুদিনী

শরৎ। আজ থেকে আমি এ বাড়ীতে আর আ'স্‌বো না। তোমার মা যে আমায় দেখ্‌লেই ঝগ্‌ড়া ক'র্‌বেন, আর আমি তোমার খোসামোদ ক'র্‌তে আ'স্‌বো—তা হ'চ্ছে না। আমায় চাও, এ বাড়ী থেকে বেরিয়ে চল।

কুমু। কোথায় যাব?—তোর এক পয়সার মুরোদ নেই।

শরৎ। চল—আমি ঘরভাড়া ক'রেছি।

কুমু। ঘর তো ভাড়া ক'রেছিস্‌—আমার পেট চালাবে কে?

শরৎ। গয়নার বাক্স নিয়ে চল্‌, বেচে কিনে একটা কারবার ক'র্‌বো। আমিও বাড়ী ছেড়ে -মাগ-ভাতারের মতন দু'জনে থাক্‌বো।

কুমু। তুমি কারবার ক'র্‌বে! এই তিন বার ভারি ভারি গয়নাগুলো নে গিয়ে কারবার ক'র্‌লেন! আর আমার আছে কি?

শরৎ। যা আছে—এখন' ঢের আছে—নে।

কুমু। ঐ ক'খানা গেলে বাঁচো বুঝি?

শরৎ, বাঁচা মরা কি? সে গয়না বেচে কি আমি কারবার ক'রেছি? সে তো তোরে ব'লেইছি—আমি খরচ ক'রেছি। মাইরি ব'ল্‌ছি—এবার কাজকর্ম্মে মন দেবো; হাজার দুই টাকা পেলে কয়লার কারবার ক'রে দু'-

দিনে ফে'পে উঠ্‌বো। তা'হ'লে তোরও ঘরে মানুষ জন আন্‌তে হবে না, আমারও কারো মোসাহেবি ক'র্‌তে হবে না।

কুমু। না ভাই, তুমি যেমন আ'স্‌ছো—এসো। তুমি যখন আ'স্‌বে, যে থাকুক, আমি উঠিয়ে দেবো। আমি তোমার সঙ্গে যাবো না! শেষে কি ভিক্ষে ক'র্‌বো?

শরৎ। তবে তুমি আমায় চাও না?

কুমু। সে তুমি যা বলো, আমি আর গয়না গাঁটি বেচ্‌বো না।

শরৎ। ওঃ! বুঝিছি—বুঝিছি—জবাব দিচ্চ, তা স্পষ্ট ক'রে ব'ল্লেই তো হয়!

কুমু। এর আর স্পষ্টাস্পষ্টি কি? আমি কি ম'জ্‌বো? এই ফৌজদারী হওয়া থেকে কোন' বড়মানুষের ছেলে তো, তোর ভয়ে আমার ঘরে আ'স্‌তে চায় না। আর ৯টা না বাজ্‌তে বাজ্‌তে তো তুই আমার ঘরে এসে ব'স্‌বি।

শরৎ। আর এই আমার বুকের উপর দে' যে বাগান মা'র্‌চ? আমি এক দিন একটা কথা ব'লেছি? আমি আপনিই স'য়ে থাকি। যদি আমার সঙ্গে আলাপ রাখ্‌তে চাও, চলো, গয়নাগুলি বেচে আমি কয়লার কারবার করি, দু'জনে থাকি। আর না চাও—এই পর্য্যন্ত।

কুমুদিনীর মাতার প্রবেশ

মাতা। হ্যাঁগা—তুমি কেমন ভদ্রলোকের ছেলে গা? মেয়ে মানুষটাকে পথে বসাতে ব'সেছ? আবার গয়না নিতে এসেছ?

কুমু। খুব ক'রেছে, তোর বাবার কি? হারামজাদী বেরো—

মাতা। হ্যাঁ লো হ্যাঁ—বেরোবো বই কি? পিরীত ক'রে টুক্‌নি নিয়ে দোরে দোরে ঘুর্‌বি।

কুমু। দূর হ'—হারামজাদী, নইলে ঝেঁটিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেবো।

হীরু ঘোষালের প্রবেশ

হীরু। আরে থামো থামো—ঝগড়া রাখো—শরৎ চ'লে এসো—চ'লে এসো—একটা দাঁও আছে—একটা দাঁও আছে।

শরৎ। কি রকম—কি রকম?

হীরু। আরে এসো না বল্‌ছি,—গোটা কতক মেয়ে মানুষ যোগাড় ক'র্‌তে হবে। ঐ মোনা একটা দাঁও খেলেছে, চলোনা—শুন্‌বে।

শরৎ। চলো।—

হীরু। গোটা আণ্ডেক ছুঁড়ী যোগাড় ক'র্‌তে হবে।

শরৎ। তার আর ভাব্‌না কি? (কুমুদিনীর মাতার প্রতি) ওগো—আজ থেকে বিদেয় হ'লেম্ বাছা, আর তোমাদের বাড়ীতে আস্‌ছি না।

কুমু। কেন আস্‌বিনি—কেন আস্‌বিনি? আমি তোরে কি ব'লেছি?

শরৎ। কে বাবা—এ কচ্‌কচির ভেতরে আসে! [হীরু ও শরতের প্রস্থান।

কুমু। (মায়ের প্রতি) দেখ্ হারামজাদী, যদি শরতা না আসে, তোকে আমি বাড়ী থেকে দূর ক'রে দেবো।

মাতা। তা দেবে বই কি,—তা না হ'লে পিরীত চ'ল্‌বে কেমন ক'রে?

কুমু। তবে রে হারামজাদী! এই কানা বৈরিগীকে নিয়ে তুমি পিরীত করো না। ঝাঁটা মেরে মুখ ভেঙ্গে দেবো।

মাতা। তা দেবে বই কি? পোড়ারমুখী, আর্সিতে নিজের মুখ দে'খ্‌তে পাওনা? "দাদ—দাদ" ব'লে আর কত দিন চ'ল্‌বে? রং ঢাকা দিয়ে আর ক'দিন ঢাক্‌বি? যখন সর্ব্বাঙ্গ ছেয়ে বেরুবে, শরতা কোথায় থাকে—দেখ্‌বো।

কুমু। দাদ নয়তো কিরে হারামজাদী, তোর চোখে আগুন লাগুক্।

মাতা। তুই মর্—মর্,—তোর বাড়ী আমি থাক্‌তে চাইনে। [প্রস্থান।

কুমু। বেরো বেটী!

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

শৈলেন্দ্রের কক্ষ

শৈলেন্দ্র ও সরোজিনী

শৈলেন্দ্র। আমিও পথে ব'স্‌লুম, তোমাকেও পথে বসালুম। নীরো আমার সর্ব্বনাশ ক'রেছে।

সরো। তা তুমি ভেবো না, দিন এক রকম ক'রে যাবে। আমি রাঁধবো বাড়্‌বো—তোমার

সেবা ক'র্‌বো—তোমার কোন' কষ্ট হবে না। একখানি গাড়ী রেখো—বেড়াবে,—একটা চাকর রেখো—বাইরের কাজকর্ম্ম ক'র্‌বে,—তা'হলে তোমার কষ্ট কি?

শৈলেন্দ্র। কি হ'য়েছে—তুমি জানো না, তাই বল্‌ছ—কষ্ট কি? আমি পথে ব'সেছি।

সরো। কেন—কেন—তোমার তো বখ্‌রা আছে, বখ্‌রা তো পাবে?

শৈলেন্দ্র। বখ্‌রা কবে হবে তা জানি নি, এখন নীরের কাছে লাখের উপর দেনা হ'য়েছি, আমায় কবে জেলে দেয়।

সরো। কেন—তুমি তো এক পয়সাও ওর কাছে ধার করো নি, ঐ বরং তোমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে গিয়েছে।

শৈলেন্দ্র। কি ক'রেছে জানো? আমায় তো ফন্দী ক'রে মা'র্‌ খাওয়ালে। তার পর রাতদিন সেবা, খুনি মকদ্দমা—আমার কাছে নাকে কেঁদে ব'ল্‌তো, "কাকা বাবু, খুনি মকদ্দমা, আমার কাছে টাকা নাই, বাবা টাকা দিতে চাচ্চেন না, কি ক'র্‌বো?" আমি হ্যাণ্ড-নোটে ধার ক'র্‌তে চাইলুম, তা কি ক'র্‌লে জানো?

সরো। কি ক'র্‌লে?

শৈলেন্দ্র। শোন' মতলব খানা, আমায় ব'ল্লে কি জানো? "আমি তোমার নামে কতক-গুলো টাকা হ্যাণ্ডনোটে সুদে খাটিয়েছি; সেই হ্যাণ্ডনোট্‌গুলোর পিঠে তুমি সই ক'রে দাও, আর তোমার কাছে যারা ধার ক'রেছে, তাদের হ্যাণ্ডনোট্‌ যদি তোমার কাছে থাকে, তাতে সই ক'রে দাও, আমি সেইগুলো বাঁধা রেখে টাকা যোগাড় ক'চ্চি। আমি বিছানায় প'ড়ে, অত ফন্দী বুঝতে পারি নাই—সই ক'রে দিয়েছি।

সরো। হ্যাঁ হ্যাঁ আমায় উঠে যেতে ব'ল্‌তো, কি সই ক'র্‌তে বটে। তা—তাতে কি হয়?

শৈলেন্দ্র। সেই সমস্ত হ্যাণ্ডনোটের টাকা আমার কাছে আদায় ক'র্‌বে।

সরো। কি ক'রে?

শৈলেন্দ্র। ব'ল্‌ছি, কিন্তু তুমি তা বুঝতে পা'র্‌বে না। তবু—ব'ল্‌চি শোনো—কত বড় ফন্দীটে শোনো—

সরো। এর কি কোন উপায় নেই?

শৈলেন্দ্র। কি ক'রেছে শোনো,—ব'লেছিল যে, আমার নামে টাকা ধার দিয়েছে—সে মিছে কথা। গোটাকতক বয়াটে ছোঁড়া নিয়ে, তাদের কিছু কিছু দিয়ে হ্যাণ্ডনোট সই করিয়েছে। তাদের কাছে তো টাকা আদায় হবে না, ও এখন আদালতে ব'ল্‌তে চাচ্চে যে, আমার কাছে যেন হ্যাণ্ডনোট কিনে নিয়েছে। তাদের কাছ থেকে টাকা আদায় ক'র্‌তে পাচ্চে না, আমার কাছ থেকে টাকা আদায় ক'র্‌বে। আমি সে টাকার জামিন হ'য়ে প'ড়েছি।

সরো। তুমি কি সে সব বেচেছ?

শৈলেন্দ্র। বেচ্‌বো কেন—বল্লুম তো—বুঝতে পা'র্‌বে না? এই শিবু উকীলকে দিয়ে আমার ঠেঁয়ে একখানা চিঠি নিয়েছে, আমি যেন মকদ্দমা-খরচার জন্যে সেই হ্যাণ্ড-নোটগুলো নীরোকে বেচেছি। মোনা আমায় ব'লেছিলো, আমি বিশ্বাস করি নাই, আজ নীরো উকীলের চিঠি দিয়েছে—সেই চিঠি প'ড়ে দেখি—এই সর্ব্বনাশ!

সরো। তুমি কি ক'র্‌বে মনে ক'রেছ?

শৈলেন্দ্র। মনে ক'রেছি, এ বাড়ীর অংশ বেচে এখান থেকে চ'লে যাব। নীরে দিন দিন আমাকে যে রকম বিপদে ফে'ল্‌বার চেষ্টা ক'চ্চে, তাতে আর এখানে থাক্‌তে সাহস হয় না। আমার share বেচ্‌লে নগদ টাকা কিছু হাতে পাব, তাতে শিবু উকীলের cost এর দেনা কতক চুক্‌বে, আর কিছু টাকা দিয়ে তালতলায় একখানি বাড়ী দেখে এসেছি, তোমার নামে কিন্‌বো। সেইখানে গিয়ে থাক্‌বো। তবে টাকাকড়ি সব আদালত থেকে আটক হ'য়েছে। পেট চ'ল্‌বে কিসে, সেই এক ভাবনা।

সরো। আচ্ছা—আমার কত টাকার গয়না?

শৈলেন্দ্র। বেচ্‌লে হাজার পাঁচ ছয় হবে।

সরো। তাতে মুদিখানার দোকান হয় না?

শৈলেন্দ্র। এই যে—তুমি একটা রোজ-গারের উপায় শিখেছ দেখ্‌চি।

সরো। কেন কেন—তাতে দোষ কি? আমি মোনার ঠেঁয়ে শুনেছি, খেটে খেতে দোষ নাই। মোনা মিথ্যে কথা কয় না।

শৈলেন্দ্র। তাই মোনাতে তোমাতে মুদি-খানার দোকান ক'রো।

সরো। তুমি না ব'ল্লে কেন ক'র্‌বো?

শৈলেন্দ্র। তোমার কথা শুনে আমার বুক ফেটে যায়।

সরো। আমায় মাপ করো, আমি আর কিছু ব'ল্‌বো না।

শৈলেন্দ্র। শোন সরোজিনী, তোমার মত নির্ম্মল স্ত্রী হয়, আমি স্বপ্নেও জান্‌তুম না, আমি রত্ন চিন্‌লুম—কিন্তু শেষে। এই রত্ন আমার ধুলোয় লোটাবে! এ খেদ আমার রাখ্‌বার জায়গা নেই। তুমি রাজসিংহাসনের যোগ্য, তোমায় আমি বুদ্ধির দোষে পথে বসালুম। আমায় ধিক্‌!

সরো। কেন তুমি অমন ক'চ্চ—আমি তো পথে ব'সিনি! তুমি ভেবো না, দিদি ব'ল্‌তেন, মোনা বলে,—যে ধর্ম্মপথে থাকে, ধর্ম্ম তার রা'ত দুপুরে অন্ন জোটান! তুমি তো কখন' অধর্ম্ম করো নি, আমিও অধর্ম্ম করিনি,—আমি কখনো মিথ্যে কথা কইনি,—আমরা দুঃখ পাবো না—তুমি ভেবো না।

শৈলেন্দ্র। আমি অধর্ম্ম করি নি?—তোমায় ফেলে কালসাপিনীকে বুকে নিয়েছি; দেবতা সাক্ষী ক'রে তোমায় বিবাহ ক'রেছি, তোমার ভার নেবো অঙ্গীকার ক'রেছি, সেই অঙ্গীকার ভঙ্গ হ'য়েছে,—আমি অধম, নীরের চেয়েও অধম। নীরে আপনার স্বার্থ দেখে, আপনার স্ত্রীকে পথে বসায় না। আমি অলস, আমোদপ্রিয়। আমি তোমার সর্ব্বনাশের হেতু।

সরো। তুমি কেন এমন ক'চ্ছ, শুনেছি—বয়েস কালে এমন সব্বাই করে। দেখ—আমি কিছু মনে করিনি, তোমার পা ছুঁয়ে ব'ল্‌চি।

শৈলেন্দ্র। যদি আমায় কেউ জিজ্ঞাসা করে যে, সকলের চেয়ে পাপী কে? আমি উত্তর কি দিই জানো,—যে আমোদপ্রিয়, ব্যভিচারী—সেই মহাপাপী। ব্যভিচারী চোর হয়, খুনে' হয়, বংশের পিণ্ডদাতা সন্তানকে রোগগ্রস্ত করে, নিজে কলুষিত হয়, স্ত্রীকে কলুষিত করে, সন্তানকে কলুষিত করে, বংশের ধারা কলুষিত করে। কিন্তু আর উপায় নেই—আক্ষেপে ফির্‌বে না।

সরো। শোনো শোনো—আমি উপায় ঠাউরেছি। এসো এসো—রাধাবল্লভজীর কাছে চলো—আমরা দু'জনে রাধাবল্লভজীর কাছে দুঃখের কথা জানাই—রাধাবল্লভজী উপায় ক'র্‌বেন,—সত্যি ব'ল্‌চি—সত্যি ব'ল্‌চি। দিদি ব'ল্‌তেন শোনো নি?—আমাদের সব ঠকিয়ে নিয়েছিলো, রাধাবল্লভজী আবার পাইয়ে দিয়েছেন। এসো—এসো—

[শৈলেন্দ্রের হস্ত ধরিয়া সরোজিনীর প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

উপেন্দ্রের বাটী

নীরদ ও ফুলী

নীরদ। শোন্‌—শোন্‌—

ফুলী। শুন্‌বো কি—তোমার সঙ্গে আলাপ ক'র্‌তে আসি কি না, তাই শুন্‌বো?

নীরদ। তবে কার সঙ্গে আলাপ ক'র্‌তে এসো—মন্মথর সঙ্গে?

ফুলী। হাঁ মন্মথর সঙ্গে, তার চাল নাই চুলো নাই—মন্মথর সঙ্গে!

নীরদ। তবে কার সঙ্গে শুনি?

ফুলী। কেন ছোটবাবুর সঙ্গে। যার তোমাদের বিষয়ের দু'বখ্‌রা। বড়গিন্নীর বিষয়ের এক বখ্‌রা, আর তার নিজের এক বখ্‌রা। সে এখন তার মেয়ে মানুষ ছেড়েছে, আমি যদি জুট্‌তে পারি, মানুষ হ'য়ে যাবো।

নীরদ। হাঃ হাঃ—

ফুলী। হা'স্‌লে যে?

নীরদ। ছোট বাবু পথে ব'সেছে—তার এ বাড়ীর অংশ আমি কিনেছি, তাকে এখান থেকে উঠে যেতে হবে।

ফুলী। উঠে যেতে হবে কেন? বড়মার বাড়ীর অংশ বড়মা তাকে দেবে।

নীরদ। তুই বুঝি তাই মনে ক'রেছিস্‌? সে হবে না—সে হবে না। সে কাকা বাবুতে বড় মা'তে মন-ভাঙ্গাভাঙ্গি হ'য়ে গিয়েছে। আর বড়মা'র বিষয়?—সে এখন মকদ্দমা চলুক, তার পর নেবে। বড় মা বাবাকে সব লিখে দিয়েছে।

ফুলী। লিখে দিয়েছে বই কি? আবার তোমার বাপ উল্টে তোমার বড় মা'কে লিখে দিয়েছে।

নীরদ। তুই কি ক'রে জান্‌লি? মন্মথ ব'লেছে বুঝি?

ফুলী। হাঁ মন্মথ তো ব'লেছে।

নীরদ। এ সব কথা মন্মথর সঙ্গে হয় বুঝি?

ফুলী। হয় বই কি, সে যে আমায় ভোলায়। বলে—আমি বড় মা'র বিষয় পাবো, তোরে দেবো। আমি সে ভোল্‌বার মেয়ে নই। আমি একটা দাঁও মার্‌বো ব'লে এত্‌দিন অপেক্ষা ক'চ্চি, নইলে কত লোক সাধাসাধি ক'চ্ছে।

নীরদ। তাই ছোটবাবুর কাছে দাঁও মা'র্‌বে মনে ক'রেছ? তা সে জো নাই—সে জো নাই—বাড়ী তো নিয়েইচি, আর—মন্মথকে জিজ্ঞেস করিস্।—আমি তার সব হ্যাণ্ডনোট্ এন্‌ডোর্স্ ক'রে নিয়ে তাঁরে ভাসিয়েছি। তুই তো লেখাপড়া জানিস্—বুঝিস্ তো? আমি সেই হ্যাণ্ডনোটের টাকা তার কাছে আদায় ক'র্‌বো—বুঝেছিস্?

ফুলী। হ্যাঁ—হ্যাঁ—শুনেছি বটে। আমি চ'ল্লুম।

নীরদ। চল্লি কেন—চল্লি কেন—শোন্ না? তুই বড় মানুষ হ'তে চাস্? আমার সঙ্গে আলাপ কর্—আমি তোর ভাল ক'রে দেবো।

ফুলী। হাঁ তুমি আমার ভাল ক'র্‌বে! তোমার শরীরে ভালবাসা আছে?

নীরদ। তুই যে বিশ্বাস করিস্ নি—আমি তোরে ভারি ভালবাসি, এক দিন যদি তোরে না দেখি, আমার প্রাণ কেমন ক'র্‌তে থাকে, সত্যি ফুলি, আমি তোর জন্যে মরি!

ফুলী। তুমি কারো জন্যে মরো না, তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি না।

নীরদ। কি হ'লে বিশ্বাস করিস্?

ফুলী। সত্যি কথাটি বলো দেখি, মন্মথর সঙ্গে ষড়্ ক'রে আমায় দম্ দিচ্চ কি না?

নীরদ। কি দম্ দিলুম?

ফুলী। কি দম্ দিলে? ছোট বাবু এম্‌নি আল্‌গা, তোমায় সব সই ক'রে দিলে—নয়? তোমার বাপ্ যে তোমায় তেজ্য পুত্তুর ক'র্‌বে—তুমি আমার ভাল ক'রে দেবে!

নীরদ। কে ব'ল্লেরে—কে ব'ল্লেরে?

ফুলী। সে যে বলুক; বড় মা আর কি ক'র্‌তে কাশী গিয়েছেন? আমি তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে জিজ্ঞেস্ ক'র্‌তে এসেছিলুম,—"কি হ'লো?" তা—তিনি তো ফেরেন নাই। আমি ছোটবাবুর বাগানে চ'ল্লুম।

নীরদ। চ'ল্‌বি কেন—চ'ল্‌বি কেন—শোন্ না! কি চাস্ বল্ না, আমি দিচ্চি।

ফুলী। তোমার কথায়ই আমার বিশ্বাস হয় না। তুমি কি কম দম্‌টি আমায় দিচ্ছিলে?

নীরদ। তুই তবু বল্‌বি দম্বু?

ফুলী। দম্ নয়?—আমি প'ড়্‌তে জানি, তুমি আমায় হ্যাণ্ডনোট দেখাতে পারো?

নীরদ। দেখাতে পারি, তুই দাঁড়া।

ফুলী। অনেকক্ষণ কথা ক'চ্চি, আমি চ'ল্লুম,—লোকে কি ব'ল্‌বে! যদি দেখাতে পারো, আর হাজার টাকা দাও,—তুমি যা বলো, শুনি।

নীরদ। আচ্ছা আজ রাত্রে তুই আমাদের সিঁথির বাগানে যাস্, শেমো তোরে গাড়ী ক'রে নিয়ে যাবে। সেইখানে টাকা দেবো, আর হ্যাণ্ডনোট্ দেখাবো।

ফুলী। আমি সে মেয়ে নই, আমি কায়দার ভেতর যাবো না। যদি আলাপ ক'র্‌তে চাও, তোমাদের শিবের মন্দিরে যে অতিথির ঘর আছে, সেখানে আলাপ ক'র্‌তে পারি,—সেখানে লোকে দেখ্‌লেও আমায় কিছু ব'ল্‌বে না, সেখানে হামেসা যাওয়া আসা করি। আর তুমিও তো যাও, রাত ১০টার পর দেখা ক'র্‌বো।

নীরদ। এই কথা তো?

ফুলী। আমার কথা ঠিক, তুমি ঠিক থাক্‌লে হয়। [ফুলীর প্রস্থান।

নীরদ। বেটীকে একবার বাগে পেলে হয়, বেটী ভারি পাজী। হ্যাণ্ডনোট্‌গুলো দেখিয়ে বেটীর বিশ্বাস জন্মাবো; টাকা চাইলে ব'ল্‌বো—উকীলকে দিতে হ'য়েছে, হাতে টাকা নাই, কা'ল দেবো। টাকা শো খানিক দিলেই বেটী বিশ্বাস ক'র্‌বে। বেটীর কি চমৎকার দুটি ঢুল্‌ঢুলে চোখ!

তরঙ্গিণীর প্রবেশ

কি মা কি হ'লো?

তর। দিলে না! তার উপর তোমার বড়

মা'র ভ্যাংচি,—সে বাড়ী থেকে বেরিয়ে চ'লে গেল। চাকররা ব'ল্লে, কোথা রেল ভাড়া ক'রে যাচ্চে।

নীরদ। থাক্, আমি ঠিক ক'রে দিচ্চি। আমি পাগল হ'য়েছে ব'লে দরখাস্ত লিখে রেখেছি, কা'ল আদালতে দাখিল ক'র্ব্বো।

তর। তুই দরখাস্ত ক'রে কি ক'র্বি? কোম্পানীর কাগজগুলো যে তার ঠেঁয়ে—তুই কি ক'রে বা'র ক'র্বি।

নীরদ। সে ব্যাঙ্কে জমা আছে—সে ব্যাঙ্কে জমা আছে। সে ঠিক হবে এখন। আর তারে পাগল সাব্যস্ত ক'র্তে হবে; নইলে বড় মা যদি মকদ্দমা করে, তা'হলে বড় মা'র অংশটা বা'র ক'রে নিতে পা'র্বে।

তর। ওরে পাগল ব'লে কি হবে?

নীরদ। জান না—দানপত্র ফিরিয়ে দে গেছে। আমি ব'ল্বো—পাগল হ'য়ে এই কাজ ক'রেছেন, আদালত তা বিশ্বাসও ক'র্বে, খামকা খামকা কেউ বিষয় ফিরিয়ে দেয়!

তর। ঠিক হয়—ঠিক হয়, যদি ক'র্তে পারিস্, তা'হ'লে বড় গিন্নীও জব্দ হয়—ও-ও জব্দ হয়।

নীরদ। মা, তুমি রেল থেকে এসেছ, ঠাণ্ডা হওগে, আমি সব ব'ল্বো এখন।

[তরঙ্গিণীর প্রস্থান।

টাকার ভারি দরকার। শিবু উকীল যদি মোনাকে বাগিয়ে শরতার হ্যাণ্ডনোট দু'খানা হাত ক'ত্তে পারে, তা'হলে এক ঢিলে দুই পাখী,—ফাঁক্তালে কিছু টাকা পাওয়া যায়, —আর শরতা ব্যাটাও একটু জব্দ হয়। পা'র্বো কি? দেখা যাক্, বুদ্ধিবলে কি না হয়!

হীরু ঘোষাল, মন্মথ ও শিবু উকীলের প্রবেশ

মন্মথ। এই তো নীরো দা র'য়েছেন, কি ব'ল্ছেন—বলুন?

হীরু। তুমি তো ভারি বোকা, নগদ টাকা পাচ্ছ—নিয়ে নাও না। তুমি কি শরতের কাছে কিছু আদায় ক'র্তে পা'র্বে?

মন্মথ। না, পার্বো না—নীরো দাদা কাঁচা ছেলে কি না? তাই টাকা দিয়ে শরতের হ্যাণ্ডনোট দু'খানা নিতে চাচ্চেন? উনি সন্ধান পেয়েছেন, শরৎ রিভার্সন রাইটে দশ পনের হাজার টাকার বাড়ী পেয়েছে, তবে হ্যাণ্ডনোট কিন্তে চাচ্চে। আমিও দু'খানা ছোটবাবুর কাছে বাগিয়ে, এনডোর্স্ ক'রে নিয়েছি, আমি ও দু'খানা দেবো না, আমি শরতের বাড়ী বেচে আদায় ক'র্বো।

শিবু। সে নানান্ নট্খটি—তা জানো? মকদ্দমা ক'রে আদায় করা তোমার কর্ম্ম নয়। মকদ্দমায় খরচা কত? বাড়ী পেয়েছে—স্বীকার করি। তুমি ডিক্রীজারি ক'রে, attach ক'রে, বেচে কিনে নিতে পা'র্বে? সে খরচা জোটাতে পা'র্বে? তা' চেয়ে নগদ টাকা পাচ্চ—নিয়ে নাও।

মন্মথ। কত টাকা দেবেন?

নীরদ। দু' হাজার টাকা নে।

মন্মথ। আমি ও পুড়িয়ে ফেল্বো—দেবো না।

শিবু। আচ্ছা—আচ্ছা—চার হাজার টাকা নাও।

মন্মথ। পাঁচ হাজার টাকা দেন—অর্দ্ধেক ক'রে দেন।

শিবু। ওহে—দাওগে যাও,—চার হাজার টাকা—ঢের হ'য়েছে। হাইকোর্ট সুট—পাঁচ সাত হাজার টাকা খরচা প'ড়ে যাবে—কোথায় পাবে?

হীরু। বোকা—বোকা,—ব'ল্লে বুঝ্বে না—ব'ল্লে বুঝ্বে না!

মন্মথ। আমি কিন্তু নগদ টাকা নেবো।

শিবু। আচ্ছা আচ্ছা তাই হবে। আমার আপিসে নিয়ে যেও।

মন্মথ। কখন?

শিবু। কা'ল ১০টার সময়।

মন্মথ। আমি কিন্তু চেকটেক নেবো না—নম্বুরি নোটও নেবো না, নীরো দাদা আবার নোটের নম্বর আটক ক'রে দেবেন।

নীরদ। অ্যাঁ—এম্নি আর কি!

মন্মথ। না—তুমি সব পারো। এই যে শরৎকে নোট দিয়েছিলে, তার নম্বর আটক ক'রে দিয়েছিলে।

শিবু। আচ্ছা — আচ্ছা — খুচরা টাকাই পাবে।

নীরদ। সই ক'রে দিবি তো?

মন্মথ। না—তা ক'র্বো না।

শিবু। ও ছোট বাবুর Blank endorse আছে; সই ক'র্তে হবে না। তবে ঠিক রইলো।

মন্মথ। হ্যাঁ। [মন্মথর প্রস্থান।

নীরদ। কি বুঝ্তে পার্লুম না, ব্যাপারটা কি?

শিবু। ব্যাপারটা কি জানো, শরৎকে ছোট বাবু পাঁচ হাজার ক'রে দু'দফায় দশ হাজার টাকা ধার দেন, সেই হ্যান্ডনোট মন্মথ কি জানি কি ক'রে সই ক'রে নিয়েছে।

নীরদ। তা'হলে সব হ্যান্ডনোট ছোটকাকা আমায় সই করে endorse ক'রে দেয়নি? কি পাজী দেখেছ! আরও হ্যান্ডনোট ছিল?

শিবু। তাইতো দেখ্ছি! তারপর শুনুন, এখন মোনা কি ক'রে সন্ধান ক'রেছে—শরৎ তার মার বাপের বিষয় পেয়েছিলো, মা মারা গেছে, ও এখন সেই টাকা আদায় ক'র্তে আমার কাছে গিয়েছিল। আমি আপনাকে ব'লে গেলুম না, একটা দাঁও আছে? ও সেই দু'খানা হ্যান্ডনোট্।

হীরু। শিবু বাবু, ঐ হ্যান্ডনোট দু'খানা পেয়েই নালিশ ক'রে দেবেন। শরতা বেটা নীরো বাবুকে যাচ্ছেতাই ব'লে গালাগা'ল দেয়। আবার শাসায়—বাগে পেলে খুন ক'র্ব্বো।

শিবু। ঐ বিষয়টা পেয়েছে কি না! তাইতে নফর চপর হ'চ্চে। ঐ attachment before judgment ক'রে আমি শীল ক'চ্চি। নীরদ বাবু, কাল যেন টাকাটা পাই। তা না হ'লে ছোঁড়া আবার অন্য কোন' উকীলের কাছে যাবে, সে আবার নিজে খরচা দিয়ে ওর হ'য়ে মকদ্দমা ক'র্ব্বে।

নীরদ। শরতা ব্যাটাকে জব্দ ক'র্তে পা'র্লে হয়। ব্যাটা আমায় ফাঁসাবার যোগাড় ক'রেছিল।

হীরু। ওঃ গা'ল যে দেয়! একবার বাড়ীখানা শীল করুন তো—তা'হলে ব্যাটার একবার গা'ল বুঝি।

শিবু। ব'স্বো কি? চেক একখানা দেবেন?

নীরদ। দেখি, অত টাকা ব্যাঙ্কে হবে কি!

[নীরদের প্রস্থান।

হীরু। শিবু বাবু, মোনা পাঁচশো দেবে ব'লেছে, আপনিও পাঁচশো দেবেন। শৈলেন বাবু ফেল হওয়া ইস্তক তেমন কোথাও কিছু হাত লাগ্ছে না।

শিবু। আচ্ছা আচ্ছা—হবে,—মকদ্দমাটা বাদাই না। নীরো বাবু বড় চালাক, কিছু আদায় ক'র্তে হবে।

হীরু। কি ক'রে—কি ক'রে?

শিবু। দাঁড়াও না—আগে affidavit ক'রে আদালতে দু'খানা হ্যান্ডনোট্ ফাইল করি। এইবার শ্রীমান্‌কে শ্রীঘর দেখ্তে হবে, নয়—যা চাইব, তাই দিয়ে মেটাতে হবে। এ দু'খানা হ্যান্ডনোটই জাল, মোনা খুব বুদ্ধি ক'রে নতুন ধরণে জাল ক'রেচে। আর যে বাড়ীর লোভে নীরদচন্দ্র হ্যান্ডনোট দু'খানি কিন্‌চেন, সে বাড়ী অনেক দিন বিক্রী হ'য়ে গেছে। লোকে খিদের চোটে পাটকেলে কামড় দেয়—এ তাই।

হীরু। শিবু বাবু, এদের গতিক বড় ভাল নয়, এই সময় যা কিছু পাওয়া যায়, হাতিয়ে নাও। নিতাই উকীল যে রকম লেগেছে, বড় বউয়ের বিষয় কেয়াল' না ক'রে ছাড়্ছে না।

শিবু। আমি আর তা ভাব্ছিনি? বড় বউকে দশ বছরের আয়ের ভাগ দিতে দু'পক্ষই জেরবার হ'য়ে প'ড়্বে।

হীরু। তা'হ'লে শৈলেনের খরচা যে আপনি ঘর থেকে চালাচ্চেন, তার কি হবে?

শিবু। বাড়ীর share বেচে কিছু দিয়েছিল, আর যা বাকী আছে, তার একটা উপায় ক'র্তে হবে।

হীরু। তা'হ'লেই হ'লো—তা'হলেই হ'লো। আমিই আপনাকে প্রথম জুটিয়েছিলুম। আপনি ফাঁকে প'ড়্লে আমার কলঙ্ক হবে—কলঙ্ক হবে।

শ্যামার প্রবেশ

শ্যামা। বাবু বল্লেন, উনি টাকা আপনার বাড়ী পাঠিয়ে দেবেন। [সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

উপেন্দ্রের অতিথিশালার পশ্চাদ্ভাগ

মন্মথ ও শরৎ

মন্মথ। তোমার নামে শীগ্‌গির হ্যান্ডনোটের নালিশ হবে। তুমি জবাব দেবে, তুমি হ্যান্ডনোট দাও নাই—ও জাল।

শরৎ। তা আমি সই ক'রে কি ক'রে বো'ল্‌বো যে জাল?

মন্মথ। আরে তাতে তোমার কোন ভয় নেই, এ জাল মকদ্দমার বিচার কেবল সই নিয়ে হবে না। এর ভেতর একটা মজা আছে; যে কাগজে হ্যান্ডনোট দু'খানা লেখা, সে কাগজ স্বদেশী মিলের, মোটে মাস আষ্টেক হ'লো, ঐ মিল খোলা হ'য়েছে। আর তোমার হ্যান্ড-নোটের তারিখ হ'চ্ছে আড়াই বছরের আগেকার। যখন হ্যান্ডনোট্‌ সই ক'রেছ, তখন সে কাগজ জন্মায় নি, ঐ কাগজই জাল ধরিয়ে দেবে।

শরৎ। কিছু হবে ব'ল্‌তে পারো?

মন্মথ। জেল হবে।

শরৎ। আরে না না, আমি আর সেদিক দিয়ে যাচ্ছিনে। নগদ রেস্ত কিছু চাই।

মন্মথ। কেন বল দেখি? তুমি ত নীরদ বাবুকে জব্দ ক'র্‌বার জন্য খুব রোক ক'রে-ছিলে?

শরৎ। ক'রেছিলুম বটে, এখন আর তা' নাই। কুমি বেটীর সর্ব্বাঙ্গে কি বেরিয়েছে। তার রোজগারের পথ বন্ধ হ'য়েছে। চা'রধারে দেনা, দাঁড়াতে পাচ্ছি না, কিছু চাই।

মন্মথ। তা' যা' চাও পাবে। নীরো'দা যখন মেটাতে আস্‌বে, বিশ, পঁচিশ, ত্রিশ হাজার—যা' চাও, দিতে হবে।

শরৎ। যা থাকে অদৃষ্টে, আমি জাল ব'ল্‌বো—আমার আর কি?

মন্মথ। ছুঁড়ী টুঁড়ীগুলো এসেছে?

শরৎ। সব মজুত,—আমিও মজুত। এক-বার যদি চারে ফেল্‌তে পার, উনি আর এড়াচ্চেন না। তা ছুঁড়ীদের কেন, আমরা দু'তিন জন হ'লেই তো ঠিক ক'রে দিতুম।

মন্মথ। না, কে আবার ব'লে দিত। দেখো না, ছুঁড়ীরা ঠিক ক'র্‌বে এখন। আর ছুঁড়ীদের কেউ কোথাও চেনে না, পুজো দিতে এসেছে। তোমাদের দল দেখ্‌লে অবধূত চিন্‌তে পার্‌তো, কি জানি কি হ'তে কি হ'তো, এ ঠিক হ'য়েছে। ও সিদ্ধেশ্বরীর বাচ্ছাদের সাত পুরুষে কেউ চেনে না।

শরৎ। দুই রন্দা যা ঝাড়্‌বো—তা আমার মনেই আছে।

মন্মথ। (স্বগত) আগে ছোটবাবু হ্যান্ড-নোটের দায় থেকে বাঁচুক, তার পর জাল মামলায় ফেলে নীরে দাকে একবার বেড়া জালে ঘের্‌বো। বাছাধন কত কূটবুদ্ধি ক'রে কেটে বেরোন, একবার দেখ্‌বো। (শরতের প্রতি) চল হে চল, গা ঢাকা হই, ঐ আস্‌ছে। (স্বগত) পার্টিসন্‌ সুট্‌ না মেটালে কিছুতেই ছাড়্‌বো না।

[উভয়ের প্রস্থান।

অবধূত ও নীরদের প্রবেশ

অব। এত রাত্রে কি ক'র্‌তে যাচ্চ বাবাজী? আজ বড় ফ্যাঁসাদ! আজ স'রে পড়ো—আজ স'রে পড়ো,—কাল দিনের বেলায় এসো।

নীরদ। দিনের বেলায় ফুরসৎ হোক্‌ না হোক্‌, না দেখ্‌লে শুন্‌লে যে অতিথির ঘর-গুলো প'ড়ে যাবে। আপনি শুন্‌ গে—আমি দেখেশুনে আজ চ'লে যাচ্চি।

অব। সে কি—তা কি হয়? চলো—আমি তোমার সঙ্গে যাই।

নীরদ। কেন—কেন—ভয় পাচ্ছেন অবধূত ম'শায়?

অব। আরে আজ দু'ঝাঁক পরী উড়ে এসে ওই বেলগাছে ব'সেছে। বেহ্মদত্যির আজ বেটার বে—নাচ গান ক'র্‌বে।

নীরদ। না না—আপনাকে যেতে হবে না—আপনাকে যেতে হবে না।

অব। সে কি—তোমার মতলবটা কি? তুমি পরীর রাজ্যে উড়্‌বে না কি?

নীরদ। (স্বগত) ভাল ব্যাটা গাঁজাখোরের পাল্লায় প'ড়েছি। (প্রকাশ্যে) হ্যাঁ অবধূত ম'শায়, ভুলে গেছি—বড় মা কাশী থেকে এসে আপনাকে কেন ডেকেছেন, বলেছেন—এই রাত্রেই দেখা ক'র্‌তে।

অব। তুমি কেন ব'ল্লে না—এ রাত্রে যাই কি করে? আজ দুকুর রাত্রে বেহ্মদত্তির বেটার বে, আমায় পুরোহিতগিরি ক'র্‌তে হবে।

নীরদ। সে এসে ক'র্‌বেন এখন, সে এসে ক'র্‌বেন এখন।

অব। না—সেটা কি ভাল দেখায়? ও বেল-গাছটিতে অনেক দিন আছে, অনেক দিনের আলাপ, মনে দুঃখু ক'র্‌বে, সে ভাল দেখায় না!

নীরদ। (স্বগত) এ ব্যাটাকে নিয়ে তো ভারি মুস্কিলে প'ড়্লুম।

অব। বড় ধুমধামের বিয়ে—বুঝেছ? ডানা লুকিয়ে সব ঝম্ ঝম্ ক'রে পরী এসে সেঁধোলো। তারা সব খাওয়া-দাওয়া ক'র্বে। গোটা দশ মৌচাক ভেঙ্গে নিয়ে গেছে, মধু খাবে।

নীরদ। পরীতে মধু খায় বুঝি?

অব। আর পাকা তেলাকুচো চোষে।

নীরদ। তা বে দেবেন, আপনি কি পাবেন?

অব। একটা মনসা কাঠের তাম্রকুণ্ড।

নীরদ। তবে যাচ্চেন না যে?

অব। এই বাবাকে একটু তুরিতানন্দ দিয়ে, বাবা ঝিমুবে—আর আমি স'রে প'ড়্বো।

নীরদ। তবে তাই যা'ন—তবে তাই যা'ন, আর দেরী ক'র্বেন না।

অব। দেখ,—তোমায় যদি ওড়ায়, তা'হ'লে মন্দিরের চক্রটা ধ'র্বে।

নীরদ। তাই ক'র্বো—তাই ক'র্বো।

অব। আর যদি ফুঁ ঝাড়ে, কাচা খুলে কাপড় ঝেড়ে প'র্বে।

নীরদ। যে আজ্ঞে, তাই ক'র্বো—তাই ক'র্বো।

অব। আর যদি কোন বেটী বে ক'র্তে চায়, তার মা বেটীর কান দুটো ধ'রে মুচ্‌ড়ে দেবে। বুঝ্‌লে—আমি চল্লুম—বাবাকে শয়ন দিগে। (অগ্রসর হইয়া) আর যদি মধু খাওয়াতে চায়—দুটো ঢেকুর তুল্‌বে।

অগ্রসর হইতে হইতে ফিরিয়া দণ্ডায়মান

নীরদ। আজ্ঞে হ্যাঁ—তাই ক'র্বো।

অব। আর শোনো—শোনো,—যদি বাসর-ঘরে বসায়, তুমি দুটো উল্‌টো ডিগ্‌বাজী খাবে।

নীরদ। আজ্ঞে হ্যাঁ—আজ্ঞে হ্যাঁ।

অব। আর দেখ'—যদি ছাঁদ্‌লাতলায় নিয়ে যায়—

নীরদ। আজ্ঞে হ্যাঁ—আজ্ঞে হ্যাঁ—আমি আস্‌ছি—আমি আস্‌ছি—

অব। আচ্ছা, তুমি এসো—আমি শয়ন দিগে। [অবধূতের প্রস্থান।

নীরদ। আপদ গেল।

[প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

অতিথিশালার অভ্যন্তর

ফুলী

ফুলী। এত দেরী ক'চ্চে কেন? ঐ আস্‌ছে।

নীরদের প্রবেশ

নীরদ। কে রে—ফুলী?

ফুলী। হ্যাঁ, আজ থাক্—আমি চল্লুম। আমার বড় ভয় ক'চ্চে,—রাত দুকুর হ'লো—এখানে উপদেবতা আছে।

নীরদ। আর নে—ঢং করিস্‌নে।

ফুলী। না না—আজ থাক্, কা'ল তখন সন্ধ্যে রাত্রে আস্‌বো। আমি এক্‌লা ব'সে-ছিলুম, কে যেন আসে পাশে হাস্‌ছে, কে যেন আসে পাশে কাঁদ্‌চে।

নীরদ। আরে দূর এই আলো জ্বাল্‌লে সব থেমে যাবে। বাতাসের শব্দ শুন্‌তে পাচ্ছিস্ নে?

ফুলী। না—আমার ভয় হ'চ্চে।

নীরদ। তবে আমার বৈঠকখানায় চ'।

ফুলী। বাপ্‌রে—তা' কি হয়—সবাই টের পাবে।

নীরদ। ভয় নাই—ভয় নাই—বোস্।

দেশালাই জ্বালিয়া বাতি প্রজ্বলিত করণ

তোর কপাল ফির্‌লো। আমি দেড়শো টাকা দিয়ে একটা ভাল বাড়ী ভাড়া ক'রেছি, তোকে সেইখানে রাখ্‌বো, আর জিনিসপত্র খাট বিছানা সব ঠিক ক'রে দিয়েছি। দেখ্‌বি, যেন ইন্দ্রালয়।

ফুলী। তুমি কখন ক'র্‌লে? ঐ তো তোমার মিছে কথা, এইতে আমার অবিশ্বাস হয়।

নীরদ। আর অবিশ্বাস কেন চাঁদ—আর অবিশ্বাস কেন? এই তোমায় হ্যান্ডনোট্ দেখাচ্চি।

ফুলী। আমি এক এক ক'রে দেখ্‌বো, ছোট বাবুর সই চিনি, সই দেখ্‌বো। তুমি যে যার তার নামের হ্যান্ডনোট্ দেখাবে—তা' হবে না। আর আটখান হ্যান্ডনোট্ আমি শুনেছি—আটখানা আমি গুণে দেখ্‌বো।

নীরদ। আচ্ছা—দেখ্। (হ্যান্ডনোট প্রদান)

ফুলী। হ্যাঁ—ছোট বাবুর সই বটে। এই একখানা—এই দু'খানা—

নীরদ। এই দেখ্—এই দেখ্—এই সাজিয়ে দিচ্চি দেখ্। (তদ্রূপ করণ)

ফুলী। (হ্যান্ডনোট্‌গুলি লইয়া) এই তো হ্যান্ডনোট্। টাকা কই?

নীরদ। আমি আদ্দেক কথা রাখ্‌লুম; তুমি আদ্দেক কথা রাখো। তার পর টাকা দিচ্চি, টাকা কি ফাঁকী দেবো? এততেও আমায় বিশ্বাস হ'চ্চে না? এস প্রাণ, প্রাণ জুড়োও।

ফুলী। (অনুনাসিক স্বরে) ও নীরে—ও নীরেঁ—ও নীরেঁ—আমি ফুঁলী ন'ই—আমি ফুঁলী ন'ই—তোঁর ঘাঁড় ভাঁঙ্‌গ্‌বো।

নীরদ। তুই কত ঢংই জানিস?

লুক্কায়িত বারাঙ্গনাগণের প্রবেশ

বারাঙ্গনাগণ। (অনুনাসিক স্বরে) ও নীরেঁ—ও নীরেঁ—ও ফুঁলী নয়—ও ফুঁলী নয়—তোঁর ঘাঁড় ভাঁঙ্‌গ্‌বে।

নীরদ। এ্যাঁ—এ সব কি? বদ্‌মাইসি—জুচ্চুরী!

বারাঙ্গনাগণ। (অনুনাসিক স্বরে) ও নীরেঁ—তোঁর ঘাঁড় ভাঁঙ্‌গ্‌বে—ঘাঁড় ভাঁঙ্‌গ্‌বে—

নীরদকে বেষ্টন করিয়া বারাঙ্গনাগণের

গীত

এই বারে তোর বরাত ফিরেছে।
দোস্‌র ক'রে রাখ্‌বে তোরে
পাঁচীর মা তাই আছে এ'চে॥
গান শোনাবে খোনা সুরে,
হাওয়া খাবি পেট্‌টী পুরে,
দিনেরেতে তেশুন্যেতে বেড়াবি ঘুরে;
সাঁজ সকালে সেওড়া ডালে,
ঝুল খাবি খুব উলটো ধাঁচে॥
(ও নী'রে—ও নী'রে—ও নী'রে!)

নীরদ। চোর—চোর—খুন ক'র্‌লে—খুন ক'র্‌লে!

বারাঙ্গনাগণের উচ্চৈঃস্বরে হাততালি দিয়া গান এই অবসরে ফুলীর নোটগুলি আগুনে দগ্ধকরণ

ফুলী। ফুস্—ফুস্—ফুস্,—হ্যান্ডনোট্ তোর পুড়ে হ'লো ধুস্!

নীরদ। পুলিস—পুলিস—পাহারাওয়ালা—পাহারাওয়ালা—

[ফুলীর প্রস্থান।

শরতের প্রবেশ

শরৎ। খাও এই রসগোল্লা। (প্রহার)

নীরদ। ও বাপ্‌রে—খুন ক'ল্লেরে—

[নীরদ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

অবধূতের প্রবেশ

অব। ইস্—নীরদ,—বাসরে সেঁধিয়েছ! ডিগ্‌বাজী খাও—ডিগ্‌বাজী খাও—

নীরদ। রক্ষে করো—রক্ষে করো—আমায় খুন ক'র্‌বে।

অব। চট্ ক'রে ডান বগলটা সোঁকো।

নীরদ। অবধূত ম'শায়, সব ডাকাত ছিল।

অব। ডাকাত কোথা—সব পরীর বাচ্ছা পোঁ উড়ে গেল।

নীরদ। ঐ ফুলী! পাহারাওয়ালা ডাকো, বেটীকে বাঁধিয়ে দেবো!

অব। ফুলীর মতন দেখেছ,—সেই পরীর রাণী, এখনো তোমার ঘাড়ে ভর ক'রে র'য়েছে।

নীরদ। তবে রে ব্যাটা গাঁজাখোর, তুমি এর ভেতর আছ।

অব। উঃ—বক্তার হ'য়েছে। বিচেল দড়ি বেঁধে মাথায় কলসী কতক কোয়ার জল ঢাল্‌তে হবে।

নীরদ। সব ব্যাটাকে বাঁধিয়ে দেবো—সব ব্যাটাকে বাঁধিয়ে দেবো।

অব। ইস্—বাঁধ্‌তে হবে, নইলে আজ খুনখারাপি ক'র্‌বে।

নীরদ। ওরে বাপ্‌রে—শালা বাঁধ্‌তে চায় রে!—

[প্রস্থান।

অব। দাঁড়াও—দাঁড়াও,—তিন ফুঁয়ে তোমায় ঝাড়িয়ে দিচ্চি।

[অবধূতের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক

উপেন্দ্রের অন্তঃপুর

বিরজা

উপেন্দ্রের প্রবেশ

বিরজা। একি—ঠাকুরপো! তুমি এমন হ'য়েছ কেন?

উপেন্দ্র। যা হ'বার তা হ'য়েছি, পাগল হ'য়েছি—শোনো নি?

বিরজা। পাগল হ'য়েছ কি?

উপেন্দ্র। কেন—শোনো নি? নীরো তার গর্ভধারিণীর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে, আমি পাগল হ'য়েছি ব'লে আদালতে দরখাস্ত ক'রেছে। আমার খোরাকির কোম্পানী কাগজ আটক ক'রেছে। আমায় পাগল সাব্যস্থ ক'র্‌বে! নইলে সে কোম্পানীর কাগজ হাতে পাবে না—তোমার বিষয় হাত ক'র্‌তে পাবে না। আমি পাগল না হ'লে—তোমার বিষয় যে তুমি পাবে!

বিরজা। অ্যাঁ—বল কি—কি সর্ব্বনেশে কথা! তুমি ব'সো—ব'সো।

উপেন্দ্র। আর ব'স্‌বো না, এ বাড়ীতে আমার স্থান নাই। এ বাড়ীতে থাক্‌লে আমায় গারদে দেবে, তাই আমি পালাচ্ছি। বড় মনে সাধ ছিল, শৈলেনকে দেখ্‌বো;—সে তো এ বাড়ীতে নাই। যদি অপঘাতমৃত্যু সাধ না থাকে—তুমিও পালাও।

বিরজা। তুমি স্থির হও—স্থির হও, কে তোমায় গারদে দেয় দেখি! তুমি নাও নি—খাও নি?

উপেন্দ্র। আর নাওয়া খাওয়া, এখন যতদিন বাঁচি, ভিক্ষে ক'রে তো খেতে হবে। সর্ব্বস্ব আটক হ'য়েছে, ভিক্ষে ক'রে খাবো—নইলে কোথায় খাবো?

বিরজা। ছিঃ! ছিঃ! এমন সন্তানও জন্মায়!

উপেন্দ্র। ঠিক সন্তান, কলির সন্তান! আমি চল্লুম—আমি পালাই, আমার পায়ে বেড়ী দেবে—আমি সত্যি পাগল হ'য়েছি! আর পাগল হয় কিসে?

তরঙ্গিণীর প্রবেশ

তর। এসো—এসো—ঘরে এসো,—আর শত্রু হাসিও না। ঘরে এসো—এখানে কি ক'চ্ছ?

উপেন্দ্র। বেড়ী এনেছো? এইখানেই পরিয়ে দাও। না, একটু দেরী করো—দুটো কথা কই!

তর। আর কথা কয় না;—এসো—এসো।

উপেন্দ্র। তুমি কি জাত? তোমার কোন্ ঘরে জন্ম? তুমি কি মানুষের ঘরে জন্মেছ? ঠিক ব'লো—ঠিক ব'লো! তোমার জোড়া পৃথিবীতে আছে? তোমার ভারে পৃথিবী নেবে যায় না?

তর। নীরে—নীরে—শীগ্‌গির আয়—শীগ্‌গির আয়,—এখানে তোর জেঠাই সোহাগ ক'রে পাগল ক্ষেপাচ্চে!

নীরদের প্রবেশ

নীরদ। জেঠাই মা, তোমার সঙ্গে আমাদের সুবাদ কি? বাবাকে তো পাগল ক'রে সব লিখে নিয়েছ, আবার কেন? বাবা আসুন—বাবা আসুন!

উপেন্দ্র। ছুঁস্‌নে—ছুঁস্‌নে—গায়ে হাত দিস্ নে। সবই তো হ'য়েছে, কেন নরহত্যা করাবি কেন পুত্রহত্যা করাবি—কেন স্ত্রীহত্যা করাবি—স'রে যা!

তর। ওগো—উন্মাদ হ'য়ে ক্ষেপেছে গো—উন্মাদ হ'য়ে ক্ষেপেছে! নীরে, লোক ডাক্—লোক ডাক্—বেঁধে ফেলে রাখ্; নইলে খুনোখুনি ক'র্‌বে—খুনোখুনি ক'র্‌বে।

উপেন্দ্র। হ্যাঁ—খুনোখুনি ক'র্‌বো। (তরঙ্গিণীর গলা টিপিয়া ধরণ)

নীরদ। খুন্ ক'র্‌লে—খুন্ ক'র্‌লে!—
[দ্রুত প্রস্থান।

বিরজা। কি করো—কি করো—খুন হ'য়ে যাবে!

উপেন্দ্র। কিছু ব'লো না বড় বউদিদি—কিছু ব'লো না, এই জন্মেই সব হ'য়ে যাক্! (তরঙ্গিণীর প্রতি) এখনো মরিস্ নি!

বৈদ্যনাথ, নিতাই ও মন্মথের প্রবেশ এবং তরঙ্গিণীকে মুক্ত করণ

বৈদ্যনাথ। কি করো উপেন—কি করো!

নিতাই। বড় বউদিদি, শীগ্‌গির জল আনো।

বিরজার জল আনয়ন ও তরঙ্গিণীর মুখে দেওন

বৈদ্যনাথ। একি উপেন—কি ক'র্‌লে?

উপেন্দ্র। কি ক'রেছি—পাগল হ'য়েছি—জানো না? দেখে টের পাচ্ছ না?—কাজ দেখে বুঝ্‌তে পাচ্চ না?

তর। ওরে বাবা রে—খুন ক'রেছে রে—

উপেন্দ্র। মরিস্‌ নি—মরিস্‌ নি? স্ত্রী-হত্যা করা অদৃষ্টে নাই!

[তরঙ্গিণীর প্রস্থান।

বৈদ্য। উপেন—উপেন,—চ'লে এসো চ'লে এসো—

উপেন্দ্র। যাচ্চি, রাস্তায় রাস্তায় তো ঘুর্‌তেই হবে, ভিক্ষে ক'রে তো খেতেই হবে, —আর তো উপায় নেই আর তো উপায় নেই! কুলের ধ্বজা পুত্রকে সর্ব্বস্ব দিয়ে ফকির হ'য়েছি, তা' কি শোননি?

নিতাই। এসো—এসো—রাস্তায় ঘুর্‌বে কেন? আমার বাড়ী নাই, ব'দের বাড়ী নাই?

বৈদ্য। উপেন, চল—চল—

উপেন্দ্র। চল যাই,—একবার শৈলেনকে আমায় দেখিও, যতক্ষণ তারে না দেখি, এ পাপ-দেহে প্রাণ রাখ্‌বো। কিন্তু শীগ্‌গির দেখিয়ো, আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে—এ পাপ দেহে আর প্রাণ থাক্‌তে চায় না।

বিরজা। ও মা—সার্জ্জন যে গো—

[অন্তরালে গমন।

উপেন্দ্র। এই দেখ—আমার সুসন্তান দেখ —আমায় ধরিয়ে দেবার জন্য সার্জ্জন এনেছে।

ইন্‌স্পেক্‌টার ও পাহারাওয়ালাগণকে লইয়া নীরদের প্রবেশ

নীরদ। বিনোদ বাবু, বাঁধো—ধরো—

বিনোদ। কই—খুন কই?

উপেন্দ্র। বাবা, ফাঁসী হবে না—ফাঁসী হবে না! খুন হয় নাই, বেঁচে গিয়েছে—বেঁচে গিয়েছে—

নীরদ। বিনোদ বাবু, ধরুন—গারদে নিয়ে যান—খুনে হ'য়েছেন! মা—মা—এদিকে এসো —সার্জ্জন সাহেবকে বলো—

তরঙ্গিণীর প্রবেশ

তর। আর কি ব'ল্‌বো বাবা—আমায় খুন ক'রেছিলো বাবা—আমার গলা টিপে ধরেছিল বাবা!

নিতাই। বিনোদ, সব বুঝ্‌তে পেরেছ তো?

বিনোদ। উপেন বাবু, পাগল হ'য়েছেন না কি?

তর। উন্মাদ হ'য়েছে—খুনে হ'য়েছে; আমায় খুন্‌ ক'র্‌তে ক'র্‌তে রেখেছে, বেটাকে শাসিয়েছে।

নীরদ। বিনোদ বাবু, গারদে নিয়ে চলুন। ছাড়া থাক্‌লে খুন্‌ ক'র্‌বেন।

নিতাই। বিনোদ, কি বুঝ্‌তে পাচ্চ না? —চলো—সব ব'ল্‌ছি!

বৈদ্য। (উপেন্দ্রের হাত ধরিয়া) চলো—চলো—

উপেন্দ্র। আহা কুলতিলক—কুলতিলক,—বংশ পবিত্র ক'রে জন্মেছ! তুমি যে দিন জন্মাও, দাদা দেশে ঢাকঢোল রাখেন নাই, তুমিও খুব ঢাকঢোল বাজালে! ধন্য তুমি, তোমার গর্ভ-ধারিণী ধন্য—তোমার জন্মদাতা ধন্য! তোমার চিন্তা নাই, আমি আর বেশী দিন বাঁচ্‌বো না। তুমি দাঁড়িয়ে ভাব্‌ছ কেন? মতলব করো, পাগ্‌লা গারদে দিও।

নীরদ। বিনোদ বাবু, পাগল হ'য়েছেন—বুঝ্‌তে পাচ্ছেন না?

বিনোদ। পাগল হ'য়েছেন—না ক'রেছেন—কিছু বুঝ্‌তে পাচ্চি না! দেখে শুনে আমিই পাগল হ'বার যোগাড় হ'য়েছি!

তর। নীরে, ভাল সার্জ্জন ডেকে নিয়ে আয়—ভাল সার্জ্জন ডেকে নিয়ে আয়।

বিনোদ। হ্যাঁ মা—তাই ডাকান—আমার কর্ম্ম নয়।

[ইন্‌স্পেক্‌টার ও পাহারাওয়ালাগণের প্রস্থান।

বিরজা। নিতাই ঠাকুরপো, মনে ক'রে-ছিলুম, শ্বশুরের বংশ, ক্ষেমা ঘেন্না ক'র্‌বো। কিন্তু আর কারো মুখ চা'ব না। তুমি আদালত থেকে শীগ্‌গির হুকুম বা'র করো। দশ বছর হ'লো, আমার এই দশা হ'য়েছে,—আমি বিষয় থেকে একটি পয়সা নিই নি। পেটভাতায় এদের সংসারে বাঁদীবৃত্তি ক'র্‌চি। এখন কড়ায় গণ্ডায় আমার ভাগের ভাগ বুঝে নেব।

বৈদ্য। চলো না হে—চলো না—

উপেন্দ্র। দাঁড়াও—দাঁড়াও,—বাছার মুখ-

কান্তি দেখ্‌ছি—চাঁদমুখ দেখ্‌ছি,—আমার বংশের তিলককে দেখ্‌ছি!

বৈদ্য। এসো—এসো—

নীরদ। (তরঙ্গিণীর প্রতি জনান্তিকে) মা দেখ না, আমি যদি গারদে না দিই, তো আমার নামই নয়!

উপেন্দ্র। মরি মরি নীরদচন্দ্র রে!—

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

রেজেষ্টারী অফিস

সতীশ, শরৎ ও হীরু ঘোষাল

সতীশ। বল কি? নীরে—পনের হাজার টাকা দিয়ে—মেটালে না? ফোর্‌জারী কেস্‌? একেবারে যে চৌদ্দ বৎসর বনবাস? চাঁদ জেলে যাবে?

হীরু। সখ্‌!

শরৎ। শুধু সখ্‌ নয় বাবা—নিতাই উকীল বড় বো'র বিষয় আদালত থেকে বা'র ক'রে নিয়েছে। বড় বৌ ঠাক্‌রুণের ধনুক ভাঙ্গা পণ, কড়ায় গণ্ডায় ভাগের ভাগ বুঝে নেবেন। কম ত নয়, তিনি দশ বছর বিধবা হ'য়েচেন, বিষয় থেকে একটি পয়সা নেন্‌নি, তাঁকে তাঁর দশ বছরের আয়ের ভাগ বুঝিয়ে দিতে খুড়ো-ভাইপোর জীব্‌ বেরিয়ে প'ড়েচে! তাইতে নীরের হাতে নগদ যা কিছু ছিল, সব গেছে।

সতীশ। একটা বিষয় বাঁধা দিয়ে কেন দিক্‌ না! পনর হাজার বৈ ত নয়?

হীরু। বুঝতে পাচ্চে না, অত বুদ্ধি নাই। তুমি বুঝি আজ্‌কাল দালালী ধ'রেছ?

শরৎ। নিতাই উকীল কি সে যো রেখেছে? সহজে হস্তান্তর করা যায়, এমন সব বিষয় ক্রোক্‌ ক'রেছে।

সতীশ। তা'হ'লে শিবু উকীল ত শৈলেনের কাছে ফাঁকে প'ড়্‌ল?

শরৎ। তেম্‌নি কাঁচা ছেলে কি না; শিবু উকীল ফাঁকে প'ড়্‌বে কি? ও শৈলেনকে ফতুর ক'র্‌বে। শৈলেন দেনার জ্বালায় অস্থির হ'য়েছে, পাওনাদাররা তিষ্ঠুতে দিচ্ছে না, তাই মৎলব ক'রেছে—তালতলার বাড়ী খানা বেচ্‌বে।

সতীশ। সেই বাড়ীর দলিল রেজেষ্টারী ক'রে নেবার জন্যে তো আমি এসেছি, আমার একজন আত্মীয় কিন্‌ছে।

শরৎ। বুঝে সুজে কিনো, বাবা! ওর ভেতর গোল আছে। শৈলেন স্ত্রীধন ব'লে পরিবারকে দিয়ে বাড়ী বেচাচ্ছে; কিন্তু তা নয়, বাড়ী বেনামী। তার সব প্রমাণ শিবু উকীলের কাছে আছে। সেই প্রমাণের কাগজ পত্তর হস্তগত ক'র্‌বার জন্যে, শৈলেন শিবু উকীলের কাছে হাঁটাহাঁটি কান্নাকাটি ক'চ্ছে—পায়ে পর্য্যন্ত ধ'রেছে।

হীরু। পায়েই ধরুক, আর মাথাই খুঁড়ুক, শিবু উকীল সেগুলিকে ইষ্টি কবচ ক'রে রেখেছে।

শরৎ। আর এদিকে শৈলেনকে ব'ল্‌ছে—আমি cost এর দরুণ যে টাকা পাব, তার একটা কিনারা ক'রে দাও। তোমার বড় বৌদিদি ম'লে তুমি তার অর্দ্ধেক বিষয় পাবে, সেই স্বত্ব আমায় লিখে দাও, তা'হ'লে আর তালতলার বাড়ী নিয়ে কোনও গোল ক'র্‌বো না। শুন্‌ছি—আজ সেই স্বত্ব রেজেষ্টারী ক'রে নেবে।

সতীশ। তবে আর কি! তালতলার বাড়ী নিয়ে শিবু উকীল আর কোন গোল ক'র্‌বে না।

শরৎ। না! সাধু—সাধু! দেখে শেখে, আর ঠেকে শেখে, শিবু উকীলের কাছে ঠেকেও যে তোর শিক্ষা হয়নি।

সতীশ। কি জানিস্‌ আমায় খরচার জন্যে অমন ক'রে জড়িয়ে রেখেছিল! সেই cost এর যখন কিনারা হ'চ্চে, তখন আর শৈলেনের বাড়ী নেবে কেন?

শরৎ। কাম্‌ড়ে কাম্‌ড়ে ইট্‌ পাটকেল্‌ খাবে ব'লে। বাড়ী ঘর দোর না খেলে ওর রাত্রে ঘুম হয় না।

সতীশ। কি ক'রে নেবে বল্‌ না, সব খরচাই যদি চুক্‌লো?

হীরু। তিনখানা হ্যাণ্ডনোট ডিক্রী ক'রে জীইয়ে রেখেছে—এক দিকে শৈলেন বড়বৌর বিষয়ের স্বত্ব লিখে দেবে, আর এক দিক্‌ দিয়ে শিবু উকীল তালতলার বাড়ী attach ক'র্‌বে।

শিবু উকীলের প্রবেশ

শিবু। অহে শরৎ, হীরু, তোমাদের দু'জনের একজনকে শৈলেনকে identify ক'র্‌তে হবে।

শরৎ। তা' তো ক'র্‌বো, কিন্তু এদিকে যে নীরে সাফ্ জবাব দিয়ে গেল।

শিবু। পাগল আর কি! সাফ্ জবাব দেবে কি? ওর শ্বাশুড়ীর হাতে টাকা আছে, আমি তার কাছে যেতে ব'লেছি।

হীরু। ম'শায়, ও সব মন্মথর পট্টি—তুমি শুনো না।

শিবু পাগল হ'য়েছ? টাকা দিয়ে না মেটালে পুলিপোলাও যাবে যে? সে আমি ঠিক ক'রেছি, তোমাদের ভাব্‌না নেই। টাকা দিয়ে মেটাতেই হবে। কা'ল মকদ্দমা মুলতুবি নেব, তা'হ'লেই টাকা যোগাড় হবে।

শরৎ। জজ্ যদি মুলতুবি না দেয়?

শিবু। দু'পক্ষ মিলে দরখাস্ত ক'র্‌বো, postpone হ'তেই হবে।

শিবু। তোম্‌রা থেকো, আমি অফিস ঘর থেকে একটা কাজ সেরে আস্‌ছি। হাকিমও আস্‌তে আর বেশী দেরী নাই।

সতীশ। শিবু বাবু, আমি আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌বো।

[উভয়ের প্রস্থান।

হীরু। এদিক্ যা' হয় হবে। এখন একটা মাল হাতে এসেছে। ব'ল্লে—গেরস্তর মেয়ে, সোয়ামী জ্বালাযন্ত্রণা দেয়, মানুষ খুঁজ্‌ছে—বেরিয়ে আস্‌বে।

শরৎ। এ সব কথা কি তোমার বাড়ীতে এসে ব'লে গেল?

হীরু। কাজের কথায় ঠাট্টা নয়। কাল সন্ধ্যের পর গঙ্গার ধারে দেখা—চাদর মুড়ি দে' এক্‌লা ব'সে কাঁদ্‌ছিল। আমি সব কথায় কথায় ভাব বুঝে নিলুম।

শরৎ। চেহারাখানা কি রকম দেখ্‌লে?

হীরু। বল্লুম যে চাদর মুড়ি দিয়েছিল। সে আর দেখ্‌তে হবে না। যে মিষ্টি কথা ক'ইলে, তাতেই বুঝ্‌লুম, একেবারে পরী না হোক্, সুন্দরী বটে। কা'ল তোমার মকদ্দমা, আমি পরশু গঙ্গার ধারে থাক্‌তে ব'লেছি। একেবারে গয়নার বাক্স নিয়ে বেরিয়ে আস্‌বে। তুমি রাজী না থাক'—বলো, আমি অন্য লোক জোটাব।

শরৎ। আর কাজ কি তোমার অন্য লোক জুটিয়ে!

শিবু উকীল, শৈলেন্দ্র ও সতীশের প্রবেশ

শৈলেন্দ্র। শিবুবাবু, আমি আপনার শরণাগত, গলায় গলায় হ'য়েছে, আর সামলাতে পার্‌ছি না। আমায় রক্ষা করুন,—খেতে, ব'স্‌তে, শুতে তাগাদা। এতদিন যাদের বিষয় দেখিয়ে রেখেছিলুম, নিতাই দা ক্রোক দিতে তারা আর থাম্‌ছে না। জীবনে যে সব কথা শুনি নি, তা শুন্‌ছি—হজম ক'চ্ছি। আপনি সহায় হ'য়ে আমার বাড়ীখানি বেচিয়ে দিন্। দু'দিন একটু হাঁফ্ ছাড়্‌বার সময় পাই। (সতীশের প্রতি) সতীশ, টাকা এনেছ তো ভাই?

শিবু। শৈলেন বাবু, আপনি ব্যস্ত হ'চ্চেন কেন? আমার দলিলখানা রেজেষ্ট্রী হ'য়ে যাক, তার পর যা ব'লেছি, তার নড়চড় হবে না।

সতীশ। না হে শৈলেন বাবু, আমি শিবু-বাবুকে সব কথা জিজ্ঞাসা ক'রেছি, উনি ব'লেছেন, কোন গোল হবে না। যে গলা বাড়িয়ে দিয়েছে, তার গলায় কি কেউ ছুরি দেয়? উনি ব'লেছেন, ও বাড়ী তুমি স্বচ্ছন্দে কিন্‌তে পার।

শৈলেন্দ্র। দেখ' ভাই, শেষ যেন কোন গোল না হয়।

সতীশ। গোল কি? তুমি যাতে একটু ঠাণ্ডা হ'তে পার, আমি সেই চেষ্টাই ক'র্‌বো। আর শিবুবাবু আমায় কথা দিয়েছেন, কোন গোল ক'র্‌বেন না। যাক্—এখন দুর্গা ব'লে তো ঝুলে পড়'—তার পর যা' বরাতে আছে—হবে।

শৈলেন্দ্র। দেখুন, পাওনাদারদের এম্‌নি জোর তাগাদা, আজ বাড়ী বেচে টাকা পাব শুনেছে, তাই এখান পর্য্যন্ত ধাওয়া ক'রেছে।

রেজিষ্ট্রার, কর্ম্মচারী প্রভৃতির প্রবেশ

শিবু। আগে আমার দলিলখানা রেজেষ্ট্রী হ'য়ে যাক্।

দলিল দাখিল করণ

রেজি। কি দলিল?

শিবু। বলুন শৈলেন বাবু?

শৈলেন্দ্র। মর্টগেজ দলিল। বিরজাদাসীর অর্দ্ধেক সম্পত্তির আমি উত্তরাধিকারী। শিবু-বাবু হ্যাণ্ডনোটের দরুণ আমার নিকট অনেক টাকা পান, সেই টাকার জন্য এই দলিল লিখে দিচ্চি।

রেজি। সনাক্ত ক'র্‌বে কে?

শিবু। এই হীরু ঘোষাল।

রেজি। ঘোষাল ম'শায়ের দেখ্‌ছি, এখানে মাসে দুই একবার যাওয়া আসা আছে!

হীরু। কি করি হুজুর! অনেকের সঙ্গে আলাপ, কারু কথা ঠেল্‌তে পারি না।

শিবু। হুজুর, এর সনাক্ত যদি গ্রহণ না করেন, আমার অপর লোক আছে।

রেজি। না না, উনিই ক'র্‌বেন! কেমন ম'শায়, আপনি এ'কে চেনেন কি?

হীরু। আজ্ঞে শৈলেন বাবুকে চিনি নি? চিনি বই কি।

রেজি। বেশ—সই করুন। (শৈলেন্দ্রের প্রতি) আপনিও সই করুন। (কর্ম্মচারীর প্রতি) নাও হে, এ'দের finger print নাও।

জনৈক ভদ্রলোকের প্রবেশ

ভদ্র। কই হে সতীশ, কতদুর?

সতীশ। এই যে হ'চ্চে। এই দলিলখানা হ'য়ে যাক্।

কর্ম্মচারী। শিবুকে) এই নিন্—আপনার রসিদ নিন্।

সতীশ। শৈলেন বাবু, দলিল present করুন।

রেজি। কি দলিল?

শৈলেন্দ্র। বিক্রয় কওয়ালা। তালতলায় আমার স্ত্রীর একখানি বাড়ী আছে, তাঁর স্ত্রী-ধন সম্পত্তি, ইনি কিন্‌বেন।

শিবু। স্ত্রীধন সম্পত্তি আপনি বিক্রয় ক'র্‌বার কে?

শৈলেন্দ্র। সরোজিনী আমার নামে বিক্রয় কওয়ালা রেজিষ্ট্রী ক'র্‌বার power দিয়েছে, এই দেখুন।

শিবু। সরোজিনী দাসী এখানে উপস্থিত নাই, থাক্‌লে হাকিমকে ফৌজদারী সোপরদ্দ ক'র্‌তে ব'ল্‌তুম।

শৈলেন্দ্র। শিবু বাবু, আমায় দয়া করুন, রক্ষা করুন।

সতীশ। সে কি শিবু বাবু, তুমি এই আমায় ব'ল্লে, কোন গোল নাই!

ভদ্রলোক। চুপ করো না—চুপ করো না,—ইনি কি বলেন—শোনা যাক্। কি হ'য়েছে ম'শায়?

শিবু। হবে আর কি? এ সব জোচ্চরের পাল্লায় প'ড়েছেন।

শৈলেন্দ্র। শিবু বাবু, কি কথা ব'লে দয়ার উদ্রেক ক'র্‌তে হয়, জানি নি। আপনার পায়ে ধরি, আমায় রক্ষা করুন।

শিবু। বটে, জুচ্চুরীর আর জায়গা পাও নি? এটা আদালত—তা' জান? এইখানে এসেছ জুচ্চুরী ক'র্‌তে? তুমি পায়ে ধ'রছ ব'লে কি আমি অধর্ম্ম ক'র্‌বো? নিরীহ ভদ্রলোককে ঠকাবে, দাঁড়িয়ে দেখ্‌বো?

ভদ্র। ম'শায়, কি হ'য়েছে—বলুন।

শিবু। ভাগ্যিস্ আমি আদালতে উপস্থিত ছিলুম। কি হ'য়েছে জিজ্ঞাসা ক'চ্চেন? জোচ্চোরে মিলে আপনার টাকা ঠকিয়ে নিচ্চে।

ভদ্র। কেন ম'শায়?

শিবু। বাড়ী সরোজিনীর নয়, ইনি তার নামে বেনামী ক'রেছেন। তার ভেতর অনেক গোল। আমার কাছে সব প্রমাণ আছে, দেখ্‌তে চান—আমার আফিসে যাবেন। আর কিন্‌তে ইচ্ছা হয়—কিনুন। কিন্তু রাখ্‌তে পার্‌বেন না। আমার ডিগ্রী আছে, এ'র সম্পত্তি আমি ক্রোক ক'রে নেব।

ভদ্র। বটে বটে! (শৈলেন্দ্রের প্রতি) ছি! ছি! ম'শায়, আপনি ভদ্রলোক, এমন জুচ্চুরী মতলব করেন! (সতীশের প্রতি) সতীশ, তোমার উপর ভার দিয়েছিলুম। এই ভদ্রলোক না থাক্‌লে তো ঠ'ক্‌তুম!

শিবু। আপনি cheating charge আনুন, ওকে জেল দিন্, আমি সাক্ষী দেব।

ভদ্র। আর যাক্ ম'শায়, আমি ও বাড়ী আর কিন্‌বো না। সতীশ, এসো বাড়ী যাই।

[শিবু উকীলের প্রস্থান।

সতীশ। তুমি যাও, আমি পরে দেখা ক'রে, তোমায় সব ব'ল্‌ব।

[ভদ্রলোকের প্রস্থান।

রেজি। ছিঃ! ছিঃ! শৈলেন বাবু, আপনি বড়ঘরের ছেলে, এ সব কি? সত্যপথ, সদ্ব্যবহার —লোকে আপনাদের কাছ থেকে শিখ্‌বে, তা না আপনারাই পথ দেখাচ্চেন? আর যাঁদের রেজিষ্ট্রেশন ক'র্‌তে হবে, তাঁরা অপেক্ষা করুন, আমার chamberএ একটি স্ত্রীলোক এসেছে, আমি তাঁর দলীল রেজেষ্ট্রী ক'রে আসি।

[রেজিস্ট্রারের প্রস্থান।

১ পাওনাদার। কি হ'ল ম'শায়? আমরা টাকা পাব না? চুপ ক'রে রইলেন কেন? ব'লে এলেন যে—এইখানে সব চুকিয়ে দেবেন? এত দমবাজী?

শৈলেন্দ্র। হা ভগবান্‌!

২ পাওনাদার। ওঃ—আবার ভগবান্‌ দেখান আছে! বলি, ধর্ম্মজ্ঞান আছে না কি?

সতীশ। ম'শায়, মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা আর কেন দিচ্ছেন? ইনি জোচ্চোর নন্‌। র'য়ে ব'সে নিন্‌—আপনারা পাবেন।

৩ পাওনাদার। আর পাবেন! এমন ঠকের পাল্লায় কখনো পড়ি নি! আর আছে কি?—পাব কি?—

৪ পাওনাদার। নাও নাও—যা পাও, ছাতা চাদর কেড়ে নাও—ছাতা চাদর কেড়ে নাও।

সতীশ। ম'শায়, মাপ করুন। (শৈলেন্দ্রের প্রতি) চল শৈলেন বাবু, বাড়ী চল।

১ পাওনাদার। নিদেন হাতের সুখটা ক'রে নাও তো হে! দুটো কান আচ্ছা ক'রে ম'লে দাওতো। টাকা যা পাব, তাতো দেখ্‌ছি।

সতীশ। শৈলেন, বাড়ী চল, তোমায় রেখে যাই। এ সব আর কি শুন্‌বে? সময় বিগুণ হ'লে, এম্‌নি সব হয়।

শৈলেন্দ্র। তাইতো—তাইতো—দুঃখ কি? কিছু না—কিছু না! এম্‌নি হয়—এম্‌নি হয়!

সতীশ। চল—বাড়ী যাই।

শৈলেন্দ্র। বাড়ী?- চল!—এম্‌নি হয়—এম্‌নি হয়!

২ পাওনাদার। চল হে চল। টাকা তো কোঁচড় ভ'রে পাওয়া গেল।

সতীশ। আবার থ'ম্‌কে দাঁড়ালে কেন? ওসব আর কি শুন্‌ছ?

শৈলেন্দ্র। কিছু না—কিছু না, এম্‌নি হয় —এম্‌নি হয়!

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

উপেন্দ্রের বাটী

বিরজা ও নিতাই

নিতাই। বউ দিদি, নীরে আর শৈলেনের উপর তুমি যে টাকার ডিক্রী পেয়েছ, তা' সব টাকা নগদ দিতে পার্‌বে না, ওদের বিষয় ক্রোক দিতে হবে। তা' সব তোমার নামে কিনি?

বিরজা। ঠাকুরপো কি বলে?

নিতাই। সে বলে, তোমায় জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে।

বিরজা। তুমি কি বল?

নিতাই। আমি তো তোমায় জিজ্ঞাসা ক'চ্চি।

বিরজা। নিতাই ঠাকুরপো, তুমি শৈলেনের কাছে আর একবার যাও।

নিতাই। আমি আরও দশবার যেতে রাজি আছি। কিন্তু গেলে ফল কি? তার সে ধনুক-ভাঙ্গা পণ। বাড়ী বেচে গেছে, এ বাড়ীতে আর আস্‌বে না। হাতে যা টাকা ছিল—গেছে, ছোট বউমার গয়নাপত্তর সব গেছে। চারদিকে দেনা; তবু কারুর সাহায্যও নেবে না।

বিরজা। ঠাকুরপো, মাই দিয়ে মানুষ ক'রেছি, আমি কি তার উপর রাগ ক'রে থাক্‌তে পারি। এই অজগর পুরী, আমার মনে হয়, আমি শ্মশানে ব'সে আছি। আমি না ব'স্‌লে শৈলেন খেতে পার্‌তো না। সেই শৈলেন আমার পর হ'লো! ছোট বউ আঁচল ধ'রে ধ'রে ফির্‌তো। ঠাকুরপো, রাগের মাথায় ব'লেছি, আর তোর মুখদর্শন ক'র্‌বো না। কাশী থেকে এসে আর তাদের দেখ্‌তে পেলুম না। আমার বুকে শেল বিঁধে র'য়েছে। নিতাই ঠাকুরপো, তুমি আর একবার যাও।

নিতাই। আমি কালই যাব।

বিরজা। আর ঠাকুরপোকে ব'লো, আমি মেয়ে মানুষ, আমার ঘাড়ে সব এম্‌নি ক'রে

ফেলে দিয়ে পরের বাড়ী কি ব'সে থাকা ভাল?

নিতাই। পরের বাড়ী কি বউদিদি? আমাকে কি পর মনে করো? বড় দা'র আমার সঙ্গে কি সুবাদ ছিল, তা তুমি যত জানো, তত তো আর কেউ জানে না! সে সব কথা কি ভুলে গিয়েছ?

বিরজা। ভুলিনি ভাই, কিন্তু কেন যে ভুলিনি, তা'তো জানি নি। আট বছরের মেয়ে, এদের সংসারে এলুম, তখন ভাল ক'রে হাতে তুলে খেতে শিখি নি। মানুষ-মুনুষ ক'রে শ্বশুর-শ্বাশুড়ী আমার গলায় সংসার দিয়ে স্বর্গে গেলেন। বিষয় গেল, রাধাবল্লভজীর কৃপায় আবার ফিরে পেলে। তখনও দেখেছি—এখনও দেখ্‌ছি।

উপেন্দ্রের প্রবেশ

উপেন্দ্র। বড় সু-খবর এনেছি—বড় সু-খবর এনেছি। বড় বউদিদি, সন্দেশ নিয়ে এসো—সন্দেশ নিয়ে এসো! মুখের পানে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে আছ কি? মনে ক'চ্চ—আমি পাগল? মেডিক্যাল বোর্ডে বারোজন সাহেব ডাক্তার সার্টিফিকেট দিয়েছে, আমি পাগল নই। তোমার নীরে আর আমায় পাগল ব'ল্‌তে পাচ্ছে না।

নিতাই। কি শুনে তুমি আবার ছুটে এলে? একে ডাক্তার বলে, তোমার heart weak কোন রকম উত্তেজনা, চলাবলা ভাল নয়।

উপেন্দ্র। চোপ্‌রাও,—বক্তৃতা করিস্ কোর্টে।

বিরজা। স্থির হও ঠাকুরপো—স্থির হও। কি কথাটাই বলো না?

উপেন্দ্র। অতি সুসংবাদ—অতি সুসংবাদ, কুলের তিলক তোমার নীরে!

বিরজা। স্থির হ'য়ে বল'। ব'সো—ব'সো, অত হাঁপিও না। নীরে আবার কি ক'রেছে?

উপেন্দ্র। গুণধর বংশধর জাল ক'রে হাজতে গেছে।

বিরজা। অ্যাঁ! কি সর্ব্বনাশ!

নিতাই। তুমি কার কাছে শুন্‌লে?

উপেন্দ্র। তোর মুহুরীর কাছে; ব'ল্লে—জজ্ postpone দিলে না। ফৌজদারি সোপরদ্দ কর্‌বার হুকুম দিয়েছে। জামিন চাইলে, আদালতে কেউ জামিন হ'লো না। হাজতে নিয়ে গেছে। এ বংশের ছেলে জামিন পেলে না, ধর্ম্মের কল আপনি নড়ে!

উপেন্দ্রের কম্পন, বিরজার তাড়াতাড়ি পাখা লইয়া ব্যজন

বাতাস ক'চ্চ কি? ম'র্‌বো না,—নীরের ফাঁসী না দেখে ম'র্‌বো না।

নিতাই। জাল ক'র্‌লে ফাঁসী হয়, তোকে কোন্ উকীলে ব'লেছে?

উপেন্দ্র। মহারাজ নন্দকুমারের হ'য়েছিল, নীরেরও হবে। ফকির হ'য়েছি—ফকির হ'য়েছি, নইলে আজ কালীঘাটে পুজো দিতুম। নিতে, চল্—কালীঘাটে যাই!

বিরজা। স্থির হ'ও, ঠাকুরপো—স্থির হ'ও।

উপেন্দ্র। বাতাস ক'চ্চ—মাথা ঠাণ্ডা ক'র্‌বে? চিরকাল তোমার ঐ এক দশায় গেল। এখনো শিখ্‌লে না, এখনো পরের জন্য মাথা ব্যথা। না ম'লে স্বভাব যায় না। সংসার বজায় ক'র্‌বে? মনে ক'রেছ—আবার সব যেমন ছিল, তেমনি হবে? তোমার মরণ হয় না? তুমি ম'র্‌বে কবে?

বিরজা। ঠাকুরপো, তোমার মুখে ফুলচন্দন প'ড়ুক, আমায় এখনি রেখে এসো, আমি আর সইতে পারি না। রাধাবল্লভ!

নিতাই। বউদিদি, তুমিও দেখ্‌ছি যে এ পাগলের মত পাগ্‌লামি আরম্ভ ক'র্‌লে?

উপেন্দ্র। চোপ্ ষ্টুপিড্, তুই না সঙ্গে ক'রে আমায় মেডিক্যাল বোর্ডে নিয়ে গিয়েছিলি?

বিরজা। নিতাই ঠাকুরপো—কি হবে? আমায় নিয়ে চল, আমি জামিন হ'য়ে ছোঁড়াকে খালাস ক'রে আনি।

নিতাই। বউদিদি, তুমি না বলো—আর কারো মুখ চাইবে না?

বিরজা। নিতাই ঠাকুরপো, আমার শ্বশুরের বংশে কলঙ্ক হবে, তুমি যাতে জামিন হয়—করো।

উপেন্দ্র। কি, জামিনে খালাস ক'র্‌বে? খুন ক'র্‌বো—কেটে কুচি কুচি ক'রে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেবো। নিতেকে কাট্‌বো, তোমায় কাট্‌বো,—আর ঐ সর্ব্বনাশী—মেজো বউকে কাট্‌বো। জামিনে খালাস ক'র্‌বে—খবরদার। খুনোখুনি হবে—খুনোখুনি হবে! জীবনে

অনেক সাধ ছিল, দাদার নামে ডাক্তারখানা ক'রে দেবো, বড় বউদিদির নামে অতিথিশালা হবে,—এম্‌নি আরো কত কি! তখন পাগল ছিলুম, এখন ভাল হ'য়েছি, ভাইকে ফকির ক'র্‌তে নীরদচন্দ্রকে বিষয় দিয়েছি! এখন দুটি সাধ আছে—নীরের ফাঁসী দেখ্‌বো, আর আর—আর —শৈলেনকে একবার দেখ্‌বো!—কি মমতা—কি মমতা!—স্বহস্তে পুত্র বধ করা যায় না! ছোট ভাই লাঠি মার্‌তে এলেও তারে ভোলা যায় না!

বিরজা। ঠাকুরপো চেঁচিও না, মেজবউ এখনি শুন্‌তে পাবে।

উপেন্দ্র। আহা কুললক্ষ্মী গো—কুল-লক্ষ্মী! আমাদের ছোটখাট সংসারে তেমন জুত্‌ হ'লো না.—একটা বড় রাজারাজড়ার ঘরে প'ড়্‌তো—তো রণরঙ্গিণী হ'য়ে নাচ্‌তো! সংহাররূপিণী! একটা বলি না নিয়ে ঠাণ্ডা হবে না। বড় ঘুম পাচ্চে. একটু ঘুমুই গে।

[উপেন্দ্রের প্রস্থান।

বিরজা। রাধাবল্লভ, আমার সোনার সংসার ছার্‌খারে দিলে! নিতাই ঠাকুরপো—কি দেখ্‌ছ—আমার নীরেকে খালাস ক'রে এনে দাও। ঠাকুরপোকে আর তোমার বাড়ী যেতে দেবো না। আমি না হ'লে—ওকে কেউ ঠাণ্ডা ক'র্‌তে পার্‌বে না। শেষ কি সত্যি পাগল হবে! এক একটা ধাক্কা আসে, আর এম্‌নি হ'য়ে পড়ে। হ্যাঁ নিতাই ঠাকুরপো, হাজতে ভাল ক'রে খেতে দেতে দেয় তো?

নিতাই। আহা—তা আর দেয় না!

বিরজা। তুমি কি এর কিছু জান্‌তে না?

নিতাই। আমি তো আজ আদালতে বেরুই নি। শুন্‌ছিলুম—পনের হাজার টাকায় রফার কথা হ'চ্চে। তা তোমায় ব'ল্‌বো মনে ক'রে-ছিলুম্‌।

বিরজা। যাও. যত টাকা লাগে. যা ক'র্‌তে হয়, নীরেকে খালাস ক'রে আনো। নইলে তোমার সঙ্গে আর কথা কইব না।

[নিতাইয়ের প্রস্থানোদ্যম।

দেখ. নীরেকে এনে, আমায় এখান থেকে কোথাও পাঠিয়ে দাও। আমি তীর্থে তীর্থে ঘুর্‌বো। আর সইতে পারি না।

[নিতাইয়ের প্রস্থান।

ফুলীর প্রবেশ

ফুলী। বড় মা, তুমি তীর্থে যাবে ব'ল্‌ছ?

বিরজা। আর মা, এ সংসারে আমার জায়গা নাই। পাপে পরিপূর্ণ হ'য়েছে!

ফুলী। কোন্‌ তীর্থে যাবে বড় মা, আমি তোমার সঙ্গে যাব।

বিরজা। তুই ছেলে মানুষ, কোথায় যাবি? তোর কি এরই মধ্যে তীর্থধর্ম্মের বয়স হ'য়েছে।

ফুলী। ও মা, এমন কথাও তো কোথাও শুনি নি; ধর্ম্মকর্ম্মের আবার বয়স কি মা! বয়স কম ব'লে কি যমে ছাড়্‌বে?

বিরজা। বালাই, ও কি কথা ব'ল্‌ছিস্‌?

ফুলী। বড় মা, আমি তীর্থ দেখ্‌তে বড় ভালবাসি! কো'ল্‌কাতার ভেতর আর তার আশে পাশে যত তীর্থ আছে, নিত্যি ঘুরে ঘুরে সব দেখে বেড়াই।

বিরজা। ছুঁড়ী বেশ কথা কয়, আবার ঐ একটা পাগলামি ক'রে বসে। কো'লকাতায় আবার তীর্থ কি—রে?

ফুলী। মা তুমি দেখো নি.—কত তীর্থ আছে, একটি আছে সতী তীর্থ, কা'ল দুকুর বেলায় তুমি যখন গঙ্গাস্নানে যাবে, তোমায় নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে আন্‌বো।

বিরজা। হ্যাঁ রে ফুলী, কাছে এমন তীর্থ আছে, আমি নাম শুনি নাই! আচ্ছা কা'ল তুই আসিস্‌, আমি গিয়ে দেখে আস্‌বো। যাই—ঠাকুরপো কোথায় দেখি! মেজোবউ আবার হয় তো পাগল ক্ষ্যাপাচ্চে।

[প্রস্থান।

ফুলী। (স্বগত) মনে হ'চ্ছে, যেন কোথায় যাই—কোথায় যাই,—বড় মা যদি তীর্থে যায়, সঙ্গে যাব। মোনা বাবু "পাতকোর ব্যাঙ্‌ আর সাগরের কথা" ব'লেছিল। আমার মনে হ'চ্ছে, যেন ছোট্ট পাতকোয়াটীতে আমার আর পোষাচ্ছে না, প্রাণটা যেন সাগরে গে' মিশ্‌তে চাচ্ছে!

মন্মথের প্রবেশ

মোনা বাবু, বড় মা ব'ল্লে, তোর এখন ধর্ম্ম-কর্ম্মের বয়স হয় নাই। কোন্‌ বয়সে ধর্ম্মকর্ম্ম ক'র্‌তে হয় মোনা বাবু?

মন্মথ। কেন—তুই তো এই সব ধর্ম্মকর্ম্ম

ক'চ্ছিস্? পরের উপকার ক'রে বেড়াচ্ছিস্—দশজনে তোর কত সুখ্যাত করে! তুই তো মনের সুখে আছিস্।

ফুলী। আছি, কিন্তু—

মন্মথ। আবার কিন্তু কি?

ফুলী। তোমার কাছে মিছে কথা ব'ল্‌বো না মোনা বাবু! পরের কাজ ক'র্‌তে ক'র্‌তে খুব সুখ হয়! কিন্তু—আমার কখন' কখন' মনে হয়, বুঝি ঐ সুখটুকু পাবার জন্যে পরের কাজে ঘুরি। মনে হয়—পরের হিত ক'রে বেড়াই—আমার ধর্ম্ম হবে ব'লে। সুখ হবে—ধর্ম্ম হবে—এ সব তো ব্যবসা, মোনা বাবু! মার কাছে থাক্‌লে কুৎসিত ব্যব্‌সা শিখ্‌তুম, তোমার কাছে একটা গৌরবের ব্যবসা শিখ্‌ছি। মোনা বাবু, এর চেয়ে কি উঁচু কাজ নেই? থাকে যদি—আমায় শেখাও।

মন্মথ। আছে, তুই কি তা' পার্‌বি?

ফুলী। তুমি ব'লে দাও, পারি না পারি, চেষ্টা ক'র্‌বো।

মন্মথ। তোকে শেখাব কি ক'রে?—আমি শুনেছি, বইয়ে প'ড়েছি—কিন্তু এখনও বুঝ্‌তে পারি নি। কেমন জানিস্? তুই না বল্লি—পরের হিত করিস্, সুখ হয় ব'লে—ধর্ম্মলাভ হবে ব'লে? যখন এই সুখের প্রত্যাশাটুকু তোর মন থেকে যাবে, ধর্ম্মলাভের আশা বিসর্জ্জন দিতে পার্‌বি, তখন আর তোর মনে ঐ 'কিন্তু' টুকু থাক্‌বে না।

ফুলী। কি ব'ল্‌ছ মোনা বাবু, বলো—বলো,—

মন্মথ। বল্লুম তো—তুই এখন বুঝ্‌তে পার্‌বি নি। শোন্, তুই হীন কুলে বেশ্যার ঘরে জ'ন্মেছিস্; শুনেছিস্—ব্যভিচারিণীর উদ্ধার নাই। তাই কুপথ ছেড়ে সুপথে এসেছিস্। লোকের হিত ক'র্‌লে ধর্ম্ম হয়, স্বর্গ হয়, এম্‌নি আরো কত কি হয়—তাই হিত করিস্। কিন্তু সহস্রবার বেশ্যা জন্ম হোক্, বিষ্ঠার কীট হই, নরকের কৃমি হ'য়ে থাকি, তবু লোকহিত ক'র্‌বো—এই ভেবে যখন লোকহিত ক'র্‌তে পার্‌বি, তখন আর কিন্তু থাক্‌বে না; এর নাম আত্মবিসর্জ্জন—পরের জন্য আপনাকে বলি দেওয়া। এর চেয়ে উঁচু কাজ আর নাই,—বুঝ্‌লি?

ফুলী। আত্মবিসর্জ্জন!—আপনাকে বলি দেওয়া!—বুঝ্‌তে পার্ব্বো কি না, পরে ব'ল্‌বো মোনা বাবু!

[এক্ দিক দিয়া ফুলী ও অন্য দিক্ দিয়া মন্মথের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

শৈলেন্দ্রের তালতলার বাটী

শৈলেন্দ্র ও সরোজিনী

শৈলেন্দ্র। সরোজিনি, এখান থেকে আমি এক জায়গায় যাব, তুমি আমার সঙ্গে যাবে?

সরো। তুমি সঙ্গে ক'রে আমায় যেখানে নিয়ে যাবে, আমি যাব।

শৈলেন্দ্র। তোমার ভয় ক'র্‌বে না?

সরো। তোমার সঙ্গে আমার ভয় কি? তোমার সঙ্গে যমের বাড়ী যেতে আমার ভয় নাই! ভয় ক'র্‌বে ব'ল্‌ছ কেন? কোথায় যাবে?

শৈলেন্দ্র। কোথায় যাব? সে বড় চমৎকার স্থান। সেখানে পেটের ভাবনা ভাব্‌তে হবে না,—দেনার তাগাদা থাক্‌বে না,—কেউ জোচ্চোর ব'লে গা'ল দেবে না। এখানে দুশ্চিন্তায় চোক্ বুজ্‌তে পার্‌চো না, সেখানে গেলে ঘুম হবে। এমন ঘুমুবো, যে, আর কেউ জাগাতে পার্‌বে না।

সরো। তুমি কি ব'ল্‌ছো? তোমার কথা শুনে যে আমার পেটের ভেতর হাত পা সেঁদিয়ে যাচ্ছে! তোমার হাতে ও কি?

শৈলেন্দ্র। এই সেই মহাঘুমের মহৌষধ। দরিদ্রের এমন বন্ধু আর নাই।

সরো। অ্যাঁ!—তুমি বিষ খাবে মনে ক'রেছ?

শৈলেন্দ্র। বিষ কি? দুঃখের সাগর মন্থন ক'রে এই সুধা উঠেছে। তাপিতের এমন শান্তিদাতা আর নাই। যার অর্থ আছে, মান আছে, সুখ আছে, আশা আছে, সে বিষকে বিষ ব'লে শিউরে উঠ্‌বে, তুমি আমি ভয় ক'র্‌বো কেন? এত যন্ত্রণায় তোমার ম'র্‌তে ভয়?

সরো। ভয়? তোমার পায়ে মাথা রেখে ম'র্‌বো, সে তো আমার ভাগ্য! তুমি দাও, আমি হাসিমুখে খাচ্ছি। তুমি যে রকম ক'রে বল'—আমি এখনি ম'র্‌ছি। কথার কথা নয়—সত্যি।

অত্যাচার ক'র্‌তে যাচ্ছিল। আপনি ওকে বাঁধিয়ে দিন্‌।

শিবু। মিথ্যা কথা, সাক্ষী কে?

ফুলী। সাক্ষী ধর্ম্ম! সাক্ষী তোমার অন্তরাত্মা! আর সাক্ষী তোমারই ঐ সব লোক!

১ পিয়াদা। (প্রবেশ করিয়া) হাঁ হাঁ, কর্‌তা, আপনি চড়াও হইছিলেন, বেইজ্জৎ কর্‌তি যাইছিলেন।

বিরজা। নিতাই ঠাকুরপো! দাও, ওকে বাঁধিয়ে দাও—যেমন ক'রে পার, এর বিহিত করো।

নিতাই। তুমি ব'লবে—তবে ক'র্‌বো? (শিবুর প্রতি) শিবু, তোমায় একবার আমি দেখ্‌বো! এখন দূর হও।

[শিবু উকীল ও পশ্চাৎ পিয়াদার প্রস্থান।

ফুলী। বড় মা, আমি যাই, আমার কাজ আছে। [প্রস্থান।

বিরজা। ফুলী, তুই সত্যি ব'লেছিলি,—যেখানে আমার শৈলেন, আমার ছোট বউ, সে আমার তীর্থের চেয়েও বেশী!

নিতাই। বউদিদি, তুমি এদের নিয়ে বাড়ী যাও, এখানকার যা ক'র্‌তে হবে, আমি সব ক'চ্ছি। [প্রস্থান।

বিরজা। দিদি চল। আমার লক্ষ্মী ঘরে নিয়ে যাই।

সরো। দিদি, আমি তো তোমার দাসী, ওঁকে জিজ্ঞাসা করো।

বিরজা। শৈলেনকে? আমি যখন এসেছি, ওকে কান ধ'রে নিয়ে যাব। (শৈলেন্দ্রের প্রতি) নীরেকে বাড়ী বেচে অভিমান ক'রে যাস্‌ নি, সে বাড়ী তো আমি কিনেছি। আর আমার উপর রাগ? হ্যাঁরে শৈলেন, কি দোষ তোদের কাছে ক'রেছি, যে, এই শাস্তিগুলো আমায় দিচ্ছিস্‌?

শৈলেন্দ্র। বড় বউদিদি, আমায় মার্জ্জনা কর'।

বিরজা। চ'—বাড়ী চ'। এখানকার যা সব তোর দেনাপত্তর আছে, নিতাই ঠাকুরপো তা সব চুকিয়ে দেবে।

শৈলেন্দ্র। কিন্তু বউদিদি, তোমার ঋণ কেমন ক'রে শোধ যাবে? মা প্রসব ক'রেছিলেন, তুমি মাই দিয়ে মানুষ ক'রেছ; আমি অকৃতজ্ঞ, তোমার মনে ব্যথা দিয়েছি। আমায় মার্জ্জনা করো। আমি বুঝ্‌তে পারি নি—আমি বর্ব্বর।

বিরজা। আশীর্ব্বাদ করি, ছেলে হোক, পালন ক'র্‌বার ব্যথা বুঝ্‌বি।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

গঙ্গা-তীর

নীরদের প্রবেশ

নীরদ। দুনিয়া বিরূপ। শাশুড়ী বেটীর পায়ে ধ'রে কাঁদ্‌লুম, মেটাবার জন্য টাকা দিলে না। জজ্‌ ফৌজদারী সোপরদ্দ ক'র্‌লে। আদালতে কেউ জামিন্‌ হ'লো না। এ সব অনর্থের মূল মোনা। আর দোষ কার? ওরই ষড়যন্ত্রে জাল হ্যাণ্ডনোটের সৃষ্টি! জীবনে প্রতিপদে আমার কণ্টক হ'য়েছে। আর কি জন্য জীবন ধারণ? জেলের জন্য? এ বংশে যা কখন হয় নি, তাই হবে? কখন' না—কখন' না! জামিনে খালাস,—এতেও বোধ হয় মোনার কি অভিসন্ধি আছে। যে দিকে চাই—সেই দিকেই মোনা। কিন্তু সত্যি মোনাকে তো খুঁজে পাচ্চি নি। কাল ফিরে এসেছি, আজ দেখি কি হয়! চল'—চল'— [প্রস্থান।

ফুলীর প্রবেশ

ফুলী। চল,' চল'। ছায়ার মত তোমার সঙ্গে সঙ্গে ফির্‌ছি। বাঘের মত শিকার খুঁজে বেড়াচ্ছ। তোমার অন্তরের ছবি তোমার চোখে দেখ্‌তে পাচ্ছি। চল,' চল'— [প্রস্থান।

শরত ও হীরু ঘোষালের প্রবেশ

শরৎ। কই বাবা, তোমার বাক্স-হাতে মেয়ে মানুষ?

হীরু। সে আ'স্‌বে—আ'স্‌বে। ভদ্রলোকের মেয়ে সন্ধ্যা না হ'লে বেরুতে পারে? একটু গা ঢাকা হোক্‌, তবে তো আস্‌বে। শোন', এই গোঁফ পর'। আমি নৌকা ঠিক ক'রে আস্‌ছি। ও পারে নিয়ে গিয়ে এক রকম ক'রে গয়নার বাক্স নিয়ে আমরা সট্‌কাব। তার পর লেলোয় উঠে একেবারে বর্দ্ধমান। বখ্‌রা কিন্তু যা ব'লেছি, আদা আদি। গেরস্তর মেয়ে,

কখনো বাড়ীর বা'র হয়নি, আমাদের সন্ধান ক'র্‌তে পা'র্‌বে না। তোমার নাম প্রেমচাঁদ, আর আমার নাম শেতল।

শরৎ। দেখ, আর গোঁপ পরা-পরিতে কাজ নাই। বিন্দির বাড়ীতে ঘর খালি আছে। চল, সেইখানে নিয়ে গিয়ে তোলা যাক্। ভেসে বেড়াচ্ছি—একটা আড্ডা বজায় হবে।

হীরু। তুমি তো বিন্দির বাড়ী নে গিয়ে তুল্‌বে; দরকার হ'লে একখানি ক'রে গয়না বেচ্‌বে, আর তোমার বেশ চ'ল্‌বে; তার পর আমার? নীরে, শৈলেন ফেল হওয়া ইস্তক একটা পয়সার মুখ দেখি নাই। দেনা হ'য়েছে, এখন দু'এক হাজার না হ'লে দাঁড়াতে পাচ্ছি নি।

শরৎ। দেখ্ ভারি ফ্যাঁসাদে কাজ।

হীরু। তোমার ভয় হয়, চ'লে যাও, আমি অন্য লোক জোটাব।

শরৎ। (স্বগত) বটে! মেয়ে মানুষটা আসুক আগে। (প্রকাশ্যে আচ্ছা বাবা, গণ্ডা চারেক পয়সা দাও দিকিন্, হাত নেহাত খাঁক্‌তি, ঝাঁ ক'রে একটু টেনে আসি। তুমি নৌকো ঠিক ক'রে এস। কিন্তু বাবা, তুমি তো গোঁফ প'র্‌লে না?

হীরু। আমায় এই চেহারায় দেখেছে যে? দু'জনকে নূতন মানুষ দেখ্‌লে যাবে কেন? সে ঠিক হবে—ঠিক হবে, কিন্তু আদ্দেক বখ্‌রা।

[উভয় দিক্ দিয়া উভয়ের প্রস্থান।

বাক্স হস্তে কুমুদিনীর প্রবেশ

কুমু। কত লোককে কাঁদিয়েছি, কত লোককে ঠকিয়েছি, কত সতীর মনে ব্যথা দিয়েছি, সোয়ামী ভুলিয়ে নিয়েছি। মাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি। মা পথে প'ড়ে ম'রেছে। আমার এ শাস্তি হবে না তো হবে কার? কি কুৎসিত রোগ, আমার আপনাকে আপনি ঘেন্না হয়, তা পরের দোষ কি? সব সয়, কিন্তু শরতা, হীরু ঘোষাল দেখা হ'লেই দূর দূর করে, সয় না। দিন রা'ত সর্ব্বাঙ্গ যেমন জ্ব'ল্‌ছে, মনও তেমনি জ্ব'ল্‌ছে। কাল-সাপিনী আপনার বিষে কি আপনি এম্‌নি ক'রে জ্বলে! দু'জনে মিলে, সর্ব্বস্ব ফাঁকী দিলে, কেড়েকুড়ে নিলে, পথে বসালে, এখন কাছে গেলে, ঘেন্নায় দূর্ দূর্ করে। এ জ্বালা সয় না। দু'জনকে জব্দ ক'র্‌তে পারি, তবে মনের জ্বালা একটু জুড়োয়। মা পতিতপাবনি, তোমার কূলে দাঁড়িয়ে পাপ চিন্তা ক'চ্ছি! মা বর দাও—যেন মনস্কামনা সিদ্ধ হয়, এই দু'জনের শাস্তি দেখে তোমার কোলে শুয়ে সব তাপ জুড়ুবো। আশা কি পূর্ণ হবে না? হবে—আমার মন ব'ল্‌ছে—হবে। এক টানে জোড়া কাৎলা গাঁথ্‌বো। এই বাক্স আমার টোপ। আর দু'চা'রখানা পাতর পুরি। তেমন ভারি হয় নি। গয়নাগাঁটি তো কিছু রাখো নি, সব নিয়েছ। এখন এই পাথরকুচি নাও। আমার আপ্‌না আপনি হাসি পাচ্চে। গেরস্তর মেয়ে —সোয়ামীর জ্বালায় বেরিয়ে যাব। ঐ যে এক জন আস্‌চে, মুড়ি দিয়ে বসি। মড়া আবার গোঁপ প'রেছে।

চাদর মুড়ি দিয়া কুলবধূর ন্যায় উপবেশন

শরতের প্রবেশ

শরৎ। (স্বগত) ও পারে কিছুতেই নে যাওয়া হবে না। ঐ বিন্দির ঘরে নিয়ে গিয়ে তুল্‌বো। হীরু ঘোষাল জোটালে, ওকে কিছু দেবো।

অপর দিক্ দিয়া হীরু ঘোষালের প্রবেশ

হীরু। এই যে প্রেমচাঁদ বাবু এসেছেন। (জনান্তিকে) কেমন বাক্স হাতে, চাদর মুড়ি,— সব ঠিক ঠাক পেলে তো? আদাআদি চাই। (কুমুদিনীর প্রতি) এই নাও গো, খুব সুখে থাক্‌বে—খুব সুখে থাক্‌বে। প্রেমচাঁদ বাবু ভারি সজ্জন। ও পারে তোমার জন্য বাড়ী ঠিক ক'রেছেন। গেরস্তর মতনই থাক্‌বে।

শরৎ। (বিকৃতস্বরে) শেতল বাবু, ওঁর নামটি কি?

কুমু। (বিকৃতস্বরে) আমার নাম কেনা দাসী। যদি পায়ে রাখেন, আমি তাই হ'য়েই থাক্‌বো।

হীরু। শুনুন, শুনুন, প্রেমচাঁদ বাবু, কেমন রসিক দেখুন। সত্যি কি তোমার নাম কেনা দাসী গা?

কুমু। (বিকৃতস্বরে) না, ও ব'ল্‌ছিলুম। আমার নাম লক্ষ্মীমণি।

প্রেম। (বিকৃতস্বরে) শেতল বাবু, বলুন, পায়ে রাখা কি ব'ল্‌ছেন, আমি ওঁকে মাথার মণি ক'রে রাখ্‌বো।

হীরু। হায় হায়—শোনো গো শোনো! তুমি যেমন রসিক, উনিও তেম্‌নি। নৌকায় ব'সে সব রসিকতা হবে। চলুন প্রেমচাঁদ বাবু, নৌকায় ওঠা যাক।

কুমু। (বিকৃতস্বরে) প্রেমচাঁদ বাবু, আমি গেরস্তর বউ, এ পথ কেমন জানি নি, বড় যন্ত্রণায় বেরিয়েছি, আপনার পায়ে ধ'র্‌চি, অবলাকে মজাবেন না।

বাক্স রাখিয়া পদ ধারণ

হীরু। (স্বগত) এই বেলা বাক্সটা হাতাই। (বাক্স তুলিয়া) ওঃ ভারি আছে—ভারি আছে।

শরৎ। (বিকৃতস্বরে) রাম—রাম! পা ছাড়ুন, আমি আপনার পায়ে ধ'র্‌বো, আপনি কেন?

হীরু। বেশ হ'লো, গোড়াতেই একটা বোঝাপড়া হ'য়ে গেল। চলুন—চলুন, শীগ্‌গির এখন নৌকায় ওঠা যাক্‌। এখানে আবার লোক জ'মে যাবে।

শরৎ। (বিকৃতস্বরে) দেখুন শেতল বাবু, আমি ঠাউরেছি, এ'কে আর ও পারে নিয়ে যাব না, এই পারেই বাড়ী ঠিক ক'রেছি। দু'জনে থাক্‌বো—কি বলগা?

কুমু। (বিকৃতস্বরে) আমায় যেখানে রাখ্‌বেন, সেইখানে থাক্‌বো।

হীরু। তা কি হয়—তা কি হয়? গোড়ায় কথার খেলাপ! তুমি চ'লে এস—চ'লে এস। (কুমুদিনীর হস্ত ধারণ)

শরৎ। কই নে যাও দেখি, তুমি কেমন নে যেতে পার? ছাড়্‌ শালা হাত!

এক হস্তে কুমুদিনীকে ধরিয়া অপর হস্তে হীরুকে প্রহার

হীরু। ছাড়্‌ শালা হাত! (শরতকে বাক্স দ্বারা প্রহার)

শরৎ। চলগো চল আমার সঙ্গে। ও শালা চোর।

হীরু। আমার সঙ্গে চলো,—ও শালা গাঁটকাটা।

কুমু। পাহারাওলা, পাহারাওলা, আমার বাক্স কেড়ে নিচ্চে!

হীরু। আমাকে ফাঁকী দিয়ে গয়না নেবে! এই ফাঁকী দেওয়াচ্ছি।

গঙ্গায় বাক্স ফেলিয়া দেওন ও টানাটানিতে কুমুদের স্বরূপ প্রকাশ

উভয়ে। এ কে—কুমী যে!

কুমু। হাঁ হাঁ—কুমী, চিনেছিস্‌ বেইমান! পাহারাওয়ালা, আমার বাক্স কেড়ে নিচ্চে।

দুই দিক্‌ দিয়া দুইজন পাহারাওয়ালার প্রবেশ

১ পাহা। গঙ্গাজীমে কেয়া ফে'ক্‌ দিয়া রে?

কুমু। পাহারাওয়ালা সাহেব! এই দুই মিন্সে আমার বাক্স কেড়ে নিয়ে গঙ্গায় ফেলে দিয়েছে। এই নাও সাহেব, এ আবার গোঁফ (গোঁফ টানিয়া লওন) প'রেছে।

শরৎ। আঃ! বেটি মহাব্যাধির রস দিয়ে মুখটা ভরিয়ে দিলে!

হীরু। আমারও গা ভরিয়ে দিয়েছে!

শরৎ। (স্বগত) তোমার এখন হ'য়েছে কি শালা! এদিকে একটা হেস্ত নেস্ত হোক্‌, তার পর র'স দেখাচ্চি। শালা ষড় ক'রে আমায় বাঁধিয়ে দাও!

১ পাহা। শালা লোক পুরানো বদ্‌মাইস্‌, মোচ্‌ চঢ়ায়কে আয়া! চল্‌ থানামে।

কুমু। পাহারাওলা সাহেব, এরা বকেয়া গাঁটকাটা। আমি ভিক্ষে সিক্ষে ক'রে যা কিছু জমিয়েছিলুম, নিয়ে মাসীর বাড়ী যাচ্ছিলুম। এরা পথে বাক্স কেড়ে নিয়ে গঙ্গায় ফেলে দিয়েছে। এর নাম ব'লেছে শেতল, এর নাম ব'লেছে প্রেমচাঁদ।

১ পাহা। হ্যাঁ—হ্যাঁ—শেতল আউর প্রেমচাঁদ বহুত পুরাণ বদ্‌মাস্‌। (২ পাহারাওলার প্রতি) নেই ভেইয়া?

২ পাহা। হ্যাঁ—হ্যাঁ—দোনোকো হুলিয়া হ্যায়।

হীরু। আরে কোন্‌ শালা শেতল হ্যায়—আমি হীরু ঘোষাল।

কুমু। ঐ শোনো, আবার ব'ল্‌ছে হীরু ঘোষাল। তোমার আরও নাম আছে না কি?

২ পাহা। হ্যায়ই তো—ও শেতল হ্যায়,

হীরু হ্যায়, পীরু হ্যায়, আর কভি কভি পাঁচ-কড়ি হোতা হ্যায়। শালা পুরানা বদ্‌মাস্‌।

১ পাহা। আর এই শালা প্রেমচাঁদ, এক দফে হামারা চাপ্‌রাস ছিনায় লিয়া থা, চল্‌ শালা থানামে। (রুলের গুঁতা প্রদান)

হীরু। আরে থামো—থামো,—কথাটাই শোনো—

২ পাহা। (রুলের গুঁতা দিয়া) থানামে চল্‌ শালা, থানামে সব্‌ বাত্‌ হোগা।

কুমু। সেলাম—সেলাম।

শরৎ। বেটী, তোর মনে এত ছিল, শেষ হাতে দড়ি দিলি?

কুমু। জোচ্চোর, বিশ্বাসঘাতক, লম্পট, তোর মনে এত ছিল? অনাথা স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ ক'র্‌লি? তোদের জন্য কত ভদ্র-সন্তান পথে ব'সেছে, কত রাজার ঘর উচ্ছন্ন গেছে, কত নিরীহ স্ত্রীলোক অকূলে ভেসেছে! ঘৃণিত বেশ্যার সঙ্গে যারা প্রবঞ্চনা করে, জেল কি—নরকেও তাদের উপযুক্ত শাস্তি হয় না। তোরা হীন, ঘৃণিত বেশ্যার চেয়েও ঘৃণ্য!

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

মন্মথর গঙ্গাতীরস্থ নার্সারি
চেয়ারে উপবিষ্ট অধ্যয়নরত মন্মথ

নীরদের প্রবেশ

নীরদ। এই যে মন্মথ বাবু! আজ দু'দিন ধ'রে ফিরে ফিরে যাচ্চি। একা যে? গুপ্ত বৃন্দাবনে রাসেশ্বরী কই?—ফুলী কই?

মন্মথ। নীরো দা, তোমার মন বড় অপবিত্র। ফুলীর নাম তুমি মুখে এনো না, তা'হ'লে তা'কে কলঙ্ক স্পর্শ ক'র্‌বে।

নীরদ। আর তুমি এমন পবিত্র যে, তোমার স্পর্শে সে দেবত্ব প্রাপ্ত হয়। মরি মরি—কলঙ্ক-ভঞ্জন কৃষ্ণচন্দ্র আমার! তা হবে না? তুমি যে সাধু, পরোপকার করো, রাস্তা থেকে লোক তুলে নে গে' সেবা করো, নিরন্নকে অন্ন দাও! —ঠক্‌! ভণ্ড! জালিয়াৎ!

মন্মথ। নীরো দা! আমি জাল করিয়ে-ছিলুম বটে, কিন্তু সে আমার স্বার্থের জন্য নয়। তুমি অর্থলোভে সংসারটাকে উচ্ছন্ন দিচ্ছিলে, বড় মা আমার গলা ধ'রে কেঁদে ব'লে-ছিলেন,—"মোনা, কি হবে!" তাঁর সে ব্যাকুলতা আমাকে জ্ঞানশূন্য ক'রেছিল। আমি মতলব ক'রেছিলুম, তোমাকে কোন রকমে বিপদে ফেলে, সর্ব্বগ্রাসী মকদ্দমার মুখ থেকে তোমাদের সংসারটা রক্ষা ক'র্‌বো। তাই জাল হ্যাণ্ডনোট্‌ সৃষ্টি ক'রেছিলুম। কুৎসিত চিন্তা হৃদয়ে স্থান দেওয়া,—কুসঙ্গে বেড়ানো যে কি যন্ত্রণাদায়ক, তা তুমি বুঝতে পা'র্‌বে না। যখনি কষ্ট হ'ত, বড় মা'র চোখের জল মনে প'ড়্‌তো, আর আমি সব ভুলে যেতুম।

নীরদ। ব'লে যাও—ব'লে যাও,—আমি স্থির হ'য়ে শুন্‌ছি।

মন্মথ। আমি ভেবেছিলুম, তুমি বিপদে প'ড়্‌লে পার্টিসন্‌ সুট্‌ তুলে নেবে, সংসারটা বজায় হবে। কিন্তু তুমি সে দিক দিয়েই গেলে না। তবু আমি শিবু উকীলকে postponement নিতে ব'লেছিলুম। জজ্‌ দিলে না, সকল সংকল্পই বিফল হ'ল!

নীরদ। কিন্তু আমার সংকল্প বিফল হবে না। মৎলব ক'রেছিলে, বড় মা'র বিষয় হাতে পেয়েছ, ছোট কাকাকে এক রকম পেটভাতায় রাখ্‌লেই হবে, আর আমায় ভাসিয়ে সমস্ত বিষয়টা হাত ক'রে ফুলীকে নিয়ে মজা ক'র্‌বে! তুমি যে নিঃস্বার্থ—সাধু!—সয়তান!

মন্মথ। নীরো দা, আমি স্থির ক'রেছি, কোর্টে গিয়ে ব'ল্‌বো, আমিই তোমায় জব্দ ক'র্‌বার জন্যে জাল নোট্‌ তোমায় বেচেছি।

নীরদ। সাধু—সাধু,—ও আশ্চর্য্য স্পর্দ্ধা তোর! তুই এখনও আমার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে কথা ক'চ্ছিস্‌? লজ্জা ক'চ্ছে না? তুই কি মনে ক'রেছিস্‌, আমি তোর কথা বিশ্বাস করি? তুই ভেবেছিস্‌, এই স্তোক দিয়ে আমার হাত থেকে বেঁচে যাবি? মনের কোণেও স্থান দিস্‌ নি!

মন্মথ। তোমায় আর কি ক'রে বিশ্বাস করাবো!

নীরদ। বিশ্বাস ক'র্‌বো না, তোর কথা সত্য হ'লেও বিশ্বাস ক'র্‌বো না। শোন্‌, তোর সঙ্গে আমার অনেকদিনের দেনাপাওনা। আজ তারই হিসেব নিকেস ক'র্‌তে এসেছি। জানিস্‌ নি, বার বার আমার মুখের গ্রাস কেড়ে

নিয়েছিস্? ছোট কাকাকে যখন খুনী মাম্‌লায় ফেলি, তুই তার উদ্ধারকর্ত্তা। ফের যখন লাখ টাকার দায়ে ফেল্লুম, ফুলীকে দিয়ে নোট্ পুড়িয়ে তুই তাকে বাঁচালি. ফুলীকে পাছে আমি তোর কাছ থেকে নি, এইজন্য চক্রান্ত ক'রে আমায় দ্বীপান্তরে পাঠাবার বন্দোবস্ত করেছিস্। ক্ষুধাতুর ব্যাঘ্রের মুখ থেকে আহার কেড়ে নিয়ে ভেবেছিলি, তাকে পিঁজরেয় পুর্‌বি। আজ আর আমার হাতে তোর নিস্তার নেই। মনে ক'রেছিস্, তুই ফুলীকে নিয়ে রাসলীলা ক'র্‌বি, আর দ্বীপান্তরে ব'সে আমি সেই ছবি ধ্যান ক'র্‌বো! তার আগে তোকে খুন ক'র্‌বো।

মন্মথ। খুন ক'র্‌বে? তা'হ'লে তো তুমি পরম বন্ধুর কাজ ক'র্‌বে। আমি তোমার সর্ব্বনাশ ক'রেছি, কিন্তু এখনও ব'ল্‌ছি, আমি নিজের স্বার্থের জন্য করিনি। মকদ্দমা ওঠ্‌বার আগে তুমি যদি আমার কথা শুন্‌তে, পার্টিসন্ সুট্ রফা ক'র্‌তে, তা'হ'লে তোমাকেও হাজতে যেতে হ'ত না, আমাকেও অনুতাপে দগ্ধ হ'তে হ'ত না। নীরো দা, আমি অপরাধ ক'রেছি, আমায় মার্জ্জনা করো। যে দণ্ড দেবে দাও, আমি বুক পেতে নেব। মৃত্যু এখন আমার শান্তি!

নীরদ। ফুলি! ফুলি! এখানে থাক্‌তিস্ তো দেখ্‌তিস্—তোর পেয়ারের মোনা বাবুকে কি ক'রে খুন করি।

খুন করিতে অগ্রসর হওন ও ফুলীর পশ্চাৎ হইতে আসিয়া হস্ত ধারণ

ফুলী। ফুলি—ফুলি,—এই যে ফুলী! ফুলী বেঁচে থাক্‌তে তুমি মোনা বাবুর গায়ে একটি আচড় দিতে পা'র্‌বে না।

নীরদ। ফুলি, সর্, বাধা দিস্ নি।

ফুলী। আজ দু'দিন তোমার পেছু পেছু ঘুর্‌ছি। তোমার চোখে তোমার অন্তরের অভিসন্ধি দেখেছি। আমি থাক্‌তে তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হবে না, মোনা বাবুকে মা'র্‌তে পা'র্‌বে না।

নীরদ। তবে তুমিই মর, মর, মর! (ফুলীকে অস্ত্রাঘাত ও ফুলীর পতন)

মন্মথ। নীরো দা, কি ক'র্‌লে—কি ক'র্‌লে? নীরো দা যে দণ্ড তুমি আমায় দিলে এর কাছে প্রাণদণ্ড অতি তুচ্ছ! ফুলি, আমার প্রাণরক্ষা কর্‌বার জন্য, তোর অমূল্য জীবন তুই বিসর্জ্জন দিলি? আহা—নির্ম্মল কুসুম-কলি!—নীরো দা, তুমি দাঁড়িয়ে কেন? আমাকে মার। এখন আমার প্রাণবধ করা—করুণা। আত্মঘাতী হওয়া মহাপাপ! নীরো দা, আমায় মার, জীবনে একটা ভাল কাজ করো। আমায় খুন ক'র্‌লে তোমার অশেষ পুণ্য হবে! মারো—মারো,—দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

নীরদ। না, আর তোকে মা'র্‌বো না, তোকে কি দণ্ড দিয়েছি, আমি বুঝেছি, তুই বেঁচে থেকে জ্ব'লে মর্।

মন্মথ। নীরো দা, শোনো, তুমি পালাও, শীগ্‌গির পালাও। ঐ ঘরে কাপড় আছে, এই রক্তমাখা কাপড় জামা ছেড়ে তুমি পালাও।

নীরদ। তোর মতলব যাই হোক,—আপাততঃ তোর কথা শুন্‌বো।

[নীরদের কক্ষাভিমুখে দ্রুত প্রস্থান।

মন্মথ। মালি, মালি, শীগ্‌গির পুলিসে খবর দে—খুন হ'য়েছে।

মালীর আগমন ও প্রস্থান

আহা এখনও চক্ষু যেন সজীব র'য়েছে,—যেন মহা ধ্যানে মগ্ন! পরের জন্য আত্ম-বিসর্জ্জন! আমায় ভাল শিক্ষা দিয়ে গেল। আমি কথার কথা শিখিয়েছিলুম, ফুলী আমায় কাজে শেখালে!

ইন্‌স্পেক্‌টার, জমাদার ও পাহারাওয়ালাগণের প্রবেশ

ইন্‌স্। এ কি!—কে এ কাজ ক'র্‌লে?

মন্মথ। আমি।

ইন্‌স্। আপ্‌নি ফুলীকে হত্যা ক'রেছেন?

মন্মথ। হ্যাঁ।

ইন্‌স্। মন্মথ বাবু, এ কি সম্ভব?

মন্মথ। সবই সম্ভব। আমার অবাধ্য হ'য়েছিল, সেই রাগে মেরেছি।

ইন্‌স্। এ কি!—ন'ড়ে উঠ্‌লো কেন? চোখ মেল্‌চে।

মন্মথ। ফুলি, ফুলি! ওঃ! মূর্চ্ছা হ'য়েছিল—বুঝ্‌তে পারি নি। একটু ব্রাণ্ডী দিই, যদি কিছু ফল হয়। [প্রস্থান।

নকুল অবধূতের প্রবেশ

অব। আজ বাবার বিয়ে, দাও তোমার বাগান থেকে দুটো নাগেশ্বর ফুল পেড়ে। (ফুলীকে দেখিয়া) এ বেটী এখানে প'ড়ে যে! রং মেখেছে, বাবার বে দেখ্‌তে যাবে বুঝি! তাইতো বটে—তাইতো বটে! ঐ যে সব ঝম্ ঝম্ ক'রে আস্‌ছে যাচ্ছে!

ফুলী। (চৈতন্যলাভ করিয়া) বাবা!

অব। বাবাই বল্, আর বেটাই বল্,—বেটী, আজ আর তোর সঙ্গে ঝগড়া ক'র্‌বো না।

মন্মথর ব্রান্ডী লইয়া পুনঃ প্রবেশ

মন্মথ। ফুলি, খা।

ফুলী। মোনা বাবু, ওষুদ আর খাব না, গঙ্গাজল দাও।

অব। খা বেটী, বাবার চরণামৃত খা, আমার কমণ্ডলুতে আছে। (কমণ্ডলু হইতে চরণামৃত প্রদান)

ফুলী। মোনা বাবু, আমায় একটু তুলে ধরো, আমি গঙ্গা দেখ্‌বো।

অব। দেখ্‌বি বই কি রে বেটী, দেখ্‌বি বই কি!

গঙ্গাভিমুখী করিয়া ফুলীকে শয়ান করান

ওঃ! তোকে আজ কোলে নেবে কি না! বেটীর হাত তুলে তুলে নাচন দেখ্! ঐ দেখ্ বেটী, তোর মত সব আকাশ ছেয়ে এসেছে, তোকে নিয়ে যাবে ব'লে!

ইন্‌স্। মা, এই গঙ্গা সাম্‌নে, তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। মা, কে তোমায় ছুরি মেরেছে?

ফুলী। নীরদ বাবু।

ইন্‌স্। অবধূত, শুন্‌লে? ব'ল্লে—নীরদ বাবু। (জমাদারের প্রতি) জমাদার, নীরদ-বাবুকে চেন। ঘাটে ঘাটে পাহারা ব'সিয়ে দাও, ষ্টেশনে ষ্টেশনে লোক রাখ, আসামী যদি পালায়, তুমি দায়ী। ঠিকাগাড়ী ক'রে সব বন্দোবস্ত করো। [জমাদারের প্রস্থান। ফর্সা কাপড় চাদর প'রে তাড়াতাড়ি গিয়ে নীরদ বাবু আমায় ব'লে গেল,—"নার্সারিতে খুন হ'য়েছে"। একজন এ বাড়ী সার্চ্চ (search) করো, দু'জন পাহারায় এখানে মোতায়েন থাক, —আমি চট্ ক'রে ম্যাজিষ্ট্রেটের অর্ডার নিয়ে আস্‌ছি।

মন্মথ। (জনান্তিকে) ইন্‌স্পেক্টার বাবু, যাতে শেষ কার্য্যটার কোন বিঘ্ন না হয়, একটু দেখ্‌বেন।

ইন্‌স্। আপনারা গঙ্গাতীরে নিয়ে গিয়ে রাখ্‌বেন, আমি এলুম ব'লে।

[প্রস্থান।

অব। ঐ বেটী দেখ্—তোর রথ এলো! যা বেটী—হরগৌরীর মিলন দেখ্‌গে যা! বেটী নায়িকা ছিল কি না, বাবার মন্দিরে যখন যেতো, পায়ে নূপুর বাজ্‌তো—শুন্‌তুম। বেটী শাপ-ভ্রষ্টা হ'য়ে বেশ্যার ঘরে জ'ন্মেছিল। ওর মা কীর্ত্তন গাইতো কি না! এ বেটী তো যখন বাবার কাছে কেঁদে কেঁদে গান ক'র্‌তো, তখন দেখ্‌তুম, বাবার গা জলে ভেসে যাচ্ছে। ও বেটী না গেলে হর-গৌরীর মিলন হয়? দেখ্ বেটী, এই ফুল নিয়ে যা,—বাবাকে মাকে সাজাবি! (ফুলীর গাত্রে ফুল ছড়াইয়া দেওন) হরি নাম গান ক'রে তোর মা, তোর মত মেয়ে পেয়েছিল। হরিনাম শোন্ বেটী! (ফুল দিতে দিতে) হরি-বোল—হরিবোল—হরিবোল!

ফুলী। আত্মবিসর্জ্জন! মোনাবাবু, বুঝ্‌তে পেরেছি কি?

মৃত্যু

মন্মথ। ফুলি, ফুলি! সব ফুরোল'!

অব। চল্ চল্—মা গঙ্গা অধীর হ'য়েছে, বেটীকে তাঁর কোলে দিইগে চল্! মিছে কাজে ঘুরে বেড়াচ্ছি, বেটী আজ আমার চোখ্ ফুটিয়ে দিলে।

[ফুলীকে লইয়া সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

উপেন্দ্রের বাটীর কক্ষ

বিরজা, নিতাই ও বৈদ্যনাথ

নিতাই। বউদিদি, শিবু উকীলের নামে মকদ্দমা ক'র্‌লে, আদালতে পাঁচ রকমের লোক পাঁচ কথা কইবে, একটা কুৎসা রটনা হবে।

বিরজা। কি, শিবু উকীলকে ক্ষমা ক'র্‌বো? আমার কুলবধূর অপমান ক'রেছে!

নিতাই। সে কি ব'ল্‌তে এসেছে, তুমি শোনো, তার পর যা ব'ল্‌বে—ক'র্‌বো। (বৈদ্যনাথের প্রতি) ব'দে, শিবুকে নিয়ে আয়।

[বৈদ্যনাথের প্রস্থান।

শিবু উকীলকে লইয়া বৈদ্যনাথের পুনঃ প্রবেশ এবং বিরজার অন্তরালে গমন

শিবু, বউদিদি এই দোরের পাশে আছেন, কি ব'ল্‌বে বলো।

শিবু। বউঠাক্‌রুণ, আমায় মার্জ্জনা করুন। আমি আপনিই আপনার দণ্ড গ্রহণ ক'চ্চি। আর কেন আদালতে আমার নামে নালিশ ক'র্‌বেন। বৈদ্যনাথ বাবু, হ্যাণ্ডনোট্‌গুলো আমায় দেন। মা, আমি নিজে থেকে টাকা দিয়ে শৈলেন বাবুর মকদ্দমা খরচ ক'রেছি। তিনি তার জন্য আমাকে এই সব হ্যাণ্ডনোট্‌ লিখে দিয়েছিলেন। আপনার সাম্‌নে সে সব ছিঁড়ে ফেল্‌ছি। (তথা করণ) আপনার অবর্ত্তমানে উনি যে আপনার অর্দ্ধেক বিষয় পেতেন, তা আমায় লিখে দিয়েছিলেন। আমি তা রিকন্‌ভে (reconvey) ক'রে দিচ্ছি, এই নিন্‌ তার দলিল। (প্রদান) মা, আমি আর কো'ল্‌কাতায় থাক্‌বো না, পশ্চিমে কোথাও প্রাক্‌টিস্‌ ক'র্‌বো, আমায় দয়া ক'রে ছেড়ে দিন্‌।

বিরজা। নিতাই ঠাকুরপো, তুমি না ব'লছিলে ওঁকে ক্ষমা ক'র্‌তে?

নিতাই। না, শিবু উকীলকে কিছুতেই ক্ষমা করা হবে না।

বিরজা। না নিতাই ঠাকুরপো। (বৈদ্যনাথের প্রতি) বদি ঠাকুরপো, কি বল? শরণাগতকে পীড়ন ক'র্‌লে অধর্ম্ম হবে। রাধাবল্লভজী রাগ ক'র্‌বেন। আমার শ্বশুরের ভিটে থেকে কেউ কখনো মনঃক্ষুণ্ণ হ'য়ে যায় নাই। তুমি ওঁর ন্যায্য পাওনা ওঁকে চুকিয়ে দিও।

নিতাই। শিবু, কাল দেখা ক'রো।

শিবু। এই দেবীকে আমি কটু কথা ব'লেছিলুম!

[প্রস্থান।

বৈদ্য। বউদিদি, উপেন কেমন আছে?

বিরজা। আর থাকাথাকি কি ভাই—সে মানুষ আর নেই। কেমন বিব্‌ভুল হ'য়েছে;—কখন নিজেকে মনে করে ম'রে গেছে, কখন একটু জ্ঞান হয়। একটা কাগজের টুপি হাতে ক'রে বেড়ায়। রাধাবল্লভজীর মনে কি আছে, জানি না। ওর ভরসা আর কিছু করি নে!

উপেন্দ্রের প্রবেশ

উপেন্দ্র। কে তোম্‌রা, পালাও—পালাও। মায়ে-বেটায় আবার কি পরামর্শ ক'চ্চে। যখনই অম্‌নি ফুসুর-ফাসুর করে, তখনি দাউ দাউ ক'রে আগুন জ্ব'লে উঠে। পার্টিসন্‌ সুট্‌ হবার আগে অম্‌নি ফিস্‌ফাস ক'র্‌তো। পাগল ব'লে উপেনের পায়ে বেড়ি দেবার আগে আবার তেম্‌নি ফিস্‌ফাস ক'রেছিল। উপেন ম'রে বেচে গেল। কাল থেকে আবার ফুস্‌ফুস্‌ চ'ল্‌ছে।

বিরজা। সত্যি,—কথাতো একেবারে পাগ্‌লামো নয়। কা'ল সন্ধ্যারাত্রে নীরে হন্ত-খন্ত হ'য়ে এলো। তার পর থেকে দু'জনে পরামর্শ চ'লেছে। এত কিসের পরামর্শ গা? হাজত থেকে ফিরে এসে অবধি গুম্‌ হ'য়ে র'য়েছে। কারো সংগে দেখা না, পরামর্শ না, সন্ধ্যে হ'লে একবার ক'রে দোর খুলে বেরোয়, কার কাছে যায়—কে জানে!

উপেন্দ্র। পালাও পালাও, মাগীটা ব'ল্‌ছে, নরবলি—খাবো খাবো। ছোঁড়া ব'ল্‌ছে—দোবো দোবো। উপেন ম'রে গিয়ে বেঁ'চে গেল। নইলে তাকে ধ'রেই বলি দিত।

নিতাই। উপেন কি ম'রেছে, ম'রেছে ব'ল্‌ছ? এই তো দিব্যি আমাদের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে র'য়েছ। আমায় চিন্‌তে পাচ্ছ না? আমি কে বল' দেখি?

উপেন্দ্র। তোমায় চিনি, তুমি নিতাই উকীল। এই ব'দে, আর এই তার বড় বউদিদি।

বৈদ্য। তবে যে ব'ল্‌ছ—উপেন ম'রেছে?

উপেন্দ্র। ম'রেছে—ম'রেছে—উপেন ম'রেছে।

শৈলেন্দ্রের প্রবেশ

শৈলেন্দ্র। আমার একটু তন্দ্রা এসেছে, আর অম্‌নি চ'লে এসেছ? চল',—আমি বাতাস করিগে, একটু ঘুমুবে—চলো। নিতাই দা, মেজদা খবরের কাগজে একটা বড় গাধার টুপি ক'রেছেন, সেই স্কুলে যেমন মাথায় পরিয়ে দেয়,

—সেইটে কখন' কখন' মাথায় দেন। আর বলেন —"মাম্‌লা ক'রে এনাম পেয়েছি।" বউদিদি, তুমি কি এই সব দেখ্‌তে আমায় বাড়ী আন্‌লে? তুমি না ব'ল্লে, তোকে দেখ্‌বার জন্য ঠাকুরপো প্রাণ রেখেছে। মেজ্‌দা, আমায় চিন্‌তে পাচ্ছো না?

উপেন্দ্র। চিনেছি—চিনেছি—তুই শৈলেন। তুই লাঠি মেরে উপেনকে মেরে ফেলেছিলি। তোকে একটা পেত্নী ডাক্‌লে, পেত্নীটা তোর ঘাড় ভাঙ্গ্‌বে ব'লে, উপেন তোকে ছেড়ে দিতে চায় নি। তুই লাঠি মেরে উপেনকে মেরে ফেলে চ'লে গেলি।

শৈলেন্দ্র। মেজ্‌দা সত্যিই তখন আমায় পেত্নীতে পেয়েছিল। আমি বুঝ্‌তে পারি নি, আমায় মার্জ্জনা করো, আমার যথেষ্ট শিক্ষা হ'য়েছে।

উপেন্দ্র। শিক্ষা হ'য়েছে?

শৈলেন্দ্র। মেজ্‌দা দেনায় মাথার চুল বিক্রী হ'য়ে গেছে, জোচ্চোর খ্যাতি হ'য়েছে, লম্পটে স্ত্রীকে অপমান ক'রেছে! এততেও যদি শিক্ষা না হয়, তবে আর কিসে হবে তা জানি নি।

উপেন্দ্র। বটে বটে!—এতদূর হ'য়ে গেছে! লম্পটে তোর স্ত্রীকে অপমান ক'রেছে? তা বেশ হ'য়েছে—বেশ হ'য়েছে। কি বল্লি—কথাটা বুঝি। লম্পটে তোর স্ত্রীকে অপমান ক'রেছে? তবে তো তোর খুব শিক্ষা হ'য়েছে। যাক্‌—তা বেশ হ'য়েছে, তোর ভাই উপেন বেঁচে থাক্‌লে এতটা হ'ত না। তা, তুই তো তাকে লাঠি মেরে, মেরে ফেল্লি। এখন আর কাঁদ্‌লে কি হবে? তা' কাঁদ—কাঁদ; কাঁদ্‌লে অনেক জ্বালা জুড়োয়। আমার চোখে জল নেই,—চোখের জল সব আগুন হ'য়েছে, তাই সর্ব্বশরীর জ্ব'ল্‌ছে।

শৈলেন্দ্র। নিতাই দা, কি কুলাঙ্গার জ'ন্মেছিলুম। যুধিষ্ঠিরের মত ভাই আমার জন্য পাগল হ'ল!

উপেন্দ্র। চুপ কর্‌—ভাইয়ের জন্য কাঁদিস্‌নে। এখনি মায়ে-পোয়ে তোর পায়ে বেড়ি দিয়ে পাগ্‌লা গারদে পাঠাবে। উপেনকে পাঠাচ্ছিল, ম'লো,—তাই বেঁচে গেল।

বৈদ্য। উপেন, তুই তো মরিস্‌ নি, এই তো বেঁচে আছিস্‌।

উপেন্দ্র। না না—ম'রেছে—ম'রেছে,—তোম্‌রা জানো না। তার ছেলে দানসাগর ক'রেছিল। তোমাদের বুঝি নিমন্ত্রণ করে নাই? খুব ঘটা ক'রে দানসাগর ক'রেছিল। বাপের এক ছেলে—দানসাগর ক'র্‌বে না? ঘরোয়ানা ঘরের ছেলে, দানসাগর ক'র্‌বে না? খুব দানসাগর হ'য়েছিল,—বড় বড় উকীল কাউন্সিলি সব সভাস্থ হ'লো,—কত আইনের সব বিচার হ'লো, খুব দরাজ কাজ ক'রেছে। ঘটী, বাটী, ঘড়া, গাড়ু, খাট, বিছানা, গাড়ী, জুড়ি, বাগান, বাড়ী সব দান ক'রেছে। ভূদানে অশেষ পুণ্য, তাই তালুক মুলুক পর্য্যন্ত দান ক'রেছে। আর সোনারূপো মুটো মুটো দু'হাতে বিলিয়েছে। তার পর ভূরি ভোজন,—খালি 'দীয়তাং ভুজ্যতাং—দীয়তাং ভুজ্যতাং' নেড়ে পেয়াদা পর্য্যন্ত বাদ যায় নি।

বৈদ্য। উপেন, কোথায় শ্রাদ্ধ হ'লো? তুইও যেমন—

উপেন্দ্র। কেন হাইকোর্টে। ক'র্‌বে না, ক'র্‌বে না,—বাপকে স্বর্গে দেবে না? বাপকে অন্ন বস্ত্র দান ক'র্‌লে, তার সঙ্গে এই মটুক দিলে। মটুক দিতে হয়। বাপ যে!—দেবে না? এই দেখ্‌—(টুপি পরিয়া) কেমন দেখাচ্চে বল্‌ দেখি?

বিরজা। ঠাকুরপো, তোমার এই দশা চোখে দেখ্‌তে হ'ল!

উপেন্দ্র। বেঁচে থাক্‌লেই দেখ্‌তে হয়! অনেক দেখ্‌তে হয়, তাই উপেন ম'রেছে। নইলে ভাইকে পথের ভিখারী দেখ্‌তে হ'ত, লম্পটের হাতে কুলবধূর অপমান দেখ্‌তে হ'ত, ছেলে জাল ক'রেছে দেখ্‌তে হ'ত,—তাই ম'রেছে—উপেন তাই ম'রেছে!

মন্মথর প্রবেশ

মন্মথ। বড় মা, তোমার ফুলী ফুলের মত পুড়ে গেল!

সকলে। আঁ—ফুলী পুড়ে ম'রেছে?

মন্মথ। খুন হ'য়েছে।

সকলে। কে খুন ক'র্‌লে?—কে খুন ক'র্‌লে?

মন্মথ। মা, ছুরি মেরেছে নীরো দা; কিন্তু খুন ক'রেছি আমি। মা, আমারই হীন কৌশলে

জাল মকদ্দমার সৃষ্টি। তার জন্য নীরো দা'র ক্রোধ,—তার ফলে ফুলীর মৃত্যু।

উপেন্দ্র। কুলবধূর অপমান, নারীহত্যা! বেঁচে থাক্‌লে অনেক দেখ্‌তে হয়, অনেক দেখ্‌তে হয়।

মন্মথ। মা, আমায় বিদায় দাও। আমি নর-সমাজে থাক্‌বার যোগ্য নই,—আমার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। শুনেছি, ভগবান্ করুণাময়, তাঁর চরণ অবলম্বন ক'র্‌বো—যদি শান্তি হয়।

বিরজা। মোনা, শোন্। তোর হৃদয়—নিঃস্বার্থ হৃদয়। তুই ভুল ক'রেছিলি, অসৎ উপায় অবলম্বন ক'রেছিলি। অসদুপায়ে সদুদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। ভগবান্ মন দেখেন, তোকে ক্ষমা ক'র্‌বেন। তুই যেমন তাঁর কাজ ক'রছিস্, তেমনি কর—শান্তি পাবি।

নীরদ, তৎপশ্চাৎ তরঙ্গিণী, তৎপশ্চাৎ
ইন্‌স্‌পেক্টার, জমাদার, পাহারাওয়ালা
প্রভৃতির প্রবেশ

তর। ওগো রক্ষা করো—রক্ষা করো, আমার নীরেকে পুলিস ধ'র্‌তে এসেছে।

ইন্‌স্। In the name of the King. I arrest you for murder.

নীরদ। মিথ্যা কথা—প্রমাণ কি? কার হুকুমে অন্দরে এসেছ?

ইন্‌স্। নীরদ বাবু, সতর্কতা অবলম্বন না ক'রে কি বাঘের ঘরে ঢুকেছি? এই দেখুন—ম্যাজিস্ট্রেটের ওয়ারেন্ট্।

বিরজা। ওগো ঠাকুরপোকে দেখ'—ঠাকুরপোকে দেখ'।

বৈদ্য ও নিতা। উপেন, উপেন—

উপেন্দ্র। অনেক দেখ্‌তে হয়—অনেক দেখ্‌তে হয়। নির্ম্মল কুলে কুলস্ত্রীর অপমান, জাল, নারীহত্যা, অন্দরমহলে পুলিস, হাতে হাতকড়ি! অনেক দেখ্‌তে হয়! আরো দেখ্‌বার সখ আছে? আর কেন? চার পো পরিপূর্ণ হ'য়েছে—আর কেন? হৃদয় কি পাথরের চেয়েও কঠিন! ওঃ!—ওঃ!—(পতন)

সকলে। কি হ'লো—কি হ'লো—

বিরজা। ঠাকুরপো, আমি পতি-পুত্রহীনা, আমার ভার কারে দিয়ে যাচ্ছ? মোনা, একবার তুই ঠাকুরপোকে বাঁচিয়েছিলি, এবার রক্ষা কর্।

মন্মথ। (পরীক্ষা করিয়া) Terrible brain-strain—bloodvessel ফেটে গিয়েছে, নাক দিয়ে রক্ত ছুট্‌ছে, আর আশা নাই, এইবার ফুরুলো!

তর। কি হ'লো—একদিনে পতি পুত্র দুইই হারালুম! (পতন)

সকলে। কি হ'লো—কি হ'লো!

বৈদ্য। উপেন, ফেলে চ'লে গেলি! ভাইরে—

নিতাই উপেন, উপেন—

বিরজা। ডেকো না, ডেকো না, বড় জ্ব'লেছে—একটু ঠাণ্ডা হ'য়ে ঘুমুক! আর কেন? নিতাই ঠাকুরপো, তোমরা ওর বন্ধু ছিলে, এখন বন্ধুর যা শেষ কাজ, তা করো। আহা! রাজরাজেশ্বর—ধুলোয় প'ড়ে লোটাচ্চে! শৈলেন, ওঠ্,—এ বংশের মান মর্য্যাদা এখন তোর হাতে। মেজ বউ, ওঠ্—যা হ'য়েছে, আর তো উপায় নেই দিদি! নিতাই ঠাকুরপো, নীরে বংশের একমাত্র সন্তান, যাতে ফাঁসীটা রদ হয়, প্রাণপণে চেষ্টা ক'রো, পিতৃপুরুষের জলগণ্ডূষ বজায় থাক্‌বে।

নিতাই। বউদিদি, ধন্য তুমি, ধন্য তোমার ধৈর্য্য! সংসারে কেমন ক'রে থা'ক্‌তে হয়, তুমি শেখালে! তোমার মত বধূই কুললক্ষ্মী—আদর্শ গৃহিণী। সমাজের কল্যাণের জন্য বাঙ্গালার ঘরে ঘরে তুমি বিরাজ ক'রো।

যবনিকা পতন

মহাপূজা

[রূপক]

(১২৯৭ সাল পৌষ মাসে ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)

পাত্রপাত্রীগণ

বৃটানিকা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, ভারতমাতা ও ভারতসন্তানগণ

সংযোগ-স্থল—ভারতবর্ষ

প্রথম দৃশ্য

বৃটানিকা, লক্ষ্মী ও সরস্বতী

লক্ষ্মী, সরস্বতী। গীত

সিন্ধু-খাম্বাজ—ত্রিতালী

জিনিয়ে শারদশশী ঈষৎ হসিতাধরা,
নলিনী-নয়না বামা মানব-দুরিতহরা।
নতশির ধরাধর, সাগর যোগায় কর,
পূজে রাজ-রাজেশ্বর, চরণে লুণ্ঠিত ধরা।
জড়িত গৌরব হারে, ন্যায়-দয়া একাধারে;
দুর্জ্জন সভয়ে হেরে, কাতরে করুণাভরা।
যাহার আশ্রয় ধরি, ভারত ভ্রমণ করি,
দেবী রাজ-রাজেশ্বরী বরদে অভয়করা।

বৃট।

হৃদয়ে নৈরাশ ধরি, জন্মভূমি পরিহরি,
প্রবেশ করিলে দোঁহে বৃটন-আলয়ে।
মমাশ্বাসে পুনঃ আসি, হয়েছ ভারতবাসী,
বিহর ভারত-ভূমে বৃটন-আশ্রয়ে।
হায় প্রতিকূল ধাতা, অভাগা ভারতমাতা,
দুখিনী ভগিনী নারে পালিতে সন্তান;
আশ্রয়-বিহীনা সতী, শুন লক্ষ্মী, সরস্বতী,
তাঁর পুত্র হেতু সদা কাঁদে মম প্রাণ।
মমোপরে নানা ভার, নানা রাজ্য-অধিকার,
সূর্য্য অস্ত নাহি যায় মম অধিকারে;
নাহি মম অবসর, ব্যস্ত রহি নিরন্তর,
সসাগরা ধরার বাণিজ্য রাখিবারে।
তোমাদের হেথা রাখি, সদাই নিশ্চিন্ত থাকি,
বহুদিন হতে নাহি জানি বিবরণ;
ভারত-সন্তানগণ, আছে সবে কে কেমন,
ব্যগ্র আমি, তত্ত্ব ল'তে তাই আগমন।
সুবদনি বাগ্‌বাণি, কহ সবিশেষ বাণী,
বিপুল এ রাজ্যে কর কিরূপে বিহার;
ভারতে কি সমাদরে, পূজা হয় ঘরে ঘরে,
নানা স্থানে হেরিলাম মন্দির তোমার।
লক্ষণ যদ্যপি হয়, স্বরূপের পরিচয়,
জ্ঞান হয়, এ ভারত তব অনুগত;
দেখে শুনে বার বার, বাহ্যিক লক্ষণে আর,
কিন্তু হায় প্রত্যয় নাহিক মম তত।
সুবদনি সুধি তাই, সত্য-তত্ত্ব জেনে যাই,
বিজ্ঞ কি গো এবে অজ্ঞ ভারত-সন্তান;
দূর কি হয়েছে ভ্রান্তি, বিহার করে কি শান্তি,
বিজ্ঞানের হেতু কি গো আদরে বিজ্ঞান?

সর।

শুন সতি তব ভাষে, আসি পুনঃ পুণ্যবাসে
অভাগিনী-পুত্রগণে করিনু যতন;
প্রলোভন দিয়ে কত, করিলাম অনুগত,
পরীক্ষা করিয়া লহ ভগ্নীর নন্দন।
নাম ধরি বাগ্‌বাণী, সংশোধন করি বাণী,
আনন্দে বিরাজি আমি প্রতি রচনায়;
তব শ্বেতপুত্র সম, বাক্‌শক্তি নিরুপম,
তব পুত্র অনুগামী সবে রচনায়।
কুটিল বিজ্ঞানচ্ছেদ, কবি-মর্ম্ম করে ভেদ,
রাজনীতি-বিশারদ মম উপাসক;
ব্যবহার-শাস্ত্রদক্ষ, রচে অট্টালিকা লক্ষ,
দেহতত্ত্ব অবগত নিপুণ ভিষক্।
মসীজীবী সুশিক্ষিত, শিল্প জানে কথঞ্চিৎ,
ব্যায়াম-বিজ্ঞানের ক্রমে করিছে আদর;
মম পূজা-অধিকারী, শত শত কুলনারী,
প্রতি ঘরে আমার অর্চ্চনা নিরন্তর।
ফিরি প্রতি ঘরে ঘরে, মম উপদেশ বরে,
স্নেহময়ি, সুশাসন বুঝেছে তোমার;

নিত্য তব গুণ গায়, তব নাম প্রার্থনায়,
নির্ম্মল অটল ভক্তি হৃদয়ে সবার।
যেবা তব প্রয়োজন, করে তাহা প্রাণপণ,
রাজকার্য্যে যথাসাধ্য হয়েছে সহায়;
তোমার কৃপার বলে, দেখ তব পদতলে,
একত্রে ভারতবাসী উচ্চ কার্য্য চায়।

বৃট।
কমলবাসিনি কহ, কিরূপে ভারতে রহ,
পূজা কি করিছে তব ভারত-নিবাসী?
কি ভাবে বিরাজ সতি, হেথা ফিরে আসি?
দুঃখিনী সন্তানগণে, অন্নকষ্টে অযতনে,
মলিন আবাসহীন আছিল সকলে;—
অন্নপূর্ণ গৃহে কি গো তব কৃপাবলে?
মহাব্দেব্দ পরস্পর, ভাঙ্গিল নগর ঘর,
নিত্য হ'ত লুণ্ঠন এ ভারত-আলয়;—
সভীতা ভগিনী নিল আমার আশ্রয়।
দেখিনু সে সময়, মহামারী মহাভয়,
দুরন্ত দুর্ভিক্ষ ফিরে মেলিয়ে বদন;—
শুনিনু বিশাল ভূমে বিপুল রোদন।
যথা তব কৃপা হয়, সেই স্থান সুখালয়,
সুখের আবাস কি গো এ ভারতভূমি?
ভাগ্য কি প্রসন্ন, ভাগ্যপ্রদায়িনী তুমি!

লক্ষ্মী।
ব্যাপিয়া বিশাল রাজ্য, হের সতি মম কার্য্য,
লক্ষ লক্ষ অট্টালিকা নেহার সম্মুখে,
শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র হেরে কৃষি হাসিমুখে।
জিনিয়ে মেঘের ধ্বনি, শুন—শুন, সুবদনি,
গর্জ্জে ধায় বাণিজ্যবাহক ধূমযান;—
বাণিজ্যের কলরব শুনহ প্রমাণ।
পূজা দিতে মম পায়, দেশ দেশান্তরে ধায়,
নিরুদ্যম গৃহপ্রিয় ভারত-সন্তান,—
মম কৃপা-কণা আশে তুচ্ছ করে প্রাণ।
মম কৃপা পাবে ব'লে, সাগর লঙ্ঘিয়া চলে,
অর্থকরী নানা বিদ্যা করে উপার্জ্জন;—
অজর অমর জ্ঞান করিয়ে আপন।
দুর্গম অরণ্যে পশে, ব্যোমযান হ'তে খসে,
ভারতসন্তান সবে সমরে সহায়;
ক্ষুদ্র বঙ্গবাসী দেখ, সৈন্য-কার্য্য চায়।
কিন্তু এই দুঃখ মনে, ভারতসন্তানগণে,
কোনমতে শিখিল না আপন নির্ভর;—
শিল্প-কার্য্যে নিয়োজিত করিল না কর।
এ দুঃখ কহিব কারে, তব শ্বেতপুত্র-স্বারে,
পরিধেয় বস্ত্র তরে অধীন সকলে,—
শ্বেতপুত্র-শিল্পবলে গৃহে দীপ জ্বলে!
লবণের প্রয়োজন, নিত্য জানে জনে জন,
তব পুত্র হতে তাহা ক্রয় করি আনে;—
শিল্পি নাহি হয় কেহ, শিল্প নীচজ্ঞানে।
প্রিয় ভগ্নী সরস্বতী, নানা বিদ্যা দিল সতী,—
করিতেন যদি হায় এই ভ্রান্তি দূর,—
ভারতের সমকক্ষ হ'ত কোন্ পুর?
সুজলা সুফলা বামা, ফল ফুলে সাজে শ্যামা,
বৈজ্ঞানিক শিল্প বিনা সকলি বিফল,
শারীরিক শ্রম বিনা শরীর দুর্ব্বল।
যদি হয় অনুমতি, আজ্ঞা দেহ ভাগ্যবতী,
সরস্বতী দিন রাজ্যে শিল্প উপদেশ,—
কি কার্য্য করিব পরে দেখিবে বিশেষ।

বৃট।
বল সতি, কি কারণে, ভারতসন্তানগণে,
এত দিন শিল্পবিদ্যা কর নি প্রদান,—
চিরদিন শিল্প জান উন্নতি সোপান।

সর।
অনুমতি মম প্রতি, কর নাই ভাগ্যবতি,
রাজোৎসাহ একমাত্র শিল্পের সহায়;—
সে সাহায্য বিনা শিল্প সদা নিরুপায়।
ছিল শিল্প নানা মত, শ্বেত-শিল্প-তেজে হত,
নিরুৎসাহে শিল্পকার্য্য না কর গ্রহণ;—
ভারতসন্তানে দেহ আশ্বাস-বচন।
কি বেদনা মনে মনে, ভারতসন্তানগণে
সমবেত তব পদে কহিতে কাহিনী;—
বেদনা মোচন কর ভুবন-বন্দিনী।
বৃট। ভারত সন্তান কিবা করে আবেদন,
চল যাই, সে সকল করিব শ্রবণ।

[বৃটনিকার প্রস্থান।

লক্ষ্মী, সরস্বতী। গীত

লুম-ঝিঁঝিট—দাদ্‌রা

আমোদে বহ মলয়-বায়,
ঝ'রে কুসুমকলি পড় রাঙা পায়।
কেন গো বিষাদিনী, হের ভারতজননী,
বরদা বরাননী সদয়া তোমায়।
রবে না বেদনা, পুরাবে বাসনা,
করুণানয়না করুণা বিলায়।

দ্বিতীয় দৃশ্য

ভারতসন্তানগণ

গীত

পাহাড়ী পিলু—ঠুংরী

আজি ভারত-কলংক-ভঞ্জন হে;
দ্বেষাদেষ ভুলি, সবে মিলি' মিলি' খেলি,
মুছিয়ে হৃদয়-অঞ্জন হে।
প্রেমসুধা পিয়ে, অনুরাগ জাগাইয়ে,
কর ভারত হৃদি-রঞ্জন হে।
বাঁধা একতা-পাশে, রহিব এক বাসে
যেন পুনঃ নাহি সহি গঞ্জন হে।
জননী বিষাদিনী, হইবে আমোদিনী,
পুরাইব মাতৃ-আকিঞ্চন হে।

১ ভা-স। ভারত সন্তান, কর কোলাকুলি,
দুঃখনিশা অবসান;
কি হেতু নীরব, এ মহা উৎসবে,
প্রাণ খুলে কর গান।
একতা রতন, বহুদিন হ'তে,
ভারতে ছিল না ভাই,
কর হে যতন, এ মহা রতনে,
পেয়ে যেন না হারাই।
পঞ্জাব প্রয়াগ, অযোধ্যা, কনোজ,
মহারাষ্ট্র, মাড়োয়ার;
মান্দ্রাজ, বোম্বাই, আসাম, নাগপুর,
উৎকল, বঙ্গ, বিহার।
হিন্দু বা খৃষ্টান, পার্শি মুসলমান,
একপ্রাণ আজি সবে;
একতা-বিহীন ভারতসন্তান,
কেহ আর নাহি কবে।
সদয় ইংলন্ড, নাহি আর ভয়,
পুরিবে মনের আশ;
হৃদয়ের সাধ, রেখ না গোপন,
প্রকাশিয়া কহ ভাষ।
জননী যেমতি, শিখায় নন্দনে,
উঠিতে ফিরিতে সাথে,
করুণা-প্রতিমা, ব্রিটন তেমতি,
শিখাইল ধরি হাতে।
জাগাইয়া আশ, করিবে নিরাশ,
কভু ত সম্ভব নহে,
পুত্রের কামনা, জননী-সদনে,
চিরদিন জান রহে।
শ্বেতপুত্র তাঁর, আজি সম্মিলিত,
দেখ আমাদের সনে,
দিতেছে উৎসাহ, নিরুৎসাহ বল,
হ'ব তবে কি কারণে;
স্বার্থ পরিহরি, স্বদেশ-উন্নতি,
এস হে সাধন করি,
আনন্দ উদাম, কর হে প্রকাশ,
ভ্রাতৃভাব হৃদে ধরি।
ভিন্ন ভিন্ন জাতি, যদিও আমরা,
ভিন্ন ভিন্ন ধরি নাম,
ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম, ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম,
ভারত সবার ধাম।
প্রজাধর্ম্মে মোরা, ভিন্ন কভু নহে,
ইংলন্ড নগর প্রভু,
প্রজাধর্ম্মে মোরা ভ্রাতা পরস্পরে,
এ কথা ভুলো না কভু।
যতনে ইংলন্ড, শিখালে সবায়,
এস করি আবেদন,
পরীক্ষা প্রদান, বাসনা সবার,
এইমাত্র আকিঞ্চন।

২ ভা-স। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বক্তা মশাই উত্তম বলেছেন; আসুন আমরা ভারতে 'পার্লামেন্ট' হ'বার প্রার্থনা করি; আমাদের দেশ হ'তেই রাজপ্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হউন; আমরা কি না জানি? আমরা ত সকল বিদ্যাই শিখেছি। কৈ পরীক্ষা হোক, যত ইচ্ছা কঠিন প্রশ্ন দিন; দেখুন সে পরীক্ষায় আমরা উত্তীর্ণ হতে পারি কি না? যদি রাজপ্রতিনিধি নির্ব্বাচনের পরীক্ষা এ স্থানে হয়, আমি নিশ্চয় বল্‌তে পারি, প্রতি প্রেসিডেন্সিতে অন্ততঃ পাঁচজন রাজপ্রতিনিধি ফার্ষ্ট ডিভিসনে, দশ জন সেকেন্ড ডিভিসনে ও পঁচিশ জন থার্ড ডিভিসনে উত্তীর্ণ হইতে পারি, সন্দেহ নাই। ইহার মধ্যে অন্ততঃ প্রতি প্রেসিডেন্সি ও প্রদেশে দুই জন করিয়া স্কলারসিপ পাইতে পারি, তবে কি নিমিত্ত ভারতে 'পার্লামেন্ট' স্থাপিত হইবে না? আমরা বক্তৃতাবিদ্যায় কাহারও দ্বিতীয় নই। তবে পরীক্ষায় পাস হইয়া রাজপ্রতিনিধির পদে পারদর্শী কেন না হইব? তবে আমরা দুর্ব্বল; বলের কার্য্য

ইংলণ্ড করুন, মিলিটেরি বিভাগ সম্পূর্ণরূপে ইংরাজের হস্তে থাকুক, তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই; কিন্তু সিভিল বিভাগ সম্পূর্ণ ভারতবাসীর হস্তে অর্পিত হউক্।

৩ ভা-স। মহাশয়, আপনার ভ্রান্তি হইয়াছে, আমাদের ওরূপ নহে।

২ ভা-স। তবে এ আড়ম্বরের প্রয়োজন?

৩ ভা-স। এ উৎসবে, নিতান্ত প্রয়োজন; ইহার প্রথম উদ্দেশ্য, ভারতের ভ্রাতৃভাব। এ বিস্তীর্ণ ভারতভূমির নানা প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও বর্ণের পরস্পর আলিঙ্গন; আমরা জাতিতে ভিন্ন,—পরস্পর ধর্ম্মে ভিন্ন,—কর্ম্মে ভিন্ন,—ভাষায় ভিন্ন,—কিন্তু এক দেশবাসী ও একরাজ্যেশ্বরীর প্রজা, রাজনৈতিক বিষয়ে আমরা একজাতি; ভারতের স্বার্থের সহিত আমাদের স্বার্থ একীভূত; ভারতের ধনাগমে আমরা ধনী, ভারতের সম্মানে আমরা মানী, ভারতের উন্নতিতে আমরা উন্নত; একত্রে রাজনৈতিক আন্দোলনে আমরা রাজনৈতিক উন্নতিলাভ করিব। যেরূপ চিকিৎসাবিদ্যায় ইংলন্ডের নিকট শিক্ষা করিয়া ভারত-প্রজাপালনে ইংলন্ডকে সাহায্য করিতেছি, ব্যবহারশাস্ত্রে দক্ষতা লাভ করিয়া রাজাকে বিচারকার্য্যে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেছি, ইংলন্ডের নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিয়া সাধারণতঃ যে যে কার্য্যে নিয়োজিত হইয়া রাজকার্য্যের উন্নতিসাধনে সহকারী হইতেছি, রাজনৈতিক বিষয় শিক্ষা করিয়া সেইরূপ ইংলন্ডের উচ্চ রাজকার্য্যের সহকারী হইব। আমাদের গৃহস্থ-ধর্ম্ম ও সমাজের গঠন, এরূপ যে সকল অভাব, দুঃখ, বিদেশী বিশেষ চেষ্টা করিলেও সম্যক্ অবগত হইতে পারে না, আমরা তাহাদের সাহায্য করিলে সে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে।

৪ ভা-স। ভাল, আপনারা এ কিসের গোলমাল কর্‌ছেন? একতা! একতা কিসের! একতা,—কতগুলো বাগাড়ম্বর মাত্র কই, এ কাজে কে যোগদান করেছে?

৩ ভা-স। মহাশয়, কিরূপ আজ্ঞা কর্‌ছেন; দেখ্‌ছেন না, হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সিন্ধুনদ হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত সমস্ত ভারতবাসী একত্রিত। এরূপ সম্মিলন কি আর কখন দেখেছেন?

৪ ভা-স। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এতে মানুষ কে আছে বল, একটা মানুষ কে আছে বল? আমরা এতে যোগদান কর্‌তে চাই নে। আমাদের ও ভাল লাগে না; কিন্তু একছত্রী ব্যাপার! গোড়ায় আমাদের ডাক্‌তেন, একটী ব্যবস্থা করে সুনিয়মে সভা সংস্থাপন কর্‌তেম, এখন গোড়া কেটে আগায় জল, আমরা এ কাজে থাক্‌তে চাইনে; ভারতের উন্নতি! ভারতের উন্নতি,—কি উন্নতিই করেছেন।

৩ ভা-স। মহাশয়, কাহাকেও ত নিষেধ নাই, যাতে ভারতের উন্নতি, তার সদ্‌যুক্তি করুন।

৪ ভা-স। নিষেধ নাই—নিষেধ নাই! নামের বেলা তোমরা, সদ্‌যুক্তির বেলা আমরা; যাও, তোমাদের দলে আমরা থাক্‌তে চাই নে। যে কাজে প্রথমে ডাক্‌লে না, যে কাজে নাম হবে না, এমন কি ভারতের উন্নতি যে, সে কাজে হাত দিতে হবে? 'আপ্ত রেখে ধর্ম্ম' আমার এই স্পষ্ট কথা; এখন আপনারা নাম কিনে নিয়েছ, আমাদের ধামা ধর্‌তে ডাক্‌ছ।

৩ ভা-স। মহাশয়, এ কার কাজ—কে ডাক্‌ছে। আমরা তুচ্ছ নামের জন্য একত্রিত হই নাই, যদি নাম হয়, সমস্ত ভারতবাসীর নাম।

৪ ভা-স। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা কি বুঝি নে, না আমরা দুই একটা অমন কাজ করি নে, নামের জন্যে নয় ত ও কিসের হুড়োহুড়ী—ভারতের উন্নতি, কি উন্নতি করেছ শুনি?

৩ ভা-স। মহাশয়, উন্নতি একদিনে হয় না—উদ্যম করুন, কাজ না হয়, একশ বৎসর পরে হবে, ক্রমে আমরা যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারলেই, ইংলন্ড আমাদের প্রতি যথাযোগ্য রাজকার্য্যের ভার অর্পণ কর্‌বেন।

২ ভা-স। কি, একশ বছর পরে হবে—দশ-পাঁচ বছরের ভিতর 'পার্‌লেমেন্ট' হবে না? আমি 'পার্‌লেমেন্টে' বস্‌তে পাব না? তবে আজ থেকে আমার ইস্তফা, চাঁদাও দেব না, দলেও থাক্‌ব না।

৪ ভা-স। এই ত চাই—এই ত চাই। আপনি আমাদের দলে আসুন, দেখুন না আমরা একটা নূতন কাণ্ড-মাণ্ড করে তুল্‌চি।

৫ ভা-স। মহাশয়, আপনাদের ন্যায় স্বার্থ-পর ব্যক্তির সাহায্য ব্যতীত এ মহতী সমাজের অনুমাত্র ক্ষতি হবে না; যাঁহারা আশু স্বার্থ লাভের প্রত্যাশায় এ সমাজে সাহায্য দান করেছেন, তাঁহারা যত শীঘ্র বহিষ্কৃত হন, ততই ভারতের মঙ্গল। এ সম্মিলনের উদ্দেশ্য—স্বার্থবিসর্জ্জন। ভাবী ফলের নিমিত্ত এ মহা বৃক্ষ রোপণ ভারতের উন্নতি-কামনায় এ বৃক্ষ-প্রতিষ্ঠা, এ উদ্যম দুঃখিনী ভারতমাতার নিমিত্ত, আমাদের নিমিত্ত নয়। ভবিষ্যতে সমস্ত ভারতবাসী যাহাতে রাজনৈতিক বিষয়ে এক-জাতি হয়, ভ্রাতৃভাবে কার্য্য করে, পরস্পর একতা-বন্ধনে বদ্ধ ও পরস্পর বিশ্বাসে চালিত হয়, ইহাই আমাদের উদ্দেশ্য। আমি পুনর্ব্বার বলি, এ সভার উদ্দেশ্য—'স্বার্থসাধন' নয়, 'স্বার্থবিসর্জ্জন'। যে ভারতসন্তান এ উচ্চ শিক্ষালাভ করিয়াছেন, তিনি আমাদের সহিত মিলিত হউন; যাঁহাদের 'স্বার্থসাধন' উদ্দেশ্য, তাঁহারা অপর চেষ্টায় বিবৃত রহুন। এক্ষণে চলুন, আমরা সকলে ভারত-মাতার উপাসনার নিমিত্ত গমন করি।

৬ ভা-স। উপাসনা-মন্দির কি স্থির করা হয়েছে?

৫ ভা-স। মিত্রবর ঘোষজা বোধ হয়, তাঁহার অট্টালিকা প্রদানে অসম্মত হবেন না।

৭ ভা-স। মহোদয়গণ, যদি এ দীনের উদ্যানভবন আপনাদের পদার্পণের উপযুক্ত হয়, তথায় আসিয়া ভারত-মাতার অর্চ্চনা করুন, এ দীন আপনাকে কৃতার্থ বিবেচনা করবে।

২ ভা-স। সে যে দেব-সম্পত্তি, আপনার অধিকার কি? আমরা কিরূপে তথায় যাইতে পারি, অনধিকার-প্রবেশ আইনসঙ্গত নয়।

৭ ভা-স। মহাশয়, সে চিন্তা দূর করুন: দেবসম্পত্তি বটে, কিন্তু তাহার যাহা আয়, যদি দীন নিজ হইতে পূরণ করিয়া দেয়, তাহা হইলে ত আর আপত্তি নাই। কৃপা করিয়া আসুন, ভারতমাতার কার্য্যে কিঞ্চিৎ 'স্বার্থ-বিসর্জ্জন' করতে শিক্ষা দিন; শুনিয়াছি, মাতৃভূমির নিমিত্ত মহাপুরুষেরা সলিলের ন্যায় শোণিতদান করিয়াছেন, জন্মভূমি কি আমার এই ক্ষুদ্র দান গ্রহণ করিবেন না? যদি এ দীনের বাগিচায় স্থান সঙ্কীর্ণ হয়, আমার অন্যান্য বন্ধুগণ তাঁহাদের নিজ নিজ অট্টালিকা মহাকার্য্যে দিতে প্রস্তুত। আপনারা গ্রহণ করলে তাঁহারাও কৃতার্থ হন।

৬ ভা-স। হে স্বদেশবৎসল! হে স্বার্থশূন্য মহোদয়! অদ্য তোমার উপবনে ভারতমাতা সন্তানের পূজা গ্রহণ করিবেন, আপনার স্বার্থ-ত্যাগের পুরস্কার—আপনার স্বার্থশূন্য হৃদয়, আপনার হৃদয়ই ভারতমাতার প্রকৃত মন্দির। আসুন, আমরা মাতার উপাসনায় অগ্রসর হই। যাঁহারা নিজ স্বার্থের জন্য আমাদের সহিত যোগদান করিয়াছেন, তাঁহাদের সঙ্গ প্রয়োজন নাই; জন্মভূমির উন্নতি-কামনাই আমাদের স্বার্থ-কামনা। যাঁহারা সোপান অবজ্ঞা করিয়া উন্নতির সৌধশিখরে লম্ফপ্রদানে আরোহণ করিতে চান, তাঁহাদের বলি, ধৈর্য্যধারণ করুন্। যিনি অধীর, তাঁহার সঙ্গও প্রয়োজন নাই। মাতৃপূজার মূলমন্ত্র মাতৃভক্তি, কেবল বিশুদ্ধ হৃদয়ই মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত হইতে পারে। যাঁর মাতৃস্নেহ হৃদয়ে বলবান্, যিনি ভ্রাতৃপ্রেমে আবদ্ধ, ভারত-উন্নতি যাঁর জীবনে একমাত্র উদ্দেশ্য, রাজভক্তি যাঁর হৃদয়ে উপাস্য, রাজ-কার্য্যে যাঁর প্রাণপণ, শ্বেতাঙ্গ জ্যেষ্ঠের অনু-গামী হইতে যাঁহার সাধ, যাঁহারা স্বার্থশূন্য শ্বেতমহাপুরুষের উপদেশ গ্রহণেচ্ছুক, তাঁহাদের পূজা ভারতমাতা গ্রহণ করিবেন। অন্যের ভারতসন্তান নামে পরিচিত হওয়া কেবল ভ্রাতৃহৃদয়ে বেদনা দান। মাতৃউপাসক এস, এখন মাতৃ-পূজার উদ্দেশে গমন করি।

৮ ভা-স। যদি আপনাদের উদ্দেশ্য এরূপ উচ্চ হয়, আমি আর আপনাদের বিরোধী নহি। আমিও একজন মাতৃ-উপাসক, আমায় ভ্রাতৃ-স্নেহ দান করুন।

একজন ভারতসন্তানের প্রবেশ

ভা-স। আমার প্রতি ভ্রাতাগণ নিতান্ত প্রতিকূল দেখিতে পাই। কি নিমিত্ত ভবন গৃহীত হইতেছে না? আমি মাতৃ-কার্য্যে—ভ্রাতৃ-কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত আছি।

৯ ভা-স। মহাশয়, ভারতমাতার কার্য্যে যিনি যাহা প্রদান করিবেন, আদরে গৃহীত হইবে। আপনার পূজায় ভারতমাতা পরিতৃপ্ত

হইবেন। আসুন, আমরা নানা মন্দিরে ভারত-মাতার উপাসনা করি।

ভা-স-গণ। গীত

বারোঁয়া—ঢিমে তেতালা

নয়নজলে গেঁথে মালা পরাব দুঃখিনী মায়,
ভক্তি-কমল বলি দিব মায়ের রাঙ্গা পায়।
শিখ হৃদি উচ্চ শিক্ষা, মাতৃমন্ত্রে লহ দীক্ষা,
ত্যজ স্বার্থ মাগি ভিক্ষা, রহ জননী সেবায়।
যে নামে দুরিত হরে, রাখ যতনে হৃদে ধরে,
অবনী তারে আদরে, জননী প্রসন্না যায়।

তৃতীয় দৃশ্য

ভারতসন্তানগণ। গীত

মালকোষ—ঝাঁপতাল

জাগো শ্যামা জন্মদে!
প্রসীদ প্রসন্নময়ি বর দে মা বরদে!
তনয়ে হৃদয়ে ধরি, উঠ মা শোক পাসরি,
শুভ দে গো শুভংকরি মাগি পদ-কোকনদে।
পোহাল যামিনী ঘোরা, উঠ গো জননী ত্বরা,
হেরি মুখ দুঃখহরা, ভাসি আনন্দ হ্রদে।

১ ভা-স।

জাগো গো জননী উঠ, কেন ম্রিয়মাণ।
জাগো মা জন্মদে শ্যামা, ধরামাঝে নিরুপমা,
উঠ মা জননি কর সন্তানে কল্যাণ।
সুজলা সুফলা তুমি, পুণ্য-নিকেতন-ভূমি,
কেন গো জননি তোর মলিন বয়ান।
পুজে তোমা দেখ গো মা তোমার সন্তান,
বরদে কর গো নিজ পুত্রে বরদান।
ভাগ্যবতী ভগ্নী তব কৃপায় আধার,
দেখ তিনি কৃপা করি, তুলেছেন করে ধরি,
নিপীড়িত ভাগ্যহত সন্তান তোমার।
চাহ মা পাসরি দুঃখ, চাহ সন্তানের মুখ,
বিদলিত বিতাড়িত নহে সুত আর।
তোমার সন্তানে নাহি ভিন্ন ভাব তাঁর।
সমভাবে সুনিয়ম করেন প্রচার।
বল মা ভগ্নীরে তব মনের বাসনা।
ভুবন-বন্দিনী যিনি, ভগিনী তোমার তিনি,
কৃপায় তাঁহার হবে পূরণ কামনা।
যেবা যাঁর প্রয়োজন, পূর্ণ হয় আকিঞ্চন,
কল্পলতা-মাতা তাঁর নাহিক বঞ্চনা।
বিফল নহে গো কভু তাঁর উপাসনা।
আদরে গৃহীত হবে তোমার প্রার্থনা।
ভুবনবিখ্যাত ছিল তোমার নন্দন।
এবে সে গৌরব গত, কালস্রোতে ভাগাহত,
রহিত অভাগাগণে মুমূর্ষু জীবন।
পূর্ব্বনাম লুপ্তপ্রায়, সে গৌরব পুনঃ পায়,
পূর্ব্ববার্ত্তা ভগ্নীরে কর মা নিবেদন।
করুন করুণাকরে অমৃত সিঞ্চন।
চমকি অপার দয়া হেরুক ভুবন।
বল গো জননি যদি না থাকে স্মরণ।
চিকণ বসন তরে, রোম আসি তব ঘরে
জানাইত জন্মদে তোমায় প্রয়োজন!
যেই তাড়িতের বলে, ভূমণ্ডলে বার্ত্তা চলে,
বলি দেছে পুত্র তব তাড়িত লক্ষণ।
ভগ্ন অট্টালিকা-শ্রেণী দিও নিদর্শন।
কহিও মা 'কহিনুর' জন্ম-বিবরণ।
প্রকাশিল অংকবিদ্যা তোমার নন্দনে,
আজি সেই বিদ্যাবলে, ধরায় গণনা চলে,
অলক্ষিত গ্রহগণে আনে বিদ্যমানে।
কোটি সূর্য্য আবিষ্কার, নিত্য প্রভাবেতে যাঁর,
বিরাট ব্রহ্মাণ্ড-তত্ত্ব ক্ষুদ্র নরে জানে।
করে স্থান পরিমাণ গণনা প্রমাণে।
এবে সেই পুত্র তব অন্ধ মা বিজ্ঞানে।
অদ্ভুত দর্শন-শাস্ত্র প্রকাশ ধরায়।
অদ্যাবধি বধুগণে, সযতনে ধ্যানে মনে,
যে তত্ত্ব-মাহাত্ম্য মা গো সম্যক্ না পায়।
রোগ-তত্ত্ব নিরূপণ, আজও ঋণী জগজ্জন,
জুড়ায় শ্রবণ যাঁর কোমল ভাষায়।
ভগ্নীর সদনে কহিও সাধি মা তোমায়।
নির্ব্বাণ উন্মুখ দীপ যেন দীপ্তি পায়।
হবে না অপাত্রে দান বল' গো জননি।
পুত্র তব রাজ-ভক্ত, সদা রাজ-কৃপাসক্ত,
চিরব্যক্ত কথা মাতা জানে গো ধরণী।
সে ভক্তি মা বদ্ধমূল, কোথাও কি আছে তুল,
পূজিত ঈশ্বর জ্ঞানে দিল্লী-নৃপমণি।
হৃদাগারে পূজিত তব ভগ্নী বরাননী।
করে তাঁর জয়-গান দিবস-রজনী।

ভা-মা। গীত

কুকুভ—খং

শ্রীহীনা মলিনা আমি চির-বিষাদিনী।
অভাগিনী যাদুমণি নহি রে বরদায়িনী।

বিদলিত তনু ক্ষীণা, পয়োধর পয়োহীনা,
নন্দনে আশ্রয় বিনা, পালিতে নারি দুঃখিনী।
দেবী রাজরাজেশ্বরী, উদয় করুণা করি,
আনন্দে মূরতি ধরি, হের ধরা আমোদিনী।
দুঃখিনীর পুত্র প্রতি সদয় হৃদয়;
হের মম বরাননী ভগ্নীর উদয়।
কর তাঁরে নমস্কার, দুঃখ নাহি রবে আর,
নেহার প্রসন্নময়ী দিতেছে অভয়।
শান্তির আগার যাঁর প্রসন্ন-আশ্রয়।
ভা-স।
নমস্তে বরদে বরবন্দিনী জননী;
বিমলা কমলা, শুভঙ্করী, সিতাননী।
ভা-মা।
ভ্রাতৃস্নেহে কোলাকুলি হের পরস্পর,
হের বিকসিত বরবন্দিনী অধর।
উদ্যম সহায় করি, রাজ-ভক্তি হৃদে ধরি,
একতা-বন্ধনে সবে হও একান্তর;
ধীরভাবে কর পুত্র ধৈর্য্যের আদর।
ভা-স।
নমস্তে প্রসন্নময়ী প্রসন্নলোচনা;
স্মরণে দূরিত হরে পূরিত কামনা।
ভা-মা।
শ্বেতাঙ্গিনী পুত্রগণে ধৈর্য্যের আধার।
সুদৃঢ় একতা যাঁর ধরায় প্রচার,
যে ভাবে যেথায় যায়, তথায় আদর পায়,
দিন দিন মুখোজ্জ্বল করিছে মাতার;
ধরায় বিখ্যাত হের প্রভাব সবার।
ভা-স।
নম নম একতা-উদ্যম-প্রসবিনী,
নম শৌর্য্য-ধৈর্য্যগতি সৌভাগ্য-নন্দিনী।
ভা-মা।
জেনো বৎস তোমা সবে করুণা অপার।
অভাগিনী জানি মোরে লয়েছেন ভার।
দীন-হীন-জন-সতি, ন্যায়-দয়া মূর্ত্তিমতী,
যাঁর ডরে দাসত্ব-শৃঙ্খল নাহি আর,
সাগর শাসন মানে নাম শুনে যাঁর।
ভা-স।
নম শান্তিরূপা মাতা করুণা-আধার,
দাসত্ব-শৃঙ্খল খসে স্মরণে যাঁহার।
ভা-মা।
মম উপদেশ বৎস! করহ গ্রহণ,
যোগ্য ফল নিশ্চয় পাইবে যোগ্যজন।
যোগ্যতার সমাদর, ভগিনীর নিরন্তর,
যোগ্যতার সম্মান বিহনে আকিঞ্চন,
যোগ্যতা লভিয়া হও প্রসাদভাজন।
ভা-স।
নমস্তে সুফল-দাত্রী মাতা কল্পলতা,
প্রসন্ন প্রসন্নময়ী যথায় যোগ্যতা।
ভা-মা।
অধীর হয়ো না বৎস, শুন বাক্য সার,
করহ প্রত্যয়পূর্ণ হৃদয়-আগার।
কাল-বৃক্ষ ফলবতী, ধীরে হয় মহোন্নতি,
ইতিহাস প্রভাবে খুলিয়ে কাল-দ্বার,
'পার্লামেন্ট' প্রতিষ্ঠায় হের রক্তধার।
ভা-স।
নমস্তে ভুবনপূজ্য হাসিতে অধর।
পূরে বাঞ্ছা যার প্রতি করিলে নির্ভর।
নমস্তে বরদে বর-বন্দিনী জননী।
বিমলা কমলা শুভঙ্করী সিতাননী।

বৃটানিকার প্রবেশ

ভা-মা।
হের মম দীন পুত্রগণ।
জান ভগ্নী আদরিণী, আমি চির-অভাগিনী
হরি দিন করিয়া রোদন।
বড় আশে তব অঙ্কে অর্পেছি নন্দন।
শান্ত ধীর আমার তনয়।
দেখ যেন কেহ হায়, ঘৃণায় না ঠেলে পায়,
ক'র সবে আশ্বাসে অভয়,—
তব শ্বেত-সুতসনে গাবে তব জয়।
সুখময় তব অধিকার।
কুৎসিত কাফিরগণে, দেবী দয়া বিতরণে,
মহা ভয়ে করেছ নিস্তার,—
হরিয়াছ দুঃখ-হরা দাসত্বের ভার।
যেই দেশ স্পর্শ পদ্ম-করে,
তুমি দেবী অন্নপূর্ণ, ধনে ধানে পরিপূর্ণ,
শোভা পায় সুন্দর নগরে,—
উন্নতি-সোপান হেরে অসভ্য বর্ব্বরে।
যথা দেবী তোমার উদর,
তথা লক্ষ্মী-সরস্বতী, নহে আর ঈর্ষাবতী,
দ্বন্দ্বশূন্য তোমার আশ্রয়,—
শতধারে বাণিজ্যের স্রোত তথা বয়।
দেবী তব অমোঘ প্রতাপ,

অচল নোয়ায় শির, অশান্ত সাগর স্থির,
দুর্গম কান্তার মানে দাপ,—
কৃপা করি হর দেবী ভগিনী-সন্তাপ।

বৃট।

চিন্তা দূর কর ধর বচন আমার,
কি হেতু মিনতি বার বার?
মমাদরে আদরিণী, কেন ধনী বিষাদিনী;
পুত্র ভাবি তনয়ে তোমার,—
প্রতিজ্ঞা-বচন মম ভুবনে প্রচার।
প্রিয়তমে তুমি মম ভুবন-মোহিনী,
নয়ন-আনন্দ-প্রদায়িনী;
ভুবনের লালসার, রতন-ভাণ্ডার যার,
তুমি মম মুকুটশোভিনী,—
তুমি আমি এক প্রাণ জেনো শ্যামাঙ্গিনী।
তোমার কল্যাণ হেতু লক্ষ্মী সরস্বতী
নিয়োজিত হের ভাগ্যবতী;
পুত্র হবে ধনবান, বিদ্যাবলে পাবে মান,
রাখে যদি মম কার্য্যে মতি,—
লক্ষ্মীসনে এক গৃহে বসিবে ভারতী।
জেনো বামা নিরুপমা দুঃখ অবশেষ;
পুত্র যেই দেছ উপদেশ;
আমাতে প্রত্যয় করি, রহে যদি ধৈর্য্য ধরি,
রহিবে না আর দুঃখ লেশ,—
তোমার তনয়ে মম স্নেহ সবিশেষ।
যা কহিলে বাক্য তব সত্য গুণবতী।
কালে তরু হয় ফলবতী,
যোগ্যতা লভিলে সবে, বঞ্চিত কভু না হবে,
প্রদানিব অচিরে উন্নতি;
জ্যেষ্ঠ জ্ঞানে মম পুত্রে রাখুক ভকতি।
আয়াস বিহনে কেহ লভে যদি ধন,
কভু তারে না ক'রে যতন;
লভে যদি ধৈর্য্য গুণ, শ্রমে হয় সুনিপুণ,
প্রদানিব বাঞ্ছিত রতন,
শ্বেত-পুত্র সম হবে বিজয়ী ভুবন।
(ভারতসন্তানগণের প্রতি)
অটল আমার বাক্যে ভারতসন্তান,
স্বার্থ পরিহরি সাধ মাতার কল্যাণ।
সম-চক্ষে হেরি সিতাসিত পুত্রগণে,
না কর সংশয় বৎস আমার বচনে।
দিবানিশি ভাবি আমি ভারত-গৌরব,
মমাশ্রয়ে কর সবে আনন্দ উৎসব।

১ ভা-স।

শুন, শ্বেতাঙ্গিনী-মাতা দিতেছে অভয়,
জয় জয় ভারতের জয় জয় জয়!
ভক্তি-ভাবে কর সবে মাতারে বন্দন,
জয় ভারতের জয় ভেদুক গগন!
যার জয়ে এ ভারতে আজ জয়ধ্বনি,
জয় জয় রবে পূজ বরদা জননী!
জয় বর-বন্দিনী মা ভারত-আশ্রয়,
জয় জয় ভারত-ঈশ্বরী জয় জয়!

গীত

পরজ—যৎ

দেখো রেখো মা মনে;
জননী সদয়া শুনি হীন-দীন অভাজনে।
পরিত্রাণ-পরায়ণী, ভুবনে তুমি জননী,
রাখ রাখ বরাননী, অধম আনন্দে—
ভাসে সদা আঁখি-জলে
কুৎসিতে মা নে গো কোলে,
চাহ মা তনয় ব'লে
করুণা-নয়নে।
জয় রাজরাজেশ্বরী জয় জয় জয়!
ভারতে আনন্দধ্বনি যাঁহার আশ্রয়।

যবনিকা পতন

মোহিনী প্রতিমা

[গীতি-নাট্য]

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

হেমন্ত। নিহার। সাহানা। কুসুম। ভদ্র পুরুষ ও মহিলাগণ।

প্রথম অংক

প্রথম গর্ভাংক

চিত্রশালা

হেমন্ত ও সাহানা

সাহানা। গীত

পাহাড়ীপিলু—খেম্‌টা

ছি ছি ছি ভালবেসে আপন বশে কে রয়েছে,
সাধে বাদ আপনি সেধে
কে'দে কে'দে দিন ব'য়েছে।
চেয়ে প্রাণ ধারে বেচে, কে কবে দাম পেয়েছে,
দিন গিয়েছে প্রাণ র'য়েছে
সাধের খেলা কাল হ'য়েছে।

হেম। ধারে প্রাণ বেচে নাকি?

সাহা। তুমি কি একজন খদ্দের?

হেম। আমায় কি তুমি ধারে বেচ্‌বে?

সাহা। সুদ সুদ্ধ দাও যদি।

হেম। না ভাই, তোমার সংগে কার্‌বার পোষাল না; প্রাণই আছে, আবার সুদ পাব কোথা? তোমার মত সুদখোরেব কাছে আমি ধার লই না।

সাহা। তোমার মত জোচ্চোরকেও আমি ধার দিই না। দুটো মিষ্টি কথার দালালিতে ভুলে আমি প্রাণ বেচে পথে পথে বেড়াই আর কি?

হেম। এত ভয়, তুমি মহাজন নয়; তা হ'লে এত ভয় থাক্‌ত না।

সাহা। আর তুমি ভারি মহাজন, সম্বল এক শুক্‌নো প্রাণ।

হেম। তাই কোন্ রাখতে পেরেছি, হাতে হাতে স'পে দিয়েছি।

সাহা। কাকে?

হেম। এই না আমায় জোচ্চোর বল্‌ছিলে?

সাহা। আবার যে এখনি বল্‌ব।

হেম। কেন?

সাহা। এই দালালিতে।

হেম। বুঝিলি, কোন কথাই শুন্‌বে না। আমার যা সম্বল ছিল, তা তো পেয়েছ, আর কথায় কাজ কি।

সাহা। আহা! ভুলিয়ে প্রাণ কেড়ে নিইচি —না? ঢের ঢের ন্যাকা দেখেছি।

হেম। কিন্তু এমন আর দেখ নি।

সাহা। এক রকম মন্দ বল নি, দু'দিন ধ'রে ন্যাকাম ফুরোল না।

হেম। যত তোমার সংগে দেখা হবে, তত বাড়্‌বে।

সাহা। ভালও ত লাগে!

হেম। খুব।

সাহা। এবারে কি উত্তর দিই বল দিকি?

হেম। আমি আগে জিজ্ঞাসা করি, তবে ত উত্তর দেবে। প্রাণ না পেলে বুঝি দাও না।

সাহা। পাবার পিত্তেস থাকলে দিই।

হেম। তবে আর মহাজনী করো না, যদি কত্তে চাও, পিত্তেস করো না।

সাহা। নিপিত্তেস হ'য়ে প্রাণ হাত ছাড়া কত্তে বল না কি?

হেম। বলি নি; সে সক থাকে তো কর।

সাহা। অমন সকে কাজ নেই।

হেম। কাজ কি কা'র থাকে? কাজ আপনা হতেই হয়।

গীত

সাহানা—আড়খেম্‌টা

প্রাণের মত পেলে পরে,
প্রাণ কি কা'র মানে মানা।
না পেলে প্রাণ দেবে না,
ভালবাসা সে জানে না।

চাই নে তোর ভালবাসা,
দেখব কেবল করি আশা,
পিয়াসা ভালবাসা, ভালবাসা যায় কি কেনা?

সাহা। বেস্ বেস্ রসিক্‌রাজ, শিখ্‌লে কোথা?

হেম। তুমি তো অনেককে শিখিয়েছ, বল দেখি, এ কি শেখা কথা?

সাহা। যা হ'ক্, শুনে খুসী হ'লেম!

হেম। যদি খুসী করে থাকি তো বক্‌সিস্ দাও।

সাহা। কি বক্‌সিস্?

হেম। তেমনি করে একবার বসো, আমি তোমার চেহারা তুলি।

সাহা। আচ্ছা, বস্‌ছি। (উপবেশন)

হেম। (চেহারা তুলিতে তুলিতে) উঠ না, উঠ না।

সাহা। তুমি গোঁ হয়ে থাকলে আমি বসব না, কথা কও তো বসি।

হেম। আচ্ছা, আমি কথা কচ্চি, তুমি কথা কয়ো না, তুমি অমনি থেকো।

সাহা। দেখ, তোমার এ হেনস্তা দেখে এক দণ্ডও থাক্‌তে ইচ্ছা করে না। আমি কি মানুষ নই?

হেম। কেন, কি হেনস্তা কল্লেম?

সাহা। কথায় কাজ নাই, আমি বসব না।

হেম। আচ্ছা, এস দু'জনে কথা কই।

সাহা। কথাও কইব না।

হেম। কেন?

সাহা। তুমি কি সত্য কথা কইবে?

হেম। মিথ্যা তো শিখি নি, মিথ্যা শিখ্‌লে মনকে একটা মিছে ভোলাতে পাত্তেম।

সাহা। আচ্ছা—একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, যদি তুমি সত্য বল, তা হ'লে আমি রোজ আস্‌ব, আর যতক্ষণ তুমি ছবি তুল্‌বে, ততক্ষণ আমি ব'সে থাক্‌ব।

হেম। তুমি যটী কথা জিজ্ঞাসা কর্ব্বে, তার যদি একটী মিথ্যা বলি, আর কখন আমার মুখ দেখো না।

সাহা। কেন, তোমার মুখ কি এত সুন্দর যে, আমি দেখতে পাব না, ভয় দেখাচ্চ।

হেম। ভাল, তোমারি মুখ দেখব না।

সাহা। দিব্বি দেখেই বুঝ্‌তে পেরেছি, প্রাণ ভরে মিথ্যা কথা কইবে, আচ্ছা কও।

হেম। না, কিন্তু মিছে বল্লেই হ'বে না, মিছে প্রমাণ ক'রে দিতে হবে।

সাহা। আচ্ছা, তুমি কি আমায় ভালবাস?

হেম। বাসি।

সাহা। এই নাও, একটা মিছে কথা একশ-টার ধাক্কা।

হেম। প্রমাণ কত্তে হবে?

সাহা। তুমি পাকা চোর। যা হোক্, তোমার বিদ্যা কিছু আদায় কল্লেম।

হেম। বাটপাড়ি ক'রে।

সাহা। না; তোমার কাছে আমি থাক্‌ব না, চল্লেম।

হেম। ঘড়ি ঘড়ি কথা ওল্‌টাচ্চে; এটাও যে ওল্‌টালে বাঁচি।

সাহা। কি কথা ওল্‌টাচ্চে বল তো?

হেম। তুমি যেতে চাচ্ছিলে।

সাহা। তুমি যে মিছে বল্লে।

হেম। আমি যদি মিছে না বলে থাকি?

সাহা। দেখো, আচ্ছা, ও কথা যাক; তোমার বে হয়েছে?

হেম। না।

সাহা। বে কর্ব্বে না?

হেম। হাঁ।

সাহা। বের কিছু স্থির হয়েছে?

হেম। হ'য়েছে; কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা কত্তে পার্ব্বে না।

সাহা। কি কথা?

হেম। আমি যাকে বে কর্ব্বো, তাকে ভালবাসি কি না?

সাহা। আচ্ছা, নাই বা বল্লে।

হেম। আমি বল্‌ব না বলে জিজ্ঞাসা কত্তে বারণ করি নি; আমি ভালবাসি কি না জানি না।

সাহা। আচ্ছা, যার সঙ্গে বে হবে, তুমি তাকে দেখেছ?

হেম। তার ছবি আমার কাছে আছে, দেখতে চাও তো দেখাতে পারি।

সাহা। যদি দয়া করে দেখান।

হেম। এই সে ছবি দেখুন।

সাহা। তবে তুমি ভালবাস?

হেম। জানি না।

সাহা। নামটী কি?

হেম। নিহার।

সাহা। আচ্ছা দেখ, তোমার মিছে কথা ধরে দিচ্চি, ফের বল দিকি আমায় ভালবাস কি না?

হেম। বাসি, মিথ্যা সত্য বিচার করে বল।

সাহা। তোমার কথা আমি একটাও বুঝতে পারি না।

হেম। সে তো আমার শুক্‌নো প্রাণের দোষ নয়, সে তোমার তাজা প্রাণের দোষ।

সাহা। আমার সব দোষ, আমি টাকা নিয়ে এয়েছি কি না?

হেম। সুন্দরি, নির্দ্দয় হও,—মর্ম্মে ব্যথা দাও কেন? আমি কি তোমায় টাকার দরে কিন্‌তে চাই? তুমিই একটা কথা তুলেছিলে মাত্র।

সাহা। তোমরা আমাদের কেনা বেচার মধ্যে মনে কর,—না?

হেম। তোমরা কেনা বেচার মধ্যে কি না, তা তোমরা জান, আমি কেমন করে জানব; আমি তো বেচা কেনা জানি না।

সাহা। আচ্ছা, তোমার স্ত্রীর আর কোন রকমের ছবি এঁকেছ?

হেম। না

সাহা। কেন?

হেম। এখন তো বিবাহ হয় নি।

সাহা। বে নাই হলো, আমারও সঙ্গে তোমার তো কোন সুবাদ নেই।

হেম। বেশী কিছু না, তুমি প্রথম বলেছিলে আসবে না, তার পর এসেছ; সুবাদের তো বেশী বাকি নাই।

সাহা। বুঝেছি, পাঁচ শো টাকা দিয়ে এনেছ বলে তাই খোঁটা দিচ্চ।

হেম। পাঁচ শো টাকা, এক টাকারও কথা হচ্চে না।

সাহা। দেখ, এই আমার আংটির দাম হাজার টাকা; তোমার পাঁচ শো টাকার বদলে এই আংটি দিলেম।

হেম। রাগ কল্লে?

সাহা। না।

হেম। হ্যাঁ, রাগ করেছ, তা আমার অপরাধ নাই, সত্য বল্‌বার তো আমার কথা।

সাহা। আমি সত্যই বলছি, রাগ করি নি। আমরা বেশ্যা, আমরা যার কাছে যখন থাকি, তার মতন হয়ে থাকি, তোমার যখন টাকায় তাচ্ছল্য, তখন তোমার কাছে থাকলে টাকায় তাচ্ছল্য দেখানই উচিত।

হেম। আচ্ছা, তোমার আংটি আমি নিচ্চি, কিন্তু তুমি এই মালা ছড়াটা নাও, মাথায় পর্ব্বে।

সাহা। নিলুম, কিন্তু তোমার কাছে রইল, যখন তুমি ছবি তুলবে, তখন মাথায় দিয়ে ব'সব।

হেম। আচ্ছা, মাথায় দিয়ে বসো।

সাহা। আগে আমার দর জান্‌তেম না, তাই পাঁচ শো টাকা চেয়েছিলেম। আর কা'র কথা বলতে পারি নি, কিন্তু তুমি টাকা দিয়ে কাজ পাবে না, এ নিশ্চয়।

হেম। আর কি দিয়ে পাব?

সাহা। আর কিছু থাকে তো দাও।

হেম। তুমি যা চাও, তাই দেব।

সাহা। আমি যা চাই, তা তোমার নাই, অন্য কি দিতে পার্ব্বে তা বল?

হেম। তুমি যা চাবে।

সাহা। আমার একটী কথা রাখবে?

হেম। তোমায় যবে ডাকব, তবে আসবে?

সাহা। আসব?

হেম। সত্য?

সাহা। দাম শুনলে বুঝতে পার্ব্বে, সত্য কি মিথ্যা।

হেম। কি দাম বল? কিন্তু একটী ছাড়া। তুমি যদি আমায় বিবাহ কত্তে বারণ কর, তোমার সে কথা থাকবে না। তার কারণ আছে, আমার যার সঙ্গে বিবাহ হবে, তার পিতার সঙ্গে আমার পিতার পরম বন্ধুত্ব ছিল। তাঁহারা একত্রে বাণিজ্য দ্বারা অনেক ধন সঞ্চয় করেছিলেন। উভয়ের মত, সম্পত্তি বিভাগ না হয়। তাঁর এক কন্যা, আর আমার পিতার আমি এক পুত্র। তাঁরাই আমাদের বিবাহ স্থির করেছিলেন। আমরা উভয়েই আপন আপন পিতার নিকট সত্যে আবদ্ধ, আর তাঁরা উভয়েই স্বর্গে।

সাহা। সত্যে বদ্ধ, তাই বিবাহ কৰ্ব্বে? ভাল, বিবাহ কৰ্ত্তে বারণ কচ্চি না, অন্য যা বলব, শুনবে? কিন্তু দেখো—

হেম। আমি স্বীকৃত।

সাহা। বিবাহ কৰ্ব্বে, কিন্তু বিবাহের পর স্ত্রীর মুখ দেখ্‌তে পাবে না।

হেম। স্বীকার; এই মালা মাথায় দিয়ে ব'স।

সাহা। আজ ক্ষমা কর।

হেম। কেন?

সাহা। আজ আমার এক ভাবনা হয়েছে।

হেম। কি ভাবনা?

সাহা। দেখ, পাঁচ রকম দেখব বলে এ পথে দাঁড়িয়েছি'; কিন্তু তোমায় দেখতে পাব না, এই বড় দুঃখ।

হেম। কেন, আমি তো তোমার সাম্‌নে; দেখলেই দেখ্‌তে পাও?

সাহা। না, সে চক্ষু খোলে নি। আজ চল্লুম, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি চাও? তোমার কি সত্য সত্য প্রাণ নাই?

হেম। প্রাণ নাই! প্রাণ জানাব কারে?

গীত

কালাংড়া—আড়াঠেকা

মাতুয়ারা হারা প্রাণ কে ফিরাতে পারে।
বিশাল সাগরে, তুংগ শৃংগপরে,
গহনে গহ্বরে, নিৰ্ম্মল নির্ঝরে,
নিরমল প্রাণে খুঁজেছি তোমারে।
বুকে বজ্র পাতি ধরেছি দামিনী,
কাঁদিয়াছি যত, কেঁদেছে যামিনী,
হাসি ঊষা সনে ফুল্ল ফুলবনে,
ভ্রমিয়াছি ফুল হারে।

[উভয়ের প্রস্থান।

কুসুমের প্রবেশ

গীত

সাহানা—খেম্‌টা

যতনে কিন্‌ব রতন, মনের আগুন কিন্‌ব কেন
এ কি হয়, এত কি সয়,
ফুলের মতন প্রাণটি যেন
ফুটেছে সকাল বেলা, রাঙ্গা আভা কচ্চে খেলা,
শুকাবে সাধের নিহার,
না জানি কার সোহাগ হেন।

ঐ যা, বাবাজী চলে গেছে। এক এক দিন হাততালির ধুম দেখে কে? আজ বুঝি গান ভাল লাগে নি? কে জানে কখন কোন্ মেজাজে থাকেন।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অংক

প্রথম গর্ভাংক

কানন-কুঞ্জ

সাহানা ও জম্বুভয়

সাহা। তুমি এই চিঠির জবাব নিয়ে এস, তুমি যা বলবে, তা শুনব।

জম্বু। জবাব তো এখনি নিয়ে আস্‌ছি, তুমি আমার কথা রাখবে তো?

সাহা। শুধু জবাব আন্‌লে হবে না, কোন রকমে আমার সংগে দেখা করাতে হবে।

জম্বু। হ্যাঁ, এ ত বড্ডই কথা! আমার মামাত ভগ্নী, আমি আর দেখা করাতে পাৰ্ব্ব না?

সাহা। আচ্ছা, তবে যাও।

জম্বু। দেখো, চরণে ঠেলবে না তো?

সাহা। রাধাকৃষ্ণ!

[জম্বুর প্রস্থান।

মহীন্দ্রের প্রবেশ

মহী। তুমি যে আমায় এত অনুগ্রহ কৰ্ব্বে, তা জানি না।

সাহা। কেন, আমার কথা শোন। তোমার মকদ্দমার কি হলো?

মহী। সে কথা আর কেন ভাই, এখন তোমার কাছে এসেছি, দুদণ্ড জুড়াই।

সাহা। তোমার ভ্রম, আমি দিবানিশি জ্বলছি, আমার কাছে তুমি জুড়াবে কেমন করে?

মহী। বুঝেছি হে, তাই তোমার আর কাহাকেও ভাল লাগে না। সে তো খুব জয়েফ্, তার ছবি তোলার খুব গুণ আছে দেখ্‌ছি।

সাহা। তোমায় যা বল্‌বার জন্য ডেকেছি, তা শোন। আমি তোমার সৰ্ব্বনাশের কারণ, তোমার অতুল ঐশ্বৰ্য্য ছিল, দেনা কেন হবে?

আমার গহনার জন্য তোমার পোদ্দারের দেনা, বাড়ীর জন্য তোমার বাড়ী বাঁধা, নন্দন-কাননের মত বাগানখানি আমাকে দিয়েছিলে, ইহার দামে তোমার সমস্ত দেনা পরিশোধ হয়। কিন্তু আমি তোমার কি করেছি, কখন মুখে বলেছি, ভালবাসি। আমার মত পাপিষ্ঠার সঙ্গে তোমার আলাপ করা উচিত নয়। তুমি অতি সরল, তবুও আমায় চাও; আমি আমার নই, তোমার হব কি?

মহী। তুমি কি উপদেশ দিবার জন্য আমাকে ডেকেছিলে? অনেক উপদেশ পেয়েছিলেম, তবুও সর্ব্বস্বান্ত হয়েছি। তুমি উপদেশ দিচ্ছ, কিন্তু তুমি জান না, আমি এই দণ্ডে প্রাণ দিতে প্রস্তুত, যদি মৃত্যুকালে জান্‌তে পারি, তুমি একদিন আমাকে ভালবেসেছ।

সাহা। আমার জন্য অনেক দুঃখ পেয়েছ, আর কেন, আমায় ভোল। না ভুল্লেও আমার সঙ্গে আর দেখা হবে না।

মহী। তুমি কি এই বজ্রাঘাত কর্ব্বার জন্য আমাকে ডেকেছিলে?

সাহা। আমি যদি ভালবাস্‌তে পাত্তেম, তুমি যথার্থই ভালবাসার পাত্র। আমি অভাগিনী, আমার ভালবাসার ক্ষমতা আছে কি না জানি না, কি কচ্চি তা জানি না; কিন্তু স্থির জেন, যে পথে এত দিন চ'লে এসেছি, সে পথে আর চল্‌ব না। তোমার দেনার জন্য আর লুকিয়ে থাকবার আবশ্যক নাই; তুমি কাহারও কাছে ঋণী নও; আমি তোমার সকল ঋণ পরিশোধ করেছি, এই তোমার পাওনাদারদের রসিদ নাও।

মহী। তুমি কি পাগল, না আমায় নিয়ে আর কি খেলা খেলছ?

সাহা। আমি পাগল কি না জানি না, খেল্‌ছি কি না জানি না, কেবল এই জানি যে, মনের স্রোতে ভেসে বেড়াচ্ছি।

মহী। ভাল, তোমার এ প্রবৃত্তি-পরিবর্ত্তনের কারণ কি বল্‌তে পার?

সাহা। আমি আপনার রূপের গৌরবে মনে করেছিলেম, এই পথেই স্বর্গ,—আমি জান্‌তেম না, যাহারা রূপের পূজা করে, তাদের চক্ষে আমি ঘৃণ্য।

মহী। আমার চক্ষে?

সাহা। শুন, তুমি আরও সব কথা আমাকে বলো না, আর আমায় অপরাধী করো না; কিন্তু তোমায় এই মাত্র বল্‌ছি যে, যার জন্য আমি সর্ব্বত্যাগী হবো, তাকেও আমি চাই না।

মহী। তবে কি চাও?

সাহা। তোমায় তো বল্লেম, মনের স্রোতে ভেসে বেড়াচ্ছি—কি চাই, জানি না।

মহী। তুমি কি পটোর প্রেমে এত পড়্‌লে?

সাহা। মন হাত ধরা নয়, তা তো তুমি জান, তুমি সদাশয়, তুমি যদি বেশ্যাকে ভালবাস, আমি দেবতাকে ভালবাসব না কেন?

মহী। সে দেবতা না! তার দৌরাত্ম্যে রাত্রে বাজারে বেশ্যা থাকবার যো নাই।

সাহা। সে বেশ্যা নিয়ে যায় সত্য, কিন্তু নিয়ে কি করে, তা জান?

মহী। আমি তো আর প্রদীপ জ্বেলে দাঁড়াই না; দুধ কিন্‌তে কেউ শুঁড়িকে ডাকে?

সাহা। ডাকে, তুমিই জান না।

মহী। বটে, এত?

সাহা। তোমায় যা বল্‌বার বলেছি।

কয়েকজন লোকের প্রবেশ

১ লোক। বিবি সাহেব, কেমন নজর এনেছি, দেখ দেখি?

মহী। দেখি দেখি, এ চমৎকার ছবি! (সাহানার প্রতি) দেখ, কেমন ছবি! এ ছবি যখন তয়ের হয়, তখন আমি জানি।

মহী। এ ছবি এঁকেছে কে?

সাহা। তুমি কি মনে কর, দেবতা ভিন্ন এ ছবি কেউ তুলতে পারে?

মহী। তবে কি তোমারই পোটোর এই কাজ?

সাহা। ছবিখানা ভাল করে দেখ, দেবতার কাজ কিনা বোঝ।

২ লোক। না বাবা, এতে ধূপ-ধুনোর গন্ধ পেলেম না, মাপ কর। এতে এক বেটা পাহাড়ের উপর গে আকাশপানে চেয়ে ব'সে আছে।

৩ লোক। দেখি, যথার্থই এ দেব-চিত্রিত।

২ লোক। ইস্, তোমারও যে ভাব লাগল হে!

৩ লোক। তুমি অন্ধ, কি বুঝবে? এ একজন কবি, আপনার হৃদয়-প্রতিমার অনুসন্ধান কচ্চে।

২ লোক। বা! তোমার তো বিদ্যা ভারি হে! হৃদয়-প্রতিমা হৃদয়ে থাকতে, বনে গিয়ে অনুসন্ধান কচ্চে! ও কে এক বেটা শিকারী, বনে বাঘ মারতে গিয়েছে।

সাহা। হৃদয়ের প্রতিমা হৃদয়ে থাকে বটে, কিন্তু যোগী সেই প্রতিমা যুগে যুগে ধ্যান করে।

২ লোক। বাবা, বুড় বয়সে পীরিতে পড়লে!

সাহা। সেটা দোষ না গুণ?

২ লোক। সাবাস ছেলে বটে!

৩ লোক। কে হে?

১ লোক। ওর পীরিতের পোটো।

৩ লোক। কে সে?

২ লোক। কে বাবা তার ঠিকুজি কুষ্ঠী জানে! বছর দুই হলো, বেটা এসে মস্ত একখানা বাড়ী নিলে; লোকজন, গাড়ীঘোড়া, ধুম-ধাম; কারু সঙ্গে আলাপ করা নেই, পেঁচা ধাতের লোক বাবা—দিনের বেলা বেরোন না।

৩ লোক। দিনে কি করে?

২ লোক। যম জানে বাবা! তর বেতর লোক আনা-গোনা কচ্ছে, কেউ বেশ্যার দালাল, কেউ একটা ভাল ফুল এনেছেন, কেউ একখানা হাড় এনেছেন। শুনতে পাই, বেটা মুটো মুটো টাকা ছড়াচ্ছে। বিবিসাহেব পিরীত ফিরিত রাখে না; কিছু আদায় কল্লে? বেটার অঢেল টাকা, বাবা! মজায় আছে। কথা ক'চ্ছ না যে, কিছু আদায় কল্লে?

সাহা। অমূল্য রত্ন।

২ লোক। কি রত্নটা, শুনি?

সাহা। কি রত্ন তা বুঝতে পার্ব্বে না, কিন্তু সে রত্ন কাছে থাক্‌লে, অন্য কোন রত্নের আবশ্যক হয় না।

২ লোক। বেটার জিত আছে, বাবা!

সাহা। দেখ, তোমাদের আমি ও জন্য ডাকি নি, আমি আজ তোমাদের নিকট বিদায় নিতে ডেকেছি।

২ লোক। যোগিনী হবে, প্রেমে নাকি?

সাহা। হতেও পারে, বল্‌তে পারি না।

১ লোক। বা! বা! ঢের রকম ফেরালে, বাবা!

সাহা। তোমায় ডেকেছি কেন জান?

২ লোক। কেমন করে জান্‌ব? শুন্‌তে পাই নি তো।

সাহা। আমার একটী কথা রাখ্‌তে হবে।

২ লোক। কি কথা?

সাহা। এই হীরাখানি তুমি নাও। তুমি তোমার স্ত্রীর গহনা বেচে আমার সহিত আলাপ করেছিলে, এই হীরাখানি বেচে তোমার স্ত্রীকে সেই সকল গহনা কিনে দিও।

জম্বুভয়ের প্রবেশ

জম্বু। বাবা, আমি কি কম ছেলে? এই তোমার পত্রের জবাব নাও; এখন দয়া কর্ব্বে তো? তোমার কাজ তো করে দিলেম, এখন আমার প্রাণ বাঁচাবার উপায়?

সাহা। নাই বা বাঁচ্‌লে।

জম্বু। বটে, বটে, আজ এই কথা! মনে করে দেখ, আমা হ'তে কাকে না পেয়েছ?

সাহা। তোমাকে যদি ভালবাসি, তুমি কি ভালবাসবে?

জম্বু। বাবা, আজ না বাস, কাল বাস্‌বে। মেয়েমানুষ ভোলাতে জানে কে?

সাহা। তুমি তবে ভালবাস্‌বে না? আমি তোমার সঙ্গে কথা কব না। এই আমি মান করে বস্‌লেম।

জম্বু। না বাবা, মান করো না, তা হ'লে প্রাণে বাঁচব না।

৩ লোক। সে কি হে, তুমি এমন রসিক, মান ভাঙ্‌তে পার না?

জম্বু। কি করে ভাঙ্গব বল দেখি?

৩ লোক। মান ভাঙ্গা আর কি? রসিকতা করে একটা হাসিয়ে দাও না।

জম্বু। সুন্দরি! একবার ফিরে চাও, দেহ চেহারা মন্দ নয়, এখন শেতলার অনুগ্রহতে যা বল।

৩ লোক। ওহে, তুমি একটা গান দাও, তা হ'লে মান ভাঙ্গবে।

জম্বু। গীত

পিলু—খেম্‌টা

প্রাণ তোমারে মানা করি
অন্তর্টিপ্‌নি ঝেড় না!
হৃদ মাচাতে দোলে কদু
মই বেয়ে গে পেড় না।
আড় নয়নে জুলুম ভারি,
হেন না প্রাণে কাটারি,
বিষম তোমার ছাদন দড়ি,
একশবারি নেড়ো না।
কে ভাই, কথা তো কইলে না?

৩ লোক। তুমি ভাই ঠাট্টা মনে কর্ব্বে, তা না হলে একটা উপায় বলে দিতাম, কথা না কয়ে থাক্‌তে পার্ব্বে না।

জম্বু। না ঠাট্টা মনে কর্ব্বো না, বলে দাও।

৩ লোক। তুমি খানিক কালি মুখে মাখ, আর এই নলটায় তোমার লেজ করে দিই।

জম্বু। হাঁ, ঠাট্টা কচ্চ।

২ লোক। তোমায় তো আগেই বলেছি, তুমি ঠাট্টা মনে কর্ব্বে; তোমার যা খুসি কর, আমরা চল্লেম।

জম্বু। না ভাই রাগ কর্ব্ব কেন, যা কর্ত্তে হবে বল?

৩ লোক। (জম্বুর মুখে সিন্দুর কালি দেওন ও নলে লেজ করণ) আর তোমার মাদুর মাথায় গীতটী গাও?

জম্বু। গীত

পিলু—খেম্‌টা

মাদুর মাথায় মন কেড়ে নেয়
দোল দিয়ে সই আমড়া ডালে;
নেসার ঝোঁকে এঁকে বেঁকে
ফির্‌ত বঁধু চালে চালে॥
কাঁধে কদু লুটত মধু,
হানা দিত সাঁজ সকালে।
আড় নয়নে হাড় ভেংগে দে
ঘাড় গুঁজে গে উল্লো খালে॥
কে ভাই, কথা তো কইলে না?

মহী। তবে একটা তুক ব'লে দিই শোন্।

জম্বু। কি বল্ দেখি?

মহী। আমি একটা মন্ত্র জানি; একটা কেলে হাঁড়ি পড়ে দিচ্চি, আর তোমার চোক বেঁধে দিই; যদি তিন বারের ভিতর হাঁড়িটা ভাংগতে পার, হাঁড়িও ভাঙ্গা মানও ভাঙ্গা।

জম্বু। এ যে ফেচাং ভারি হে।

২ লোক। ফেচাং আর কি, ফট্ করে ভেংগে ফেল্‌বে, আর কি?

সকলে জম্বুর চক্ষু বন্ধন করণ ও জম্বুর হাঁড়ি ভাংগিতে যাওয়া এবং সকলে মস্তকে থাবড়া মারণ

জম্বু। ও বাবা রে, শালারা খুনে, আমাকে খুন কল্লে!

[প্রস্থান।

সাহা। ওকে তাড়ালে, ওর সংগে আমার দরকার ছিল যে?

২ লোক। বলিহারি যাই! আজ কাল রকম রকম জিনিসে তোমার দরকার; ও ডায়মনকাটা জিনিসে কি দরকার চাঁদ?

সাহা। তোমরা একটু বসো। (মহীন্দ্রের প্রতি,) এ দিকে এস, একটা কথা আছে।

[উভয়ের প্রস্থান।

২ লোক। এইবার বেটী নাকাল হবে।

৩ লোক। তুমি হীরেখানা ফেলে রাখলে যে?

২ লোক। তুমিও যেমন, ওর ভুজকুনিতে ভোল, বেটী একখানা নুড়ী দিয়ে কি দাঁও কচ্চে।

৩ লোক। না, তুমি বুঝ্‌তে পার নি, ওর যথার্থই মনের ভাব বদলেছে। তুমি বল্‌তে বল্‌তে থাম্‌লে—লোকটা কি তর বল দেখি?

২ লোক। কি তর ভাই জানি না; এক-দিন দেখে ছিলাম, বেশ সুশ্রী বটে, আর যে কত টাকা তাও বল্‌তে পারি না। সে দিন একটা শুটক্ গোলাপ ফুল একশ টাকা দিয়ে কিন্‌লে; আর যে যা চায় তারে তাই দেয়। তুমি এক কড়া কড়ি নিয়ে যাও, তোমায় দশটা টাকা দিয়ে দেবে। শুনেছি এ বেটীর কথায় মাগের মুখ দেখে না; কিন্তু ইনি আবার বলেন, 'আমার সংগে কোন সুবাদ নাই।' আমাদের নেকা পেয়েছেন কিনা, দিন রাত্রি একত্র থাকেন, আর সুবাদ নাই।

৩ লোক। আমি এ কথা বিশ্বাস করি।

২ লোক। কিসে?

৩ লোক। তোমার কথার দ্বারা বোধ হচ্চে, সে ব্যক্তির কিছুরই দরকার নেই।

২ লোক। দরকার নেই তো ওর কথায় মাগের মুখ দেখে না কেন?

৩ লোক। সে ব্যক্তি মহাত্মা, আর সন্দেহ নাই; "তা কেন" আমরা বুঝতে পার্ব্ব না।

১ লোক। ভাল সে কি করে?

২ লোক। ছবি আঁকে; আজ কাল বাজারে তারি ছবি চল্‌ছে।

১ লোক। বটে! কতকগুলো ছবির কাগজে তো সুখ্যাতি দেখতে পাই, সে কি তার আঁকা নাকি?

২ লোক। তা হ'বে, সকলেই তো সুখ্যাতি করে।

মহীন্দ্র ও সাহানার প্রবেশ

মহী। তুমি যদি এ কথা প্রমাণ কত্তে পার, তা হ'লে তুমি যা বল্‌বে, তা শুনব।

সাহা। তুমি আমার সঙ্গে যেও, তুমি আপনি দেখেই বুঝতে পার্ব্বে যে, সে মস্ত লোক!

মহী। তুমি আপনি কি তা'র বাড়ীতে যাতায়াত কর, না তোমায় নিতে আসে?

সাহা। আমার যখন ইচ্ছা তখন যাই, তিনি বাড়ীতে না থাকিলেও যাই।

মহী। দেখ, তোমার কথা এখনও অবিশ্বাস হচ্চে, মনুষ্যের এত ধৈর্য্য তা আমি জানি না।

সাহা। আমি তো মনুষ্য বলি নি, তিনি দেবতা।

মহী। যদি সত্য হয়, দেবতাই বটে। আমি সর্ব্বস্বান্ত হ'য়েছি, কিন্তু আজ তোমার নিকট যে উপদেশ পেলেম, তা কখন ভুলব না; আজ বুঝ্‌তে পাল্লেম, আমরা পশু, আমরা মনুষ্য নই।

সাহা। এই তোমার বাগান তোমারি রইল, আর দিন দুই চারি আমি অধিকার ক'র্ব্ব। তার ভাড়া, এই চক্ষের জল। সতীশ বাবুকে বলো যে, তাঁর বাগান খানিও আমি আর দুই চারি দিন অধিকার ক'র্ব্ব। এই দুখানি বাগানের ভিতর কোন খানি দরকার হ'বে তা জানি নি; চারি দিন বাদে তোমাদের জিনিস তোমাদেরই দেব। সতীশ বাবুকেও এই চকের জলের কথা বলো। বলো সাহা আজ কেঁদেছে। এ কান্না কাঁদ্‌তে হ'বে, হাসি মুখে আসি দেখে বুঝি নি। হায়! এ কান্না কি আর কেউ কেঁদেছে? (সকলের প্রতি) তোমাদের কাছে আজ বিদায় হ'লেম, আমার অন্য কায আছে, আমি চল্লেম। (স্বগত) আহা! 'শুকাবে সাধের নিহার!'

২ লোক। বুঝেছি, পিরীতের তুফান উঠেছে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

উদ্যান

নিহার ও সাহানা

নিহার। গীত

খাম্বাজ—মধ্যমান

জানি নে কেন যে ভাল বাসি,
যতনে যাতনা বাড়ে কেন মন অভিলাষী।
দেখি বা না দেখি ভাল, ভালবেসে থাকি ভাল,
কি হ'ল বিফল আশা, বাসনা সাগরে ভাসি।

আপনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'ত্তে চেয়েছিলেন কেন?

সাহা। আপনার নিকটে আমি গুরুতর অপরাধে অপরাধিনী, আমায় ক্ষমা করুন।

নিহা। জগদীশ্বর ক্ষমা করুন!

সাহা। আপনি ক্ষমা কর্ব্বেন না?

নিহা। আমার স্বামী আমায় ত্যাগ করেছেন, তোমার অপরাধ কি?

সাহা। আপনার স্বামীর অপরাধ নাই, আমিই অপরাধী।

নিহা। আমার স্বামীর অপরাধ নাই, আমি জানি; তিনি ত আমার বিবাহের পূর্ব্বেই আমাকে বলেছিলেন, আমার সহিত সাক্ষাৎ কর্ব্বেন না।

সাহা। তার কারণ আমি; আমি আপনার স্বামীকে কৌশলে সত্যে বন্ধ করি।

নিহা। কথা শুন্‌তে সাধ হয় বটে; তোমার রূপ ভিন্ন কি অপর কৌশল ছিল? তাঁরে আমি যেরূপ জানি, তাঁর নিকটে কি কৌশল চলে?

সাহা। কৌশল চলে না সত্য, কিন্তু তিনি রূপেরও বশীভূত নন।

নিহা। তবে তোমার বশীভূত হ'লেন কেমন করে?

সাহা। কেন বন্ধ হ'লেন, তা আমি জানি না। তিনি আমায় ছবি তুল্‌তে নিয়ে গিয়েছিলেন। আপনার ছবি দেখলেম, মনে রিষ-হলো, আপনার সঙ্গে বিবাহও হবে শুনুলেম—

নিহা। চুপ কল্লে কেন?

সাহা। অনুতাপে আমার হৃদয় দগ্ধ হ'চ্চে, তাই বল্‌তে পাচ্চি না।

নিহা। তুমি কাঁদচ কেন?

সাহা। আমার কান্নাই দেখুন; হৃদয় দেখাতে পার্ব্বো না! আমি পিপাসী, আপনিও পিপাসী, সে সুধা কা'র প্রাণ না চায়; কিন্তু আক্ষেপ, আপনিও পেলেম না, তোমায়ও বঞ্চিত কল্লেম।

নিহা। আমার জন্য আক্ষেপ কেন?

সাহা। আমার পিপাসা এ জীবনে মিট্‌বে না; কিন্তু অন্যকে দেখে যে সুখী হব, সে পথও রোধ করেছি।

নিহা। আমার নিকট এসেছ কেন?

সাহা। মনে মনে আকাঙ্ক্ষা, যদি তোমার হারা-নিধি তোমাকে দিতে পারি।

নিহা। আমায় ক্ষমা কর, তুমি আপনিই আপনার পরিচয় দিলে, তোমার কথা প্রতারণা নয়, আমার ধারণা হ'বে কেমন ক'রে জান্‌লে?

সাহা। আপনি আপনার স্বামীকে চেনেন; অবশ্যই জানেন, তিনি দেবতুল্য। নিত্য তাঁর দর্শনে মনের মালিন্য দূর হবে, এ কথা অনায়াসে অনুভব কর্ত্তে পার্ব্বেন। এই নিমিত্তে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'ত্তে সাহস কল্লেম।

নিহা। তুমিও যদি আমার স্বামীকে চেন তা হ'লে অবশ্যই জান যে, তিনি সত্য লঙ্ঘন কর্ব্বেন না; তবে তোমার এ আকিঞ্চন কেন?

সাহা। তিনি সত্য লঙ্ঘন কর্ব্বেন না জানি, কিন্তু আমি যদি তাঁকে সে সত্য হ'তে মুক্ত করি?

নিহা। তিনি তাতেও সম্মত হ'বেন না, তা কি তুমি জান না?

সাহা। অপর উপায় আছে।

নিহা। কি?

সাহা। আপনার স্বামীর জীবনে কি উদ্দেশ্য জানেন?

নিহা। না।

সাহা। আমি এতদিন জান্‌তেম না, সম্প্রতি জেনেছি, তাঁর উদ্দেশ্য অতি মহৎ।

নিহা। আবার বলি, ক্ষমা কর, তাঁর উদ্দেশ্য যদি মহৎ হয়, তোমার লভ্য হলো।

সাহা। আপনি প্রত্যয় করুন—দিন দিন তাঁর উপদেশে তাঁর উপযুক্ত হ'ব, এই আশায় আমি যা ছিলাম—যা ব'লে পরিচয় দিলাম, এখন তা নাই। আমি পূর্ব্বেই বলেছি, আমি পিপাসী, পিপাসায় জলদের নিকট পর্য্যন্ত উঠব মনে করেছিলেম; কিছু উঠেই দেখতে পেলেম, এ জীবনে তাঁর নিকটে যেতে পার্ব্ব না।

নিহা। ভাল, তাঁর উদ্দেশ্য কি বল?

সাহা। তিনি সৌন্দর্য্যের নিমিত্ত লালায়িত, কিন্তু সুন্দরের পিপাসা তাঁর মেটে নাই। তাঁর অসীম কল্পনাপ্রসূত ছবিগুলিন জগৎকে সৌন্দর্য্য রসে আন্দোলিত করেছে বটে, কিন্তু তাঁর সৌন্দর্য্যের পিপাসা মিটে নাই, তিনি দিবা রাত্র একটী উলঙ্গ নরনারীর মূর্ত্তি সম্মুখে রেখে চিন্তা করেন; কিন্তু তাদের মুখমাধুরী কিরূপ চিত্রিত কর্ব্বেন স্থির কর্ত্তে পারেন না। নানা রূপ চিত্রিত করেছেন—জগৎ মোহিত—কিন্তু তিনি তৃপ্ত হন নি; সে আদর্শ যদি কেহ দেয়, তিনি তারে সকলই দিতে প্রস্তুত।

নিহা। এ কথার অর্থ কি?

সাহা। আমি সেই আদর্শ দেব; তার পর তাঁর পদে যাচ্‌ঞা ক'র্ব্ব, এ জীবনে আর দ্বিতীয় যাচ্‌ঞা ক'র্ব্ব না,—অভাগিনীর নিকট তিনি দান নেন।

নিহা। ভাল, কি দান দেবে?

সাহা। তোমাকে দিব।

নিহা। আমি কি তোমার?

সাহা। ভগ্নি, আমার হও আমিও নারী; আমি অনেক যন্ত্রণায় এ কথা বলেছি।

নিহা। ভাল, আমি তোমারি হোলেম; আর একটী কথা, সে আদর্শ তুমি কোথায় পাবে?

সাহা। আমি অনেক কেঁদে পেয়েছি।

নিহা। আমি তো কাঁদি, পাই নি।

সাহা। তোমার প্রাণ পোড়ে নি, আশা

ভস্ম হয় নি। তোমার কান্নায় আমার কান্নায় প্রভেদ আছে। সহজ প্রভেদ বোঝ, তুমি অভিমান করে আছ, আর আমি উপযাচিকা।

নিহা। কেঁদে পেয়েছ?

সাহা। পেয়েছি; আমি তাঁরে যত ভাল বাসি, তিনি যদি তত ভাল বাসতেন, তা হ'লে তাঁর হাত ধ'রে, আমার ব'লে প্রথম যে দিন দাঁড়াতেম, তখন আমাদের মুখের ভাব দেখে, তাঁর কঠোর প্রাণও তৃপ্ত হ'ত।

নিহা। সে আশা তোমার যদি বিফল হয়, তা হ'লে সে আদর্শ পাবে কোথা?

সাহা। সেই অর্দ্ধেক আদর্শ কিন্‌তে আমি এখানে এসেছি। যদি অনুতাপানলে দগ্ধ হৃদয়ে বারি দান করার মাহাত্ম্য থাকে, সেই মাহাত্ম্য দিয়ে তোমায় কিন্‌তে চাচ্ছি, তুমি আমার হও?

নিহা। ভগ্নি, আমি তোমার; কিন্তু পায়ে ধরি, মার্জ্জনা কর—তুমিও নারী, অভিমান বিসর্জ্জন দিতে পার্ব্বো না।

সাহা। তুমি পতিব্রতা, এক অভিমান ত্যাগে যদি শত অভিমানের মান থাকে, ভগ্নি, নারী হ'য়ে কি পায়ে ঠেলা উচিত? অত স্পর্দ্ধা নারীর সাজে না।

নিহা। তুমি আমার যথার্থই ভগ্নি। দেখলেম, সত্যই সাজে না।

সাহা। সাজবে না, আমি প্রথম গান শুনেই বুঝতে পেরেছি। যখন ভগ্নী বল্লে, আবার একবার সে গানটী গাও, গানটী যেন চক্ষের জলে মালা গাঁথা।

নিহা। চক্ষের জলেই তো গেঁথেছি।

গীত

খাম্বাজ—মধ্যমান

জানি নে কেন যে ভালবাসি।
যতনে যাতনা বাড়ে কেন মন অভিলাষী॥
দেখি বা না দেখি ভাল, ভালবেসে থাকি ভাল,
কি হ'ল বিফল আশা, বাসনা সাগরে ভাসি॥

সাহা। বাসনা সাগরই বটে। হায়! আমি কুল পাব না? এখন চল্লেম, কাল আবার এমনি সময় আস্‌ব, কথা আছে।

[সাহানার প্রস্থান।

কতিপয় স্ত্রীলোকের প্রবেশ

১ স্ত্রী। ভাই, আমার স্বামী সব জেনেছেন।

নিহা। আমিও সব জান্তে পেরেছি।

১ স্ত্রী। তোমায় কে বল্লে?

নিহা। তোমার স্বামীকে যে বলেছে।

১ স্ত্রী। তুমি সেই খান্‌কীর সঙ্গে দেখা করেছিলে নাকি?

নিহা। ভাই, তুমি খান্‌কী ব'ল না—এখন সে পবিত্র।

১ স্ত্রী। তুমি কখন এ কথা বিশ্বাস কর—কয়লা কখন হীরে হয়?

নিহা। ভাই, মন কয়লা নয়, হীরে; তবে কখন কখন ময়লা লেগে থাকে।

২ স্ত্রী। কিন্তু ভাই, তোমার মন পাষাণ।

১ স্ত্রী। কেন? তোমার স্বামী কি সত্য চিঠি লিখেছেন—"তোমায় বিয়ে কর্ব্ব, কিন্তু মুখ দেখ্‌ব না,"—কি ব'লে লিখ্‌লে?

নিহা। আমার প্রতি কথা স্মরণ আছে—"তোমায় আমি ভালবাসি কি না জানি না। তোমায় বিবাহ কত্তে পিতৃ ঋণে বাধ্য, বিবাহ কর্ব্বো, কিন্তু বিবাহের পর সাক্ষাৎ হবে না। সম্মত কি অসম্মত, পত্রের উত্তর লিখ।"

১ স্ত্রী। তুমি তার কি উত্তর দিলে?

নিহা। আমি উত্তর দিলেম, 'আমিও পিতৃ-ঋণে বাধ্য।'

১ স্ত্রী। তার পর?

নিহা। তার পর আর কি, বে হ'লো।

২ স্ত্রী। ফুরিয়ে গেল?

নিহা। ফুরিয়ে গেল বৈ কি!

১ স্ত্রী। ধন্যি ভাই, তোমাদের দু'জনের প্রাণ।

৩ স্ত্রী। তুমি কি ভাব্‌ছ?

নিহা। ভাবছি ঢের, এখন কি কত্তে হবে?

২ স্ত্রী। যা ইচ্ছে তাই।

১ স্ত্রী। তবে জলে ডুবে মর।

নিহা দেখ্ ভাই, যেন জলের ঢেউয়ে প্রাণ ঢেউয়ে নিয়ে যাচ্চে!

১ স্ত্রী। দেখ্ দেখ্ দেখ!

২ স্ত্রী। মরি মরি মরি!

নিহা। গীত

যোগিয়া—খেম্‌টা

জলে হিল্লোলে প্রাণ ঢেউয়ে ঢেউয়ে কত চলে।
শুন সই, গুনগুননি,
কাণ পেতে শোন কে কে কি বলে।
দেখ না হাস্‌ছে কমল, আপনি বিহ্বল,
সোহাগে সই আপনি টলে।
না জানি কার পানে চায়,
ভাসায়ে কায়, বিমল জলে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

চিত্র-শালা

সাহানা ও হেমন্ত

সাহা। আমার আর সাজবার সাধ নাই।

হেম। এই সাজে আঁকি দেখ, দেখেই বুঝতে পার্ব্বে, আরও সাজা বাকি আছে কি না।

সাহা। সাজা বাকি আছে তা জানি, কিন্তু সে সাজা আর আমার দেখবার সাধ নাই। তোমার অনুগ্রহে আমি অনেক জিনিস দেখ্‌লেম। আমার দেখ্‌বার আর কিছু বাকি নাই। কিন্তু যে দিন তোমায় সুখী দেখ্‌ব, সেই দিন আমার জীবন সফল জ্ঞান কর্ব্বো।

হেম। আমায় কিসে অসুখী দেখ্‌লে?

সাহা। তুমি আর আমার কাছে আত্ম-গোপন কর্ত্তে পার না। বিধাতা নারীকে পরাধীনা করেছেন, কিন্তু কা'র অধীন জানবারও ক্ষমতা দিয়েছেন।

হেম। তুমি কি আমার অধীন?

সাহা। অধীন যদি না হতেম, তোমার মনের কথা টের পেতেম না।

হেম। আমি জান্‌তেম, আমিই বড় পাগল, তা নয়; তুমি আমার চেয়ে পাগল।

সাহা। যথার্থ বলেছ, তোমার পাগলামীর সঙ্গে অনুতাপ নাই, আমার পাগলামীতে অনুতাপ আছে।

হেম। অনুতাপ করো না, তা হ'লে পাগল হতে পার্ব্বে না।

সাহা। তুমি বারণ কচ্চ, অনুতাপ কর্ব্ব না; কিন্তু তুমি যে স্ত্রীর মুখ দেখ না, তোমার অনুতাপ হয় না?

হেম। না।

সাহা। তুমি বড় কঠিন।

হেম। এ গাল তো দু বছর দিচ্চ, কিছু নূতন গাল দাও।

সাহা। তোমার পূজাও নাই, গালও নাই; অন্ততঃ আমি তো খুঁজে পাই না।

হেম। খুঁজে পাও না, কি? গাল খোঁজ, না পূজা খোঁজ?

সাহা। দেখ তোমার কাছে আস্‌তে ভাল-বাসি, কিন্তু এসে জ্বলে মরি।

হেম। তুমি বার বার এই কথা বল; কেন, আমি কি তোমায় অযত্ন করি?

সাহা। তুমি কিছুই অযত্ন কর না; কিন্তু তুমি আমায় মনুষ্যের মধ্যেই মনে কর না।

হেম। তোমায় বেশ মেয়েমানুষ মনে করি। মনে করে দেখ দেখি, তোমার জন্য কি না করেছি?

সাহা। দর্প রাখ, আমি সামান্য মেয়ে-মানুষ বটে, কিন্তু তুমি যা চাও, আমি তা দিতে পারি।

হেম। তবে ভাল।

সাহা। এখনও তাচ্ছল্য?

হেম। তাচ্ছল্য করি না, কিন্তু যদি করি, তা হ'লে কি?

সাহা। তোমার জীবনের চির-উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না।

হেম। পাগলের উদ্দেশ্য আছে, তুমি জান?

সাহা। তুমি আমায় হীন বিবেচনা করে ঘৃণা কর।

হেম। আমি তোমায় কখন হীন বিবেচনা করি নাই, আমার সমতুল্যই জানি। তবে তুমি আপনাকে চেন না, আমি আপনাকে চিনি; এখন যদি চিনে থাক তো বোল্‌তে পারি না। ভাল, বল দেখি, আমি কি চাই? তুমি আমায় কি দিতে পার?

সাহা। তুমি ছবি লিখে সকলের প্রশংসা পেয়েছ; কিন্তু আপনার প্রশংসা পাও নাই। তুমি এমনি একটি আদর্শ চাও, যাতে আত্ম-প্রশংসা পাও।

হেম। তুমি না বল্লে, আমি যা চাই, তা আমায় দিতে পার?

সাহা। পারি।

হেম। আমি তোমায় সে আদর্শ দেব, কিন্তু দাম নেব।

হেম। দাম কি চাও! যদি একবার সে আদর্শ দেখ্‌তে পাই, আর তখনি যদি আমার মৃত্যু উপস্থিত হয়, তাতেও আমি প্রস্তুত।

সাহা। আমার দাম এই, আমি যা তোমাকে দেব, তুমি আদর করে নেবে। চুপ করে রইলে যে?

হেম। তুমি কি দিবে, তাই ভাবছি।

সাহা। ভাব্‌ছ কি? আমি হাতে করে মন্দ জিনিস দেব না।

হেম। নেব স্বীকার পেলেম; কিন্তু দাম দেব এই প্রথম তোমার কাছে স্বীকার কল্লেম। আমি আদর্শ কত দিনে পাব?

গীত

ভৈরবী—আড়াঠেকা

দেখা দিয়ে দেখা দাও না।
সাধি কাঁদি ফিরে চাও না!
বিভোরে আঁখি ভরে, দেখি রে দেখি তোরে,
প্রাণ রাখি পদে নাও না।

সাহা। আজ আমি পরম সন্তুষ্ট হলেম।

হেম। কিসে?

সাহা। তোমায় ব্যাকুল দেখ্‌লেম।

হেম। আর কি কখন ব্যাকুল হই নাই? তোমার পায়ে পর্য্যন্ত ধরেছি!

সাহা। তোমার পায়ে ধরাও যা, গলায় ধরাও তা, তাতে তোমার ব্যাকুলতা প্রকাশ পায় না।

হেম। তবে তুমি আশা দিয়ে আমাকে নৈরাশ কর্ব্বে না কি?

সাহা। যদি শোধ দিতে হয়, উচিত বটে; কিন্তু আমি স্ত্রীলোক, তোমার মতন কঠিন প্রাণ নয়। তুমি কখন পাথর খুঁদে পুতুল তৈয়ারি কত্তে?

হেম। না, এ কথা জিজ্ঞাসা কল্লে কেন?

সাহা। বছর পাঁচ ছয় হ'লো, আমায় একবার নিয়ে গিয়েছিল। তুমি চিত্র কর, সে খুঁদে পুতুল তৈয়ারি করে। তারও তোমার মত সকল, কিন্তু তোমার মত অত ধন নাই।

হেম। সে কোথা থাকে?

সাহা। আমি একদিন গিয়েছিলেম, অত মনে নাই।

হেম। তুমি অনেক দিনের পর একটী মিথ্যা কথা কইলে।

সাহা। যখন আমি বেশ্যা, তখন ত মিথ্যা কথা কইবই।

হেম। আজ আমায় ভাবালে।

সাহা। শুনে সুখী হলেম বটে। তুমি যে ছবিখানি নির্জ্জনে বসে আঁক, সে ছবিখানি আমায় দেখাও।

হেম। কি ছবি?

সাহা। আর আমায় ভোলাচ্চ কেন? আচ্ছা, না দেখাও, আমি বল্‌চি। একটী পুরুষ মানুষ আর একটী স্ত্রীলোক; দুজনে হাত-ধরাধরি করে উলঙ্গ দাঁড়িয়ে আছে। আর ওই ছবি নিয়ে নির্জ্জনে কি ভাব, তাও জানি। তাদের মুখের ভাব তুমি আঁকতে পাচ্চ না। তা পার্ব্বে কেমন করে? আমি আদর্শ না দিলে তুমি আঁকতে পার্ব্বে না।

হেম। দিতে পার যদি, দাও না?

সাহা। আমি দিতে পারি, কিন্তু তুমি নিতে পার্ব্বে কি না, তা আগে পরফ করে দেখি।

হেম। আচ্ছা, কি পরফ কর্ব্বে কর।

সাহা। শুন বলি। একটী স্ত্রীলোক, একজনের জন্য ভেবে ভেবে পাষাণ হয়েছিল, সে সত্যকালের কথা। পাষাণ-মূর্ত্তি হ'য়ে কত দিন থাকে; দৈবে একদিন যা'র জন্য পাষাণ হয়েছিল, সে তার কাছে উপস্থিত। পাষাণ-প্রতিমা মনে মনে ভাবলে যে, হে পরমেশ্বর! আমি তো পাষাণ, কিন্তু যদি এক মুহূর্ত্তের জন্য মানুষ হই, তাহা হইলে আমি উহার সঙ্গে কথা কই, বলতেই মানুষ হলো। গল্পের এইটুকু জানি। তুমি এই গল্পটুক্‌ শেষ করে দাও।

হেম। আমি তো আর তোমার মত নটী নই যে, নাটক লিখব। এই গল্প আমি কেমন করে শেষ কর্ব্বো?

সাহা। আমি বেশ্যা হ'য়ে পাষাণে প্রাণ

দিলেম, তুমি একটা মানুষে প্রাণ দিতে পাল্লে না?

হেম। তিরস্কারটী উপযুক্ত হয়েছে।

সাহা। তোমায় দুই বৎসরের কথা মনে করে দিচ্চি: আজ বল দেখি, তোমার শুক্‌নো প্রাণ বই আর কি সম্বল? এই শুক্‌নো প্রাণ নাড়া-চাড়া করে পৃথিবী সরা জ্ঞান কর?

হেম। কোথা চল্লে?

সাহা। তোমার সেই ছবি দেখতে।

হেম। না, না, ছবি দেখ্‌তে হ'বে না।

[উভয়ের প্রস্থান।

হীরালালের প্রবেশ

হীরা। গীত

মাঝ—কাওয়ালী

হেরিব পাষাণে হাসি;
সে হাসি কত ভালবাসি।
সরল প্রাণে দাগা দিয়ে, রয়েছি ছায়া নিয়ে,
উদাসী ছায়ার হাসি, দিবানিশি মন পিয়াসি॥

হেমন্ত ও সাহানার প্রবেশ

সাহা। এ গান আমি শুনেছি। যে শিল্পীর কথা বলছিলাম, সেই এ গীত গাচ্চে। আমার বোধ হচ্চে এই সে শিল্পী।

হেম। আজ তুমি নূতন রকম কুহক দেখাচ্চ।

হীরা। মহাশয়, আমায় বালক বিবেচনা কচ্চেন করুন; আমার যা কর্ত্তব্য বলি। আমার জ্ঞানোদয় অবধি পাথরে মূর্ত্তি করি। অনেক রকম করেছি, কিন্তু আমার মনের মতন একটীও হয় নাই। যখন মনের মতন কর্ত্তে পাল্লেম না, তখন সে কাজ ত্যাগ করাই উচিত। আমি এ স্থানে আর থাকব না! আমার বহু যত্নের গঠন কাকে দিয়ে যাব? শুন্‌লেম, আপনিও একজন মাধুরী-উপাসক, যদি অনুগ্রহ করে গ্রহণ করেন, আমি আপনাকেই সেই গুলি দিই।

হেম। তাতে আপনার লাভ?

হীরা। ক্ষতি লাভ কখন গণনা করি না, সুতরাং বলতে পারি না।

হেম। আমায় দিয়ে যদি সুখী হন, আমি নেব (জনান্তিকে) আজকে দানের পালা!

হীরা। আগে আপনি দেখুন, আপনার উপযুক্ত কি না?

হেম। কোথায় গেলে দেখ্‌তে পাই?

হীরা। (কাগজ লেখা ঠিকানা দিয়া) আজ সন্ধ্যার সময় এই ঠিকানায় গেলেই আপনি দেখতে পাবেন। আহা! এ স্ত্রীলোকটি কে? আমি আপনাকে কখন দেখেছি?

সাহা। আমি সামান্য বনিতা। আমায় দেখে থাকবেন, তা'র বিচিত্র কি?

হীরা। সন্ধ্যার সময় যাবেন কি?

হেম। যাব।

হীরা। যে আজ্ঞে, তবে চল্লেম।

[হীরার প্রস্থান।

হেম। রঙ্গিণি, এ কি রঙ্গ?

সাহা। আমি কেমন করে জান্‌ব?

হেম। অবশ্যই জান; আমার প্রয়োজন আছে, চল্লেম।

[প্রস্থান।

তৃতীয় অংক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

উপবন

হেমন্তের প্রবেশ

হেম। আহা! যতদূর নয়ন যায়, ততদূরে কেবল সুন্দর মূর্ত্তি। একটু বিশ্রাম করি, আবার তোমাদের নয়ন ভরে দেখ্‌ব।

(উপবেশন)

গীত

বেহাগ—একতালা

যাগ' কুসুম যাগ' কি আসে;
নীলিমায় কেন তারকা ভাসে;
কেন নিশাকর ঢালিছে কিরণ,
তরু লতা কেন নাচ রে;
বিজনে মাধুরী বিলাইছ কা'রে
নীরবে কি র'বে, ভাষ বারে বারে,
কার সোহাগে, কি অনুরাগে,
বনমাঝে সাজিয়াছ রে।

প্রস্তরমূর্ত্তিরূপে নিহার প্রভৃতির
গীত
লুপ-খাম্বাজ—খেমটা

ফুল তুলি আয় লো সজনি,
সাজব মনের সাধে;
দেখব কেমন প্রেমিক অলি
কাঁদে কি না কাঁদে।
কুসুমের মালা গাঁথা,
একলা কেন পরবে লতা;
তুলব রতন; কুসুম ভূষণ,
ধরব' রসিকচাঁদে।
ধরব মোহিনী ছবি,
সাজবো আজ বনদেবী;
রাখব খোঁপাতে বেঁধে, মদনেরি ফাঁদে।

হেম। (চমকিত হইয়া) এ কি, এ স্থানে জনপ্রাণী ত নাই, এ সঙ্গীত কোথা থেকে হচ্চে! পাষাণ-পুত্তলীরা গান কচ্চে না কি? নীরব হলো।

নিহা। গীত
পরজ—যৎ

পাষাণ প্রাণে পাষাণ বল
করি না করি না মানা মানা।
পাষাণ নয়, এ প্রাণে মাখা,
কে পাষাণ তা গেছে জানা॥
জেনেশুনে পাষাণ প্রাণে,
প্রাণ সংপেছি পাষাণে,
যে জানে সে জানে,
কেন, পাষাণ করি উপাসনা॥

হেম। (একটী পুত্তলিকার নিকট গমন করিয়া) না, এই স্থানে গান হচ্চে। এ কি প্রস্তর-প্রতিমা, না কুহক মাত্র। মরি মরি কি মোহিনী প্রতিমা!

সাহা। (নিহারের হস্ত ধারণ করিয়া) এই আমার দান। গ্রহণ করুন।

নিহা। নাথ! আমি এতদিন পাষাণ হয়েছিলাম, তোমার দর্শনে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হলো।—

হেম। প্রিয়ে, আমায় ক্ষমা কর।

নিহা। যদি সহস্র বৎসর পাষাণ হয়ে থাকতেম, এই কথাতেই তার শোধ হতো!

হেম। (সাহানার প্রতি) তোমার দান আমি আদর করে নিলাম, কিন্তু তুমি আমার আদর্শ দিলে না।

সাহা। আমি তোমার মত মিথ্যাবাদী নই; তুমি যেমন মিছে করে বল, আমায় ভালবাস, (সম্মুখে আর্সি ধরিয়া) তোমাদের দুজনের মুখের ভাব তোমার ছবিতে তুল।

হেম। না, না, কেবল আমাদের মুখের ভাব তুলিতে তুল্লে হবে না; এ মুখখানিও চাই. আমার হৃদয়ের যোগিনীও সেই পুরুষ প্রকৃতির আরাধনা করবে। তোমায় ভালবাসি বল্‌ছি; আবার বল দেখি; আমি মিথ্যাবাদী।

গীত
লুম—খেম্‌টা

যামিনী মাতোয়ারা, মাতোয়ারা প্রাণ রে।
মাতোয়ারা চলে, সুধা কানে কান রে॥
কুসুম মাতোয়ারা, মাতোয়ারা তারা।
মাতোয়ারা শশী, মাতোয়ারা তান রে।

যবনিকা পতন

বড়দিনের বখশিশ

[পঞ্চরং]

রঙ্গদারগণ

পুরুষ-চরিত্র

পরী-মন্ত্রী। নজর (পরীরাণীর প্রধান দূত ও কর্ম্মচারী)। পুঁটে মিত্র (দালাল)। গয়ারাম (কর্ত্তা)।
মিঃ ডস্ (গয়ারামের বড় ছেলে)। ভুলু বাবা (ঐ ছোট ছেলে)। গদাই দাস (ঐ ছেলেমেয়েদের
শিক্ষাদাতা)। রামচাঁদ (গয়ারামের প্রতিবেশী)। শ্যামধন ঘোষ (ঐ অন্য প্রতিবেশী)।
মিঃ হাজরা (বিলাতি-আচার ব্যবহার-প্রিয় যুবক)। প্রেমদাস (তুলসীর মালাওয়ালা)।
জিনিগণ, ক্লাউন, থিয়েটারের ম্যানেজার, দেশহিতৈষী, টাইটেলখোর, পলিটিসিয়েন, সংস্কারক,
সভ্যতার নিশানধারী, প্রেমিক, ঢোলধারী, জাল বর।

স্ত্রী-চরিত্র

পরীরাণী। গুলজার (পরীরাণীর প্রধানা সহচরী)। মিসেস্ হাজরা (মিঃ হাজরার স্ত্রী)।
মিসি বাবা (গয়ারামের কন্যা)। প্রেমদাসী (প্রেমদাসের বৈষ্ণবী)।
পরীগণ, ফুলকপীওয়ালী, নেবুওয়ালী, ভেটকীমাছওয়ালী ও ফুলওয়ালী ইত্যাদি।

প্রথম দৃশ্য

হ্যারিসন রোড—দিন

থিয়েটারের ম্যানেজার

থিয়ে-ম্যা। এ বড়দিনে বখ্শিশ আমরা সকলেই পাব, কেউ বঞ্চিত হবেন না, দেখবেন একটি দিব্য আয়না, আর কতটা পোড়ামুখ, তা যাবে জানা, কারুর নাই মানা, যে আসতে চাও, এসে যাও, এনাম নিয়ে চ'লে যাও। লাগ ভেল্কি লাগ, যে পোড়া মুখ দেখে খুঁড়্বে, তারও মুখে আগুন লেগে যাক্, ঐ আসছেন আমার ভাই, উনি কর্বেন খেলা জমাই।

[প্রস্থান।

পুঁটে মিত্রের প্রবেশ

পুঁটে। কল্কেতায় তো কারু বাড়ী যাবার যো নেই, ফি বাড়ীতে একটা না একটা ফ্যাঁসাদ বাধিয়েছি। ঐ যে আমার দাদা যাচ্ছে, ওর সঙ্গে একটা পরামর্শ করি। ও খুব তৈয়ারী; ও থিয়েটারের ম্যানেজার। দেখি, যদি কিছু নূতন খেলা বা'র করে। এবার ঘড়ী সারা, টাকা ধার, গিলটীর গয়না বাঁধা, জুয়াখেলা, হ্যান্ডনোট কাটায় চলে না আর।

নজর ও গুলজারের প্রবেশ

উভয়ে। গীত

বহুত সহর দোনা ঘুমকে আয়া।
বড়িয়া বেকুব কোহি নেহি পায়া॥
ঘর আশমান্ সহর,
সহর দেখে সব হো যাওয়ে তর,
হুঁয়া পীরস্থান্, বাদশাজাদী হুঁয়া পরীজান্,
বেকুবকা বাগিচা হুঁয়ি তৈয়ার,
বেকুবকা দেখনে বাহার,
পরীজান্ কি সক্,
বেকুব পোঁছনে হোগা বেসক্,
বড়িয়া বেকুব বিন লে যায় কেয়া।

পুঁটে। এই দুজন দেখ্ছি বিদেশী, কিছু হাত হবে না? বেহায়া বেহায়া কি কচ্চে। ও গো যা-হয় কি সাহেব, ওগো যা-হয় কি মেম, এ মুলুকে কিছু কিন্বে বেচবে?

নজর। হাঁ, চিজকা ওয়াস্তে আয়া।

গুলজার। বহুত সহর ঘুমা, চিজ কোহি নেই পায়া।

পুঁটে। হাম তো সেই বাত বোল্তা, এ মুলুক ছোড়কে কে কাঁহা কি পাতা? তিসি, সর্ষে, গম, মাষকলাই, চালদাল, সোনার গয়না,

জহরত, হীরে, মতি, মুক্ত, পান্না, বেনারসী, বোম্বাই, বডী কি সেমিজ, কি হুকুম, কাহে নেই কর্‌তা?

নজর। হিয়া উল্‌লুক মিল্‌তা?

পটে। উল্‌লুক?

নজর। বেকুব।

পটে। ক গণ্ডা, ক বুড়ি, ক পণ, ক শো, ক লাখ, ক ক্রোর চাতা? হামকো হুকুম কর, এ মুলুকে উল্‌লুক নেই! কি রকম বেকুব চাই, হাম্‌কো বাতায়কে দাও!

নজর। আচ্ছা আচ্ছা বেকুব মাঙ্গাও।

গুলজার। দরকা ওয়াস্তে নেই ডরো, মিলেগা যো চাও।

পটে। কি রকম দরকার বল, ছোট রকমের কি ভাও তোমার দেখি। আমিও একটা বেকুব আছি, তা বেশী দরের; ছোট-খাটো একটা দেখাই।

নজর। আচ্ছা, মাঙ্গাও।

গুলজার। আর তোমারা ক্যা ক্যা দর বাতাও?

পটে। সে দর-দাম শেষে করেগা। মা-বাপকে খেতে দেয় না, মাগের বুট খায়, এ উল্‌লুকে যদি দরকার হয়, ফি ঘরে ঘরে পাবে, যে বাড়ীতে সেঁধোও। বেশ ইংরাজী কোট-পেন্টুলেন-পরা, এ দিকেও বিবিয়ানা ধাঁজের সাজগোজ, যদি চাও তো—নম্বরে সেঁধোও।

নজর। তোম্‌ নেহি ল্যাতেহো কাঁহে?

পটে। আঃ, আমার বাপের পিণ্ডি! হোথায় কি যাবার যো আছে? ওদের সাত-গুষ্ঠীকে ঠকিয়েছি, বাপের টাকা ত নিয়েছি, বুড়ীর ভাত খাবার থালা, ছোঁড়ার ঘড়ী, ছুঁড়ির ইয়ারিং ভাড়া দিছি।

নজর। কুচ পরোয়া নেই, জিনী আরও পরী হ্যায় হাম্‌ লোক্‌কা সাত।

গুলজার। কাহা বেকুব, কহো সাঁচ্চা বাত।

পটে। রাস্তার দু'দিকেই আছে, ৩৩ নম্বরে কিছু সাজগোজ ভাল।

নজর। যাও, জিনী আওর পরী জল্‌দী যাও।

গুলজার। দোনো উল্‌লুক হিঁয়া লাও।

পটে। একটু ঘাপটি মেরে মজা দেখ।

নজর। বহুৎ আচ্ছা।

গুলজার। এ বাত সাঁচ্চা।

জিনী ও পরীগণের প্রবেশ ও গীত

দেখো বেকুবকা লে আয়া জোড়ী,
ঘরমে বৈঠে রোয়ে বুড়া-বুড়ী।
দেখ ঢংসে রংসে কেসা আওয়ে,
মারে গরবাকি মট্টী দাবাওয়ে।
গ্যাড ম্যাড হ্যাড হিঁয়া পেঁওছায়ে,
যো কামমে ভেজো ছোড়ে থোড়ি।

[প্রস্থান।

হাজরা সাহেব ও বিবির প্রবেশ

বিবি। ডিয়ার, কুক্‌ মটন্‌ ছুঁতে চায় না, তোমার বুড়ী মাকে ব'লো, দুটো কাবাব আমাদের তৈয়ারী ক'রে দেয়, আমি শিখিয়ে দেব; আর বাপকে ব'লো, সেই আমাদের টেবিলে দে যায়। দিনের বেলা এটা-সেটা ক'রে রাত্তিরে যে কুঁড়েমো করবেন, তা হ'লে এক সন্ধ্যে খান, আমার কোন আপত্তি নেই।

সাহেব। ক্যাপিটেল, ক্যাপিটেল, ডিয়ার।

বিবি। হ্যালো! ইউ মন্‌কী, আমার ইভনিং ড্রেস এসেছে?

সাহেব। পরশু দেবে বলেছে।

বিবি। বুড়ো মা-বাপকে তিন টাকা ক'রে ছ-টাকা ছাড়তে পার, আর আমার সুট পরশু আস্‌বে?

সাহেব। মাই ডিয়ার, রাগ ক'র না।

বিবি। আমি তোমার মিষ্টি কথা শুন্‌তে চাই না। (পদাঘাত)

গীত

উভয়ে। বেকুবি কার দেখ্‌তে বাসনা।
বিবি। মোজাওলা বুটের লাথি,
সাহেব। দেখ না কাজ কি শোনা।
বিবি। তিনশো টাকার ইভনিং সুট হয়েছে
ফরমাস,
সাহেব। বুড়ো-বুড়ী ছটা টাকা পায় না
মাসে মাস,
সিভিল জেল শিওরে,
ঘরে চাট-ছুঁড়ুনী জেনানা।
বিবি। চাট না দিলে কিসে চলে,
নৈলে লাগাম মানে না।

পুঁটে। কুর্নিস দি হাজরা সাহেব, কুর্নিস দি বিবি।

সাহেব। আই সে, আমি তোমার উপর ভারি খুসী হয়েছি, আমাদের যে উল্লুকের জোড়া বলেছ, এতে আমরা বড় প্লিজড্ হয়েছি।

বিবি। ভেরী মাচ ওবলাইজড হয়েছি।

পুঁটে। কেমন সার্টিফিকেট দিয়েছি বল।

হাজরা সাহেব ও বিবি। বহুত খুব, বহুত খুব।

পুঁটে। ক্যাবাত ক্যাবাত, আসমান সহরের বাগানটা ক'রে নিয়েছ হাত!

জিনি, পরী। চল্ হাম্‌লোককা সাথ।

[পুঁটে ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

নজর ও গুলজারের প্রবেশ ও গীত

গুলজার। তোমসে দোস্তি ঝকমারি।
নজর। কেয়া কসুর কহো, কাঁহে গোসা ভারী।
গুলজার। দো একঠো ঠোনেসে হোতা বেজার
সাম্‌নে দেখা কেসা লাথ্‌কো কাহার।
নজর। ক'রো যেসা ভাই পসন্দ তুহার।
কিয়া দেল চুরি, ময় হুয়া নাচার,
গুলজার। ঝুট বোলনে আচ্ছা তৈয়ারী,
নজর। জান নেই কেসা নয়না-কাটারি তেরি।

পুঁটে। যে বুড়ী পাঠালেম, তা কোন মুলুকে পাবে না। হিন্দু, মোসলমান, খৃষ্টানে তো নেই, তবে এ সহরের কথা ধর্‌বেন না। এটি কেমন জান? উপরে এই চেকন-চাকন বাড়ী-ঘরদোর, ভিতরে নর্দ্দমা, এ সহরের আজব কারখানা, মানুষও দেখ্‌তে চেকন-চাকন, ভেতরে পচা খানা। আর কি রকম উল্লুক চাই বল?

নজর। ওম্‌দা ওম্‌দা চিজ ভেজো!

গুলজার। ডরো মৎ, ঠিক দর দেগা।

পুঁটে। আর বেশী কষ্ট কর্ত্তে হবে না, ঐ মর্ণিং ওয়াকেই বেরিয়েছে; ঐ যে অলষ্টার গায়ে, উনি বাবার সেরা বাবা, ঐ যে চিড়িয়া-বুটী শালের বালাপোষ গায়ে, উনি শিক্ষকের বাদ্‌শা, নিকার-বোকার সুটপরা, ঐ বংশধর খুদে সুসন্তান, আর পিনাফোর-পরা ঐ মিসি বাবাটি বংশধরী। ঐ দিকে আস্‌ছে; তোমরা একটু আড়াল থেকে তামাসা দেখ। [প্রস্থান।

গয়ারাম, ছেলে মেয়ে ও গদাইকে লইয়া জিনী ও পরীগণের প্রবেশ ও গীত

জিনী, পরী। হুয়া হুকুম তামিল,
হুয়া হুকুম তামিল।
গয়ারাম, গদাই। বেকুবের এমন জোড়া,
মেলা মুস্কিল।
ছেলে ও মেয়ে। বেকুবের খুদে জোড়ায়
দেখ কেমন মিল।
পরী, জিনী। কেয়া খুবী বেকুবী মজেদার,
ঢুড়নে বেকুব নেহি হোয়েগা আর,
দেখে পরীজানকো পুরেগা দিল।
গয়ারাম। শিক্ষা দিতে ছেলে-মেয়ে
মাষ্টার রেখেছি।
গদাই। হন্দ-মুন্দ চেষ্টা ক'রে আমি দেখেছি।
ছেলে ও মেয়ে। ভাই-বোনে তেমনি শিখেছি।
গয়ারাম, গদাই। দেখেছ যেমন ধাড়ী জোড়া,
ছেলে ও মেয়ে। তেমনি জোড়া পিল।
পরী, জিনী। বেসক্ বেসক্ বোলেছে হক্,
এনতাহাম্ দেখে দেখে লাও আক্কেল॥

গয়া। গদাই, ছেলে-মেয়েটা সাবান ইউজ করে?

গদাই। আল্‌বত।

গয়া। টুথব্রুস্ দিয়ে টিথ ক্লিন করে?

গদাই। আফ কোর্‌স।

গয়া। সকালবেলা উঠে তিনবার গড নেই বলে?

গদাই। এভ্‌রি ডে, বে-ওজোর!

গদাই। ভুলু বাবা, আর মিসি বাবা!

ছেলে ও মেয়ে। সার?

গদাই। কি ক'রে ঘোড়ায় চড়্‌বে?

ছেলে ও মেয়ে। টগাবগ! টগাবগ!

গদা। কি ক'রে বল-ড্যান্‌স্ করবে?

ছেলে ও মেয়ে। গীত

মেরি মেরি এক্সমাস্ মেরি ল্যাড্ মেরি ল্যাস্
মেরি মেরি মেরি চান্স, মেরি মেরি মেরি ড্যান্স,
হুইস্কি সেরি ক্লোয়িং মেরি,
ওন্‌লি সরি নেটিভ অ্যাস।

গদাই। কি ক'রে পথ চল্‌বে?
ছেলে। ড্যাম্ ড্যাম্ নেটিভ কালা।
মেয়ে। খাবি হুইপ স'য়ে পালা।

গীত

দুজনে ডিম্ ফুটে বেল্লিক।
বাবার জোড়া গুণের নিধি মাষ্টারটি ঠিক।
বিলাত থেকে ফিরে এলে বল্‌তো তবে ড্যাম,
নিকারবোকর পিনাফোরে,
আমরা সাহেব ম্যাম,
বেল্লিকেতে কে দেবে লড়াই
চ্যালেঞ্জ আমরা চাই,
বেল্‌কোমো কি গাঁটে গাঁটে.
ঠাউরে দেখ যাও খানিক।
বড় হ'লে জ্বালাব দশ দিক্॥

[সকলের প্রস্থান।

পুঁটিরাম, নজর ও গুলজারেব প্রবেশ

পুঁটে। কি কল্লে, ধাড়ী-জোড়াটা চালান দিলে? ঐ পিল-জোড়াটা পাঠাও, ও দুটোর তো এখনও পুরো বেল্লিকী দেখ নি।

নজর। বহুৎ আচ্ছা।

পুঁটে। দু দশটা কাঁচা মাল দরকার আছে কি? এই বেশ্যার জন্যে গলায় দড়ী দেয়, স্ত্রীর চন্দ্রহার চুরি ক'রে নে গিয়ে কৃষমাস্ করে, পৈতে ফেলে হাড়ী হয়? এ লিষ্টি আওড়াতে গেলে মুখে ফেকো ধ'রে যাবে। তোমাদের যাবার সময় দু-চারটে দেব এখন। আপনার দেশের লোকের নিন্দা করে, বাঙ্গালীর সব দোষ দেখে; বাঙ্গালীর আগাগোড়া দোষ দেখে. এমন বেল্লিক যদি চাও তো এ সহর উঠিয়ে নিয়ে যাও। এ বেল্লিকের নূতন ধরণ কি জান? দু'জনেই বাঙ্গালী, দুজনে গলা ধরা-ধরি ক'রে চল্‌ছে, বাঙ্গালী ভারি পাজি। কারুর বোন বিধবা, লেক্‌চার দিচ্ছে. বাঙ্গালীর বিধবারা সব অসতী। মস্ত টিকি-কাটা ভটচাজ মুরগী খাওয়ার বিধান দিচ্ছে. শালগ্রাম ছেড়ে সাহেবের আরষ্টি কচ্ছে—এ রকম কাঁচা বেল্লিকের দরকার আছে কি? টাইটেল নিতে লাক টাকা দেয়. বাড়ীতে এক-মুঠি ভিক্ষে পায় না; সম্পাদক. থিয়েটারের ম্যানেজার?

নজর। তোম তো আজব বাত ফর্‌-মাতোহো।

পুঁটে। নমুনাটা কি রকম দেখ্‌লে?

নজর। আচ্ছা, তোম্ বড় জোড়ীকা ভেজনে নেহি দিয়া কাঁহে?

পুঁটে। ওর বেকুবী কি দেখ্‌লে? ও জোড়া তোমায় দেব বটে, কিন্তু আর যদি অমন জোড়া চাও, আমি নারাজ; অমন কুলতিলক পিতা আর গুণের ধ্বজা শিক্ষাকর্ত্তার জন্যেই তো মুণ্ডুকে বেকুব ভরা! বাপ যদি রবিবারে পান চিবুতে চিবুতে ষ্টিক হাতে ক'রে গার্ডেন-পার্টিতে না যেতেন, তা হ'লে ছেলে কি মাগের চুড়ী খুলে নে, বেশ্যাবাড়ী সরস্বতী-পূজা কর্ত্তো? মাষ্টারের যদি হিতাহিতজ্ঞান থাকতো. যদি হিতশিক্ষা দিত. তা হ'লে কি ছাত্র বল্‌তো. ড্যাম হি'দুয়ানি, মা-বাপকে ওল্‌ডফুল বল্‌তো? তা তুমি সওদা কর আর না কর. বেল্লিকের জড় তোমায় দেব না; তবে যে জোড়া দেখিয়েছি. নে যাও, কিন্তু জবর জোড়াটি ছাড়লুম। এখনও ওর বেল্লিকগিরি দেখাচ্ছি. ঐ বেল্লিক আস্‌ছে দেখ্‌ছ, একটি বেল্লিকের চার, কাতলা বেল্লিক এসে পড়্‌লো ব'লে।

[প্রস্থান।

ফুলউলীর প্রবেশ

গীত

মনোহরা এ ফুলের পসরা!
ফুলে বিজলী খেলে নাগর দেয় ধরা॥
সৌরভে আমোদ করে.
নিয়ে যায় সোহাগ ক'রে.
সোহাগে তোলা এ ফুল, সোহাগে ভরা॥

নেবুউলীর প্রবেশ

গীত

যার সখ থাকে এ রাঙ্গা নেবু কিনে নিয়ে যাও।
রাঙ্গা হাতে ছাড়িয়ে খোসা রাঙ্গা মুখে দাও।
এ নেবু রসেতে টস্ টস্.
রস ভ'রে যার মুখে দেবে অমনি হবে বশ,
সোহাগে ব'সে চাঁদের হাট,
রাঙ্গা সেরি ঢেলে কর রাঙ্গা নেবুর চাট,
এ নেবুর কদর ভারি কল্লে দেরি,
পাও কি না আর পাও।

পটুটের প্রবেশ

পটুটে। চারে এসে বেকুব খেলে দেখ। তোমার পরীকে আর ধ'রে আনতে হবে না, নেবুতে আর ফুলেতেই সরগরম, এলো ব'লে।

মিষ্টার ডসের প্রবেশ

ডস্। এই ফুলউলী, এই ফুলউলী, এই নেবুউলী!

উভয়ে। কি বাবু, কি বাবু?

ডস্। বাবু নেই—মিষ্টার ডস্—কোর্টসিপ ক'রে বে কর্‌তে পারবে?

ফুল-উ। তোমায় আগে বল, বাবু বল্‌ব, না কি বল্‌ব?

ডস্। মিষ্টার ডস্।

ফুল-উ। মটর খস কি বলছেন?

ডস্। কোর্টসিপ্।

ফুল-উ। হাঁ, তোমার মত কত সাহেব কোটে তোড়া পরে।

ডস্। আমি তা বল্‌ছিনে, পছন্দ ক'রে বে কর্‌বে?

ফুল-উ। ও মা, পাগল না কি?

ডস্। যেও না, আমি সব ফুল তোমার কিনে নিচ্ছি, তোমার একটা কথা পেলে হয়; তোমার বে' কর্‌বার ইচ্ছা আছে?

ফুল-উ। ফুল নেবে?

ডস্। ও কথা তো চুকে গিয়েছে। ফুল নিয়ে তোমায় সাজাব। একটু দাঁড়াও, কোর্টসিপ্ করি।

ফুল-উ। ওলো দেখ, মিন্সের ঢং দেখ!

ডস্। নেবুউলী, তুমি কি রাজী আছ?

নেবু-উ। রাজী আছি, তুমি কি দু'জনকেই বে কর্‌বে?

ডস্। না, এক জনকে।

নেবু-উ। তবে আমরা চল্লুম।

ডস্। দাঁড়াও, তোমাদের দু'জনেরি বে হ'তে পারে। ঐ গদাই দাস আস্‌ছে, ও এক জনকে বে কর্‌তে পারে, আমিও এক জনকে পারি।

নেবু-উ। তা এখন বে ক'রো, আমরা চল্লুম।

ডস্। আচ্ছা, তোমাদের কার্ড দিয়ে যাও।

ফুল-উ। সে আবার কি?

ডস্। বাড়ীর নম্বর বল, আমি একটা সাজ ক'রে যাচ্ছি। যাও কোথায়, নম্বর ব'লে যাও।

[ফুল ও নেবুউলীর প্রস্থান।

গদাই দাসের প্রবেশ

গদাই। নেভার মাইণ্ড, আমি দুজনেরি বাড়ীর নম্বর জানি। আপনার মতলব হাঁসিল হবে, আপনি যদি ঘোষেদের বাড়ী বে না করেন।

ডস্। এই ক্রস্‌মাসে যেমন ক'রে হয়, বে কর্‌বই। যদি কোর্টসিপ কত্তে পেলেম না, সিভিল ম্যারেজ হ'লো না, নাইনটিন্থ সেঞ্চুরিতে তবে পিস্তল খেয়ে মরা ভাল।

গদাই। সে সব আপনার কিছু নেই। এক বেটী হাড়িনী কোর্টসিপ্ কর্‌তে রাজী হয়েছে, আজ তারে সমস্ত দিন বুঝিয়ে রাজী করেছি। সে হাড়িনী বেটী তোমাদের বাড়ীতে খাটে।

ডস্। না, সে বড় ক্যাডাভ্যারাস্, আমি দেখেছি। নামটি খুব জবর হয় বটে, কিন্তু আমার মন ঐ ফুলউলীর দিকে! তুমি—যদি নেবুউলীকে বে কর ত ফুলউলী আমার হাত হয়।

গদাই। দেদার রাজী, আমি নেবুউলীর বাড়ী উঁকিঝুঁকিটা মেরে আস্‌ছি।

ডস্। আচ্ছা, তুমি যাও, আমি ওয়েডিং ড্রেস্‌টা ফর্‌মাস দিয়ে যাই।

[প্রস্থান।

গয়ারামের প্রবেশ

গয়া। গুওটাকে আমি ত্যাজ্যপুত্র কর্‌বো, অমন উইডো, তার সঙ্গে যোগাড় কল্লেম, বিশ বিশ হাজার টাকা হাতে লাগতো, আমার একটা নাম বেজে যেত, তা গুওটা আমার মুণ্ড হেঁট কর্‌লে। আমি ভাব্‌ছি, আমাদের বুড়ো রামচাঁদের সঙ্গে বে দেব, সেও বে বে করে, কিন্তু বুড়ো দেখে তারা যদি না রাজী হয়?

গদাই। তার একটা প্ল্যান আছে, তা আপনার ছেলে তো বে কর্ত্তে চায় না; তা লাইন ক্লিয়ার আছে, রামচাঁদ হুইস্‌ল দে বেরিয়ে যাক্ না?

গয়া। একটা ফ্যাসাদ পড়েছে, দশ হাজার টাকা ক'নের নামে লিখে দিতে হবে। আমাকে তার জামিন হ'তে হবে, রামচাঁদের তো কিছু নেই।

গদাই। তার জন্যে ভাবনা কি? রামচাঁদ তো আপনার হাতেই আছে, তাঁর ঠেঁয়ে পাল্‌টে লিখে নেবেন।

গয়া। কি জানি, পরের হাতে যাওয়া; কেউ কারুর নয় ভাই,—কেউ কারুর নয়, টাকাই আপনার। আর এক মুস্কিল, রামচাঁদকে বুড়ো দেখে যদি বে না দেয়?

গদাই। তার এক উপায় আছে, রামচাঁদের চুল ছেঁটে কলপ লাগিয়ে দিন।

গয়া। তারা যদি না রাজী হয়?

গদাই। ফিকির কর্ত্তে হবে। রামচাঁদকে ছোঁড়া সাজিয়ে ট্রাইসিকেলে চড়িয়ে নে হাজির করা যাবে। আর আপনার ছেলে ব'লে পাস কল্লেই বা হানি কি?

গয়া। না না, আমার ছেলেকে চেনে। রামচাঁদ বুড়ো মানুষ, ট্রাইসিকেলে চড়্‌বে কি ক'রে?

গদাই। একটা থিয়েটারের ছোঁড়াকে সাজিয়ে ট্রাইসিকেলে চড়িয়ে, একদিকে আপনি চামর ঢোলাবেন, আর এক দিকে রামচাঁদ, লোকে জান্‌বে যে, আপনারই ছেলের বে হবে, থিয়েটারের ছোঁড়াটা মার্‌বে দৌড়, আর রামচাঁদ তার (Take his place) টেক হিজ প্লেস্‌ কর্‌বে; কাজটা শীঘ্র শীঘ্র সার্‌বেন, তা নইলে গোল হবে। এই কৃসমাসের দিন বাগানে যদি কাজটা সার্‌তে পারেন, তা হলেই আপদ্‌ চুকে যাবে; বলেন তো আমি সব ঠিকঠাক যোগাড় করি। রামলীলের বাগান আমার হাতে আছে, এক রাত্রে তিন জোড়া বর-ক'নে বেরিয়ে আসি।

গয়া। তিন জোড়া কি?

গদাই। রামচাঁদ, আমি আর আপনার বংশধর মিষ্টার ডস্‌ এক ফুলডউলীকে বে কর্‌বে, আমি নেবুউলী আর রামচাঁদ তো আছেই, এই তিন জোড়া।

গয়া। সে কি ফুলডউলীকে বে কর্‌বে?

গদাই। জরুর।

গয়া। তবু আমার প্রাণটা ঠাণ্ডা হলো! ছেলেটা একটা নাম রাখবে, ইন্টারম্যারেজ হবে কি না? আর তুমি যে নেবুউলী বে কর্ত্তে যাচ্ছ, কিছু টাকাকড়ি তার আছে না কি?

গদাই। টাকা-কড়ি কি আছে, জানি না, বড় বড় কমলা-লেবু ত মাথায় দেখলেম।

গয়া। ও হে, ভাল ক'রে না জেনে শুনে বাঁধা যেও না! ছেলেটা ইন্টারম্যারেজ ক'রে খোরাকীর দায়ে যদি জেলে যায়, যাক, আমার আপত্তি নেই; কিন্তু তোমায় আমি ছাড়তে পাচ্ছি না; তুমি জেলে গেলে আমার ছোট ছেলে-মেয়েকে কে শেখাবে? তোমার মত এমন চূড়ান্ত মাষ্টার আর কোথায় পাব?

গদাই। মাষ্টার ঢের আছে, তার জন্যে চিন্তা নেই, তবে অনুগ্রহ ক'রে আপনি যা বলেন। আমি যাচ্ছি নে বাঁধা। তবে আপাততঃ কমলা-নেবুটা-আসটা ত চলুক, তার পর ভেট্‌কীমাছ-উলী-টুলী দেখে নেব! খোরাকীর নালিশ কেউ কর্ত্তে চাইবে না। আমাকে জেলে খোরাকী গুণ্‌তে হবে।

গয়া। তা যা ভাল বোঝ, কিন্তু দেখো, নিজের বেতে যেন ব্যস্ত থেক না, আমার কাজের যোগাড়ে তোমায় থাকতে হবে।

গদাই। সে জন্যে ভাব্‌বেন না, রামচাঁদকে কেবল ওয়াটসন্‌ সামারের বাড়ী থেকে চুল্‌টো কলপ দে নিন।

গয়া। ইংরাজী বান্দী-টান্দী ক'রে যাবার ফয়রা দিয়েছে?

গদাই। অতয় কাজ নেই, ট্রাইসিকেলে বর বেরুবে, আমরা পাঁওদলে চামর ঢুলাতে ঢুলাতে যাব।

গয়া। রামচাঁদকে যদি চিনে ফেলে?

গদাই। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। এক জন থিয়েটারের সাজওয়ালা আমার হাতে আছে, সকাল-বিকেল রামচাঁদকে নে সাজের মওলা দিলেই ঠিক ক'রে নেবে। আমিও থিয়েটারের মজা জানি, আমি ফ্রি পাশ নে গেছলুম, পরচুলো দে ছোঁড়া সাজে; আমি শিখে নিয়েছি, আপনি ভাব্‌বেন না।

গয়া। তবে তুমিই সব ঠিকঠাক কর।

গদাই। আপনি যান, আমি কেবল নেবুউলীর জানালায় উঁকি দে বেরিয়ে পড়্‌ছি।

[সকলের প্রস্থান।

ভিখারীগণের প্রবেশ

গীত

কেয়া দেলকেয়া তোমনে জানা
যব্ তক্ রাম না পছানা।
সীতারামনাম কভি না লিয়া,
মালখাজনা পিয়ারা!
কুছ কেয়া তেরা সাথ চলেগা,
সমঝানা ভাই জেরা!
লেড়্কা লেড়্কী জরু তোমারা,
সম্‌ঝো জো আপনা,
খাকি কায়া খাক্ বনেগা
কিস্‌বে হোগা মানা।
যব তক্ তেরা হুঁস রহে ভাই,
আপনা কাম উঠানা,
রেতে আয়া, আখের দেখো,
লেড়্কীকো শোরোয়ানা।

[প্রস্থান।

শ্যামধর ও পুঁটের প্রবেশ

শ্যাম। পুঁটিরাম, বল কি? সত্য না কি বুড়ো আমাকে ঠকাবে? আপনার ছেলের সঙ্গে বে দেবে না, রামচাঁদের সঙ্গে বে দেবে? তোমার কথামত তো লিখে পাঠিয়েছি যে, বিশ হাজার টাকা যৌতুক দিব। বুড়ো ব্যাটাকে জব্দ কত্তে পার্‌বে তো?

পুঁটে। আচ্ছা, জব্দ ক'রে দিচ্ছি। তুমি শুধু ব'লে পাঠাও যে, দশ হাজার টাকা স্ত্রীধন দিতে রাজী হয়েছ, তা নগদ বের রাত্রেই দিতে হবে।

শ্যাম। তাতে রাজী হবে?

পুঁটে। বিশ হাজার টাকা যৌতুকের লোভে রাজী হবে।

শ্যাম। তার পর কি হবে?

পুঁটে। ও যেমন রামচাঁদকে আপনার ছেলে বদ্‌লে খাড়া কর্‌বে, আমরাও তেমনি আপনার মেয়ের বদলে একটা দাসী-মাসী খাড়া ক'রে দেব। ক'নে তো আগে বার কর্‌তে হবে না, স্ত্রীধনের টাকাটা আগে বাঁটোয়ারা ক'রে নিয়ে যে বেটীকে হয় বার ক'রে দেব।

শ্যাম। আমায় ত বিশ হাজার টাকা যৌতুক দিতে হবে।

পুঁটে। কেন? ওর ছেলের সঙ্গে আপনার মেয়ের বে হ'লে তবে ত যৌতুক দেবেন, রামচাঁদের সঙ্গে বেমলা কি পদীর বে হ'লে ত নয়।

শ্যাম। আমরাই বা ওর দশ হাজার টাকা নিই কি ব'লে?

পুঁটে। তুমি আর কল্‌কাতায় থেক না।

শ্যাম। ওহে, এ যে, জুচ্চুরি হবে—

পুঁটে। আর ওরই কোন্ শাউখুড়ী হবে—

শ্যাম। ওর টাকাটা হজম কর্‌বো কি ক'রে?

পুঁটে। এটা আর বুঝ্‌তে পাচ্চ না? উনি সৌখীন পুরুষ, রামচাঁদের বেতে সখ ক'রে রামচাঁদের স্ত্রীর স্ত্রীধন ক'রে দিয়েছেন। তবে যে বেটীর সঙ্গে রামচাঁদের বে হবে, তার সঙ্গে সড় কর্‌তে হবে। সে দুশো পাঁচশো ছাড়্‌লেই ঠিক হবে। বরং তুমি উল্‌টে দাবী কর্‌তে পার্‌বে যে, ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিবার কথা ছিল, তা দেয় নি।

শ্যাম। বেশ কথা, বেশ কথা।

[প্রস্থান।

প্রেমদাস ও প্রেমদাসীর প্রবেশ

গীত

প্রেমদাস।
জপে এ মোটা মালা বাবাজী গুণে গুণে।
প্রেমদাসী।
সরু মালা কণ্ঠী ক'রে,
বষ্টুম দিদি গলায় পরে,
কোপ ক'রে ঝোপে ব'সে
লাগিয়ে দেয় আগুন।
প্রেমদাস।
এ মালা ঝুলিতে যার,
পাঁচসিকে লাগে না তার,
প্রেমদাসী।
সরু কাঁঠির তুলসী হারের কব কি বাহার;—
মরদে ভেড়া বনে,
প্রেমদাস।
মাগীর চড়ে খুন,
উভয়ে।
সখের তুলসীমালার কব কত গুণ।

প্রেমদাস। পাঁচসিকে দে নবদ্বীপের মেলায় এনেছি কিনে, যখন আড়-নয়নে নজরা মারেন, ইচ্ছে হয়, মারি দৌড় টেনে।

প্রেমদাসী। ও কি কম ঘেন্‌ঘেনে.—সাধে কি সাত খেংরা মারি রেতে দিনে। কেউ কি এমন আছেন গা, যে ঘর-কন্না করেন সেবাদাসী নে।

পুঁটের প্রবেশ

পুঁটে। এইবার আমার বেল্লিকগিরি দেখ। ওরে, তোরা রোজগার কর্‌বি? দশ হাজার টাকা।

প্রেমদাস। কি কর্‌তে হবে?

পুঁটে। এই বড় দিনের দিনে তুই সাজবি ক'নে। আর তুই সাজবি পুরুত।

প্রেমদাসী। ক'নে সাজবো কি গা?

পুঁটে। সে আমি ব'লে কয়ে দেব।

প্রেমদাস। পুরুতগিরি আমি একবার করেছিলুম। তা পার্‌বো। সেই যে সেই খাঁদা পদ্মর মেয়ের বের সময়।

পুঁটে। শোন্, তোর হিষ্টিরিয়া আছে?

প্রেমদাসী। ইষ্টি ফিষ্টি জানি না বাবু।

পুঁটে। তবে শেখ্. পড়, এম্‌নি চিত হয়ে পড়, এম্‌নি হাত-পা ছোড়, এম্‌নি দাঁত কিড়-মিড় কর।

পুঁটে মিত্রের মালাউলীর নাকের কাছে শিশি ধারণ

প্রেমদাসী। ও কি কর গো?

পুঁটে। এমনি ক'রে নাকে স্মেলিং সল্‌ট ধরবে, এমনি ক'রে দাঁতকপাটী ভাঙ্‌বে, আর যেই দাঁতকপাটীটে ভেঙেছে, এমনি ক'রে গলা জড়িয়ে ধর্‌বে।

প্রেমদাস। ছাড় ছাড়।

পুঁটে। যারে লেলিয়ে দেব, সেও ছাড়্ ছাড়্ কর্‌বে, তুই খবরদা'র ছাড়বি নি. শিখেছিস্?

প্রেমদাসী। ঠিক।

পুঁটে। তুই শ্যামধন ঘোষের মেয়ে, বুঝলি? আর তুই শ্যামধন ঘোষের পুরুত। যা বাসায় যা, সন্ধ্যাবেলা নিয়ে যাব এখন।

প্রেমদাসী। আমাদের বাসা চেন?

পুঁটে। এই কার্ত্তিক মাসে মালা ঠকিয়ে এনেছি, আর তোর বাসা চিনি নে?

[পুঁটে ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

ডসের প্রবেশ

ডস্। ফুলউলী বেটী তো রাজী নয়, এখন উপায়? ক্রস্‌মাসের ভেতর যে করে হাত ধ'রে নে গে পিক্‌নিক কর্‌তেই হবে, একটা সেন্‌সেসন হবে।

পুঁটে। আর শুনেছেন মশায়, শ্যামধন ঘোষের মেয়ে কোর্টসিপ করে বে করতে রাজী।

ডস্। বল কি?

পুঁটে। অমন মেয়ে আর নেই, আপনাকে সে বে কর্‌বেই কর্‌বে। কোর্টসিপ্ শিখেছে, হিষ্টিরিয়া শিখেছে, গাউন কিনেছে, যা যা চান --লম্বা চুল ছিল, বিবিদের মতন খাঁদি ক'রে কেটেছে, সব ঠিক্‌ঠাক্—একটা ফ্যাঁসাদ।

ডস্। কি?

পুঁটে। আপনার বাপ, ঐ বুড়ো রামচাঁদের সংগে বে দিয়ে যৌতুকের টাকাটা হাত কর্‌বে।

ডস্। কি আস্পর্দ্ধা! ওল্‌ডফুল, আমি ডুয়েল লড়্‌ব।

পুঁটে। বাঃ বাঃ! এ ক্রস্‌মাসে একটি কীর্ত্তি রাখবেন দেখ্‌ছি।

ডস্। কি রকম? কি রকম?

পুঁটে। কন্যাও সম্প্রদান হবে, আপনি এক জোড়া পিস্তল হাতে ক'রে থাক্‌বেন; একটি আপনি রাখ্‌বেন, একটা আপনার বাপের হাতে দিবেন, বল্‌বেন, ডুয়েল লড়; চারিদিকে ক্লাপ প'ড়ে যাবে, বিলেত পর্য্যন্ত খবর হবে।

ডস্। আমার পিক্‌নিকের কি হবে?

পুঁটে। ঐ ফুলউলী বেটীকেই যোগাড় কর্‌ব।

ডস্। হাঁ, ঠিক বলেছ, তাতেও একটা নাম আছে, ইন্টার-ম্যারেজ হবে, আর বিশেষ ফুল-উলীকে আমার বড় পছন্দ।

পুঁটে। তবে পিস্তল দুটোর যোগাড় দেখুন, ডুয়েল করা চাই-ই-চাই।

ডস্। কিন্তু গুলী পুরে না, ফাঁকা আওয়াজ।

পুঁটে। তা বই কি?

[উভয়ের প্রস্থান।

নজর ও গুলজারের প্রবেশ

গীত

নজর।

তেরা দোস্তিমে ঘুমকে হুয়া হায়রাণ।

গুলজার।

ফিন্ ঝুট কহো, চুপচাপ রহো বেইমান।

নজর।

হাম্‌সে বেকুব নেহি তুঝে বাতাই,

গুলজার।

তেরা গালেমে ঠোনা লাগাই,

উভয়ে।

তেবা পিছে ঘুমাতেহো কহো সাফাই,

নজর।

তেবা পায়ের্‌মে ছোড়া হ্যায় জান,

গুলজাব।

তেরা বাঁদী সমঝকে কর্‌তেহো কাণ।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

হ্যারিসন বোড—রাত্রি

গয়াবাম, ট্রাইসিকেলে ববরূপী জনৈক যুবক, গদাই, ববেবশী রামচাঁদ ও চামর হস্তে বালকবেশে ফুলকপীওয়ালী এবং ভেটকীমাছওয়ালীর প্রবেশ

গয়া। গদাই, শুন্‌ছি বেটা ডুয়েল লড়বে।

গদা। ভয় কি?

গয়া। ব্যাটা ভারী গোঁয়ার?

গদা। কিছু ভাববেন না, আমি আগে একে তরিবৎ দি, (যুবকের প্রতি) হাঁ দেখ, তুই খিচে বড় দিবি (গয়ারামের প্রতি) আর আপনি ঐ রামচাঁদকে বসিয়ে দেবেন।

গয়া। হাঁ, আমি রামচাঁদকে বসিয়ে দেব। গদাই, বেটা ত ডুয়েল লড়্‌বে না?

গদা। ভয় কি? যায় প্রাণ ভিক্ষে মেগে খাবেন।

বর। এইখান থেকেই দৌড় মারব না কি?

গদা। না, ক'নের বাড়ীর দোরগোড়ায়।

গয়া। হাঁ, ক'নের বাড়ীর দোরগোড়ায়। গদাই, আমার বড় ভয় কচ্ছে।

গদা। কুছ পরোয়া নাই।

গয়া। এ ছোঁড়াটা কে?

গদা। নেবুউলী বেহাত হয়েছে, ও ভেটকীমাছওয়ালী আমার প্রাণ-প্রেয়সী।

গয়া। হাঁ, ভেটকীমাছওয়ালী। এ ছোঁড়াটা কে?

গদা। ফুলওয়ালী বেহাত হয়েছে, ও ফুলকপীওয়ালী, মিষ্টার ডসের মাইডিয়ার।

গয়া। হাঁ, ফুলকপীওয়ালী। ওদের নে যাচ্ছে কেন?

গয়া। হাঁ, দুটো কাজ হবে।

গদা। এই জিমনাষ্টিক ছোঁড়া মার্‌বে একধার থেকে লাফ, আর আমি মার্‌ব একধার থেকে লাফ।

গয়া। হাঁ, তুমি মার্‌বে লাফ।

গদা। আর রামচাঁদ বসবে মাঝখানে।

গয়া। বেটা ত ডুয়েল লড়্‌বে না?

গদা। লড়ে লড়্‌বে; ভয় কি? ফুলকপীউলী আছে। আব দু-ছোঁড়া চামর ঢোলাবে।

গয়া। হাঁ, আর দু-ছোঁড়া চামর ঢোলাবে।

গদা। এই এক কাজ।

গয়া। হ্যাঁ, এই এক কাজ।

গদা। আর আস্‌বার সময় তিন জোড়া বব-ক'নে বেরিয়ে আস্‌বে।

গয়া। হ্যাঁ, তিন জোড়া বর বেরিয়ে আস্‌বে। মাষ্টার! গুওটা ত দাঙ্গা কর্‌বে না?

গদা। ভাব্‌ছেন কেন? ফুলকপীউলী ঠাণ্ডা কর্‌বে।

ফুলকপীউলী। সে ভাব্‌বেন না বাবু।

গয়া। গুওটা ভারী গোঁয়ার।

ফুলকপীউলী। মুণ্ড ঘুরিয়ে দেব তার।

গয়া। হ্যাঁ, মুণ্ড ঘুরিয়ে দেবে তার।

গীত

আমরা বর-ক'নে তিন জোড়া।
ধাড়ী দুটো সঙ্গে আছে, পেছিয়ে আছে ছোঁড়া॥
জেলের মেয়ে মালীর মেয়ে আমরা দু জনে,
মালাউলী ঘোম্‌টা দিয়ে ক'নে সেখানে,
দেখবে এস সখের বরক'নে,
আকার-প্রকার বরগুলির ঠিক,
নয়-ক কেবল মুখপোড়া,
এস মুখ জ্বালিয়ে দেবে,
জেলে নে ঝাঁটার গোড়া॥

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

আটচালা

পুটে মিত্র ও ডসের প্রবেশ

পুটে। ডুয়েল লড়বে না? নাম কিন্‌বে না?

ডস্‌। দেখ, বড় ক্যাডাভ্যারাস্‌ চেহারাটা, ও রামচাঁদের উপর দিয়েই যাক্‌।

পুটে। তা যাক্‌ না। তোমার তো ফুল-উলী আছে, তা ব'লে ডুয়েল লড়বে না? দেখ, টাকার জন্যে বাপকে গুলী করেছিল, বিলেত পর্য্যন্ত নাম গিয়েছে; বিষ খাইয়েছিল, আমেরিকার লোক পর্যন্ত মোহিত; তুমি সামনাসাম্‌নি বাপকে চ্যালেঞ্জ ক'রে সরগরম নাম ক'রে ফেল।

ডস্‌। পুলিসে ধর্‌বে না ত?

পুটে। পুলিসে ধর্‌বে?—মোহিত হয়ে সব দাঁড়িয়ে দেখবে।

ডস্‌। ভাবছি, যদি সাজা হয়ে যায়!

পুটে। আইন কোথা পাবে যে সাজা দেবে? —পিনাল কোড আনছি, আপনি দেখুন—যদি বাপকে চ্যালেঞ্জ করা কোথাও থাকে, তবে ত সাজা দেবে? বে-আইনি তো আর কর্ত্তে পারবে না। চুরি-ডাকাতি, খুনখুন, জালজালিয়াতি, বলাৎকার, ভ্রূণহত্যা এরি সব সাজা লিখেছে, বাপকে চ্যালেঞ্জ করা আইন-কর্ত্তা বা কার বাবার মাথায় কখন এসেনি।

ডস্‌। বটে! তবে লে আও পিস্তল।

পুটে। এই নেও, মুড়ী দিয়ে ব'সো, লোকে জিজ্ঞাসা কল্লে বোলবো, তোমার বাবার বিয়ের দান-সামগ্রী চাপা আছে।

[ডস্‌ ও পুটের প্রস্থান।

প্রেমচাঁদ, রামচাঁদ ও গয়ারামের প্রবেশ

গয়া। আমি ত স্ত্রীধন দিয়েছি, তবে বিয়ে দেরি কচ্চে কেন? যৌতুকের টাকা আর ক'নে নে এস।

প্রেমদাস। চেঁচাবেন না, চেঁচাবেন না, আপনার ছেলে পিস্তল হাতে ক'রে ও ঘরে আছে। বাসি বের সময় যৌতুক দেওয়া যাবে, আর ক'নে এলো ব'লে। মন্তর পড়ি ফড় ফড়, জুতো পড়ুক ধড় ধড়, ক'নে আসছে চপ চপ, চল্‌বে ঝ্যাটা সপ সপ, বর-ক'নে রাজযোটক, দ্বিজ গোবিন্দ ভণে তোটক। প'রে ক'নে নূতন সাড়ী, ধর্‌বে তেড়ে দাড়ি, এ বের টোপর কেলে হাঁড়ী, জুতোর মালা গাঁথছে হাড়ী, মুচি দেবে জলের ছড়া, দ্বিজ গোবিন্দ ভণে ছড়া।

ক'নেরূপী প্রেমদাসীর প্রবেশ

ক'নে। প্রাণনাথ, মালা পর।

রামচাঁদ। আরে, এ কে?

ক'নে। প্রাণনাথ, আমায় চিনতে পাচ্চ না? তবে মূর্চ্ছা যাই।

রামচাঁদ। ছেড়ে দে।

ক'নে। পুরুতঠাকুর, ছেড়ে দাও, আমি ভারী হাত-পা ছুড়ি, প্রাণনাথকে স্মেলিং সলট ধরবে, আমার হাতেই আছে, প্রাণকান্ত, নাও, নইলে ভেঙ্গে যাবে।

রামচাঁদ। সব জুয়াচুরী!

ক'নে। প্রাণনাথ, এলে না! তবে আমি উঠে গলায় গামছা দি।

মিষ্টার ডসের প্রবেশ

ডস্‌। ওল্‌ড বয়, এমন হিষ্টিরিওয়ালা মেয়ে তুমি রামচাঁদকে বে দিতে এনেছ! আমায় দিলে না, এই পিস্তল নাও, ডুয়েল লড়।

গয়া। আমি বাপের সঙ্গে ঝক্‌মারী করেছি, দশ দশ হাজার টাকা যৌতুক দিয়েছি; বাবা, তোর পিস্তলে কাজ নেই, তাতেই আধ-মরা হয়েছি, টাকার শোকে বাড়ী গিয়ে পুরো ম'রে থাক্‌বো।

ডস্‌। বাড়ীতে গিয়ে মর মর্‌বে, এখন ডুয়েল ল'ড়ে যাও, ওকে রামচাঁদ নিক, আমার ফুলউলী আছে।

ফুলকপীউলীর প্রবেশ

ফুলকপীউলী। আছি ত বটে,—আছি ত বটে।

ডস্‌। মাষ্টার, এ কে?

গদাই ও ভেটকীমাছউলীর প্রবেশ

গদা। কি কর্‌ব বাপু, সে ফুলউলী নেবু-উলী পেলেম না, তোমার জন্যে ফুলকপীউলী এনেছি, আর আমি ভেট্‌কীমাছউলী নেব।

পুরুত। তা দেখুন কর্ত্তা বাবু, ঘোষেদের মেয়ের বে হয়ে গেছে; কি করি, আমি নবদ্বীপ

থেকে কেনা সখের বষ্টুমী তোমার এ সাজান ছেলেকে দিয়েছি।

ক'নে। আর শ্বশুর মশায়, আমি ওর পায়ে প্রাণ স'পেছি।

ফুলকপীউলী। আর আমি তোমার পিস্তল দে'খে মজেছি।

ভেটকীমাছউলী। তোমার কি দেখে মজেছি দাঁড়াও, একটু আঁচি।

রামচাঁদ, ডস্, গদাই। এখন ছেড়ে দিলে বাঁচি।

গীত

বেকুবী হদ্দ হয়েছে।
আসমানে পরীস্থানে নিতে এসেছে।
সেথা বেকুবের একজাই,
বিচার হবে বেকুবের কে চাঁই,
টোপর মালা আর কত কি রয়েছে।
যার যেমন বেকুবী, তাকে তেমনি দেগে দেছে।

চতুর্থ দৃশ্য

পরীস্থান

পরীরাণী, পরীমন্ত্রী ও পরীরাণীর সহচরীগণ, দেশহিতৈষী যুবক, টাইটেলখোর, পলিটিসিয়ান, সভ্যতার নিশানধারী, টোলধারী, রিফর্ম্মার, প্রণয়ীদিগকে দড়িতে বাঁধিয়া হামাগুড়ি দেওয়াইতে দেওয়াইতে চাবুক হাতে ক্লাউন ও দুই জন পরীর প্রবেশ

পরীগণ। গীত

পরীজান্কি এনসাফ জবর।
যেসা বকুব তেসা উস্কা কদর।
তোম্ চিল্লা-চিল্লাকে দেতাহো জান,
আচ্ছা এনাম দিয়া পরীজান,
হো যাও খুসী,
দেখে সবকোই খাক্মুকি হাসি,
বরষ বরষ তোমকা হোগা খবর॥

নামকা ওয়াস্তে, তোম্ জিতে মর্তে,
চলা যাও এনাম্ লেকে,
হো যাও খুসী, দেখে সবকোই খাক্মুকি হাসি,
পরীজান রাজী হ্যায় তোমরা পর॥

বড়া বেকুবীবাজ, লেগা তোম্ রাজ,
হো যাও খুসী, দেখে সবকোই খাক্মুকি হাসি,
বেকুবী কর্তে রহো ক্যা তেরা ডর॥

তেরা আক্কেলকা ক্যা কহেনা,
মরদ্ কর্নে মাঙ্গো জেনানা,
হো যাও খুসী, দেখে সবকোই খাক্মুকি হাসি,
তোম লিয়ে রোতে ক'লকেত্তা সহর॥

জাহির হোনেসে তেরা কারদানী,
রশীমে ঝুলেগা হিন্দুয়ানী:
হো যাও খুসী, দেখে সবকোই খাক্মুকি হাসি,
তোম্রা বেকুব খাড়া-আতা নজর॥

তেরা ধরম সাঁচ্চা, তেরা আক্কেল আচ্ছা,
হো যাও খুসী, দেখে সবকোই খাক্মুকি হাসি,
গুণ তো গায়েগা ঘর ঘর ঘর॥

এন্লোককে হুয়া ভাই তেরা তোয়াজ,
ধরম করম ছোড়া, ছোড়া হ্যায় লাজ,
হো যাও খুসী, দেখে সবকোই খাক্মুকি হাসি,
বহুৎ থোড়া বেকুব হ্যায় তেরা উপর।
বাহোয়া বাহোয়া
ঘুমতে ফিরতে লেও প্রেমিক হাওয়া,
হো যাও খুসী, দেখে সবকোই খাক্মুকি হাসি,
ছাতি হেলাকে যাও ফর্ ফর্ ফর্॥

পরী-মন্ত্রী। কুচো বেল্লিক ত সব বিদেয় হ'লো, এখন বড় বড় বেল্লিক নে এস, এনাম দেব।

হাজরা সাহেবের প্রবেশ

পরী-মন্ত্রী। তোমায় আমরা চিনি, তুমি রাস্তাতেই জাহির করেছ কারদানী, মাগের বুট-শুদ্ধ লাথি খেয়েছ, তুমি বেকুব বটে, কিন্তু তোমার স্ত্রীর বেকুবী একচেটে, একটু তফাতে দাঁড়াও, তোমার স্ত্রী পেছিয়ে আস্ছেন, সঙ্গে নে যাও, তিনি এলে তখন বুট শুদ্ধ লাথি খেয়ো, এই এনাম নাও, খুসী হয়ে তফাতে দাঁড়াও। (গাধার-টুপী দেওন)

পরীগণ। গীত

জরুকা জুতিসে ভর্ত্তি হোয়ে পেট,
বেসক্ তোমরা বেকুবী ঠেট,
হো যাও খুসী,
দেখে সবকোই খাক্মুকি হাসি
পি যাও থোড়া যব মিলে জহর॥

মেয়ে-ছেলের প্রবেশ

পরী-মন্ত্রী। তোমরা খুব এক জোড়া বেকুবের পিল, তোমরা বড় হোলে তোমাদের টক্কর দেওয়া হবে মুস্কিল; দিন দিন এখন বাড়ছে আক্কেল, সহর যুড়ে দেখাচ্ছ বেকুবীর খেল, এই এনাম নাও, তফাতে দাঁড়াও, তোমাদের বাবা আর মাষ্টার আস্‌ছে, তাদের সংগে নে চ'লে যাও।

পরীগণ। গীত

বেকুবকা পিল,
দোনোকা জুড়ী মিলনা মুস্কিল,
হো যাও খুসী, দেখে সবকোই থাক্‌মুকি হাসি,
বাড়তে রহো খুব বাড়েগা দর॥

গদাইয়ের প্রবেশ

পরী-মন্ত্রী। তুমি মাষ্টার, তোমার পরিচয় চাই নে আর, এই যে এত বেকুবীর বাহার, এ কীর্ত্তি শুধু তোমার নয়, তোমার মতন যে যে আছেন আর; ছেলেকে সুশিক্ষা দিবে, স্বধর্ম্মে রাখ্‌বে, বাপ-মা মানী লোককে মান্য কর্‌তে শেখাবে, তা নয়, তুমি বড় বেকুব বটে, কিন্তু ফাষ্ট প্রাইজটে তোমার কপালে কই ঘটে, তোমার মতন এনাম নাও, খুসী হয়ে চ'লে যাও। (এনাম প্রদান)

পরীগণ। গীত

তোম্‌ বহুত হুঁসিয়ার, বেকুবী উম্‌দা তুহার,
হো যাও খুসী, দেখে সবকোই থাক্‌মুকি হাসি,
জিতা রহো ভাই আবি মৎ মর॥

ডসের প্রবেশ

পরী-মন্ত্রী। চিনেছি তুমি মিষ্টার ডস্‌, তোমার আক্কেল দেখেই বস্‌ তুমি বাপের সংগে ডুয়েল লড়্‌তে যাও, বল দেখি, এমন সুক্ষ্ম-বুদ্ধি কোথায় পাও? বাপকা বেটা সিপাই কা ঘোড়া, না? কতকমত গেল জানা, তোমার মতন এনাম নাও, খুসী হয়ে চ'লে যাও; আর ফুল-কপীউলী চাও, ঐখানে দাঁড়িয়ে আছে, কোর্ট-সিপ কর গে।

পরীগণ। গীত

দাসজী হোকে তোম নাম লিয়া ডস্‌,
বাপসে লড়াই মাঙ্গো জিতা রহ বস্‌,
হো যাও খুসী, দেখে সবকোই থাক্‌মুকি হাসি,
যেসা করতেহো ওসি তু কর।

কর্ত্তার প্রবেশ

পরী-মন্ত্রী। তুমি বেকুবের ধাড়ী, তোমার আক্কেলেই বাংলায় বেকুবের ছড়াছড়ি, তোমার গুণের পালান দিতে নেই, তোমার যোগ্য কি পরীস্থানে এনাম আছে ছাই? বড় ছেলেটি ক'রেছ মিষ্টার ডস্‌, ঐ একটিতেই দেশ যুড়ে গাইত যশ, তাতেই কি তুমি ছাড়? জেনে শুনে, টাকার জন্যে, পরকে বে দিতে গেলে ছেলের ক'নে, কচি দুটি ছেলে মেয়ে কচ্ছ খুনে, হিন্দুর ঘরে জন্মে রাখ্‌বে বাপ-পিতামর ধর্ম্মকর্ম্ম, তোমায় দেখে ছেলেপুলে সব শিখ্‌বে, না— তুমি আপনার ছেলে গোল্লায় দেবে। বাপ যদি সম্‌ঝে চলে, যেমন দেখায় তেমনি শেখে ছেলে পুলে, নিজ ধর্ম্মে থাকে, দেশের গৌরব রাখে, যে হিন্দু ধর্ম্মের জন্যে প্রাণ দেয়, সেই হিন্দু-কুলে জন্মে ধর্ম্মকর্ম্ম দিচ্ছ গোল্লায়, তুমি বেকুবের বাদ্‌শা, এই নাও খাসা! (এনাম প্রদান)

পরীগণ। গীত

ক্যা কহো বেকুবকা বাদ্‌শা তোম্‌
মালুম নেই কোন হ্যায় তুহারা যম॥
হো যাও খুসী, দেখে সবকোই থাক্‌মুকি হাসি,
উমদা বাদশাই তাজ শিরমে ধর।

হাজরা বিবির প্রবেশ

পরী-মন্ত্রী। পেছিয়ে কেন ঠাকরুণ, ঝুম্‌ ঝুম ক'রে এ দিকে চ'লে আসুন, ফের দেখাও তোমার চন্দ্রবদনখানি, যে হিন্দুর রমণী স্বামীর পূজা করে, স্বামীর সংগে সহমরণে মরে, শ্বশুর-শ্বাশুড়ীকে দেবতা জানে, গুরুজনের সেবায় থাকে রেতে দিনে, তুমি সেই হিন্দু-রমণী, কিন্তু হদ্দ তোমার কারদানী, শ্বাশুড়ীকে দিয়ে ফাউল রাঁধাও, শ্বশুরকে বাবুর্চ্চী কর, আর স্বামীকে বুটশুদ্ধ চাট মার, বেকুবনার রাণী, এই এনাম পর, আর এই আঁসব'টিটি নাও, নাকটি কানটি কেটে রেখে দাও। (এনাম প্রদান)

পরীগণ। গীত

বেকুবকা তোম হো রাণী সাঁচ্চা,
এস্‌সে পিন্‌হো বহুট মজবুৎ আচ্ছা,
হো যাও খুসী, দেখে সবকোই থাক্‌মুকি হাসি,
বাংলা চেকনা তোমসে লাগা বেওজর।

থিয়েটারের ম্যানেজারের প্রবেশ

ম্যানেজার। বাদসাজাদী, আমি থিয়েটারের ম্যানেজার, আমার কিছু এনাম মিল্‌লো না?

পরী-মন্ত্রী। এনাম তো তোমরা হররোজ মিল্‌তা, কব তোমকো গালি নেহি দেতা, মেহনত উঠায়কে, হর্‌ রাত জাগ্‌কে, কব নেহি দেতেহো জান্‌, এত্তেমে নেহি হুয়া বেইমান, আও হিঁয়া ডাল্‌ দেতা কান্‌।

পুটের প্রবেশ

পুটে। আমার কিছু মিল্‌লো না?

পরী-মন্ত্রী। রনজ মৎ করো, হর্‌ সাল কিসমিস্‌ মে বেকুব তোম্‌সে লেগা, মৎ ডরো।

পরী-জিনী। গীত

কহো ক্যায়সা মজা খেলা।
কিরা মেরি মেরি নেহি বরা বোলো,
বোলো মজেকি মেলা।
চেক্‌না রাতি কর চেক্‌না দেল,
নেহি ফিন্‌ তোমসে না হোগা মেল,
নেহি খেলেঙ্গা খেল,
নেহি ভালা বোলো, জেরা হাস্‌কে চলো।
তব্‌বি সম্‌ঝোগা বাৎ মেরা নেহি টোলা।

যবনিকা পতন

আনন্দরহো

[ঐতিহাসিক নাটক]

(৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৮ সাল, ন্যাশন্যাল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ-চরিত্র

আকবরসাহ (দিল্লীর সম্রাট্)। রাণা প্রতাপ (উদয়পুরের রাণা)। সেলিম (আকবরের পুত্র)। মানসিংহ (আকবরের সেনাপতি)। নারায়ণসিংহ (মৃত ঝাল্লার সর্দ্দারের পুত্র)। ভামশা (রাণা প্রতাপের মন্ত্রী)। অকবরসাহের মন্ত্রী। বেতাল।

ওমরাহগণ, নায়কগণ, সভাসদগণ, দূত, খঞ্জ, মল্ল, সেনানায়কদ্বয়, কোতোয়াল, গুপ্তচর, রাজপুত ও মুসলমানগণ, সৈন্যগণ, প্রহরীগণ, প্রজাগণ, বালক, ঘাতক, রক্ষকদ্বয়, অনুচর, ভৃত্য ইত্যাদি।

স্ত্রী-চরিত্র

মহিষী (রাণা প্রতাপের)। লহনা (মানসিংহের কন্যা)। যমুনা, কানন (মানসিংহের ভাগিনেয়ী)। সখিগণ ইত্যাদি।

সংযোগস্থল—দিল্লী ও আরাবল্লী পর্ব্বত।

প্রথম অংক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বনমধ্যস্থ পথ

অদূরে কুঞ্জসংলগ্ন কালী-মন্দির

আকবর ও মানসিংহ

আক। রাজ-করও তো আবশ্যক—

মান। সত্য; কিন্তু যে দীন প্রজা, তীর্থ-দর্শনে মানস ক'র্‌বে, এই কর যে তার সুমতির প্রতিরোধক হবে, তার সন্দেহ নাই।

আক। তীর্থযাত্রীর কর এক পয়সা মাত্র, মহারাজ কি মনে করেন, এক পয়সা সুমতির প্রতিরোধ করে?

মান। জাঁহাপনা, তথাপি সে সুমতি—

(নেপথ্যে)—আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

আক। এমন দীন প্রজাও কি দিল্লীতে আছে?

মান। জাঁহাপনা, ইহা অপেক্ষাও দীন প্রজা দিল্লীতে আছে।

(নেপথ্যে)—আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

আক। যদি আপনাকে আমি বিলক্ষণরূপ না জান্‌তেম, আপনাকে মিথ্যাবাদী ব'ল্‌তেম। আমার সন্দেহ, ক্ষমা করুন, আপনি কি যথার্থই জেনে ব'লছেন যে, এরূপ দীন প্রজা দিল্লীতে আছে? বিশেষ তত্ত্ব নিয়েছিলেন কি?

মান। বিশেষ তত্ত্ব না নিলে এক পয়সার কথা জাঁহাপনার সম্মুখে নিবেদন ক'র্‌তে সমর্থ হ'তেম না।

আক। ওঃ!

(নেপথ্যে)—আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

আক। মহারাজ, আপনার বাহুবলে আমি দিল্লীশ্বর। আপনার দেবতুল্য বাক্যে আজ জানলেম, আমি দিল্লীর ঈশ্বর—বলে, প্রজার প্রেমে নয়। আমি ভোজনান্তে সুখশয্যায় শয়ন ক'রে মনে ক'র্‌তেম যে, আমার রাজ-নিয়মে প্রজাগণ সকলেই সুখী; অতএব কিঞ্চিৎ বিরামে হানি নাই, কিন্তু অদ্য আমার ধারণা হ'লো যে, অন্য বিষয় জানি না জানি, প্রজার বিষয় জানিনা, এ কথা নিশ্চয়।

(নেপথ্যে)—আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

আক। মহারাজ, প্রজাদের অন্য কি অভাব ব'লতে পারেন?

মান। জাঁহাপনা, আমি সেনাপতি মাত্র, তবে আমি হিন্দু, এই নিমিত্ত যৎকিঞ্চিৎ হিন্দুর অভাব ব'লতে পারি। কিন্তু, দীনতার অভাব সম্বন্ধে দীন ব্যক্তি প্রকৃত উপদেষ্টা।

বেতালের প্রবেশ

বেতাল। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

মান। কিরে বেতাল, তুই এখানে যে?

বেতাল। দেখ্‌চি।

আক। মহারাজ, ওর নাম কি ব'ল্লেন?

মান। বেতাল।

আক। এ ত বড় আশ্চর্য্য নাম—এমন নাম তো কখন শুনিনি।

বেতাল। ঢের শুনেছ—ভুলে গেছ। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

মান। ওর নাম কি তা জানি না, যেখানে সেখানে একটা বেতালা কথা ক'য়ে ফেলে, তাই ওর নাম বেতাল।

আক। ওহে বাপু আনন্দ রহো! মুসলমানের রাজ্যে কেমন আছ ব'ল্‌তে পার?

বেতাল। রাজারাজড়ার কথাতে আমি থাকিনি বাবা। একটা পয়সা দাও, গাঁজা খাই।

মানে। তোমার একটা পয়সার সংস্থান নাই, তুমি ব'লচো 'আনন্দ রহো'?

বেতাল। এক টান হ'লেই, 'আনন্দ রহো'।

বাদশাহের একটী মোহর প্রদান

পয়সা কই—এতে গাঁজা দেবে?

মান। দেবে।

বেতাল। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!! (গমনোদ্যত)

মান। জাঁহাপনা! দেখুন মুদ্রা চেনেনা, এমন দীন প্রজাও আছে।

আক। অদ্যই আমি যাত্রী-কর নিবারণ ক'র্‌বো। আনন্দ রহো, গেলে নাকি?

বেতাল। পয়সা খুঁজে পেয়েচিস না কি? এই নে। (মোহর দিতে উদ্যত)

আক। না আমি অন্য কথা ব'ল্‌চি।

বেতাল। ওঃ!

আক। তোমরা সুখে আছ না দুঃখে আছ?

বেতাল। একটা পয়সার সঙ্গে খোঁজ নেই, বেটার লম্বা চওড়া কথা দেখ না। না—তোর ফিরে নে। (মোহর ফেলিয়া দেওন) আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!! [প্রস্থান।

মান। বেতাল দেখ্‌লেন?

আক। রাণাপ্রতাপ এখন কি অবস্থায় আছেন, ব'লতে পারেন?

মান। রাণা প্রতাপ কি অবস্থায় আছেন, আমি বিশেষ অবগত নই। জাঁহাপনা, দীন প্রজাদের কথা হ'চ্ছিল।

আক। আমিও প্রজার কথা তুলেছি।

মান। জাঁহাপনা, রাণা বিদ্রোহী।

আক। মহারাজ! প্রজার অধিক আর কিছু পরিচয় দিলেন না। আপনি যাহাকে দীন বলেন, সে আপনার সম্মুখেই আমাকে তাচ্ছিল্য করে, —এক পয়সার প্রার্থী, মোহর দিলেম, ফিরিয়ে দিলে। আর, রাণা কিছুই প্রার্থনা করে না, কেবল আপনার সম্পত্তি ভোগ ক'র্‌তে চায়; আমার বল আছে, বলপূর্ব্বক সেই সম্পত্তি হ'তে তাকে আমি বঞ্চিৎ ক'র্‌বো।

মান। রাণা দাম্ভিক।

আক। অথচ আমা অপেক্ষা সহস্র গুণে দুর্ব্বল। প্রজা সম্বন্ধে কিছুই জানি না, আজ আমার ধারণা হ'য়েছে; নতুবা ব'ল্‌তেম,—রাণা একজন দীন প্রজা।

(নেপথ্যে)—আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

মান। বেতাল বেটা।

[উভয়ের প্রস্থান।

নারায়ণসিংহ, লহনা, যমুনা, কানুন ও সখিগণের প্রবেশ

লহনা। নারায়ণসিংহ, আর কতদূর যেতে হবে?

নারা। নিকটেই।

লহনা। আর কত দূর?

নারা। দেখতে পাচ্ছনা, ঐ কুঞ্জের আড়ালে।

লহনা। উঃ—কি ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি!

নারা। আহা, প্রতিমা যেন হাস্‌ছে! এ কল্পতরু-পদে সচন্দন রক্তজবা দিলে যে মনস্কামনা পূর্ণ হবে, তার আশ্চর্য্য কি! গুরুদেব, যথার্থই ব'লেছ, আহা! এমন ঠাম কখন' দেখিনি।

(নেপথ্যে)—আনন্দ রহো!—আনন্দ রহো!!

নারা। লহনা, যাও, দেবী পূজা কর—মনের মানস ব্রহ্মময়ীকে জানাও।

লহনা। যমুনা, কেবল জবাই দিলে পূজো ক'র্‌তে, অমন গোলাপগুলি দাও নি?

নারা। (যমুনার প্রতি) তুমি ফুল রাখ্‌লে না?

যমুনা। আমি একটী রেখেছি; রাজকন্যা যে নিলেন, তাঁর সাজাতে সাধ হ'য়েছে।

নারা। ভাই, এ বনে ফুলের অভাব কি? —এই দিকে এস, যত ফুল নেবে এস, ভাল ভাল পদ্ম ফুটে র'য়েছে, তোমরা সকলেই এস, যার যত ইচ্ছা ফুল নেবে এস।

[লহনা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

লহনা। মাগো! আমার দুরাশা কি পূর্ণ হবে? সতীত্ব নারীর পরম ধর্ম্ম, যেন মনে থাকে মা! যদি মনস্থির না ক'র্‌তে পারি, ইহ-কালও যাবে—পরকালও যাবে।

নেপথ্যে গীত

ছায়ানট—খেমটা

তুলেনে রাঙ্গা কমল,
রাঙ্গা পায়ে সাজ্‌বে ভালো।
চল ত্বরা পুজ্‌বো তারা,
থাকবে না আর মনের কালো॥
নাচ্‌বে শ্যামা হৃদ্‌কমলে,
ধোব চরণ নয়ন-জলে,
বদন ভ'রে ডাকবো, ওমা,
মায়ের রূপে জগৎ আলো॥

নারায়ণসিংহের প্রবেশ

লহনা। তোমরা আমাকে এক্‌লা রেখে কোথায় গিয়েছিলে?

সখিগণের গান করিতে করিতে প্রবেশ
তুলেনে রাঙ্গা কমল ইত্যাদি

ভাই, পূজা ক'রতে এসে এখন গান কেন? পূজা ক'রে নাও, শীঘ্র শীঘ্র বাড়ী চল।

[সখিগণের পূজা করিতে গমন।

(নারায়ণসিংহের প্রতি) পদ্ম ফুল দে বুঝি আমার পূজা ক'রতে সাধ যায় না?

নারা। পূজা করুন না—আরও ভাল ভাল পদ্ম র'য়েছে, ওঁরা তো সব তুলতে পারলে না, আমি এনে দিচ্চি।

যমুনা। এই যে রাজ-কন্যা, আমার কাছে অনেক আছে।

কানন। (একটি ছোট ফুল লইয়া) আমি কিন্তু ফুলটি দেবো না।

লহনা। কুঁড়িতেই এস মায়া, না জানি ফুট্‌লে কি ক'রতিস্‌?

(নেপথ্যে)—আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

লহনা। (নারায়ণের প্রতি) ও মিন্‌সে কে? ওকে ডাক্‌তে পার, কত আনন্দ দেখি।

বেতালের প্রবেশ

বেতাল। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

নারা। ভাল বাপু, তুমি 'আনন্দ রহো' বল' কেন?

বেতাল। আরে সে মজার কথা—আমায় একজন শিখিয়ে দিয়েছে। গাঁজা খাইনি—পেট দম্‌সম। আর এই রোদ তো জান—জিভ্‌ শুকিয়ে গেছে—মাঠের মাঝখানে প'ড়ে আছি, আর বেটা এলো।

নারা। এলো কে?

বেতাল। আরে তোফা একেবারে পাতি বেছে গাঁজাটি সেজেছে! গন্ধ পেয়ে উঠে ব'সে দেখি, আমার পাশেই ব'সে। দপ্‌ ক'রে ক'ল্‌কে জ্ব'লেছে। আমার হাতে দিলে, ক'সে দম্‌—ভ'রপুর নেশা! আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!! তেমনটি হয় না; আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

[প্রস্থান।

(নেপথ্যে)—"চুপ—আস্তে!"

লহনা। ওমা, কে করে 'চুপ'!

কানন। রাজকুমারী বাতাসে বাতাসে শিউরে উঠ্‌ছে।

নারা। সব ঠিক্‌, সব ঠিক্‌।

লহনা। না ভাই, তোমাদের সখের বনে তোমরা দাঁড়াও। কেউ ক'র্‌ছেন 'চুপ'! কেউ ক'রছেন 'আনন্দরহো'!! আবার নারায়ণও সুর ধরেছেন, 'সব ঠিক্‌'।

নারা। (হাসিয়া) আমি ব'লছিলেম, পূজা হ'য়ে গেছে—বাড়ী চলুন।

(নেপথ্যে)—কোন দিকে? চুপ!

লহনা। ঐ দেখ ভাই! এইজন্যই এখানে আস্‌তে চাই না; মাগো!

যমুনা। তোমার ভয় দেখে যে বাঁচিনি; নারায়ণ র'য়েছে, ভয় কি?

লহনা। তুমি তো সব খবরই রাখ; এমন জায়গা নাই যে রাণা প্রতাপের চর নাই, তা এতো বন। নারায়ণ এক্‌লা কি ক'র্‌বে বল তো?

নারা। যদি কেউ বিরোধী হয়, তোমাদের জন্য—তোমার জন্য প্রাণ দেব।

লহনা। ইস্—এতও পারবে! তার পর আমাদের বে'ধে নিয়ে যাক্।

কানন। কার সাধ্য!

[সকলের প্রস্থান।

দুই জন সেনানায়কের প্রবেশ

উভয়ে। মা, রণরঙ্গিনী মা।

(নেপথ্যে)—আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

রাণা প্রতাপের গুণ-গান করিতে করিতে কতকগুলি সৈন্যের প্রবেশ

গীত

সারঙ্গ—তেওরা

দুর্দ্দম শাসন, রিপু-কুল নাশন,
পবন গমন, নীল হয় বাহন,
নিবিড় জটাজুট, শির বিভূষণ।
আধ চাঁদ ভালে, তিলক ঝলক,
বিষমোজ্জ্বল জ্বালা নয়ন পাবক,
দিনকর হর বর, কৃপাণ ঝক ঝক,
পীন বাহুমূল, বিশাল বক্ষস্থল,
দুর্ব্বল প্রবল ত্রাসিত দুর্জ্জন।

১ নায়ক। কোথা যাব?

১ সৈন্য। পদ্ম-কুণ্ডুতে আমরা খাওয়া দাওয়া ক'র্বো।

২ নায়ক। কাল তুমি কি সাজ্বে?

২ সৈন্য। আজ্ঞে, আমি ভাল্লুক সাজ্বো।

১ নায়ক। তুমি কি সাজ্বে?

৩ সৈন্য। আজ্ঞে—আজ্ঞে, আমার মশাই যা অনুমতি ক'র্বেন তাই সাজবো; তা মশাই, নূতন পোষাকটা পরে এসেছি, কোথায রাখ্বো?

১ নায়ক। আর বাপু! ক্ষমা দাও—বিস্তর হ'য়েছে।

৩ সৈন্য। আজ্ঞে রাগ করেন তো বলি—

১ নায়ক। বাপু, তুমি যে উৎপাতে ফেল্লে। রাগ করি তো ব'লবে; আর যদি না রাগ করি, তো আস্তে আস্তে চ'লে যাবে, রাগ করিনি বাপু—যাও।

৩ সৈন্য। আজ্ঞে, আমার এ স্থানে আসাটা ভাল হয় নাই।

১ সৈন্য। আরে এসনা এ দিকে।

৩ সৈন্য। দাঁড়াও না, দাঁড়াও না—

১ সৈন্য। আরে চলোনা—চলোনা (মস্তকে চপটাঘাত)

[সৈন্যগণেব প্রস্থান।

২ নায়ক। তোমার সেনাদের তর বেতর ভাগ।

১ নায়ক। ও বেশ লোক, ওর মজা দেখ্বে তো চল। পদ্মকুণ্ডে কেউ নাচ্ছে, কেউ পদ্ম তুল্ছে, ও দেখ্বে যে চুপ করে পোষাকটী আগ্লে ব'সে আছে, আর এক একটী ঘাস ছিঁড়ে মুখে দিচ্চে।

বেতালের প্রবেশ

বেতাল। হাস্‌ছিস কেন বে শালা?

২ নায়ক মারিতে উদ্যত

১ নায়ক। আবে মেরোনা—মেরোনা—

বেতাল। সেই চোক্ জ্ব'লছে, কি বল্‌তো? ঐ যে—নীল ঘোড়া—না কি ব'লছিলি, এখন আর বাক্যি সরেনা,—অ্যাঁ?

১ নায়ক। সে গান শুনে তোর কি হবে?

২ নায়ক। তুমিও যেমন পাগলের সঙ্গে বক্‌ছো, চল যাই, স্নান হয়নি আহার হয়নি।

বেতাল। সেই শালাবও চোক জ্ব'লেছিল একটা চোক ছিল। সে শালারও একটা কি ঘোড়া, কিন্তু তার পোষাকটা কাবুলের ধরণ; তুই পোষাকটা কি বকম বল্লি?

১ নায়ক। ওহে শুন্‌ছো! কর্ত্তাটি নিজে 'কাবুলে' সেজে এধার দে হ'য়ে গেছেন। তার সঙ্গে তোর দেখা হ'য়েছিল কোথায়?

বেতাল। আচ্ছা, তোরা ও গানটা গাস কেন?

২ নায়ক। ও গানটা গাইলে আমরা খুব ল'ড়তে পারি।

বেতাল। কই কেমন লড়িস্ দেখি; আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!! (গণ্ডে চপটাঘাত)

২ নায়ক বেতালকে কাটিতে উদ্যত ও ১ নায়কের বাধা প্রদান

বেতাল। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!! (১ নায়কের গণ্ডে চপটাঘাত ও ২ নায়ক বেতালকে মারিতে উদ্যত)

আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!! গান ধর্,

তোরা গান ধর্—দূর শালা! গান ভুলে গেলি, আমি ও গান শিখ্‌বো না। দুয়ো—হেরে গেলি! দুয়ো—আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!! (গমনোদ্যত)

২ নায়ক। ধ'রলে কেন? আমি ওর পাগলামি বার ক'রে দিতুম।

বেতাল। ধ'রলে তো আমার বাবার কিরে শালা? আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!! (প্রস্থান)

১ নায়ক। পাগল, ওর হাত দুটো ধ'রলে হ'তো:—তুমি তলোয়ার খুলে ব'স্‌লে।

বেতালের পুনঃ প্রবেশ

বেতাল। গাঁজা আছে?

২ নায়ক। দাঁড়া শালা, তোকে গাঁজা দিচ্চি আমি—(মারিতে উদ্যত)

বেতাল। আমি খাবো না; তুই বড় মার খেয়েছিস, একটান টান। (গাঁজা ফেলিয়া দেওন) আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!! (মন্দিরে প্রবেশ)

২ নায়ক। বেটা পাগ্‌লা কোথাকার!

১ নায়ক। গাঁজা ছিলেমটা কুড়িয়ে নিলে না। [উভয়ের প্রস্থান।

বেতাল। বলতো—উঃ! কত ফুল দেখরে! আজ যেন আমি বাসর ঘরে এসেছি! না—ফুল-শয্যা। (কালীর পদে মস্তক রাখিয়া শয়ন)

নেপথ্যে গীত

রাগিনী নাগধ্বনি—তাল আড়াঠেকা

ঊর্দ্ধ্ব জটা-জুট, গভীর নিনাদিনী।
উগ্রতুণ্ডা ভীমা, অশিব বিমর্দ্দিনী॥
দনুজ হ্রাস, গ্রাস লক লক রসনা,
অসুর শির চুর, ভীষণ দশনা;
ধিয়া তাধিয়া ধিয়া, টল টল মেদিনী,
নর-কর-বেষ্টিত, কপাল-মালিনী;
রুধির অধরা তারা, শিশু-শশী ভালিনী।
নয়ন-জ্বলন জ্বালা, সুর-হৃদি বর্দ্ধিনী।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

উদ্যান

লহনা, যমুনা, কানন, সখিগণ ও নারায়ণসিংহ

যমুনা। ভাই, তোমার যে অত ভয় হ'য়েছিল, তাকি আমি জান্‌তেম?

লহনা। তোমাদের ভাই, পাহাড়ে সাহস, আমায় মাপ কর।

যমুনা। নারায়ণসিংহ তো পাহাড়ে নয়।

সেলিমের প্রবেশ

সেলিম। ও আবার পাহাড়ে নয়; কিহে নারায়ণ! তোমার বাড়ী না আরাবলী পর্ব্বতে?

লহনা। (কাননের প্রতি) ঐ শুক্‌নো কুঁড়িটে যেন সাত রাজার ধন: এত গোলাপ ফুল ফুটে রয়েছে, তোর মন ওঠেনা বুঝি, ঐ শুক্‌নো কুঁড়িটা হাতে ক'রে নিয়ে বেড়াচ্ছিস্?

কানন। হ্যাঁ ভাই যমুনা! বাসি তোড়াগুলো জলের উপর বসিয়ে রাখ্‌লে অনেকক্ষণ থাকে—না?

লহনা। দেখ্‌লি ভাই, ন্যাকাম দেখ্‌লি? তোড়াগুলো জলে বসিয়ে রাখে, বলে—উনি শুক্‌নো কুঁড়িটা জলে বসিয়ে রাখ্‌বেন। তুমি ভাই, আমার তোড়ার সঙ্গে রেখনা, রাখ্‌তে হয় তোমার ঘরে ভাল ক'রে জল দে রাখ গে।

কানন। আমার রাখ্‌তে হয় রাখ্‌বো, ফেলে দিতে হয় দেবো; তোমার কি?

(নেপথ্যে)—আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

লহনা। প্রহরীরা সব ঘুমুচ্চে না কি? তুমি বল ভাই, 'রাগিস্ কেন', বাগানে বসিছি, দু'দণ্ড কথা কব, না, 'আনন্দ রহো! আনন্দ রহো'!! (সেলিমের প্রতি) তুমি 'চুপ চুপ' কর, আর নারায়ণসিংহ বলুগ, 'সব ঠিক' তা হ'লেই হ'য়েছে।

যমুনা। আমি সাধে বলি, 'তুমি রাগ কেন' —রাস্তায় কে ক'চ্চে 'আনন্দ রহো'! তা প্রহরীরা কি ক'রবে?

নারা। ঠিকই তো।

লহনা। তুমি কর 'চুপ, চুপ'।

নারা। আচ্ছা, না রাজকুমারী আমি কথা কব না।

যমুনা। আচ্ছা, ভোম্‌রাগুলো কেমন ক'রে মধু খায়?

লহনা। এই নাও—ওকে ব'লে দাও, বলি আমার সঙ্গে নাই বা কথা কইলে? যমুনাকে বুঝিয়ে দাও না,—ভোম্‌রা কেন মধু খায়—কাটঠোকরা কেন কাটে ঘা মারে, পাপিয়া কেন ডাকে, পাথরে পাথরে কেন আগুন ওঠে?

কানন। না ভাই, আমি একখানা পাথরে জল বেরুতে দেখেছিলেম, মস্ত পাহাড়—ঝুর্ ঝুর্ ক'রে, জল গড়িয়ে প'ড়েছে।

(নেপথ্যে)—আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

লহনা। ওই নাও ভাই।

সেলিম। তুমি ব'সো, আমি প্রহরীদের ব'লছি—ওকে পাগ্‌লা-গারদে দিতে।

[প্রস্থান।

নারা। ওতো পাগল না, রাজকুমারি! ওকে গারদে দিতে মানা করুন।

লহনা। না, পাগল না, ও সাধুপুরুষ! সাধুপুরুষ তো গারদে গিয়ে 'আনন্দ রহো' করুগ না;—সেইখানে ওর 'আনন্দ রহো' বেরিয়ে যাবে।

যমুনা। আহা! ও পাগল হোক, যা হোক, ওতো কারু কিছু করে না।

কানন। আমায় ফুলটি হাতে দিয়ে বল্লে, 'আনন্দ রহো! আনন্দ রহো'!!

লহনা। ভাই, অত সোহাগ যদি আমার ভাল না লাগে; তোমাদের দয়ার শরীর, তোমরা এখান থেকে উঠে যাও।

কানন। তুমি ভাই, যখন তখন উঠে যাও বলো, সে দিন অম্‌নি যমুনা-দিদি কাঁদ্‌ছিল।

লহনা। তোমার যমুনা দিদিটি কেমন! সে দিন নারায়ণসিংহের সঙ্গে কথা কচ্ছিলুম, ওঁর আর প্রাণে সইলো না,—মাঝখান থেকে এক কথা তুল্লেন; তাই একটা কথার মতন কথা হ'ক, না 'ফুলগুলি আর পাখিগুলি ঠিক এক', ওঁদের পাহাড়ে দেশে বুঝি পাখী পুঁতলে ফুল ফোটে? দেশ তো নয় যেন মরুভূম!

যমুনা। ভাই, আমার পাহাড়ে দেশ, আমারই ভাল: তোমার দিল্লী সহরে ভাই, আমার কাজ নাই। [যমুনার প্রস্থান।

কানন। তা সত্যি তো, যার যে দেশ, তার সে ভাল। এই যে তোমার এত গোলাপ ফুল ফুটে রয়েছে, আমি কি তা নিচ্চি? আমার এই শুক্‌নো কুঁড়িটিই ভাল।

[কাননের প্রস্থান।

লহনা। না, তোমার জন্য এই যে ফুল তুল্‌তে উঠিছি, দাঁড়িয়ে নিয়ে গেলে না?

নারা। রাজকুমারি! রাজপুতানার নিন্দা কল্লেন! আপনি দিল্লীতে এই কুসুম-কাননে ব'সে আছেন, আপনার পিতা বাদ্‌সার সেনা-পতি, বাদসা কর্ত্তৃক রাজা। আরাবল্লী পর্ব্বতের দীন প্রজাও, সে সম্মানের প্রার্থনা করে না—হিন্দু-কুল-ভূষণ প্রতাপ ব্যতীত কাহারও আনুগত্য স্বীকার করে না, স্বয়ং বাদসাও তাঁর সৌহার্দ্দ্য প্রার্থনার পত্র লিখেছেন।

লহনা। নারায়ণ, তোমার যে বড় বাড়!

নারা। না, বড় ন্যূনতা! আপনি স্ত্রীলোক,—

[নারায়ণসিংহের প্রস্থান।

সেলিমের প্রবেশ

সেলিম। লহনা! তুমি এক্‌লা আছ, ভাল হ'য়েছে। আমি শীঘ্র বাদসা হব, তার সন্দেহ নাই; আমার আক্ষেপ কিছুই নাই—কিছুই বাকি থাক্‌বে না; কিন্তু কার কাছে প্রাণ জুড়াবো—এমন কেউ নেই। লহনা, তোমায় ভালবাসি, কিন্তু,—

লহনা। আপনি কি ব'লছেন?

সেলিম। এই ব'লছি, আমার চিত্তের স্থিরতা নাই। তোমায় আমি প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসি, তোমার সঙ্গে দেখা হবে না—তোমায় আর দেখ্‌বো না। হায়! হায়! যদি প্রস্তর হ'তে বারি নির্গত হলো, সে বারি মরুভূমি ব'য়ে যাবে?

লহনা। আপনি কি আমায় ভালবাসেন?

সেলিম। না, ভালবাসিনি, কে না ভাল-বাসে? তুমি দেবী নও, তুমি রাক্ষসী—একবার হারটা পর, আমি দেখি, আমার যত্নের সামগ্রী নিতে বিলম্ব ক'চ্চো? বহুমূল্য হার, বড় সাধ ক'রে কিনেছিলেম, আমার যে বেগম হবে, তাকে পরাব।

রুধিরাক্ত কলেবরে বেতালের প্রবেশ

বেতাল। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

(নেপথ্যে)—'সব ঠিক' 'হর হর হর হর হর হর'!

লহনা। (মূর্চ্ছা)

বেতাল। বলি হ্যাঁ রে, তুই আমাকে গারদে দিতে বল্লি কেন? তাইতে তো রক্তারক্তি হ'য়ে গেল, তুই পালা, তোকে ধ'র্ত্তে আস্‌ছে, কেটে ফেল্‌বে।

সেলিম। প্রহরি! প্রহরি! ওরে কে আছিস্ রে?

বেতাল। আবার বুঝি একটা খুনোখুনি ক'র্‌বি, আমি যাই, আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

(নেপথ্যে)—'সব ঠিক'! 'হর হর হর'!

বেতাল। ওই শোন 'সব ঠিক' আসছে, পালা—পালা, আমি বলি উল্লুক ভাল্লুক সং সেজেছে; তা নয়, কাটাকাটি ক'ত্তে সেজেছে; তাই কাল বনের ভিতর ছিল, আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

[বেতালের প্রস্থান।

সেলিম। (স্বগত) এই তো সুযোগ, এখানে কেউ কোথাও নেই—এমন সময় আর হবেনা! সম্মত হোগ, বা না হোগ—মূর্চ্ছা, এখন তো আর বল ক'র্‌তে পারবেনা—এ সুযোগ ছাড়া নয়।

দুইজন আহত সৈনিকের প্রবেশ

১ সৈন্য। এইখানেই সেই বেটা আছে, এইখানেই 'আনন্দ রহো' ডেকেছে।

সেলিম। তোমরা সে পাগ্‌লাকে ছেড়ে দিলে কেন?

২ সৈন্য। সাহাজাদা! আমাদের কোন অপরাধ নাই, এমন ইদের দিনে যে সর্ব্বনাশ হবে, কে জান্‌তো!

১ সৈন্য। আমরা মনে ক'ল্লেম যে, ইদের দিন, তাই সং সেজে আমোদ ক'রে বেড়াচ্চে। পাগ্‌লাটাকে নিয়ে আমরা গারদের দোর গোড়ায় গিয়েছি, আর 'সব ঠিক' ব'লেই কোপাতে আরম্ভ ক'ল্লে।

২ সৈন্য। শুন্‌লেম—জেলের প্রহরীদেরও মেরে ফেলেছে, দুশো সৈন্য কেটে ফেলেছে। সহরে হুলুস্থুল! আর কোথাও কিছু নাই।

১ সৈন্য। সাহাজাদা! ব'লতে ভয় হয়, আপনার এ তলোয়ার কোথা পেলে, ভাংগা রাস্তায় প'ড়েছিল।

সেলিম। এ তলোয়ার আমি নারায়ণসিংকে দিয়েছিলেম।

লহনা। (উঠিয়া সেলিমকে ধরিয়া) নারায়ণ! আমার ভয় ক'চ্চে!

সেলিম। এই যে আমি, লহনা!

(নেপথ্যে)—আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!! ওকে ধর, রাণা প্রতাপের চর।

[সৈনিকগণের প্রস্থান।

লহনা। আমায় কোলে ক'রে নাও, আমি চ'ল্‌তে পাচ্চিনি।

সেলিম। ভয় কি? (চুম্বন)

(নেপথ্যে)—আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

দ্বিতীয় অংক

প্রথম গর্ভাংক

রাণা প্রতাপের শয়ন-কক্ষ

রাণা প্রতাপ ও মহিষী

মহিষী। হ্যাঁগা, জটাগুলো কাট্‌বে না?

প্রতাপ। হ্যাঁগা, চিতোর পাবনা?

মহিষী। চিতোর বুঝি আমার হাতে?

প্রতাপ। জটা বুঝি আমার হাতে?

মহিষী। না তোমার মাথায়, তাই কাট্‌তে ব'ল্‌ছি। আমি একদিন কেটে দেবো, ঘুমিয়ে থাক্‌বে, আর একদিন কেটে দেবো।

প্রতাপ। আর তুমি ঘুমবে না?

মহিষী। হাঁ, ও সাজাটা আর বাকি রাখ কেন? চুলগুলো কেটে দিয়ে বাঁদী সাজিয়ে দাও!

প্রতাপ। রাজরাণী বুঝি তোমার চুলগুলি?

মহিষী। দেখ দিকি, কি কথায় কি কথা তুল্‌ছো, চুল্‌গুলি বুঝি রাণী?

প্রতাপ। দেখ দিকি, তুমি কি কথায় কি কথা তুলছো, জটাগুলো বুঝি খারাপ?

মহিষী। খারাপই তো!

প্রতাপ। চুল্‌গুলো রাণীই তো!

দূতের প্রবেশ

কি সংবাদ দানসিং?

দূত। রাজসভায় যেতে অনুমতি হয়।

প্রতাপ। আমি যাচ্চি, চল।

[দূতের প্রস্থান।

মহিষী। যাচ্চো—যাও, কিন্তু যমুনা কোথা, খবর দিতে হবে। দেখ দেখি, তার বাপ তোমার জন্য মারা গেল!

প্রতাপ। প্রিয়ে! কেন আর আমায় লজ্জা দাও? আমি কোন্ কর্ত্তব্য সাধন ক'র্‌তে পেরেছি,—যবনকে সিংহাসন দিয়ে আপনি

কুটীরবাসী, আমার রাজ-রাণী ভিখারিণী, আত্মীয় হত, সৈন্য-সামন্তের পরিবার অনাথা! প্রিয়ে, তবুও তুমি আমায় জটা কাট্‌তে বল? জটা কাট্‌বো, সে দিন আছে—তোমায় যবে রাজ্যেশ্বরী ক'রবো, তবেই জটা কাট্‌ব'!

মহিষী। নাথ, তোমার প্রেমে আমি রাজ-রাজেশ্বরীর অধিক।

প্রতাপ। তাইতো আমি ভুলে থাকি, আমি চিতোরহারা!

[প্রতাপের প্রস্থান।

মহিষী। (স্বগত) হায়! চিতোর যদি পাই, তোমায় সুখী দেখি। [প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজসভা

সভাসদগণ ও মন্ত্রী

১ সভা। সিংহের প্রতিদ্বন্দ্বী সিংহই হয়।

২ সভা। বাদসাহ তো কম লোক নন।

মন্ত্রী। এ সন্ধির প্রস্তাবে যে রাণা সম্মত হবেন, এমন তো বোধ হয় না।

৩ সভা। আমার বিবেচনায় এ সন্ধিতে সম্মত হওয়াই উচিত, বল প্রকাশের তো ত্রুটি হয় নাই।

মন্ত্রী। আপনার বিবেচনার সময় মহারাণা এলেই হবে, এক্ষণে আসুন, অপর বিষয় পরামর্শ করা যাক্; সন্ধি তো হবেই না; বোধ হয়, যবন জয়ী হ'লো।

৪ সভা। কেন, রাণার সন্ধিতে অমতের কারণ? বাদসাহ তো অতি বিনীত ভাবে পত্র লিখেছেন।

মন্ত্রী। মহাশয়, সে বিষয়ে তর্ক ক'র্‌ছেন কেন? আপনারা কি এখন' বুঝ্‌তে পারেন নি যে, বাদসাহ অতি বিচক্ষণ।

১ সভা। অতি বিনয়ী, অতি বিনয়-পূর্ব্বক পত্র লিখেছেন, 'মহারাণার সৌহার্দ্দ্য বাঞ্ছা করি'; বাদসাহ অপরের নিকট কখন' কোন প্রার্থনা করেন নাই।

৩ সভা। রাণা পত্র পেয়েছেন কি?

মন্ত্রী। পেয়েছেন, কপট বিনয়ে দ্বিগুণ অগ্নিবৎ জ্ব'লে উঠেছেন।

২ সভা। কপট বিনয় কেন?

মন্ত্রী। আপনি কি জানেন না, রাণা সকল সহ্য ক'র্‌তে পারেন, মুসলমান আকবর হীন বিবেচনায় দয়া প্রকাশ ক'র্‌বে, এ তাঁর অসহ্য। (রাণাকে দেখিয়া) এ কি মূর্ত্তি!

সকলে। কি ভয়ংকর!

রাণা প্রতাপের প্রবেশ

প্রতাপ। কখন যুদ্ধে যাত্রা ক'রবে স্থির কল্লে? আমি প্রস্তুত,—চৈতক নাই, হল্‌দি-ঘাটে চৈতককে হারিয়েছি; কিন্তু যে সকল অস্ত্রাঘাতে চৈতকের প্রাণনাশ হ'য়েছে, তার প্রতিফল দিতে পেরেছি কিনা জানি না। এই-বার যুদ্ধে—কখন যাত্রা—

মন্ত্রী। মহারাণা!

প্রতাপ। আমার মতে শুভ কর্ম্মে আর কালবিলম্ব কি? রাজপুত রমণী তো সকলই জানে যে, স্বামী যুদ্ধ-মৃত্যু প্রার্থনা করে।

মন্ত্রী। আর বল-ক্ষয়ে আবশ্যক কি?

প্রতাপ। মন্ত্রি, আমি যদি স্বয়ং কর্ত্তব্য-বিমূঢ় নরাধম না হতেম—তোমার উচিত আমায় উত্তেজনা করা, রাজপুতের অসি—বাঁশী নয়।

মন্ত্রী। সভাসদগণ সকলেরই মতে—

প্রতাপ। কি?

মন্ত্রী। একবার এ বিষয়ে বিচার করা উচিত।

প্রতাপ। মুসলমানদের সহিত সম্বন্ধ বিচার—স্বর্গীয় পিতৃপুরুষেরা বিচার ক'রে গিয়েছেন—আমাদের আর আবশ্যক নাই। চল—ওঠ—আবার রণরঙ্গে মাতি! চৈতক—কি আমার এক চক্ষু, তাও অন্ধ হলো নাকি? যথার্থই তোমরা উঠ্‌লে না? ভাল, ভাল মৃত্যু-কালে মনকে প্রবোধ দিব যে, আমা অপেক্ষা হেয় রাজপুত আছে। আকবরসাহ, তুমি ধন্য! তুমি সিংহের নিকট শৃগালের ভক্ষ্য পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত রইলে। হা! এত অপমান জন্মেও সহ্য করিনি। রণস্থলে কি শত্রু, কি মিত্র, সহস্র সহস্র বীরপুরুষ—বীরপুরুষের ন্যায় প'ড়্‌তে দেখেছি। হা! সে রণ-উল্লাসে আমার মৃত্যু হ'লো না; আমায় কেউ গুরু বল, কেউ প্রভু বল, কি মোহিনীতে আমার এই বুকের শেল তুল্‌তে হস্ত প্রসারণ ক'চ্চো না? আকবরসাহ!

ধন্য তোমার মোহিনী—দেখ দেখ, আমার সর্ব্বাঙ্গ পাণ্ডুবর্ণ হ'চ্চে, আমার বীর-হস্ত হ'তে তরবারি খ'সে প'ড়ছে।

(নেপথ্যে)—আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

প্রতাপ। হা! আজ আমায় ধর—এ কথা ব'লবার ইচ্ছা হ'লো, প্রাণ কি বজ্র হ'তে কঠিন, যেন ফুলের ন্যায় আমার হৃদ্‌পিণ্ড খ'সে প'ড়্‌ছে।

(নেপথ্যে)—আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

বেতালের প্রবেশ

বেতাল। হ্যাঁরে! রাগ ক'রেছিস্? তুই গাঁজা ছিলেমটা ফেলে এলি কেন রে?

সভা। কে এ বেটা, মেরে তাড়াও একে। (প্রহার)

বেতাল। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!! কিন্তু গাঁজা দিতে হবে, আমিও মেরেছিলুম, গাঁজা দিয়েছিলুম।

প্রহরীগণের দূরীকরণের চেষ্টা ও প্রহার

বেতাল। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!! এইবার তার মতন হ'য়েছে, তবে না শালা! তার মতন ব'লতে পারব না?

প্রতাপ। উত্তম, উত্তম, রাজপুত-বাহু—দুর্ব্বল পীড়নের নিমিত্তই বটে; রমণী বলাৎকার, স্ত্রীহত্যা, শিশুহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, ভ্রূণহত্যা পর্য্যন্ত এখন দেখ্‌তে বাকি।

বেতাল। আরে কথা শোনেনা! আর কি আমায় মারতে পারবি? আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

[বেতালের প্রস্থান।

মন্ত্রী। প্রহরী, এ পাগলটা কোথা থেকে এল?

প্রতাপ। মন্ত্রি, ও পাগল, ও এই নিরানন্দ-ধামে আনন্দ রব তুল্‌তে এল, তোমরা ওকে মেরে তাড়ালে—আবার 'আনন্দ রহো' ব'লতে ব'লতে চ'লে গেল।

(নেপথ্যে)—হি হি হি হি, আমি আবার আস্‌বো, আজ নয়—গাঁজা ছিলেম্‌টা খেলেনা কেন দেখিগে।

বেতালের পুনঃ প্রবেশ

বেতাল। মনটা কেমন খুঁত খুঁত ক'চ্চে, কেন খেলেনা জিজ্ঞেস ক'রে আসি। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

[বেতালের প্রস্থান।

প্রতাপ। মন্ত্রি, কে ও? আমার এ অবস্থায় বল্লে 'আনন্দ রহো'! ওকে ওর আনন্দ-গান ক'ত্তে বল। (মূর্চ্ছা)

মন্ত্রী। ওরে, সর্ব্বনাশ হলো!

[প্রতাপকে লইয়া সকলের প্রস্থান।

বেতালের পুনঃ প্রবেশ

বেতাল। কই, কেউ কোথাও যে নেই?

কাঁদিতে কাঁদিতে একজন মল্ল ও একজন খঞ্জের প্রবেশ

আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

মল্ল। নিশ্চয় বেটা যাদুকর, বাঁধ বেটাকে।

খঞ্জ। না, সন্ধান নাও, ও বোধ হয় আকবরের কোন চর হবে, তারপর ধ'র্‌লে—বুঝলে কিনা?—

মল্ল। ঐ দেখ ভাই, তোকেও যাদু করে—করে—ক'রেছে, তুই কি আবল-তাবল ব'ক্‌চিস্?

খঞ্জ। ওরে, নারে, কই দেখ্‌না—জিজ্ঞেস করনা—খবর দেবো? টাকার আণ্ডিল।

মল্ল। ওই!

খঞ্জ। আরে, মজা হবে এখন। জিজ্ঞেস কর্‌না, মুসলমান—টাকা—চর—চর।

মল্ল। তুই বেল্‌কোপনা ছাড়্‌তো, আমার একে ভয় ক'চ্চে।

বেতাল। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

খঞ্জ। আরে পাগল কে, পাগল নাকি? ওরে ধর্‌রে—ধ'র্‌লে মজা আছে।

মল্ল। না ভাই, অমন কর তো তোমার সঙ্গে দাঙ্গা হবে। তুমি যে, সে দিনে অশ্বত্থ-তলায় ভয় পেয়েছিলে, আমি কি তোমায় অমনি ক'রে ভয় দেখিয়েছিলুম?

খঞ্জ। আরে সে নয়, এ ঢিল পড়েছিল—মুসলমান—পা খোঁড়া ধর ভাই—জিজ্ঞাসা কর—পালাবে! ভয় পাইনি—অনেক টাকা, পা খোঁড়া—বুঝলিনি?

মল্ল। ওমা, বলে কি গো!

বেতাল। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

মল্ল। বাবা রে!

খঞ্জ। ওরে ধর রে—কি ক'রবো—পা খোঁড়া, ওরে ধরেরে—ওরে যায়রে—ওরে মুসলমান—ওরে যায়রে!

মল্ল। ও বাবারে!

বেতাল। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

মল্ল। ওরে—গেলুমরে। (মূর্চ্ছা)

বেতাল। (খঞ্জের নিকট গিয়া) আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

খঞ্জ। (বেতালের হস্ত ধরিয়া) এইবার পেয়েছি।

বেতাল। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

খঞ্জ। আরে পা খোঁড়া, দাঁড়া।

বেতাল। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

[খঞ্জকে ফেলিয়া প্রস্থান।

খঞ্জ। ওরে, আমিও প'ড়ে গেছি, ওঠ্ না; গেলরে—বড় কোমরে লেগেছে।

দুইজন সেনানায়কের প্রবেশ

১ সেনা-না। আহা, বীরের হাতের অসি বুঝি এত দিনে খ'স্‌লো।

২ সেনা-না। আকবর! তুই সুধা-পাত্রে গরল পাঠিয়েছিলি।

১ সেনা-না। ফুলের দ্বারা যে বজ্র বিদীর্ণ হওয়া সম্ভব, তা আজ আমার ধারণা হ'লো। আহা! যে সংবাদে রাজ্যে আনন্দ-উৎসব হ'য়েছিল, সে সংবাদে এত নিরানন্দ হবে, কে জান্‌তো।

(নেপথ্যে)—আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

খঞ্জ। ঐরে—ধর রে—কোমরে ব্যথা রে—প'ড়ে গেছি রে।

২ সেনা-না। আহা, রাজপুতসভায় কি একজন ব'লতে পাল্লেনা যে, 'মহারাজ যুদ্ধে চলুন, আমি আপনার সাথি'। আহা, তা হ'লে সে ভস্ম-হৃদয়ে এক বিন্দু বারি প'ড়তো।

১ সেনা-না। আমি এই অশ্রুবারি দিই, যদি কিছু শীতল হয়; ভাইরে, হল্‌দিঘাটের যুদ্ধে রাণা-শিরোলক্ষিত তলোয়ার আমার ললাটে মুকুট পরিয়ে দিয়েছি; ভাইরে, সে রাজাকে কি আর যুদ্ধক্ষেত্রে দেখ্‌তে পাব না!

খঞ্জ। আরে বলি শোন্‌না, সে যা হবার তা হবে; কোমর ভেঙ্গে গিয়েছে।

(নেপথ্যে)—আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

খঞ্জ। আরে বলি, শোন্‌না, এখনও যায়নি।

২ সেনা-না। একি, তুমি এমন ক'রে প'ড়ে র'য়েছ কেন?

খঞ্জ। কোমর ভেঙ্গে গেছে, ধর।

১ সেনা-না। মন্ত্রী মহাশয়কে বলা যাক—'আসুন, যুদ্ধ ঘোষণা দিন। আমরা দিল্লীতে যুদ্ধে যাই', এ সংবাদে রাণা আরোগ্য লাভ ক'ল্লেও কত্তে পারেন। সে বজ্র-হৃদয় যখন ফুলে ভেঙ্গেছে, তখন ঘোর রণরঙ্গে সিংহনাদ, বজ্রনাদে তূর্য্যনাদ, অরির হৃদিভেদি আর্ত্তনাদ, রাজপুতের ব্রহ্ম-রন্ধ্রভেদী সিংহনাদ, শৃগাল-ত্রাসক রুধির স্রোত, ঘূর্ণবায় স্তম্ভিতকর অরির হাহাকার-ধ্বনি-মিশ্রিত দুন্দুভি নিনাদে আসন্ন জয়োল্লাস; আকবর যদি পুনর্ব্বার সিংহের নিকটে সিংহের ভেট পাঠায়—তা হ'লে বজ্র জোড়া লাগে, নচেৎ বজ্র কুসুমেই ভেদ হবে। রাণা প্রতাপকে দয়া প্রকাশ! বজ্র ভেদ হবেই তো।

(নেপথ্যে)—আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

খঞ্জ। ঐ যে মশাই, ধরুন, ঢের টাকা—রাণা প্রতাপ ম'লোই বা—ঢের টাকা।

২ সেনা-না। হা অভাগা পাগল! এ পাগ্‌লাটা ব'লছে দেখ্‌ছো? বলে রাণা প্রতাপ মরে মরুক।

১ সেনা-না। ওকে কেটে ফেল, হ'লোইবা পাগল; রক্ষি, একে গারদে নিয়ে যাও।

(নেপথ্যে)—'না না, মরেনি'!

২ সেনা-না। আর এদিকে এক কাপ দেখ।

[খঞ্জের প্রস্থান।

মল্ল। ও বাবারে—একটা নয়, দুটোরে!

(নেপথ্যে খঞ্জ)—ভয়—গেল—ধ'রেছিলুম—প'ড়ে গেলুম—টাকা!

২ সেনা-না। একি! এ মূর্চ্ছা গেছে নাকি!

১ সেনা-না। আহা যাবেই তো, রাজপুতের প্রাণ!

(নেপথ্যে)—আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজপথ

খঞ্জ, মল্ল ও প্রজাগণ

১ প্রজা। হায় হায়! কি হ'লো!

২ প্রজা। গরীবের মা-বাপ গেল!

৩ প্রজা। পৃথিবী বীরশূন্য হ'লো, শিব! শিব! শিব!

বালক। ওমা, তুই কাঁদ্‌ছিস কেন?

১ স্ত্রী। ওরে বাবা, আমার বাবা বুঝি যায়!

বালক। তোর বাবা কে মা?

বেতালের প্রবেশ

বেতাল। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

খঞ্জ। ওরে ধর—টাকা—ধর, আর গারদে পুরিসনে, আর গারদে পুরিসনে, আমি পালিয়ে এসেছি, টাকা—টাকা—কাম্‌ড়ে ধ'র্‌লে হ'তো। (নিজহস্ত দংশন)

বেতাল। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

মল্ল। ও বাবারে, একটা নয় দুটো!

বেতাল। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

মল্ল। (মূর্চ্ছা)

দুইজন সেনানায়কের প্রবেশ

১ সেনা-না। কি ব'ল্লে—দেখ্‌তে পাই কিনা? ওঃ বীরকুল-চূড়ামণি!

বেতাল। ওরে গাঁজা খাস্‌নে কেন?

১ সেনা-না। স'রে যা!

বেতাল। না তুই না; আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

২ সেনা-না। বেল্লিক বেটা, আবার সাম্‌নে পড়ে। (বেত্রাঘাত ও প্রস্থান)

বেতাল। না তুইও না; আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!! উঃ বড় জ্ব'ল্‌ছে! তা মারলুম না কেন?—একবার চড় মেরে তো দেশে দেশে গাঁজা নে বেড়াচ্ছি; ওদের দু'জনকে নিদেন পক্ষে কত মার্‌তে হ'তো,—অত ঘুর্‌তে পারিনে—পা ধ'রে গেছে। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!! ঐ নাও, আনন্দ রহো! খারাপ হ'য়ে গেছে, ব'স্‌তে দিলে না; চল্লুম—জিজ্ঞাসা করিগে, কেন গাঁজা খেলেনা।—আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!! [সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

মণ্ড

প্রতাপসিংহ, মহিষী, নারায়ণসিংহ, যমুনা ও কানন

প্রতাপ। (নারায়ণসিংহের প্রতি) তোমার পিতা, আমার মস্তক হ'তে ছত্র নিয়ে হল্‌দিঘাটের যুদ্ধে প্রাণ দিয়ে আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন, সে ঋণ পরিশোধ ক'র্‌তে পারি নাই; আর তুমি আমার নিমিত্ত মানসিংহের দাসত্ব স্বীকার ক'রেছ, তুমি আমার সম্মুখে থেকো; তোমার মুখ দেখ্‌লে আমার তাপিত প্রাণ শীতল হয়। কি বল্লে- যে দিন সন্ধিপত্র রওনা হ'লো, সেই দিন দিল্লীতে মোগল সেনা আক্রমণ ক'র্‌লে? ক্ষত্রকুলোত্তম মহাত্মা রাণার হাত থেকে অসি খ'সে গিয়েছে, রাণা বনবাসী!—এ রাজপুত দস্যুর আর কি আছে? তুমিও একজন রাজপুত দস্যু। আমার বল নাই, তুমি এসে কোল নাও।

নারা। প্রভু, আমার আর কেউ নাই, কোল দিলেন, পদধূলি দিন; যেন এ ঋণ শোধ দিতে পারি।

প্রতাপ। তোমার পিতার ন্যায় তোমার গৌরব আরাবল্লির প্রতি প্রস্তরে প্রতিধ্বনিত হউক।

নারা। প্রভু-প্রদত্ত এই অসি হস্তে মৃত্যু, গুরুর চরণে লহরীমোহনের এই প্রার্থনা।

প্রতাপ। তোমার বীর বাসনা পূর্ণ হউক। যমুনা, তুমি আমায় দেখ্‌তে এসেছো? তোমার মাতুল তো রাগ ক'র্‌বেন না? হল্‌দিঘাটের যুদ্ধে তোমার মাতুল আমার বক্ষে ভল্ল লক্ষ্য ক'রেছেন, তোমার পিতা বুক পেতে নিয়েছেন, সে ঋণ যতদূর পারি—পরিশোধ করি, তোমার পিতৃসম্পত্তি ফিরিয়ে দিতে পার্‌লেম না; কিন্তু নব-অর্জ্জিত ঘোলা সহরে তুমি অধিশ্বরী হও, অন্য আশীর্ব্বাদ কি ক'র্‌বো, তোমার পিতার ন্যায় তোমার পুত্র হউক।

যমুনা। আর আশীর্ব্বাদ করুন যে, সূর্য্যবংশীয় রাণার কার্য্যে প্রাণদানে পরলোক গমন করে।

প্রতাপ। মা, তুমি বীরাঙ্গনা! বীরপ্রসবিনী হও। মা কানন, তুমি তোমার দিদির কাছে থেকো, আশীর্ব্বাদ করি, উপযুক্ত স্বামী হউক, উপযুক্ত পুত্র হউক, অধিক আর কি ব'ল্‌বো!

(নেপথ্যে)। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

প্রতাপ। ওকে কেউ ডাক; দেখ, যদি কোন রকমে আন্‌তে পার; ও আমায় 'আনন্দ রহো' শোনায় কেন? প্রিয়ে! তোমায় কিছু ব'ল্‌বো

না, তোমার সঙ্গে কথা ফুরোবার নয়; তোমার মুখখানি আমার হৃদয়ে ফুরাবার নয়, ও মুখখানি আমি রণে বনে অন্তরের অন্তরে দেখেছি, ভোজনে দেখেছি, সুখশয্যায় শয়নে দেখেছি, এখন দেখ্‌চি, প্রিয়ে, কথা ফুরাবার নয়।

মহিষী। নাথ, এমনি ক'রে চুল কেটে আমায় দাসী ক'ল্লে।

প্রতাপ। প্রিয়ে, তবু জটা মুড়াতে পার্‌লেম্ না। আত্মীয় স্বজন আমি যারে যারে দেখিনি—আমার সম্মুখ দিয়ে যাও, আমি দেখি: শক্তি নাই, কোল দিতে পার্‌বোনা, জান ত—হাত থেকে অসি পড়ে গিয়েছে।

(নেপথ্যে)। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!! ওকে ডাক্‌তে গিয়েছে?

মহিষী। আমি পাঠিয়েছি।

প্রতাপ। মহিষী, তুমি কে? আমি যুদ্ধে উঠ্‌তে বলিছি—যারা আমার জন্য অকাতরে শোণিত ব্যয় ক'রেছে, তারা উঠ্‌লো না—মন্ত্রি! তোমার মনে এই ছিল! আমি তো হলদিঘাটের পর অর্থহীন দীন হয়েছিলেম, কেন তুমি তোমার সমুদয় অর্থ দিয়ে, প্রলোভন দেখিয়ে, কেন তুমি আমায় আবার রণ-রঙ্গে মাতালে? ওঃ! রাণাবংশে তাচ্ছিল্য, যবনের—যবনের তাচ্ছিল্য! কেন হল্‌দিঘাটে কি ভল্লের পরিচয় দিইনি?

মন্ত্রী। মহারাণা! ক্ষান্ত হউন, অপরাধীর শাস্তি দিন, আবার উঠে বলুন যুদ্ধে চল,—দেখুন আপনার সভাসদ যুদ্ধে যায় কিনা! সে দিন আপনার ভৈরব মূর্ত্তি দেখে ভয় পেয়েছিলেম, তাই উঠ্‌তে পারি নাই; কিন্তু যখন এ মূর্ত্তি দেখে এখনও দাঁড়িয়ে আছি, তখন অধিকতর ভীষণ মূর্ত্তিতে ডাক্‌লে আপনার সভাসদ্ ভয় পাবে না; মন্ত্রীর সতর্কতায় ভয় পায় কিনা জানি না। হায়! হায়! সতর্ক হ'য়ে কি রাজশ্রীই দেখ্‌লেম।

বেতালের প্রবেশ

বেতাল। (দ্বিতীয় নায়কের প্রতি) ওরে, তুই এখানে এসেছিস্? আমায় ডেকে পাঠিয়েছিস্, ভাগ্যিস্ রাস্তায় ব'সে নেই, তা হ'লে তো তোর সঙ্গে দেখা হতো না। আমি যার জন্যে এই দেখ গাঁজা ছিলিমটা নিয়ে বেড়াচ্চি—বড় লেগেছিল, না? তা গাঁজা ছিলিমটা খেলিনে কেন?

২ নায়ক। তা দে।

বেতাল। (গাঁজা প্রদান করিয়া) দু'জনে খাস, আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!! তোরে ক ঘা চড় মেরেছিলুম্, মার্‌বি, আমি 'আনন্দ রহো'! ব'ল্‌বো এখন; রাগ করিস্ নে—ও একটা হ'য়ে গেছে—মারিস্ তো মার, নইলে যাই।

প্রতাপ। আনন্দ রহো, তুমি এ দিকে এস, তোমার আনন্দ আমায় একটু দাও, আমি এই নিরানন্দ রাজপুতধাম আনন্দময় করি।

বেতাল। (প্রতাপের প্রতি) ওরে তুই যে রে? (রাণীর প্রতি) তোমায় আমি চিনিনে। (প্রতাপের প্রতি) তোর সে কাবুলের পোষাকটা কোথায়—তোর মনে আছে তো—পেট দম্ সম্ হ'য়ে শুয়ে পড়ে আছি, তুই আমায় গাঁজা খাওয়ালি, বল্লি—ভুলিয়ে দিলি কেন? আঃ! —আনন্দ রহো!

প্রতাপ। তুমি সামনে এস না?

বেতাল। তোর মুখ দেখ্‌লে আহ্লাদে 'আনন্দ রহো' ভুলে যাই; দাঁড়া, আমি 'আনন্দ রহো' একশোবার—দুশোবার—হাজার বার বলি, তার পর তোর সাম্‌নে যাই।

প্রতাপ। না ভুল্‌বে না, মনে ক'রে দেব এখন।

বেতাল। আরে না, ভুল্লে মুস্কিল হবে ব'ল্‌ছি।

প্রতাপ। আমি মনে ক'রে দেবো।

বেতাল। আচ্ছা, কি ব'লবি, বল; আচ্ছা বল দেখি—আনন্দ রহো!

প্রতাপ। আনন্দ রহো!

বেতাল। হাঁ হাঁ বেশ, বেশ, কিন্তু তেমনটি হ'লো না। ওরে, তোর এমন চেহারা হ'য়ে গেছে কেনরে? তুই 'আনন্দ রহো' বল, শীগ্‌গির শীগ্‌গির বল—চেঁচিয়ে না ব'লতে পারিস্—মনে মনে বল।

প্রতাপ। প্রিয়ে, তোমার মুখখানি নিচে আন, আর অত দূর থেকে দেখ্‌তে পাচ্চিনে।

বেতাল। ও তোর কে? তুই 'আনন্দ রহো' বল।

প্রতাপ। ভাই! তুমি বল, আমি শুনি।

বেতাল। আস্তে বলি—কেমন? আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

প্রতাপ। আচ্ছা তোমায় জিজ্ঞাসা করি, তুমি 'আনন্দ রহো' বল কেন?

বেতাল। তুই যে শিখিয়ে দিয়েছিলি।

প্রতাপ। যদি আমি তোমায় 'আনন্দ রহো' শিখিয়ে থাকি, তুমিও আমায় 'আনন্দ রহো' একবার শোনাও। হায়, আমি কি দয়ার পাত্র! আকবরের দয়ার পাত্র! বাহু, তুমি আর উঠ্‌বে না! সেই দিনের শেলাঘাতে তো পদ অকর্ম্মণ্য। প্রিয়ে, এ যাতনাতেও সে যাতনা মনে প'ড়ছে: কাণের কাছে মুখ আন, কাণের কাছে মুখ আন, জিভও বুঝি যায়! ভাই 'আনন্দ রহো!—প্রিয়ে! এইবার—

বেতাল। ওরে তুই যেই হোস্ 'আনন্দ রহো' ব'ল্‌তে বল্, নইলে আমি বলি, 'আনন্দ রহো! আনন্দ রহো'!!

প্রতাপ। প্রিয়ে, তৃণে বজ্র ভেদ হ'লো।

মহিষী। তাই কি, এই তৃণের উপর বজ্রাঘাত ক'র্‌ছো?

প্রতাপ। প্রি—ই—ই—ই—য়ে—য়ে—(মৃত্যু)

বেতাল। 'আনন্দ রহো' ব'ল্‌তে বল্, বল্লিনে?

সকলে। ওঃ!!! (দীর্ঘ বিশ্বাস)

বেতাল। আচ্ছা—'আনন্দ রহো! আনন্দ রহো'!!

তৃতীয় অংক

প্রথম গর্ভাংক

দরবার

আকবর, মানসিংহ, নারায়ণসিংহ, ওমরাওগণ, মন্ত্রী ইত্যাদি

আকবর। মহারাজ মান! আপনার ভুজবলে সুমেরু হ'তে কুমেরু পর্য্যন্ত আবদ্ধ, আপনার মন্ত্রণা-কৌশলে আমি সেই শৃংখল অনায়াসে ধারণ ক'রে আছি, যোগ্য পুরস্কার আমি কি দিব?—আপনার শারদ-কৌমুদীর ন্যায় বিস্তৃত গৌরবে সহস্রবদনে উল্লাস-ধন্যবাদই আপনার পুরস্কার। এই তরবারি আপনি গ্রহণ করুন, আমি এ তরবারি নিত্য পূজা করি।

মান। শিরোপা শিরোধার্য্য! আমার হস্তে এ ভুবনপূজ্য তরবারি, বাদসাহের রিপুর ভয় বর্দ্ধন ক'রবে সন্দেহ নাই: রাণা জীবিত থাক্‌লেও সতর্কে এ অস্ত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'র্‌তেন।

নারা। শৃগাল! কুলাঙ্গার! যবনভৃত্য! যবনশ্যালক! গুরুদেবের নিন্দা! (অসি নিষ্কাসন)

আকবর। স্থির হও রাজপুত, নিদ্রিতের প্রতি অস্ত্রাঘাত কি তোমার গুরুদেবের শিক্ষা? মানসিংহ যুদ্ধার্থে প্রস্তুত নয়।

নারা। মানসিংহ কুলাঙ্গার!

আকবর। অস্ত্র-প্রভাবে রাজপুত পরিচয় দিতেও পরাঙ্মুখ নন।

১ ওম। আপনার গুরু জীবিত নাই, নচেৎ হল্‌দিঘাটে—

আকবর। অনধিকার চর্চ্চায় প্রাণদণ্ড হবে। রাজপুত, যদি ইচ্ছা হয়, আমার বক্ষে তুমি অস্ত্রাঘাত কর, রক্ষার্থে একটি অসিও নিষ্কাসিত হবে না।

(নেপথ্যে)—আনন্দ রহো!—আনন্দ রহো!!

আকবর। তবে আমার সঙ্গে এস।

[নারায়ণ সিংহ ও আকবরের প্রস্থান।

২ ওম। মহারাজ মান, আপনার ভৃত্য না?

মান। বাদসাহের তো পরিচিত দেখ্‌লেম।

১ ওম। অতিথির প্রতি রূঢ় বাক্যও নিষেধ।

কতিপয় প্রহরী-বেষ্টিত বেতালের প্রবেশ

১ প্রহরী। মহারাজ মান, গত বৎসর যে প্রতাপের সৈন্য দিল্লীতে উৎপাত ক'রেছিল, এই ছদ্মবেশী 'আনন্দ রহো' তার মধ্যে একজন।

১ ওম। প্রহরি তোমরা তো খুব সতর্ক! অনধিকার চর্চ্চা করনি, বিদ্রোহী জেনেও বাঁধোনি।

২ প্রহরী। রাণা প্রতাপের লোককে বাদসার আজ্ঞায় পীড়ন নিষেধ।

১ ওম। অনধিকার চর্চ্চা—

মান। এরেও বা খাসমহলে নিয়ে যাবার আজ্ঞা হয়।

বেতাল। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

দুইজন রক্ষকের প্রবেশ

১ রক্ষক। বাদসার আজ্ঞায় দরবার ভঙ্গ হয়।

মন্ত্রী। আচ্ছা, একে এখন গারদে রাখ, পীড়ন ক'রো না; কি জানি, যদি বাদসার পরিচিত হয়। আমি বাদসাকে সংবাদ পাঠাই, পরে যেরূপ আজ্ঞা হয়—সেইরূপ হবে।

বেতাল। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

আকবর ও নারায়ণসিংহ

আক। আপনি যদি অনিচ্ছুক হন, আপনার পরিচয় আমিই দেব। আপনি মৃত বীরপুরুষ ঝাল্লার সর্দ্দারের পুত্র, আপাতত মানসিংহের দাস—এ কথা ভাণ; যমুনা বা লহনার প্রেমে আবন্ধ—আপনার চিত্ত আপনিই জানেনা, আমি জান্‌বো কি ক'রে—এক্ষণে বাদসা আকবরসার সম্মুখীন,—যদি ইচ্ছা করেন, বাদসার সহোদরের ন্যায় দক্ষিণ পার্শ্বে ব'স্‌তে পারেন।

নারা। সে সম্মান প্রার্থী নই; আচ্ছা আমার পরিচয় আপনি কিরূপে অবগত হ'লেন?

আক। যদি ইচ্ছা করেন তো রাণা মৃত্যুকালে যে কথা ব'লেছেন, আমার সংবাদদাতার নিকট শুন্‌তে পারেন।

নারা। যদি অনুগ্রহ ক'রে সংবাদ-দাতাকে ডাকান, সে কুলাঙ্গারের মূর্ত্তি আমি একবার দেখ্‌তে চাই।

(নেপথ্যে)—আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

আক। ওই আমার সংবাদদাতা।

নারা। ওই পাগল আপনার চর?

আক। আপনিও আমার একজন চর।

নারা। বাদসাহের ভ্রম হ'চ্চে।

আক। না, গত বৎসরের কথা মনে ক'রে দেখ, যে দিন তোমার সেনারা দিল্লী আক্রমণ করে, বাদসার প্রাণ রক্ষা কিরূপে হ'লো ব'ল্‌তে পার? পার্‌বে না—আমিই ব'ল্‌ছি; রেসবৎ সিংহকে চেন? সে দিন স্বয়ং আকবরসাহই রেসবৎসিংহ। মানসিংহের প্রাণনাশের নিমিত্ত সেই ভাণ; মানসিংহের দাসীর ভ্রাতাকে মনে আছে? (দাড়ি গোঁপ পরিয়া) এই দেখ কেবল পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন বাকি।

নারা। বুঝ্‌লেম, আপনি বহুরূপী, কিন্তু মানসিংহকে বধ ক'র্‌বার আপনার অভিপ্রায় কেন?

আক। আপনি যেরূপ বীরপুরুষ—চিত্তচর্চ্চায় সেরূপ দক্ষ নয়। যখন রাজা মানকে আমি তরবারি দিলেম, রাজা মান কি উত্তর ক'ল্লেন স্মরণ আছে, সেই অস্ত্রের দ্বারা তিনি ত্রিভুবন পরাজয় ক'রবেন। অন্তরের ভাব মুখে ব্যক্ত হয় নাই—বাদসাহও সম্মুখীন হ'তে সাহসী হবেন না।

প্রহরীর সহিত বেতালের প্রবেশ

বেতাল। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

আক। আজ অবধি এ ব্যক্তির কোন স্থানে যাবার বাধা নাই, এ কথা যেন দিল্লীর সকলেই অবগত থাকে। (প্রহরীদের প্রতি) তোমরা যাও। আনন্দ রহো, ব'সো।

বেতাল। ওরে দাঁড়া, তোর যে বেশ ঘর রে, আমি দেখি দাঁড়া।

নারা। ভাল, বাদসাহের প্রয়োজন কি, জান্‌তে ইচ্ছা করি।

আক। তোমার সহিত সৌহার্দ্দ্য।

নারা। তাতে ফল?

আক। তোমার সাহস আমার বুদ্ধির দ্বারা চালিত হউক, উভয়ে সাম্রাজ্য ভোগ করি। যখন আমার, তোমার ন্যায় সাহস ছিল, তখন এ প্রবীণ বুদ্ধি ছিল না; প্রবীণ বুদ্ধির সহিত সে সাহস নাই।

নারা। কি কার্য্যের অনুমতি করেন?

আক। মানসিংহ তোমার শত্রু, সম্মুখযুদ্ধে বধ কর।

নারা। আকবরসাহ, আমি আপনার কৃতদাস, হৃদয়বন্ধু! ভাল, সম্মুখ-যুদ্ধ কিরূপে ঘটনা হবে?

আক। আমি সভায় তোমার পরিচয় দিয়ে প্রচার ক'র্‌বো যে, মানসিংহের কন্যার নিমিত্তে তুমি বাতুল দাসত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার ক'রেছ; লহনাও তোমায় ভালবাসে, কেবল মানসিংহ সে বিবাহে প্রতিরোধী,—এই নিমিত্ত তুমি মান-

সিংহকে সম্মুখ-যুদ্ধে চাও। প্রাণভয়ে ভুবন-বিজয়ী রাজা মান—তোমার সম্মুখীন হয় না।

নারা। যদি পাগলই ঘোষণা ক'র্‌লেন, তবে যুদ্ধ হবে কেন?

আক। আমি পাগল ব'ল্‌বো, কিন্তু সংঘটন বড় পাগলাম' নয়। সকলেই অবগত আছে যে বিনা রক্ষকে তোমার সহিত লহনা কালী দর্শনে গিয়েছিল, নারায়ণসিংহ রাজপুতনায়—লহনা ও যমুনাকে আন্‌বার নিমিত্ত রাজপুতনায়। এ পাগল ঝাল্লার বংশধরের বিরুদ্ধে মানসিংহকে অসি মোচন ক'র্‌তেই হবে।

নারা। আপনার মিথ্যার জন্য আপনি দায়ী।

আক। মিথ্যা নয়, একটা ভুল মাত্র, লহনা অর্থে যমুনা।

নারা। আপনি কি পিশাচ-সিদ্ধ?

আক। হাঁ, মানসিংহ আমার গুরু।

নারা। সে কিরূপ?

আক। মানসিংহই আমাকে উপদেশ দেন যে, প্রজার বিষয় আমি কিছু জানি না। পরে প্রথম শিক্ষা পেলেম্‌ যে, আমি বাদসা—তাঁর ভুজবলে। মূর্খ, দাম্ভিক, দ্বাদশ বর্ষীয় বালকের পাঠান-বিরুদ্ধে অস্ত্র চালনা যদি দেখ্‌তিস্‌ তো এ দম্ভ তোর হৃদয়ে স্থান পেতো না।

নারা। ভাল, আমায় আপনি বিশ্বাস ক'র্‌লেন, আমি যদি এ কথা প্রকাশ করি?

আক। 'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা', তিনি কি এ কাজ ক'র্‌তে পারেন? রাণা প্রতাপের অনুচর, রাজা মানের সহিত বিচ্ছেদ ঘটনার অভিপ্রায়ে এই ঘোষণা ক'রেছে। বাদসা কি দয়াশীল! এখনও তার প্রাণ বিনাশ করেন নাই। হা! হা। দয়ার প্রভাব, দাম্ভিক রাণা পর্য্যন্ত অনুভব ক'রে গিয়েছে।

নারা। কি?

আক। ক্রোধের প্রয়োজন নাই, আপনি কি যুদ্ধ চান না?

নারা। ভাল, যুদ্ধ সংঘটন হউক, পরের কথা পরে।

আক। দিল্লীর সুখভোগ।

নারা। (হঠাৎ নিম্নে অবতরণ) এ কি!

আক। আপাতত বন্দী।

বেতাল। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

আক। দেখ, তোমার যেখানে ইচ্ছা, সেখানে যেও। সেই তোমায় যে 'আনন্দ রহো' ব'লে-ছিল, সে অমনি শুয়ে প'ড়ে রইলো।—আর তুমি 'আনন্দ রহো'! ব'ল্‌তে লাগ্‌লে!

বেতাল। আমার আবার কান্না পায়, তুই ও কথা বলিস্‌নি, কান্না যদি না পেতো, আমি 'আনন্দ রহো' ব'লতুম, সে শুন্‌তে পেতো।

আক। তুমি এই আংটীটি নাও, যেখানে যাবে—এই আংটীটি দেখালে কেউ কিছু ব'ল্‌বে না।

বেতাল। দে তো, (আংটীটি লইয়া) এ রাখ্‌বো কোথা?

আক। আঙ্গুলে পর;—দেখ, রোজ তুমি সকালবেলা এসে, যেখানে যা শুন্‌বে—ব'লে যাবে।

বেতাল। আর আমি 'আনন্দ রহো' ব'ল্‌বো, আর তুই বল্‌বি 'আনন্দ রহো'। হাঁ, হাঁ, বেশ মজা হবে, দেখ্‌ তুই একবার ওঠ্‌ তো, আমি ঐখানে বসি।

আকবরের উত্থান

বেতাল। (আংটী দেখাইয়া) এটা কি ভাই? এ কার ভাই? (অন্য মনে সিংহাসনে পদ উত্তোলন)।

আক। কেন? এই যে আমি তোমায় দিলুম।

বেতাল। না ভাই, আমি নেবো না,—আমার বড় ভাবনা হ'চ্চে, (আংটী ফেলিয়া দিয়া) আমায় কেউ কিছু ব'লো না—আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!! [প্রস্থান।

ঘাতকের প্রবেশ

ঘাতক। যোধা বাইয়ের চরকে মেরে ফেলেছি।

আক। মোহর কই?

ঘাতক। জাঁহাপনা! (নিম্নে গমন করিতে করিতে) আমার অপরাধ নাই, আমার অপরাধ নাই।

একজন অনুচরের প্রবেশ

অনু। যে স্থান পুড়িয়ে দিতে ব'লে-ছিলেন, তা দিয়ে এসেছি। [প্রস্থান।

কোতোয়ালের প্রবেশ

কোত। এ ঘর জ্বালান-অপরাধে কোন্ কোন্ বন্দীর দোষ সাব্যস্ত হবে?

আক। (পরিচ্ছদ দেখাইয়া) প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়; সংখ্যার সময়ে, তাদের এই এই পরিচ্ছদ ছিল—যেন সাব্যস্ত হয়।

[কোতোয়ালের প্রস্থান।

বেতালের পুনঃ প্রবেশ

বেতাল। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!! (মোহর দেখাইয়া) এটা কার ব'ল্‌তে পারিস্?

আক। ও আমার, দাও; তুমি এ পেলে কোথায়?

বেতাল। রাস্তায় একজন শুয়েছিল—গাঁজা খেতে পায়নি, আমি গাঁজাটি সেজে 'আনন্দ রহো' ব'লে, তার কাছে গেলুম—আর উঠে দৌড়। দেখি, সে এইটে চেপে শুয়েছিল।

আক। (ইঙ্গিত করণ, ও কোতোয়ালের প্রবেশ) যোধা বাইয়ের দূত মরে নাই, প্রাতঃকালে ধৃত হ'য়ে যেন খুনী অপরাধী সাব্যস্ত হয়।

বেতাল। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

[প্রস্থান।

আক। এতেই বলে বেতাল।

লহনার প্রবেশ

দেখ লহনা, তোমায় আমি ভালবাসি কিনা, বল দেখি?

লহনা। জাঁহাপনার অনুগ্রহে আমার সকলই।

আক। তুমি যা ব'লেছ, আমি তাই শুনেছি, সে কথার পরিচয় দেবে ব'লে ডাকিনি; তোমায় ভালবাসি কিনা পরিচয় দাও।

লহনার নীরবে অবস্থান

আক। কিন্তু এক বিষয়ে তোমায় অসুখী ক'রেছি—আমি যে তোমায় প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসি—এ কথা জানিয়েছি, তুমিও—আমি মর্ম্মান্তিক ব্যথা পাবো ব'লে, তুমি কার প্রেমে আবদ্ধ জানাও নি—তাতে আমি দুঃখিত,—আবার আহ্লাদিত এই যে, তোমার যৎকিঞ্চিৎ প্রতারণা শিক্ষা হ'লো। নারীর ছলই বল, আজ এই শিক্ষা দেবার জন্য তোমায় ডেকেছি। এই কথাটি যেন মনে থাকে, আজ স্বাধীন, ভাণ্ডার হ'তে তিনলক্ষ মুদ্রা তোমার মাসিক বরাদ্দ, অট্টালিকা বাগিচা তোমার জন্য রেখেছি, আজ হ'তে তুমি তার অধিকারিণী; তোমার প্রণয়ী-কেও আমি ভুলি নাই, আমি জানি যে, আমার মত বৃদ্ধকে তোমার ন্যায় রূপবতী যুবতী ভালবেসে তৃপ্তি লাভ ক'র্‌তে পারে না। এখন তুমি স্বাধীন,—কথাটী মনে রেখো, 'নারীর ছলই বল', এমন কি—সতীত্বও কথা মাত্র।

লহনা। আমি জাঁহাপনা ভিন্ন, আর কাকেও জানি না।

আক। প্রাণ অত সরল ক'রো না, চল, তোমার প্রণয়ীকে দেখাইগে।

[প্রস্থান।

(নেপথ্যে)। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কারাগার

দুইজন প্রহরী ও কারাগার মধ্যে নারায়ণসিংহ

১ প্রহরী। ভাই, মিছি মিছি কেন রাত জাগ্‌বি, তুইও ঘুমুগে—আমিও ঘুমুইগে, সাত তলা মাটীর নিচে কয়েদখানা, তার ভিতর থেকে কি মানুষ বেরুতে পারে?

২ প্রহরী। রাতও দুপুর বেজে গিয়েছে, শুইগে।

১ প্রহরী। সেই ভাল।

(নেপথ্যে)। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

২ প্রহরী। ভাই, ও কি শব্দ হ'লো?

১ প্রহরী। কোন কয়েদখানায় কে না খেয়ে শুকিয়ে ম'র্‌ছে।

২ প্রহরী। খাবার জন্য তত নয়, জলের জন্য যে করে রে—দেখ্‌তে ভারি তামাসা;—বলে, দে দে—এক ফোঁটা দেরে, আমার যে ভাই হাসি পায়।

১ প্রহরী। ওর চেয়ে আবার ঢের ঢের মজা আছে রে; পেরেকে শোয়া, মাথায় ফোঁটা ফোঁটা ক'রে জল,—চল শুইগে।

২ প্রহরী। তামাসা গুলো জেলের ভেতর হয় ব'লে,—তা নইলে একজন কয়েদীর চীৎকারে সহর পুরে যেতো।

১ প্রহরী। বলিস কি, সামান্য মজা, নিচে আগুন রেখে—ওপরে তাত দেওয়া।

[উভয়ের প্রস্থান।

নারা। অদ্ভুত চরিত্র, আমি কোন্ পথ অবলম্বী, গুরুদেব! আমি যথার্থই বালক, আর আমায় কে উপদেশ দেবে? আমি বালক নই, পরিচয় দিবার জন্য কার নিকট অভিমান ক'র্ব? রাজপুতনার মৃত্তিকা ভিন্ন—অপর মৃত্তিকাই অপবিত্র। আমি কারাগারে বালকের ন্যায় কাঁদ্‌তে ব'সেছি, অপদার্থ ক্ষুদ্র প্রহরীতেও রাজপুত ভীত বলুক।

সহসা একপার্শ্বের দ্বার উদ্‌ঘাটন ও
লহনার প্রবেশ

নারা। কি লহনা, তুমি হেথা?

লহনা। নারায়ণ, এতেও কি তুমি আমায় ভালবাস্‌বে? কথার উত্তর দিলে না?

নারা। দেখুন, আমি নারায়ণ কিনা, আমার সন্দেহ হ'চ্চে।

লহনা। সন্দেহের কারণ—তোমার কঠিন প্রাণ, আমি কি মনস্কামনা সিদ্ধির জন্য তোমার সহিত কালী-মন্দিরে গিয়েছিলেম জান? যাতে তোমায় পাই, সেই জন্যই কালী-মন্দিরে গিয়েছিলাম? ভাল, কঠিন হও আর যাই হও, লহনা থাক্‌তে তুমি এ স্থানে কেন? আমার সঙ্গে এস, আবার রাজপুতনায় যাও, যমুনার পাণি গ্রহণ কর।

নারা। লহনা!

লহনা। কি?

নারা। লহনা, তুমি যথার্থই কি আমাকে ভালবাস?

লহনা। ক্ষমা কর, তোমায় এ অবস্থায় পরিহাস ক'রে ভাল করি নাই, আমার অনুরোধ বা আদেশ—যে কথায় বোঝ—আমার সঙ্গে এস।

নারা। লহনা, যদি যথার্থই ভালবাস, একবার ব'সো।

লহনা। তুমি যথার্থই পাষাণে গঠিত, ভাল, কি ব'ল্‌বে বল।

নারা। লহনা, স্থির হও, শোন, আমি তোমার শত্রু, হল্‌দিঘাটের যুদ্ধে পিতার মৃত্যু হয়। আমি রাণাপ্রতাপের অসি স্পর্শ করে শপথ ক'রেছি, আমি গুরুবৈরী মানসিংহকে সম্মুখযুদ্ধে স্বহস্তে নিধন ক'র্ব, এই আশায় তোমার পিতার দাসত্ব স্বীকার ক'রেছি, সেই আশায় এই কারাগারে, সেই আশায় আমি ছদ্মবেশী অনুচর নিয়ে দিল্লী আক্রমণ করি, সহস্র কামান-গর্জ্জনের সম্মুখীন হ'তে প্রস্তুত,—যদি আশা সফল হয়, জান্‌লেম জীবন সার্থক; যতদিন সে আশা পূর্ণ না হয়, যমুনা কি ছার—গুরুদেবের ন্যায় গৌরবও প্রার্থী নয়। লহনা, তোমার প্রেম অতি অসৎপাত্রে অর্পিত।

লহনা। তোমার পিতা কে?

নারা। ভুবন-বিখ্যাত ঝাল্লার অধিকারী।

লহনা। আপনি আমায় মাপ করুন, এখন জান্‌লেম যে আপনি যমুনারও নন; কেন না, যদি আপনি প্রেমিক হ'তেন—প্রেমিকের চিত্ত বুঝ্‌তে পাত্তেন, কিন্তু দাসী বা শত্রুকন্যা—অধিনীকে যে নামে সম্বোধন করুন, তার সহিত কারাগার পরিত্যাগ ক'র্‌তেও কি হানি বিবেচনা করেন?

নারা। আমার কারা মোচনে তোমার এত যত্ন কেন?

লহনা। সত্য, সকল যন্ত্রণা নিবারণ ক'র্‌বার উপায় তো আমার হাতে আছে। নারায়ণ! তোমায় ভালবেসে কি আমি আত্মঘাতী হব? আমার প্রেমের কি এই পরিণাম?

নারা। লহনা, একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, আমি এ অবস্থায় আছি, তুমি কিরূপে জান্‌লে; আর তুমিই বা হেথায় কিরূপে এলে?

লহনা। প্রেমের অসাধ্য কিছুই নাই, নারায়ণ, তা তুমি জানলা?

নারা। লহনা, যদি আমায় ভালবাস, কথার উত্তর দাও, আমি স্বয়ং জানিনা—কিরূপে এ কারাগারে এলেম, এ সংবাদ তুমি কিরূপে জান্‌লে? আকবরসাহ তোমায় কখনও বলেন নি।

লহনা। আকবরই আমাকে ব'লেছেন।

নারা। কৌতুহল বৃদ্ধি হ'লো কেন?

লহনা। আমি এত দিন মনের আগুন মনে লুকিয়ে রেখেছিলুম। তুমি ভৃত্য, তোমায় কিরূপে বিবাহ ক'র্‌ব, বিবাহে পিতা সম্মত হবেন কিনা, তোমার অবস্থা ভাল নয়, এই নিমিত্ত প্রাণ ভস্ম হ'য়েছে, তথাপি আগুন প্রকাশ করিনি। আজ তার সকলি বিপরীত,—আমি স্বাধীন, আকবরসাহ আমার ইচ্ছাধীন, তুমি রাজার তুল্য ব্যক্তি, তবে কেন বৃথা ক্লেশ করি, তুমি তো আমার সকল কথাই শুন্‌তে, আজ শুনচো না কেন?

নারা। লহনা, সে প্রাণ আর নাই। অথবা কেনই বা তোমার কথা শুন্‌তেম—তাও ব'লতে পারিনি; লহনা, স্বয়ং প্রতারিত হ'য়েও আমায় যদি ভালবাস্‌তে—তাহ'লে, যে দিন সেলিমের ঘরে যাও, বন থেকে তোমার জন্য যত্ন ক'রে ফুলটি তুলে এনেছিলেম, সে ফুল তুমি অযত্ন ক'রে ব'ল্‌তে না, যে 'তুই চাকর, আমার হাতে ফুল দিস্‌'!

লহনা। না জেনে অপরাধ ক'রেছি, মার্জ্জনা কর।

নারা। তখনি মার্জ্জনা ক'রেছি, কিন্তু তুমি আমায় ভালবাস না তাও জেনেছি। লহনা, তোমার মুখ চেয়েই আমি গুরুবৈরী নিধন করি নাই, প্রতিফল—সঙ্গে তরবারি থাক্‌তে, রাজপুতকে একজন রমণী কারা-মুক্ত ক'র্‌তে এল? তুমি বৃথা ক্লেশ পাবে, আমি তোমার সঙ্গে যাব না।

লহনা। না গেলে কি হবে, তা জান?

নারা। বিশেষ ক্ষতি কি হবে, জানি নি।

লহনা। কারাগারে অনাহারে মৃত্যু হবে; জান—আকবরসাহ আমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী।

নারা। তোমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী, আকবরসাহ হন, বা সেলিম হন, বা অপর কোন মহৎ-ব্যক্তি হন, আমি জান্‌তে ইচ্ছুক নই।

লহনা। কি বল্লি? নিজ কর্ম্মোচিত ফল পা!

[প্রস্থান।

নারা। মনুষ্যের জীবন-আশা কি এত প্রবল—বা আমারই হীন প্রাণ যে, লহনা আমায় ভয় প্রদর্শন ক'রে গেল, যমুনা, গুরুদেবের মৃত্যুকালে তোমায় কাঁদ্‌তে দেখেছি; আমার এ কারাগারেও সাধ হয় যে, যখন শুন্‌বে আমি নিরুদ্দেশ, সেই বারি এক বিন্দু দিও আমার তাপিত প্রেতাত্মা শীতল হবে!

(নেপথ্যে)। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

(নেপথ্যে যমুনা)। এ যে বড় অন্ধকার।

বালক-বেশে যমুনা ও বেতালের প্রবেশ

যমুনা। প্রহরীরা কোথা?

বেতাল। এরা সব ঘুমিয়ে, (দেওয়ালে চাবী দেখাইয়া) আমি চল্লেম, এই চাবী নাও, এই চাবীতে খুলে যাবে। আর যদি পথ না চিন্‌তে পার, ঐ ঘরের ছাদে হাত বুলিয়ে দেখো—পেরেক আছে, সেই পেরেকটা টেনো—খস ক'রে খুলে যাবে। এখানে এমন খারাপ দেখ্‌ছো, তার পরে উপরে উঠেই দেখ্‌তে পাবে—কেমন বাড়ী, তার পর বাগান দিয়ে রাস্তায় প'ড়বে, আমি চ'ল্লুম; আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

[প্রস্থান।

যমুনা। মোহন, চল, যদি পালাবার উপায় থাকে তো এই।

নারা। যমুনা! তুমি হেথা! তুমিও কি বন্দী, না এও আকবরের ছল?

যমুনা। আমায় অবিশ্বাস ক'রোনা, অনেক দিন কোন সংবাদ না পেয়ে, রাজপুতনা হ'তে দিল্লী এলেম; শুন্‌লেম যে, তুমি কারাগারে উন্মাদ অবস্থায় অবস্থান ক'চ্চো, মানসিংহের সহিত যুদ্ধ চাও; কোথায় আছ, কিছুই স্থির ক'ত্তে পাল্লেম না, পাগলের সঙ্গে দেখা হ'লো, সেই আমায় এ স্থানে নিয়ে এল।

(নেপথ্যে ১ প্রহরী)। তুই বেটাও যেমন—পাগ্‌লা বেটা আবার লোহার গরাদ ভাঙ্গ্‌বে? ঘুমুচ্ছিলুম—

(নেপথ্যে ২ প্রহরী)। একবার দেখে এসে ঘুমুনো যাবে এখন।

দুইজন প্রহরীর প্রবেশ

১ প্রহরী। ওরে, চাবী কোথা গেল?

২ প্রহরী। ওরে, দোর খোলা!

১ প্রহরী। ওরে, দু'বেটা যে!

যমুনা। হা পরমেশ্বর! এতেও কি বিমুখ হ'লে!

অপর দিক দিয়া বেতাল মুখ বাড়াইয়া

বেতাল। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!! ওরে তোরা আস্‌বি, আয়।

যমুনা। লহরিমোহন, শীঘ্র এস, স্বয়ং পরমেশ্বর দোর খুলে দিয়েছেন।

[সকলের প্রস্থান।

প্রহরিগণের প্রবেশ

১ প্রহরী। ওরে, কোথা গেল, ফুস মন্ত্রে উড়ে গেল নাকি?

২ প্রহরী। শালা ধুমুবে না! ওরে—জ্যান্ত পুঁতে ফেল্‌বে।

৩ প্রহরী। ওরে, এখানে গোল করে কি হবে। নায়েবের কাছে চল, এ বেটাকেও নিয়ে চল।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কক্ষান্তরে যাইবার পথ

সেলিমের প্রবেশ

সেলিম। যদিও মন মুগ্ধ ক'ত্তে না পেরে থাকি, অন্ততঃ মন নরম হ'য়েছে—তার সন্দেহ নাই। যদি চেঁচায়—ও কে ও? হাওয়া—আমি ধ'র্‌বো, স্ত্রীলোক অসম্মত হবে—এও কি হয়?

(নেপথ্যে)। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

এ আবার কোথা, কোথা রাস্তা ঘাটে চেঁচাচ্চে। একি—পায়ের শব্দ কোথা হয়? না আর একটু সরাপ খাই। বাদসা আর টের পাবে কি ক'রে? উদিক্‌কার দোরটা দিয়েছি—হাঁ দিয়েছি বইকি।

[প্রস্থান।

বেতাল, নারায়ণসিংহ ও যমুনার প্রবেশ

বেতাল। ওরে, এই দিক্ দিয়ে দরজা—ঐ যা, যখন লোহার দরজা বন্ধ হ'য়েছে, তখন তো খুলবেনা; এই দিক্ দিয়ে চল, আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

যমুনা। তুমি চেঁচাও কেন?

বেতাল। চেঁচাবনা, তবে চুপ ক'রে চল, আমি মনে মনে—'আনন্দ রহো' বলি।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

লহনা নিদ্রিতা, সেলিমের প্রবেশ

সেলিম। এমন গোলাপের ঘ্রাণ—আমি নেবো না তো নেবে কে? নিশ্বাস-প্রশ্বাসে যেন কুচ-যুগ আমায় আহ্বান ক'র্‌চে। একি! অকস্মাৎ ঝড় উঠ্‌লো না কি? আল্লা! আল্লা! একি বজ্রাঘাত, আমি কি বালক! কোথায় বজ্রাঘাত—আর কোথায় আমি, এ মধু-পান ক'রবো না? আর একটু সরাপ খাই।

লহনা। ওকে পোড়াও, যমুনার সাম্‌নে পোড়াও।

সেলিম। ও কে কথা কয়? আমি বালক আর কি; আর কি প্রহরী কেউ জাগ্রত আছে? —সকলেই মদ খেয়ে অচেতন, টাকায় কিনা হয়।

লহনা। আগুনে পোড়েনা,—এখনও যমুনার হাত ধ'রে হাসি!

সেলিম। আজ বুঝি মদে নেসা হ'য়েছে। আলোটা নড়ছে, কে যেন বারণ ক'র্‌চে, আমারই তো—একবার ভাল ক'রে দেখি, বুকের কাপড়গুলো কেটে দিই। (কাপড় কাটিতে উদ্যত)

(নেপথ্যে যমুনা)। এই পথে আলো—এই পথে আলো!

(নেপথ্যে বেতাল)। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

লহনা। নারায়ণ, কেটোনা, আমি তোমায় পোড়াতে বলিনি।

(নেপথ্যে)। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!

লহনা। বাবা গো!

সেলিম। চুপ, চুপ, আমি সেলিম।

যমুনা, বেতাল ও নারায়ণসিংহের প্রবেশ

নারা। উত্তম—আকবরের পুত্র!

অসি নিষ্কাসিত করিয়া উভয়ের যুদ্ধ

বেতাল। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

লহনা। ওঃ (মূর্চ্ছা)

যমুনা। (বেতালের প্রতি) আপনি দেবতা কি মনুষ্য জানিনা, এই বিপদ হ'তে উদ্ধার করুন।

নেপথ্যে—"কোন দিকে, কোন দিকে?"—কোলাহল

নারা। এইবার শমন দর্শন কর।

নারায়ণের অস্ত্রাঘাত

সেলিম। তোমরা দেখ, বাতুলকে ধর, বুঝি মৃত্যু উপস্থিত।

সেলিমের পতন

মানসিংহের প্রবেশ

মান। একি!

নারা। (সেলিমের অসি লইয়া মানসিংহের প্রতি) এই অস্ত্র লও, যুদ্ধ কর, নচেৎ পশুবৎ প্রাণত্যাগ কর।

যমুনা ও বেতালের উভয়ের মধ্যবর্ত্তী হওন

বেতাল। আনন্দ রহো!

নারা। আপনি কে?

বেতাল। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

যমুনা। যুদ্ধ ক'র্‌বার আগে দেখুন, যুবরাজ সেলিম কেন হেতায়?

মান। নারায়ণসিংহ, এ ঘটনা আমি কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। তুমিই কি যমুনা? তুমি জান যদি বল। নারায়ণসিংহ, ক্ষণেক বিলম্ব কর—যদি যুদ্ধ-সাধ থাকে, পরে মিটাব। আগে বল, যুবরাজ সেলিম এখানে কেন?

নারা। বোধ হয়, তোমার কুলটা কন্যার উপপতি—যুদ্ধ কর।

সেলিম। না না, আমি ধর্ম্মনাশ ক'র্‌তে আসিনি, আর মাথায় বজ্রাঘাত ক'রোনা।

যমুনা। শুনুন।

মান। রাণা প্রতাপ! তুমি স্বর্গে, আমি নরক-যন্ত্রণা ভোগ ক'চ্ছি।

নারা। মানসিংহ, এতদিনে চৈতন্য হ'লো, আর তোমার সহিত বিবাদ নাই।

মান। এই আমার বীর-গর্ব্ব, এই আমার বুদ্ধি-কৌশল, ভাল, উত্তম,—আপনার কন্যার উপপতি সংঘটন ক'ল্লেম,—রাজপুতানা! আর কি আমি রাজপুত নামের যোগ্য হব? ইতিহাসের পত্র অবশ্যই আমার নামে কলঙ্কিত হবে, রাণা প্রতাপের নামে বন্ধ্যা আরাবল্লি কুসুমময়-কুঞ্জ-ভূষিত হবে, আমার নামে বাড়-বানল প্রজ্জ্বলিত হবে, হল্‌দিঘাটে প্রতি পরমাণু, রাণার ভুবনাদর্শ পরাজয় গান ক'র্‌বে, আমার জয়গান প্রতি বায়ু অজাত শিশুর হৃদয়ে আমার নামে ঘৃণার উদ্রেক ক'র্‌বে। মা জন্ম-ভূমি! সন্তানের অপরাধ মাজ্জর্না ক'র্‌বে কি? আজ মুসলমানের দাসত্ব হ'তে আমি মুক্ত। হায়! হিন্দু হ'যে যবনের দাসত্ব ক'ল্লেম—নারায়ণ, তুমি হেথায় কিরূপে?

লহনা। কেও পিতা, আমায় ধরুন, আমি কিছুই জানিনি, আমি স্বপ্নে দেখ্‌ছিলুম যে, কে যেন আমায় কাট্‌তে এল, তার পর দেখি—এই সব।

মান। লহনা, এস্থান হ'তে যাও।

যমুনা। তুমি এক্‌লা যেতে পার্‌বেনা, আমায় ধ'রে চল, (মানসিংহের প্রতি) ইনি পালাচ্চেন, ইনি পাগল নন—বন্দী, আপনি দেখ্‌বেন। [লহনা ও যমুনার প্রস্থান।

মান। নারায়ণ, আমার সঙ্গে এস, আমি তোমারই আশ্রিত।

[নারায়ণসিংহ ও মানসিংহের প্রস্থান।

বেতাল। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!! ওরে, ওঠ্‌নারে, এখনও উঠ্‌লিনি,—সব চ'লে গেল!

সেলিম। দোহাই, আল্লা! আল্লা!

[প্রস্থান।

বেতাল। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

উদ্যান

মানসিংহ ও নারায়ণসিংহ

মান। তবে তোমায় এইরূপেই বন্দী ক'রেছিল। সভায় তারপরদিন ব'ল্লে যে তুমি আমার সঙ্গে যুদ্ধ চাও; আমি অসম্মত হ'লেম, বোধ হয় সেই নিমিত্তই তোমায় কারাগারে রেখেছিল, কি জানি, যদি তুমি কথা প্রকাশ ক'রে দাও। তোমারই কথা সত্য, লহনাকে আকবর পাঠিয়েছিল সন্দেহ নাই, বোধ হয়

তুমি ভুল্‌ছো, লহনা বাদসাহ না ব'লে—ব'লে থাক্‌বে, সেলিম আমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী।

নারা। আমার বিশেষ স্মরণ নাই, সেলিমই ব'লে থাক্‌বে। আপনি সেলিমের সঙ্গে লহনার বিবাহ দিন, যবনী হোক—তবু দ্বিচারিণী হবে না।

মান। তাতে আর এক ফল, লহনা সেলিমের বেগম হ'লে, বাদ্‌সার অনেক সংবাদ পাওয়া যাবে।

নারা। মহাশয়! ক্ষমা ক'র্‌বেন। যদি রাজপুতনায় আত্ম-বিচ্ছেদ না হ'তো, দিল্লী হ'তে যবন দূরীকৃত ক'র্‌বার নিমিত্ত সেলিমকে কন্যা দিতে হ'তোনা। গুরুদেব ভারতবর্ষের এই দুরবস্থা দূর ক'র্‌বার জন্য, আজীবন জটাভার বহন ক'রেছেন, বীরদেহে সহস্র অস্ত্রলেখা ধারণ ক'রেছিলেন, গিরিশিরে উপত্যকায়, অধিত্যকায়, গহন বনে বন্যের ন্যায় ভ্রমণ ক'রেছেন, অরি-শোণিতে রাজপুতনার প্রতি মৃত্তিকাখণ্ড কর্দ্দমিত ক'রেছেন।

মান। লহরিমোহন, অধিক তিরস্কার বাহুল্য, আবার কবে দেখা হবে? প্রায় রজনী প্রভাত হয়।

নারা। কল্য কালী-মন্দিরে দেখা হবে তো কথা হ'লো।

মান। কালী-মন্দিরেই, তাই জিজ্ঞাসা ক'চ্ছি।

নারা। মহাশয়! উতলা হবেন না, সকল কথা স্মরণ রাখ্‌বেন, আকবরের অতি সূক্ষ্ম দৃষ্টি, আকবরের চর এখানে থাকাও অসম্ভব নয়।

[নারায়ণসিংহের প্রস্থান।

বেতালের প্রবেশ

বেতাল। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!! ওরে, সে কোথা গেল রে?

মান। তুমি হেথা কেন?

বেতাল। বারণ করে দিয়েছে, তোকে বলি আর কি! বলনা, কোথা গেল?

মান। কে?

বেতাল। সেই দুটো ছোঁড়া। সে বড় মজা, বড় ছোঁড়া অন্ধকার ঘরে ছিল—জানিস্‌ তো, আর ছোট ছোঁড়া পথে ব'সে কাঁদছে, আর কি ব'ল্‌ছে। আমি বলি 'আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!' ও বলে আমার আনন্দ কোথা, শুন্‌লেম, বড় ছোঁড়ার জন্য কাঁদছে; অন্ধকার ঘরের ভিতর আছে জানে না। পাহারাওয়ালারা ঘুময়—স্বচ্ছন্দে গেলেই হয়, দেখা ক'রে আসে; তাকে খুঁজি কেন—তা জানিস্‌? এই সকাল হ'য়েছে, তার কাছে যেতে হবে, কোথায় কি দেখেছি—ব'লতে হবে।

মান। কাকে ব'লবে?

বেতাল। আরে, তুই ন্যাকা আর কি! সেই যে, যা'ব ঠেঙে গাঁজা খাবার পয়সা চেয়েছিলাম, তুই দিলি; সে যেন পাগ্‌লা, তার ঠেঙে পয়সা চাইলুম—একটা কি বার ক'রে দিলে; আবার একটা আঙ্গুলে কি দিয়েছে দ্যাখ্‌।

মান। তোমায় আর কেউ জিজ্ঞাসা করেনা, এ আংটী কোথায় পেলে?

বেতাল। জিজ্ঞাসা করে, আমি বলিনি; আমি বলি "তোর কি, সে পাগল ছাগল মানুষ, কেউ চিনুগ্‌ বা না চিনুগ্‌"।

মান। তবে আমায় ব'ল্লে কেন?

বেতাল। তোর সঙ্গে খুব ভাব আছে, তাই ব'ল্লুম, আমি সব জায়গায় বেড়িয়ে বেড়াই, তোদের এইখানে আস্‌তে আমায় আরো বলে। হ্যাঁরে, সে ছোঁড়া কোথায় গেল?

মান। কোন্‌ ছোঁড়া?

বেতাল। তুইও পাগল, দূর—আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

[প্রস্থান।

মান। এও আকবরের চর।

[প্রস্থান।

বেতালের পুনঃ প্রবেশ

বেতাল। সত্যি, সে ছোঁড়া কোথায় গেল? দূর হোক্‌, আজ গল্প ক'র্‌তে যাবো আর ব'লে আস্‌বো, আর রোজ রোজ গল্প ক'র্‌তে পার্‌বোনা; আমার ঘুম পাচ্চে, এখন সকাল হয়নি, কোথায় শোব? ঐ দিকে যাবো? হ্যাঁ সেই কথাই ভাল,—আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

আকবর ও মানসিংহ

আক। আমি তো পুনঃ পুনঃ ব'ল্‌ছি, যাতে আপনার মত, তাতে আমার অমত কি?

মান। তবে আমি নিশ্চিন্ত রইলেম।

[প্রস্থান।

আক। সর্প যে মন্ত্রে মুগ্ধ থাকে—তাই ভাল, কিন্তু তথাপি সন্দেহ দূর হ'চ্চে না।

লহনার প্রবেশ

আক। লহনা, ব'সো, তুমি যে সেলিমের প্রেমে বন্ধ, তা আমি জান্‌তেম না, আমি মনে ক'ত্তেম, নারায়ণসিংহ তোমার প্রিয়, সেই নিমিত্ত তারে কারাগারে আবদ্ধ ক'রেছিলেম, তার পর তাব উদ্ধারের উপায় তোমার হাতেই দিই।

লহনা। যে রাত্রে বন্দী করেন, সেই রাত্রে তো আমায় সকল কথাই ব'লেছেন।

আক। আজ হ'তে তুমি আমার পুত্র-বধূ হ'লে, এইখানে ব'সো, সেলিম আস্‌ছে; আমি সভায় যাই। [প্রস্থান।

বেতালের প্রবেশ

বেতাল। ওরে, শোন্‌ শোন্‌, এ ছোট ছোঁড়াটা ছোঁড়া কি ছুঁড়ী তা জানিনি। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

[প্রস্থান।

লহনা। ওমা, যেখানে যাই, সেইখানেই কি এই মিন্‌সে?

সেলিমের প্রবেশ

সেলিম। লহনা, আমার অপরাধ নাই, তোমার রূপেরই অপরাধ। লঘুপাপে গুরুদণ্ড দিওনা, তোমায় ভালবেসে, আমার প্রাণ না যায়। তুমি যদি আমায় বিবাহ না কর, পিতা আমার প্রাণদণ্ড ক'র্‌বেন।

লহনা। সেলিম! তোমার জন্য যে আমার অন্তরের অন্তর পুড়্‌চে, তাকি তুমি জান না?

সেলিম। প্রিয়ে, তুমি আমার রাজ্যেশ্বরী। (স্বগত) স্ত্রীলোক ভোলাবার কৌশল বিধাতা আমায়ই দিয়েছিলেন, তা না হ'লে অপরূপবতী বাদসার নিকট দণ্ড পেতে হ'তো।

লহনা। নাথ, কি ভাব্‌চো?

সেলিম। লহনা, তুমি কি আমায় ভালবাস? আহা, এ হূরি-নিন্দিত নারী-রত্নটী কি আমার? লহনা, বল, যতবার জিজ্ঞাসা করি, বল—তুমি আমার।

লহনা। নাথ, আমি তোমার।

সেলিম। লহনা, আবার বল।

লহনা। আমি তোমার।

সেলিম। তবে এখন বিদায় হই, বাদসাহর নিকট সভায় যেতে হবে। (স্বগত) সকালটা কিছু আমোদ হ'লো না। [সেলিমের প্রস্থান।

লহনা। আমার এমনি কপালটা খারাপ, বুদ্ধি ক'রে ক'রে এনে ঠিক্‌টি করি—আর কোথায় যায়। কলিকালে কি দেবতা আছে? কালীর পায়ে জবা দাও—মনস্কামনা সিদ্ধ হবে, মাগো! কি বিভীষিকা মূর্ত্তি! পূজা ক'ত্তে ভয় করে। কোথায় বেগম হব মনে কচ্ছিলেম, নারায়ণকে মন্ত্রী ক'ত্তেম, সেলিম এসে এক কাল ক'ল্লে। বুড়ো বাদসাহকে ওঠ-বোস করাতেম, আচ্ছা—আজ যদি বাদসা মরে, কাল তো সেলিম বাদসা হবে, দাঁড়াও—এ কথা এখানে ভাব্‌বো না; নিরিবিলি ঘরে দোর দিয়ে ভাব্‌তে হবে, বাদসার খাবার তদারক ক'র্‌তে হবে,—নারায়ণকে নেবোই নেবো। এত ক'রে না পাই, ইঁদারার ভিতর পুরে, মুখ গেড়ে দেব।

(নেপথ্যে)। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

এ বেটাকে তো আগে শূলে দেব, যমুনা বলে, তোমার ভয় দেখে বাঁচিনে, আঃ নেকি লো!—নারায়ণকে আর এক রকম ক'রে জব্দ ক'র্‌বো, যমুনা তো আমাদের বাড়ীতে;' বাদসার সঙ্গে যে কাজ ক'র্‌তে হবে—একবার ঘরে পরক করা ভাল (দর্পণে মুখ দেখিয়া) সুদু মুখখানিতে কি হ'তো, বুদ্ধি না থাকলে—

(নেপথ্যে)। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

মিন্সে মরে না, এখন যাই। [প্রস্থান।

বেতালের প্রবেশ

বেতাল। ওমা, কেউ নেই যে গো, আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

রাজবাটী হইতে বাগানে যাইবার পথ

আকবর ও বেতাল

আক। আচ্ছা আনন্দ রহো, এই ঝোঁপে তুমি লুকিয়ে থাক্‌তে পার কতক্ষণ?

বেতাল। কেনরে লুকুবো?

আক। তুই লুকুবিনি? আমি লুকুই।

বেতাল। এই দেখ,—আমিও লুকুই, আমি এইখানটায় শুয়ে একটু ঘুমুই।

আক। আচ্ছা, তুই এই আংটী ফেলে দিয়ে গিয়েছিলি, আবার পেলি কোথায়?

বেতাল। তুই ফেলে রেখে গেলি, আমি কুড়িয়ে নিয়েছি।

আক। আচ্ছা, তুই শো!

[বেতালের প্রস্থান।

(স্বগত) একক সকল সংবাদ রাখা নিতান্ত সহজ নয়, আমার কি বুদ্ধির ব্যতিক্রম হ'চ্চে? তিনবার মানসিংহকে বধ ক'র্‌বার উপায় ক'ল্লেম, 'আনন্দ রহোই' তা নিবারণ ক'ল্লে। কি জানি, ওর 'আনন্দরহোর' কি গুণ, আমায় আসন হ'তে উঠিয়ে সে আসনে পা রাখ্‌লে, নারায়ণসিংহকে কারা-মুক্ত ক'ল্লে,—কোথায় মানসিংহের অনিষ্টের নিমিত্ত ওকে নিযুক্ত ক'ল্লেম, কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত ঘ'ট্‌লো; আমার সন্দেহ হ'চ্চে—কোন যাদু-কর; নচেৎ অস্ত্রধারীর অস্ত্র প'ড়ে যায়, যেখানে খুন, বলাৎকার, সেইখানেই উপস্থিত। এ কোন রাজপুতের চর, সন্দেহ নাই। যিনি হোন্,—আজ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হবেন।

দুইজন সৈনিকের প্রবেশ

অতি সতর্ক হ'য়ে পাহারায় নিযুক্ত থাক, যে আসুক বা যে যাক্, তার প্রাণ বিনাশ কর। যদি কেউ লুক্কাইতভাবে এ ঝোঁপে ঝোঁপে অবস্থান করে, তাকেও বিনাশ কর; স্ত্রীলোককে কিছু ব'লোনা। [সৈনিকদ্বয়ের প্রস্থান।

লহনার প্রবেশ

লহনা, এতদিন তোমায় চিনেও চিনিনি, আমি মূঢ়, তোমার সেলিমের সহিত বিবাহ হবে মাত্র, কিন্তু তোমায় নিয়ে আমি মরকত-কুঞ্জে থাক্‌বো, কিন্তু হায়! তোমার পিতা জীবিত থাক্‌তে তো নিশ্চিন্ত হ'তে পার্‌বো না; দেখ, যদি আজ কোন কৌশলে তাঁকে এই দিকে নিয়ে আস্‌তে পার।

লহনা। কি ব'লবো?

আক। তুমি কৌশলময়ী প্রতিমা, তোমায় আমি কি শিখাব, আমি স্বয়ং কৌশল ক'রে, তিনবার বিফল হ'য়েছি।

লহনা। এবার সফল হবে—তার নিশ্চয় কি?

আক। এবার তুমি আমার সহায়, আর কারে ভয় করি!

লহনা। তিনবার বিফল হ'লে কেন?

আক। আমার দুর্ব্বুদ্ধি, 'আনন্দ রহো' তোমার পিতার চর—তা বুঝতে পারিনি।

লহনা। মিন্‌সেকে মেরে ফেলনা, আমার বড় ভয় করে।

আক। অবশ্যই চর—ভয় করেই বটে, আমি স্বয়ং অস্ত্র ধ'রে মানসিংহের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে, 'আনন্দ রহো' সাম্‌নে এলো, অস্ত্র প'ড়ে গেল, পাচকের হাত থেকে বিষপাত্র প'ড়ে গেল, মহম্মদের অব্যর্থ সন্ধান বিফল হ'লো, কিন্তু আজ নিস্তার নাই।

দুইজন সৈনিকের পুনঃ প্রবেশ

কি প্রহরি! কাকেও পেলে?

১ সৈন্য। জাঁহাপনা! জনপ্রাণীও নাই।

আক। অবশ্য আছে, তোমরা আমার চ'ক্ষে দেখ্‌বে এস, অকর্ম্মণ্য!

[আকবরের সহিত সৈনিকদ্বয়ের প্রস্থান।

লহনা। (স্বগত) বুড়ো বানর! তুমি মনে ক'রেছ—আমি তোমায় ভালবাসি,—ভালবাসা আগুনে ঢেলে দিই না! আজ আমাদের দু'জনের কৌশলে মানসিংহ, তারপর আমার কৌশলে তুমি, তারপর সেলিম। নারায়ণ! নারায়ণ আমার না হয়,—গুলের আগুনে ছেঁকা দে মার্‌বো, যেমন জ্ব'লছি,—তার শোধ তুল্‌বো। বাবাকে ভুলিয়ে এ পথ দিয়ে আনতে পার্‌বো না? [প্রস্থান।

সৈনিকদ্বয়ের পুনঃ প্রবেশ

১ সৈন্য। ওরে, বাদসা খেপেছে নাকি? এদিকে বাদসার মহল, এ দিকে মানসিংহের

মহল, মাঝে বাগান, এ পথে দুশ্‌মন কোথেকে আস্‌বে?

২ সৈন্য। আর যা বলিস ভাই, কোমরটা লাথিয়ে ভেঙ্গে দিয়েছে।

১ সৈন্য। আর আমার চড়টা বুঝি যেমন তেমন!

২ সৈন্য। আরে নে চড় রাখ, আবার যদি এসে দেখে—দুজনে কথা ক'চ্চি তো খুন ক'র্‌বে, তুই ও পাশে টওলা, আমি এ পাশে টওলাই। আরে কোন শালারে, শালার জন্যে লাথি খাই!—

গাছে তলোয়ারের এক কোপ

১ সৈন্য। ওরে, আমারও দাঁত গিয়েছে—আমিও ঘোরাই, আমিও ঘোরাই।

তলোয়ার ঘোরান,—এমন সময়ে নেপথ্যে পদ-শব্দ

২ সৈন্য। ওরে চুপ, কার পা'র আওয়াজ পাচ্চি।

১ সৈন্য। আরে দুঃশালা! নারে, পা'র আওয়াজই বটে।

মানসিংহের প্রবেশ

মান। বাদসা এত প্রসন্ন, কালই বে দেবেন—যবনের সঙ্গে তো কুটুম্বিতা ক'রেছি।

১ সৈন্য। চুপ্‌।

২ সৈন্য। হুঁসিয়ার।

মান। বাদসার অপরাধ কি, তবে কেন রাজপুত-বিগ্রহে যোগ দিই?

লহনার প্রবেশ

লহনা। (স্বগত) কে কাট্‌বে দেখি, আমারও তো দরকার আছে।

দুইজন সৈনিকের মানসিংহকে আক্রমণ ও বৃক্ষডাল হইতে 'আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!' শব্দ,—সৈনিকদিগের হস্ত হইতে অসি পতন, ও লহনার মূর্চ্ছা

মান। একি!

সৈন্যদ্বয়। রাজা মান—

মান। তোমরা হেথায় কেন?

১ সৈন্য। বাদসা আমাদের এখানে রেখে গেছেন।

মান। তোমাদের শ্রেণীর সংখ্যা দেখে বোধ হ'চ্ছে, তোমরা আমার অধীনস্থ, আমার সঙ্গে এস।

২ সৈন্য। বাদসা আমাদের রেখে গেছেন।

মান। যদি মৃত্যু কামনা না কর, আমার সঙ্গে এস।

বেতাল। (বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া) ওরে, একে সঙ্গে করে নিলি নি? এ যে প'ড়ে গেছে।

মান। একি! লহনা! বিষপাত্র পূর্ণ হ'য়েছে; আমি যেমন কুলাঙ্গার, আমার কন্যা—আমার উপযুক্ত। 'আনন্দ রহো'! তুমি যেই হও, একদিন তোমায় আমি ঘৃণা ক'রেছি, আজ তুমি আমার জীবনদাতা।

বেতাল। ওরে, এর মুখে জল না দিলে কথা কইবে না, আমি একে পুকুর-ধারে নিয়ে যাই, 'আনন্দ রহো' ব'লে হবেনা,—আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

[লহনাকে কোলে লইয়া প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

জলটুঙি

আকবর ও মন্ত্রী

আক। মানসিংহ আজও অন্ধকারে, নতুবা এ পত্র নারায়ণসিংহকে লিখতেন না। মানসিংহ আপনাকে অতি উচ্চ ব্যক্তি বিবেচনা করেন, কিন্তু উচ্চতর ব্যক্তি আকবর—তাকে রজ্জু ধারণ ক'রে নাচায়। মানসিংহ, তোমার ন্যায় শতশত্রু-দমনে আমি সক্ষম। বল,—সিংহ বলবান—কৌশলে পিঞ্জরাবদ্ধ, সাগর বলবান কিন্তু ক্রীত-দাসের ন্যায় মনুষ্য বহন করে, তুমিও বলবান কিন্তু আকবরের বুদ্ধিবলে ক্রীতদাস; কি স্পর্দ্ধা! পত্রে লিখেছেন—এই আক্রমণের উত্তম সময়। মানসিংহ! সময় জ্ঞান তোমার নাই, আকবর সদা সচেতন, সময়-সুযোগ তার দাস। ধন্য সাহস! আমার মতের বিরুদ্ধে খসরু রাজা, নির্ব্বোধ! তোমার লাভ—আকবর-স্থাপিত সিংহাসনে মুশলমান রাজা, হিন্দু রাজা নয়, কিন্তু তথাপি খসরু রাজা নয়। মন্ত্রী সম্ভব, হিন্দুর বশীভূত হ'তে পারে। মন্ত্রি! যে শৃঙ্খলে সুমেরু হ'তে কুমেরু পর্য্যন্ত বন্ধন ক'রেছি, এ ভারত-সিংহাসনে যতদিন আমার মতাবলম্বী রাজা ব'স্‌বে, তাদের হিন্দু হ'তে

কোন আশঙ্কা নাই। তারা বিবেচনা করে যে, তারা শাস্ত্রবিদ্, কিন্তু তারা জানে না—বশীভূত বলে বা ছলে—একই কথা। আঃ ধিক্! এই আমার চৈতন্য, রাজনৈতিক উপদেশে সময় অতিবাহিত ক'চ্চি। (কাগজ পাঠ)

মন্ত্রী। (স্বগত) একার বুদ্ধির সর্ব্বদা চেতন অবস্থা থাকে না, আকবর! এ উপদেশ তোমার আবশ্যক। খসরু রাজা হোক বা না হোক, বিষ প্রদানে মানসিংহের প্রাণ বধ হবে না।

আক। মন্ত্রি, নারায়ণসিংহ কোন্ কারাগারে?

মন্ত্রী। ছয় সংখ্যার কারাগারে।

আক। এইবার কোন্ 'আনন্দ রহো' তোমায় কারামুক্ত করে দেখ্‌বো। কিন্তু সে ছোক্‌রাকে কিছুতে অনুসন্ধানে ঠাওর পেলাম না; হকিম বিশ্বাসী, তুমি জান?

মন্ত্রী। তার সন্দেহ কি? ঐ হকিম আস্‌ছে।

আক। তবে তুমি এখন যাও।

[মন্ত্রীর প্রস্থান।

যাক্, রাজপুতনার ভয় এক রকম গেল,—দুই তিনটে যুদ্ধ মাত্র, সেলিমই করুগ, বা আমি করি।

(নেপথ্যে)—আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

আক। কি ভ্রম! এখানে শুনলুম যে 'আনন্দ রহো! আনন্দ রহো'!! ব'লছে; এতদিনে সে রব ফুরিয়েছে—গারদে কতদিন চলে।

হকিমবেশী বেতালকে লইয়া একজন প্রহরীর প্রবেশ

আক। এত বিলম্ব হ'লো কেন?

প্রহরী। উনি গারদ তদারকে গিয়েছিলেন, খুঁজে খুঁজে সেইখানে ধ'রলেম।

বেতাল। (স্বগত) ওর সাক্ষাতে কোন কথা কব না, যদি 'আনন্দ রহো' বেরিয়ে পড়ে, এও 'আনন্দ রহো' শুন্‌লে ভয় পায়। [প্রস্থান।

আক। (মোড়ক লইয়া হকিমকে প্রদান) এই ঔষধ লহনার, লহনা পাগল হওয়া আবশ্যক—বুঝলে, মানসিংহের পাচকের হাতে এই ঔষধ—তার খাবার জন্য নয়—এই বিষে মানসিংহের প্রাণ সংহার।

বেতাল। ওরে, আর থাক্‌তে পারিনি, বাবারে, 'আনন্দ রহো' বলি।

আক। (মুখের দিকে চাহিয়া) অ্যাঁ, এ কাকে এনেছিস্?

বেতাল। আনন্দ রহো! (নৃত্য করিতে করিতে) আনন্দ রহো! এইবার 'আনন্দ রহো' স'য়ে যাবে।

আক। একি এ! ওরে, কে আছিস্ রে? ধর।

দুইজন প্রহরীর প্রবেশ ও অসি উন্মোচন

একি! মানসিংহ! (মূর্চ্ছা)

প্রহরীদ্বয় বেতালকে মারিতে উদ্যত, বেতালের সরিয়া যাওন ও আপনাদের অস্ত্রে আপনারা পতন

বেতাল। একি, সবাই ভয় পেলে, আমি কি করি বাপু, সবাই ভয় পাবে, কেবল সেই ছুঁড়ীটে ভয় পায় না, হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ সে আমার চেয়ে 'আনন্দ রহো' বলে, আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!! আনন্দ রহো!' সে যার শুক্‌নো ফুলটাকে বলে 'আনন্দ রহো'! হা হা 'আনন্দ রহো! আনন্দ রহো'!! না, না, না, আমি যাই, —এর বলে মূর্চ্ছা, সেই ছুঁড়ীটে মূর্চ্ছা গেছ্‌লো, আরে সেই যে—যেদিন লুকোতে ব'লেছিল, আমি যার সে পথ দে গেলে নাক-মুখ টিপে পেটের ভেতর ক'রে যাই। 'আনন্দ রহো' ব'লে চোক বুজে চলি,—কি করি, কি জানি বাপু—যদি চোক দিয়ে 'আনন্দ রহো' বেরিয়ে যায়! আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

আক। (মাথা তুলিয়া) দেও! দেও! (পুনর্ব্বার মূর্চ্ছা)

বেতাল। আচ্ছা, আমি করি কি? পাগলা বেটারা ভয় পায় ব'লে, আমি যার এই পোষাকটা প'রেছি। আমি যাই, সে আবার নাইতে গেছে—আরে যাবোই এখন, না হয় খানিক ন্যাংটো থাক্‌বে—এখন না, এরা জাগ্‌লে ভয় পাবে,—'আনন্দ রহো' টিপে যাই।

[বেতালের প্রস্থান।

১ প্রহরী। ওরে, কোথা গেল? অ্যাঁ, কোথা গেল?

২ প্রহরী। অ্যাঁ—পালালো?

(নেপথ্যে)—আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

আক। (উঠিয়া) নিশ্চয় যাদুকর! ও হেথায় এল কি করে?

১ প্রহরী। জাঁহাপনা, হকিমকে আমি চিনতেম না, হকিমের ঘরেতে ও পেছন ফিরে ব'সে ছিল, আমরা আপনার শিক্ষা মত ব'ল্লেম 'আকন্দ ভয়', ও বল্লে 'আকন্দ ভয়', আমরা ইঙ্গিত ক'ল্লেম—ও সঙ্গে চ'লে এলো। জাঁহাপনা, এই ভ্রমে এ কার্য্য হ'য়েছে, নচেৎ এ নিভৃত স্থানে, অপরকে আনতে সাহসী হ'তেম না।

২ প্রহরী। জাঁহাপনার যেরূপ অনুমতি হয়।—

আক। তাকে ধ'রলিনি কেন?

১ প্রহরী। আমরা উভয়ে উভয়ের অস্ত্রাঘাতে মূর্চ্ছা গিয়েছিলুম।

আক। গুপ্ত-চর, যাদুকর নয়—কাকেও প্রত্যয় নাই, সকল বেটাই 'আনন্দ রহো'!

(নেপথ্যে)—আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

আক। চল, শীঘ্র তাকে ধরিগে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

রুগ্ন-শয্যায় লহনা ও সেলিম

লহনা। সেলিম, একটু বোস, তুমি যে ব'লতে—আমায় ভালবাস—ওকি! ওকি! ওকি! বাবা, কেটোনা, বাবা, কেটোনা; সেলিম, যেওনা; নারায়ণসিংহ—সেলিম ম'রে যাক্, সেলিম, উঠ না।

সেলিম। তোমার কাছে যে থাকা ভার, তোমার বছর বছর এই রোগ চাগাবে, আর আমায় শুধু ব'লবে 'বাবা কেটোনা, সেলিম বোস'।

লহনা। সেলিম, যেও না, আমার ভয় করে। (হস্ত ধারণ)

সেলিম। এই তো তোমাব গায়ে জোর।

লহনা। সেলিম! তোমার কি একটু দয়া হয় না, একটু ভাল বাসনা?

সেলিম। আরো রোগ ক'রে মুখ তুবড়ে রাখ, খুব ভাল বাস্‌বো, আমি তোমায় বলি, জান্ ফুর্ত্তিতে রাখ, তা নয় এক কথা ধ'রেছ, 'বাবা কেটোনা'।

লহনা। সেলিম! সেলিম! ঐ 'আনন্দ রহো'! ঐ 'আনন্দ রহো'!

সেলিম। বাঃ! 'আনন্দ রহো' আমার মহলায় এলো আর কি? বন্ধু, সে গারদে।

লহনা। (সেলিমের হস্ত জোর করিয়া ধরিয়া) সেলিম! সেলিম!

সেলিম। ওঃ, বিবি পঞ্জাদার!

লহনা। গা ডুলি মেরেছিল, ভাল হয়নি।

সেলিম। রোস বাবা, বাঁচলুম; এইবার সেতারের মতন গৎ চ'ল্‌বে।

[সেলিমের প্রস্থান।

লহনা। গা ডুলি মারা ভাল হয়নি, এক্‌লা বনের ভিতর প্রাণ খাঁ খাঁ ক'রেছিল, ওমা, আমি কাট্‌তে চাইনি, আমি কাট্‌তে চাইনি,—সেই বুড়ো বেটা ব'লেছিল, পিড়িং পিড়িং, ধিড়িং ধিড়িং, পুড়ুং পাড়াং, চুড়ুং চাড়াং; ওমা মন্ত্র ব'ল্‌ছি, ও মাগো! কি ভয়ঙ্কর গো! ওমা, সূর্য্যের মত দুটো চোক, ওগো, গেলুম গো।

মানসিংহ, যমুনা, কাননু ও হকিমবেশে মন্ত্রীর প্রবেশ

মান। (যমুনার প্রতি) মা, এখানে আসা হকিমের নিষেধ, তাই বারণ করি।

যমুনা। এমন নিষেধও শুনিনি।

লহনা। যমুনা! দিদি এস, ওরে নখে ছিঁড়ে ফেল, প্রাণ জ্ব'লে গেল, না না, কেটো না কেটো না, বাবা!

যমুনা। লহনা দিদি! কে তোমায় কাট্‌বে বলতো? এই দেখ আমি এসেছি, কাননু এয়েছে।

কাননু। চা না লো! তোর বাপ এয়েছে, দেখ্ না।

লহনা। ও বোন! উনিই আমায় কাটবেন—নিঃশ্বেসে মরে যা, নিঃশ্বেসে ম'রে যা।

কাননু। ম'রে যাই যাব,—তুই চোক্ খোল্ তো?

লহনা। কাননু দিদি! এস, বসো—মর।

যমুনা। মর মর কেন ক'চ্চো বল তো?

লহনা। যমুনা দিদি! তোমার চোক দুটো উপ্‌ড়ে নিই, ওমা—আঃ ও বাবা—আঃ!

মান। দেখ দেখি, সাধে নিষেধ করি?

তোমরা চ'লে যাও। কানন, তোমার সে শুকনো কুঁড়িটী আন নি?

কানন। সকলে ঠাট্টা করে ব'লে নিয়ে আসিনি।

যমুনা। আশ্চর্য্য! ঝ'রে প'ড়ে গেল না গা, শুকনো ফুল এতদিন থাকে, তা আমি জানি নি।

[কানন ও যমুনার প্রস্থান।

মন্ত্রী। ভাল, আপনার কন্যার চিকিৎসা করেন না কেন?

মান। সময়ে সময়ে ওর মুখ দিয়ে এমন কথা বেরোয় যে, সে চিকিৎসকেরও শোনা উচিৎ নয়;—তাতে আমাদের মন্ত্রণা সিদ্ধির ব্যাঘাত জন্মাতে পারে।

লহনা। কেও বাবা! আমি জানতুম না কাটবে—আমায় ডেকে দিতে ব'লেছিল—আমি কি জানি, আমায় কেটোনা, কেটোনা, কেটোনা।

মন্ত্রী। বাদসা তো এই ঔষধ দিতে ব'লেছেন, অকারণ প্রাণবধ কি আবশ্যক?

মান। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমায় দিন, এতে প্রাণনাশ হবে না, আকবরের বিষে, একদিনে মৃত্যু হয় না, তিনি সতর্ক, লোকে পাছে বিষ-প্রয়োগ আশঙ্কা করে।

মন্ত্রী। দেখুন, আপনি পিতা, আপনার যেরূপ বিধি হয় ক'রবেন। (ঔষধ প্রদান) কাল সরবতের সঙ্গে আপনাকেও বিষ-প্রয়োগ হবে, এই সে বিষ, আমি পাচককে দিতে চ'ল্লেম। এখন বুঝুন—আমি খসরুর পক্ষ কি না।

মান। মশাইকে তো কখন অবিশ্বাস করি নি।

মন্ত্রী। ভাল, করুন বা না করুন, আমি চ'ল্লেম, দেখবেন, স্ত্রীহত্যাটা না হয়।

[প্রস্থান।

মান। এও আকবরের ছলনা হ'তে পারে, তা আমিও অসতর্ক নই; কিন্তু সতর্কতার চেয়ে অন্তরের আগুন আর নাই! এই যে সুন্দর পবন-হিল্লোল অন্যকে শীতল করে, কিন্তু আমার বোধ হয় যেন আমার বিরুদ্ধে কে পরামর্শ ক'চ্চে; কুঞ্জে কুঞ্জে যেন অস্ত্রধারী ঘাতক আমার প্রাণবিনাশ প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান; গৃহিণীর করে দুগ্ধ-পাত্র—বিষ-পাত্র অনুমান হয়। হোক,—সতর্কতার বলে, আমি জীবিত আছি; নচেৎ আকবরের কৌশলে, এতদিন জীবন যাত্রা উদ্‌যাপন ক'ত্তে হ'তো, কিন্তু সেদিন 'আনন্দ রহো' আমার প্রাণদাতা। (ঔষধ গুলিয়া) যন্ত্রণা বৃদ্ধি ক'রবে সন্দেহ নাই,—মা ঔষধ খাও।

লহনা। কেও, বাবা?

মান। কেন মা, অমন ক'চ্চো?

লহনা। আজ অনুগ্রহ ক'রে ব'লে যাবেন, একটু জল ঘরে রেখে যায়। ওরে দাঁড়া,—দাঁড়া, ভয় পাবো এখন, একটু জল চেয়ে রাখি।

মান। কেন, দুধ র'য়েছে, জল যে নিষেধ মা, এই ঔষধটা খাও।

লহনা। না বাবা, ও ঔষধ খাবনা, বাবা, তোমার হাতের ঔষধ বিষ। বাবা, বাবা, ঔষধ আর আমি খেতে পাচ্চিনি,—বাবা, দাঁড়িওনা, নখ দে আমি তোমার চোখ গেলে দেব, এখনও দাঁড়িয়ে?—এই দিলুম (উঠিতে উদ্যত) মাগো! (পতন)।

মান। উত্তম।

[প্রস্থান।

জল লইয়া কাননের প্রবেশ

কানন। ওমা, অনাছিষ্টি কথা, রুগী জল খাবে না তো কি হাওয়া খেয়ে বাঁচবে? দিদিও ধ'রেছে জল খেলে বাঁচ্‌বে না, রেখে দাও তোমার হকিমের কথা!

লহনা। মুখ ছিঁড়ে দি—মুখ ছিঁড়ে দি, —মুখ ছিঁড়ে দি।

কানন। ও মাগো! দিদি, এই দোরগোড়ায় জল রইলো—খাস। এ রুগীর কাছে দশজন থাক্‌তে হয়, তা না, একজন থাক্‌বার যো নেই, বলেন হকিমের হুকুম।

লহনা। (দণ্ডায়মান হইয়া) ভয় হবেনা, এই এম্নি করে, এই এম্নি ক'রে দাঁড়িয়েছে। (জিব মেলিয়ে দেখান)

কানন। ও মাগো, দিদি যেন কি করে!

[প্রস্থান।

লহনা। ও মাগো, আবার এসেছে! (পতন) জল—জল জল।

বেতালের প্রবেশ

বেতাল। ভয় পায়—পাবে, ওর ঔষধ কাকে

দেব, ওরে এই ঔষধ তোকে দিয়েছে।—(ঔষধ প্রদান)

লহনা। জল! প্রাণ যায়।

বেতাল। (জল লইয়া) ওরে, খা খা।

লহনা। (জল খাইয়া) বাবা হ'লেও তোমার ঔষধ ভাল।

বেতাল। চুপি চুপি বলি, আনন্দ রহো!—আনন্দ রহো!!

লহনা। অ্যাঁ—'আনন্দ রহো'!

বেতাল। আর ভয় পাস্‌নি, এই দেখ্, তোকে আমি জল দিচ্চি।

লহনা। আনন্দ রহো, আর তোমায় ভয় পাবো না।

বেতাল। তবে জোরে বলি—আনন্দ রহো!

লহনা। বল, আর আমি ভয় পাব না; যদি ভয় পাই—একটু জল দিও।

বেতাল। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!! ভয় পাচ্চিস?—জল খা।

লহনা। (জলপান করিয়া) এইবার গায়ে জোর হ'য়েছে। বাবা তোমায় দেখ্‌বো। ফের বল—আনন্দ রহো, আর একটু জল দাও।

বেতাল। আচ্ছা ব'ল্‌ছি, তুই জল খা। (জল প্রদান)

লহনা। বাবা, তোমার মুখ ছিঁ'ড়ে ফেল্‌বো।

[প্রস্থান।

(নেপথ্যে)। মাগো! (পতন শব্দ)

বেতাল। ঐ যা, তুই ভয় পেলি।—আমি পালাই, জল দিয়ে যাচ্চি খাস; আবার আর একজনকে ঔষধ দিতে হবে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

অপর কক্ষ

আকবর ও মানসিংহ

আক। এ চমৎকার সরবৎ—পান করুন। (খাইয়া) একি—বিশ্বাসঘাতক! বিশ্বাসঘাতক!

মান। রাজা মান সতর্ক, সাবধানের বিনাশ নাই,—আকবরসা জাননা, তোমার বিষপাত্র—তোমারই মুখে।

আক। মানসিংহ, সে দর্প ক'রোনা, পাচক তোমার অর্থে ভোলে নাই, এ আল্লা আমার বাটিতে বিষ দিয়েছে।

বেতালের প্রবেশ

বেতাল। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!! ওরে নারে, আমি তোর ঔষধ ঢেলে রেখে গেছিলুম; সাদা গুঁড়ো যাকে দিতে দিয়েছিলি, তাকে দেখ্‌তে পেলুম না, তাই এই বাটিতে ঢেলে রেখে গেলুম। তোর তো আর কাগজখানা দরকার নেই, আমি গাঁজাটা আস্‌টা মুড়ে রাখ্‌বো।

আক। ও হো! হো! হো! হো! মানসিংহ, স'রে যাও, কাউকে পাঠিয়ে দাও—একটু জল দিক্; আমি সকলকে নিষেধ করেছি, ওঃ!—দিলে না—দিলে না—

মান। আমার কন্যার প্রতি ঔষধ প্রয়োগ ক'রে জল নিষেধ, আপনার প্রতিও সেইরূপ ব্যবস্থা; এখানে তো অপর হকিম নেই।

আক। জল দিলে না, জল দিলে না, ওরে কে আছিস রে!

মান। নিকটে কারুর থাক্‌বার তো জাঁহাপনার হুকুম নেই।

বেতাল। ওরে, আমি দিচ্চি। (জল লইয়া দিতে যাওয়া ও পড়িয়া গিয়া জল পতন, এবং মানসিংহ কর্ত্তৃক পাত্র গ্রহণ)

মান। (বেতালকে ধরিয়া) না না, আনন্দ রহো, জল দিলে মরে যাবে।

আক। আনন্দ রহো, শুনো না, জল দাও।

বেতাল। ওরে, ছেড়ে দে।

আক। ছাড়িয়ে এস; তুমি আস্‌তে পাচ্চো না? ওঃ, এ সব কে? দাও দাও—একটু জল দাও, দাও দাও, আঃ বাঁচিনি—হাসে! (ওয়াক) আবার সরবৎ দিলে, ওরে আবার সরবৎ দিলে, কাটা মাথা থেকে রক্ত প'ড়্‌ছে, ওরে, মুখে পড়, মুখে পড়, জ্বলে গেল—আগুন—আগুন—আনন্দ রহো, এসো, তুমি কারাগার ভেঙ্গে আস্‌তে পার, গারদ থেকে আস্‌তে পার, আমার সিংহাসনে পা দিতে পার, আমার বিষ আমায় খাওয়াতে পার,—একটু জল দিতে পার না? আনন্দ রহো, তুমি কতগুলো হ'য়েছ, সকলকে কি মানসিংহ ধ'রে রেখেছে? ঐ যে, তোমার হাতে জল—দাও, দাও, দাও।

বেতাল। ওরে, 'আনন্দ রহো' বল, আমায় ছাড়্‌বে না, আমি গাঁজা খেয়ে তেষ্টা পেলে বলি, ওরে ছাড়চেনা ওরে ছাড়, ছাড়, মরে রে.—ছাড়্‌বিনি? (জোর করিয়া ছাড়াইয়া লওন)।

আক। দাও, দাও, (জল লইয়া পতন ও জল ফেলিয়া দেওন)

বেতাল। ওরে, তুইও ফেলে দিলি? (কাপড় ভিজাইয়া মুখে দেওন)

আক। কালো! কালো! কালো! কালো ঢেউ, কালো মেঘ, সমুদ্র—তুফান ঢালচে কালো, ফুট্‌চে কালো, উঠ্‌ছে কালো, কালো! কালো! কালো! কালো—উথ্‌লে উঠ্‌ছে! আনন্দ রহো, তোমার 'আনন্দ রহো' বলো—শুন্‌তে পাইনি, শুন্‌তে পাইনি, ওঃ, বজ্রাঘাত হ'চ্চে, ঐ কালো-মেঘ থেকে বজ্রাঘাত, উঃ, কত বজ্রাঘাত! কালোতে কি নীল রঙের বিদ্যুৎ হয়? ও বাবা! কালো আগুন নাকের ভিতর সেঁদোলো, জ্ব'লে গেল—পুড়ে গেল।

বেতাল। এত কথা ব'ল্‌ছিস্—'আনন্দ রহো' বল।

আক। ওরে, পেটের ভেতর কালো ঢেউ উঠ্‌ছে।

মান। এখন কি কর্ত্তব্য, এই তো প্রায় শেষ, প্রচার করিগে যে, জাঁহাপনা অকস্মাৎ কিরূপ হ'য়েছেন। সতর্কতা, সতর্কতা, সতর্কতা, সতর্কতাই মনুষ্যের জীবন,—এখন সতর্ক হই, কেউনা বলে—বাদসাকে আমি খুন ক'রেছি, সন্দেহ ক'র্‌বেই—দেখা যাক। সতর্কতা! সতর্কতা!

[প্রস্থান।

আক। ওই—পেটের ঢেউ বুকে এলো।

বেতাল। আমি একটু জল পাই তো দেখি, আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!! [প্রস্থান।

দুইজন ভৃত্যসহ মানসিংহের প্রবেশ

মান। যতদূর পাল্লেম ক'ল্লেম, জল ঢল মাথায় দে দেখ্‌লুম,—কিছুতেই চেতন হ'লো না; এই দেখ, জল প'ড়ে র'য়েচে।

১ ভৃত্য। মহারাজ কি আর মিছে কথা ব'ল্‌ছেন!

২ ভৃত্য। আর কাকে নিয়ে যাবো!

মান। না না, ধুক্ ধুক্ ক'চ্ছে, টেনে তোল, কণ্ঠা ন'ড়্‌চে দেখ্‌তে পাচ্চোনা?

[আকবরকে লইয়া দুইজন ভৃত্যের প্রস্থান।

(নেপথ্যে)। আহা, হাঁ ক'চ্চে, একটু জল দে রে।

মান। যদি একবার লোকের ধারণা হয় যে, আমি বিষ দিইনি,—আকবর, বড় চমৎকার উপায় শিখালে, যার প্রতি সন্দেহ—তার প্রতি বিষ প্রয়োগ। সতর্কতা, সতর্কতা! অর্থের অভাব নাই—খসরু দেবে; কিন্তু খসরু মুসলমান উপকার মনে রাখ্‌বে কি? দেখা যাক—সতর্কতা!

[প্রস্থান।

(নেপথ্যে)। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

বাপী-তট

যমুনা

গীত

রাগিণী খট্‌-ভৈরবী—তাল যৎ

পাষাণী পাষাণের মেয়ে,
বাদ সেধেছে আমার সনে।
পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পায়ে,
মনের সাধ মা, রইল মনে॥
রাঙ্গা চরণ পূজে তারা,
নয়ন তারা হ'লেম হারা,
দেখ্ মা তারা তাপহারা,
বঞ্চিত বাঞ্ছিত ধনে॥

কাননের প্রবেশ

কানন। দিদি, এই অন্ধকারে একা ব'সে গান ক'চ্চো? উঃ, আকাশে একটীও তারা নেই, বিদ্যুৎগুলো যেন লড়াই ক'ত্তে ক'ত্তে আকাশটা মেপে চ'লেছে, এস ভাই,—ঘরে এস।

যমুনা। দিদি, অন্ধকার যামিনী ভিন্ন আমার এ গান শোনাব কারে? চাঁদ শুন্‌লে মলিন হবে! ভাই, মেঘ আপনার প্রাণ ধুয়ে দেবে, আমি কি আপনার প্রাণ ধুয়ে কাঁদ্‌তে পারিনি? দিদি, আমি বড় অভাগিনী, তোমার মতন প্রফুল্ল কুসুম-কলিও আমার নিঃশ্বাসে

মলিন হয়। দিদি, আমার মতন ভগ্নী কি আর কারুর আছে?

কানন। দিদি, বিশ্বাস কর, মনস্কামনা ক'রে কালীর পায়ে জবা দিয়েছ, অবশ্য তোমার সঙ্গে নারায়ণের দেখা হবে। এই দেখ দেখি, আমি মেনেছিলুম, আমার এ কুঁড়িটী আজও র'য়েছে।

যমুনা। কানন, আমি বালক সেজে পথে পথে কেঁদে বেড়িয়েছি, রাস্তায় রাস্তায় গান ক'রে বেড়িয়েছি, সূর্য্যের উত্তাপে কাতর হইনি, ক্ষুধা-তৃষ্ণার সময়, নদীর জল অমৃত ব'লে পান ক'রেছি, তাতেই সবল হ'য়েছি, আবার লহরীমোহনের অনুসন্ধান ক'রেছি; মনে মনে সম্পূর্ণ বিশ্বাস—মা কালী মনস্কামনা পূর্ণ ক'র্‌বেন।

কানন। অবশ্যই ক'রবেন, আমার ফুলটী দেখে তোমার বিশ্বাস হয় না?

যমুনা। না ভাই, যখন পেয়ে হারালেম, তখন আর বিশ্বাস হয় না।

কানন। আচ্ছা ভাই, আমি কাল সকালে তোমার মতন বালক সেজে, পথে পথে ঘুর্‌বো, দেখি পাই কি না।

যমুনা। কানন, আমার প্রাণ ব'ল্‌ছে—তাকে পাবো না, তুমি মিছে প্রবোধ দিওনা।

কানন। আচ্ছা এসো, ওদিকে ফুল ফুটেছে দেখি গে।

যমুনা। না দিদি, তুমি দেখ গে।

কানন। বুঝেছি, ব'সে কাঁদ্‌বে। আচ্ছা, আমি তোমার জন্য ফুল তুলে আন্‌ছি, তখন কিন্তু নিতে হবে। [প্রস্থান।

যমুনা। তুমিই সুখী,—মা কালি! এ জন্মে মনের সাধ মনেই রইলো। যদি জন্ম হয়—যেন যমুনাই হই, লহরীমোহনকে নিয়ে খেলা করি, আর যদি সে সাধ পূর্ণ না হয়, যেন কানন হই, একটী শুক্‌নো কলি নিয়ে চির-কাল বেড়াই।

গীত

রাগিণী মুলতান -তাল আড়াঠেকা

বাঞ্ছা পূর্ণ কর মা শ্যামা, ইচ্ছাময়ী কল্পতরু।
পূজে তোরে বাঞ্ছা পূরে,
ব'লেছে শিব জগদ্‌গুরু॥
তমোময়ী ঘোর ত্রিযামা,
মা বলে গো কাঁদি শ্যামা,
হররমা দেখা দে মা,
মা তো কঠিন নয় গো কারু॥

অপর দিক দিয়া নারায়ণসিংহকে বহন করিয়া বেতালের প্রবেশ

নারা। ভাই আনন্দ রহো! তুমি কেন বৃথা যত্ন ক'চ্চো, আমি কি আর বাঁচ্‌বো? আমি বিশ দিন অনাহারে কারাগারে বাস ক'চ্চি, যদি কোথাও জল পাও, আমার মুখে এক বিন্দু দাও। গুরুদেব, 'কৌশলে কার্য্য সিদ্ধি হয় না', মৃত্যুকালে তোমার উপদেশ বুঝ্‌লেম,—যেন জন্মজন্মান্তরে তোমার পদে ভক্তি অচলা থাকে।

বেতাল। এই সামনেই পুকুর।

[জল আনিতে গমন।

যমুনা। মা তারা! বিদ্যুৎগুলি যেন তোমার রাঙ্গা পা'র মতন খেলা ক'রে লুকুচ্চে, ত্রিযামা যেন রাক্ষসীরূপে নৃত্য ক'চ্চে, চতু-র্দ্দিকে ঝিল্লীরব, মধ্যে মধ্যে বজ্র-নিনাদ, যেন মহিষাসুরের যুদ্ধে রণরঙ্গিণী আপনি মেতেছেন।

গীত

রাগিণী মঙ্গল-বিভাষ—তাল একতালা

প্রলয়-দামিনী চরণে নলকে।
নখর-নিকর ভাতে প্রভাকর,
বরণ নিবিড় কাদম্বিনী,
ব্রহ্মাডিম্ব ফুটে পলকে পলকে॥
নরকর-নিকর কপাল-মালা,
তর তর ত্রিনয়ন উজল জ্বালা,
ঘন ঘোর গরজন, সুর-নর-কম্পন,
শব-শিব-পদতলে,
ভালে অনল জ্বলে;
ত্রাহি ত্রিভুবন প্রলয় ঝলকে॥

নারা। এ কে গান করে? ওর কাছে আমায় নিয়ে চল,—যমুনা!

যমুনা। মা ইচ্ছাময়ি! দাসীর ইচ্ছা বুঝি পূর্ণ ক'ল্লেন! (নারায়ণের নিকট গমন)

নারা। যমুনা!

বেতালের প্রবেশ

বেতাল। ওরে এই জল নে। (পাতায় করিয়া মুখে জল দেওন)

নারা। যমুনা, মুখের কাছে এসো, একবার ভাল ক'রে দেখি। (যমুনার তথাকরণ) অম্নি থাক, বেশ দেখ্‌তে পাচ্ছি।

যমুনা। মা, তোমার মনে এই ছিল মা! এই দেখা হবে? লহরীমোহন, কথা কও, এখন' আমার প্রাণ ভরেনি, আর একটী কথা কও।

নারা। রাঙ্গা—রাঙ্গা—সূর্য্য উঠ্‌ছে। দেখ যমুনা, নীল ঘোড়া।

বেতাল। স'রে যাই, এখনি 'আনন্দ রহো' ব'লে ফেল্‌বো।

যমুনা। একবার চেয়ে দেখ, মা ইচ্ছাময়ি, তোমার ইচ্ছায় আমি লহরীমোহনকে আবার পেয়েছি। আমার গান শুন্‌তে তুমি বড় ভালবাস্‌তে, আমি গান গাইতে গাইতে তোমার সঙ্গে যাচ্ছি।

গীত

রাগিণী বাহার-ভৈরবী—তাল মধ্যমান

নেচে নেচে চল মা শ্যামা,
দুজনে তোর সঙ্গে যাবো,
দেখ'বো রাঙ্গা চরণ দু'টী,
বাজ্‌বে নূপুর শুন্‌তে পাবো।
ঘোর আঁধারে ভয় বা কারে,
ডাক্‌বো শ্যামা অভয়ারে,
ওমা ব'লে যাবো চলে,
'মা' ব'লে মা, প্রাণ জুড়াবো।

নারা। 'আনন্দ রহো'! 'আনন্দ রহো' বলো, আনন্দের সীমা নাই,—গুরুদেব ঘোড়া চড়িয়ে নিয়ে যাচ্চেন; যাচ্চি—একটু কাহিল আছি,—গুরুদেব হাসছেন, ভাল কথা 'আনন্দ রহো! আনন্দ রহো'!!

বেতাল। এই যে, আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

কাননের প্রবেশ

কানন। দিদি, তুমি এইখানে ব'সে গান ক'চ্চো, আমি ছিপিট খুঁজ্‌চি! মট্‌কা-মেরে প'ড়ে থাক্‌লে হবে না, ফুল প'র্‌তে হবে; উঠ্‌লে না?—তবে নমো নমো ক'রে সর্ব্ব-শরীরে দিই—(ফুল ছড়াইয়া দেওন ও বিদ্যুৎ দীপ্তি) একি, লহরীমোহন!

নারা। হ্যাঁ কানন।

যমুনা। কানন! বিদায়—

বেতাল। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

কানন। একি, আনন্দ রহো?

বেতাল। দূর কর, আমার গাঁজার কল্‌কে ফেলে দিই, তুমি ওদিকে দেখ না।

কানন। (অন্যমনে ফুল ফেলিয়া দিল)

বেতাল। তুমিও ফুল ফেলেছ, ওদিকে কি দেখ্‌ছো? দেখ্‌তে গেলে অনেক দেখ্‌তে হবে। বল, 'আনন্দ রহো! আনন্দ রহো'!!

উভয়ে। "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!"

যবনিকা পতন